Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS2001/125	Place(s) of Publication:	CALCUTTA.
		Year of Publication	1335 B.S. (1928).
Collection:	Sd. Abdur Rahaman Ferdousi	Publisher / Printer:	FAZLUL HAQ SELBERSI
Editor(s)	FAZLUL HUQ SELBERSI	Size:	33 X 41 cms.
		Condition:	Brittle
Title:	আল-মুস্লিম AL- MUSLIM	Volumes in record:	Archive has: V.1 (1335-36 B.S.) & V.2 (1336-37 B.S.). Weekly. Assorted issues.

নিক্ষেপ করিলেন। স্পেনের বিখ্যাত বিজেতা এইরূপে তাঁহার কৃতকার্য্যতার পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহাকে দীর্ঘকাল এ পুরস্কার ভোগ করিতে হইল না। মূসার ঈর্ষ্যাকৃত স্বেচ্ছাচারিতার সংবাদ খলিফা ওলীদের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে দামেস্কে ডাকাইয়া আনিয়া তুল্যরূপে অপমানিত করিলেন এবং তারেককে তাঁহার স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সিরিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে মূসা পিরানীজ পর্ব্বতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ইউরোপ বিজয়ের কল্পনা করিয়াছিলেন। যদি তিনি তারেককে অপমানিত না করিতেন, তবে সে কল্পনা নিশ্চিতই বাস্তবে পরিণত হইত; কিন্তু মুসলিম জগতের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা হয় নাই। দামেস্ক হইতে তাঁহার আহ্বান আসায় সম্মুখে অগ্রসর হওয়া তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সে কার্য্য একেবারে অসম্পন্ন রহে নাই। ৭১৯ খৃষ্টাব্দে—স্পেন বিজয়ের মাত্র পাঁচ বৎসর পরে জনৈক আরব শাসনকর্ত্তা সেপ্টীমেনিয়া নামক গলের দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া লইলেন। কার্কাসোন্ ও নার্ব্বোন নগরদ্বয় এই প্রদেশে অবস্থিত ছিল; এই দুইটি কেন্দ্রস্থল হইতে তিনি বার্গাণ্ডী ও একুইটেনিয়া লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একুইটেনিয়ার ডিউক ইউডেস ৭২১ খৃষ্টাব্দে তুলুজের প্রাচীর নিম্নে সারাসেনদের পরাজয় সাধনে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু উহাতে বিশেষ কিছু ফল হইল না। সারাসেনদের বিজয় স্রোত এদিকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইল। তাহারা বিউন লুণ্ঠন করিল. সেন্স্ হইতে কর আদায় করিল এবং ৭৩০ খৃষ্টাব্দে এভিগ্নন অধিকার করিয়া বহুবার নিকটবর্ত্তী জেলাসমূহ লুণ্ঠন করিল। তুলুজের বিজয় লাভের পর ইউডেস্ একেবারে সারাসেন-রাজ্যে গিয়া যুদ্ধ চালাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু নার্ব্বোনের নূতন শাসনকর্ত্তা আবদুর রহমান ইউডেসের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া দিলেন। সমগ্র গল জয় করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া এই বীরপুরুষ প্রথমে তার্‌কোনায়েজ তৎপরে একুইটেন পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া বসিলেন। গেরোণ নদীর তীরে ইউডেস্ তাঁহার নিকট পরাজিত হইলে, তিনি বোর্ডো অধিকার করিয়া লইলেন এবং সেণ্ট্ মার্টিনের মঠের ধন-সম্পদের কথা শুনিয়া ৭৩২ খৃষ্টাব্দে বিজয়োল্লাসে টুর্স্ নগরের দিকে ধাবিত হইলেন। ফ্রান্স তখন রাজা লুথারের শাসনাধীন; কিন্তু চার্ল্‌স্ নামক এক প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিই তখন রাজধানীতে সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছায় বাধা প্রদান করা রাজার ক্ষমতা ছিল না। জয়শার ও টুরের মধ্যবর্ত্তীস্থলে চার্ল্‌সের সহিত আবদুর রহমানের সাক্ষাৎকার ঘটিল। সারাসেনরা সানন্দে যুদ্ধে যোগদান করিল। তাহারা গোয়াডেলেট ক্ষেত্রের পুনরভিনয়ের আশা করিয়াছিল; ক্যালে হইতে মার্সেল্‌জ্ পর্য্যন্ত সমগ্র ফ্রান্স তাহাদের পদানত হইবে বলিয়া তাহারা মনে করিয়াছিল। এই যুদ্ধের ফলাফল ইউরোপের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর হইবার কথা; তজ্জন্য ইহা পৃথিবীর চতুর্দ্দশটী ভাগ্য-নির্দ্দেশক যুদ্ধের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইউরোপ কি খৃষ্টান থাকিবে, না মুস্‌লিম হইবে—ভাবী 'নটর-ডেম' গির্জ্জা হইবে, না মস্‌জিদ হইবে—সম্ভবতঃ এমন কি 'সেণ্ট্ পলসে'ও খৃষ্টানের কাংস্যঘণ্টা বাজিবে, কি মুয়াজ্জিনের আজানধ্বনি উঠিবে, এই যুদ্ধে অস্ত্রবলে তাহাই মীমাংসিত হইবার বিষয় ছিল। সারাসেনদের বিজয়-স্রোত টুরে প্রতিহত না হইলে, ইংলিশ চ্যানেলে আসিয়াই যে তাহাদের অগ্রগতি রোধ হইত, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ ছিল না। স্পেনের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তাহারা কিঞ্চিদধিক সহস্র মাইল অগ্রসর হইয়াছিল; আর সম-পরিমাণ ভূভাগ অতিক্রম করিতে পারিলেই তাহারা স্কট্‌ল্যাণ্ডের পর্ব্বত শ্রেণীতে উপস্থিত হইতে পারিত। ইংলিশ চ্যানেল ভূমধ্যসাগর অপেক্ষা দুস্তর ছিল না। কাজেই এই যুদ্ধে সারাসেনরা জয়লাভ করিলে টেম্‌স নদীতে ইস্‌লামের নৌবহর চলাচল করিত এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইবেলের পরিবর্ত্তে কোর-আনের ভাষ্য পড়ান হইত। কিন্তু ভাগ্য-লিপি অখণ্ডনীয়; মুস্‌লিম-বিজয় উহার নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপনীত হইয়াছিল; তাই তাহা হইয়া উঠিল না। চার্ল্‌স্ ও তদীয় ফরাসী অনুচরগণ স্পেনীয় গথদের ন্যায় নির্ব্বীর্য্য জাতি ছিল না। তাহারা অন্ততঃ মূরদের ন্যায়ই তুল্য সাহসী ও কঠোরশ্রমী ছিল। খণ্ডযুদ্ধে ছয়দিন চলিয়া গেল; অবশেষে সপ্তম দিবসে একযোগে আক্রমণের সময় আসিল। চার্ল্‌স্ অপ্রতিহত প্রভাবে মুস্‌লিম ব্যূহ ভেদ করিলেন; সেনাপতির বীরত্বে প্রোৎসাহিত হইয়া তদীয় ফরাসী সৈন্যগণও ভীমবেগে মুস্‌লিম-বাহিনীর উপর আপতিত হইল। সারাসেনের সমগ্র ব্যূহ ভগ্ন হইয়া গেল; জয়লাভের আশা নাই দেখিয়া তাহারা রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। স্থানটী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আন্দালুসিয়ার "শহিদের স্থান" বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিল। —ক্রমশঃ

ফলস্তিন সমস্যা

—ঃ✻ঃ—

(গত ২২শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা টাউন হলে ফলস্তিনে আরব-ইহুদী সংঘর্ষের প্রতিবাদ-কল্পে যে বিরাট সভা হয়, তাহার সভাপতিরূপে সুবিখ্যাত স্যার আবদর রহিম যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল)

সাহেবান! ফলস্তিনে আজ যে সমস্যা মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে তাহার আলোচনা করিবার জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি। জেরুজালেমের আরব ও ইহুদীদের মধ্যে যে ভীষণ রক্ত-প্রতিযোগিতা হইয়া গেল, তাহাই আজ ভারতের মুসলমানদের ধীরে ধীরে বুঝাইয়া দিতেছে যে, এই সমস্যা কতখানি গভীর ও ইহার পরিণাম কতদূর প্রসারী। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যে বিশেষ ব্যাপার লইয়া এই দুইদলের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, এখানে তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে আমি চাই না। ফলস্তিনের আরবেরা, যাহারা এতদিন ধরিয়া ফলস্তিনের পবিত্র স্থানগুলি পরম নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সহিত সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছিল, তাহারা ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছে যে, বয়তুল মুকাদ্দস মস্‌জিদুল আক্‌সা, বোরাক শরিফ ও অন্যান্য শাশ্বত ধর্ম্ম ব্যাপারেও তৎসক্রান্ত অধিকারে ইহুদীরা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। অপরপক্ষে ইহুদীদের অভিযোগে প্রকাশ যে ৩০০০ বছর আগেকার কোন কল্প-যুগের এক ইহুদী সাম্রাজ্যের ততোধিক কাল্পনিক বিলুপ্ত গৌরব-স্মৃতিকে প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া রাখিবার যে অধিকার সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের নিকট হইতে তাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাহারই বলে তাঁহারা এখন প্রাচীর এবং প্রাচীরের যাওয়ার রাস্তা তাঁহাদের জাতিগত সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংঘর্ষের সাক্ষাৎ কারণ নিরাকরণ করিবার জন্য একটি কমিশনও বসিয়াছে এবং ধরিয়া লওয়া যাউক যে, পক্ষপাতশূন্য-ভাবে ও সরল অন্তঃকরণে এই কমিশনের অনুসন্ধানকার্য্য চলিবে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইহুদীরা আরবদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিল যে, আরবেরা বাজার লিপ্ত ইহুদীদের অঙ্গ নির্দ্দয়ভাবে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, কবর হইতে মৃতদেহ উত্তোলন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং তাহার কোনও ভিত্তি নাই। কিন্তু ভারতের মুসলমানের নিকট আজ যে আসল সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সহিত কি কারণে বর্ত্তমান সংঘর্ষ হইল, অথবা সংঘর্ষকারীরা কতখানি আইনের চক্ষে দণ্ডনীয়, তাহার কোনও যোগ নাই। আমাদের সমস্যা মহা-অনিষ্টকারী বেলফুর ঘোষণাকে লইয়া। এই ঘোষণাকে যদি বজায় রাখা হয় তাহা হইলে ইস্‌লাম জগতে অবশ্যম্ভাবী এক তুমুল চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে। বয়তুল মুকাদ্দস আমাদের নিকট প্রায় পুণ্যধাম মক্কার মতই পবিত্র এবং হজরত নবীকরিম (দঃ) স্বয়ং প্রথমে জেরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে আদেশ দিয়াছিলেন। বয়তুল মুকাদ্দসের হারমের মধ্যেই বোরাক শরীফ, খলিফা ওমরের মস্‌জিদুল আক্‌সা এবং তখ্‌তে মুহাম্মদ (দঃ) (Rock Dome) অবস্থিত। শুধু জেরুজালেম নয়, সমগ্র ফলস্তিন ইস্‌লামের পুণ্য স্মৃতিতে ভরা এবং এই স্থানের সহিত মুসলমানের অন্তরের অন্তরতম বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি চির-বিজড়িত। এই খানেই দীর্ঘ দুই শতাব্দী ধরিয়া দিনের পর দিন আরব মুসলমানেরা খৃষ্টান ক্রুসেডের উন্মাদ অভিযান ব্যর্থ করিয়াছে। দুই শতাব্দী ধরিয়া পর-কীর্ত্তি অসহিষ্ণু ইউরোপ এই পবিত্র ভূমি ছিনাইয়া লইবার জন্য তাহাদের জাতি ও ধর্ম্মগত অন্ধ গোঁড়ামীর চরম উদাহরণ দেখাইয়াছে। মধ্য-যুগের ইউরোপীয় খৃষ্টানদের সেই বর্ব্বরতা, অজ্ঞানতা ও রক্ত-পিপাসু নীচতার তুলনায় সেই সময়কার আরব ও তুর্কীরা খৃষ্টান ও ইহুদীদের ধর্ম্ম ও অন্যান্য ব্যাপারে তাহাদের সহিত যে আত্ম-প্রতিষ্ঠা উদারতা ও মহত্বের সম্পর্ক স্থাপিত করে, মধ্য-যুগের অন্ধকার জগতে তাহা চির-অনির্ব্বাণ দীপ-শিখার মত জ্বলিতেছে। যতক্ষন আন্তরিক ব্যাঘাত না ঘটাইয়াছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বয়ং হজরত নবী করিম মদিনা ও য়্যামানের ইহুদীর সব চেয়ে বেশী আশ্রয় দিয়াছিলেন ও সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই মহান আদর্শ—হজরত আবুবাকর, ওমর, আলী, ওসমান প্রভৃতি মদিনার সমস্ত খলিফা নিষ্ঠার সহিত

TORN PAGE(S).

অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন দামেস্ক, বগদাদ, কার্ডোভা, ক্যায়রো, কস্তনতুনিয়ার খলিফারাও সেই মহান আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। সেদিন পর্য্যন্তও যে ইহুদীরা অন্য সমস্ত খৃষ্টান দেশে নিষ্ঠুর ভাবে নির্য্যাতিত হইয়াছে, এইখানে এই মুসলিম দেশে এমন কি ফলস্তিনে তাহারা সর্ব্বদাই সব চেয়ে বেশী স্বাধীনতা ও সুবিধা বিনা-বাধায় ভোগ করিয়া আসিয়াছে। মিঃ সাইড বোথাম ইহুদী-পুনরুত্থান আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা। ১৯১৮ সালে "ইংলণ্ড ও প্যালেষ্টাইন" নামক যে বই তিনি প্রকাশিত করেন, তাহাতে স্পষ্টভাবে এই উক্তিই তিনি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, আরব-শাসনের যুগে, যখন কার্ডোভা ও বগদাদ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী বলিয়া পরিগণিত, ঠিক সেই সময়ই ইহুদীদের স্বর্ণ-যুগ। সেই সময়ই তাহারা এতদূর ধনশালী হইয়া উঠে যে, অর্দ্ধ-পৌরাণিক সুলেমানের যুগেও এমন ধন-সম্পদের কল্পনাও কেহ করে নাই। যে পৌত্তলিক রোম ও গ্রীস ইহুদীদের শুধু নির্য্যাতনের পর নির্য্যাতন করিয়া আসিয়াছে, খৃষ্টান হওয়ার পরও যে নির্য্যাতনের ধারা বদলায় নাই—সেই গ্রীস ও রোম এবং খৃষ্টান জগৎ অপেক্ষা ইস্‌লাম জগৎকেই যে ইহুদীরা অধিকতর আপনার জন বলিয়া ভাবিবে তাহাতে আর বিস্ময় কি আছে?" গুডরিচ ফ্রিয়ার নামক একজন ইংরাজ ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত হইতে এখানে আপনাদের একটু উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতে চাই। ফ্রিয়ার ১৯১৩ সালে মহা-যুদ্ধের ঠিক পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনে যান। সেখানকার ল্যাটিন, গ্রীক, আর্ম্মেনিয়ান, কপ্‌ট, সিথিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের প্রার্থনাস্থান সম্পর্কে উক্ত ভ্রমণকারী বলিতেছেন, "আজ এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম যে ভাবে এখানে বাধাহীন ভাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠার সুবিধা পাইতেছে, খৃষ্টান-ধর্ম্মের অধীনে সেগুলি কি এমনি স্বাধীনতা ভোগ করিতে পাইত?" তাহার পরে তিনি আরও বলিতেছেন যে, "পর-মতের প্রতি তুর্কী গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদাই যে সহানুভূতি ও উদারতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা সভ্যতা-গর্ব্বী অন্যান্য জাতির অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।...এই দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, খৃষ্টানেরা কতখানি মুসলমানের কাছে ঋণী।" এ কথা নিশ্চয়ই যে, একরের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যদি ল্যাতিন সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যাইত এবং আরবেরা যদি এই পবিত্র ভূমির রক্ষণাবেক্ষণের ভার না লইত, তাহা হইলে সেই সপ্তম শতাব্দীতে খৃষ্টান ধর্ম্মের অন্য কোনও শক্তিশালী শাখা আসিয়া এই সমস্ত বিভিন্নতাকে সমতল করিয়া সকলই গ্রাস করিয়া লইত এবং যে জাতির পূর্ব্ব-পুরুষেরা একদিন যিশুখৃষ্টকে ক্রুসবিদ্ধ করিয়াছিল তাহাদের একটী বংশধর ও ফলস্তিনে আজ পড়িয়া থাকিত না।

বিগত মহাযুদ্ধ

১৯১৪ সালে য়ুরোপের প্রাঙ্গণে মহা-সমরের দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, তুরস্ককে কি রকম পাকে-চক্রে পড়িয়া এই সময়ে নামিতে হয়। এধারে আরবদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল যে, তাহারা যদি এই মহাসমরে মিত্র-শক্তিদের সহিত যুক্ত হইয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহা হইলে তাহাদের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা তো দেওয়া হইবেই, এমনকি এক বৃহত্তর আরব সাম্রাজ্যের প্রলোভনও তাহাদের সম্মুখে ধরা হইয়াছিল। এই প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া আরব মিত্র-শক্তির পক্ষ হইতে তুরস্ককে পরাজিত করিবার নিমিত্ত সকল শক্তি প্রয়োগ করিল এবং আরবের সাহায্য ব্যতীত সেদিন তুরস্কের নিকট হইতে ফলস্তিন সিরিয়া, ইরাক ও হেজাজ কাড়িয়া লওয়া মিত্র-শক্তির কখনও সম্ভব হইত না। অপর পক্ষে ইহুদীরা নগণ্য একটি দুর্ব্বল উষ্ট্রবাহিনী দিয়া মিত্রশক্তিকে সাহায্য করে এবং এই সাহায্যে কোনও পক্ষের কিছুই আসে যায় নাই; কিন্তু ইহুদিরা এইটুকু সাহায্যর মূলধন ফেলিয়া যে বিরাট লাভের অংশ টানিয়া বসিল তাহা সত্যই বিস্ময়জনক।

শান্তি-প্রস্তাব ও মুসলিম-স্বার্থ

যুদ্ধ বিরতির পর যে সমস্ত শান্তির শর্ত্ত উপস্থিত হইল, তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক। মিত্রশক্তির আসল শত্রু জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়াকে অবশ্য এই সব শর্ত্ত অনুযায়ী অনেক খানি হারাইতে হইয়াছে। এই সমস্ত শর্ত্ত তাহাদের এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, কিছুকালের মত এখন আর তাহারা কোনও মতে আর একটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতে পারিবে না; কিন্তু কাহারও স্বাধীনতায় বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। অথচ প্রাচ্যের মুসলিম সাম্রাজ্যকে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বে জোর করিয়া লোভ দেখাইয়া এই সময়ে নামান হয় এবং তাহার প্রতিদান স্বরূপ যুদ্ধ-বিরতির পর দেখা গেল যে, তাহার একতাবদ্ধ শক্তিকে নির্দ্দয়ভাবে শতধা-বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অসামান্য সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিভা লইয়া ইউরোপীয় তুরস্কে কামাল পাশা যদি তখন না জাগিয়া উঠিতেন এবং নব্য-তুরস্ক তাহার অদম্য প্রাণ-শক্তি ও অপরাজেয় স্বাধীনতা-স্পৃহা লইয়া কামালের পাশে আসিয়া না দাঁড়াইত, তাহা হইলে এশিয়া ও ইউরোপের দুই স্থলেই তুরস্ককে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু গ্রাসের পদানত হইয়াই থাকিতে হইত। আর ইউরোপের বাহিরে অন্য যে সমস্ত অ-খৃষ্টান জাতি বন্ধু হিসাবে মিত্র-শক্তিদের সাহায্য করিয়াছিল তাহাদেরই বা কি হইল? যে ভারতবর্ষ হাজারে হাজারে তাহার সন্তানদের রণ-ক্ষেত্রে উৎসর্গ করিল—এই মহা-সমরের ইন্ধন যোগাইতে যাহাকে দেহের শেষ রক্ত-বিন্দুটী পর্য্যন্ত দিতে হইল, আজও সে পরাধীন—বৃটিশের করতলগত সম্পত্তিবিশেষ; ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন পাইবারও অধিকার তাহার নাই! কিন্তু সকলের চেয়ে নির্দ্দয় ও নির্ম্মম ব্যবহার হতভাগ্য আরব মুসলিমদের ভাগ্যে আসিয়া পড়ে। ইস্‌লামের পুণ্য-স্মৃতিভরা, পূর্ব্ব পুরুষের অসামান্য কীর্ত্তির অমর স্মৃতির সৌরভে পরিপূর্ণ মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, ফলস্তিন ইংরাজ ও ফরাসীরা "ম্যাণ্ডেটের" নামের আড়ালে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইল। আন্তর্জ্জাতিক লুটের অপর নামই হইতেছে ম্যাণ্ডেট প্রতিষ্ঠা করা (অর্থাৎ অপর-রাজ্যের 'সুশাসনের' ভার লওয়া)।

ইহুদি সাম্রাজ্যের কল্পনা

ইহার মধ্যে সব চেয়ে বেশী দুরবস্থা হইল ফলস্তিনের আরবদের। ফলস্তিনে ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার প্রকাশ্য বাসনা লইয়া বৃটিশ ফলস্তিনের শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন এব যতদিন ইহুদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা না হয়, ততদিন ফলস্তিনের আরবদের ইংরাজ ও ফরাসী দুই প্রভু ইঙ্গিতে নড়িতে-ফিরিতে হইবে, ইহাই বেলফু ঘোষণার অন্তর্নিহিত মৎলব। এবং এই মৎলবের স্বরূপ ও স্বরূপ ক্রমশঃ বেশ গভীর ভাবে ও পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইতেছি। ইউরোপের রাজনীতিক চালবাজীর ইতিহাসে এত বড় কপট ও নির্লজ্জ-ঘোষণা আর একটিও নাই। এই ঘোষণাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে যে, ফলস্তিনকে শুধু সেখানকার নয় জগতের সমস্ত ইহুদিদের আরাম ভূমিতে পরিণত করা হইবে। সমগ্র জগতের ইহুদিদের সংখ্যা হইতেছে বোধ হয় প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ; আর ফলস্তিনে চরম আধুনিক বৈজ্ঞানিক কায়দা গ্রহণ করিলেও মোটে কুড়ি লক্ষ লোকের বেশী আবাস সংস্থান হইবার কোনও উপায় নাই আরবেরা শুধু ধর্ম্মসংক্রান্ত অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। বৃটিশদের তত্ত্বাবধানে ইহুদিরা সাবালক হইয়া ফলস্তিনের রাজনৈতিক শাসনের সম্পূর্ণ ভার লইবে এবং ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম আরবদের ইহুদিদের অধীনে থাকিতে হইবে। ফলস্তিনের সমগ্র জন-সংখ্যার অনুপাতে আরবেরা বিপুল পরিমাণে সংখ্যা-গরিষ্ঠ আরবদের সংখ্যা সেখানে প্রায় ছয় লক্ষ; খৃষ্টান জন-সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার এবং ইহুদিদের সংখ্যাও ৮০ থেকে ৮৫ হাজারের মধ্যে। ইতিহাসে যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ফলস্তিন এই ছয় লক্ষ আরবদের মাতৃ-ভূমি এবং কোন এক বিস্মৃত-স্মৃতি-যুগে ইস্‌রাঈলী-দিগের একটী শাখা অর্দ্ধ-কাল্পনিক যুগে অর্দ্ধ পৌরাণিক শাসন করিত। যেটুকু রাজনৈতিক অধিকার তাহাদের ছিল তিন হাজার বছর আগে তাহার তাহা সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ল্যাতিন অভিযানকে ব্যর্থ করিয়া, ইহুদিরা নয়, এই ফলস্তিনে আরবেরাই একদিন এখানে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ-ক্ষম স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং সেইদিন হইতে জাতিগতভাবে রাজ্যশাসন ব্যাপারে আরবেরা যে দক্ষতা ও উদারতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছে তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল।

—ক্রমশঃ

TORN PAGE(s).

পশ্চাৎপদ—হিন্দুদের এই উক্তি ভিত্তিহীন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় তাঁহারা হিন্দুর সম-রেখায় দাঁড়াইতে না পারিলেও তাহা নগণ্য নহে। অবশ্য উকিল মোখ্‌তার ও ব্যারিষ্টারের সংখ্যা তাহাদের চাইতে মুসলমান সমাজে কিঞ্চিৎ কম পরিদৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহারা শিক্ষাক্ষেত্রে অনুন্নত এই উক্তির কোন সার্থকতা নাই? মুসলমান সমাজে বহু উচ্চ ডিগ্রীধারী লোক বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, হাজার হাজার ম্যাট্রীক, আই-এ, আই, এস-সি, পথে ঘাটে ঘুরা ফেরা করিতেছেন। অসংখ্য স্কুল-কলেজে বহু ছাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করিতেছে, ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষাক্ষেত্রে যাদৃশী উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাধারা যেরূপ ক্ষিপ্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে ইহা সুনিশ্চিত যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভারতীয় মুসলমান সমাজ শীঘ্রই হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে। মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় এইরূপ অনেক প্রতিভাশালী কৃতবিদ্য লোক পরিদৃষ্ট হন যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল ও কলেজের শিক্ষাদান ও অধ্যাপনা সু-শৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতে পারিতেছেন। আর পরিপক্ব মস্তিষ্ক, রাজ-নৈতিজ্ঞ ও শাসনকার্য্য পরিচালনার কাবেল লোকের যে অভাব নাই ইহাও অস্বীকার্য্য নহে। ইহা সত্ত্বেও যাহারা মুসলমান সমাজ শিক্ষায় অনুন্নত বলিয়া 'এল্‌জাম' দিতে সঙ্কোচিত হয় না, তাহারা যে সত্য গোপন করিতেই তৎপর তাহাতে সংশয় নাই।

[illegible]গের ভুল।—ইতঃপূর্ব্বে স্বাস্থ্য বিভা[illegible] ডাক্তার বেণ্টলি, বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের [illegible] এক ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন যে, পাট পচা জলে টাইফয়েড, কলেরা ও ম্যালেরিয়া নাশ হয়। পাট পচা জলের দুর্গন্ধে মানুষের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় না, বরং লণ্ডনের কুলীর ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্য সুন্দর হয়। যেখানে পাটের চাষ নাই—তথায় পাট চাষ হউক ইত্যাদি কত অদ্ভুত ও অলৌকিক কথাই যে আওড়াইয়াছিলেন তাহা পাঠক পাঠিকার অনবিদিত নহে। কিন্তু সম্প্রতি ডাক্তার বেণ্টলি আর এক ইস্তাহারে বলিতেছেন—পাট সম্পর্কীয় তাঁহার ইস্তাহার ভুলক্রমে [illegible]তেছেন। আশ্চর্য্য! যিনি স্বাস্থ্য-বিভাগের এত বড় কর্ত্তা হইয়া এক নিশ্বাসে এতগুলি ভুল করিতে পারেন, বাংলার স্বাস্থ্য বিভাগের সুকঠোর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকা সঙ্গত ও সমীচীন কি না তাহা গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিবেন কি? যে দেশের লোক, অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাল কাটাইতেছে তদুপরি দুরন্ত ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুজ্বর, বেরীবেরী, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কালাজ্বর, টাইফয়েড, বসন্ত ও কলেরার ভীষণাক্রমণে দেশ শ্মশানে পরিণত হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, সে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও মানুষের জীবন রক্ষার জন্য এইরূপ যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য বিভাগের উচ্চ পদে বহাল রাখা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গের বিচার্য্য। স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়ই বা কেন এই ইস্তাহার জারি করিতে-ছিলেন? বাংলাদেশের লোক হইয়া, বাংলার অবস্থা সম্যক অবগত থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য বিষয়ে এরূপ স্বেচ্ছাচারমূলক নীতি অবলম্বন করা তাঁহার কি উচিত হইয়াছে?

ব্রতী-বালক।—জগতের প্রত্যেক মানুষকে একটা মহৎ আদর্শের পথে পরিচালিত করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই জেনেরেল বুথ Boy scouts বা ব্রতী বালক-দলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কাউট পদ্ধতিকে সমর-কৌশল শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করা উচিত নহে, কারণ, এই প্রণালীর দ্বারা মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিপুষ্টি সাধন ও সম্প্রসারণই প্রধানতম লক্ষ্য। প্রত্যেক স্কাউটকেই মনে করিতে হইবে যে, সে একটা পবিত্র ও বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত,—সে কদাচ অসৎ অথবা অপবিত্র হইতে পারে না। সে কদাচ অকল্যাণকর কার্য্য করিতে পারে না। আজ সে এতটুকু বালক হইলেও কাল সে একটা গণনীয় মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবে। ইহাই হইতেছে এই পদ্ধতির মোটামোটি শিক্ষা। জেনেরেল বুথের এই ব্রতী-বালক-আন্দোলন আজ তাঁর জীবন-কালেই আশাতীতরূপে সাফল্যলাভ করিয়াছে, পৃথিবীর প্রত্যেক বড় শহরেই তার কর্ম্ম-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া লক্ষ লক্ষ বালক ভবিষ্যৎ-জীবনের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় যে, এই প্রয়োজনীয় শিক্ষার দিকে মুসলমান অভিভাবকদের তেমন কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। মুসলমান বয়-স্কাউটের সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে মাড়োয়ারী সম্প্রদায় প্রধানতঃ ব্যবসা লইয়াই ব্যস্ত আজ তাহাদের শত শত বালক ও যুবককে এই দলে ভর্ত্তি হইয়া শিক্ষালাভ করিতে দেখিতেছি। জীবনের সকল ক্ষেত্রে দীনতা, হীনতা ও পঙ্গুতার পরিচয় দেওয়াই যেন মুসলমানের জাতীয় বৈশিষ্টে পরিণত হইয়াছে।

সংবাদ-পত্রে অনাচার।—সভ্য-জগতে সংবাদ-পত্রের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কতখানি, সে কথা বোধ হয় আজ আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। সংবাদ-পত্র জাতির পথনির্দ্দেশক এবং তাহাকে মানুষ করিবার পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়ক। কাজেই তাহার দায়িত্ব অনেকখানি;—আর সেই জন্যই দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন সুশিক্ষিত, বহুদর্শী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপরই সংবাদ-পত্র সম্পাদনের ভার ন্যস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয়—সংবাদ-পত্র মহলে (বিশেষতঃ মুসলমান সমাজের) এই নীতির শোচনীয় ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। সংবাদ-পত্রের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের কথা ভুলিয়া পরিচালকগণ আজকাল 'ধোনাই' 'মোনাই'[illegible] সম্পাদন-ভার ন্যস্ত করিয়া জাতির মহদনিষ্টের সূচনা করিয়া[illegible] [illegible]ক বৎসর পূর্ব্বে এক দৈ[illegible] [illegible]নি বিশিষ্ট [illegible]ক্ষে সাপ্তাহিকের সম্পাদক (? [illegible] কাগজের মাথায় নিজে[illegible] করিয়াছিল। [illegible] এই ব্যাপা[illegible] লজ্জায় মাথা নীচু করিয়াছিলে[illegible] সহ্য করিতে না পারিয়া ষ্টেটস[illegible] বলিয়া ফেলিয়াছিলেন "A [illegible] Editor" মুসলমান[illegible] পক্ষে ইহা কি [illegible] [illegible] আনিয়া মুসলিম-বঙ্গের একমাত্র দৈনিকের সম্পাদ[illegible] আসনে বসানো হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা ক[illegible] মুসলমান সমাজের সংবাদ-পত্র পরিচালকগণ সত্যসত্যই কি সংবাদ পত্রের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া বসিয়াছেন? এই সমস্ত অশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ, ডেঁপো ছোকরাগুলির উপর কোন্ বিচার-বুদ্ধির বলে তাঁহারা সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারি না। ইহাতে কি তাঁহারা কর্ত্তব্য-চ্যুতির ও এই 'চেবেল্লা' ছোকরাগুলির 'মাথা' খাওয়ার অপরাধে অপরাধী হইতেছেন না?

শেরেক ও বেদ্‌আত।—বর্ত্তমানে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে যে সব কু-সংস্কার, কু প্রথা ও খেলাফে শরিয়ৎ কার্য্যাদির প্রচলন হইয়াছে, তন্মধ্যে শেরেক ও বেদ্‌আত সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ। বাংলাদেশের উপর শেরেক বেদ্‌আত রূপ মহাপাপের কত অভিনয় হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কবর-পোরস্তি, দর্গাহ্-পোরস্তি, পীর-পোরস্তি, গয়ের আল্লার নিকট বরপ্রার্থনা, নামাজ রোজা ছাড়িয়া পীরের ধ্যানে লিপ্ত হওয়া, হিন্দুদের ন্যায় গান-বাদ্যকে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত করা, পীর পয়গম্বরকে ভবিষ্যৎ-জ্ঞানী বলিয়া বিশ্বাস করা ইত্যাদি নানা মারাত্মক দোষ সমাজে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গদেশের দর্গাহ্ ও আস্তানা বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম শহরের দর্গাহ্ ও মাইজভাণ্ডারের ওরসের সময় যে সকল মোমবাতি আমদানি হয়, সে সকল অর্থ সঞ্চিত হইলে দেশের গরীব ছাত্রগণের পড়ার খরচ অভাবে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, যাহারা আলেম সমাজের নিন্দাবাদ প্রচার করিতে সিদ্ধহস্ত ও সর্ব্বতোমুখী সেই নব্য শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যেও অনেকে এ মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাহাদের মধ্যে যাহারা পরীক্ষার্থী ও চাকুরীর উমেদওয়ার তাহারা পীরের দর্গাহে দিবারাত্র শেরেকী কার্য্যে মবতেলা থাকে। আর একদল আলেমদের মধ্যেও যে এ মারাত্মক ব্যাধি প্রবেশ করে নাই তাহাও নহে। ইসলাম জগতে বোতপোরস্তি ও শেরেক বেদ্‌আতের ধ্বংস সাধন করিতে আসিয়াছে। এমতাবস্থায় ইসলামের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজদেহের এ সকল মারাত্মক রোগের প্রতিকারকল্পে যত্নবান হওয়া নায়েবী নবী আলেম সমাজের কর্ত্তব্য নহে কি? আমরা আশা করি, দেশের আলেম-ফাজেল, পীর-মোরশেদ, প্রচারক, বক্তা ও দেশহিতৈষী কর্ম্মী এবং সরদার-প্রধান ও মসজিদের ইমামগণ এতদ্বিষয়ে অবহিত হইবেন।

সময় থাকিতে সাবধান।—শিক্ষা, সংসর্গ ও পারিপার্শ্বিকতা আজ কিরূপে মুসলমানের ঘরে ঘরে "তরুণ" নামক একরূপ কাল-সাপের জন্ম দিতেছে, গতবারে আমরা তার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। আবাল্য সঙ্গ-দোষ, কু-শিক্ষা ও বিসদৃশ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া বদনসীব মুসলমানের ঘরে নিত্য কত যে "তরুণের" উদ্ভব হইতেছে, তার ইয়ত্তা করিয়া দেখিবে কে? গ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় এই তরুণেরা যখন প্রাসাদ নগরী কলিকাতার বুকের উপর কোন মস্-হোষ্টেলে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ তাঁহাদেরই মত আরও দুই-চারি জন তরুণ নামক কমবখ্‌তের সাক্ষাৎ লাভ করে, তখন হাম্-রাহ্ ও হাম্-খেয়ালের সন্ধান পাইয়া আনন্দে দিক্-বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়। কোন তরুণ আখড়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করিলে ত[illegible] সম্বাই নাই। তখন ধরা[illegible] [illegible]বারে [illegible] সুর্বপ্রকার [illegible] [illegible]গয়রতীকেই[illegible] [illegible] তরুণেরা [illegible] [illegible] কোরাণ[illegible] [illegible] বছরের [illegible] প্রকাশ [illegible] করিয়া তরুণত্বের চরম সার্থকতা সম্পাদন করে। তবে, এই তথাকথিত তরুণদেরে আজ শুধু গালি-গালাজ করিয়া সময় ও শক্তিক্ষয় করিলেও কোন লাভ হইবে না। বাল্যকাল হইতে এদেরে ধর্ম্ম-শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া ইসলামের অতীত গৌরব-গরিমার চির-উজ্জ্বল চিত্রসমূহ চোকের সম্মুখে সর্ব্বদা ধরিয়া রাখিয়া ইসলামের সর্ব্ব-কল্যাণময় রাজপথে পরিচালিত করিতে হইবে। এ গুরুভার গ্রহণের জন্য আজ সমাজের সকল সক্ষম ব্যক্তিকেই কমর বাঁধিতে হইবে। অবহেলা করিলে রুস ও তুর্কির অবস্থা অনাচারে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা সমাধি লাভ করিবে।

"পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী চাই-ই"

মুসলমান সদস্যদের মত

বোম্বাই কাউন্সিলের ২২ জন মুসলমান সদস্য নেহেরু রিপোর্ট সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত জানাইয়া সংবাদপত্রে একটি বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী অত্যাবশ্যক—আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে রাজী নহি। নেহেরু রিপোর্টে অল্পসংখ্যকদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই, সুতরাং আমরা আমাদের ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করাই সমীচীন মনে করি। সিন্ধুর ছুৎকীকরণ সম্বন্ধে উঁহারা বলেন—সিন্ধুর অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান, উঁহারা সকলেই সিন্ধুকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করার কথা বলিতেছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক দূরদর্শী নেতা উহা সমর্থন করিতেছেন, সুতরাং আমরা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া সিন্ধু বিচ্ছেদের স্কীম সমর্থন করিতেছি এবং এখন কোন কর্ম্মপন্থায় আমরা রাজী হইতে পারি না, যাহা এই স্কীমের বিরোধী।

তুফানে বক্তমিজী

—:o:—

অধুনা মুসলিম-বাংলা-সাহিত্যে যেরূপ অনধিকার চর্চ্চার বা অন্যায় বাড়াবাড়ির তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছে, তন্নিবারণকল্পে সুধী সাহিত্যিক ও চিন্তা-শীল সমাজ-সেবকবর্গের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পতিত না হইলে ইহার পরিণাম ফল যে কি ভয়াবহ ও সর্ব্বনাশকর হইবে, তাহা ভাবিতে গেলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এই অনধিকার চর্চ্চা বহুমুখী, তাহার আলোচনা দীর্ঘস্থান সাপেক্ষ। আজ সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইব।

১। আরবীর ع অক্ষরের সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, কোরআণ ও হাদিসের আরবী অক্ষরে বানান লিখিতে ও পড়িতে যাহারা সম্পূর্ণ অক্ষম, ফেকা-শাস্ত্রের সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই এই শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন লেখকেরা কোরআণ ও হাদিসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা লিখিতে ব্যাকুল। আজকাল মওলবী মওলানা শব্দ খুবই সস্তাদরে বিকায়, এমন কি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে-অতি সহজে ইচ্ছা করিলেই তাহা অর্জ্জন করা যায়। আরবী পার্সির বর্ণমালার সহিত আদৌ সম্বন্ধ নাই, আউজোবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পাঠ করিতে অনভ্যস্ত, নমাজের দোয়া-দরুদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ-এইরূপ লোকেরাও সচরাচর আজকাল মওলানা মওলবীর উপাধি গ্রহণ করিয়া বেড়াইতেছেন, আবার এই শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের ও ধর্ম্মের নেতা সাজিয়া সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যাকারী নামে অভিহিত হইতে লালায়িত। আজকাল কথায় কথায় মোল্লা মওলবীর নিন্দা করিতে পারিলে, কাট [illegible]ত্মক বাক্য উচ্চারণ করিতে [illegible] মোল্লা[illegible]দের বিরুদ্ধে রচনায় দুইগদ [illegible] মস্ত একজন নব্য লেখক ও [illegible]রক উপাধিতে গৌর-[illegible] উপাধির লোভে বিশেষতঃ [illegible] হইয়া দাঁড়াইয়াছে [illegible] যাহাদের [illegible] অধিকার নাই বা নাম মাত্র অধিকার আছে—এইরূপ লোক যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিতে যায়, তাহা হইলে তাহা কি অনধিকার চর্চ্চা নহে? এরূপ অনধিকার চর্চ্চার প্রশ্রয় দেওয়া কি সঙ্গত? ইহার প্রশ্রয় দিলে যে তাহার পরিণাম ফল কি ভয়কর হইয়া দাঁড়াইবে তাহা কি চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ কখনও ভাবিয়াছেন? "আনাড়ী হাতুড়ে" চিকিৎসকের হস্তে রোগীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করিলে, তাহার ফল যেরূপ ভয়কর হইয়া থাকে, ধর্ম্ম বিষয় অনধিকার চর্চ্চা-কারীদের পরিণাম ফল কি তদপেক্ষাও সর্ব্বনাশকর হইবে না? ধর্ম্ম বিষয় অনধিকার-চর্চ্চাকারীদের আমরা একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, আবশ্যক হইলে তাহা সমাজের দৃষ্টিগোচর করিব।

২। ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনধিকার-চর্চ্চাকারীদের মধ্যে আর একদল হইতেছেন, মসলার কেতাব-লেখকগণ, যে ব্যক্তি আজীবন নমাজ পড়া ও রোজা রাখা দূরে থাকুক কখনও পশ্চিম-মুখী হইয়া আছাড় পর্য্যন্ত খান নাই এবং রোগ শয্যায়ও উপবাস করিতে অনভ্যস্ত, এইরূপ লোকেরা নমাজ-শিক্ষা, মসলা শিক্ষা ও ধর্ম্মসোপান ইত্যাদি পুস্তক লিখিয়া ব্যবসা চালাইতে উৎসুক। ইহা কি অনধিকার চর্চ্চার জলন্ত দৃষ্টান্ত নহে? ইহার গতিরোধ করা কি সংসাহিত্য-সেবীদের একান্ত কর্ত্তব্য নহে? লোক মুখে শুনিয়া আন্দাজের উপর ধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করা যে কি মারাত্মক তাহা ভাবিতে গেলে শরীর শিহরিয়া উঠে!

৩। আর এক শ্রেণীর অনধিকার চর্চ্চাকারী হইতেছেন, ইসলাম-প্রচারক ও ধর্ম্ম-প্রচারক নামে অভিহিত ব্যক্তিগণ। ইঁহাদের মধ্যে এরূপ অনেক প্রচারক আছেন, যাঁহারা আউজোবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে পারেন না। অথচ, তাঁহারা আলেম-সমন্বিত সভায় কোরআনের আয়ত ও হাদিস আওড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া নিতান্ত অশুদ্ধ আরবী শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক হাস্যাস্পদ হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। আবার সেই কোরআন হাদিসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া

TORN PAGE(S).

আরও অধিক মূর্খতার পরিচয় দিয়া থাকেন। আমরা একজন নামজাদা বক্তাকে সভাক্ষেত্রে ঐরূপ অনধিকার চর্চ্চা করিতে দেখিয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছি। যিনি যে বিষয় অনভিজ্ঞ, তিনি যে কেন সেই বিষয় অনধিকার চর্চ্চাপূর্ব্বক বাহবা লাভের পরিবর্ত্তে হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন তাহা তাহারা বুঝিতে পারেন না। স্পষ্টবাদী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে এই সকল অনধিকার চর্চ্চাকারীদের চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহাদের ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ অনধিকার চর্চ্চার দ্বারা কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয় তাহা নহে, বরং ধর্ম্মতঃ মহাপাপী হইতে হয়। এই শ্রেণীর প্রচারকগণ আবার ধর্ম্মের সংস্কারক সাজিতেও অতিশয় লালায়িত। গাঁয়ে মানেনা নিজে মোড়ল সাজিয়া ধর্ম্ম-প্রচারক ও ধর্ম্ম-সংস্কারক উপাধি গ্রহণ করিতে তাহারা একান্তই উদ্‌গ্রীব।

৪। অনধিকার চর্চ্চাকারীদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর সাহিত্যিক গজাইয়া উঠিয়াছেন, ধর্ম্ম-কর্ম্মের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও তবলীগ নামে, ইসলাম মিশন নামে, ইস্‌লাম প্রচার নামে মাসিক বা পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন, আমরা এই শ্রেণীর সম্পাদকগণের মধ্যে এমন লোককেও জানি যিনি বোম্বাই যাইয়া দুইবার খৃষ্টান হইয়াছেন; পর পর ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টেণ্ট চার্চ্চে নাম লিখাইয়া কিছুকাল বৃত্তি ভোগ করিয়া শেষে কলিকাতা আসিয়া আর্য্য সমাজের নিকট শুদ্ধি-মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন—কয়েক বৎসর হিন্দু বিধবাকে বিবাহ করিয়া পরিণামে পত্নী হারাইয়া আবার মুসলমানরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক কয়েক বৎসর পথে ঘাটে ঘুরাফেরা কর... ...র্ম-প্রচার ও পত্রিকা-প্রচারপূর্ব্বক আস্ত ধার্ম্মি... সা... বসিয়াছেন, এই শ্রেণীর ধোক্‌... চর্চ্চাকারীদের কবল হইতে ... না পারিলে সমাজের ... ...বে তাহা ... হইয়া উঠে। ভাবিতে গেলে আতঙ্কে প্রাণ ... এই শ্রেণীর আগাছা আবর্জ্জ... ...কে সমাজ দেহ হইতে মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে রক্ষা নাই। এই সকল বক্‌-ধার্ম্মিক ভণ্ড তপস্বীদিগের ভণ্ডামী প্রকাশপূর্ব্বক জন-সমাজের চোখে তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে না পারিলে সমাজ সর্ব্বদাই প্রতারিত হইতে থাকিবে, আমরা আজ কাহারও নাম করিলাম না, কিন্তু, এই সকল ভণ্ডেরা অচিরে তাহাদের ভণ্ডামীপূর্ণ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সমাজক্ষেত্র হইতে সরিয়া না পড়িলে একে একে পর্দ্দা ফাঁক করিয়া দুষ্টের দমন করিতে কুণ্ঠিত হইব না। "আল্‌-মুস্‌লিম" এই ভণ্ডদের দণ্ড ও ডাণ্ডারূপেই আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

৫। সমাজে অনধিকার চর্চ্চাকারীদলের মধ্যে তরুণ নামে আত্মপরিচয় দিয়া একদল নাস্তিকের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারা রাজনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়াও রাজনৈতিক চর্চ্চা করিতে ব্যাকুল। সর্ব্বোপরি সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি বিষয় তাহারা আস্ত জাহেল হইয়াও ধর্ম্ম-সংস্কার ও সমাজ সংস্কারের নামে ভণ্ডামীর পরিচয় দিতে ও সমাজে উচ্ছৃঙ্খলার স্রোত প্রবাহিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। ইহাদের হাতে দু' একখানি মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজ থাকায়—তাহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া সমাজে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তাহারা কখনও কংগ্রেস ও কনফারেন্স দেখে নাই, খেলাফৎ ও লীগের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করে নাই, আঞ্জমন ও জমইয়তের সংস্পর্শে আসে নাই, অথচ তাঁহারা একাধারে রাজনীতিজ্ঞ সমাজ সংস্কারক ও ধর্ম্ম-সংস্কারক উপাধি লইবার জন্ম ব্যাকুল, এই সকল ভণ্ড ও মেকী সাহিত্যিকদের কবল হইতে তরুণদলকে রক্ষা করিতে না পারিলে সমাজের অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। তরুণদল সমাজের আশা ভরসার স্থল, সমাজের ভাবী মঙ্গল তাহাদের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকে, আমরা তরুণদলের সাধনার সমর্থক ও উৎসাহ-দাতা, তরুণদল লইয়াই আমাদের জীবন অতিবাহিত হইতেছে। তরুণদলের সহযোগিতা করাই আমাদের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। তরুণদলের সেবা ও উৎসাহের জন্ম আমরা সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও স্বার্থ ত্যাগের জন্ম প্রস্তুত। কিন্তু বাজে কথায় ভুলাইয়া বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলার প্রশ্রয় দিয়া তরুণদলের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট করা ইহা তাহাদের হিতৈষণা নহে, বরং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের সহিত শত্রুতা সাধন মাত্র। ধর্ম্মের বাঁধন শিথিল করিয়া দিতে পারিলে পুরাতন রাজনীতি রহিত করিয়া একটা নূতন কিছু খাড়া করিয়া দিলেই যে, তদ্দ্বারা সমাজের ও তরুণদলের মঙ্গল হইবে তাহা কখনও নহে। যে জাতি যখন ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তখন সেই জাতির পতন হয়, ইহা ঐতিহাসিক সত্য, অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

প্রাচীন আসিরিয়া, কালডেভীয়া, মিসরীয়, ফিনিশীয়, কার্থেজিনীয়, প্রাচীন আর্য্যসমাজ, প্রাচীন পারসীক, গ্রীক ও রোমান জাতির উন্নতির যুগ স্মরণ করুন। তাহারা একসময় শিক্ষায়, সভ্যতায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। কিন্তু উন্নতির চরম দশার সহিত চিরকালই বিলাসীতা ও ধর্ম্মভ্রষ্টতার একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া থাকে। উল্লিখিত সুসভ্য জাতিদের বেলায়ও তাহাই হইয়াছিল। পরিণামে তাহারা বিলাসীতা, নাস্তিকতা ও ধর্ম্ম-ভ্রষ্টতা ইত্যাদি মারাত্মক দোষে জর্জ্জরিত হইয়া অধঃপতনের চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কাহারও কাহারও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ইউরোপ ও আমেরিকা দেশের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি যাঁহারা গভীর ভাবে নেত্র-সঞ্চালন করিয়াছেন, তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, সেখানে আজ চরম বিলাসীতা, নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধর্ম্ম ভ্রষ্টতার কি শোচনীয় ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইটালীর রাষ্ট্রনায়ক মোসোলিনী আইন জারি করিয়া তত্রত্য নারী-সমাজের বাড়াবাড়ি, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নগ্নসভ্যতার গতিরোধ করিতে বাধ্য ...ছেন। জার্ম্মনীর ... গাজ ... ...রূপ উচ্ছৃঙ্খল ... আইন প্রণয়ন ... ধরিয়াছেন, ... সম্বন্ধে কঠোর ... আরম্ভ করিয়াছেন। আমে... নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিলাসী... সঙ্কীর্ণ করার জন্ম নানাপ্রকার আইন ... করিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিপ্লব নিবারণকল্পে রাজনীতি... পুরুষগণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন।

যে ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষা-সভ্যতার দোহাই ফিরাইয়া আমাদের দেশের নাস্তিকের দল তরুণদিগকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সভ্যতার গতিরোধ করার জন্ম আজ কাল ইউরোপের উর্ব্বর মস্তিষ্ক চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া পড়িয়াছেন, তাই তরুণ দলের নিকট আমাদের অনুরোধ—তাঁহারা যেন নূতনত্বের নামে ভণ্ডদের প্রতারনায় আত্মহারা হইয়া না পড়েন। কিছু একটা নূতন হইলে যে তাহা ভাল হইবে—তাহা সত্য নহে। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বেরীবেরী ইত্যাদিতে নূতন জিনিষের আমদানী হইয়াছে, তাহা কি কল্যাণ? আজ কাল অনেক বিলাতী ফাঁকিবাজী দ্রব্যের আবিষ্কার হইয়াছে, কেবল বোকা ভারতবাসীকে ভুলাইয়া আরও শোষন করিয়া লইয়া যাওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য। নূতন বলিয়াই কি সব বস্তুকে বরণ করিয়া লইতে হইবে? যে সকল নূতনত্বের গুরুত্ব ও মূল্য আছে—তাহা বরণ করাই নবীনদের কর্ত্তব্য। মুসলিম যুবকগণ ব্যায়াম চর্চ্চায় উদাসীন, কুস্তি, কসরৎ, লাঠিখেলা, বিন্নট, সন্তরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে একান্ত পশ্চাৎপদ। অশ্বধাবনে, অস্ত্র সঞ্চালনে অসমর্থ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায়, আবিষ্কার, উদ্ভাবনে নিরস্ত। সামরিক শিক্ষা ও বিদেশ-ভ্রমণ, দেশের সেবা, স্বাধীনতার চর্চ্চা, ত্যাগের আদর্শ, সৎসাহসের পরিচয় এই সকল নূতন জিনিষের প্রতি তাহাদের অনুরাগ দৃষ্ট হয় না; ইহাই পরিতাপের বিষয়। পুরাতন মাত্রই যে বর্জ্জন করিতে হইবে, তাহার কি কোন অর্থ আছে? আকাশ বাতাস, সূর্য্যের উত্তাপ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, শীত গ্রীষ্মের প্রকোপ বৃদ্ধ পিতামাতা, ভ্রাতা, পুরাতন পৃথিবী এই সমস্তই যে পুরাতন। পুরাতন মাত্রই যদি বর্জ্জন করা অনভিপ্রেত ও অসম্ভব হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের বিধান পুরাতন বলিয়া যে বর্জ্জন করিতে হইবে, সে কথার কি কোন মূল্য আছে? মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরী, অপবাদ পর-নিন্দা ইত্যাদি—মহাপাপ। ইহা সনাতন ধর্ম্মমত। পরোপকার, দান দক্ষিণা, সত্যবাদিতা, ন্যায়-পরায়ণতা, ইহাও এই পৃথিবীর সৃষ্টির কাল হইতেই সর্ব্ববাদী সম্মত পুরাতন বিধান। এই সকল পুরাতন বিধি ব্যবস্থা কি বর্জ্জন করিতে হইবে?

শেষ কথা, সমাজে যে একদল অনধিকার চর্চ্চাকারী সমাজ বিপ্লবীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার গতিরোধ করার জন্ম বদ্ধ পরিকর হওয়া মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ

(মুঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি, এ)

ভারতীয় নাগরিকের দাবী

আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু জাতি ভারতীয় মুস্‌লীমকে ভারতবাসী, বাঙ্গালী, পঞ্জাবী প্রভৃতি বলিতে রাজী নহেন। অর্থাৎ তাঁহারা মুস্‌লীমকে ভারতীয় নাগরিকের (Citizenship) অধিকার দিতে প্রস্তুত নহেন। মিঃ সি, আর, দাসের—India for Indians, মিঃ গান্ধীর Young India, সিঙ্গাপুর হইতে প্রকাশিত—The Indian, এবং মডার্ণ রিভিউর Indian Abroad প্রভৃতি সকলেই হিন্দু-ভারতের চিত্র আঁকিয়া থাকেন। ইণ্ডিয়ান অর্থে তাঁহারা কেবল ভারতীয় হিন্দুকেই বুঝাইয়া থাকেন। ফিজী-মালয়ের গভর্ণর (H. E. The Governor of F.M.S.) ফিডারেল কাউন্‌সিলে অনারেবল মিঃ বীরস্বামীর নিযুক্ত সম্বন্ধে বলেন—"Though the Community which is now represented by Mr. Veerasamy is called the Indian Community, we regard it as including Ceylonese and him as especially representing Hindu interests in this Council." ফিজী-মালয়ের গভর্ণর পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়াছেন যে হিন্দু নেতারা ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিলে ও তাঁহারা হিন্দু স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন। তিনি হিন্দু mentalityর আসল চিত্রটি খোলসা করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা জাতীয় দলের মুখপত্র বলিয়া বিখ্যাত ও সম্পাদক মহাশয় নিজকে ... Nationalist বলিয়া দাবী করিয়া ... ...শে আগষ্টের অমৃত-বাজার ... ...membering ...sists ... Bengalees, ... Marwaris." এখানে ... মুসলমান ও মাড়ওয়ারীর ...বাজারের সম্পাদক বাঙ্গলার ...বলিতে প্রস্তুত নহেন। কেবল ... দোষ নহে। সার পি, সি, ...রী ছাড়িয়া অন্ন-সমস্যা ও ...ম্য ভাঙ্গিয়া সাম্যবাদ ...র করিতেছেন, তিনি ... মনের সংকীর্ণতায় ...তী ও অমৃত বাজারকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারেন নাই। ১৩২৬ বাং ভাদ্রমাসের প্রবাসীর ৪৮৬ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন—"বাঙ্গালীর (অর্থাৎ হিন্দু বাঙ্গালী) প্রতিজ্ঞা অসব (চামড়া) যেন ছুঁতে নেই। তাই ইংরেজ ও মুসলমান ব্যবসায় একচেটে করে রেখেছেন। আর নৈকুষ্য কুলীনের সন্তান মুসলমান প্রভুর আদেশমত কোথায় কত চামড়া পাঠাতে হবে, নাকে কাপড় দিয়ে কুলির দ্বারা গণিতে দিচ্ছেন।" মুসলমান ও বাঙ্গালী, কিন্তু রায় মহাশয় মুসলমানকে বাঙ্গালী বলিয়া বাঙ্গলার নাগরিকের অধিকার দিতে সম্মত নহেন। তাঁহার হিন্দু হৃদয়খানি যতই উন্নত হউক না কেন তিনি মুসলমানের উন্নতি কিছুতেই বরদাশ্‌ত করিতে পারেন না। আজ কাল হিন্দু দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক-পত্রিকা, গল্প ও উপন্যাসে হিন্দু সম্পাদক ও গ্রন্থকারেরা ভারতবাসী, বাঙ্গালী, মাদ্রাজী বলিতে কেবলমাত্র হিন্দুকেই বুঝাইয়া থাকেন। তাঁহারা এখনও ভারতীয় মুসলমানকে তুড়ুক, যবন প্রভৃতি মধুর ভাষায় আপ্যায়িত করিতেও কুণ্ঠাপ্রকাশ করেন না।

আমি সর্ব্বদাই Indian Nationalism ও Provincial Patriotism এর বিরোধী। কিন্তু এই প্রচারের মধ্যে আমাদের ভবিষ্যত নিহিত আছে বলিয়া ইহাকে খোলাসা করা নেহায়েত আবশ্যক। সংবাদ-পত্র পাঠকেরা অবশ্য অবগত আছেন যে, আমেরিকায় ভারতবাসী, চীনা ও জাপানী প্রভৃতি এশিয়াবাসীরা বহু বৎসর ধরিয়া Naturalised হওয়া সত্বেও আমেরিকান গভর্ণমেণ্ট কৃষ্ণজাতির (coloured-race) অজুহাত দেখাইয়া আমেরিকার নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। আট কোটি মুসলীম বাইশ কোটি ভারতীয় হিন্দুর নিকট অস্পৃশ্য (Untouchables) হইয়া রহিয়াছেন। এখন হইতে ভারতীয় হিন্দুরা প্রপগেণ্ডা চালাইয়া মুসলমানকে ভারতীয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া ভবিষ্যত "স্বাধীন ভারতে"র নাগরিকের অধিকার হইতে ভারতীয় মুস্‌লীমকে বঞ্চিত করিবার জন্ম একটা বড় রকমের আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন। জাপান আধুনিক সভ্যতার দাবী করিলেও জাপানের এক শ্রেণীর লোককে এখনও ভোট প্রদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। স্পেনে সুদীর্ঘ নয়শত বৎসর প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করার পরেও খৃষ্টান-রাজ ফার্ডিনেণ্ড স্পেনীয় মুস্‌লিমকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। যেখানে প্রত্যহ শাহী-দরবার বসিত, আজ সেখানে "আজান" দিবারও একজন লোক নাই। মাল্টার সমুদয় মুসলিম অধিবাসীকে জবরদস্তী করিয়া খৃষ্টান করা হইয়াছে। বাঁকুড়া ও সপ্তা প্রভৃতি স্থানের সংখ্যালঘিষ্ট মুসলীম অধিবাসীর উপর যে অত্যাচার করা হইতেছে, তাহা দেখিয়া স্বাধীন হিন্দু-ভারতে যে আবার স্পেনের পুনরভিনয় না হইবে তাহাকে বলিতে পারে? শিখ-রাজা রণজিৎ সিংহের রাজত্বের সময় শিখেরা আজান শুনিলেই মুসলিমকে মারপিট করিত। শিখ-রাজত্বের সময় অনেক দিন পর্য্যন্ত আজান দেওয়া বন্ধ ছিল। এতদিন গরু কোরবাণী করিলে গো-পূজক হিন্দুরা বাধা প্রদান করিতেন; কিন্তু গত ঈদের সময় যোধপুর রাজ্যে বকরী-কোরবাণী বন্ধ করিয়া দেওয়ায় আমরা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। ভারতবর্ষে আট শত বৎসরের অধিক কাল যাবৎ স্থায়ী ভাবে বাস করিয়াও ভারতীয় মুস্‌লিমেরা যদি ভারতবাসী বলিয়া স্বীকৃত না হইয়া ভারতীয় নাগরিকের পূর্ণ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল, তবে হিন্দু-স্বাধীন-ভারতের কোথায় মুস্‌লিমের স্থান হইবে, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে সকলকে অনুরোধ করিতেছি।

স্বরাজ না ...ভৌলিক রাজ?

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দুনেতারা তথাকথিত Indian Nation গড়িয়া হিন্দুরাজের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা যখন দেখিতে পাইলেন যে, ভারতের আট কোটি মুছলীমের ধর্ম্ম, কালচার, সভ্যতা ও সাহিত্য এই হিন্দু রাজ গড়িবার পথে এক প্রধান অন্তরায় তখন তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন—হয় আট কোটি মুসলীমকে শুদ্ধ করিয়া হিন্দু সমাজে গ্রাস করিয়া লইতে হইবে, না হয় তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া একচ্ছত্র হিন্দু-রাজ কায়েম করিতে হইবে। এই ভাব হিন্দু জাতির হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ার পর হইতে হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠিত ও শুদ্ধি আন্দোলন আরম্ভ হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু-মুস্‌লীম দাঙ্গা হাঙ্গামার সূত্রপাত হইল। বহুবৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক অ-রাজনৈতিক (?) কেশবচন্দ্র সেন Future of the church নামক বক্তৃতায় উভয় ধর্ম্মকে এক করিয়া মুছলীম ধর্ম্ম বিলোপ সাধনের আভাষ দিয়া গিয়াছেন। সেন মহাশয়েরই উপযুক্ত শিষ্য কুমিল্লার দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় কোরআনের সূরা ও বেদের সূক্ত নামক ধর্ম্ম-প্রচারের ছদ্মবেশে রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় বিষয়টিকে খোলাসা করিয়া বলেন, "মুসলমানের ধর্ম্ম যদি মুসলমানের রহিল, আর হিন্দুর ধর্ম্ম যদি হিন্দুর রহিল, তবে তাহারা এক হইল কি করিয়া?" এখানে দত্ত মহাশয় মুছলীম ধর্ম্মের বিলোপ সাধনের নামই হিন্দু-মুছলীম একতা (?) বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় তিনি আরও বলেন—"হিন্দু অনুদার নহে। আদিতে হিন্দুর তিন বেদ ছিল (ত্রয়ী)। অথর্ব্ববেদ প্রচারের পর বেদের সংখ্যা চার হইল। সেইরূপ কোরআন প্রচার হইলে বেদের সংখ্যা পাঁচ হইত।" দত্ত মহাশয় কি ভাবে মুছলীম ধর্ম্মকে গ্রাস করিতে চান তাহা বোধ হয় এখন আর কাহারও বুঝিবার বাকি নাই। তারপর হিন্দু জাতীয় কবি নবীন চন্দ্র সেন মহাশয় মুস্‌লীম ধর্ম্মের বিলোপ সাধন করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম রাজ্যের কথা জলন্ত ভাষায় গাহিয়াছেন—

"এক ধর্ম্ম, এক জাতি—এক রাজ্য এক নীতি।
সকলের এক ভিত্তি—সর্ব্বভূত হিত
সাধনা নিষ্কাম ধর্ম্ম—লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম।
একমেবাদ্বিতীয়ম করিব নিশ্চিত
এই ধর্ম্ম রাজ্যে মহাভারত স্থাপিত।"

কবিবর সেন মহাশয়—"করিব নিশ্চিত, এই ধর্ম্ম-রাজ্যে মহাভারত স্থাপিত" ঘোষণা করিয়া বহু পূর্ব্বেই ২৩ কোটি হিন্দুর অন্তরের কথাটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

TORN PAGE(S).

কবি রঙ্গলাল সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা সাহিত্য তথা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার করিলেন—

"এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে, মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে, ক্ষত্রিয় তনয়॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয় নিলয় হে, হৃদয় নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে, বিলম্ব কি সয়॥"

রঙ্গলালের পর মধুসূদন—

"শুন গো ভারত ভূমি—কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘোমঘোর—হইল হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।"

গাহিয়া ভারতীয় হিন্দু সমাজকে জাগাইবার চেষ্টা করিলেন। রঙ্গলাল ও মধুসূদনের পর আসিলেন—হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র যখন হিন্দু সমাজকে জাগাইতে পারিলেন না, তখন তিনি তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের কথা উল্লেখ করিয়া নিজের সমাজকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—

"আর্য্যাবর্ত্ত জয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভূত জাতি কি ইহারা
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ।"

হেমচন্দ্র শেষ জীবনে বৃত্রসংহার কাব্য লিখিয়া দধীচির অস্থিদান উপলক্ষ্য করিয়া হিন্দু-ভারতকে আত্ম-বলিদানের মন্ত্র শিখাইয়া গেলেন। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীন সেন প্রভৃতি হিন্দু জাতীয় কবিরা যখন রণ-ভেরী বাজাইয়া জাগরিত করিতেছিলেন, সেই সময় হিন্দু-স্বাধীনতার জনক বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠ লইয়া আসিয়া হাজির হইলেন। তখন ফরাসী [illegible] আলোড়িত করিতেছিল, ইহার বিপ্লব সমগ্র দুনিয়াকে [illegible] একেবারে ঢেউ আসিয়া ভারতীয় হিন্দু সমাজ[illegible] তাইয়া তুলিল। ভারতের মুস্লীম সমাজ তখন রাজ্যহারা হইয়া মোহগ্রস্ত ও ক্লান্ত হইয়া ঘরের কোণে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। বাহিরে কি হইতেছিল, ইহার কোন খবর রাখিতে পারিলেন না। এই অবসরে ভারতীয় হিন্দুরা সরকারী আফিস আদালতগুলি দখল করিয়া শাসন-যন্ত্রকে একেবারে মুঠার ভিতরে করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানেরা জাগরিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের আর কোথাও দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন কেবল কাব্য লিখিয়া হিন্দু স্বাধীনতার উদ্ধার স[illegible] নহে। তিনি প্রাথমিক জীবনে ঈশ্বর গুপ্তের নিকট কবিতার মশ্‌ক্ করিলেও স্বজাতির উদ্ধার সাধনের জন্য কাব্য ছাড়িয়া উপন্যাস লেখা আরম্ভ করিলেন। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারের আত্ম-বলিদানের বাণীকে কেন্দ্র করিয়া তিনি "আনন্দ মঠে" হিন্দু স্বাধীনতার বুনীয়াদ কায়েম করিয়া গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে হিন্দু স্বাধীনতা ও নব জাগরণের জনক বলা যাইতে পারে। সেই জন্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও রায় বাহাদুর "বন্দেমাতরমের প্রণেতা—বঙ্কিমচন্দ্র Indian nation-Buildersএর সর্ব্বাগ্রে স্থান লাভ করিয়াছেন! তিনি আনন্দমঠে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন; তাহা এখন স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতিতে ফল পুষ্পে শোভিত হইয়া মহাবৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষ হইতে মুস্লীম বিতাড়নের চিত্র ফুটাইয়া তুলেন। তিনি ভারতের ভবিষ্যৎ হিন্দু সৈন্য ও সন্তানের চিত্র সত্য ও মহেন্দ্রের কথোপকথনে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—সত্য।—"সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বস্ব ত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহই এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়া রজ্জুতে যাহার চিত্ত আবদ্ধ থাকে, লকে বাঁধ ঘুড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।"

মহেন্দ্র……"সন্তান ধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে।"

All-India এবং National নামধারী কংগ্রেস শিরক ও পৌত্তলিকতা পূর্ণ মুস্লীম বিদ্বেষী "বন্দেমাতরমকে" জাতীয় সঙ্গীত রূপে গ্রহণ করিয়া পৌত্তলিকতাকেই স্বাধীন ভারতের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। বোম্বের বক্তৃতায় নব্যদলের নেতা পণ্ডিত জহরলাল রাজনীতি হইতে ধর্ম্মকে বাদ দিবার চেষ্টা করিলে ও Prabhudda Bharot "They (polities etc.) must never be separated from the real religion" বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সংশোধন করিয়াছেন। তবে কি তাহাকে তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতাকে ভারতের State religion রূপে গ্রহণ করিতে চান? বিশেষতঃ সমগ্র মুস্লীম ভারতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও হিন্দুনেতারা জোর করিয়া ইহাকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করায় আমাদের সে সন্দেহটা আরও দৃঢ় হইয়াছে। ১৩৩৩ বাং চৈত্র মাসের বসুমতীর ৮৪৫ পৃষ্ঠায় হেমচন্দ্র কানুন গোহ মহাশয় "বাঙ্গালার বিপ্লব কাহিনীতে" হিন্দু ভারতের ভিতরের খবরটি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—"বন্দেমাতরম নামক ইংরেজী দৈনিক খানি ছিল চরমপন্থীদের প্রধান মুখ পত্র। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে একে বাঙ্গালা বা ভারতবাসার জাতীয় পত্রিকা বলে দাবা করত। অথচ তার সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর ছিল একটা মঙ্গল ঘটের ছবি। বিপিন বাবুর ইংরেজী নিউ ইণ্ডিয়াও ছিল ঐ রকম একখানি চরম রাজনীতিক সাপ্তাহিক। তারও সুরুতে মনে পড়ছে যেন ছিল জগদ্ধাত্রীর ছবি। বাঙ্গালা কাগজের মধ্যে যে ক'খানি রাজনীতিক চরম মত প্রচার করত, তাদেরও শিরোনামায় হিন্দু শাস্ত্রীয় শ্লোক লেখা থাকত। তা ছাড়া ঐ সকল পত্রিকা অত্যন্ত হিন্দু ভাবাপন্নত ছিলই। তাতে হিন্দুর অতীত গৌরব ও অলৌকিক কীর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিত হত। আমার মনে পড়ছে নব শক্তিতে এরকম একটা খবর বেরিয়েছিল যে কলকাতা সহরেই এক গেরস্তের মেয়ের উপর কালীর "ভর" হয়েছিল এবং তার মুখ দিয়ে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে অনেক কিছু কাল্যী প্রত্যাদেশ করেছিলেন।" কানুনগোই মহাশয়ের কথার উপর আর কোন টিকা টিপ্পনীর আবশ্যক নাই। ইহা হইতে ভারতীয় মুস্লীম হিন্দু-ভারতের আদর্শের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। —ক্রমশঃ

'মোল্লা ও তরুণ'

(প্রতিবাদ)

গত ৩০শে ভাদ্র "দৈনিক ছোলতানে" এম্ মুহাম্মদ ইস্‌হাক এম, এ, "মোল্লা ও তরুণ" শীর্ষক সন্দর্ভে যেরূপ আলেম-বিদ্বেষ-বিষ উদ্‌গীরণ ও চিরাচরিত শরিয়তের ব্যবস্থার উপর অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, তাহাতে মুসলমান মাত্রই ব্যথিত না হইয়া পারে না। লেখক পবিত্র কোরান হাদিসের দোহাই দিয়া আবার সেই কোরাণ হাদিসের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাইয়াছেন, তাহা নিতান্তই মর্ম্মন্তুদ। তাঁহার লেখার ভিতর শরিয়ত ও আলেম সমাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা আছে। আমরা মাত্র কয়েকটি কথার আলোচনা করিব।

লেখক প্রবন্ধের প্রারম্ভে বলিতেছেন, "অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে উক্ত হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়" আরও একটু অগ্রসর হইয়া লেখক মুরব্বিয়ানা গলায় বলিতেছেন—"দুদিন পরে যারা সমাজের নেতা ও পরিচালক হবে তারাই যদি এরূপ তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে নিতান্ত অসভ্যের মত…" ইত্যাদি আবার আরও একটু অগ্রসর হইয়া লেখক বলিতেছেন—"অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার কোরান হাদিসের আদর্শে করে এদের অমূল্য জীবন গড়ে ওঠাতে শিখবে।" এক্ষণে লেখকের প্রথম দুইটি বাক্যের সহিত তৃতীয়টার বিশ্লেষণ করিলে উহার সামঞ্জস্য কতখানি থাকে তাহাই দেখা যাউক। লেখক যেটীকে "অতিতুচ্ছ ব্যাপার" বলিয়া উড়াইয়া দিতেছেন সেটী কি? সেটী হইতেছে দাড়ি রাখা। [illegible] যেটাকে তিনি 'অতি তুচ্ছ ব্যাপার' ব[illegible] [illegible]জের উপর দাঁত খিচাইয়াছেন—সেই [illegible] ব্যাপারে সম্বন্ধে হজরত রসূলে আকরম (দঃ) কি বলিয়াছেন শুনুন, "ওফ্‌ফুল্লাহ্ ইয়াতা অকাস্‌সিশ্ শারেবা" (মেশ্‌কাত) অর্থাৎ (তোমরা) দাড়িকে লম্বা কর ও গোঁফকে খাট কর। এখন উম্মতে মুহাম্মদী মাত্রই বুঝিতে পারিবেন, কথাটি কতখানি তুচ্ছ বিষয় [illegible] আকরমের (দঃ) ভিতর দিয়া আমাদের খালেক, মালেক, মহান আল্লার পূর্ণ রহমত স্বরূপ কালাম [illegible] হামিদকে প্রাপ্ত হইতেছি—যাঁহার শুভাগমনে সমগ্র বিশ্ব হইতে অত্যাচার, ত্রিত্ব ও পৌত্তলিকতার চির অবসান হইতে চলিয়াছে, সেই হাবিবে খোদা মানব-মুকুট আঁ-হজরতের (দঃ) আদেশ উপদেশকে "অতি তুচ্ছ বিষয়" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া বেজায় অসমসাহসিকতা। রছুলোল্লার (দঃ) আদেশ উপদেশ প্রতিপালনে লোকের মনে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য ও বিরোভাব আসিবে বলিয়া তিনি অন্যত্র এরূপও করিয়াছেন "আলা অইন্নি অল্লাহে কাদ্ আমারতো, অওয়াজতো, অনাহায়তো আন আশীয়ায়া আন্নাহা লে মেছ্‌লেল্ কোরান।" (ছহি আবুদাউদ) অর্থাৎ সাবধান! খোদার কছম, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগকে অনেক বিষয়ে আদেশ, উপদেশ ও নিষেধ করিয়াছি, অবশ্য তাহা (প্রতিপালন) কোরান (শরিফের) তুল্য। হজরতের আদেশ উপদেশ সম্বন্ধে আল্লাহ কি বলেন শুনুন—"মা আতাকুমোর রছুলো ফা খুজুহো অমানাহাকুম আন্‌হু ফানতাহু" (কোরান), অর্থাৎ রছুল যাহা দান করিয়াছেন, অর্থাৎ আদেশ করিয়াছেন তাহা তোমরা দৃঢ় রূপে ধারণ কর এবং যাহা হইতে তিনি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন অতঃপর (তাহা হইতে) বিরত থাক। এখন এটী বেশ পরিষ্কার হইয়া পড়িবে যে, রছুলের হুকুম, তথা আল্লার হুকুম যখন দাড়ি রাখা ও সে সম্বন্ধে লোককে উপদেশ দেওয়া তখন লেখক-প্রবরের নিকট যদি দাড়ি রাখা—"অতি তুচ্ছ বিষয়" হয় ও দাড়ি রাখিয়া আলেম সমাজ যদি কোরাণ হাদিছের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয় তবে তিনি কোন্ কোরাণ হাদিছের আদর্শে আলেম সম্প্রদায়ের অমূল্য জীবনকে গড়িয়া উঠাইতে ফর্ম্মান জারি করিলেন, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিবেন কি?

লেখক মাদ্রাছার দাঙ্গার ওকালতি বিবরণ দিতে যাইয়া বলিতেছেন (দাঙ্গার ঘটনার সত্যাসত্য আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য আমাদের নয়। এ সম্বন্ধে দৈনিক ছোলতানে শ্রদ্ধেয় মঃ আবুল খায়ের ব, এ, ছাহেবের আলোচনাই যথেষ্ট)। "আরবি বিভাগের ছেলেরা নাকি বলে" "যারা জীবনে কো[illegible] কাটা ছাটা না করে অক্ষত অবস্থায় রেখেছে তারাই [illegible] শ্রেণীর বেহেস্তী হবে, যারা কাটা ছাটা ছোট [illegible] করে রেখেছে [illegible] শ্রেণীর বেহেস্তী—এবং যারা উপরে কামিয়ে সামান্য মুরাকারে সামান্য ভাবে রাখে তারা তৃতীয় শ্রেণীর বেহেস্তী এবং যারা দাড়ি ফেলে দেয় তারা হবে without tioket অর্থাৎ টীকেট শূন্য।" উপরোক্ত কথাগুলি যে কোন ছাত্র বলিতে পারে তাহা আমাদের আদৌ বিশ্বাস হয় না। "Without ticket" তাহার প্রমাণ। তারপর, কথা হইতেছে যে, কে, কেন এবং কোন্ সময়ে কি ভাবে কথাগুলি বলিয়াছে তাহা না জানিয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কি সঙ্গত?

আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কি সঙ্গত? লেখক শরিয়তের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উদ্ধত-কণ্ঠে বলিতেছেন—"কি লজ্জার বিষয়, আজ আলেম সমাজই জগতের সামনে যাবতীয় অনৈছলামিক আদর্শ ধরতে লেগে গেছে" আরও একটু অগ্রসর হইয়া লেখক বলিতেছেন—"ভণ্ড সাধু ও ভ্রষ্ট বৈষ্ণবের মত এরা আজ লম্বা গেরুয়া আলখেল্লা রুদ্রাক্ষের মালা, তিলক, চন্দন, চিমটা, জটা এবং ঢোল করতাল, একতারা, ভিক্ষার ঝুলি, লোটা ও লম্বা লম্বা গোঁফ দাড়ি দিয়া সাধুত্বের জয়পত্র এছলামের মহান আদর্শ জগতবাসীর সামনে ধরতে সুরু করে দিয়েছে।" বলিহারি! লেখকের বাহুবল উলুমের বহর!! কথায় বলে—মা'র চেয়ে বেশী পোড়ে তারে বলে ডাইনী।

লেখক বলিতেছেন "এবং দাড়ি, টুপি, পিরহান লুঙ্গীকে বেহেস্তে যাছেলের ফাইনাল টেষ্ট ঠিক করতঃ নিজেদের জীবন ধারণের উপযোগী সরল সোজা পন্থা আবিষ্কার করে নেছে।" লেখকের হঠকারিতা চরমে উঠিয়াছে, নইলে বিশ্বজগতের মুকুটমণি আঁ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) চির-আদরণীয় পোষাকগুলিকে এমন ভাবে অপমানিত (নাউজ) করিতে পারিতেন না।

খাদেমুল কওম—মোহাঃ আবদুল হামিদ,
৭৭ নং প্রিন্‌সেফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই বৎসর সমগ্র ভারতবর্ষে ১,৫১,১৬,০০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। যত জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে, তার শতকরা ২৮.১ ভাগ জমি বোম্বাই প্রদেশে, ২০.১ ভাগ মধ্য প্রদেশে, ১০.৩ ভাগ মাদ্রাজে, ৯.৩ ভাগ পঞ্জাবে ৩.৪ ভাগ যুক্তপ্রদেশে ১.৫ ভাগ বর্ম্মাতে ০.১ ভাগ বঙ্গদেশে ০.৩ ভাগ বিহার ও উড়িষ্যায় ০.১ ভাগ আসামে ও ১৪.২ ভাগ হায়দরাবাদে। বঙ্গদেশে এবারে তুলার জমির পরিমাণ ৭৭০০০ একর।

"শয়তান-মিতার" পূজা

মুঃ ইন্‌ষ্টিটিউটে বে-আইনী সভা

"আল্-মুস্‌লিমের" পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন; কবি নজরুল ইস্‌লাম নিজকে "জগদীশ্বর-ঈশ্বর" ও "শয়তান-মিতা" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। (কবির অগ্নিবীণা পুস্তক দ্রষ্টব্য)। "বিদ্রোহী কবি"। নজরুল ইস্‌লাম দুর্গা, কালী ও সরস্বতীর বন্দনা করিয়া যে কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন এবং ভগবানের বুকে লাথি মারিয়া ও হাতুড়ি পিটিয়া যে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন তাহাও আপনারা ঐ অগ্নিবীণাতে দেখিতে পাইবেন।

নজরুল ইস্‌লাম "জগদীশ্বর-ঈশ্বর" বা রব্বুল আলামীনের মালেক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু বাংলাদেশ তাঁহার এই ঈশ্বরত্বকে স্বীকার করিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতাম না। গভীর দুঃখ ও পরিতাপের সহিত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি যে, দুনিয়ার বুক হইতে তৌহিদ বা একত্ববাদকে মুছিয়া ফেলিবার জন্য এবং তাহার স্থলে নজরুল ইস্‌লামের পূজার প্রথা-সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কলিকাতা শহরে একটী দল গজাইয়া উঠিয়াছে। গত ৯ই সেপ্টেম্বর এই দলের চেষ্টায় কতিপয় সরল বিশ্বাসী ভদ্রলোকের নামে "শয়তান-মিতা" নজরুল সম্বর্দ্ধনার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা সংলগ্ন মুস্‌লিম ইন্‌ষ্টিটিউট হলে একটি সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভা সম্বন্ধে বহু কথা আমরা পরে আলোচনা করিব। আজ ইহার অসিদ্ধতা সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিতে চাই।

খাঁনবাহাদুর আসাদুজ্জমান এই সভার অধিনায়ক ছিলেন। হিন্দুদিগের ভাড়াটে বক্তা সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী নজরুল-সম্বর্দ্ধনার জন্য একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ঐ প্রস্তাব সমর্থিত হইলে মওলবী নজির আহমদ চৌধুরী সাহেব উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন [illegible] সম্বর্দ্ধনা আর খোদার সহিত "অগ্নিবীণা" [illegible]। প্রসঙ্গক্রমে তিনি কবির ও [illegible] হইতে তাঁহার ঈশ্বর হওয়ার দাবী সকল[illegible]। অতঃপর সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী [illegible] of reply বা শেষ বক্তব্য বলিতে উঠিয়া অনেক আবল-তাবল বকেন। পুনঃপুনঃ সভাপতির দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করা হইলেও তিনি তাহার প্রতীকার করিতে অস্বীকার করেন। সভাসমিতির সাধারণ আইন কানুন ও প্রথানুসারে হাশেমী সাহেবের বক্তৃতার পর প্রস্তাব ভোটে দেওয়া সভাপতির কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি এই সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মিঃ ওয়াজেদ আলীকে প্রস্তাবের পক্ষে বক্তৃতা করিতে অনুমতি দেন। অথচ ওয়াজেদ আলী সাহেবের পর মওলবী সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেব বক্তৃতা করিতে চাহিলে তাঁহাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। অবশেষে ভোট দিতে উঠিয়া তিনি প্রস্তাবের পক্ষে অন্যায় ভাবে ওকালতি করেন। তারপর, প্রস্তাবের স্বপক্ষে হাত তুলিতে বলা হইলে কতকগুলি লোক হাত তুলে বিপক্ষীয়দগকে হাত তুলিবার জন্য আর তিনি আহ্বান করেন নাই, অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর বিরুদ্ধপক্ষকে হাত তুলিতে দেওয়া হয়। কিন্তু মেনহলের বাহিরের কামরায় যে সকল ভদ্রলোক সম্বর্দ্ধনার বিপক্ষে হাত তুলিয়াছিলেন; তাহাদের সংখ্যা গণা হয় নাই। অথচ তিনি প্রকাশ্য ভাবে কোন্ দিকে কত লোক হাত তুলিয়াছেন বা কোন্ দিকে সংখ্যাধিক্য হইয়াছে—তাহা ঘোষণা করিলেন না। এমতাবস্থায় কয়েকজন উপস্থিত সভ্য 'ডিভিশন' বা স্বপক্ষ ও বিপক্ষের সংখ্যা নির্ণয়ের দাবী উপস্থিত করেন। সভাপতি সাহেব বিনাকারণে সে দাবী অগ্রাহ্য করেন। এই সকল অবস্থা দেখিয়া কোন বিবেকবান ব্যক্তি, এমন কি সেই দিনকার সভাপতি খাঁনবাহাদুর আসাদুজ্জমান স্বীকার করিবেন যে, গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্থানীয় মুস্‌লিম ইন্‌ষ্টিটিউট হলে নজরুল-সম্বর্দ্ধনার যে, অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং উপস্থিত জনমতের বিরোধী। যদি উদ্যোক্তাগণের সাহস থাকে; দ্বিতীয় বার সভা আহ্বান করিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করুন।

ইহাও প্রকাশ থাকে যে, সভায় যাঁহারা ৯ই অক্টোবর দস্তখত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেই এখন অনুতপ্ত। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল শমসুল-ওলমা হেদায়েৎ হুসেন সাহেব ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি কোনমতে নজরুল ইস্‌লামের সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিতে পারেন না।

TORN PAGE(S).

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি

রিকুইজিশন সভা

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্য্যকরী সংসদের এক সভা হয়। উহাতে মরহুম সৈয়দ আমীর আলীর শোক-সভা সওগাতী-দল কর্ত্তৃক কি ভাবে পণ্ড হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আবশ্যক মন্তব্যাদি সহঃ সমিতির সম্পাদক মওলবী মোহাম্মদ সনাউল্লাহ্ সাহেবের বিবরণ প্রকাশ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর "সওগাতের" নসিরুদ্দীন, ওয়াজেদ আলী প্রভৃতি ঐ সভা বে-আইনী বলিয়া এক রিকুইজিশন দেন। গত ৭ই অক্টোবর রিকুইজিশন সভা হইয়া গিয়াছে। অপরাহ্ন ৪টার সময় সভা হওয়ার কথা ছিল। মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ (সহঃ সভাপতি) মওলানা মুঃ মুনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী (সহঃ সভাঃ), মওলবী প্রফেসর মুহাম্মদ সনাউল্লাহ্ (সম্পাদক), মওলবী কবি গোলাম মোস্তফা (সহঃ সম্পাদক), মওলবী হাকিম আলী আহমদ ওলী ইসলামাবাদী (সহঃ সম্পাদক), মওলবী কবি শেখ হবিবর রহমান, মওলবী প্রফেসার আবদুল মজিদ, মওলবী কাজী নওয়াজ খোদা, মওলবী নজির আহমদ চৌধুরী, মওলবী রশিদ বখত চৌধুরী, মওলবী আফজালুল হক, মওলবী মুহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মওলবী মুহাম্মদ হাসন প্রভৃতি যথাসময়ে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু রিকুইজিশনীদিগের মধ্যে কেহই উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইলে সাড়ে চার টার সময়ে অন্যতম সহঃ সভাপতি প্রবীণ সাহিত্যিক মওলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেবের নেতৃত্বে সভার কার্য্য আর[illegible] সদস্যগণকে রিকুইজিশন চিঠি পড়িয়[illegible] অনেক আলোচনার পর মওলবী নাজ[illegible] [illegible] নিম্নলিখিত প্রস্তাব[illegible]

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির এই রিকুইজিশন সভার মতে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের কার্য্যকরী সংসদের সিদ্ধান্ত 'অলট্রাভাইরিস' বা বে-আইন হয় নাই। এই সভা সমিতির সম্পাদকের প্রতি গভীর আস্থা জানাইতেছে।"

মওলবী কবি শেখ হবিবর রহমান সাহেব উহা সমর্থন করেন। আরও অনেকে আইন-গত সমস্যা ও "সওগাত" পত্রিকার মিথ্যাপবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া উহার সমর্থন করেন। এমন সময়ে সওগাতের নসিরুদ্দীন, কাঃ আঃ শামসুদ্দীন, আবুল মনসুর আহমদ ও খান মুঈনুদ্দীনকে লইয়া সভায় হাজির হন। বেচারা বে-জবান নসিরুদ্দীন খামুস হইয়া বসিয়া রহিলেন। আবুল মনসুর বলিলেন, কার্য্যকরী সংসদের কোন সভার প্রস্তাব পরবর্ত্তী সভায় পরিত্যক্ত বা প্রত্যাহৃত হইতে পারে, ইত্যাদি। ফলকথা, তিনি গত ১৫ই সেপ্টেম্বরের সভার অসিদ্ধতা প্রমাণ করিতে উঠিয়া কার্য্যতঃ তাহা সমর্থনই করেন। আঃ কাঃ শামসুদ্দীন বলেন যে রিকুইজিশন দিয়াছিলেন তাঁহারা, তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে উহার আলোচনা হয় কি করিয়া। ইহাতে সভ্যগণ আর হাসি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইত্যবসারে সমিতির সভাপতি মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী উপস্থিত হন। মওলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব তাঁহাকে সভাপতির আসন ছাড়িয়া দেন। সভাপতির উপস্থিতিতে কিছুক্ষণ আলোচনার পর, প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয়। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কেহ হাত না তোলায় বিনা-বিরোধে উহা গৃহীত হয়। অতঃপর মওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব সম্পাদক ও সভাপতির বর্ণনা-পত্রের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন যে সমিতির কার্য্যকরী সংসদ যাহাতে একমতে ও একযোগে কাজ চালাইতে পারে, তজ্জন্য সভাপতি সাহেবের প্রতিও আস্থা প্রকাশ করা উচিত। এই বলিয়া তিনি এক আস্থা সূচক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মওলবী আলি আহমদ ওলী ইসলামবাদী সাহেব উহা সমর্থন করেন এবং বিনা-বিরোধে উহাও গৃহীত হয়।

মুলকী

সাইমনের পুনরাগমন

সরকারের নোটীশ জারী

পুণায় পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এক নোটীশ জারি করিয়া জানাইতেছেন যে সরকারের পাস অথবা অনুমতি ব্যতীত রাস্তা দিয়া কোন শোভাযাত্রা জনতা বা সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইতে পারিবে না। এমন কি ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের জন্যও এই নোটিশ কার্য্যকরী হইবে। সাইমনের আগমন উপলক্ষ করিয়াই এইরূপ আদেশ জারি হইয়াছে। আদেশে ইহাও আছে যে, শোভাযাত্রার উদ্যোক্তা আদেশ ভঙ্গের জন্য দায়ী হইবে। পাস ব্যতীত যে সকল লোক শোভাযাত্রাদি বাহির করিবে তাহারা আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে।

ভীষণ দৈব দুর্ব্বিপাক

৫ জন হত ও ৯ জন আহত

তুলার বীচি ছাড়াইবার এক কারখানা গৃহ হঠাৎ ভূমিসাৎ হইয়া যায়, ফলে ৫ জন শ্রমিক নিহত হইয়াছে। ৯ জন শ্রমিক বিশেষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। নিহত শ্রমিকদিগের মধ্যে ৪ জন স্ত্রীলোক। আহতদিগের মধ্যেও কয়েকজন স্ত্রীলোক আছে, কিন্তু তাহাদিগের অবস্থা আশঙ্কাজনক নহে। গৃহের উপরের তলা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ও আহত ব্যক্তিবর্গকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট এ সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন।

"বালকের অ[illegible] বীরত্ব"

জলমগ্ন নৌকা উদ্ধার

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কাট বোঝাই একখানি নৌকা সিরাজগঞ্জের বড়াল নদী হইতে নামিয়া যমুনা অতিক্রম করিবার সময় হঠাৎ ঘূর্ণিপাকে নৌকাখানা জলমগ্ন হয়। তীরে শত শত লোক দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু জলমগ্ন ব্যক্তিদের আর্ত্তনাদে কেহই তাহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল না। অবশেষে সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসা কলেজ ট্রুপের শামসুল হুদা ও বি, এন, স্কুল ট্রুপের অমর দত্ত নামক দুইটি স্কাউট স্বীয় জীবনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া খরস্রোতা যমুনায় ঝাপাইয়া পড়ে। বহু চেষ্টার পর বালকদ্বয় নৌকা হইতে একগাছি রজ্জু লইয়া তীরে উপনীত হয় ও তটস্থ লোকের সাহায্যে নৌকাখানা তীর সংলগ্ন করে, সুখের বিষয় কাহারও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। উক্ত শামসুল হুদা ইতঃপূর্ব্বে সিরাজগঞ্জ গয়লা ঘাটে যখন আর একখানি নৌকা জলমগ্ন হয় তখন গয়লা গ্রামের একটি যুবকের সহায়তায় বটেশ্বর ও গোপেশ্বর পোদ্দার নামক দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। আমরা স্কাউটটির দীর্ঘায়ু কামনা করি।

মালেকুল মওতের মুলাকাত.

বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর তালিকা

বাঙ্গালার সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের হিসাবে প্রকাশ, গত ২৯শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও আর ৫টী জেলায় কলেরায় মৃত্যু-সংখ্যা বাড়িয়াছে! ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহ কলিকাতায় কলেরায় ১০জন মারা গিয়াছে। এইরূপ নদীয়া জেলায় ৯ হইতে ২৮, পাবনায় ৮ হইতে ৩৫, ঢাকায় ৬ হইতে ১১ এবং চট্টগ্রামে ৫ হইতে ৯ জন কলেরায় মারা গিয়াছে। নিম্ন লিখিত কয়েকটী জেলায় কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা কমিয়াছে,—আসানসোল খনি উপনিবেশ ১২ হইতে ১, দিনাজপুর ৯ হইতে ২, বগুড়ায় ২৯ হইতে ১৪, ময়মনসিংহ ৪৬ হইতে ৩০, পার্ব্বত্যচট্টগ্রামে ১৩ হইতে ০ এবং নোয়াখালীতে ৩৬ হইতে ৩১ হইয়াছে। বসন্তে ২৪ পরগণা জেলায় ২১ জন, ঢাকায় ৫ জন, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও ত্রিপুরায় ৩ জন করিয়া; বর্দ্ধমান ও দিনাজপুরে ২ জন করিয়া এবং বাঁকুড়া, জলপাইগুড়ী, পাবনা ও মালদহ জেলায় ১ জন করিয়া মারা গিয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতায় ৯ জন ও ঢাকায় ২ জন মারা গিয়াছে।

'ফরওয়ার্ডের' মামলা

সম্পাদক ও মুদ্রাকরের সাজা

বিগত ১৩ই জুলাই, ফরওয়ার্ডে বেলুড় রেল দুর্ঘটনা উপলক্ষে 'প্রত্যক্ষদর্শীর পত্র' প্রকাশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির অভিযোগে দণ্ডবিধির ২৫৩এ ধারা অনুসারে 'ফরওয়ার্ড' অভিযুক্ত হয়। সোমবার (২রা আগষ্ট) কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার রক্সবার্গের বিচারে 'ফরওয়ার্ডের' সম্পাদক ও মুদ্রাকর কারাদণ্ডে ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। সম্পাদকের প্রতি ৩ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ও ১০০০৲ টাকা জরিমানার এবং মুদ্রাকরের প্রতি ১ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ও ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। জরিমানা না দিলে আরও একমাস করিয়া জেল খাটিতে হইবে। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে।

মুসলিম ফেডারেশন

নেহ্‌রু রিপোর্টের প্রতিবাদ

নিখিল-ভারত মুসলিম ফেডারেশনের জেনারল সেক্রেটারী সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, কমিটির এক সভায় নেহরু রিপার্টে আপত্তি করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, এই রিপোর্টের নির্দ্ধারণ মুসলমান সমাজের ক্ষতিজনক ও কল্যাণপরিপন্থী। তাঁহারা সকল রকম প্রতিষ্ঠানে, এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও পৃথক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। ভারতীয় ব্যবস্থা পরি[illegible] ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে [illegible] তাহাদিগকে দিতে হইবে [illegible] উর্দ্দু ভাষার [illegible] ধক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে। অধিকন্তু যে স[illegible] সম্প্রদায় সংখ্যায় বেশী, তাহারা মুসলমানের [illegible] আচার ব্যবহার ও রীতিনীতিতে কোনপ্রকার হ[illegible]স্তার্পণ করিতে পারিবে না। [illegible] উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংস্কার প্রবর্ত্তনের জন্য যে প্রস্তাব গৃ[illegible]ত হইয়াছে, মুসলমান সম্প্রদায় তাহা সমর্থন ক[illegible] তাহাদিগের মতে বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশকে [illegible]

হিন্দু ভদ্রলোকের বর্ব্বরতা

কাঠের চলা দ্বারা স্ত্রীহত্যা

[illegible]নকৃষ্ণ নামক একব্যক্তি তাহার পত্নী প্রভাতকুমারীকে একখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা প্রহার করিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে হাওড়ার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ই, মিলসনের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বৃহস্পতিবার ঐ মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামীর স্ত্রী স্বামীগৃহে যাইতে অসম্মত ছিল, তাহার পিতাও তাহাকে সেখানে পাঠাইতে ইচ্ছুক ছিল না। আসামী উহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করে। পক্ষান্তরে আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে যে, সে তাহার স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান ছিল। একদিন স্ত্রীর সহিত তাহার বচসা আরম্ভ হইলে, সে তাহার স্ত্রীকে মাটিতে ফেলিয়া চপোটাঘাত করে। কয়েক জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর মামলার শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

বোম্বাই কংগ্রেসে মতভেদ

বর্জ্জন প্রস্তাব নাকচ

সাইমন কমিশন যেদিন বোম্বাইয়ে পৌছিবে, সেই দিন হরতাল করা হইবে কি না তৎসম্বন্ধে গতকল্য বৈকালে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে আলোচনা হইয়াছিল। পূর্ব্বে কংগ্রেস কমিটিতে স্থির হইয়াছিল যে, ঐ দিন হরতাল হইবে, কিন্তু পরে কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকারী সমিতি স্থির করেন যে, হরতাল না করিয়া সভাসমিতি প্রভৃতি দ্বারা আন্দোলন করা হইবে। এইভাবে আন্দোলন করার প্রস্তাব কংগ্রেস কমিটিতে অগ্রাহ্য হইয়াছিল। গত সভায় মিঃ নিম্বকর প্রস্তাব করেন যে, হরতাল হইলে কংগ্রেস কমিটি উহাতে যোগ দিবেন না। উহার জবাব হিসাবে প্রস্তাব করা হয় যে, হরতাল করা হউক এবং শহরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকেও হরতালের জন্য অনুরোধ করা হউক। উভয় প্রস্তাবই অগ্রাহ্য হয়। অবশেষে সভায় হরতাল প্রস্তাব স্থগিত হইল, এই মর্ম্মের মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

হিন্দু-তরুণের অদ্ভুত কীর্ত্তি

ঘরই চোরাই মালের গুদাম

সুরেন্দ্র সিং নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক এক যুবককে কলিকাতার পথে রেলওয়ে পুলিস ঈশ্বরদিতে গ্রেপ্তার করিয়া পাবনায় প্রেরণ করিয়াছে। সুরেন্দ্র যখন কলিকাতা যাইতেছিল, তখন তাহার বিছানার ভিতর একটি গ্রামোফোন লুক্কায়িত দেখিয়া উহা চোরাই মাল বলিয়া মোটর ড্রাইভারের সন্দেহ হয় ও সে পুলিসে খবর দেয়। পুলিস সুরেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিলে মোটর ড্রাইভার ঐ গ্রামোফোনটী কোন বিশেষ দোকান হইতে কিছুদিন পূর্ব্বে চুরি হইয়াছে বলিয়া চিনিতে পারে। সুরেন্দ্রের বাড়ী খানাতালাশ করিয়া বহু দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, যথা ছুরি, খাড়া, রামদা, টোটা, বাইসাইকেল, গ্রামোফোন রেকর্ড, ছবি, ঘরে সিঁদ দিবার ও ঘর ভাঙ্গিবার নানা প্রকার যন্ত্র ইত্যাদি। ইহার কতকগুলি জিনিষ চোরাই মাল বলিয়া শানাক্ত হইয়াছে।

কৃতী মুসলমান ডাক্তার

আদর্শ ছাত্রজীবন

লাহোরের মিঃ তকীউদ্দীন আহমদ ইউরোপ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। লাহোরে ইসলামিয়া কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া তিনি স্থানীয় মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। অতঃপর চিকিৎসা বিদ্যায় সমধিক বুৎপত্তি লাভের জন্য স্কটল্যাণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে তিনি নানা বিষয়ে [illegible] এ্যাণ্ড্রুজ ইউনিভার্সিটীর [illegible] লাভ করেন। লণ্ডন [illegible] ডি, টি, এম এণ্ড এইচ পদবী লাভ করেন। তিনি "বৃটীশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন" ও লণ্ডনের "সোসাইটী অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন এণ্ড হাইজিনের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গ্রেট বৃটেনে অবস্থান কালে তিনি ইউনিভার্সিটীতে এক ইসলামিক সোসাইটী গঠন করেন এবং তাহার প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়। এতদ্ব্যতীত ইসলাম সম্বন্ধে তাঁহাদের কলেজে তিনি বক্তৃতা দিয়াছেন এবং বিভিন্ন সাময়িক কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। [illegible]উদ্দীন লাহোরের বিখ্যা[illegible] বংশের সন্তান [illegible] রশীদুদ্দৌলা এল্, এম্, এস [illegible] ডাক্তার খলিফা সুজাউদ্দৌলা তাঁহার আত্মীয় ভ্রাতা।

—মুস্‌লীম আউটলুক।

আদর্শ মহানুভবতা

৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা দান

শ্রীরামপুরের সুবর্ণ বণিক সমাজের মাণিকলাল দত্ত সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা মূল্যের তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি নিম্নলিখিত সৎকার্য্যে দানের জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা, হুগলী এবং চুঁচুড়ার দুঃস্থ সুবর্ণ বণিক পরিবারসমূহকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার পত্নী প্রেমবতী দাসীর নামে ১,১০,০০০ টাকার একটি এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড করিবার জন্য, কলিকাতার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের বিশেশ্বর দত্ত ওয়ার্ড নামে শিশুদের বিনা পয়সায় শুশ্রূষার নিমিত্ত একটি ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৫,০০০। শ্রীরামপুর হাঁসপাতালে একটি দাতব্য চক্ষু চিকিৎসা বিভাগ খুলিবার জন্য ৫০,০০০৲ এই বিভাগটি দাতার নামে হইবে। কারমাইকেল কলেজে শিক্ষা লাভের নিমিত্ত সুবর্ণ বণিক সমাজের ছাত্রদের ফ্রী শিপের জন্য ২০,০০০৲ এই বিভাগটি দাতার মাতার নামে হইবে। সুবর্ণ বণিক ছাত্রদের ফ্রী ষ্টুডেন্টশিপের জন্য আশুতোষ দে স্মৃতি ফণ্ড নামে একটি ফণ্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০,০০০৲. হুগলী জেলায় নলকুপ খননের জন্য ১০,০০০৲ টাকা। কলিকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কয়েকটি রোগীর বিনা পয়সায় শুশ্রূষার 'বেড' করিবার জন্য ১০,০০০৲ টাকা। ২৪ পরগণার অন্তর্গত যাদবপুরে চন্দ্রমোহন ঘোষ মেমোরিয়াল স্যানাটোরিয়ামে যক্ষ্মা-রোগীর শুশ্রূষার জন্য ১০,০০০৲ টাকা। শ্রীরামপুর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ২০০০৲ টাকা। ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়ের জন্য ২,২০,০০০৲ টাকা এবং শ্রীরামপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য ৫০০০ টাকা। বাঙ্গলা সরকারের এড্‌মিনিষ্ট্রেটর জেনারেলকে এই সব এণ্ডাউমেণ্টের ট্রষ্টি বা অছি করা হইয়াছে। হুগলী জেলায় এত বড় দান আর নাই।

TORN PAGE(S).

হাজীর পক্ষই জয়লাভ করেন। বিলের পাণ্ডুলিপি-খানি বর্ত্তমানে সিলেক্ট কমিটীর হাতে আছে। প্রথম প্রথম সকলেই ধারণা করিয়াছিলেন যে, ভারত যতদিন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিতে না পারিবে, ততদিন উহাকে আইনে পরিণত করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু এখন ইহাকে সিলেক্ট কমিটী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে দেখিয়া সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। অবশ্য ইহার মূলে বিলের পাণ্ডুলিপি-প্রণয়নকারী মিঃ হাজীর অসাধারণ যুক্তিবাদিতা ও সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধিই যে বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। মিঃ হাজী বলিয়াছেন, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই উপকূল বাণিজ্য সেই সেই দেশের অধিবাসীদের আয়ত্বাধীনে আছে, এককালে ভারতেরও ছিল; কিন্তু ইংরাজের স্বার্থনীতিই তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। আজ ইংরাজ উপকূল বাণিজ্য হস্তগত করিয়া প্রতি বৎসর ভারত হইতে ৫০ কোটী টাকা দেশে লইয়া যাইতেছেন, তাহার অতি সামান্য পঞ্চমাংশ লভ্যও আজ তাঁহারা ভারত-বাসীকে দিতে নারাজ। তাই নানাপ্রকার বাজে অজুহাত দেখাইয়া মিঃ হাজীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা কি নিতান্ত স্বার্থ ও পরশ্রীকাতরতামূলক নহে? ভারতকে 'ধাতে ভাতে' মারিবার নিমিত্ত তাঁহাদের এই হীন প্রচেষ্টাকে কি কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সমর্থন করিবে?

বৃটিশের অজুহাত।—বৃটিশ অজুহাত দেখাইতেছেন, ইহাতে জাতি-বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা ছাড়া ভারতীয় জাহাজে মাল-পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা হইলে বিদেশী জাহাজের মালিকগণের ক্ষতি হইবে, এবং সে ক্ষতি ভারতীয় জাহাজের মালিকগণকে পূরণ করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু মিঃ হাজী এই বাজে অজুহাতে আদৌ দমিয়া যান নাই। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সেই সকল দেশে তথাকার অধিবাসীগণের জাহাজে উপকূল বাণিজ্য চালাইবার নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে, উপরন্তু পূর্ব্বে যে সকল বৈদেশিক জাহাজ-ওয়ালা উপরোক্ত দেশ সমূহের উপকূল-বাণিজ্য চালাইয়া আশাতীতভাবে লাভবান হইয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত আইন প্রণয়নে কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করেন নাই। বিরোধী দল আরও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধকালে বাণিজ্য তরীগুলিকে রণতরীতে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতের যখন নিজস্ব কোন রণতরী নাই, তখন তথাকথিত বাণিজ্য তরীগুলির দ্বারা যুদ্ধকালে ত কোন উপকারই হইতে পারিবে না। মিঃ হাজী এই উক্তিও খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধকালে বাণিজ্য-তরী রণ-তরীর সাহায্য করে বলিয়াই উহার মুখ্য কর্ত্তব্য তাহা নহে; সুতরাং এই অজুহাতে তাঁহার দাবী খণ্ডিত হইতে পারে না। মিঃ হাজীর অকাট্য যুক্তিগুলি পরিষদের অধিকাংশ সদস্যেরই হৃদয় স্পর্শ করে এবং তাহার ফলে পরিষদের আলোচনাকালে তিনি ২০ ভোটে জয়লাভ করেন। এই বিল উপস্থিত করার ফলে মিঃ হাজীকে বহু কটুক্তিও শুনিতে হইয়াছে, এমন কি স্তর জেমস্ সিমসন্ তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানীর বেতনভোগী কর্ম্মচারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিতেছি যে, স্তর সিমসনের এই প্রতিকূলাচরণ একমাত্র বৃটিশ স্বার্থের অন্ধ সমর্থনের চরম নিদর্শন।

আঞ্জুমন-প্রতিষ্ঠা।—পাবনা জিলার তাড়াশ নামক বিখ্যাত বন্দরে সমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সম্প্রতি "আঞ্জুমনে খাদেমুল ইসলাম" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতাগণ কয়েকটী মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে মুসলমান-দিগকে খাঁটি ঈমানদার করিয়া তোলা, প্রত্যেক পল্লীতে স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব, পুস্তকাগার, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং নিঃসহায় ছাত্রগণকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান ও তাহাদের জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করা, গো-কোরবানী ও অন্যান্য ধর্ম্ম-কর্ম্মে যাহাতে কোন অপর জাতি হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া; মুসলমানদের মামলা মোকদ্দমা নালীশ দরবার কোর্টে বা জমিদারী কাচারিতে না যাইয়া যাহাতে আপোসে মিটমাট হয় তার ব্যবস্থা করা। মুসলমানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ, দলবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাঞ্জিমের পতাকামূলে সমবেত করা। মুসলমানদিগকে সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিশিল্পের কাজে উৎসাহিত ও জাতীয় সংবাদপত্র এবং সংগ্রন্থাদি পাঠে বাধ্য করা, আদর্শ কর্ম্মী ও প্রচারক দল গঠন করা, ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ খাঁটি সমাজ-হিতৈষণার জন্য উদ্যোক্তাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে দরগাহ বারীতে প্রার্থনা করিতেছি, যেন বাঙ্গলার প্রত্যেক মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে এইরূপ জরুরী আঞ্জুমন ও সমাজ হিতৈষিগণের অচিরে আবির্ভাব হয়। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র এইরূপ আঞ্জুমনাদি গঠিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অনাটন প্রভৃতি দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। আমরা তাড়াশ আঞ্জুমনে খাদেমুল ইসলামের দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি। মুসলিম বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এইরূপ অগণিত আঞ্জুমন ও প্রকৃত কর্ম্মী পুরুষের পরিচয় লাভ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি।

খানা-জঙ্গী।—বলিয়াদির স্বনামধন্য জমিদার খান বাহাদুর কাজেমুদ্দিন সাহেব সিদ্দিকীর "আমার নিবেদন" স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। জাতির চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ মুসলমান-পরিচালিত মুষ্টিমেয় সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে যে আত্মহত্যামূলক বিবাদ বিসম্বাদের 'স্রোত' বহিতেছে, তাহা দেখিয়া সুদূর মফঃস্বলের ... ব্যথিত মত প্রবীণ সমাজ-সেবক ... আশ্চর্য্য কি? কিছুদিন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিছুদিন পূর্ব্বে দেশ-বরেণ্য পনি সাহেবও আমাদের ঐ মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার মর্ম্ম-বেদনা কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমাজ-মঙ্গল, জাতি-কল্যাণ, দেশ-সেবা, বিশ্বের মুক্তি ও মানবের হিত এ সমস্তই যদি মুসলিম সংবাদ-পত্র-সেবীদের উদ্দেশ্য হয় তবে, পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য হইবে কি ছাই লইয়া? তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে, ইসলামের বিলোপ সাধন ও তৎস্থলে কালী, দুর্গা, শিব, শীতলা ও গণ-বিগ্রহের পূজা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করাই যদি সংবাদ-পত্র-সেবার উদ্দেশ্য হয়—অপর সমাজের মুসলিম-বিদ্বেষী সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলির সম্বন্ধে ভ্রমেও 'টু' শব্দটি না করিয়া শুধু বেচারা মুসলমানের কাগজগুলিকেই যদি অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করা কর্ত্তব্য হয় এবং সকৌশলে "আমাদের লিখার চোটে মুসলমান সংবাদ-পত্র সেবীরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে, শীঘ্রই Surrender করবে" ইত্যাদি যত্র তত্র প্রচার করিয়া বেড়ান হয়, তবে ঝগড়া-বিবাদের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকই সন্দিহান। বলা বাহুল্য যে, আমরা চিরদিন Defensive Side-এ ছিলাম এবং ইন্‌শাআল্লাহ চির-দিন সেদিকেই থাকিব। আমাদের সংবাদ পত্র সেবার একটা উচ্চ লক্ষ্য ও মহান উদ্দেশ্য আছে, সুতরাং আমরা যে জনাব খান পনি অথবা সিদ্দিকী সাহেবের মত ইসলামের অকৃত্রিম খয়েরখাহ ও কওমের মুসলিমের প্রকৃত পেশওয়ার আদেশ নির্দেশ শির পাতিয়া মানিয়া লইব, তাহাতো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই সব ঘৃণ্য দ্বন্দ্বকর জনক কিংবা ও কসাদের অবসান অবিলম্বে হউক, ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি।

ইশায়াতে ইসলাম।—অধুনা লণ্ডনের চেলটেনহাম শহরে চার্চ্চ-কংগ্রেসের জলসা খুব ধুম-ধামে হইতেছে। উক্ত জলসায় ভারতে পূর্ণোদ্যমে ঈসাইয়াত বা প্রচারের আলোচনা খুব জোরে শোরে চলিতেছে। ঈসায়ী ধর্ম্ম-যাজকগণ প্রচারকার্য্য চালাইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে ভারতের লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে নাসারা বানাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা আরও বিপুল উদ্যমে এদেশে প্রচারকার্য্য চালাইতে চাহিতেছে। এদিকে 'শুদ্ধি' ও আর্য্য-সমাজের পাণ্ডারা ভারত হইতে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। হায় ঘুমন্ত মুসলমান! কোরাণ হাদিসের বহু জায়গায় তোমাদের প্রতি ইশায়াতের অনিবার্য্য আদেশ কি প্রদত্ত হয় নাই? কাণ পাতিয়া শুন তোমার আল্লার আদেশ বাণী—

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن -

"হে ওলামায়ে ইসলাম! তোমরা আল্লার পথে বিশ্ব-মানবকে যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা আহ্বান কর এবং সদুপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন কর!" কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আলেমবৃন্দ আজ আল্লার এ আদেশবাণী ভুলিয়া গিয়াছেন। بلغوا ولو آية এর শিক্ষাকে একে-বারে বিস্মৃত হইয়াছেন। আজ যদি বাঙ্গলার আলেমবৃন্দ সামান্য অর্থলোভ সম্বরণ করিয়া খাঁটিভাবে পবিত্র ইসলামের সেবার নিমিত্ত তবলীগ ও ইশা-য়াতের আসরে নামিতেন, তবে তাহাই হইত—সত্যিকার আলেম জীবনের সম্যক পরিচয়। এবং তবেই তাহারা ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া নামের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিতেন। আজ ভারতের প্রত্যেক অংশে এত আলেম জীবিত থাকিতেও যদি খৃষ্টান ও পৌত্তলিকের দ্বারা ইসলাম আক্রান্ত হয় এবং অজ্ঞ মুসলিমগণকে দলে দলে বিপথগামী হইতে হয়, তবে এর চাইতে কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, আমরা ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গলার ওলামা-সমীপে আরজ করিতেছি—এখনও তাঁহারা ঘৃণ্য-জীবন পরিত্যাগে ও আলস্য-জড়তা পরিহারে তা'লীম তবলীগ ও ইশায়াতের অসি হাতে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

কমিশন।—আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তেজবাহাদুর সপ্রু, লালা লজপৎ রায়, ঘনশ্যাম দাস বিড়লা, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাক্তার মুঞ্জি, কেলকার ও জয়কার প্রভৃতি হিন্দু-নেতাগণ যাহা আশা করিয়াছিলেন, ভারত-সচিব লর্ড বার্কেন হেডের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কার্য্যকালে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সাইমন কমিশনে ভারতীয় সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন হিন্দু ও মাত্র একজন মুসলমান লওয়ার অন্যায় প্রস্তাব করিয়া হিন্দু নেতারা পার্লিয়ামেণ্টের কাছে যে আব্দার উপস্থিত করিয়াছিলেন, পার্লিয়ামেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করাতে তাঁহারা চটিয়া গিয়া ভারতে এক বৃথা বয়কট আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে এবং নির্ব্বোধ মুসলমানদিগকে সেই ঘূর্ণীপাকে টানিয়া নিয়া জীবন্ত সমাধি দিতে তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা জানি যে, গত অসহযোগ আন্দোলনের দিনে সুচতুর হিন্দু নেতারা (এবং বহু সরল বিশ্বাসী মুসলমানও) স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মোক্তবাদি বর্জ্জনের দিকে অধিকতর জোর দিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানকে আরও পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাতে ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দুরা স্বরাজ, স্বাধীনতা চায় না, তারা চায়—দেশে হুজুগের সৃষ্টি করিয়া চাকুরী প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে আরও বেশী করিয়া ভাগ বসাইতে এবং মুসলমানের বর্ত্তমান নব-জাগরণকে সুকৌশলে পণ্ড করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের বুকে এক জাতি ও এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে। ভারত সরকারের সকল বিভাগে সাড়ে উনিশ লক্ষ ভারতবাসী চাকুরী করে, তন্মধ্যে মুসলমান পঞ্চাশ হাজারের বেশী হইবে কি না সন্দেহ। গত অসহযোগ আন্দোলনের দিনে যে সাড়ে ছয় শত লোক চাকুরী ত্যাগ করিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতই মুসলমান। হিন্দুরা যে স্বরাজ চায় না, বরং চাকুরী ও প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতিতে অপেক্ষাকৃত সমধিক স্বার্থ চায়, উপরের ঘটনা হইতে তা' স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

লক্ষ্ণৌ সিদ্ধান্ত।—আমরা বহুবার বলিয়াছি, নেহরু, মালব্য, লজপৎ, ও মুঞ্জি প্রভৃতি হিন্দু সমাজে বহু ত্যাগ-পুষ্ট খাঁটি নেতা আছেন। তাঁরা হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর কর্ম্ম ও হিন্দুর স্বার্থের জন্য অকাতরে প্রাণ বলি দিতে পারেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য মুসলমান সমাজে দুই একজন ব্যতীত আর সকলই স্বার্থ-সর্ব্বস্ব ভণ্ড বৈরাগী ও প্রতারক জীব। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই যে এরা হিন্দুর সঙ্গে যোগ দিয়া মুসলমানের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছে, তাহা আজ এই বোকা সমাজে কেহ বিশ্বাস করিতে না পারিলেও সত্য একদিন আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিবেই। যেদিন ক্যামালপাশা প্যারি জয় করিলেন সেই দিন হইতে ভারতে 'শুদ্ধি' ও সংগঠনের সূত্রপাত হইল,—চীন ও জাপানকে দলে ভিড়াইয়া এসিয়ায় প্যান-হিন্দুইজমের সৃষ্টি করা হইল। আর, আজ সাইমন কমিশনকে বর্জ্জন করিতে না পারিলে চাকুরী ও শিক্ষা প্রভৃতি দিক দিয়া মুসলমানেরা লাভবান হইবে—এই ভয়েই হিন্দুরা পণ্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে তথাকথিত স্বরাজের খসড়া তৈরী করিয়া মুসলমানের ঘাড়ে তাহা চাপাইতে চাহিল। খোদাতালাকে ধন্যবাদ যে, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকৎ আলী, মওলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব, স্তর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, হাজী আবদুল্লা হারুণ, মোহাম্মদ শফী দাউদী, স্তর আবদুল কয়্যুম, স্তার জুলফিকার আলী খাঁ প্রমুখ মুসলমান নেতা এবং কাউন্সিল ও এসেম্ব্লীর নামজাদা সদস্যগণ সকলই লক্ষ্ণৌ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। হিন্দু-নেতারা (এবং হিন্দুর ফেনচাটা কোন কোন মুসলমানও) লক্ষ্ণৌ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া যেভাবে মুসলমানের স্বার্থে আঘাত দিয়াছেন, এবং হিন্দু-রাজের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত নহে। মওলানা শওকত আলী স্পষ্ট বলিয়াছেন "যেমন একদল কুকুর একটা হরিণকে বনের মধ্যে পাইলে চারদিক ঘেরাও করিয়া সকলে মিলিয়া হত্যা করে, সেইরূপে লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সে শত শত হিন্দু ডাঃ আনসারী, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় মুসলমানদেরে কাবু করিয়া লক্ষ্ণৌ সিদ্ধান্ত পরিসমাপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

জাতির কর্ত্তব্য।—গত ১১ই অক্টোবর সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে উপনীত হইলে তাঁহাদেরে বিপুল অভ্যর্থনায় অভ্যর্থিত করা হয়! কংগ্রেসী দলের কতকগুলি লোক হট্টগোল করিলেও তাহাদের বর্জ্জন চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। মাত্র তিন ঘণ্টা বোম্বাইয়ে অবস্থান করিয়া গত ১২ই অক্টোবর কমিশন পুণায় উপনীত হইয়াছেন। পুণায় উপনীত হইয়া তাঁহারা বৃহত্তর সংবর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। স্তার সাইমন ও কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ বর্ত্তমানে পুণাতেই অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা প্রত্যহ বহু গণ্যমান্য হিন্দু, মুসলমান, পার্সি ও খৃষ্টান ভদ্র-লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতি বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত সংগঠনে ব্যস্ত আছেন। পুণার কাজ শেষ করিয়া পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত তালিকা অনুযায়ী তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন অংশে উপনীত হইয়া স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। হিন্দুদের কুপরামর্শে ভুলিয়া মুসলমানেরা যা'তে বর্জ্জন আন্দোলনে যোগ না দেয়, অধিকন্ত, প্রকৃত প্রতিনিধিদের মারফতে কমিশনের কাছে নিজেদের সুদীর্ঘকাল স্থায়ী অভাব অভিযোগ সমূহ সম্যকরূপে পেশ করিতে পারে, তার বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন আশু কর্ত্তব্য। সাইমন কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার উপরই আট কোটি মুসলমানের বাঁচা মরার বিরাট প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে। হিজ হাইনেস আগা খানকে সভাপতি করিয়া যে মুসলিম সর্ব্বদল সম্মিলন আহ্বান করিবার কথা ছিল, তার কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া আমরা হতাশ হইয়া পড়িতেছি। মুসলমানেরা কি এখনো নাকে তৈল দিয়া অসাড়ে নিদ্রা যাইতেই মশগুল থাকিবে? কাউন্সিল, এসেম্ব্লী, লোকাল বোর্ড, মিউনিসি-প্যালিটি প্রভৃতিতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন, সিন্ধুর স্বতন্ত্রী করণ, সীমান্তে সংস্কারের প্রসারণ, চাকুরীতে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ, গো-কোরবাণী ও বাজনা সমস্যা প্রভৃতি দিক দিয়া হিন্দুগণ মুসলমানের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে, তার প্রতীকারে আজ যদি আট কোটি মুসলমান সমবেত ভাবে, দণ্ডায়মান না হয়, তবে, কে তাদের রক্ষা করিবে? আমরা মুসলমানগণকে এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। এ সম্বন্ধে আগামীতে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সীমান্ত প্রদেশে সর্ব্বদল সম্মেলনের অধিবেশন ২০শে হইতে ১৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত হইবে। সেজন্য আয়োজন চলিতেছে। স্থানীয় খিলাফৎ কমিটী মওলানা শওকত আলী ও অন্যান্য কয়েক জনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

—•—

কিম্বার্লি (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, বার্কলির খনির জনৈক দেশীয় শ্রমিক কোনও খনন কার্য্য করিবার সময় একটি ডিম্বাকৃতি বৃহৎ হীরকখণ্ড পাইয়াছে। কিম্বার্লির জনৈক ব্যবসায়ী উহা ৬০ হাজার টাকা দাম দিয়া কিনিয়া লইয়াছেন।

হাজীর পক্ষই জয়লাভ করেন। বিলের পাণ্ডুলিপি-খানি বর্ত্তমানে সিলেক্ট কমিটীর হাতে আছে। প্রথম প্রথম সকলেই ধারণা করিয়াছিলেন যে, ভারত যতদিন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন লাভ করিতে না পারিবে, ততদিন উহাকে আইনে পরিণত করিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু এখন ইহাকে সিলেক্ট কমিটী পর্য্যন্ত পৌছিতে দেখিয়া সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। অবশ্য ইহার মূলে বিলের পাণ্ডুলিপি-প্রণয়নকারী মিঃ হাজীর অসাধারণ যুক্তিবাদিতা ও সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধিই যে বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। মিঃ হাজী বলিয়াছেন, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই উপকূল বাণিজ্য সেই সেই দেশের অধিবাসীদের আয়ত্বাধীনে আছে, এককালে ভারতেরও ছিল; কিন্তু ইংরাজের স্বার্থনীতিই তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। আজ ইংরাজ উপকূল বাণিজ্য হস্তগত করিয়া প্রতি বৎসর ভারত হইতে ৫০ কোটী টাকা দেশে লইয়া যাইতেছেন, তাহার অতি সামান্য পঞ্চমাংশ লভ্যও আজ তাঁহারা ভারত-বাসীকে দিতে নারাজ, তাই নানাপ্রকার বাজে অজুহাত দেখাইয়া মিঃ হাজীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা কি নিতান্ত স্বার্থ ও পরশ্রীকাতরতামূলক নহে? ভারতকে 'হাতে ভাতে' মারিবার নিমিত্ত তাঁহাদের এই হীন প্রচেষ্টাকে কি কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সমর্থন করিবে?

বৃটিশের অজুহাত।—বৃটিশ অজুহাত দেখাইতেছেন, ইহাতে জাতি-বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা ছাড়া ভারতীয় জাহাজে মাল-পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা হইলে বিদেশী জাহাজের মালিকগণের ক্ষতি হইবে, এবং সে ক্ষতি ভারতীয় জাহাজের মালিকগণকে পূরণ করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু মিঃ হাজী এই বাজে অজুহাতে আদৌ দমিয়া যান নাই। তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, সেই সকল দেশে তথাকার অধিবাসীগণের জাহাজে উপকূল বাণিজ্য চালাইবার নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে, উপরন্ত পূর্ব্বে যে সকল বৈদেশিক জাহাজ-ওয়ালা উপরোক্ত দেশ সমূহের উপকূল-বাণিজ্য চালাইয়া আশাতীতভাবে লাভবান হইয়াছিলেন, তাঁহারা উক্ত আইন প্রণয়নে কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করেন নাই। বিরোধী দল আরও বলিয়াছেন যে, যুদ্ধকালে বাণিজ্য তরীগুলিকে রণতরীতে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতের যখন নিজস্ব কোন রণতরী নাই, তখন তথাকথিত বাণিজ্য তরীগুলির দ্বারা যুদ্ধকালে ত কোন উপকারই হইতে পারিবে না। মিঃ হাজী এই উক্তিও খণ্ডন করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন, যুদ্ধকালে বাণিজ্য-তরী রণ-তরীর সাহায্য করে বলিয়াই উহার মুখ্য কর্ত্তব্য তাহা নহে; সুতরাং এই অজুহাতে তাঁহার দাবী খণ্ডিত হইতে পারে না। মিঃ হাজীর অকাট্য যুক্তিগুলি পরিষদের অধিকাংশ সদস্যেরই হৃদয় স্পর্শ করে এবং তাহার ফলে পরিষদের আলোচনাকালে তিনি ২০ ভোটে জয়লাভ করেন। এই বিল উপস্থিত করার ফলে মিঃ হাজীকে বহু কুটুক্তিও শুনিতে হইয়াছে, এমন কি স্যর জেম্‌স্ সিমসন্ তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষায় সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানীর বেতনভোগী কর্ম্মচারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই কথার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলিতেছি যে, স্যর সিম্‌সনের এই প্রতিকূলাচরণ একমাত্র বৃটীশ স্বার্থের অন্ধ সমর্থনের চরম নিদর্শন।

আঞ্জুমন-প্রতিষ্ঠা।—পাবনা জিলার তাড়াশ নামক বিখ্যাত বন্দরে সমাজের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সম্প্রতি "আঞ্জুমনে খাদেমুল ইস্‌লাম" নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতাগণ কয়েকটা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তন্মধ্যে মুসলমান-দিগকে খাঁটি ঈমানদার করিয়া তোলা, প্রত্যেক পল্লীতে স্কুল, মাদ্রাসা, মক্তব, পাঠশালা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং নিঃসহায় ছাত্রগণকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দান ও তাহাদের জাতীয় জীবন গঠনে সহায়তা করা, গো-কোরবানী ও অন্যান্য ধর্ম্ম-কর্ম্মে যাহাতে কোন অপর জাতি হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া। মুসলমানদের মামলা মোকদ্দমা নালীশ দরবার কোর্টে বা জমিদারী কাচারিতে না যাইয়া যাহাতে আপোসে মিটমাট হয় তার ব্যবস্থা করা। মুসলমানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ, দলবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করিয়া তাঞ্জিমের পতাকামূলে সমবেত করা। মুসলমানদিগকে সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষিশিল্পের কাজে উৎসাহিত ও জাতীয় সংবাদপত্র এবং সংগ্রন্থাদি পাঠে বাধ্য করা, আদর্শ কর্ম্মী ও প্রচারক দল গঠন করা, ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ খাঁটি সমাজ-হিতৈষণার জন্য উদ্যোক্তাগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে দরগাহ বারীতে প্রার্থনা করিতেছি, যেন বাঙ্গলার প্রত্যেক মুস্‌লিম-অধ্যুষিত অঞ্চলে এইরূপ জরুরী আঞ্জুমন ও সমাজ হিতৈষিগণের অচিরে আবির্ভাব হয়। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্বত্র এইরূপ আঞ্জুমনাদি গঠিত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত দুঃখ, দৈন্য, অভাব, অনাটন প্রভৃতি দূরীভূত হওয়া অসম্ভব। আমরা তাড়াশ আঞ্জুমনে খাদেমুল ইসলামের দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি। মুস্‌লিম বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এইরূপ অগণিত আঞ্জুমন ও প্রকৃত কর্ম্মী পুরুষের পরিচয় লাভ করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি।

খানা-জঙ্গী।—বলিয়াদির স্বনাম-ধন্য জমিদার খান বাহাদুর কাজেমুদ্দিন সাহেব সিদ্দিকীর "আমার নিবেদন" স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। জাতির চরম দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ মুসলমান-পরিচালিত মুষ্টিমেয় সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলির মধ্যে যে আত্মহত্যামূলক বিবাদ বিসম্বাদের "আন্ধি" বহিতেছে, তাহা দেখিয়া সুদূর মফঃ[illegible] সাহেবের মত প্রবীণ সমাজ-সেবক[illegible] ব্যথিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিছুদিন পূর্ব্বে দেশ-বরেণ্য পনি সাহেবও আমাদের ঐ মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার মর্ম্ম-বেদনা কথঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমাজ-মঙ্গল, জাতি-কল্যাণ, দেশ-সেবা, বিশ্বের মুক্তি ও মানবের হিত এ সমস্তই যদি মুস্‌লিম সংবাদ-পত্র-সেবীদের উদ্দেশ্য হয় তবে, পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য হইবে কি ছাই লইয়া, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে, ইস্‌লামের বিলোপ সাধন ও তৎস্থলে কালী, দুর্গা, শিব, শীতলা ও গণ-বিগ্রহের পূজা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করাই যদি সংবাদ-পত্র-সেবার উদ্দেশ্য হয়—অপর সমাজের মুস্‌লিম-বিদ্বেষী সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলির সম্বন্ধে ভ্রমেও 'টুঁ' শব্দটি না করিয়া শুধু বেচারা মুসলমানের কাগজগুলিকেই যদি অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করা কর্ত্তব্য হয় এবং সর্ব্বোপরি —"আমাদের লিখার চোটে মুসলমান সংবাদ-পত্র সেবীরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে, শীঘ্রই Surrender করবে" ইত্যাদি যত্র তত্র প্রচার করিয়া বেড়ান হয়, তবে ঝগড়া-বিবাদের পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকই সন্দিহান। বলা বাহুল্য যে, আমরা চিরদিন Defensive Sideএ ছিলাম এবং ইন্‌শাল্লাহ চির-দিন সেদিকেই থাকিব। আমাদের সংবাদ পত্র সেবার একটা উচ্চ লক্ষ্য ও মহান্ উদ্দেশ্য আছে, সুতরাং আমরা যে জনাব খান পনি অথবা সিদ্দিকী সাহেবানের মত ইস্‌লামের অকৃত্রিম খয়েরখাহ ও কওমুল মুসলিমিনের প্রকৃত পেশওয়াদের আদেশ নিদেশ শির পাতিয়া মানিয়া লইব, তাহা ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এই সব ঘৃণ্য নক্কার জনক ফিৎনা ও ফসাদের অবসান অবিলম্বে হউক, ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি।

ইশায়াতে ইস্‌লাম।—অধুনা লণ্ডনের চেল্টেনহাম শহরে চার্চ্চ-কংগ্রেসের জলসা খুব ধুম-ধামে হইতেছে! উক্ত জলসায় ভারতে পূর্ণোদ্যমে ঈসাইয়াত বা প্রচারের আলোচনা খুব জোরে শোরে চলিতেছে। ঈশায়ী ধর্ম্ম-যাজকগণ প্রচারকার্য্য চালাইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে ভারতের লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে নাসারা বানাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু, ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাহারা আরও বিপুল উদ্যমে এদেশে প্রচারকার্য্য চালাইতে চাহিতেছে। এদিকে "শুদ্ধি" ও আর্য্য-সমাজের পাণ্ডারা ভারত হইতে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে॥ হায় ঘুমন্ত মুসলমান! কোরাণ হাদিসের বহু জায়গায় তোমাদের প্রতি ইশায়াতের অনির্ব্বায্য আদেশ কি প্রদত্ত হয় নাই? কাণ পাতিয়া শুন তোমার আল্লার আদেশ বাণী—

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن

"হে ওলামায়ে ইস্‌লাম! তোমরা আল্লার পথে বিশ্ব-মানবকে যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা আহ্বান কর এবং সদুপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন কর!" কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আলেমবৃন্দ আজ আল্লার এ আদেশবাণী ভুলিয়া গিয়াছেন। بلغوا عني اية এর শিক্ষাকে একে-বারে বিস্মৃত হইয়াছেন। আজ যদি বাঙ্গলার আলেমবৃন্দ সামান্য অর্থলোভ সম্বরণ করিয়া খাঁটিভাবে পবিত্র ইস্‌লামের সেবার নিমিত্ত তব্‌লীগ ও ইশা-য়াতের আসরে নামিতেন, তবে তাহাই হইত—সত্যিকার আলেম জীবনের সম্যক পরিচয়। এবং তবেই তাহারা ওয়ারেসাতুল আম্বিয়া নামের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিতেন। আজ ভারতের প্রত্যেক অংশে এত আলেম জীবিত থাকিতেও যদি খৃষ্টান ও পৌত্তলিকের দ্বারা ইস্‌লাম আক্রান্ত হয় এবং অজ্ঞ মুস্‌লিমগণকে দলে দলে বিপথগামী হইতে হয়, তবে এর চাইতে কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? যাহা হউক, আমরা ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গলার ওলামা-সমীপে আরজ করিতেছি—এখনও তাঁহারা ঘৃণ্য-জীবন পরিত্যাগে ও আলস্য-জড়তা পরিহারে তা'লীম তবলীগ ও ইশায়াতের অসি হাতে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

কমিশন।—আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তেজবাহাদুর সপ্রু, লালা লজপৎ রায়, ঘনশ্যাম দাস বিরলা, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাক্তার মুঞ্জি, কেল্‌কার ও জয়কার প্রভৃতি হিন্দু-নেতাগণ যাহা আশা করিয়াছিলেন, ভারত-সচিব লর্ড বার্কেন হেডের ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কার্য্যকালে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সাইমন কমিশনে ভারতীয় সদস্যের মধ্যে পাঁচ জন হিন্দু ও মাত্র একজন মুসলমান লওয়ার অন্যায় প্রস্তাব করিয়া হিন্দু নেতারা পার্লিয়ামেন্টের কাছে যে আব্দার উপস্থিত করিয়াছিলেন, পার্লিয়ামেন্ট তাহা অগ্রাহ্য করাতে তাঁহারা চটিয়া গিয়া ভারতে এক বৃথা বয়কট আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে এবং নির্ব্বোধ মুসলমানদিগকে সেই ঘূর্ণীপাকে টানিয়া নিয়া জীবন্ত সমাধি দিতে তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা জানি যে, গত অসহযোগ আন্দোলনের দিনে সুচতুর হিন্দু নেতারা (এবং বহু সরল বিশ্বাসী মুসলমানও) স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও মোক্তবাদি বর্জ্জনের দিকে অধিকতর জোর দিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানকে আরও পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাতে ছুড়িয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দুরা স্বরাজ, স্বাধীনতা চায় না, তারা চায়—দেশে হুজুগের সৃষ্টি করিয়া চাকুরী প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতি ব্যাপারে আরও বেশী করিয়া ভাগ বসাইতে এবং মুসলমানের বর্ত্তমান নব-জাগরণকে সুকৌশলে পণ্ড করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের বুকে এক জাতি ও এক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে। ভারত সরকারের সকল বিভাগে সাড়ে উনিশ লক্ষ ভারতবাসী চাকুরী করে, তন্মধ্যে মুসলমান পঞ্চাশ হাজারের বেশী হইবে কি না সন্দেহ। গত অসহ যোগ আন্দোলনের দিনে যে সাড়ে ছয় শত লোক চাকুরী ত্যাগ করিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ শতই মুসলমান। হিন্দুরা যে স্বরাজ চায় না, বরং চাকুরী ও প্রতিনিধিত্ব প্রভৃতিতে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ চায়, উপরের ঘটনা হইতে তা' স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

লক্ষ্ণৌ সিদ্ধান্ত।—আমরা বহুবার বলিয়াছি, নেহরু, মালব্য, লজপৎ, ও মুঞ্জি প্রভৃতি হিন্দু সমাজে বহু ত্যাগ-বুদ্ধ খাঁটি নেতা আছেন। তাঁরা হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দুর কর্ম্ম ও হিন্দুর স্বার্থের জন্য অকাতরে প্রাণ বলি দিতে পারেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য মুসলমান সমাজে দুই একজন ব্যতীত আর সকলই স্বার্থ-সর্ব্বস্ব ভণ্ড বৈরাগী ও প্রতারক জীব। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই যে এরা হিন্দুর সঙ্গে যোগ দিয়া মুসলমানের সর্ব্বনাশের আয়োজন করিতেছে, তাহা আজ এই বোকা সমাজে কেহ বিশ্বাস করিতে না পারিলেও সত্য একদিন আপনাকে প্রকাশ করিয়া ফেলিবেই। যেদিন কামালপাশা স্মার্ণা জয় করিলেন সেই দিন হইতে ভারতে 'শুদ্ধি' ও সংগঠনের সূত্রপাত হইল,—চীন ও জাপানকে দলে ভিড়াইয়া এসিয়ায় প্যান-হিন্দুইজ্‌মএর সৃষ্টি করা হইল। আর, আজ সাইমন কমিশনকে বর্জ্জন করিতে না পারিলে চাকুরী ও শিক্ষা প্রভৃতি দিক দিয়া মুসলমানেরা লাভবান হইবে—এই ভয়েই হিন্দুরা পণ্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে তথাকথিত স্বরাজের খসড়া তৈরী করিয়া মুসলমানদের ঘাড়ে তাহা চাপাইতে চাহিল। খোদাতালাকে ধন্যবাদ যে, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা শওকৎ আলী, মওলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব, স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, হাজী আবদুল্লা হারুণ, মোহাম্মদ শফী দায়ুদী, স্যর আবদুল কয়ুম, স্যার জুল্‌ফীকর আলী খাঁ প্রমুখ মুসলমান নেতা এবং কাউন্সল ও এসেম্ব্লীর নামজাদা সদস্যগণ সকলই লক্ষ্ণৌ সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। হিন্দু-নেতারা (এবং হিন্দুর কেনচাটা কোন কোন মুসলমানও) লক্ষ্ণৌ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া যেভাবে মুসলমানের স্বার্থে আঘাত দিয়াছেন, এবং হিন্দু-রাজের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আজ আর কাহারও অবিদিত নহে। মওলানা শওকত আলী স্পষ্ট বলিয়াছেন "যেমন একশত কুকুর একটা হরিণকে বনের মধ্যে পাইলে চারদিক ঘেরাও করিয়া সকলে মিলিয়া হত্যা করে, সেইরূপে লক্ষ্ণৌ কন্‌-ফারেন্সে শত শত হিন্দু ডাঃ আন্‌সারী, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় মুসলমানদেরে কাবু করিয়া লক্ষ্ণৌ সিদ্ধান্ত পরিসমাপ্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

জাতির কর্ত্তব্য।—গত ১১ই অক্টোবর সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে উপনীত হইলে তাঁহাদেরে বিপুল অভ্যর্থনায় অভ্যর্থিত করা হয়। কংগ্রেসী দলের কতকগুলি লোক হট্টগোল করিলেও তাহাদের বর্জ্জন চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। মাত্র তিন ঘণ্টা বোম্বাইয়ে অবস্থান করিয়া গত ১২ই অক্টোবর কমিশন পুণায় উপনীত হইয়াছেন। পুণায় উপনীত হইয়া তাঁহারা বৃহত্তর সংবর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। স্যার সাইমন ও কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ বর্ত্তমানে পুণাতেই অবস্থান করিতেছেন। তাহারা প্রত্যহ বহু গণ্যমান্য হিন্দু, মুসলমান, পার্সি ও খৃষ্টান ভদ্র-লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতি বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত সংগঠনে ব্যস্ত আছেন। পুণার কাজ শেষ করিয়া পূর্ব্ব বিঘোষিত তালিকা অনুযায়ী তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন অংশে উপনীত হইয়া স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। হিন্দুদের কুপরামর্শে ভুলিয়া মুসলমানেরা যা'তে বর্জ্জন আন্দোলনে যোগ না দেয়, অধিকন্তু, প্রকৃত প্রতিনিধিদের মারফতে কমিশনের কাছে নিজেদের সুদীর্ঘকাল স্থায়ী অভাব অভিযোগ সমূহ সম্যকরূপে পেশ করিতে পারে, তার বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন আশু কর্ত্তব্য। সাইমন কমিশনের সম্মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার উপরই আট কোটি মুসলমানের বাঁচা মরার বিরাট প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে। হিজ হাইনেজ আগা খানকে সভাপতি করিয়া যে মুস্‌লিম সর্ব্বদল সম্মিলন আহ্বান করিবার কথা ছিল, তার কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া আমরা হতাশ হইয়া পড়িতেছি। মুসলমানেরা কি এখনো নাকে তৈল দিয়া অসাড়ে নিদ্রা যাইতেই মশগুল থাকিবে? কাউন্সিল্ এসেম্ব্লী, লোকাল বোর্ড, মিউনিসি-প্যালিটি প্রভৃতিতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন, সিন্ধুর স্বতন্ত্রী করণ, সীমান্তে সংস্কারের প্রসারণ, চাকুরীতে উপযুক্ত অংশ গ্রহণ, গো-কোরবাণী ও বাজনা সমস্যা প্রভৃতি দিক দিয়া হিন্দুগণ মুসলমানের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে, তার প্রতীকারে আজ যদি আট কোটি মুসলমান সমবেত ভাবে, দণ্ডায়মান না হয়, তবে, কে তাদের রক্ষা করিবে? আমরা মুসলমানগণকে এ বিষয়ে অবিলম্বে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। এ সম্বন্ধে আগামীতে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সীমান্ত প্রদেশে সর্ব্বদল সম্মেলনের অধিবেশন ২০শে হইতে ১৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত হইবে। সেজন্য আয়োজন চলিতেছে। স্থানীয় খিলাফৎ কমিটী মওলানা শওকত আলী ও অন্যান্য কয়েক জনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

—•—

কিম্বার্লি (দক্ষিণ আফ্রিকা) ৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, বার্কলির খনির জনৈক দেশীয় শ্রমিক কোনও খনন কার্য্য করিবার সময় একটি ডিম্বাকৃতি বৃহৎ হীরকখণ্ড পাইয়াছে। কিম্বার্লির জনৈক ব্যবসায়ী উহা ৬০ হাজার টাকা দাম দিয়া কিনিয়া লইয়াছেন।

পরিচয় দাও

—:*:—

(২)

মরুর বাধা, গিরির অন্তরায়, সাগরের সংক্রুদ্ধ বারি-রাশি অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যে বালক বীর মুষ্টিমেয় মর্দ্দ-জাদাসহ কুফ্‌রস্থান হিন্দুস্থানের বুকের উপর তওহিদের তপন-ভাতি জ্বালাইল, সেই মরু-হর্য্যক্ষ বিন্-কাসিমের বংশধর তোমরা, দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে মজুরের অভিনয় কি তোমার শোভা পায়? মাত্র চতুর্দ্দশ সহস্র সহচর লইয়া স্পেনের উপকূলে অবতরণ করতঃ যে শূর-বীর নিজেদের সমুদয় রণ-তরীগুলি নিজ হস্তে আগুনে পুড়াইয়া সৈন্যদের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পথ চিররুদ্ধ করিয়াছিলেন, স্পেন-বিজয়ী সেই তারেখ-স্মৃতি আজ কি তোমরা সিন্ধু-সলিলে বিসর্জ্জন দিলে? ওকবা ওমর, মুসা, মুরাদ, খালেদ ও সালাহুদ্দীনের কথা আজ আর তোমাকে কত বলিব? বিশ্ব-বিজয়ী নেপোলিয়ন যে দিন মাত্র চল্লিশ সহস্র 'মেম্‌লিউক্‌' মিসরী হস্তে জীবনে প্রথমবার পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই দিন মিসরের সিংহ-সুতগণের বীরত্বের প্রশংসায় শতমুখ হইয়া ফরাসী-বীর আবেগ-রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন "এরা যদি সৈন্য হয়, আর আমি হই ওদের সেনাপতি, আর, বলি পৃথিবীটা আমারই পদতলে, তবে, তাহা কি অসম্ভব হইবে?" মেম্‌লিউক-মুরাদের তপ্ত রুধিরের সেই সহস্র ধারা আজ কি তোমার হৃদয়-যমুনায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র সঙ্গে লইয়া যে খিলজী-সূর্য্য লক্ষ্মণ সেনের সাধের সিংহাসন বিনা যুদ্ধে ছিনাইয়া লইয়াছিলেন, তাঁর রহমানী কৃপাণ ঝঙ্কার সুরে বাঙ্গালার আসমানের নীচে এত শীঘ্রই কি আজ থামিয়া গেল?

দূর অতীতের কথা আজ এই কঠোর বর্ত্তমানে ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তোমাকে হয়রান ও পেরেশান করিতে প্রবৃত্তি নাই। 'ডেলি নিউজে'র ঘটনা ত এই সেই দিন মাত্র—এই কলিকাতার বুকের উপরই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সে বিড়ি তৈরী করে কি গাড়ী হাকায় সে সংবাদে আমার প্রয়োজন নাই। এক দিকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ-শক্তি বৃটিশের সহস্র 'মেসিন-গান' হইতে মরণের রুদ্র-গোলা, আর অপর দিকে "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" মন্ত্রে চির-দীক্ষিত অটলভাবে দণ্ডায়মান সহস্র বালক গাজী। "মুনশীজী ফকৎ জনাজা পড়্‌দেনা"—ধরার মৃত্তিকা হইতে আল্লার আরশ পর্য্যন্ত উত্থিত সেই বীর-বাণী আজও আমাদের শ্রবণ-বিবরে গুঞ্জরণ তুলিতেছে। কলিকাতায় গত হিন্দু-মুস্‌লিম হাঙ্গামাও ত কল্যকার কথা। একটি কলের কামানের ফাঁকা আওয়াজে শিবজী ও প্রতাপাদিত্যের বিশ হাজার ত্রিশ হাজার চল্লিশ হাজার ও পঞ্চাশ হাজার বংশধর—নব্য হিন্দু কোথায় কোন্ গলি-পথে 'উধাও' হইয়া গিয়াছে, আর, আধ ঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট ও এক ঘণ্টা ধরিয়া মেশিন গান হইতে গুলি চলিল, রাস্তা-ঘাট শহিদের পাক শোণিতের সহস্র ধারায় সিক্ত হইয়া লালে লাল হইয়া গেল, তবুও তাহারা আল্লাহু আকবরের গান গাহিয়া দলে দলে আগুনের মৃত্যু-শূলে আত্মসমর্পণ করিল। কলিকাতার কল্যকার সে দৃশ্যও কি তুমি ভুলিয়া গেলে? কুলকাঠির কানন-কুঞ্জে ঝিল্লী আরাবে আজ দ্বাবিংশ শোহাদার যে অমর-সঙ্গীত চব্বিশ ঘণ্টা ধ্বনিয়া উঠিতেছে, তাহাও কি তোমার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইল? কুলকাঠির দ্বাবিংশ শোহাদার সকলেই বুকে গুলি সহিয়া শাহাদতের সুধা পান করিয়াছিলেন।

রাণ্ডি-সময়ে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া পিঠে গুলি খাওয়ার কলঙ্ক-কালিমা তাঁরা জাতির ভালে লেপন করিয়া ত যান নাই। আমাদের স্পষ্ট মনে আছে, কুলকাঠির ঘটনার অল্প পরে কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক (তন্মধ্যে দুইজন তরুণ অধ্যাপক) আমাদের সঙ্গে মোহাম্মদী কার্য্যালয়ে সাক্ষাৎ করিয়া বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন "মশায়, ভারতের আশা ভরসা মিঃ গান্ধির অসহযোগ বা দেশবন্ধুর বাধা-দান নীতির মধ্যে নিহিত নয়—কুলকাঠির ঐ বাইশজন মুসলমানের রক্তের প্রতি বিন্দুতে মুক্ত-ভারতের প্রভাত-চিত্র অঙ্কিত হইতেছে।" সেদিন কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ মণিকার কুলকাঠি রিলিফ-ফণ্ডের জন্য আমাদের হাতে একশত টাকা দান করিয়া ঐ একটি কথা বলিয়াছিলেন।

প্রতিবেশী হিন্দুর জ্ঞান ও অর্থ আছে, ঘরভরা সম্পদ ও সৌভাগ্য তার যথেষ্ট আছে, তার ধন আছে, ধান্য আছে, আর তুমি দীন-দরিদ্র নিঃস্ব কপর্দ্দকহীন। প্রতিবেশীর মত তোমার মধ্যে লক্ষ লক্ষ বি-এ, বি-এস-সি, পাস পণ্ডিত নাই। এম-এ, পি-এইচ-ডি, ও ডিলিট্‌ নাই। আমি স্বীকার করি, অন্যের যাহা আছে তাহা হয়তঃ তোমার কাছে নাই। কিন্তু, এ কথা শুধু তোমাকে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীকে আজ অকপটে স্বীকার করিতে হইবে যে, তোমার ঘরে যে অমূল্য নিধি সঞ্চিত আছে, জগতের অপর কাহারও তাহা নাই। যে 'ঈমানের আমানৎ' এখনও তোমার হৃদয়-কন্দরে লুক্কায়িত আছে, জগতের কোন শিক্ষা-সম্পদ, ধনৈশ্বর্য্য, কুল-মান, শক্তি-সামর্থ্য তার তুল্য হইতে পারে না। সেই ঈমানের তেজেই আজ তুমি ভারত তথা বিশ্বের বক্ষে দুর্দ্দিনের শত আঘাত নির্ব্বিকারে বরদাশ্‌ৎ করিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছ। তোমার অর্ণব-তরী অর্দ্ধভগ্ন হইলেও ঈমানের হাল তোমার এখনও অটুট ও অক্ষত রহিয়াছে। হাল এখনও বহাল আছে বলিয়াই দুস্তর বারিধি-মাঝে ঝড়ের রাত্রিতেও অস্তিত্ব বাঁচাইয়া নিজে বাঁচিয়া আছ। আমি তোমার মধ্যেই অসীম শক্তির অনন্ত রূপ দেখিয়াছি। তোমার মধ্যেই আমি বিশ্ব-বিজয়ের বিরাট কুওৎকে মওজ মারিয়া বহিয়া যাইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে শক্তির সাধনা করিলে হিমাদ্রি শৃঙ্গকে পথের ধূলায় পরিণত করা যায়, যে শক্তিতে দুস্তর বারিধি বুকে সেতু বাঁধিয়া নিখিল বিশ্বে অশ্ব ছুটাইয়া চলা যায়, কুওতের যে সুপ্ত মন্ত্রকে জাগ্রত করিলে সারা জাহানকে বাঁধিয়া পায়ের ভৃত্য করিয়া রাখা যায়, আজ সেই শক্তির আকরকে আমি তোমার মধ্যে অবলোকন করিয়াছি। তাই, আজ কবির ভাষায় তোমাকে আহ্বান দিতে আসিয়াছি—

از خواب گران خواب گران خواب گران خیز !
از خواب گران خیز !

রুসিকার নগণ্য কৃষক-তনয় একদিন যদি সমগ্র ইউরোপের ভাগ্যবিধাতা হইতে পারে, তেহ্‌রাণের সামান্য 'ষ্টেব্‌লবয়' যদি একদিন রুস-ভল্লুক ও বৃটিশ সিংহকে বিতাড়িত করিয়া কাজার বংশের স্বর্ণ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে পারে, রীফের মামুলী মরুবাসী যদি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তি সঙ্ঘকে এক যুগ-তটস্থ রাখিতে সমর্থ হয়, তবে, তুমিই বা কেন আজ তোমার পূর্ব্বপুরুষের—সেই মোগল-পাঠানের ত্যক্ত 'তাউস্‌' সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইতে অসমর্থ হইবে? ভারতের বুকে ইস্‌লামের কোহিনুর তখ্‌ৎ আজ তোমাকেই স্থাপন করিতে হইবে। ঐশ্বর্য্যে, শক্তিতে, সম্পদে, প্রতাপে, গৌরবে, শৌর্য্যে, সৌন্দর্য্যে তোমার প্রস্তাবিত ভারতীয় মুস্‌লিম-রাষ্ট্র দুনিয়ার সকল শাসন-শক্তিকে পশ্চাতে ফেলিবে। আজ বিধি-নির্দ্দিষ্ট গুরু কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া তুমি কি সত্য সত্যই আত্ম-হত্যা করিবে?

"বান্ কমর কেঁও ডরতা,
দেখ্ খোদা কেয়া করতা!'

মুস্‌লিম

[মোহাম্মদ আবুবকর]

খিলাফত

সৃষ্টির আদি হইতে মানব খোদার খলিফা ভবে;
এখ 'অচলার চালনা'র ভার তাহাদেরি হাতে রবে;
যতদিন তুমি খোদার খলিফা রবে:—
জড় প্রাণী আদি বহিবে বন্ধু তোমার বাধ্য সবে!
শয়তান কিবা রিপুর খলিফা হ'য়ো না কিন্তু সেথে;
তাহ'লে তোমায় ধরার বিদ্রোহ ফেলিবে অমনি বেঁধে।
খলিফা সম্রাট কিছু নয় তারা 'কেবল খোদার ছায়া (১)
সে প্রতিবিম্ব সরিলে রাজার পাইনাক কোন কায়া!
যার কাছে নাই ঐশ্বরিকতা আছে ক্ষমতার মোহ:
সে রাজার সাথে চালাও সবায় বে-পরওয়া বিদ্রোহ;
রিপুর খলিফা রাজ-সুত রাজা নাহি হয় ইস্‌লামে:
তিনিই খলিফা জিনেছেন যিনি গণ-মন বিভূ নামে।
বংশ বিচারে খিলাফত নহে, সেথানে ঈমান নাই,
যাঁহাতে লোকের বেশী বিশ্বাস তিনিই খলিফা ভাই।
রাজকোষ! সেত জনকোষ—নহে একেলা রাজার ভোগ;
যে তাতে হইবে রাজা ও রাণীর কিঞ্চিৎ ফলযোগ।
'দীনে ইলাহি'র প্রকৃত সেবক খলিফার কথা শোনো;
দূতরূপে ফিরি মদিনা ভূমিতে একদা রোমক কোনো!—
শীতল দীঘল খেজুর বাগানে পশিল সে অবশেষে।
দেখিল শায়িত এক আরবীরে জীর্ণ দীর্ণ বেশে! (২)
শুধাল আরেক আরবী পথিকে এই যে বিরাট দেশ;
পূর্ব্বে সিন্ধু পশ্চিমে যার হিসপানী তক শেষ:—
খলিফার নামে অধিপতি যার পূজ্য ভুবনময়;
ক্ষুদ্র পল্লী হেথা কোথা তাঁর প্রাসাদ হিরণ্ময়?
কোথায় দুর্গ কোথায় প্রাচীর কোথা এর রাজপথ;
বেলা কতটায় বাহির হয় সে আরবী রাজার রথ?
পাঠাইলা মোরে দেখিতে এদেশ রোমের অধিপতি,
যে দেশ প্রভায় ম্লান হ'য়ে গেছে বিরাট রোমের জ্যোতি;
কেমন সে রাজা কেমন তাঁহার—ঐশ্বর্য্য বৈভব!
সৈন্য-সামন্ত কত আছে তাঁর দেখিয়া যাইব সব!"
বলিল আরব সুধীর কণ্ঠে; ওই যে খলিফা শুয়ে;—
হাতে মা[illegible] কম্বল বিছাইয়া ওই ভূঁয়ে।"
কহিল [illegible] এতে নি সত্য লেশ;
কোথা তবে [illegible]রক্ষী, কোথা তবে রাজবেশ!"
বলিল আরব; "খলিফা মোদের চোর-ডাকাত ত নয়;
অপরে মারিয়া খেয়ে যারা থাকে তাদেরি মরণ-ভয়!
জন-শ্রদ্ধাই শরীর-রক্ষী আমাদের খলিফার;
তাঁহার বসন কণ্ঠভূষণ মোদের ভক্তিহার।
সকলের বুকে আসন তাঁহার দুর্গ প্রাসাদ নাই;
খোদার রাজ্যে গণধনে কেবা প্রাসাদ গড়িবে ভাই।
মোদের খলিফা পরের অর্থে চড়েনাক গাড়ী-ঘোড়া;
নিজ অর্জ্জিত বসনে তাঁহার দেখো কত তালি জোড়া!
আমরা কখনো সেবি না বন্ধু খলিফার জড় কায়া;
সেবি ততদিন থাকে যতদিন তাঁহাতে খোদার ছায়া।
খলিফা মোদের করিছে শাসন তাঁহারে শাসিছে খোদা;
খিলাফত তাঁর থাকেনাক সথা খোদা হ'তে গেলে জুদা!
রাজ-কোষ হেথা জনহিত তরে—নহে খলিফার ভোগ;
তিনি ত প্রহরী হ'বে কেন তাঁর গ্রাস করিবার রোগ!
এ নহে শোষক রাজার রাজ্য, যে 'লোক শোষণ তরে;
ভাড়াটে কতক সৈন্যে দুর্গ রেখে দিতে হবে ভ'রে!
'খোদার-রাজ্য' ভাড়াটে সৈন্যে রক্ষিত যদি হয়;
তার আগে যেন হয় তাঁর সেনা 'মুস্‌লিম' জাতি লয়!
রক্ত-সখিন বিশ্ব-মুমিন সকলে তাঁহার সেনা;
সবার মরণে শত্রুর সনে চোকে শিব লেনা দেনা।
তা বলে বন্ধু ভেবো না মোদেরে বর্ব্বর খুনিয়ারা;
(জানি) শান্ত-প্রিয়র রক্ত হারাম হো'ক সে একটু জারা।
কাফের বেদীন নাসারা, মুমিন এরাজ্যে সব আছে;
আপনারে দাস ভাবে হেথা কেবা; শুধাও সবার কাছে!
মানুষের দাস রবে নাক কেহ, আল্লার দাস সবে;
মুসলিম মোরা খোদার রাজ্য গড়িতে এসেছি ভবে!
"জন সেবকই জাতির ইমাম" জানিও সুনিশ্চয়;
গাহিবে, গাহিবে, গাহিবে জগত এই হাদিসেরি জয়।
যুগ যুগ ধরি আমরা করিব জগতের ইমামত
পেয়েছি আমরা খোদার নিকট বিরাট এ খিলাফত।"
প্রাণ দিলা এই খিলাফৎ তরে আদুরে দুলাল ফাতেমার
মুস্‌লিম মুখে উঠে তাই দুখে করুণ আওয়াজ
'হাছসেনা'র।
হোসেনের সনে হারায়ে ফেলেছে মুসলিম খিলাফত;
জগতের বুকে করিয়া আসিছে শয়তান ইমামত।
একী আফগান পল্লী ভেদিয়া উঠিল এ কোন্ ধ্বনি
বিশ্ব-মুমিন যুবক হৃদয়ে উঠিছে যে তাহা রণি।
জামাল! (৩) জামাল!! ধরণীতে আজ গাহিলে
কী মহাগান;
উৎকর্ণ হ'ল যা শুনি আজিকে বিশ্ব-বাসীর কাণ;
তুমিত এনেছ সত্যের বাণী নাশিতে মিথ্যা রাজ;
জানি না ইহাতে শত্রুর হৃদে পড়িতেছে কেন বাজ।
চল চল আজ নবীন ভারত আফগান বীর সাথে;
খিলাফতে তথা 'ধর্ম্ম-রাজ্য' গড়িব আপন হাতে:
এ মহামন্ত্র লইব তাহার আমাদের মুখে মুখে;
এক সে 'ধর্ম্ম-রাজ্য' রহিবে এই দুনিয়ার বুকে।

(১) হাদিস (২) দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর (রাঃ) (৩) মহাত্মা সৈয়দ জামাল উদ্দীন, আল-আফগানী, ইনি Pan-Islamismএর মন্ত্রগুরু নামে খ্যাত। নবীন মিসর তুরস্ক, ত্রিপলী ও মরোক্কোর জাগরণের মূলে ইহার বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তি লুক্কায়িত আছে। ইনি দুইবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সম্পাদক—"আল-মুসলিম"

ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ

(মুঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি, এ)

ভারতীয় নাগরিকের দাবী

হিন্দু-স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ মূর্ত্তিপূজার যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, খড়্গপুরের মসজিদ ভাঙ্গা ও বাকুড়ার মুস্‌লীমগণের উপর হিন্দুগণের অমানুষিক অত্যাচার এবং দুর্ব্বল ও মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মসমাজীর উপর বিলাত ফেরত বাঙ্গলা কংগ্রেস্ কমিটীর সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু নেতৃবর্গেরা জোর করিয়া সিটি কলেজে মূর্ত্তিপূজার প্রচলন করিয়া নিজের জিদ বজায় রাখার মধ্যে আমরা তাহার কোন নিদর্শনই দেখিতে পাইলাম না, সেইজন্য আজ আমরা ভারতীয় মুস্‌লীমের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছি। বাঁকুড়ার মুস্‌লীমগণের দুঃখ কাহিনী শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়। ১৯২৮-ইং ১৭ই আগষ্টের The mussalman পত্রে জনাব এম, টি, হুসেন সাহেব লিখিয়াছেন—

"The procession reached the masjid just in the middle of the Azan for the magrib prayer. The music was not stopped even for a second. But was redoubled rather trippled with full force. Vigour and energy followed by tremendous roars of laughter, revelry and wild cry. Music continued for hours together before the mosque. The magrib "niyat" was broken and the two valuable namazes of the muslesms was totally spoiled. The namazies together with the Imam were found weeping about as if in search of the lost children. The Hindus were glad to see the wretched plight of the namazies and dyed the namazies and the mosque with red and rosy "abir". Muslims were as if stunned to death and stood aghast like so many statues." মুসলমান-সম্পাদক সাহেব একজন ধীরপন্থী বলিয়া খ্যাত। কিন্তু তিনিও বাঁকুড়া-মুসলীমের দুর্দ্দশা কাহিনী জানিয়া না লিখিয়া থাকিতে পারিলেন, না। তিনি বাস্তবিকই বলিয়াছেন—Bengal will cease to be a place worth living in if the Hindus, where they are in a majority oppress the mussalman in this way."

প্রাচীন দ্রাবীড় ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিলুপ্তির ইতিহাস হইতেও আমরা ভারতীয় মুস্‌লিমের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিতে পারি। দ্রাবীড়েরা সাপ, গাছ, পাথর প্রভৃতির পূজা করিত। আর্য্যেরা সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতির উপাসক ছিল। বিদেশী আর্য্য ও ভারতীয় দ্রাবীড় জাতির মধ্যে বহু বৎসর ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলে। রাম ও রাবণের যুদ্ধের সময় আর্য্য-সভ্যতা ও দ্রাবীড়-সভ্যতার মধ্যে শেষ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। দ্রাবীড়েরা পরাজিত হওয়ার পর চালাক আর্য্যেরা বিষহরি, শীতলা ও কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিলেন এবং দ্রাবীড় জাতিকে শূদ্রশ্রেণীতে পরিণত করিয়া হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। আর যাহারা বিদেশী আর্য্যের অধীনতা স্বীকার করিল না, তাহারা নিজের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পাহাড় পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া ভীল, সাঁওতাল, খাসিয়া প্রভৃতি নামে খ্যাতি অর্জ্জন করিল। দ্রাবীড় সভ্যতার বিলুপ্তির পর বহু বৎসর পরে আবার হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় হিন্দুধর্ম্মেও স্বর্গ নরক ও পরকালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং এই কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ নাস্তিকতা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। বুদ্ধ ছিলেন হিন্দুধর্ম্মের একজন প্রধান দুশ্‌মন। তিনি যজ্ঞ ও জাতিভেদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। মহারাজ অশোকের প্রবল প্রতাপ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রচারের ফলে হিন্দুধর্ম্ম একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কিন্তু মৌর্য্যবংশের

অবসানের পর শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির উত্তেজনায় হিন্দু গুপ্ত সম্রাটগণ বৌদ্ধগণের উপর এমন অত্যাচার আরম্ভ করিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সুদূর চীন ও জাপানে গিয়া কোনপ্রকারে প্রাণরক্ষা করিল—সমগ্র ভারতের কোথাও মাথা গুঁজিবার স্থান পর্য্যন্ত পাইল না। বৌদ্ধজাতি পরাজিত ও ক্লান্ত হওয়ার পর সময় ও সুযোগ পাইয়া অতিবুদ্ধি হিন্দু নেতারা হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংসকারী বুদ্ধকে দ্বাদশ অবতার রূপে ও জন্মান্তর ও কর্ম্মবাদকে হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে গ্রহণ করায় ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সভ্যতার নাম ও নিশানা চিরতরে মিটিয়া গেল।

বৃহত্তর ভারত-সমিতি

প্রাচীন দ্রাবীড় ও বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় অতি বুদ্ধি হিন্দুরা ঠিক সেই ভাবে ইস্‌লামকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার জন্য ভিতরে ভিতরে মস্ত বড় আন্দোলন চালাইতেছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাদের চালাকি ধরিয়া ফেলিয়াছি। নানক ও চৈতন্য প্রভৃতি হিন্দু সমাজ-সংস্কারেরা সাম্যবাদ প্রচার করিয়া ইস্‌লামের বিরুদ্ধে একটা পাল্টা প্রপগেণ্ডা চালাইয়াছিলেন। দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় কোরআনকে পঞ্চম বেদরূপে গ্রহণ করিয়া ইস্‌লামকে ধ্বংস করিবার প্রস্তাব করিলেন। মিঃ গান্ধী তথাকথিত হিন্দু-মুস্‌লিম একতার নাম করিয়া গো-কোরবাণী বন্ধ করিবার কতই না চেষ্টা করিলেন। তার পর শূন্য পুরাণের গ্রন্থকার লিখিলেন—

"ব্রহ্মা হৈলা মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম হৈলা শূলপানি।
গণেশ হৈলা গাজী কার্ত্তিক হৈলা কাজি
ফকির হৈলা জনমুণি॥"

এখানেও শূন্য পুরাণের হিন্দু গ্রন্থকার মুস্‌লিম মহাপুরুষগণের হিন্দু দেব-দেবীতে (নউজ বিল্লাহ) পরিণত করিয়া এবং উভয় ধর্ম্মকে এক করিয়া ইস্‌লামের নাম ও নিশানা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর অধিক দৃষ্টান্ত দেখাইয়া পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিতে চাই না। ব্রাহ্ম-সমাজ ও প্রাচীন দ্রাবীড়ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিলুপ্তি সাধনের কথা যথাসম্ভব ভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। আমাদের নেতৃবৃন্দ হিন্দু ধর্ম্মের গ্রাস হইতে ইস্‌লামকে রক্ষা করিবার কি চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আমরা জানিতে চাই।

এই ত গেল ভারতীয় হিন্দুগণের ভিতরের কারসাজির কথা। তাহারা এখন বৃহত্তর ভারত (Greater India) নামে Pan-Hinduism প্রচার করিয়া চীন, জাপান, শ্যাম, সিংহল প্রভৃতি দেশকে দলবদ্ধ করিয়া মুস্‌লিম ভারতের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত করিতেছেন। বাদশাহ আমানুল্লাহ খানের ইউরোপ ভ্রমণ ও ইংলণ্ড, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের সহিত সন্ধি হওয়ার পর হইতে সমগ্র হিন্দু ভারতের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা ভারতের ভিতরে ও বাহিরে মুস্‌লিমের বিরুদ্ধে প্রবল বেগে প্রপগেণ্ডা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ব-কবি (?) রবীন্দ্র নাথ বিশ্ব প্রেমের থলি বগলে ঝুলাইয়া চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে Pan-Hinduism এর বাণী প্রচার করিয়াছেন। চীন, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি দেশসমূহ হিন্দু ভারতের আহ্বানে সাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। জাপান এখন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ রাসবিহারী প্রভৃতি হিন্দু বিদ্রোহিগণের প্রধান মিলন-কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রিটিশ সরকারের ভ্রূকুটির পরওয়া না করিয়াও জাপান গভর্ণমেণ্ট যে ভাবে এই বিদ্রোহিগণকে সম্মান দান করিয়া উৎসাহিত করিতেছেন, অদূর ভবিষ্যতে জাপান, চীন, শ্যাম, বর্ম্মা প্রভৃতি মিলিত Greater India federation যে সমগ্র মুস্‌লিম জগতের বিশেষতঃ ভারতীয় মুস্‌লিমের স্বাধীনতা ও উন্নতির এক প্রধান অন্তরায় হইয়া পড়িবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। যে সময় ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ সকল মুস্‌লিম জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, যে সময় চিরপদদলিত ৪০ কোটি নিগ্রোজাতি দুনীয়ায় আপনার স্থান খুঁজিয়া লইতেছে, যে সময় ইউরোপের খৃষ্টান শক্তিগুলি League of Nations গঠন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে, যে সময় হিন্দু নাপিত, ধোপা, পাটনী, নমঃশূদ্র, মুটিয়া, মজুর পর্য্যন্ত বিবিধ সম্মিলন গঠন করিয়া দলবদ্ধ হইতেছে, দুনীয়ার এই উত্থান পতনের যুগে, জীবন মরণের সন্ধিক্ষণে বিশ্বের মুস্‌লিমের তথাকথিত Nationalism এর ধোয়া ধরিয়া তুর্কী, মিসরী, আফগান প্রভৃতি দেশ সকল একে একে ইস্‌লামী মূল কেন্দ্র হইতে সরিয়া পড়িয়া ইস্‌লাম শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছেন। ইহা হইতে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

বর্ত্তমানে Pan-Hinduism এর প্রধান কেন্দ্র Moderu Review অফিসে ৯১নং অপার সার্কুলার রোড কলিকাতায় Greater India Society নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। গত কয়েক মাস ধরিয়া প্রতিমাসেই ইহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে। ভারতের বাহিরে দুনীয়ার সর্ব্বত্র এই প্রপগেণ্ডা চালাইবার জন্য Visha Bharat নামে একখানা ইংরেজী পত্রিকা বানারসী চতুর্ব্বেদী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বাহির হইতেছে। এই সমিতি বৃহত্তর ভারত নামে প্রচারিত হইলেও ইহার কর্ম্মকর্ত্তা বা মেম্বরগণের মধ্যে মুসলমান একজনের ও নাম নাই। বোলপুর বিশ্ব-ভারতীর রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রধান পরিচালক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ইহার সভাপতি; বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য; মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলার—সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল; মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার সার ভি, আর, নাইডু বাঙ্গলার এড্‌ভোকেট জেনারেল সার বি, এল, মিত্র, সার জগদীশচন্দ্র বসু, সার পি, সি, রায়, প্রভৃতি ইহার পেট্রন এবং ডাক্তার সুনীতি কুমার ও ডাঃ কালীদাস নাগ প্র[illegible] অধ্যাপকেরা ইহার মেম্বর মনোনীত [illegible] সমিতির Aims and objects এর ৬ষ্ঠ দফায় লেখা আছে:—"To induce the public to provide scholarships and stipends for sending Indian (অর্থাৎ হিন্দু) teachers and students to Ceylon, Burma, Siam, Cambodia, Champa, Java and Bali and to Nepal, Tibet, China, Japan Korea, central Asia and to other lands........to establish relations of fellowship and amity between those peoples and the people of India." আরব, পারস্য, মিছির, তুরস্ক ও আফগানিস্তান প্রভৃতি মুসলাম দেশের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এক খাটি সকলে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধ দেশের relations of fellowship and amity দ্বারা সন্ধি স্থাপন করিয়া ইহারা মুছলাম জগতের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। বোলপুর, ঢাকা, মহীশূর, বেনারস, মাদ্রাজ প্রভৃতির ভাইস-চ্যান্সেলেরা এই "বৃহত্তর ভারত" আন্দোলনের মধ্যে সামিল হইয়া এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুছাত্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সংক্রমিত করিয়া বিশেষ অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে।

আমরা বহু পূর্ব্বেই রবীন্দ্র নাথের বিশ্বপ্রেমের ঝোলা হইতে হিন্দু স্বাধীনতার চিত্রখানি বাহির করিয়া তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। স্যার প্রফুল্লচন্দ্রের কেমিকেল ল্যাবরেটরী হইতে মুস্‌লিম বিদ্বেষী গ্যাস বাহির হইয়া কি ভাবে সমগ্র ভারতবর্ষটা বিষাক্ত করিয়া দিতেছে, ইহার সন্ধানও পাইয়াছি। এত দিন আমরা মনে করিতাম—এই সাম্প্রদায়িক হওয়ার বহু উপরে অবস্থিত বৈজ্ঞানিক সাধক স্যার জগদীশের "বোস ইনষ্টিটিউটে" এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ হিন্দুধর্ম্ম রাজ্যের আহ্বানে হিমালয়ের একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ও আত্মভোলা দার্শনিক স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পর্য্যন্ত সমরক্ষেত্রে নামিয়া পড়িয়াছেন। ডাঃ রজনীকান্ত দাস, ডঃ সুধীন্দ্র বোস, সকলতওয়ালা, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, রাসবিহারী, প্রভৃতিরা ইউরোপ, আমেরিকা, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে বে-সরকারী-ভাবে হিন্দু ভারতের Ambassador রূপে কাজ করিতেছেন। মরিশাশ হইতে—মরিশাশ মিত্র ও আর্য্য পত্রিকা; ফিজি হইতে—ফিজি সমাচার ও বৃদ্ধি প্রভৃতি হিন্দি ভাষায়, এবং কেনীয়া হইতে—Keniya daily Mail ও Denocrat; দক্ষিণ আফরিকা হইতে Indian openion ও Indian views, শিঙ্গাপুর হইতে—The Indian প্রভৃতি হিন্দু পত্রিকাগুলি ইংরেজী ভাষায় প্রচারিত দুনীয়ার সর্ব্বত্র Pan-Hinduism এর বাণী প্রচার করিতেছেন। মিঃ ভি, এস, শাস্ত্রী (Vice-President Natal Indian Congress); মিঃ খামিচাঁদ বিভালঙ্কার—শিক্ষক গুরুকুল ফিজি দ্বীপ; মিঃ মেহ্‌তা জামনি—সম্পাদক আর্য্য প্রতিনিধি সভা প্রভৃতিরা ইউরোপ, আমেরিকা, আফরিকা, এশিয়ার প্রত্যেক দেশে এক একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া কি ভাবে দলবদ্ধ হইয়া হিন্দু-ভারতও স্বাধীনতার জন্য কাজ করিতেছেন, তাহা ডাঃ রজনীকান্ত দাসের Hindusthani workers on the Pacific coast নামক গ্রন্থ পড়িলেই বিশেষভাবে জানিতে পারা যায়। খেলাফত আন্দোলনের যুগে ভারতীয় মুসলমানেরা বিপদগ্রস্ত তুর্কীর জন্য হামদর্দী দেখাইয়াছিলেন বলিয়া বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ হিন্দু নেতারা এই আন্দোলনকে Pan-Islamism ও Extra territorial Patriotism এর নামে রটনা করিয়া ইহাকে—A menace to Indian Nationalism বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া মুসলীম সমাজের উপর ভীষণ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ দিন বিপ্রহরের সময় পাল মহাশয়ের স্বজাতি ভাইরা Pan Hinduism ও Extra-territorial Patriotism দেখাইয়া ভারতীয় জাতীয়তা ও স্বাধীনতার কত বিঘ্ন ঘটাইতেছেন, তাহা কি তিনি এখন দেখিয়াও দেখেন না। আজ Pan-Hinduism এর বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত জুড়িয়া পাল মহাশয়ের উচ্চকণ্ঠ শুনিতে পাই না কেন? আজ আমরা পাল মহাশয় ও অমৃত-বাজার সম্পাদক মহাশয়কে ভারতীয় জাতীয়তার নামে আহ্বান করিতেছি; কিন্তু কোথাও তাঁহাদের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহারা কোথায় গা ঢাকা দিয়া সরিয়া পড়িলেন।

—ক্রমশঃ

আমার নিবেদন

—:০:—

বর্ত্তমানে সমগ্র মুস্‌লীম-বঙ্গে যে কয়খানি সংবাদ ও সাময়িক পত্র জাতির দৈন্য ও অভাব অভিযোগ দূরীকরণের জন্য সংগ্রাম করিতেছে, দুঃখের বিষয় তাহাদের পরস্পরে মরণ-শত্রুরূপে একে অন্যের প্রতি মৃত্যুবাণ হানিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না। প্রত্যেকে অপরের প্রতি হিংসায় অন্ধ। জাতির জীবন-স্বরূপ মুস্‌লীম-বাংলার সংবাদ-পত্রগুলির এই শোচনীয় দুর্গতি দেখিয়া আমরা বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইয়াছি। হিন্দুরা বাংলার সংখ্যা-লঘিষ্ট জাতি, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সংবাদ-পত্রের সংখ্যা মুসলমান সংবাদপত্রের দশগুণ হইবে; অথচ কোনটীর সহিত কোনটীর ধ্বংসকর কলহ বা হিংসা-বিদ্বেষ নাই। অবশ্য রাজনৈতিক মতভেদ যে নাই, এমন কথা বলিতেছি না; কিন্তু যেখানে জাতির স্বার্থ লইয়া কথা, সেখানে সকলেই একমত। একযোগে, একই সুরে জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী দলের তীব্র প্রতিবাদ করে; কিন্তু, মুসলমান সাংবাদিকগণ আল্লাহতা'লার অমর বাণী:—

اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

বিস্মৃত হইয়া এক অন্যের সর্ব্বনাশের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া জাতির অকল্যাণকে টানিয়া আনিতে, তাহাকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করে না। বর্ত্তমানে মুসলমান সাংবাদিকগণের মধ্যে শরিয়ৎ-বিরোধী ও শরিয়ৎ-সমর্থনকারী দুইদলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে; সেইজন্য উভয়-দলকে আমরা ধীরভাবে তাঁহাদের লিখন ও প্রচার-পদ্ধতির বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। যাঁহারা শরিয়ৎ-বিগর্হিত কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের একথাটা সকল সময়েই স্মরণ রাখা উচিত যে, সংবাদপত্রের তথা জাতির উন্নতি অবনতির গুরু দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তাঁহারা মাথায় তুলিয়া লইয়াছেন, সুতরাং দেশ বা জাতি তাঁহাদের নিকট হইতে খাঁটী ইস্‌লামী ভাব ও ইস্‌লামী আহকাম আরকান প্রত্যাশা করে। এমতাবস্থায় তাঁহারা নিজেরা যদি বিপথগামী হন, তাঁহারা সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া উচ্ছৃঙ্খল আদর্শ-প্রচারে নিজেদের কর্ম্মশক্তি নিয়োগ করেন; তাহা হইলে তাহার পরিণাম যে কিরূপ ভয়াবহ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইতিমধ্যেই দলবিশেষের প্রচারের ফলে মুসলীম বঙ্গের কতকগুলি শক্তিমান তরুণ বিপথগামী হইয়াছে, তাহার ফলে জাতির শক্তি যে অনেকখানি হ্রাস পাইয়াছে, সে কথা বোধ হয় আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

পক্ষান্তরে, যাঁহারা শরিয়ৎ-পন্থী, তাঁহারা উপরোক্ত দলের উচ্ছৃঙ্খল মতবাদকে সহ্য করিতে না পারিয়া যে মানসিকতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করা চলে না, কোন কোন স্থলে তাহা জাতির আত্মসম্মানের হানিকর বলিয়া মনে হয়। আল্লাহ করিম বলিয়াছেন:—

فذكر انما انت مذكر - لست عليهم بمصيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر

তোমার উপদেশ দিবার অধিকার আছে, উপদেশ দিয়া যাও, তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার অধিকার তোমার নাই, যাহারা বিধর্ম্মী, তাহাদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছি। আর একদল সাংবাদিক আছেন,—যাঁহারা এই উভয় পক্ষের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন—নিরপেক্ষ। তাঁহারা কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া নীরবে নিজেদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু এ কথাটা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, সাংবাদিকগণের এই জঘন্য আত্মকলহ, জাতির উন্নতির পথে কত বড় অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

আজ আমরা সকল দলের মুসলমান সাংবাদিকগণকে 'দস্তবস্তা' অনুরোধ জানাইতেছি—তাঁহারা নিজেদের উচ্ছৃঙ্খলতা, লজ্জাকর মনোবৃত্তি ও ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিয়া একযোগে শরিয়ৎ-অনুমোদিতভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। তাঁহারা বিশ্বাস করুন,—আল্লাহতালার বাণী ভ্রান্ত নয় এবং তাহা কখনও বিফল হয় না।

ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مومنين

বিনীত—
কাজেমুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী।

বিদ্যাপীঠে সাম্প্রদায়িকতা

মোহাম্মদ লুতফর রহমান

ঢাকা জেলার ইতরাণী নামক গ্রামে আমার জন্ম হয়। মুসলমান হইলেও হিন্দুর বৈদিক চিকিৎসায় আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশপরম্পরায় প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়া আসিয়াছেন। যাহাতে এই খ্যাতি ভবিষ্যতে ক্ষুণ্ণ না হয় তজ্জন্য শৈশব হইতেই আমাকে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত "বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠ" নামক জাতীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হইয়া ভর্ত্তি হইবার মানসে উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় ও ঐ বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু তর্কতীর্থ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, আমি ভর্ত্তি হইতে পাইব কিনা। তাঁহারা সানন্দে উত্তর দিলেন যে, তাঁহারা আমাকে ভর্ত্তি করিবেন। তাঁহাদের আশ্বাস বাণীতে আমি একখানা দরখাস্ত করি। কিন্তু প্রায় দুই মাস যাবৎ ঐ দরখাস্ত সম্বন্ধে তাঁহারা কোন প্রকার মীমাংসা না করিয়া আমাকে অযথা ক্লেশ দিতে থাকেন। অতঃপর লোক-পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম যে, আমি মুসলমান বলিয়াই কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের পরস্পরের মতভেদ হইয়াছে। ইতিমধ্যে কলেজের ছাত্রদিগের সহিত আমার আলাপ হওয়ায় জানিতে পারিলাম, তাঁহারাও এই ব্যাপারে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। দুইমাস পরে একদিন জানিতে পারিলাম যে, আমাকে পরীক্ষা করিয়া ভর্ত্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। পরীক্ষা হইলে পর অধ্যক্ষ মহাশয় অকপটভাবে বলিয়া ফেলিলেন—

"ইহা লোক দেখান পরীক্ষা মাত্র। মোট কথা তুমি মুসলমান বলিয়াই ভর্ত্তি হইতে পাইবে না:—আর তুমি যদি শিবপূজা করিতে স্বীকৃত হও—এবং ঐরূপ আদেশবাণী যদি কোনও মওলবী লিখিয়া দেন, তবে তুমি ভর্ত্তি হইতে পার।" এই কথায় আমি প্রাণে বিশেষ আঘাত পাইয়া বলিলাম "আপনি কেন দুইমাস যাবৎ অযথা আমাকে কষ্ট দিলেন?" উত্তরে তিনি বলিলেন—"তজ্জন্য আমি বড়ই দুঃখিত। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার স্বরূপ কিছু টাকা প্রদান করিতেছি—তাহা লইয়াই তুমি সন্তুষ্ট থাক। ভর্ত্তি হইবার জন্য আর জিদ করিও না।"

ইতিমধ্যে এই সমস্ত কথাবার্ত্তা সমগ্র কলেজে বিসর্পিত হইল এবং ছাত্রগণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একটী সভা কলেজ মধ্যেই আহ্বান করিলেন। ঐ সভায় তাঁহারা আমার আত্মোপান্ত ঘটনা শুনিয়া লইলেন। অতঃপর ঐ সভায় কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইল যে, অধ্যক্ষ মহাশয় তিন দিনের মধ্যে আমাকে ভর্ত্তি না করিলে কলেজের সমস্ত ছাত্র একযোগে কলেজ পরিত্যাগ করিবেন। অতঃপর তাঁহারা অধ্যক্ষ মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। অধ্যক্ষ মহাশয় এক সপ্তাহে যাহা হয় করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু কোন উত্তরই ছাত্রগণ পাইলেন না। অতএব ছাত্রগণ এই ব্যাপার দেশবন্ধু সি, আর, দাশের শ্রুতিগোচর করাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং আমাকেও তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন। আমিও এদিকে এই সমস্ত অত্যাচারের কথা প্রথমে মওলানা মোহাম্মদ আক্রাম খাঁন সাহেব ও তৎপরে হাই-কোর্টের উকিল মওলবী মোহাম্মদ মুহুল হক চৌধুরী সাহেবকে জ্ঞাপন করি। মওলবী মুহুল হক চৌধুরী সাহেব এই ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়া ঘটনা অবগত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই দেশবন্ধুর গৃহে আমাকে লইয়া যান। দেশবন্ধু-গৃহ-প্রাঙ্গনে কলেজের ছাত্রগণের সহিত আমরা সাক্ষাৎলাভ করিলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, সমস্ত ঘটনা তাঁহারা দেশবন্ধুকে বলিয়াছেন। অতঃপর আমরাও দেশবন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করি। তিনি আমাকে তিন দিবসের মধ্যে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন বলিয়া আশান্বিত করেন। অতঃপর দেশবন্ধুর পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া অধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে বলিলেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তোমাকে আমি ভর্ত্তি করিবই। তবে সম্প্রতি তুমি কলেজে যাইয়া রীতিমত পড়াশুনা করিতে থাক, কিছুদিন পরে তোমার নাম রেজেষ্টারী বহিতে লিখিয়া লইব।" প্রথমতঃ আমি এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলাম, কিন্তু তিনি করুণভাবে আমাকে যে কয়েকটি কথা বলিলেন, তাহাতে আমি আর তদ্বিষয়ে জিদ্ করিলাম না।

ক্রমে ক্রমে চারি বৎসরকাল বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঐ বিদ্যাপীঠের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উপনীত হইলাম। চরম-পরীক্ষার আর বেশী বিলম্ব নাই দেখিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়কে আমার নাম রেজেষ্টারীভুক্ত করিয়া লইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। কিন্তু কোন মতেই তিনি আমার নাম রেজেষ্টারীভুক্ত করিয়া লইলেন না, দেখিয়া আমি বঙ্গীয় কংগ্রেস-কমিটির শরণাপন্ন হই। কিন্তু বর্ত্তমান কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি মিঃ সুভাষ বসু উহার মীমাংসা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। অতঃপর কলিকাতা কর্পোরেশনের বর্ত্তমান ডেপুটী মেয়র মওলবী মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক সাহেবকে ও মুসলমান কাউন্সিলার মিঃ এম, দাযুদ সাহেবকে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করি। ঘটনাক্রমে ঐ দিবস বৈদ্যশাস্ত্র-পীঠের সম্পাদক, অধ্যক্ষ-তনয় শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু তর্ক-তীর্থ মহাশয় ডেপুটী মেয়র সাহেবের ভবনে উপস্থিত হন। দাযুদ সাহেব সম্পাদক মহাশয়কে ইহার সুমীমাংসা করিতে অনুরোধ করেন। অতঃপর এক দিবস আমি অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করায় তিনি বলেন, যেহেতু তোমার ব্যাপারে লোকসমাজে নিন্দনীয় হইতে হইতেছে, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি অতঃপর তোমার প্রতি আর কোন অবিচার হইবে না। কাউন্সিলারগণ এই কলেজের প্রতি সুদৃষ্টি রাখিয়া কর্পোরেশন হইতে কিছু বেশী টাকার মঞ্জুরের সহায়তা যাহাতে করেন, তজ্জন্য তোমাকে মোসলমান কাউন্সিলারদিগকে অনুরোধ করিতে হইবে। আমি সর্ব্বপ্রথম ডেপুটী মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করিতে যাইয়া তিরস্কৃত হই। অতঃপর আর কাহাকেও অনুরোধ করিতে সাহসী হই নাই।

ভাবিয়াছিলাম, চরম-পরীক্ষায় আর কোন গোল-মাল হইবে না। কিন্তু চরম-পরীক্ষা দিতে আমি কোন অনুমতি পাইলাম না। আর বিস্তর অনুরোধ সত্ত্বেও রেজেষ্টারী বহিতে নাম লিখিয়া লইলেন না দেখিয়া অগত্যা গোবিন্দ-সুন্দরী আয়ুর্ব্বেদ কলেজে ভর্ত্তি হইয়া চরম-পরীক্ষা দিয়াছি। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে; দেশবন্ধু ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া যে কলেজ গঠিত; তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার হইতে প্রায় ছয়সহস্র টাকা দ্বারা যে কলেজ আপ্যায়িত, সে কলেজে কেন মোসলমান ছাত্র প্রবেশ লাভ করিতে পাইবে না, তাহা কি কেহ অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন? আর এ সম্বন্ধে স্বরাজ্য-দলপতিরই বা কি মত? আর যে তিলক স্বরাজ্য ভাণ্ডার এই কলেজকে ছয় সহস্র টাকা দান করিয়াছেন ও আরও এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তাহারই বা এতসম্বন্ধে মত কি? আর যে কলেজ কলিকাতা, কর্পোরেশনের সাহায্যে চালিত, সে কলেজে কেন যে মোসলমান ভর্ত্তি হইতে পাইবে না; ইহা কি কর্পোরেশন বুঝাইয়া দিবেন?

অপূর্ব্ব ধর্ম্মমত

কলিকাতা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট মিঃ ওয়াহেদ হোসেন বি-এল, পাবনা সৎসঙ্গ আশ্রমের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া এক সাধারণ সভায় ইসলামের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা সংবাদপত্র সমূহে যে আকারে বাহির হইয়াছে, তাহা এই;—

তিনি বলেন—"বিভিন্ন ধর্ম্মে কোনও পার্থক্য নাই। সকল ধর্ম্মই ভগবৎ প্রাপ্তির পথ বলিয়া দেয়। তবে পথ পৃথক, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ যে প্রণালী অনুসারে উপাসনাদি করেন, মুসলমানগণ হয় ত সেই প্রণালীতে করে না। কিন্তু তাই বলিয়া মূল ধর্ম্মের মধ্যে কোনও বিবাদ নাই। বর্ত্তমানে যে সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহার কারণ শিক্ষার অভাব।"

* * * * *

এই ত এড্‌ভোকেট সাহেবের ধর্ম্ম-বিশ্বাস। তিনি বৃদ্ধ বয়সে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই উদ্ভট সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার মতে বিভিন্ন ধর্ম্মে কোনও পার্থক্য নাই। যদি বাস্তবিকই বিভিন্ন ধর্ম্মে পার্থক্য না থাকে, তবে আল্লাহতালা কর্ত্তৃক তাহার বাণী রূপ বিভিন্ন ধর্ম্ম গ্রন্থ, এবং পবিত্র বাণী-প্রচারকরূপে লক্ষাধিক পয়গম্বর (নবী, রসুল বা তত্ত্ববাহক) পৃথিবীতে প্রেরণের কি প্রয়োজন ছিল? বিভিন্ন ধর্ম্মে যখন কোনও পার্থক্য নাই, তখন হয় খোদাতালার পক্ষে পয়গম্বর, গ্রন্থ এবং সহিফা ইত্যাদি নাজেল করা অসঙ্গত, অতি-রিক্তও ফজুল কার্য্য (নউজ বেল্লাহে মিন্‌হা) হইয়াছে; কিংবা মুসলেম ধর্ম্ম বিশ্বাসমুমোদিত ঐ সকল গ্রন্থ, নবী বা রসুল প্রভৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঠিক নাই (নউজু বেল্লাহে মিন্‌হা)। আমাদের হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর আগমন এবং তাঁহার প্রতি কোরআন পাক নাজেল হইবারই কি প্রয়োজন ছিল? তিনি কেন আরবদিগের উপাস্য বহু সংখ্যক দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি পবিত্র কাবাগৃহ হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। মক্কার কোরেশ—প্রথম পৌত্তলিকগণ ত ঐ সকল মূর্ত্তিকে খোদাতালা বলিয়াই পূজা করিত। তাহাদের সেই বিশ্বাস ও সেই কার্য্য অনোদন জন্য আঁ হজরত (সঃ) কেন আজীবন সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন—পদে পদে স্বীয় জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি পৌত্তলিক ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেই সকল ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইত। আজ পৃথিবীর ৪০ কোটি মানুষকে 'লায় লাইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদোররছুল ল্লোয়াহ' এই অভিনব বাণী উচ্চারণ করিয়া একটি নূতন দলের সৃষ্টি করিতে হইত না। বেদ, জেন্দ-আবেস্তা, বর্ত্তমান বাইবেল; গ্রন্থ সাহেব, বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা-মূলক বাণী প্রভৃতিই ত মানুষের মুক্তির জন্য যথেষ্ট ছিল।

এই হিন্দু-ধর্ম্ম সম্বন্ধেই একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক না কেন? হিন্দুধর্ম্মের একদিকে সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, সংহার কর্ত্তা শিবের অস্তিত্ব দেখা যায়। অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তালার ৩টি শক্তিকে ৩ জনের জিম্মা করিয়া, ৩ জনকেই আল্লাহ তালার পবিত্র আসনে বসান হইয়াছে। আবার এই ৩ জনের গোড়ায় একজনের কল্পনা করা হয়, তিনি শক্তি, উপরোক্ত ৩ জনের জননী। এই বিশ্বাসানুযায়ী সমগ্র হিন্দু-সমাজ প্রধানতঃ শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব এই তিন ভাগে বিভক্ত। আবার গান পত্যাদি অন্যান্য দল আছে। হিন্দুগণ পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাসী, এমন কি, হিন্দুদিগের বর্ত্তমান যুগাবতার মিঃ গান্ধিও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন। আবার হিন্দুদের মতে অবতার বাদ আছে, ঈশ্বর কালে কালে পৃথিবীর পাপভার হরণ করিবার জন্য এক এক ভাগকে এক অবতার রূপে পৃথিবীতে (মাত্র এই ভারতবর্ষে) আবির্ভূত হন; যথা—বরাহ অবতার, কূর্ম্ম অবতার, মৎস্য অবতার, নৃসিংহ অবতার, রাম অবতার, কৃষ্ণ অবতার, বুদ্ধ অবতার প্রভৃতি। ঈশ্বর মনুষ্যরূপে যখন আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা মানুষের মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, মানুষের মতন সন্তানোৎপাদন করিয়া, মানুষের মতনই মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। আমাদের এড্‌ভোকেট সাহেব কি বলিতে চান যে, এই সকল বিষয়ে এস্‌লাম ধর্ম্ম ও এই হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই? এই উভয় ধর্ম্ম বিশ্বাসই কি ভগবৎ প্রাপ্তির পথ? আবার খৃষ্টীয়ানগণ হজরত ঈসা আলায়হেসালামকে খোদা ও খোদার বেটা বলিয়া বিশ্বাস করেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আ[illegible] তিন ভাগে বিভক্ত করেন; ই[illegible] প্রকৃত পথ, এবং নির্দ্দোষ ধর্ম্ম-বিশ্বা[illegible]কে আল্লাহর পবিত্র আসনে বসান কত বড় মূর্ত্তিমতী পাপ তাহা মোছল-মান মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু আমাদের আইন ব্যবসায়ী হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট সাহেবের নিকট ইহাতে কোনও পার্থক্য নাই, তিনি কেবলমাত্র উপাসনাদি কার্য্যেই পার্থক্য দেখিতেছেন। মূল ধর্ম্মের মধ্যে তিনি কোন বিবাদ দেখিতে পান নাই। তাঁহার মতে মূর্ত্তিপূজক, জড়পূজক, অগ্নিপূজক, নরপূজক, ভূত-প্রেতপূজক, পশুপূজক বা গোপূজক এবং মুসলমান সকলে ইসলাম ধর্ম্ম বিশ্বাসী। ইহাদের ধর্ম্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। মুসলমান কালী বা দুর্গার পদতলে লুটাইয়া, নানাপুষ্পাদি সহযোগে তাহাদের পূজা অর্চ্চনা করিলে তাহা কোনও দোষাবহ কার্য্য নহে। কারণ "বিভিন্ন ধর্ম্মে কোনও পার্থক্য নাই।" কাজেই যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করিয়াছেন, আসল ও নকলে প্রভেদ করিয়াছেন, তাঁহারাই জাতি বিদ্বেষ ও ধর্ম্ম বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছেন, (নউজবিল্লাহে মিন্‌হা)।

এড্‌ভোকেট সাহেব বর্ত্তমান সংঘর্ষের মধ্যে শিক্ষার অভাবই দেখিতেছেন। সে শিক্ষা যে কোন্ প্রণালীর শিক্ষা, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যে শিক্ষা দ্বারা এড্‌ভোকেট সাহেবের ন্যায় বিশ্বাসী মুসলমানের সৃষ্টি হইতেছে, তিনি কি সেই শিক্ষারই অভাব দেখিতেছেন? কলিকাতার সওগাতী দল তাঁহার সেই অভাব পূরণ করিতে পারিবে।

এড্‌ভোকেট সাহেব মুসলমান যুবকগণকে তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন, ভাল কথা তাঁহার কল্পিত শিক্ষা পথে মুসলমানগণ অগ্রসর হইলে তাহারা যে, পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম-বিদ্বেষী নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হইবে, তাহা এড্‌ভোকেট সাহেবের এই বক্তৃতা দ্বারাই বেশ প্রমাণিত হইয়াছে।

আমরা এড্‌ভোকেট সাহেবকে চিরদিনই হিন্দুর চরকায় তেল দিতে দেখিলাম। বঙ্গ ভঙ্গ ও প্রথম স্বদেশী আন্দোলন কাল হইতে আমরা তাঁহার স্বরূপ দেখিয়া আসিতেছি। পাঠক আপনারা এড্‌ভোকেট সাহেবকে চিনিয়া রাখিবেন।—হকৃগো।

ফুলকী

নেহেরু রিপোর্টের গলৎ

মহামান্য আগাখাঁর বাণী

মাননীয় আগা খাঁ কোন ভারতীয় সংবাদপত্রে নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধে মত প্রকাশ না করিয়া "টাইমস্" পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি ২টি কারণে উহার সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। (১) মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিরাপদ রাখিবার কোন অঙ্গীকার নাই। (২) বহিঃ-শত্রু হইতে ভারত-রক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই।

১ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা

বেওয়ারিশ বাক্সের মধ্যে জাল নোট

গত ১৭ই আগষ্ট মধ্য রাত্রে ১লক্ষ ২৭ হাজার টাকার জালনোট ও নোট জালের যাবতীয় সরঞ্জাম পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ায় তৎসম্পর্কে মিলকা সিং, জনসন বটোয়া সিং, কর্ত্তা সিং জগদলবর সিং, জোয়াচিম ও মানটুন ধৃত হইয়াছে। ১৭ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে ভারতীয় ঘোড়ার গাড়ীওয়ালা তাহার গাড়ীতে পরিত্যক্ত ২টি বেওয়ারিশ বাক্স পুলিশে জমা দেয়। উহা খুলা হইলে পূর্ব্বোক্ত জাল নোট ও জাল করার সরঞ্জাম সমূহ বাহির হইয়া পড়ে। তদন্তের ফলে আসামিগণ ধৃত হয়। মামলা চলিতেছে।

ডাকাত দলের কারসাযী

৩৬ জনের মধ্যে ১২ জন ধৃত

বারাকপুরে একদল নূতন ডাকাত ধরা পড়িয়াছে। তাহাদের কার্য্য-পদ্ধতিও নূতন ধরণের। দলের ৩৬ জনের মধ্যে ১২ জন ধরা পড়িয়াছে। দলের নায়ক ভূপেন্দ্রনাথ সরকার, শওকৎ আলী, দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ দেব, বাসুদেব গোস্বামী ও প্রভাস চৌধুরী। ইহারা সকলেই সম্ভ্রান্ত-বংশসম্ভূত। বারাকপুরে এক বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়া প্রথমোক্ত আসামী জমীদার সাজিত, দ্বিতীয় আসামী ম্যানেজার এবং অন্যান্য সকলে কর্ম্মচারী হইত। ভূপেন— হুগলীর কোনও জমীদারের পুত্র। জমীদার, সওদাগর, ডাক্তার অনেক লোক ইহাদের জুয়াচুরীতে ঠকিয়াছে। বারাকপুরে তাহারা বিচারাধীন। ৫০, ১২০ বি ও ৩৯২ ধারা অনুসারে চার্জ্জ হইয়াছে।

বাঙ্গলার দ্বিতীয় মন্ত্রি

নশীপুরের মহারাজা

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় যে মন্ত্রির পদ অপূর্ণ ছিল, তাহাতে নশীপুরের রাজা বাহাদুরকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত করা হইয়াছে। গত সোমবার তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত নবাব মোশাররফ হোসেনই সমস্ত হস্তান্তরিত বিভাগের কাজ একা চালাইতেছিলেন। নশীপুরের রাজা বাহাদুর ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ বর্দ্ধমান বিভাগস্থ জমিদারদের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট এবং মুর্শিদাবাদের মিউনিসিপ্যালিটি ও জিলা বোর্ডের সহিত ১৪ বৎসরকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহকারী সভাপতি ও ভারতীয় মিউজিয়মের অন্যতম 'ট্রাষ্টি'।

পশ্চিম বঙ্গে ১৯টী বালিকা হাইস্কুল বিদ্যমান। ৫ বৎসর পূর্ব্বে ছিল ৮টী। এই ১৯টীর ৮টী কলিকাতায়। পূর্ব্ববঙ্গে এই শ্রেণীর হাইস্কুল ১০টী। ৫ বৎসর পূর্ব্বে ছিল ৫টী। উক্ত ১৯টী স্কুলের ৪টী সরকারী বিদ্যালয়। হাইস্কুলের ছাত্রী-সংখ্যা ১৯২৬-২৭ সালে মোট ৪৭৮৯ ছিল। ৫ বৎসর পূর্ব্বে ছিল ২৬৪০ জন।

মগরেবী

মার্কিনে নাইডু
কংগ্রেসের তা'আরীফ

মিসেস্ সরোজিনী নাইডু তাঁহার প্রথম বক্তৃতার জন্য চিকাগো যাত্রা করিবার পূর্ব্বে নিউইয়র্কের কোন এক ভোজ সভায় সমাগত অতিথিদের নিকট ভারতীয় সভ্যতার বেসরকারী প্রতিনিধিরূপে পরিচিত হন। সংবাদপত্র প্রতিনিধিদিগকে "ভারতে বৃটিশ শাসন" সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—ভারতে বৃটিশ শাসন খাঁটি প্রভুত্ববাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং তিনি আরও বলেন—ভারতে স্বাধীনতার জন্য বর্ত্তমানে যে সংগ্রাম চলিতেছে অদূর ভবিষ্যতে তাহা আরও উন্নত ও ফলপ্রসূ হইবে।

মস্কতের সুলতান
(জনৈক ইংরেজ ভ্রমণকারীর বর্ণনা)

আরব দেশের অন্যতম প্রাচীন প্রদেশ মস্কত পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এখানকার যান বাহনের কাজ এখনও উটের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। অধিবাসিবৃন্দ ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমান। নারীগণ সম্পূর্ণ ঘোমটাবৃত। বোধ হয় রোমান রাজত্ব শেষ হওয়ার পর এখানে আর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় নাই। এখানকার বর্ত্তমান সুলতান একজন বিশেষ জ্ঞানানুরাগী ও নিজের প্রজার উন্নতি বিধানে তৎপর। তিনি বর্ত্তমানে ভ্রমণোদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গিয়াছেন। এরোপ্লেন, সাবমেরিণ ও অন্যান্য কলকব্জা সম্বন্ধে তিনি যেরূপ অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি নিজ রাজ্যে ঐ সব প্রচলন করিবার জন্য সমুৎসুক। মস্কতের লোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ মাত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইঁহার প্রধান মন্ত্রী একজন ইংরাজ। মুক্তার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ওমান উপসাগরের তীরে মস্কত শহর অবস্থিত। মোটমাট ডজন খানেক ইউরোপীয়ান এখানে বাস করে। যে সময় আমাদের কোন রণতরী ঐখানে পৌছিত তখন আমরা আরবদের সঙ্গে পোলো বা টেনিস্ ম্যাচ খেলিতাম, কখন বা দক্ষিণ মধ্য আরবে পরিভ্রমণ করিতাম। ঐ প্রদেশে যথেষ্ট শিকার মিলে এবং বোধ হয় উহাই হজরত সুলেমানের বর্ণিত অফির প্রদেশ। আমি বিগত ১২ বৎসর যাবৎ আরবে আছি ও প্রায় ৬৫০ মাইল পথ পর্য্যটন করিয়াছি। বাইবেলে বর্ণিত রাণী শেবার রাজত্বের ভিতর দিয়াই প্রধানতঃ আমাদের ভ্রমণ চলিয়াছিল। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আমিই ঐ দেশ ভ্রমণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি। পথে আমাদের কাফেলা তিনবার দুর্দ্দান্ত বেদুঈনদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহারা বড়ই সাংঘাতিক লোক। কাফেলা দেখিলেই গুলি চালাইতে আরম্ভ করে। ইহাদের হাত হইতে বাঁচিবার একমাত্র কৌশল এই যে, অগ্রে অগ্রে একজন লোক প্রেরণ করিতে হয়—সে নিজের মাথার পাগড়ী উঁচু করিয়া উহাদের নিকট নিজেদের বশ্যতা স্বীকার করিবে। এখানে প্রাচীনকালের অনেক প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। কতকগুলি বৃটিশ মিউজিয়মে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমার নিকট ঔষধ ছিল এবং উহা দ্বারা অনেক সময় অনেক দেশীয় লোককে আমি চিকিৎসা করিয়াছি। মস্কতের জীবন যাপন প্রণালী বড়ই মন্থর। প্রত্যেক দিন সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উঠিয়া সুলতান তাঁহার লোকজনের সঙ্গে ফজরের নামাজ পড়েন। সকালে তিনি তাঁহার সমুদ্র তীরবর্ত্তী প্রাসাদে রাজ্য সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিবার জন্য দরবার করেন। বৈকালে একটু নিদ্রা যান এবং সন্ধ্যার সময় অশ্বারোহণে বহির্গত হন বা অন্য কোনরূপ ব্যায়াম করেন। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে একটী মহতী দরবারের অধিবেশন হয়। বৎসরের ভিতর একবার তিনি রাজ্য ভ্রমণে যান। সঙ্গে ২০০ শত বা ততোধিক উট থাকে ও এইরূপ ভ্রমণে প্রায় মাস দুই অতিবাহিত হয়। বিশেষ জাঁকজমকের সহিত এই ভ্রমণ কার্য্য শেষ হয়। এই ভ্রমণ থে: লদি সমরকন্দের golden journey-র কথা মনে পড়ে।

"হয় বিবাহ কর না হয় দেশ ছাড়!"
সাড়ে ৬ লক্ষ লোকের প্রতি আদেশ

বুডাপেষ্টের ১৫ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, ট্রান্সিলভ্যানিয়ায় রুমানিয়া ও হাঙ্গেরীর বিবাদ গুরুতর আকার ধারণ করিবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ রুমানিয়া শ্রমবিভাগের মন্ত্রী এই মর্ম্মে এক আদেশ দিয়াছেন যে, ট্রান্সিলভ্যানিয়া হইতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার হাঙ্গেরির শ্রমিককে বিতাড়িত করা হইবে। ১৯১৪ সালের পূর্ব্বে যে সমস্ত লোক ট্রান্সিলভ্যানিয়ায় নাগরিক অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহারা আরও তিন বৎসর থাকিবার সময় পাইবে; কিম্বা যাহারা এই মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে রুমানিয়ার রমণীগণকে বিবাহ করিবে, তাহারা এই আদেশ হইতে অব্যাহতি পাইবে। এইরূপ আদেশের ফলে হাঙ্গেরীতে ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশিত হইতেছে এবং ইহার প্রতিবাদ করিয়া বিরাট সমিতি হইতেছে।

পাশ্চাত্য পাশবিক বিবাহ
একটি খাসা চিত্র

৩০ বৎসর পূর্ব্বে পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত লোজ নামক স্থানে লংফাস নামক এক ব্যবসায়ী বাস করিত। কিন্তু ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান না হইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের আশায় লংফাস একটী শিশু পুত্র-কন্যা ও স্ত্রীকে রাখিয়া আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে প্রস্থান করে। সেখানে গিয়া প্রথম এক ফ্যাক্টরীতে কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক প্রতিমাসে বেতনের টাকা হইতে কিছু কিছু স্ত্রীর নিকট পাঠাইত, কিন্তু স্বামী বিরহ-বিধুরা লংফাস পত্নী শীঘ্রই রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। তাহার শিশু পুত্র-কন্যা এক আত্মীয়ের বাড়ীতে তাহারই [illegible] প্রতিপালিত হইতে থাকে। এদিকে লংফা[illegible] ত্যাগ করিয়া নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করে। সৌভাগ্য বশতঃ ব্যবসায়ে তাহার প্রচুর ধনাগম হয়; কিন্তু পুত্র-কন্যার কোনও সংবাদই ইতিমধ্যে সে লয় নাই। আমেরিকায় বিখ্যাত ধনীদিগের মধ্যে তথায় দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ পূর্ব্বক সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে থাকে। কিন্তু এসুখও তাহার ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হইল না। কারণ নবপরিণীতা ভার্য্যা একটী মাত্র দুগ্ধপোষ্যা কন্যা সন্তান রাখিয়া অকালেই লোকান্তরিতা হইল। লংফাসের প্রথম পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদ্বয়ের সঙ্গে তাহারা কোনও সংশ্রব রহিল না। তাহারা বয়স্ক হইয়া উভয়েই অর্থোপার্জ্জনের জন্য পোল্যাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন চাকুরী গ্রহণ করিয়া কষ্টেসৃষ্টে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে লংফাসের পুত্রও ভাগ্য পরীক্ষার্থ ভিয়েনায় গমন করিল এবং স্বকীয় প্রখর ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির বলে প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়া ভগ্নীকেও তথায় নিয়া আসিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভ্রাতা ও ভগ্নী ভিয়েনাতেই অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু কতক দিন পরে ভ্রমণ প্রসঙ্গে লংফাস পুত্র জেরুজেলামে গমন করিল। ভগ্নী ভিয়েনাতেই বিলাস-বাসনে দিনাতিপাত করিতে লাগিল। এদিকে লংফাসের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত বালিকাটী ও যৌবনা সীমায় পদার্পণ করিল। অতুল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন পিতার আদরের সন্ততি—সুতরাং তাহার কোনও প্রার্থনাই পিতার নিকট অপূর্ণ থাকিত না। জন্ম তিথির পুরস্কার স্বরূপ পরিভ্রমণ সম্মতি তাহাকেও জেরুজেলামে উপস্থাপিত করিল। নিয়তির নির্লজ্জ বিধানে বৈমাত্র ভ্রাতাভগ্নীদ্বয় পরস্পর পরস্পরের দিকে পরিণয়-দ্যোতক প্রণয়ে আকৃষ্ট হইল, অপেক্ষা কেবল আমেরিকা হইতে পিতার উপস্থিতি ও সম্মতি। পিতা আসিলেন। ভ্রাতার বিবাহ-উৎসবে যোগদানের নেশায় মস্‌গুল ভগ্নীও ভিয়েনা হইতে উপস্থিত। নিজের পুত্রীর বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নিজেও ভিয়েনা প্রত্যাগতার পাণিপ্রার্থী হইলেন। এক পক্ষে ভারী ঐশ্বর্য্য-সাপেক্ষ প্রবল অনুরাগ, অন্য পক্ষে উদ্দাম লালসাময় অতৃপ্ত কামনা। সুতরাং পরিণাম উদ্বাহ বন্ধন! শুভক্ষণে উভয় পরিণয় কার্য্যই যথারীতি সম্পাদিত হইল। কতকদিন পরে আলোচনা প্রসঙ্গে পোল্যাণ্ডের কথা উঠিলে যখন লংফাসের জামাতা ও নবপরিণীতা স্ত্রী তাহাদের জীবনের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল তখন লংফাস বিস্ময়ে স্তম্ভিত ও দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া কতিপয় বন্ধুর পরামর্শে পরে খোঁজে গিয়া অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিল, সে নিজের ঔরসজাতা কন্যার এবং তাহার ছেলে তাহার বৈমাত্র ভগ্নীর (লংফাসের ২য়া স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যার) পাণিগ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, লংফাস আমেরিকায় নামান্তর গ্রহণ করিয়াছিল সুতরাং তাহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত কন্যাও তাহার নূতন নামানুসারেই নামপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বিবাহ সময়ে একপক্ষ অন্য পক্ষকে আমেরিকান ও অষ্ট্রেলিয়ান বলিয়াই মনে করিয়াছিল।

আমেরিকায় মুস্‌লিম সমিতি
মস্‌জিদ স্থাপনের পরিকল্পনা

১৯২৮ সালের মার্চ্চ মাসে নিউইয়র্ক শহরে 'আঞ্জুমনে এত্তেহাদে মুস্‌লিম' নামে একটী আঞ্জুমন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার কাহিনী বিশেষ কৌতুহলপ্রদ; যদিও ঐ দেশের ইতিহাসে ঐরূপ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই আঞ্জুমনের প্রতিষ্ঠাতা জনৈক তাতার দেশীয় যুবক। তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যে সমস্ত তাতার ও ককেশীয় মুসলমান রুসিয়া বা পোল্যাণ্ড হইতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রধানতঃ উক্ত আঞ্জুমনের কর্ম্মকর্ত্তা। এই সমস্ত লোক বংশানুক্রমে ব্যবসায় করিয়া আসিতেছে। রুশিয়ার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়যুক্ত শহরে ইহারা বাস করিত ও নিজ সন্তান-সন্ততিদিগকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পড়াইত। জারের সময় ইহাদের অর্থনৈতিক অনেক অসুবিধা থাকিলেও ইহারা বরাবর পূর্ণমাত্রায় ইস্‌লামে ভক্তিমান ছিল। বোলশেভিক শাসনকালে ইহাদের জীবিকার পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ইহারা প্রধানতঃ মান্‌চুরিয়ায় গমন করে। পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ইহারা ছড়াইয়া পড়ে। চীন, জাপান, আমেরিকা ও জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহাদের কদর খুব বেশী—কেননা ইহাদের ব্যবসা-বুদ্ধি অতীব প্রখর। এইরূপ ব্যবসায়-বুদ্ধি সম্পন্ন লোক যদি কোন দেশে গমন করে তবে উক্ত দেশবাসীদের তাহাদিগকে বরণ করিয়া লওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ লোকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারা যদি দলবদ্ধ হইয়া ব্রাজিল মেক্সিকো বা কোন ফরাসা উপনিবেশে যায় তবে বোধ হয় ইহাদের বিশেষ সুবিধা হইবে। উক্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হায়রুল্লা ইনিকেফ ১৯২৭ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে মারা যান। তিনি ইণ্ডিয়ানার ব্যাল পারেসো বিশ্ববিদ্যালয় ও নিউইয়র্কের Cooper Technology institute হইতে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত পাশ করেন। নিউইয়র্কের বিভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব স্থাপনের জন্য ইহার এক মাস পরেই ব্রুকলীনএ একটি সভা হয়। সভায় প্রায় চারিশত লোক উপস্থিত ছিল। ইস্‌লামিক ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ঐ বৎসর বাইরামের সময় উক্ত সমিতি Turkish Welfare Association এবং Arab young men's Muslim Association এর সহিত মিলিত হইয়া কাজ করেন। এটা সত্য সত্যই সম্প্রীতির শুভ লক্ষণ। উক্ত সভা ইসলামী পর্ব্ব সমূহের অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম ও অন্যান্য সভা আহ্বান প্রভৃতি কার্য্য সমূহ করিয়া আসতেছেন। ইহাদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত পোল দেশীয় তাতারদের American Mohamedan society নূতনভাবে গঠিত হইয়া Young men's Mohamedan Association নাম নিয়াছে। এই দুই আঞ্জুমনের ভিতর বিশেষ সৌহৃর্দ্য বিদ্যমান ও পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। নিউ ইয়র্কের পরিকল্পিত সুবৃহৎ মসজিদ যখন প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন ইন্‌শাল্লাহ্ এই সব বিভিন্ন সভা সমূহ 'এক' হইয়া যাইবে। নানারূপ বিপদ আপদের মধ্যে থাকিয়াও ইহারা যেরূপ অদম্য পরিশ্রম করিতেছে তাতে মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে আমেরিকার বুকেও ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইবে।

কর্ম্মকর্ত্তাগণ

জহী এ, আগীশেফ্ সভাপতি
ওলী হায়দার সহঃ ,,
মুহাম্মদ মুস্তফা—খাজাঞ্চী
মিস্ খাতিমা আগিশেফ্ সেক্রেটারী

বর্ত্তমানে কবরস্তানের জন্যই সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। কিন্তু একটী ইসলামী লাইব্রেরী ও সভাগৃহ করিবার আয়োজন চলিতেছে।

সভাপতির ঠিকানা—
600 West 192nd Street, New York,
U. S. A.

মোসলেম লীগ রিলিফ ফণ্ড
চাঁদা প্রাপ্তি স্বীকার

পূর্ব্বের জের—	৭০৫৭৮৵১০
মাং মৌঃ আহ্‌মদ আলী, বাবু লাল এণ্ড কোং, ৮৬, গার্ডেন রীচ রোড, কলিকাতা	১০৲
মৌঃ নাসিরুল হক, এ, বি, এণ্ড কোং, ২৬১, ডালহৌউসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন	১৫৲
মোসলমান সেটেলমেণ্ট ক্লার্কগণ, মুর্শিদাবাদ—মাং মৌঃ মোহাম্মদ মোতাহার আলী, বহরমপুর	৫৲
মৌঃ আসাদুল্লাহেল গালেব, সোহাগদল, কাওয়ারিখোয়া, বরিশাল	১০৲
মৌঃ মসিরুদ্দীন আহ্‌মদ, নর্ম্মাল স্কুল, রংপুর	১৲
মৌঃ আবিদুদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরী, সার্কেল অফিসার তেজপুর, সিলহট	১০৲
মৌঃ এল, বি, মোহাম্মদ মনসুর চৌধুরী, নলচিটি, বরিশাল	১৸০
মৌঃ মফিযুদ্দীন আহ্‌মদ, কুলতল্য, খুলনা	২৲
মাং মৌঃ আবদুল মান্নান খান রাজসাহী, নিয়ামত পুর, মাদ্রাসা হইতে সংগৃহীত	৬৸
মৌঃ আবুল হোসেন, বহালা ডাঙ্গা, পোঃ খাসরাবাইল, ফরিদপুর	৫৸৶০
মৌঃ মোজাফফর হোসেন, বগুড়া	১৲
মিঃ এস, এ, রহমান, পি, এণ্ড জি, ষ্টোর কিপার, গয়রহ, মনসুন ফল্‌স্, মান্দালয়	১৲
মৌঃ মকবুর রহমান, ভবানীগঞ্জ, নোয়াখালী	১৲
মিঃ গোলাম মওলা চৌধুরী, হবিগঞ্জ-ফরিদপুর পোঃ, ফরিদপুর	১৲
মৌঃ আনসারুদ্দীন আহ্‌মদ, দেবীগঞ্জ, জলপাইগুড়ি	১০৲
মাং মিঃ এস, এ, হোসেন, ছাত্র সম্মিলনী সোনামুখী, বগুড়া—বিভিন্ন স্থান হইতে সংগৃহীত	৬০৲
মিঃ এ, এফ, এম, আবদুল হক, চামারী হাউস, রমনা, ঢাকা	৫৲
মিঃ জলিল সারেঙ্গ সাহেব,—মাং মৌঃ সৈয়দ মতিয়র রহমান, কুমারধুবী, মানভূম	৫৲
মিঃ আজিযুল হক মল্লিক, ওভারসিয়ার, পি, ডব্লিউ, ডি, কালিমপঙ, দার্জ্জিলিং	১০৲
মৌঃ আবদুল আযিয খান, ওভারসিয়ার, পি, ডব্লিউ, ডি, ডোহিল, দার্জ্জিলিং	৫৲
মৌঃ মতিয়র রহমান, পাইগ্রাম-কশবা, পোঃ ভুগিলহাট, খুলনা	১০৲
সৈয়দ [illegible]	২৲
মাং মৌঃ এ, এইচ, [illegible] হক, বি, এ, বালওয়ারী [illegible] দোকানদারদিগের নিকট হইতে [illegible]	৮।৶০
মৌঃ আব্বাস আলী, সম্পাদক জিরাকপুর সেবা সমিতি, পোঃ ভাবিলা, ২৪ পরগণা	৭৲
সৈয়দ আবদুল হাকীম, এম, এব, রেজিষ্টার কালিহাটী, ময়মনসিংহ (২য় দফা)	।৵০
বালুরঘাট ব্রাঞ্চ মোসলেম লীগ রিলিফ কমিটি হইতে প্রাপ্ত	১৬৭৵০
মাং মৌঃ এরশাদ হোসেন—এম, এল, জুবিলি ইনষ্টিটিউসন হইতে সংগৃহীত	১৮।৵৩
মৌঃ এম, মহব্বত উল্লাহ, সেকেন্দারদী জুনিয়ার মাদ্রাসা, ঢাকা	১৲
জনৈক দরদী	৩০৲
ডেট্রয়টের ভারতীয় (অধিকাংশ বাঙ্গাল) মোসলমানগণ, মিচ্ ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অব আমেরিকা	৪১৭৷০
মোট—	৭৯০৫/১৫

১১।৫ কড়েয়াবাজার রোড, কলিকাতা। ১৫।১০।২৮

মুজীবর রহমান
সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ
মোসলেম লীগ দুর্ভিক্ষ রিলিফ ফণ্ড।

হারাম খোরীর পারণাম
পুলিস কর্ম্মচারীর সাজা

বেলগাঁওয়ের উত্তর বিভাগের ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ রীং, পুলিশ ইনস্পেক্টর মিঃ টার্ণার ও মিঃ মঘি এবং জুগুল গ্রামের অপর ৭ জন লোক উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ সম্পর্কে অভিযুক্ত হয়। অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ লইয়া গঠিত বিশেষ জুরীর-দ্বারা দায়রায় এই মামলার বিচার হয়। জুরীরা একবাক্যে মিঃ রীং এবং মঘিকে সকল অপরাধে অপরাধী বলেন। রীং এবং মঘির প্রতি ২ বৎসরের জেল এবং ২ হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ড, টার্ণারের এক বৎসরের জেল এবং ১ শত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে অতিরিক্ত দুই মাসের জেল, অবশিষ্ট ৭ জন আসামীর মধ্যে ৫ জনের প্রতি ৬ মাস করিয়া জেল এবং একজনের প্রতি ১ বৎসরের জেল এবং হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ৬ মাসের জেলের আদেশ হইয়াছে। একজন খালাস পাইয়াছে।

আল্-মুসলিম

শুক্রবার, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৩৫ সাল।

সম্পাদকীয়

খেলাফৎ সমস্যা।—লণ্ডনের 'ডেলি হেরাণ্ড' পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে—বর্ত্তমানে মাত্র ৪ জন স্বাধীন মুস্লিম নৃপতি পৃথিবীর বুকে স্বাধীনভাবে টিকিয়া আছেন। মুস্লিম জগতের খলিফা এই চারি জনের মধ্যে হইতে একজন নির্ব্বাচিত হইবেন। (১) তুরস্কের মুস্তফা কামাল; তিনি খেলাফৎ চান না। (২) পারস্যের রেজাশাহ পাহ্লবী; তিনি সিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত। (৩) সুলতান ইবনে সউদ; তিনি ওহাবী। সুতরাং (৪) বাদশাহ আমানুল্লাহে একমাত্র খলিফা হইবার উপযুক্ত ও যোগ্য ব্যক্তি। তিনি সুন্নি সম্প্রদায় ভুক্ত। বাদশাহ আমানুল্লাহ বিভিন্নস্থান পরিভ্রমণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তিনি সমগ্র মুস্লিম জাহান হইতে খলিফা পদে বৃত হইতে সমর্থ হইবেন। এই আশা পোষণ করিয়া তিনি সুন্নিসম্প্রদায়ের নেতাগণকে আহ্বান করিয়া এক কনফারেন্সে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইবেন এবং সম্ভবপর হইলে নিজে খলিফার আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

খলিফা কে হইবেন?—ডেলি হেরাল্ডের এই সংবাদে আমরা বিশেষ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। কারণ খলিফা সমগ্র মুস্লিম জগতের একমাত্র কর্ণধার। দুনিয়ার বুকে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত [illegible] অনাচারী হন, তবে মুসলমানগণ কখন [illegible] যদি করি[illegible] ও তাহা সমর্থন [illegible] নিজের রাজ্য মধ্যে যে সমস্ত ইসলাম-সংহারক সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে খলিফা হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত একথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তিনি পর্দ্দা প্রথা তুলিয়া দিয়া, ইস্লামের প্রকৃত সেবক পীর মওলবীদিগের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিয়া ইসলামের ঘোর শত্রুতা করিতেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার ন্যায় একজনকে খলিফা পদে বরণ করা আর দুনিয়া হইতে ইস্লাম তুলিয়া দিয়া তৎস্থলে অনাচার, অবিচার ডাকিয়া আনা একই কথা। আমানুল্লাহ্ সমগ্র সুন্নি-সম্প্রদায়ের নেতাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। এই আহ্বানের মধ্যে যে স্বার্থসিদ্ধির কোন প্রকার হীন ষড়যন্ত্র নাই তাহাই বা কে বলিবে।

সুলতান ইবনে সউদ।—ইবনে সউদ ওহাবী, একথা সত্য। কিন্তু তিনি একজন খাঁটী মুসলমান। তিনি তাঁহার রাজ্য মধ্যে ইসলামকে যে ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপীয় সভ্যতার যুগে দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি সেভাবে রাখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে তিনি ইসলামকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। তিনিই মুসলিম কুলাঙ্গারও দুর্ব্বৃত্তদিগের হাত হইতে মক্কা-মুয়াজ্জমা ও মদিনা-মুনাওরাকে ছিনাইয়া লইয়া তাহা নিরাপদে রাখিয়াছেন। দেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, অবিচার, কুফার ও শেরেকীভাব তুলিয়া দিয়া তাহার স্থলে খাঁটী ইস্লামিয়াত প্রচার করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজ আমরা সমগ্র জগতের ৪০ কোটী মুসলমানের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। মুস্লিম জগতের কর্ণধার যিনি হইবেন তিনি যেন ইস্লামের একজন প্রকৃত খাদেম হন তাহা না করিয়া একজন ইউরোপীয় সভ্যতার উপাসককে খলিফা পদে প্রতিষ্ঠিত করিলে খেলাফৎএর উদ্দেশ্য সমূলে বিনষ্ট হইবে। ইবনে সউদ ইস্লামের একজন খাঁটী সেবক। মুস্লিম রাষ্ট্রচতুষ্টয়ের মধ্যে তিনি খলিফা হইবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। আশা করি মুসলমানগণ ইহা ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

পর্দ্দা বনাম শিক্ষা।—বরোদার মহারাণী বিলাতের কোন সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, "ভারতীয় নারীজাতির শিক্ষার পথে পর্দ্দাই হইতেছে সব-চেয়ে বড় বাধা। গত মহাযুদ্ধের পর তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ, তাহাদের মেয়েদের সম্মুখ হইতে এই অন্তরায় দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতের পর্দ্দা-প্রথা দিনে দিনে দৃঢ়তর হইতে চলিয়াছে।" মহারাণী আরও বলিয়াছেন "বাল্য-বিবাহও ভারতের নারীজাতির শিক্ষার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায়"। আমরা স্বীকার করি যে, অনাবশ্যক কঠোর অনিস্লামিক পর্দ্দা নারীজাতির শিক্ষার পথে প্রবল অন্তরায়, কিন্তু ইস্লামিক পর্দ্দাকে কোনও প্রকারে এই অন্তরায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, কারণ ইহা স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা লাভের পথে কোন প্রকারের বাধাই সৃষ্টি করে না। প্রমাণ-স্বরূপ আমরা এমন কতকগুলি মুস্লীম্-মহিলার নামোল্লেখ করিতে পারি, যাঁহারা যথারীতি ইস্লামিক পর্দ্দা রক্ষা করিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সকল মহিলার মধ্যে আমরা সর্ব্বাগ্রে আগা মঈদুল ইস্লাম সাহেবের কন্যাদ্বয়ের নামোল্লেখ করিতে পারি। তবে মহারাণী হিন্দু-সমাজের বাল্য-বিবাহ-পদ্ধতিকে যে নারীজাতির উচ্চশিক্ষার পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমরা একবাক্যে সমর্থন করি।

হিন্দু-প্রীতি।—সম্প্রদায়ের একশ্রেণীর লোক—যাঁরা কংগ্রেস অর্থাৎ হিন্দু জাতীয় মহাসভায় যোগদান করিয়া নিজেদের 'ন্যাশনেলিষ্ট' অথবা স্বাদেশিক বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা আবার তিন শ্রেণীর লোককে দেখিতে পাই। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন, হিন্দুর সঙ্গে মিলিত হইয়া ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে যোগ না দিলে মুস্লমানের বর্ত্তমান দাসত্ব-শৃঙ্খল চিরতরে অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই দল সময় সময় হিন্দুদের চরকায় তৈল দিতে গিয়া ইস্লামের মূল-নীতির বুকে পদাঘাতও করিয়া থাকেন। মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা হোসেন আহ্মদ, ডাঃ কীচ্লু, মওলানা শওকৎ আলী প্রমুখ নেতৃবর্গ এই দলের অন্তর্গত। মওলানা মোহাম্মদ আলীর "রসূলের পরই গন্ধীকে ভক্তি করি," মওলানা শওকৎ আলীর "হিন্দুরা আমার মাকে বে-ইজ্জৎ করিলেও আমি হিন্দুদের বাঁধা দিব না," মওলানা হোসেন আহ্মদের "শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারী আবদুর রশিদ কাফের" ও ডাঃ কীচ্লুর "কীল-খানার মধ্যে ব্যতীত গো-কোরবাণী হওয়া সমীচীন নয়" ইত্যাদি প্রকাশ্য উক্তিসমূহ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে, দেশের মুক্তিযুদ্ধে উপরি উক্ত নেতাদের ত্যাগ, সংগ্রাম ও সত্যিকার আকাঙ্খাকে ও অস্বীকার করিতে পারি না।

চরম সাধ।—দ্বিতীয় দলের নেতারা যখন তখন Slave-mentality বা দাস মনোভাবের নিন্দা করিলেও কার্য্যতঃ হিন্দু-ভক্তির আতিশয্যে তাঁরা হিন্দুর পোঁ ধরিতে বাধ্য হন। অমৃতসর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে কলিকাতার এক বিখ্যাত কংগ্রেস-কর্ম্মী আমাদের কাছে ডাঃ আন্সারী ও হেকীম আজমল খান সম্পর্কে এইরূপ অভিযোগ করিয়াছিলেন। মরহুম হেকীম সাহেব শেষ জীবনে তার প্রায়শ্চিত্ত করিলেও ডাঃ আন্সারী এখনো সেই ধামাধরা-নীতি পালন করিয়া স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিতেছেন। অর্থের দারুণ অভাব অথবা মুদ্রার উদ্দাম লালসা না থাকিলেও কংগ্রেসের সভাপতিত্ব বা সম্পাদকত্ব-রূপ জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য আজ আন্সারী প্রভৃতি কতিপয় মুসলমান "বড় লোকে"র ইহকাল ও পরকাল উভয়ই মাটি করিয়াছে। তৃতীয় দলের কথা না বলিলেও চলিতে পারে। ইহারা হিন্দু ভাইদের নিকট হইতে সময় সময় দশ হাজার, বিশ হাজার, পঁচিশ হাজার ও লাখ্ দু'লাখের যে সব তোড়া পাইয়া থাকেন, তাহার মাহাত্ম্যেই স্বাধীন ভারত, মুক্ত-ভারত, যুক্ত-ভারত ইত্যাদি—প্রভৃতি বহু ভাল কথা আমাদেরে শুনাইয়া থাকেন। অভিযোগ আদালতে প্রমাণ করা সহজ নয় বলিয়া আমরা ইহাদের নামোল্লেখ করিতে সাহসী হইলাম না।

"পরে মুচম্মান"।—শিক্ষা ও অর্থ এই দুইটি বস্তু আজ হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিস্তৃতিলাভ করাতে তাদের সকল দিক দিয়া কাজ করিবার বিশেষ সুবিধা পরিলক্ষিত হইতেছে। একদিকে লক্ষ লক্ষ প্রচারক নিযুক্ত করিয়া ও কোটি কোটি মুদ্রা জলের মত ঢালিয়া দিয়া ভারত হইতে মুসলমানের অস্তিত্ব মিটাইবার আয়োজন করিতেছে, অন্য দিকে মুস্লিম-সমাজের "নেতা" খেতাবধারী কতকগুলি নামজাদা লোককে টাকা খাওয়াইয়া হিন্দু-রাজত্বের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। সমাজ অজ্ঞ বিধায় সে সব 'দিনে ডাকাতি'র প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিতেছে না—পক্ষান্তরে, যে দিক হইতে হাওয়া আসিতেছে, তারই বিপরীত দিকে শিমুলের তূলার মত উড়িয়া যাইতেছে। মওলবী এ, কে, ফজলুল্ হককে এত দিন আমরা ঈমানদার নমাজী ও রোজা পালনকারী মুসলমান বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু, সিলহটের 'তরুণ'দের সভায় সে দিন "আমি অগ্রে ভারতবাসী ও পরে মুস্লমান" বলিয়া তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছি। জনাব হক সাহেবকে আমরা নানাকারণে ভক্তি করি বলিয়াই তাঁর এই কুফ্রী কালামে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি। "জগতের মুস্লমানেরা পরস্পর ভাই ভাই'—ইহা যদি কোরাণের আদেশ হয়, তবে, "আমি অগ্রে ভারতবাসী, বঙ্গবাসী, বরিশালবাসী বা পিরোজপুরবাসী" বলিয়া লম্ফ, ঝম্প করিবার সার্থকতা [illegible] হক প্রভৃতি নেতারা আরও এ[illegible]দের পরিচয় দিয়া "আমি অগ্রে হিন্দু এবং পরে হয়ত মুচম্মান" বলিলেই ত সকল গোল মিটিয়া যায়।

আল্ আজহারের সংস্কার।—প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান শুনিয়া সুখী হইবেন যে, কায়রোতে আল্-আজহারের বিশ্ববিখ্যাত ইস্লামিক্ শিক্ষাপীঠের সংস্কার-কল্পে বিরাট আয়োজন শুরু হইয়াছে। সম্প্রতি এতৎসম্পর্কে আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শেখের সহযোগীতায় কায়রোর সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণের এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় মুস্তফা আল্ মরাগী আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়কে মধ্যযুগের ইস্লামিক ধর্ম্ম-শিক্ষাপীঠের পরিবর্ত্তে আধুনিক ইউরোপীয় আদর্শের শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করিবার যে স্কীম করিয়াছিলেন, তাহা অবিসংবাদিতরূপে সমর্থিত হইয়াছে। এই স্কীমে ভবিষ্যৎ গ্রাজুয়েটগণকে আধুনিক বিজ্ঞান ও ইস্লামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহাতে শিক্ষান্তে তাঁহারা ইজিপ্ট ও অন্যান্য দেশে কোরাণ-সম্পর্কীয় বিধি ব্যবস্থার অধ্যাপনা ও প্রচার কার্য্য চালাইতে সক্ষম হইয়া উঠিতে পারেন। আমরা আরও জানিয়া সুখী হইলাম যে, এই স্কীমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কোরাণের অর্দ্ধেকাংশ মুখস্থ রাখা বাধ্যতামূলক (Compulsory) করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৫ হাজারের অধিক করা হইবে না এবং যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা এবং শিল্পকলা প্রভৃতি চতুর্বিধ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। এতদ্ব্যতীত একটী গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবারও চেষ্টা হইবে। আমরা আশা করি, সোলতান ফোয়াদের সহায়তায় প্রাচীন মিসরের এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে আধুনিকতার সুস্পষ্ট ছাপ বুকে ধরিয়া ইস্লাম-গৌরবের কেন্দ্র-পীঠরূপে পরিণত হইবে।

কমিশন ও বোম্বাইয়ের মুস্লমান।—পুণাতে সাইমন কমিশনের নিকট বোম্বাই গবর্ণমেন্টের সদস্যগণ যে সাক্ষ্য দান করিয়াছেন তাহাতে অনেক দরকারী কথা প্রকাশ পাইয়াছে। সাক্ষ্য দান কালে মন্ত্রী মওলবী রফিউদ্দীন আহ্মদ বলেন যে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যতীত বোম্বাইয়ে মুস্লমানের স্বত্ব সংরক্ষিত হইতে পারে না। তিনি সরকারী চাকুরী, বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রভৃতিতে মুসলমানের জন্য শতকরা ৩১টী পদের দাবী করেন। বোম্বাইয়ের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ১৯ জন। কিন্তু এত দিন হিন্দুরা সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৯৫টী পদ দখল করিয়া আসিয়াছে। সমস্ত স্থানে তাহাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার জন্য নিজেরাই সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। নির্ব্বাচিত মুসলমানদিগের স্বার্থের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করার দরকার মনে করে নাই। সমস্ত বড় বড় পদগুলি হিন্দুদের দ্বারা অধিকৃত। মুসলমানগণ উপযুক্ত হইলেও তাহাদের সম্বন্ধে কোনপ্রকার বিবেচনা করা হয় নাই। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা কমিশনকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা যেন মওলবী রফিউদ্দীন আহমদ সাহেবের দাবীকৃত 'মুসলমানদের জন্য অন্ততঃ শতকরা ৩১টি প্রতিনিধি' সম্বন্ধে একবার বিবেচনা করিয়া দেখেন। বোম্বাইয়ের অধিবাসী হিসাবে তাঁহার এ দাবী অনধিকারমূলক নহে। এত দিন বোম্বাইয়ের মুসলমান অধিবাসী সংখ্যা এক-পঞ্চমাংশ থাকিলেও হিন্দুদের চাপে তাহারা শতকরা ৫টী পদও পায় নাই। তাই আজ তাহারা তাহাদের ন্যায্য অধিকার পাইবার জন্য কমিশনের নিকট তাহাদের দাবী পেশ করিয়াছে।

সিলহট না আম্মোরা?—সুর্মাভেলী মুস্লিম-ছাত্র-সমিতির গত অধিবেশনে সিলহটের এক রওশন-খেয়াল প্রফেসর সাহেব তাঁর বিবিকে মঞ্চের উপর দাঁড় করাইয়া এবং সভাস্থ সকলকে শ্রীমতীর চন্দ্রানন দর্শন করাইয়া 'মোরেল করেজের' যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। সুধু কি তাহাই? প্রফেসর পুঙ্গব যখন তাঁর বিবি সাহেবার শশি-বয়ান পর্দ্দারূপ কাদম্বিনী হইতে মুক্ত করিয়া সকলকে দেখাইতেছিলেন, তখন খোশ-নসিব দর্শকের করতালি ধ্বনিতে চারিদিক সরব হইয়া উঠিয়াছিল।—সুর্মানদী কিছুক্ষণের জন্য পূর্ব্বদিকে বহিয়াছিল। মতিন সাহেবের দিক দিয়া। (From Matin's side) অধ্যাপক সাহেব আমাদের ভ্রাতা হন। সুতরাং তাঁর চির-বন্দিনী, খাঁচার পক্ষিণী, পিয়ারী সহধর্ম্মিণীর আজকার এ দাঁড়ভাঙ্গার সন্দেশ শ্রবণে আমরা যে আনন্দিত হইব, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? স্বাধীনতা যখন লাভ করিতেই হইবে, তখন ওসব পর্দ্দা ফর্দ্দা, দাড়ী, টুপী, ধর্ম্ম, নীতি, চরিত্র সংযম প্রভৃতি আবর্জ্জনা গুলি যত শীঘ্র ঝাঁটাইয়া আস্তিনা সাফ করা যায়, ততই ভাল। মওলবী আবদুল্লা সাহেব, মওলবী মোশাহেদুদ্দিন চৌধুরী সাহেব প্রমুখ বন্ধুগণও যদি তাঁদের জওজাদিগকে আগামী কংগ্রেসের সময় কলিকাতা লইয়া আসিয়া প্রফেসরের পদাঙ্ক অনুসরণে সমর্থ হন, তবে স্বরাজ-সূর্য্য সকলের আগে টিলাগড়েই সমুদিত হইবেন। এমন সুযোগ ও কি কেহ হেলায় ত্যাগ করে? আজ আমরা লাইলাহা ইল্লাল্লাহ কামাল পাশা রসুলোল্লাহ" (নউজ) বলিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

কাজ ও কথা।—ম্যাজিনার মৃত্যুর পর হইতে সেদিন পর্য্যন্ত ইতালীতে কোন স্বভাব-নেতার আবির্ভাব হয় নাই সেই মহাপুরুষের তিরোভাবের পর হইতে যারা ইতালীর সাড়ে চার কোটি মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রনের ভার লইয়াছেন, তারা "দেশ-নায়কের" নামে নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করিয়া লইয়া দেশ ও জাতির রক্ত শোষণেই মশ্গুল রহিয়াছেন। ইতালীর এই দুই শত বৎসরের ইতিহাস—চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, শোষণ, পরস্ত্রীহরণ, গুণ্ডামী ও জুয়াচুরির ইতিহাস। বেনেটো মুসলিনীর আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতালীর অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে খাপ খাইয়া যায়। ইতালীর বর্ত্তমান কর্ণধার—অত্যদ্ভুত মানব, মুসোলীনীর ছয় বৎসর শাসনামলে উক্ত দেশ সকল দিক দিয়া কিরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। আজ এই শক্তিধর স্বভাব-নেতার শাসন-গুণে ইতালী ইউরোপীয় দ্বিতীয় নৌশক্তিতে পরিণত হইয়াছে, ভয়, ভীতি, সংশয় ও দৈন্য সে দেশের মাটি হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। মুসোলিনী খোদা-ভক্ত লোক। তিনি তাঁর স্বদেশ হইতে বেতমিজী ও বেপর্দ্দাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। মাতালদের শত প্রতিবাদ সত্বেও মদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। শওকীনদের শত আপত্তি সত্বেও "দুর্নীতির আড্ডা" থিয়েটার ও বায়োস্কোপগুলির দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। গত ২৮শে

অক্টোবর রোমে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের যে ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আমাদের দেশের মত গলাবাজী স্থান লাভ না করিয়া প্রকৃত কাজের মত বহু কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। সাইনর মুসোলিনীর ইচ্ছানুযায়ী সেখানে সেদিন জন-পথ, জলের কল, বিদ্যালয়, বন্দর-পত্তন, স্বাস্থ্য-সাধন, প্রভৃতি দুই হাজার আট শত আটটি কাজ নিষ্পন্ন হইয়াছে। মুসোলিনীর মত মহামানবের আবির্ভাব না হইলে মুস্‌লিম-ভারতেরও উদ্ধার নাই। সে শুভ দিন কবে আসিবে?

উপকূল বাণিজ্য।—বিগত ২৯শে অক্টোবর তারিখে বোম্বাই শহরে সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর নবম বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনের সভাপতি মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন,—"আমরা কোন বিশেষ কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতের উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষিত রাখিতে চাহি না, উপরন্তু জাতীয় বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতির জন্যই উহার সংরক্ষণের আবশ্যকতা অনুভব করি।" আমরা সভাপতির এই উক্তি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বাস্তবিকই উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষিত না হইলে দেশীয় বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতি আদৌ সম্ভবপর হইবে না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন—(বলিবেন কেন, এখনই বলিতেছেন) দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর লভ্যাংশ বৈদেশিক জাহাজ কোম্পানীর লভ্যাংশের তুলনায় অনেক কম; সুতরাং দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর প্রসার ও উন্নতিতে দেশের লাভ অপেক্ষা লোকসানের সম্ভবনাই অধিক। কিন্তু এই ধরণের আপত্তি যাঁহারা উত্থাপন করেন, তাঁহারা একথাটা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, বিদেশী জাহাজ কোম্পানী গুলি সরকার হইতে যে সমস্ত সাহায্য ও সুবিধা লাভ করে, দেশীয় জাহাজ কোম্পানী গুলি তাহার কিছুই পায় না। এই সরকারী সাহায্য ও সুবিধা লাভের জন্য বিদেশী কোম্পানী গুলির আয়ভাগ বেশী হয় এবং তদনুসারে তাঁহারা লভ্যাংশও যথেষ্ট পরিমাণে বণ্টন করিতে পারে ন; কিন্তু দেশী কোম্পানী গুলি সে সুবিধা ও সাহায্য আদৌ পায় না; ফলে তাহাদের আয়ও কম হয়, লভ্যাংশও কমিয়া আসে। আজ যদি উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া যায়, তবে অচিরেই দেশীয় বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার বাড়িয়া যাইবে এবং দেশীয় কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীরা আজ যে অভিযোগ উত্থাপন করিতেছেন, তাহার মূলোচ্ছেদ হইবে।

সমর্থনের হেতু।—ইহা ছাড়া চাকুরীর দিক দিয়া বিচার করিলেও দেখা যায় যে, বিদেশী জাহাজ কোম্পানী সমূহের জাহাজগুলিতে বিদেশী কর্ম্মচারীই নিযুক্ত হইয়া থাকে। ভারতীয় কর্ম্মচারীর স্থান সে গুলিতে খুব কমই আছে; কোন কোন স্থানে নাই- বলিলেও চলে। আর যাহাও আছে তাহাও খালাসী, বয়, খানসামা প্রভৃতি সর্ব্ব নিম্নস্তরের পদ—যেগুলি বিদেশীয়েরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। আজ যদি দেশীয় জাহাজ কোম্পানীর প্রসার বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে এদিক দিয়া ভারতীয় চাকুরী প্রত্যাশীগণ বিশেষ ভাবে লাভবান হইবে। তাহার দৃষ্টান্তও ইতিমধ্যে দেশবাসী পাইয়াছে। সিন্ধিয়া জাহাজ কোম্পানী এবিষয়ে বিশেষরূপে অবহিত হইয়াছেন। এই কোম্পনী বর্ত্তমানে ১৪ খানি জাহাজ চালাইতেছেন, তাহার মধ্যে কোম্পানীর নিজস্ব জাহাজ ১০ খানি, এই ১০ খানি জাহাজের ৯০ জন অফিসার ও ইঞ্জিনিয়ারের মধ্যে ৪২ জন ভারতবাসী। অবশ্য কোম্পানী ইহার অধিক যোগ্য ব্যক্তি ভারতীয়গণের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়াই বাধ্য হইয়া অবশিষ্ট অফিসারগণকে বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে আর বিদেশী নৌবিদ্‌গণের সাহায্য গ্রহণ করিতে না হয়, কোম্পানী সেদিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। ইতিমধ্যেই কোম্পানী বহু লোককে নৌবিদ্যা শিক্ষার জন্য লণ্ডনে ও কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছেন, এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে হয়, কোম্পানী সর্ব্বদিক দিয়া দেশীয় বাণিজ্যকে দেশের লোকের হাত দিয়া চালাইবার জন্যই স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছেন। এমতাবস্থায় যাঁহারা দেশের প্রকৃত হিতকামী, তাঁহারা যে এই সমস্ত দেশী জাহাজ কোম্পানীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু এই কামনাকে ফলবতী করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ বিলের সমর্থন করা একান্ত প্রয়োজন। আশা করি, দেশবাসী এতৎসম্পর্কে অবহিত হইবেন।

মুস্‌লিম-কনফারেন্স।—পণ্ডিত মতিলাল, পণ্ডিত মদনমোহন, লালালজ্‌পৎ রায়, ডাঃ আনসারী ও মওঃ আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতিকে মোড়ল করিয়া ভারতের যে তথাকথিত ভাবী শাসন-পদ্ধতির খসড়া তৈরী হইয়াছে, তাহাতে মুসলমানের অস্তিত্ব লোপের বন্দোবস্ত ভালরূপেই করা হইয়াছে। সেই 'মরুসাগরের ফলে'র (Dead sea fruit) প্রলোভনে ভুলাইয়া মুসলমানকে কমিশন বয়কটের চোরা-পলিতে ডুবাইয়া মারিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও হিন্দু-প্রেমিক ভ্রাতারা যে শুভ-প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করিবার বস্তু নহে। আজ ভারতের সকল প্রদেশেই মুসলমান জন-নেতাগণ—নেহরু রিপোর্ট ও বয়কট সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যে, আড়াই কোটি মুস্‌লিম-নরনারী অধ্যুষিত বাঙ্গালাদেশ এখনো ঘুমাইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান নেতা ও কর্ম্মীদিগকে অনতিবিলম্বে এক বৃহৎ সভায় সমবেত হইয়া তাঁহাদের চরম অভিমত স্থির করিয়া ফেলিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

জওয়াব।—গত ২২শে অক্টোবরের 'হানাফী' পত্রে পাবনার অন্তর্গত রায়দওলৎ[illegible] নিবাসী খাজা মতিয়র রহমান সাহেব '[illegible]' প্রকাশিত একটি পত্রের প্রতিবাদ করিয়[illegible] আমাদের অভিমত কি, তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। দেশের আলেম-সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের মনোভাব কিরূপ, যিনি 'আল্-মুস্‌লিমে'র নিয়মিত পাঠক, তিনি তার বিচার করিবেন। তবে, নায়েবে নবী আলেম সম্প্রদায়কে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে আলস্য, অবসাদ, জড়তা ও অপরিণাম-দর্শিতা প্রভৃতি যে সব দোষ আজ তাঁহাদের চরিত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার তীব্র সমালোচনা করাও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। বর্ত্তমান যুগের আলেম-সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইয়া দেওয়ার নাম যে আলেম-বিদ্বেষ নয়, আশা করি, জনাব খাজা সাহেবও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তারপর, খাজা সাহেবকে ইহাও জানাইয়া রাখি যে, প্রেরিত পত্রে 'আলেম' শব্দের পূর্ব্বে একটি "তথাকথিত" শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় যে, প্রুফ-পাঠকের ভুলেই তাহা বাদ পড়িয়া গিয়াছিল।

সহবাস সম্মতি কমিটি।—সহবাস সম্মতি কমিটি তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই কমিটি আগামী ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতায় আসিতেছেন এবং সেখান হইতে ১৬ই তারিখে ঢাকায় যাইবেন। তাঁহারা বাঙ্গালা হইতে বহু নামজাদা হিন্দু ও মুসলমান ভদ্রলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। এই সাক্ষ্য দান কালে অনেকে অনেক কথা বলিবেন। অনেকে বলিতেছেন সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বালিকা বধুগণ অনেক সময় তাহাদের স্বামীগণ কর্ত্তৃক নির্য্যাতীত হইয়া থাকে। এই প্রকার নির্য্যাতনের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করাই এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বাক্যের মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সহবাসের বয়স বৃদ্ধি করিয়া বালিকা বধুদিগকে অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইতে চান কিন্তু ঐ সমস্ত নরপশু স্বামী অন্য দিক দিয়া বালিকা বধুদিগের উপর অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিতে পারে! ইস্‌লামী শরিয়তে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধে কোন প্রকার বয়সের বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে বলিয়া আমরা জানি না। যাহা হউক আমরা আগামীতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব ও বলিয়াদির সুযোগ্য জমিদার খানবাহাদুর মওলবী কাজিমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী প্রভৃতি মুস্‌লিম জ্ঞানবৃদ্ধগণের মতামত উদ্ধৃত করিব।

লাহোরের বোমা।—লাহোরে বিগত রামলীলার মিছিলে যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহা লইয়া আমাদের হিন্দু সহযোগীগণ নানাপ্রকার বিষ উদ্গীরণ করিতেছেন। ইহার সমস্ত দোষ প্রকাশ্য ভাবে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাইতে কোন প্রকার ইতস্তত করিতেছেন না। তাঁহারা কি-সূত্রে এত বড় একটা মিথ্যা সংবাদ সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের যতদূর বিশ্বাস, আজকাল হিন্দুদের মধ্যে এই যে একটা ক্ষাত্রশক্তির উন্মেষ দেখা যাইতেছে তারই পরীক্ষা করিবার জন্য ও মুসলমানকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া নির্য্যাতন ও নিপীড়ন করিবার মানসে হিন্দুরা নিজের নাক কাটিয়া নিজের যাত্রাভঙ্গ করিয়াছে। এই প্রকার দুষ্ট বুদ্ধি সরল প্রাণ মুস্‌লমানদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। মুসলমান গোঁয়ার, নির্ব্বোধ ও দুর্দ্ধর্ষ হইতে পারে কিন্তু তাহারা কখনও বিশ্বাসঘাতক, কূটবুদ্ধি ষড়যন্ত্রকারী ও ভীরু নহে। ইহার প্রমাণ জগতের ইতিহাস। কোন অ-মুস্‌লমানই লাহোরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাঁধাইবার জন্যই এই ষড়যন্ত্র করিয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই বোমা বিদারণে হিন্দুদের সহিত বহু মুসলমানও হতাহত হইয়াছে। যদি মুসলমানদের বোমা নিক্ষেপের প্রবৃত্তি থাকিত তাহা হইলে তাহারা স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে হত্যা করিল কোন উদ্দেশ্যে? যাহা হউক এক্ষণে এই ঘটনার যথাসম্ভব নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া আবশ্যক। যাহারা এই ঘটনার নায়ক তাহাদিগের কঠোর সাজা না হইলে বদমায়েশদের রক্তপিপাসা দিন দিন বাড়িয়া যাইবে। আশা করি গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সত্বরই অবহিত হইবেন।

প্রতিবাদ ফরজ।—হিন্দুদের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মারা গেলেন দিল্লীতে—আর তারই প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছায় অধীর হইয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ সেন গুপ্ত ও তাঁর হিন্দু চেলা-চামুণ্ডাগণ মির্জ্জাপুর পার্কের মুসলমানী নাম বদলাইয়া তার নাম রাখিলেন "শ্রদ্ধানন্দ পার্ক।" আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হিন্দু কংগ্রেসীরা যখন সাইমন-বয়কট, বিলাতী-বর্জ্জন ও, পাব্‌লিক সেফ্‌টি বিল প্রভৃতি উপলক্ষে "শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট-সভা" এই বলিয়া বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া প্রচার করেন, তখন বহু হজরৎ মওলানা ও জন-নায়ককে সেই অস্পৃশ্য বিজ্ঞাপনে দস্তখত দিয়া মুসলমানের চৌদ্দ পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে দেখা যায়। তবে, মওলবী মজিবর রহমান এই শ্রেণীর জননায়ক নহেন দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছি। একবার কয়েকটি হিন্দু-বেয়াদব উক্ত মওলবী সাহেবের দপ্তরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে "শ্রদ্ধানন্দ পার্কে" নিমন্ত্রণ দিতে চাহিলে তিনি নাকি মুখের মত জওয়াব দিয়া পাজীগুলিকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রতি মওলবী মওসুকের আর একটি প্রশংসনীয় কাজের পরিচয় পাইয়া আমরা অধিকতর আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি মুস্‌লিম-অরি বঙ্কিমের চরম পৌত্তলিকতাপূর্ণ বন্দেমাতরম গানের প্রতিবাদ করিয়া ডাঃ আনসারীকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁর খাঁটি ঈমানদারীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কংগ্রেসের প্রত্যেক বৈঠকের প্রথমে এই শেরেকী গানটি গীত হয় এবং তথাকথিত হজরৎ মওলানা ও জন-নায়কেরা তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মা ভগবতীর আরাধনায় লিপ্ত হন। কংগ্রেসী হিন্দুদের দুর্গা পূজায় যোগদানকারী এই মহাপুরুষেরাই আবার মুস্‌লিম-সমাজের লীডার, রহবর ও পেশওয়া? ভারতের সমুদয় জায়গা হইতেই ঈদৃশ অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আসামে তবলীগ।—অহম, মিকির, গারো ও কছারী প্রভৃতি আদিম অধিবাসীদের অন্তর্গত লক্ষ লক্ষ নর-নারী আসামের বন-জঙ্গলে বসবাস করিতেছে। সত্য ধর্ম্মের আলোক হইতে চির-বঞ্চিত তাহারা কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এইরূপ বর্ব্বর জীবনের অভিনয় করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? দুঃখের বিষয়, খৃষ্টান মিশনারীরা বহুদিন হইতে আসামের খাসিয়া ও নাগা প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে ঈসায়ী ধর্ম্ম প্রচার করিয়া অনেকাংশে সাফল্যলাভ করিলেও নায়েবে নবী আলেম সম্প্রদায় শুধু নাকে তৈল ঢালিয়া অঘোরে ঘুমাইতে চাহিতে ছিলেন। কাজের মধ্যে মওলদখানি অথবা তালাকের মস্‌লা নিয়া ঝগড়াঝাঁটি জুড়িয়া আওকাৎ বসরী করিতেছিলেন। অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, মওলানা মওলবীদের ঈদৃশ ঔদাসীন্যের ফলেই আজ তুর্কির "গাজী ও আফ্‌গানের আলা হজরৎ" ইস্‌লামের সঙ্গে সঙ্গে মোল্লাদেরও কচুকাটা করিতেছেন। এদেশেও যে সেদিন খুব শীঘ্রই আসিবে, "তরুণেরা" তার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া রাখিতেছেন। যাহা হউক, আজ এই ঘোর দুর্দ্দিনে আমরা আসাম-তবলীগ কমিটির জেন্দাদেলীর পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছি। এই সমিতির সভাপতি জনাব মওলানা মির্জ্জা আবদুররহমান বেগ সাহেব আসামে সত্য প্রচার উদ্দেশ্যে যে যত্ন, চেষ্টা শ্রম ও উদ্যমের পরিচয় দিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই অতীব প্রশংসনীয়। 'প্রচারক' নামে এই সমিতির একখানা অত্যন্ত মূল্যবান মাসিক মুখপত্র আসামী ভাষায় নিয়মিত প্রচারিত হইতেছে। 'প্রচারকে' বহু বিজ্ঞ লেখকের গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতেছে। কতিপয় উপযুক্ত ধর্ম্ম-প্রচারক সমিতির পক্ষ হইতে প্রচার কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া বহু গোম্‌রাহ ও বেদীনকে ইস্‌লামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করিতেছেন। সমিতির হেড্‌ কোয়ার্টার ডিব্রুগড়ে স্থাপিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমিতির সাফল্য কামনা করিতেছি।

জেহাদে আকবর।—অধুনা বাঙ্গলার "তরুণ" নামক একদল অনাচার প্রিয় মোলহেদীন সাহিত্য ও সংবাদ-পত্রের ভিতর দিয়া সমাজে নানা-প্রকার অনাচার, বেহায়াই ও ইস্‌লাম দ্রোহিতার প্রচারে কৃত-সংকল্প হইয়াছে। পর্দ্দানশীন মা ভগিনী-গণের বেগায়রাতি ওলামায়ে ইসলামের এহানত দীন এলাহীর শত্রুতা ইত্যাদিকে জীবনের [illegible] করিয়া কাগ[illegible] রুস, অনাচারি কামাল, ও আলেম বিদ্বেষী নাস্তি[illegible] ইত্যাদিকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গলার নাস্তিক্য-আমীর [illegible]দ্দগী ইসলাম বিদ্বেষ প্রচার করিয়া ধর্ম্ম-বাদ বে[illegible] [illegible]চয় দিতেছে বোধ হয় তাহা কাহাকেও দ্রোহিতার পা[illegible] [illegible] আজ বাঙ্গলার বলিয়া দিতে হইবে [illegible] আলেম সমাজ যে কেমন করিয়া [illegible] নয়নে উক্ত মোশরেকদের ধর্ম্মদ্রোহিতা অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রচারে চাহিয়া দেখিতেছেন তাহাই ভাবিবার বিষয়। একে খৃষ্টান ও পৌত্তলিক-গণ ইস্‌লামকে ধরা বক্ষ হইতে বোনশান করিবার নিমিত্ত রাজনীতি শিক্ষাদিক্ষা ইত্যাদির ভিতর দিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। তাতে যদি আবার এই ধর্ম্মদ্রোহিদল মুস্‌লিম নাম ধারণ করিয়া এইরূপ অনাচারের স্রোত সমাজে প্রবাহিত করে। তবে দশ বৎসর পরে যে বাঙ্গালার মুস্‌লিম সমাজের অবস্থা কিরূপ বিষময় হইয়া দাড়াইবে তাহা ভাবিতেও ও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তাই আকুল অন্তরে আজ বাঙ্গলার ওলামা সমীপে আরজ জানাইতেছি যে তাঁহারা খাবে গাফলাত পরিত্যাগ করিয়া একবার فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين চক্ষু উন্মুক্ত করুন এবং খোদার মনোনীত পবিত্র ইসলামের সত্য শিক্ষা—বিস্তার কল্পে বাঙ্গলার এই অনাচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। নচেৎ ধর্ম্মদ্রোহিগণ প্রশ্রয় পাইলে যে উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, নাস্তিক্য-বাদ ইত্যাদির প্রভাব বিস্তার করিয়া নারীজাতিকে একমাত্র আমোদের উপকরণ, ইসলামকে খেলার জিনিষ ও ওলামায়ে দীনকে চক্ষুশূল করিয়া তুলিবে তাতে আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না। আজ আমরা বিশেষ করিয়া বাঙ্গলার আমিরে শরিয়াত জনাব মাওলানা আবুবের সাহেব জনাব আবাবালেদ রশিদুদ্দিন সাহেব ও অন্যান্য যোগ্যপীর সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা যদি হায়নীয়াত ও অনাচারাদির ধ্বংস সাধন করিয়া বাঙ্গলার মুসলমানকে আজ রক্ষা না করেন তবে আর কাহাদের দ্বারা এ ফরজে আয়েন প্রতিপালিত হইবে।

যুগ-যাত্রী

—:০:—

উন্মত্ত ঝঞ্ঝার দুর্দ্দম গতিবেগে শৈলসঙ্কট মথিত করিয়া মোহাম্মদ ঘোরীর বিজয়-বাহিনী যেদিন হিন্দুস্থানের শ্যামল বুকে ঝাঁপাইয়া পড়ে, তিরৌরীর রক্ত-প্রান্তরে হিন্দুর স্বাধীনতা-সূর্য্য যেদিন চিরতরে অস্তমিত হয়। ভারতের আকাশ-বাতাস কম্পিত করিয়া দৃপ্তকণ্ঠীর ভৈরব কল্লোলে যেদিন ইসলামের বিজয় সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে,—সেদিনের কথা আজ স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সে তেজ, সে শৌর্য্য, সে মনোবল আজ কাব্যের কথা—উপন্যাসের কাহিনী। মুসলমান আজ আর সে মুসলমান নাই—বিন্‌কাসিম, ঘোরী, নাদির ও তৈমুরের বংশধর আজ বিশ্বের তিমির প্রান্তে আবর্জ্জনার স্তূপতলে পড়িয়া নাভিশ্বাসে মৃত্যুর আবাহন করিতেছে। তাহার অতীত আজ অন্ধকারের অতল তলে বিলীন হইয়াছে, গভীর নৈরাশ্যের ঘনীভূত ছায়ায় বর্ত্তমান আচ্ছন্ন, ভবিষ্যৎ মরণ-স্বপ্নের বিভীষিকায় ঘেরা। তাই মুমূর্ষু কঙ্কাল-সর্ব্বস্ব সংসারের পরিত্যক্ত সে, ধরণীর আঁধার সীমান্তে কলঙ্কিত মুখ লুকাইয়া পড়িয়া আছে। জাগ্রত যৌবনের উদ্দাম আবেগে তাহাকে দলিত নিষ্পেষিত করিয়া বিশ্বজাতি দুর্ব্বার বেগে বিজয় যাত্রায় ছুটিয়া চলিয়াছে; তথাপি নিশ্চল নির্ব্বিকার সে, সাড়া নাই, শব্দ নাই, স্পন্দন নাই;—যুগজীর্ণা ধরণীর বুকে অনাদি কালের এক মহাশব যেন লক্ষ যুগের মরণ-স্মৃতি বুকে ধরিয়া পড়িয়া আছে।

এই মহাশবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে কে? মহা-অতীতের এই মহা কঙ্কালকে বিশ্বের জাগর কেন্দ্রে কে তুলিয়া ধরিবে? যদি কেহ থাক—জাতির এই বিরাট সমাধি শ্মশানে—এই ধ্বংস স্তূপের মাঝে মৃত্যু-জয়ী বীর এখনও যদি কেহ অবশিষ্ট থাক—জাগ্রত হও—অগ্রসর হও। নিখিলের দিগন্ত [illegible] হইয়াছে। এই বিরাট উৎসব-কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া চিরন্তর জীবন-মন্ত্রে মহাশবের উদ্বোধন কর। পরিত্যক্ত বিজয়-পতাকা দৃঢ় হস্তে তুলিয়া ধরিয়া যুগ-যাত্রার অগ্র-পথিকরূপে দণ্ডায়মান হও। অত্যাচারের উদ্যত দণ্ড নমিত করিয়া, স্বেচ্ছাচারের দম্ভ কোলাহল স্তব্ধ করিয়া মেঘ মন্দ্রে ঘোষণা কর—আমি মুসলমান, ইসলাম আমার ধর্ম্ম, আল্লাহো আকবর আমার প্রাণ-বাণী; আর এই প্রাণবাণীই আমার বিজয় মন্ত্র। আরবের উষর প্রান্তরে আমার জন্ম, শাহারার অগ্নি-বক্ষে, লোয়াডাল কুইভারের মরুতটে যুগ-সন্ধিক্ষণে আমার দীপ্ত বিকাশ, হিন্দুস্থানের শ্যামল কূলে জীবন-সাধনার আমার সফল পরিণতি, আর জাহ্নবী-যমুনা-নিষেবিত পরিশুদ্ধক্ষেত্র এই কর্ম্মভূমি হিন্দুস্থান—আমার বিশ্ব-বিজয়ের কেন্দ্রপীঠ। দেখিবে যুগ-যুগান্তের গলিত দুর্গন্ধ শবে জীবন-স্পন্দন জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার দীর্ঘ শতাব্দীর নিমীলিত অক্ষিকোণে বিদ্যুৎ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ধমনীর জমাট হিমানী ভেদিয়া তপ্ত শোণিতের তরল জ্বালা ছুটিয়া চলিয়াছে; যে দুর্দ্দমনীয় বিশ্ববিদাহী তেজে উদ্দীপিত হইয়া সে একদিন পৃথ্বি-বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিল, অতীতের সেই বহ্নি-ভাতি তাহার মধ্যে পূর্ণ প্রতিভায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

তাই বলিতেছি জাগ্রত হও, মরণ-তুর জাতির মধ্যে প্রাণবান কে আছ—অগ্রসর হও। জরাজর্জ্জর মরণ-যাত্রীকে আজিকার এই বিজয়-যাত্রার উৎসব-প্রাঙ্গণে বজ্রকণ্ঠের জাগর-মন্ত্রে জাগাইয়া তোল। সম্মুখে তোমার ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ প্রমত্ত সিন্ধু, বক্ষে তার উদ্দাম তরঙ্গের ভৈরব গর্জ্জন, ঊর্দ্ধে ঘনীভূত কাল মেঘের সঘন সংঘর্ষে বজ্র-বিদ্যুতের প্রলয় দীপ্তি—অগ্রসর হও—এই দুর্য্যোগে—মহাকালের অবিশ্রান্ত রুদ্র তাণ্ডবের মাঝে ঐ উন্মত্ত সিন্ধুর উদ্দাম তরঙ্গে তোমার খেয়ার তরণী ভাসাইয়া দাও। লক্ষ তোমার দূরে—বহু দূরে—মুক্তির আনন্দ-কূলে।

আসছে সে দিন আসছে

(মোহাম্মদ আবুবকর)

আসছে সে দিন আসছে
এই জামানার আড়াল থেকে
রাঙা সে যুগ হাসছে॥
আসছে সে দিন আসছে॥
কেরে বিভোর কালের গীতে!
চলরে তারে এগিয়ে নিতে
তোদের আঁখির নীল পানিতে
ভাসছে সে যুগ ভাসছে।
আসছে সে দিন আসছে॥

তেরশ বছর আগের ছবি
সামনে আমার ভাসছে
নবীন যুগের রক্ত অধর
সেই আলোকেই হাসছে।
আসছে সে দিন আসছে॥
তোমার সুরে তোমার গানে,
প্রাণ জেগেছে সবার প্রাণে,
ভুলিয়ে ধুয়া তোমার তানে
আসছে জগত আসছে।
রাঙা সে যুগ হাসছে॥

যুগ মোরগের গোপন বাঁগ
জাতির কজর আনবে;
নিঁদ ত্যজিয়ে কাজ-নামাজে
তাদের পরাণ টানবে।
জাতির কজর আনবে॥
রক্ষী বেশে ছন্দে নানা
লুটছে যারা জগত খানা
তাদের স্মরি নওজামানা
মুচ্‌কি হাসি হাসছে।
আসছে সে দিন আসছে।

ইমান তোদের নেই কে বলে?
মিথ্যা সবই মিথ্যা,
তোরাই ইমাম এই কথাটি
জাগেনি তোদের চিত্তে।
নিজকে জানিস মিথ্যে॥
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ বাজে
চলরে সবে কাজ-নামাজে
তোদেরই কেউ তোদের মাঝে
ইমাম হয়ে আসছে।
আসছে সে দিন আসছে।

বন্যার ভীষণ প্রকোপ

রেল লাইন ধ্বংস

"ইংলিশম্যানে"র নিজস্ব সংবাদ-দাতার সংবাদে প্রকাশ যে, সম্প্রতি পূর্ব্বোপকূলে ভীষণ বন্যাপ্লাবন হইয়া গিয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ সংবাদ সরকারী ভাবে পাওয়া না গেলেও বে-সরকারী ভাবে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্বোপকূলে যে, বন্যাপ্লাবন হইয়া গিয়াছিল, এবারকার প্লাবন তদপেক্ষা অধিকতর ভয়াবহ। অত্যন্ত বৃষ্টি হওয়ায় নানাস্থানে জমিসমূহ এরূপ ভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে যে, বন্যা-প্লাবিত স্থানাবলীর সহিত সংবাদ আদান-প্রদান সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্যাজল অবশ্য ধীরে ধীরে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তবে অকুস্থানের এখনও বহুজায়গা জলমগ্ন রহিয়াছে। শস্যাদি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র গৃহ পালিত পশু জলমগ্ন এবং অসংখ্য গ্রাম বন্যাজলে ভাসিয়া গিয়াছে। কেবল অতি অল্প সংখ্যক পাকা ঘরই খাড়া আছে। ১৯২৪ বৎসরে নেলোরে বন্যার ফলে যে প্রাণহানী হইয়াছিল, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রাণহানী হইবার সম্ভাবনা। ক্ষতি প্রচুর হইয়াছে, তবে মাদ্রাজ এবং দক্ষিণ মারহাট্টা রেলওয়ে কোম্পানীর ক্ষতিই অধিক। শত মাইলের মধ্যে এমন এক হস্ত পরিমিত স্থানও নাই—যেখানে পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় কার্য্যকরী হইতে পারে। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই ভগ্ন স্থানসমূহের সংস্কার জন্য লোকজন ও মাল-মশলা প্রেরণ করিয়াছে, তবে বন্যাজলের চাপের ফলে তাহা প্রয়োগ করা যাইতেছে না।

ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ

(মুঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি, এ)

কালচারের প্রতিযোগিতা

বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলীম সংঘর্ষকে কেহ কেহ অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সমস্যা বলিয়া থাকেন, কিন্তু আমি ইহাকে কালচারের প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ বলিয়া মনে করি। হিন্দু জাতি ভারতবর্ষে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়া আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও ইসলামী কালচারের নাম ও নিশানা মিটাইবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা শুদ্ধি আন্দোলন চালাইয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া মির্জ্জাপুর পার্ককে শ্রদ্ধানন্দ পার্ক; মিয়াপুরকে মায়াপুর; আশক লেনকে অশোক লেন; এলাহাবাদকে প্রয়াগ প্রভৃতি হিন্দু নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া মুসলীম স্মৃতির শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া ফেলিতে চান! বঙ্গদেশের পর মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছিলাম; কিন্তু ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় ক্রমশঃ হিন্দু জাতির পূর্ণ দখলে চলিয়া যাইতেছে। ডাঃ প্রমথনাথ বানার্জী মহাশয় Calcutta University Billএ বাঙ্গলার মুসলমানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মিঃ গান্ধী প্রমুখ হিন্দু নেতারা উর্দ্দুর বদলে হিন্দির প্রচলন করিয়া হিন্দু [illegible] বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। শিল্প, [illegible] কে জাতির দেহ এবং সাহিত্যকে ইহার প্রাণ বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার মুসলমানের কোন জাতীয় সাহিত্য না থাকায়, ইসলামী খিলাফত পূর্ণভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দু-রাজ বিরাজ করিতেছে। মাত্র কয়েকটি আরবী ফারসী শব্দ অতীত মুসলীম গৌরবের সাক্ষ্য স্বরূপে কোন প্রকারে টিকিয়া আছে। কিন্তু বাঙ্গালার হিন্দুগণের ইহাও বরদাস্ত হইতেছে না। তাহারা "আদালতকে" বিচারালয়, ফৌজদারীকে দণ্ডবিধি, কলমকে লেখনি, পাট্টাকে ভোগবিধায়ক পত্র প্রভৃতি হিন্দুয়ানী সংস্কৃত শব্দদ্বারা বদলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র সম্পাদকেরা আরবী ফারসী মজহারী শব্দগুলিকে বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে উঠাইয়া দিয়া ইসলামী রুহকে পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিতে চান। ইহা হইতে ভয়াবহ সংবাদ আর কি হইতে পারে। একদল মুসলীম সাহিত্যিক বাঙ্গালা সাহিত্যে নিজের ন্যায্য অধিকার লাভের চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া হিন্দু সাহিত্যিকেরা তাহাদের উপর ভীষণ হামলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। ভারতের মুসলীমেরা এখনও হুশিয়ার না হইলে স্পেনের ন্যায় ভারতবর্ষ হইতে ইসলামের নাম ও নিশানা পর্য্যন্ত মিটিয়া যাইতে পারে।

দুনিয়ায় যুগে যুগে ও জাতিতে জাতিতে এই কালচারের প্রতিযোগিতা চলিয়া আসিতেছে। এই ঠকরে কত জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারে লুপ্ত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ আর ভারতের ঘরে ঘরে পারস্য কবিগণের সুমধুর গজল গীত হইতে শুনা যায় না। আজ রোমান সভ্যতার আর সেই গৌরব নাই। প্রাচীন ফিনিসিয়া ও বেবিলনের সভ্যতা ও সাহিত্য কোথায় লুকায়িত আছে, ঐতিহাসিক তাহার কোন কিনারা করিতে পারেন নাই। হজরত সাদী ও মওলানা রুমীর স্থান সেক্সপীয়ার ও মিলটন আসিয়া দখল করিয়াছে। দেওয়ানে আম ও খাসের শাহী দরবার এখন কাউন্সিল ও এসেমব্লির হট্টগোলে পরিণত হইয়াছে। পাগড়ীকে খেদাইয়া হেট মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে। কোট প্যাণ্ট আসিয়া চোগা চাপকানকে তাড়াইয়া দিয়াছে। হিন্দু ও ইউরোপীয়—এই উভয় কালচারের চাপে পড়িয়া আমাদের জাতীয় জীবন অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান—তুমি কি নিজের জাতীয়তা ও কালচার ত্যাগ করিয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইতে চাও? এখনও সময় থাকিতে কি তোমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে না?

গ্রীক হেলেনিক সভ্যতার পর পোপ ও রোম সম্রাটগণের সহযোগিতায় সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া ল্যাটিন সভ্যতার আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। তার মার্টিন লুথারের অভ্যুদয়ে ল্যাটিন কালচারের বিরুদ্ধে টিউটনিক কালচার জাগিয়া উঠে। এই টিউটনিক কালচার কেল্টিক প্রভৃতি ছোট ছোট কালচার ও সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে। ইংলণ্ডের রাণী ইলিজাবেথের সময় এই টিউটনিক সভ্যতার এক শাখা ইংরাজী সভ্যতার নাম গ্রহণ করিয়া স্কটল্যাণ্ড, আয়ারলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দুনিয়ার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল! প্রবল ইংরেজ শক্তি ও সভ্যতার চাপে রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন আয়ারলণ্ডের কেল্টিক কালচার রসাতলে গেল। ইংরাজী কালচারের মোহে পড়িয়া আইরীশের নিজের জাতীয়তা ত্যাগ করিল। স্কুল ও কলেজে ইংরাজী ভাষার প্রচলন হইল। ইংরেজী ভাষায় কথা বলিতে বলিতে নিজের মাতৃভাষা গেলিক পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। আইরীশ জাতি যখন অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় গিয়া পৌছিল, তখন আত্ম-বিস্মৃত আইরীশের জাতীয় আত্মানুভূতি আসিল; এবং নিজের জাতীয় সাহিত্যের উদ্ধার সাধনের জন্য গেলিক লীগ প্রতিষ্ঠিত হইল। গেলীক লীগ হইতে সিনফিন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়া আয়ারলণ্ড স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল। ইহাই Celtic Revival নামে খ্যাত।

প্রাচীন দ্রাবীড় ও বৌদ্ধজাতির ন্যায় বহু শতাব্দি পরে আজ আবার হিন্দু সভ্যতা ও কালচারের সহিত মুসলীম কালচার ও সভ্যতার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই জীবন সংগ্রামের ফলাফল দেখিবার জন্য সমগ্র জগত একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। ভারতীয় হিন্দুরা আর্য্য, সমাজী, শিখ, জৈন প্রভৃতির সহিত, গৃহ বিবাদ আপোষে মিটমাট করিয়া ও বৃহত্তর ভারতের নামে চীন, জাপান, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিত মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষ হইতে ইসলামী কালচার ও মুসলীম অস্তিত্বের নাম ও নিশানা মিটাইবার জন্য যে সমবায়োজন করিতেছেন, তাহা দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

কেবল আজ নহে, মোগল সম্রাট আকবরের সময় হইতে হিন্দু মুসলীমের মধ্যে এই কালচারের প্রতিযোগিতা চলিয়া আসিতেছে। আকবরের উদারতা (!) শাহজাহান ও জাহাঙ্গীরের শিথিলতা বশতঃ হিন্দু কালচার মুসলীম শাহানশাহকে অনেকটা প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলিয়াছিল। মহামতি ও দূরদর্শী সম্রাট আওরঙ্গজিব (রহ) এই হিন্দু প্রভাব হইতে তৎকালীন মুসলীম সমাজকে মুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি এখনও হিন্দু ভারতের চক্ষুশূল হইয়া রহিয়াছেন। ইংরেজ আমলের পর স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেব ভারতীয় মুসলীম শিক্ষা সম্মিলনী ও আলীগড় কলেজ তথা মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া মুসলীম সমাজকে স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তারপর রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুরা যখন মুসলমানকে গিলিয়া ফেলিতে চাহিলেন, তখন নওয়াব সলীমুল্লাহ প্রমুখ মুসলীম নেতৃবৃন্দ ১৯০৬ খৃঃ অঃ ঢাকায় মুসলীম লীগ কায়েম করিয়া ভারতীয় মুসলীমের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করিলেন। আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে মুসলীম নেতৃবৃন্দ এই সময় অগ্রসর

না হইলে ভারতীয় মুসলীমের অস্তিত্ব হিন্দু ভারতের সহিত মিশিয়া লুপ্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। এ বিষয়ে আমরা চীনের মুসলমানের নিকট হইতে একটা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। শুনিয়াছি চীনদেশে দশ কোটী মুসলমানের বাস। কিন্তু চীনা মুসলমান বৌদ্ধ চীনের আচার, ব্যবহার, পোষাক, সভ্যতা ও কালচারের ভিতরে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব এমন-ভাবে ডুবাইয়া দিয়াছেন যে, বাহির হইতে চীনা মুসলমানের অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এই যে চীনের ইতিহাসে এত বড় একটা উত্থান পতন হইল, সমগ্র দুনীয়া জুড়িয়া একটা হুলুস্থুল ঘটিল, ইহাতেও চীনের মুসলমানের কোন সাড়া শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল না। চীনের মুসলীমের ন্যায় ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গলার মুসলমানেরা হিন্দুর ধুতি চাদর পরিধান করিয়া ও মাথার টুপী ত্যাগ করিয়া হিন্দু কালচার ও সভ্যতার ভিতরে যেভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতেছেন, এখনও সময় থাকিতে ইহার উপায় উদ্ভাবন না করিলে আমাদের ভবিষ্যতে যে কি হইবে তাহা চিন্তা করিয়া কোন কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

হিন্দু রাজ্যের স্বপ্ন

মুসলীম রাজত্বের সময় ফারসী ছিল রাজভাষা। অ-ব্রাহ্মণ হিন্দুর প্রতি সংস্কৃতের দ্বার রুদ্ধ থাকায়, তাঁহারা ফারসী শিখিয়া শাহী দফতরে প্রবেশ লাভ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে ওজারত হইতে মুহরীগিরী পর্য্যন্ত সমগ্র শাসন যন্ত্রটা তাঁহারা দখল করিয়া ফেলিলেন। বাদশাহ, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও ওমরাহরা হিন্দু কর্ম্মচারীর উপর সব ভার অর্পণ করিয়া আরামপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এতদিন মোগল ও পাঠানেরা তরবারি খানা নিজের মুঠার ভিতরে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু রাজপুত প্রভৃতি হিন্দু জাতি আরামপ্রিয় মুসলীমের হাত হইতে তরবারি খানা কাড়িয়া লইলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারা এত শক্তিশালী হইয়া পড়িলেন যে শাহী দরবারে বাদশাহ নির্ব্বাচনের খেলা খেলিতে লাগিলেন। মুসলীম শক্তির দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া তাঁহারা আর পূর্ব্ব-মুনিবের বশ্যতা মানিতে চাহিলেন না। চারিদিকেই বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। তাহাদের সম্মুখে হিন্দু সাম্রাজ্যের স্বপ্ন জাগিয়া উঠিল। পঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারতের শিখ ও মারাঠীরা হিন্দু রাজত্ব কায়েম করিয়া ফেলিলেন। মুসলীম সাম্রাজ্যের পতনের ভাব দেখিয়া সমগ্র হিন্দু ভারত জুড়িয়া একটা নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। শিখ ও মারাঠীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের বাঙ্গলার হিন্দুরা ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না তাঁহারা সময় ও সুযোগের অন্বেষণ করিতে লাগি এমন সময় একদল ইংরেজ বণিক আসিয়া বাঙ্গলা দেশে উপনীত হইলেন। চারিদিকের এই বিশৃঙ্খল-ভাব দেখিয়া সওদাগর ইংরেজের মনে বাদশাহীর শওক জাগিয়া উঠিল। তাঁহারা তেজারতি ছাড়িয়া সৈন্য চালনায় মশগুল হইয়া পড়িলেন। নানাবিধ খুটিনাটি বিষয় লইয়া বাঙ্গলার নওয়াব সিরাজ-দ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। হিন্দুরা আর এ সুযোগ ছাড়িলেন না। তাঁহারা মনে করিলেন বিদেশী মুষ্টিমেয় ইংরেজ বণিককে তাড়াইয়া তাঁহারা পরে নিজেরাই বাঙ্গলার মসনদ দখল করিয়া ফেলি বেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতি হিন্দু নেতারা লর্ড ক্লাইভের সহিত যোগদান করিলেন। একবারও দেশের স্বাধীনতার প্রতি ফিরিয়া তাকাইলেন না। কিন্তু হিন্দু জাতির মনের সাধ আর পূর্ণ হইল না। ১৭৫৭ খৃঃ ইংরাজেরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া হিন্দু-মুসলীম উভয়ের গলায়ই পরাধীনতার শৃঙ্খল পরাইয়া দিলেন। সেই দেশ-দ্রোহীতা পাপের প্রতিফল স্বরূপ, ভারতীয় হিন্দুরা এখনও পরাধীনতার শৃঙ্খল ধারণ করিয়া রহিয়াছে। নওয়াব সিরাজদ্দৌলার পতনের পরেও ভারতীয় মুসলীমেরা স্বাধীনতা সংগ্রাম ত্যাগ করিতে পারেন নাই। নওয়াব মিরকাসিম স্থানে স্থানে ঘুরিয়া দেশ-বাসীকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু হিন্দুরা মুসলীমের সহিত অসহযোগিতা ঘোষণা করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে লাগিলেন। মুসলীম নওয়াবের বিরুদ্ধে হিন্দু সৈন্যেরা নিজে ভাতের ফেনটুকু খাইয়া ইংরেজ সেনাপতিকে ভাত খাওয়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঘেরিয়া, উদয়-নালা, প্রভৃতি যুদ্ধে নওয়াব মিরকাসিম দেশের স্বাধীনতার জন্য একা একা লড়িয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। তারপর ১৭৯৯ খৃঃ অঃ টিপু সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তনের যুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করিতে করিতে সম্মুখ সমরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তিনি যে কেবল নিজের রাজ্য রক্ষার জন্য লড়িয়াছিলেন এমন নয়, এশিয়ার আত্ম-রক্ষার জন্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হিন্দুনেতারা মুসলীমের স্বদেশ হিতৈষীতার সন্দেহ করিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতের পরাধীনতার জন্য হিন্দুরাই একমাত্র দায়ী। তাঁহারাই লর্ড ক্লাইভকে ডাকিয়া আনিয়া ভারতের সিংহাসনে বসাইয়া[illegible]। শিখ, জাট, গুর্খা, প্রভৃতি হিন্দু সৈন্যের [illegible]টি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যগুলি নষ্ট করি[illegible] এবং মেসোপটেমিয়া, আফগানিস্তান, চীন প্রভৃতি ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির বিরুদ্ধে লড়িয়া এশিয়ার উন্নতি পথে বাধা প্রদান করিতেছেন। লঙ্কার রাবণ রাজার ভাই বিভীষণ মহারাজ রামচন্দ্রকে ডাকিয়া আনিয়া লঙ্কার স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পণ্ডিত চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে ডাকিয়া আনিয়া নন্দবংশ ধ্বংশ করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ হইতে এখন পর্য্যন্ত মিরকাশিম ও টিপু সুলতানের মত স্বাধীনতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কেহ খুজিয়া পাইবেন না। হিন্দু ঐতিহাসিকেরা রাজা পুরুর কথা গৌরবের সহিত উল্লেখ করিলে ও তিনি মিরকাশিম বা টিপু সুলতানের মত ভারতের স্বাধীন-তার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই। পরে পরাজিত রাজা পুরু আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজের রাজ্যটি ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন। সেই জগতশেঠও রাজবল্লভের স্বজাতীয় মিঃ গান্ধী ও পণ্ডিত মালব্য লর্ড রিডিংএর কাণমন্ত্র শুনিয়া অসহযোগ আন্দোলনটা কি ভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথা দেশবাসী এখনও ভুলিতে পারেন নাই। আমাদের দেশবাসীরা বিদেশের সানইয়াতসেন, জগলুল পাশা, মেয়র অব কর্ক প্রভৃতির জন্য চক্ষের পাণিতে বুক ভাসাইতেছেন, কিন্তু হায় হতভাগ্য মিরকাশিম, সিরাজও টিপুর জন্য কেহ একবিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিলেন না। পলাশির যুদ্ধের একশত বৎসর পরে ১৮৫৭ খৃঃ অঃ নানাসাহেব, ঝান্সীররাণী, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণনেতা তাড়িয়াতোপী, শাহাবাদের জমিদার কুমার সিংহ প্রভৃতি হিন্দুনেতারা সিপাহী বিদ্রোহের মুসলমানের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে গভর্ণমেণ্টের সহিত পারিয়া উঠা কঠিন, তখন তাঁহার মুসলমানকে ময়দানে একা ফেলিয়া ও তাহাদের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া হঠাৎ রাজভক্ত সাজিয়া মুসলমানকে বিপদ গ্রস্ত করিয়া ফেলিলেন এই আজকালের দিনেও হিন্দুনেতারা মুখে সাইমন কমিশন বয়কটের ভয় দেখাইলেও ভিতরে লালা লাজপত রায় ও ডাঃ বেসান্ত প্রভৃতিকে বিলাতে পাঠাইয়া ও Constitution গঠন করিয়া সহযোগি-তার আশ্বাস দিতেও কসুর করিতেছেন না।

ক্রমশঃ

কসওটী

প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধ ব্যবসায়ী মণিশঙ্কর গোবিন্দজীর প্রতিষ্ঠিত আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসী হইতে একটী "এলবাম" প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে ভারতের নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের শাখা কার্য্যালয়ের চিত্র আছে। ব্যবসায় দ্বারা মানুষ কতদূর উন্নতি করিতে পারে তাহা ইহাতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

(২)

খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যিক পাদ্রি মওলানা শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন শাস্ত্রী বিদ্যাবিনোদ সাহেব কৃত (১) ইস্লামী বক্তৃতা (২) হজরতের (দঃ) নবুয়ৎ সম্বন্ধে পাদ্রি মউডনের সাক্ষ্য (৩) রদ্দে সত্য ধর্ম্ম—নিরূপণ বা হেদায়েতুল খৃষ্টান (৪) হজরত ইসা কে? (৫) ইস্লামের সত্যতা (৬) রদ্দে না ছাড়া (৭) পাদ্রি সাহেবের ধোকা ভঞ্জন (৮) আসল বাঙ্গালা গজল (৯) নামাজ পড়া শিক্ষা, সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকগুলি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে পাদ্রি সাহেবেরা ইস্লামকে ভীষণ আঘাত করিয়া ওঁ হজরতের (দঃ) অযথা কুৎসা করিয়া যে ৫২ খানা কেতাব প্রচার করিতেছে, গজল ও নামাজ শিক্ষা বাদে অন্য সাত খানা কেতাবে উহার ধারাবাহিক প্রতিবাদ করা হইয়াছে। যাঁহারা খৃষ্টানী ধোকা হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে চান, তাঁহারা বিশেষ করিয়া আলেমেরা ঐ কেতাবগুলি সব পাঠ করুন। সমস্ত পুস্তকগুলিই নদীয়া গাঁড়াডোব ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।—

পঞ্জাবে চিকিৎসালয় বৃদ্ধি
পল্লীগ্রামেই অধিক সংখ্যক

পঞ্জাব সরকারের বিবরণীতে প্রকাশ, ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে হাঁসপাতাল ও চিকিৎসালয়ের সংখ্যা ১ শত ৫টি বৃদ্ধি হইয়াছে। খাল, রেলপথ ও অন্যান্য বিভাগে ১৭টি চিকিৎসালয় নূতন স্থাপিত হইয়াছে। নূতন চিকিৎসালয়ের অধিকাংশই পল্লীগ্রামে স্থাপিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে চিকিৎসালয়গুলিতে রোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে হাঁসপাতালগুলিতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৯ শত ৩০ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্ব্ব বর্ষে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬ শত ৮০ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে বাহিরের ৯১ লক্ষ ৩ শত ৫১ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে, কিন্তু তৎপূর্ব্ব বর্ষে ৮২ লক্ষ ৪৩ হাজার ১ শত ৪১ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল।

মস্‌জিদের সম্মুখে বাদ্য
"হিন্দু-মুস্‌লিম মিল কি জয়"

গত ২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটের সময় সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট হইতে একদল হিন্দু মেছুয়া বাজারের "দরগাওয়ালা মসজিদের" সম্মুখ দিয়া বলপূর্ব্বক বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা লইয়া গিয়াছে। উক্ত মস্জিদটীতে মগ্‌রিবের নামাজের জামাত যখন খাড়া হয়, সেই সময় শোভাযাত্রীদল পুলিসের বারম্বার নিষেধ সত্ত্বেও মস্জিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যভাণ্ড করিয়া নামাজের বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত করে। প্রকাশ, পুলিসের সংখ্যাল্পতার দরুণ শোভাযাত্রীগণ কর্ত্তৃক কোন কোন পুলিস অত্যাচারিত পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

মুলকী

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস
মুসলমান একটিও নাই

গত আগষ্ট মাসে যে প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহার ফলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়াছেন :—

বি, এন, চক্রবর্ত্তী এবং আর, কে, মিত্র, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), এম, অনন্ত নারায়ণ, এম, পি, পাই, এস, ওয়াই, কৃষ্ণস্বামী (মাদ্রাজ), ভি, রামস্বামী (মাদ্রাজ এবং এলাহাবাদ), বি, সহায় এবং কে, বি, ভাটিয়া (এলাহাবাদ), এন, টি, মোন, (এলাহাবাদ ও নাগপুর), বি, ডি, মীরচাঁদানী (বোম্বাই), এন, সিং, এস, ডব্লিউ, কিউ ওলফার্টন-ফরেষ্টার (নাগপুর), বি, কে, প্যাটেল (এলফিন-ষ্টোন কলেজ, বোম্বাই), ভি, এন, সরদেশাই (ডেকান কলেজ, বোম্বাই) এবং আর, মুখার্জ্জী, (পাটনা কলেজ)

প্রেসিডেণ্টের স্বরূপ
হাজার টাকা আত্মসাৎ

মুন্সীগঞ্জের ১৭ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ ইউনিয়ন বোর্ডের তহবিল হইতে একহাজার টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে শ্রীনগর থানার অধীন রারিখাল-ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সতীশ চন্দ্র বসু মুন্সীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, বসু আই, সি, এসের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া সুদসহ সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দেন এবং আদালতের দয়া ভিক্ষা করেন। প্রথম অপরাধ বিধায় ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে এক-বৎসরের জন্য ২০০৲ টাকায় জামীন এবং ২টি মুচল-কায় আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট পদত্যাগ করিয়াছেন এবং আর কখনো ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচনে দণ্ডায়মান হইবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সিন্ধু নদের ভাঙ্গন
৩ হাজার লোক বিপন্ন

সিন্ধু প্রদেশে সিন্ধু নদের পার্শ্ববর্ত্তী একটি শহরের প্রায় ৩ হাজার অধিবাসী সিন্ধু নদের আগ্রাসী ভাঙ্গনের ভয়ে শঙ্কিত। ১ বৎসর পূর্ব্বে নদটি শহর হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল কিন্তু উহা ক্রমশঃ শহরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ভাঙ্গনের ফলে ১ শত ৫০ খানির অধিক বাটী এবং ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি ক্রমশঃ নষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি নদটি ক্ষিপ্র ভাবে শহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং বহু গৃহ ধ্বংস হইতেছে। গত কয়েক সপ্তাহে ৬০ খানির অধিক বাটী ধ্বংস হইয়াছে। ঐ ভাঙ্গন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা তদন্ত করাইবার জন্য উক্ত শহরের অধিবাসিগণ প্রার্থনা করিতেছেন। ভাঙ্গনের ফলে গৃহহীন ব্যক্তিগণের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার জন্যও তাঁহারা আবেদন করিতেছেন।

বাটলার কমিটীর রিপোর্ট
প্রস্তুতে একমাস বাকী

দিল্লীর ২৪শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সার লেসলী স্কটের বিবৃতি শেষ হইবার পরই বাটলার কমিটী তাঁহাদের রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং সাধারণভাবে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে তৎপর এক মাস কালের মধ্যেই কমিটীর রিপোর্ট সুষ্ঠু রকমে প্রস্তুত হইবে। রিপোর্ট প্রস্তুত হইবার পরই তাহা ভারত-সচিবের (লর্ড পীল) নিকট পেশ করা হইবে বটে, কিন্তু সেই সময় একই সঙ্গে তাহা প্রচার করা হইবে না। বৃটীশ ভারতে সার জন সাইমন বর্ত্তমান সময়ে যে তদন্ত কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন এবং যে তদন্ত কার্য্য এপ্রিল মাসের পূর্ব্বে শেষ হইবে না, সেই তদন্ত কার্য্যের উপর এই রিপোর্টের বিবেচনার বিষয় বড় একটা নির্ভর করিবে বলিয়া সম্ভাবনা নাই। আগামী গ্রীষ্মকালে লর্ড আরউইনের ইংলণ্ডে উপস্থিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, তদবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অনেকটা সুবিধা করিতে পারিবেন।

স্কুল-কলেজের মুসলমান ছাত্র

ছুটীতে কর্ত্তব্য

শারদীয় ছুটীতে, স্কুল, কলেজ দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হইয়াছে। ছাত্রগণ ছুটীতে বাড়ী গিয়াছে; আত্মীয়-কুটুম্ব বা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে বেড়াইয়া সুখভোগ করিতেছে। যাহারা বিবাহিত, তাহারা শ্বশুর বাড়ীর আদর আপ্যায়নে কৃতার্থ হইতেছে। তাহারা স্বজাতির কথা, নিজের সমাজের কথা ভ্রমেও স্মরণ করিতেছে কি? হেমন্ত ঋতুর আগমনে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও কলেরা রোগ আত্ম-প্রকাশ করিয়া শত-সহস্র মানুষকে গ্রাস করিতেছে। বর্ষার শেষ হওয়াতে নদী-নালা, বিল-খাল, জলাশয় প্রভৃতির পানী যেমন হ্রাস হইতে থাকিবে, তেমনই ঐ সকল ভীষণ সংক্রামক রোগ ভীষণরূপে মুখ-ব্যাদন করিয়া দেশের দরিদ্র নরনারীকে গ্রাস করিতে থাকিবে। দল-দাম, পানা-শেওলা, ঘাস-পাতা, সর্ব্বোপরি, কচুরি বা জর্ম্মাণ পানা পচিয়া নিম্ন ও উত্তর বঙ্গের এবং আসামের বহু জেলার পানী বিষাক্ত করিয়া তুলিবে। ঐ সকল দূষিত পানী পান করিয়া মনুষ্যগণ দলে দলে রোগাক্রান্ত হইবে। ঐ সকল পচা পানী হইতে মশকদল উৎপন্ন হইয়া ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়াইবে। এরূপ ক্ষেত্রে দেশের লোকেরা সাবধান না হইলে তাহাদের মধ্যে অনেকের মৃত্যু অনিবার্য্য। দেশের জন-সাধারণ অশিক্ষিত; সুতরাং তাহারা নিজের হিতাহিত—ভাল মন্দ বুঝিতে অক্ষম। ছাত্রবন্ধুগণ; তোমরা শিক্ষিত, তোমরা ভাল মন্দ সকল বিষয় বুঝিতে পার। দেশবাসীর প্রতি কি তোমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই? অশিক্ষিত দেশবাসীকে তাহাদের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দাও। দীঘি, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের পানা, শেওলা, দল-দাম, কচুরিপানা প্রভৃতি তুলিয়া দিতে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া দাও। নিজেরাও আদর্শস্থানীয় হইয়া ঐ কাজে লাগিয়া যাও। বাড়ীর নিকটস্থ বন-বাদাড়, ঝোপ কাটিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা কর। মশকপূর্ণ এঁদো পুষ্করিণী বা গড় খন্দকে ও ডোবায় কেরোসীন তৈল ঢালিয়া আগুন লাগাইয়া দাও; মশকের ডিমগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। বাড়ীর চলা-চলের রাস্তা—পার্শ্বস্থ ছোট ছোট গাছ-গাছড়া, ঝাড়-জঙ্গল কাটিয়া দাও। খাওয়ার পানী যেন গরম করিয়া বা দাগ দিয়া পান করা হয়; তাহার ব্যবস্থা কর। বাড়ীর আঙ্গিনা ও ঘরের আশ-পাশ ঝাড়ু-ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার বন্দোবস্ত করাইতে হইবে। কৃষকদিগের কাঁথা-কাপড়গুলি যাহাতে ধুইয়া সাফ্-সুৎরা রাখে, তজ্জন্য বিশেষ ভাবে উপদেশ দিবে; বাগানের এখানে ওখানে সর্ব্বত্র যাহাতে মল-মূত্র ত্যাগ না করে, তজ্জন্য বিশেষভাবে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবে। জ্বরের জন্য কি প্রণালীতে কুইনাইন সেবন করিতে হয়, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে ক্রটী করিবে না। সংক্রামক রোগীদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিবার বিষয় তাহাদের মল-মূত্র ও বমনাদি জড়িত বস্ত্র ও কাঁথা ইত্যাদি বেগবতী স্রোতবিশিষ্ট নদী খালে ধুইতে হইবে। নচেৎ আগুনে পোড়াইয়া মাটীতে পুতিয়া ফেলিতে হইবে, এ কথা তাহাদিগকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিবে। তাহাদিগকে মিতব্যয়ী হইতে উপদেশ দিতে ক্রটী করিবে না। পূর্ব্বক্ষণে যাহাতে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত না হয়, এ সম্বন্ধে খুব দৃঢ়তার সহিত উপদেশ দিবে। পাড়াপ্রতিবেশী মিলিয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে যাহাতে সদ্ভাবে—বন্ধুভাবে বাস করে, তজ্জন্য প্রাণপনে উপদেশ দিবে।

ক্রমশঃ—

রাওলপিণ্ডির ২৬শে অকটোবরের সংবাদে প্রকাশ, আফগান-রাজ আমানুল্লা তাঁহার "ইউরোপ ভ্রমণ" সম্বন্ধে বক্তৃতায় তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচকদের ইউরোপ ভ্রমণ ব্যয় সম্বন্ধীয় সমালোচনার উত্তরে বলেন, যদিও রাজকোষ হইতে ভ্রমণের নিমিত্ত প্রায় দুই লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে তথাপি দুনিয়ায় বিভিন্ন রাজন্যবর্গের প্রদত্ত উপহার গুলির মূল্য বাবদ তিনি ছয় কোটি টাকা লাভ করিয়াছেন।

—০—

আফগান সরকারের বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী ১১ লক্ষ টাকা মূলধনে একটি চিনির কারখানা ১৪ লক্ষ টাকা মূলধনে একটি কাপড়ের কল ১৬ লক্ষ টাকা মূলধনে পশমী কাপড়ের কল, ১৫ লক্ষ টাকার কাগজের কল, ৮০ হাজার টাকায় কর্ম্মকার কারখানা ও ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে দুগ্ধ সংক্রান্ত কল স্থাপনের আয়োজন করিতেছেন।

বন্দেমাতরম সঙ্গীত

জাতীয় সঙ্গীত নহে

"দি মুসলমান" পত্রের সম্পাদক মওলবী মুজীবর রহমান সাহেব, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ডাঃ আসাশরির নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন:—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি
সাহেব সমীপেষু—

জনাব,

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, দিল্লীর নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আগামী অধিবেশনে আমি যোগদান করিতে পারিব না এবং তজ্জন্য পৌত্তলিকতা ও পৌত্তলিক মনোবৃত্তির বিরোধী কতকগুলি কংগ্রেসকর্ম্মীর অন্তরে বর্ত্তমানে যে প্রশ্নের উদয় হইয়াছে, তাহাও সভার সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিব না। যাহা হউক, সে প্রশ্ন এই পত্রের মারফৎ জানাইয়া আমি তদ্বিষয়ে কমিটীর সদস্যগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। জাতীয়তামূলক সভাসমিতি সমূহে আমি 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গীত হওয়ার সম্পর্কে কিছু বলিতে চাই। 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত আদৌ জাতীয় সঙ্গীত নহে; ইহা দুর্গা, কমলা প্রভৃতি হিন্দুদেবিগণের স্তোত্র বিশেষ এবং যে ভাব বা প্রেরণা ইহার ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা পৌত্তলিক মনোবৃত্তির পরিপোষক এবং একেশ্বরবাদিগণের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিরোধী। যখন ইহা কোন জাতীয় সভা সমিতিতে গীত হয় তখন ইহার দ্বারা মুসলমানের ধর্ম্মবিশ্বাস বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়; সুতরাং জাতীয় সভা সমিতিতে এই গান বন্ধ করিয়া ইহার স্থানে অন্য গানের প্রচলন করা আবশ্যক। তবে যদি গানটী এরূপভাবে সংশোধিত হয় যে, ইহার মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রেরণা না থাকে, তাহা হইলে মুসলমান বা অন্য কোন একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের নিকট ইহা আপত্তিকর হইবে না। আমার হিন্দু দেশবাসিগণ পৌত্তলিকত সম্পর্কে যে সমস্ত দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহা আমি কিছু কিছু জানি, কিন্তু তৎসম্পর্কে আমি এই বলিতে চাই যে, সেই সমস্ত দার্শনিক ব্যাখ্যা আদৌ মর্ম্ম স্পর্শ করে না।

এতৎসহ আমি একটী প্রস্তাবের খস্ড়া পাঠাইতেছি; আশা করি কমিটীর কোন সদস্য ইহাকে কমিটীর সম্মুখে উপস্থিত করিবার ভার গ্রহণ করিবেন। আমি বিশ্বাস করি, কমিটীভুক্ত আমার হিন্দু বন্ধুগণ—(যাঁহারা কংগ্রেসকে যথার্থ জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে দেখিতে চান—যে প্রতিষ্ঠান এক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাসকে অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবে না) এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত
২৯-১০-২৮ মুজীবর রহমান

খস্ড়া প্রস্তাব

যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতটী হিন্দু দেবিগণের মাঙ্গলিকী বা অর্চ্চনামূলক এবং যেহেতু জাতীয় সভা-সমিতিতে গীত হইলে উহা সমবেত একেশ্বরবাদী সদস্যগণের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়া থাকে; সেই জন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মতে উক্ত সঙ্গীত প্রত্যেক জাতীয় সভা-সমিতিতে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক—যতদিন না উহা একেশ্বরবাদীগণের নিরাপত্তিকর ভাবে সংশোধিত হয়।

প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার থ্যাকার স্প্রিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী উইলিয়ম থ্যাকার স্প্রিঙ্ক গত ২৮শে অক্টোবর তারিখে লণ্ডন সহরে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

—০—

আগামী ডিসেম্বর মাস হইতে ২ বৎসরের জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের জন্য একজন জয়েণ্ট সেক্রেটারী নিয়োগ ভারত-সচিব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ বিদেশে ভারতীয়দের শিক্ষা সম্পর্কে একজন কর্ম্মচারী নিয়োগের দাবী করিয়া আসিতেছিলেন।

প্রতিবাদ সভা

নজ্রুল সম্বর্দ্ধনার নিন্দা

বিগত ১৬ই অক্টোবর রোজ শনিবার বেলা ৩ ঘটিকার সময় মওলবী মাহমুদররহমান সাহেবের সভাপতিত্বে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্রবৃন্দের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে—যেহেতু কাজী নজ্রুল ইস্লাম তাঁহার বিভিন্ন কবিতায় ইস্লামের মূল শিক্ষার উপর অতি জঘন্য ভাষায় ও কঠোরভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। প্রতিমা পূজা প্রভৃতি ইস্লাম বিরোধী অনাচারের প্রশ্রয় দিয়াছেন, সেইজন্য মাদ্রাসায়ে আলীয়ার ছাত্র-বৃন্দের এই সভা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

—রিপোর্টার

খিলাফত পার্কে জন-সভা

নেহরু রিপোর্টের প্রতিবাদ

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কলিকাতা খিলাফৎ কমিটির উদ্যোগে হ্যালিডে পার্কে মুসলমানদিগের এক সভা হইয়াছিল। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মুহম্মদ রফিক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়:—"নেহরু কমিটির রিপোর্ট লক্ষ্ণৌ সর্ব্বদল সম্মিলনে যেরূপভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে পূর্ব্বে কলিকাতার মুসলমানগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সভায় তাঁহাদের সেই মতের পরিবর্ত্তন করিতেছেন! তাঁহারা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, নেহরু রিপোর্টে ভারতের মুসলমানদিগের মৌখিক [illegible] দাবী রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হয় নাই। [illegible] ের মুসলমানদিগের নিকট এই রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য নহে।"

"কলিকাতাবাসি মুসলমানদিগের এই সভা রিপোর্টের রচয়িতাদিগের মতিগতি দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। কারণ রিপোর্ট প্রস্তুতকারিগণ বলিয়াছেন যে, ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবে। ঐরূপ শর্ত্তমূলক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সভা প্রতিবাদ করিতেছেন এবং উক্ত প্রদেশে অবিলম্বে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক বলিয়া মন্তব্য করিতেছেন।"

"এই সভা এরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন যে, কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সম্মিলন আহ্বান করা হউক এবং একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হউক।"

কলিকাতা কর্পোরেশন

খাদ্য পরীক্ষকের কথা

আমরা ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশনে মুস্লমান খাদ্য-পরীক্ষকের অভাব জানাইয়াছিলাম। সম্প্রতি কর্পোরেশনের মিটিংএ স্থির হইয়াছে যে, খাদ্য-পরীক্ষদের সংখ্যা অতি অল্প—১১ জন মাত্র, ইহাদের দ্বারা খাদ্য ও দুগ্ধাদি পরীক্ষার কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। সুতরাং আরও ১৪ জন খাদ্য-পরীক্ষক নিযুক্ত করা সভা কর্ত্তৃক মঞ্জুর করা হইয়াছে। এখন কথা এই যে, পূর্ব্বোক্ত ১১ জন খাদ্য-পরীক্ষক সকলেই হিন্দু; খৃষ্টীয়ান ২।১ জন আছেন কি না জানি না। এক্ষণে এই যে ১৪ জন নূতন খাদ্য-পরীক্ষক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ ১০ জন কিম্বা ৮ জন কি মুস্লমান নিযুক্ত হওয়া উচিত নয়? পরলোকগত সি, আর, দাসের শতকরা ৫৫টি চাকুরী কি "হিন্দু-স্বরাজে"—কর্পোরেশনে মুস্লমানগণ পাইয়াছেন? শতকরা ২০।২৫টি চাকুরীও ত তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই। আজকাল ত কর্পোরেশন স্বরাজীদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। মুস্লমান কাউন্সিলারগণ কি এই সুযোগে উপযুক্ত সংখ্যক মুস্লমান খাদ্য-পরীক্ষক নিযুক্ত করার পক্ষে বিশেষ জোর দিবেন না? যদি স্বজাতির পক্ষে কোন কাজই করা না হইল, তবে কাউন্সিলার হইয়া কি ফল? অনর্থক আসন জুড়িয়া থাকা ত কিছুতেই সঙ্গত নয়। স্বরাজী আমলে কর্পোরেশনে কত লোকের চাকুরী হইল; এবং তন্মধ্যে মুস্লমানগণ কতকগুলি 'নওকরী' পাইলেন, মুস্লমান কাউন্সিলারগণ কি তাহার একটা তালিকা সংগ্রহ করিয়া সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করিতে পারেন না? দুঃখের বিষয়, যে সকল মুস্লমান কাউন্সিলারের পদ অধিকার বা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জাতীয় বাংলা সংবাদ-পত্রের বড় একটা ধারধারেন না।

নাভার মহারাজের দুর্গতি

আবার ভাতা কমিল

'হেরাল্ড' পত্রে প্রকাশ নাভার ভূতপূর্ব্ব মহারাজাকে কোদাই কানালে স্থানান্তরিত করার পর হইতে তাঁহার ভাতা কমাইয়া মাসিক ৫৪০০ টাকা করা হইয়াছে। গদী ত্যাগের পর হইতে তিনি মাসিক ২৫ হাজার টাকা পাইতেন। তবে এই বৎসরের প্রথম হইতে ভারত সরকার তাহা কমাইয়া ১৫ হাজার টাকা করিয়াছিলেন; প্রকাশ, মহারাজা অন্যায়ভাবে টাকা পাইতেন বলিয়াই ঐরূপ করা হইয়াছিল।

নিজামের দিল্লী পরিদর্শন

মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ

'ষ্টেটসম্যান' পত্রের সংবাদদাতা বিগত ২৫শে অক্টোবর তারিখে সেকেন্দ্রাবাদ হইতে তারযোগে জানাইতেছেন যে, সম্প্রতি কোন কোন সংবাদপত্রে এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, বিশেষ কোন জরুরী বিষয়ের আলাপ করিবার জন্য বড়লাট বাহাদুর নিজাম বাহাদুরকে আহ্বান করিয়াছেন বলিয়াই তিনি দিল্লী যাইতে মনস্থ করিয়াছেন। নিজাম সরকার সংবাদপত্রসমূহের প্রচারিত এই সংবাদের প্রতিবাদ করিয়া এক কমিউনিক প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন যে, এবম্বিধ সংবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন। কমিউনিকে প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহাও বলা হইয়াছে যে, নিজাম বাহাদুরের জন্য দিল্লীতে যে নূতন প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা পরিদর্শনার্থই তিনি দিল্লী যাইতেছেন এবং তথায় ভদ্রতা রক্ষার খাতিরেই মাত্র একবার তিনি বড়লাটের সহিতও সাক্ষাৎ করিবেন।

বড় লাটের বিলাত গমন

তস্য গদীতে মাদ্রাজের লাট

লর্ড আরউইন ৪ মাসের ছুটী লইয়া আগামী বৎসর গ্রীষ্মকালে এপ্রিল মাসের শেষাশেষি ইংলণ্ড যাইবেন। এ সম্বন্ধে যে আধা সরকারী ঘোষণা বাহির হইয়াছে, সে বিষয়ে খুব আলোচনা চলিতেছে। গত বৎসরই গ্রীষ্মকালে লর্ড আরউইনের ইংলণ্ড যাইবার কথা ছিল। তখন ভারতবর্ষে সাইমন কমিশন বয়কট করিবার জন্য যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, সে জন্য এবং কমিশনের কার্য্য কলাপ সম্পর্কে ভারতীয় নেতাদের সহিত তাঁহার যে আলোচনা হইবার কথা ছিল, তাহার জন্য তিনি যাইতে পারেন নাই। কিন্তু এ বৎসর তাঁহার বিলাত গমন আরও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বাটলার কমিটীর সম্পর্কে তাঁহার ইংলণ্ডে উপস্থিতি যেমন প্রয়োজনীয়, সাইমন কমিশনের সম্পর্কেও তেমনই। সাইমন কমিশন ঐ সময় বিলাতে যাইয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন। বড় লাট সেপ্টেম্বরের প্রথমে ফিরিয়া আসিবেন। লর্ড আরউইন ইংলণ্ড যাইলে ভাইকাউণ্ট গসেন অস্থায়িভাবে বড় লাটের কাজ করিবেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবার ভাইকাউণ্ট গসেনের স্থানে বোধ হয় সার মার জারয়্যাকস্ অস্থায়িভাবে মাদ্রাজের লাট হইবেন।

লাহোরে ভীষণ বোমা

১১ জন নিহত, ৭০ জন আহত

লাহোরের ২৪শে অক্টোবরের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বিগত ২৩শে অক্টোবর মঙ্গলবার দিন লাহোর দুর্গের নিকট এক বোমাবিদারণের ফলে মোট ১১ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হইয়াছে। ঘটনা কেমন করিয়া অনুষ্ঠিত হইল, তৎসম্বন্ধে নানারূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। অধিকাংশ লোকেরই মত এই যে, কোন পাগল কর্ত্তৃক পথবাহী জনতার উপর বোমাটী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জনৈক মুস্লমান প্রত্যক্ষদর্শী এই সম্পর্কে যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে জানা গিয়াছে যে পথ-পার্শ্বস্থ কোন বাড়ীর ছাদ হইতে বোমাটী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আহতদের মধ্যেও অনেকে বলিয়াছে যে, এক বাড়ীর ছাদ হইতেই বোমাটী পতিত হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ এ-পর্য্যন্ত ঘটনার যে তদন্ত করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই ব্যাপারে কোনপ্রকার রাজনীতি বা সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নাই। নিহত ১১ জনের মধ্যে ৩ জন মুস্লমান, বাকী সকলেই হিন্দু। বিশেষজ্ঞদের মতে নিক্ষিপ্ত বোমাটি এ দেশে প্রস্তুত নাহ—বরং বিলাতী 'মিল' জাতীয় সাজ্যাতিক ধরণের। ঘটনা সম্পর্কে আরও তদন্ত চলিতেছে।

গো-পূজক ও গো-ভক্ত হিন্দু

খোনা বিবি

হিন্দুর পক্ষে গোজাতি দেবতা, গাভীগুলি গো-মাতা। হিন্দুর পক্ষে কূর্ম্ম (কাছিম বা কচ্ছপ), বরাহ (শূকর), মৎস্য প্রভৃতি যখন ভগবানের অবতার, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান (ঈশ্বর) ঐ সকল রূপ ধারণ করিয়া অবতার রূপে পৃথিবীতে (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ; আবার রাম বা কৃষ্ণ অবতার মনুষ্যরূপে পিতার ঔরসে ও মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক, বিবাহ-সাদী করিয়া, সন্তানাদি জন্মাইয়া মানুষের ন্যায় বংশরক্ষা করিয়া মানুষের ন্যায়ই মরিয়া গিয়াছেন ; তখন গরু তাহাদের দেবতা হইবে, গাভী (ভগবতী) তাহাদের মাতা হইবে, ইহা অসম্ভবই বা কিসে ? অথচ হিন্দুর বেদে ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে গোমেধ যজ্ঞ, গোমাংস ভক্ষণ, গোমাংস দ্বারা অতিথিসৎকার প্রভৃতির ভূরি ভূরি সাক্ষ্য সাবুত আছে ; পৌরাণিক যুগে গরুগুলি হঠাৎ হিন্দুর দেবতার আসন গ্রহণ করে। আজকালও অনেক হিন্দুর পেটে গরুর হাম্বারব শুনা যায় ; আবার তাহারাই গোরক্ষার নামে মুস্‌লমানের মুণ্ডপাত করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হয়। গো-হত্যার পরিবর্ত্তে মুস্‌লমান হত্যা করিয়া ধর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি বাজায়। অথচ ভারতে গো হত্যা বা গোবংশ ধ্বংসের জন্য হিন্দুগণই প্রধানতঃ দায়ী। হিন্দু জমীদারগণ গো-চারণ ভূমিগুলি আত্মসাৎ করিয়া প্রজাধীন করিয়া গো-জাতির মৃত্যুর কারণ ঘটাইয়াছেন। হিন্দু গোয়ালাগণ ফুকা দিয়া গাভী দোহন করিয়া গাভীর গর্ভ-সঞ্চারের পথ রুদ্ধ করিতেছে ; ছোট ছোট বাছুরগুলিকে ইউরোপীয়ানদিগের খাদ্যের জন্য বিক্রয় করিয়া তাহাদের বংশ ধ্বংস করিতেছে। ফুকা দেওয়া যে কি বীভৎস ব্যাপার, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। মানুষ যে এমন পৈশাচিক কার্য্য করিতে পারে, তাহা খেয়ালেও আইসে না। এরাই না কি আবার গো-দেবদেবীর পূজাকারী ও গো-জাতির রক্ষাকারী। তারপর হিন্দু মুচির পাগা ; চামড়ার লোভে বিষ খাওয়াইয়া গো-বংশ ধ্বংস করা ইহাদের প্রধান কাজ। ইহারা হাজার হাজার গরু বিষ খাওয়াইয়া বধ করে। গো-পূজক হিন্দুদিগের সে দিকে দৃষ্টি পতিত হয় না। মুস্‌লমানেরা খাওয়ার জন্য বৎসর ২।১টা রোগা-শোকা, নেংড়া-লুলো, বন্ধ্যা-গরু জবেহ করিল, উহার প্রতি হিন্দু ভ্রাতাগণ তাহারই গন্ধ শুঁকিয়া বেড়ান। এই সকল দেশেই দেখুন না, কোন্ জাতি গো-পালন ও তাহাদের বংশ রক্ষা করিতেছে ? হিন্দু না মুস্‌লমান ? কোন জাতির গো-ধন বা গো-সম্পদ অধিক ? হিন্দু মাড়ওয়ারিদের মধ্যে অনেকে গবর্ণমেণ্টের সামরিক বিভাগের কণ্ট্রাক্টর। গোরা পল্টনের আহারের গোমাংস তাঁহারা যোগাইয়া থাকেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না ; যত দোষ মুস্‌লমানের বেলায়। তার পর এই যে আর্কফলা ও পৈতাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ গো-হত্যার নামে কাণে অঙ্গুলী দেন, তাঁহাদের পায়ে ঐ যে উচ্চ মূল্যের চটিজুতা দেখা যায়, তাহাতে গো-চর্ম্মের কোনও সংশ্রব আছে কি না, জিজ্ঞাস্য। আর যে সকল গো-বন্ধু বা গো হিতৈষী হিন্দু ভদ্রলোক গো-হত্যার নামে দাঁতে জিভ-কাটিয়া থাকেন, গো-খাদক "যবন" জাতির উচ্ছেদ সাধন জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়ান ও আপনাদের ক্ষাত্র সমর জ্বালিয়া দেন, তাঁহাদের পায়ের ঐ নানাপ্রকার ইংরেজী জুতা, সু, বুট প্রভৃতি কিসের তৈয়ারী ? উহা কি গো-দেবতা ও গো-মাতার পবিত্র চামড়ায় তৈয়ারী নহে ? মায়ের চামড়ার জুতা পায়ে দিতে কোন দোষ হয় না ; উহাদের গোবর ভক্ষণ করিলেই ভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শিত হইল। এমন গো-ভক্তির বালাই লইয়া মরিতে হয়। ভণ্ডামী আর কাহাকে বলে ? সকলেই অবগত আছেন যে, মোর্দ্দা গো-চর্ম্মের মূল্য অতি কম, এবং উহার দ্বারা তৈয়ারী জুতা উৎকৃষ্ট হয় না। "হালালী" নামধেয় জবেহ করা বা সাহেবদিগের হেমার মারা (মুগুর দ্বারা বধ করা) গরুর চামড়াই উৎকৃষ্ট ; এবং উহার নির্ম্মিত জুতাই টেকসহ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাহারা গো-বধের অনুমোদন বা প্রশ্রয়ই দিয়া থাকে। "মোর্দ্দা" (মৃত) গরুর চামড়ায় নির্ম্মিত জুতা তাঁহারা পছন্দ করেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের উৎকৃষ্ট গো-ভক্তি কি—পূর্ণরূপ ভণ্ডতার পরিচায়ক নহে ? মাংস ভক্ষণ করিলে গো-বংশ ধ্বংস হয় না। যদি তাহাই হইত ; তবে অষ্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের গো-খাদক জাতি কোটি কোটি টাকার গোমাংস, জমাট দুগ্ধ, মাখন ও পনির বিদেশে চালান দিতে পারিত না, অল্প দিনের মধ্যেই ঐ সকল দেশের গো-বংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত। সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা যে সকল জন্তুর মাংস মানুষের খাদ্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ; উহাদের বংশ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা সেইরূপ করিয়াছেন। আরব, পারস্য, মিসর, সিরিয়া, এরাক, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, তাতার প্রভৃতি দেশের অধিবাসীগণ উষ্ট্র, দোম্বা, ভেড়া ও ছাগমাংস ভক্ষণ করে বলিয়া ঐ সকল দেশে ঐ সকল পশুর বংশবৃদ্ধি অসাধারণভাবে হয়। ভারতবর্ষেও গোজাতির সংখ্যা অধিক, সুতরাং মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক নিয়মের যাহারা ব্যতিক্রম করে, তাহারা নিতান্ত অজ্ঞ। হিন্দুদিগকে বিশেষভাবে উদ্যোগী দেখিতাম তবে বলিতাম, গো দেবতা বা গো-মাতাদের প্রতি তাহাদের প্রাণের "দরদ" আছে। সেরূপ করিলে ভারতে গো-জাতির ঈদৃশ দুর্গতি ঘটিত না। ভারতের গাভীগুলিও ।৫ সের কিম্বা ।।০ আধমণ ।।৫ পঁচিশ সের দুগ্ধ দান করিত। চাষের বলদ ও গাভীগুলি অস্থিচর্ম্মসার হইল। সেগুলির পাঁজরার হাড় এক একখানি করিয়া গণনা করা যাইত না। আমরা গো-পূজক ও গো-ভক্ত বা গো-বন্ধু হিন্দু ভ্রাতাদিগকে আমাদিগের এই কথাগুলির উত্তর প্রদান জন্য আহ্বান করিতেছি। ২।৪টা পিঁজরা পোল, ২।১০টা গরুর আশ্রম খুলিলেই ভারতের বাঙ্গালা দেশের গোকুল রক্ষা পাইবে না ; এবং গো-জাতির উন্নতি চরমে উঠিবে না। ভণ্ডামী ত্যাগ করিয়া ঠিক পথ অবলম্বন করিলে গো-জাতির উন্নতি হইবে, হিন্দু-মুসলমানে মারামারি এবং কাটাকাটিও হইবে না। দেশে দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, দধি, ছানা প্রভৃতি সুলভ হইবে ; তাহা খাইয়া লোকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে ; শিশু-মৃত্যুর হার কমিবে ; দেশবাসীর চেহারা ফিরিয়া যাইবে ; তাহারা স্বাস্থ্য, সম্পদ-সম্পন্ন ও তাকতওয়ার হইবে

যুক্ত-প্রদেশে মুঃ সম্মিলন

সভাপতি শওকৎ আলী

কানপুরের ২৫শে অক্টোবরের সংবাদে জানা যায় যুক্ত-প্রদেশের সকল দলের মুসলমান নেতাগণ মিলিয়া স্থির করিয়াছেন, স্থানীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর আগামী অধিবেশন ৪ঠা ও ৫ই নভেম্বর তারিখে কানপুর শহরেই হইবে। মওলানা শওকৎ আলী সাহেব সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছেন, এবং খানবাহাদুর হাফেজ হেদায়ত হুসেন, এম, এল, সি, সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশের ১৭টী মুসলমান সমিতির নামে নিমন্ত্রণ-পত্র প্রেরিত হইয়াছে।

হিন্দু-মুস্‌লিম মিলিত সভা

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবী

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হাজরাপুরে বঙ্গীয় কৃষক ও রায়ত সভার উদ্যোগে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক ও রায়তদিগের এক সভা হইয়াছিল। মিঃ বি, সি, মণ্ডল সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ জগদীশ গোস্বামী সভায় বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, মূলতঃ হিন্দু ধর্ম্মের সহিত অন্য ধর্ম্মের কোন তফাৎ নাই। যদি হিন্দু ও মুসলমান ঐকত্রিত হয়, তবে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সহজেই হইতে পারে। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের লোককে একত্রিত হইতে বলেন। মিঃ বি, সি, মণ্ডল তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, স্বরাজী কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কাহারও দোষ নাই। কাউন্সিলি নির্ব্বাচনে যে সমস্ত লোক জমিদারদিগের পক্ষে ভোট দিয়াছিল, ইহা তাহাদেরই কৃত-কর্ম্মের ফল। ইহার প্রতিকার [illegible]ত পারে যদি রায়তদিগের জন্য একটি [illegible]ক-মণ্ডলী করা হয়। তাহা হইলে জাম[illegible] ভোটদাতাদের উপর অন্যায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। রায়তদিগের জন্য পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলী দাবী করিয়া ও সদস্যপদ স্বতন্ত্র করিয়া রাখার এবং বর্ত্তমান মিশ্র-নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর নিন্দা করিয়া কয়েকটী প্রস্তাব বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হয়।

মশ্‌রেকী

ইরাকের রেলওয়ে-সমস্যা

বৃটিশে ফয়সলে মিতালী

ইরাকের রেলওয়ে সমস্যার মীমাংসা যে কোন মুহূর্ত্তে সরকারীভাবে অনুমোদিত হইতে পারে। ১৯২৫ সালে হিল্টন ইয়ং কমিটী যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা লিখিয়াছিলেন যে, ইরাকের রেললাইন সমূহের মূল্য পাঁচ কোটী টাকা হইতে পারে। সেই মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়াই মীমাংসা হইবে। ইরাক গবর্ণমেণ্ট রেল লাইন সমূহের মালিক হইবেন এবং ইংলণ্ডের তাহাতে দুই কোটী টাকার অংশ থাকিবে। ইরাক গবর্ণমেণ্টের অংশ থাকিবে আড়াই কোটী টাকার। ইরাক গবর্ণমেণ্ট রেল লাইনের বাবদ যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তৎপ্রতি বিবেচনা করিয়া ইরাক সরকারকে বিশেষভাবে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। ইরাকের প্রধান মন্ত্রী বসরায় পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বিগত শনিবার ট্রেণ-যোগে বাগ্‌দাদ হইতে ইরাকে পৌছিয়াছেন। রেলওয়ের হস্তান্তর সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করণার্থ এবং বসরা ও মোয়ার অধিবাসীগণ ইরাক হইতে পৃথক হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ইংরেজ অধিকারে থাকিতে চায় বলিয়া, অধুনা যে একটী উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, উহার সত্যাসত্য নির্ণয় করণার্থ তিনি তথায় গমন করিয়াছেন। রেলওয়ের ইংরেজ কর্ম্মচারি বর্গ কণ্ট্রাক্টের জন্য যে দাবী করিয়াছিলেন, তাহা এখনও অনির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং ইরাকের হস্তে রেলসমূহের হস্তান্তরের কথা শুনিয়া তাঁহাদের উদ্বেগ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

আফগান রাজ্যে উন্নতি

বিদেশে ছাত্র প্রেরণ

গত মাসের প্রথমে আফগান রাজ আমানুল্লা তাঁহার পদস্থ কর্ম্মচারীদের লইয়া এক পরামর্শ সভার অধিবেশন বসান। সে সভায় তিনি তাঁহার রাজ্যে আরও সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আফগানিস্তানের সমর বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র রাজকোষ থাকিবে। হাইস্কুলের ছাত্রদিগকে অধ্যয়নের শেষে এক বৎসর সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার রিজার্ভ অফিসাররূপে থাকিবেন, যুদ্ধের সময় সরকারের সাহায্যার্থ আহূত হইবেন। অফিসারদের শিক্ষার জন্য স্কুল খোলা হইবে। সামরিক অফিসার ও লোকজন পীর অথবা পীরের শিষ্য হইতে পারিবেন না। ১৫ জন ছাত্র বাকুতে যাইয়া তেলের খনির কার্জ শিখিবে। কয়েক সহস্র যুবককে ইউরোপের নানা কারখানায় পাঠাইয়া কাজ শিখাইয়া আনা হইবে। তাহারা নামমাত্র ভাতা লইয়া তথায় কাজ করিবে। টেলিগ্রাফ লাইন পাতিয়া বহির্জ্জগতের সহিত আফগানিস্তানের যোগাযোগ ঘটান হইবে। টেলিগ্রাফের থামের জন্য কাঠের খোঁটা ব্যবহৃত হইবে। শ্রমশিল্প ও ডাক্তারী বিদ্যালয় খোলা হইবে। রাজনীতি শিক্ষার জন্য স্কুল খোলা হইবে। দরবারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ যে যেখানে ইচ্ছা বসিতে পারিবেন। পুলিসের বর্ত্তমান শিরস্ত্রাণ পাল্টাইয়া দেওয়া হইবে। মিউনিসিপ্যাল ব্যাপারে উৎকোচ গ্রহণকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা যাহাতে কমিয়া যায়, রাজা সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন বলিয়াছেন।

সিলহটের জগৎসী নিবাসী আলক রামের বাড়ীতে একটি ছাগ একটী বাচ্চা প্রসব করিয়াছে। ছাগবৎসের চারিখানা পা পেটের ঠিক মধ্যস্থলের ঠিক এক স্থান হইতে বাহির হইয়াছে এবং পেট ও বক্ষঃস্থল পা গুলির দুই দিকে বিদ্যমান। ছাগ বৎসটী এ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে এবং অতি কষ্টে দাঁড়াইতে পারে।

—০—

সম্প্রতি ঘোষিত হইয়াছে যে ভিক্টর টকিং মেশিন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা এবং ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এলফ্রেড জনসন ১৫০০০০ হাজার ডলার দিয়া এলিশইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের প্রথম সংস্করণের দুইখানি পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে নিউজার্সির মোরিশ শহরে অবস্থান করিতেছেন। মিঃ জনসন ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি মোরিশ শহরে তাঁহার ভাতার স্থাপনে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

কলিকাতার বাজার দর

—:*:—

পাট

পাটের দর ৮৶০ টাকা হইতে ১৩৷৷০ টাকা মণ। গত বৎসর এই সময়ে দর ছিল ৮৷৷০ টাকা হইতে ১২।০ টাকা মণ।

সোণা ও রূপা

ইংলিশ বার (প্রতিভরি)	২১৷৶১০
টাঁকশালের ,, ,,	২১৷৷/০
বড়ালের ,, ,,	২১৷৷০
চিনাপাত ,, ,,	২১।৶০
গিনি (প্রত্যেকখানা)	১৩৷৷৫
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৬০/০
ঐ খুচরা	৬০৷৷/০

চাউল

শিটা	৮৷৵০	টাকা	মণ
পাটনাই আতপ পুরাতন—	৮৶০	,,	৭৷৵০
চিনি শক্কর	১১৲	,,	১৩৲
দাউদখানি	১১৲	,,	১৩৲
বাঁকতুলসী	৮৷৷০	,,	৯৲
বালাম	৭৷৷০	,,	৭৷৵০
পাটনাই	৭।০	,,	৭৷৷০

ডাল

মাষ কলাই ডাল—৭৲ হইতে		৭৷৵০ মণ
অড়হর দেশী—৮৲		৮৷৷০
ছোলার ডাল—৬৷৵০		৭৷৷০
মুশুরি পাটনাই—	৮৷৷০	৮৷৷৶০
ঐ খাড়ী	৯৲	১০৲
মুগ—	১১৷৷০	১৫৷৷০
মটর—	৬৷৷০	৭৲
খেঁসারী—	৪৷৶০	৫।০
সোণামুগ গোটা—	১৩৷৵০	১৪৷৷০
কৃষ্ণ—	৮৷৷০	৮৷৵০
হারি—	৫৲	৬৷৷০
কালিকলাই	৫৷৵০	৬।০

মসলা

হরিদ্রা (মছলি পত্তন)—১৩।০ ;
সুপারী (ছোট দানা)—১৭৲—১৮৲
ঐ (বড় দানা)—১৯৲ ; ২০৲
ধনিয়া—৯৷৷০
লাল লঙ্কা—১৩৷৷০
গোল মরিচ—৭৫৲, ৭৭৷৷০
এলাচি (বড়)—৩৫৲, ৩৬৲
ঐ (ছোট)—৪৲ ৪৷৷০ ; সের
সাগু দানা—১০৲
ধুনা (জাহাজী)—৬।০, ৭৷৵০
দারুচিনি—১৩৷৵০
লবঙ্গ—১৷৷০, ১৷৷/০ সের
মিশ্রি ১নং—১০৲, ১০৷৵০

ঘৃত

শ্রী—	৮৬৲
মটকী—	৭৮।০
ভারতী—	৭৫৲
খুরজা—	৭৫৲

আটা ময়দা সুজী

পেটেণ্ট ময়দা প্রতিমণ—৯৲	হইতে	৯৶০
মিহি—	৮৷৵০	৮৷৶০
সুজী—	৯৲	৯৶০
আটা "বি"—	৮৷৵০	৮৷৶০
ঐ ২নং—	৮৶০	৮।০
ঐ ৩নং—	৬।০	৬৷৶০
ঐ "এস" মার্কা	৮৲	৮৶০

তৈল

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটি (রাধা-কৃষ্ণ মার্কা)	২৩.০,	২৬৲
,, কলের মিশ্রিত	২০৲ ২২৷৷০,	২৫৲
,, কানপুর, টিন সমেত	২৩৷৷০, ২৪৲,	২৬৲
,, ঘাণির	২৭৷৷০, ২৮৲,	৩০৲
নারিকেল তৈল কোচিন	২৪৲ ২৪৷৷০	৩০৲
রেড়ির তৈল	১৫৷৷০ ১৬৷৷০	২৫৲
হাতী কেরাসিন	৬।১০ টাকা বাক্স	
হাস ,,	৫৷৵১০ ,,	
রাণী ,,	৫৷৵১০	
সূর্য্য ,,	৬।১০	

মফঃস্বল

সভা-সমিতি

(১)

নদীয়া জেলার কলাবাড়ী—রামনগর জুনিয়ার মাদ্রাসায় বিগত ২২।২৩শে আশ্বিন তারিখে অন্যূন ছয় হাজার লোকের সমবায়ে এক বিরাট ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ফুরফুরা নিবাসী বিখ্যাত পীর মোর্শেদ জনাব মওলানা শাহ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। "শরিয়তে-ইস্‌লামের" সুযোগ্য সম্পাদক প্রসিদ্ধ আলেম মওলানা হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী এবং নওমোস্‌লেম মওঃ আবদুস্ সোবহান ভট্টাচার্য্য বি-এ, সাহেব শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলীর একমতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ উক্ত সভায় গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাব :—বঙ্গব্যাপী বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক যে বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছে, উহাকে আইনে পরিণত করিয়া জনসাধারণের অশেষ কল্যান সাধন করিতে এই সভা সহৃদয় গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছেন।

২য় প্রস্তাব :—হজ্জ যাত্রীদিগের জন্য কলিকাতা বন্দর হইতে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত সংখ্যক জাহাজের সুব্যবস্থা করিবার জন্য এই সভা কলিকাতা হজ্জ কমিটির নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছেন।

৩য় প্রস্তাব :—বঙ্গীয় হাইস্কুল সমূহের বিশেষ সাহায্য হেতু গবর্ণমেণ্ট আট লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মাদ্রাসা সমূহের জন্য অদ্যাবধি কোন বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয় নাই। এই সভা ন্যায়বান গবর্ণমেণ্টের নিকট মাদ্রাসা সমূহের বিশেষ সাহায্য হেতু উপযুক্ত পরিমাণে টাকা প্রদান করিতে একান্ত অনুরোধ জানাইতেছেন।

(২)

যশোহর জেলার ঝিকরগাছা বাজারে গত ২৪শে আশ্বিন তারিখে মওঃ মোঃ ইউসোফ সাহেবের সভাপতিত্বে বিরাট ধর্ম্ম-সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় অন্যূন দশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। ফুরফুরার মহামান্য জনাব পীর সাহেব এবং শরিয়তে-ইস্‌লাম সম্পাদক মওলানা হাজী আহমদ আলী এনায়েতপুরী, মওঃ আবদুস্ সোবহান ভট্টাচার্য্য বি-এ, ও মওঃ নুর মোহাম্মদ সাহেব শিক্ষা সম্বন্ধে বহুক্ষণ ওয়াজ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বিরাট সভায় উপস্থিত জনমণ্ডলীর সম্মতিক্রমে উপরোক্ত প্রস্তাবত্রয় গৃহীত হইবার পর নিম্নোক্ত প্রস্তাবটীও গৃহীত হয় যে, অসবর্ণ ও বাল্য-বিবাহ সম্পর্কীয় যে আইন পাস হইবার কথা হইতেছে, উহা আইনে পরিণত হইলে মোসলমানের ধর্ম্মভাবে বিশেষ আঘাত প্রদান করা হইবে; সুতরাং উহা আইনে পরিণত না হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া, উক্ত বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

(৩)

ফরিদপুর জেলার মিরকী কাছারী প্রাঙ্গনে ২৬শে আশ্বিন তারিখে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সমবায়ে এবং মওঃ তসিরউদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে এক ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ফুরফুরার জনাব পীর সাহেব এবং মওলানা এনায়েতপুরী সাহেব শের্ক, বেদায়াত, একতা, সাম্য ও শিক্ষা সম্বন্ধে ওয়াজ নসিহত প্রদান করেন। এই সভাতেও উপরোক্ত প্রস্তাবাবলী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(৪)

যশোহর জেলার ভদ্রভাঙ্গা জুনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে ৫।৬ হাজার লোকের সমবায়ে মওঃ সৈয়দ আহাদ আলী দেওয়ান সাহেবের সভাপতিত্বে একটী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। যশোহর ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান মওঃ সৈয়দ নওশের আলী এম, এল, সি, এবং ভাইস চেয়ারম্যান মওঃ সৈয়দ আবদুর রউফ এম, এল, সি, সাহেব উক্ত সভায় যোগদান করিবার জন্য গমন করিয়াও অত্যধিক বৃষ্টিপাত হেতু সভাস্থানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বৃষ্টি মধ্যে ভিজিয়া ভিজিয়া ফুরফুরার জনাব হজরত পীর সাহেব ও জনাব মওলানা এনায়েতপুর এবং মওলানা আবদুল কাদের সাহেব বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নানাবিধ বিষয়ে ওয়াজ নসিহত করেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটী এই সভায় গৃহীত হইয়াছে। যথা :—বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, যে সমস্ত জুনিয়র মাদ্রাসার উপরিতন তিনটী শ্রেণীতে অন্ততঃ কুড়ি জন ছাত্র না থাকিবে, সেই সমস্ত মাদ্রাসায় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দেওয়া হইবে না। এই আদেশ জারী হওয়াতে বাংলার জুনিয়ার মাদ্রাসা সমূহের তথা মোসলেম শিক্ষায় মুণ্ডপাত করা হইয়াছে। মোসলমানের একমাত্র সম্বল মাদ্রাসা সমূহের প্রতি এবম্বিধ নির্ম্মম আদেশ প্রদত্ত হওয়ায় এই সভা উক্ত আদেশ রহিত করিবার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছেন।

—সংবাদ দাতা

'নওগাঁ রায়ত কন্‌ফারেন্স'

১৮ই ও ১৯শে কার্ত্তিক রবি ও সোমবার

সভাপতি—মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান্

রাজশাহী জেলার কৃষকদিগের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। শিক্ষা, অর্থ, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সব দিক দিয়াই ইহারা পশ্চাৎপদ। বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে ইহারা আরও অজ্ঞ। ইহাদিগকে জাগাইয়া তুলিবার কোন ব্যবস্থা এপর্য্যন্ত হয় নাই। কাজেই এই "জেলা রায়ত কন্‌ফারেন্স" আহ্বান করা হইতেছে। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। তাহা কৃষকদিগের পক্ষে মঙ্গলজনক কি তদ্বিপরীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাও এই কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য। দেশমান্য, প্রজাহিতৈষী নেতৃবৃন্দ সভায় যোগদান করিতেছেন। আশা করি, রাজশাহী জেলার প্রত্যেক কৃষক, রায়ত ও কৃষকহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ ডেলিগেট বা দর্শকরূপে সভায় যোগদান করিবেন। ডেলিগেট ফি ১৲ টাকা ও দর্শক ফি ।৹ আনা মাত্র। আবশ্যকবোধে ডেলিগেটগণের আহার বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া যাইবে। ডেলিগেটগণের নিজ নিজ বিছানা পত্র সঙ্গে আনিতে হইবে।

ডেলিগেট ফি ও পত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

মওলবী মফিজুদ্দিন আহ্‌মদ বি-এল, উকিল,
নওগাঁ, রাজশাহী।

'ইউনিয়ন বোর্ডের দুর্দ্দশা'

টেক্স বন্ধ

আমাদের কেন্দুয়া থানার অধীন ১২ নং ও ১৩ নং ইউনিয়নে ইউনিয়নবোর্ড নিয়া আজ কয়েক মাস যাবৎ ভীষণ আন্দোলন চলিতেছিল। আমরা বলিয়াছিলাম, ইউনিয়নবোর্ড চাহি না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের প্রবল ইচ্ছায় নেত্রকোণার সার্কেল অফিসার ইউনিয়নবোর্ড পাতিয়াছেন। আমাদের নেতা কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগের সদস্য মওলবী মাকসুম আলী তালুকদার সাহেব পূর্ব্ব হইতেই এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া আমাদিগকে হুঁশিয়ার করিয়াছিলেন। আজ দিন কয়েক হইল ইউনিয়ন বোর্ডের বৃদ্ধিকর দিতে অস্বীকার করিয়া নেত্রকোণা এস, ডি, ও, মহাশয়ের সমীপে এ অঞ্চলের জনসাধারণ দরখাস্ত করিয়াছেন এবং টেক্স বন্ধ করিয়াছেন। বিগত ২৫শে আশ্বিন টেক্স দেওয়ার শেষ দিন ধার্য্য ছিল। ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মহাশয় এই মর্ম্মে এক নোটিশ দিয়াছিলেন যে, যাহারা ২৫শে আশ্বিন মধ্যে টেক্স না দিবেন, তাহাদের প্রতি টাকায় চারি আনা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে। সেই আদেশ অমান্য করিয়া টেক্স বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইউনিয়নবোর্ড উঠাইয়া নিতে সরকারকে অনুরোধ ও বোর্ডের মেম্বরদিগকে বোর্ড ছাড়িয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছি। আরজ ইতি—

১২ ও ১৩ নং ইউনিয়নের জনসাধারণ।

আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের ব্রিজওয়াটার নামক স্থানে ব্যাঙ্কের ২ জন কেসিয়ারকে মোটরে আটক রাখিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে গত বৎসর স্যাকো ও ভেনজেটি নামক ২ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। সম্প্রতি 'আউটলুক' নামক নিউইয়র্কের এক সাপ্তাহিক পত্রে এই মর্ম্মে এক এফিডেভিট প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাহারা উক্ত হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী নহে। উক্ত পত্র বলেন যে, ব্রিজওয়াটারের দস্যুগণ স্যাকো ও ভেনজেটিকে অপরাধী করিয়াছিল। যাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া উক্ত হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়াছিল, উক্ত পত্রে তাহাদের স্বীকারোক্তি প্রকাশিত হইয়াছে।

মুখতসর

মদিনার মধ্যে চাষের বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য ত্রিশ হাজার পাউণ্ড নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

—০—

ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য ১৫৩ জন পারস্যবাসী ছাত্র প্যারিসে উপনীত হইয়াছেন।

—০—

শিক্ষালাভ করিবার জন্য ১০০ আফগান বালক এবং ১৫টী আফগান বালিকা কনস্তান্তিনোপলে পৌঁছিয়াছে।

—০—

মক্কানগরীকে ইলেকট্রিক আলোয় আলোকিত করিবার উদ্দেশ্যে সুলতান ইবনেসউদ মক্কা শরীফের মধ্যে ইলেকট্রিকের একটী বৃহৎ কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

—০—

মহীশূরের খনিতে পাহাড় কাটিবার ফলে ৩ জন কুলি নিহত এবং ৮ জন আহত হইয়াছে। আহতদিগকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে।

—০—

পুনার নিকট ভাটগড়ে স্থানীয় লাট জগতের মধ্যে বৃহত্তম বাঁধের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। ১২॥০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। বাঁধ ১৭ মাইল লম্বা।

—০—

তুরস্কের গবর্ণমেণ্ট ৪৬ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক নরনারীদের জন্য ১২ হাজ[illegible]কর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তুরস্কের সমস্ত নরনার[illegible] পড়িতে শিক্ষা দিবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

—০—

লণ্ডনের ১৮ই অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতসচিব সাউথ পঞ্জাব রেলওয়ে বোর্ডকে জানাইয়াছেন যে, আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ১৯২৯ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট সাউথ পঞ্জাব রেল লাইন কিনিয়া লইবেন।

—০—

১৯২৮ সালের চিকিৎসা বিষয়ক নোবেল প্রাইজটী অধ্যাপক চার্লস নিকোল পাইয়াছেন। ইনি টিউনিসের পাশ্চার ইনষ্টিটিউটের ডাইরেক্টর। টাইফয়েড সম্পর্কে গবেষণা করিয়া ইনি নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

—০—

চীনের সহিত যে সকল শক্তির সন্ধি আছে, সেই সকল শক্তির নিকট চীনের পররাষ্ট্র অফিস হইতে চিঠি প্রেরিত হইয়াছে। তাহাতে শক্তিপুঞ্জকে অবিলম্বে স্থানাতিরিক্ত অধিকার সমূহ পরিত্যাগ করিবার জন্য দাবী করা হইয়াছে।

—০—

গত ৯ই কার্ত্তিক রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিটের সময় অনারেবল মিঃ এস, আর, দাস কলিকাতা ৮নং শর্ট ষ্ট্রীটে ডাঃ ডি, এন, রায়ের বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। পরদিন প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে।

—০—

নূতন ভাসমান পোতাশ্রয়ের দ্বিতীয় অংশ সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াছে এবং নিরাপদে বাঁধা হইয়াছে। প্রথম অংশটুকু ইতিপূর্ব্বে বাঁধা হইয়াছিল। এই উভয় অংশ যোগ করিবার কার্য্য অতি শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। টাই নদী হইতে টানিয়া আনিতে প্রায় দুইলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় পড়িয়াছে।

—০—

ব্রিটিশ গায়না হইতে ৭০০ শত ভারতীয় শ্রমিকসহ 'সাতলাজ' নামক জাহাজ গত সোমবার দিন কলিকাতা বন্দরে পৌঁছিয়াছে। পথিমধ্যে জাহাজে ৩৭ জন মারা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৃদ্ধ। পথের ঠাণ্ডা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা মারা গিয়াছে।

মেদিনীপুর জিলার পাঁসকুড়ার নিকটবর্ত্তী প্রতাপপুর গ্রামে সুরেন্দ্রনাথ সেনের বাটীতে গত ২৬শে আশ্বিন ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ১৫ জন ডাকাত গৃহস্বামীকে ভয় দেখাইয়া অলঙ্কার ও নগদ টাকা প্রভৃতিতে ২২ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

—০—

টাইয়ানফু হইতে ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কেনচার্ড হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইহার নিকটবর্ত্তী ২২টা সহরে ২ হাজার নাগরিক প্লেগে মারা পড়িয়াছে। সমস্ত প্রতিষেধক নিস্ফল হইতেছে। ভবিষ্যতে অতি ভয়াবহ কাণ্ড হইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

—০—

সিরাজগঞ্জে যমুনার ভাঙ্গন এখনও শেষ হয় নাই। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পুরাতন বাংলা (বর্ত্তমান সরেকুইস হাউস) পরিত্যক্ত হইয়াছে। উহার প্রাঙ্গন যমুনার কুক্ষিগত হইতেছে। ফৌজদারী আদালত শীঘ্রই সিরাজগঞ্জ বাজারের নিকট স্থানান্তরিত করা হইবে।

—০—

লণ্ডন, ১৯শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, লর্ড বার্কেন হেড অদ্য ইণ্ডিয়া অফিসে উপস্থিত ছিলেন। আগামী কল্যও থাকিবেন এবং তাঁহার কর্ম্মচারিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবেন। লর্ড পীল সম্ভবতঃ আগামী সপ্তাহ হইতে ইণ্ডিয়া অফিসের রশ্মি ধারণ করিবেন।

—০—

কাবুল নিখিল এশিয়া কংগ্রেসের যে তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে; তাহাতে চারিটী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবে। (১) পৃথিবী হইতে জাতিগত বৈষম্যের উচ্ছেদ সাধন। (২) ছাত্র ও অধ্যাপকের বিনিময়। (৩) এসিয়ার সকল দেশে সংবাদ এজেন্সির প্রতিষ্ঠা। (৪) এসিয়ার লোকদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার মিলন।

—০—

ইংলণ্ডের বেকার সংখ্যা সম্বন্ধে সর্ব্বশেষ রিপোর্টে দেখা যায় যে, বেকার সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ৮ই অক্টোবরে যে রেজিষ্টারী হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত সপ্তাহে বেকার সংখ্যা ১৩১২৭০০ ছিল। ইহার পূর্ব্ব সপ্তাহে বেকারের সংখ্যা এই সংখ্যাপেক্ষা ১৬৬৭৯ জন অধিক ছিল।

—০—

ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহের প্রজাদের "প্রতিনিধিরূপে" মিঃ অভয়ঙ্কর এবং মিঃ সুভাঁর লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে বাটলার তদন্ত কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় নাই। এই কমিটির অধিবেশন গোপনে করা হইতেছে। সংবাদ যে সভায় সার লেসলী স্কট রাজাদের পক্ষের কথা বলিয়াছিলেন।

—০—

নব-নিযুক্ত অতিরিক্ত চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নছিরুদ্দীন গত মঙ্গলবার জোড়াবাগানে তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করেন। বারের পক্ষ হইতে এডভোকেট মনোগোপাল ভট্টাচার্য্য খাঁ বাহাদুরের সম্বর্দ্ধনা করেন। খাঁ বাহাদুর বারের সদস্যদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া উক্ত সম্বর্দ্ধনার যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন।

কর্ম্মখালি

একটী প্রথম শ্রেণীর চা বাগানের অংশ বিক্রয় জন্য উচ্চ পদস্থ এবং কর্ম্মঠ এজেণ্ট আবশ্যক উপযুক্ত লোক বেতন ও কমিশন পাইবেন। শতকরা ২০৲ হিসাবে লভ্যাংশ বিতরণ করা হইয়াছে। নিম্ন ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।

দি নর্থ ইণ্ডিয়ান টী এণ্ড ফাইনান্স কোং লিঃ;
২নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাসিক ১৫৲ বেতনে প্রতি গ্রামে লোক আবশ্যক। [illegible]
আহমদ সাহেবের গাছ গাছড়া ও জারিত ঔষধে প্রস্তুত। [illegible]

জ্বরারি বটিকা

ম্যালেরিয়া, অবিরাম, পালা, কালা, প্লীহা, যকৃত সংযুক্ত ইত্যাদি সব রকম জ্বর ১ দিনে ছাড়ে সপ্তাহে প্লীহা, লিভার আরোগ্য হইয়া নূতন রক্তে শরীর হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে উঠে। লক্ষ লক্ষ ডাক্তার কবিরাজ ও রোগীর প্রশংসিত। ২১ বটী কৌটা ৸৵০ আনা, ৩ কৌটা ২।০ আনা, ৬ কৌটা ৪।০ আনা, ডজন ৮৲ টাকা।
জ্বরারি বটিকা অফিস, পোঃ ফেণী, নোয়াখালী

ঠিক মাল—সুবিধা দর—

একমাত্র আমাদের নিকটেই পাইবেন।

সকল রকম গ্যালভানাইজ লোহার বল্টু-নট, জার্ম্মাণি ইস্ক্রুপ, জয়েষ্ট, বরগা, কড়ি, বেড়ার জন্য কাঁটা তার (চার কাঁটাযুক্ত) করগেট টিন প্রভৃতি সিঁদুর ফাষ্ট রেড প্রভৃতি রং বেলজিয়ম, ইংলণ্ড, জারমানি প্রভৃতি দেশ হইতে নিজে আমদানি করিয়া বিক্রয় করিতেছি। পাইকারি দর স্বতন্ত্র। অপরিচিত স্থলে অর্ডারের সহিত অগ্রিম কিছু টাকা পাঠাইবার নিয়ম।

নূতন আমদানি বেড়ার কাঁটা তার প্রতি হন্দর—১১৸০ ও ১২৲; বাণ্ডিল ১০৸০, ১০॥০।
গ্যালভানাইজ বল্টু নট্ জার্ম্মাণি পৌণে এক ইঃ ৸৵০ ১ইঃ ৸৵১০ আড়াই ইঃ ১৷৵১০

Telegraphic Address "DOKAN" Calcutta.

ঠিকানা—বেঙ্গল এজেন্সী (ইণ্ডিয়া)
৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মফঃস্বল

দোয়া-প্রশস্তি

প্রাপ্ত পত্রের সারাংশ

(১)

ঢাকা বরিশালের অন্তর্গত নেবুতলা 'ইউসুফী মঞ্জিল' হইতে আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী—বিদুষী মহিলা মুসাম্মৎ হালিমুন্নেসা খানম সাহেবা লিখিয়াছেন :—

জনাব সম্পাদক সাহেব, তসলিম ; জনাব মওলবী ফজলুল্ হক সেলবরসী সাহেব কিছুদিন "মোহাম্মদীর" সম্পাদকতা ক'রে, যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন ও সুখ্যাতি লাভ করেছেন, তা কা'রও অবিদিত নেই। তাঁহার মত উপযুক্ত সম্পাদকের সম্পাদকতায় যে, এর্কখানা ইস্‌লামী কাগজ "(আল্-মুস্‌লিম)" বের হচ্ছে ইহা বড়ই আশার কথা! খুবই আনন্দের বিষয়!! কাগজখানা যে উচ্চশ্রেণীর হ'বে, তা'তে সন্দেহ করা যেতে পারে না। তবে, ধর্মদ্রোহী "সওগাতের" মত ইংলিশ ফ্যাসনের না দেখে "হানাফীর" মত জীব-জন্তুর চিত্র বর্জ্জিত, সাদাসিদে রকমের খাঁটি ইস্‌লামী ধরণের দেখ্‌তে পেলে আরও অধিকতর সুখিনী হ'ব। পরম করুণাময় সর্বশক্তিমান সৃষ্টি-কর্ত্তা আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর দরগাহে মোনাজাত করি, তিনি যেন আপনাদের সাধু বাসনাপূর্ণ ও জয়যুক্ত করেন। আর আল্-মুস্‌লিমের "হায়াত দারাজ" করে, মুসলমান ভাই বোনদের 'দেলে' "আল্-মুস্‌লিম" গ্রহণের "খাহেশ বখ্‌শেশ" করেন। আমীন! আমীন!! ছুম্মা আমীন!!!

(২)

বর্দ্ধমান মঙ্গলকোট হইতে প্রবীন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্বিক জনাব মওলবী কাজী নওয়াজ খোদা লিখিতেছেন :—

জনাব সেলবর্সী সাহেব,

অনেক দিন আপনাকে দেখি নাই, আশা করি ভাল আছেন। 'আল্-মুস্‌লিম' বরাবর পড়িয়া থাকি, আপনার নিকট আমাদের এই বিপন্ন সমাজের জন্য এইরূপ আশাই করিয়াছিলাম। আপনার এই 'খেদমৎ' খোদার দরগাহে "মকবুল" হউক। আমরা তো পরপারের যাত্রী, খেয়ার নৌকার অপেক্ষায় ঘাটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। আপনারাই—নেক আকীদা সম্পন্ন তরুণেরাই আমাদের আশা ভরসা।

(৩)

ঢাকার সুবিখ্যাত নও-মুস্‌লিম, তরুণ সাহিত্যিক সাংবাদিক ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বক্তা জনাব মওলবী সিরাজুল ইসলাম সাহেব বি-এ, লিখিতেছেন :—

জনাব সেলবর্সী সাহেব,

আদাব, বাদ আরজ এই, আপনার নুতন পত্রিকাখানি দেখিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। আপনার ন্যায় একজন অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকের হাতে পড়িয়া যে পত্রিকাখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুরা জন-সংখ্যায় কম হইয়াও কতগুলি সংবাদপত্র চালাইতেছে। আমাদের সংবাদ-পত্র একখানাও ছিল না। বর্ত্তমানে যাহা দুই একখানা হইয়াছে, তাহা সমাজের কলঙ্কই ঘোষণা করিতেছে, গৌরব মোটেই নয়। আমি The Mussalman বা "খাদেমের" কথা বলিতেছি না। আমি বলিতেছি (নাম বলা উচিত নয়) অন্য দুই একখানার কথা। এ সকল সংবাদপত্র ইংরাজীতে যাহাকে বলে, Gutter Press, ঠিক তাহাই। আজ কয়েকদিন যাবত দেখিতেছি, এ সকল সংবাদ পত্রে কেবল পরের নিন্দা এবং আত্ম-প্রশংসা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তাহাদের ছত্রে ছত্রে দেমাগ এবং অক্ষরে অক্ষরে অহঙ্কার বর্ণে বর্ণে ইস্‌লাম-বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠে। কোন দিন যে কাহার নিন্দা করিয়া কে Defamationএ পড়িয়া ধ্বংস হয়, তাহার ঠিক নাই। অহঙ্কার আল্লা'তা'লার শত্রু। ইহাই ধ্বংসের লক্ষণ। এত বড় ফেরাউন বাদশাহের আজ চিহ্ন-মাত্র নাই,—সংবাদ-পত্র কোন ছার। কিন্তু, সংবাদ-পত্র খুলিয়া দেখুন, অনেক সম্পাদকরাই ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন, ইস্‌লামের বিনয় ও নম্রতা তাঁহাদের আসে পাশেও নাই। এমতাবস্থায় আপনাকে দিয়া আমাদের খুব আশা হয়। আশা করি, আপনি দেশকে, সমাজকে, স্বজাতিকে উন্নত করিয়া তুলিতে পারিবেন। ইহাই সম্পাদকের কাজ। অন্যকে গালাগালি করা, ও নিজের প্রশংসা করা গোপাল ভাড়ের কাজ, সম্পাদকের কাজ নয়। সংবাদ পত্র যে কি ভাবে চালাইতে হয়, তাহা আপনি আগে ও একবার দেখাইয়াছেন, বর্ত্তমানেও দেখাইতেছেন। কিন্তু আপনার আর একটি কাজ আছে—নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অন্য সকল Editor দিগের চরিত্র সংশোধন করা, এই "হাম বড়" ভাবটা যেন তাঁহাদের না থাকে আশা করি, আপনি তাহাও পারিবেন। এই পত্রিকা গুলি মানুষ না হইলে সমাজও মানুষ হইবে না।

(৪)

ময়মনসিংহ জেলার কাউরাট নিবাসী বিখ্যাত কংগ্রেস-কর্ম্মী জনাব মওলবী মাকসুম আলী সাহেব লিখিতেছেন :—

জনাব! আপনার ৫ই আশ্বিন ১২ই আশ্বিন এবং ১৯শে আশ্বিন এই তিন তারিখের তিনখানা আল্-মুস্‌লিম পাঠ করিয়া আপনার ইচ্ছা ধারণা, মনের বল, সমাজ-হিতৈষিতা, বিশেষতঃ মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য উচ্চ আশা, অবনতির জন্য ভয়, ইস্‌লাম ধর্ম্মকে ভূপৃষ্ঠে প্রবল করিয়া মুসলমানের ইজ্জত হুরমত বজায় রাখার জন্য আপনি যে রাস্তা অবলম্বন করিয়াছেন, সে জন্য আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনার সৎসাহস ও সৎগুণ নিয়া ইহধামে বিচরণ করুন এবং আপনার আল্-মুস্‌লিম চিরদিনের জন্য কায়েম হউক। আপনি শৈশব হইতে পিতৃ-মাতৃহারা হওয়া সত্ত্বেও আপনার সৎসাহসের গুণে যে এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন ও আপনার তালুকদারী ও অন্যান্য কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া শুধু দেশ ও ধর্ম্মের জন্য জীবন-পণ করিয়াছেন, সে জন্য আমি আপনাকে আমাদের নেত্রকোণা মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিতেছি।

প্রচার সংবাদ

নূরনগর তানজীম কমিটি

"নূরনগর তান্‌জীম কমিটির এলাকাধীন আখাউরা আঞ্জুমানের সম্পাদক সৈয়দ ইলমুদ্দিন সাহেবের উদ্যোগে গত ১০ই কার্ত্তিক রোজ শনিবার আখাউরা ষ্টেশনে এক তান্‌জীম সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা মুহাম্মদ ইউনুস্ সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বক্তা মওলবী মহাম্মদ ইমামুদ্দিন সাহেব (মাইটনল) এবং নূরনগর তানজীম কমিটির সম্পাদক ও "দারুল-আমান" শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী মওঃ আবদুল মালেক সাহেব সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, বিজ্ঞাশিক্ষা করিয়া, শিল্প বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া, রোজগারের পথ প্রসারক্রমে, ও অপব্যয় ত্যাগ করতঃ শোরাপের পথে প্রধাবিত না হইলে মুসলমান জাতির নিস্তার নাই। সভাস্থ মুসলমানগণ এসম্বন্ধে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। অতঃপর সভাপতিকে ধন্যবাদান্তে রাত্রি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।" —রিপোর্টার।

একটী আরজ

আরবী, পার্সী ও উর্দ্দু সাহিত্যের স্মৃতি

বহু বৎসর ব্যাপী বহু গবেষণার পর বাঙ্গালা ও আসামের লেখকগণ কর্ত্তৃক আরবী, পার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটি স্মরণীয় ইতিহাস প্রণয়ন মানসে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আগামী ৩০শে কার্ত্তিকের মধ্যে যন্ত্রস্থ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমার এই পুস্তকে প্রায় ২০০ গ্রন্থের বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছি; ইহা ব্যতীত যিনি যে গ্রন্থের কথা আমাকে জানাইতে পারেন তাহাই আমি সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব। যিনি যে কোন গ্রন্থের বিষয় জানাইবেন, তিনি নিম্ন লিখিত প্রশ্নগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন :—১। কোন ভাষা এবং কি বিষয়? ২। পুস্তকের নাম, ৩। লেখকের নাম ও সংক্ষিপ্ত জীবনী, ৪। মুদ্রনের তারিখ, প্রকাশক ও প্রেসের নাম (মুদ্রিত না হইয়া থাকিলে লেখিবার তারিখ) এবং ৫। গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিবেন। সংবাদ প্রেরকগণ এই সংবাদটি বেয়ারিং পত্রযোগে পাঠাইলেও সাদরে গৃহীত হইবে।

বিনীত—হেকিম হাবিবর রহমান
ইউনানি হল, হেকিম হাবিবর রহমান রোড, ঢাকা।

ভাওয়াল আঞ্জুমনের প্রচার কার্য্য

বিভিন্ন স্থানে সভা

ভাওয়াল (ঢাকা—ময়মনসিংহ) আঞ্জুমনে ইস্‌লামিয়ার সুযোগ্য সেক্রেটারী ও জজকোর্টের উকিল মওঃ গিয়াসউদ্দিন পাঠান বি, এল, ও ভাইস্ প্রেসিডেন্ট নির্ভীক বক্তা হাফেজ ফজলুর রহমান রণভাওয়ালী সাহেবান ভাওয়ালের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা, একতা, রায়তগণকে ক্রমে ক্রমে ঋণমুক্ত ও রক্ত-শোষণকারী মহাজনদের কবল হইতে উদ্ধার করিতে স্থানে স্থানে সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন ও সংশোধিত 'প্রজাস্বত্ব আইনে' প্রজার লাভালাভের আলোচনা, এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিলের প্রস্তাবিত ট্যাক্স এক আনার স্থলে রায়তগণকে টাকা প্রতি তিন পয়সা দিতে হইলে ও শীঘ্রই উক্ত আইন পাশ হওয়া মাত্রই সর্ব্বাগ্রে ভাওয়ালে প্রচলন করিতে গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব পাঠাইতেছেন। বল্‌দীঘাট বাজার, পঞ্চরটিয়া বাজার, পলাশাইল বাজার ও কটাজুর জুনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে ১৮ই, ২১শে ২২শে ও ২৫শে কার্ত্তিক বিরাট সভা আহুত হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি মক্তব স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক জায়গায়ই শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে আঞ্জুমনের কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ় সংকল্প হইয়াছেন।

মোহাম্মদ আবদুল হালীম,
কাওরাইদ (ঢাকা)।

বিখ্যাত পীর হজরত মওলানা মোহাম্মদ আবুবকর সাহেবের

অনুরোধ পত্র

সংবাদ-পত্রে দেখা যায় যে [illegible] দুরা ইস্‌লামকে ধ্বংস করিবার জন্য সাত কোটি কেতাব লিখিয়াছেন। সম্প্রতি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কুৎসা করিয়া ও তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া ৫২খানা কেতাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল কেতাবের প্রতিবাদ না লিখিলে ইস্‌লামের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ইস্‌লাম প্রচারক রেভারেণ্ড মওলানা মোহাম্মদ অমিরুদ্দীন শাস্ত্রী—বিজ্ঞাবিনোদ সাহেব ব্যতীত বর্ত্তমানে আমাদিগের মধ্যে এমন লোক একজনও নাই যিনি পাদ্রীর সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন। আমি উক্ত শাস্ত্রী সাহেবকে ঐ ৫২খানা কেতাবের প্রতিবাদ লিখিতে আদেশ করিয়াছি। আর তাঁহার কৃত "রদ্দেখৃষ্টান" সংক্রান্ত সর্বত্ত কেতাব "সন্দুমেহ" "রদ্দেনাছারা" নাম দিয়া প্রকাশ করিতে বলিয়াছি; কেতাবও ছাপা হইতেছে। এই আবশ্যকীয় কার্য্যে বিস্তর টাকার আবশ্যক। আমার মুরিদান ও অন্যান্য দিনদার মুসলমানদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। যিনি যাহা পারেন, সত্বর জেলা নদীয়া পোঃ গাঁড়াডোব ঠিকানায় রেভারেণ্ড মওলানা অমিরুদ্দীন সাহেবের নামে টাকা পাঠাইয়া সওয়াব হাসিল করিবেন।

হাকিম—মোহাম্মদ আবুবকর আফি আনহু

পুণ্যকার্য্যে সাহায্য প্রার্থনা

(হাফেজ ফজলুর রহমান রণভাওয়ালী)

সহযোগীতা বর্জ্জনের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে একরূপ উদাসীন হইয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমানে কতক চৈতন্যোদয় হইতেছে—ভুল বুঝিতে পারিয়া উচ্চ শিক্ষার প্রতি না হউক, প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহ-উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে। স্থানে স্থানে মক্তব-মাদ্রাসা, পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিশাল বঙ্গের কোথাও খোদার পবিত্র কালাম, জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-গ্রন্থ কোর-আন শরীফ মুখস্থের (হেফ্‌জ) উল্লেখযোগ্য কোন হাফেজী মাদ্রাসা দৃষ্টিগোচর হয় না। উক্ত অভাব দূরীকরণার্থে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ স্থানীয় দরিদ্র-ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ভ্রাতাগণের চেষ্টায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত কাওরাইদ ই, বি, রেলওয়ে ষ্টেশনের অদূরে একটী হাফেজী মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন ছাত্র হাফেজ হইয়াছেন এবং শীঘ্রই আরও কতিপয় ছাত্রের পড়া হইবে। মাদ্রাসার উপযুক্ত ঘর দরওয়াজা ও সরঞ্জামাদির অভাবে ছাত্রদের ভয়ানক অসুবিধা হইতেছে। স্থানীয় লোকের সাহায্যে বিশেষতঃ এবার লোকের দুর্দ্দশা চরমে উঠায় এ মহৎ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবার নহে। সুতরাং ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান ভাই-বোনদের খেদমতে আরজ যে, তাঁহারা এই পুণ্যকার্য্যে সাহায্য করিয়া অশেষ সওয়াব হাসিল করিবেন। এককালীন মাসিক ও বার্ষিক আর্থিক সাহায্য ও ছাত্রদের উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য যাঁহারা কাওরাইদের কেতাব, ধর্ম্মগ্রন্থ, তফ্‌ছির, মেডাল, পাগড়ী ও ঘড়ি সাহায্য প্রদান করিয়া ইস্‌লামের এই শ্রেষ্ঠ পুণ্যকার্য্যে শরীক থাকিবেন, তাঁহাদের নাম ধাম ও প্রাপ্তি-স্বীকার বার্ষিক রিপোর্টে ও সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইবে। মেধাবী ও সচ্চরিত্র ছাত্রগণকে মাদ্রাসা কর্ত্তৃপক্ষ জায়গীর করিয়া দেন। যাবতীয় চিঠি-পত্র ও টাকা-কড়ি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বাপ্ত্য হাফেজী মাদ্রাসা কমিটি,
পোঃ কাওরাইদ, (ঢাকা)।

বিন্নামুড়িতে জুনিয়র মাদ্রাসা

আবদুল আলিমের দরাজ-দিলী

সিলহেটের ধর্ম্মপাশা থানার এলাকাধীন সইদপুর নিবাসী মওলবী মোহাম্মদ আবদুল হামিদ ও বীর গ্রামের মওলবী সৈয়দ নূরুল ইস্‌লাম সাহেবানের একাগ্র চেষ্টায় ও যত্নে আজ দিন করেক হয়, স্থানীয় প্রজাবৎসল, জমিদার মওলবী গোলাম জিলানী চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে, বিন্নামুড়ি গ্রামের এলেম শেখের বাহির বাংলার সংলগ্ন প্রাঙ্গণে এক বিরাট ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী ১২।১৪টী গ্রামের ছোট বড় সকলেই উপস্থিত ছিলেন, এ ছাড়া দূরাগত অনেক যোগ্য ব্যক্তিও সভার যোগদান করিয়াছিলেন। যথারীতি সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে পর, দিন (ধর্ম্ম) সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান-গর্ভ বক্তৃতা হয়। ইস্‌লামিক শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং তৎসম্পর্কীয় বহু বিষয় গবেষণাপূর্ণ উদ্দীপনাময় ভাষায় আলোচিত হওয়ায়, সভা মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে অচিরে একটী জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপনের প্রস্তাব হয়। বাড়ীওয়ালা এলেম শেখ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাদ্রাসার জন্য আট কাঠা ভিটার জমি ও চারিশত টাকা নগদ দিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং মাদ্রাসা গৃহ যত দিন পর্য্যন্ত নির্ম্মিত না হয়, ততদিন আপন সুবৃহৎ করোগেট টাওয়া বাহির বাংলা এই মহৎ কার্য্যের জন্য দিতে স্বীকার করেন। এই দানবীরের অসীম ত্যাগ ও সৎসাহস দেখিয়া সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্য হইতে অনেকেই স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী সাহায্য করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। অত্যল্পকালের মধ্যে সেত্তরাহাজার টাকার উপরের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। অতঃপর অশেষ ধন্যবাদান্তে এলিম শেখের আবদুল আলিম নামে রূপান্তরিত করিয়া সভা ভঙ্গ হয়। সভার বর্ণনানুযায়ী আজ পঞ্চাধিক কাল হইতে মাদ্রাসা খোলা হইয়াছে। দিন দিন ছাত্রসংখ্যা এরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে যে, আবদুল আলিম সাহেবের সুবৃহৎ বাংলায় এখন আর ছাত্রদের বসিবার স্থান হইতেছে না। শীঘ্রই একটি অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ হইবে। মাদ্রাসা সম্বন্ধে খুব জোর তদ্বীর চলিতেছে। আত্মজ্ঞানশূন্য ২।৩ জন, যাহারা হিংসাপ্রণোদিত হইয়া, পরোক্ষভাবে শয়তানী চাল চালিতেছে এবং কুকুটি দেখাইতেছে, আমাদের বিশ্বাস, খোদার মরজী থাকিলে, অদূর ভবিষ্যতে ও অন্তঃসত্ত্ব হইয়া হেঁট-মুণ্ড হইবে। সত্যকে ধামা-চাপা দিয়া রাখিবার দিন আর নাই।

মোহাম্মদ আবদুর রহিম।

আবার মিল-ধর্ম্মঘট

দেড়হাজার শ্রমিকের মিল ত্যাগ

বোম্বাইএর ২রা নবেম্বরের সংবাদে জানা যায় যে, কোহিনুর মিলে এক গোলমাল বাধে,—অন্য প্রান্তে বস্ত্র বিভাগের প্রায় এক হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করে, এবং সূতাকাটা বিভাগে গিয়া ঐ বিভাগের লোকদিগকে ধর্ম্মঘটে যোগ দেওয়াইবার জন্য ইটপাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। তাহাদের অভিযোগ, মিল কর্ত্তৃপক্ষ সূতাকাটা বিভাগে শ্রমিক সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছেন এবং গতসপ্তাহে তাঁহাদিগকে যথারীতি পারিশ্রমিক দেওয়া হয় নাই। প্রায় দেড় হাজার ধর্ম্মঘটী মিল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তবে মিলের কাজ বন্ধ হয় নাই—প্রায় এক হাজার শ্রমিক যাহা রহিয়াছে তাহাদের দ্বারা কাজ চালানো হইতেছে। দীনেশা পেটিট মিলসমূহে ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে।

[illegible]

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৩৫ সাল।

সম্পাদকীয়

কর্পোরেশন ও রাস্তা।—কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ আজকাল রাস্তার নামগুলিকে শুধু বাঙ্গলা অক্ষরের সাইনবোর্ডে লটকাইয়া দিতেছেন। বোধ হয়, এমন অশিক্ষিত বাঙ্গালী কমই আছেন, যাঁরা ইংরাজী জানেন না। রাস্তার নামের দরকার হয় বিশেষ করিয়া কোচওয়ান, গাড়োয়ান ও ড্রাইভারদের, আর তারা অধিকাংশ পশ্চিমা-লোক বাঙ্গলার সঙ্গে সঙ্গে যদি রাস্তার নামগুলি উর্দ্দুতেও লেখা থাকিত, তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার ছিল না। যাহা হোক, আশা করি করপোরেশন কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পুনর্ব্বিবেচনা করিবেন।

পার্কে উপদ্রব।—কলিকাতার করেয়া বালীগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় সমস্ত পার্ক বা স্কোয়ারে আজকাল কুকুর ও তাহার প্রভুদের উপদ্রব অত্যধিক পরিমাণে আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই ঐ সমস্ত প্রভু ও তাঁহাদের কুকুরগুলি পার্কে যাইয়া অধিকাংশ বেঞ্চ দখল করিয়া বসেন। কুকুরগুলি প্রায়ই এই সমস্ত বেঞ্চের উপর মলমূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে দেখা যায়। লোকে একটু বিশুদ্ধ বায়ু সেবনের জন্য পার্কে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু পার্কের বেঞ্চগুলি এই অস্পৃশ্য হায়ওয়ানগুলির মলমূত্র দ্বারা বসিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া থাকে। কলিকাতা কর্পোরেশন অধিবাসীদের এই সমস্ত অসুবিধার প্রতিবিধান করিতেছেন না কেন তাহা আমরা জানিতে চাই?

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।—হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে যেরূপ আশাতীত উন্নতিলাভ করিয়াছে এবং যেভাবে ইহা সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে; তাহাতে মনে হয় অত্যল্পকালের মধ্যেই ইহা পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্র সমূহের সহিত সমপর্য্যায়ে উন্নীত হইবে। বর্ত্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা কিঞ্চিদধিক সাত শত এবং এই ছাত্রসংখ্যা দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে অল্পদিন মধ্যেই যে ইহা সহস্রে উন্নীত হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। এখানে সাহিত্য, শিল্প, কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি সকল বিষয়েই যথারীতি উর্দ্দুর মধ্যস্থতার শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দু ভাষায় পরিপুষ্টি ও উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকারের যত্ন লওয়া হইতেছে। লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, বার্লিন প্রভৃতির জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভাণ্ডারে উপাধিধারী অভিজ্ঞ অধ্যাপকগণের হস্তে এখানকার অধ্যাপনার ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এখানকার অনেক গ্রাজুয়েট ইংলণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ হইতে ডাক্তার উপাধিলাভ করিয়া ইহার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমরা সমগ্র ভারতের এই 'মুসলীম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি এবং আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ইহা কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্রে পরিণত হইবে।

ইরাক গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচার।—বসরা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ইরাক গবর্ণমেণ্ট তথাকার পোর্ট-ট্রাষ্টের ভারতীয় কর্ম্মচারীগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই ১১ জন ভারতীয় কর্ম্মচারীকে এই মর্ম্মে নোটিস দেওয়া হইয়াছে যে, তিনমাস পরে তাহাদিগকে পদচ্যুত করা হইবে; এই নভেম্বর মাসের মধ্যেই নাকি আরও ১৫ জনের নামে ঐরূপ নোটিস দেওয়া হইবে। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, আগামী ১৯২৯ সালের মধ্যে ইরাকের পোর্ট-ট্রাষ্ট হইতে ভারতীয়গণের নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলা হইবে। এই আকস্মিক ভারতীয়-বিদ্বেষের কারণ কি? নিরীহ ভারতীয় চাকুরী-জীবীরা পোর্ট ট্রাষ্টে বসিয়া কি রাজা ফয়সলের গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ কামনা করিতেছিল? পেটের দায়ে দেশ ছাড়িয়া যাহারা বিদেশে চাকুরী করিতে গিয়াছে, তাহাদের উপর এই আকস্মিক অত্যাচারের কোন কারণই আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। দুর্ব্বল পরাধীন ভারতীয় জাতি চিরকাল মুখ বুঁজিয়া সবলের অত্যাচার সহিয়া আসিতেছে, এবারও যে সহিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? কিন্তু এই ধরণের অত্যাচার যদি ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় স্বাধীন জাতির উপর করা হইত, তাহা হইলে ব্যাপারটা যে কতদূর গিয়া দাঁড়াইত, সে কথা বোধ হয় আজ আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

নারী বিক্রয়।—উত্তর ভারতে নারী বিক্রয়ের যে নিদারুণ সংবাদ মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট আসিতেছে, তাহা শুনিলে বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইতে হয়। এই দুষ্কর্ম্মের নায়ক দুর্ব্বৃত্তগণের সঙ্ঘবদ্ধ ঘাঁটী ভারতের বহু স্থানে রহিয়াছে। অথচ পুলিস আজ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন একটা ঘাঁটী খুঁজিয়া বাহির করিতে বা কোন নায়ককে পাকড়াও করিতে সমর্থ হয় নাই। এ সম্বন্ধে ২১টী মোকর্দ্দমা ও মধ্যে মধ্যে হইতেছে। পুলিসের শৈথিল্য ও অবহেলার দরুণই এই প্রকার দুরাচার ভারতে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। যতদূর বিশ্বাস হয় তাহাতে এই সমস্ত দলের প্রধান আড্ডা হইতেছে হিন্দুদের সমস্ত পীঠ-স্থানে। তথাকার পাণ্ডাগণই এই কার্য্যের প্রধান পাণ্ডা। দেশের বিভিন্ন স্থানের হিন্দু কুল-বধূগণ তীর্থ করিতে যায় এবং ঐ সমস্ত পাণ্ডাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে। পাণ্ডারা তখন সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া তাহাদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া বিদেশীদের নিকট বিক্রয় করে। এই প্রকারে কত নারী যে পীঠ-স্থান হইতে 'বেমালুম গায়েব' হইয়া যাইতেছে তাহার খবর কেহ রাখেন কি? হিন্দুগণ তাঁহাদের পীঠ-স্থানের ও সমাজের কলঙ্কের ভয়ে এই সমস্ত ব্যাপার ধামা চাপা দিয়া থাকেন। ফলে ঘটনার কোন প্রকার 'আস্কারা' হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ সম্বন্ধে আমরা দেশের শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অনুরোধ করিতেছি, যে অবিলম্বে ভারতের সমস্ত হিন্দু-পীঠ-স্থানে কার্য্যক্ষম গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া এই সমস্ত অনাচারের মূলসূত্র আবিষ্কার করা হউক অন্যথায় ক্রমে ক্রমে পাপকর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খলতায় দেশ ছাইয়া পড়িবে।

কর্পোরেশনের জিয়াদতি।—ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহাদের পরিচালিত চিত্তরঞ্জন ফ্রি ইউনানী দাওয়াখানার জন্য দিল্লির বা লাক্ষ্ণৌয়ের তীবিয় কলেজের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ একজন সুশিক্ষিত হাকীমের দরকার বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, উক্ত পদ-প্রার্থীদিগের মধ্যে উপযুক্ত বাঙ্গালী হাকীমও আছেন। কলিকাতার কোন প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী থাকাই বাঞ্ছনীয়। কারণ বাঙ্গলায় প্রতিষ্ঠিত কোন চিকিৎসা কেন্দ্রে বাঙ্গালী রোগীর সংখ্যাই বেশী হইবে। তাহাদের প্রত্যেক বিষয় ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া যথাযথ ঔষধ ও নোসখা প্রদান বাংলার মাটীতে জন্ম, বাংলার আবহাওয়াতে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট লোকের পক্ষে যেরূপ সহজসাধ্য হইবে সেরূপ অন্য প্রদেশবাসীর পক্ষে হইবে না। আমরা আরও অবগত হইলাম যে কর্পোরেশনের কতিপয় 'ধুরন্ধর' নাকি বাঙ্গালী হাকীম রাখার সম্পূর্ণ বিপক্ষে, যাহাতে কোন বাঙ্গালী হাকীম না রাখা হয় সেই জন্য তাঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া কয়েকটী শর্ত্ত তাহাতে জুড়িয়া দিয়াছেন। কর্পোরেশনের এই প্রকার মনোবৃত্তির সংবাদ পাইয়া আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বাঙ্গালা দেশের একটী প্রতিষ্ঠানকে বাঙ্গালী যতটা আপন করিয়া দেখিবে, অন্যে ততদূর দেখিবে না, ইহা স্থির নিশ্চিত। বাঙ্গালায় হাকীমের সংখ্যা খুবই অল্প। এক্ষেত্রে কর্পোরেশন যদি বাঙ্গালী হাকীমদের প্রতি একেবারে বীত-শ্রদ্ধ হন তাহা হইলে বাঙ্গালী যে ২।১ জন হাকীমী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতেছেন তাহাও আর দেখা যাইবে না। সেই জন্য আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি যে, উক্ত ইউনানী দাওয়াখানায় যাহাতে একজন বাঙ্গালী হাকীম নিযুক্ত হন তাহার জন্য কর্পোরেশন বিশেষ ভাবে অবহিত হইবেন।

নেহরু রিপোর্ট ও শওকৎ আলী।—গত ৫ই নবেম্বর তারিখে কানপুরে যুক্ত প্রাদেশিক মুসলীম সর্ব্বদল সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে মওলানা শওকৎ আলি সাহেব তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন, হিন্দু-জনসাধারণ এবং তাহাদের কোন কোন নেতা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বিরূপ। এতৎ সম্পর্কে তিনি হিন্দু মহাসভাকে বিশেষভাবে দায়ী করিয়াছেন এবং তাহার কার্য্যাবলীর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, হিন্দু জনসাধারণের এই বিরূপতা নেহরু-রিপোর্টের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। মওলানা শওকৎ আলীর এই উক্তি যে প্রত্যেক স্বজাতি-হিতৈষী আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন মুসলমান একবাক্যে সমর্থন করিবেন, এ কথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। হিন্দুরা ভারতের সংখ্যা-গরিষ্ঠ জাতি, তাহার উপর সকল দিকেই তাহারা মুসলমানদের অপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইয়াছে; এমন অবস্থায় মুসলমানদের দাবী দাওয়াকে তাহারা যে হেলায় অগ্রাহ্য করিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। আজ নেহরু-রিপোর্ট দেখিয়া মওলানা শওকৎ আলী হিন্দুদের বিরূপ মনোভাবের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু আমরা বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি, বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট যেমন ভারতের জাতীয়তার দাবীকে আমল দিতে নারাজ, হিন্দুরাও সেইরূপ মুসলমানের সম্প্রদায়িক দাবীকে প্রশ্রয় দিতে একান্ত অসম্মত। তবে যদি মুসলমান কোন দিন আত্মক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, হিন্দুদের সহিত সমান পর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই দিন জোর করিয়া তাহারা হিন্দুদের নিকট হইতে নিজেদের দাবী দাওয়া বুঝিয়া লইতে পারিবে, অন্যথায় হিন্দুদের 'চালে চাল মিশাইয়া' তাহাদের পিছনে পিছনে ছুটিলে পরিণামে পস্তানো ছাড়া আর কোন লাভই হইবে না।

ভিতরের রহস্য কি?—এখনও যাঁহারা হিন্দুদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া 'স্বরাজ লাভের স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা মওলানা শওকৎ আলীর অভিভাষণটী ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিতে বলি। আমাদের মনে হয় অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম হইতে এপর্য্যন্ত কোন মুসলমান-নেতাই মওলানা শওকৎ আলীর মত একনিষ্ঠভাবে হিন্দুদের সহযোগীতা করেন নাই। আজ সেই মওলানার মুখেই এই বিরূপ উক্তি। ইহাতেই বুঝা যায়, হিন্দুরা কি ভাবে মুসলমানদিগকে ঠকাইয়া নিজেদের কাজ হাসিল করিবার পক্ষে অগ্রসর হইয়াছে। মওলানা শওকৎ আলী সহজে—সামান্য কারণে হিন্দুদের সম্বন্ধে এরূপ অপ্রীতিকর উক্তি করেন নাই। এই সুদীর্ঘ আট বৎসর কালের মধ্যে হিন্দু মুসলমানের ভিতর বহু অপ্রীতিকর আলোচনা হইয়া গিয়াছে, নানাপ্রকারের মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে; কিন্তু তিনি সমস্তই তুচ্ছ করিয়া একমনে, একপ্রাণে হিন্দুদের সহিত সহযোগীতা করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছেন; কখনও তাঁহার মধ্যে সামান্যমাত্র চাঞ্চল্যও দেখা যায় নাই। তবে আজ হঠাৎ তাঁহার অন্তরে এ প্রতিকূল ধারণা জাগিয়া উঠিল কেন? ইহার মূলে কি কোন গূঢ় রহস্য নাই? সমস্ত দেশে আজ নেহরু-রিপোর্ট লইয়া আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কংগ্রেস-পন্থী নেতারা সকলেই তাহার অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু মওলানা শওকৎ আলী একনিষ্ঠ কংগ্রেস-সেবী হইয়াও কেন তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন,—ইহা কি ভাবিবার বিষয় নয়? মুসলমান কি এ কথাটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবে না?

দল পাকাইবার নূতন ফন্দী।—গত দুই তিন বৎসর হইতে কলিকাতায় 'সার্ব্বজনীন' পূজার 'ধুম' পড়িয়া গিয়াছে। ধনী গৃহস্থদের বাড়ীতেই এতকাল পূজা-পার্ব্বণের উৎসব হইত এবং বাড়ীর মালিকরাই ঐ সমস্ত উৎসবের সকল ব্যয়ভার বহন করিতেন। এখন বোধ হয় এ ব্যবস্থায় সাধটা আর পুরোপুরিভাবে মিটিয়া উঠিতেছে না, তাই চাঁদা করিয়া সার্ব্বজনীন পূজার ব্যবস্থা হইতেছে। কিন্তু হঠাৎ এই দেবী-ভক্তিটা এমন মারাত্মকভাবে 'চাগান' দিয়া উঠিবার কারণ কি? ইহার মূলে কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত আছে—স্বর্গলাভ না স্বরাজ লাভ? আমরা ত জানি, হোটেলের খানা না হইলে আজকাল হিন্দু-ভায়াদের মুখে রোচে না, সুতরাং স্বর্গলাভের আকাঙ্ক্ষা যে তাঁহাদের মনে প্রবল তাহা ত মনে হয় না; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে 'নেড়ে'র 'ডেকচী'র 'রামপাখী'র উপর তাঁহারা অতটা নেক-নজর করিতেন না, কারণ ইহাতে স্বর্গের তোরণদ্বার চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে স্বরাজ লাভের (এ স্বরাজ হিন্দুর নিজস্ব স্বরাজ) আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাদের মনে প্রবল। সেইজন্য সকল কাজেই 'যেন তেন প্রকারে' একটা না একটা দল পাকাইয়া তোলা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। 'সার্ব্বজনীন' পূজাটা এই দল-পাকানোর একটা প্রকৃষ্ট উপায়। ইহাতে 'রথ দেখা কলা বেচা' দুই-ই হইতেছে। ধর্ম্মকর্ম্ম (?) ও হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধও করা চলিতেছে। আইন বাঁচাইয়া দল পাকাইবার এমন উৎকৃষ্ট পন্থা ত আর নাই। আমরা কিন্তু দূর হইতে ব্যাপারটার বাহিরের দিকটাই শুধু দেখিয়া যাইতেছি, 'কোন্ ঘাটের পানি কোন্ ঘাটে গিয়া' মিশিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও আমাদের জাগে না। প্রতিবেশীরা দল বাঁধিয়া হাল্কা ভিত্ পাকা করিয়া লইতেছে, আর আমরা 'বাঁধা' দল ভাঙিয়া ফেলিয়া পাকা ভিত্ হাল্কা করিয়া লইতেছি। দুর্ম্মতি আর কাহাকে বলে?

কর্ম্মের সাড়া।—সিলহটের অন্তর্গত ধর্ম্ম পাশা থানার এলাকাধীন স্থান সমূহ শিক্ষা বিষয়ে শোচনীয় ভাবে পশ্চাৎপদ। এই বিংশ শতাব্দীর আগে চলার যুগে—দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে নিদারুণ সংঘর্ষের সুকঠিন মুহূর্ত্তে শিক্ষায় যারা বঞ্চিত অথবা অনুন্নত তাদের মত দুর্ভাগ্য-জীব এ জগতে কেহ নাই। আজ এই যে ভারতবর্ষ হইতে দশ কোটি মুসলমানের অস্তিত্ব লোপ পাইবার মত হইয়াছে শিক্ষা-ক্ষেত্রে ভারতীয় মুসলমানের ঔদাসীন্যই যে জন্য পনর আনা দায়ী। বলা বাহুল্য যে, আজ বিপন্ন ভারতীয় মুসলিমদিগকে হিন্দু ও হিন্দু-প্রভাবান্বিত বৈদেশিক শাসনের নাগ-পাশ হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকৃত মানুষরূপে পরিণত করিতে হইলে, বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে আজ নিজের সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সমাজে শিক্ষা-বিস্তারের কাজে লাগিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষার চেয়ে আজ যে প্রাথমিক শিক্ষার দরকারই আগে সে কথা না বলিলেও চলিতে পারে। ছেলেপিলেদিগকে প্রথম হইতে রাম-সীতার গল্প না পড়াইয়া আল্লাহ্ রসুলের নাম শিখাইলে সে ভবিষ্যৎ জীবনে "তরুণ" আখ্যালাভ করতঃ ইসলামের বুকে পদাঘাত করিতে সাহসী হইবে না, অধিকন্তু, "শুদ্ধি" ও সংগঠন-ওয়ালাদের গুপ্তচর রূপে ইসলামের মূলে কৌশলে কুঠারাঘাত করিতেও পারিবে না। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিশু সর্ব্বাগ্রে মুখে পাক কালাম শিখিতে পায় বলিয়াই আমরা ধর্ম্মপাশার বিন্নামুড়িতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সংবাদে যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। আমরা এই সূত্রে উদ্যোক্তাদিগকে এবং বিশেষ করিয়া আব্দুল আলীম মিঞাকে তাঁর দরাজ-দেলীর জন্য ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না। মাদ্রাসার স্থায়ীত্ব ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য কাজী উলু হাজাতের দরগায় প্রার্থনা করিতেছি। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ভ্রাতা ভগ্নিদিগকে ছাত্র জায়গীর ও অপরাপর বিষয়ে মাদ্রাসাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।

চরম নির্লজ্জতা।—আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—"চালন বলে ছুচ নি তুই মাকি ছেঁদা"? যাহারা নিজের দোষ দেখিতে পায় না, অথচ পরের দোষ ধরিয়া বেড়ায়, এ প্রবাদ তাহাদের জন্যই প্রচলিত হইয়াছে। গোলদিঘীর 'আনন্দ বাজার' এই 'চালন' শ্রেণীরই 'এঁচড়ে-পাকা' সহযোগী। যুক্ত প্রদেশের মুসলমান সর্ব্বদল সম্মিলনের সমালোচনা (?) করিতে যাইয়া তিনি যে হীন মনোবৃত্তির পরিচয়

দিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাঁহাতেই শোভা পায়। কথায় বলে 'হক্ কথায় আহ্মক্ বেজার আর গরম ভাতে বিড়াল বেজার'। সর্ব্বদল সম্মিলনের সভাপতি খোলাখুলিভাবে হক্ কথাগুলি শুনাইয়া দিয়াছেন, কাজেই সহযোগীর আঁতে ঘা পড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন "সেই মনোবৃত্তি—মুসলমান রাজ প্রতিষ্ঠা। মুসলমান রাজ প্রতিষ্ঠার দুরাশা হইতেই খিলাফৎ আন্দোলনের উদ্ভব।" বলি ন্যায্য দাবী দাওয়া বুঝিয়া পাইতে চাহিলে কি মুসলমান রাজ প্রতিষ্ঠার দুরাশা করা হয়? তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তোমরা যে এযাবৎকাল নিজেদের স্বার্থ আঁকড়িয়া বসিয়া আছ, এক চুলও এদিক ওদিক করিতে চাহিতেছ না: তোমাদের এই মনোবৃত্তিকে কি বলিব? ইহা কি হিন্দুরাজ-প্রতিষ্ঠার দুরাশা নহে? তোমরা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া নিজেদের প্রাপ্য বুঝিয়া লইতেছ, আর আমরা 'টুঁ' শব্দটী করিলে তাহার মধ্যে মুসলমান রাজ-প্রতিষ্ঠার বিভীষিকা দেখিতেছ। তোমাদের এই মনোবৃত্তিকে কোন্ বিশেষণে বিশেষিত করিব? শুদ্ধি আন্দোলনে আর হিন্দু মহাসভার প্রচারে প্রকাশ্যভাবে তোমরা হিন্দুরাজের ভিত্ পত্তন করিতেছ, ভারত হইতে মুসলমান-উচ্ছেদের বিরাট আয়োজন করিতেছ, তবে আজ কোন্ মুখে মুসলমানরাজ প্রতিষ্ঠার দুরাশা' বলিয়া মুসলমানের জাতীয় দাবীর বিরুদ্ধে গলাবাজি আরম্ভ করিয়াছ? মানুষের চামড়া যাহার গায়ে আছে, এই হীন-হিংসুক মনোবৃত্তি, জঘন্য 'মোনাফেকী' তাহার পক্ষে মর্ম্মান্তিক লজ্জাস্কর। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—সে লজ্জা-জ্ঞান আনন্দ বাজারের নাই। তাই চরম নির্লজ্জতার এই জঘন্য অভিনয় তাহার দ্বারাই সম্ভব হইতেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা।—বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-বিল এখন সিলেক্ট কমিটীর হাতে পড়িয়াছে। শুনা যাইতেছে সিলেক্ট কমিটী খুব শীঘ্রই এই বিল সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিবেন। বাংলায় যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের একান্ত আবশ্যকতা আছে, সে সম্বন্ধে আর মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে ট্যাক্স সম্বন্ধে সরকার বা স্বরাজ্য দল যে ব্যবস্থার প্রচলন করিতে চাহেন, তাহা আমরা আদৌ সমর্থন করিতে পারি না। আমরা জানি, দেশের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা না হইলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না এবং সেইজন্য আমরা ট্যাক্স বসানোর সমর্থনও করি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই ট্যাক্স যাহাতে শ্রেণী বিশেষের মাথার উপর একটা বিষম গুরুভারের মত চাপিয়া না বসে, সেদিকেও সকলকে সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে বলি। সরকার বা সরকারপন্থী দলের ইচ্ছা—এই শিক্ষাকর জমিদারদের জন্য রেভিনিউএর উপর টাকাপ্রতি এক পয়সা এবং প্রজাসাধারণের জন্য তাহাদের দেয় খাজনার উপর টাকাপ্রতি এক আনা হারে ধার্য্য করা হউক। আমরা এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করি। গরীব প্রজাসাধারণের উপর এ অন্যায় জুলুম কেন? ধনিক-বণিক, রাজা-জমীদার কর্ত্তৃক চারিদিক হইতে নির্ম্মম ভাবে শোষিত হইয়া একেই তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া আছে, তাহার উপর আবার যদি এরূপ অন্যায়ভাবে তাহাদের উপর শিক্ষাকর চাপাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা বাঁচিবে কেমন করিয়া? যাহারা সহিতে পারে, ভারটা তাহাদেরই মাথায় চাপাইয়া দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত নয়? দেশের জমীদারেরা ত বিলাস-ব্যসনে, তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে হাজার হাজার টাকা পানির মত অপব্যয় করেন, তবে এই সামান্য ব্যাপারে তাঁহারা এত ব্যয়কুণ্ঠ কেন? বিশেষ ইহা যখন সদ্ব্যয় এবং দেশের জনসাধারণের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর। আমরা আশা করি, বাংলা সরকার কথাটা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন এবং প্রজাদের জন্য যাহাতে এক পয়সা ও জমীদারদের জন্য একআনা হারের কর ধার্য্যের ব্যবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে অবহিত হইবেন।

বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বাস্থ্য

—:*:—

দেশের ও জাতির আশা-ভরসার স্থল ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্প্রতি এক চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদ্দেশীয় বহু চিন্তাশীল লোক এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করিতেছেন। ছাত্রদের, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ছাত্রদের, স্বাস্থ্যাবনতির কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক, তন্নিরাকরণের নিমিত্ত দেশে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করা অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশের হিন্দু মনীষীগণ এবিষয়ে নানাভাবে আলোচনা ও বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানের নানা উপায় আবিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলার মুসলমানগণ অন্যান্য দরকারী বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়টির প্রতি ও যথেষ্ট ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন।

সম্প্রতি "টিচার্স জার্ণাল" নামক মাসিক পত্রিকার আগষ্ট সংখ্যায় পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত হিসার নামক স্থানের জাঠ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিঃ এইচ, এন, সরকার, বি,এ, বি,টি মহোদয় বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বাস্থ্য-সমস্যা সম্বন্ধে অতি সুন্দররূপে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি পঞ্জাবী ছাত্রদের সহিত বাঙ্গালী ছাত্রদের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালা ছাত্রেরা পরীক্ষায় বড় বড় পাশ দিলেও পৃথিবীতে বাস করার যোগ্যতা তারা প্রায়ই রাখে না।

শারীরিক স্বাস্থ্যাবনতির কারণ কি? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে, ব্যায়ামচর্চ্চায় উদাসীন থাকার জন্যই বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বাস্থ্যাবনতি ঘটিয়া থাকে। এজন্য গত কয়েক বৎসর হইল, বিশ্ববিদ্যাল[illegible]ক হইতে তদধীন স্কুল ও কলেজ সমূ[illegible] প্রচলনের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু মিঃ সরকার বাঙ্গালী ছাত্রদের স্বাস্থ্যাবনতির আরও দুইটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ অর্থাভাব; দ্বিতীয়তঃ নৈতিক দীনতা।

আর্থিক অ-সচ্ছলতাই বাঙ্গালী ছাত্র সমাজের স্বাস্থ্যহানির প্রথম ও প্রধান কারণ। উপযুক্ত খাদ্য, পরিধেয়, আমোদ-প্রমোদ, বিশ্রাম ও ইত্যাকার জিনিষগুলি স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান উপাদান, কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রদের ভাগ্যে প্রায়ই এগুলি জুটিয়া উঠে না। অবস্থাপন্ন লোকের সংখ্যা বাঙ্গলায় নিতান্তই নগণ্য। যে দুই একজন লোকের অবস্থা ভাল, তাহারা দরিদ্রদের দুরবস্থার কথা কল্পনাও করিতে পারেন না। যে অবস্থায় বাঙ্গালী ছাত্রেরা লেখাপড়া শিক্ষা করে, তাহা না দেখিলে, কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। উপযুক্ত খাদ্য ও স্বাস্থ্যকর বাসস্থান এদেশের অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রের অদৃষ্টেই জুটিয়া থাকে। বিলাতের শ্রমিক নেতা মিঃ পার্সেল আমাদের দেশের শ্রমিকদের দুরবস্থার বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন, পৃথিবীর কোন দেশের লোকেই এত হীনভাবে জীবন-যাপন করে না। বাঙ্গলার হতভাগ্য ছাত্র-সমাজ এইরূপ দীনহীন লোকদের সন্তান। অধিকাংশ স্কুলই পল্লীগ্রামে অবস্থিত। পল্লীগ্রাম ধনবানদের স্থান নহে। দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকই পল্লী গ্রামের প্রধান বাসিন্দা। বাঙ্গলার ছাত্র-সমাজ বলিতে যাহাদিগকে বুঝায়, তাহাদের শতকরা ৭৫ জন পল্লীগ্রামবাসী। বাড়ীতে তাহারা উপযুক্ত খাদ্য অর্থাৎ সারবান্ ও বলকর আহার্য্য পায় না। তাহারা যাহা-তাহা উদরসাৎ করিয়া কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে তাহাদের শরীরের উপযুক্ত গঠন হয় না, দেহে উপযুক্ত বল বীর্য্যের সঞ্চার হয় না। পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের নদী ও জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যাইত। কিন্তু এখন বাঙ্গলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই মাছের দুর্ভিক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে কথায় বলে, "মাছে ভাতে বাঙ্গালী।" কিন্তু ভাত কোন ক্রমে পাওয়া গেলেও মাছ আর বড় সহজে যোগাড় করা যায় না। রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু বিরচিত "খাদ্য" নামক পুস্তক পাঠে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ যে খাদ্য খাইয়া জীবন-ধারণ করে, তাহা জীবন-ধারণের জন্য আদতেই প্রচুর নহে।

তারপর ধরুন্ বাসস্থান ও পরিধেয় বস্ত্রের কথা। বাঙ্গলাদেশের অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই ভাল স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ আছে। যাহারা জীবন-ধারণের জন্য উপযুক্ত খাদ্যের সংস্থান করিতে পারে না, তাহারা স্বাস্থ্যকর বাসগৃহ কি করিয়া নির্ম্মাণ করিবে? তাহারা সাধারণতঃ চালাঘরে বাস করে। জনসাধারণ এত দরিদ্র যে, বেশীর ভাগ লোকই টিন দিয়া চালাঘর তৈয়ার করিয়া লইতে পারে না। তাহারা খড় বা "ছোন" নামক একপ্রকার ঘাস দিয়া চালা ঘর তৈয়ার করিয়া তাহাতে মাথা গুঁজিয়া থাকে। এই সকল ঘরকে বাসগৃহ না বলিয়া কুঁড়ে ঘর বলাই সমীচীন। এই সকল কুড়ে ঘরে বাস করার অর্থ বৎসরের কয়েক মাস বৃষ্টি, ঝড়, বন্যার ও শীতের সহিত যুদ্ধ করা। এই সকল ঘর বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ভিজা অবস্থায় থাকে। তাহার উপর আবার তাহাতে রৌদ্র ও বাতাস খেলিবার ব্যবস্থা থাকে না। ফলে, ঐ সকল ঘরের অধিবাসীরা ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যধির প্রিয়-শীকার স্বরূপ হইয়া পড়ে। একে উপযুক্ত খাদ্যাভাবে জীবনীশক্তি কমিয়া আসিয়াছে; তাহার উপর আবার সংক্রামক ব্যধির প্রবল প্রকোপ। ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীর সাধ্য কি যে সেই প্রবল প্রকোপ সহ্য করিতে পারে? ফলে হতভাগ্য বাঙ্গালীর জীবনের মধ্যাহ্নেই তাহার আয়ুসূর্য্য অস্তমিত হয়। উপরে যে চিত্র অঙ্কিত করা হইল, তাহা নিতান্তই ভয়াবহ। কিন্তু ভয়াবহ হইলেও অতিরঞ্জিত নহে বরং অক্ষরে অক্ষরে সত্য; এ কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিবেন।

বাঙ্গালী ছাত্র সমাজ এই প্রকার দুঃখ দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের সন্তান। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালী ছাত্রদের বক্ষ নিতান্তই অপ্রশস্ত ও মাংসহীন, দেহ নিস্তেজ ও রক্ত-বিহীন। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই বরং এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে তাহারা নিয়ত বিমর্ষ ও দুর্ব্বল দেখায়। যদি তাহারা কখনও হাস্য করে, তবে সে হাসিকে "কাষ্ঠ হাসি" ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। এতাদৃশ ছাত্রেরা কখনই জীবনযুদ্ধের ন্যায় মারাত্মক যুদ্ধে জয়ী হইবার যোগ্য নহে। অবশ্য ধনবান পরিবারের ছাত্রও যে না আছে, তাহা নহে। তাহাদের উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব নাই, তাহাদের স্বাস্থ্যকর ও আরামপ্রদ বাসগৃহেরও অভাব নাই। তাহারা ভাল খাদ্য খাইয়া থাকে, ভাল ঘরে বাস করে এবং স্বাস্থ্য-রক্ষার উপযোগী ভদ্রজনোচিত পোষাক পরিধান করে। কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল নহে। ইহার কারণ কি?

এই কারণানুসন্ধান করিতে গেলে, আমরা দেখিতে পাই যে, শুধু দরিদ্রতাই বাঙ্গালীছাত্রের স্বাস্থ্যাভাবের কারণ নহে। দরিদ্রতার ন্যায় স্বাস্থ্য-নাশকারী অন্য কারণও বিদ্যমান্ আছে। দারিদ্র্য স্বাস্থ্যহীনতার প্রথম ও প্রধান কারণ হইলেও, অপর কারণটাও কোন অংশে কম নহে। এই কারণটী ছাত্রদের মধ্যেই নিহিত আছে। এই বিষয়টি আপাত দৃষ্টিতে অপ্রীতিকর হইলেও এবং অপ্রিয় সত্য দোষে দুষ্ট হইলেও তাহা আলোচনা করিলে ফল দর্শে। তাই, আমরা সুনীতি ও সুরুচিশাল পাঠকগণের বিরাগ ভাজন হইবার ভয় অগ্রাহ্য করিয়া তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ছাত্রদের স্বাস্থ্যাবনতির দ্বিতীয় কারণ, নৈতিক দৈন্য। কিছুকাল পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বেশ বলা যাইতে পারে যে, ছাত্রেরা নিতান্ত নীচভাবে স্বীয় শক্তির অপচয় করিতে অভ্যস্ত। ছাত্রদের অন্য কিছু শিক্ষা হউক বা না হউক, আত্মবিনাশী কু-অভ্যাস তাহারা শিক্ষা করিবেই করিবে। এই লজ্জাকর ও ক্ষতিকর জঘন্য-অভ্যাস-মুক্ত ছাত্র ক্বচিৎ দৃষ্টি-গোচর হয়। আদ্যনাথ ঘটক, বি-এস-সি মহাশয়ের রচিত "ছাত্রগণের নৈতিক অবস্থা ও তাহার প্রতিকার", রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত "ব্রহ্মচর্য্য" ও এতাদৃশ আরও কতিপয় পুস্তিকা পাঠে পাঠকগণ আমাদের উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যে কোন শিক্ষক বা অভিভাবকের এতটুকু অন্তর্দ্দৃষ্টি আছে, তিনিই তাঁহার ছাত্রের মধ্যে এই কু-অভ্যাসের নিদর্শন দেখিতে পাইবেন। ডাঃ জন কাউয়ান, এম্, ডি, মহোদয় তাঁহার The Science of new life নামক পুস্তকের একস্থানে লিখিয়াছেন, "এই কু-অভ্যাস যে ছাত্র সমাজে কি পরিমাণে প্রসারলাভ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। এই কু-অভ্যাসটি যেরূপ গুপ্তভাবে প্রশ্রয় পায়, তাহাতে ইহার প্রসার নির্ণয় করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। কিন্তু ইহার যে কুফল আমরা শতসহস্র ছাত্রের মধ্যে অনুভব করিতে পারি, তাহাতে প্রত্যেক ছাত্র-হিতৈষীরই আতঙ্কিত হইবার কারণ আছে।" তিনি স্থানান্তরে আবার লিখিয়াছেন, "বালকগণ এই কু-অভ্যাসের দরুণ শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল লাভ করিতে পারে না। অনেক আজন্ম প্রতিভাশালী ছাত্র শুধু এই কু-অভ্যাসের ফলে জগতে প্রতিষ্ঠালাভে অসমর্থ হয়।"

উপরোক্ত ডাক্তার সাহেব যে কথা কয়টি লিখিয়াছেন তাহা ভিন্ন-দেশবাসী ছাত্র-সমাজের উদ্দেশ্যে লিখিত হইলেও, আমাদের দেশের ছাত্রদের পক্ষেও কথা কয়টি সম্যক্‌রূপে প্রযুজ্য। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের দেশের ছাত্রেরা অজীর্ণতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, বক্ষের দুর্ব্বলতা ও অস্বাভাবিক কম্পন, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় কঠিন ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিয়ত কত কষ্ট ভোগ করে। যাহারা ছাত্রজীবনের পরিসমাপ্তি করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই বাল্য-কু-অভ্যাস-ফলে উল্লিখিত রোগে আক্রান্ত হইয়া স্ফূর্ত্তিহীন জীবন যাপন করিতেছে। সে যাহা হউক, অবিলম্বে যদি উক্ত ব্যাধিসমূহের মূল কারণ দূরীভূত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে ২০।২৫ বৎসর পরে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যে কিরূপ অধঃপতিত হইবে, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে, মন দারুণ হতাশায় পূর্ণ হইয়া যায়। আমরা বলি, নিত্য নূতন সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে আমাদের দেশ রসাতলে গেল। আমরা আরও বলি, দেশবাসীর প্রতি গবর্ণমেণ্টের যাহা করা উচিত ছিল, আজ পর্য্যন্ত তাহা করেন নাই। কিন্তু ধরাবক্ষে টিকিয়া থাকার যোগ্য জাতিরূপে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, আমাদের যাহা করা উচিত ছিল, তাহা কি আমরা করিয়াছি? আমাদের দেশের মাতাপিতা ও অভিভাবকগণ স্ব স্ব সন্তানের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি যথাযথভাবে পালন করিতেছেন? নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির লোকও উত্তর দিবেন "না।" আমরা এমন কথা বলি না যে, গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ত্তব্য নাই; অথবা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট পালন না করিলেও চলিতে পারে। আমরা শুধু এই কথা বলিতে চাই যে, মাতাপিতা, অভিভাবক ও ছাত্রগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে প্রতিপালন করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের যে কত বড় দায়িত্ব রহিয়াছে, তাহা তাঁহাদের প্রণিধান করা কর্ত্তব্য।

উপরে বর্ণিত জাতীয় দুর্গতির জন্য দায়ী কে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ জন্য হতভাগ্য ছাত্রগণ একা দোষী নহে। সংসারানভিজ্ঞ, অপরিণত বয়স্ক বালক সংসর্গ দোষে ভবিষ্যতের প্রতি অন্ধ হইয়া অজ্ঞাতসারেই কুঅভ্যাসের দাসত্ব-শৃঙ্খলে নিজকে আবদ্ধ করিয়া লয়। সে বেচারা আর কি করিবে? তাহাকে তাহার অভিভাবক যেরূপ সংসর্গে মিশিতে দেন, সে সেই সংসর্গের অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফলভোগ করিবেই করিবে। কু-অভ্যাসের বশবর্ত্তী ছাত্রগণের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই সংসর্গ দোষে ঐরূপ হইয়া পড়ে। ভবিষ্যদ্দৃষ্টিহীন বালক অসদাদর্শ গ্রহণের ভাবী ফলের কথা জানে না বা বুঝে না। তাহাকে তাহার কোন মুরুব্বি স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, জীব-উৎপাদনের রহস্য ইত্যাদি কিছুই বুঝান না। অথচ তাহাকে যে সংসর্গে মিশিতে হয়, তাহার সততা বা অসারতাও কোন অভিভাবক তলাইয়া দেখেন না। সুবৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে অনেক বালক বালিকা থাকে। তাহাদের স্বভাব-চরিত্র স্বভাবতঃই বিভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। ফলে, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের বালক বালিকাগণ তাহাদের অভিভাবকগণের অজ্ঞাতসারে কুঅভ্যাসের আদর্শ গ্রহণ করে। বাঙ্গালী পরিবারের সন্তানগণের সংসর্গ, আহার্য্য দ্রব্য, বসবাসের প্রণালী, শিক্ষাপ্রণালী ইত্যাদি মিলিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যাবনতি ঘটাইয়া থাকে। বালকের মাতাপিতা বা শিক্ষক বালককে কুঅভ্যাসের হস্ত হইতে উদ্ধার করার আবশ্যকতা খেয়াল করেন না। এই কু-অভ্যাসের ইঙ্গিত করিতেও তাঁহারা লজ্জাবোধ করেন। যখন তাহারা বালকদের কুঅভ্যাসের বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন, তখন পর্য্যন্তও তাঁহারা নীরব থাকেন। এইভাবে কু-অভ্যাস অপ্রতিহত গতিতে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; ফলে, মাতা–

মুস্‌লিম-সাহিত্য

(কাজী কাদের নওয়াজ)

হেথায় রয়েছে কচি কচি আম
আঙ্গুরের সরবৎ
জহরৎ মতি কোহিনূর হীরা
মাণিকের পর্ব্বত্
রূপের ঝর্ণা শান্তি মলয়
মুক্তি সল্‌সবিল্
বহিতেছে হেথা জাগো মুস্‌লিম!
খুলে দাও সবে দিল
মুকুলিত শাখী, বুল্‌বুল্ পাখী
রঙ্গীন বসোরাগুল্
শশী তারকার উজলিত হার
আছে হেথা, নাহি তুল্
'মোস্তফা' যিনি 'চরিত' তাঁহার
সরিতের সম আজি
বহে এইখানে, থির নীরে ফোটে
অমল কমল রাজি
'শান্তির ধারা,' 'নূর নবী' পাশে
ছুটিতেছে অহরহ
'হাস্নাহেনা'র সৌরভে হেথা,
মদির গন্ধ বহ
'খালেদ' 'উমর ফারুকে'র গাথা
বাজিতেছে 'বীণে' নিতি
'খাইয়াম্' 'সাদী' 'আল্‌কিন্দীর'
জাগিতেছে আজি স্মৃতি
'স্বপ্নের সাধ' সফল হ'য়েছে
'কিশোরী'র প্রীতি লভি
মিলেছে হেথায় এক সাথে আসি
প্রেমিক, শিল্পী, কবি
কোথা জহুরীরা 'কোহিনূর' আজি
চিনে লও রাশি রাশি
কাব্যের সাজি আনিয়াছি মোরা
লও সবে ভালবাসি
ডালিম বেদানা পেস্তা আপেল
মেওয়া চাই যদি তব
হে পথিক! এসো এখানেতে তাহা
পাবে নিতি নব নব
'আল্-মুস্‌লিম' 'শেল' 'বর্ষি'ছে,
'ছোল্‌তান,' তূণধারী,
'খাদেম' 'হানাফী' 'মোহাম্মদী'র
ঝলে হেথা তরবারি
অসূয়া ধোঁয়ায় মলিন যাহারা
কলহেতে রহে মাতি
আম্মুক্ ছুটিয়া সম্মুখে হাসে
মোহন চাঁদিনী রাতি
চন্দ্র ভাতিছে, বংশী বাজিচে
গাহিছে রাতের পাখী
নবীন প্রবীণ সবে মিলি এসো
আসর রচিয়া রাখি।

পিতা সন্তানহারা হন, শিক্ষক তাঁহার ভাবী মুখোজ্জলকারী ছাত্রহারা হন।

কেহ কেহ বলেন, নৈতিক জীবনের উপরে বিভিন্ন খাদ্য বিভিন্ন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। যে সকল খাদ্যবস্তু উত্তেজক, তাহা হইতে ছাত্রগণের পরহেজ করা উচিত।

উপযুক্ত খাদ্যাভাবের জন্য স্বাস্থ্য-নাশের আশঙ্কায় হতাশ হওয়া কাহারও উচিত নহে। "ব্যায়াম-চর্চ্চা" নামক পুস্তিকায় নিম্নলিখিত আশ্বাসপূর্ণ কথা লিখিত হইয়াছে—"যিনি উদর দিয়াছেন, তিনিই আহার জুটাইয়া দেন। আর যাহার যে আহার জুটে, তাহাই একটু বুদ্ধি বিবেচনা খাটাইয়া খাইলে, শরীর ধারণের পক্ষে যথেষ্ট হয়। কৃষক, কুলী-মজুর, পশ্চিমালোক সাধারণতঃ শাক্, ভাত, ডা'ল, পান্তা—এই সকল সামান্য রকমের খাদ্য খাইয়া থাকে। আজকালকার বাজারে এতদপেক্ষা ভাল খাদ্য তাহাদের অদৃষ্টে বড় বেশী জুটে না। তথাপি দেখিতে পাই যে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বলিষ্ঠ, দৃঢ়, স্বাস্থ্যবান্। আর আমাদের মত যাহারা লেখাপড়া লইয়া থাকে, তাহারা সাধারণতঃ শাক-পান্তার চাইতে ভাল খাদ্য খাইয়া থাকে। তত্রাচ আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই দুর্ব্বল, হাল্‌কা, স্বাস্থ্যহীন। আমাদিগকে শারীরিক পরিশ্রম-জনক কাজ একরূপ করিতেই হয় না।—ব্যায়ামও করি না। আর গরীব লোকেরা দিনরাত গুরুতর খাটুনি খাটে। এজন্য পরিশ্রমজনিত দৈহিক বল, মনের সাহস ও স্ফূর্ত্তি তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এবিষয়ে তাহাদের সহিত আমাদের তুলনাই হয় না।"

এখন কথা এই যে, পরম করুণাময় খোদাতা'লা আমাদের জন্য যে রুজি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই খাইয়া, যদি আমরা তাঁহারই আদিষ্ট পথে চলি, তাহা হইলে, আমাদিগকে স্বাস্থ্যহারা হইয়া হা-হুতাশ করিতে হইবে না।

ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ

(মুঃ আহ্‌বার চৌধুরী বি, এ)

হিন্দু-রাজ্যের স্বপ্ন

পলাশীর যুদ্ধ ও সিপাহী বিদ্রোহের পর স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পলাসীর যুদ্ধে হিন্দুরা ইংরেজকে সম্মুখে রাখিয়া মুসলীমের হাত হইতে ভারতের সিংহাসন লাভ করিবার অধিকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তারপর সিপাহী বিদ্রোহের সময় মুসলামকে সম্মুখ সময়ে উস্কাইয়া দিয়া হিন্দুরা পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া ইংরেজের নিকট হইতে ভারতের হিন্দু স্বাধীনতা উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরের কাঁধে বন্দুক রাখিয়া নিজের মতলব হাসিল করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সময় পর্য্যন্ত তাহাদের মনে সাহস না থাকায় সংগ্রামের সম্মুখভাগে আসিতে পারেন নাই। কিন্তু স্বদেশী ও অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তাহাদের mentality একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ভারতীয় হিন্দুরা মনে করিয়াছিলেন যে বাদশাহী আমলের ন্যায় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সব চাকুরীগুলি অধিকার করিয়া শাসন যন্ত্রটা দখল করিয়া ফেলিবেন। তাই ১৮৮৫ খৃঃ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম কয়েক বৎসর অর্থাৎ কংগ্রেসের শৈশবজীবন "কেবল চাকুরী দাও", "চাকুরী দাও" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাটিয়াছিল। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার, মন্ত্রী, এমন কি প্রাদেশিক গভর্ণরের পদ পর্য্যন্ত ভারতীয় হিন্দুরা লাভ করিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই রাস্তায় হিন্দু-স্বাধীনতার পথ খুজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভারতীয় হিন্দুদিগকে "সব কিছু" দিলেও ভারতের কল চাবিটি সমুদ্রের অপর পারে ইংরেজ মন্ত্রির হাতেই রহিয়া গেল। সেখানে গভর্ণর, মন্ত্রী ও চাপরাশী সকলেরই সমান আসন। কেহই আদেশের বিরুদ্ধে একতিলও অগ্রসর হইতে পারেন না। সেখানে শিবাজী ও কৃষ্ণচন্দ্র জগৎশেঠের মত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া হিন্দু-সাম্রাজ্য গঠন করিবার কোন সুবিধা পাইলেন না। তাঁহারা আরও দাও আরও দাও বলিয়া অবাধ্য শিশুর ন্যায় চীৎকার আরম্ভ করিলেন। বিলাতের অভিভাবকেরা যখন আর ঘুমাইতে পারিলেন না, তখন মণ্টেগু মাকাল দিয়া সাময়িকভাবে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। ইংরেজ শাসকেরা মোগল বাদশাহী আমলের ইতিহাস ও মুসলীম সাম্রাজ্যের পতন হইতে একটা শিক্ষালাভ করিলেন। তাহারা সব কিছু দিলেও বাদশাহী আমলের ন্যায় দশহাজারী, পাঁচহাজারীর মনসবদারী ও সেনাপতি ও মন্ত্রিত্বের পদ না দিয়া সৈন্য পরিচালনা, টাকা পয়সার চাবি প্রভৃতি নিজের হাতেই রাখিলেন। মণ্টেগু মাকাল পাইয়া প্রথমে আনন্দিত হইলেও পরিশেষে এই ফাঁপা জিনিষ পাইয়া সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারিলেন না। তাই ব্রিটিশ অভিভাবকের উপর রাগ করিয়া কংগ্রেস ঘোষণা করিলেন—"attainment of swaraj by legitimate and peaceful means." ইহাতেও কিছু হইল না। শীঘ্র শীঘ্র হিন্দু-রাজ লাভের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। এইজন্য অভিমানী শিশুর ন্যায় পণ্ডিত জওহরলাল গত মাদ্রাজ কংগ্রেসে Complete Independence বনাম হিন্দু-স্বাধীনতার প্রস্তাব কংগ্রেসে পাশ করাইলেন। কিন্তু হিন্দু ভারতের এই চোখ-রাঙ্গানীতেও ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, লর্ড বার্কেনহেড এক ধমক দিয়া একেবারে শাও করিয়া দিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মিছরে যুদ্ধ জাহাজ পাঠাইয়া ও পার্লামেণ্ট ভাঙ্গাইয়া দিয়া ভারতবর্ষকে বুঝাইলেন, ফের যদি তোমরা গোলমাল কর তবে শেষ করিয়া দিব।" ইহা দেখিয়া বৃদ্ধেরা প্রমাদ গনিলেন। এই অপরাধ মার্জ্জনার জন্য কয়েকজন বিলাত অভিমুখে ছুটিলেন। সকলে মিলিয়া সাইমন কমিশনে একটা আপোষ মীমাংসার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাই মাতব্বরেরা সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া নেহরু কমিটি নামে একটি কমিটি আহ্বান করিয়া—কমিটির অন্যতম সদস্য সার আলী ইমামের ভাষায়—Dominion Status—a Via media between Complete Independence and object dependence," এর প্রস্তাব করিয়া একটা আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু ভারত কখনও হিন্দু-স্বাধীনতার স্বপ্ন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সময় ও অবস্থাভেদে কার্য্যপদ্ধতি বদলাইতেছেন মাত্র।

সিপাহী বিদ্রোহের পর বৎসর ১৭৫৮ খৃঃ অঃ কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কালচার প্রচলিত হইল। আমাদের মুসলীম সমাজ এই নবাগত বিদেশী খৃষ্টানী ভারতীয় হিন্দুরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে হিন্দুয়ানী ছাঁচে গঠন করিয়া একেবারে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন। বহু বৎসর ব্যাপিয়া চেষ্টা করিয়াও মুসলীমেরা এখনও এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু রাজ্যে প্রবেশের পথ খুজিয়া পাইতেছেন না। এই সত্তর বৎসর মধ্যে ও [illegible] মুসলমান ভাইসচেনসেলার নিযুক্ত হইতে পারি[illegible] না। মাদ্রাজের পারিয়া নামক অস্পৃশ্য জাতি যেমন হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না, ডাক্তার প্রমথনাথ ব্যানার্জ্জি নামক একজন ব্রাহ্মণ সদস্য "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল" আনয়ন করিয়া সেইরূপ এই হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানের প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিতেছেন। যাঁহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন উঠাইয়া দিতে চান, তাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও কর্পোরেশনের স্বরাজ ও স্বায়ত্ব শাসনের নমুনা দেখিলেই ভারতের ভবিষ্যত হিন্দু স্বাধীনতার আদর্শ সহজেই বুঝিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে অনেকেই ইংরেজি শিক্ষার গাফলতের জন্য তৎকালীন মুসলীম নেতাগণের নিন্দা করিয়া থাকেন। আমি কিন্তু তাহাদিগকে এই জন্য প্রশংসা ও সমর্থন করিয়া থাকি। তাহারা এই অসহযোগ করিয়া দূরদর্শিতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময় ভারতের হিন্দুরাও যদি মুসলমানের সহিত এক জোট হইয়া পাশ্চাত্য কালচার ও শিক্ষার সহিত অসহযোগিতা করিতেন, তবে আজ সমগ্র এশিয়ার উপর ইউরোপীয় সভ্যতা ও কালচার এত প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারিত না। ইংরেজীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইতে পারিত। দেশের জন-সাধারণ শত চেষ্টা করিয়া ও এখনও দেশীয় ভাষাকে "Medium of instruction" করিতে পারিলেন না। পলাশীর যুদ্ধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দু-নেতারা লর্ড ক্লাইভের সহিত সহযোগিতা করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আনয়ন করিয়াছিলেন, এবং এই বার লর্ড মেকলের সহিত রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি হিন্দুনেতারা অদূরদর্শিতা বশতঃ সহযোগিতা করিয়া ইউরোপীয় সভ্যতা ও কালচারের নিকট ভারতীয় সভ্যতাও কালচারের Surrender করিয়া দিলেন। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর উর্দ্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই ভ্রম সংশোধনের কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছেন। আজ বহু বৎসর পূর্ব্বে সেই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াই গত অসহযোগ আন্দোলনের যুগে মিঃ গান্ধী ও অন্যান্য হিন্দুনেতাগণ ইংরেজী স্কুল-কলেজ বয়কট করিয়া ও বিলাতী কাপড় ও হেট-কোট বর্জ্জন করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কালচারের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতী, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও গুরুকুল আশ্রম প্রভৃতি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরুদ্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের Re-action বলা যাইতে পারে। রাজা রামমোহন রায়ের পর বিবেকানন্দ ও একবার এই পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু হায় সেই সময় যদি হিন্দুনেতারা মুসলমানের সহিত একযোগ হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কালচারকে এবং ইহার সঙ্গীয় উপকরণগুলিকেও বয়কট করিতে পারিতেন, তবে আজ ভারতবাসীকে খাইতে, পরিতে, পরের দয়ার ও সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইত না। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন ইংরেজী না শিখিলে মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে না। কিন্তু এ কথা একেবারে ভুল। আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ খান ও পারস্যের রেজা শাহ একটি অক্ষর ইংরেজী না জানিয়া ও নিজের দেশকে ইউরোপীয় পরাধীনতা হইতে উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। জাপানের প্রধান মন্ত্রী কেবল ইংরেজী নহে, এমন কি অন্য কোন বিদেশী ভাষা না জানিয়াও এত বড় একটি রাজ্যের কাজ চালাইতেছেন।

সে যাহা হউক ইংরেজ জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা ইংরেজী সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দু যুবকেরা বার্ক, মিলটন, বায়রন সেক্সপীয়ার প্রভৃতি পড়িয়া স্বাধীনতাপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়" বলিয়া হিন্দু কবি রঙ্গলাল সমগ্র হিন্দু সমাজকে মাতাইয়া তুলিলেন। সেই সময় ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ দ্বারাও তাহারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবে ফরাসী প্রজারা সম্রাট পরিবারকে ধ্বংস করিয়া সাধারণতন্ত্র কায়েম করিলেন। দুনিয়া জুড়িয়া "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী ঘোষণা করিয়া ডাক লাগাইয়া দিলেন। ভলটেয়ার ও রুশোর উত্তেজনা পূর্ণ সাহিত্য ও বিপ্লবের আদর্শে তৎকালীন চরম-পন্থী দলের মুখপত্র সঞ্জিবনী স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী বলিয়া নিজ আদর্শ প্রচার করিলেন। এখনও সঞ্জিবনীর উপরিভাগে এই তিনটি শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। তারপর আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে (War of Independence) পরাধীন ও দুর্ব্বল আমেরিকা প্রবল ব্রিটিশ শক্তিকে পরাজিত করিয়া তাহারা American Republicএর প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমেরিকা দুনিয়ার অন্যতম স্বাধীন শক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তখন ইটালী অষ্ট্রীয়ার অধীনতা ছিন্ন করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং রুশিয়া-জারের কঠোর শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইতেছিলেন! হিন্দু যুবকেরা ইটালী-বীর গেরিবল্ডী ও মেজিনীর ও রুসিয়ার নিহীলিষ্ট সম্প্রদায়ের কার্য্য-পদ্ধতির ও বোমা তৈয়ার প্রভৃতি শিখিতে লাগিলেন। ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী ক্ষুদ্রকায় ও দুর্ব্বল জাপান বিশাল দেহ রুসকে পরাজিত করিলেন। প্রতিবেশী জাপানের বিজয়বার্ত্তা শুনিয়া ভারতীয় হিন্দুর সাহস ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা শতগুণে বাড়িয়া গেল। "উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর—হইল হইল ভোর, দিনকর প্রাচীতে উদয়" গাহিয়া মধুসূদন প্রভৃতি হিন্দু কবিরা একেবারে সকলকে মাতাইয়া তুলিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র এই জাতীয়তা ও স্বাধীনতার আন্দোলনে বাঙ্গলা ও সমগ্র ভারতবর্ষ যখন একতা ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার হইতেছিলেন এমন সময় লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ-ভঙ্গ (Partition of Bengal) করিয়া বাঙ্গলার হিন্দু শক্তিকে দুইভাগ করিয়া দিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম একটি স্বতন্ত্র মুসলীম প্রদেশে গঠিত হইয়া বাঙ্গলার মুসলীম সমাজে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। মওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেবের ভাষায়—"The partion came to them as a will-deserved, though wholly unexpected blessing. Their condition had begun to improve and with that their ambitions and hopes." বাঙ্গলার মুসলীমের এই নব-জাগরণকে হিন্দুরা বরদাশত করিতে পারিলেন না। সমগ্র বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজ একেবারে উন্মাদ হইয়া পড়িলেন। বাঙ্গলার হিন্দুরা একা লড়িলেও পঞ্জাব ও মাহারাষ্ট্র প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশগুলি হইতে লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি হিন্দু-নেতারা বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজকে অভিনন্দন করিয়া ও সহানুভূতি দেখাইয়া উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বাঙ্গলার হিন্দুরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে স্বাদেশীকতা প্রচার করিয়া ও বিদেশী বর্জ্জন ঘোষণা করিয়া ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি কাঁপাইয়া তুলিলেন। ইহাই হইল হিন্দু স্বাধীনতা সংগ্রামের

"মুসলমান গুণ্ডার উপদ্রব"

(এম, ইদ্রিস্‌ বি-এ)

হুসেন তস্‌বির আঁকে।……বয়স তার তিরিশের কাছাকাছি; কিন্তু বিয়ে করেনি' এখনো। ইচ্ছা—উপযুক্ত রকম টাকাপয়সা রোজগার ক'রে তার পর বিয়ে কর্‌বে।

সংসারে একমাত্র বৃদ্ধা মাতা। কোনো রকমে তস্‌বির বিক্রীর পয়সাতেই সংসার চলে যাচ্ছিল!

কিন্তু সে যেসব ছবি আঁকৃত—আদর এখন আর সে সবের বড় নেই! আওরতের নগ্ন-রূপের ছবির কদরই এখন বেশী।

তাই সে অনেক দিন ধ'রে ভাব্‌ছে—এ সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ছবি না এঁকে আঁকতে হবে নারীর ছবি।

কিন্তু সে আদর্শই বা পায় কোথায়!…

পার্শ্বের দোতালা বাড়ীর…দরজা জানালা এত দিন বন্ধই ছিল। লোক না থাকায় এত বড় প্রাসাদোপম বাড়ীটা নির্জ্জনতায় খাঁ খাঁ করৃত!

হঠাৎ একদিন সে বাড়ীর…জানালাটী খু'লে গেল। সোৎসুক-নেত্রে হুসেন দেখ্‌তে পেল—১৮।১৯ বৎসরের একটী মেয়ে তার…পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে!…

যাক্‌—আদর্শ মিলে গেল।…

সে দিন থেকে প্রতিদিন বেলা দশটায় নিলীমা যখন স্নানান্তে তার জানু-বিলম্বিত ঘন-কৃষ্ণ কেশ-রাশি উন্মুক্ত ক'রে জানালার পার্শ্বে বসে সেলায়ের কাজ করৃত—হুসেনও তখন বসে যে'ত তার তস্‌বির আঁকৃতে!

তস্‌বির আঁকৃতে প্রায় একপক্ষ কাল কাটৃল; এই একপক্ষ কাল ধরে নিলীমা প্রতিদিন লক্ষ্য করৃলে—একটী অনিন্দ্য-সুন্দর মুস্‌লিম তরুণ গভীর মনোযোগের সাথে তাকে দেখ্‌ছে—আর হয়ত বা তারই ছবি আঁকৃছে…!

কুলীন ঘরের মেয়ে বলেই অথবা আধুনিক শিক্ষার ফলেই হয়ত এই বয়সেও নিলীমার বিয়ে হয় নি'! কিন্তু…অন্তর্য্যামীই জানেন—যৌবন-পীড়ায় তার প্রাণের গোপন কোণে মিলনের সে কি এক বিপুল আকুলতাই…আকুলি বিকুলি করে বেড়াচ্ছিল; তাই সে যখন অসামান্য রূপ-যৌবন-শালী হুসেনকে দেখ্‌ল—তখন আর তার প্রাণের আকুল আসঙ্গ-লিপ্সাকে বাঁধা দিয়ে রাখা গেল না—হয়ত বা প্রবৃত্তিও হলো না!

হুসেনের ছবি আর শহরে নিয়ে বিক্রি করৃতে হলো ন—নিলীমার দাসী এসেই তা কিনে নিলে।

পহেলা—কদম। গভর্ণমেণ্টের তরফ' হইতেও ধর-পাকড়, কারাবস ও নির্ব্বাসন, ও ফাঁসী প্রভৃতি চলিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দু বঙ্গ কিছুতেই দমিল না। অবশেষে ১৯১১ খৃঃ আঃ বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিয়া হিন্দু-বঙ্গের জিদ বজায় রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সহিত একটা আপোষ করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলার হিন্দুর এই বিজয় বার্ত্তা শুনিয়া সমগ্র হিন্দু ভারত আবার জাগিয়া উঠিল। তাহাদের সম্মুখে ভবিষ্যত হিন্দু-স্বাধীন ভারত ও হিন্দু-রাজ্যের চিত্রটি বিশেষ-ভাবে ফুটিয়া উঠিল। স্বদেশী যুগে—"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশের" মধ্যেই বাঙ্গলার জাতীয়াতা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বদেশী যুগের পর এই জাতীয়তা ও স্বাধীনতার স্পৃহা সমগ্র ভারত জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল। মিঃ তিলক ও লালা লাজপত রায় আবার সেই মহারাষ্ট্র ও শিখ রাজ্য গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্ট প্রেস আইন, রওলাট আইন প্রভৃতি জটিল আইনগুলি প্রণয়ন করিয়া এবং নজরবন্দ নির্ব্বাসন প্রভৃতি দ্বারা হিন্দু ভারতের স্বাধীনতার স্পৃহাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না। হিন্দু-ভারত হিন্দু-রাজ্যের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে স্বদেশী, Home rule, Self-government প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিলে sedition মনে করা হইত, কিন্তু এখন কংগ্রেসে স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হইলেও কেহ কিছু মনে করেন না। এখন সমগ্র হিন্দু-ভারত জুড়িয়া Indian Nationalism বনাম Hindu Nationalism এর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং দাদাভাই নৌরোজী স্বরাজ শব্দের প্রচলন করিয়া হিন্দু সমাজের সম্মুখে হিন্দু-স্বাধীনতার চিত্রটি সজীব করিয়া তুলিলেন। —ক্রমশঃ

কষ্টিপাথর

মাসিক মোহাম্মদী—কার্ত্তিক ১৩৩৫, সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা প্রতি সংখ্যা সাড়ে চারি আনা মাত্র। পুস্তকের ছাপা সুন্দর সাইজ ডবল ক্রাউন আট পেজী।

আমরা ২য় বর্ষের প্রথম সংখ্যা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রথম বর্ষ অপেক্ষা দ্বিতীয় বর্ষের মাসিক মোহাম্মদী যে সবদিক দিয়া অধিকতর উন্নত তাহার আভাষ আমরা প্রথম সংখ্যায়ই পাইয়াছি। এই সংখ্যায় সমস্যা-সমাধান, মিলন, শাহ্‌ মজলিস সাহেব, এছলাম ও নজরুল ইস্‌লাম, রূপের মোহ, মুসোলিনী প্রভৃতি বহু মূল্যবান নিবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মহিলা-মহফিল, সংবাদিকা, সংগ্রহ, আলোচনা প্রভৃতি অংশগুলি ও বিশেষ সুন্দর হইয়াছে। তবে প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে যে কোন প্রকার ত্রুটি হয় নাই সে কথা আমরা বলিতে চাই না। বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমান লেখকগণের সংখ্যাল্পতাই বোধ হয় ইহার একমাত্র কারণ। এক কথায় মাসিক মোহাম্মদী বাঙ্গলার একদল নাস্তিক্য প্রচারকারী তথাকথিত তরুণদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া ইস্‌লামের যে প্রভূত খিদমত করিয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মাসিক মোহাম্মদী দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপে ইসলামের খিদমত করিতে থাকুক .দের আন্তরিক প্রার্থনা।

সেদিন রাত্রে হুসেন পরদিন কি ছবি আঁকৃবে ব'সে ব'সে তাই ভাব্‌ছিল।

হঠাৎ ঝনাৎ ক'রে দোর খু'লে গেল! বিস্মিত দৃষ্টিতে হুসেন চেয়ে দেখ্‌লে—পাশের বাড়ীর সেই মেয়েটী।……সাজসজ্জার তার অন্ত নেই……।

নিলীমা যখন অল্প কথায় ও অধিক ইসারার-ইঙ্গিতে তার মনোভাব ব্যক্ত করৃলে—হুসেন তখন আস্তে ধীরে বল্‌ল—"আমায় মাফ করুন।"

উত্তেজিত কণ্ঠে নিলামা বল্‌লে—"কেন? কিসের মাফ্‌? তবে কেন তুমি আর কারো ছবি না এঁকে কেবল আমারই ছবি আঁকৃলে? কেন তবে আমার সরল প্রাণে কামনার আগুণ জ্বালিয়ে দিলে? কেনইবা তোমার ওই অনিন্দ্য-সুন্দর দেহ-কান্তি ও যৌবন-রাঙা দেহ-সৌরভ নিয়ে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালে?" বলেই প্রাণের সমস্ত পৈশাচিকতা নিয়ে হুসেনের প্রতি অগ্রসর হল!

ধর্ম্মভীরু হুসেন রমণী-স্পর্শে অধীর হয়ে বিপুল শক্তিতে নিলীমাকে ঠেলে ফেলে দিল। নিলীমা রুদ্ধ আক্রোশে মাটীতে পড়ে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌ করৃতে লাগল।

এমন সময় বাইরে গোলমাল শোনা গেল, নিলীমার পিতা যোগেশ বাবু নিলীমাকে খোঁজ করৃতে করৃতে হুসেনের বাড়ী হ'তে নিলীমার কণ্ঠস্বর শুনৃতে পেয়ে লোকজন নিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করৃল।

নিলীমা দেখলে—প্রতিহিংসা সাধনের সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত! তাই সে হুসেনের উপর তীব্র-দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে পিতার কাছে বল্‌লে "আমি বারান্দায় একা একা পা'চারি করৃছিলুম—হঠাৎ এই কামুক কুক্কুর……ইত্যাদি—"!

মোকর্দ্দমা রুজু হলো—যথাকালে বিচারও হয়ে গেলো! হুসেন দারুণ অপমান ও লজ্জায় এত বড় মিথ্যা অভিযোগেরও কিছুমাত্র প্রতিবাদ করৃতে পারৃলে না! জজ্‌ বাবু—'মুসলমান গুণ্ডার উপদ্রব বড় বেড়ে গেছে'…প্রভৃতি মন্তব্য ঝেড়ে রায় দিলেন—পাঁচ বৎসর জেল……! গুণ্ডার যোগ্য শাস্তি হলো—হিন্দু নারীগণও হয়ত সতীত্বের এক ধাপ উঁচুতে গিয়ে বস্‌ল!

পরদিন সমস্ত দৈনিক কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো—নারী হরণ ও নারী-ধর্ষনের সে এক করুণ কাহিনী! তৎসঙ্গে অসভ্য বর্ব্বর পিশাচ-প্রকৃতি মুসলমানদেরও হলো শ্রাদ্ধের একশেষ।

সংবাদ-পত্র পাঠক-পাঠিকাগণ সেদিন সংবাদ পত্র পৃষ্ঠায় দেখ্‌তে পেয়েছিলেন—বড় বড় অক্ষরের হেডিং—

"মুসলমান গুণ্ডার উপদ্রব"

মুল্‌কী

বাঙ্গলায় ডাকাতি

এক সপ্তাহে ১৫টী

গত অক্টোবর মাসের ১১ই তারিখ হইতে ২৫শে তারিখ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে সর্ব্বসমেত ২৫টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হাওড়া, নদীয়া, মালদহ, পাবনা, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের প্রতি জিলায় একটি করিয়া মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, রংপুর ও ত্রিপুরার প্রতি জিলায় ২টি করিয়া এবং রাজসাহী, যশোহর ও মেদিনীপুর জিলায় ৩টি করিয়া ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে।

স্যর মোহাম্মদ ইকবাল

মাদ্রাজে আমন্ত্রণ

ইস্‌লামের আধুনিক চিন্তাধারা ও ইস্‌লাম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য স্যার মোহাম্মদ ইকবাল মাদ্রাজে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, তিনি এক অধিবেশনে ৬টি বক্তৃতা দিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আগামী ৯ই ডিসেম্বর তিনি কমিটির মেহমানস্বরূপ মাদ্রাজে পৌছিবেন। ঐ কমিটির শেষ অধিবেশনে আগামী বৎসরের জন্য মিঃ হাজী জামাল মোহাম্মদ চেয়ারম্যান ও মিঃ হামিদ হাসান সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

ঘোষ মহাশয়ের নারী-পূজা

কামের জ্বালায় বৃদ্ধার প্রাণ নাশ

আলীপুর জেলা পুলিসের নিকট সংবাদ পৌছিয়াছে যে, মহিষমারি কাচারির চতি ঘোষ নামক জনৈক ভৃত্য এক বৃদ্ধা রমণীর শিরশ্ছেদ করিয়াছে। গত ৩০শে অক্টোবর আসামী বৃদ্ধার বাড়ীতে ঢুকিয়া তরুণী বালিকা বধুকে বলপূর্ব্বক অপহরণের চেষ্টা করে। বালিকার স্বামী তখন গৃহে উপস্থিত ছিল না। বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী আসামীর এই অসদুদ্দেশ্যে বাধা দেওয়ায় আসামী তাহার মাথা কাটিয়া ফেলে, পুলিস তদন্ত করিতেছে।

বালুরঘাটের দুর্ভাগ্য

বৃষ্টিতে ফসলের ক্ষতি

বালুরঘাটের জাহাঙ্গীর নগর মুসলমান যুবক সমিতির দুর্ভিক্ষ সাহায্যদান কার্য্যের নেতা মিষ্টার গোলাম কাদের চৌধুরী প্রকাশ করিয়াছেন, গত এক পক্ষকাল অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের ফলে কার্ত্তিকশাল আবাদের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ঐ বৃষ্টির ফলে ২ আনা পরিমাণ ধান্য নষ্ট হইয়াছে। আবাদ সম্বন্ধে এখনও হতাশ হইবার কারণ নাই। অবস্থার 'উন্নতি হয় নাই' আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, বহু ব্যক্তি উপবাসী আছে এবং অনেকে ভুট্টা দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া আছে।

পাঁড়েজীর নারী প্রেম

আসামী দায়রায় সোপর্দ্দ

হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মওলবী মোহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌ সাহেবের এজলাসে কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর মোফাকর আলী সাহেব বইজ পাণ্ডে ও অপর দুই জন লোককে অভিযুক্ত করিয়াছেন। ঘটনার বিবরণ এই যে তাহারা অসদভিপ্রায়ের জন্য লাজ্জিরগোরিণ নাম্নি এক বালিকাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা নাকি বালিকাটীকে গহনা দিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিল, অতঃপর তাহারা তাহাকে ওয়াটগঞ্জে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসামী-দিগের অপরাধ উপলব্ধি করিয়া সেশনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

মালেকুল মওতের মুলাকাত

কলিকাতা শহরে মৃত্যুসংখ্যা

গত ২০শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যে মোট ৫১৯ জন লোক মারা গিয়াছে। তন্মধ্যে খাস শহরে (১-২৫ এবং ২৭ নং ওয়ার্ড) ৪২২ জন মারা গিয়াছে। কলেরায় ১০, বসন্তে ১, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ৮, জ্বরে ৪২, পেটের পীড়ায় ৫২ এবং শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ৭৮ জন মারা গিয়াছে। শহরতলীতে (২৬নং ওয়ার্ডে) মারা গিয়াছে ৯৮ জন। তন্মধ্যে কলেরায় ২, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ৩, জ্বরে ১৫, পেটের পীড়ায় ১৭ জন এবং শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ১১ জন মারা গিয়াছে।

ভারতে ক্রীতদাস-প্রথা

বহু বালিকা উদ্ধার

এলাহাবাদের 'পাইওনীয়ার' পত্রে যুক্তপ্রদেশের ক্রীতদাস ব্যবসায়ের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদয় উত্তর ভারতে ঐ ব্যবসায় চলিতেছে। যুক্ত-প্রদেশের পুলিস অপরাধিগণকে ধৃত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অপরাধিগণ একটী সাঙ্কেতিক ভাষা প্রস্তুত করিয়াছে। ঐ ভাষার শব্দ দ্বারা তাহারা অপহৃত ব্যক্তির গুণ ও মূল্য প্রকাশ করে। তাহারা বিশেষভাবে নেপালী বালিকা ধৃত করিবার চেষ্টা করে। ঐ সকল দুর্ব্বৃত্ত প্রধানতঃ মীর্জ্জাপুর, লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, কানপুর, আগ্রা, এলাহাবাদ, অমৃতসর, লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, দিল্লী ও পেশওয়ারে কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। পুলিস কয়েকজন দুর্ব্বৃত্তকে ধৃত ও বহুসংখ্যক বালিকার উদ্ধারসাধন করিরাছে।

শ্বেতাঙ্গের দুষ্কর্ম্ম

প্রায় লক্ষ টাকার নোট আত্মসাৎ

গত ৯ই আগষ্ট প্রাতে মোগলপুরাতে এন, ডবলিউ, রেলপথের আফিস হইতে ৯২ হাজার ৩ শত ১০ টাকার নোট সমেত একটি থলে অপহরণ করিবার অভিযোগে দেশীয় খৃষ্টান কুর্টিস ও হেণ্ট এবং ট্যাক্সি-চালক পাশা সিং অভিযুক্ত হইয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ মিষ্টার আলমণ্ডের নিকট উক্ত অপহৃত টাকা ছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামিগণকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া কুর্টিয়াসকে ৪ বৎসর, হেণ্টকে ২ বৎসর, পাশা সিংকে ২১ মাস ও মিষ্টার আলমণ্ডকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। তিনি আরও আদেশ করিয়াছেন, কুর্টিশকে ঐ দণ্ডকাল শেষ হইলে ২ বৎসর পুলিশের পরামর্শানধীনে থাকিতে হইবে এবং পাশা সিংকে ৫ শত টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইবে।

নজরুল সম্বর্দ্ধনা

(মোহম্মদী হইতে উদ্ধৃত)

নজরুল সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ইতিপূর্ব্বে মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। সুখের বিষয়, মুছলমান সহযোগীগণও এ বিষয়ে একবাক্যে আমাদের মতের সমর্থন করিয়াছেন—মফঃস্বল হইতেও এ সম্বন্ধে ঘোর বিক্ষোভের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আমরা "সওগাত" অফিসের বন্ধুদিগকে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনরায় ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন। নজরুল খোদার বিরুদ্ধে এবং শরিয়তের বিরুদ্ধে অতি ধৃষ্টতার সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন—মোছলেম বঙ্গের মন ও মস্তিষ্কের উপর পৌত্তলিকতার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতির ঘোর সর্ব্বনাশের আয়োজন করিয়াছেন—ভাবী শুদ্ধির পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। তাহার পর ব্যক্তিগত জীবনের হিসাবে তাঁহার আদর্শ সমাজের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিজনক। এছলাম ধর্ম্ম ও নীতির বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর বিদ্রোহ ঘোষণা করাতেই তাঁহার বিদ্রোহী নামের গৌরব এবং হিন্দু সমাজে তাই তখন তাঁহার অত সমাদর হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বাঙ্গালার মুছলমান সমাজ তারস্বরে এই সম্বর্দ্ধনার প্রতিবাদ করিতেছেন। এখনও যদি কেহ এই সম্বর্দ্ধনার আয়োজন বা তাহাতে যোগদান করেন, তাহা হইলে জানা যাইবে যে, তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মদ্রোহিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থন করিতেছেন। কারণ—

کند هم جنس با هم جنس پرواز
کبوتر با کبوتر باز با باز

অবশ্য নজরুল ইস্‌লাম ঐ সমস্ত উক্তি প্রত্যাহার করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই থাকে না।

দক্ষিণ পোল্যাণ্ডে প্রচার কার্য্যে রত উক্রাইনিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন এবং ৪৫ জন লোককে গ্রেফ্‌তার করিয়াছেন। পুলিস যে সব দলীলাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা দৃষ্টে জানা যায় যে উক্রাইনিয়ান বলশেভিক গণতন্ত্রের সহিত এই কম্যুনিষ্ট দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল এবং তথা হইতে তাহারা নিয়মিত অর্থ সাহায্য পাইয়া আসিতেছিল।

—০—

আফগানিস্তান রাজা আমানুল্লার নিকটে শিখ-যুবক-সমিতি এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছেন যে তিনি যেন শিখদিগকে হ্যাট পরা হইতে অব্যাহতি দেন। শিখধর্ম্মে হ্যাট পরা নিষিদ্ধ। আফগানিস্তানের শিখদিগকে উদ্দেশ করিয়া টেলিগ্রামে বলা হইয়াছে, আফগানিস্তানের শিখরা হ্যাট পরা অপেক্ষা জীবনদান করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

মওঃ শওকত আলীর মন্তব্য

নেহরু-রিপোর্টের প্রতিবাদ

নয়া দিল্লী, ২৭শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্বদিন জোমা'র নামাজের পর মসজিদে সমবেত মুসলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া মওঃ শওকত আলী বলেন—"মাদ্রাজ-কংগ্রেস ঐক্যের পথ দেখাইয়াছিল, কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে পথ রুদ্ধ করিয়াছেন। ডাক্তার আনসারীকে আমি শ্রদ্ধা করি, তিনি নেহরু রিপোর্টের পক্ষে, অথচ ভারতের সকল মুসলমান উহার বিরুদ্ধে। ডাক্তার আনসারী, সর্দ্দার মঙ্গল সিংহেরই মত মাত্র কমা-সেমিকোলন গোটা নেহরু রিপোর্ট মুসলমানদিগকে গ্রাহ্য করিতে বলেন, কিন্তু আমি চাই আমাদের স্থায়-সঙ্গত অধিকার, তাহার কমও নয়, বেশীও নয়। আমাদের ধর্ম্ম এখন বিপন্ন, এখন আমাদের একমাত্র পথ হইল নিজদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং নিখিল-ভারতীয় মুসলিম কনফারেন্সকে সমর্থন করা। ঐ কনফারেন্সের সিদ্ধান্তের উপর ভারতের মুসলমানদের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে।"

কালী পূজা ও সরকারের কর্ত্তব্য

("হানাফী হইতে উদ্ধৃত")

পৌত্তলিক হিন্দু সমাজের অন্যতম প্রধান ধর্ম্মোৎসব কালী পূজা আগত প্রায়। আগামী ১১ই নবেম্বর তারিখে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। হিন্দু-জাতি সাধারণতঃ পৌত্তলিক, প্রতিমা-পূজাই তাহাদের ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। কাজেই, পৌত্তলিকতা যদিও ইসলাম বিরোধী, তথাপি শান্তিকামী প্রতিবেশী হিসাবে মুসলমানগণ হিন্দুর মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এ যাবৎ হিন্দুর কোন পূজা-পার্ব্বণেই আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। কিন্তু ধর্ম্ম ছাড়াও নৈতিকতা এবং শ্লীলতা বলিয়া এমন কতকগুলি বিষয় আছে, সমাজের পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইলে, যাহার প্রতি উপেক্ষা করা চলে না। এই জন্যই নৈতিকতা ও শ্লীলতার মর্য্যাদা রক্ষার্থ কালী পূজার কথা আলোচনা করিতে যাইয়া আজ আমাদিগকে একান্ত বাধ্য হইয়াই কয়েকটি নেহায়েত অপ্রিয় কথার অবতারণা করিতে হইতেছে। হিন্দুগণ কালীর যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন এবং যে মূর্ত্তি সর্ব্বত্র পূজিত হইয়া থাকে, তাহা এক ষোড়শী নারীর উলঙ্গ মূর্ত্তি। ভাসানের দিন সহস্র-সহস্র দর্শকের চোখের উপর এই উলঙ্গ তরুণী মূর্ত্তিকেই বহন করিয়া নদীতে বিসর্জ্জনের জন্য লইয়া যাওয়া হয়। উচ্ছ্বসিত-যৌবনা এক উলঙ্গ নারী-মূর্ত্তিকে প্রকাশ্য রাজ-পথের উপর দিয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়ায়, জনসাধারণের শ্লীলতা ও নৈতিকতা এবং চঞ্চল-মতি যুবক-সমাজের মানসিক পবিত্রতা আহত হয় কিনা, কালী-পূজক হিন্দু-সমাজ এবং দেশের মালিক সরকার বাহাদুরের পক্ষে এই বিষয় একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। আমাদের এই কথায় পৌত্তলিক হিন্দু-সমাজ হয়ত বলিবেন যে, দেব-দেবীর নগ্ন-মূর্ত্তি দর্শনে মানুষের অন্তরে ঐরূপ কোন ভাবের উদয় হয় না, সেখানে কুভাবের পরিবর্ত্তে বরং ভক্তিরই উদয় হইয়া থাকে। আমরা এই সম্পর্কে বলিতে চাই যে, কালীমূর্ত্তি হিন্দুর কাছেই দেবীপ্রতিমা। অন্যান্য অ-হিন্দু সমাজের নিকট তাহা এক অতি সাধারণ নগ্ন নারীমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। কাজেই, পথিমধ্যে উলঙ্গ কালীমূর্ত্তি দর্শনে অন্যান্য অ-হিন্দু বিশেষতঃ একেশ্বরবাদী মুসলমান ও ব্রাহ্ম-সমাজের আপত্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে, আইন-শৃঙ্খলার মালিক সরকার বাহাদুরের পক্ষে উচিত যে, কালীপ্রতিমার ভাসানের সময় যাহাতে জন-সাধারণের শ্লীলতা ব্যাহত না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা। ভাসানের জন্য রাজপথ দিয়া লইয়া যাইবার সময় যদি চতুর্দ্দিক ঢাকিয়া রাখিয়া মূর্ত্তি সমূহ লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা হয়, তবেই অতি সহজেই সরকারী আইন ও জন-সাধারণের শ্লীলতা রক্ষা—এই উভয় সমস্যারই সমাধান হইতে পারে। আমরা আশা করি, আগামী কালী পূজার সময় হিন্দু সমাজপতিগণ ও পুলিস কর্ত্তৃপক্ষ এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আইন ও শৃঙ্খলা ও শ্লীলতা রক্ষা করিবেন।

ইউ, পি, মুসলিম সম্মিলন

সম্মিলনের উদ্দেশ্য

গত ৫ই নভেম্বর বেলা সাড়ে চারিটার সময় কানপুর শহরে যুক্তপ্রদেশের মুসলমান সর্ব্বদল সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। বেদীর উপর উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ভিতর সলিমপুরের রাজা, নবাব আলি হুসেন খাঁ, নবাব মুর্ত্তজা হুসেন খাঁ মিঃ মুসির হুসেন কিদ্‌বাই, ডাক্তার শাফায়াত আহমদ খাঁ, মওলানা মুহম্মদ সফী এবং হস্‌রত মোহানীর নাম উল্লেখযোগ্য। খাঁ বাহাদুর হাফিজ হিদায়াত হুসেন প্রতিনিধিদিগকে অভ্যর্থনা করিবার প্রসঙ্গে বলেন যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানের জন্য একটা মধ্যপথ নির্দ্দেশ করাই এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য। দেশাত্মবোধ এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই মুসলমান সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। দুঃখের বিষয়, দেশের ভাবী শাসন পরিচালন ব্যাপারে মুসলমানদিগের অংশ নির্ণয় মুসলমানদিগের নিজেদেরই করিতে হইতেছে। যেহেতু যে সম্প্রদায় সংখ্যায় অধিক, তাহারা তাহাদের প্রতি একটুও সদয় ব্যবহার করিতেছে না।

নেহরু রিপোর্টের দোষ প্রদর্শন

নেহরু রিপোর্টে মুসলমান সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখা হয় নাই, সেজন্য মুসলমান সম্প্রদায় নেহরু রিপোর্টের প্রতি সম্পূর্ণ বিরক্ত। উক্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করণে কোন মুসলমানের সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। রিপোর্ট প্রস্তুত কার্য্যে যে দুই জন মুসলমানের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাঁহাদের ভিতর মিঃ সোয়েব কোরেশী শেষে "নিরাশ হইয়া কমিটির সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। সার আলি ইমাম অসুস্থ শরীরে এক দিন মাত্র কমিটির কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। নেহরু রিপোর্টের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ত্রুটি এই যে, উক্ত কমিটি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা অনেক কম। সুতরাং সেখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ব্যাঘাত হইবারই সম্ভাবনা। তিনি শাসন-প্রণালীতে যুক্তরাষ্ট্র প্রথা প্রবর্ত্তনের সমর্থন করেন। ঐরূপ প্রবর্ত্তিত হইলে যে সকল প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক, সেই সকল প্রদেশে তাহারা সংখ্যায় অল্প মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করিলে যে সকল প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক, তাহারা সেই সকল প্রদেশের সংখ্যায় অল্প হিন্দুদিগের প্রতি তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে পারিবে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন সম্বন্ধে নেহরু কমিটির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করিয়া বলেন, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখা মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। ইহা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষালাভ কখনই হইতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, মুসলমানদিগের মহিলারা যখন পর্দ্দানশীন, তখন সার্ব্বজনীন ভাবে পূর্ণ বয়স্কদিগের ভোটাধিকারের কথনই সমর্থন করা যাইতে পারে না।

মুসলমানদিগের দাবী

উপসংহারে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ৭টি দাবী নির্দ্দেশ করেন:—(১) সকল ব্যবস্থাপক সভায় এবং স্বায়ত্তশাসনাধিকারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনাধিকার। বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিভাগেও ঐরূপ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। (২) বর্ত্তমানে মুসলমানদিগের জন্য যেরূপ স্বতন্ত্র আসন রাখিবার ব্যবস্থা আছে, সেইরূপ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকুক। (৩) মুসলমান সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের আপত্তি হইলে কোন আইনই হইতে পারিবে না। (৪) পুলিস এবং সৈন্যদল ব্যতীত গভর্ণমেন্টের অন্য সকল বিভাগের এক-তৃতীয় চাকুরী মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে। কিন্তু উক্ত ২ বিভাগের অর্দ্ধাংশ চাকুরী মুসলমানদিগকে দিতে হইবে। (৫) প্রাদেশিক শাসনকার্য্যে মুসলমানদিগের অর্দ্ধাংশ এবং (৬) কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের এক তৃতীয়াংশ অধিকার দিতে হইবে। (৭) উর্দ্দু ভাষা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বঙ্গীয় মুসলিম সর্ব্বদল-সম্মিলনী

মিঃ এচ্‌, এস্‌, সাহরাওয়ার্দ্দীর ঘোষণা

"ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন তন্ত্র সম্পর্কে নিজেদের সঠিক অভিমত ব্যক্ত এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে অধিকার ও প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার জন্য আমরা কলিকাতার এক নিখিল-বঙ্গ মোসলেম সর্ব্বদল-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিতেছি। "নেহরু-রিপোর্টে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, পঞ্জাব ও বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় সম্প্রদায়সমূহের জন্য সদস্য-পদ সংরক্ষিত হইবে এবং মিশ্র-নির্ব্বাচন দ্বারা সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে। অপর পক্ষে, অন্যান্য প্রদেশে বিভিন্ন সমাজের সদস্য-পদ সংরক্ষিত থাকিবে, এবং মিশ্র-নির্ব্বাচন পদ্ধতিতেই সদস্য নির্ব্বাচন হইবে। এই ব্যবস্থা দশ বৎসরের জন্য কার্য্যকারী হইবে। এই রিপোর্ট (নেহরু-রিপোর্ট) হিন্দু-সমাজের প্রায় সকল দলেরই সমর্থন লাভে সমর্থ হইয়াছে এবং মোসলমানদেরও একদল এই রিপোর্ট সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু এই রিপোর্ট স্যার জন সাইমনের আশীর্ব্বাদ লাভেও সমর্থ হইয়াছে। "কাজেই, বাংলার মোসলমানদের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহারা এই রিপোর্টকে এবং বিশেষভাবে উপরোক্ত ধারাসমূহ সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। যে সব মোসলমান স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন কামনা করেন এবং সংখ্যানুপাতে ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানসমূহে সদস্যপদ পাইবার দাবী করেন, তাঁহারা যদি সঠিক ভাবে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত না করেন এবং কোনও প্রতিনিধিত্ব-মূলক [illegible] সমবেত হইয়া নিজেদের চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ না [illegible], তবে তাঁহাদের স্বার্থ যে পূর্ণভাবে পদদলিত হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। "আমরা এই প্রস্তাবিত সম্মিলনকে সর্ব্ব-প্রকারে প্রতিনিধিত্ব-মূলক করিতে ইচ্ছুক এবং যাহাতে আমাদের সমগ্র রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে, এরূপ ভাবের বহু সমস্যাজটিত বিষয় এই সম্মিলনে আলোচিত হইবে। আমরা আশা করি আপনারা এই সম্মিলনের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া দলে দলে ইহাতে যোগদান করিবেন এবং স্ব স্ব জেলার বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণকে এই সম্মিলনে যোগদান করিতে উৎসাহিত করিবেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক মোসলমান ভ্রাতৃবর্গ স্ব স্ব জেলার উল্লেখযোগ্য নেতৃবর্গের নাম আমাদিগকে জানাইবেন, যেন আমরা তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইতে পারি এবং এই সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত প্রার্থনা করিতে পারি। প্রত্যেক জেলার উল্লেখযোগ্য মোসলেম প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম-ঠিকানা জানাও আবশ্যক। "নেহরু রিপোর্ট সম্পর্কে আপনাদের অভিমত যেরূপ হউক না কেন, যদি কোন কারণে কেহ কনফারেন্সে উপস্থিত হইতে না পারেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক তিনি নিজের অভিমত লিখিয়া জানাইলে এবং অপরকেও এরূপভাবে লেখা অভিমত জ্ঞাপন করিতে উৎসাহিত করিলে আমরা অতিশয় বাধিত হইব এবং এরূপভাবে প্রাপ্ত অভিমত সমূহ আলোচনার জন্য কনফারেন্সে উপস্থিত করা হইবে। নিম্নোক্ত বিষয়-সমূহ সম্পর্কে আমরা আপনাদের অভিমত জানিতে ইচ্ছুক।

(১) ভবিষ্যত শাসন-তন্ত্রে নেহরু রিপোর্টের অভিমত মত কেন্দ্রীয় সরকারকে সর্ব্বেসর্ব্বা করা সঙ্গত হইবে, অথবা কতকগুলি গণ-তান্ত্রিক আত্ম-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশের সম্মিলনভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি সীমাবদ্ধ করা সঙ্গত হইবে? (২) ক:—কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট সম্পর্কে আমাদের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত—অসংরক্ষিত ঔপনিবেশিক শাসন অথবা অন্য কিছু? (খ) প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট সম্পর্কে আমাদের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত—অসংরক্ষিত প্রাদেশিক আত্ম নিয়ন্ত্রণ-তন্ত্র অথবা অন্য কিছু? (৩) কেন্দ্রীয় পরিষদে মোসলমান সদস্য সংখ্যা শত করা কত জন হওয়া উচিত? (৪) যে সব প্রদেশে মোসলমানদের সংখ্যাধিক্য—যেমন বাঙ্গালা পঞ্জাব এবং যে সব প্রদেশে মোসলমানদের সংখ্যা লঘু তথায় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদ সংরক্ষিত থাকিবে অথবা না? (৫) যদি সদস্যপদ সংরক্ষিত রাখাও ঠিক হয়, তবে তাহাতে মোসলমানদের অনুপাত কিরূপ হইবে? (৬) নির্ব্বাচন-পদ্ধতি কিরূপ হইবে—স্বতন্ত্র না মিশ্র? (৭) সিন্ধুর স্বতন্ত্রী-করণ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং বেলুচিস্তানে শাসন সংস্কার সম্প্রসারণ সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কি—এই সব ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্য্যকরী হওয়া উচিত অথবা ঔপনিবেশিক শাসনাধিকার প্রাপ্তি বা এরূপ অন্যান্য দায়ীত্ব পরিপূরণের আশায় তাহা স্থগিত রাখা উচিত; (৮) সর্ব্বভারতীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে মোসলমানদের চাকুরীর অনুপাত কিরূপ হওয়া উচিত? (৯) স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহে (ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি) মোসলমানদের প্রতিনিধিত্বের স্বরূপ কিরূপ হওয়া উচিত?

"ভারতে নেতা নাই"

মিঃ গান্ধির স্পষ্ট উক্তি

সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেটের জনৈক প্রতিনিধির নিকট মিঃ গান্ধী বলিয়াছেন:—সরলতাই জীবনের রহস্য এই বিশ্বাস আমি ত্যাগ করিতে পারি না। ভারতবর্ষকে পরিচালনা করার জন্য আমি আমার নিজস্ব নীতি ত্যাগ করিয়া নূতন নীতি অবলম্বন করিতে পারি না। ভারতবর্ষে আজ আমি এমন কোন লোকের নাম করিতে পারিতেছিনা যিনি ভারতের নেতৃত্ব করিতে পারেন। অনেকেরই নাম ডাক থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের কেহই স্বদেশিক নেতা নহেন। একজন কেহ নেতা আছেনই। আমার জীবিত কালেই হয়তো ভারতবর্ষকে পরিচালনা করিবার ডাক আসিবে। ভারতবর্ষকে পরিচালনা করিতে হইলে ব্যক্তিত্ব, বাগ্মীতা এবং অর্থের আবশ্যক, কিন্তু বর্ত্তমানে বাগ্মীতার তেমন আদর নাই। লোকে এখন কথার বদলে কাজ চাহে, কাজেই তাহারা বক্তৃতাকারীকে কাজ দেখিয়া যাচাই করিয়া লয়। সুতরাং কোন লোকই বক্তৃতার জোরে নেতৃত্ব করিতে পারিবে না। ব্যক্তিত্ব এবং অর্থের নিশ্চয়ই আবশ্যক। কিন্তু সরলতা ভিন্ন কেহই এই দেশের নেতৃত্ব করিতে পারিবে না। আমাকে ভারতের নেতৃত্ব করিতে হইলে ভারতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের হৃদয়ের আহ্বান পাওয়া চাই।

বঙ্গীয় রায়ত-সঙ্ঘ

সভাপতি—মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক্,
এম, এ, বি, এল,

সহকারী সভাপতি—খাঁনবাহাদুর আসাদুজ্জমান বি, এল, মিঃ লুৎফেন্নাহী ব্যারিষ্টার।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ব্যবস্থাপক সভায় পাশ হইয়াছে। আইনটী প্রথম যখন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল, তখন অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, বাংলার প্রজাসাধারণের উপর যে অবিচার হইতেছে, জমিদার ও মহাজনগণ তাহাদিগকে যে ভাবে শোষণ করিয়া আসিতেছেন, এই নব-প্রবর্ত্তিত আইনের দ্বারা তাহা বন্ধ হইবে—প্রজার ক্ষমতা ও অধিকার অনেকটা বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, তাহাদের যে সমস্ত অধিকার ছিল এই আইনে তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। স্বরাজদল প্রজার বিপক্ষে ভোট দিয়া জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই অহিতকর ব্যবস্থাগুলির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বাংলার ব্যবস্থাপক সভার ১৪০ জন সদস্য, তন্মধ্যে ৩৩ জন হিন্দু, ৩১ জন-মুসলমান প্রতিনিধি মফস্বল হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ-লাভ করেন। মফস্বলে প্রজার ভোটই চৌদ্দআনা, কাজেই অন্ততঃ এই ৬৪ জন সদস্য প্রজার হুকুম তামিল করিতে বাধ্য। ব্যবস্থাপক সভায় প্রজার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যাহাতে আগামী নির্ব্বাচনে প্রজার মঙ্গলকাঙ্ক্ষী লোকেই নির্ব্বাচিত হন, তাহা দেখিবার জন্য অবিলম্বে নিছক প্রজা-আন্দোলনের প্রতীক একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা বিশেষ দরকার। যে প্রজা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি—তাহাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার করিবার সত্যিকার কোন প্রতিষ্ঠান দেশে নাই। সেই উদ্দেশ্যে বাংলার প্রজা সাধারণের অনাচারের হাত হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদের লুপ্ত চৈতন্য জাগ্রত করিবার জন্য Rayots Protection League of Bengal (বঙ্গীয় রায়ত-সঙ্ঘ) স্থাপিত হইয়াছে। বাংলার প্রজা! আসুন, আপনারা দলে দলে ইহার সভ্য হইয়া গ্রামে গ্রামে ইহার শাখা স্থাপিত করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তুলুন।

আপনাদের সহকর্ম্মী—
মোহাম্মদ হবিবর রহমান, সেক্রেটারী,
২১৪নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মগ্‌রেবী

গ্রীক তুর্কী সম্বন্ধ
সন্ধির কথাবার্ত্তা

এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ যে, এগেন্সের তুর্কী দূত এম-ভেনিজোসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইয়াছেন যে, তুরস্ক ও গ্রীকের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, সে জন্য তুর্কী মন্ত্রী ইসমৎ পাশা তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে তিনি রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই পুনরায় উভয় সরকারের মধ্যে সন্ধির কথাবার্ত্তা পাকা করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন।

মেটে তৈল বিস্ফোরণ
১২ জন নিহত, ২০ জন আহত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেস চু’টস প্রদেশের অন্তর্গত লিন নামক স্থানে একটী জুতার কারখানায় মেটে তৈল বিস্ফোরণের ফলে ১২ জন নিহত এবং ২০ জন আহত হইয়াছে। কারখানার ভিতর আহারে নিযুক্ত ৮ ব্যক্তি বিস্ফোরণের ফলে প্রাণত্যাগ করে। কারখানার একটা জানালা ফাটিয়া গিয়া কারখানা হইতে ২০ ফুট দূরবর্ত্তী এক ঘরে অগ্নিশিখা ব্যাপ্ত হইয়া সেই ঘরের ভিতর অবস্থিত একটি স্ত্রীলোক ও তাহার ৩টী সন্তানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ফলে, উহাদের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। আহত ব্যক্তিদিগের আঘাত সামান্য।

ফ্রান্সে নূতন মন্ত্রিসভা
এম, পয়েঁকার প্রধান মন্ত্রী

প্যারিসের ১১ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ পয়েঁকার নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন এবং চরমবাদী সোসিয়েলিষ্টগণ সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। মিঃ ব্রিয়াঁ পররাষ্ট্র সচিবের পদে রহিয়াছেন। অর্থসচিবের পদে এম, চিরোন্; স্বরাষ্ট্র সচিবের পদে এম, টারডিউ এবং পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন বিভাগে মিঃ ম্যারাউদ মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। চরমবাদী সোসিয়ালিষ্টগণ সহযোগ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মিঃ পয়েঁকার রিপাব্লিকান্‌দিগের মধ্য হইতে ৩ জন সদস্যকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন।

বিলাতে উপকূল বাণিজ্য
জনৈক শ্বেতাঙ্গের রিপোর্ট

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর সাংবাদিকের মারফতে মিষ্টার মোদী বলেন যে, উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণের বিল সম্বন্ধে অনেকে অনেক ভুল বুঝিয়া মহা আন্দোলন শুরু করেন। বিলটাকে সকলে একটা বাজেয়াপ্ত ধরণের আইন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ‘ফাইনান্সিয়াল টাইমসের’ অনুরোধে তিনি উক্ত ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া এই বিল সম্পর্কে সকলের যে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, তাহা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করেন। মিষ্টার মোদী প্রসঙ্গক্রমে বলেন, ব্যবস্থা পরিষদে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে, তাহা দ্বারা কাহারও সন্দেহ দূর হয় নাই এবং আসল কথাটা জোর করিয়া কেহই বলেন নাই যে, ভারতবর্ষ যদি তাহার উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় নৌবহরের দ্বারাই করাইতে চাহে তাহা হইলে সে কার্য্যটা মূলতঃ আপত্তিজনক হইতে পারে না। কারণ, ভারতবর্ষের পূর্ব্বে স্বায়ত্ত-শাসনশীল উপনিবেশগুলি এইরূপ আইন পাশ করিয়া তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ অষ্ট্রেলিয়ার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই আইনের দ্বারা ভারতীয় বাণিজ্যের কতদূর উপকার সাধিত হইবে সে সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ উপস্থিত হইতে পারে। সিলেক্ট কমিটী কর্ত্তৃক এই বিল যখন পরীক্ষিত হইবে, তখন আমার বিশ্বাস, ইংলণ্ড ও ভারতের হিতার্থে উভয়ের স্বার্থ বিশেষ সততা ও নিরপেক্ষতার সহিত বিবেচনা করা হইবে। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব রাখিতে চেষ্টা করাকে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত।

ইংলণ্ডে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা
সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত ক্ষতি

ইংলণ্ডের পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা হইয়া গিয়াছে। কারডিফ অঞ্চলে বায়ুর গতি ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত হইয়াছে। ইহাতে লণ্ডনের নানা স্থানে ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। চারি জন লোক মারা গিয়াছে। বহুসংখ্যক লোক আহত হইয়াছে। জাহাজ চলাচল বন্ধ হইয়াছে। ফাইমাউথে এক জাহাজ বিপন্ন হইয়াছিল। একখানি “জীবনতরী” অতি কষ্টে খালাসীদিগকে উদ্ধার করিয়াছে। নানা স্থানে ৫০ খানি বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়াছে। লর্ড সভার গৃহের বাহিরে ইংলণ্ডের পূর্ব্বতম নৃপতি প্রথম রিচার্ডের মর্ম্মর মূর্ত্তি আছে, তাহার হাতের তলোয়ার খানা খসিয়া পড়িয়াছে। অনেক স্থানে টেলিফোন লাইন ছিন্ন হইয়াছে। এরূপ ঝড় অনেক দিনের মধ্যে হয় নাই।

বৃটীশ জাহাজ জলমগ্ন
১২০ জন নিরুদ্দিষ্ট

নিউইয়র্কের ১৩ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ১০ হাজার টন বাহী বৃটিশ যাত্রী জাহাজ “ভেষ্ট্রীজ” হ্যাম্পটন রোড হইতে ৩০০ মাইল দূরে সমুদ্রগর্ভে নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ এই মর্ম্মে সংবাদ পৌঁছে যে, “ভেষ্ট্রীজ” ধীরে ধীরে সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যাইতেছে। এই জাহাজে ১২৯ জন যাত্রী ও ২১০ জন লস্কর ছিল। এতদ্ভিন্ন উহাতে ১ হাজার ডাকবাহী ব্যাগও ছিল। ‘আমেরিকান শিপার’ রিপোর্ট দিতেছেন যে, “ভেষ্ট্রীজ” জাহাজের ২১টি জীবন-তরী এবং একটি জীবন-ভেলা ব্যতীত আর সমস্ত গুলিকেই উদ্ধার করা হইয়াছে। “মাইরিয়াম” দুইটী জীবন-তরীকে উদ্ধার করিয়াছে। মোটের উপর ঐ দিন সকাল পর্য্যন্ত ২০৪ জনকে উদ্ধার করা হইয়াছে। ১২০ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। “ভেষ্ট্রীজ” জাহাজ ১৯১২ সালে বেলফাষ্টে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নিউইয়র্কে অদ্ভুত গ্যাস
অধিবাসিগণের স্বপ্ন-নিদ্রা

নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে চিকাগোবাসী ডাক্তার গষ্টেভ এগলোফ নামক আমেরিকার রাসায়নিক-সমিতির জনৈক গবেষণাবিদ্ অধ্যাপক ঘোষণা করিয়াছেন, এক হাজার উড়ো জাহাজের প্রত্যেকটি পাঁচ হাজার পাউণ্ড ক্লোরোফর্ম্ম বহন করিয়া যুদ্ধের সময় নিউইয়র্কের ৬০ লক্ষ অধিবাসীকে নিদ্রিত করিতে পারে। যুদ্ধের ভীষণতা বৃদ্ধি করিবার পরিবর্ত্তে রাসায়নিকগণ ইহাকে আরও কোমল করিয়া তুলিবেন। ভবিষ্যতে মানুষ হত্যা না করিয়া তাহাদিগকে অকেজো করিয়া ফেলা সম্ভব হইবে। পরে আবার তাহারা আরোগ্য লাভ করিবে। অশ্রুবর্ষণকারী গ্যাসের ব্যবহারে ইহার সূচনা হইয়াছে। হয়ত এরূপ শক্তিশালী এনেস্থেটিক আবিষ্কৃত হইবে যে, উড়ো জাহাজযোগে পরিখা পূর্ণ স্থান ও নগরসমূহের উপর বিচরণ করিয়া অধিবাসীদিগকে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত করিতে পারা যাইবে এবং তাহারা হয়ত সুখকর স্বপ্নও দেখিবে। একটী শহরের সমস্ত অধিবাসীকে নিদ্রিত করিবার জন্য বায়ুর শতাংশের একাংশকে এনেস্থেটিক গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

লণ্ডনে অদ্ভুত ডাকাতি
ক্লাবে নারী আক্রমণ

লণ্ডনের ১২ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ডাবলিনের একটি গল্‌ফ ক্লাবে অনেক স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া চা খাইতে ও তাস খেলিতেছিল। ক্লাবে তখন পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক ছিল; এমন কি প্রায় সমস্তই স্ত্রীলোক ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন সময় ৩ জন মুখোসধারী ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং চীৎকার করে “যা’র যা’র হাত তোল; আমরা টাকা চাই।” ক্রীড়া ও পানরত নারীগণের ইহাতে শান্তিভঙ্গ হইল না, তাহারা স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিল এবং মনে করিল ইহা পুরুষদিগের একটা তামাসা মাত্র; কিন্তু ক্রমে একটি গুলির আওয়াজ হইল। ডাকাতদিগের সর্দ্দার ক্লাবের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আদেশ ও ইঙ্গিত করিতেছিল। মিসেস ফিট্‌জারেল্ড নাম্নী একটি মহিলা আগন্তুকের একজনকে ঠাট্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করেন “ওহে, এগুলি কি সত্যই রিভলভার”? ইহাতে ডাকাতটি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে এবং “অমন আড়-চোখে চেয়ো না, তুমি থাম!”—এই বলিয়া মহিলাটীর প্রতি সোজাসুজি গুলি নিক্ষেপ করে। গুলিটী মিসেস ফিট্‌জারেল্ডের বাহু বিদ্ধ হয় এবং তাঁহার জায়ের মাথায়ও আঁচড় লাগে। ডাকাতেরা ২০ পাউণ্ড লইয়া প্রস্থান করে।

ইণ্ডাষ্ট্রীজ বোর্ডে বার্কেনহেড
সহকর্ম্মীরূপে লর্ড রিডিং

প্রকাশ যে, লর্ড বার্কেনহেড “ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ”এর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন। এই বিরাট সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের পুঁজি পয়ষট্টি লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিং এবং দুই বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমানে লর্ড মেলচেট তদানীন্তন স্যার অ্যালফ্রেড মণ্ড এর সভাপতিত্বে গঠিত হইয়াছিল। লণ্ডনের একটী আশ্চর্য্য দালানে গ্লাসের এক বৃহৎ খিড়কীর দরজাযুক্ত একটি কামরায় ভূতপূর্ব্ব ভারত সচীব কাজ করিবেন। উহার পার্শ্ববর্ত্তী একটী কামরায় “ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ”এর হেড অফিসে ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রিডিংকে সহকর্ম্মীরূপে পাইবেন। সেই বৃহৎ দালান প্রস্তুত করিতে দশলক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। উহা লণ্ডনের আশ্চর্য্য দালানগুলির মধ্যে অন্যতম। তিনি আরও একটি ব্যবসায়ী কোম্পানীর সহিত যোগ দিয়াছেন! তাঁহার বার্ষিক আয় এক্ষণে আনুমানিক ৩০ হাজার পাউণ্ডে দাঁড়াইল! এতদ্ভিন্ন তিনি ভূতপূর্ব্ব লর্ড চ্যান্সেলার হিসাবেও পেন্সন পাইবেন। ভারত-সচিব থাকিবার কালীন তিনি বার্ষিক মাত্র ৫ হাজার পাউণ্ড পাইতেন।

লণ্ডনে যুদ্ধ-বিরতি দিবস
বার্ণার্ড শ’র তীব্র আক্রমণ

লণ্ডনের ১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, যুদ্ধবিরতি দিবসের উৎসব উপলক্ষে বৃটিশ লিজিয়নের ওয়েলওয়াইন শাখা বিশ্ববিখ্যাত মিঃ জর্জ্জ বার্ণার্ডশ’কে উপাসনায় যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু মনীষী বার্ণার্ডশ’ এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা নিতান্তই বিস্ময়জনক। তিনি বলিতেছেন:—“স্বর্গে যদি এতটুকু আলো থাকে তবে গীর্জ্জায় গিয়া খোদাকে ধন্যবাদ প্রদানের জন্য এবং দীর্ঘ বৎসর ব্যাপিয়া পরস্পর পরস্পরকে যে হত্যা ও ধ্বংস করিতে পারিয়াছেন সেই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশের জন্য খোদা আপনাদের কল্যাণ করুন।” অদ্য সকালে একটী সংবাদপত্রে উক্ত নিমন্ত্রণ ও মিঃ শ’র এই তীব্র নিন্দাত্মক মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ শ’ তীব্র ভাষায় নিমন্ত্রণের উত্তরে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়াছেন:—“প্রায়শ্চিত্ত বা অনুতাপের কোন কথাই নাই! আল্লাহ, যে বৃটিশ সৈন্যদিগের একজন নায়ক ছিলেন না এরূপ কোন সন্দেহও প্রকাশ পায় নাই। গত যুদ্ধে খোদা একান্ত ভাবে বৃটিশের পক্ষেই ছিলেন—এই বিশ্বাস, এই নির্লজ্জ বিশ্বাসের ফলেই আমরা মনে করিতেছি যে, আমরা তাঁহার আশীষ পাইবার অধিকারী। আপনারা আমাকে উপাসনার যে বিবরণী পাঠাইয়াছেন উহার চেয়ে ঘৃণিত ও আল্লার নিন্দাত্মক ব্যাপার আর আমি পড়ি নাই।”

ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ নৌ-সন্ধি
য়ুরোপ মার্কিনে মনোবাদের কারণ

১৩ই নবেম্বর মহাসভায় রাজার অভিভাষণ সম্বন্ধীয় আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছিল। মিঃ লয়েড জর্জ্জ এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যে, ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ নৌ-সন্ধির জন্যই য়ুরোপের শান্তি বিপন্ন হইবার এবং মার্কিনের সহিত সদ্ভাব বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। তিনি বিশেষ করিয়া বলেন যে, যাহাতে সার্ব্বজনীন সৌহার্দ্দ্য বজায় থাকে এবং সকল শক্তির ভিতর সহযোগিতা ভাবের সঞ্চার হয় আমাদের পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় নীতি সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি আরও বলেন যে, ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ নৌ সন্ধির প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ছোট বড় রণতরীর সংখ্যা কমাইবার সম্বন্ধে ওয়াশিংটনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে। এই কথা সকলকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেওয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য। মিঃ লয়েড জর্জ্জের প্রস্তাবের উত্তরে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ বল্ডুইন বলেন যে, জেনিভায় জাতি-সঙ্ঘ সমিতির কার্য্যের ফলে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কীয় প্রস্তাবটি বিপন্ন হইবার যে আশঙ্কা হইয়াছিল, ফ্রাঙ্কো-বৃটিশ নৌ-সন্ধির প্রস্তাবটি সেই আশঙ্কা দূরীকরণের সাধুতাপূর্ণ সরল চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে। এখন আবার আমাদিগকে পুনরায় নূতন করিয়া সেই চেষ্টা করিতে হইবে। মিঃ লয়েড জর্জ্জের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

লণ্ডন কংগ্রেস কমিটি
দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সাহায্য

ভারতের দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের পক্ষ হইতে যে প্রতিনিধির দল বিলাতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করার জন্য লণ্ডন কংগ্রেস কমিটি যথারীতি আয়োজন করিয়াছিলেন। ঐ সভায় স্থির হইয়াছে যে, পাঁচজন সদস্য লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠন করিতে হইবে। মিঃ সাকলাতওয়ালা ইহার একজন সদস্য থাকিবেন। এই কমিটির সদস্যগণ মিলিয়া দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগের প্রতিনিধি দলকে সাহায্য করিবেন। কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে লণ্ডন হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। বারদৌলী সত্যাগ্রহের জন্য লণ্ডন কংগ্রেস কমিটি ৫৮ পাউণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহা যথারীতি ভারতে প্রেরিত হইয়াছে।

‘লটারীতে’ স্বামি-নির্ব্বাচন।
(‘স্বদেশী বাজার’ হইতে উদ্ধৃত)

‘বুদাপেস্ত হিরালৃড্’—বুদাপেস্তের সৈনিকদিগের একখানি সংবাদ পত্র। ঐ সংবাদ-পত্রে ‘লটারিতে’ পতি নির্ব্বাচনের এক বিজ্ঞাপন প্রচার হইতেছে। বিজ্ঞাপনদাতা, আপনার নাম ধাম অবস্থা প্রভৃতির বিষয় লিখিয়া সংবাদ পত্র সম্পাদককে দুই পেংগো মূল্যের ২০ হাজার টিকেট প্রচার করিতে অনুরোধ জানাইয়া বলিয়াছেন,—‘যে সকল স্ত্রীলোক বিবাহ করিবার প্রয়াসী, তাহারাই ঐ টিকেট কিনিবে।’ বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র খরচা বাবদ ৫০০ মুদ্রা পারিশ্রমিক দিবেন। অনেক স্ত্রীলোক টিকেট কিনিতেছেন। বিজ্ঞাপনদাতা যে একজন বিশেষ ধূর্ত্ত, তাহা বুঝা যায়। স্ত্রীলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রালাভও হইবে—অন্ততঃ বিংশ সহস্র। পাশ্চাত্যের এ সভ্যতার অনুকরণ তো এদেশের পাশ্চাত্য-শিক্ষিত নবীন-সমাজ-সংস্কারক অনেক স্ত্রী-পুরুষ করিতে পারেন। এক সঙ্গে ‘গঙ্গাস্নান ও পাথর কেনা’ উভয়ই হইতে পারে?

এটনার অগ্ন্যুদ্গার
দশহাজার লোক গৃহহীন

ক্যাটোনিয়ার ৮ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, আগ্নেয়গিরি এটনার ধ্বংসকর লাভাপ্রবাহ হইতে গিয়ারী শহরকে রক্ষা করিবার জন্য প্রবলতম প্রচেষ্টা হইতেছে। আইন বিস্ফোরণ দ্বারা কৃত্রিম মুখসৃষ্টি করিয়া লাভাপ্রবাহকে সমুদ্রের দিকে চালিত করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে। মাসেকালির মনোরম এবং হাস্যময় সুন্দর শহরটী গলিত ধাতুর বন্যায় প্লাবিত হইয়াছে। উহার সুন্দর দ্রাক্ষাক্ষেত্র ও কুঞ্জগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ১০ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে এবং তাহাদের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। আরও দুইটি লাভাপ্রবাহ নানজিয়াটা এবং ওরোবা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে; তবে তাহাদের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত ধীর।

বিপন্নের সাহায্যে মুসোলিনী

এটনা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গমের ফলে সিসিলান দ্বীপের যে সকল অধিবাসী ঘোর দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের দুর্দ্দশা মোচনকল্পে ইটালীর প্রধান মন্ত্রী সেনর মুসোলিনী অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বিনষ্ট মাস্কালি নগরের পরিবর্ত্তে নূতন নগর সৃষ্টির কল্পনা করিয়া প্রথমতঃ ৩ শত গৃহ নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। অগ্ন্যুদ্গমের ফলে বিনষ্ট জমির পরিমাণ ৬ শত বিঘা। পলায়িত নগরবাসীদিগের সংখ্যা ৪৩০০ শত। উহাদের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। রোমের পোপ ২৫ হাজার মুদ্রা সাহায্য ভাণ্ডারে প্রদান করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী সংবাদ

ক্যাটানিয়ার ১৪ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, এটনার অগ্নিস্রাবের তীব্রতা কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পর্য্যবেক্ষণাগারের ডাইরেক্টরীতে অধ্যাপক প্ল্যাটানিয়া বলিতেছেন যে, অমাবস্যার সঙ্গে সঙ্গে এটনা পুনরায় আগ্নমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। কারণ, তিনি মনে করেন যে, অমাবস্যায় সমুদ্রের এবং পৃথিবীর অন্তঃপ্রবাহের তরঙ্গ স্ফীত হইয়া উঠে। আগ্নেয়গিরির এই ধ্বংসকর অগ্নিস্রাবের জন্য বিধ্বস্ত ভূমি, গৃহ, ক্ষেত্র, রাস্তা, সেতু এবং রেলপথের লোকসানের পরিমাণ লইয়া মোট প্রায় ১০ কোটি টাকার ক্ষতি হইয়াছে।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্‌-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৩৩৫ সাল।

সম্পাদকীয়

পূজায় আতশ-বাজী।—প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যায় হিন্দুদের কালী পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গত সপ্তাহে আমরা সহযোগী "হানাফী" হইতে প্রতিমা-বিসর্জ্জন সম্পর্কে একটী মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছি। এ সপ্তাহে আমরা উক্ত পূজার আতশ-বাজী সম্পর্কে কিছু বলিতে চাই। প্রতি বৎসরই খবরের কাগজে দেখা যায় এই আতশ-বাজী সম্পর্কে বহুলোক আহত ও মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। সদর রাস্তায়ও সাধারণের গমনাগমন নিরাপদ থাকে না। এবৎসর গত ১০ই নভেম্বর কলিকাতা শহরে অপরাহ্ন ৬ ঘটীকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটীকার মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রায় ১৪টী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। একই দিনে মাত্র চারি ঘণ্টার মধ্যে ১৪টী অগ্নিকাণ্ড হওয়া খুবই তাজ্জবের কথা সন্দেহ নাই। এই সমস্ত অগ্নিকাণ্ডের অধিকাংশই যে এই আতশবাজী সম্পর্কিত, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট ইহার কোন প্রতিবিধান করিলে জনসাধারণ বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবে।

রাজপ্রতিনিধির নসিহৎ।—বিহার জমিদার সভার অভিনন্দনের উত্তরে বড়লাট লর্ড আরউইন এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বহু দরকারী বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জমিদারদের উন্নতি অবনতি স্ব স্ব প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলামঙ্গলের উপর যোলআনারূপে নির্ভর করিতেছে। যে জমিদারের প্রজাপুঞ্জ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করে সেই জমিদারই প্রকৃতপক্ষে ভাগ্যবান। সুতরাং জমিদারগণ যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ বলিয়া আঁকড়িয়া ধরেন, সে জন্য তিনি জমিদারগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, জমিদার ও প্রজার বন্ধন অচ্ছেদ্য বিধায় একে অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে চলিতে পারে না। প্রজাগণ যদি তাঁহাদের কোনপ্রকার ন্যায্য অধিকার পাইতে চান তবে তাহা পাইতে হইবে সম্প্রীতির ভিতর দিয়া—সংঘর্ষ করিলে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে না।

জমিদারের ঔদাসীন্য।—বড়লাটের এই উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দুই সম্প্রদায়কেই দুনিয়ার বুকে টিকিয়া থাকিতে হইলে পরস্পরের সাহায্য অতীব প্রয়োজন। কিন্তু আজকাল দেখা যায় যে, অধিকাংশ জমিদার প্রজাদের কোন খবরই রাখেন না, বা রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা কলিকাতার মত কোন বৃহৎ শহরে বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত থাকিয়া কতকগুলি পীড়ক অত্যাচারী কর্ম্মচারীর উপর জমিদারী পরিচালন-ভার অর্পণ করতঃ তাহাদের নিকট হইতে কিস্তী মোতাবেক টাকা আদায় করিয়াই ক্ষান্ত হন। প্রজা চাহে জাহান্নমে যাক—এই ভাবের কোন মনোবৃত্তি লইয়া কর্ম্মচারীবর্গ শোষণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষিবলের অভাব, অভিযোগ, অজন্মা ও মন্বন্তর প্রভৃতির খোঁজ খবর লইবার কোন লোক থাকে না। জমিদারগণ যদি মফঃস্বলে থাকিয়া নিজেরা সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করেন তাহা হইলে জমিদারী শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হয়। উপরন্তু, প্রজাগণ তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব অভিযোগ ও মামলা মোকদ্দমা জমিদারের মধ্যস্থতায় মিটাইয়া লইতে সক্ষম হয়। আশা করি বাংলার ব্যসন প্রিয় জমিদারগণ বড়লাটের কথাগুলি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

'মুঞ্জের পেজোমী'।—মওলানা শওকৎ আলীর কানপুরের অভিভাষণ স্বার্থ সর্ব্বস্ব হিন্দুর কাণে যে বিষ ঢালিয়া দিয়াছে এবং তাহার জন্য সমস্ত জাতিটা যে মওলানা সাহেবের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু সকলের উপর টেক্কা মারিয়াছে হিন্দু মহাসভার 'ডেপুটী' পাণ্ডা—ডাক্তার মুঞ্জে। ইহার অভদ্রতা ও ইতরামি চরমে উঠিয়াছে। ইহার মতে—গান্ধীজীর উচিত, মওলানা শওকৎ আলীর 'কাণ ধরিয়া' অহিংসা-মন্ত্র শিক্ষা দেওয়া। আশ্চর্য্যের বিষয় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নেতার সম্বন্ধে এইরূপ ঘৃণিত ইতরামি-সূচক জঘন্য উক্তি করা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে কেহ 'টুঁ' শব্দটী করিল না। ইহা হইতেই হিন্দু সমাজের মনোভাব যে কি, তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। মুঞ্জের স্পর্দ্ধা দিন দিন সীমা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। তাহার জানিয়া রাখা উচিত, অতি-বাড়াবাড়ি মুসলমান কোন দিন সহ্য করে নাই, ভবিষ্যতেও করিবে না। এই সমস্ত 'পেজোমি' 'ছোটলোকেমি'র উত্তর সে ভালরূপেই দিতে জানে। শওকৎ আলীর কাণে হাত দিবার স্পর্দ্ধা না করিয়া মুঞ্জে যেন নিজের কাণ বাঁচাইয়া চলে।

বাদ্য-সমস্যা।—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে—মসজিদের সম্মুখে বাদ্য-সমস্যা সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমানে যে দাঙ্গা হইতেছে তদ্বিষয়ের তদন্তের জন্য একটী কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করা হইবে। প্রস্তাবকের উদ্দেশ্য খুবই সাধু সন্দেহ নাই। মসজিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়ার মধ্যে মুসলমানের ধর্ম্মকার্য্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক বাধা দেওয়া ব্যতীত আর কোন লাভ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। আজকাল হিন্দুরা কোনপ্রকার ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া সেরেফ তাঁহাদের তথাকথিত ক্ষাত্রশক্তির পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে এই প্রকার হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র দেশাচারের দোহাই দিয়া নিজেদের জিদ্‌ বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন। মসজিদের দুই পার্শ্বস্থিত এক রশি পরিমিত স্থানের মধ্যে বাজনা না বাজাইয়া গেলে যে তাঁহারা ঘোর পাতকী হইবেন, পক্ষান্তরে বাজাইয়া গেলে যে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিবেন তেমন কথা বোধ হয়, কোন ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন সত্যবাদী হিন্দু বলিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্ত দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণকে মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ঘটিরাম ডেপুটী—বগুড়ার ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট চুণিলাল মুখার্জ্জি প্রকাশ্য আদালতে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব হজরৎ মুহম্মদ মুস্তফা (দঃ)কে নিন্দা করিয়া তাঁহার হাকিমী মাথার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মুসলমান সমাজে নিকাহ প্রথার প্রচলন করিয়াছে সে একজন অকাট মূর্খ। আমরা তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না। হাকীম সাহেব আইন লইয়া এবং আমলা তন্ত্রের পদলেহন করিয়া তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্ম ও সমাজের গূঢ় রহস্যগুলি তিনি ধীর ভাবে আলোচনা করিবার ফুরসৎ পাইলেন কখন তাহা আমরা অবগত নহি। তাঁহার হিন্দু ধর্ম্মের বহু পৌরাণিক কাহিনীতে বিধবা বিবাহের উল্লেখ দেখা যায়, আর এই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ঈশ্বরচন্দ্র, রামমোহন, আশুতোষ প্রভৃতি বহু হিন্দুকুলতিলক বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে যে সমস্ত উপদেশ ও উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা কি হাকাম বাহাদুরের জানা নাই? বিধবা-বিবাহের প্রচলন যখন তাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্মেও প্রসার লাভ করিয়াছে তখন শুধু মুসলমানদের লইয়া এত টানাটানি কেন? যদি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রচারই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে তিনি বিচারকের মসনদে বসিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। আর যদি ব্যাপক ভাবে বিধবা-বিবাহের কুৎসা রটনা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার উক্তি হইতে মুসলমান অর্থবাচক শব্দটী তুলিয়া লইলে ভাল হয়।

চক্ষু দান।—খড়্গপুরে হিন্দু ও শিখের সম্মিলিত সংখ্যার অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা বারজন মাত্র। খড়্গপুরের বিগত হাঙ্গামার সময় হিন্দু ও শিখেরা কিরূপে অন্যায় জেদের সঙ্গে মসজিদের সম্মুখ সবাদ্য শোভাযাত্রা সহ তাণ্ডবলীলা করিতে চাহিয়াছিল এবং মুসলমানকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া কিরূপ পাশবিক উপায়ে শত শত মুস্‌লিম নারী, শিশু, মরিজ ও বৃদ্ধের প্রাণ নাশ করিয়াছিল আল্‌-মুস্‌লিমের পাঠক মাত্রই তাহা অবগত আছেন। বলা অনাবশ্যক যে, উক্ত খড়্গপুরে মুসলমানের সংখ্যা অল্প ও হিন্দু-শিখের সংখ্যা অধিক হওয়াতেই গরীব মুসলমানদিগকে হিন্দুর হাতে ধনে প্রাণে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছিল। সেই জন্য গত দাঙ্গার পর মুসলমানেরা স্বতন্ত্র বস্তীতে, হিন্দুদিগের সহিত পৃথকভাবে, থাকিবার জন্য রেল-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিল। রেল-কর্ত্তৃপক্ষ মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র বস্তী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা যে সমীচীন হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে, খড়্গপুরের এই ঘটনা হইতে আমাদের বহু বিষয় শিখিবারও আছে। আজ যে সমস্ত "জন-নায়ক" ও "হজরৎ মওলানা" ইংরাজ তাড়াইবার অথবা পেট চালাইবার উদ্দেশ্যে হিন্দুর দয়ার উপর মুসলমানকে ছাড়িয়া দিবার পক্ষপাতী, খড়্গপুরের নজীর কি তাহাদের চক্ষু দান করিবে?

সরকারের মনোভাব।—মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ও তদ্দ্বারা দেশবাসীকে উচ্ছৃঙ্খল ও মাতাল করিয়া তুলিয়া সরকার প্রত্যেক বৎসর বহু টাকা আয় করিয়া থাকেন। [illegible] সরকারের আবগারী বিভাগে এবৎসর আশানুরূপ আয় না হওয়ায় সরকার নাকি খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন! ইহাই কি ভারত-বন্ধুদের সভ্য শাসনের খাসা নমুনা? দেশীয় রাজ্য ভূপালের শাসকবৃন্দ মাদক দ্রব্যের অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া দেশ হইতে মদ, গাঁজা, ভাং, চরস, চণ্ডু ও আফিং ইত্যাদি তুলিয়া দিয়াছেন। সভ্য দেশ ইতালী এবং মার্কিনও আইন করিয়া মাদক দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, জার্ম্মাণ সরকার মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া দেশে আবার মনুষ্যত্ব ফিরাইয়া আনিবার জন্য আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিচার বিবেচনা করিতেছেন। আর আমাদের এই দাস-দেশের ভাগ্য বিধান-কারী সরকার বাহাদুর পশুত্বের সহায়ক মাদক দ্রব্যের আয় কিছু কম হইয়াছে বলিয়া খুব দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। মদ, গাঁজা, চণ্ডু, আফিং ও চরস ইত্যাদি খাইয়া দেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক টাকা-কড়ি, ঘর-বাড়ী ও স্বাস্থ্য হারাইয়া অবশেষে জীবন পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে, তাতেও বুঝি সরকারের আশা মিটে নাই। তবে কি সরকার বাহাদুর চান যে মাদক দ্রব্যের আমদানি ও বিক্রয়ের মাত্রা আরও চড়িয়া গিয়া তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী অকালে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হউক? যদি ভারতবর্ষ জনশূন্যই হয়, তবে তাঁহারা নেশার ব্যবসা চালাইবেন কাহাকে লইয়া? খরিদদারই বা প্রাপ্ত হইবেন কোথা হইতে?

পৌত্তলিক স্বরাজ।—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে দিন হইতে 'অল্ ইণ্ডিয়া ন্যাশনেল্ কংগ্রেস' বা নিখিল ভারতীয় স্বাদেশিক মহাসভার পত্তন হয়, সেই দিন হইতেই ভারতে হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার রঙ্গীন খেয়াল হিন্দু-নেতাদিগকে আলোড়িত করিতেছে। 'ভারত' অর্থে হিন্দু-ভারত, 'জাতীয়তা' অর্থে হিন্দু-জাতীয়তা, 'স্বাধীনতা' অর্থে হিন্দু স্বাধীনতা এবং 'অধিকার' অর্থে হিন্দুর অধিকার সেই দিন হইতেই কংগ্রেসের নীতি ও লক্ষ্যকে পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের ঈদৃশ সংকীর্ণ ভাব অবলোকন করিয়াই স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ, নওয়াব বেকারুল মুল্‌ক, সৈয়দ বেল্‌গ্রামী প্রমুখ তৎকালীন মুসলমান নেতাগণ কংগ্রেস হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এর পর, গত ১৯০৪ সনে বাঙ্গলা দেশে 'স্বদেশী আন্দোলন' আরম্ভ হইলে, হিন্দু-নেতৃবর্গ কালী-পূজার মধ্য দিয়া হিন্দু-জাতীয়তা সৃষ্টির চেষ্টা করেন এবং ভারত হইতে মুসলমানের অস্তিত্ব লোপ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াই বাঙ্গালার বিগত যুগ প্রবর্ত্তক বঙ্গকেশরী নবাব সলিম উল্লাহ্‌ ঐ পৌত্তলিক আন্দোলনে যোগ দিয়া নিজের বক্ষে নিজে ছুরিকা বিদ্ধ না করিতে মুসলমানদিগকে অনুরোধ করেন। গত অসহযোগ-আন্দোলনের সৃষ্টিকর্ত্তা মুসলমান হইলেও এবং দরিদ্র মুসলমানের অর্থে, ত্যাগে, কষ্ট-বরণে, চেষ্টায় ও সাধনায় সেই আন্দোলন সাফল্যলাভ করিলেও শয়তান শ্রেণীর হিন্দু-নেতারা সেই আন্দোলনের মধ্যেও পৌত্তলিকতা ও হিন্দু-রাজত্বের কল্পনাকে টানিয়া আনিয়া অসহযোগ আন্দোলন পণ্ড করেন। পৌত্তলিক হিন্দু-রাজত্বের শরাব এখনো সমুদয় হিন্দু-কংগ্রেসীকে মাতাল করিয়া রাখিয়াছে।

"স্বাধীনতার স্বরূপ"।—হিন্দু কংগ্রেসীদের এই সব বজ্জাতি, বেতমিজী, শয়তানী ও গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা অজ্ঞ নিরক্ষর মুসলমানদের কাছে প্রকাশ করিয়া না দিয়া তথাকথিত মুস্‌লিম-নেতারা আজ সেই কংগ্রেসী গোলক ধাঁধায় ফেলিয়া মুসলমানদের জান হালাক করিতে চাহিতেছেন। নিছক ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশায় আজ সমাজের কতিপয় স্বার্থসর্ব্বস্ব লোক হিন্দু মুস্‌লিম-ঐক্যাতের মহিমা বড় গলায় প্রচার করিয়া হিন্দু-রাজত্ব স্থাপনের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। হিন্দুরা অতিশয় চতুর জাতি। তারা যা' করে তা' এমন সংগোপনে ও সুকৌশলে করে যে, অনেক "জন-নায়ক" ও "হজরৎ মওলনা"র মাথায়ও তাহা ভালরূপে খেলা করিতে পারে না। আজ হিন্দুদের এই সমস্ত চালবাজী ধরিয়া দেওয়া এবং সরল-বিশ্বাসী মুসলমানকে মুসিবতের রক্ত-সঙ্কেত দেখাইয়া হুশিয়ার করিয়া দেওয়া প্রত্যেক আহ্‌লে ইস্‌লামের ফরজে আয়েন। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সিলহটের তরুণ মনীষা মওলবী মোহাম্মদ আহ্‌বাব চৌধুরী সাহেব বি-এ, বিদ্যাবিনোদ এই দিক দিয়া ইস্‌লামের যে খিদ্‌মৎ আদা করিতেছেন, সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়ার ভাষা নাই। 'আল্‌-মুস্‌লিমে' ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত আহ্‌বাব সাহেবের 'ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ' পাঠ করিয়া বহু উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি আমাদেরে মোবারকবাদ দিতেছেন। আহ্‌বাব সাহেবের পরিপক্ক চিন্তা, গভীর গবেষণা, কঠোর সাধনা ও প্রকৃত শ্রমসাধ্য প্রবন্ধের প্রতি আজ আমরা সমুদয় দেশ-বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মুসলমান যদি এখনো নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতে ভালবাসে, তবে তার এ দুর্গতির অবসান স্বয়ং বিধাতাও করিতে পারিবেন কি না, সে বিষয়ে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ রহিয়াছে। আজ বাঙ্গালার তথা বিশ্বের মুসলমানকে আমরা ইস্‌লাম-অরি অ-মুসলমানের দুরভিসন্ধি হইতে সময় থাকিতে সাবধান হইতে বলিতেছি।

কংগ্রেস ও মুসলমান।—নানা অনিবার্য্য কারণে আমরা কংগ্রেস বা স্বাদেশিক মহাসভাকে 'হিন্দু মহাসভা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। [illegible]তে না কি কোন কোন কংগ্রেস-পরস্ত মুসলমাননেতার 'ধর্ম্ম-প্রাণতায়' আঘাত লাগে! তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন "মুসলমানেরা যথেষ্ট সংখ্যায় যোগ দেয় না বলিয়াই কংগ্রেসে আজ হিন্দু-প্রাধান্য দেখা যায়। কংগ্রেসের এই হিন্দু-আধিপত্যের জন্য মুসলমানেরাই ষোলআনা দায়ী, ইত্যাদি। এই অভিযোগের উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, হিন্দু-রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যে গত অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া কংগ্রেস যে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, কোন সত্যসন্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তিই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। মিঃ তিলক, লালালজপৎ রায়, হিন্দু-স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পণ্ডিত মালব্য, বাবু বিপিন পাল, মিঃ অরবিন্দ ঘোষ, পণ্ডিত নেহরু, বাবু শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ডাঃ মুঞ্জি, তেজ বাহাদুর সপ্রু, মেসার্স কেল্‌কার, জয়কার প্রভৃতি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক, সাধক ও নায়কগণ মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি চিরদিন যে বৈরীভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও কি মুসলমানেরা দলে দলে কংগ্রেসকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যাইবে? কংগ্রেস যদি হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানই হইবে, তবে, সেখানে মুস্‌লিম বিদ্বেষী বঙ্কিম, তিলক, ও শ্রদ্ধানন্দ প্রভৃতির বৃহৎ বৃহৎ তস্‌বীর লটকাইয়া দিয়া মুসলমানের ধর্ম্ম-প্রাণতায় আঘাত দান করা হয় কেন? বঙ্কিমের দুর্গা-স্তব "জাতীয়-সঙ্গীত"

ঝড়ের জাতি

(তৈয়বুর রহমান)

তুষার শুভ্র মরুর বক্ষঃভেদ করিয়া দশহাজার তুয়ারেগ সৈন্ত রুকসারদিকে চলিয়াছে। জ্যোৎস্না-পুলকিত, অপার মরুর বক্ষে তাদের এ সমরাভিযান দেখিবার বিষয়ই বটে। উল্কার গতিতে ঘোড়া ও উট ছুটাইয়া যখন সেই দশহাজার রণ কুশল সাহারা সিংহ কোন অজ্ঞাত দেশের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছিল তখন বুঝি বেহেশ্‌তেও তারেক, মুছা, মেহেদী; মোল্লার পবিত্র রুহ্‌ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা কলিজার রক্ত ঢালিয়া উষর মরুভূমাঝে সত্য সনাতন ইসলামের যে মহীরুহ রোপন করিয়াছিলেন তাহা রক্ষার্থে তাদের প্রিয় ভ্রাতৃগণের এ মরণাভিযান।

* * * *

'আল্লাহো আকবর' আল্লাহো আকবর রুকসার মসজিদে মসজিদে মোয়াজ্জিনের মগরিবের আজান সন্ধ্যাকালের শান্ত-সুন্দর প্রকৃতির বুকে অদূর ভবিষ্যতের কোন এক জ্বালাময়ী ঘটনার তীব্র ইঙ্গিত জানাইয়া তুলিতেছিল। রণ প্রিয় আরব বার্ব্বার ও ব্যাফ্রি মুসলমানগণ ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছিল। এই আজান ধ্বনি তাহাদের রক্তে আগুনের শিহরণ জাগাইয়া তুলিল। আবার অকুতোভয় মোয়াজ্জিন কণ্ঠে ফুকারিয়া উঠিল "লা এলাহা ইল্লাল্লা।" তৌহিদের সেই অমৃত গানের রেশ ভক্ত প্রাণের সেই আকুল নিবেদন ফেরেস্তারা নূরের পাঞ্জায় করিয়া বিশ্ব-সম্রাটের সকাশে লইয়া যাইতেছিল। এমন সময় আলো ও বাতাস মন্ত্রিত করিয়া নারায়ে—তকবিরের বিপুল আওয়াজ হইতে লাগিল। দলে দলে মুসলমান উন্মত্তভাবে আল্‌—হামেলের কেল্লার দিকে ছুটিয়া চলিল। প্রহরীরা কিছু বুঝিবার পূর্ব্বেই তাহারা তাহাদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া দুর্গের ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে কেল্লার মধ্যে পাগলা স্বরে রণ দামামা বাজিয়া উঠিল। সহস্র সহস্র সৈন্ত চোখের পলকে সজ্জিত হইয়া দুর্গ রক্ষার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইয়া গেল। তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল।

অদূরে মরুভূর বক্ষেও সেই সময় আর এক দল সৈন্তের কল-কোলাহল শ্রুত হইতেছিল। দেখিতে দেখিতে আলিইদ্রিসের বীর বাহিনীর বিজয়নাদে ধরিত্রী কাপিয়া উঠিল। রক্ত প্রলয়ের অভিনয় দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত চলিতেছিল। চতুর্দ্দিকে সৈন্তদের রণ হুঙ্কার ও বন্দুক কামানের আওয়াজে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আহতের মরণ চিৎকার, বিজয়ীর জয়োল্লাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া এক অশ্রুতপূর্ব্ব কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। আল্‌ইদ্রিসের কোন কামান ছিল না। সেই জন্য তাহারা আল্‌-হামেলের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। স্বয়ং আল্‌-ইদ্রিস চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া সৈন্তদিগকে উত্তেজিত করিতেছিলেন। কিন্তু আল্‌-হামেলের দুর্গের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ করা খুব সহজসাধ্য ছিল না। অধিকন্তু প্রাকারের উপরে অসংখ্য লুইসগান সংস্থাপিত হইয়াছিল। এবং তাহাদের অজস্র গুলি বর্ষণে অসংখ্য মুজাহেদীন শহীদের সেরা-শয্যা গ্রহণ করিতেছিল। আল্‌-হামেলও প্রাচীরের উপরে থাকিয়া স্বয়ং সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। আল্‌-ইদ্রিস তাহাকে দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "যে ব্যক্তি এই মালাউনের মস্তক আনিয়া দিতে পারিবে আমি তাহাকে দশহাজার আশরফি দান করিব।" বিদ্যুতের ন্যায় চকিতে সৈন্তদের ভিতরে এই খবর ছড়াইয়া পড়িল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল ফলাফল কিছুই বোঝা গেল না।

দুর্গের দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটী পাহাড় ছিল। পাহাড় হইতে কেল্লায় যাওয়ার বিশেষ সুবিধা ছিল।

আল্‌-ইদ্রিসের প্রধান সেনাপতি ও ভ্রাতুষ্পুত্র আল্‌-হায়দার কতকগুলি সৈন্য লইয়া উক্ত পাহাড়ের উপর আরোহণ করিয়া গ্রীনেড ছুড়িতেছিলেন। তাঁহার অব্যর্থ গোলার আঘাতে দলে দলে শত্রুসৈন্য জাহান্নামের পথে অগ্রসর হইতেছিল। আল্‌-হামেলের ফরাসী সেনাপতি "মসিয়ে জক্রে" কতকগুলি সৈন্য লইয়া স্বয়ং আল্‌-হামেলের নেতৃত্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পাহাড়ে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আল্‌-হায়দারের অব্যর্থ গুলিতে তাহাদের অর্দ্ধেক সৈন্য ধরাশায়ী হইল, কিন্তু তবুও তাহারা সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া ভীম বিক্রমে তাহাদের 'পোষ্ট' আক্রমণ করিল। তাহাদের আক্রমণ বেগ সহ্য করা আল্‌-হায়দারের ক্ষুদ্র বাহিনীর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। অধিকাংশ সৈন্যই শত্রু পক্ষের গুলির আঘাতে জান্নাতের পথে যাত্রা করিল। সেনাপতি আল্‌-হায়দার একটী খাদের ভিতর দাঁড়াইয়া 'গ্রীনেড' ছুড়িতেছিলেন। তাহাও ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তিনি একটু হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে জনৈক তরুণ রুকসাবাসী একটি গোলাগুলি ও গ্রীনেড ভরা বাক্স লইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আল্‌-হায়দারের বুকে আবার সাহসের সঞ্চার হইল। তিনি উল্লাসভরে যুবকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন; অজাতশ্মশ্রু সৌম্যকান্তি যুবক তেজশৌর্য্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। এত বিপদের ভিতরও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার প্রাণে একটা অজানা পুলকের সঞ্চার হইল। তিনি ত্বরিত গতিতে একটী মারাত্মক 'গ্রীনেড' লইয়া সেনাপতি জক্রের দিকে ছুড়িয়া দিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে বায়ু সংঘর্ষে গ্রীনেড ফাটিয়া গেল এবং জক্রে ও পাঁচ সাতজন সৈন্ত শুইয়া পড়িল। ইতিমধ্যে তরুণ যুবকটীও ক্ষিপ্র গতিতে গ্রীনেড ছুড়িতেছিল। পনর মিনিটের ভিতরই তাঁহারা শত্রুদলকে প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। আল্‌-হামেল ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় চীৎকার করিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সেই তরুণ যুবকটী মুক্তকৃপাণ হস্তে একলম্ফে উপরে উঠিলেন এবং আল্‌-হামেলের দক্ষিণ উরুর উপর ভীষণ আঘাত করিলেন। তাহাতে আল্‌-হামেলের দক্ষিণ উরু কাটিয়া তাহার অশ্বকে পর্য্যন্ত ভীষণ আঘাত করিল। আল্‌-হামেল অবসন্নভাবে গড়াইতে গড়াইতে পাহাড়ের নীচে যাইয়া পড়িল। যুবকটী সে দিকে একটু করুণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আবার সেনাপতির নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল। প্রভুর নিধন দর্শনে আল্‌-হামেলের হতাবশিষ্ট সৈন্তগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। সেনাপতি আল্‌ হায়দারের শরীরের নানাস্থানে অসংখ্য জখম হইয়াছিল। যুবক তাঁহার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যুবক তাঁহার মূর্চ্ছা দর্শনে একটু শঙ্কিত হইয়া—তাঁহার চৈতন্ত সম্পাদনের জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে আল-হামেলের মৃতদেহ পাহাড়ের পাদদেশে দেখিতে পাইয়া মোজাহেদীন দ্বিগুণ উৎসাহে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল। শত্রুপক্ষের সে প্রতিরোধ করিবার শক্তি ছিল না। তাহারা দলে দলে আল-ইদ্রিসের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। আল-ইদ্রিসের সৈন্তদলে ঝড়াঝড়, কুড়াকড় করিয়া বিজয়-ভেরী বাজিতে লাগিল।

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। দূরে চক্রবাল রেখার ধারে মরুভূর বক্ষ চিরিয়া শহিদ রক্তরঞ্জিত মরুসূর্য্য মুসলিম বাহিনীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত নিজের অফুরন্ত হাসির পশরা লইয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। মৃদুমধুর প্রভাতীমলয় বেহেশ্‌তী সুগন্ধি লইয়া গাজী মোজাহেদদিগকে খোশ্‌খবরীর বার্ত্তা দিয়া যাইতেছিল। শহীদানের পবিত্র আত্মা সমূহকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্ত আল্‌ হামেলের সিংহদরজায় অসংখ্য হুর পরী ও ফেরেস্তা দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের জ্যোতির্ম্ময় দেহের আলোকে সারাটী ভুবন 'নুরানী' হইয়া উঠিয়াছিল। আল্লা রহমতের দরজা খুলিয়া দিয়াছিলেন। বাতাসে বাতাসে তার সে রহমতের বাণী, আলোতে আলোতে তার সে খুসীর মুক্ত দান লুটিয়া পড়িতেছিল।......

* * * * *

যুদ্ধান্তে দরবার আরম্ভ হইল। আল্‌-হামেলের হত্যাকারীকে পুরস্কার গ্রহণের জন্ত আহ্বান করা হইতে লাগিল। কিন্তু কেহই পুরস্কার গ্রহণের জন্ত উপস্থিত হইল না। এ দিকে প্রধান সেনাপতি আল-হায়দারের সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল না। খুঁজিতে খুঁজিতে তাঁহাকে ও সেই তরুণ যুবককে পাহাড়ের উপর পাওয়া গেল। তখনও তাঁহার দুর্ব্বলতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয় নাই। তিনি সৈন্তদের স্কন্ধে ভর দিয়া দরবার তাম্বুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দূর হইতে সেনাপতিকে আসিতে দেখিয়া আল্‌-ইদ্রিস অগ্রসর হইয়া আসিলেন এবং পুলকভরে যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, সেনাপতি আনন্দ-দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন 'জনাব আজকের বিজয়ের গৌরব অনেকটাই বোধ হয় এই অসমসাহসিক যুবকের প্রাপ্য।" আল্‌-ইদ্রিস ইহা শুনিয়া অতীব পুলকিত ভাবে তাহাকেও আলিঙ্গন করিলেন।

সবাই দরবারে সমাসীন হইলে নকীব আবার আল্‌-হামেলের হত্যাকারীকে পুরস্কার গ্রহণের নিমিত্ত আহ্বান করিল; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেহই আসিল না। সেনাপতি নকীবের চীৎকার শুনিয়া কৌতুহলভরে যুবকের দিকে চাহিলেন; তাহার চোখে-মুখে যেন একটা করুণ ব্যথার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইশারায় যেন সেনাপতিকে প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিতেছিল। সেনাপতি অত বুঝিলেন না, তিনি বলিলেন "হুজুর আল্‌-হামেলের হত্যাকারীর সন্ধানে বেশী দূর যাইতে হইবে না; আমার সঙ্গী এই তরুণ যুবকটীই তাহাকে তাহার বিশ্বাসঘাতকতার চরম দণ্ড দিয়াছে। তাঁহার বীরত্বে আমি মুগ্ধ হইয়াছি; তিনি না থাকিলে বোধ হয় আজ আমাকে জক্রের তলোয়ারের নীচে মাথা রাখিতে হইত।" এই বলিয়া তিনি সগর্ব্ব বদনে যুবকের দিকে চাহিলেন যুবকের মুখ কাল-বৈশেখীর মেঘে ছাইয়া গিয়াছিল। সেনাপতি তাহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। আল্‌-ইদ্রিস স্বয়ং উঠিয়া গিয়া তাহার সহিত পুনর্ব্বারও কর মর্দ্দন করিলেন এবং সস্নেহে নিজের পার্শ্বে নিয়া বসাইলেন। তাঁহার অন্তর্ভেদী নয়নদ্বয় সন্ধ্যা তারার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "গাজী প্রবর! আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কার গ্রহণে করিয়া আমাকে প্রতিজ্ঞার দায়ীত্ব হইতে রেহাই দিউন।"

ধীরে ধীরে যুবকের অধরোষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল সে ধীরকণ্ঠে বলিতে লাগিল। "হজরৎ, আল্লার ওয়াস্তে আমাকে আর কষ্ট দিবেন না—ইসলামের জন্ত স্বহস্তে পিতার মস্তক ছেদন করিয়াছি; কিন্তু সেই জন্ত আবার পুরস্কার লইতে মানুষ হইয়া কেহ কখনও পারে না। তিনি যে অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন তার চরম দণ্ডই আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে দিয়াছেন—তাঁহার নিজ কন্যাই তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু জানিবেন পিতৃ স্নেহ বলিয়া একটা জিনিষ আছে। তিনি হাজার অন্যায় করিলেও তাঁর সেই পাপ ও গোনাহের জন্ত আমার মন কাঁদিয়া উঠে। উত্তেজনার আতিশয্যে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; ঢোক গিলিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "আমার পরিচয় যদি জানিতে চান, তবে শুনুন আমার নাম রুকেয়া আমি পরলোকগত শেখ আল্‌ হামেলের একমাত্র কন্যা; শৈশবেই মাতৃহারা হইয়া পিতার স্নেহসিক্ত ক্রোড়ে লালিত-পালিত হই; কিন্তু যখন ইসলামের আহ্বান আসিয়া পৌঁছে তখন সমস্ত স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার সৈন্তদলে যোগ দিয়া পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। আমার একমাত্র ভ্রাতা খালেদও আপনার সৈন্ত বাহিনীর সহিত মিলিয়া পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন; এখন জগতে আমার আপন বলিতে আর কেহ নাই" এই বলিয়া সে একটু কাতরভাবে সেনাপতির দিকে চাহিল। শেখ স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন "আপনার সুদৃঢ় ঈমানের জন্ত আল্লাকে কোটী কোটী ধন্যবাদ। আপনি যদি আমার ধর্ম্ম কন্যারূপে থাকিতে চান তবে আমি বিশেষ সুখী হইব। কিন্তু একটী কথা একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমি এখানে পাড়িতে চাই। যুগে যুগে ইসলামকে জাগাইবার জন্ত কারবালার রক্তাভিনয় হয়। এ মহাযুদ্ধও তারই একটি অংশ, তাই আমি কারবালার অভিনয়টি সম্পূর্ণভাবে কর্ত্তে চাই। আপনি আমার মেয়ে আর এই তরুণ যুবক আল্‌ হায়দার আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাদিগকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ দেখিতে চাই।" লজ্জায় রুকেয়ার গোলাপ বিনিন্দিত গণ্ডস্থল আরও রক্তিম হইয়া উঠিল। চক্ষুদ্বয় লজ্জায় অবনত হইয়া গেল। কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হইতেছিল তার হৃদয় কোন লুক্কায়িত কোন সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা আজ ফলবতী হইতে চলিয়াছে।

যুদ্ধের পর তিন দিন গত হইয়া গিয়াছে, আজ আল্‌-হায়দারের ফুলবাসর। বাঙ্গালীর বাসর ঘর আমরা সকলে দেখিয়াছি। আসুন পাঠক! একবার মরুচর বেদুঈনের বাসর ঘর দেখিয়া আসি আল্‌-ইদ্রিসের সৈন্তগণ সহরের পূর্ব্বপ্রান্তে একটি পাহাড়ের

নিখিল বঙ্গ-মোস্‌লেম কন্‌ফারেন্স

কলিকাতায় বঙ্গীয় মোসলেম

সর্ব্বদল সম্মিলনীর অধিবেশন

আগামী ৯ই ডিসেম্বর মোতাবেক ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবার কলিকাতা টাউন হলে "বঙ্গীয় মোসলেম সর্ব্বদল সম্মিলনী"র অধিবেশন হইবে। বঙ্গের প্রত্যেক জেলা হইতে বিশিষ্ট নেতৃগণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ এই অধিবেশনে যোগদান করিবেন। বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান জাতির সম্মুখে বর্ত্তমান সময়ে যে গুরুতর রাজনীতিক, ধর্ম্মনীতিক, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমুপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমাধান করিয়া বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের প্রকৃত অভিমত ঘোষণা করাই এই কন্‌ফারেন্সের প্রধানতম উদ্দেশ্য। যাহারা এই সম্মিলনীতে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারা অবিলম্বে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সর্ব্বদল মোসলেম সম্মিলনী ;
অভ্যর্থনা সমিতির অফিস
৮নং জেকেরিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নিবেদক—
হোসেন শাহেদ সোহরাওয়ার্দ্দী;
সভাপতি—অভ্যর্থনা সমিতি।
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম;
সেক্রেটারী—অভ্যর্থনা সমিতি।

ভারতীয় মুসলীমের এই একটী মাত্র Blunder ও ভুলের জন্ত হিন্দু ভারত আবার আমাদিগকে এক শত বৎসর পিছনে ফেলিয়া বহু আগে চলিয়া গেলেন। অন্ধকার ও আলোর মধ্যে সন্ধি হইতে পারে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের কোন দিন মিলন হইতে পারে, কিন্তু মুশরীক ও মুমীন, ঈমান ও পৌত্তলিকতার মধ্যে কোন প্রকারের মিলন হওয়া সম্ভবপর নহে। মিঃ গান্ধী মুসলীম প্রেম ও খেলাফতের জন্ত হামদরদী দেখাইলেও উহার মধ্যে তাঁহার কোন খুলুসিয়ত ছিল না। বানিয়া মিঃ গান্ধি খেলাফত আন্দোলনের জুয়াচুরি দ্বারা মুসলীম-ভারতের সহিত লেন দেনের কারবার শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব হিন্দু mentalityর কোন খবর না জানিয়া মিঃ গান্ধী তথা হিন্দু ভারতের সহিত 'বেহিসাবী প্রেম' আরম্ভ করিয়া একেবারে দেউলীয়া হইয়া গেলেন। ইহাতে হিন্দুনেতাদের কেবল লওয়া হইয়াছিল (To take), কিন্তু মুসলিম সমাজকে কিছুই দিতে (To give) হয় নাই। বিশ্ব-বুদ্ধি-সম্পন্ন মিঃ গান্ধীর এই দর-কশাকশিতে হিন্দু সমাজ কেবল লাভবান হইয়াছিলেন; কিন্তু ভারতীয় মুসলিমেরা হিন্দুদের যৌথকারবারে কেবল ফেরুলিয়া একেবারে দেউলীয়া হইয়া গেলেন।

ক্রমশঃ

পাদদেশে তাম্বু ফেলিয়াছিল। পাহাড়ের উপরিভাগে সেনাপতির বাসর ঘরের জন্য একটি সুবৃহৎ তাম্বু খাটান হইয়াছে দ্রাক্ষ ও গোলাপকুঞ্জে ঘেরা সেই মনোহর স্থান জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত রাত্রিতে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের যোগ্য স্থানই বটে। রাত্রি নয়টা; সেনাপতি বিছানার উপর বসিয়া নিবিষ্টভাবে কি চিন্তা করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে আরও আধ ঘণ্টা সময় সাগর গর্ভে বিলীন হইয়া গেল।

হঠাৎ কাহার মৃদু পদশব্দে সেনাপতি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন তাম্বুর দুয়ারের পর্দ্দা অপসারিত করিয়া রুকেয়া ধীর লজ্জাজড়িত চরণে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি একটু অগ্রসর হইয়া তাহার হাত ধরিলেন এবং ধীরে ধীরে আনিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইলেন। সেনাপতি—নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন "রুকেয়া! এই যে অভিনয়ের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের পরিণয় কার্য্য শেষ হইয়া গেল এতে কি তুমি সুখী হইয়াছ? কেউ কাউকে জানি না—চিনি না—অথচ এত বড় একটা কাজ হইয়া গেল—একি ভাল হইয়াছে?" রুকেয়া—পীক বিনিন্দিত কণ্ঠে বলিল "সুখী কি দুঃখী হইয়াছি তাহা জানি না। তবে প্রাণ যাহা চাহিয়াছিল তাহা পাইয়াছি। প্রাণের পরিচয়ের জন্য বড় বেশী সময়ের দরকার হয় না। চির অভিলষিত জিনিষ সম্মুখে পাইলেই প্রাণ তাকে সাদরে বরণ করিয়া লয়।" আস্তে আস্তে সে বীণার ঝঙ্কার থামিয়া গেল; সেনাপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "রুকেয়া! তুমি কি মনে কর, আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি?" উত্তর আসিল "আমি আপনার কাছে ভালবাসার চেয়ে আর একটী জিনিষের বেশী প্রত্যাশী। সেটা হচ্ছে আপনার বিপুল শক্তিধারা ও ইসলাম প্রীতি। যে অদম্য শক্তির প্রেরণা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, যেভাবে মাতোয়ারা হইয়া আপনি নিয়ত দেশ ও ধর্ম্মের জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত আছেন তার একটীমাত্র কণা আমি চাই। আমিও যেন ঐ ভাবের ভাবুক হইতে পারি; আমিও আপনার সহকর্ম্মিণিরূপে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারি। হয়ত বা এই রক্ত-পিপাসু সাহারাসম হৃদয়ের মধ্যেও নীল দরিয়ার পুণ্যধারা প্রবাহিত আছে। বিশুষ্ক বেদানার মধ্যেও ত মধুর রস থাকে।" সেনাপতি বলিলেন, "আল্লার হাজার শোকর, সত্যই তিনি আজ আমাকে একটী সহকর্ম্মিণি জুটাইয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকই সে জীবন পথের বোঝা নয়—শক্তিশালীনি সহযাত্রী। আমিও বলি "রুকেয়া" আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি কিনা বলিতে পারি না; তবে আমি তোমার জুলেখা বিনিন্দিত রূপ-লাবণ্য বা কুরঙ্গম সম নয়ন ঠারে বিমুগ্ধ হই নাই। রণক্ষেত্রের অসি সঞ্চালনের রক্ত লেখার ভিতর দিয়া আমার প্রথম প্রণয় পত্র লিখিত হইয়াছে। অগ্নি-গর্ভ গ্রীনেডের আঘাতে আমার হৃদয় বোরাক আহত হইয়াছে। কিন্তু রুকেয়া আমিত "স্ত্রী রুকেয়াকে" ভালবাসি নাই—আমি ভালবাসিয়াছিলাম রুকসয়াবাসী সেই তরুণ যুবককে।" হাসির ছটায় রুকেয়ার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে উত্তর করিল "তবে তাই হোক।" সেনাপতি ধীরে ধীরে নিজের বিশাল বক্ষের ভিতরে তাহাকে টানিয়া লইলেন এবং তাহার মেহেদো রাগান ও অধরের রক্তিমাভাটুকুকে লুটিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাহারার দিগ্বিজয়ী সেনাপতিকে এখানে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল এবং তথাকার রক্তরঙ্গীন ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

পুলিসের ফাঁড়ী দখল

রাজস্ব আদায়ে বাধা

ধোলপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, ঝিঝিঠাকুরদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা বলপূর্ব্বক বেরুলীর একটা পুলিসের ফাঁড়ী দখল করিয়াছিল। যাহাতে রাজস্ব আদায় না হয়, সেই জন্যও তাহারা নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ধোলপুর দরবারের বিরুদ্ধে আরও অনেক বে আইনী কাজ তাহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত ২৫শে অক্টোবর তাহাদিগকে গেরেফ্‌তার করিয়া ধোলপুরে আনা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে আগ্রায় যে ঠাকুরদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহাদিগের সহিত উহাদিগেরও বিচার হইবে। বিনা রক্তপাতেই উহাদিগকে গেরেফ্‌তার করা হইয়াছে।

[illegible]

পোষা বিড়ালের কামড়

শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

লোয়ার সার্কুলার রোডের মেসার্স ভিক্টর এণ্ড কোম্পানীর সত্ত্বাধিকারী মোটর ব্যবসায়ী মিঃ অস্কার ফ্রেন্টম্যানকে তাঁহার পোষা বিড়াল কামড়াইয়া দেয়। এই কামড়ের ফলে রক্ত বিষাক্ত হইয়া যাওয়ায় তিনি মারা পড়িয়াছেন। তিনি ভাল দাঁড় টানিতে পারিতেন। ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবের তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

মাদ্রাজে সাইমন কমিশন

সম্বর্দ্ধনা প্রস্তাব গৃহীত

ত্রিচিনোপল্লীর মিউনিসিপ্যালিটীর এক সভায় মিষ্টার শরফুদ্দীন প্রস্তাব করেন যে, যে সময়ে সাইমন কমিশন পরিদর্শন উপলক্ষে ত্রিচিনোপল্লীতে উপনীত হইবেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিতে হইবে। ভোটের জোরে প্রস্তাবটি পরিগৃহীত হইয়াছে। কমিশন বর্জ্জন করিবার অনুকূলে স্বরাজী দলভুক্ত জনৈক সদস্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করে। কিন্তু সভায় তাহা গৃহীত হয় নাই।

শওকত আলীর বক্তৃতা

মিঃ গান্ধীর তার

সহযোগী আনন্দ-বাজার সংবাদ দিতেছেন যে, মওলানা শওকত আলী কানপুরে 'যুক্তপ্রদেশ মুসলমান সম্মিলনের' সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, ঐ বক্তৃতা ঠিক ঠিক প্রকাশিত হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া মিঃ গান্ধী মওলানা শওকত আলীর নিকট এক তার করিয়াছেন; মওলানা শওকত আলী যদি জানান যে তাঁহার বক্তৃতা ঠিক ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইলে মিঃ গান্ধী আগামী সপ্তাহের "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

পরলোকে লাজপৎ রায়

হার্ট ফেল হইয়া মৃত্যু

গত ১৭ই নভেম্বর প্রাতঃকাল পৌণে ৭টার সময় প্রসিদ্ধ হিন্দু নেতা লালা লাজপৎ রায় সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সহসা বন্ধ হওয়ায় এই অভাবনীয় ও সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। লালার পুত্র ও তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসকের কথায় প্রকাশ, লাহোরে সাইমন কমিশনের আগমনের দিন প্রহৃত হইয়া অবধি তিনি দুর্ব্বলতা বোধ করিতেছিলেন। সেই দুর্ব্বলতাই শেষে তাঁহার কাল হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্পীর সুযোগ

৪টী সরকারী বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা

সম্প্রতি ভারত সরকার লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস' সাজান সম্পর্কে ভারত হইতে ভারতীয় শিল্পী সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই ভারতীয় শিল্পীদিগকে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ১৮ মাস ইউরোপে অধিকতর শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এই জন্য তাঁহাদিগের প্রত্যেককে বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি ও ভাতা বাবদ ৪০ পাউণ্ড প্রদান করা হইবে। এই জন্য ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ কিম্বা তৎপূর্ব্বে ভারত সরকারের শ্রম ও শিল্প বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করিতে হইবে।

ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুস্তক প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা

এলাহাবাদের পুস্তক প্রকাশক এডুকেশনাল বুক ডিপো ও ন্যাশনাল প্রেসের মুদ্রাকর মৃঃ রমজান আলী শাহের বিরুদ্ধে এলাহাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট জজের কোর্টে রবি ঠাকুর এক মামলা রুজু করিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ আপত্তি করা ও নোটীশ দেওয়া সত্ত্বেও বিবাদীগণ কবির কয়েকটী কবিতা পুস্তকাকারে মুদ্রণ ও প্রকাশ করিয়া পুস্তক প্রকাশের সত্ত্ব নষ্ট ও হানী উৎপাদন করিয়াছেন। বাদী বিবাদীগণের বিরুদ্ধে এক চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য ও অবিক্রীত পুস্তকগুলি পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন।

ভেজাল ঘৃত নির্ণয়-কৌশল

রসায়নবিদের উক্তি

বঙ্গদেশের সরকারের ব্যবহারিক রসায়নবিদ্ মিঃ আর, এল, দত্ত প্রকাশ করিয়াছেন, বহু সংখ্যক ফিরিওয়ালা রাস্তায় গব্য মাখন হইতে প্রস্তুত বিশুদ্ধ ঘৃত ফিরি করে। ঐ সকল ফিরিওয়ালার নিকট হইতে ঘৃত ক্রয়কালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জনসাধারণের কর্ত্তব্য। কারণ, বহুস্থলে দৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহারা যে দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহা মাখনের গন্ধযুক্ত ভেজিটেবল প্রোডাক্টমাত্র। উহার বর্ণ ও গন্ধ এরূপভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, উহা অবগত হওয়া সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। ঐ ঘি সামান্য পরিমাণে একটী পাত্রে রাখিয়া উত্তপ্ত করিলেই প্রকৃত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। উত্তাপ প্রদান করিলে এবং উহা হইতে ঘৃতের গন্ধ বহির্গত হইলে উহা ঘি, কিন্তু উহা হইতে উত্তপ্ত তৈলের ন্যায় গন্ধ বহির্গত হইলে উহা মিশ্রিত দ্রব্য।

আতশবাজী ও সরকার

লাইসেন্সের ইস্তাহার

দেওয়ালীর সময় আতশবাজী দ্বারা প্রায়ই বহু দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে বলিয়া কিছুদিন হইল গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি বোমবাজী রাসায়নিক ভাবে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, বোমবাজীতে আরসেনিক সালফাইড ও পোটাসিয়ম ক্লোরেট নামক দ্রব্যদ্বয় সম্মিলিত ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই উভয় দ্রব্যই অতিশয় বিপজ্জনক এবং এই দ্রব্যদ্বয় রাখা আইন-বিরুদ্ধ। সাধারণ চীনা বোমবাজী—যাহা "মিল্ পাউডার" দ্বারা প্রস্তুত হইয়া কাগজে মোড়া থাকে, তাহা কেবল মাত্র আগুনের সংস্পর্শেই বিস্ফুরিত হইয়া থাকে। অপর পক্ষে উপরোক্ত দুই প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যে আগুন ব্যতিরেকেই বিস্ফুরিত হইতে পারে। উল্লিখিত উভয় প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য রাখিতে লাইসেন্স আবশ্যক হইবে।

বাঙ্গলার আয়কর

বৎসরে ৩, ১৫, ৭৫, ২৫৭ টাকা

বাঙ্গলা প্রদেশের আয়কর বিভাগের ১৯২৭-২৮ সনের হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯২৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে সেই বৎসর মোট ৩, ১৫, ৭৫, ২৫৭ টাকা আয়কর আদায় হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যবসা হইতে ২, ১২, ৪৩, ১৯৩ টাকা কোম্পানী, অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান এবং সমিতি প্রদত্ত বেতনের উপর ৩৬, ৩১, ১১৬ টাকা সম্পত্তির আয় হইতে ১৩,৩৭,২২৬ টাকা এবং গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বেতনের উপর ১৩, ৫৮,২৮৮ টাকা কর আদায় হইয়াছে। খরচ খরচা সমস্ত বাদে রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২,৭২,৮৫,৮৩৫ টাকা। যে আয়ের উপর উপরিউক্ত কর আদায় হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ ৫৭ কোটি টাকা, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা আদায় হইয়াছে "কোম্পানী গুলির" নিকট হইতে, ইহাদের করের পরিমাণ এক কোটি ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, লোকের নিকট হইতে আদায় হইয়াছে ৮২ লক্ষ টাকা। সংবাদ পত্রে আয়ের উপর কর আদায় হইয়াছে ৭৫,৪৫০৭ টাকা।

বোম্বাই বন্দরে উন্নতির চেষ্টা

ভারতীয় বণিক সভার উক্তি

বোম্বাই বন্দরে ব্যবসায়ের অবনতি হওয়ায় ভারতীয় বণিক সভা বোম্বাই সরকারকে একখানি পত্র লিখিয়া আমদানী রপ্তানীর হ্রাসের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। সভা জানাইয়াছেন, ৫টি কারণে ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতেছে। (১) বোম্বাইয়ে ব্যয়ের আধিক্যবশতঃ কুলির জন্য ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে ব্যয়াধিক্য। (২) বন্দরের অত্যধিক শুল্ক (৩) অত্যধিক মিউনিসিপ্যাল ও প্রাদেশিক কর, (৪) অবস্থান জন্য ও অল্প হারে ব্যয়ে অন্যান্য বন্দরে কার্য্য হওয়ায় সেই সকল বন্দরের সহিত প্রতিযোগিতা, ও (৫) অন্যান্য বন্দরের উন্নতির সম্পর্কে গৃহীত পন্থা। সভা বলেন, একটী প্রতিনিধিমূলক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া বাণিজ্যের অবনতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার পন্থা স্থির করা আবশ্যক।

হিন্দু সমাজ বন্ধন

মারওয়াড়ী সম্মিলনীর সিদ্ধান্ত

কলিকাতার মাড়োয়ারী অগ্রবাল পঞ্চায়ৎ সম্মিলনীর অধিবেশনে সামাজিক কয়েকটী বিশেষ ব্যবস্থা স্থির হইয়াছে। বিধবা বিবাহ পাপজনক বলিয়া এই সম্মিলন গ্রহণ করিয়াছেন।—যাহারা বিধবা-বিবাহ দিবে বা বিধবা-বিবাহ করিবে এবং যাহারা তৎপক্ষে সহায়তা করিবে তাহারা "একঘরে" হইবে। অস্পৃশ্য জাতির সহিত যাহারা সংস্রব রাখিবে—তাহাদের সহিত আহার বিহার করিবে, অগ্রবাল সমাজ তাহাদিগকে বর্জ্জন করিবেন। মাড়োয়ারী অগ্রবাল পঞ্চায়ৎ সম্মিলনীর এই সিদ্ধান্ত সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মেরই অনুসারী হইয়াছে।

খাসলৎ না যায় ধুলে

অভিযুক্ত আসামীর কাণ্ড

রজনী ধুপী নামক একব্যক্তি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১১০ ধারা অনুসারে দণ্ডিত হয়। আপীল করিবার জন্য জামীন দিয়া সে গত বুধ বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ী আসে। সেদিন রাত্রিতেই তাহার বাড়ীর ৪ মাইল দূরে অবস্থিত চাপ্রন্যাগরা গ্রামে জৈনিক নিশিকান্ত দে নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে চুরি করিতে যায়। নিশিকান্ত রজন কে ধরিয়া ফেলিলে রজনী একটি বর্শার দ্বারা নিশিকান্তকে সাংঘাতিক জখম করে। জখমের ফলে নিশিকান্ত অনতিকাল মধ্যে মারা যায়। রজনী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়াছে এবং একজন মহাজন ও অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে জড়াইয়াছে।

নিজামের দিল্লী আগমন

জুমার নামাজে দুর্ঘটনা

মহামান্য নিজাম গতপূর্ব্ব শুক্রবার অপরাহ্নে পুরাতন দিল্লীতে প্রথম সরকারীভাবে গমন করিয়া জুমা মসজেদে নামাজ পড়েন। এই উপলক্ষে প্রায় ২০ বৎসরের মধ্যে এই প্রথম মসজিদে রাজাদর ফটক খোলা হয়। মসজিদের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ সম্মানিত দর্শকদের জন্য সুশোভিত করা হইয়াছিল। নামাজের জন্য বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল। নিজাম নিজের রাজকীয় যানে গমন করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়গণ, পুত্রগণ ও কর্ম্মচারীবৃন্দ ছিলেন। স্থানীয় মুসলিম কলেজের ছাত্রগণ স্বেচ্ছাসেবকরূপে তাঁহার সঙ্গে গমন করে। নিজাম মসজিদ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইমামকে একখানি শাল উপহার দেন। তৎপরে তিনি পুনরায় দিল্লীতে নিজ প্রাসাদে গমন করেন। লোকজনের অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য মসজিদের একটী ছোট চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। ফলে অভ্যন্তরস্থ বহু ব্যক্তি আহত হয়।

'পাইওনিয়ারের' ভুল

মিঃ গান্ধীর প্রতিবাদ

"পাইয়োনীয়ারে"র প্রতিনিধি মিঃ ওয়াইল্ড উক্ত পত্রে মিঃ গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সম্পর্কে মিঃ গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়ায়' এরূপ মিথ্যা উদ্ধৃত অথচ প্রয়োজনীয় উক্তি করার অপরাধে আমি কখনই অপরাধী হইতে পারি না। ভারতের সৌভাগ্য ক্রমে একটি নহে বহু স্বদেশিক নেতা এ দেশে আছেন, তাঁহাদের নেতৃত্বের সুনাম আছে। আমার বা অন্য কাহারও নিকট হইতে প্রশংসা-পত্র লইবার প্রয়োজন তাঁহাদের হইবে না। মিঃ ওয়াইল্ড তাঁহার বিবরণ প্রকাশের পূর্ব্বে খসড়াটা আমাকে দেখাইতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। সম্ভবতঃ আমার উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে কথা গোলমাল করিয়া নেতার কথা লিখিয়াছেন। তিনি যখন আমাকে আমার উত্তরাধিকারীর কথা জিজ্ঞাসা করেন তখন আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই; আমি তাহার পূর্ব্বে কখনও উত্তরাধিকারীর কথা চিন্তা করি নাই; আমার বিশ্বাস, যখন প্রয়োজন হইবে তখন উত্তরাধিকারী আপনিই আসিবে। উত্তরাধিকারী সকলেরই থাকিতে পারে, সে ব্যক্তি নেতা হইতে পারে। একবার আমাকে আমার উত্তরাধিকারীর নাম বলিলে আমি মওলানা মুহাম্মদ আলীর কন্যা গুলনারের নাম করি। কিন্তু সে এখন আর এই পদের উপযুক্ত নাই। সে আর বালিকা নহে উক্ত প্রশ্ন ৭ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন করা হয় তখন উত্তরাধিকারীর সম্বন্ধে আমার ধারণা যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে।

বেণের ঠুকঠুক কামারের এক ঘা

কাবুলির সাথে আবার ফাজলুমি

হ্যারিসন রোডে ইয়ার মুহাম্মদ নামক একজন কাবুলির টাকা চুরী করিবার অভিযোগে গণেশপ্রসাদ তেওয়াড়ী নামক একজন পশ্চিমা গত শুক্রবারে জোড়াবাগানের এডিশনাল চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নাসিরুদ্দিন আহমদের এজলাসে সোপর্দ্দ হয়। মামলার বিবরণ এই যে, কাবুলি নামাজ পড়িবার জন্য হ্যারিসন রোড দিয়া সিন্দুরিয়াপটীর মসজিদে যাইতেছিল। আসামী সেই সময় পশ্চাৎ দিক হইতে আসিয়া তাহার পকেট মারিয়া টাকা লয়। সে তৎক্ষণাৎ হাতে নাতে ধরা পড়ে এবং ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হয়। সাক্ষ-প্রমাণ গ্রহণের পর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৫ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন।

মেলায় দুর্ঘটনা

ভীড়ের চাপে ২৪ জন আহত

গত সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকারী তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে ২ ডজনের উপর লোক পদদলিত হইয়াছে। ২ জন পদদলিত হইয়া মারা গিয়াছে, কয় জন হাঁসপাতালে সাংঘাতিক অবস্থায় রহিয়াছে। গত সোমবার সন্ধ্যা হইতে রেলের বন্দোবস্ত একটু ভাল হয়। যাত্রীদের স্থান ত্যাগ করিবার জন্য ৬০ খানা স্পেশাল ও ২১ খানা সাধারণ ট্রেণ দেওয়া হইয়াছিল। রেলে প্রায় ২ লক্ষ যাত্রীকে গৃহে পাঠান হইয়াছে। এখনও ঐ পরিমাণ যাত্রী বসিয়া আছে। রেল ষ্টেশনের সংলগ্ন উন্মুক্ত ঘেরা যায়গায় যাত্রীরা রহিয়াছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে। মনে হইতেছে, আর ৩ দিনের মধ্যে মেলা যাত্রীশূন্য হইবে। ক্যাম্প পোষ্টাফিসের কর্ত্তা ইন্স্পেক্টার মিষ্টার এলাহি-বক্স কয়েক জন মাত্র কর্ম্মচারীর সাহায্যে ইতিমধ্যে ৪০ হাজার কথার উপর তার ও ২০ হাজার চিঠি বিলি করিয়াছেন।

সাইমন কমিশন

সীমান্তে ভ্রমণ তালিকা

সাইমন কমিশন ও সেণ্ট্রাল কমিটীর সদস্যগণ পেশোয়ারে যাইয়া সাক্ষ্যগ্রহণ করিবেন বলিয়া সরকারী ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় সীমান্ত সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত জানাইতে আসিতে থাকায় কমিশন ও কমিটী তাহার পূর্ব্বেই আরও কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিয়াছেন। কমিশনের সদস্যরা বেলুচিস্তানে অল্প পরিদর্শন করিয়া লইয়া কোয়েটা যাইবেন। সেন্ট্রাল কমিটী পথে তক্ষশীলা পরিদর্শন করিয়া পেশোয়ারে যাইবেন। কমিশন জেকবাবাদে পৌঁছিলে স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার ও জেলার বড় জমীদারদের ১১ জন প্রতিনিধি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। সার জন সাইমন জমীদারদের অভ্যর্থনার উত্তরে উর্দ্দুতে কিছু বলিবার চেষ্টা করেন এবং ৩টি উর্দ্দু বাক্যে বলেন, রাজা কমিশন পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছেন। আপাততঃ তাঁহারা বেলুচিস্তান যাইতেছেন। প্রতিনিধি মণ্ডলীর এক জন প্রাচীন ব্যক্তি বলেন, কমিশন রাজাকে যে রিপোর্ট দিবেন, তাহা যেন ভারতের মঙ্গলের জন্য হয়। সার জন সেরূপ প্রতিশ্রুত দিয়াছেন। প্রতিনিধিমণ্ডলীতে মুসলমানদের ন্যায় শেঠ আত্মারাম, শেঠ মগনদাস প্রভৃতি কয় জন হিন্দুও কমিশনারদের ট্রেণ জেকবাবাদ হইতে মরুভূমির মত বালুময় প্রান্তর দিয়া গমন করে। কোয়েটার যাইয়া কমিশনের সদস্যরা ২ দলে বিভক্ত হইয়া বেলুচিস্তানের অভ্যন্তর প্রদেশ পরিদর্শন করিতে যাইবেন। কমিশন মধ্যাহ্নে যখন বাসাবতে যাইয়া পৌঁছেন, তখন সিবি মহকুমার জনসাধারণ ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে উপস্থিত ছিলেন। পলিটিক্যাল এজেণ্ট ও মিউনিসিপ্যাল আফিসের লোকজনও কমিশনের সম্বর্দ্ধনার জন্য উপস্থিত ছিলেন। সিবি বাজারের পঞ্চায়েতদিগকে কমিশনের নিকট উপস্থিত করা হয়। কমিশন তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার উত্তরে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন। মারীর লোকেরা কমিশনের সদস্যদের জন্য দুম্বার গোসৎ ও গরম পাথরের উপর ভাজা রুটি আনিয়াছিল। সদস্যরা তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করেন। জনসাধারণ নিজেদের গৃহ-প্রস্তুত কাপড়ের পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল।

নারী-হরণ না নারী-পুজা ?

রাজা কিষণের প্রতি কঠোর দণ্ড

গত ১০ই অক্টোবর ভরতপুরের দায়রা জজ ভরতপুর রাজ্যের ভুতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী রাজা কিষণের মামলার যে রায় প্রদান করিয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ নকল এখন পাওয়া গিয়াছে। এই মামলায় রাজা কিষণ ভাওয়ালপুরের জনানা হাঁসপাতালের কম্পাউণ্ডার মিসেস হাজারী লালের উপর পাশবিক অত্যাচার ও অন্যান্য অপরাধ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। দায়রা জজ আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস, এক বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এক সহস্র টাকা জরিমানা, অন্যথায়, আরও তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দণ্ডগুলি এক সঙ্গেই চলিবে। আসামী মামলাটি বৃটীশ ভারতের কোন আদালতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে নিজে ভরতপুর রাজ্যের একজন প্রজা এবং ঘটনাস্থলও রাজ্যের এলাকার মধ্যে, সুতরাং তাহার আবেদন মঞ্জুর হয় নাই। বাদীপক্ষের বিবরণ এইরূপ, এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্বে, ১৯২৭ সনের অক্টোবর মাসে নারায়ণ সিংহের পুত্রবধূকে ভরতপুরের হাঁসপাতালে পুরুষদের ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করা হয়। মিসেস হাজারীলাল তাঁহাকে দেখিতেন। কিন্তু হাঁসপাতালে তাঁহার অন্যান্য কাজের চাপ খুব বেশী থাকায় তিনি উক্ত রোগিণীর দিকে বিশেষ নজর দিতে পারিতেন না। একদিন কিষণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য হাঁসপাতালে যায়। তখন তাহার নিকট এ বিষয়ে অভিযোগ করা হয়। আসামী এজন্য মিসেস্ হাজারীলালকে ডাকিয়া ভর্ৎসনা করে। মিসেস হাজারীলাল ইহাতে বিশেষ অপমান বোধ করিয়া বিষয়টী হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তার মিঃ যোশীর কর্ণগোচর করেন। ইহাতে আসামী খুব ক্রুদ্ধ হয় এবং যথেচ্ছাচরণ করিতে থাকে। একদিন দুপুর রাত্রিতে সে মিসেস হাজারীলালের গৃহে আসিয়া বলে যে, তাহার স্ত্রীর খুব অসুখ, তাঁহাকে যাইতে হইবে। তিনি কিছুতেই তাহার সহিত যাইতে স্বীকৃতা হইলেন না। তখন আসামী তাহার মোটর চালককে মিসেস হাজারীলালকে জোর করিয়া আনিয়া তাহার মোটরে চাপাইয়া দিতে আদেশ করে। মিসেস হাজারীলাল তখন দৌড়াইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। আসামীও তাহার পশ্চাদনুসরণ করে। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারে না। অতঃপর রায় সাহেব ডাক্তার যোশীর বাড়ীতে যাইয়া মিসেস হাজারীলালকে তাহার পীড়িতা স্ত্রীকে দেখিবার জন্য তাহার গৃহে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করে। রায় সাহেব মিসেস হাজারীলালকে আসামীর গৃহে যাইতে আদেশ দেন। তখন মিসেস হাজারীলাল তাঁহার পদত্যাগ পত্র দাখিল করিতে উদ্যত হন। কিন্তু ডাঃ যোশী তাহা গ্রহণ করিতে রাজি হন না। মিসেস হাজারী লাল তখন বাধ্য হইয়া দুইজন চৌকিদার সঙ্গে করিয়া আসামীর গৃহে যাইয়া উপস্থিত হন। সেই সময় আসামী তাহার বৈঠকখানায় কয়েকজন লোক সহ বসিয়াছিল। মিসেস হাজারীলালকে দেখিয়া লোকগুলি চলিয়া যায়। আসামী তখন তাঁহাকে বৈঠকখানার ভিতরে লইয়া গিয়া তাহার খাটের নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসাইয়া দেয়। তিনি রোগিণীকে দেখিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহাকে কোনও পীড়িতা স্ত্রীলোক দেখান হয় না। আসামী তখন তাঁহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহার বিছানার উপর লইয়া গিয়া তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করে। চৌকীদার ও অপর লোকটিকে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। তাহারা বাহির হইতে বাদিনীর চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল। অতঃপর, আসামী মিসেস হাজারীলাল করম সিংহের পুত্রবধূ সহ পুনরায় তাহার নিকট আসিবে এই প্রতিশ্রুতি লইয়া তবে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। পরদিন মিসেস হাজারীলাল সমস্ত বিষয় ডাঃ যোশী এবং তাঁহার ভগ্নীপতিকে জানান এবং ছুটী লইয়া জয়পুরে চলিয়া যান। ডাঃ যোশী ঘটনাটি পলিটিক্যাল এজেণ্ট এবং তৎকালীন দেওয়ানের গোচরীভূত করেন। এইরূপে এই ঘটনার পরিসমাপ্ত হয়।

মশ্‌রেকী

আফগানিস্তানে হ্যাট-সমস্যা

শিখদের জন্য নহে

আফগানিস্তানে পাগড়ী ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার সংবাদে শিখদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্কে গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি ভারতস্থ আফগান-রাজদূতের নিকট একখানি চিঠি দিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে জানাইয়াছেন যে, ঐ গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ, ঐ আদেশ শুধু সরকারী কর্ম্মচারীদেরই জন্য; শিখেরা ঐ বিধানের মধ্যে পড়ে না। কমিটি এই জবাবে সন্তুষ্ট হইয়া এই ব্যাপার সম্বন্ধে যথোচিত তদন্ত করিবার জন্য রাজদূতকে অনুরোধ করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন যে, এই বিষয় লইয়া শিখদের মধ্যে খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

সাহারায় রেল-পথ

অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ

ফ্রান্সের সিনেটে (পার্লামেণ্টে) ভোটে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আফ্রিকার বিশাল সাহারা মরুভূমির উপর দিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ সম্ভবপর কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি স্পেশাল কমিশন নযুক্ত করা হইবে এবং অনুসন্ধান কার্য্যে প্রায় ১লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে। রেলপথে সাহারা মরুভূমি অতিক্রম করিবার প্রস্তাব প্রথমে করেন, মেজর হ্যারোটিন ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। তখন উহা স্বপ্ন বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর ২০ বৎসর পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে আবার ঐ প্রস্তাব উঠে এবং একটি অনুসন্ধান কমিটিও নিযুক্ত হয়, কিন্তু সাহারার মরুপ্রান্তরে অনুসন্ধানকারীদল নিহত হওয়ায় ঐ 'স্কীম' একরূপ পরিত্যক্তই হইয়াছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মোটর যোগে সাহারা অভিযান সাফল্য মণ্ডিত হওয়ায় আবার এই 'স্কীম' উঠিয়াছে।

আমানুল্লার বাণী

ইস্‌লামী আকায়েদে উন্নতি

আফগানিস্তানের বাদশাহ অন্দর রাজভবনে যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। সভার কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে বাদশাহ পর্দ্দা-প্রথা সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁহার আদেশের পুনরুক্তি করিয়া বলেন, স্ত্রী পর্দ্দা-প্রথা মানিয়া চলিবে কি না, তাহা স্বামীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। শরিয়ৎ অনুসারে পর্দ্দা হাত, পা এবং মুখের জন্য নির্দ্দিষ্ট নহে। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্বামী তাহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারে। যে সব স্ত্রীলোক শরিয়তের নির্দ্দেশের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া শরীর অনাবৃত রাখিবে, তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইবে। দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতিকল্পে বাদশার কর্ম্মপদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত আছেন কি না তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য বাদশাহ সমবেত রাজকর্ম্মচারীদিগকে পাঁচ মিনিট সময় দেন। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে সকল কর্ম্মচারীই বাদশাহের কর্ম্মপদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন এবং অকপট ভাবে কাজ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অতঃপর বাদশাহ বলেন যে, তিনি স্বজাতির একজন প্রেমিক। ইসলামের পবিত্র নীতি অনুসারে তাঁহার স্বজাতি উন্নতিলাভ করুক, ইহাই তিনি চান। জাতি যদি চাহে, তবে তিনি আনন্দের সহিত মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত আছেন (এই সময় বাদশাহের চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হয়)। উপসংহারে বাদশাহ বলেন, মুহাম্মদ ওয়ালা খাঁ তাঁহার স্থায়ী প্রতিনিধি হইবেন, তিনি সাধারণ কার্য্যাদি করিবেন এবং বাদশাহ স্বয়ং বিশেষ কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধান করিবেন। বাদশাহ প্রদেশসমূহে ভ্রমণে বহির্গত হইলে মুহাম্মদ ওয়ালী খাঁই রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং গুলাম সিদ্দিক খাঁ পররাষ্ট্র সচিবের কার্য্য করিবেন। বাদশাহ যে ১০ দিন বিশ্রাম করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। সেই ১০ দিনও মুহাম্মদ ওয়ালী খাঁই রাজকার্য্য পরিচালনা করিবেন।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

ঘূর্ণিবাত্যায় বিস্তর ক্ষতি

কর্ডোভা প্রদেশে এক ভীষণ রকমের ঘূর্ণীবাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার ঘূর্ণীবাত্যার প্রভাবে ১৫ জন লোক নিহত এবং ৫০ জন লোক আহত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক কার্য্যাবলীর গৃহাদিসহ প্রায় ৩০টী অট্টালিকা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, ভিলা ম্যারিয়ার সন্নিকটে করডোভা প্রদেশে এক ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যার প্রভাবে ৪১ জন নিহত এবং ১৫০ জন আহত হইয়াছে।

জাপানে রাজ-অভিষেক

রাজ-দম্পতির নামে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া

জাপানের সম্রাট হিরোহিটোর সিংহাসনারোহণ উপলক্ষে প্রধান আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ারূপে সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমি টেরাসুর পূজা করা হয়। জাপানের সম্রাটগণ এই দেবীর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহার পূজা করিয়া অনুষ্ঠান সম্পাদন ও এই নূতন অভিষেকের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হয়। ইহার পর রাজ-প্রাসাদে সাইপ্রেস কাঠে নির্ম্মিত রূপা ও পিতলে সজ্জিত এক গৃহে একটি প্রাচীন অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ঐ গৃহে পবিত্র আয়না প্রভৃতি প্রাচীন পুণ্য দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার জন্য পর্দ্দা দ্বারা ঘিরিয়া একটি পীঠস্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী পবিত্র হরিদ্রাবর্ণ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মন্ত্রপূত পানিতে হস্ত ধৌত করেন। অতঃপর সম্রাটকে পুরোহিত সম্প্রদায়ের চিহ্ন একটি দণ্ড ও সম্রাজ্ঞীকে আনুষ্ঠানিক পাখা প্রদান করা হয়। ঢাক ও কাঁসর বাদ্যকর, আনুষ্ঠানিক দ্রব্যাদির বাহক এবং তরবারী ও পূর্ণতূণ সমন্বিত ধনুকধারীগণের শোভাযাত্রাকারীরা ঐ পীঠস্থানের পার্শ্বেই দণ্ডায়মান হয়। প্রাচীন বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে পীঠস্থানের অভ্যন্তরের আবরণ উন্মোচন করিয়া বেদীর উপর পূজার অর্ঘ্য প্রদান করা হয় ও প্রার্থনাদি পাঠ করা হয়। অতঃপর সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী পীঠস্থানে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদ্দেশে এক ঘোষণা পাঠ করেন।

পঞ্চম জর্জ্জের অভিনন্দন

জাপানের সম্রাটের সিংহাসনে অভিষেক উপলক্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন। আপনার মহনীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের সিংহাসনে আপনার অভিষেকের শুভ দিনে আমি আপনার সম্পূর্ণ কুশল কামনা করিয়া অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি দীর্ঘজীবি হইয়া সুস্থ শরীরে এবং সুখে স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ করুন। আপনার প্রজাদিগের রাজভক্তি যেন চিরদিন অক্ষুন্ন থাকে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমাদের পরস্পরের বন্ধুত্ব যেন চিরদিন অব্যাহত থাকে। আমাদের উভয়ের মিলিত চেষ্টা যেন জগতের সভ্যতা ও উন্নতির বৃদ্ধি কল্পে সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকে।

পাদরীর বিরাট দান

বিভিন্নপথে ৮৫ হাজার টাকার সম্পত্তি

লক্ষ্ণৌয়ের বিশপ ডাক্তার ওয়েষ্টকট ইংলণ্ডে ৫৭১৬ পাউণ্ড মূল্যের সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালে যে উইল করিয়াছিলেন, তাহাতে লক্ষ্ণৌয়ের খৃষ্টীয় যাজকের অধিকারভুক্ত স্থানে ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদনের জন্য ৬০০০০ টাকা দান করিয়া তাঁহার আয় হইতে উহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। ঐ দানের মধ্যে তিনি য়ুরোপীয় ও আংলো ইণ্ডিয়ান বালকদিগের শিক্ষার জন্য ১০ হাজার টাকা বৃত্তি দিবার উদ্দেশ্যে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং সেইরূপ আর ১০ হাজার টাকা এদেশীয় খৃষ্টান বালকদিগের শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। উহা ব্যতীত কানপুরের প্রচার আশ্রমের জন্য ১০ হাজার টাকা এবং লক্ষ্ণৌর প্রধান গির্জ্জার গৃহ নির্ম্মাণ জন্য ৫০০০ টাকা বরাদ্দ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বেগম সমান সামা ও তাঁহার পুত্রগণের জন্য ৫০০০ টাকা এক অছির কাছে গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন। সেইরূপ তাঁহার সহোদর আর্থার ও তাঁর পত্নী ও সন্তানগণের জন্য ৩০০০ পাউণ্ড এক অছির নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার অপর সহোদর হোর তাঁহার পত্নী ও সন্তানগণের জন্য ঐরূপ ১৫০০ পাউণ্ড গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা আর্থার ও তাঁহার সন্তানদিগের জন্য নিয়োজিত হইবে।

নব্য-তন্ত্রী

(এম, ইদ্রিস, বি-এ)

পর্দ্দা ওরা ফাঁক করে রে ফাঁক করে—
বক্তৃতায় ও রং বেরংএর অক্ষরে।
ভাঙ্‌তে চাহে বিধির বিধি যুক্তিতে—
আস্থ নাহি খাস্‌ কোরাণের উক্তিতে।
খসিয়ে ফেলো মা ভগিনীর ঘোম্‌টাটী
বেরিয়ে পড়ো শাস্ত্র বিধির জাল কাটি।
হাল ফেশানে সাজাও মাতা কন্যারে—
আস্‌বে দেশে জাগরণের বন্যারে।
শাস্ত্র বিধির কঠোর নীতির সংঘাতে—
শ্রেষ্ঠ হ'তে পার্‌ছে বলো কোন্‌ জাতে?
হায়রে সমাজ, এম্‌নি গোছের উক্তিতে—
এম্‌নি ধারা লক্ষীছাড়া যুক্তিতে?
শাস্ত্র বিধি উড়িয়ে দিবি ফুৎকারি'—
দুটা একটা বিদেশ-বুলী উচ্চারি'?
শাস্ত্র ঘাঁটা নয়ত এত সস্তা যে—
কর্‌ছ বাহির আপ্‌নারি ত দোষটা যে
তেল দে ভায়া আপন আপন চর্‌কাতে,
দিস্‌নে আগুন মস্‌জিদে আর দর্‌গাতে।

ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ

(মুঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি-এ)

হিন্দু-রাজ্যের স্বপ্ন

মিঃ গান্ধীর এই "গরজের বন্ধুত্বে"'র মধ্যে কোন খুলুসিয়ত ছিল না। তাঁহার আসল মতলব ছিল, মুসলীমকে হাত করিয়া গো-কোরবাণী বন্ধ করা। ১৯২৩ ইং কোকনদ অভিভাষণের ৭৮ পৃষ্ঠায় মওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব নিজেই বলিয়াছেন—"He (Mr. Gandhi) himself used to say that he was trying to protect the cow of the Mussalman which was their khilafat, so that this grateful community which had learnt from its scriptures that there could be no return for kindness save kindness, would be induced to protect his own cow in return." মিঃ গান্ধীর এই মুসলীম প্রেমের মধ্যে কপটতার ভাব দেখিতে পাইয়া ১৯২২ ইং অক্টোবর মাসের মডার্ণ রিভিউ সম্পাদক Camouflage নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছিলেন—"Those who have heard Moulana Muhammad ali and Mahatma Gandhi speak from the same platform; must have noticed, how careful they are not to tread on each other's corn and how delicately they handle the Hindu Muslim problem, as if the slightest touch of reality will break their laboriously reared house of cards." তথাকথিত হিন্দু-মুসলীম মিলনকে House of Cards বলিয়া প্রকৃত কথাই বলিয়া ফেলিয়াছেন। বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন মিঃ গান্ধীর চালবাজীতে অসন্তুষ্ট হইয়া ১৯১৯ ইং ৬ই নভেম্বরের "বাঙ্গালীর সাধনা" নামক বক্তৃতায় স্তর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—"অনেকে বলেন, ব্যবসা বাণিজ্যের মিলনে বা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে আমাদের দেশে একতা ঘটবে। বস্তুতঃ বিষয়-বুদ্ধির দ্বারা যে মিলন ঘটে সে হয় ক্ষণস্থায়ী। মিলনের দরকার চলে গেলেই সম্বন্ধ ছুটে যায়।" বাস্তবিকই মিলনের দরকার চলিয়া যাওয়ার পর মুসলমানের সহিত হিন্দুর সে সম্বন্ধটা এখন ছুটিয়া গিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে হিন্দু নেতারা হিন্দু-মুসলীম একতার বক্তৃতা দিয়া অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলেন কিন্তু এখন তাঁহারা মতলব উদ্ধার করিয়া ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানকে তাড়াইবার জন্য প্রকাশ্য বক্তৃতা দিয়া গত কথার প্রতিশোধ লইতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না। সিলহেট 'যুগবাণী'র সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ মকবুল হুসেন সাহেব ভুক্তভোগীরূপে হিন্দু Mentalityর পরিচয় পাইয়া গত ১৩৩৫ বাং ১৫ই ভাদ্রের যুগবাণীতে বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিয়াছেন—"ভারতবর্ষ এমনই এক বিচিত্র দেশ যে, এখানে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়কে মৌখিক বা লিখিত প্যাক্ট দ্বারা এক করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু এবং মুসলমানের একতা সম্বন্ধে কত আলোচনা যে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একই উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান রাজনৈতিক নির্য্যাতন ভোগ করিল, কারাগারে একই গৃহে একই পাচকের হাতে আহারাদি করিল, কিন্তু তেলে জলে মিশ খাইল না, হিন্দু হিন্দু এবং মুসলমান মুসলমানই রহিল।"

পাঞ্জাবের শিখ জাতির নিকট হইতে আমরা একটা উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি। অসহযোগ আন্দোলনের ঠিক মাঝখানে "গুরু-কা-বাগ" ঘটনায় মুষ্টিমেয় শিখ নিজের সাম্প্রদায়িক বিষয়ে ভারতের অন্য কোন অ-শিখ সম্প্রদায়ের সাহায্য লন নাই। তাঁহারা একাই লড়িয়াছিলেন। মিঃ গান্ধী সেখানে গেলেও শিখেরা তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। শেষে তিনি লজ্জা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অন্য কাহারও সাহায্য না লইয়া মাত্র চল্লিশ লক্ষ শিখ জয়লাভ করিয়া সমগ্র জগৎকে তাক লাগাইয়া দিলেন। নিজের শক্তি বলেই শিখেরা ভারতের মধ্যে উচ্চ সম্মান লাভ করিলেন। এই জন্য অন্য কোন সম্প্রদায় এমন কি গভর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত শিখ জাতিকে ভয় করিয়া তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিষয়ে অনধিকার চর্চ্চা করিতে সাহসী হন না। কিন্তু আট কোটি ভারতীয় মুসলীম নিজের মজহবী বিষয়ে নিজে মীমাংসা করিতে না পারিয়া পৌত্তলিক হিন্দুর হাতে সব নেতৃত্ব সঁপিয়া দিলেন। এই একটি মাত্র ভুলের জন্য ভারতীয় মুসলীম সমাজ গভর্ণমেণ্ট, ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় ও সমগ্র জগতের নিকট একেবারে হেয় হইয়া পড়িলেন। জগতের নিকট ভারতীয় মুসলীমের কোন স্থান রহিল না। মাত্র চল্লিশ লক্ষ শিখ যে দৃঢ়তা ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা দেখাইলেন, আট কোটী মুসলমান তাহা দেখাইতে পারিলেন না। ইহা হইতে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। হিন্দু ভারতের মধ্যে আমাদের নেতারা যদি মুসলীম জাতীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা হইত না।

আমি এখানে মওলানা মুহাম্মদ আলী সাহেব ও অন্যান্য খেলাফত নেতাগণের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করিয়া ও অশ্রদ্ধা দেখাইয়া গুস্তাকী করিতে চাই না। হিন্দু মুসলীম সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আমার মতভেদ দেখাইলাম মাত্র। ওয়াটারলু যুদ্ধে একটি মাত্র ভুলের জন্য পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেও ফরাসী জাতি নেপোলিয়নের সাহস, স্বদেশ-প্রীতি ও উদারতা প্রভৃতি গুণের কথা এখনও ভুলিতে পারেন নাই। আলী ভাইরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সারা জীবন ব্যাপিয়া মুসলীম সমাজের যে খিদমত করিয়া আসিতেছেন, তাহা কেবল আমরা ভারতীয় মুসলীম নহে, সমগ্র মুসলীম জগতও সহজে ভুলিতে পারিবেন না। ভারতীয় মুসলীমের এ কঠিন বিপদের সময় আমরা এখনও তাঁহাদের নেতৃত্বের অপেক্ষা করিতেছি। তাঁহারা কি আবার আমাদিগকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইবেন না? সেই গান্ধী-মোহ হইতে মুক্ত হইয়া আবার আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

যে নিজকে সম্মান করিতে জানে, সে পরের নিকট হইতেও সম্মান লাভ করিয়া থাকে। আমাদের এই অধঃপতনের চিত্র বর্ত্তমান সাহিত্যে আসিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। এই আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া মুসলীম সমাজ প্রতিবেশী হিন্দু জাতির নিকট কত হেয় ও অসম্মানিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত "ফুলের মালা" নামক উপন্যাসের কথোপকথন দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন।—"ধরাবিলুণ্ঠিত শক্তি সহসা কাহার যেন হস্ত স্পর্শ অনুভব করিল। চমকিয়া মুখ উঠাইয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল—"কে তুই?" উত্তর হইল—"আমি মুসলমান।" শক্তি…অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া ভয় পাইল না, কেবল যবনের স্পর্দ্ধায় ও স্পর্শে ঘৃণাবোধ করিয়া সতেজে উঠিয়া বসিল…বলিল "কোথাকার তুই হতভাগা আমাকে স্পর্শ করলি যে।" মুসলমান আস্তে আস্তে বলিল,—আমি ভাবিয়াছিলাম তুমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছ।

…শক্তি কঠোর স্বরে বলিল "আমি অজ্ঞান হই বা না হই তোর তাতে কি? তুই যবন হয়ে আমাকে স্পর্শ কর্‌লি। যবন বলিল—তাহাতে দোষ কি? তোমাকে যে বিধাতা যে পদার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকেও সেই বিধাতা সেই একই পদার্থে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমিও যে আমিও সে, তবে আর আমার স্পর্শে দোষ কি?

শক্তি—"মূর্খ!…তুই মুসলমান, আমি হিন্দু, তোর নীচ বংশ, নীচ ধর্ম্ম; আমার শ্রেষ্ঠ বংশ, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম! ইত্যাদি…" স্বর্ণকুমারী দেবী মহাশয়া শক্তির মুখ দিয়া সমগ্র হিন্দু জাতির মনোবৃত্তি প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। উপরের কথার উপর অন্য কোন মন্তব্যের আবশ্যকতা নাই। শক্তির বক্তব্য হইতে ভারতীয় মুসলীমেরা নিজের অধঃপতনের চিত্র দেখিয়া লইবেন। যে মুসলীমেরা, ভারতীয় সমগ্র হিন্দু জাতির উপর আট শত বৎসর ব্যাপিয়া বাদশাহাত করিয়া গেলেন, সেই চির-পরাধীন, চির-পদদলিত হিন্দু জাতি মুসলমানের বংশ ও ধর্ম্মকে নীচ বলিল; কথাটি ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়!

অসহযোগ আন্দোলনের যুগে ভারতীয় মুসলীমের উত্থানের মধ্যে পতনের বীজও নিহিত ছিল। এই আত্মবিশ্বাসের অভাবই পতনের মূল কারণ ছিল। ভারতীয় মুসলীমের নিজের মজহবী বিষয়ে নিজে মীমাংসা করিতে না পারিয়া হিন্দুর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হিন্দুরাও সুযোগ পাইয়া ইহার প্রতিদান স্বরূপ গো-কোরবাণী বন্ধের দাবী করিয়া বসিলেন। মুসলীম নেতারা হিন্দু নেতাদিগকে খোশামুদ করিবার জন্য গো-কোরবাণী ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিয়া ইসলামের ইতিহাসে এক কলঙ্ক আনয়ন করিলেন। হিন্দুরা দেখিলেন চল্লিশ লক্ষ শিখ যাহা করিতে পারিলেন; আট কোটি ভারতীয় মুসলীম তাহা পারিলেন না। আট কোটি ভারতীয় মুসলীমের এই জাতীয় দুর্ব্বলতার সন্ধান পাইয়া হিন্দুদের সাহস শতগুণে বাড়িয়া গেল। অপ্রত্যাশিত ভাবে বিনা বাধায় গরু-কোরবাণী বন্ধ করিতে পারিয়া, তাঁহারা মুসলীম সমাজের উপর আরও অনেকগুলি অন্যায় দাবী করিয়া বসিলেন। গো-কোরবাণীর সঙ্গে সঙ্গে বক্‌রী-কোরবাণীও (Goat secrifice) বন্ধ করিয়া দিলেন। লক্ষ্ণৌর আমিনাবাদ পার্কে হিন্দুরা মৌলুদ শরীফ বন্ধ করিয়া দিলেন। মসজিদের সাম্‌নে বাজ্‌না বাজাইয়া মুসলীম সমাজকে অপমানিত করিলেন। "বাদশাহের জাত মুসলীমের জন্য তাঁহাদের আর কোন ভয় বা শ্রদ্ধা রহিল না। হিন্দুরা এখন শক্তি পরীক্ষা করিয়া ভারতবর্ষ হইতে মুসলীমের শেষ স্মৃতিটুকু মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কলিকাতা, ঢাকা, দিল্লী, লাহোর প্রভৃতি স্থানে মুসলমানের সহিত গায়ে পড়িয়া হিন্দুরা শক্তি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। হিন্দুরা তাহাদের নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক পরিচালিত ও সংবাদ-পত্র দ্বারা উৎসাহিত হইয়া প্রতি ক্ষেত্রেই জয়লাভ করিতে লাগিলেন। আমাদের নেতৃবর্গ নিজের All India নেতৃত্ব এবং হিন্দু সমাজে ও হিন্দু সংবাদ-পত্র-মহলে নিজের তথাকথিত সুনাম বজায় রাখিবার জন্য এই সকল গণ্ডগোল হইতে দূরে—অতি দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। পাবনা, কুলকাঠি, বাঁকুড়া, কলিকাতা প্রভৃতি একটির পর একটি করিয়া মুসলীম-বঙ্গের উপর দিয়া কত বিপদের ঢেউ ও আঘাত চলিয়া গেল, কিন্তু আমাদের All India মুসলীম নেতারা একটী বারও কোন খোঁজখবর লইলেন না। কেবল বঙ্গের বাহিরের কথা নয়; অসহযোগ-আন্দোলনের যুগে বাঙ্গালার যে সকল নেতাকে প্রত্যেক সভার শীর্ষস্থানে উপবিষ্ট দেখা যাইত, আজ তাঁহাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, পটুয়াখালী ও বরদলীর সত্যাগ্রহ দেখিয়া সমগ্র হিন্দু-ভারত একেবারে মাতিয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে অর্থসাহায্য ও সহানুভূতি আসিয়া সত্যাগ্রহিগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। হিন্দু-ভারতের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া গভর্ণমেণ্টও এখন ক্রমশঃ নামিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু মুসলীম সমাজের অজ্ঞ জনসাধারণ বিশৃঙ্খল ভাবে মদাফেআৎ ও আত্মরক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়া হিন্দুদের হাতে কেবল যে পরাজিত হইলেন এমন নয়, আমাদের নেতৃবর্গের নিকট হইতে গালি খাইয়া, তাঁহারা একেবারে অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তুর্কীর জন্য 'হাম্‌দরদী' দেখাইতে গিয়া তাঁহারা আত্মত্যাগের যে মহান আদর্শ দেখাইলেন, আজ হিন্দুর

খতিয়ান দেখিয়াই জন-সাধারণের স্বার্থকে এইরূপে পদদলিত করার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে, বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। এই প্রকার একটা বাজে ছুতা ধরিয়া বিলখানাকে কাউন্সিলে ফেরৎ দেওয়ার উদ্দেশ্যই হইতেছে উহাকে কিছু দিনের জন্য ধাপা চাপা দিয়া রাখা। আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, বিলটী যত শীঘ্র পাশ হইয়া যায় দেশবাসীর পক্ষে তত মঙ্গল। ইহা বোধ হয় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে সদস্যগণও বেশ বুঝিতে পারিবেন।

হেতু কি?—আমরা বহু দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে, স্বরাজী সদস্যগণ জমিদারদের সহিত যোগ দিয়া দেশের কি সর্ব্বনাশই না করিয়া আসিতেছেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন উপস্থাপিত ও পাশ হওয়ার সময় তাঁহাদের স্বরূপ স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষেত্রেও তাঁহারা সেই প্রকার একদেশ-দর্শিতা ও জমিদার-পরস্তির পসরা লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেন্‌সাস্‌ রিপোর্টে দেখা যায়, অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে শতকরা কমবেশী ৯৫ জনই মফঃস্বলে বাস করে। সুতরাং ৫ জন লোকের স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া ৯৫ জন লোকের স্বার্থ এরূপভাবে পদ-দলিত হওয়ার কারণ কি? মুসলমানগণের শতকরা ৪.৭৫ জন শিক্ষিত ও হিন্দুদের শতকরা ১৪.২৫ জন। বাংলায় শিক্ষিতের সংখ্যা ৯.০৫ তাহার মধ্যে মুসলমান ২.২৫ ও হিন্দু ৬.৮০। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাশ হইয়া গেলে মুসলমানেরই লাভ বেশী। সেই জন্য হিন্দু সদস্যগণ ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া এই বিলটি সম্বন্ধে দীর্ঘসূত্রতা করিয়া কাল হরণ করিতেছেন। সম্প্রদায়গত শিক্ষার হার খতাইয়া দেখিলেও বেশ উপলব্ধি করা যায় যে, মুসলমানগণ সে দিকেও কতদূর পশ্চাতে পড়িয়া আছে। খৃষ্টান ৫৬.০, হিন্দু (সমস্ত সম্প্রদায় মিলাইয়া গড়ে) ৪৩.৬ আর হতভাগা মুসলমানগণ মাত্র ৪.৭। এই হিসাবে দেখা যায় যে বাংলার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ২৫৪,০০,০০০, তন্মধ্যে শিক্ষিত ১১,৪৩,০০০ এবং অশিক্ষিত ২,৩২,৫৭,০০০। সুতরাং মুসলমানগণই অধিক পরিমাণে লাভবান হইবে আর হিন্দুগণকে—তাঁহাদের শিক্ষিতের সংখ্যা অধিক হইলেও—শিক্ষা-কর সম পরিমাণে বহন করিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস যে হিন্দুরা মাত্র এই দিক দেখিয়া বিলটীর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। তাঁহাদের এই প্রকার আচরণের দ্বিতীয় কোন যুক্তি আমরা খুঁজিয়া পাই না।

জমিদার সদস্য।—সিলেক্‌ট কমিটির মেম্বরগণের দিকে দৃকপাত করিলে দেখা যায় যে হিন্দু জমিদার ও তাঁহাদের আশ্রিত সদস্য সংখ্যাই অধিক পরিমাণ। সুতরাং, এ ক্ষেত্রেই যে তাঁহাদের স্বার্থই ষোলআনা বজায় থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা পাস হইয়া গেলে অত্যাচারী জমিদারগণের স্বার্থে আঘাত পড়িবে। দেশবাসীর মধ্যে শিক্ষার সামান্য আলোক প্রবেশ করিলে এ সমস্ত জমিদার ও তাঁহার দুর্দ্দান্ত কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারের অবসান হইবে। প্রজা পীড়ন করিয়া তাঁহারা আর নানা প্রকার অবৈধ ও বে-আইনী কর গ্রহণে সক্ষম হইবেন না। কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলিয়া এই বিলের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। দ্বিতীয় কথা এই যে, জমিদারগণের নিকট হইতে যে টাকা প্রতি একটা ট্যাক্স ধার্য্যের কথা হইতেছে, তাহাতেও হিন্দু জমিদারগণ খুবই আঁৎকাইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা যেন চান যে, টাকা পয়সা দেশের হিতকর কোন কার্য্যে ব্যয়িত না হয়। বরং কোন জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু তাঁহাদের সিন্দুকে উঠুক। তখন তাঁহারা আস্ফালন করিয়া বেড়াইবেন। দেশের জন-সাধারণ বিশেষ করিয়া মুসলমানগণ শিক্ষিত হউক, ইহা তাঁহারা একেবারেই চান না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, যতদিন পর্য্যন্ত দেশে হিন্দু আধিপত্য থাকিবে, ততদিন মুসলমানগণের সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধা, শিক্ষা-দীক্ষা এই ভাবে উপেক্ষিত হইতে থাকিবে। শহরের অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু।' সেই জন্য শতকরা মাত্র ৫ জন লোকের দিক চাহিয়াই এই বিল যাহাতে পাস না হয় তজ্জন্যও হিন্দুদের কোন কোন ফ্যানচাটা মুসলমান সদস্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছেন।

'মোচনমান'

(আবদুর রশিদ)

নদীর ধারে উঁচু লাল রাস্তা, কিছুদূর পর্য্যন্ত সোজা যেয়ে হঠাৎ বেঁকে দু'তিনটী বাড়ীর আড়ালে চ'লে গেছে। একধারে সারি সারি ঝাউগাছ, ছায়া-পথের তারকারাজির মত অগণ্য! ছোট বড়, মাঝারি, সরল বক্র, কত রকমের ঝাউগাছ, মৃদুবাতাসে শোঁ শোঁ করছে, যেন, তাহাদের রুদ্ধ ব্যথাকে বাতাসের সঙ্গে মিশিয়ে পৃথিবীকে অধিকতর ব্যথা-কাতর করে তুলছে।

বৈশাখের শেষাশেষি এক উজ্জ্বল অপরাহ্ন, সারাদিন পৃথিবীর বুকের উপর আগুনের খেলা ক'রে তপন তখন ঝাউগাছের ফাঁকে ডুবে যাচ্ছিল। নদীর উপর দু'একখানা পানসী, আপন মনে ভেসে যাচ্ছিল দূরে—আরও দূরে নদীর কোন্ অজানা বাঁকে। সূর্য্যের শেষ আবির-মাখা কিরণ জাল তাদের শাদা পাল-গুলিকে ঈষৎ রাঙ্গা ক'রে তুলছিল। নদীর ধারের কাঁকর-ছড়ান রাস্তাটী এক মৌন শান্তিতে ভ'রে গেল, যেন নীরব নদীর বুকে রাঙ্গা রাস্তাটী নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, দুজনে অসীমের সন্ধানে বরাবর চলেছে,—যেখানে ধরণী আর আকাশ অনন্ত অচ্ছেদ্য প্রেমের সাক্ষী-স্বরূপ বিরাজমান।

হঠাৎ শান্ত নদীর জল উথলে উঠল, নীরব রাস্তাটী কোলাহলে ভ'রে গেল, নিমেষে যেন চতুর্দ্দিকের জড়তা ও আলস্য নূতন জীবন পেয়ে কর্ম্ম-কোলাহলে ডুবে গেল। বিকেল ৬টা। জেঠীর কুলিমজুর সারা-দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ছুটী পেল—নীরব আকাশের কোণে একটী তারা ফুটে উঠল,—চির-দিনই ঐ একটী তারা নীরব সন্ধ্যা ও শ্রান্ত-ক্লান্ত-কুলিমজুরদের বাড়ী ফেরবার পথের সহচর।

ইদ্রিস চিরগরীব। সংসারে তার ছুটো ছেলে, ১০ বৎসরের ও ৭ বৎসরের। বছর দু'য়েক হ'ল আমি না তার স্নেহের নীড় কাসেম ও হাশেমকে ইদ্রিসের হাতে সঁ'পে দি'য়ে ওপারে চ'লে গেছে। ইদ্রিস আর বিবাহ ক'রে নাই,—কাসেম ও হাশেমকে বুকে ধ'রে তার পরিশ্রান্ত দেহকে রাত্রির শান্তিতে ভাসিয়ে দিত। ভোর ৬টায় আবার জেঠীর ডাকে যেন যন্ত্রের মতই আযৌবন-পরিচিত জেঠীর দিকে ছুটিত। এই ছিল তার দৈনন্দিন কাজ।

সেদিনও ইদ্রিস অভ্যাসমত একা একা বাড়ী ফিরছিল—উঁচু কাঁকর-ঢালা নদীর ধারের রাস্তা দিয়ে। বিবাদ আর চিন্তা মুখখানিকে অস্বাভাবিক গম্ভীর ও কপালের চর্ম্মকে কুঞ্চিত ক'রে দিয়েছিল। প'রনে হাঁটু পর্য্যন্ত একখানা দেশী গামছা,—ময়লা ও ছেঁড়া; গা'য়ে একটী বেনিয়ন—ততোধিক ময়লা ও ঝুল মাখানো, এত ছেঁড়া যে মনে হয় জোর বাতাসে ওটা ছিঁড়ে পড়ে যাবে। উপরে ইদ্রিস যত ময়লাই হউক, তাতে তার দোষ নেই—উহা অদৃষ্টের পরিহাস মাত্র। কিন্তু ইদ্রিসের অন্তর খনির তিমিরে—লুকানো স্বর্ণের ন্যায়। সে ছিল মানুষ, মুসলমান।

আগেকারমত উপরের দিকে চেয়ে চেয়ে ইদ্রিস পথ হেঁটে চলছিল, চারদিকের কোলাহলে তার কাণ নেই, তার চেহারা রিক্ততা ও শূন্যতার বেদনায় কাতর।

হঠাৎ অনেক লোকের ভীত চীৎকার শুনে ইদ্রিস চমকে উঠল,—চোখ তুলে সে প্রথমে নদীর দিকে তাকাল, কিন্তু, কোন দুর্ঘটনা না দেখতে পেয়ে যেই আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে পা বাড়িয়েছে, আবার বহু কণ্ঠের সমবেত ভীত চীৎকার উঠল, "গেল, গেল, ধর ধর,।" চকিত হয়ে সে শব্দ লক্ষ্য ক'রতেই দেখল একখানা জুড়িগাড়ী নিয়ে একটী পাগলা ঘোড়া বাতাসের মত উড়ে চ'লেছে। কোচম্যান পড়ে গেছে,—ছাড়া পেয়ে ঘোড়া যেন মরণ-পথে উন্মাদ হ'য়ে ছুটছে, গাড়ী এক একবার রাস্তার কিনারে যেয়ে পড়বার মত হচ্ছে, আর ভীত কুলিমজুরগুলি 'হাঁ হাঁ' করে উঠছে, কিন্তু কেউ আরোহীদিগকে রক্ষা ক'রতে এগুলোনা। ইদ্রিসের জীর্ণ শীর্ণ পরিশ্রান্ত শরীরে যেন আবার নূতন যৌবন ফিরে এল, তার চোখ ছুটো হর্ষে বিকশিত হ'য়ে উঠল, চোখের নিমিষে সে কোমরে গামছাটা জোরে জড়িয়ে নিয়ে লাফ দিয়ে যেই রাস্তার উপর পড়তে যাবে অমনি আরোহীদের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে স্বপ্নদৃষ্টের মত চমকে উঠল। এ্যা,একি জমিদার—তারা জমিদার—সেই পাষাণ-প্রাণ নরহরি ভট্টাচার্য্য—সঙ্গে তার সেই ছেলে—দুলাল,—তার প্রাণপ্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুর কারণ, যে জমিদার ও জমিদার-পুত্র তার নয়নের মণি কাসেমকে জোর ক'রে তার বুক হ'তে ছিনিয়ে নিয়েছে, তার পুত্র হন্তা—তাকে সাহায্য ক'রবে? না না—হতেই পারে না, ইদ্রিস ছুপা পেছিয়ে গেল, তার চোখ মুখ অস্বাভাবিক ক্রূরভাবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, তার মনে হল এ বুঝি খোদাতালার শাস্তি। আর এক মুহূর্ত্ত পরে গাড়ী তার সামনে দিয়ে ছুটে চলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে ইদ্রিস শুনল দুলাল আকুল হ'য়ে তার বাবাকে ধরে কেঁদে উঠছে "বাবা, বাবা, বাঁচাও।" মুহূর্ত্তে ইদ্রিসের মনে পড়ে গেল কাসেমের সেই শেষ আকুল ক্রন্দন, সেও ত এই রকম করে কেঁদে উঠেছিল। তখন তার বাবার কাছে এই রকম অস্থির প্রার্থনা জানিয়েছিল, তখন তার মন কী করেছিল, মনে পড়ে গেল কাসেমের সেই শেষ-মুদ্রিত চোখ, সে আর থাকতে পারল না। সেও ত পিতা, পিতার মনের ব্যথা ত সেও বুঝতে পারে, ইদ্রিস পাগলা ঘোড়া অপেক্ষাও পাগল হ'য়ে ছুটে চল, লাল কাঁকর রাস্তাকে অসীম বলে দলিত করে, মানুষের মনের বলের কাছে পশুর পাশবিক বল কতক্ষণ, ইদ্রিস দৌড়ে গাড়ীর সামনে যেয়ে পড়ল, এবার গাড়ী হঠাৎ কাত হ'য়ে গেল আবার বড্ডো ভীত চীৎকার উঠল "হায় হায় আর বাঁচল না" কিন্তু মুহূর্ত্ত প'রে সকলে দেখল চঞ্চল ঘোড়া একটী ভয়ঙ্কর ডাক ছেড়ে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল, আর সাংঘাতিকরূপে আহত ইদ্রিসের ক্লান্ত ম্লান দেহ ঘোড়ার সামনে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় লুণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়ল।

জমিদার নরহরি ভট্টাচার্য্য গাড়ী হ'তে নেমে ইদ্রিসকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, "বাবা তুমি কে, আজ তোমার দ্বারাই আমাদের প্রাণ বাঁচল।"

ইদ্রিসের মুখে একটী ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল, আস্তে আস্তে তার হাত ছুটো উপরের দিকে উঠে যেন কি দেখিয়ে দিল।

এমন সময়ে পাঁচু বাগ্দী কাছে এল, ব'লে উঠল "বাবু করেছেন কি? ও যে ইদ্রিস, মোচনমান।"

ভট্টাচার্য্য মশায় দু'পায়ে লাফিয়ে উঠে বল্লে "এ্যাঁ বলিস কি, এ আমার সেই খানে বাড়ীর রাঁধত ইদ্রিস না? যাঃ মাটী হল, একটু আগে বললিনি কেন?"

ইদ্রিসের মুখখানা এবার আগুনের মত জলে উঠল। কিন্তু হঠাৎ তা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। ঠোঁটের কোণে একটী বিষাদমাখা হাসি ফুটে উঠে পড়ে মিলিয়ে গেল, তার শীর্ণ হাত ছুটী আকাশের দিকে উঠে কেঁপে পড়ে গেল। তারপর সব শেষ।

* * * *

দু' তিন দিন পরে জমিদারের বাড়ীতে প্রায়শ্চিত্তের ধুম পড়ে গেল।

বৈঠকখানার আসরে ব'সে জমিদার, পুরোহিত ও গ্রামের অনেক শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যক্তি ব'সে ছিল। পুরোহিত বলে উঠল "আহ্ন সময় হ'য়েছে, প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে তোলা হিন্দু-ধর্ম্মের একটী উৎকৃষ্ট প্রথা।"

গ্রামের একজন শিক্ষিত যুবক "কোন রকমে সাহস করে বল্ল "জমিদার বাবু, প্রায়শ্চিত্ত কেন করবেন? যে মুসলমান তিনি ছুঁয়েছেন, সেত তাঁকে বাঁচিয়েছে।" পুরোহিত চোখ রাঙিয়ে বল্লেন "শহরে যেয়ে ছোঁড়ার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, ধর্ম্মের ছাই জান তোমরা—রক্ষা করুক আর যাই করুক, শাস্ত্রে লেখা আছে অস্পৃশ্য ছুঁইলে প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠতে হয়, মোচনমান সব সময়েই মোচনমান—অস্পৃশ্য, বুঝলে? বলে টিকি নেড়েই এগিয়ে বসলেন।

প্রায়শ্চিত্তের ভয়ে আর কেউ সে কথা তুললে না।

আমাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন দেখিয়াও এত নীরব কেন বুঝিতে পারিতেছি না। নোটকথা সিপাহী বিদ্রোহের পর গভর্ণমেন্ট যেমন মুসলীম সমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, এই অসহযোগ আন্দোলনের যুগেও হিন্দু নেতারা মুসলীম নেতৃবৃন্দের মনের উপর এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন যে, তাঁহারা এখনও সেই মায়াজাল ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে পারিতেছেন না। ভারতীয় মুসলীমের এই দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া, পূর্ব্বে হিন্দুরা স্বপ্নেও যে কথা চিন্তা করিতে সাহস করিতেন না, এখন তাঁহারা তাহা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন। এখন ২৩ কোটি হিন্দু আট কোটি মুসলীমকে বাদ দিয়াই স্বরাজ স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই দিল্লীর 'তেজ' পত্রিকা সমগ্র হিন্দু-ভারতের প্রতিধ্বনি করিয়া ঘোষণা করিলেন—"হিন্দুস্তানসে মুসলমানো কো নেকাল করকে হিন্দু-রাজ কায়েম করনা চাহ্ইয়ে।"

—ক্রমশঃ।

বিলাতের পত্র

অভিন্ন হৃদয় ইসলামী ভ্রাতঃ,

আস্সালামু আলায়কুম্!

প্রতি সপ্তাহেই আপনার চমৎকার (Splendid) সংবাদপত্র বিশেষ আনন্দের সহিত প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এখানকার বাঙ্গালী মুসলিম ভ্রাতৃগণের নিকটও 'আল্-মুসলিম' বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের 'নির্ব্বাসিত' ভ্রাতৃগণকে এইভাবে স্মরণ করিয়া আপনি যে মেহেরবানীর পরিচয় দিতেছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালী ভ্রাতৃগণ আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবেন, এই আশা করি। আপনি এইরূপ নিয়মিত কাগজ প্রেরণ করিয়া বিশেষ সৌজন্যের পরিচয় দিতেছেন। ইহা আপনার একান্ত মহানুভবতার নিদর্শন।

আমি আমার জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাকে বলিতে চাই। আমি ধর্ম্মতত্ত্বে বিশেষরূপে শিক্ষিত হইয়াছিলাম। আমার বাল্য জীবনের শিক্ষক একজন সদাশয় খৃষ্টান যাজক ছিলেন। প্রথম হইতেই আমার মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়, আমি স্বাধীনভাবে পড়িতে ও চিন্তা করিতে আরম্ভ করি। খৃষ্ট ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা আমার অন্তরে বলবতী হইয়া উঠিল। আমি ইসলামী গ্রন্থ সমূহ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু, আমি খৃষ্টান লেখক-দিগের বই ব্যতীত কোন মুসলমান লেখকের বই অথবা কোন মুসলমানের মৌখিক সাহায্য পাই নাই কিন্তু সত্যের জয় চির নিশ্চিত। তখন আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমার অন্তর ইসলামের প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে, ১৯০৩ সালে, প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল করি। এবং সেই সময় হইতে অন্যান্য লোকদিগকে আমাদের এই মহান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। সত্যই আমি আল্লার আশীষ লাভে সমর্থ হইয়াছি। এবং বহু সংখ্যক ব্যক্তিও আমার হস্তে পবিত্র ইসলাম কবুল করিয়া ইসলামের স্নেহময় ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। বহু নিষ্কলঙ্ক চরিত্রবান ব্যক্তি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ভ্রাতৃগণের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা রফিক শার্প, মুহাম্মদ হিল, ওস্‌মান ওয়াট্‌কিন্‌স্, বিলাল এণ্ড্রুস্, আবদুল্লা ডে, আলি জোসাপ, আলি ম্যাকফোরসন প্রভৃতি ইসলাম প্রচারের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এখানে প্রথমে কিরূপভাবে ইসলামী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা জানিতে অনেকেই উৎসুক। কলিকাতার অনারেবল ডাক্তার আবদুল্লা সুহরাওয়ার্দ্দি ইসলামের অগ্রগামী তূর্য্যবাদকরূপে প্রথমে লণ্ডনে আবির্ভূত হন। তিনি ইসলাম প্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেন এবং একটী শক্তিশালী প্যান-ইসলামিক সোসাইটী স্থাপন করেন। আমরা ঈদপর্ব্ব মিলাদ-শরীফ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতাম। ঐ সময়ে আমাদের জামাতের লোক সংখ্যা চার শত হইতে ৮০০ শত ছিল। তিনি মেজর জেনারেল ডিকসনের মত লোককেও ইসলামে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহার ছাত্র জীবনেই তিনি প্রকৃতভাবে ইসলামের প্রচারক-রূপে কাজ করিতেন। তিনি নিজের অর্থেই "দি লাইট অফ্ দি ওয়ার্লড" নামে একটী কাগজ প্রকাশ করিতেন। পাশ্চাত্যে ইসলাম প্রচার করিবার জন্য তাঁহার মত লোকেরই বিশেষ প্রয়োজন। আমার সহিত তাঁহার নিয়মিত পত্রের আদান প্রদান হয় এবং যদিও সুদীর্ঘ ২০ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে তথাপি তাঁহার পবিত্র স্মৃতি আমার হৃদয়ে চির জাগরুক রহিয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত প্যান-ইসলামী সোসাইটীর আরব্ধ কার্য্যে সমাধা করিবার জন্য আমাদের সমিতি সাগ্রহে মস্তক অবনত করিয়া সে ভার লইয়াছে। আপনারা বোধ হয়, জানিয়া সুখী হইবেন যে, আমাদের একটী সুন্দর মসজিদ ও তৎসংলগ্ন একটী পুস্তকাগার আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের জন্য উহা প্রত্যহই খোলা থাকে। আমরা ইসলাম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিই এবং আমাদের গরীব ভ্রাতৃগণের সাহায্যের জন্যে একটী Distress fund খোলা হইয়াছে। আমরা কেহই এ জন্য পারিশ্রমিক পাই না। সকলেই স্বেচ্ছাসেবকরূপে কাজ করি। অধিকন্তু, আমাদের উদ্বৃত্ত অর্থরাশি ও আল্লার রাহে বিলাইয়া দিই। আমার দুইটী অল্প বয়স্ক পুত্র-সন্তান আছে; জ্যেষ্ঠের বয়স ৬ বৎসর। সে আমাদের সহিত সুন্দরভাবে নামাজ পড়িতে পারে। আমরা ভারতবর্ষ বা বাহিরের অন্য কোথা হইতে সাময়িক সাহায্য পাই না। নিজেদের শক্তি অনুযায়ী যাহা দান করিতে পারি তদ্দ্বারা এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। সমস্ত দেশে আমাদের আঞ্জুমানের শাখা আছে। আমেরিকার ইসলামী সোসাইটীও আমাদের সহিত সংযুক্ত। গ্রেট বৃটেনের সমস্ত শহরে আমাদের শাখা আছে। তাঁহারা স্থানীয় সংবাদ সমূহ আমাদিগকে জানান এবং সময় সময় ইসলামী বক্তৃতারও অনুষ্ঠান করা হয়। আমরা হাসপাতালসমূহ পরিদর্শন করি এবং কোন মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নি এন্তেকাল করিলে তাঁহার জানাজা সম্পাদন করি। এই সকল কাজ আমরা অতি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারি। কেননা আমাদের দলের প্রত্যেকেই ইসলামের এক একজন বিশেষ উৎসাহী খাদেম। গত বৃহস্পতিবারে আমি এবং আমার স্ত্রী আমাদের সমিতির কর্ম্ম-কর্ত্তাগণকে একটী Farewell denner দিয়াছেন। আমি বিশেষ অসুস্থ এবং অস্ত্রোপচারের জন্য প্রায়ে শুক্রবারে হাসপাতালে যাইতেছি। ভবিষ্যতের কথা আল্লাই জানেন। কিন্তু আশা করি, দুই মাস পরে পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কার্য্যে

কায়রোর পত্র

جناب صاحب الفضيلة اخي المولوي

فضل الحق دام اقدامه

السلام عليكم و رحمة الله الخ

আপনার প্রেরিত পর পর তিন সংখ্যার "আল্-মুস্‌লিম" প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। আপনার সম্পাদিত "আল্ মুস্‌লিম" পত্রিকা দীর্ঘজীবি হউক—ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

আমি মিসর আসিয়া আল্লাহ্‌গ্রহে যারপরনাই আনন্দ লাভ করিয়াছি। এখানে সর্বদিকেই যেন একটা সজীবতার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার লোকের মধ্যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ-উদ্যম, পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। জড়তা, অবসাদ ও উদ্যমহীনতা খুব কমই পরিদৃষ্ট হয়। বর্তমানে মিসরে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আজাহারী শ্রেণী। ইহাদিগকে রক্ষণশীল দল বলিলে চলে। মাজ্হাবের আমলের অনেক পুরাতন সভ্যতা ও রীতি-নীতি ইহারা অদ্যাপি বজায় রাখিয়াছে। কত রকম সামাজিক রীতি-নীতি উহাদের মধ্যে যে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা বিস্তারিতভাবে লিখিতে গেলে অনেক সময় ব্যয় করিতে হইবে। বর্তমানে এত সময় ব্যয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, এস্থলে ধর্ম সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লেখা প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমাদের দেশে একদল লোকের ধারণা আছে, মিসরে ধর্ম নাই। অর্থাৎ ইউরোপীয় সভ্যতার মোহে পড়িয়া সকলই ইস্‌লাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। এ কথা আমি যখন দেশে ছিলাম তখন শুনিতে পাইতাম; তজ্জন্য অনেকে আমাকে এখানে আসিতে নিষেধও করিয়াছিলেন। উক্ত ধারণা সত্য নহে। মিসরের সর্বত্র অসংখ্য 'জামে' বা বিরাটাকার মসজিদ সমূহ বিরাজমান আছে। তাহাদের প্রত্যেকের আকাশ স্পর্শী মিনারা হইতে প্রতিদিন পঞ্চবার "আজানের মহা ধ্বনি" শুনিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বহু আজান-ধ্বনি শুনিয়াছি কিন্তু এ দেশে মিস্‌রীয় গলার আজান-ধ্বনি শ্রবণ করিলে ভারতের আজান ধ্বনি ভুলিয়া যাইতে হয়। ইহার গাম্ভীর্যপূর্ণ সুধা-বিমিশ্রিত শব্দে প্রাণ মন গলিয়া যায়।—নামাজের জন্য প্রাণে নববলের সঞ্চার হয়। আমাদের দেশের বিখ্যাত মসজিদ সমূহের ন্যায় এখানকার সকল মসজিদেই প্রতি নামাজের ওয়াক্তেই মুসল্লিগণ কর্তৃক ভিড় লাগিয়া যায়। শহরবাসী অপেক্ষা পল্লীবাসীদিগকে ধর্ম-ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহী দেখা যায়। রমজান মাসের অবস্থা আমি এখনও স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাই নাই; তবে বিশস্তভাবে অবগত হইয়াছি যে, রোজার সময় দেশময় একটা ধর্মভাবের বিপুল সাড়া পড়িয়া যায়। যদি বাঁচিয়া থাকি আগামী রমজান বাদ এখানকার রোজার মাসের অবস্থা আপনাকে ইন্‌শাল্লাহ লিখিয়া জানাইব। এই যে ধর্মের প্রতি একান্ত ভক্তি এদেশে পরালক্ষিত হয় তাহা একমাত্র আজহারীদলের কল্যাণেই বলিতে হইবে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার ছাত্র আজহার মাদ্রাসায় পড়িয়া শিক্ষিত হইতেছে এবং দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। তজ্জন্য সমুদয় দেশবাসীর মধ্যে আজহারীদের প্রবল প্রভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। ফলতঃ ইউরোপীয় সভ্যতা যেরূপ ভীষণভাবে প্রতিনিয়ত মিসরীয় ইস্‌লামী সভ্যতাকে ধ্বংস করিবার জন্য আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, তাহাতে খোদাহ্‌গ্রহে, যদি আজহার মাদ্রাসা এবং খোদার অমূল্য বাণী কোরান করিম এদেশে না থাকিত, তবে কবে এদেশের ইস্‌লামী সভ্যতা-তরণী ইউরোপীয় সভ্যতা-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া যাইত! দ্বিতীয় শ্রেণী 'আফেন্দি দল' নামে অভিহিত হয়। ইহারা ইউরোপীয় সভ্যতার মোহে পড়িয়া অহরহঃ হাবুডুবু খাইতেছে। কেহ বা জড়বাদী, নাস্তিক প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে এবং কেহ এখনও পর্য্যন্ত কোনমতে ঈমান বজায় রাখিয়াছে। ইহারা আজ্‌হারী দলকে বড়ই ঘৃণা করে। আজ্‌হারী দলের ধর্মে অত্যন্ত গোঁড়ামীর ফলে এবং মজ্‌হাব সমূহের পরস্পর অনবরত কলহ বিষে জর্জ্জরিত হওয়ার কারণে আফেন্দি দলকে ইস্‌লামের সকল আহ্‌কাম আর্কান পালন করিতে বড় আগ্রহ দেখায় না।

ফ্রান্সবাসীদের সহিত ইহাদের গাঢ় ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান। সুতরাং ফ্রান্সবাসীদের সভ্যতা, আচার, ব্যবহার, রীতি-নীতি ও ভাষা ইহারা আত্মিকরূপে আয়ত্ত করিয়াছে। কিন্তু নামাজের প্রতি উহাদের অধিকাংশের আগ্রহ দেখা যায়, এমন কি বহু পাশাশ্রেণীর আফেন্দিও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। ইহাদের সম্বন্ধে বহু কথা লিখিবার আছে। তৃতীয় শ্রেণী—ইউরোপের প্রায় সব জাতি এখানে দৃষ্ট হয়। ফ্রান্স এবং ইটালী দেশের অধিবাসিগণ এখানে হাজার হাজার বাস করিতেছে এবং সর্ব্বপ্রকারে মিসরীয়দের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া লইয়াছে। ইহারাই আমার মনে হয়, মিসরবাসী এবং মিসরবাসিনীদিগকে বিলাসীতা শিক্ষা দিয়াছে। এখানে অসংখ্য বিলাস-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার অধিকাংশই উক্ত দেশবাসী কর্তৃক অনুষ্ঠিত এবং পরিচালিত। মিসরকে প্রকৃতির ধনভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সেই ধনভাণ্ডারের অগাধ ধনরাশি ইউরোপবাসিগণ নানা উপায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। আর, মিসরবাসী ও বাসিনিগণ স্বীয় অর্জ্জিত ধন-দৌলত বিলাসিতার ও আরাম আয়াসের খাতিরে অকাতরে তাহাদের পদতলে লুটাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। ইউরোপের প্রায় সকল বড় জাতিই মিসরকে কোলে তুলিয়া লইবার জন্য যারপরনাই পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। একাকিনী প্রণয়িনী মিসর কয়জন প্রেমিকের মন যোগাইতে পারে? তাই একজন প্রেমিককে হস্তগত করিতে একাধিক প্রেমিক পরস্পর যে লীলা-খেলা করিয়া থাকে। এখানকার ইউরোপীয় প্রেমিকগণ মিসর রাণীকে লইয়া সেইরূপ রাজনৈতিক লীলা-খেলা অনবরত করিতেছে। আজ আমি মিসর রাণীকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর সাধারণ পরিচয় মাত্র দান করিলাম। পরে সময় ও সুযোগ পাইলে প্রত্যেক শ্রেণীর বিস্তারিত অবস্থা লিখিয়া জানাইব। আপনার শরীরের ও কার্য্যের অবস্থা জানিতে বাসনা করি।

বিনীত—

মোহাঃ আবদুল মন্নান হিন্দি

যোগ দিতে পারিব। আমার অনুপস্থিতিতে আমার পরম স্নেহভাজন ভ্রাতা ও বন্ধু রসিদশার্প আমাদের সমিতির Chairmanএর কাজ করিবেন। আমি দুঃখিত হইতেছি যে আমি এই সময় ডাক্তারের পরামর্শানুসারে আপনাকে কোন পত্রাদি লিখিতে পারিব না। কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, প্রত্যাবর্তন করিয়া আমার প্রাণপ্রিয় "দীনের" জন্য পুনরায় কার্য্যে আরম্ভ করিতে সমর্থ হইব। আল্লা আপনাকে সমস্ত বিষয়ে উন্নত করুন ইহাই আপনার এই ভ্রাতার আন্তরিক কামনা।

খালেদ শেলড্রেক

মুলকী

মুহম্মদ আলীর স্পষ্ট উক্তি

"নেতা নয় স্বার্থপর"

মওলানা মুহাম্মদ আলী তাঁহার ভ্রাতা মওলানা শওকত আলীর নিকট যে শেষ পত্র দিয়াছেন, উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

নেহরু রিপোর্ট ও কনফারেন্সের সমস্ত অবস্থাই অবগত হইলাম। জা'ফর-উল্-মুলক সাহেবকে বলিয়া দিবেন যে আমি এক সপ্তাহ পূর্বেই আমায় ভাই শওকত আলীকে আমার মতামত জানাইয়াছি এবং সেই চিঠি জা'ফরী সাহেবের নামে রওয়ানা করিয়া দিয়াছি। আমি তাঁহার সঙ্গে এই বিষয়ে একমত যে শওকত আলী সর্ব্বদাই চক্ষুলজ্জার দ্বারা জাতীর কার্য্য খারাপ করিয়া ফেলেন এবং শো'য়েব সাহেবও স্বীয় ভদ্রতার দরুণ পরিশেষে গৃহ-কোণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শওকৎআলী সাহেব যাহা বলিতেছেন আমি হইলে নেহরু কমিটিকে কিংবা কন্‌ফারেন্সেই তাহা বলিয়া দিতাম এবং শো'য়েব, শওকত প্রভৃতির সঙ্গে কনফারেন্সে যে ব্যবহার করা হইয়াছে, আমার সঙ্গেও যদি এরূপ ব্যবহার করা হইত, তবে কন্‌ফারেন্সের মধ্যে আমি এই স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া দিতাম যে, তোমাদের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত—আর নহে। যদি আমি শোয়েব কোরেশীর স্থলে হইতাম, তবে কখনও আমি রিপোর্টে দস্তখত করিতাম না, করিলেও অসম্মতি জ্ঞাপক মন্তব্য লিখিয়া করিতাম; তাহা প্রকাশিত না হইলে কন্‌ফারেন্সে অনুকূল বক্তৃতা করিতাম না, পক্ষান্তরে উপরোক্ত রূপে ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতাম। হিন্দু নেতৃবৃন্দ স্বজাতি ও স্বধর্ম্মপ্রিয় এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দ অধিকাংশই স্বার্থপর। স্বজাতি ও স্বধর্ম্মপ্রিয় যদি কেহ থাকে, তবে যুক্তপ্রদেশেই আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আনসারী, জাফর আলী খাঁ, আবদুল কাদের কসূরী ও আবুল কালাম আজাদের একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব স্বার্থপর নহেন তবে তিনি দুর্ব্বল প্রকৃতি এবং নিজের সৌজন্যের দরুণ অপরের প্রভাবাধীন বলিয়া থাকেন।"

মুসলীম লীগ

উভয় দলে সদ্ভাব স্থাপন

লীগের ২ দলের মধ্যে মিলন সম্পর্কে স্যার মহম্মদ সফী ও মিষ্টার জিন্নার যে পত্র ব্যবহার হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া স্যার মহম্মদ সফী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, এখনও সময় অতীত হয় নাই। লীগের উভয় দলের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের জন্য মিষ্টার জিন্না উভয় প্রধান কর্ম্মিগণের মধ্যে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন করিতে ইচ্ছা করিলে লাহোরের নেতৃবর্গ বিশেষ অনুগ্রহের সহিত তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিবেন।

রাইফেলধারী ডাকাত

পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ

বোম্বে ২৪শে নবেম্বর সংবাদে জানা যায়, ৬ই নবেম্বর তারিখে রাজকোট হইতে সংবাদ আসে যে, রাইফেলধারী চারিজন দুর্দ্ধান্ত ডাকাইত মাজোনের দিকে যাত্রা করিয়াছে। ৭ই নবেম্বর তারিখে যোধপুরের পুলিসে এই মর্ম্মে তার করেন যে, তিনজন দুর্দ্ধান্ত ডাকাত বাইসিকেল লইয়া গার্ড্ডেন রোড দিয়া আসিতেছিল। অবশেষে যোধপুর রাজ্যের পুলিসের সঙ্গে তাহাদের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ইহাতে ৩ জন পুলিস নিহত হয়। অন্যান্য কতিপয় লোকও জখম হইয়াছে। একজন ডাকাতও এই সময়ে নিহত হয়। সংবাদ পাইয়া পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। তাহার সঙ্গে একদল অস্ত্রধারী পুলিস ফৌজ ছিল। আবার পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ইহাতে একজন ডাকাত মারা যায়। অপর দুইজন অস্ত্র সহ ও গুলী বারুদসহ ধরা পড়িয়াছে।

মস্‌জিদ লইয়া হাঙ্গামা

১ জন মুসলমান শহিদ

দিল্লীর ২০শে নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, আমোরার নিকট কোন এক পল্লীগ্রামে গত ১৪ই তারিখে হিন্দু-মুসলমানে সংঘর্ষ ঘটার যে বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে, অদ্য প্রাতে আবার তাহার সম্যক বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত সংঘর্ষের ফলে এক জন মুসলমান শহিদ হইয়াছেন। কোন মসজিদ সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক বিবাদ লইয়া এই অনর্থ ঘটে। ইতিমধ্যেই কয়জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে।

স্যর হবিবুল্লাহ

ভারতময় সফর

দিল্লীর একটী বিশেষ সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারের শিক্ষা-সচীব স্যার মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ আগামী ২৯শে নভেম্বর তারিখে যাত্রা করিয়া ২রা ডিসেম্বর তারিখে মাদ্রাজ পৌছিবেন। মাদ্রাজে ৩ দিন অবস্থান করিয়া কোয়েম্বাটোর হইয়া ৭ই তারিখে তিনি বাঙ্গালোরে পৌছিবেন এবং তথা হইতে ১২ই তারিখে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং সেই তারিখেই মাদ্রাজ হইতে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইয়া ১৫ই তারিখে সেখানে পৌছিবেন। দিল্লী হইতে পুনরায় ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে স্যার হবিবুল্লাহ পুণা যাত্রা করিবেন এবং ২৯শে তথায় পৌছিয়া ২ দিন অবস্থান করতঃ ১লা জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় পৌছিবেন। পরদিন বিকালে কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি ৩রা জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে পৌছিবেন।

৪৩ জন মাড়োয়ারী গ্রেফ্‌তার

জুয়া খেলার পরিণাম

৪৩ জন মাড়োয়ারীকে জুয়া খেলার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থে হাজির করা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে ৪০ জন গত ২১শে যে তারিখে ৩১নং বরাল এলেন্স নামক স্থানে পাট সম্বন্ধে জুয়া খেলার কথা স্বীকার করিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের মাত্র ১০৲ টাকা করিয়া জরিমানা করা হইয়াছে। অন্য ৩ জন বলে, তাহারা কোন দোষ করে নাই। তাহাদের বিচার পরে হইবে। গত ২১শে যে তারিখে সি, আই, ডি, পুলিস সংবাদ পাইয়া উক্ত বাড়ীতে উপস্থিত হয় এবং সর্বসমেত ১১৬ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। ৩ জন ডিরেক্টারের প্রত্যেকের ৫০০৲ টাকা হিসাবে ২২ জন দালালের প্রত্যেকের ২০০৲ শত টাকা ও তাহাদের একজন চাকরের ৫০৲ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে। বাকী ৯০ জনকে জামীনে খালাস দেওয়া হইয়াছিল। গত তারিখে মোকদ্দমা আরম্ভ হইলে মাত্র ৪৩ জন হাজির হয়

হিন্দুর হীন মনোভাব

মুসলিম নেতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

এলাহাবাদ ২০শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, যুক্তপ্রদেশের ৭১ জন মুসলমান নেতা মিলিতভাবে নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রকাশ করিয়াছেন। স্বাক্ষরকারীদিগের মধ্যে হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টার, শিক্ষাবিদ, রইস ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ আছেন। বিবরণে বলা হইয়াছে যে আমরা নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীগণ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের হিন্দু সদস্যগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ ও নামজাদা প্রফেসার ডাক্তার শাফায়াত আহমদ খাঁর বিরুদ্ধে যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছেন আমরা তীব্রভাবে উহার সমালোচনা করিতেছি। কোর্টের বিভিন্ন হিন্দু সদস্যগণ যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন উহা হইতে মুসলমান সমাজের মান্যগণ্য নেতাদিগের প্রতি তাঁহারা কি মনোভাব পোষণ করেন তাহা অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পায়। ডাক্তার শাফায়াত আহমদ খান কেবল মুসলমান বলিয়া হিন্দুগণ তাঁহাকে যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন আমরা বজ্রকঠোর ভাষায় তাহার নিন্দা করিতেছি। কোর্টের বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে হিন্দুগণের করতলগত প্রতিষ্ঠান। আমরা সকলে ডাঃ খানের সহিত একমত এবং তাঁহাকে যে হীন ভাষায় আক্রমণ করা হইয়াছে উহার তীব্র সমালোচনা করিতেছি।

হার্টগ কমিটী

কলিকাতায় উপস্থিতি

হার্টগ কমিটীর সদস্যগণ শনিবার প্রাতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। সদস্যগণ বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী, শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী ও বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরের সহিত শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন এবং অপরাহ্নে শাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও মুসলমান শিক্ষার ডাইরেক্টারের রুদ্ধকক্ষে সাক্ষ্যগ্রহণ করিয়াছেন। এখান হইতে তাঁহারা ঢাকায় গমন করিয়া তথায় সাক্ষ্যগ্রহণের পর ২৮শে তারিখে কলিকাতায় পুনরাগমন করিবেন ও পরে পাটনায় যাইবেন।

ইন্না লিল্লাহি ও ইন্নাইলাইহি রাজেউন

('যুগবাণী' হইতে উদ্ধৃত)

আমরা অতিশয় দুঃখ ও মর্ম বেদনার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আওরঙ্গপুরের দেশহিতৈষী ও সমাজগত প্রাণ জমিদার মৌলবী সৈয়দ আফরুজ বক্ত সাহেব আর ইহজগতে নাই। দীর্ঘকাল যাবত তিনি মস্তিষ্কের রোগে ভুগিতেছিলেন। বহুদিন চিকিৎসাধীন থাকিয়া অবশেষে তিনি ইন্তেকাল করমাইয়াছেন। আফরুজ বক্ত সাহেবের মত সমাজহিতৈষী লোক অতি অল্পই দেখা যায়। দেশ ও সমাজের কল্যাণকর এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহাতে তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য দান করেন নাই। বিগত অসহযোগ আন্দোলন সিলেটে আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার নিজ গৃহে এক ওলামা কনফারেন্স আহ্বান করেন। এই কনফারেন্সেই সর্ব্ব প্রথম সিলেটে রাজনৈতিক আন্দোলনের বীজ উপ্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুতে সিলেটের দেশকর্ম্মিগণ একজন হিতৈষী হারা হইলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁহার মগফেরত করুন।

বালুরঘাটে দুর্ভিক্ষ

সেবা-সমিতি সমূহকে ধন্যবাদ

বালুরঘাটের সমস্ত সরকারী ও বে-সরকারী সাহায্য সমিতির সম্মিলিত বৈঠকের প্রস্তাব অনুযায়ী এই মহকুমার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে সাহায্য দান কার্য্য বন্ধ করা হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের-মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফারুকের বাড়ীতে সেবা সমিতি সমূহের শেষ অধিবেশন হয়। মিঃ ফারুক উপস্থিত সকলকে অভিনন্দিত করিয়া বিভিন্ন সেবা-সমিতির কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, উহাদের সাহায্য না পাইলে বালুরঘাট মহকুমা ধ্বংসের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইত না। ভবিষ্যতে কি ভাবে দুর্ভিক্ষ নিবারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও সভায় আলোচনা হয়। সকলেই বলেন যে, সুশৃঙ্খলার সহিত সেবা-কার্য্য চালাইলে এবং কৃষি ও শিল্পের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিলে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নিবারিত হইতে পারে। উপসংহারে মিঃ ফারুক উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ভূরিভোজন দ্বারা আপ্যায়িত করেন।

দিল্লীতে সাইমন-কমিশন

সদস্যদের গাড়ী আক্রান্ত

বিগত ২১ নভেম্বর তারিখে রাত্রি ৭ ঘটিকার সময়, সাইমন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সহযোগী কমিটীর সদস্যবর্গ উপর্য্যুপরি দুইখানি ট্রেণযোগে নয়াদিল্লী ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের উপস্থিতিতে হিন্দু জনতা বিশেষ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ পাইয়াছে যে, জনতা নয়াদিল্লী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনকালে কেন্দ্রীয় সহযোগী কমিটীর সদস্যবর্গের মোটরগাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল। ফলে একটা গাড়ীর জানালার কাঁচ খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্লাট-ফরমের বাহিরে কমিশন বিরোধী হিন্দু জন মণ্ডলী প্রথমতঃ বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই ছিল। কিন্তু পরে যে সমস্ত গাড়ী করিয়া কেন্দ্রীয় কমিটীর সদস্যবর্গ, স্ব স্ব অতিথিসেবকগণ সহ নয়াদিল্লী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী গাড়ী ষ্টেশনের সীমানা পরিত্যাগ করিবার পর জনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। একটী গাড়ীর জানালা খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আরোহীবর্গের কেহই আহত হয়েন নাই।

নিখিল ভারতীয় খেলাফত সম্মিলন

কলিকাতা অধিবেশন

আগামী ডিসেম্বর মাসে অল-ইণ্ডিয়া খেলাফত কন্‌ফারেন্সের কলিকাতা অধিবেশনে যাঁহারা যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা অতি সত্বর অভ্যর্থনা সমিতিকে পত্র দ্বারা তাহা জ্ঞাত করাইবেন। নিমন্ত্রিত ভদ্র মহোদয়গণের থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত অভ্যর্থনা কমিটী করিবে। ডেলিগেটদের থাকিবার স্থান সভামণ্ডপের অতি নিকটেই হইবে। যাতায়াতের সুবিধার জন্য সভামণ্ডপ ট্রাম লাইনের অনতিদূরে হইবে। নিমন্ত্রিত সভ্যবৃন্দের রুচি অনুযায়ী খাবার তৈয়ারী করা যাইবে। খোরাকী ইত্যাদি বাবত খরচাদি সভ্যগণকে নিজে বহন করিতে হইবে। যে সকল সভ্য ইংরেজী হোটেলে অবস্থান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে জানাইলে অভ্যর্থনা কমিটী তাঁহাদের জন্য তথায় আলাহিদা বন্দোবস্ত করিবে। এই সময় অনেকগুলি সভা-সমিতির অধিবেশন কলিকাতায় হইবে এবং সেই সময় অত্যধিক সংখ্যায় লোকের শুভাগমন হইবে। পূর্ব্বে না জানাইলে অভ্যর্থনা কমিটী বিশেষ অসুবিধায় পতিত হইবে। ডেলিগেটগণের অভ্যর্থনার জন্য সব সময় ভলাণ্টিয়ারগণ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবেন এবং আগত ভদ্র মহোদয়গণের অভ্যর্থনা করিবেন।

মোহাম্মদ মোহসীন খাঁ
সেক্রেটারী, অভ্যর্থনা কমিটী

নৌবিদ্যায় ভারতীয়

ক্রমশঃ ছাত্র বৃদ্ধি

"ডাফরীণ" জাহাজে নৌবিদ্যা শিক্ষার জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, সমুদ্রের আহ্বানে ভারতীয় যুবকমহল রীতিমত সাড়া দিয়াছে। গত বৎসর ৩০টী আসনের জন্য ৭৭টি শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল, এবার ১৬০ জন শিক্ষার্থীর নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া লওয়া হইয়াছে, শীঘ্রই উহাদের পরীক্ষা গৃহীত হইতেছে। বোম্বাই গভর্ণর সফলকাম আবেদনকারীদিগকে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে ভারতীয় নৌবিভাগের ডিরেক্টর স্যর এডোয়ার্ড হেডলামের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া একটি বক্তৃতা দান করেন। গবর্ণর 'ডাফরীণ' জাহাজে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কার বিতরণের পর কিছুকাল বক্তিং হয়, তারপর গবর্ণর শিক্ষার্থীদল পরিদর্শন করেন। কাপ্তেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কমেণ্ডার ডিগবিবেট নৌবিদ্যা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম বৎসরের রিপোর্ট পাঠ প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষার্থীগণকে উত্তরে ইসাবেল, পূর্ব্বে রেঙ্গুন, দক্ষিণে ত্রিবেন্দ্রম ও পশ্চিমে বোম্বাই—ভারতের সর্ব্বত্র হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে জাতি, বর্ণ বা ভাষার বিস্তর পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া বেশ মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতেছে। সমুদ্রের আহ্বানে ভারতীয় যুবকগণ যে রীতিমত সাড়া দিয়াছে তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। গতবৎসর ৩০টি শূন্যপদের জন্য ৭৭ জন ছাত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এ বৎসর ১৬০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতেছেন। ছাত্রদের শিক্ষার বিষয়ে উল্লেখ করিয়া কম্যাণ্ডার ডিগবিবেট বলেন, শিক্ষার্থীগণকে পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা দান ছাড়া চরিত্রগঠন বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা হয় ও সর্ব্বতোভাবে তাহাদিগকে সামুদ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত করিয়া তোলার বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। এবিষয়ে ইংলণ্ডে যে শিক্ষা প্রণালীর অনুসরণ করা হয়, এ দেশে ঐ প্রণালীরই অনুসরণ করা হয়। ক্লাশের কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে চলিয়াছে। অনেক শিক্ষার্থী প্রথমতঃ সামুদ্রিক জীবনে পদার্পণ করিয়া কিছু নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু বৎসরের মাঝামাঝি শিক্ষার্থিগণ এই শিক্ষার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় এবং ফাইনাল পরীক্ষায় ২৯ জনের মধ্যে ২৪ জন শতকরা ৫০ নম্বর লাভ করিয়াছিল। প্রথম বৎসরের ফল অতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে। বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে গবর্ণর বলেন, শিক্ষার্থিগণ জীবন যাত্রায় অতি উন্নত ও মহান্ পন্থা বাছিয়া লইয়াছেন। শিক্ষার্থিগণকে কঠোর শৃঙ্খলানুযায়ী সাহসী ও অতিমাত্রায় পঠনশীল হইতে হইবে। উপসংহারে গবর্ণর স্যর এডোয়ার্ড হেডলামের ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন করেন।

সাইমন সহায়ক সমিতি

কাউন্সিলের কাল-বৃদ্ধির প্রস্তাব

গত ১৯শে নবেম্বর কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গীয় সাইমন-সহযোগকারী সমিতির এক অধিবেশন হয়। মিঃ ট্রাভার্স, নসিপুরের রাজা ভূপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, মুক্তাগাছার মহারাজা শশী কান্ত আচার্য্য অধিবেশনে যোগ দিতে না পারিয়া, কমিটীর নিকট তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়া পত্র লেখেন। কমিটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে হাজী স্যর আবদুল করিম গজনভীকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। বঙ্গীয় সরকারের রাজনৈতিক ও নিয়োগ-বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী কমিটিকে পত্রযোগে জানান যে, উহার আফিসের জন্য সরকার ১নং কাউন্সিল-হাউস-ষ্ট্রীটের বাড়ীখানা দিতে রাজী হইয়াছেন। স্থির হয় যে, কমিটীর সমস্ত সভায় সভাপতি বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণের সাহায্য আহ্বান করিবেন। এবং কমিশনের সহিত পত্র ব্যবহার করার ভার প্রাদেশিক কমিটীর সেক্রেটারীর উপর অর্পিত হয়। কমিটীর কার্য্য সম্বন্ধে বলা হয় যে, বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণ ব্যতীত আপাততঃ একজন সেক্রেটারী ও একজন ষ্টেনোগ্রাফারের প্রয়োজন। এই জন্য বঙ্গীয় সরকারকে অনুরোধ করা হউক। কমিটীতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ পাস হয় এবং স্যর জন সাইমন ও বড় লাটকে উহা জ্ঞাপন করা স্থিরীকৃত হয়।

১। যেহেতু পরবর্তী কাউন্সিল নূতন শাসন-সংস্কার অনুযায়ী গঠিত হইবে; সুতরাং এই কমিটী বাঙ্গলার লাটকে অনুরোধ করিতেছেন যে, বর্ত্তমান কাউন্সিলের বয়স আগামী ১৯৩১ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক।

২। কমিটী মনে করেন যে, সাইমন-কমিশনের নিকট মতামত পেশ করিবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক কমিটী সমূহের সদস্যবর্গের তিন দিনের জন্য মিলিত অধিবেশনে সাইমন কমিশন ও কেন্দ্রীয় কমিটীর অনুসন্ধান-কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বে যুক্ত মতামত পেশ করার ব্যবস্থা করা হউক।

৩। এই কমিটী মাদ্রাজ প্রাদেশিক সহযোগী কমিটীর যে তৃতীয় প্রস্তাব গত ৩১শে অক্টোবর অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে এবং যাহা ১৭নং পত্রে জানান হইয়াছে উহাকে সমর্থন করেন। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কমিটী মনে করেন পার্লামেণ্টের উভয় হাউসের মিলিত সদস্যবর্গের নিকটে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য প্রাদেশিক সমিতি সমূহের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হউক।

সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ,—স্যর জন সাইমন এবং ভারতীয় ষ্ট্যাটুটরী কমিশন অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় নয়াদিল্লী ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহার অল্পক্ষণ পরেই অন্য কয়টী ট্রেণযোগে কেন্দ্রীয় কমিটীর সদস্যবর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়েন। স্যর সাইমন এবং তাঁহার সহযোগীবর্গ রেলওয়ে প্লাটফর্মে সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হয়েন। ইতঃপূর্ব্বে স্যর সাইমনের দিল্লী অবস্থান কালে এই সমস্ত ভদ্রমণ্ডলীর সহিত তিনি ১ সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিয়া গিয়াছিলেন। কমিশনের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদের অভ্যর্থনা খুব সাদাসিদাভাবে ও নামমাত্রে হইয়াছিল। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচীব, দিল্লীর শাসন বিভাগের চিফ-কমিশনার ও উচ্চতম কর্ম্মচারীবর্গ ও অন্যান্য বহু মণ্ডলী প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিলেন।

সাইমন কমিশনের উপস্থিতিতে যে ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে তদন্ত দ্বারা জানা গিয়াছে, হিন্দু জনতাকর্ত্তৃক একাধিক মোটর গাড়ী আক্রান্ত হইয়াছিল। সংবাদে আরও প্রকাশ যে, মিঃ তোর, মিঃ এস, এন, রায় এবং মিঃ বেনেটের মোটর গাড়ী আক্রান্ত হইয়াছিল। এই গাড়ী সমূহের মধ্যে একটির জানালা একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

কাশীতে যাত্রী সমাগম

কলেরার ভীষণ প্রকোপ

গ্রহণ উপলক্ষে হিন্দুতীর্থ কাশীতে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। এই অসংখ্য জন সমাগমের ফলে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যই অগ্নিমূল্য হইয়াছে এবং যাত্রীরা থাকিবার গৃহ পায় নাই। বাড়ীভাড়া অসম্ভবরূপে বাড়িয়াছে। তারপর ওলাউঠার ভীষণ আক্রমণে বহুলোক মারা যাইতেছে। এত লোক মরিতেছে যে, মণিকর্ণিকায় দাহ করিবার স্থান মিলিতেছে না; অনবরত তথায় ১৬টী চিতা জ্বলিতেছে।

কলিকাতায় দুর্নীতি

ইংরাজ কুমারীর তদন্ত

কলিকাতা ভিজিলেন্স এসোসিয়েশনের আমন্ত্রণের ফলে ইংলণ্ড হইতে মিস মিলিকেণ্ট শেফার্ড নাম্নী একটি ইংরাজ কুমারী কলিকাতায় সামাজিক দুর্নীতি সম্বন্ধে তদন্তের জন্য আসিতেছেন। গত ২১ তারিখে তাঁহার রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে ইংলণ্ডে একটী সভা হয়। এই সভায় নৈতিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য রক্ষা সমিতির সম্পাদক বলেন যে, মিস শেফার্ড কলিকাতাতে ব্যক্তিগত হিসাবে কোন নারীকে উদ্ধারের জন্য যাইতেছেন না। কলিকাতাতে সম্ভবতঃভাবে যে পাপের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সভায় এণ্ডরুজ, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি মিস শেফার্ডের কার্য্যের প্রশংসা করেন।

লাডলু কলে গণ্ডগোল

১০ হাজার লোক বেকার

হাওড়া চেঙ্গাইলের লাডলু পাটের কলে সম্প্রতি এক বিষম গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, কলের প্রায় ৫ শত তাঁতীর সহিত মজুরী লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় তাহারা সাময়িক ভাবে কাজ বন্ধ করিয়া দেয়। তার পর ক্রমে ব্যাপার যখন সঙ্গীন হইয়া পড়ে, তখন কর্ত্তৃপক্ষ নেতৃস্থানীয় ৪২ জনকে কাজ হইতে সরাইয়া দেন। ইহাতে ইহাতে সমস্যার সমাধান না হইয়া আরও জটিল হইয়া পড়ে। এমতাবস্থায় গত্যন্তর না দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে কলের কাজ একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। ফলে ১০ হাজার লোকে বেকার হইয়া পড়িয়াছে। পাঠক বর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই কলে একবার ধর্ম্মঘট হইয়া গিয়াছে। সে ধর্ম্মঘট মাসাধিক কালের কিছু বেশী স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু এবার কর্ত্তৃপক্ষ ব্যাপারটী বেশীদূর গড়াইতে দিবেন না বলিয়া প্রকাশ। শীঘ্রই নাকি এই সম্পর্কে শ্রমিকদিগের সহিত একটা আপোষ মীমাংসা হইবে। কোথাও কোন প্রকার হাঙ্গামা না হয় সেজন্য অকুস্থলে পুলিসের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। চেঙ্গাইলে সম্প্রতি শ্রমিক দিগের এক সভা হইয়া গিয়াছে। মিঃ প্রাট প্রমুখ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন, তাঁহারা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, যে সকল শ্রমিককে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে যে পর্য্যন্ত আবার তাহাদিগকে কাজে বহাল করা না হয় সে পর্য্যন্ত যেন তাহারা সঙ্কল্পে অবিচলিত থাকে।

সুখবর

বড়লাট লর্ড আরুইন আগামী ২৯শে ডিসেম্বর তারিখ খিদিরপুরে কিং জর্জ্জ ডকটির উদ্বোধন করিবেন।

—০—

বার্লিনে আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের একটি দূতাবাস প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

—•—

বিলাতে চিঠির ডাকমাশুল বর্ত্তমানে ১॥ পেনী করিয়া। এই মাশুল এক পেনী করা যায় কি না তাহা গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

—০—

করিমগঞ্জের ২৪শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে লঙ্গাইভেলী রেলপথে ট্রেণ চলাচল আরম্ভ হইবে।

—০—

ভারতীয় পথোন্নতি সমিতির (ইণ্ডিয়ান রোডেভেলাপ্‌-মেণ্ট কমিটি) রিপোর্ট ছাপান সহ সম্পূর্ণ খরচা পড়িবে ১৩০০০০৲ টাকা।

—০—

জোহান্সবার্গের এক সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ শাস্ত্রীর পদে স্যার কে, ভি, রেড্ডি নিযুক্ত হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার শকলে সন্তুষ্ট হইয়াছে।

—০—

লণ্ডনের জেনারেল পোষ্ট অফিস আশা করেন যে, আর এক বৎসরের মধ্যেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অংশ হইতে টেলিফোনযোগে লণ্ডনের সহিত কথা বলা সম্ভব হইবে।

—০—

পূর্ব্ব আরকানসাসে ও পশ্চিম মিসাউড়ীতে মিসিসিপির বন্যায় ১০ জন লোক ডুবিয়া মারা গিয়াছে। এই বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে, যেখানেই একটু উচু জায়গা আছে, সেইখানেই শত শত আশ্রয়হীন আশ্রয়লাভের জন্য ছুটিতেছে।

—০—

সরকারী আদেশে মওলানা মহাম্মদ আলীর প্যালেষ্টাইন প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এবারে সে আদেশ প্রত্যাহৃত হইয়াছে। তিনি তথায় গিয়াছেন এবং দীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন।

—০—

আগামী ৭ই জানুয়ারী বড় লাট লর্ড আরউইন চট্টগ্রামে পৌছিবেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পর এ যাবৎ আর কোন বড় লাটের চট্টগ্রামে শুভাগমন হয় নাই। সে সময় লর্ড কার্জ্জন একবার এখানে আসিয়াছিলেন।

—০—

প্রকাশ, বড়লাট তাঁহার শাসন-পরিষদের আইন সচিব পদের জন্য ভারত সচিবের নিকটে নিম্নলিখিত চার-জনের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—স্যার বি, এল, মিত্র, স্যার সি, রামস্বামী, মিঃ ডি, এফ, মোল্লা ও স্যার হরিসিং গৌর।

—০—

এসোসিয়েটেড প্রেস বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, বাঙ্গালার রেভিনিউ মেম্বার মিঃ জে, এন, গুপ্ত আই, সি, এস,এর কার্য্যকাল শেষ হইলে তৎস্থানে রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ জে, এন, রায় রেভিনিউ মেম্বার নিযুক্ত হইবেন।

—০—

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে ফজিলকার হিন্দু অধিবাসিগণ ফজিলকায় গোজবেহ্‌র অনুমতি দানের প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে গত ১৭ই নবেম্বর তারিখে হরতাল করিয়াছিল। প্রকাশ, এই সম্পর্কে তথা কথিত সত্যাগ্রহ করিবার চেষ্টা হইতেছে।

—০—

ফ্রান্সের ভিন্সেনেস নামক স্থানে কার্ত্তুজের কারখানায় এক সাঙ্ঘাতিক বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে। ফলে ৪ জন লোক নিহত ও ৪ জন আহত হইয়াছে। মজুরেরা কাজ সারিয়া বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছিল, নতুবা ব্যাপার আরও সাঙ্ঘাতিক হইত।

—০—

বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটির অন্যতম সদস্য মরহুম সৈয়দ আমীর আলি বিলাতে যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য ৪৫৩৬ পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি যে সমস্ত দান করিয়াছেন, তাহা বাদে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার বিবি ও সন্তানগণ পাইবেন।

—০—

সেনা ও বিমান বিভাগে চাকুরীর জন্য নয়াদিল্লী পাব্লিক সার্ভিস আফিসে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ৬০ জন লোক এই পরীক্ষায় উপস্থিত ছিল। এই ৬০ জনের মধ্যে ২৬ জনকে লওয়া হইবে। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ফলাফল বাহির হইবে।

রুসিয়ার সহিত আর্থিক সম্বন্ধের পুনঃ স্থাপনের জন্য এক দল জার্ম্মাণ প্রতিনিধি মস্কো অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে ডোনেটাস নামক স্থানে কয়েকজন জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করিবার ফলে রুসিয়ার সহিত জার্ম্মানীর আর্থিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

—০—

গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিবার জন্য যে বে-সরকারী বিল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য সিনেট একটি কমিটী গঠন করিয়াছেন। আগামী ১২ই জানুয়ারী নাগাৎ তাঁহারা রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

—০—

বোম্বাইয়ের নবনিযুক্ত গবর্ণর সার ফ্রেড রক সাইক স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহাদের মধ্যে মিসেস বলডুইন লেডি রোণাল্ডসে, সার আর্থার হির্জ্জল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

—০—

দশবৎসর পূর্ব্বে রুষিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলবর্ত্তী লেটভিয়া রাজ্যটী স্বাধীনতা লাভ করে। গত ২০শে তারিখে উক্ত দেশের স্বাধীনতা লাভের দশম বার্ষিক দিবসে ইংলণ্ডের অস্থায়ী পররাষ্ট্র সচিব লর্ড কুশেনডাম বিলাতে লেটভিয়ার পররাষ্ট্র সচিবের নিকট একটী সহানুভূতি-সূচক তার করিয়া উক্ত দেশের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন।

—০—

গত ১১ই নভেম্বর পাবনা জিলার অন্তর্গত মুরারীপুর গ্রামে "তরুণ-জামাত-নৈশ-বিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে। গ্রাম্য মাতব্বরগণকে লইয়া একটী কার্য্যকরি সমিতি গঠিত হইয়াছে। মওলবি আসগর আলী এফ্‌, এম্‌ ও মোঃ মুনছুরুদ্দিন এম, এ, যথাক্রমে উহার সভাপতি ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

—০—

কমন্স সভায় মিঃ লাখলাসের প্রশ্নের উত্তরে আল-উইন্টারটন বলেন যে, রুসিয়ার সহিত সম্বন্ধযুক্ত ভারতে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন এখনও চলিতেছে, তবে কর্ত্তৃপক্ষ এই আন্দোলনের সহিত যথোপযুক্তরূপে ব্যবহারের সহিত সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ আছেন বলিয়া লর্ড পীল আশ্বাসবাণী প্রদান করিয়াছেন।

—০—

নানকিন হইতে আধা সরকারী এক সংবাদে প্রকাশ, মাঞ্চুরিয়ার স্বাদেশিক পতাকা উত্তোলনের অনুকূলে হার্ব্বিন, চ্যাংচুন ও সিটাইহার নামক স্থানে জন-সাধারণের যে শোভা-যাত্রা হইয়াছিল, উহাতে সশস্ত্র পুলিসের গুলীবর্ষণের ফলে প্রায় ১ শত ব্যক্তি হতাহত হইয়াছে। পুলিস স্বাদেশিক পতাকা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

—০—

ত্রিচিনপল্লী জংশনে একটি সাংঘাতিক ট্রেণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ৩ জন স্ত্রীলোক রেল লাইন অতিক্রম করিতেছিল, এমন সময় বোটমেল আসিয়া পড়ে এবং একটি স্ত্রীলোক পিষ্ট ও নিহত হয়। অন্য দুইটি স্ত্রীলোক সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। তাহাদের একজন হাসপাতালে মারা গিয়াছে এবং অপর স্ত্রীলোকটির অবস্থাও সাংঘাতিক।

—০—

গত ২৬শে এপ্রিল হইতে এই অক্টোবর পর্য্যন্ত বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল সমূহে মজুরদের যে ধর্ম্মঘট হয় তৎসম্পর্কে লেবার গেজেট পত্রে একটী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পত্র বলেন যে, ধর্ম্মঘটের ফলে শ্রমিকদের বেতন হিসাবে প্রাপ্য ৩।॥০ কোটী টাকা ক্ষতি হইয়াছে এবং বস্ত্র শিল্পে ২ কোটী ১০ লক্ষ দিনের কাজ পণ্ড হইয়াছে।

—০—

লণ্ডন হইতে করাচী পর্য্যন্ত বিমানপোতে ভ্রমণ করিতে হইলে অনেক রাজ্যের উপর দিয়া যাইতে হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র তাহাতে রাজী ছিলেন না। সেই জন্য এতদিন প্রতি সপ্তাহে লণ্ডন-করাচী ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয় নাই। এক্ষণে সে বিঘ্ন দূরীভূত হইয়াছে। আগামী বসন্তকাল হইতে রীতিমত বিমানপোত চলাচল আরম্ভ হইবে।

—০—

মিঃ ডি, জি, আপসনের পদত্যাগের পর মিঃ আবদুল মজিদ 'মুসলীম আউটলুকের' সম্পাদক পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নেহরু-নীতি সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত মতভেদ হওয়ায় তিনিও পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দিল্লীর নূতন সংবাদপত্র 'ডেলী ক্রনিকেলে' যোগদান করিয়াছেন। মিঃ আপসনের সম্পাদকতায় আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে উহা প্রকাশিত হইবে।

—০—

রাসায়নিকগণ কৃত্রিম উপায়ে দুগ্ধ প্রস্তুত করিবার জন্য যেভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে গরুর দুধের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা ঘাস হইতে এক চোটে দুধ প্রস্তুত করিবার চেষ্টায় আছেন। জনেক দিনেমার রাসায়নিক একটি কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে এক দিকে ঘাস দিলে অন্য দিক দিয়া কাগজের মত শক্ত দুধ বাহির হইয়া আসে। এই কাগজ নোটের কাগজের মত শক্ত এবং বহুদিন ভাল থাকে। একটু গরম পানির মধ্যে এই কাগজ দিলেই টাটকা দুধ প্রস্তুত হয়।

পিকিনের ২০শে নবেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, উত্তর ও মধ্য চীনে ভীষণভাবে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হওয়ায় ফলে প্রায় ১ কোটী ২০ লক্ষ লোক অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে আশঙ্কা করা যাইতেছে। এই সব বিপন্ন লোক-দিগকে সাহায্য করিবার জন্য কমপক্ষে ১০।১২ কোটী টাকার দরকার।

—০—

বোধ হয়, আগামী ২০শে জানুয়ারী ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশন বসিবে। এবারকার অধিবেশনে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হইবে। বলশেভিক বিল ও প্রেস বিল, যাহা সিমলার বৈঠকে উপস্থাপিত হয়, কিন্তু বে-সরকারী সদস্যদের তীব্র বাধার জন্য প্রত্যাহৃত করা হয়, সেই সরকারী পাণ্ডুলিপি ২টি খুব সম্ভব পুনরায় উপস্থাপিত হইবে।

—০—

সম্প্রতি দিনাজপুর জেলাবোর্ডের একটী সভায় মুসলমান-দিগের পক্ষ হইতে নোটীশ দেওয়া হইয়াছিল যে,—মুসলমান-দিগের জন্য শতকরা ৫৫টী চাকুরী রিজার্ভ রাখিতে হইবে; কিন্তু ঐ প্রস্তাব গৃহীত না হইয়া সংশোধিতভাবে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মুসলমানগণ শতকরা ৩৩টি চাকুরী পাইবে। তবে জেলার হিন্দুগণ অন্যান্য অমুসলমানদিগের অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা পাইবে।

—০—

খড়্গপুরে গোলযোগের সময় বোমা নিক্ষেপ করার অভিযোগে ইনুখান ও শেক বসির ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩২৪ ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয় উভয়েই মুক্তি পাইয়াছে। ফরিয়াদীকে অভিযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ২৫০ ধারানুসারে কেন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইবে না তাহার কারণ দর্শাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

—০—

মধ্য আফ্রিকার জঙ্গলে এক প্রকার গাছ আছে। এই গাছকে প্রকৃত বিষবৃক্ষ বলা চলে। কেহ এই গাছের তলায় বসিলে ধীরে ধীরে অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং সময় থাকিতে কেহ উদ্ধার না করিলে মারা যায়। এই গাছে এক প্রকার সাদা ফুল হয়। জঙ্গলী লোকদের মধ্যে অপরাধের জন্য যাহাদের প্রাণদণ্ড হয়, তাহাদিগকে এই গাছের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই গাছগুলির উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা হইতেছে।

—০—

চীনের ভাষা লিখিতে হইলে ১৪ হাজার অক্ষরের আবশ্যক হয়। তবে ৪ হাজার অক্ষর হইলেই লিখিবার কাজ একরূপ চলিয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে আমেরিকার একটি ফার্ম্ম এই ৪ হাজার অক্ষর সমন্বিত একটি কল তৈরী করেন। পিকিনের কলেজে এই কলটি ব্যবহৃত হইতেছে। ৪ ফুট ব্যাসের একটি গোল চাকতির উপর অক্ষরগুলি সাজান আছে। আবশ্যকরূপ চাবি টিপিলেই চাকতিটি ঘুরিয়া আসিয়া অক্ষরটির ছাপ মারিয়া যায়।

—০—

মেদিনীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, সরকারের আদালতে সবঙ্গ ভগবানপুর ও ময়না থানার কুশল মাঝি ও অন্য কয়েকজন অসদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অপরাধে দণ্ডবিধি আইনের ১১০ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, উহারা ১২টি ডাকাতি ও অনেক চুরিতে লিপ্ত ছিল। এই মর্ম্মে ২৫০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। বালিচক নামক স্থানে আসামীদের পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

—০—

গত ২৫শে কার্ত্তিক রবিবার জেলা ২৪ পরগণা বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীনাথপুর নিবাসী নটবর মণ্ডলের সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী যুবতী কন্যা ইস্‌লামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বড় গোবরা নিবাসী জনাব মাওলানা ফয়েজউল্লা সাহেবের হস্তে পবিত্র ইস্‌লাম কবুল করিয়াছে তাহার পূর্ব্ব নাম ললিতা মণি দাসী, ইস্‌লামী নাম নুরোন্নেসা খাতুন রাখা হইয়াছে। খোদাতায়ালা নব দিক্ষীতা ভগিনীর ইমান কায়েম রাখুন।

—০—

নয়াদিল্লী হইতে গবর্ণমেণ্ট একখানি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া জানাইতেছেন যে, সাইমন কমিশনের সদস্যদিগের ইচ্ছাক্রমেই কমিশনের অভ্যর্থনায় কোন সমারোহ করা হয় নাই। সেণ্ট্রাল কমিটির সদস্যগণ যখন মোটর করিয়া যাইতেছিলেন, সে সময় তাঁহাদের গাড়ীতে জনতার মধ্য হইতে ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ফলে কয়েকখানি গাড়ীর কাঁচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে: সৌভাগ্যের বিষয় কেহ আহত হয় নাই।

—০—

স্যার ষ্টানলী হিউয়েট এবং লর্ড ডাউসনের স্বাক্ষরিত একটি বুলেটীনে প্রকাশ পাইয়াছে যে, সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ সামান্য সর্দ্দি এবং জ্বরে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন এবং এক্ষণে শয্যাগত আছেন। বিশেষ বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, সম্রাটের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গৃহ-চিকিৎসক কোন প্রকার ব্যস্ততা অনুভব করিতেছেন না এবং অল্প দিনের মধ্যে আরোগ্যের আশা করা যাইতেছে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে সম্রাটের অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাজনক।

মশারেকী

সীমান্তে গোলযোগ
পাশ্চাত্য পোষাকে আপত্তি

বিগত এক সপ্তাহ কাল জালালাবাদ হইতে ডাক্কা পর্য্যন্ত যাত্রী চলাচল বন্ধ ছিল। কাবুল হইতে যাত্রী পরিপূর্ণ ২৫ খানা গাড়ী জালালাবাদে আটক রাখা হয় এবং পেশাওর হইতে দুই দল যাত্রী ডাক্কাতে আটক ছিল। সম্প্রতি পেশোয়ার হইতে খবর আসিয়াছে যে, এই পথ এখন নিরাপদ হইয়াছে এবং যাত্রীরা সেই পথে চলাচল করিতেছে। কিছু-কাল যাবত আফগানিস্তানে নানারূপ গোলযোগের জনরব শুনা যাইতেছে। আফগান-আমীর আমানুল্লাহ্‌ মালিক—(সর্দ্দার) দিগকে দরবারে উপস্থিত হইবার সময় সাহেবী পোষাক পরিধান করিতে হুকুম দিয়াছিলেন, ইহাই গোলযোগের কারণ।

আফগানীস্থানে বিদ্রোহ
ইউরোপীয় পোষাকের জের

"পাইয়োনীয়া"র পত্রের পেশোয়ারস্থিত সংবাদ-দাতা জানাইতেছেন যে, জালালাবাদ ও ডেকার মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান ৭ দিন পর্য্যন্ত বন্ধ থাকার পর পুনরায় এই পথ খুলিয়াছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। তবে গত মঙ্গলবার কাবুল হইতে যে সব ভ্রমণকারী পেশোয়ারে আসিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে ইউরোপীয় পোষাক পরিধান সম্বন্ধে বাদশাহ মালিকগণের উপর যে আদেশ জারী করেন তাহার ফলেই এই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। সংবাদ যে, অনেক শিনওয়ারি এই আদেশে বিরক্ত হইয়া আফগানীস্থানের সামরিক ঘাঁটীগুলি আক্রমণ করিয়া বসে।

মিসরে ধর্ষণ-নীতি
জেল, বেত্র-দণ্ড ইত্যাদি

স্বাদেশিক দলের সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন দমন করি-বার জন্য মিসরের কর্ত্তৃপক্ষ রুদ্রনীতি অবলম্বন করিতেছেন। সম্প্রতি প্রধান মন্ত্রী মনহুরা পরিদর্শনে গমন করেন। ঐ সময় লোকে মিসরের স্বাদেশিক নেতা নহস্‌ পাশকে দেখিয়া জয়ধ্বনি করে, এই অপ-রাধে ৮ জন লোকের জেল হয়, পরে তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া বেত মারা হয়। স্বাদেশিক দলের সংবাদ-পত্র "ওয়াদেলীল" এর সম্পাদক তওফিক বেকে বিদ্রোহে ও উত্তেজনাকর বক্তৃতা প্রদান করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নিষিদ্ধ পার্লা-মেণ্টের সভার কথা প্রকাশ করিতে সংবাদ-পত্র সমূহকে নিষেধ করা হইয়াছে।

হিন্দুর বেহদ্দ বেতমিজী
ছুরিকাঘাতে সম্পাদক ঘায়েল

বোম্বাইর ২২ নবেম্বরের সংবাদে জানা যায়, কাথিয়াবার রামপুরের 'কচ্ছ সুদর্শন' নামক কাগজে মাননীয় আগা খাঁ ও ইস্‌মাইল খোজা জামাতের বিরুদ্ধে 'মানহানিকর প্রবন্ধ' প্রকাশিত হইয়াছে—এইরূপ অভিযোগ করিয়া দিনদুপুরে দুইজন খোজা যুবক উক্ত পত্রের সম্পাদক রামজী ভালজী পারমারকে ছোরা দিয়া সাজ্যাতিকরূপে আঘাত করিয়াছে। একজন কুলি তখন ঐ স্থান দিয়া যাইতে যাইতে ব্যাপারটি দেখিতে পায় এবং সম্পাদককে উদ্ধারার্থ দৌড়াইয়া গমন করে। কুলিটি এক জন যুবককে ধৃত করে। বহু লোকের একটী ভীড় জমিয়া যায় এবং পুলিস আসিয়া আসামী যুবককে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ যে ঐ যুবকই সম্পাদককে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। অন্য যুবকটী পলায়ন করিয়াছে। এবং সম্পাদক হাসপাতালে মুমূর্ষ অবস্থায় আছেন। প্রকাশ যে, যুবকেরা ইসমাইল খোজা জামাতের সদস্য এবং উক্ত জামাত উপরোক্ত কাগজে প্রকাশিত 'মানহানিকর' বর্ণনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করিতেছেন।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্‌-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল।

সম্পাদকীয়

গোড়াবিশ।—আমাদের নিজস্ব প্রেস্ না থাকায় 'আল্-মুস্‌লিম' অন্যের প্রেসে ছাপাইতে হয়। নিজস্ব ছাপাখানা ব্যতীত কোন সংবাদপত্রকে নিয়মিত (Regular) করা যে কিরূপ দুরূহ, ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রই তাহা অবগত আছেন। আজ মুস্‌লিম সমাজে যে কয়খানা সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে এক 'আল্-মুস্‌লিম' ব্যতীত আর প্রায় সকলেরই নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্র রহিয়াছে। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম হইতে অদ্যাবধি কাগজকে ঠিক সময় মত প্রকাশ করিতে পারিতেছি না! ইহাতে মফঃস্বলের বহু গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আমাদিগকে পত্র লিখিয়া এক সপ্তাহ বন্ধ রাখিয়া কাগজকে নিয়মিত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন।

গত অবসর।—তাঁহাদের ইচ্ছানুযায়ী আমরা গত ৭ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবারের কাগজ বন্ধ রাখিয়া বর্ত্তমান সপ্তাহ হইতে কওমের খালিস্ খাদিম 'আল্-মুস্‌লিম'কে নিয়মিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। বলা বাহুল্য যে, সাধারণের স্বার্থের দিক দিয়া বিবেচনা করতঃ এক সপ্তাহের অবসর গ্রহণ করিলেও আমাদের গ্রাহকগণকে মোট আটচল্লিশ সংখ্যা 'আল্-মুস্‌লিম'ই প্রেরিত হইবে। অর্থাৎ, বর্ত্তমান সংখ্যার কাগজ 'উনবিংশ সংখ্যা' না হইয়া অষ্টাদশ সংখ্যা রূপেই পরিগণিত হইবে। অতীত ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য কর-যোড়ে মা'আফী চাহিয়া এবং ভবিষ্যতে যা'তে ওক্তের পা-বন্দ হইতে পারি, সেজন্য সকলের দোয়া ও শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিয়া কাদেরে মৎলক্ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা নবোদ্যমে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছি।

হাশিমীর পত্র।—স্থানীয় মুস্‌লিম ইনষ্টিটিউটে আহূত একটি সভা উপলক্ষে গত ১২ই অক্টোবরের 'আল্-মুস্‌লিমে' জনৈক পত্র-প্রেরকের "শয়তান মিতার পূজা" শীর্ষক একখানা পত্র প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রের এক জায়গায় কংগ্রেস-কর্ম্মী সৈয়দ জালাল উদ্দিন হাশেমীকে "হিন্দুদের ভাড়াটে বক্তা" বলিয়া অভিহিত করা হয়। গত ২৭শে নবেম্বর সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী তাঁর সলিসিটারের মারফতে আমাদেরে এক পত্র দিয়াছেন। আমরা বহু বিশ্বস্ত ভদ্রলোকের মারফতে জানিয়াছিলাম যে, উক্ত জালালুদ্দীন হাশেমী বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভায় বেতন ভুক্ত প্রচারক রূপেই কাজ করিয়া থাকেন এবং সেই বিশ্বাসের উপরই পত্রখানা প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্ত্তমানে তিনি তাঁর পত্রে সে কথা অস্বীকার করিতেছেন। তিনি যদি তাহা অস্বীকারই করেন, তবে, সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার নাই। শব্দের রূঢ়তার জন্য অবশ্য আমরা দুঃখিত।

সহবাস সম্মতি।—ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ ক্রীয়ার বলিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্ট বাল্য-বিবাহটাকে একটা দণ্ডার্হ অপরাধ রূপে গণ্য হইবার নীতিটী গ্রাহ্য ও সমর্থন করেন। দেশের অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বিলটী নিঃসন্দেহে পাশ হইয়া যাইবে। কারণ, মিঃ ক্রীয়ারের সুরে সুর মিলাইয়া হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে অনেক সদস্য উহা সমর্থন করিবেন। অতএব, এহেন অবস্থায় ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রেরই চুপ করিয়া থাকা অন্যায় হইবে। কারণ, উক্ত বিল পাশ হইলে খোদা ও রসুলের মনোনীত ইস্‌লাম ধর্ম্মের উপর সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করা হইবে এবং পবিত্র কোরান ও হাদিসের স্পষ্টাদেশের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে। আল্লার হুকুম ও রসুলের উপদেশকে তরক করিয়া নিজেদের কাল্পনিক একটা মত সৃষ্টি করা ইস্‌লাম কখনই সমর্থন করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন পার্থিব জীবনের সুখ সুবিধার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেও ইহাতে বহুপ্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি নিহিত আছে।

শরিয়তের বাণী।—কোরানে আছে—

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم الخ قرآن سورة نور

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের মধ্যকার পরিণত বয়স্ক, পরিণত বয়স্কা এবং অপরিণত বয়স্ক, অপরিণত বয়স্কা অবিবাহিত ও অবিবাহিতা পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে এবং তোমাদের সংস্বভাব বিশিষ্ট দাস-দাসীদিগকে বিবাহ দাও। অন্য এক জায়গায় আছে—

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلثة اشهر واللائي لم يحضن - قرآن سورة طلاق -

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত স্ত্রীলোক রজঃস্বলা হইয়া নিরাশ হইয়াছে, যদি তোমরা সন্দেহ কর তাহা হইলে ইদ্দত ৩ মাস কাল এবং ঐরূপ যাহারা রজঃস্বলা হয় নাই, তাহাদেরও ইদ্দত ৩ মাস কাল। কোরানের এই দুইটী আদেশ হইতে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে, কোরান বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে প্রতিবাদ না করিয়া বরং উহা সমর্থনই করিতেছে; তাহার উপরে রসুলের আদেশ যে নামাজের সময় উপস্থিত হইলে, জানাজা উপস্থিত হইলে এবং সমশ্রেণীর পাত্র, পাত্রী উপস্থিত হইলে বিলম্ব করিও না—সত্বর তাহা সম্পন্ন করিয়া লও (তিরমীজী, মেশ্‌কাত প্রভৃতি)। বাল্য-বিবাহের পক্ষে শরিয়তের এইপ্রকার শত সহস্র আদেশ ও উপদেশ আছে। আমরা দেশের আলেম সমাজকে এ সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

পার্থিব সুখ-সুবিধা।—সাধারণতঃ ভারতের অধিবাসীবৃন্দের আয়ুঃ চল্লিশ বৎসর। আঠার বৎসর বয়সের পুরুষ বিবাহ করিয়া একটী চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীকে ঘরে আনিল। সেখানে আসিয়া বধূকে স্বামীগৃহের সহিত ভালভাবে পরিচয় করিয়া লইতেই আট দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে সে যখন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিল, তখন যদি স্বামীর সাহচর্য্য পায় তাহা হইলে দুই চারি বৎসরের মধ্যে নিজের সংসার দেখিয়া শুনিয়া সুশৃঙ্খল করিতে পারে। এইরূপে দেখা যায় যে বধূ স্বামীগৃহের উন্নতির জন্য মাত্র দশ বৎসর সময় ব্যয় করিতে পারে। কথায় বলে 'মানুষের কুটুম এলে গেলে'। সৃষ্টজীবের মধ্যে যে যাহার সহিত যত অধিক সময় অতিবাহিত করে, তাহার সহিত তাহার তত অধিক ভাব বা ভালবাসার আদান প্রদান হয়। বাল্য-জীবনের যে বন্ধুত্ব, তাহা যে মানুষ কোন কালে ভুলিতে পারে না, তাহার একমাত্র কারণ এই। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে বিবাহ হইলে স্ত্রী স্বামী বা স্বামী গৃহের সহিত যে পরিমাণে আকৃষ্ট হইবে তদূর্দ্ধ বয়সে বিবাহ হইলে ততটা আকর্ষিত হয় না। ইহা স্বভাবের নিয়ম। যৌবনের উন্মেষের অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে স্ত্রীকে স্বামীগৃহের অনুরূপ গড়িয়া লইতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাতে স্ত্রী শ্বশুর-গৃহের উন্নতি ও স্বামীর আদর ও ভালবাসা লাভে অধিকতর সক্ষম হইবে। এ সম্বন্ধে আর বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা বাংলার তথা ভারতের আলেমবৃন্দকে সানুনয় অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা এই খেলাফে শরিয়ৎ আইনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কঠোর কণ্ঠে ঘোষণা করুন যে, প্রস্তাবিত আইন মুসলমান মানে না বা মানিতে পারে না। কোরান হাদিসের বিপক্ষতাচরণকে তাহারা কখনই গ্রহণ করিতে পারে না।

নির্ব্বাচন ও হিন্দু সমাজ।—সহযোগী 'আনন্দবাজার' সাইমন কমিশনের নিকট সাক্ষ্য ব্যাপারে বেশ এক মজার মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যেহেতু কোন কোন প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া মিশ্রনির্ব্বাচন চাহিয়াছেন, আর মুসলমানগণ সংখ্যায় বেশী হইয়াও স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দাবী করিয়াছেন, সেই হেতু মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরাই দেশের কল্যাণ বড় করিয়া দেখিয়া থাকেন। সহযোগীর এই কথার কোন তাৎপর্য্য আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি বোধ হয় এ খবর রাখেন না যে, এ দেশের হিন্দু সমাজ মুস্‌লিম সমাজ অপেক্ষা শিক্ষায় ও অর্থে অধিকতর উন্নত। নির্ব্বাচন ব্যাপারে বিশেষ করিয়া ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা-পরিষদের নির্ব্বাচন সময়ে এই দুইটি জিনিষ না হইলে কিছুতেই চলে না। যাহাদের শিক্ষা বা অর্থ নাই তাহাদের ব্যক্তিত্ব আসিবে কোথা হইতে। অর্থ, শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের সাহায্যে হিন্দুগণ জেলার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ভোট সংগ্রহ ব্যাপারে সফলকাম হয়। আর একটী কারণ—মুসলমানগণ সাধারণতঃ গরীব বলিয়া হিন্দু মহাজনগণের নিকট ঋণজালে আবদ্ধ থাকে এবং সেই কারণেই মুসলমানগণ ঐ সমস্ত মহাজনের পীড়াপীড়িতে হিন্দুদিগকে ভোট দিতে বাধ্য হয়।

জমিদার-শ্রেণী।—স্বাধীন ভাবে ভোট দান ব্যাপারের আর একটি অন্তরায় হিন্দু জমিদার শ্রেণী। সাধারণতঃ কাউন্সিলে যাওয়ার সখটা তাঁহাদেরই বেশী। তাঁহারা তাঁহাদের পৃথক নির্ব্বাচন কেন্দ্র ছাড়িয়া এই সাধারণ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে আসিয়া প্রার্থী হন এবং ভোট সংগ্রহ ব্যাপারে অত্যাচার অবিচার, নিপীড়ন ইত্যাদি দুনিয়ার সর্ব্বপ্রকার অসৎ পন্থা অবলম্বন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। জমিদারদের শতকরা ৯৯ জন হিন্দু। মিশ্র নির্ব্বাচনে হিন্দু জমিদারগণের জন্য অন্য কেহ সফল কাম হইতে পারিবে না। ফলে সর্ব্বনাশ হ'বে চাষা শ্রেণীর লোকের—যাহারা অধিকাংশই মুসলমান। এক কথায় মুসলমানদেরই সর্ব্বনাশ হইবে। ভোটারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে গবর্ণমেণ্ট ভোটার শ্রেণীভুক্ত হইবার যে, কয়টী শর্ত্ত বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক মুসলমান "অযোগ্যতা" হেতু বাদ পড়ে। সেই জন্য কোন কোন প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যা গরিষ্ঠ হইলেও ভোটার হিসাবে হিন্দুদের অপেক্ষা ঢের ঢের কম। এই সমস্ত কারণেই মুসলমান মিশ্র নির্ব্বাচন চায় না। আর হিন্দুগণ মিশ্র-নির্ব্বাচন পাইলে, সব দিক একচেটিয়া করিয়া লইতে পারে এবং বর্ত্তমানে যেরূপ প্রত্যেক কার্য্যে মুসলমানদের প্রতিবন্ধকতা সহ্য করিতে হয়, তখন আর তাহাও করিতে হইবে না। মিশ্র নির্ব্বাচনে যে পরোক্ষ ভাবে হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইবে এ কথা বোধ হয়, সহযোগী একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

আজ্‌হারের পত্র।—মওলবী আব্দুল মন্নান আমাদের অনুজ প্রতিম। তিনি, কোরাণ শরিফের বিখ্যাত বঙ্গানুবাদক—বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রণেতা মওলানা মোঃ আব্বাস আলি সাহেবের মধ্যম পুত্র। গত খিলাফৎ আন্দোলনের যুগে আবদুল মন্নান 'কেম্প্‌বেল মেডিকেল স্কুলে'র তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী হইতে অসহযোগ করিয়া ইস্‌লাম-ও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু অবশেষে উক্ত আন্দোলন পণ্ড হইলে, তিনি আরবী পড়িতে আরম্ভ করেন। চরিত্রের পবিত্রতায় এবং একান্ত ধর্ম্ম-নিষ্ঠায় মন্নান মিঞা একজন আদর্শ তরুণ। তিনি কিছুদিন 'আহ্‌লে হাদীস' পত্রের সম্পাদকতাও করিয়াছিলেন। আজ কয়েক মাস আবদুল মন্নান মিসরে—বিশ্ব-বিশ্রুত জামে-আজ্‌হারে অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি 'আল্-মুস্‌লিমের' নিয়মিত পাঠক ও লেখক। তার দ্বিতীয় পত্র অদ্যকার 'আল্-মুস্‌লিমে' প্রকাশিত হইল। মিসরবাসীরা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, কায়রোর পত্রে তাঁহাদের সে ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন অবশ্য হইবে। জামে-আজ্‌হারের মত একটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা ভারতেও যে অত্যন্ত অধিক—পত্র পাঠে তাহা উত্তম রূপে অনুভূত হইবে। আমরা এই অত্যাবশ্যক পত্রের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"সুক্ষেত্রে বঙ্কিমীয়া"।—সিলৃহটের তবলীগ আফিস হইতে জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাদের লিখিতেছেন "সিল্‌হট মুস্‌লিম-ছাত্র-সম্মিলনীর সম্পর্কে একটি বিষয়ে আপনি কোন অভিমত প্রকাশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতেছে—অভ্যর্থনার সময় কতিপয় মুস্‌লিম-তরুণ—মাদ্রাসা ও কলেজের কতিপয় ছাত্র কর্ত্তৃক 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উত্থিত হওয়া। কোন মুস্‌লিম সম্মিলনীর অনুষ্ঠানে মুস্‌লিম নেতা বা মনীষীকে এই ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা মুস্‌লিমজনোচিত কার্য্য কি না, ইত্যাদি বিষয়ে আপনার মন্তব্য করা প্রয়োজন। আরও দুঃখের বিষয়, আমাদের কোন কোন বিশিষ্ট মুস্‌লিম বন্ধুও নাকি এ বিষয়ে যুবকদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ২রা কার্ত্তিকের 'যুগবাণী' পড়িলেই আপনি সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন"। এ বিষয়ে আজ আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। যদ্যপি বড় বড় "জন-নায়ক" ও "হজরৎ মওলানারা" কংগ্রেসের বেদীর উপর দাঁড়াইয়া মুসলমানের চৌদ্দ পুরুষের শ্রাদ্ধকারী বঙ্কিমের পৌত্তলিক "বন্দেমাতরম" গানের রস-ধারা পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন, তবে, মাদ্রাসা ও কলেজের অপরিণত-বুদ্ধি, অল্প-বয়স্ক বালক ও যুবকদের "বন্দে মাতরম" বলাতে দোষ কত তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যাঁরা আমাদের "বিরাট আদর্শ" যাঁরা আমাদের "জীবন পথের ধ্রুব তারা" তাঁরা অগ্রে সংশোধিত না হইলে, তরুণদের সংশোধনের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

যুগ-মানব—এই প্রসঙ্গে আমাদের আর একটা কথা মনে পড়িল। এক এক সময় এক একটা দেশ বা জাতির মধ্যে এক একটা হুজুগ আসে। সে হুজুগ যেমন ভালর দিক হইতে তেমনি মন্দের দিক হইতেও আসিয়া থাকে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে, ইংরাজী শিক্ষার নব-প্লাবন তরঙ্গে হিন্দু-সমাজেও এই হুজুগের বন্যা বিপুল বিক্রমে আসিয়াছিল। হিন্দুর প্রত্যেক বস্তু পৈশাচিক এবং ইউরোপের প্রত্যেক জিনিষ স্বর্গীয়—এই ভাবটা সেদিন বহু হিন্দু তরুণকে পাইয়া বসিয়াছিল। প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে, মজলিসে, বৈঠকে, বইয়ে পুস্তকে, খবরের কাগজে হিন্দুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আচার অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়কে ঘৃণার তুলিকায় চিত্রিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের হাবভাব, চালচলন, পোষাক, পরিচ্ছদ, চিন্তা, গবেষণা, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, কর্ষণ প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুর অন্ধপূজা করা তখনকার দিনে 'মোরেল কারেজে' দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কলিকাতার কলেজ-স্কোয়ারে প্রকাশ্যে মদ মাংসের শ্রাদ্ধ করিয়া 'নৈতিক বলে'র পরিচয় দেওয়া সেদিন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল! মাইকেল প্রভৃতির মত তরুণদের দলে দলে খৃষ্টান বা জড়বাদী হইয়া যাওয়া সেদিন হাল ফ্যাশনে উঠিয়াছিল। হিন্দু জাতির সেই ঘোর দুর্দ্দিনে রাজা রামমোহন, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি হিন্দু-ভারতের যুগ-মানবগণের আবির্ভাব হইল। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের "দাঁড়াও" ধ্বনি শুনিয়া হিন্দু তরুণের মোহ ভাঙ্গিল। ক্ষয়িত-আয়ু হিন্দুর জীবন-সূর্য্য সেদিন অস্ত যাইতে যাইতে আবার পূর্ণ দীপ্তিতে মধ্যাকাশে দেখা দিল। হিন্দু-সমাজে যুগ-মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই আজ মেসার্স সি, আর, দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, সুভাসচন্দ্র বসু, জে, এম, সেনগুপ্ত প্রভৃতি বিলাৎ-ফেরৎ "সাহেব"গণও গোঁড়া হিন্দু সাজিয়া হিন্দুধর্ম্মের জন্য প্রাণ দান করিতেছেন। ইস্‌লাম-ভারতে কোন যুগ-প্রবর্ত্তকের আবির্ভাবের জন্য আমরা সুপ্রভাতের প্রতীক্ষা করিতেছি।

শিক্ষা-বিল।—বাঙ্গালার মফঃস্বল অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিয়া নিরক্ষর পল্লী-কৃষককে তথা মুসলমান জনসাধারণকে আলোকের পথে পরিচালিত করিবার জন্য, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিক্ষামন্ত্রী সাহেব "প্রাথমিক পল্লী-শিক্ষা বিল" নামে যে এক আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছিলেন, 'আল্-মুস্‌লিমের' পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। বিলখানা বিবেচনার জন্য এবং আবশ্যকানুযায়ী পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনাদি সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে, এক সিলেক্ট কমিটীর হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সিলেক্ট কমিটি এই বলিয়া বিলটি পুনরায় কাউন্সিলের হাতে দিয়াছেন যে, পল্লীগ্রামের সহিত শহরবাসার সংযোগ করিয়া না দিলে এই আইন করার কোন ফল হইবে না, ইত্যাদি। আমরা সিলেক্ট কমিটীর এই মন্তব্যের কোনপ্রকার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। মুষ্টিমেয় শহরবাসীর লাভালাভের

মগ্‌রেবী

পঙ্গপালের অভিযান

উৎপাত নিবারণে সরকারের চেষ্টা

মিঃ অর্থস্‌ট গোর এক বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেনিয়া উপনিবেশে সম্প্রতি যে পঙ্গপালের উৎপাত হইয়াছিল, তাহা নিবারণকল্পে গভর্ণমেণ্ট সাড়ে ছয় হাজার পাউণ্ড মঞ্জুর করিয়াছেন। পঙ্গপাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ডাক্তার স্থগার বলেন, পঙ্গপালের উৎপাত নিবারণ জন্য একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ হওয়া আবশ্যক। কেনিয়া গভর্ণমেণ্টও তাহাতে সম্মত আছেন। খুব সম্ভব আগামী বাজেটে সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হইবে।

নূতন ধূমকেতু

খালি চোখে দেখা যায় না

রোজব্যাঙ্ক নামক স্থানের অধিবাসী মিঃ ফর্বস এক সখের জ্যোতিষী; তিনি পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্দ্ধে একটি নূতন ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের মান-মন্দিরের ডাইরেক্টর বলেন, উল্লিখিত ধূমকেতুটি বেশ উজ্জ্বল বটে; কিন্তু খালিচোখে, কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে, উহা দেখা যায় না। ইহার পুচ্ছ এখনও দেখা যায় নাই, কিন্তু ইহা বিশেষ দ্রুতগতিতেও চলিতেছে না। ইহা বিষুবাংশের ১২ ঘণ্টা ৮ মিঃ এবং অক্ষাংশের ২০ ডিগ্রি ৩২ মিঃ দক্ষিণে অবস্থিত।

বার্কেনহেডের পেন্সন

বাৎসরিক ৫ হাজার পাউণ্ড

কমন্স সভায় এটর্ণি জেনারেল ঘোষণা করেন যে, লর্ড বার্কেনহেডে অবসরপ্রাপ্ত লর্ড চেন্সেলর হিসাবে বাৎসরিক ৫০০০ পাউণ্ড করিয়া পেন্সন লইবেন স্থির করিয়াছেন। এটর্ণি জেনারেল বলেন যে, এই পেন্সন বর্ত্তমান কার্য্যের পুরস্কার নহে, তিনি পূর্ব্বে যে কাজ করিয়াছেন, তাহারই পুরস্কার। মিঃ ওয়েজ্‌উড বলেন যে, লর্ড বার্কেনহেড ইতিমধ্যেই তিনটি বড় বড় কারবারের ডিরেক্টর হইয়াছেন। এটর্ণি জেনারেল বলেন যে, প্রত্যাখ্যাত পেন্সন পুনঃগ্রহণ করাটা নূতন নহে, পূর্ব্বেও এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে।

প্রিভি কাউন্সিলে মামলার ভিড়

নূতন বিচারক নিয়োগ

প্রিভি কাউন্সিলে দুইজন অতিরিক্ত বিচারকের নিয়োগের প্রস্তাবে শীঘ্রই পার্লিয়ামেণ্টে উঠিবে। এই সম্পর্কে এটর্ণি জেনারেল বলিয়াছেন যে, সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে আপীলের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়াল কমিটিকে দুই ভাগে ভাগ না করিলে আর চলে না, সুতরাং ভারতের আইন-কানুন, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে, বিশেষ অভিজ্ঞ দুইজন সদস্য নিয়োগ একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা প্রত্যেকে বাৎসরিক ৪ হাজার পাউণ্ড করিয়া বেতন পাইবেন। এই টাকার অর্দ্ধেক ভারতীয় কোষাগার এবং অর্দ্ধেক রাজকীয় কোষাগার হইতে প্রদত্ত হইবে।

ইংলণ্ডে আবার ঝড়

৮ জন নিহত, বহু আহত

ইংলণ্ডের উপর দিয়া আবার ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ৮ জন নিহত হইয়াছে। জাহাজের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। জাহাজ চলাচলের বিঘ্ন হইয়াছে। গৃহের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে। বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়াছে। ইষ্ট-ভেলীর অধিবাসী প্রায় ৫০০ গৃহহীন হইয়াছে। ঝড়ে তাহাদের গৃহাদি ধ্বংস হইয়াছে। পোর্টল্যাণ্ডে তিন খানা সমুদ্র যাত্রী বিমানপোত বিনষ্ট হইয়াছে। ঠিক এক সপ্তাহ পরে আবার ভীষণ ঝড়ে লণ্ডনের অশেষ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, বিমানপোত চলাচল বন্ধ করিতে হইয়াছে। কয়েকখানি জাহাজ হইতে বিপদ সূচক সংবাদ আসিয়াছে। ইহাদিগকে সাহায্য করার জন্য কয়েকখানি "জীবনতরী" প্রেরিত হইয়াছে।

আলেক্‌জেণ্ডার মারের মৃত্যু

সরকারী মহলে শোক

রাজসাহী বিভাগের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার স্যার উইলিয়ম আলেকজেণ্ডার মার গত বৃহস্পতিবার দিবস লণ্ডনে মারা গিয়াছেন বলিয়া খবর আসিয়াছে। অকস্মাৎ এই নিদারুণ সংবাদে তাঁহার সরকারী ও বে-সরকারী বন্ধুগণ শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মাত্র গত বুধবার সকাল বেলার গেজেটে ঘোষিত হইয়াছিল যে, মিঃ মার বাঙ্গলার রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৮৯৬ সনে ইনি ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভিসে যোগদান করেন। ১৯২৫ সনে ইনি রাজসাহী বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হন। মিঃ মার গত ফেব্রুয়ারী মাসে ছুটি লইয়া ইংলণ্ড গমন করেন। শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিঃ এন, গুপ্তের স্থলে রেভিনিউ বোর্ডের সদস্যপদ গ্রহণ করিবার কথা ছিল। কিছুদিন হয় তিনি হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন। ইনি অবিবাহিত ছিলেন।

পূর্ব্ব আফ্রিকার ভবিষ্যৎ

উপনিবেশে পরিণত হইবে কি?

লণ্ডনের ২০শে নবেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, হিলটন-ইয়ং কমিশন পূর্ব্ব আফ্রিকাকে একটি উপনিবেশে পরিণত করিবার জন্য সুপারিশ করিয়া এক রিপোর্ট দিয়াছেন বলিয়া ভারতীয় মহল হইতে একটি খবর রটিয়াছে। এতৎ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, ঐ রিপোর্ট জানুয়ারী মাসের পূর্ব্বে পার্লামেণ্টে দাখিল করা হইবে না বা কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তদন্ত করা সম্ভবপর হইবে না। টাঙ্গানিকা, কেনিয়া ও উগাণ্ডাকে একটী উপনিবেশে পরিণত করার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, ঐ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না; কেননা টাঙ্গানিকা ম্যাণ্ডেটের অন্তর্ভুক্ত দেশ। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কেনিয়া, টাঙ্গানিকা ও উগাণ্ডার গবর্ণরগণ লণ্ডনে আসিবেন, তখন ষ্টেট সেক্রেটারীর রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনার এক সুযোগ উপস্থিত হইবে।

মিঃ হুভারের ঘোষণ

"খোদার করুণাই সম্বল"

যুক্তরাজ্যের সাধারণতন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট কুলিজের নিয়মিত কাল উত্তীর্ণ হওয়ায় নব নির্ব্বাচন হয়, এবং তাহাতে মিঃ হুভার জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি নির্ব্বাচন অন্তে এক ঘোষণা-পত্র বাহির করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলেন, "আমার দেশ-বাসী আজ আমার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিশেষ মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়াছি। কি বলিয়া আজ তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিব, তাহার ভাষা পাইতেছি না। আমি জয়লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু এখন উল্লাস করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই জয়লাভের ফলে আমার স্কন্ধে আজ গুরুতর কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত হইয়াছে। কিরূপে আমি এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব, তাহাই এখন আমার ভাবনার বিষয় হইয়াছে। এ কার্য্যে খোদার অনুগ্রহ ছাড়া সাফল্য লাভের কোনই উপায় নাই। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জটিল দায়িত্বপূর্ণ এই সভাপতির পদের সম্মান রক্ষার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব। তথাপ যদি আমি আমার দেশবাসীর আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগ না পাই, তবে কখনও সফল-কাম হইতে পারিব না। আমি তাই আজ সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি।"

মিঃ হুভার জনৈক গ্রাম্য কর্ম্মকারের পুত্র ছিলেন। তাঁহার মাতা খুব বুদ্ধিমতী ছিলেন। হুভারের ১০ বৎসর বয়স না হইতেই, তাঁহার পিতামাতা পরলোক গমন করেন। হুভার শৈশব হইতে খনির কার্য্যে যোগদান করেন এবং সপ্তাহে যে বেতন পাইতেন তদ্দ্বারা ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তথা হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি অষ্ট্রেলিয়া এবং পরে চীনদেশে খনির একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে নিযুক্ত হইয়া গমন করেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় হুভার ইউরোপে ছিলেন এবং তাঁহার লাভজনক ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বেলজিয়মের বিপন্ন নরনারীকে উদ্ধারার্থ অগ্রসর হন। অতঃপর ১৯২১ সনে তিনি আমেরিকার বাণিজ্য-সচিবের পদ লাভ করেন। মিঃ হুভার জীবনের অধিকাংশ সময় বিদেশে কাটাইয়াছিলেন, সুতরাং অন্য সকলের অপেক্ষা বৈদেশিক নীতিতে তাঁহার অধিকতর আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

মফঃস্বল

আনন্দ বার্ত্তা

সিলহটে আহূত সুর্ম্মাভেলীর "তরুণ"-দের সভায় দেশবরেণ্য নেতা ফজলুল হক "আমি অগ্রে ভারতবাসী ও পরে মুসলমান" এইরূপ অতি ঘৃণ্য মন্তব্য করিয়াছিলেন বলিয়া বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া আমরাও "আল্-মুস্‌লিমে" কড়া Remark করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। জনাব হক সাহেবের নিজের পত্রে তার তীব্র প্রতি-বাদ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত এবং দুঃখিতও হইলাম। আন্‌সারী আজাদ প্রভৃতি হিন্দুর ফেন-চাটা তথাকথিত নেতা-গণ ব্যতীত এরূপ উক্তি কোন মুসলিম-জাদার মুখ হইতে বাহির হওয়া কোন মতে সম্ভব নয়। বঙ্গের স্বনাম-ধন্য ভূম্যাধিকারী—পণ্ডিত ও মথিত সমাজের বিধি-নির্দ্দিষ্ট কাণ্ডারী জনাব কাজেমুদ্দিন আহম্মদ সিদ্দিকী সাহেব রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিয়াও জনাব হক সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং যার উত্তরে হক সাহেব প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, উভয় পত্রই হুব হু নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

(মঃ আঃ মুঃ)

রুদ্রের প্রচেষ্টা

My dear Fazlul Huq Sahib,

বহু দিন পর আজ একটী অপ্রীতিকর ঘটনা লইয়া আপনাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছি, আশা করি তজ্জন্য কিছু মনে না করিয়া আমার মনের গভীর ভালবাসা ও হৃদয়ের ক্ষোভ ও দুঃখই, তাহারূপ অনুধাবন করিবেন। আপনার রাজনৈতিক জীবন বা অন্যান্য ব্যবহার সম্বন্ধে আপাততঃ আমার এই বার্দ্ধক্য, নিপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ ও রুগ্নাবস্থায় কিছু বলিবার নাই। আপনি উত্তমরূপেই জানেন যে আপনার পরহেজগারী, শরিয়তের পাবন্দি ও পাকা খোশ ইসলামিয়তের জন্য আপনার বহু আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট আপনি বিশেষভাবে আদৃত, কিন্তু এই সে দিনের আপনার সিলহটী-বক্তৃতায় "আমি প্রথম ভারতবাসী পরে মুসলমান" শব্দরূপ ভীষণ বোমা বিদীর্ণ করিয়া আপনার ভক্তমণ্ডলীর প্রাণ কি ভাবে যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছেন তাহা ক্ষণেকের জন্যও ভাবিয়াছেন কি?

নন-কো-অপারেশনের সময় পাঞ্জাব-নেতা মিষ্টার শওকত আলী ঠিক ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করিয়া কিরূপ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, ভোগের পর তওবা করিয়া শেষে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হন হন নাই। ঠিক বটে, আমাদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তির অত্যন্ত অভাব, তাহা সত্ত্বেও, ইসলাম ও শরিয়ত যে অতি শ্রেষ্ঠ ও মহান ইহা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। আপনার ন্যায় একজন সুযোগ্য ব্যক্তি হারাইলে পূর্ব্ববঙ্গ মুসলিম-সমাজ মস্তকহীন না হইলেও অঙ্গ-হীন যে হইবে তাহাতে সন্দেহের অবসর মাত্র নাই; কিন্তু তথাপি—(আল্লাতালা না করেন) যদি আপনি ঐরূপ অনৈসলামিক কথা বলিয়াই থাকেন, এবং এখন তওবা করিয়া উহার প্রত্যাহার না করেন,—তবে অতি দুঃখে, অতি ব্যথায় হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইলেও অতি অনিচ্ছাতেও আপনার সংশ্রব আমাদের ত্যাগ করিতেই হইবে। তাই আমার আত্মীয়তা ও বান্ধবতার দোহাই দিয়া সবিনয় জানিতে চাই ও পরামর্শ দিতে চাই সত্য, সত্যই আপনি উহা বলিয়াছেন কি না? না বলিয়া থাকিলে ঐ মিথ্যা রটনার জন্য অতি দৃঢ়তার সহিত সংবাদ-পত্রে প্রতিবাদ করুন ও আমাকেও লিখুন خدا نا خواسته যদি বলিয়াই থাকেন তবে মুক্তকণ্ঠে সেই পাক পরওয়ারদেগার করুণাময় আল্লাতালার পবিত্র মহান দরবারে তওবা করিয়া ঐ উক্তি প্রত্যাহার করুন ও আমাকেও লিখুন আমি আপনার ঐ পত্র, সংবাদ পত্রে ছাপাইয়া দিব—انشاء الله تعالی الحق مر তাই পত্রের ভাষা যদি কড়া হইয়া থাকে, তবে ভাই আমাদের সেই পুরাতন গাঢ় বন্ধুত্বের কথা স্মরণে ভুলিয়া যাইবেন বলিয়া আশা করি।

ভরসা করি ফেরত ডাকেই এই পত্রের উত্তর পাইতে বঞ্চিত হইব না। অত্রস্থ শুভ, আগামীতে তত্রত্য সর্ব্বাঙ্গীন্ কুশল বাঞ্ছনীয়।

Affectionately yours—
Sd. K. A. Siddiky.

হক সাহেবের জওয়াব

Dear brother Khan Bahadur Sahib,

এইমাত্র আপনার একখানা পত্র পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়াছি। পত্র পাঠ করিয়া আধঘণ্টা পর্য্যন্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়াছিলাম। এখন মন একটু স্থির করিয়া উত্তর লিখিতে বসিলাম।

আপনি লিখিয়াছেন যে, আমি সিলেটে বক্তৃতায় বলিয়াছি :—"আমি প্রথমে ভারতবাসী পরে মুসলমান" এ কথা খবরের কাগজে রিপোর্ট হইয়াছে। এরূপ কথা আমি আমার বক্তৃতায় কোনও স্থানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বলি নাই। এ সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। I know very well.

خلاف پیمبر کسے رہ گزید -
که هرگز بمنزل نخواهد رسید -

নন-কোঅপারেশনের সময় হইতে খবরের কাগজ-ওয়ালারা আমার বিরুদ্ধে এরূপ অমূলক সংবাদ মাঝে মাঝে লিখিয়া থাকে। মুজিবর রহমান্ এবং আকরম খাঁ আমার বিরুদ্ধে যাহাই বলুক না কেন আমি কখনও আমার Principle ছাড়িয়া কার্য্য করি না। আমি যতই মূর্খ বা জ্ঞানহীন হই না কেন শরা-শরিয়তের বিরুদ্ধে কোনও কথা এখন পর্য্যন্ত বলিও নাই এবং কখনও বলিব না বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আপনারা আমাকে এত Intimately জানা সত্ত্বেও আমি এরূপ বেশরা কথা বলিতে পারি তাহা আপনারা বিশ্বাস করিয়াছেন এবং এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া দুই পৃষ্ঠা অভিযোগমূলক চিঠি লিখিয়াছেন। আমি আবার বলি আমি এরূপ কোন কথা বলি নাই এবং এ সম্বন্ধে News paper report সর্ব্বৈব মিথ্যা। কোন খবরের কাগজে আপনি এরূপ সংবাদ পড়িয়াছেন তাহা আমি জানি না। যদি মেহেরবাণী করিয়া আমার পক্ষ হইতে আপনি এ সংবাদটীর তীব্র প্রতিবাদ করেন, তবে আমি আপনার নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিব এবং খোদাতালা আপনাকে ইহার সওয়াব দিবেন।

Separate electorate সম্বন্ধেও খবরের কাগজ-ওয়ালারা এরূপ একটী অমূলক সংবাদ আমার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিল। আমি জানিতে পারিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম এবং সিলহটের Reception কমিটিও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। যথাসময়ে এই সকল প্রতিবাদ মুসলমান News paperএ প্রকাশিত হইয়াছিল দেখিয়া থাকিবেন। আশা করি আপনি খোদার ফজলে ভাল আছেন। এখানে সর্ব্বত্র মঙ্গল।

Yours affly,
Sd. A. K. Fazlul Huq.

তাড়াশে রায়ৎ-সভা

বাধ্যতামূলক প্রাঃ শিক্ষার দাবী

পাবনা জেলাবাসীর উপরে টাকা প্রতি আট আনা হারে—নূতন পথকর ধার্য্যের চেষ্টা হইতেছে। তৎপ্রতিকারকল্পে গত ১৪ই কার্ত্তিক তাড়াশ টাউনে বাবু পূর্ণচন্দ্র গোস্বামীর সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় সুলেখক ও তেজস্বী বক্তা—মৌলবী সেরাজুল হক্ সাহেব এক উদ্দীপনা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর নিম্নের প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় প্রায় ৫০০ শত লোক হইয়াছিল। ১। এই সভা জেলাবাসীর উপর অন্যায় এবং অসঙ্গত ভাবে কর স্থাপনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। ২। অচিরে প্রাইমারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিয়া সাধারণে তাহা প্রচার করিতে এই সভা সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

—সংবাদ-দাতা।

মওলানা আজিজুর রহমান

বড়পেটায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা

বিগত ১০ই নভেম্বর মাওলানা সাহেব বড়পেটার কতিপয় শিক্ষিত মুসলমানের আহ্বানে সেখানে পৌছেন। স্থানীয় সমাজ সেবী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ডাঃ মওলবী খবির উদ্দিন সাহেবের বাড়ীতে মাওলানা সাহেবের থাকার বন্দোবস্ত হয়। ১১ই তারিখ রবিবার স্থানীয় মস্জিদ প্রাঙ্গনে একটি ইস্লামী সভা আহূত হয়। তাহাতে হাইস্কুলের মুসলমান ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত থাকে। মওলানা হেফ্জুল্লা বি,এ, মওলানা মুহম্মদ আলি; কোর্ট সব ইন্স্পেক্টর, মওঃ কাজি আনোয়ার উল্লা ম্যারেজ রেজিষ্টার, মওঃ খবির উদ্দীন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক ও নিকটস্থ মুসলমানগণ উপবিষ্ট ছিলেন। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মুসলমানের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীনতার হেতু ও তাহার প্রতিকার কি ভাবে হইতে পারে। পর্দ্দা পরিহারের অপকারীতা, সওগাতী দলের গোঁড়ামী ইত্যাদি বিষয় লইয়া অপরাহ্ন ৩৷৷০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা দেন। এই স্থানটী হিন্দু প্রধান। মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কোর্ট আদালতে একজন উকিল মোক্তারও মুসলমান নাই ইত্যাদি কারণে মুসলমানগণের দুর্ব্বলতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। মাওলানা সাহেবের জ্বালাময়ী বক্তৃতা, উপদেশপূর্ণ ও আশাপ্রদ বাণীতে মুসলমানদের প্রাণে আলোকের আভা দেখা দিয়াছে। জাতীয় পত্রিকা বিশেষ করিয়া "খাদেম", "আল্-মুস্লিম", "মোহাম্মদী" প্রভৃতি পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য সকলকে উপদেশ দেন। 'সওগাত' পাঠের বিষময় ফলের কথা মাওলানা সাহেব অতি স্পষ্টভাবে সকলকে বুঝাইয়া দেন। তিনি এতদঞ্চলে আরও কয়েকটি সভা করিবেন।

"রিপোর্টার"

একটি আরজ

জাতীয় সংবাদ-পত্র

জাতীয় সংবাদ-পত্রের আবশ্যকতা ও উপকারীতা না বুঝেন, তেমন শিক্ষিত মুসলমান বোধ হয়, অতি কমই আছেন। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কুলী মজুরেরাও খবরের কাগজ পড়িতে না পারিলে হয়রাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু বঙ্গের বড় বড় উপাধিধারী ভাই সাহেবেরা নানা কু-কর্ম্মে অজস্র টাকা পানির মত ব্যয় করিবেন, তথাপি জাতীয় পত্রিকাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ২।৪ টাকা দিয়া গ্রাহক হইতেও একান্ত নারাজ। বঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় আমাদের সংবাদ-পত্রের সংখ্যা অতি অল্প। ইহার কারণ সহানুভূতির অভাব। বর্ত্তমানে আমাদের যে কয়েকখানি পত্রিকা আছে, তাহার প্রায়গুলিই লজ্জাস্কর বেহুদা আলোচনায় শক্তি নষ্ট করিতেছেন। অনেকে আবার ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-প্রচারকগণকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? উপরোক্ত রোগ হইতে মুক্ত করিয়া প্রত্যেক পত্রিকাকেই বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। আমি প্রত্যেক জাতীয় পত্রিকারই নিয়মিত পাঠক। এবং এমন কোন পত্রিকা নাই যাহার অন্ততঃ ২।৪ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া না দিয়াছি। আজ কয় মাস যাবৎ "আল্-মুস্লিম" বাহির হইয়াছে, ইহার নির্ভীক আলোচনা পাঠে আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, "আল্-মুস্লিম" ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বর্ত্তমান সময়োপযোগী হইয়াছে পরন্তু, অনৈস্লামিক ভাবাপন্ন তথাকথিত কাগজগুলির সুপথপ্রদর্শক রূপেও আমরা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি। 'আল্-মুস্লিম' পরিচালক যে মহদুদ্দেশ্য লইয়া সমাজ-সেবায় ব্রতী হইয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিতে হইলে—প্রত্যেক ধর্ম্মভীরু খোদাভক্ত সমাজ-সেবকেরই কর্ত্তব্য যে গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া ইহাকে শক্তিশালী করা। তাই সমাজের খাদেমরূপে আমি বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের খিদ্মতে আরজ করিতেছি যে, যাহাতে "আল্-মুস্লিম" প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে ঘরে ও করে করে পৌছিতে পারে সেই ব্যবস্থা সত্বরে করুন। বিশাল বঙ্গ ও আসাম হইতে কি "আল্-মুস্লিমে"র দশ সহস্র গ্রাহকও আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব না? বক্তা, প্রচারক, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, মাদ্রাসার মুদারেস্, উকিল-মোক্তার ও আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল নওজোয়ান তরুণ ছাত্রবন্ধুগণ প্রত্যেকেই এ বিষয়ে মনোযোগী হউন।

খাদেম—
(হাফেজ) ফজলুর রহমান রণভাওয়ালী
বাপ্তা হাফেজি মাদ্রাসা কমিটি
পোঃ কাওরাইদ, (ঢাকা)।

ঢোকাতে বিরাট সভা

কারী সাহেবের জ্বালাময়ী বক্তৃতা

বিগত ১৪ই নবেম্বর মুতাবেক ২৮শে কার্ত্তিক বড়পেটার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও আঞ্জুমানে খায়েরোল ইস্লামের সেক্রেটারী ডাঃ খবিরুদ্দীন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে ঢোকা মক্তব মাদ্রাসার হেড মওলবী মির্জ্জা খোরশিদুজ্জমান সাহেব প্রমুখের চেষ্টায় মুন্সী আইনুদ্দীন সাহেবের বাড়ীতে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়, পার্শ্বস্থ ৫।৭টী গ্রামের মুসলমানবৃন্দ যোগদান করেন। বড়পেটার পুলিস সবইন্স্পেক্টার মওঃ মাহমুদর রহমান, কোর্ট সবইন্স্পেক্টার মওঃ মুহাম্মদ আলী আকন্দ, ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার মওঃ কাজি আনওয়ারউল্লা, পালুহাজি মাদ্রাসার শিক্ষক মওঃ ইদ্রিস্ প্রমুখ ৬।৭ জন বক্তা সমাজের দুরবস্থার বিষয় অতি হৃদয়গ্রাহী ভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য মওলানা সাহেবকে অনুরোধ করেন। তৎপরে মওলানা সাহেব ইস্লাম ও মুসলমান এবং তাহাদের কর্ত্তব্য বিষয়ে অতি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। শিক্ষার অভাবেই যে মুসলমান সমাজ অধঃপাতে যাইতেছে—এই বিষয় মওলানা সাহেব সকলকে বুঝাইয়া এই স্থানে একটী মাদ্রাসা স্থাপনের বিষয় উল্লেখ করেন, সর্ব্ব প্রথমে মুন্সী আইনুদ্দীন সাহেব একটী জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য ৫০০৲ শত টাকা দান স্বীকার করেন। এই ভাবে সভার মধ্যেই প্রায় ৯০০৲ নয় শত টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়, সভাস্থলে ৪০০৲ চারি শত টাকা পরিমাণ নগদ আদায় হয়। জাতীয় পত্রিকা পাঠের উপকারিতা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মওলানা সাহেব "আল মুস্লীম" "খাদেম" "মুসলমান" "মোহাম্মদী" "ছোলতান" পত্রিকার নাম উল্লেখ করেন। অতঃপর সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় নিম্নলিখিত ২টী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১। যেহেতু "সওগাত" পত্রিকা পবিত্র ইস্লামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে, এবং সর্ব্বদাই মাননীয় ও সমাজপূজ্য ওলামাকে ব্যঙ্গ করিয়া আসিতেছে, ইহাতে ইস্লাম ও মুস্লিম জাতির যথেষ্ট অবমাননা ও ধর্ম্মদ্রোহীতা হইতেছে, সুতরাং, অদ্যকার এই সভা "সওগাত" পত্রিকাকে সর্ব্বতোভাবে বয়কট করার প্রস্তাব করিতেছে। ২। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্লামকে অভিনন্দিত করিবার জন্য "সওগাতে" প্রায়ই একটি করিয়া আবেদন বাহির হইতেছে, কবির প্রতিভার প্রতি এই সভার আস্থা থাকিলেও তাঁহার ধর্ম্মদ্রোহীতা ও শরিয়ৎ-বিগর্হিত কার্য্য সমূহের নিন্দা করিতেছে, এবম্বিধ কবিকে অভিনন্দিত না করিয়া—পবিত্র ইস্লামের বিধানানুযায়ী ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য শরিয়তের দেশবরেণ্য আলেমবৃন্দকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বিনীত—রিপোর্টার।

তবলীগ ও হেফাজতে ইস্লাম-সমিতির পক্ষ হইতে মুসলমানগণের প্রতি

নিবেদন।

পবিত্র ইস্লামের খিদমতের জন্য আল্লাহ্ তালার রহ্মতের উপর ভরসা করিয়া আমরা গত ১৯২৩ ইংরেজীর ২৫শে নবেম্বর মুতাবিক ১৩৩০ বাংলার ৯ই কার্ত্তিক "তবলীগ ও হেফাজতে ইস্লাম" নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। সমিতির তত্ত্বাবধানে খাসিয়া পাহাড়ে বর্ত্তমানে তিনটি স্কুল পরিচালিত হইতেছে। চারিজন মওলবী সাহেব খাসিয়া ভাষা শিক্ষা করিয়া তন্মধ্যে তিনজন স্কুলে শিক্ষা দিতেছেন এবং একজন প্রচারের কাজে ও খাসিয়া ভাষায় ইস্লামী পুস্তকাদি রচনায় নিযুক্ত আছেন। পাহাড়ে ইসলাম প্রচারের জন্য খাসিয়া ভাষায় একখানা পত্রিকা প্রকাশ অত্যন্ত জরুরী হইয়া পড়ায় সত্বর ইহার বিহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আল্লাহ তালার মেহেরবাণীতে সমিতির প্রচেষ্টার ফলে এযাবৎ প্রায় ৬০ জন হিন্দু, খাসিয়া ও খৃষ্টান ইস্লাম কবুল করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং সমাজের মধ্য হইতে গয়ের ইস্লামী ভাব দূর করিবার জন্য সমিতির প্রচারকগণ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করিতেছেন। এইরূপে গত পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বেশ বুঝা গিয়াছে যে, ইস্লামী আদর্শের উপর পল্লীগঠন করা এবং মাতৃভাষার ভিতর দিয়া ধর্ম্মশিক্ষার বিস্তার করা নিতান্ত দরকার। তজ্জন্য সমিতি একদল উপযুক্ত কর্ম্মী প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে একটি মুয়াল্লিম ট্রেনিং ক্লাস প্রতিষ্ঠা, এবং নানাবিধ কিতাব হইতে বাংলা ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক রচনা ও একখানা ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই সমস্ত কাজকে সুচারুরূপে চালাইতে হইলে বিস্তর টাকার দরকার, তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। পত্রিকা এবং পুস্তকাদি প্রকাশের জন্য সমিতির একটা নিজস্ব প্রেস থাকাও আবশ্যক এবং এই কাজগুলিকে স্থায়ীভাবে চালাইতে হইলে একটি স্থায়ী ফণ্ডেরও একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী নিজ নিজ সমাজের উন্নতির এবং ইস্লামী সভ্যতা ও প্রভাবকে বিনষ্ট করিবার জন্য যেভাবে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা যদিও বিচলিত হই নাই, তথাপি আমাদের গাফ্লাতের ঘুম না ভাঙ্গিলে আশঙ্কারও অবধি নাই। অতএব, খোদা ও রসুলের প্রিয় মুসলমানগণের খিদ্মতে :বিনীত নিবেদন তাঁহারা যেন ইস্লামের এই সঙ্কটকালে আন্সার ও মুহাজিরগণের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ইস্লামের জন্য, হজরতের জীবনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য ও পরম পবিত্র সুন্নৎ তবলীগের জন্য সাধ্যানুসারে সাহায্য করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—টাকা কড়ি ও চিঠি পত্র—সম্পাদক, তবলীগ-সমিতি সিলহট:—এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বিনীত—
(খান বাহাদুর মওলবী) মুহাম্মদ বক্ত্ মুজমাদার
(এম্, এল, সি,)
(মওলানা) গোলাম কিব্রিয়া চৌধুরী
(জমিদার, ভাটীপাড়া)
(মওলানা) শফিকুল হক চৌধুরী
সভাপতি, তবলীগ সমিতি, সিলহট।
(অনারেবল মওলবী) আবদুল হামিদ
প্রেসিডেণ্ট, আসাম কাউন্সিল।
(মওলানা) মুহাম্মদ ইয়াকুব
বদরপুর।
(মওলবী) আবদুল হাফিজ (এম, এ, বি,এল)
সেক্রেটারী, তবলীগ সমিতি, সিলহট।

অন্তরীণে নাভারাজ

স্থান পরিবর্ত্তনের আবেদন

"মাদ্রাজ মেল" পত্রের কোয়েম্বাটোরস্থিত সংবাদদাতার তার হইতে জানা যায়;—অন্তরীণে আবদ্ধ নাভার ভূতপূর্ব্ব মহারাজ সরকারের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। তিনি এখন কোদাইকানালে আছেন। তথাকার আবহাওয়া তাঁহার সহ্য হয় না। তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। তিনি উতকামণ্ডে থাকিতে চাহেন। কিছুদিন পূর্ব্বে গুজব রটিয়াছিল যে, নাভা রাজার ভাতা কমাইয়া ১০০০০৲ হইতে ৬০০০৲ টাকা করা হইয়াছে। ইহা সত্য নহে। এখনও তিনি ১০০০০৲ টাকাই ভাতারূপেই পাইতেছেন।

হিন্দু-মুসলিম মিলন কী জয়

ক্ষাত্র-বীর্য্যের মহিমা

নয়া দিল্লীর ২৭শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, বিগত ২৪ই নবেম্বর তারিখে মুরাদাবাদের আকরোহা নামক স্থানের সন্নিকটে বিলারা গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা-সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এক সরকারী এশ্তেহার প্রকাশিত হইয়াছে যে জনৈক হিন্দুর জমি হইতে জনৈকা মুসলমান স্ত্রীলোক কাষ্ঠ আহরণের ফলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তিন জন মোসলমান শহিদ এবং তিন জন হিন্দু ও ৮ জন মুসলমান জখম হইয়াছে। মুসলমানগণের অধিকাংশ কাঁচা ঘর বাড়ী পুড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ২৫ জন হিন্দু ও ৪ জন মুসলমানকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। যাহা হউক, ঘটনাস্থল বর্ত্তমানে বেশ শান্ত আছে, এবং অন্য কোন প্রকার বিপদাপদের আশঙ্কা নাই।

কলিকাতার বাজার দর

—:*:—

পাট

পাটের দর ৮৷০ টাকা হইতে ১২৸০ টাকা মণ। গত বৎসর এই সময়ে দর ছিল ৭৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা মণ।

সোণা ও রূপা

ইংলিশ বার (প্রতিভরি)	২১৷৶০
টাঁকশালের " "	২১৷৶১৫
বড়ালের " "	২১৷/০
চিনাপাত " "	২১৷৶০
গিনি (প্রত্যেকখানা)	১৩৷৶৫
রূপা পাইকারী ১০০ ভরি	৬০/০
ঐ খুচরা	৬০৷০

চাউল

শিটা	৭৸৶০	টাকা মণ
পাটনাই আতপ পুরাতন—	৮৶০	" ৮'/০
চিনি শক্কর	১১৲	" ১২৲
দাউদখানি	১১৷০	" ১২৷৶০
বাঁকতুলসী	৮৶০	" ৮৸০
বালাম	৭৷/০	" ৭৷৶৫
পাটনাই	৭৶০	" ৭৷৶০

ডাল

মাষ কলাই ডাল—৭৲ হইতে	৭৸০ মণ
অড়হর দেশী—৮৲	৮৷০
ছোলার ডাল—৬৸০	৭৷০
মুগুরি পাটনাই— ৮৷০	৮৸৶০
ঐ খাড়ী ৯৲	১০৲
মুগ— ১১৷০	১৫৷০
মটর— ৬৷০	৭৲
খেঁসারী— ৪৸৶০	৫৷০
সোণামুগ গোটা— ১৩৸০	১৪৷০
কৃষ্ণ— ৮৷০	৮৸০
হারি— ৫৲	৬৷০
কালিকলাই ৫৸০	৬৷০

মসলা

হরিদ্রা (মছলি পত্তন)—১৩৷০;
সুপারী (ছোট দানা)—১৭৲—১৮৲
ঐ (বড় দানা)—১৯৲; ২০৲
ধনিয়া—৯৷০
লাল লঙ্কা—১৩৷০
গোল মরিচ—৭৫৲, ৭৭৷০
এলাচি (বড়)—৩৫৲, ৩৬৲
ঐ (ছোট)—৪৲ ৪৷০; সের
সাগু দানা—১০৲
ধুনা (জাহাজী)—৬৷০, ৭৸০
দারুচিনি—১৩৸০
লবঙ্গ—১৷০, ১৷/০ সের
মিশ্রি ১নং—১০৲, ১০৸০

ঘৃত

শ্রী—	৮৬৲
মটকী—	৭৮৷০
ভারতী—	৭৫৲
খুরজা—	৭৫৲

আটা ময়দা সুজী

পেটেণ্ট ময়দা প্রতিমণ—৯৲ হইতে		৯৶০
মিহি—	৮৸০	৮৸৶০
সুজী—	৯৲	৯৶০
আটা "বি"—	৮৸০	৮৸৶০
ঐ ২নং—	৮৶০	৮৷০
ঐ ৩নং—	৬৷০	৬৷৶০
ঐ "এস" মার্কা	৮৲	৮৶০

তৈল

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটি (রাধা-কৃষ্ণ মার্কা)	২৩৷০,	২৬৲
" কলের মিশ্রিত	২০৲ ২২৷০,	২৫৲
" কানপুর, টিন সমেত	২৩৷০, ২৪৲,	২৬৲
" ঘাণির	২৭৷০, ২৮৲,	৩০৲
নারিকেল তৈল কোচিন	২৪৲ ২৪৷০	৩০৲
রেড়ির তৈল	১৫৷০ ১৬৷০	২০৲
হাতী কেরাসিন	৬৷১০ টাকা বাক্স	
হাস "	৫৸১০ "	
রাণী "	৫৸১০ "	
সূর্য্য "	৬৷১০	

মফঃস্বল

নিখিল-বঙ্গ মুসলিম কনফারেন্স
সিদ্দিকী সাহেবের প্রস্তাব

Dear Mr. Suhrawardy,

আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ আলাপ, পরিচয় না থাকিলেও আপনারই আত্মীয় Dr. A. Suhrawardy, M.L. A. Major Hassam Suhrawardy M.L.C. আমার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু, তাই গাঢ়ভাবে আপনাদের address করিয়া আপনার ৭ই নভেম্বর তারিখের পত্রের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি প্রায় ৫ পাঁচ বৎসর যাবত শয্যাশায়ী রোগী। আল্লাহ্‌তালার ফজলে বর্ত্তমানে শরীর কতকটা সুস্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিবার শক্তি-সামর্থ্য জন্মে নাই, তাই, বঙ্গীয় মুস্‌লিম সর্ব্বদল সম্মিলনাতে উপস্থিত হইবার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্থতা ও দৌর্ব্বল্যের জন্য অপারগ হইয়া আপনার প্রশ্ন ৯টীর সম্বন্ধে আমার অভিমত নিম্নে নিবেদন করিলাম। আমার এই অভিমত এতদঞ্চলের প্রায় সমস্ত মুসলমান ভ্রাতাগণই অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। ১। প্রথম প্রশ্নের উত্তর, আমাদের মতে বর্ত্তমানে ভারতীয় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অধানে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারযুক্ত দায়িত্বপূর্ণ প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য, আপাততঃ ইংরেজের সহযোগীতা পরিত্যাগ করা কিছুতেই সঙ্গত ও বিধেয় নহে। ২। ইংরেজের অধীনে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার ও দায়িত্বশীল প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টই আমার লক্ষ্য, কিন্তু, আমাদের আত্মরক্ষার পূর্ণশক্তি সঞ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত বাহিরের ও রাষ্ট্ররক্ষা সম্বন্ধায় ও যাবতীয় কার্য্য সম্পাদনের অবাধ ক্ষমতা ভারতীয় বা কেন্দ্রায় ইংরেজ গভর্ণমেন্টের হস্তে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু, আভ্যন্তরিণ বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টই সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিবেন। ৩। আমরা—মুসলমানেরা সংখ্যায় যখন ভারতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ তখন বৃটিশ ভারতীয় বা কেন্দ্রীয় পরিষদে আমাদের সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচক দ্বারায় নির্ব্বাচিত একের তিন অংশ সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনায়। তৎপর প্রত্যেক প্রদেশের লোক সংখ্যানুপাতে প্রত্যেক প্রাদেশিক পরিষদের মনোনীত কয়েকজন করিয়া সদস্য উক্ত ভারতীয় বা কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্যরূপে কেন্দ্রীয় সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে, উপমাস্বরূপ ধরিয়া নেওয়া যাক যে এসেমব্লির মোট Non-Official সদস্য সংখ্যা ১৪৪ জনের মধ্যে ভারতীয় বা কেন্দ্রায় সরকারের নিজস্ব এলাকা হইতে স্বতন্ত্র মুসলমান ভোটারের ভোট দ্বারায় ৩৩ জন মুসলমান সদস্য এবং অন্যান্য সম্প্রদায় দ্বারা ৬৬ জন মোট ৯৯ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন, অবশিষ্ট ৪৫ জন সদস্যের আসন, প্রাদেশিক সরকারের মনোনীত ব্যক্তিগণ দ্বারায় পূরণ করিতে হইবে, ধরুন—বঙ্গ, পাঞ্জাব, সেন্ট্রাল, মান্দ্রাজ, বোম্বে, এই ৫টী প্রাদেশিক সরকারের প্রত্যেক সরকার ৯ জন করিয়া মনোনীত ব্যক্তিকে ভারতীয় বা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টে পাঠাইবেন। উক্ত পাঁচ প্রভিন্সের মধ্যে বঙ্গ ও পাঞ্জাব, মুসলমান প্রধান বিধায় এই উভয় প্রভিন্সের প্রতি প্রভিন্স হইতে ৫ জন করিয়া ১০ জন মুসলমান ও অন্য তিনটী প্রভিন্সে মুসলমানের সংখ্যা কম বিধায় ঐ তিনটী প্রভিন্স হইতে সমগ্র ভারতীয় মুসলমান সংখ্যার অনুপাতে আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য একের তিন অংশ হিসাবে প্রতি প্রভিন্স হইতে ৩ জন করিয়া ৯ জন মোট এই ১৯ জন প্রাদেশিক সরকারের মনোনীত ব্যক্তি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের অতিরিক্ত মুসলমান সদস্যরূপে নিযুক্ত হইবেন এবং অবশিষ্ট ২৬ জন ঐরূপ অতিরিক্ত নন-মোস্‌লেম সদস্যরূপে গৃহীত হইবেন। অতএব ভারতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে মুসলমানদের জন্য ৫২টী সদস্য-পদ সংরক্ষিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ও বাঞ্ছনীয়। ৪। সমগ্র পরিষদেই—প্রাদেশিকই হউক আর কেন্দ্রীয়ই হউক, মুসলমান সদস্য-পদ সংরক্ষিত করা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে। ৫। বৃটিশ ভারতীয় বা কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রতি ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ৫২টী বা শতকরা ৩৭টী, বঙ্গ ও পাঞ্জাবে শতকরা ৫৫টী, অন্যান্য প্রদেশে শতকরা ৩৩টী মুসলমান সদস্য-পদ সংরক্ষিত থাকিবে। ৬। নির্ব্বাচন পদ্ধতি সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বরকমে নিশ্চিতভাবে স্বতন্ত্র রাখিতেই হইবে। ৭। সিন্ধুর স্বতন্ত্রীকরণ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সম্বন্ধীয় বিষয় আমার অসুস্থতার দরুণ ভালরূপ পাঠ করিতে পারি নাই, কাজেই এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে আমি অক্ষম। ৮। সর্ব্বভারতীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় সরকার, প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, সৈন্য, পুলিস ইত্যাদি ও যাবতীয় শাসন-সংরক্ষণ, চাকরি, মেম্বারি, কমিশনারী ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার সর্ব্ব বিষয়েই মুসলমানের সংখ্যা উপরোল্লিখিত মুসলমান সদস্যদের সংখ্যার অনুপাতে হইবে। ৯। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, লোকালবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী, স্কুল, ডাক্তারখানা, ইত্যাদি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ত্তমানে যাহা আছে বা ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তৎসমূহে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা উপরোল্লিখিত সদস্য সংখ্যার অনুরূপ বা স্থানীয় লোক সংখ্যার অনুপাতে হইবে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই কোন প্রকারেই শতকরা ৩৩ জনের কম সংখ্যা কিছুতেই হইতে পারিবে না।

Your Sincerely,
Sd/- K. A. SIDDIKY.
Khan Bahadur, Zamindar,
(Baliadi, DACCA.)

পাকুন্দিয়া আল্‌-হক সাহিত্য-সমিতি
প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত "পাকুন্দিয়া ও কঠিয়াদী" এই থানাদ্বয়ের ইতিহাস সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়াবলম্বনে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিবেন, তাঁহাকে পাকুন্দিয়া আল্‌-হক সাহিত্য সমিতির পক্ষ হইতে নালিতাবাড়ীর সাব-রেজিষ্টার মওলবী আবুল হোসেন সাহেব প্রদত্ত ৫০৲ টাকা মূল্যের একখানা স্বর্ণপদক বা নগদ ৫০৲ টাকা, উক্ত সমিতির আগামী বার্ষিক অধিবেশনে প্রদান করা হইবে।

প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ঃ—(১) থানাদ্বয়ের অবস্থান ও সীমা, স্ত্রী পুরুষ ও জাতিধর্ম্মানুযায়ী লোক সংখ্যা, পরিমাণ ফল, শিক্ষিত ও নিরক্ষর হিন্দু মুসলমান সংখ্যা। (২) নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির বিবরণ। অতীত ও বর্ত্তমানের জমিদার, তালুকদার ও বর্দ্ধিষ্ণু জোতদার প্রভৃতির বিবরণ। (৩) উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী স্কুল, সিনিয়ার ও জুনিয়ার মাদ্রাসা, বাংলা স্কুল, মক্তব, বালিকা বিদ্যালয়, হাফেজী মাদ্রাসা, টোল প্রভৃতির সংখ্যা, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা, যোগ্যতা, নাম, ধাম ইত্যাদি। (৪) ইংরাজী, আরবী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় উচ্চ-শিক্ষিত লোকের সংখ্যা, নাম, ধাম, ব্যবসায় ইত্যাদি। (৫) বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থকার, গ্রন্থাদির বিবরণ, পুরাতন দলীল, হস্তলিখিত পুঁথি, ফরমান, তাম্রফলক, খোদিত লিপি ইত্যাদির বিবরণ। (৬) দেশীয় কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতার ইতিহাস, স্থায়ী সমিতি, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি।

(৭) প্রসিদ্ধ গ্রাম, হাট, বাজার, পুরাতন ও নূতন দালান, ইমারত, মস্‌জিদ, দেবালয়, কেল্লাহ ইত্যাদি

(৮) এই সকল বিবরণ ব্যতীত থানাদ্বয়ের যাবতীয় ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে লিখিতে হইবে।

প্রবন্ধে কাহাকেও আক্রমণ করা, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কিম্বা পারিবারিক মিথ্যা কুৎসা-মূলক আলোচনা নিষিদ্ধ। প্রবন্ধ ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রনোপযোগী সুন্দর অক্ষরে লিখিতে হইবে। প্রবন্ধের কপি-রাইট পদকদাতাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। প্রবন্ধটী পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে। যিনি প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক, তিনি নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট অন্যান্য সকল জ্ঞাতব্য অবগত হউন।

নিবেদক—
মোহাম্মদ ইসরাইল এম-এ, বি এল
সভাপতি, পাকুন্দিয়া আল্‌-হক সাহিত্য সমিতি
পোঃ পাকুন্দিয়া, ময়মনসিংহ।

আসামে ইশায়াতে ইস্‌লাম
মাওঃ আজিজোর রহমান সাহেবের প্রচেষ্টা

আসাম প্রাদেশিক ইশায়াতে ইস্‌লাম কন্‌ফারেন্স হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মাওলানা মওসুফ, পাণ্ডুঘাট, আমিনগাঁও, রঙ্গিয়া, নলবাড়ী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে স্থানীয় উৎসাহী ও ইস্‌লামের খাঁটি সেবকদের উদ্যোগে ও আহ্বানে কয়েকটা সভা করিয়া মাদ্রাসা মক্তব স্থাপন ও স্থানে ২ স্থায়ীভাবে তবলীগ কমিটী স্থাপন করিয়া নিদ্রাভিভূত মুস্‌লিম সমাজে এক নব জাগরণের ভাব আনয়ন করেন। অতঃপর, বড়পেটার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ডাঃ মওলবী খবিরুদ্দীন ও ম্যারিজ রেজিষ্ট্রার কাজি মওলবী আনওয়ার উল্লা প্রমুখের আহ্বানে মওলানা সাহেব বড়পেটা টাউনে ও নিকট পার্শ্বে কয়েকটী সভায় ইস্‌লামের সৌন্দর্য্য, সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও তবলীগের আবশ্যকতা ইত্যাদি বিষয় সমূহ নিয়া ওয়াজ করেন। ১৭ই নবেম্বর মোতাবেক ১লা অগ্রহায়ণ বড়পেটা হাইস্কুলের মুসলমান ছাত্রবৃন্দ ও এসিষ্টেন্ট টিচার মওলবী মোহাম্মদ ফজলুল্লা বি, এ সাহেবের চেষ্টায় মুসলমান বোর্ডিংএ একটা সভা হয় মুসলমান ছাত্রবৃন্দ ও তাহাদের অধিকাংশের অভিভাবক স্কুলের অন্যান্য শিক্ষক ও হিন্দু-ছাত্রবৃন্দ প্রায়ই উপস্থিত হইয়াছিলেন। মওলানা সাহেব সর্ব্বপ্রথমে ইস্‌লামের সৌন্দর্য্য ও মুসলমানের কর্ত্তব্য বিষয় নিয়া বক্তৃতা করেন; তৎপরে নব্য শিক্ষিতগণকে লক্ষ্য করিয়া ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অতি সুন্দর সুন্দর যুক্তিসহ কোরান ও হাদিস দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেন। কিন্তু তাহারা শিক্ষা লাভ করিয়া যেন নাস্তিকদলে যোগ না দিয়া হাল ঠিক রাখিয়া ইস্‌লামের আহ্‌কাম মান্য করিয়া চলে তজ্জন্য অতি মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন।

বেতবাড়ীতে বিরাট সভা

৬ই অগ্রহায়ণ মোতাবেক ২২শে নবেম্বর বেড়পেটা বেত্‌বাড়ীতে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়, স্থানীয় মওঃ রফিকোল হাসান খাঁন ইউসফজী ও মওঃ মুস্‌লিম সাহেবানের প্রস্তাবে ও সমর্থনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ডাঃ মওঃ খবিরুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং অতি সংক্ষেপে উর্দ্দুতে নিজের বক্তব্য বলিয়া ডাক্তার সাহেব আসনে উপবিষ্ট হন। কাজি মওঃ আনওয়ার উল্লা সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া সভাপতি মওলানা সাহেব যে সারগর্ভ বক্তৃতা করিবেন সেই অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। করটীয়া জামে মস্‌জিদের পেশ ইমাম মওঃ হাফেজ জওয়াহের আলী সাহেব কিছু কোরান শরীফ পাঠ করিবার পর মওলানা সাহেব ৩॥০ টার সময় ওয়াজ আরম্ভ করেন। তবলীগের বিষয় সামান্য কিছু বলার পর মওলানা সাহেব, মোসলমান সমাজের সঙ্গে যে নানাবিধ গলৎ আসিয়া পড়িতেছে তাহার প্রতীকারের উপায় ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ওয়াজ করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় মওলানা সাহেবের সারগর্ভ বাণী শুনিতেছিলেন। একটি ছোট মক্তব মাত্র এই স্থানে আছে ইহাকে বড় করিয়া একটি মিডল মাদ্রাসায় পরিণত করার জন্য মাওলানা সাহেব আপিল করিলে সকলে উৎসাহের সহিত অবহিত হন—আপাততঃ একখানা বড় গৃহ নির্ম্মাণের প্রয়োজন ও তজ্জন্য ৫০০৲ পাঁচশত টাকার প্রয়োজন প্রকাশ করিলে সভাস্থলেই ৫৪৪৲ পাঁচশত চুয়াল্লিশ টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিল মাওলানা সাহেবের নাম অনুযায়ী এই মাদ্রাসার নাম রাখা হউক মাদ্রাসা আজিজিয়া; একবাক্যে সভা হইতে সম্মতি প্রকাশ হওয়ায় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাপতি সাহেব নিজ হইতে প্রস্তাব করিলেন, কলিকাতা হইতে "সওগাত" নামায় যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে নানাবিধ ইস্‌লাম বিরোধী কথা থাকে, সুতরাং আপনারা উহা বয়কট করা সমর্থন করেন কি? একবাক্যে রব উঠিল "নিশ্চয় নিশ্চয়"! সর্ব্বশেষে মওঃ রফিকোল হাসান খাঁন ইউসফি সাহেব দাঁড়াইয়া মাওলানা সাহেব ও সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর বাদ মোনাজাত সভা ভঙ্গ হয়। অনেক মোসলমানের আগ্রহ সত্ত্বেও মাওলানা সাহেব আর এই অঞ্চলে থাকিতে পারিলেন না। ২৩শে নবেম্বর শিলং মেইলে গোয়ালপাড়া রওয়ানা হইয়া যান। তথায় সপ্তাহ কাল অবস্থান করিয়া মাওলানা সাহেব কলিকাতা যাত্রা করিবেন।

—রিপোর্টার

বিবাদের উপক্রম
হিন্দুদের ক্ষমা-প্রার্থনা

কয়েকদিন গত হইল খুলনা জেলার অন্তর্গত বড়গুনী ও বড়বাড়ীয়া এবং আশে পাশের অন্যান্য গ্রামসমূহের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রকাশ, একটি তুচ্ছ ঘটনা লইয়া তর্ক-বিতর্ক হইতে থাকে এবং ক্রমে উভয় দলের লোক জমা হইতে আরম্ভ করে এমন কি দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে উভয়পক্ষের প্রসিদ্ধ লাঠিওয়ালা সকল আনীত হয়, ঘটনাস্থলে প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হয়। মুসলমানের মধ্যে প্রধান প্রধান লাঠিওয়ালা ছিল, তদ্দর্শনে হিন্দুগণ ভীত হইয়া মুসলমানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভবিষ্যতে এরূপ বিবাদ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে।

—সংবাদ-দাতা

মজহারিয়া লাইব্রেরী
৩য় বাঃ অধিবেশন।

গত ১৫ই নবেম্বর রবিবার দিবস স্থানীয় ফয়জে-আম মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মজহারিয়া লাইব্রেরীর ৩য় বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভায় মাদ্রাসা ও মক্তবের ছাত্র ও গ্রামের বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে মাদ্রাসার একজন তালেবুল ইলম কোরানের দুইটী সুরা আবৃত্তি করেন। তারপর লাইব্রেরীর সেক্রেটারী বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন।

বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ হইলে পর মাদ্রাসার হেড্‌ মওলবী (সভাপতি) জনাব মোহাম্মদ আবদুল হামিদ সাহেব "ইসলাম ও পর্দ্দা" সম্বন্ধে একটী সার গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর, লাইব্রেরীর সহকারী সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোত্তাকিম আলী সাহেব মোসলমান সমাজে প্রাথমিক শিক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় ৪॥টার সময় নিম্নলিখিত প্রতিবাদটী সর্ব্ব সম্মতিক্রমে পাস হওয়ার পর সভা ভঙ্গ হয়। "তরুণদে"র সভায় কলিকাতা ইস্‌লামিয়া কলেজের যুবক প্রফেসার আঃ মুনিম সাহেব তাঁহার চির-বন্দিনী সহধর্ম্মিণীকে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড় করিয়া দর্শকবৃন্দকে তাহার চন্দ্রানন দেখাইয়া যে ইস্‌লাম বিরোধী কাজ করিয়াছেন এই, সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। সভাপতি সাহেব বলেন, সিলহটে এরূপ কাজ এই প্রথম। তিনি আরও বলেন মুনিম সাহেবের এই কাজের জন্য স্থানে ২ প্রতিবাদ সভা হওয়া বাঞ্ছনায়।

মোহাম্মদ আবদুল মুসব্বির
সেক্রেটারী, মজহারিয়া লাইব্রেরী।

মোহ্‌সীন স্মৃতি বার্ষিকী
কারমাইকেল হোষ্টেলে সভা

'তরুণ জমাতে'র উদ্যোগে কারমাইকেল হোষ্টেলে পরলোকগত মহাপুরুষ হাজী মহম্মদ মোহ্‌সীনের এক স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মিঃ এস্ "ওয়াজেদ আলী বি,এ (ক্যান্টাব) বার-এট-ল তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতির আসনে বরিত হইয়াছিলেন। সভাপতি নির্ব্বাচনের পর মওলবী গোলাম মোস্তফা বি, এ, বি, টি কর্ত্তৃক প্রারম্ভ সঙ্গীত গীত হয়। তৎপরে হাজী মহম্মদ মোহসীন মেমোরিয়াল কমিটির সহঃ সম্পাদক মিঃ রিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী মোহ্‌সীন স্মৃতি রক্ষাকল্পে এক আবেদন পাঠ করেন। মওলবী গোলাম মোস্তফা 'মোহ্‌সীন' নামক একটি কবিতা, মওঃ তৈয়বুর রহমান 'মোহ্‌সীন স্মৃতি' (প্রবন্ধ) মওঃ মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন এম, এ 'হাজী মহম্মদ মোহ্‌সীন' প্রবন্ধ পাঠ করেন। মওলানা মোহাঃ আকরাম খাঁ, মওলানা মোহাঃ মনিরুজ্জমান ইস্‌লামাবাদী, মিঃ লুৎফে-আলী বার-এট-ল, মিঃ এম, এ, হক বার-এট-ল, ও মিঃ মাধবচন্দ্র দাস প্রভৃতি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী বক্তৃতা দান করেন। এই মঞ্চে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, হাজী মহম্মদ মহসীনের নাম অনুসারে কোন রাস্তার নাম করণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে অনুরোধ করা হউক। সভায় আরও অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

রিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী—সহঃ সম্পাদক,
মোহসীন কমিটী, কলিকাতা।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫ সাল।

সম্পাদকীয়

খোশ্ আমদেয়দ্।—নিজাম সরকারের নিজস্ব সংবাদে প্রকাশ, মহামান্য নিজাম বাহাদুর আগামী বড় দিনের সময় তিন সপ্তাহের জন্য কলিকাতায় আসিবেন। তিনি সরকারী ভাবে আসিবেন না; বিশ্রাম উপভোগের জন্যই আসিবেন। নিজাম বাহাদুর ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা যাত্রা করিবেন এবং জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে হায়দরাবাদে ফিরিয়া যাইবেন। হায়দরাবাদের হাতেম-দেল নরপতি, স্বধর্ম্ম প্রাণ ও স্বজাতি-বৎসল শাসনকর্ত্তা, ত্যাগবুদ্ধ কর্ম্মবীর, নির্ভীক ও নির্ব্বিলাস জন সেবক নিজাম বাহাদুরের কলিকাতায় শুভ পদার্পণের কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। নিজাম বাহাদুরের হাওড়া পৌঁছিবার দিন-তারিখ পরবর্ত্তী সংবাদ সমূহে নিশ্চয়ই বিঘোষিত হইবে। কলিকাতার মুসলমান তাঁহাদিগকে দলে দলে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। মেহ্মানের কদর কিরূপ ভাবে করিতে হয়, কলিকাতা-বাসিগণ পূর্ব্বেও তার বহু প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। আশা করি, এবারও তাঁহারা তাহাদের প্রবাদগত (Traditional) অতিথিপরায়ণতায় পরাঙ্মুখ হইবেন না।

দওজার "ভদ্র-কন্যা।"—গত ৩০শে অক্টোবর সকাল ১০টার সময় শিলংএ হার্টগ কমিটির এক অধিবেশন হয়। আসামের শিক্ষা-মন্ত্রী মওলবী সৈয়দ সাদুল্লা এবং আসামের শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ কনিংহাম আসামের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দেন। অপরাহ্ন ৩-৩০ টার সময় পুনরায় কমিটির বৈঠক বসে। আসামের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী রায় বাহাদুর পি, সি, দত্ত, স্কুল ইন্সপেক্ট্রেস শ্রীমতী স্নীতিবালা গুপ্তা এবং নওগাঁ লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান খাঁ বাহাদুর নুরুদ্দীন সাহেব সাক্ষ্য দেন। রায় বাহাদুর দত্ত বলেন, মুসলমানদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্বের ফলে শিক্ষার অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। নিম্নতন শিক্ষাবিভাগে যতজন মুসলমানকে চাকুরী দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে শতকরা ৫০ জন অনুপযুক্ত। তিনি স্কুল কলেজে বেতন বৃদ্ধির এবং আসামের ল কলেজ উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষপাতী। আসাম সরকারের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-মন্ত্রীর এ হেন নিকৃষ্ট মানসিকতার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হই নাই, কারণ, হিন্দুর নিকট হইতে এর চাইতে বেশী আশা করা মূর্খতা বই কিছুই নয়।

ল-কলেজ।—আজ এদেশীয় সরকারের সমুদয় বিভাগেই হিন্দু-রাজত্ব পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কেবলমাত্র শিক্ষা বিভাগে অল্পদিন হইতে মাত্র দুই চারিজন মুসলমান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু, প্রমোদবাবুর উদার প্রাণে তাহা সহ্য হইবে কেন? তাই, তিনি "শতকরা পঞ্চাশ জন মুসলমানই অযোগ্য"—"মুসলমানের দোষে শিক্ষা বিভাগ রসাতলে গেল" ইত্যাদি বলিয়া আর্ত্তনাদ শুরু করিয়াছেন। তারপর ডাঃ পি, সি, রায় হইতে আরম্ভ করিয়া এই যে দত্তজা পর্য্যন্ত সকলেই আইন কলেজ তুলিয়া দেওয়ার জন্য বায়না ধরিয়াছেন, তার গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি। আজকাল হিন্দু-সমাজে আইনজীবির সংখ্যাধিক্যের ফলে শতকরা আশি জনেরও কপালে ভাত জুটিতেছে না। তদুপরি প্রতি বৎসর ২।৪ জন করিয়া মুসলমান উকীল বাহির হওয়ায় হিন্দু উকীলের সে অসুবিধা আরও অনেক গুণ বাড়িয়া যাইতেছে। আইন কলেজ তুলিয়া দিলে সর্ব্বনাশ যে মুসলমানের সে কথা দত্ত বাবুর ভাল করিয়াই অবগত আছেন। স্কুল, কলেজে বেতন বৃদ্ধির জন্যও উক্ত দত্ত বাবু ফরমায়েশ করিয়াছেন। তবে, তাহাতে যে দরিদ্র মুসলমানেরই সর্ব্বনাশ, সে কথা না বলিলেও চলিতে পারে। পরিশেষে, আমাদের বক্তব্য এই যে, দত্ত বাবু শ্রেণীর ওজীরদের কথা শুনিয়া সরকার কি অতীতের মত ভবিষ্যতে ও বেচারা মুসলমানেরই সর্ব্বনাশ করিতে থাকিবেন?

শিক্ষা ও বাধ্যতা।—শ্রীমতী গুপ্তা বলেন, মেয়েদের শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলে মহিলা শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার, তাঁহার মতে, কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, যেখানেই স্কুল খোলা হইতেছে সেখানেই যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র পাওয়া যাইতেছে। পারদর্শিকা শ্রীমতী সুনীতিবালা গুপ্তার সঙ্গেও আমরা একমত হইতে না পারিয়া যারপরনাই দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইতেছি। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হইলে তাহার প্রবর্ত্তন করিয়া যে কোন লাভ নাই, সে কথা আমরা ইতিপূর্ব্বেও বহুবার প্রকাশ্যে বলিয়াছি। দেশের যারা মেরুদণ্ড, সেই শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর শতকরা নিরানব্বই জনের উপরেও অশিক্ষিত। এই অশিক্ষার দরুণ, তাহারা নিজেদের ছেলে-পিলেদের সুশিক্ষিত করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে না। দেশে শিক্ষা বিস্তার করিয়া দেশবাসীকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করিতে হইলে, দেশের যারা প্রাণ স্বরূপ, সেই কৃষক ও শ্রমিকের জন্যই প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতির সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। শ্রীমতীর মতে "যেখানেই স্কুল খোলা হইতেছে, সেইখানেই যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র পাওয়া যাইতেছে" কিন্তু, ঐ ছাত্রদের অধিকাংশ যে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত হিন্দু-পরিবার হইতে সংগৃহীত, সে কথাও সকলেরই উত্তমরূপে জানা আছে। সুতরাং আমরা এবারও বলিতে চাই যে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হইলে তদ্দ্বারা সাধারণের কোন ফল হইবে না—হইবে, কতকগুলি স্বার্থ-সর্ব্বস্ব ধামাধরা ও চাকুরীজীবি বেহুদা লোকের।

জননীর বাণী। গত বুধবার দিন লক্ষ্ণৌতে অযোধ্যা নারী-শিক্ষা-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চাককোর্টের প্রধান বিচারপতি ওয়াজির হোসেনের বেগম সাহেবা সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভানেত্রী তাহার অভিভাষণে জানান যে, মুসলমানের মধ্যে আজ অনেকেই সম্পূর্ণভাবে পর্দ্দা প্রথা রহিত করিবার পক্ষপাতী। তাহারা এই বিষয়ে তুর্কী ও আফগানিস্থানের পথ অনুসরণ করিতে চাহেন। তাহার মত এই যে, 'পর্দ্দার' সংস্কার অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ ভক্তদের ন্যায় তিনি উহার সম্পূর্ণ রহিতের বিরোধী। তিনি বলেন, ভারতীয় নারীদের সম্যক বিকাশের জন্য এখন দুইটি জিনিষের অত্যন্ত প্রয়োজন, যথা—সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষার উন্নতি। শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নারীদের শিক্ষা পুরুষের সম্পূর্ণ অনুরূপ হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে—মেয়েদের জন্য ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। মিসেস্ ওয়াজির হোসেনের এ মূল্যবান ও গভীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বঙ্গদেশীয় পর্দ্দা-বিরোধী উচ্ছৃঙ্খলাদিকে মিসেস্ ওয়াজির হোসেনের অমূল্য উপদেশরাশি কাণ পাতিয়া শ্রবণ করিতে বলিতেছি। বাঙ্গলা যদি আজ উক্ত সভানেত্রীর বাণীকে ভিত্তি করিয়া নারী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্কার শুরু করে, তবে তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না।

পরীক্ষা-প্রণালী।—গত পয়লা ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম বার্ষিক সমাবর্ত্তন সংস্কার হইয়া গিয়াছে। উপাধি বিতরণের পর ভাইস চ্যান্সেলার ডাক্তার বি, ক্যামেরণ বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিই লোকের যোগ্যতার মাপকাঠি নহে যোগ্য সেই, যে নিজে চিন্তা করিতে জানে, নিজে কাজ করিতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উপাধি অর্জ্জন করিতেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করার পর তাহাদের বইয়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না; ইত্যাদি। ডাক্তার ক্যামেরণের মূল্যবান মন্তব্যের উপর টিকা-টিপ্পনী অনাবশ্যক। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের দিক দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারী ছাত্রদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই যে 'ব্যর্থ' (failure) সে কথার উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। তবে, এ বিষয়ে কেবল ছাত্রদের দোষ দিলেও চলিবে না, শিক্ষা-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। পুস্তকের গদ-বাঁধা অংশ বিশেষের নয়, বরং, বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার পরীক্ষাই যাহাতে গৃহীত হয়, সেদিকেও কর্ত্তৃপক্ষকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

তদন্ত আবশ্যক।—সাইমন কমিশনের নিকট যুক্ত প্রদেশের ডাক্তার শাফাআৎ আহমদ খাঁ প্রমুখ মুস্লিম নেতৃবৃন্দ যে স্মারক-লিপি পেশ করিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ অভিযোগ ছিল যে, বিচার বিভাগের কোন কোন হিন্দু কর্ম্মচারী পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট বলিয়া উক্ত প্রদেশে মুসলমানগণ মামলা মোকদ্দমায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এই সম্পর্কে উক্ত দরখাস্তের অন্যতম স্বাক্ষরকারী হাফেজ হেদায়েৎ হোসেন বার-এট্-ল সাহেবের সহিত প্রধান বিচারপতি স্যার গ্রেমউড মিয়ার্সের আলাপ হইয়াছিল। মিঃ হোসেন নাকি প্রধান বিচারপতির নিকট বলিয়াছেন যে, সমগ্র হিন্দু কর্ম্মচারীদের উপর এইরূপ কলঙ্ক আরোপ করা সমীচীন হয় নাই। সমুদয় হিন্দু কর্ম্মচারীদের উপর এইরূপ কলঙ্ক আরোপ অসঙ্গত হইলেও হিন্দু কর্ম্মচারীদের এক বৃহৎ অংশ যে পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট, ভুক্তভোগী ব্যক্তি মাত্রই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অবগত আছেন। মুসলমানের অধিকাংশ মামলা-মোকদ্দমায় এবং বিশেষ করিয়া সাম্প্রদায়িক মামলা-মোকদ্দমা-ঘটিত ব্যাপারে হিন্দু জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুনসেফগণের অনেকই হিন্দুর পাতে ঝোল টানিয়া দরিদ্র মুসলমানের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকেন। ডাক্তার শাফাআৎ আহমদ সাহেবের এই অভিযোগ সম্পর্কে অনুসন্ধান-সমিতি নিয়োগ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

রাভইল মাদ্রাসা।—কিছুদিন পূর্ব্বে ফরিদপুরের অন্তর্গত কাশিয়ালী অঞ্চলে ইস্লামী শিক্ষা দানের কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান না থাকায় স্থানীয় ইস্লামী শিক্ষা-লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ মর্ম্মে মর্ম্মে অভাব অনুভব করিতেছিলেন। উক্ত অঞ্চলের রাভইল নিবাসী, কলিকাতা পুলিশের এসিষ্ট্যান্ট কমিশনার খান সাহেব মওলভী শামসুদ্দোহার ও অন্যান্য সমাজ-সেবী ব্যক্তিগণের সাধু প্রচেষ্টার ফলে সেখানে একটী উচ্চ ধরণের জুনিয়ার মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু ছাত্র সেখানে পড়াশুনা করিতেছে এবং উক্ত মাদ্রাসাটী উপযুক্ত শিক্ষকের দ্বারা সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় মাদ্রাসার গৃহ, সাজ, সরঞ্জাম, উৎকৃষ্ট আবহাওয়া ও জায়গীরের সুবন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও, এবং শিক্ষা প্রণালী ও স্থানটি অতি উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি তাহাতে কোন সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় নাই। ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টারের নিকট বহুবার আবেদন করিয়া মাদ্রাসা কর্ত্তৃপক্ষ বিফল মনোরথ হইয়াছেন। আমরা জানিতে পারিলাম, ডিষ্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর সাহেব একজন মুসলমান; সুতরাং মুস্লিম শিক্ষার প্রতি তার এ হেন উদাসিনতার পরিচয় পাইয়া আমরা যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলাম। আশা করি তিনি এ বিষয়ে আর অবহেলা প্রদর্শন না করিয়া মুসলিম শিক্ষার উন্নতি কল্পে অবহিত হইবেন এবং মুসলমানদের এই জাতীয় শিক্ষাগার মাদ্রাসাটিকে সরকারী সাহায্যের দ্বারা পরিপুষ্ট রাখিয়া স্থানীয় অজ্ঞ অশিক্ষিত মুসলমানের খালিস্ অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

সরকারী জুলুম।—স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ভারত গবর্ণমেন্টের আইন সচিব নিযুক্ত হওয়ায় বাঙ্গলার এড্ভোকেট জেনারেলের পদ খালি হইয়াছে। অতঃপর এই পদে কে নিযুক্ত হইবেন, তাহা লইয়া কল্পনা জল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। সহযোগী "বাঙ্গলার কথা" বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন,—এই নিয়োগ সম্পর্কে দুই জনের নাম উঠিয়াছে। যথা—মিঃ নৃপেন্দ্র নাথ সরকার ও মিঃ ল্যাং ফোর্ড-জেম্স্। বিশেষজ্ঞ মহলে প্রকাশ যে মিঃ ল্যাং ফোর্ড জেম্সের দাবীই অগ্রগণ্য হইবে। এমন কতকগুলি সরকারী উচ্চ পদ আছে, যাহাতে, জানিনা কোন্ অজ্ঞাত কারণে কোন মুসলমানকে আজ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় নাই। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রের পদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলারের পদ, হাইকোর্টের চীফ জষ্টিসের পদ, সরকারের এড্ভোকেট্ জেনারেলের পদ ইত্যাদিতে এ পর্য্যন্ত কোন উপযুক্ত মুসলমানকে যে কেন গ্রহণ করা হইতেছে না, আমরা তার কারণ উদ্ধারে অক্ষম। স্যার আবদুররহিম বা এ, কে, ফজলুল হক মেয়রগিরীর অনুপযুক্ত, ডাঃ সোহ্রাওয়ার্দ্দী বা এস, খোদাবখশ্ ভাইস্ চ্যান্সেলারশীপের অযোগ্য, সৈয়দ হাসন ইমাম বা আলী ইমাম চীফ্ জষ্টিস্ গীরির না-কাবেল, একথা কোন পাগলেও বলিতে পারে না। অথচ, সরকার চিরদিন মুসলমানকে বাদ দিয়া হয় কোন স্বধর্ম্মাবলম্বী নয় হিন্দুর জন্যই এ সব পদ একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ জঘন্য পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়া সরকার নিজেও যে 'শক্তের ভক্ত' নীতির অন্ধ উপাসক, তাহাই সুধু হাতে কলমে প্রমাণ করিয়া দেখাইতেছেন। আমরা আশা করি, এবার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী সৈয়দ তরাক আমির আলীকে বাঙ্গালার এড্ভোকেট জেনারেলের পদে বহাল করিয়া সরকার তার পূর্ব্ব কলঙ্ক স্খালন করিতে অবহিত হইবেন।

জহরে কাভিল্।—মফঃস্বলের কোন কোন জায়গা হইতে আশ্রাফ ও আত্রাফের আত্মঘাতমূলক বিবাদ-বিসম্বাদের সংবাদ পাইতেছি। পত্র প্রেরকগণ এ বিষয়ে আমাদের নিজস্ব মতামত কি, তাহা অবগত হইতে চাহিয়াছেন। শরিয়তের সিদ্ধান্তসহ আমাদের মতামত আমরা ইতিপূর্ব্বেই সমাজের খিদমতে পেশ করিয়াছি। বঙ্গ-মুস্লিমের বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে তাদের মধ্যে যদি ঐরূপ আত্মকলহের মহামারী প্রবেশ লাভ করে, তবে শেষ ফল যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা একমাত্র আলেমোল গায়েব আল্লাহতাআলাই বলিতে পারেন। মখ্লুকের সেরা আদমকে ফেরেশ্তা কুলরত্ন আজাজীল অবজ্ঞা করার দরুণই অবশেষে অভিশপ্ত হইয়াছিল। আবার এই মানবকে ঘৃণা, উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া দূরে ফেলার দরুণ কত জাতি যে অভিশপ্ত ও পদদলিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন, এ সম্বন্ধে আমাদের নিজস্ব মতামত কিছুই নাই। মানবের পথ প্রদর্শক পবিত্র কোরান ও হাদিসে যে মীমাংসা আছে;—

المسلمون كالبنيان الخ ও انما المسلمين اخوة

সর্ব্বস্থানে সকল যুগে মুসলমানদের তাহাই একমাত্র অবলম্বনীয় পথ। এই নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়াই মুসলমান দুনিয়ার বুকে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ঐ শিক্ষাকেই ধ্রুব করিয়া তারা রাজ্য-শাসন, দেশ-জয় ও ধর্ম্মপ্রচারের অভিযান করিয়াছিল। এক কথায় মুসলমানদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির একমাত্র আদর্শ ছিল "মাসাবত" বা পবিত্র কোরান-নির্দ্দেশিত "ইখ্ওয়াতে ইস্লাম।" বলা বাহুল্য যে, উক্ত আদর্শ হারাইয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় অনুকরণে পথ চলি আজ মুসলমানদের এই দুঃখ-দুর্দ্দশা। আমরা তথাকথিত শরীফদিগের দৃষ্টি মহাকবি শাদীর কবিতার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

گفت شیطان من ز آدم بهترم
تا قیامت گشت ملعون لاجرم
رانده شد ابلیس از مستکبری
کشته ملعون آدم از مستغفری

রুদ্র-নীতি।—স্যার সাইমনের নেতৃত্বে শাসন সংস্কার সম্পর্কীয় অনুসন্ধান-সমিতি প্রথমবার ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলে, সরকার যে শান্ত-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবার কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বৈষম্যই দেখিতেছি! গতবার কমিশন এসেম্ব্লীর এক বৈঠকে উপস্থিত হইলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের প্রাইভেট সেক্রেটারী উপর হইতে নাকি এক স্যুটকেস্ ছুড়িয়া মারিয়াছিল, তার ফলে স্যার বেসিল ব্লাকেটের মাথা ফাটিয়া রক্ত বাহিরও হইয়াছিল। স্যার ব্লাকেট মূর্চ্ছা গিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতের প্রাইভেট সেক্রেটারী ধরা পড়িয়া "This is my answer to Lord Birkenhead" বলিয়া উত্তর দিয়াছিল। সে সময় সরকার

মুস্‌লিম সর্ব্বদল

—:*:—

মিঃ শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দী নিখিল বঙ্গ মুস্‌লিম সর্ব্বদল সম্মিলনের জন্য এক আহ্বান-পত্র প্রচার করিয়াছেন। ইহার যে একান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরূপ সম্মিলনের দ্বারাই আমাদের স্থির করিতে হইবে, আমরা কি কি রাজনৈতিক অধিকার চাই, কি আমরা চাই না এবং কি না হইলে আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। আমরা এ পর্য্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক অধিকার ও দাবীর প্রতিষ্ঠার জন্য দু'এক জন বড় লোক নেতার প্রতি নির্ভর করিতাম, তাহাতে ফল এই হইত যে তিনি তাঁহার মর্জ্জি-মবারক অনুযায়ী যাহা করিতেন তাহাই সমাজকে মানিয়া লইতে হইত, তাহা ভাল কি মন্দ উহা বিচার করিবার সুযোগ বা অধিকার সমাজকে দেওয়া হইত না।

একটি উদাহরণ দিয়া কথাটা একটু পরিস্ফুট করিয়া লই। সকলেই জানেন; ১৯১৬ সনে লক্ষ্ণৌতে যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে আমাদের এই বাংলা দেশের মওলবী এ, কে, ফজলল হক সাহেব মুস্‌লিম বাঙ্গলার প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করিয়া আসেন যে, বাংলার মুসলমানদের প্রাদেশিক আইন সভায় শতকরা ৩৩টি সভ্যপদ পাইলেই চলিবে। বাঙ্গলার মুস্‌লিম জনসংখ্যা শতকরা ৫৭, আর তিনি সম্মতি দিয়া আসিলেন শতকরা ৩৩এর পক্ষে। ফলে এই হইল যে মিঃ মণ্টেগু এবং লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড যখন ১৯১৯ সনে নূতন সংস্কারের খসড়া প্রস্তুত করিলেন, তখন এই লক্ষ্ণৌ স্বীকারোক্তির উপরেই তাঁহারা সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বাংলার মুসলমানদিগকে তাহার বেশী অধিকার দেওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না। তাঁহারা যখন নূতন সংস্কার সম্বন্ধে নানাদিক দিয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই সময়ে বাঙ্গলার মুসলমানের প্রতিনিধিরূপে মাননীয় নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান্ বাহাদুর সি, আই, ই, প্রমুখ নেতাগণ শতকরা ৫০এর দাবী করিয়া তাহার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সেই দাবী মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড কমিশন মোটেই গ্রাহ্য করিলেন না,—তাঁহারা লক্ষ্ণৌ প্যাক্টকেই শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিলেন। ফলে বাঙ্গলার মুসলমানের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল, সংখ্যায় অধিক হইয়াও বাংলার মুসলমান তাঁহাদের দাবী কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিলেন না। নিজেদের অধিকার ও দাবা বুঝিয়া লইতে হইলেই দেশব্যাপী আন্দোলনের দরকার হয় গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিতে হয় যে, তোমরা এতদিন হিন্দুদের তুষ্টির জন্য আমাদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ও দাবী হইতে আমাদিগকে যে বঞ্চিত রাখিয়াছ, তাহা আমরা হইতে দিব না। এইরূপ আন্দোলন করিতে হয়—সভা-সমিতির ভিতর দিয়া নিজেদের মনোভাব প্রকাশ করিয়া। অতএব, নিখিল বঙ্গ মুস্‌লিম সর্ব্বদলের সম্মিলন যে একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সে কথা নিতান্ত অর্ব্বাচীনও বুঝিতে পারে।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এক কমিটি বসাইয়া শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে মাত্র দুইজন মুসলমানকে নেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের একজন স্যর আলী ইমাম আর একজন মিঃ শোয়েব কোরেশী। স্যর আলী ইমাম কমিটির বহুদিন ব্যাপী বৈঠকে মাত্র একদিন যোগ দিয়াছিলেন। নেহ্‌রু কমিটির রিপোর্ট প্রস্তুত হইলে তিনি তাহাতে নিজের নাম সহি করিয়া ভারতীয় মুস্‌লিম সমাজের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন। মিঃ শোয়েব কোরেশী প্রথমে রিপোর্ট দস্তখত করিয়া পরে প্রকাশ্যভাবে উক্ত রিপোর্টের সহিত তাঁহার সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। বাঙ্গলার মুসলমানদের সম্পর্কে স্যর আলী ইমামের দরদ কত বেশী তাহা তাঁহাদের একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া বিধেয়।

লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ-বিভাগ করিয়া আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ লইয়া একটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করেন। সেই নব গঠিত প্রদেশে পূর্ব্ব বাঙ্গালার মুসলমান যখন নব-জীবনের চেতনা লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রথম শিক্ষার দিক দিয়া উন্নতির পথে দ্রুতগতি অগ্রসর হইতেছিলেন এবং তাঁহাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত ১৯২১ সনের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে দিল্লী দরবার হইতে সংবাদ আসিল যে সম্রাট নিজে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিতের ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার ফলে আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইল, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গ এক হইয়া গেল এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর লইয়া বিহার ও উড়িষ্যা নামে একটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হইল। স্যর আলী ইমাম এই বিহারেরই অধিবাসী, তিনি তখন ভারতের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিংয়ের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের আইন সদস্য ছিলেন। এই পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য ভারত সরকার হইতে যে ডিস্‌প্যাচ ভারত সচিবের নিকট বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে স্যর আলী ইমাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অর্থাৎ রাজ-প্রতিনিধির এই পরিবর্ত্তনে তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। তিনি বিহারীদের মঙ্গলের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অগণিত মুসলমানের অমঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। মুসলমান হিসাবে তাঁহাদের জন্য যদি তাঁহার একটুও দরদ থাকিত, তাহা হইলে তিনি কোনও রূপেই এ কাজ করিতে পারিতেন না। তিনি ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলে ভারত সরকারের সকল গোপন কারসাজী প্রকাশ হইয়া পড়িত এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের মুসলমানগণ তখন তাহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া লর্ড হার্ডিংকে তাঁহার মতলব হাসেল করিবার সুযোগ দিতেন না। সেই স্যর আলী ইমাম এবারও আসরে নামিয়াছেন—বাঙ্গলার মুসলমানকে জবেহ্ করিবার জন্য। এ বিষয়ে কেবল বাংলার মুসলমানগণই যে তাঁহার স্বাক্ষরিত নেহ্‌রু রিপোর্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তাহা নহে, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতেও মুসলমানগণ নেহ্‌রু রিপোর্টের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে, Head I win tail you lose. নেহ্‌রু রিপোর্টটীও ঠিক তেমনি ভাবেই রচিত হইয়াছে যে ভাবেই উহার আলোচনা করা যায় তাহাতে একটী বিষয়ই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট দেখা যায়, মুসলমান তোমরা ছোট হইয়া থাক, আমরা হিন্দুরা তোমাদের নির্জ্জীব দেহের উপরে দাঁড়াইয়া আনন্দ-কলরোলে জগৎ মুখরিত করি এবং হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে সফল করিয়া লই, তোমরা অশিক্ষিত, অর্বাচীন, জগৎ সভায় তোমাদের স্থান লাভ করিয়া কোনই লাভ নাই। তোমরা ও আমরা একই দেশে বাস করি, এক দেশ-মাতৃকার আমরা সন্তান, আমাদের উন্নতি হইলেইত তোমরা উদ্ধার পাইলে। না হয়, আমাদের পদানত হইয়াই থাকিলে, আমরা তোমাদের বড় ভাই, রামের ভাই লক্ষ্মণের মত যদি তোমরা আমাদের মানিয়া চল তাহা হইলে জগতে তোমার সৌভ্রাত্রের শ্রেষ্ঠ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। এই নেহ্‌রু রিপোর্ট মুসলমানের ভাগে যাহা দিয়াছে তাহা কেবল মুসলমানকে খাটো করিয়া রাখার সাদচ্ছা (?) প্রণোদিত বই আর কিছুই নহে! মুসলমান যদি নেহ্‌রু রিপোর্টের খসড়া কনষ্টিটিউশনটা স্বীকার করিয়া নেন, তাহা হইলে লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের নির্দ্ধারণ মতে ১৯১৯ সনের সংস্কার আইনে মুসলমানের অদৃষ্টে যতটুকু সিকা ছিঁড়িয়াছিল, তাহাও তাঁহারা পাইবেনই না, তার চেয়ে অনেক কমই পাইবেন। নেহ্‌রু রিপোর্টটী সেইরূপ লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়াই রচিত হইয়াছে।

Dominion Status মুসলমানরাও চাহেন, কিন্তু নেহ্‌রু রিপোর্টে তাঁহাদের ভাগে যাহা বরাদ্দ হইয়াছে, তাহা তাঁহারা মানিয়া লইতে রাজি নহেন, কূট রাজনীতির ফাঁদে পড়িয়া মুসলমানগণ আর বার বার বঞ্চিত হইতে চাহেন না। তাঁহারা নিজের স্বার্থ বজায় রাখিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নেহ্‌রু রিপোর্ট সম্বন্ধে বাঙ্গলার মুসলমান ব্যতীত আর সকল স্থানের মুসলমানগণই ধীরতার সহিত আলোচনা করিয়া নিজেদের অধিকার ও দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। শিক্ষার অভাবজনিত ত্রুটির জন্য বাঙ্গলার মুসলমান নির্জ্জীবের মতই পড়িয়া আছেন, এমন শঙ্কট-সঙ্কুল মুহূর্ত্তেও তাঁহাদের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন পরিলক্ষিত হইতেছে না। বাংলার মুস্‌লিম ভ্রাতৃবৃন্দ, আজ যদি আপনারা এমন করিয়া আরাম শয়নে শুইয়া থাকেন, তবে আপনারা জাগিবেন কবে? মৃত্যুর পরে? না, না, আপনারা উঠুন, জাগুন, সচকিত দৃষ্টি লইয়া আপনারা আপনাদের ভাগ্যাকাশকে খোদার নামে সুপ্রসন্ন করিয়া তুলুন। নিজেদের মধ্যে যে দলাদলি বাদ-বিসম্বাদ আছে তাহা ভুলিয়া গিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হউন। আপনারা জনসংখ্যার অনুপাতে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনের দাবী লইয়া নিখিল বঙ্গ মুসলিম সর্ব্বদল সম্মিলনে উপস্থিত হউন। আগামী ১৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা শহরে এই সর্ব্বদল সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সেই দিনের জন্য আপনারা তৎপর হউন। প্রতি জেলার প্রত্যেক স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া ইহাকে সাফল্য মণ্ডিত করুন। সম্মুখে মহাবিপদ উপস্থিত। এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সকলের মিলিত চেষ্টার দরকার, এ কথা আপনারা একটিবারও ভুলিবেন না। যদি ভুলেন, তবে মুসলমানদের অদৃষ্টে কেবল মুটে-মজুরীই নির্দ্দিষ্ট হইবে। জীবন-যুদ্ধের আহ্বানে পশ্চাৎপদ হইয়া লাভ নাই। এই যুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে নিরলস, নির্ভীক হইতে হইবে,—সমাজের অভাব ও অভিযোগের দিকে সচেতন হইতে হইবে।

আমাদের হিন্দু ভাইগণ মুসলমানদিগকে বলিয়া থাকেন সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক, আর তাঁহাদের নিজেদের অভিহিত করেন অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ সেবক। কিন্তু সত্যই কি তাঁহারা প্রকৃত জাতীয়তা বাদী? তাহা হইলে তাঁহারা পাঞ্জাব ও বাঙ্গলায়, যেখানে মুসলমানেরা জনসংখ্যায় বেশী, সেখানে মুসলমানদের ন্যায়-সঙ্গত অধিকার উপেক্ষা করিতে চাহেন কেন? মুসলমানগণ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সংখ্যায় কম। সেই সকল স্থানেও মুসলমানগণ এমন দাবী উপস্থিত করেন নাই যাহাতে হিন্দুগণের স্বার্থহানী ঘটে? তাঁহারা কেবল জীবন-যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিবার মত অধিকারই চাহিয়াছেন। মুসলমানগণ ভারতীয় আইন সংসদে যত সভ্য থাকিবেন তাহার এক তৃতীয়াংশ মুসলমান হইবেন বলিয়া দাবী করিয়াছেন এবং আরও দাবী করিয়াছেন যে, দুই তৃতীয়াংশ মুসলমান সভ্য যাহা নিখিল ভারতীয় মুসলিম সমাজের জন্য অহিতকর বলিয়া মনে করিবেন, তাহা আইনে পরিণত হইতে পারিবে না। নেহরু রিপোর্টের রচনাকারিগণ তাহা উল্লেখ করাও সঙ্গত মনে করেন নাই। এই সকল কারণ পরম্পরায় বাঙ্গলার মুসলমান নেহ্‌রু রিপোর্টের সমর্থন করিয়া নিজেদের জন্য কোনও রূপেই কবর প্রস্তুত করিতে পারেন না।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে মনের দিক দিয়া বিন্দু মাত্র মিল নাই, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। মিশ্র-নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ আরও বাড়িয়া যাইবে। জন-সংখ্যায় আমরা বেশী হইলেও বাঙ্গালা দেশের মুসলমানগণ জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। ইহাদের মনস্তুষ্টির জন্য মুসলমান ভোটারগণকে বাধ্য হইয়া হিন্দুর পক্ষে ভোট দিতে হইবে। তাহার ফল স্বরূপ মুসলমানগণ এখন যতটি লোককে প্রাদেশিক আইন সভায় ও ব্যবস্থা-পরিষদে পাঠাইতে পারেন, তাহা আর পারিবেন না। তাঁহাদের সভ্য-সংখ্যা বর্ত্তমান হইতে অনেক কমিয়া যাইবে এবং হিন্দুদের বর্ত্তমান বর্দ্ধিত সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইবে। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার সুপ্রচার হইলে পরে এইরূপ নাও হইতে পারে। পরের কথা পরে; এখন আমরা বর্ত্তমান লইয়াই চলিব ভবিষ্যতে যদি এমন হয় যে, জাতীয়তা অর্থে হিন্দুগণ কেবল নিজেদের কথাই ভাবিতে অভ্যস্ত না হন, তাঁহারা মুসলমানের কথাও ভাবেন, তখন আমরাও আমাদের বর্ত্তমান মত ও পথ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহগামী হইব। তাহার পূর্ব্বে আমরা সকল দিক বিবেচনা করিয়া না দেখিয়া কোনও রূপেই তাঁহাদের স্তোকবাক্যে ভুলিয়া নিজেদের আত্মহত্যার কারণ হইব না। এই সেই দিনই আমরা হিন্দু জাতীয়তা বাদীদের মনোভাব কি তাহা বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের আলোচনা কালে বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি। সেই সময়েই জাতীয়তা-বাদিগণ যে একমাত্র সাম্প্রদায়িক ভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই সকল কাজ করেন তাহা বিশেষ ভাবে ধরা পড়িয়াছে। তাঁহারা মুখে জাতীয়তাবাদের ও হিন্দু মুসলমানের মিলনের বুলি আওড়ান সত্য, কিন্তু ভিতরের দিক দিয়া তাঁহারা ঘোর সাম্প্রদায়িক। এখন যে তাঁহারা মিলন-গীতি গাহিতেছেন, ইহা মুসলমানকে দাবাইয়া রাখিবার একটা চাল মাত্র, ইহার মধ্যে আন্তরিকতা নাই, আছে কূট-রাজনীতির বেড়াজাল, ভাই মুসলমান, এ জালে তোমরা আবদ্ধ হইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ করিও না।

হিন্দুগণ বলেন, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বাড়িয়া গিয়াছে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে ত হিন্দুর সহিত মুসলমানের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার কোন কারণই নাই,—কোন হিন্দুকেত নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে মুসলমানের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে হয় না। মিশ্র নির্ব্বাচনে বরং বিপুল বিরোধের সৃষ্টি হইবে। কয়েক বৎসর হইতে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ চলিয়াছে, উহার স্রষ্টা হিন্দু মহাসভা ও আর্য্য-সমাজ। উদ্দেশ্য মুসলমানকে শক্তিহীন করিয়া চির পদানত জাতিতে পরিণত করা। এই বিরোধ হইতে দূরে থাকিবার জন্যই মুসলমানগণ সংখ্যানুপাতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দাবী করিতেছেন। কারণ, আত্মরক্ষার অধিকার তাঁহাদেরও আছে। সেই অধিকারই তাঁহারা চান, তাহার বেশী কিছু চান না।

সাইমন কমিশন ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি বাংলাদেশে আসিবেন, তাহার পূর্ব্বেই বাংলার মুসলমানদিগকে, তাঁহারা কি অধিকার চান, কোন দাবী লইয়া উপস্থিত হওয়া তাঁহারা সমীচীন মনে করেন, তাহা ঠিক করিতে হইবে। ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারে না; বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে যাঁহারা ধীমান ও সমাজ-হিতৈষী তাঁহাদের সকলকে একত্র মিলিত হইয়া বিচার বিতর্ক দ্বারা এই কার্য্য করিতে হইবে। অবহেলা করিয়া দিন কাটাইবার সময় আর নাই, তাহার ফল যে মৃত্যু, আমাদের বিশ্বাস, ইহা এখন বাংলার মুসলমান মাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছেন। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে প্রমাণিত হইবে, বাঙ্গলার মুসলমান সচেতন কি অচেতন, তাঁহারা সজীব কি নির্জ্জীব, তাঁহারা জীবিত কি মৃত। নিখিল বঙ্গ মুস্‌লিম সর্ব্বদল সম্মেলনের আহ্বান পত্র ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই প্রচারিত হইয়াছে। আমরা জানি মুস্‌লিম বঙ্গ সংখ্যানুপাতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনেরই পক্ষপাতী, অতএব এই আহ্বান যে কার্য্যকরী হইবে, শুভফল-প্রসূ হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাঁহারা এই দলের বাহিরে থাকিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত মতকে বড় করিয়া দেখিয়া বাঙ্গলার মুসলমানের সমষ্টিগত মতকে পদদলিত করিয়া কেবল ইহাই দেখাইবেন যে তাঁহারা বাঙ্গলার মুসলমানের কেহ নহেন—তাঁহাদের হিন্দু প্রীতি, হিন্দুর নিকট নাম কিনিবার প্রবৃত্তি, তাঁহাদিগকে পথভ্রষ্ট করিয়াছে, মুসলমানের মঙ্গল চিন্তায় বিমুখ করিয়াছে।

যে অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সকলই বিস্ময় মানিতে বাধ্য হইয়াছিল কিন্তু, কমিশন গত মাসে লাহোরে উপনীত হইলে পুলিস যে ভাবে দক্ষিণে বামে 'রেগুলেশন' লাঠি চালাইয়াছিল, তাহাতে মনে হয় যে, এবার হয়ত সরকার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ (এবং কোন কোন নামকে ওয়াস্তে মুসলমানও) পাঞ্জাবের হিন্দু-নেতা লালা লজপৎ রায়ের মৃত্যুর জন্য পুলিসের লাঠি বাজীকেই দায়ী সাব্যস্ত করিয়া থাকেন। তারপর, সেদিন লক্ষ্ণৌতে সাইমন কমিশন উপস্থিত হইলে পুলিস হিন্দু-শোভাযাত্রীদের উপর যে "নৃশংস" মারধর করিয়াছিল—পণ্ডিত জহরলাল নেহ্‌রু ও পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ প্রভৃতির মাথা বহুস্থানে ফাটাইয়া দিয়া যে কিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিল, তাহাতে ব্যাপার গুরুতর বলিয়াই মনে হয়। কমিশন শীঘ্রই কলিকাতায় আসিতেছে, কলিকাতার এক "হজরৎ মওলানার" "তবিয়ৎ" নাকি ইতিমধ্যেই "আলাল" হইয়া পড়িয়াছে। একেই বলে—চাপাকের হালাক নাই।

সম্প্রতি মাদ্রাজের কোকনদ জেলাতে যে বন্যা হইয়া গিয়াছে এতৎসম্পর্কে ঢাকার কেন্দ্রীয় বন্যা সাহায্য সমিতি উহার তদন্ত করিয়া জানাইতেছেন যে, বন্যার ফলে মোট ২৬টী গ্রামের ক্ষতি হইয়াছে। এই সব গ্রামে ৭১৩ খানা বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে এবং ১৮টী পশু বিনষ্ট হইয়াছে। সকলের ক্ষতির পরিমাণ ৬০ হাজার টাকার উপর। সমিতি বলেন যে, বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট ২০ হাজার টাকা ও পীঠাপুরমের মহারাজা ১২ হাজার টাকা দিয়াছেন।

ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ

(মুঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি-এ)

হিন্দু-রাজ্যের স্বপ্ন

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া হিন্দুরা কি ভাবে ভারতবর্ষ হইতে মুসলীম অস্তিত্ব মিটাইয়া ফেলিতে চান, নেহরু শাসন পদ্ধতিরই খসড়াই (Draft Constitution) ইহার একমাত্র প্রমাণ। মাদ্রাজে স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ও সাইমন কমিশন আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্ব্বত্র নানাবিধ জল্পনা চলিতে থাকে। ভারতীয় মুসলীমেরা স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন, সিন্ধু প্রদেশ স্বতন্ত্র-করণ ও বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশে সংস্কার প্রচলন প্রভৃতি নিজের ন্যায্য দাবীগুলি বিশেষ জোরের সহিত পেশ করেন। মুসলীম-ভারতের ভাবগতিক দেখিয়া তাহাদিগকে প্রতারণা করার মতলবে কয়েকজন হিন্দু নেতা তথাকথিত সর্ব্বদল সম্মিলনীর নাম দিয়া বোম্বাইএ এক সভার আহ্বান করেন। সম্মিলনীর কার্য্য প্রণালী দেখিয়াই আমাদের মনে প্রথম সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে মুসলীমের স্বার্থ নিশ্চয়ই উপেক্ষিত হইবে। তারপর মুসলীম ভারতের অভিমতের কোন অপেক্ষা না করিয়া উক্ত সভা পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও কয়েকজন "সুবিধাজনক" মেম্বর দ্বারা গঠিত এক সমিতির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন পদ্ধতির খসড়া প্রস্তুত করিবার ভার অর্পণ করেন। মুসলীম ভারতের দাবী উপেক্ষা করাও ১৯১৬ ইং Lucknow Pactকে বাতিল করাই তাহাদের মূল মতলব ছিল। সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় হিন্দু নেতারা যে দোষ দিয়া ইহার বয়কটের প্রস্তাব করিয়াছেন, মুসলীম ভারতের অভিমত না লইয়া এইরূপ নেহরু কমিটি গঠন করিয়াও তাহারা সেই দোষে দোষী হইয়াছেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদ, মওলানা মোহাম্মদ আলী, মিঃ জিন্নাহ, ডাক্তার আনসারী, সার আবদুর রহিম প্রভৃতি নিখিল ভারতীয় মুসলীম নেতা থাকিতে গান্ধী আশ্রমে পরিবর্দ্ধিত মিঃ শোয়েব কুরেশীকে উক্ত সমিতির সদস্য নিযুক্তির কোন গুপ্ত রহস্য বুঝিতে পারি না। আমরা এইরূপ কমিটির কোন সিদ্ধান্তের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। আমরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রক্ষা করিয়া সিন্ধু প্রদেশকে স্বতন্ত্র প্রদেশে গঠন করিয়া এবং সীমান্ত প্রদেশও বেলুচিস্তানে সংস্কার প্রচলন করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া গৌরবের সহিত ভারতে বাঁচিয়া থাকিতে চাই।

১৯১৬ ইং Lucknow Pactএ ভারতীয় মুসলীমের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবী স্বীকার করা হয় এবং ইহার উপর নির্ভর করিয়া মন ফোর্ড রিফর্ম্মেও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রচলিত হয়। মুসলীম ভারতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ দেখিয়া মিঃ বালগঙ্গাধর তিলকের ন্যায় চরম পন্থী হিন্দু নেতাও মুসলীমের এই ন্যায্য দাবী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। মিঃ তিলকের এই ভুলের জন্য সেই সময় হইতে হিন্দু নেতা ও সংবাদপত্রগুলি কেবলই অনুতাপ করিতেছিলেন এবং ইহার বাতিল করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। আজ শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলীম ভারতের অনৈক্য দেখিয়া হিন্দু নেতাদের এক অপূর্ব্ব সুযোগ মিলিয়া গেল। ১৯১৬ ইং যে লক্ষ্ণৌ নগরীতে ভারতীয় মুসলীম নেতারা দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন। আজ বার বৎসর পরে ১৯২৮ ইং সেই লক্ষ্ণৌএ আমাদের মুসলীম নেতারা হিন্দু ভারতের নিকট আত্মসমর্পণ ও Surrender করিয়া ফেলিলেন। ১৯১৬ হইতে ১৯২৮ ইং এই বার বৎসরের মধ্যে মুসলীমের এত অধঃপতন দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি। প্রাচীন ব্যাবিলন, কিনানিয়ান, এসেরীয়ান প্রভৃতি অধুনা লুপ্ত জাতির বিলুপ্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাদের সহিত আমাদের অধঃপতিত ভারতীয় মুসলীম সমাজের অবস্থাও সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়। কয়েকজন মুসলীম নেতা মুসলীম লীগের নাম করিয়া এক ইশতেহার প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারা এই চুক্তিভঙ্গকারী বা "সরখত নামায়" হিন্দু ভারতের নিকট নিজ হাতে দস্তখত করিয়া কবুলিয়ত ও কবালা নামা লিখিয়া দিয়াছেন। এইরূপ কোন কবালা নামা লিখা বা মুসলীম ভারত বিক্রয় করিবার তাহাদের কোন অধিকার নাই। মুসলীম লীগের কতিপয় সদস্যের এই ইশতেহারকে আমি কবালা অর্থাৎ বিক্রয় পত্র নামেই অভিহিত করিতে চাই। হে আমার মুমূর্ষ মুসলীম সমাজ, আজ তোমরা বাঁচিতে চাও না মরিতে চাও এই প্রশ্নই আজ তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে এখনও সময় থাকিতে জাগরিত হইয়া সমগ্র ভারত জুড়িয়া আন্দোলন চালাইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ কর। রোগীর মৃত্যুর পরে ডাক্তার ডাকিলে যেমন কোন ফল হয় না, এই সময় আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ না করিলে শেষে হাহুতাশ ও অনুতাপ করিলেও কোন কাজে আসিবে না। তাই আবার বলিতেছি, হে আমার গাফিল সমাজ এখনও সময় থাকিতে জাগরিত হইয়া পড়।

ইংলণ্ড, ফরাসী, আফগানিস্তান, মিসির তুরস্ক প্রভৃতি দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে দেশের নেতারা প্রবলতর জাতির নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেও দেশের জনমত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছেন। ইংলণ্ডের ইতিহাসে কনসারভেটিব লিবারেল ও লেবার পার্টি বলিয়া কত নূতন নূতন দল দল গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে জন-জাগরণের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের ইতিহাসে যত ভাঙ্গা গড়া ও উত্থান-পতন ঘটিয়াছে, দুনিয়ার আর কোন জাতির ইতিহাসে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফরাসীর নেতৃবৃন্দেরা রক্ষক হইয়া ভক্ষক সাজিয়া দেশবাসীর সহিত অনেকবার বিশ্বাসঘাতকতা করিলে দেশের জনসাধারণ অবশেষে ফরাসী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জনশক্তির জয় ঘোষণা করিলেন। কাবুলের শাহসুজা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজ গভর্ণমেন্টের সহিত অপমানজনক সন্ধি করিলে ও নবীন আফগান বীর আকবর খান ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আফগানের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিলেন। তুরস্কের তৎকালীন মন্ত্রী সমাজ অপমানজনক সন্ধি করিলেও একমাত্র কামাল পাশাই, মিত্র শক্তির বশ্যতা স্বীকার করিতে পারিলেন না। তিনি মাত্র চারিশত সঙ্গী লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন এবং দেশের স্বাধীনতা বিদেশীর হাত হইতে উদ্ধার সাধন করিলেন। তাই আজ দুনিয়া জুড়িয়া কামাল পাশার জয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে। বিদেশী উদাহরণ বাদ দিলেও এই ভারতবর্ষেই আমাদের চিন্তার অনেক খোরাক পাওয়া যায়। বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ লর্ড কার্জ্জনের মত প্রবল প্রতাপান্বিত ভাইসরয়ের Settled factকেও unsettle করিয়া দিলেন। বোম্বাইএর বরদলী তালুকের অশিক্ষিত কৃষক সমাজ সমাজ ন্যায্য অধিকার লাভ করিয়া জগতের ইতিহাসে আপনার স্থান লাভ করিলেন। আজ আমরা ভারতীয় মুসলীমেরা সমবেত কণ্ঠে নেহরু কমিটির স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বাতিলের প্রস্তাব এবং আমাদের মুসলীম নেতৃবৃন্দের অপমানজনক আপোষের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। আমরা ঘোষণা করিতেছি, ভারতীয় মুসলীমের স্বাধীনতাকে হিন্দু ভারতের নিকট এইরূপ অপমানজনক ভাবে বিক্রয় করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে কোন কিছু করিলে ও তাহাদের অভিমতকে আমরা কখন গ্রহণ করিতে পারিব না। হিন্দু বঙ্গ যদি বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিতে পারিলেন, মুষ্টিমেয় বরদলীর কৃষক সম্প্রদায় যদি নিজের অধিকারলাভ করিলেন, সহায় সম্বলহীন কামাল পাশা মাত্র চার শত সঙ্গী লইয়া যদি আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেন, তবে আমরা আট কোটি ভারতীয় মুসলীমের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রক্ষা, সিন্ধু প্রদেশ গঠন, সীমান্ত প্রদেশে সংস্কার প্রচলন প্রভৃতি বিষয় ন্যায্য অধিকার লাভ করিয়া কেন আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিব না, বুঝিতে পারি না। পণ্ডিত মতিলালের মিশ্র নির্ব্বাচনের প্রস্তাবকে বাতিল করিয়া দেখাইতে হইবে, আমরা এখন ও মরি নাই, আমরা এখন ও বাঁচিয়া আছি। ভারতীয় মুসলীম,— আপনারা যদি আবার ভারতবর্ষে স্পেনের পুনরাভিনয় দেখিতে চান, তবে খাইবার গিরির অপর পারে বহিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে, এখন ও সময় থাকিতে দেশের সর্ব্বত্র আন্দোলন চালাইয়া জাগরিত হইয়া পড়ুন। কোন নেতার অভিমতের অপেক্ষা না করিয়া দেশের সর্ব্বত্র প্রবল জনমত গঠন করিয়া নেহরু কমিটি ও সাইমন কমিশনকে বুঝাইয়া দিউন যে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ছাড়া আমরা কিছুতেই নিরস্ত হইব না।

বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন যে, দুনিয়া প্রতিদিনই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সেই বৈজ্ঞানিক নিয়ম অনুসারে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পলিসিগুলি ও প্রত্যহ বদলাইতেছে। ১৯২১ ইং হিন্দু-মুসলীম একতার যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন বহুরূপী হিন্দু নেতারা সে মুখোস ত্যাগ করিয়া হিন্দু-স্বাধীনতার বেশ ধারণ করিয়া আসরে নামিয়াছেন। এখন আমরা পূর্ব্ব-নীতি ত্যাগ করিয়া অপরের সাহায্য ছাড়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া "মুসলীম ভারত" গড়িয়া তুলিতে চাই। মনে বাঁচিয়া থাকিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকিলে এই কর্ম্মীদের মধ্য হইতেই একজন নেতা আসিয়া হাজির হইবেন। স্বাধীনতার ও বাঁচিয়া থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই সামান্য পদাতিককে রেজা শাহ ও কামাল পাশায় পরিণত করিয়াছে। আমরাও আজ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলীম ভারতের জন্য দাঁড়াইলাম। আমাদের এ করুণ আহ্বানে কি মুসলীম সমাজ সাড়া দিবেন না ?

লক্ষ্ণৌ সর্ব্বদল সম্মিলনীর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু "Indepence for India League নামে এক সমিতি গঠন করেন। হিন্দুনেতারা ভারতীয় স্বাধীনতা অর্থে যে হিন্দু-স্বাধীনতাই বুঝিয়া থাকেন, তাহা আমি "ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ" নামক এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহারা এখন এই তথাকথিত স্বাধীনতার নামে কি ভাবে ভারতবর্ষ হইতে ইস্‌লামের বুনিয়াদ উপড়াইয়া ফেলিতে চান, তাহা লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে গৃহীত পণ্ডিত জওহর লালের স্বাধীনতা লীগের প্রস্তাবগুলিই বিশেষভাবে প্রমাণ করিয়া দেয়। যে সকল মুসলীম সদস্য লীগের ভিতরের কারসাজি বুঝিতে না পারিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত যোগদান করিয়াছেন, আমরা তাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। পণ্ডিত জওহরলাল স্বাধীনতা লীগের প্রস্তাবগুলিতে বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন :—

(4) No members of the League shall advance any claim on behalf of himself or another person or a group for a political or economic right based on membership of a religion or sect. Nor shall he work for or advocate what come to be called "communalism" in India.

(5) No member of an organisation which has for its object the attainment of political or economic rights based on membership of a religion or sect can be a member of the League."

তারপর আমরা ষষ্ঠ প্রস্তাবের (6) The League shall oppose communalism in every way, but it may support when it considers it proper and necessary—এই পরস্পর বিরোধী বাক্যের কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। পণ্ডিত জওহর লালের এই উক্তির সহিত হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ মুঞ্জের—"The Mohasabha is absolutey national" ও "The Mohasabha is essentially communal" কথাটি ও সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়। এখানে ভারতের সর্ব্বপ্রধান communal ডাঃ মুঞ্জের উক্তি Non-communal পণ্ডিত জওহর লালের উক্তি মিলিয়া যাওয়ায় হিন্দু নেতাদের মনোবৃত্তি (mentality) ও চিন্তাধারা যে একই ছাঁচে গড়া তাহা সহজেই প্রমাণিত হয়। মুখে লম্বা-চৌড়া কথা বলিলেও পণ্ডিত জওহর লালই বলুন, আর মালব্য ও মুঞ্জেই বলুন, সকল দলের হিন্দু নেতারাই যে আজ একজোট হইয়া ভারতবর্ষ হইতে ইস্‌লামের নাম ও নিশানা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। আমি একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ব্যঙ্গচিত্রে এক মাথায় দুইটা উল্টা মুখ দেখিয়াছিলাম। ডাঃ মুঞ্জে ও পণ্ডিত জওহর লালের একই মুখে এই দুই পরস্পর বিরোধী উক্তি শুনিয়া আমার মনে সেই ব্যঙ্গচিত্রের কথাই বিশেষভাবে মনে পড়িল। আমরা এইরূপ উল্টা ও দু-মুখো-হিন্দু নেতার উপর কখনও আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ ও স্যার সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জির আমল হইতে হিন্দুদের ধোকায় পড়িয়া—The Mussalmanএর সম্পাদক সাহেব তথাকথিত ভারতীয় জাতীয়তা ও স্বাধীনতার সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু তিনিও আজ হিন্দু mentalityর স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া ক্রমশঃ আমাদের নিকট সরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিতেছি। তাই আমরা আজ বড়ই আনন্দের সহিত গত ৭ই সেপ্টেম্বরের The Mussalman এর ভাষায় পণ্ডিত জওহর লালের স্বাধীনতা লীগের প্রস্তাবগুলির প্রতিবাদ করিয়া আমাদের বক্তব্যের উপসংহার করিলাম—"We Mussalmans want to be a component part of the future Indian nation, but we would always maintain our comment individuality.… If the maintenance of communal individuality and working for it be communalism and efforts for the welfare of a community be communalism, that communalism will remain till doomsday. The Indian natihn to be will be a federation, and not a fusion of the various communities inhabiting the land.… Accordingly through we aspire for complete independence we cannot subscribe to resolutions 4, and 5 of the meeting at which the League was brought into existence.

—ক্রমশঃ।

মুল্‌কী

চম্পারণ জেলা মোসলেম সম্মেলন

নেহেরু রিপোর্টের প্রতিবাদ

গত ১৫ই নবেম্বর মওলানা হসরত মোহানীর সভাপতিত্বে মতিহারীতে চম্পারণ জেলা মুসলমান সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। মওলবী আবদুল গণি, মওলানা সফি দাউদি। প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট মুসলমান ও প্রায় ছয় শত প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মওলানা হসরত মোহানী বলেন যে, মুসলমানদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করা না হইলে মুসলমানরা নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করিতে পারে না। এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

দিল্লীতে জন-সভা

"সশস্ত্র বিদ্রোহের" কথা

লক্ষ্ণৌতে পুলিশের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য দুর্গাদাস বৈদ্যের সভাপতিত্বে দিল্লীতে এক জনসভা হয়। বৈদ্য বলেন,—সরকারের এই নীতির ফলে স্বরাজ আগাইয়া আসিবে। দেশবাসী অহিংসা-নীতি গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সরকার যে বর্ব্বর নীতি অবলম্বন করিতেছেন তাহাতে অচিরে সশস্ত্র বিদ্রোহের সম্ভাবনা আছে। লক্ষ্ণৌবাসীদের ধৈর্য্য ও বীরত্বের প্রশংসা করিয়া এবং পুলিশের ব্যবহারের নিন্দা করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মালেকুল মওতের মোলাকাত

বিভিন্ন জিলার মৃত্যু সংখ্যা

গত ২৪শে নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতা এবং বাঙ্গলার ১৪টি জিলায় কলেরায় মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বীরভূম ১-১২, মেদিনীপুর ৫-৩০, হুগলী ১৭-২১, হাওড়া ২৫-৪৭, ২৪ পরগণা ১-৩১, নদীয়া ১০৪-১৫৪, মুর্শিদাবাদ ৭৬-১১৫, খুলনা ৯-১১ দিনাজপুর ৩৭-৭২, বগুড়া ৯৬-১০২, পাবনা ১৮-২০, ঢাকা ৮০-১০৪, ময়মনসিং ১৪১-১৯৭, নোয়াখালি ২২-৩৪ এবং কলিকাতা ৩৮-৫৩, দিনাজপুর মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায় ১৮। মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস—যশোহর ৫৯-৫০ এবং ফরিদপুর ৬১-৩৪। বসন্তরোগে মৃত্যু— ময়মনসিং ১৬, ঢাকা ৭, বাখরগঞ্জ ৫, কুচবিহার ৪; হুগলী, ২৪ পরগণা এবং মালদহ প্রত্যেক স্থানে ৩; হাওড়া, কলিকাতা, নদীয়া এবং দিনাজপুর প্রত্যেক স্থানে ২ এবং মুর্শিদাবাদ, দার্জ্জিলিং ও চট্টগ্রাম প্রত্যেক স্থানে ১। কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ১৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় বোমা নিক্ষেপ

৩ জন মুচি আহত

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে ৪৮ নং মেট্‌কাফ ষ্ট্রীটে এক মুচির বাড়ীতে কে বা কাহারা বোমা ছুড়িয়াছিল। ৩ জন মুচি আহত হইয়াছে। সদর রাস্তা হইতে দূরে এক গলির ভিতর ঐ দোকান ছিল। ঐ স্থানে এক সঙ্গে অনেক গুলি মুচির দোকান আছে। আহত ব্যক্তিগণ আহার করিতেছিল, হঠাৎ তাহাদের উপর বোমা ফেলা হয়। সমস্ত ঘরখানা গন্ধকের ধূঁয়াতে অন্ধকার হয়। তৎক্ষণাৎ এম্বুলেন্স গাড়ী ডাকিয়া আহত লোকগণকে মেডিকেল কলেজে পাঠান হয়। রাম জঙ্গ নামক ব্যক্তির শরীরে এবং মুখমণ্ডলে প্রায় ২০ জায়গায় গুলী প্রবেশ করিয়াছে! কেহই বলিতে পারে না, কোথা হইতে ঐ বোমা ছোড়া হইয়াছিল। ঐ স্থানের সম্মুখে একটি উচ্চ প্রাচীর আছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় সম্মেলন

ত্রয়োদশ অধিবেশন

বঙ্গীয় সমবায় সঙ্ঘ সমিতি লিমিটেডের সেক্রেটারী জানাইতেছেন :—

আগামী ১লা ডিসেম্বর বেলা ২ ঘটিকা এবং ২রা ডিসেম্বর বেলা ১২ ঘটিকার সময় কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় সম্মিলনের ১৩শ অধিবেশন এবং বঙ্গীয় সমবায় সঙ্ঘের বার্ষিক সাধারণ সমিতির অধিবেশন হইবে। বাঙ্গলার বিভিন্ন সমবায় সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণকে এবং শেষোক্ত সমিতির সদস্যগণকে উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। বাঙ্গলার সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার মিঃ জে, এম, মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

নূতন রাজনৈতিক দল

মিঃ জে, এন গুপ্তের উদ্যোগ

মিঃ জে. এন, গুপ্ত শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন। 'প্রগ্রেসিভ পার্টি' নামে একটি নূতন দল গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার স্যার আর, এন, মুখার্জ্জী; মিঃ জে, এন, বসু; মিঃ হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং মিঃ জে, এন্, গুপ্তকে লইয়া এই দল গঠিত হইয়াছে। ঢাকার সভায় স্থির হইয়াছে যে, ঢাকার নবাব ঢাকা শাখার প্রধান কর্ত্তা হইবেন। আইনানুগ উপায়ে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভের চেষ্টাই এই দলের আদর্শ। একটি সেন্ট্রাল কমিটি গঠনের জন্য একটি কন্‌ফারেন্স হইবে।

জিলা বোর্ডে মুসলমান

সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত

দিনাজপুর জিলা বোর্ড আফিসে শতকরা ৩৩ জন মুসলমান চাকুরী পাইবে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল বোর্ডের সভায় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া স্থির করা হইবে; কিন্তু তাহা হয় নাই। এ সিদ্ধান্তের ভার পড়িয়াছিল এক সাব কমিটীর উপর। সাব কমিটীতে তিনজন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তিনজন মুসলমান, তিনজন হিন্দু সদস্য ও চেয়ারম্যান এই সাব কমিটি সভায় ছিলেন। ঠিক হইয়াছে। শতকরা ৩৩ জন কেরাণী লওয়া হইবে, অন্যান্য পদ শতকরা ৬০টী মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাখা হইবে। যোগ্য মুসলমানপ্রার্থী যদি না মিলে তবে অস্থায়ীভাবে লোক লওয়া হইবে; যোগ্য লোক মিলিলে তাহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। বোর্ড মঞ্জুর করিলেই উক্ত সিদ্ধান্ত বহাল থাকিবে

পেটের দায়ে পুত্র হত্যা

তরুণী বিধবার দ্বীপান্তর

তিন বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত দারিদ্র্য ও অন্নকষ্টের জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া এলাহাবাদের একটি তরুণী বিধবা তাহার পুত্রকে হত্যা করে, এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করে। সে তাহার পুত্রকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং নিজে আর একটি কূপের মধ্যে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু ঝাঁপ দিবার সময় তাহার অঙ্গে এমন আঘাত লাগে যে চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার চীৎকারে কয়েকজন লোক আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। পুলিশের কাছে লইয়া যাইবার সময় সে সাশ্রুনয়নে পুত্রহত্যার কাহিনীও বিবৃত করে। বিচারে সে নরহত্যা ও আত্মহত্যার চেষ্টা করার জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসে দণ্ডিত হইয়াছে। দায়রা জজ তাহার শাস্তি হ্রাসের জন্য সরকারের নিকট মামলাটি প্রেরণ করিয়াছেন।

সর্ব্বদল মুসলিম-সম্মিলন

মিঃ জিন্নাকে নিমন্ত্রণ

দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় মুস্‌লীম সম্মেলনের সম্পাদক মিঃ রহিমতুল্লা, মিঃ জিন্নাকে এই সম্মেলনে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উহার উত্তরে মিঃ জিন্না জানাইয়াছেন যে, সম্মেলনের তারিখ পরিবর্ত্তন না করিলে তাঁহার পক্ষে উহাতে যোগদান করার সময় হইবে না। উক্তপত্রে আরও জানান হইয়াছে যে, ডিসেম্বরে মুস্‌লীম লীগের যে অধিবেশন হইবে, মাত্র তাহা হইতেই সম্মেলনের জন্য লীগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা সম্ভব পর। তিনি আরও বলেন যে, সম্মেলনে কি কি প্রস্তাব আলোচিত হইবে, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার সকল খবর জানা দরকার। উপসংহারে তিনি সকল মুসলমানকে এই সম্মেলনে যোগদান না করিয়া মুসলীম লীগে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

মানুষ ও গরু নিহত

গত ৩০শে নবেম্বর ৯ ঘটিকার সময় এ, বি, রেলওয়ের মগলবাজার ষ্টেশনের নিকটে একটি ভীষণ রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ১১ নং আপ ট্রেণ সিলেট মগলবাজার ষ্টেশনের নিটকবর্ত্তী হইয়া একজন মানুষ ও তিনটি গরুর উপর আসিয়া পড়ে। তাহার ফলে উক্ত জীব চতুষ্টয় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গ্রামবাসিগণ এই সংবাদ পাইয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ইঞ্জিন ড্রাইভারকে আক্রমণ করে। তাহারা কিছু সময়ের জন্য রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়ে ইহাতে মেল ট্রেণখানা একঘণ্টা বিলম্ব করিতে বাধ্য হয়। স্থানীয় রেল-কর্ম্মচারী পুলিশে খবর দিলে পর পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছে।

প্রেমিক না সি-আই-ডি

ষোড়শীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত নামে একব্যক্তি, সি-আই-ডি সাজিয়া প্রভাবালা দাসী নাম্নী এক ষোড়শীকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। গতকল্য তাহার বিরুদ্ধে মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছিল। প্রকাশ, গত সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এক রাত্রিতে বালিকা যখন একাকিনী তাহার ঘরে ছিল, তখন আসামী গিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করে এবং এই বলিয়া ভয় দেখায় যে, সে অসৎ জীবন যাপন করিতেছে বলিয়া সে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবে। বালিকা এই কথা শুনিয়াই চীৎকার করিয়া উঠে। তাহার চীৎকারে তাহার মাতা এবং প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হয়। কানু নামে এক ব্যক্তি প্রভার নিকট হইতে ৪৲ টাকা লইয়া আসামীকে দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দেয়।

জিয়াগঞ্জে শুদ্ধিযজ্ঞ

মুসলমান পরিবারের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ

গত ২৯শে নবেম্বর জিয়াগঞ্জে বহু লোকের সমক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার পণ্ডিত নৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক একটি মুসলমান পরিবারের চারজন ব্যক্তি হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় এইরূপ শুদ্ধিকার্য্য এই প্রথম। আজিমগঞ্জের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের মধ্যে নেহালিয়ার জমাদার এই শুদ্ধি যজ্ঞের সময় উপস্থিত ছিলেন তিনি নবদীক্ষিতদিগের মধ্যে প্রধান ব্যক্তিকে একগাছি তুলসীর মালা উপহার দেন। "শিবলিঙ্গ" পূজা করা হয় এবং নবদীক্ষিতগণ দেববিগ্রহ স্পর্শ করিতে পায়। জিয়াগঞ্জের লোকেরা এই শুদ্ধি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া লালা লাজপৎ রায়ের শ্রাদ্ধদিবসে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। —আনন্দবাজার পত্রিকা

দ্রাবিড়ী বৃদ্ধের কীর্ত্তি

৭০ বৎসর বয়সে ভার্য্যা গ্রহণ

ত্রিবেন্দ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ত্রিরপুনাথুয়া হইতে ২৫শে নভেম্বর খবর পাওয়া গেল যে, কাভামা চেট্টি নামক এক ব্যক্তি এই নবম বার পাণি গ্রহণ করিল। ইতিপূর্ব্বেই ঐ ব্যক্তি ৮টি স্ত্রীলোককে তাহার ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার ৫৫টি সন্তান আছে। এই লোকটির বয়স ৭০ বৎসর, লোকটি পুলিয়া জাতির "অস্পৃশ্য" শ্রেণীভুক্ত। সে ২২ বৎসর বয়সে তাহার প্রথম স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং তাহার গর্ভে ৪টি সন্তান হইয়াছে।

হিন্দু নরেশের কুকীর্ত্তি

"সোলা বরস্ কি লাড়কী সে"

ওয়ানকানের রাজ্যের একটি ১৬ বৎসর বর্ষীয়া বালিকার সহিত ৫০ বৎসর বর্ষীয় বৃদ্ধ আলোয়ার মহারাজের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। কাথিয়াবারের রাজপুতগণ এই বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য তীব্র আন্দোলন করিতেছে। ওয়ানকানেরের রাজা সাহেবের নিকট একটি মেমোরিয়েল পেশ করা হইয়াছে এবং প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, খুব বেশী বয়সের পার্থক্য থাকিলে যেখানে বিবাহ আইন দ্বারা বন্ধ করা চলে, রাজা সাহেবের উচিত সেই আইন এস্থলে প্রবর্ত্তন করা। এই বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যায়, তৎসম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য নিখিল কাথিয়াবার রাজপুত সম্মিলনের কার্য্যকরী সমিতির এই সপ্তাহে সেখানে অধিবেশন হইবে।

জেল দাঙ্গার রায়

১০জনের মৃত্যুদণ্ড, ৭জনের দ্বীপান্তর

নাইনী সেন্ট্রাল জেলে কয়েকজন কয়েদী ও জেল কর্ম্মচারীর মধ্যে যে দাঙ্গা হয়, তাহার জন্য ১৮ জন কয়েদী অভিযুক্ত হইয়াছিলেন এলাহাবাদের দায়রা জজ মিঃ গৌরী প্রসাদের বিচারে ১০ জন মৃত্যুদণ্ডে ও ৭ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। একজন মুক্তি পাইয়াছে। বিষ্ণুচরণ দুবলিস্ কাকোরী ডাকাতি মামলায় ১০ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন, বর্ত্তমান অপরাধে ইনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসে দণ্ডিত হইলেন। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া আসামীদের কয়েকজনের চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়ে। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ১০ জন আসামী ইতিপূর্ব্বে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করিতেছিল, সে জন্য এই অপরাধে তাহাদের চরম দণ্ড দেওয়া হইল।

মুস্‌লিম-নেতাকে বেনামী পত্র

খুন করিবার ভয় প্রদর্শন

এলাহাবাদের ডাক্তার শাফায়াত আহমদ খাঁ ডি-লিট এবং যুক্তপ্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার অন্যান্য মুসলমান সদস্যগণ মুসলমানদের দাবী-দাওয়া, তাহাদের ভোটের সংখ্যা এবং অন্যান্য সমুদয় সুবিধা অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়া এক স্মারক-লিপি সাইমন কমিশনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিষের প্রস্রবন, এলাহাবাদের হিন্দু মহলে সেই স্মারকলিপির ফলে সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হিন্দুগণ অবৈধ উপায়ে সেই স্মারক-লিপি সংগ্রহ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিন্দু পত্রিকা মোসলমান দলের এই ন্যায়সঙ্গত অধিকার-প্রাপ্তির চেষ্টা করার অনুরোধে বিদ্বেষ বিষ ছড়াইতে থাকে। অমুসলমান সম্প্রদায় হইতে শত শত স্মারক লিপি সাইমন কমিশনের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সমস্ত হিন্দুপত্রিকা তৎসম্বন্ধে টু শব্দটীও করে নাই। এই ব্যাপারে লীডার পত্রিকা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষ প্রচার এবং শত প্রকারে মুসলমানদের দোষান্বেষণ করিতে থাকে। কিন্তু সেই সমস্তের উত্তরে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা "লীডার" পত্রিকা প্রকাশ করিতে সাহস পায় নাই। নেহেরু রিপোর্টের হিন্দু পৃষ্ঠপোষকগণ ডাক্তার শাফায়াত আহমদ খাঁর উপর যে সমস্ত হীন ষড়যন্ত্র-মূলক আক্রমণ করিয়াছে, তাহা রাজনৈতিক ও কার্য্য-পদ্ধতি সংক্রান্ত মতভেদের সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিগত ব্যাপার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। বেনাম পত্র দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিবার হুমকি দেওয়া হইয়াছে। এলাহাবাদের হিন্দু ছাত্রদের দ্বারা সভা করাইয়া তাঁহার নিন্দাসূচক প্রস্তাব পাশ করান হইয়াছে।

ট্রাম কোম্পানীর নূতন ব্যবস্থা

টিকিটের মূল্য হ্রাসের প্রস্তাবনা

ফ্রী প্রেস বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছে যে, কলিকাতা ট্রামকোম্পানী কিছুদিন ধরিয়া সস্তায় "মধ্যাহ্ন টিকেট" (Midday Ticket) প্রচলনের বিষয় চিন্তা করিতেছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে শনি, রবি এবং বন্ধের দিন ব্যতীত আর সকল দিনে ১১টা হইতে অপরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে ৩ পয়সা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২ পয়সার টিকেট প্রচলন করিবার বিষয় কোম্পানী ভাবিতেছে। এই ব্যবস্থা সকল লাইনেই চলিবে। এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইলে যে সময় এই টিকেট দেওয়া হইবে সময়ের জন্য ট্রান্সফার টিকেট প্রচলন বন্ধ থাকিবে। কোম্পানী ইহাও মনে করে যে গ্রীষ্মের সময় এইরূপ টিকেট বেশী বিক্রয় হইবে না। সুতরাং জানুয়ারী মাসে এ বিষয়ে চেষ্টা দেওয়া উচিত। ঐ সময়ই মধ্যাহ্ন আরোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

চট্টলে ভীষণ ডাকাতী

২৫০০০ হাজার টাকা উধাও

চট্টগ্রাম চকরিয়া থানার অন্তর্গত বরইতলী গ্রামে জহরলাল শীল নামক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে গত ১৮ই নবেম্বর রবিবার রাত্রে প্রায় ৮ ঘটীকার সময় ২৫।৩০ জন সশস্ত্র ডাকাত আসিয়া গৃহ স্বামীর ছেলেকে ছুরিদ্বারা গুরুতর জখম করে ও গৃ স্বামীকে ও আরও ৫.৬ জন লোককে তক্তার চিবায় ফেলিয়া বহু যন্ত্রণা দেয় এবং গৃহস্বামী জয়রাম শীলের নিকট হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি কাড়িয়া লয়, সিন্দুক খুলিয়া প্রায় ৫.৬ সের সোণার গহনা ও বহু পরিমাণ রূপার গহনা এবং নগদ টাকা সহ প্রায় ২৫ হাজার টাকা লইয়া বন্দুকের আওয়াজ করিতে করিতে পাহাড়ের দিকে চলিয়া যায়। পরদিন চকরিয়া থানায় এজহার দিলে চকরিয়া পুলিস তখন ঘটনাস্থলে আসিয়া কক্সবাজারে আহত ব্যক্তিকে চালান দিয়া বিশেষ তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় লিমিটেড্ কোম্পানী

২৭টি নূতন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা

গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গলায় ২৭টি নূতন লিঃ কোম্পানী রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। ইহাদের প্রতিশ্রুত মূলধর সর্ব্বশুদ্ধ ১০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। কয়প্রকার কোম্পানী রেজেষ্টারী হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল :—

৫ ব্যাঙ্ক	৪,৫০,০০০
১১ লোন অফিস	৩,৮০,০০০
১ মোটর কোম্পানী	৫০,০০০
১ ছাপা, পুস্তক প্রকাশ সম্পর্কীয়	২০,০০০
১ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবসায়	৫০,০০০
১ এঞ্জিনিয়ারিং	২,০০,০০০
১ চামড়ার ব্যবসায়	৩০,০০০
১ এজেন্সী	১,০০,০০০
১ কটন মিল	১,০০,০০০
৪ অন্য বানিজ্য সম্পর্কীয়	৪,৫০,০০০

মেদিনীপুরে ডাকাতি

কালকাতায় অভিযান

কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত মতিলাল চক নামক স্থানে রামকৃষ্ণ দাস মোহান্ত নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি করিবার অভিযোগে তারক দত্ত ও তিন ব্যক্তি মেদিনীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজের এজলাসে ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ৩১৫ ধারা মতে অভিযুক্ত হইয়াছে। আসামীরা কলিকাতা ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী। উহারা বেশ ভাল রকম পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীরা কোন সংবাদ পাইয়া হাওড়া হইতে গাড়ীতে চড়িয়া কাঁথি রোড ষ্টেসনে আসিয়া তথা হইতে মোটর যোগে কাঁথি যায়। অতঃপর তাহারা সংবাদ দাতার নির্দ্দেশ মত ঘটনাস্থলে যাইয়া গভীর রাত্রে উক্ত মোহান্তের বাড়ী আক্রমণ করে এবং লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া যাহা পায়, তাহা লইয়া পলায়ন করে। আসামীদের মধ্যে একজন স্বীকারোক্তি করিয়াছে। এই মামলায় এই পর্য্যন্ত রায় সাহেব হরিকুমার গুপ্ত, সি, আই, ডি, পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি ৪৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। মামলা চলিতেছে।

ম্যালেরিয়ার গবেষণা

বিশেষজ্ঞের ভারতে আগমন

রস-ইনষ্টিটিউট সংসৃষ্ট ম্যালেরিয়া দমন সমিতির প্রেসিডেণ্ট স্যার ম্যালকম ওয়াটসন ভারতের ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে বরোদা, পাতিয়ালা, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য এবং আসাম ও সিংহল পরিদর্শন করিয়া আগামী মার্চ্চ মাসে দেশে ফিরিয়া যাইবেন। এই পরিদর্শনে মেজর ষ্টীভেন্ তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন। স্যার ম্যালকম মালয় রাজ্যসমূহে ম্যালেরিয়া দমন চেষ্টা করিয়া অনেকটা সফল হইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, বোম্বাই শহর ভারতের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচ্ছন্ন শহর বলিয়া উক্ত শহরবাসীরা গর্ব্ব করিয়া থাকেন। ভারতের ম্যালেরিয়া দমন কার্য্যে বোম্বাইয়ের অগ্রণী হওয়া কর্ত্তব্য।

"ফাঁসী দিন, কিন্তু জেলে পাঠাইবেন না"

পুরাতন দাগীর কৃপা ভিক্ষা

সেখ চিন্নু নামক একজন দাগী আসামীর নিকট পুলিশ ২টী পিস্তলের আগুন নিভাইবার যন্ত্র প্রাপ্ত হয়। পুলিশকে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিয়া সে পুলিশ আইনের ৫৪ ক ধারা অনুসারে গত শুক্রবারে মিষ্টার রক্সবার্গের আদালতে সোপর্দ্দ হয়। আদালতে হাজির হইয়াই সে ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিয়া ফেলে, "হুজুর আমাকে ফাঁসি দিন, কিন্তু জেলে পাঠাইবেন না।" আসামীর পক্ষের বিবরণ এই যে, তাহার উপর একজন ট্যাক্সী চালকের বিদ্বেষ ছিল বলিয়া সে ঐ ২টি জিনিষ তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া চলিয়া যায়। আসামী বলে যে, ১ বৎসর কারাবাসের পরে মাত্র ১০ দিন পূর্ব্বে সে মুক্তি পাইয়াছে। অতএব তাহার প্রার্থনা এই যে, তাহাকে যেন আর জেলে না পাঠান হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সাক্ষী-সাবুদের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

জওহর লালের উক্তি

"এখনও মরি নাই"

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ফ্রী-প্রেসকে জানাইতেছেন:—

গত ২৯শে এবং ৩০শে তারিখে পুলিশ আমাকে মারপিট করিয়াছে। এই মারপিঠের ফলে আমার অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া থাকিবে এই ধারণায় আমার বন্ধুবর্গ আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাঁহাদের সকলকে জানাইতেছি যে, আমি বেশ সুস্থ আছি এবং এখনও জীবিত অবস্থায় আছি নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি নাই। কাঁধে পিঠে এবং পায়ে ও হাতে লাঠির ঘা খাইয়া অবস্থা সাংঘাতিক দাঁড়াইবারই কথা; কিন্তু আঘাত তেমন গুরুতর হয় নাই, কাজেই আমার অবস্থা খারাপ দাঁড়ায় নাই। বয়কট লক্ষ্ণৌয়ে মিছিলে যোগদান করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া আমি গৌরবই অনুভব করিয়াছি। এ দৃশ্য দেখিয়া রোগীও সুস্থ বোধ করিয়াছে। লক্ষ্ণৌয়ের বহু সাহসী যুবার সহিত একসঙ্গে কাজ করিতে পাওয়া কয়েকটা লাঠির আঘাতের চেয়ে অনেক বেশী গৌরবের!

ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ব্যাঙ্কের মামলা

মঙ্গলসেনের কঠোর দণ্ড

অধুনা-বিলুপ্ত পাঞ্জাব ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ব্যাঙ্কের ৮ লক্ষ টাকা গায়েব করার অভিযোগে দেওয়ান মঙ্গল সেন, ডাক্তার জগন্নাথ লুথরা, রায়বাহাদুর সংসার চাঁদ এবং লালা গৌতম দেবের বিরুদ্ধে যে মামলা চলিতেছিল গত পরশু ডিসেম্বর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইশার সেই মামলার রায় দিয়াছেন। দেওয়ান মঙ্গল সেন পাঁচটি অভিযোগে মোটমাট ২৮ বৎসর কারাদণ্ড এবং ১৯০০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে আদিষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে মোট ১৮ বছর জেল খাটিতে এবং ১৯০০০৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। জরিমানার টাকা আদায় না হইলে আরো ৪ বছর জেল খাটিতে হইবে। ডাক্তার পুথরা এবং গৌতমদেব একদিন করিয়া কারাদণ্ড এবং ২০০০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। চতুর্থ আসামী সংসারচাঁদ খালাস পাইয়াছে।

"ইন্দোর নরেশের" নারী-পূজা

একলক্ষ আশি হাজারের দাবী

অন্যায়ভাবে আটক রাখা, শারীরিক অনিষ্ট করা, সম্পত্তি আত্মসাৎ করা ইত্যাদি অভিযোগে সেবিকা বাঈ নাম্নী এক হিন্দু রমণী ইন্দোরের পূর্ব্বতন মহারাজা স্যার তুকাজী রাও হোল্কারের নামে যে মামলা আনিয়াছিল এই মামলায় বাদিনী লিখিত বিবরণ দাখিল করিয়াছে। প্রথমে যখন মামলার দরখাস্ত হয়, তখন কথা উঠিয়াছিল যে এই মামলার বিচার করার অধিকার আদালতের আছে কিনা। যদি তুকাজীর কোন আপত্তি থাকে, তবে তাঁহাকে ১০ই অক্টোবরের মধ্যে আপত্তি জানাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি কোন আপত্তি উত্থাপন না করায় এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করা স্থির করায় মামলা বোম্বাই হাইকোর্টে চলিতেছে।

আফগানিস্তানে শিখ নির্য্যাতন

শিখদের তীব্র প্রতিবাদ

সিন্ধুদেশবাসী শিখদের পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আফগানিস্থানের আমীর সম্প্রতি শিখদিগকেও জাতীয় ধর্ম্মজ্ঞাপক পাগড়ী পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় টুপী ব্যবহার করিতে আদেশ করিয়াছেন। সিন্ধুবাসী শিখগণ আমীরের এই স্বেচ্ছাচারিতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। আফগান কর্ত্তৃপক্ষের এই কার্য্যের নিন্দা করিয়া "হিন্দুস্থান টাইমস" উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। আফগানিস্তানের সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক শিখদের প্রতি নির্য্যাতনের যে সমস্ত সংবাদ পাঞ্জাবের সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা এত রোমাঞ্চকর যে পাঞ্জাব সাংবাদিকগণ "মোগল সম্রাটদের অত্যাচারের" সহিত উহার তুলনা করিয়াছেন। নির্য্যাতিত শিখগণ ভারতবর্ষীয়; সুতরাং গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে রক্ষা করিতে এবং পাসপোর্ট লইয়া ভারতে আসিতে সহায়তা করিতে বাধ্য।

"পাঞ্জাব শ্রেষ্ঠতম স্থান"

লাটসাহেবের বক্তৃতা

পাঞ্জাব কাউন্সিল প্রদত্ত এক ভোজ সভায় পাঞ্জাবের লাটসাহেব বলিয়াছেন—"ভারতসাম্রাজ্য এবং ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, পশ্চিমেই হাও আর পূর্ব্বেই যাও পাঞ্জাবের মত স্থান মিলিবে না। ভারতের আর কোন স্থানের অধিবাসীরাই এত বলিষ্ঠ, এত সংহত, এত আত্মসম্মান সম্পন্ন ও এত বুদ্ধিমান নহে। পাঞ্জাবীদের উচ্চাশা সুদৃঢ়, নিজেদের প্রদেশের উন্নতিতে তাহাদের আত্মপ্রত্যয় অশেষ। সাম্প্রদায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা মাঝে মাঝে উন্নতির বিঘ্ন হইতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ প্রবল এখানে তত প্রবল নহে। পাঞ্জাবের অধিবাসীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পরস্পর সখ্য সূত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। পাঞ্জাবে চাকুরী করিয়া গৌরব আছে।"

সরকারী বন্ধের তালিকা

১৯২৯ সনের হিসাব

আগামী ১৯২৯ সনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পর্ব্ব ইত্যাদি উপলক্ষে নিম্নলিখিত দিবস সমূহে সরকারী আফিস আদালত বন্ধ থাকিবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার কলিকাতা গেজেটে ঘোষণা করিয়াছেন।—

শ্রীপঞ্চমী	১৪ই ফেব্রুয়ারী
ঈদলফেতর	১৩ই মার্চ্চ
দোলযাত্রা	২৫শে মার্চ্চ
ইষ্টার	৩০শে মার্চ্চ হইতে ১লা এপ্রিল
চৈত্র সংক্রান্তি	১৩ই এপ্রিল
ঈদুজ্জোহা	২০শে মে
মহররম	১৭ই ও ১৮ই জুন
জন্মাষ্টমী	২৭শে আগষ্ট
মহালয়া	২রা অক্টোবর
দুর্গাপূজা	১০—১২ই অক্টোবর
লক্ষ্মীপূজা	১৭—১৮ই অক্টোবর
কালীপূজা	৩১শে অক্টোবর ও ১লা নবেম্বর
বড়দিন	২৪, ২৬—২৯শে ডিসেম্বর

মাদ্রাজ মুসলিম লীগ

কমিশনের নিকট দরখাস্ত

নেহেরু রিপোর্ট অনুযায়ী শাসন সংস্কার প্রার্থনা করিয়া মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ সাইমন কমিশনের নিকট একখানি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। লীগের বিবেচনায় নেহেরু রিপোর্টে দেশীয় রাজ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করা হয় নাই, অধিকন্তু কোন কোন বিষয়ে ঐ রিপোর্টে অনেক ত্রুটি রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের দরখাস্তে দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য প্রতিনিধিত্ব প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রাদেশিক শাসন পরিষদে ৭ জন করিয়া মন্ত্রী লওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা অল্প সে সমস্ত প্রদেশে অন্ততঃ ২ জন মুসলমান মন্ত্রী রাখিতে হইবে। হাইকোর্টের জজদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনে একজন মুসলমান হওয়া চাই। লীগ সার্ব্বজনীন ভোটাধিকার আরো বিস্তার করিতে চাহেন। লীগ মিশ্র নির্ব্বাচক মণ্ডলীর বিরোধী, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী এবং স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। লীগ ব্যবস্থাপরিষদে মুসলমানদের জন্য অন্ততঃ একতৃতীয়াংশ সদস্যপদ সংরক্ষিত রাখিতে চাহেন।

নিখিল ভারত মুসলীম লীগ

অভ্যর্থনা সমিতির আয়োজন

নিখিল ভারত মুসলিম সঙ্ঘের অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী মওলবী লুৎফেআলী জানাইতেছেন—নিখিল ভারত মুসলিম-সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশন ২৬শে ও ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতায় হইবে একথা পূর্ব্বেই জানান হইয়াছে। কলিকাতায় যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে তাহা অধিবেশনের জন্য ও অতিথিদের বাসস্থানের জন্য আয়োজন করিতেছেন। নিখিল ভারত মুসলিম-সঙ্ঘের যে সমস্ত সভ্য ইউরোপীয় খানা-পিনা ও বাসস্থানে অভ্যস্ত তাঁহারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা না করিলে তাঁহাদের হোটেলে থাকিতে দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। তাঁহাদের শুধু হোটেলের খরচটুকু দিলেই হইবে। এবৎসর কলিকাতায় নানাকারণে অত্যন্ত ভীড় হইবে। সেজন্য যে সমস্ত ভদ্রলোক কলিকাতায় আসিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারীর নিকট খবর পাঠান। যাঁহারা ভারতীয় ধরণে অভ্যর্থনা সমিতির অতিথিশালায় থাকিতে চান তাঁহারাও যেন অবিলম্বে সেক্রেটারীকে জানান। খাইবার খরচ সম্ভবতঃ দুই টাকার বেশী হইবে না। সমস্ত চিঠিপত্র ৫২, ক্যারিসন রোডে ১৪ই ডিসেম্বরের ভিতর সেক্রেটারীর নামে পাঠাইতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি বিতরণ

"রাজনীতিতে যোগ দিও না"

গত ১লা ডিসেম্বর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম বার্ষিক উপাধি বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চ্যান্সেলার মধ্য-প্রদেশের লাট স্যার মণ্টেগু বাটলার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার চিমনলাল শীতলবাদকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, সমাজ সেবায় ছাত্রদের বড় কর্ম্মী বা নেতা আর নাই। কিন্তু তাঁহার মতে ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত নয়। "যে সমস্ত সঙ্ঘের রাজনীতি, অর্দ্ধশিক্ষিত সাংবাদিক অথবা অন্ধ জনসাধারণ ছাত্রদের ফুসলাইয়া লইয়া গুরুতর ভুল করিতেছে, ভারত তাহাদের চায় না। ভারত চায় প্রকৃত দেশ প্রেমিক। ছাত্রদের যাহাতে কেহ ফুসলাইয়া লইয়া যাইতে না পারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সেজন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করা উচিত। কয়েকজন হঠকারী নেতা কয়েক বৎসরে যে ভুল করিয়াছে তাহা সংশোধন করিতে বহু বর্ষ লাগিবে।" অতঃপর স্যার চিমনলাল আদর্শ অধ্যাপক কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়া দিয়া বলেন, বিদেশে যে ভাবে শিক্ষাদান করা হইয়া থাকে, এদেশে তদ্রূপ শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের জন্য এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে সম্পাদকেরা দেশ-প্রেম, সত্যনিষ্ঠা ও সততার সহিত সম্পাদন কার্য্যের শিক্ষালাভ করিবেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে বাহিরের কর্ত্তৃত্ব হইতে মুক্ত করার প্রয়াসী।

নেজাম বাহাদুরকে অভিনন্দন

সাম্প্রদায়িক বিবাদের কথা

হায়দ্রাবাদের জনসাধারণের ফুলবাগিচায় গত ২৪শে নবেম্বর তারিখের ১১টার সময় মহামান্য নেজাম বাহাদুরকে এক স্বাগতম অভিনন্দন প্রদত্ত হইয়াছিল। এই উৎসবের আয়োজন খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। সমস্ত আমীর ওমরাহ, রাজকর্ম্মচারী, বাইগীরদার এবং ব্যবসায়িগণ ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। রাজা ধানরাজ গীরজি মারসিং গীরজী অভিনন্দন পত্র পাঠ করিয়াছিলেন। এই অভিনন্দন পত্রে মহামান্য নেজাম বাহাদুর উর্দ্দুতে বলেন যে বৃটিশ শক্তির সহিত হায়দ্রাবাদের শাসন-কর্ত্তার কোন প্রকার মনোমালিন্য নাই। সম্প্রতি তাঁহার রাজ্য মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া যে, ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এবম্প্রকার কোন অন্যায়ের সূচনা না হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।

হিন্দু যুবকের লাম্পট্য

কুমারী বালিকার সর্ব্বনাশ

সুবাসিনী সেন নাম্নী ডাক্তার লেনের ১৭ বৎসর বয়স্কা একটী ছাত্রীর সহিত অবৈধ সংসর্গের অভিযোগে অযোধ্যা প্রসাদ আচ্য নামে এক যুবক ৪৯৩ ধারানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ যে, বালিকাটী প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যাভ্যাসের জন্য কলিকাতায় আসে এবং তাহার কাকার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া পড়াশুনা করিতে থাকে তথায় ৩৫নং ডিকসন লেনের অযোধ্যাপ্রসাদের সহিত বালিকার পরিচয় হয়। আসামী তাহাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লোভে ভুলাইয়া তাহার অভিভাবকের বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনে ও বলে যে, তাহারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় বাস করিবে এবং পরে যথারীতি তাহাদের বিবাহ হইবে। আসামী প্রথমে বালিকাটীকে কালীঘাটে লইয়া যায়। তথায় তাহাদের একটা ভুয়া বিবাহ হয়। আসামী তথা হইতে তাহাকেই ইটালীর আনন্দ পালিত লেনে লইয়া যায় ও স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতে থাকে। পরে বালিকাটি ৭ মাস গর্ভবতী হইলে আসামী তাহাকে সন্তানটি নষ্ট করিয়া ফেলিতে বলে, বালিকা তাহাতে অসম্মত হয় আসামী তখন তাহাকে অসহায়, অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া সরিয়া পড়ে। বালিকাটীর অভিভাবকের বাড়ীতেই বালিকাটী আশ্রয় পাইয়াছে।

মুসলিম সর্ব্বদল সম্মিলন

মিঃ জিন্নার জবাব

মুসলিম সর্ব্বদল সম্মিলনের উদ্যোক্তাগণের পক্ষ হইতে মিঃ ফজল ইব্রাহিম রহিমতুল্লা মিঃ জিন্নার উত্তরে বলিতেছেন যে, উক্ত সম্মিলনে ব্যবস্থাপক সভাসমূহের বে-সরকারী মুসলমান সদস্যগণকে এবং নিম্নলিখিত মুসলমান প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটির পক্ষ হইতে ২০ জন করিয়া সদস্যকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে যথা—(১) অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের লীগের জিন্নার দল (২) অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের শফীর দল; (৩) অল ইণ্ডিয়া খিলাফৎ কনফারেন্স, (৪) অল ইণ্ডিয়া জমায়েৎ-উল ওলামা (৫) ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ। অধিকন্তু ডাক্তার আন্সারী, স্যার আলী ইমাম, মিঃ হাসান ইমাম এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে পৃথকভাবে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। মিঃ ফজল মহামান্য আগা খাঁর তার হইতে উদ্ধৃত করিয়া জানাইতেছেন—"আমার উদ্দেশ্য হইতেছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মতামত নির্দ্ধারণ করিয়া একটা কার্য্যপদ্ধতি স্থির করা। মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক আপোষের ভাব সৃষ্টি করিতে পারিলেই ঐ কার্য্যপদ্ধতি স্থির করা সম্ভব। সুতরাং সম্মিলনকে যথাসাধ্য উদার ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন।" মিঃ ফজল বলেন যে, ভোট গ্রহণের আবশ্যকতা হইবে না, এইরূপ আশা উদ্যোক্তারা করেন। তাহারা নেহেরু রিপোর্টের আলোচনাও করিবেন না, কারণ এই রিপোর্ট সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। শুধু সরল অকপট ভাবে মতামত প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই সম্মিলনের আয়োজন। উপসংহারে মিঃ ফজল বলিতেছেন যে, লীগ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, এমতাবস্থায় এই সম্মিলন একান্ত আবশ্যক।

মগরেবী

সিনর মুসোলিনীর কন্যা
ভারত-ভ্রমণে যাত্রা

"টায়ভেয়রে" জাহাজ চড়িয়া সিনর মুসোলিনীর কন্যা ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে মহিলা সঙ্গী আছেন। ইঁহাকে বিদায় দেওয়ার জন্য ষ্টেশনে বহুলোক জড় হইয়াছিল। যাত্রা করিবার সময় আনন্দধ্বনি করিয়া সমবেত জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। রোমান কায়দায় প্রতি নমস্কার করিয়া মুসোলিনী-কন্যা ইহাদিগকে বিদায় দিয়াছেন।

লণ্ডনে মেলব্যাগ চুরি
দেড় লক্ষ টাকা অপহৃত

ইংলণ্ডের কাডিক শহর হইতে আগত ডাকগাড়ী লণ্ডন শহরে পৌছিলে দেখা গেল যে, ঐ ডাকগাড়ী হইতে দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের রেজিষ্ট্রী চিঠি এবং ব্যাঙ্কের হুণ্ডী সমেত একটা মেলব্যাগ আশ্চর্য্যরূপে অপহৃত হইয়াছে। প্যাডিংটন পুলিসের এইরূপ অভিমত যে, চোররা প্যাডিংটন এবং মাউণ্ট প্লেজাণ্ট এই ২ সটিং আফিসের মধ্যে কোন স্থানে ডাকগাড়ীতে উঠিয়া লুকাইয়াছিল। খালি ব্যাগটা পাওয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নীতি
আইনের ফাঁকিতে শ্লীলতা

রাজপথে নীতিহীনতা ও তৎসম্পর্কীয় আইন এবং অপরাধ সম্বন্ধে অনুসন্ধানার্থ যে কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে, সেই কমিটী এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া জানাইতেছেন, যে, রাজপথে নীতি-হীনতা এবং তৎসংক্রান্ত অপরাধ সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ওয়েলসে যে জটিল আইন আছে, তাহার পরিবর্ত্তে একটা সরল আইন করা আবশ্যক হইয়াছে। নূতন আইনে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে,—যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক রাজপথে অন্য পুরুষ বা স্ত্রীলোকের নিকট কু-প্রস্তাব করিয়া উত্যক্ত করিবেন, তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে। তবে উত্যক্ত ব্যক্তিকে অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে।

ইংলণ্ডে পেন্সনের রিপোর্ট
ব্যয় সংক্ষেপের ব্যবস্থা

ইংলণ্ডের পেন্সন দান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, পেন্সনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা এবার হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে যাহারা পেন্সন পায় এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল ১৫৮৪৮৫০ জন। তন্মধ্যে ২৮৯০ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, ১০০০ জন নার্স ৪৮৮০০০ পুরুষ, ১৪৪,০০০ বিধবা ৪১৫,০০০ অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং অন্যান্য ৫১০,০০ জন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গত বৎসরের তুলনায় এবার ৩৩০০০০০ পাউণ্ড কম ব্যয় হইবে।

অভিশপ্ত জাহাজের যাত্রিগণ
অন্য জাহাজে চড়িয়া বিপদ

লণ্ডনের ১০ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, নিউইয়র্ক হইতে হোয়াইট ষ্টার কোম্পানীর যাত্রী-জাহাজ "কেল্‌টিক্‌" ২৪৩ জন যাত্রী লইয়া ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা হয়। ইহাদের মধ্যে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত "ভেষ্ট্রীজ" জাহাজের ২৯ জন যাত্রী ছিল, ইহার পুর্ব্বে দুর্ঘটনা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। কিন্তু বিচিত্র এই যে, 'কেল্‌টিক্‌' জাহাজটিও বিপদে পড়িয়াছে, কুইন্সটাউনে পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিবার মুখে উহা জলমগ্ন শৈল মধ্যে আটকাইয়া গিয়াছে। ফলে উহার ইঞ্জিন-ঘরে এক ছিদ্র হইয়া গিয়াছে এবং কোন কোন কক্ষে ২৪ ফিট পর্য্যন্ত পানি উঠিয়াছে। জাহাজটাকে পুনরায় ভাসাইবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয় নাই, তবে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা নাই। 'ভেষ্ট্রীজ' জাহাজের ২৯ জন যাত্রীকে এবং অন্যান্য লোককে জাহাজ হইতে নামাইয়া লওয়া হইয়াছে। লস্করেরা জাহাজেই আছে।

ফরাসী সুন্দরীর জুয়াচুরী
বড় বড় লোকের গুপ্ত রহস্য

প্যারিসের ৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, অর্থবিদ্যাবিশারদ মাদাম্‌ মার্থা হানায়্‌ ও তাঁহার তালাক দেওয়া স্বামীর গ্রেপ্তারে যে ভয়ঙ্কর জুয়াচুরী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সহিত ফরাসী প্রতিনিধি সভার অনেক বড় বড় ডেপুটি ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জড়িত আছে। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ পয়েকার এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই কেলেঙ্কারী সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করা হইবে। প্রকাশ যে, মাদাম্‌ মার্থা ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ প্রায় সাড়ে ৫ কোটি আত্মসাৎ করিয়াছেন। এই জুয়াচোরদলের প্রধান মুখপত্র "গেজেট ডি ফ্রান্সে" সমর মন্ত্রিগণ এবং স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী পয়েকার পর্য্যন্ত প্রবন্ধ ও পত্র লিখিয়াছেন।

জার্ম্মাণীর নূতন রণতরী নির্ম্মাণ
বাধা দানের প্রস্তাব ব্যর্থ

জার্ম্মাণী যে নূতন ১০০০০ টনের ক্রুজার জাহাজ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র বাদী দল 'রীষ্টাগে' একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সাইলেসিয়া প্রভৃতি জার্ম্মাণীর প্রদেশগুলিতে এখন দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। সমস্ত দেশের দুঃখ ও দারিদ্র্যের আর অন্ত নাই। শুধু বার্লিনেরই হাঁসপাতালের শতকরা ৯০টী শিশু যক্ষ্মায় ভুগিতেছে। এ অবস্থায় ৪৫০০০০ পাউণ্ড খরচ করিয়া যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ করা উচিত নয়। সমাজতন্ত্রবাদী দল আরো জানান যে, শুধু এই খরচটী হইলেই হইবে না। এই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার খরচ এখন বাড়িতে চলিল। কিন্তু সভাপতি হিণ্ডেনবার্গ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ও যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণের সপক্ষে ভোট দেন। দেশ রক্ষা মন্ত্রীও যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ না হইলে পদত্যাগ করিবেন বলেন। শেষ পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্রবাদী দল ২৫৫টি ভোটের বিরুদ্ধে ২০৩টী ভোট পাইয়া হারিয়া যান।

হুভারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র
হত্যা করিবার জন্য বোমা

বুয়েন্স এয়ার্সের ১২ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, মার্কিন যুক্তরাজ্যের নব নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট মিঃ হার্বাট হুভারের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। পুলিস সেই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে। যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন লোকদিগের বাড়ীতে পুলিস হানা দিয়াছিল। একটী বাড়ীতে কতকগুলি বোমা, পিস্তল, কিছু বারুদ এবং একটী রেলওয়ের মানচিত্র পাওয়া গিয়াছে। ঐ রেলপথেই মিঃ হুভারের আগমন করিবার কথা। এই সম্পর্কে দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিস এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছে যে, ষড়যন্ত্রকারীরা রেল লাইনের উপর বোমা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল।

লর্ডস্‌ হাউস সংস্কার
শ্রমিক দলের প্রতিবাদ

গত ১২ই ডিসেম্বর বিলাতের আর্ল ক্লারেণ্ডন লর্ডস্‌ হাউসে উক্ত সভার সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করেন। তিনি প্রথমেই প্রস্তাব করেন যে, লর্ডস্‌ সভার সদস্য-সংখ্যা কমাইবার এবং নির্ব্বাচন-প্রথা অথবা মনোনয়ন প্রথার সাহায্যে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল হইতে সংখ্যার অনুপাতানুযায়ী সদস্য গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহার শীঘ্র ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। লর্ডস্‌ হাউসে দেশের লর্ডদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত ১৫০ জন লর্ডস্‌ হাউসের সদস্য হইবেন। জীবনকালভোগ্য লর্ড উপাধিধারী কয়েকজন লর্ডকে রাজা উভয় পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যরূপে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তিনি বলেন, যে সকল লর্ড লর্ড-সভার সদস্যপদের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহারা মহাসভার সদস্য-পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন। উদারনৈতিক দলের পক্ষে লর্ড বাক্‌ মাষ্টার এবং শ্রমিক দলের পক্ষে লর্ড পারমুর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। লর্ড পারমুর এই বলিয়া আপত্তি করেন, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য হইলে লর্ড সভার সকল সদস্যই রক্ষণশীল দলভুক্ত হইবেন। লর্ড চ্যান্সেলার বলেন যে, যাহাতে সকল দলের মনোমত ভাবে লর্ড হাউসের সংস্কার হয়, এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতে হইবে।

ভারত-ভ্রমণে ফরাসী জেনারেল
বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন

জেনারেল গোরাদ "রাজপুতানা" জাহাজে চড়িয়া ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই পৌছিবেন। এই ফরাসী সেনাপতির ভারত ভ্রমণের সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সুরাট, বরোদা, আহমদাবাদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করিয়া আরও উত্তর অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হইবেন। অতঃপর মধ্যপ্রদেশ ঘুরিয়া তিনি কলিকাতায় যাইবেন। তথা হইতে তাঁহার দিল্লী যাইবারও কথা আছে। প্যারিস হইতে তাঁহার সঙ্গে কাপ্তেন ভিলাটোর ডোপিন এবং তাঁহার সেক্রেটারীও আগমন করিবেন।

লণ্ডন শহরে যাদুবিদ্যা
৬০ হাজার লোক প্রভাবান্বিত

একজন প্রতিবেশীর মুরগীর বাচ্চাকে যাদু করিয়াছিল বলিয়া পেনসেলভেনিয়ার যে ব্যক্তির নিকট তাহার মস্তকের কেশ চাওয়া হয়, ঐ চুল দ্বারা যাদুর প্রভাব নষ্ট করার কথা হইলে সে উহা দিতে অস্বীকার করে এবং তাহাকে আগুণে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ ঐ দেশ হইতে যাদুবিদ্যার প্রভাব নষ্ট করার জন্য অনুসন্ধান করিতেছেন। দেশের অজ্ঞলোকেরা ছেলে-মেয়ের ব্যারাম হইলে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার না ডাকিয়া যাদুকরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, মাত্র ইয়র্ক শহরে ৬০ হাজার লোক যাদুকরের কথা মত দৈনন্দিন কার্য্যপ্রণালী অবধারিত করে। অনেক লোক মনে করেন, ঐ প্রভাব দূর করা সহজ হইবে না, কারণ যাদুকরের ভয়ে অনেকে তাহাদিগকে মানিয়া চলিবে।

ভারতে চিনির কারবার
গভর্ণমেণ্টের মনোযোগের অভাব

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, রাজকীয় কৃষি সমিতির ভারতীয় বিভাগের সমক্ষ প্রদত্ত সার জেমস ম্যাক-কেন্নার অভিভাষণ প্রসঙ্গে আলোচনায় সার হেনরী লরেন্স বলেন যে, চিনির কারবার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত, গভর্ণমেণ্ট ততটা মনোযোগ প্রদান করেন নাই। আমদানী চিনির উপর মাশুল তেমন বেশী নহে। আসল কথা এই যে, চিনি সংক্রান্ত কমিটী যে সকল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলি কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। আজ দশ বৎসর হইয়া গেল উক্ত কারবার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ দিবার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। ভারতের অবসর প্রাপ্ত ফিজিসিয়ান মিঃ এফ, এচ, ক্লাইন বলেন যে, চিনির কারবার পরস্পর সহযোগিতার ভাবের প্রবর্ত্তন করা এবং উৎকৃষ্টতর ইক্ষু চাষের ব্যবস্থা করাই ইহার প্রতীকারের প্রধান উপায়।

ইউরোপে আসন্ন বিপ্লব
মুসোলিনীর স্পষ্ট কথা

বর্ত্তমান শাসন প্রণালী অনুসারে ইটালীর চেম্বারের শেষ অধিবেশনে মুসোলিনী একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন,—কেলগ চুক্তিতে অতি উচ্চাঙ্গের কথা আছে। এ সমস্ত প্রস্তাব এতই উচ্চাঙ্গের যে তাহাকে অতিমানুষিক প্রস্তাব বলিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু আমরা কি দেখিতেছি,—এই চুক্তি সত্ত্বেও সমগ্র পৃথিবী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইতেছে। সাবমেরিণ, ক্রুজার, রণতরী, কামান ও গোলা ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। এই সত্য যদি আমরা অগ্রাহ্য করি তবে সমগ্র জাতির প্রতি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিব—আমরা মহাপাপের দায়িত্ব গ্রহণ করিব। ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কোনও ভ্রান্ত ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষতঃ যে সময়ে আমরা দেখিতেছি যে, একদল লোক আসন্ন ঝড়ের মুখেও শান্তির কথাই আলোচনা করিতেছেন। ইউরোপের শান্তিভঙ্গ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে প্রস্তুত হইয়া থাকা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আমরা যদি বলি,—যাহারা রুগ্ন শয্যায় পড়িয়া নিশ্চিত মৃত্যুর পথে আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহাদের পক্ষে আর একবার আত্মবলি দান করাই কর্ত্তব্য—তাহা হইলে আশ্চর্য্যন্বিত হওয়া উচিৎ নহে। কারণ ইহাদের আত্মবলির সুযোগে আমরা জল, স্থল ও বিমানমার্গে সম্পূর্ণ শক্তি সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইব। ঘন ঘন আনন্দধ্বনির মধ্যে মুসোলিনী এই কথাগুলি উচ্চারণ করেন।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পীড়া
একটু ভালর দিকে

লণ্ডনের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সকাল বেলায় রুগ্ন সম্রাটের অবস্থার যে উন্নতি দেখা গিয়াছিল, সেই উন্নতি এখনও বিদ্যমান আছে। নাড়ীর গতি স্বাভাবিকের কাছাকাছি, হৃদযন্ত্র সম্বন্ধেও এখনও আশঙ্কা আছে। লণ্ডনের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য রাত্রি ১০৷ টার সময় যে বুলেটীন বাহির হইয়াছে, তাহাতে সম্রাটের অবস্থার কিছু উন্নতি ঘোষিত হওয়ায় সম্রাটের অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণের উদ্বেগ কিছু কমিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, পীড়ার সময় কাগজপত্রে সম্রাটের স্বাক্ষর লইবার জন্য নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় সম্রাটের কাজ চালাইবার জন্য একটী কমিশন নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। কমিশনে খুব সম্ভব লর্ড চ্যান্সেলার, আর্ক বিশপ অফ ক্যাণ্টার বেরী, ইয়র্কের ডিউক, মিঃ বলড্‌উইন ও মিঃ ব্যালফোর প্রভৃতি থাকিবেন।

সিল্‌হটী মাহুত খুন
লণ্ডনের আদালতে বিচার

লণ্ডনের ২৮শে নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, লণ্ডন পশুশালার ভারতীয় মাহুত সৈয়দ আলীকে হত্যা করিবার অভিযোগে সাণ্ডিটই নামক অপর একজন ব্রহ্মদেশীয় মাহুত লণ্ডনের ওল্ডবেলী আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। গতকল্য এই মামলার বিচার শেষ হইয়াছে এবং আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। সরকার পক্ষের কৌসলি বলেন যে, সৈয়দ আলীকে তাহার বিছানায় নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ নিদ্রিত থাকিবার সময় তাহাকে খুন করা হইয়াছিল এবং এরূপ হিংস্র ব্যাপারের কল্পনা করাও সহজ নহে। তাহাকে হাতুড়ি দিয়া ৮টা আঘাত করা হইয়াছিল। সৈয়দ আলীর বিছানায় একটি ক্ষুদ্র টাকার থলী এবং পোঃ আফিস ব্যাঙ্কের একটা হিসাব পুস্তক ছিল। উক্ত থলীতে ৩৬ পাউণ্ড এবং ব্যাঙ্কের হিসাব খাতায় ৪০ পাউণ্ড ছিল। আসামী সপ্তাহে ২ পাউণ্ড ১০ শিলিং করিয়া পাইত। তাহার বাক্সে ১৬ পাউণ্ড পোষ্টঅফিস ব্যাঙ্কে ২০ পাউণ্ড এবং অন্য একটি ব্যাঙ্কে ১০ পাউণ্ড ছিল। আসামী নিজের পক্ষে কোন সাক্ষ্য উপস্থিত করে নাই। আসামী পক্ষের কৌসলি বলেন যে, অবস্থা গতিকে সরকার পক্ষীয় সাক্ষ্যগুলি আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে।

কেলগ সন্ধির পরিণতি
সোভিয়েট রুসিয়ায় বিরাট আয়োজন

লণ্ডন হইতে সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, ১৯২৭-২৮ সালের জন্য সোভিয়েট-সরকার সমর-বিভাগের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ ৮২৩,০০০,০০০ রুবল বা ৮০,০০০,০০০ পাউণ্ডের উপর। বৃটিশ সরকার এই বৎসর যে পরিমাণ অর্থ সমর-বিভাগের জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন, সোভিয়েটের বরাদ্দ তাহার প্রায় দ্বিগুণ। প্রকাশ, সামরিক শিক্ষাদানের জন্য সমগ্র রুসিয়ায় ৬০টি সামরিক-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ৫৬০০ কেন্দ্রে লোকদিগকে নিয়মিত ভাবে সামরিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ২১ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক লোকের জন্যই সামরিক কার্য্য বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে এবং সংরক্ষিত সৈন্যদলে কাজ করিবার বয়স ২৭ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত। নিয়মিত সৈন্যদলে প্রতি বৎসর ২৭০,০০০ জন করিয়া নূতন লোক গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং ১৯ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক ৮৪২,০০০ জন যুবককে প্রতি বৎসর প্রাথমিক সামরিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। যে সব নূতন লোককে সৈন্যদলে গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহাদিগকে হয় নিয়মিত সৈন্যদলে ২ বৎসর কার্য্য করিতে হয় অথবা রিজার্ভ বা সংরক্ষিত সৈন্যদলে যোগদান করিতে হয়। প্রথম বর্ষে সংরক্ষিত সেনাদলে যোগদানকারী নবাগতগণকে তিন মাস, ২য় বর্ষে ২ মাস এবং ৩য় বর্ষে ৩ মাস সময় ট্রেনিং পাইতে হয়। উপরোক্ত আয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হিসাব করতঃ দেখা গিয়াছে যে, সোভিয়েট সরকার আবশ্যক মত ২২ হইতে ঊর্দ্ধ বয়স্ক ১৫,০০০,০০০ জন সুশিক্ষিত সৈনিককে রণক্ষেত্রে হাজির করিতে পারেন। বিগত মহাযুদ্ধে রুসিয়া বাহিনীতে ২৫,০০০,০০০ জনেরও বেশী সৈন্য ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

recently recovered rights, and "content-ment" has been punished as the worst of crimes."

হিন্দু ও ইংরেজ কাহারও নিকট হইতে ভারতীয় মুসলীমের উপকারের কোন আশা নাই। আমরাও মানুষ। অন্যান্য স্বাধীন জাতির ন্যায় আমরাও দুই পায়ে হাঁটি এবং দুই হাত দ্বারা কাজ করি। আমরা কাহারও কোন সাহায্য না লইয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজের রাষ্ট্রীয় ও মজহবী অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে বাঁচিয়া থাকিতে চাই। আত্মবিশ্বাসই জীবন এবং আত্মবিস্মৃতিকেই রাজনৈতিক মৃত্যু বলা যাইতে পারে। গৌরবের সহিত বাঁচিয়া থাকার নামই প্রকৃত স্বাধীনতা এবং ইহারই নাম রাষ্ট্র বা Politics. আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়াই অবনতির চূড়ান্ত সীমায় গিয়া পৌঁচিয়াছি। কেবল বর্ত্তমান সময়েই আমরা শুনিতে পাই যে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ আট কোটি মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠ তেইশ কোটি হিন্দুর সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিবেন না। এই যুক্তি ও ধারণা যে কত বড় ভুল, তাহা আমাদের প্রাচীন ইতিহাসই প্রমাণ করিয়া দেয়। বেশী দিনের আগের কথা নয়, মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে অল্প সংখ্যক মুসলীমেরা এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের উপর সুদীর্ঘ আট শত বৎসর ব্যাপিয়া গৌরের সহিত বাদশাহাত করিয়া গিয়াছেন। এই অল্প সংখ্যক মুসলীমেরাই এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। মুষ্টিমেয় মুসলীম সৈন্য কি ভাবে লক্ষ লক্ষ কাফের সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছেন, আমাদের জাতীয়-গৌরব কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের ১৩৩৪ বাং চৈত্র মাসের মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত "শক্তি-পরীক্ষায় মুসলমান" নামক প্রবন্ধ হইতে নিম্নে ইহার কিছু আভাষ দিলাম। বদরের যুদ্ধে মুসলীম সেন্য-সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন এবং কোরেশ সেনার সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। কিন্তু কোরেশগণই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে এবং বহু সংখ্যক মুসলমানদের হস্তে বন্দী হয়। **খৃষ্টানদিগের সহিত যুদ্ধ— এরমুক যুদ্ধ**—এই যুদ্ধে রোমক সৈন্যের সংখ্যা ২৪০,০০০ এবং মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ৪০,০০০। কিন্তু এই ভীষণ যুদ্ধে রোমানগণই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। তাহাদের নিহতের সংখ্যা ছিল ১৪০,০০০; অথচ মুসলীম শহীদানের সংখ্যা মাত্র ৩০০০। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Ockly লিখিয়াছেন—"We killed of them" says Abu Obaida to the Caliph, "one hundred and fifty thousand and made prisoner forty thousand."—*Vol. I. PP. 241*)

আজনদ্দিনের যুদ্ধে—রোমক শাসনকর্ত্তা ওয়ার্দ্দানের সৈন্য-সংখ্যা ছিল ৭০,০০০ সত্তর হাজার এবং মুসলমানদিগের সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০। এই যুদ্ধেও রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। প্রায় ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার খৃষ্টান সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়, কিন্তু মুসলমানের নিহতের সংখ্যা ছিল মাত্র চারিশত সত্তর জন। **ত্রিপলির যুদ্ধে**—মিসরের শাসনকর্ত্তা আবদুল্লাহ ৪০,০০০ মুসলীম সৈন্য দ্বারা রোমান শাসনকর্ত্তা গ্রেগরীয়াসের ১২০,০০০ এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। তারপর মহাবীর তারেক মাত্র ৭০০০ সাত হাজার সৈন্য লইয়া স্পেন-সম্রাট রডারিকের ১০০,০০০ লক্ষ সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং সম্রাট রডারিক পলায়ন করিতে যাইয়া গোয়াডেলেট নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন। তুরস্কের সুলতান আল্‌প আরসলান মাত্র চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রোমান সম্রাট ডাইওজেনিসের দুই লক্ষ সৈন্যকে পরাজিত করেন।

পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধ—কাদেসিয়ার চিরস্মরণীয় যুদ্ধে এক লক্ষ বিশ হাজার পারসিক সৈন্যকে মাত্র কয়েক হাজার মুসলীম সৈন্য পরাজিত করেন। মহাবীর হজরত খালেদ (রাঃ) মাত্র ১৩,০০০ সৈন্য লইয়া মাদার যুদ্ধে সেনাপতি কারণের ১০০,০০০ এক লক্ষ সৈন্যকে পরাজিত করেন।

ভারতীয় হিন্দুর সহিত যুদ্ধ—বিশ বৎসরের যুবক মহাবীর মোহাম্মদ বিন কাসিম মাত্র ৬০০০ ছয় হাজার সৈন্য লইয়া সিন্ধু-রাজ দাহিরের ৫০,০০০ সৈন্যকে আলোরের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সিন্ধু দেশ জয় করেন। পৃথ্বিরাজের সৈন্য-সংখ্যা ছিল—৩০০,০০০ অশ্বারোহী, ৩০০০ হস্তী-সৈন্য ও অসংখ্য পদাতিক। কিন্তু মোহাম্মদ ঘোরী সর্ব্বশুদ্ধ ১২০,০০০ সৈন্য লইয়া ভারতের হিন্দু-কুল-সূর্য্যকে চিরদিনের মত অস্তমিত করেন। সম্রাট আকবর মাত্র ৫০০০ হাজার সৈন্য লইয়া চিতোরের রাণার ৮০০০ হাজার সৈন্যকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে সমস্ত রাজপুত সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু মাত্র একজন মোগল সৈন্য মারা যায়। মাত্র একজন সৈন্যের প্রাণ-বিনিময়ে চিতোর বিজিত হয়। দাক্ষিণাত্যের সুলতান মোহাম্মদ শাহ মাত্র ৯০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিজয় নগরের ৭০০০০ হাজার হিন্দু সৈন্যকে নিহত করিয়া বহু হস্তী ও রত্ন সম্ভার লাভ করেন। রাজা ভয় পাইয়া পলাইয়া যান। চিরস্মরণীয় পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালী মাত্র ৫৩০০০ সৈন্য লইয়া ৩০০০০০ তিন লক্ষ মারহাঠী সৈন্যকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে ২০০,০০০ দুই লক্ষ মারহাঠী সৈন্য নিহত হয়। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বীর-কেশরী মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী মাত্র ১৭ জন সৈনা লইয়া বঙ্গ-বিজয় করেন এবং মাত্র ২০০ শত সৈন্য লইয়া বিহার জয় করেন। আধুনিক যুগেও মুসলীম বীরত্ব কিছুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই। যুবক আকবর খান ১৮৪১ খৃঃ প্রথম আফগান যুদ্ধে চৌদ্দ হাজার বৃটিশ সৈন্য ও বার হাজার শিবিরবাহী অনুচরকে সম্পূর্ণরূপে নিহত করেন। মাত্র একজন বৃটিশ সৈন্য পলায়ন করিয়া জেলালাবাদে গিয়া ব্রিটিশ সৈন্যের শোচনীয় পরিণামের কথা জ্ঞাপন করিল।

তাই কবি গোলাম মোস্তফা সাহেব বাস্তবিকই বলিয়াছেন—"কেবল মাত্র সংখ্যাধিক্যের মধ্যেই শক্তি নিহিত থাকে না, শক্তি যে অন্তরের জিনিষ, আর এই অন্তরের শক্তি লইয়া অতি অল্প সংখ্যক হইয়াও যে বিপক্ষ দলের শত গুণ সেনাকে অবলীলাক্রমে পরাস্ত করা যায়, মুসলমান জাতিই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল।......সত্য যদি শক্তির ভিত্তি হয়, আর ভিতর হইতে যদি প্রেরণা জাগে, তবে পার্থিব কোন শক্তিই সে শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না—দুর্ণিবার স্রোতের মুখে তৃণ-স্তূপের মত তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়।"

প্রাচীন ইতিহাসের গৌরব-গাঁথার উল্লেখ না করিলেও এই বিংশ শতাব্দীতে এক দিকে বৃটিশ সিংহ ও অপর দিকে রুস-ভল্লুকের চাপে পড়িয়াও যদি আশি লক্ষ আফগান গৌরবের সহিত নিজের মস্তক খাড়া রাখিতে পারিলেন; ইউরোপীয় ডিপ্লোমেসীর ঘূর্ণীচক্রে বাস করিয়াও মাত্র আট লক্ষ মুসলীম আলবেনীয়ান যদি আপনার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারিলেন, মাত্র চারি লক্ষ ডেনজিক বাসী, ক্ষুদ্র মণ্টেনিগ্রো, রুমানিয়া, আইরীশ পোলাণ্ড, প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিরা যদি ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্ম্মানী, রুসিয়া প্রভৃতি প্রবলতর শক্তির সহিত টক্কর খাইয়া স্বাধীন ভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারিলেন, তবে আট কোটি ভারতীয় কেন আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। যার একবার পতন হয় তার কি আবার উত্থান হয় না? মুমূর্ষু রোগী কি আবার জীবন ফিরিয়া পায় না? নিমজ্জমান নৌকা কি আবার ভাসিয়া উঠে না? ইতিহাস বরাবরই ইহার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন গ্রীক রাজ্য আবার ভাসিয়া উঠিয়াছে। অতীত রোমান সাম্রাজ্যের ভস্মস্তূপের উপর আধুনিক ইটালী সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। মুমূর্ষু তুরস্ক ও পারস্য আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছে। আমাদের এই অধঃপতিত মুসলীম ভারতের কি আবার উত্থান হইবে না? এই নিমজ্জমান মুসলীম সমাজ কি আবার ভাসিয়া উঠিবে না? মুমূর্ষু ভারতীয় মুসলীম কি আবার জীবনী শক্তি ফিরিয়া পাইবে না? ইতিহাস কাণে কাণে আসিয়া অভয়-বাণী শুনাইয়া গেল। বলিয়া গেল—ঐ অদূরে ভবিষ্যতে আবার দেওয়ানে আমের শোরগোলে ভারত-ভূমি গোলজার হইয়া উঠিবে। ইসলামী শানশওকতে সমগ্র ভারতবর্ষ আবার গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে।

আজ দুনীয়ার সর্ব্বত্র জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মুওয়াজ্জিন ফজরের আজান দিয়া গেলেন। আরব, পারসী, তুর্কী, কাবুলী, মিসরী একে একে সকলেই আসিয়া জমাতে কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কোথাও ভারতীয় মুসলীমকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তাঁহারা আবার আহ্বান করিলেন—"কুম কুম ইয়া হবিবি কাম তানামু"—উঠ উঠ, আমার প্রিয় বন্ধু—আর কত কাল ঘুমাইয়া রহিবে? সে আহ্বানের জবাব ত মুসলীম ভারত এখনও দিতে পারিল না।

আমাদের এই অধঃপতিত ও আত্ম-বিস্মৃত মুসলীম-ভারতকে জাগাইতে হইলে, সর্ব্বপ্রথম আত্ম-বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। মুসলীম সংবাদ-পত্র ও লীডারগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া আত্ম-রক্ষা ও মদাফেআতের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। একই লক্ষ্য ঠিক করিয়া একই গন্তব্যাভিমুখে চলিতে হইবে। কেবল ভারতীয় মুসলীমকে সঙ্ঘ-বদ্ধ করিলে চলিবে না। আত্ম-বিস্মৃত ও বিচ্ছিন্ন বিশ্ব-মুসলীমকে আবার আরফাতের ময়দানে হাবলুল মতিনের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। কাবাশরিফকে কেন্দ্র করিয়া, কোর আন ও সুন্নতকে মাথায় রাখিয়া, হজরাত সাহাবা কেরামের জীবনীকে আদর্শ রাখিয়া, দুনু জাহানের মালীক এক-মাত্র আল্লাহতালার উপর তওকুল করিয়া আমাদিগকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। আমরা এতদিন আফগান ও তুর্কীর গৌরব করিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিলাম। আমাদের প্রতিবেশী চীনা, জাভা, সুমাত্রা, সিলোন প্রভৃতি দেশবাসী মুসলীমের কোন খোঁজ খবর লই নাই। এই খিদমতের ভার আজ মুসলীম ভারতকেই গ্রহণ করিতে হইবে। জমীয়তুল উলেমা, মুসলীম লীগ ও খেলাফত কনফারেন্স একত্র মিলিত হইয়া ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে এক ডেপুটেশন পাঠাইয়া বিশ্ব-মুসলীমকে আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, ফরাসী, আমেরিকা, আরব, পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্তান, মিসর, চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশের বিচ্ছিন্ন মুসলীমকে একত্রিত করিয়া তের শত বৎসরের সেই ইসলামী ফিডারেশন আবার গড়িয়া তুলিয়া বিশ্ব-জুড়িয়া ইসলামী হেলাল উড়াইতে হইবে। দুনীয়ার সর্ব্বত্র আবার ইসলামের জয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে—দুনীয়ার প্রত্যেক কেন্দ্রে আজান প্রতিধ্বনিত হইয়া বিশ্ব মুখরিত হইয়া উঠিবে।

তরুণ-মুস্‌লিমের কাল্‌চারের ধারা

(মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা এম-এ,)

অনেকেরই ধারণা কলিকাতা তথা ভারতের নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হাঙ্গামা হওয়ার পর হইতে বাংলা দেশের মুসলমানের—বিশেষ করিয়া মুস্‌লিম-তরুণের আত্ম-চেতনার ভাব অনেকটা ঘনীভূত হইয়াছে—একটা বিরুদ্ধ শক্তির প্রবল আঘাতে তাহাদের জাতীয় জীবনের সমস্ত দৌর্ব্বল্যের নগ্ন মূর্ত্তি নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ হইয়া সেই বিষয়ে তাহারা যেন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। যদি দুই একখানা সংবাদ-পত্রের বৃদ্ধি হওয়া বা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে দেশের ভিতর দুই চারিটী সভা সমিতি হওয়া অর্থে আত্ম-চেতনা বুঝায়, তাহা হইলে হয়তঃ আত্ম-চেতনা তাহারা লাভ করিয়াছে; কিন্তু সত্যিকার জাতীয় জাগরণ বলিতে যাহা বুঝায়, জাতীয় দেহকে সুস্থ, সবল করিয়া তুলিতে অন্তরের যে সাধনার প্রয়োজন হয় আজ বাংলার তরুণ মুস্‌লিম সেই দিক দিয়া কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে—তাহার সেই সাধনা সর্ব্ব কলুষ ও আবর্জ্জনা-মুক্ত হইয়া খাঁটি ইস্‌লামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তাহার জাতীয় জীবনকে সুষ্ঠু করিয়া তুলিতে কতটুকু সক্ষম হইয়াছে তাহাই ভাবিবার বিষয়! মুস্‌লিমের এই সাধনার কথা ভাবিতে গেলে স্বভাবতঃই মুস্‌লিম-তরুণের চিন্তা ধারার, তার কর্ম্ম-শক্তির, সর্ব্বোপরি তার 'কাল্‌চারের'—তার সাধনার এই বিভিন্ন ধারার কথাই মনে জাগিয়া উঠে। আর 'কালচারই' যে—কালচারকে আমি তার ব্যাপক অর্থেই ধরিয়া লইতেছি—এই বিভিন্ন ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তুলিতেছে সেই কথাই আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং আজ বাংলার তরুণ মুস্‌লিম কাল্‌চারের ধারাকে যে বেশ একটু সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, তাহা না হইলে যে বাংলার মুস্‌লিমের আত্ম-চেতনার স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজ হইবে না—এ কথা বোধ হয় দুইবার করিয়া বলিবার দরকার করে না।

বাংলায় তরুণ-মুস্‌লিমের কাল্‌চারের কথা ভাবিতে গেলেই মনে পড়ে সাধারণ ভাবে মুস্‌লিম কাল্‌চারের বৈশিষ্ট্যের কথা। শুষ্ক মরুভূমির বুকে যে শক্তিশালী তেজোময় অপূর্ব্ব কাল্‌চারের সৃষ্টি হয় তাহারই শ্রেষ্ঠত্বের ফলে—তাহারই একান্ত আপনার বৈশিষ্ট্যের ফলে মুসলমান দুনিয়ার বুকে যেখানেই গিয়াছে সেখানেই নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে। মুসলমানের সেই শ্রেষ্ঠ কাল্‌চারের বৈশিষ্ট্যের ফলেই নিজের বিজয় গৌরবকে সফল করিয়া তুলিয়া তাহা হইতে বহু হীনতর কাল্‌চারকে ভাঙিয়া চুরিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিয়াছে। হইতে পারে কোন স্থানে এই বৈশিষ্ট্য কোন কারণ পরম্পরায় সামান্য পরিবর্ত্তন লাভ করিয়াছে, কিন্তু মুসলমান কোন দিন সেই বৈশিষ্ট্যকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া বা অন্য কোন 'কালচারকে' সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করিয়া তাহার জাতীয় জীবনকে বাঁচাইয়া রাখে নাই এবং তার কালচারের এই শ্রেষ্ঠত্বের ফলেই অন্য কোন কালচারের নিকট মাথা নত করিয়া তাহার ভিতর মিশিয়া গিয়া নিজের স্বাধীন সত্বাকে হারাইয়া ফেলে নাই। শত সংঘাত-সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াও এই শ্রেষ্ঠত্বের ফলে মুসলমান জয়ী হইয়া মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। এই হিন্দুস্থানের কথাই ধরা যাউক। সুদূর অতীতে মুষ্টিমেয় মুস্‌লিম অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কাল্‌চার অনুসরণকারীর ভিতর আপনার প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই ভিন্ন কালচারের উপর আপন কালচারের যে অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ও নিজের স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়াছি, তাহা কিসের জন্য? যেখানে শক, হুন প্রভৃতি বহু বৈদেশিক জাতি আসিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বলি দিয়া ভারতের সেই কালচারের নিকট পরাজিত হইয়া একবারে ভারতীয়দিগের সহিত একাঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, মুসলমান সেখানে সেই শক্তিশালী ভিন্ন কাল্‌চার অনুসরণকারী ভারতীয়দিগকেই নিজের অঙ্গীভূত করিয়া তাহাদের জীবনকে অনেক কুসংস্কার অনেক গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া তুলিয়াছে—সে কি তাহার এই কালচারের শ্রেষ্ঠত্বের ও বৈশিষ্ট্যের ফলে নয়? এই কালচারকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখান এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে 'কালচার' মুসলমানকে মুসলমান হিসাবে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, যাহা অগণ্য অসংখ্য বর্ব্বর অমুসলমানকে মুসলমান করিয়া তাহাদের জীবনকে মার্জ্জিত, সুন্দর ও শ্রী-সম্পন্ন করিয়া দুনিয়ার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছে—আজ বাংলার তরুণ মুস্‌লিমের জীবনে তাহার কি পরিণতি ঘটিয়াছে তাহাই বিচার্য্য। যুগ পরিবর্ত্তনে ও ইতিহাসের ধারার ক্রম বিবর্ত্তনে মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়তঃ তেমন আশ্চর্য্যজনক কিছু নয়। কিন্তু বাংলার মুস্‌লিম তরুণের এই জাতীয় কালচারের প্রতি ঔদাসীন্য ও অন্য কালচারের প্রতি আসক্তি তাহাকে এমন স্থানে আনিয়া ফেলিয়াছে যে, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই শঙ্কিত না হইয়া পারিবেন না। তাহাদের পরিবর্ত্তনের কোন কোন দিক এতই হেয় যে, মনে হয়, বাংলার তরুণ মুস্‌লিমের এই তথাকথিত আত্ম-চেতনা একটা অন্তঃসার শূন্য কথা মাত্র। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যে কাল্‌চারের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখিবার সেই কাল্‌চারকে স্বাধীন চিন্তায়, সাধনায় ও কর্ম্মে আরও মহনীয় করিয়া তুলিবার প্রধান উপায়, ইতিহাসের সহিত যাহার সামান্য মাত্র পরিচয় আছে, এ সত্য তিনিই অবগত আছেন। ভারতে মুসলমানের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের ভিতর শুধু জড়তা আসিয়া তাহার 'কালচারের' প্রসারকে খর্ব্ব করিয়া তুলে না মাত্র—সঙ্গে সঙ্গে এক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই প্রতিক্রিয়া রোধ করিবার চেষ্টা আজ পর্য্যন্ত সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—বরং ইহা যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। এই প্রতিক্রিয়াই মুসলমানের উপর হিন্দু কালচারের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা। মুসলমান স্বাধীনতা ও রাজ্যহারা হইয়া সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকিলেও কিন্তু সে পন্থা অবলম্বন করে নাই। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুও নিজের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া লইতে বিরত হয় নাই। সেই পরিবর্ত্তনের ফলেই তাহার আত্ম-চেতন ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছে। প্রত্যক্ষ হউক, পরোক্ষ

হউক, সেই আত্ম-চেতনার ফলেই তাহার কালচারের হাজার দিক দিয়া সংস্কার করিয়া আজ মুসলমানকে সেই কালচার দিয়া জয় করিয়া তাহার বিশিষ্টতা বা স্বাতন্ত্র্য ভুলাইয়া দিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার 'বিশ্ব-ভারতী' তাহার বৃহত্তর ভারত, এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক অনুষ্ঠান মাত্র। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কামনা, হিন্দুর জাতীয়তার আদর্শ, হিন্দুর কর্ম্ম-ধারা এই চেষ্টাকেই সফল করিয়া তুলিতে তৎপর! বাংলাদেশ যখন মুসলমানের জন্মভূমি, বাংলার ফলে জলে শ্যামল স্নেহে যখন মুসলমানের দেহ বর্দ্ধিত, হিন্দুর সঙ্গে যখন মুসলমান বহু যুগ একত্র বাস করিয়া আসিতেছে—তখন হিন্দুর কালচার যে মুসলমানের উপর এতটুকুও প্রভাব বিস্তার না করিবে আমি এমন বলিতেছি না।—কিন্তু সেই প্রভাবের ফলে যদি মুসলমানের মুসলমানত্বই না রহিল, তাহা হইলে তাহা হইতে মুসলমানের অগৌরবের, লজ্জার ও হীনতার বিষয় আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আজ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপার ঠিক এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। মুস্লিম তরুণের চিন্তা ধারায়, তাহার সাহিত্য সাধনায়, তাহার আচারে ব্যবহারে, তাহার পোষাকে পরিচ্ছদে—এমন কি তাহার ধর্ম্ম-জীবনের উপরও এই আত্ম বিনাশী হিন্দু-প্রভাব প্রসার লাভ করিয়া মুসলমানের জাতীয় জীবনের ভিত্তি-মূল শিথিল করিয়া দিতেছে। এই প্রভাবের ফলে মুস্লিম তরুণ তাহার কাল্চারের বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। স্কুলে, কলেজে, হোষ্টেলে, হলে, সব স্থানে এই এক দৃশ্য মনকে তিক্ত করিয়া তুলে। এই জন্যই আজ শিক্ষিত মুস্লিম তরুণের মুখে মুস্লিম হইয়া জন্ম গ্রহণ করার জন্য আক্ষেপ শুনিতে হয়, এই জন্যই শিক্ষিত মুস্লিম তরুণ বৈষ্ণব প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ফুলের মালা গলায় দোলাইয়া হরি-সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া পড়ে, এই জন্যই মুস্লিম তরুণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-পুরুষের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে সন্দিহান হইতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। ইহাই যদি মুস্লিম-তরুণের জাগরণের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ইহাকে কি সত্যই জাগরণ বলা চলে? ইহাকে কি মুস্লিমের মুস্লিমত্ব বিনাশ ছাড়া অন্য কিছু বলা যাইতে পারে? তাই, মুস্লিম তরুণকে আজ তাহার এই জাতীয় বৈশিষ্টকে ধ্বংশের পথে টানিয়া আনা বিজাতীয় কাল্চারের প্রভাবের নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। মুস্লিম-তরুণকে খাঁটী মুস্লিম-কাল্চার অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দুর এই কাল্চার দিয়া জয়ের আকাঙ্ক্ষাকে তাহার শুদ্ধি সংগঠনের চাইতে অন্য আলোকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। সুদূর অতীতে মুসলমান যদি জয়ী হইয়া থাকে—তারপর যুগ-যুগান্ত ধরিয়া এই উভয় কালচারের মধ্যে যে সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেও যদি মুসলমান টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে আজিকার এই অন্ধকারেও নিরুৎসাহ হইবার কোনই হেতু নাই। শুধু প্রয়োজন তাহার এই খাঁটী মুস্লিমের 'কালচারের' ভিতর দিয় আত্ম-প্রতিষ্ঠা করা। তাহার এই 'কালচারের' ভিতর দিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় হিন্দু তাহাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া প্যান্ ইস্লামিষ্ট আখ্যা দিয়া পরোক্ষভাবে নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য চাপা দিতে মুসলমানের বিরুদ্ধে নানারূপ প্রোপাগণ্ডা চালাইয়া—বাধা দিতে হয়তঃ একটু সঙ্কোচ করিতেছে না; কিন্তু মুস্লিম-তরুণের আত্ম-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, মুসলমানকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মূলতঃ স্বীয় কালচারকে আশ্রয় করিয়াই বাঁচিতে হইবে। দেশ ও যুগধর্ম্মের যে প্রভাব তাহাকেই সর্ব্বস্বরূপে আঁকড়াইয়া থাকিলে মুস্লিম তরুণের আত্ম-চেতনা সার্থক হইতে পারে না।

কয়েকদিন পূর্ব্বে পুলিস 'ফরোয়ার্ড' আফিসে গিয়া আফিস খানাতল্লাসী করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) (রাজদ্রোহ প্রচার) ধারায় অভিযোগ অনুসারে সম্পাদক মিঃ সত্যরঞ্জন বক্সী এবং মুদ্রাকর বাবু পুলিন বিহারী ধরকে গ্রেপ্তার করে। 'ফরোয়ার্ড' পত্রের ১লা ডিসেম্বরের সংখ্যায় 'ইউনিফর্ম্মড বা উর্দ্দিওয়ালা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রকাশ, ঐ প্রবন্ধের সম্পর্কেই এই অভিযোগ। সম্পাদক এবং মুদ্রাকর উভয়েই জামীনে খালাস আছেন। উভয়ের নামে চার্জ্জ গঠিত হইয়াছে।

কসওটী

"এছলামী হিতোপদেশ।"—মওলবী আবু জায়েদ মাহফুজল বারী সিদ্দিকি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুবাদিত। মূল্য বাঁধাই ১৷৹ ও অ-বাঁধাই ১.০ আনা মাত্র। লেখক হাদিস ও অন্যান্য বহু মূল্যবান কেতাব হইতে ইস্লামের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সারগর্ভ উপদেশ রাশি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সঠিক বঙ্গানুবাদও নিম্নে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১২ ফর্ম্মায় সমাপ্ত; ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উত্তম। পুস্তকখানি যে সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হইয়াছে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অনুবাদকের প্রথম চেষ্টা যে এতদূর ফলবতী হইয়াছে, তজ্জন্য খোদাতালাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে আরও অনেক কিছু আশা করিতেছি। বঙ্গীয় মুসলিম-সমাজে পুস্তকখানি বিশেষভাবে সমাদৃত ও বহুলভাবে প্রচারিত হউক—ইহাই কামনা করিতেছি। অসার উপন্যাস-প্লাবিত এই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে এইরূপ ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ পাঠে দেশ ও জাতির কল্যাণ হইবে বলিয়াই আশা করি। তবে, সত্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য যে, কবিতা গুলির মধ্যে বহুস্থানে ছন্দ পতন হইয়াছে। আশা করি, অনুবাদক আগামী সংস্করণে এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। পুস্তকখানি টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ঠিকানায়—অনুবাদকের নিকট প্রাপ্তব্য।

"বার্ষিক মোহাম্মদী"।—১৩৩৫ সাল;—সম্পাদক মওলবী মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মূল্য এক টাকা বার আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান ২৯নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

আমরা একখণ্ড সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ২৬ ফর্ম্মায় সমাপ্ত। পুস্তকে ৩১টী গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, জীবনী আলোচনা, প্রবন্ধ ও রচনা স্থান পাইয়াছে। ইহাতে সাধারণ, একবর্ণ ও ত্রিবর্ণের মোট ১১৯ খানি ছবি আছে। প্রবন্ধের দিক দিয়া বার্ষিক মোহাম্মদী এতদূর উপভোগ্য হইয়াছে যে, আমরা তার সম্বন্ধে ২।১ কথা না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের 'অভিব্যক্তিবাদ ও মুসলমান' চিন্তারাজ্যে এক যুগান্তরকারী দান। তিনি ঐ প্রবন্ধে ইহাই দেখাইয়াছেন যে, ডারউইন ও ওয়ালেসের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মুসলমান পণ্ডিতগণ ক্রম-বিকাশবাদ ও অন্যান্য বহুপ্রকার তত্ত্বের সংবাদ দুনিয়াবাসীকে দিয়া গিয়াছেন। মুসলমান আত্ম ভোলা ও অজ্ঞ; তাই তাহারা আজ ডারউইনকেই এই সব মতবাদের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে লজ্জা বোধ করে না। বহু মূল্যবান কেতাবাদি হইতে তিনি ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তৎপরে শেহাবুদ্দিন আহমদ লিখিত "এবনে খলদুনের মতবাদ ও একটী সুলিখিত প্রবন্ধ। ইতিহাস, দর্শনের জন্মদাতা যে মুসলমানগণ তাহা লেখক এই সন্দর্ভে সপ্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ডাঃ এ, মালেক এল, এম, এফ, লিখিত 'এছলাম ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র' সন্দর্ভটী প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করা একান্ত উচিত এতদ্ভিন্ন 'জিউজিৎসু' 'মিসরের কথা', 'চিত্রে মোছলেম ভারত' প্রভৃতি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়া হইয়া পড়ে। আমরা বার্ষিক মোহাম্মদীর এইটুকু বিশেষত্ব দেখিলাম যে, মুস্লিম-বঙ্গের অন্যান্য বার্ষিক গুলির ন্যায় ইহা 'আজে বাজে' জিনিষ দিয়া ভর্ত্তি করা হয় নাই। ইহার প্রত্যেকটী লেখা উপদেশ-পূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। মুদ্রণ পারিপাট্য ও ইহার একটী উল্লেখযোগ্য বিষয়। এক কথায় বাংলার মুস্লিম সমাজের মধ্যে যতগুলি বার্ষিক প্রকাশিত হইয়াছে একমাত্র 'বার্ষিক মোহাম্মদী'ই এদিক দিয়া সফল কাম হইয়াছে। তবে, ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কতকগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট কাগজের অনুকরণে বার্ষিক মোহাম্মদীর পৃষ্ঠায় দু-একটী অর্দ্ধ-উলঙ্গ নারীমূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়া কোন মতেই সমীচীন নহে। আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। ভাবের অভিব্যক্তি পর্য্যায়টী আমাদের মোটেই ভাল লাগিল না। যাহা হউক বার্ষিক মোহম্মদীর উদ্যোক্তাগণকে এই শুভ প্রচেষ্টায় কাম-ইয়াবীর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

"হেজাজ ভ্রমণ"—খান বাহাদুর আহসান উল্লা এম্,এ, আই, ই, এস্ প্রণীত মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, মূল্য ৷৵ টাকা মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা বাঙ্গালা দেশের ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানগণকে পবিত্র হজ্জব্রত সমাধা করিতে বড় বেশী আগ্রহশীল দেখি না। আমাদের শিক্ষিত দল ইস্লামের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি হইতে দিন দিন 'তর্কে মওলাত' করিতেছেন। ইহা শোচনীয় লজ্জার বিষয়। খান বাহাদুর সাহেবের এই হিজাজ ভ্রমণ কাহিনী পাইয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইয়াছি এবং ইহা পাঠান্তে আমাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি হাজীদের দুর্দ্দশা ও দুরবস্থার কথা অতি করুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সমগ্র জগতের মুসলমানের তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি ইহার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। অসহায় হাজীদের পানির অভাব, তাঁহাদের অসুখে সেবশুশ্রূষার ব্যবস্থার অভাব, প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিকার কল্পে তিনি মুসলমানগণের নিকট নিবেদন জানাইয়াছেন। বাস্তবিক বিশ্বজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কেন্দ্রে ঈদৃশ্য অব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি দুঃখের বিষয় মওলবী আহসান উল্লা সাহেবের 'হেজাজ-ভ্রমণ' পাঠ করিয়া সাতিশয়ে খুশী হইয়াছি এবং আমরা সকলকে এই সুপাঠ্য গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এতদসঙ্গে তাঁহারা যদি নিরুপায় ও অসহায় হাজীদের সুখ সুবিধা বিধান কল্পে নিজেদের চিন্তা ও যত্ন নিয়োগ করেন তবে আনন্দের বিষয় হইবে। আমাদের ভারতের নানাস্থানে যে হজকমিটি আছে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিতে পারেন। এবং হাজীদের সঙ্গে বিদেশে পাঠাইলে বেশ চমৎকার হয়। এবিষয়ে চিন্তাশীল মুসলমান ব্যক্তিগণ অবহিত হইলে আমরা সুখী হইব।

দিল্লীতে নুতন পত্রিকা
"ডেলি ক্রনিকেলের আবির্ভাব"

নবদিল্লীর ১১ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে আগামী সপ্তাহে দিল্লী হইতে "ডেলি ক্রনিকেল" নামে একখানা দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে উক্ত পত্রিকার উদ্দেশ্য হইবে কৃষি, অনুন্নত শ্রেণীদিগের উন্নতির জন্য প্রচার করা। ভারতের স্বার্থ নষ্ট করিয়া বৃটীশের আর্থিক উন্নতির বিরুদ্ধেও উহা লিখিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও থাকিবে যে ভারতে সামাজিক সংস্কার এবং শিক্ষার উন্নতি না হইলে স্বায়ত্ত শাসন সুদূর পরাহত। "মুস্লিম আউট লুক" পত্রিকার সম্পাদক উক্ত পত্রিকার সম্পাদনের ভার নিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যকারী থাকিবেন পাইওনিয়ায়ের মনরু।

অবৈধ প্রেমের পরিণাম
প্রণয়িনী খুন, স্বামী নিমখুন

গত ৩রা ডিসেম্বর, রাত্রিতে লক্ষ্ণৌয়ের হিউয়েট রোডের কোনও বাড়ীতে এক হত্যাকাণ্ডের ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও ২ ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাম অবতার নামক জনৈক ব্রাহ্মণ অপর এক রাম অবতারের পত্নী রামদেইয়ের প্রতি আসক্ত হইয়া গত গ্রীষ্মকালে তাহাকে অপহরণ করে। ঐ সম্পর্কে উক্ত ২ ব্যক্তির মধ্যে কিছুকাল মামলা মোকদ্দমা হয় এবং ২ মাস পরে রামদেই স্বামি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ঐ রাত্রিতে ব্রাহ্মণ রাম অবতার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া রামদেইর স্বামীকে ছোরা দ্বারা আক্রমণ করে। ফলে শেষোক্ত ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হয়। কিন্তু সে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। প্রকাশ, অতঃপর আততায়ী গৃহের দরজায় খিল দিয়া রামদেইকে আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিহত করে। অল্পক্ষণ পরেই পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া রামদেইকে রক্তাক্ত অবস্থায় ও তাহার ব্রাহ্মণ প্রণয়ীকে গলায় ছুরিকাবিদ্ধ হইয়া অর্দ্ধ অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পায়। উভয় রাম অবতারকেই হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে; তন্মধ্যে স্বামীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মুল্কী

কলিকাতায় শওকত আলী
খিলাফত কন্ফারেন্সের অধিবেশন

মওলানা শওকত আলী গতপূর্ব্ব বুধবার সকালে পাটনা হইতে কলিকাতা আগমন করিয়াছেন। হাওড়া ষ্টেশনে এক বিরাট জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। আগামী ২৫শে, ২৬শে এবং ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতার হালিডে পার্কে নিখিলভারত খিলাফত কমিটির সভা হইবে। মওলানা মুহাম্মদ আলী এই সভার সভাপতিত্ব করিবেন। খিলাফত কমিটীর এই অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন সম্পর্কেই মওলানা শওকত আলী কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। খিলাফত কমিটির অধিবেশনের জন্য হালিডে পার্কে ১৫ হাজার দর্শক এবং প্রতিনিধি স্থান হইবার উপযুক্ত একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে।

অমৃতসরে গৃহ পতন
১০ জন মুসলমানের মৃত্যু

মধ্যবর্ত্তী সাধারণ দেওয়াল জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় আর্য্য-সমাজ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী মুসলমান স্বর্ণকারগণের ২টি গৃহ মধ্য রাত্রে অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। গৃহ ২টিতে কতিপয় মুসলমান বাস করিত। ১০ জন লোক সেই ভগ্ন গৃহদ্বয়ের ধ্বংসাবলীর নীচে চাপা পড়ে। ঐ ১০ জনের মধ্যে ৪ জন যুবক, ৩ জন স্ত্রীলোক ও ৩ জন শিশু ছিল। ২ জন যুবককে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, অবশিষ্ট সকলেই প্রাণত্যাগ করে। পুলিস পাড়া প্রতিবেশী এবং মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আবর্জ্জনা সরাইবার কার্য্যে সহায়তা করেন।

নারী-বেশে হিন্দু গুণ্ডা
আসামীর শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা

হাওড়া ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক মিস্ লীলাবতী বিশ্বাসের ঘরে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার সাড়ী ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্র চুরি করার অভিযোগে দেবেন্দ্রনাথ সরকার নামে জনৈক ব্যক্তি হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, সি, মিত্রের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। শুক্রবার এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। অভিযোগ বিবরণে প্রকাশ, ফরিয়াদী (মিস্ লীলাবতী) যখন তাঁহার ঘরে ঘুমাইতেছিলেন, তখন আসামী তাঁহার ভিতর কোন রকমে প্রবেশ করে এবং ফরিয়াদীর সাড়ী ও ব্লাউজ পরিধানপূর্ব্বক একটি কাপড়ের বাণ্ডিল লইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। ফরিয়াদী ধস্তাধস্তির পর আসামীকে ধরিয়া রেলওয়ে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন

মালেকুল মউতের মুলাকাত
বিভিন্ন জিলার মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি

গত ১লা ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার ৯টী জিলায় কলেরায় মৃত্যুহার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা—মেদিনীপুরে ৩০ হইতে ৩৪, ২৪ পরগণায় ৩৪ হইতে ৫৩, নদীয়ায় ১৫৪ হইতে ২২১, মুর্শিদাবাদে ১১৫ হইতে ১২৯, যশোহরে ৫০ হইতে ৭৭, খুলনায় ১১ হইতে ১২, রাজসাহীতে শূন্য হইতে ১৬ দিনাজপুরে ৭২ হইতে ৯৫, ত্রিপুরায় ১৮ হইতে ৩৭ ও কুচবিহারে ৯ হইতে ৪৯এ উঠিয়াছে। হুগলীতে ২২ হইতে কমিয়া ১৪, হাওড়াতে ৪৭ হইতে ৪১, কলিকাতায় ৫৩ হইতে ৩৯, বগুড়ায় ১০২ হইতে ৫২, পাবনায় ২০ হইতে ৪, ঢাকায় ১০৪ হইতে ৯৬, ময়মনসিংহে ১৯৮ হইতে ১৭৩, ফরিদপুরে ৩৪ হইতে ২৬ ও নোয়াখালীতে ৩৪ হইতে ২৪এ পরিণত হইয়াছে। বসন্তে ময়মনসিংহে ২৭, ঢাকায় ১১, মুর্শিদাবাদে ৯, বরিশালে ৪, বর্দ্ধমানে, হুগলী, হাওড়া, বগুড়া, মালদহ ও ত্রিপুরায় ২ জন করিয়া এবং কলিকাতা, নদীয়া, দিনাজপুর, দার্জ্জিলিং ও কুচবিহারে একজন করিয়া লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতাতে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে

হউক, সেই আত্ম-চেতনার ফলেই তাহার কালচারের হাজার দিক দিয়া সংস্কার করিয়া আজ মুসলমানকে সেই কালচার দিয়া জয় করিয়া তাহার বিশিষ্টতা বা স্বাতন্ত্র্য ভুলাইয়া দিতে সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহার 'বিশ্ব-ভারতী' তাহার বৃহত্তর ভারত, এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক অনুষ্ঠান মাত্র। হিন্দুর রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কামনা, হিন্দুর জাতীয়তার আদর্শ, হিন্দুর কর্ম্মধারা এই চেষ্টাকেই সফল করিয়া তুলিতে তৎপর! বাংলাদেশ যখন মুসলমানের জন্মভূমি, বাংলার ফলে জলে শ্যামল স্নেহে যখন মুসলমানের দেহ বর্দ্ধিত, হিন্দুর সঙ্গে যখন মুসলমান বহু যুগ একত্র বাস করিয়া আসিতেছে—তখন হিন্দুর কালচার যে মুসলমানের উপর এতটুকুও প্রভাব বিস্তার না করিবে আমি এমন বলিতেছি না।—কিন্তু সেই প্রভাবের ফলে যদি মুসলমানের মুসলমানত্বই না রহিল, তাহা হইলে তাহা হইতে মুসলমানের অগৌরবের, লজ্জার ও হীনতার বিষয় আর কি হইতে পারে? পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আজ অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপার ঠিক এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। মুসলিম তরুণের চিন্তা ধারায়, তাহার সাহিত্য সাধনায়, তাহার আচারে ব্যবহারে, তাহার পোষাক পরিচ্ছদে—এমন কি তাহার ধর্ম্ম-জীবনের উপরও এই আত্ম বিনাশী হিন্দু-প্রভাব প্রবল প্রভাব লাভ করিয়া মুসলমানের জাতীয় জীবনের ভিত্তি-মূল শিথিল করিয়া দিতেছে। এই প্রভাবের ফলে মুসলিম তরুণ তাহার কালচারের বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। স্কুলে, কলেজে, হোষ্টেলে, হলে, সব স্থানে এই এক দৃশ্য মনকে তিক্ত করিয়া তুলে। এই জন্যই আজ শিক্ষিত মুসলিম তরুণের মুখে মুসলিম হইয়া জন্ম গ্রহণ করার জন্য আক্ষেপ শুনিতে হয়, এই জন্যই শিক্ষিত মুসলিম তরুণ বৈষ্ণব প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ফুলের মালা গলায় দোলাইয়া হরি-সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া পড়ে, এই জন্যই মুসলিম তরুণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-পুরুষের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বে সন্দিহান হইতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। ইহাই যদি মুসলিম-তরুণের জাগরণের স্বরূপ হয়, তাহা হইলে ইহাকে কি সত্যই জাগরণ বলা চলে? ইহাকে কি মুসলিমের মুসলিমত্ব বিনাশ ছাড়া অন্য কিছু বলা যাইতে পারে? তাই, মুসলিম তরুণকে আজ তাহার এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংশের পথে টানিয়া আনা বিজাতীয় কালচারের প্রভাবের নাগ-পাশ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। মুসলিম-তরুণকে খাঁটী মুসলিম-কালচার অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। হিন্দুর এই কালচার দিয়া জয়ের আকাঙ্ক্ষাকে তাহার শুদ্ধি সংগঠনের চাইতে অত্র আলোকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। শুধুর অতীতে মুসলমান যদি জয়ী হইয়া থাকে—তারপর যুগ-যুগান্ত ধরিয়া এই উভয় কালচারের মধ্যে যে সংঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতেও যদি মুসলমান টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে আজিকার এই অন্ধকারেও নিরুৎসাহ হইবার কোনই হেতু নাই। শুধু প্রয়োজন তাহার এই খাঁটী মুসলিমের 'কালচারের' ভিতর দিয় আত্ম-প্রতিষ্ঠা করা। তাহার এই 'কালচারের' ভিতর দিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় হিন্দু তাহাকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া প্যান্ ইস্‌লামিষ্ট আখ্যা দিয়া পরোক্ষভাবে নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য চাপা দিতে মুসলমানের বিরুদ্ধে নানারূপ প্রোপাগণ্ডা চালাইয়া—বাধা দিতে হয়তঃ একটু সঙ্কোচ করিতেছে না; কিন্তু মুসলিম-তরুণের আত্ম-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে, মুসলমানকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মূলতঃ স্বীয় কালচারকে আশ্রয় করিয়াই বাঁচিতে হইবে। দেশ ও যুগধর্ম্মের যে প্রভাব তাহাকেই সর্ব্বস্বরূপে আঁকড়াইয়া থাকিলে মুসলিম তরুণের আত্ম-চেতনা সার্থক হইতে পারে না।

কয়েকদিন পূর্ব্বে পুলিশ 'ফরোয়ার্ড' আফিসে গিয়া আফিস খানাতল্লাসী করে এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) (রাজদ্রোহ প্রচার) ধারার অভিযোগ অনুসারে সম্পাদক মিঃ সত্যরঞ্জন বক্সী এবং মুদ্রাকর বাবু পুলিন বিহারী ঘরকে গ্রেপ্তার করে। 'ফরোয়ার্ড' পত্রের ১৩ই ডিসেম্বরের সংখ্যায় 'ইউনিফর্ম্ড বা উর্দ্দিওয়ালা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রকাশ, ঐ প্রবন্ধের সম্পর্কেই এই অভিযোগ। সম্পাদক এবং মুদ্রাকর উভয়েই জামীনে খালাস পাইয়াছেন। উভয়ের নামে চার্জ্জ গঠিত হইয়াছে।

কসওটী

"এছলামী হিতোপদেশ।"—মওলবী আবু জায়েদ মাহফুজুল বারী সিদ্দিকি কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনুবাদিত। মূল্য বাঁধাই ১৷৹ ও অ-বাঁধাই ১৷৹ আনা মাত্র। লেখক হাদিস ও অন্যান্য বহু মূল্যবান কেতাব হইতে ইস্‌লামের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সারগর্ভ উপদেশ রাশি সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সঠিক বঙ্গানুবাদও নিম্নে প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ১২ ফর্ম্মায় সমাপ্ত; ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ উত্তম। পুস্তকখানি যে সম্পূর্ণ সময়োপযোগী হইয়াছে, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। অনুবাদকের প্রথম চেষ্টা যে এতদূর ফলবতী হইয়াছে, তজ্জন্য খোদাতালাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহার নিকট হইতে আরও অনেক কিছু আশা করিতেছি। বঙ্গীয় মুসলিম-সমাজে পুস্তকখানি বিশেষভাবে সমাদৃত ও বহুলভাবে প্রচারিত হউক—ইহাই কামনা করিতেছি। অসার উপন্যাস-প্লাবিত এই উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে এইরূপ-ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ পাঠে দেশ ও জাতির কল্যাণ হইবে বলিয়াই আশা করি। তবে, সত্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য যে, কবিতা গুলির মধ্যে বহুস্থানে ছন্দ পতন হইয়াছে। আশা করি, অনুবাদক আগামী সংস্করণে এ বিষয়ে অবহিত হইবেন। পুস্তকখানি টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ঠিকানায়—অনুবাদকের নিকট প্রাপ্তব্য।

"বার্ষিক মোহাম্মদী"।—১৩৩৫ সাল;—সম্পাদক মওলবী মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মূল্য এক টাকা বার আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান ২৯নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

আমরা একখণ্ড সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ডবল ক্রাউন ৮ পেজী ২৩ ফর্ম্মায় সমাপ্ত। পুস্তকে ৩১টী গান, গল্প, নাটক, উপন্যাস, কবিতা, জীবনী আলোচনা, প্রবন্ধ ও রচনা স্থান পাইয়াছে। ইহাতে সাধারণ, একবর্ণ ও ত্রিবর্ণের মোট ১১৯ খানি ছবি আছে। প্রবন্ধের দিক দিয়া বার্ষিক মোহাম্মদী এতদূর উপভোগ্য হইয়াছে যে, আমরা তার সম্বন্ধে ২১ কথা না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের 'অভিব্যক্তিবাদ ও মুসলমান' চিন্তারাজ্যে এক যুগান্তরকারী দান। তিনি ঐ প্রবন্ধে ইহাই দেখাইয়াছেন যে, ডারউইন ও ওয়ালেসের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মুসলমান পণ্ডিতগণ ক্রম-বিকাশবাদ ও অন্যান্য বহুপ্রকার তত্ত্বের সংবাদ দুনিয়াবাসীকে দিয়া গিয়াছেন। মুসলমান আত্ম ভোলা ও অজ্ঞ; তাই তাহারা আজ ডারউইনকেই এই সব মতবাদের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে লজ্জা বোধ করে না। বহু মূল্যবান কেতাবাদি হইতে তিনি ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তৎপরে শেহাবুদ্দিন আহমদ লিখিত "এবনে খলদুনের মতবাদ ও একটী সুলিখিত প্রবন্ধ। ইতিহাস, দর্শনের জন্মদাতা যে মুসলমানগণ তাহা লেখক এই সন্দর্ভে সপ্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ডাঃ এ, মালেক এল, এম, এফ, লিখিত 'এছলাম ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র' সন্দর্ভটী প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুর পাঠ করা একান্ত উচিত এতদ্ভিন্ন 'জিউপিটার' 'মিসরের কথা', 'চিত্রে গোড়লেন ভারত' প্রভৃতি বহু মূল্যবান প্রবন্ধ ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গেলে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। আমরা বার্ষিক মোহাম্মদীর এইটুকু বিশেষত্ব দেখিলাম যে, মুসলিম-বঙ্গের অন্যান্য বার্ষিক গুলির ন্যায় ইহা 'আজে বাজে' জিনিষ দিয়া ভর্ত্তি করা হয় নাই। ইহার প্রত্যেকটী লেখা উপদেশ-পূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। মুদ্রণ পারিপাট্য ও ইহার একটী উল্লেখযোগ্য বিষয়। এক কথায় বাংলার মুসলিম সমাজের মধ্যে যতগুলি বার্ষিক প্রকাশিত হইয়াছে একমাত্র 'বার্ষিক মোহাম্মদী'ই এদিক দিয়া সফল কাম হইয়াছে। তবে, ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে কতকগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট কাগজের অনুকরণে বার্ষিক মোহাম্মদীর পৃষ্ঠায় দু-একটী অর্দ্ধ-উলঙ্গ নারীমূর্ত্তি প্রকাশিত হওয়া কোন মতেই সমীচীন নহে। আমরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। ভাবের অভিব্যক্তি পর্য্যাপ্তটী আমাদের মোটেই ভাল লাগিল না। যাহা হউক বার্ষিক মোহাম্মদীর উদ্যোক্তাগণকে এই শুভ প্রচেষ্টায় কাম-ইয়াবীর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

"হেজাজ ভ্রমণ"—খান বাহাদুর আহসান উল্লা এম্‌,এ, আই, ই, এস্‌ প্রণীত মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, মূল্য ১৷৹ টাকা মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা বাঙ্গালা দেশের ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানগণকে পবিত্র হজ্জব্রত সমাধা করিতে বড় বেশী আগ্রহশীল দেখি না। আমাদের শিক্ষিত দল ইস্‌লামের ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি হইতে দিন দিন 'তর্কে মওলাত' করিতেছেন। ইহা শোচনীয় লজ্জার বিষয়। খান বাহাদুর সাহেবের এই হিজাজ ভ্রমণ কাহিনী পাইয়া সাতিশয় হৃষ্ট হইয়াছি এবং ইহা পাঠান্তে আমাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তিনি হাজীদের দুর্দ্দশা ও দুরবস্থার কথা অতি করুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং সমগ্র জগতের মুসলমানের তীক্ষ্ণ ও সজাগ দৃষ্টি ইহার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছেন। অসহায় হাজীদের পানির অভাব, তাঁহাদের অসুখে সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থার অভাব, প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিকার কল্পে তিনি মুসলমানগণের নিকট নিবেদন জানাইয়াছেন। বাস্তবিক বিশ্বজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ক্ষেত্রে ঈদৃশ অব্যবস্থা মসলমানজাতির দুঃখের বিষয়। মওলবী আহসান উল্লা সাহেবের 'হেজাজ-ভ্রমণ' পাঠ করিয়া সাতিশয় খুশী হইয়াছি এবং আমরা সকলকে এই সুপাঠ্য গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এতদসঙ্গে তাঁহারা যদি নিঃসহায় ও অসহায় হাজীদের সুখ সুবিধা বিধান কল্পে নিজেদের চিন্তা ও যত্ন নিয়োগ করেন তবে আনন্দের বিষয় হইবে। আমাদের ভারতের নানাস্থানে যে হজকমিটি আছে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করিতে পারেন। এবং হাজীদের সঙ্গে বিদেশে পাঠাইলে বেশ চমৎকার হয়। এবিষয়ে চিন্তাশীল মুসলমান ব্যক্তিগণ অবহিত হইলে আমরা সুখী হইব।

দিল্লীতে নূতন পত্রিকা

"ডেলি ক্রনিকেলের আবির্ভাব"

নবদিল্লীর ১১ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে আগামী সপ্তাহে দিল্লী হইতে "ডেলি ক্রনিকেল" নামে একখানা দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে উক্ত পত্রিকার উদ্দেশ্য হইবে কৃষি, অনুন্নত শ্রেণীদিগের উন্নতির জন্য প্রচার করা। ভারতের স্বার্থ নষ্ট করিয়া বৃটিশের আর্থিক উন্নতির বিরুদ্ধেও উহা লিখিবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও থাকিবে যে ভারতে সামাজিক সংস্কার এবং শিক্ষার উন্নতি না হইলে স্বায়ত্ত শাসন সুদূর পরাহত। "মুস্লিম আউট লুক" পত্রিকার সম্পাদক উক্ত পত্রিকার সম্পাদনের ভার নিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যকারী থাকিবেন পাইওনিয়ারের মনক্।

অবৈধ প্রেমের পরিণাম

প্রণয়িনী খুন, স্বামী নিমখুন

গত ৩রা ডিসেম্বর, রাত্রিতে লক্ষ্ণৌয়ের হিউয়েট রোডের কোনও বাড়ীতে এক হত্যাকাণ্ডের ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও ২ ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাম অবতার নামক জনৈক ব্রাহ্মণ অপর এক রাম অবতারের পত্নী রামদেইর প্রতি আসক্ত হইয়া গত গ্রীষ্মকালে তাহাকে অপহরণ করে। ঐ সম্পর্কে উক্ত ২ ব্যক্তির মধ্যে কিছুকাল মামলা মোকদ্দমা হয় এবং ২ মাস পরে রামদেই স্বামি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ঐ রাত্রিতে ব্রাহ্মণ রাম অবতার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া রামদেইর স্বামীকে ছোরা দ্বারা আক্রমণ করে। ফলে শেষোক্ত ব্যক্তি গুরুতর ভাবে আহত হয়। কিন্তু সে পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। প্রকাশ, অতঃপর আততায়ী গৃহের দরজায় খিল দিয়া রামদেইকে আক্রমণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিহত করে। অল্পক্ষণ পরেই পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া রামদেইকে রক্তাক্ত অবস্থায় ও তাহার ব্রাহ্মণ প্রণয়ীকে গলায় ছুরিকাবিদ্ধ হইয়া অর্দ্ধ অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পায়। উভয় রাম অবতারকেই হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে; তন্মধ্যে স্বামীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মুলকী

কলিকাতায় শওকত আলী

খিলাফত কনফারেন্সের অধিবেশন

মওলানা শওকত আলী গতপূর্ব্ব বুধবার সকালে পাটনা হইতে কলিকাতা আগমন করিয়াছেন। হাওড়া ষ্টেশনে এক বিরাট জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। আগামী ২৫শে, ২৬শে এবং ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতার হালিডে পার্কে নিখিলভারত খিলাফত কমিটির সভা হইবে। মওলানা মুহাম্মদ আলী এই সভার সভাপতিত্ব করিবেন। খিলাফত কমিটির এই অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন সম্পর্কেই মওলানা শওকত আলী কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। খিলাফত কমিটির অধিবেশনের জন্য হালিডে পার্কে ১২ হাজার দর্শক এবং প্রতিনিধি স্থান হইবার উপযুক্ত একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণের আয়োজন হইতেছে।

অমৃতসরে গৃহ পতন

১০ জন মুসলমানের মৃত্যু

মধ্যবর্ত্তী সাধারণ দেওয়াল জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় আর্য্য-সমাজ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী মুসলমান স্বর্ণকারগণের ২টি গৃহ মধ্য রাত্রে অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। গৃহ ২টিতে কতিপয় মুসলমান বাস করিত। ১০ জন লোক সেই ভগ্ন গৃহদ্বয়ের ধ্বংসাবলীর নীচে চাপা পড়ে। ঐ ১০ জনের মধ্যে ৪ জন যুবক, ৩ জন স্ত্রীলোক ও ৩ জন শিশু ছিল। ২ জন যুবককে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়, অবশিষ্ট সকলেই প্রাণত্যাগ করে। পুলিস পাড়া প্রতিবেশী এবং মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আবর্জ্জনা সরাইবার কার্য্যে সহায়তা করেন।

নারী-বেশে হিন্দু গুণ্ডা

আসামীর শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা

হাওড়া ষ্টেশনের বুকিং ক্লার্ক মিস্ লীলাবতী বিশ্বাসের ঘরে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার সাড়ী ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষপত্র চুরি করার অভিযোগে দেবেন্দ্রনাথ সরকার নামে জনৈক ব্যক্তি হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, সি, মিত্রের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। শুক্রবার এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। অভিযোগ বিবরণে প্রকাশ, ফরিয়াদী (মিস্ লীলাবতী) যখন তাঁহার ঘরে ঘুমাইতেছিলেন, তখন আসামী তাঁহার ভিতর কোন রকমে প্রবেশ করে এবং ফরিয়াদীর সাড়ী ও ব্লাউজ পরিধানপূর্ব্বক একটি কাপড়ের বাণ্ডিল লইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। ফরিয়াদী ধস্তাধস্তির পর আসামীকে ধরিয়া রেলওয়ে পুলিসের হস্তে সমর্পণ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন

মালেকুল মউতের মুলাকাত

বিভিন্ন জিলায় মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি

গত ১লা ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার ৯টী জিলায় কলেরায় মৃত্যুহার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা—মেদিনীপুরে ৩০ হইতে ৩৪, ২৪ পরগণায় ৩৪ হইতে ৫৩, নদীয়ায় ১৫৪ হইতে ২২১, মুর্শিদাবাদে ১১৫ হইতে ১২৯, যশোহরে ৫০ হইতে ৭৭, খুলনায় ১১ হইতে ১২, রাজসাহীতে শূন্য হইতে ১৭ দিনাজপুরে ৭২ হইতে ৯৪, ত্রিপুরায় ১৮ হইতে ৩৭ ও কুচবিহারে ৯ হইতে ৪৯এ উঠিয়াছে। হুগলীতে ২২ হইতে কমিয়া ১৪, হাওড়াতে ৪১ হইতে ৪১, কলিকাতায় ৫৩ হইতে ৩৯, বগুড়ায় ১০২ হইতে ৫২, পাবনায় ২০ হইতে ৪, ঢাকায় ১০৪ হইতে ৯৬, ময়মনসিংহে ১৯৮ হইতে ১৭৩, ফরিদপুরে ৩৪ হইতে ২৭ ও নোয়াখালীতে ৩৪ হইতে ২৪এ পরিণত হইয়াছে। বসন্তে ময়মনসিংহে ২৭, ঢাকায় ১১, মুর্শিদাবাদে ৯, বরিশালে ৪, বর্দ্ধমানে, হুগলী, হাওড়া, বগুড়া, মালদহ ও ত্রিপুরায় ২ জন করিয়া এবং কলিকাতা, নদীয়া, দিনাজপুর, দার্জ্জিলিং ও কুচবিহারে একজন করিয়া লোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতাতে ১০ জনের মৃত্যু হইয়াছে

ভারতে মোটরের কারখানা

বোম্বাইয়ে উদ্বোধন

গত ৩রা ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে ভারতের সর্ব্ব প্রথম মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ কারখানার উদ্বোধন করা হইয়াছে। উহার নাম জেনারল মোটরস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড। বর্ত্তমানে উহাতে ৫ শত লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। ৩ মাসের মধ্যে উহার সংখ্যা দ্বিগুণ করা হইবে। উক্ত কারখানায় প্রত্যহ দেড়শত পর্য্যন্ত মোটরগাড়ী প্রস্তুত হইবে। কারখানার একাংশে মোটরগাড়ী মেরামত এবং ঐ সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে।

কংগ্রেস ও বিভিন্ন সভা-সমিতি

যথাযথ তারিখ নির্দ্ধারিত

২২শে, ২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর সর্ব্বদল-সম্মিলন। ২৫শে ডিসেম্বর সম্মিলনের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি, কংগ্রেসের বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি, সন্ধ্যায় নিখিল ভারত সামাজিক কনফারেন্স ও যুব-কংগ্রেস। ২৬শে তারিখ প্রাতে নিখিল ভারত সামাজিক কনফারেন্স, সম্মিলনের বিষয় নির্ব্বাচন সমিতি, সন্ধ্যায় বৈশ্য কনফারেন্স এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় যুব-কংগ্রেস। ২৭শে তারিখ সর্ব্বদল সম্মিলন, প্রাতে বৈশ্য কনফারেন্স, সন্ধ্যায় মহিলা-কনফারেন্স। ২৮শে তারিখ সম্মিলন ও মহিলা সম্মিলন। ২৯শে তারিখ প্রাতে সার্ব্বজনীন প্রার্থনা ও কংগ্রেস। ৩০শে ও ৩১শে তারিখ কংগ্রেস ২০ ডিসেম্বর বঙ্গীয় মুসলিম সর্ব্বদল সম্মিলন ২৫।২৬।২৭ ডিসেম্বর অল্-ইণ্ডিয়া খেলাফত কনফারেন্স অন্যান্য সভা-সমিতির তারিখ এখনও জানা যায় নাই।

বোম্বাইয়ে শ্রমিক হাঙ্গামা

৯ জন নিহত ও বহু আহত

বম্বের মিল অঞ্চলে পুলিস ও উত্তেজিত শ্রমিক দলের ভিতর এক ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষেই বহু হতাহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, ৩ জন ভারতীয় কনষ্টেবল ও ৬ জন শ্রমিক নিহত এবং বহু লোক আহত হইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য পুলিস জনতার উপর গুলী চালাইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

পরবর্ত্তী সংবাদ

পুলিস এবং শ্রমিকের সংঘর্ষের সম্বন্ধে পুলিস যে শেষ সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, সংঘর্ষের ফলে ২ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে এবং ঐ ২ ব্যক্তি পুলিসের লোক নহে। উভয় পক্ষে ২৫ জন লোক আহত হইয়াছে। ২ জন পুলিস গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

মামলার দায়ে ট্রাম্ কোম্পানী

ফরিয়াদির দেড় লাক্ষ টাকার দাবী

কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীর বিরুদ্ধে পুরুলিয়ার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার জেমস উইলিয়মজান যে মামলা আনিয়াছেন, ঐ মামলা সম্পর্কে হাইকোর্টে বিচারপতি কষ্টেলোর এজলাসে জলপাইগুড়ির সিভিল সার্জ্জন মেজর হেরল্ড জর্জ্জ আলেক-জেন্দার সাক্ষ্য দান করিয়াছেন। ফরিয়াদীর বয়স ৬৭ বৎসর; গত ১৯২৬ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডালহৌসী স্কোয়ারে ট্রাম চালানর ব্যাপারে ট্রাম কোম্পানীর অসতর্কতা ও অমনোযোগীতার জন্য ফরিয়াদির যে ক্ষতি হয়, ঐ ক্ষতি পুরণের জন্যই ফরিয়াদী ১,৫০,০০০ টাকার দাবীতে মামলা আনেন। সাক্ষী তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন, আমি প্রেসিডেন্সী হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জ্জন ছিলাম। ঐসময় ফরিয়াদী ১৯২৬ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখ আহত হইয়া হাঁসপাতালে আসেন। আঘাতের ফলে ফরিয়াদীর বাম পায়ের গোড়ালী হইতে পায়ের আঙ্গুলের উপর পর্য্যন্ত গুরুতর ভাবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ফরিয়াদী একজন ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ার অতএব তাঁহার যে ধরণের কাজ তাহাতে আঘাতের পর হইতে এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি কোন কাজ করিতে পারেন নাই ভবিষ্যতেও পারিবেন বলিয়া মনে হয় না।

আগামী, ২৮শে জানুয়ারি ফরিদপুরে সরকারী কৃষি-প্রদর্শনী আরম্ভ হইবে। সমবায় ও স্বাস্থ্য বিভাগ, পল্লী-শিল্প বিভাগ, মহিলা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ ও গবাদি পশু প্রদর্শনী, উক্ত প্রদর্শনীর অঙ্গীভূত হইবে। প্রদর্শনীর সভাপতি মিষ্টার টি, এইচ, এলিস আই, সি, এস, অথবা সম্পাদক রায় সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত উক্ত প্রদর্শনী সম্পর্কে পত্র ব্যবহার করিতে হইবে।

কলিকাতায় কমিশন

বহু গোলন্দাজ আমদানী

দিল্লীর উর্দ্দু দৈনিক "তেজ" পত্রে প্রকাশ, কলিকাতায় সাইমন কমিশনের আগমন উপলক্ষে গত ৫ই ডিসেম্বর বহু সংখ্যক গোলন্দাজ সৈন্য এক স্পেশাল ট্রেণে করিয়া কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছে। ঐ সময় কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। প্রকাশ, কংগ্রেস শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল সৈন্য কলিকাতায় থাকিবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

প্রেসিডেণ্ট ও সিলেক্ট কমিটীতে মতান্তর

এসোসিয়েটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, আগামী জানুয়ারী মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবার সম্ভাবনা খুব কম। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে এই অধিবেশন হইতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় বিলের আলোচনা করিবার জন্য যে সিলেক্ট কমিটী গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটীর নির্দ্ধারণের সহিত প্রেসিডেণ্ট একমত হইতে না পারিয়া সেই সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচার করিবার জন্য তাহা আবার কমিটীর নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রকাশ, কমিটী সেই বিলে এমন সমস্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন যে, তাহাতে বিলের উদ্দেশ্য ও মূলনীতিই নষ্ট করা হইয়াছে অথচ এই উদ্দেশ্য ও মূলনীতি ব্যবস্থাপক সভায় ইতঃপূর্ব্বেই গৃহীত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্টের মতে ব্যবস্থাপক সভায় যাহা একবার গৃহীত হইয়াছে সেই ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক গঠিত সিলেক্ট কমিটী তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না, তাই নাকি এই সম্পর্কে তাঁহার সহিত সিলেক্ট কমিটীর সদস্যবৃন্দের মতান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

ক্ষীপ্ত পাগলের কাণ্ড

পরিবার শুদ্ধ লোক খুন

মুন্সীগঞ্জ, মহকুমার শ্রীনগর থানার এলাকাধীন দেলভোগ গ্রাম হইতে এক পরিবারের ৬ জনের খুন হওয়ার একটি ভীষণ খবর আসিয়াছে। প্রকাশ উক্ত গ্রামের একজন আধা বয়িসী জোলার মাথা হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠে। ঘটনার দিন সন্ধ্যাকালে সে তাহার স্ত্রীকে আক্রমণ করে। তাহার স্ত্রীর শরীর ভাল ছিল না। দায়ের এক কোপেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জোলা অতঃপর তাহার বৃদ্ধা মাতাকে আক্রমণ করে এবং তাহাকেও খুন করে। ইহার পর সে তাহার ৪টী পুত্রকে আক্রমণ করে। বড় ছেলেটীর বয়স ছিল এগার বৎসর, কনিষ্ঠটির বয়স ছিল তিন বৎসর। সে একে একে চার ছেলেকেই কাটিয়া ফেলে। ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য পাড়াপড়সীরা আসিয়াছিল, জোলা অতঃপর তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যায়। তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। অতঃপর সে একটি গরু ও একটি ছাগলকে আক্রমণ করে এবং ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে বহু সংখ্যক লোক জড় হইয়া লোকটাকে বাঁধিয়া ফেলে এবং আগুন নির্ব্বাপিত করে। লাস ছয়টি মুন্সীগঞ্জের মড়াকাটা ঘরে আনীত হইয়াছে। কিন্তু লোকটি এখনও শ্রীনগর থানায় আছে, তাহাকে মুন্সিগঞ্জ আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

বিশিষ্ট আলোমের অন্তর্দ্ধান

মুস্লিম ভারতে অপূরণীয় ক্ষতি

সর্ব্বজন বিদিত আলেম হজরত, মুফ্তি, মওলানা আজিজুর্রহমান সাহেব দেওবন্দী ৪৫ বৎসর ব্যাপী কর্ম্ম সাধানার পর ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্নালিল্লাহে) তাঁহার তীরোধানে দাবেল জামে ইসলামিয়ার ছাত্রবৃন্দের পক্ষ হইতে মওলবী আবদুস শুকুর সাহেব এই সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেন—দেওবন্দ হইতে আগত ভারতের মুফতিয়ে আজম হজরত মওলানা আজিজুর রহমান সাহেবের ইন্তেকালে দাবেল জামে ইসলামিয়ার ছাত্রবৃন্দ বিশেষ শোক প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। খোদাতালা তাঁহার জান্নাত বাসী আত্মার উপর রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁহার পরিবার বর্গকে গভীর শোকে ধৈর্য্য ধারণ করিবার শক্তি দান করুন। মওলানা আতিকুররহমান সাহেব তাঁহার মরহুম পিতার উপযুক্ত স্থলাভিষিক্ত হউন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমরা দেশের মুস্লিম ভ্রাতৃবর্গকে এই শোক সন্তপ্ত পরিবারের নিকট সান্ত্বনাসূচন বাণী প্রেরণ করিতে অনুরোধ করি।

৭৮ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ

এম, এল, সির বিরুদ্ধে অভিযোগ

নেদার্ল্যাণ্ড লয়েড ও হংকং ব্যাঙ্কের ম্যানেজারগণ পৃথক পৃথক ভাবে রেঙ্গুন এণ্ড কোংর মিঃ বে, বেংচোং আই, ই ও ভূতপূর্ব্ব এম, এল, সির বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রতারণার অভিযোগ করিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, ব্যাঙ্কশালের উপর অগ্রিম টাকা তাঁহাকে ধার দিত। কিন্তু তাঁহার মাল আদৌ ছিল না। এইরূপ প্রতারণা করার ফলে নেদার্ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কের ৪০ লক্ষ টাকা, লয়েড ব্যাঙ্কের ৩৪ লক্ষ টাকা, হংকং ব্যাঙ্কের প্রায় ৪ লক্ষ টাকা মোট ৭৮ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট ৩ লক্ষ টাকার জামীন মঞ্জুর হইতে পারে, এরূপ ওয়ারেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

মনুষ্যত্বের পুরস্কার

জাহাজের কাপ্তেন পুরস্কৃত

বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ষ্টীমার 'আবান' আমেরিকার ষ্টীমার 'হোমষ্টেডের' বিপদের সংবাদ পাইয়া ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুলাই প্রাতে ৮টা ১৫ মিনিটের সময় যাত্রা করিয়া বেলা ১২টা ৫০ মিনিটের সময় উক্ত ষ্টীমারের নিকট গমন করে এবং প্রথমতঃ বিপন্ন ষ্টীমারখানি রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া অপরাহ্ণ ৫টার সময় বিপন্ন ষ্টীমারের ক্রুদিগকে লইয়া 'আবান' প্রস্থান করে। ঐ মহত্বের পুরস্কারস্বরূপ ব্রহ্মদেশের লাট আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতির পক্ষ হইতে 'আবান' ষ্টীমারের কাপ্তেন সি, এফ, এস, রীডকে একটি স্বর্ণনির্ম্মিত ঘড়ি ও এক ছড়া চেন উপহার প্রদান করিয়াছেন।

টাকার বিনিময়ে স্বার্থ বিক্রয়

কংগ্রেসীদের হীন মনোবৃত্তি

বিখ্যাত উর্দ্দু সংবাদপত্র "আস্ সিয়াসৎ" নেহরু-রিপোর্ট সমর্থনকারী স্বজাতি-দ্রোহী মুসলমান নেতৃবর্গের গুপ্ত-কথা সম্প্রতি প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। মুসলমান-সমাজের স্বার্থ-বিরোধী "নেহরু-রিপোর্ট" সমর্থনের বিনিময়ে তথা-কথিত জাতীয়-দলের মুসলমান নেতৃবর্গ হিন্দুদের নিকট হইতে কিরূপ ঘৃণিত-ভাবে ঘুষ আদায় করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিগত ১লা ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় এই পত্রিকা যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল—"মানুষের কপটতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহা মিথ্যা-কথাকে সত্যের আকার দিয়া চালাইয়া দিবার নিত্য নুতন ফন্দী আবিষ্কৃত হইতেছে। যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি দশ হাজার টাকা খাইয়াছ কি না?" তবে সেই স্থলে যদি টাকা কিছু অল্প বা বেশী হয়, তবে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিবে "আমি কখনও দশ হাজার টাকা লই নাই।" কিন্তু কখনও এই কথা বলিবে না যে, "আমি একেবারেই টাকা লই নাই।" নেহরু-রিপোর্টের সমর্থন কল্পে প্রথমে যখন মাহমুদাবাদের মহারাজার প্রাসাদে চাঁদা ধরা হইয়াছিল, তখনই ২৫০০০ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। এখন সেই টাকার পরিমাণ দেড় লক্ষের উপর হইয়াছে। মিঃ বিরলা দিয়াছেন, পনর হাজার টাকা; তন্মধ্যে কলিকাতার কোন হজরৎ মওলানা একাই চাহিয়া বসিলেন এক কালীন পনর হাজার টাকা এবং মাসিক দুই হাজার টাকা। সেই চিঠি দেখাইয়া মিঃ জয়কারের নিকট হইতে পঁচিশ হাজার টাকা চাঁদা চাওয়া হইলে, তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, মিঃ বিরলা দিয়াছেন পনর হাজার টাকা, আর আমার নিকট দশ হাজার বেশী চাওয়া হইতেছে কেন?" এই কথা শুনিয়া মিঃ বিরলা পঁচিশ হাজার টাকা চাঁদা দিতে স্বীকৃত হন। সেই টাকা হইতে উক্ত হজরৎ মওলানা এবং পাঞ্জাবের কোন বিখ্যাত উর্দ্দু কাগজের সম্পাদককে টাকা দেওয়া হইয়াছে। "পাঞ্জাবে সর্ব্বশুদ্ধ দশ হাজার টাকা গিয়াছে। পাঞ্জাবের খেলাফতী চেলা-চামুণ্ডাগণ এই সমস্ত কথা অস্বীকার করিয়া প্রসিদ্ধ ইসলাম-বিদ্বেষী "প্রতাপ" পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে যে, তাহারা দশ হাজার টাকা লইয়াছে বলিয়া মওলানা শওকত আলী যে বদনাম রটাইয়াছেন, সেই সংবাদ ভ্রমাত্মক। 'সিয়াসৎ' পত্রিকা এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া এই স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, টাকা ঘুস লওয়া হইয়াছে, এই কথা বর্ণে-বর্ণে সত্য।

মফঃস্বল

নুতন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

দেশবাসীর অক্লান্ত চেষ্টা

বিগত ১৯২২ সালে ২৪ পরগণা জেলা অন্তর্গত দক্ষিণ চাতরা গ্রামে একটা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইতেই প্রতি বৎসর প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় ছাত্রগণ বৃত্তিম্বের সহিত উচ্চশ্রেণীর বৃত্তি পাইয়া আসিতেছে। স্থানীয় মুসলমানদের উন্নতি যে অদূরবর্ত্তী তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই স্কুলের প্রত্যেক বৎসর বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণ। স্কুলের সেক্রেটারী হিন্দু ও শিক্ষিত হিন্দুগণের নিকটে হইয়াও স্কুলের বার আনা ছাত্র মুসলমান। উক্ত বিদ্যালয়ের নির্ম্মিত পনের হাজার টাকা ব্যয়ে সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধাংশ স্থানীয় অধিবাসিগণ দিবেন, অপর অর্দ্ধাংশ ২৪ পরগণা জেলা বোর্ড দিবেন। স্কুলের কার্য্য পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ দরিদ্র হইলেও জেলাবোর্ডের সদস্য অক্লান্তকর্ম্মী সুধাকান্ত মিত্র মহাশয় তাঁহার সহকর্ম্মী আটঘরা নিবাসী মওলবী নজিরুদ্দীন আহম্মদ ও কানাপুর নিবাসী সমাজ-হিতৈষী জনাব মোহাম্মদ আফিলুদ্দীন সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। উক্ত জেলাবোর্ডের সদস্য সুধাবাবুরই চেষ্টায় ও সাহায্যে জেলাবোর্ড কর্ত্তৃক ই, বি, আরের খুলনা লাইনের মসলন্দপুর রেল ষ্টেশন হইতে তেঁতুলিয়া পর্য্যন্ত এই গ্রামের মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ নয়-মাইল রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ রাস্তা পাকা করিবার জন্য সম্প্রতি জেলাবোর্ড বহু টাকা মঞ্জুর করিয়া পূর্ণ উদ্যমে দ্রুত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ গ্রামের দক্ষিণস্থ স্কুলের নিকট, নদীর উপর প্রায় বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল ঐ গ্রামের একটী সুপরিচালিত ও সুসজ্জিত অট্টালিকা সমন্বিত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা হইয়া গ্রামবাসীগণের দুঃখ দূর ও পল্লীর উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। একটী সরকারী পোষ্টাফিস স্থাপিত হইয়া সাধারণের অশেষ সুবিধা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারই চেষ্টায় গ্রামে টিউব অয়েল, হাট বাজার, রাস্তাঘাট পয়ঃপ্রণালী ও বনজঙ্গল পরিষ্কৃত হওয়াতে গ্রামটি স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি এম, ই, স্কুলটী হাইস্কুলে পরিণত হইয়া তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। স্কুলের কার্য্যপ্রণালী সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র শিক্ষক ও মওলবী কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে।

—রিপোর্টার।

ইশায়াতে-ইসলাম

গোয়ালপাড়া, আসাম

নোয়াখালী নিবাসী জনাব মাওলানা কারী আজিজুর রহমান সাহেব অত্র গোয়ালপাড়া টাউনের বিভিন্ন স্থান সমূহে কয়েকটী সভায়, ইসলামের সৌন্দর্য্য, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, তরুণ দল বনাম নাস্তিকদলের ধোকাভঞ্জন ইত্যাদি বিষয় নিয়া পবিত্র কোরান পাক ও হাদিস শরীফের মর্ম্ম অনুযায়ী অতি সারগর্ভ যুক্তিতর্ক দ্বারা ওয়াজ করিয়া আসামের এক প্রান্ত গোয়ালপাড়া টাউনে এক যুগান্তরের ভাব আনয়ন করিয়াছেন। সহরের গণ্যমান্য শিক্ষিত মুসলমানদের চেষ্টায় বাজারস্থ ঢাকোয়ালী মসজিদে একটী মহতী সভায় মাওলানা সাহেব এলেম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া আরবী শিক্ষাকে বাস্তবিক এলেম ও ইংরেজী শিক্ষাকে জীবনের একটী উপলক্ষ বা হুন্নর বলিয়া অভিহিত করেন, এবং উপসংহারে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অকাট্য যুক্তিপূর্ণ দলিল দ্বারা প্রমাণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। বিগত ২রা ডিসেম্বর স্থানীয় সিনিয়ার মাদ্রাসা-গৃহে হাই স্কুল ও মাদ্রাসার মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দের চেষ্টায় একটী বিরাট সভা হয়, স্থানীয় কোর্টের সেকেণ্ড অফিসার মওলবী মোহাম্মদ মুলতান এম-এ, সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, গোয়ালপাড়া টাউনের নেতৃস্থানীয়, শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী সকল শ্রেণীর মুসলমান এই সভায় অতি উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। মুসলমানের শিক্ষা এবং

মশ্‌রেকী

নাদীরের আক্রমণ স্থগিত

ভারতে বসবাসের সঙ্কল্প

কাবুলের বেতার যন্ত্র ঠিক অবস্থায় না থাকিলেও পেশাওরে জোর গুজব যে বর্ত্তমান আমীর হবিবুল্লা সর্দ্দার আলি আহমদ জানকে মুক্তি দিয়াছেন। আরও প্রকাশ যে সেনাপতি নাদীর খাঁ হবিবুল্লার বিরুদ্ধে আর অগ্রসর হইবেন না। তিনি সত্বরই ভারতে আসিয়া অবস্থান করিবেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভীষণ দাঙ্গা

দার্ব্বানে ইউরোপীয় এবং দেশীয় নিহত

দার্ব্বানের সংবাদে প্রকাশ যে, দার্ব্বানের কেন্দ্রস্থলে এক ভীষণ দাঙ্গার ফলে একজন ইউরোপীয়ান এবং ৪ জন দেশীয় লোক নিহত হইয়াছে। আহতদিগের মধ্যে ১০ জন ইউরোপীয়ান এবং ৪১ জন দেশীয় লোক আছে। ইউরোপীয়ানদিগের প্রস্তুত মদ্য এবং খাদ্যদ্রব্যে দেশীয় লোকেরা আপত্তি করে। বাহ্যতঃ ইণ্টারন্যাশন্যাল কালার্ড ইউনিয়নের জন্যই এতৎ সম্পর্কে গোলমাল বাধে। দ্বিপ্রহরে গোলমাল আরম্ভ হয়। কিন্তু খানিক বাদে থামিয়া যায়। অতঃপর বেলাশেষে আবার গোলমালটী পুনরায় বাড়িয়া উঠে এবং ইউরোপীয়ানরা প্রথমতঃ ইউনিয়নের প্রধান আড্ডা আক্রমণ করে। গুলি এবং ইট-পাটকেল খুব বর্ষিত হইয়াছিল।

পেশাওরে জীর্গার অধিবেশন

শিয়া-সুন্নীদের মধ্যে বিরোধ

গত ২২শে জুন পেশাওরের শাহী মহমানখানা নামক স্থানে শিয়া সুন্নী উভয় সম্প্রদায়ের আফ্রিদিদিগের এক জির্গা আহ্বান করিয়াছিলেন উক্ত ভবনের চতুর্দ্দিকে পুলিস মোতায়েন করা হইয়াছিল। চীফ কমিশনার জির্গায় উপস্থিত হইবার সময় সমিতির বাদ্য ও তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত তাহাতে খাইবার ও কুরুমের পলিটিক্যাল এজেণ্ট পেশোয়ার ও কোহাটের ডেপুটী কমিশনার এবং অপরাপর কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। জীর্গার উদ্বোধনে চীফ কমিশনার বলেন, তিনি শিয়া সুন্নীদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে চাহেন, তজ্জন্য তিনি আফ্রিদীদিগকে শিয়াদের প্রয়োজনীয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলেন, একজন আফ্রিদী তাঁহার বক্তৃতায় বাধা প্রদান করিয়া বলে, উক্ত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকাল যাবৎ বিরোধ বর্ত্তমান আছে। সরকার সর্ব্বদাই ঐ বিষয়ে নিরপেক্ষ রহিয়াছেন; এক্ষণে তাঁহাদের ঐ প্রাচীন নীতি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতঃপর চীফ কমিশনার সভাপতি-পদ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে অপরাপর কর্ম্মচারীদের সমক্ষে ঐ বিষয়ের আলোচনা হয়; দুইবার জীর্গা ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু মালিক ও সরকারী কর্ম্মচারিগণ বিশেষ সুবিবেচনার সহিত আলোচনা অব্যাহত রাখেন। আরও কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রস্থান করেন এবং জীর্গা ভঙ্গ হয়। এক্ষণে বিভিন্ন দলের নেতাগণ পরস্পর আলোচনা করিতেছেন, সম্ভবতঃ তাঁহাদের পুনরধিবেশন হইবে।

নিউজিল্যাণ্ডে জলজলা

১৪ জনের প্রাণনাশ

নিউজিল্যাণ্ডের ১৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য এখানে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহা ১ মিনিট স্থায়ী হইয়াছিল। গ্রেমাউথে ইহা সব চেয়ে সাঙ্ঘাতিক আকার ধারণ করিয়াছিল, সেখানে এমন একটি বাড়ী নাই, যাহার চিমনি আকাশে খাড়া আছে। শহরের অনেকগুলি পাকাবাড়ী ধ্বংস এবং ফুটপাথগুলি ফাটিয়া গিয়াছে। তার প্রেরণের সময় পর্য্যন্ত ১৪ জন লোক মারা গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। খনির শ্রমিকগণ বড়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কাহারও অনিষ্ট হয় নাই। আরও নানা স্থানে নানাপ্রকার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

আবার ভূমিকম্প

ওয়েলিংটনের ২৩শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, যে গত রাত্রিতে আবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। কম্পনের বেগ কোথাও অধিক কোথাও বা অল্প হইয়াছে। ১৭ই জুন তারিখে প্রথম ভূমিকম্পের পর ওয়েষ্টপোর্টে আবার দীর্ঘকাল ধরিয়া গুরুতররূপ কম্পন অনুভূত হইয়াছে। মুর্চ্চিসন টাককা এবং ওয়েলিংটনেও কম্পন অনুভূত হইয়াছিল, তবে আর কোন নূতন অনিষ্ট হয় নাই। কারামার সহিত যোগাযোগ্য এখনও বন্ধ রহিয়াছে; শহরে ডিপথিরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কারাগিয়ার নিকট পাহাড় ধ্বসিয়া যাওয়ায় দুই জন খনি অনুসন্ধানকারী চাপা পড়িয়াছে বলিয়া অনুমান হইতেছে। ওয়েষ্টপোর্টের মোটর লরী করিয়া পানিয় জল সরবরাহ করা হইতেছে। পুনরায় ভূমিকম্প হইবার জন্য মাচিসন নগরে যে সকল লোক পূর্ব্ব কম্পের পরও অবস্থিতি করিতেছিল, তাহাদিগকে নেলসন নগরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তি উপত্যকার সকল লোককেই একপ্রকার উদ্ধার করা হইয়াছে বলিতে হইবে। উহাদিগের ভিতর অনেকে গত সোমবার হইতে তিন দিন ধরিয়া অনিদ্রায় ক্রমাগত পথ চলিয়াছিল। যুবকেরা পার্ব্বত্য অঞ্চলে বন কাটিয়া সোজা রাস্তা করিয়া এক দল বৃদ্ধকে লইয়া আসিয়াছে। তাহারা অনেক চলৎশক্তি-রহিত ব্যক্তিকে সমস্ত পথ চেয়ারে বসাইয়া আনিয়াছে।

মগ্‌রেবী

আয়র্লণ্ডে বৃটিশ-বিদ্বেষ

ফ্রি ষ্টেটের স্বাধীনতা

ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের কর্তৃপক্ষ এক উৎসবে আইরিশ স্বাধীন রাজ্যের গভর্ণর জেনারেল মিঃ মুইকট ম্যাকনিজকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কিন্তু ঐ উৎসবে কলেজ কর্তৃপক্ষ বৃটিশের জাতীয় সঙ্গীত গান করাইবার ব্যবস্থা করায় মিঃ ম্যাকনিজ ঐ উৎসবে যোগদান করিতে অসম্মত হইয়াছেন। ঐ ব্যাপার লইয়া আয়র্লণ্ডে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। 'আইরিশ টাইম্‌স' পত্রে প্রকাশ, গত ক্যাথলিক 'মাসসিপেসন' উৎসবের সময় আইরিশ ফ্রি ষ্টেট "ইউনিয়ন জ্যাক" পতাকা উড়াইতে দেন নাই। কসগ্রভের গভর্ণমেণ্টের এই সাম্রাজ্যবিরোধী নীতির জন্য উক্ত পত্র তাঁহাদের নিন্দা করিয়াছেন।

মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিদেশী সংবাদকের তীব্র মন্তব্য

"টাইমস" পত্র প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের লিখিত একটি প্রবন্ধ কোন রবীবাসরীয় পত্রে প্রকাশিত হয়। "টাইমস" তাহার প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধটী ইউরোপের সংখ্যায় ন্যূন অধিবাসীদিগের সম্বন্ধে লিখিত। ফ্রান্স ও ইটালীর সংবাদপত্র সকল উহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড বলেন, প্রবন্ধটি বহুদিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল এবং উহা তাঁহার অজ্ঞাতসারে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু "টাইমস" বলিতেছেন, প্রবন্ধটি প্রধান মন্ত্রীর সহিত কারপদাজ গত সপ্তাহে উল্লিখিত রবীবাসরীয় পত্রের কর্তৃপক্ষকে দিয়াছিলেন।

ডাক্তারের অদ্ভুত কৃতিত্ব

একজনের উপর ৪৪ বার অস্ত্রোপচার

লণ্ডনের ১২ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, ৪৪ বার অস্ত্রোপচারের পর মেজর জেমস্ গিলিজ নামক জনৈক কানাডীয় সৈন্য নূতন চোয়াল লাভ করিয়া কানাডায় যাত্রা করিয়াছে। গত ১৯১৮ সনের যুদ্ধে সৈন্যটি তাহার নিম্নভাগের চোয়ালটি হারাইয়া ফেলে। যে সার্জ্জন মেজর গিলিজের অস্ত্রোপচার করিয়াছেন, তাঁহার ও রোগীর নাম এক। মেজর এইচ, ডি, গিলিজ একজন নামজাদা অস্ত্রোপচারক। রোগীর ঠোঁটের নীচে কিছুই ছিল না, চোয়ালটি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তথাপি কৃতি সার্জ্জন চোয়ালের হাড়টী যথাযথভাবে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এমন কি তিনি রোগীকে একটী নূতন চিবুকও দান করিয়াছেন। কিন্তু চিবুকটীতে ঠাণ্ডা মোটেই সহ্য হয় না, সুতরাং রোগী শীতকালে কানাডার থাকিতে পারিবে না।

স্বামীর আজব কাণ্ড

স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা বন্ধ

ফ্রাঙ্ক মুরের বয়স ৪২ বৎসর। সে তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে টাকা চুরি করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, মুর দায়িত্বজ্ঞানহীন অর্ব্বাচীন যুবক। সে একদিন তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে টাকার থলি ছিনাইয়া চম্পট দেয়। স্বামীর জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হইয়া স্ত্রী তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। আসামী মুর আদালতে তাহার সাক্ষ্যে বলে যে, সে পত্নীর সহিত একটু রসালাপ করিবার জন্যই এইরূপ ভাবে তাহার হ্যাণ্ড ব্যাগটী ছিনাইয়া লইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর উপর এই মর্ম্মে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন যে, সে এক বৎসরের জন্য স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কিম্বা চিঠি পত্র লিখিতে পারিবে না। অন্যথায় তাহাকে তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। মিসেস মুর হেম্পষ্টেডের ব্রাডিলেড রোডে থাকেন।

খাঁচা হইতে সিংহের মুক্তি

গরু ও বাছুর শিকার

লণ্ডনের ২২শে জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, কোনও ব্যক্তির পশুশালার খাঁচা হইতে একটি সিংহ পলায়ন করে। ইহাতে ব্রিটপোর্ট গ্রাম অঞ্চলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খাঁচা হইতে মুক্তি পাইয়া সিংটী পথের ধারে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা রৌদ্র উপভোগ করে এবং লোকেরা দূরে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে থাকে। ইতিমধ্যে সিংহটির পালক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং একটা দড়ির সাহায্যে সিংহটিকে পুনরায় বন্দী করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সিংহ তাহাতে রাগান্বিত হইয়া গোঁ গোঁ করিতে থাকে এবং পলায়ন করে। সিংহটি একটি জঙ্গল পার হইয়া যায় এবং একটি গরু ও বাছুরকে শিকার করে। গরুটা শিংয়ের দ্বারা সিংহকে তাড়া করে, সিংহ তখন লাফাইয়া গরুর উপর পড়ে এবং উহার গলা কামড়াইয়া ধরিয়া উহাকে হত্যা করে। অতঃপর লোকজন বন্দুক লইয়া সিংহটীকে তাড়া করে। পশুরাজ ক্ষত-বিক্ষত দেহে পাগলের মত মাঠ দিয়া দৌড়াইতে থাকে। অবশেষে সিংহটা একটা লোককে তাড়া করিলে একজন স্থানীয় পিয়ন রিভলভারের সাহায্যে পশুরাজকে নিহত করে।

ইংলিশ চ্যানেলে দুর্ঘটনা

৮ জন লোকের মৃত্যু

গত ১৭ই জুন ইংলিশ উপসাগরে একটী ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ কোম্পানীর "সিটি অব প্রিটোরিয়া" নামক একখানা বিমানপোত যাত্রী লইয়া ক্রয়ডন বিমানকেন্দ্র হইতে প্যারী হইয়া জুরিচ শহরে যাইতেছিল। এই বিমানপোতে চালক ও যন্ত্র মেরামত কারক ছাড়া ৩ জন স্ত্রীলোক ও ৫ জন পুরুষ যাত্রী ছিল। পথিমধ্যে ফকষ্টোন ও হেষ্টিংসের মধ্যবর্ত্তী একস্থানে সমুদ্র গর্ভে পড়িয়া যায়। বিমানপোতখানা সমুদ্রগর্ভে পতিত হইবার পূর্ব্বে বিমানপোত চালক বেতারবার্ত্তা সহায়ে ক্রয়ডনে নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রেরণ করেন—"অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। কোন একটা জাহাজের কাছে অবতরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি।" উহার অব্যবহিত পরেই বেতারবার্ত্তার ঘাটীতে এই সংবাদ পৌছে—"ডুবিতেছি।" ক্রয়ডন হইতে তখন তখনই এই সংবাদটী বেতার-বার্ত্তাযোগে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করা হয় এবং আশপাশে যে সব জাহাজ ছিল তাহা ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পায় যে, বিমানপোতখানা পানিতে ভাসিতেছে। প্রথমে সংবাদ আসিয়াছিল যে একখানা ছোট জাহাজ সকল যাত্রীকেই উদ্ধার করিয়াছে কিন্তু পরে সংবাদ আসিয়াছে যে, এই দুর্ঘটনায় ৮ জন লোক মারা গিয়াছে। ৫ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যাত্রী লইয়া চলাচল করিবার উদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোম্পানীর বিমানপোতগুলি এই ৫ বৎসরে ৪০ লক্ষাধিক যাত্রীকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া গিয়াছে। গত ৫ বৎসরের মধ্যে এই কোম্পানীর কোন বিমানপোতে এতবড় দুর্ঘটনা আর হয় নাই।

সম্রাট দম্পতীর প্রত্যাবর্ত্তন

রোগ মুক্তিতে উপাসনা

আগামী ১লা জুলাই তারিখে সম্রাট দম্পতি যখন লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন তাঁহারা কেন্‌সিংটন রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত মোটর গাড়িতে আসিবেন। তাহার পর আকাশ পরিষ্কার থাকিলে তাঁহারা যান পরিবর্ত্তন করিয়া খোলা ল্যাণ্ডো-গাড়ীতে চড়িয়া ধীর গতিতে আড়াই মাইল দূরবর্ত্তি বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে পৌছিবেন। তাঁহাদের যানের অগ্রে ও পশ্চাতে অশ্বারোহী রক্ষী থাকিবে। সাংঘাতিক পীড়া হইতে সম্রাটের মুক্তিলাভের জন্য খোদাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থ ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবিতে যে উপাসনা হইবার কথা ছিল, সম্রাট পুনরায় অসুস্থ হওয়াতে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে সম্রাট পুনরায় সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করায় আগামী ৭ই জুলাই উক্ত স্থানে সেই উপাসনা হইবে। ঐ দিন সম্রাট তথায় সম্পূর্ণ বে সরকারীভাবে গমন করিবেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনার্থ উপাসনা সরকারী ভাবে না হইয়া বে-সরকারী ভাবে হয়, ইহাই সম্রাটের ইচ্ছা।

লয়েড জর্জ্জের বক্তৃতা

গান্ধীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ

ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী ও উদারনৈতিক দল-নায়ক মিঃ লয়েড জর্জ্জ কার্ণাভোন্ মিসনারী প্রদর্শনীতে মিঃ গান্ধীর অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। সাধারণতঃ মিঃ লয়েড জর্জ্জের মুখে এরূপ কথা শুনা যায় না। বক্তা মিঃ গান্ধীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রশংসাপূর্ণ ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, এই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যত মহান ব্যক্তি জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে গান্ধীজীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয়েরা তাঁহাকে যীশু খৃষ্টের মত ভক্তি করে! অতঃপর মিঃ লয়েডজর্জ্জ খৃষ্টধর্ম্মের ব্যর্থতা এবং কি কি কারণে সেই ব্যর্থতা ঘটিল, তাহার বর্ণনা করেন। মিঃ লয়েডজর্জ্জ বলেন, "ভারতীয়েরা যে গান্ধীজীকে খৃষ্টের সহিত তুলনা করেন, ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকমতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের উন্নতির পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইতেছে পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্ম্মের রূপ। আজ পাশ্চাত্য জাতি সমূহের মধ্যে যে হিংসা, দ্বেষ, লোভ ও রণ-প্রিয়তা দেখা দিয়াছে, তাহার ফলেই ভারতের লোক খৃষ্ট-ধর্ম্মের উপর বিরক্ত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা প্রকাণ্ড বাধা জন্মিয়াছে।"

ছাত্র সভায় দক্ষ-যজ্ঞ

জীবন্ত অবস্থায় দেহ ব্যবচ্ছেদ

ওয়েষ্টমিনিষ্টার ক্যাক্সটন হলে চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার্থী ছাত্রগণের এক সভা হয়। জীবন্ত অবস্থায় দেহ ব্যবচ্ছেদ করিবার প্রথা যাহাতে তিরোহিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এই সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে যে দক্ষ-যজ্ঞের অভিনয় হইয়াছিল, সেরূপ ইদানিং কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। লণ্ডনের বিভিন্ন হাঁসপাতাল হইতে প্রায় তিন শত ছাত্র আসিয়া এই সভার সভাপতিকে মন্তব্য প্রকাশে বাধা প্রদান করিয়াছিল, সুতরাং নিরুপায় হইয়া তিনি সভা ভঙ্গ করেন। অবশেষে ঘোরতর দক্ষ-যজ্ঞের কাণ্ড উপস্থিত হয়। কেহ সভাস্থ লোকের উপর বালতি করিয়া জল ঢালিয়া দেয়, কেহ বা দুর্গন্ধময় বোমা সকল নিক্ষেপ করে। বাক্সের ভিতর হইতে শাদা মূষিক শাবক বাহির করিয়া সভামধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং সেই মূষিক শাবক শ্রোতৃমণ্ডলীর স্কন্ধে মস্তকে উঠিয়া সকলের বিরক্তি উৎপাদন করে। কোন কোন মহিলা হস্তস্থিত ছত্রদণ্ড দ্বারা ছাত্রদিগকে প্রহার করিতে থাকেন। এই সকল ব্যাপারের মধ্যে ভীষণ শব্দ করিয়া কতকগুলা দমকল তথায় উপস্থিত হয়, সম্ভ্রান্তেরা কেহ মজা করিবার জন্য আগুন পল্টনে দমকল পাঠাইবার জন্য খবর পাঠাইয়া ছিলেন। কতিপয় ছাত্র ব্যঙ্গ সূচক গান গাহিয়া সভাস্থ লোকদিগের আনন্দবর্দ্ধন করেন। কয়েকজন এক পুলিসম্যানকে ধরিয়া সভাপতির আসনে বসাইবার চেষ্টা করেন। সে ব্যক্তিও বসিবেনা—ছাত্রগণও ছাড়িবে না, এইরূপ একটা প্রহসনের অভিনয় হয়। শেষে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে এক দল পুলিস সৈন্য আসিয়া ছাত্র দিগকে সভাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ছাত্রগণ তখন শোভাযাত্রা করিয়া ওয়েষ্টএণ্ড অভিমুখে গমন করে।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ১৪ই আষাঢ় ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

জীবন উষায়।—যাঁর ইচ্ছা ব্যতীত বৃক্ষের একটি পত্রও স্পন্দিত হয় না, তাঁরই মর্জ্জিতে পাঁচমাসকাল বন্ধ থাকিয়া সমাজের নগণ্য সেবক 'আল্-মুস্‌লিম' আজ সমাজের দ্বারে উপনীত হইল! যে সঙ্কল্পে সাগর দোলে, যে প্রতিজ্ঞায় পর্ব্বত টলে, যে দৃঢ়তায় নক্ষত্ররাজি কক্ষচ্যুত হয়, এক কথায় যে সাধনায় সকল অসাধ্যই সাধিত হয়, সেবকের মধ্যে সেই সাধনার অভাব ছিল বলিয়াই এই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সাধনায় গ্লানি ছিল বলিয়াই পুরাপুরি মরণের মধ্য দিয়া তার প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। অতীত না-ফরমানী ও গোনাহ্‌র জন্য করিম ও রহিমের পাক দরবারে পুনঃ পুনঃ তওবা করিয়া কর্ম্মের চির-চঞ্চল পথে চরণ ফেলিতেছি।

লক্ষ্য স্থির।—একটা দিবস জীবনে একটা কঠোর সত্য, একটা বৃহৎ অধ্যায়। আর, এই পাঁচ মাস, প্রায় অর্দ্ধ-বর্ষ কাল! পৃথিবীর উপর দিয়া কত ঝড় ঝাপ্‌টা, কত বিপ্লব ও বিবর্ত্তন, কত উত্থান-পতন, কত ভাঙ্গা-গড়া, কত হাসি-কান্নার অভিনয় পলে পলে হইয়া গেল, কে তাহার ইয়ত্তা করে! কত কোটি কোটি জীবন-বাতি জ্বলিল, আবার কত কোটি মরণের দম্‌কা হাওয়ায় মিলাইয়া গেল, কে তার সংখ্যা করে? যে নিঃস্বার্থ সেবা, যে মহৎ সঙ্কল্প, যে অতুল বাসনা, যে স্বর্গীয় প্রেরণা, যে সত্য প্রীতি ও খালিস খোদা-ভক্তি লইয়া 'আল্-মুস্‌লিম' প্রকাশিত হইয়াছিল, সে আদর্শ হইতে আজও সে তিলমাত্র-বিচলিত হয় নাই। কাজে ও কল্পনায়, চিন্তায় ও চেষ্টায় ইস্‌লাম ও মুস্‌লিমের খিদ্‌মত ব্যতীত 'আল্-মুস্‌লিমের' অন্য কোন লক্ষ্য নাই।

সুসংবাদ।—'আল্-মুস্‌লিম' এবার যা'তে স্থায়ী ভাবে ও নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য-পথে 'সবুৎ-কদম' থাকিতে পারে, আমরা তার বিহিত ব্যবস্থা করিয়াই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছি। 'আল্-মুস্‌লিম'কে সকল দিক দিয়া অধিকতর উন্নত করিবার উদ্দেশ্যেও আমরা যোগাড়-যন্ত্র করিতেছি। বাঙ্গালা ও আসামের শ্রেষ্ঠ লেখক ও লেখিকাগণ 'আল্-মুস্‌লিমে' লেখনী চালনা করিতে পুনরায় প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আকার পূর্ব্বের মতই রাখিয়াছি; সম্পাদন ও পরিচালনের দিক্ দিয়া 'আল্ মুস্‌লিম' যা'তে উচ্চ শ্রেণীর আখ্‌বার হয়, তারও উদ্যোগ আয়োজন করিতেছি। দীর্ঘ পাঁচ মাস কাল কাগজ না পাওয়া সত্ত্বেও অধৈর্য্য না হইয়া যাঁরা আমাদের ভদ্রভাবে পত্র লিখিয়াছেন, আমাদের সততা ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থা দেখাইয়াছেন, আজ তাঁদের যেমন অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, যাঁরা আমাদের গাল-মন্দ করিয়াছেন, আমাদের প্রতি কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করিয়া প্রাণে আঘাত দিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদেরও তেমনি গভীর প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করিতেছি। 'আল্-মুস্‌লিম'কে শক্তিশালী করিবার জন্য আজ সকলকেই সাদরে আমন্ত্রণ করিতেছি।

বঙ্গে বন্যা।—বিধাতার লীলা বুঝা ভার। একদিকে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের করুণ আর্ত্তনাদ দিকে দিকে বিঘোষিত হইতেছে। প্রবল বন্যায় লক্ষ লক্ষ নরনারী গৃহহীন হইয়াছে। বহু লোক সলিল-সমাধি লাভ করিয়া দুনয়ার সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও আজ অন্নহীন হইয়া বৃক্ষ শাখে অবস্থান করিতেছে এবং ফল, মূল, পত্র ইত্যাদি নানা প্রকার অখাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া জঠর-জ্বালা নিবৃত্তি করিতেছে; আর অন্যদিকে পশ্চিম বাংলায় বৃষ্টির অভাবে লোকে হাহাকার করিতেছে। ধান, পাট ইত্যাদী সমুদয় ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কলেরা ইত্যাদি নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছে। পোড়া বাঙ্গালীর ভাগ্যে নির্য্যাতন সব সময় লাগিয়াই আছে। একদিকে শাসক সম্প্রদায়ের শোষন, অন্য দিকে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি নৈসর্গিক বিপদ সমূহ দেখিয়া মনে হয় যে নির্য্যাতনই হতভাগ্য বাঙ্গালীর নিত্য সহচর হইয়াছে।

অবস্থা শোচনীয়।—গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় যে সমস্ত নৈসর্গিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার একটি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে গেলে একখানি বড় পুস্তক হইয়া যায়। দামোদর বন্যা, উত্তর-বঙ্গ জলপ্লাবন, বালুর ঘাট দুর্ভিক্ষ, ১৯১৫ ও ১৬ সালের দুইটী প্লাবন, কত নাম করিব। যখন বাঙ্গালীকে এই সমস্ত বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তখনই তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু এবারকার প্লাবন অন্যান্য বারের অপেক্ষা খুবই ব্যাপক ও ভয়ানক। চট্টগ্রাম, সিল্‌হেট, শিলচর, কুমিল্লা, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের ঘরবাড়ী ভাসিয়াছে, শস্যহানী ঘটিয়াছে, মানুষ, গরু, বাছুর, বহু পরিমাণ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে। ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া অবিরাম বারিপাতে পানি অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানেস্থানে ১০।১১ ফুট পর্য্যন্ত পানির গভীরতা হইয়াছে। বহু স্থানের সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ হইয়াছে। সুদূর মফঃস্বল হইতে আগত সংবাদ সমূহে অবগত হওয়া যায় যে, সিল্‌হেট অঞ্চলে ৫৫০০ বর্গমাইল পরিমিত স্থান ডুবিয়া গিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, প্রায় বিশলক্ষ অধিবাসী সহায় সম্পত্তি হারা হইয়া বসিয়াছে। স্রোতের প্রাখর্য্যে নৌকা চলাচল বন্ধ আছে। পুত্রকে বক্ষে রাখিয়া পিতা মাতার মৃতদেহ প্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছে। বহু স্থানের অধিবাসীবৃন্দ গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় গিয়া—নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছে, কেহ তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিতেছে না। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বঙ্গ ও আসামের জনপদ সমূহের অধিবাসীবৃন্দ বন্যার প্রকোপে রিক্ত-সর্ব্বস্ব হইয়া শুধু কাতর-ক্রন্দনে তাহাদের মর্ম্মান্তিক বেদনার কথাই শাহান্‌শাহের দরবারে নিবেদন করিয়া শুষ্কভাবে দিন গুজরান করিতেছে।

দিল্‌দারাজী।—বারবার এই প্রকার দুর্দ্দশায় পড়িয়া বাঙ্গালীর দিল্‌দারাজী বোধ হয় লোপ পাইতে বসিয়াছে। গত বালুরঘাট দুর্ভিক্ষে বঙ্গের মুসলিম তরুণেরা রিলিফ কার্য্যে যে প্রকার তৎপরতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। এখন তাঁহারা কি শুধু শাসক সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিয়া ইন্দ্রিয় বিশেষে জিনিস বিশেষ প্রদান করিয়া কর্ম্ম বিশেষে রত আছেন। শাসক সম্প্রদায়ের স্বরূপ বোধ হয় তাঁহারা অবগত নহেন। সে-দিন ভারতের ভাগ্য-বিধাতা ও আসামের জনৈক রাজকর্ম্মচারী তারযোগে মাত্র কয়েকটী বুলি আওড়াইয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। তাইবলি যারা বাঙ্গালার মুসলিম তরুণেরদল তোমাদের সেবারত সবল হস্ত, তোমাদের আর্ত্ত, ক্লিষ্ট ভাইদের রক্ষায় এখনও অক্ষম হয় নাই। অগ্রসর হও—আর বিলম্ব করিও না। বিলম্বে বিপদ আরও ঘনীভূত হইবে। বন্যার পরে দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদী নানা প্রকার উপসর্গ আসিয়া যোগ দিবে। সেই সময় ঔষধ, পথ্য, চিকিৎসা, শুশ্রূষা ইত্যাদী সর্ব্বপ্রকারের ব্যবস্থাই তোমাদিগকে করিতে হইবে। আর যদি এই কর্ত্তব্যে অবহেলা কর তাহা হইলে দেখিবে যে তোমাদের পতন অবসম্ভাবী। ভাইয়ের বিপদে ভাইয়ের, ভগ্নীর বিপদে ভ্রাতার, জননীর বিপদে পুত্রের, পিতার বিপদে ছেলের, হৃদয় যদি উদ্বেলিত না হইয়া উঠে, তবে তাহাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ হইবে কোথায়। তোমরা ছাড়া তাহাদের যে আর কেহ নাই। তোমরা মনে রাখিও যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বিপন্ন মুমূর্ষু-প্রায় নরনারী আজ তোমাদের নিকট তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য আসিবে না। ইহা তোমাদের জাতীয় জীবনের মুক্তির এক মহা পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় পরীক্ষক হইতেছেন সেই বিশ্ব-পাতা। তোমরা কি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পশ্চাদ্‌পদ্ হইবে? তোমরা কি তাহাদের বিপদে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখাইতে কুণ্ঠিত হইবে? তাই বলি অগ্রসর হও!!

দৃষ্টি-দোষ।—বঙ্গদেশের কারাগার সমূহের গত ১৯২৮ সালের সরকারী বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। অত্র প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৫৭ জন, আর জেলের কয়েদীর মধ্যে দেখা যাইতেছে—মুসলমানের হার শতকরা ৫৬ জনের কিঞ্চিৎ উপরে। সুতরাং যাহারা মুসলমানকে গুণ্ডা, বদমায়েশ, লম্পট, রাগাজ্ঞান, খুনী ও দস্যু নামে অভিহিত করিয়া অপরাধের পনর আনা দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইতে চায়, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত অথবা মিথ্যাবাদী। তবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাও বলিতে বাধ্য যে, মুসলমান অপরাধীর সংখ্যা বর্ত্তমান সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ হইতে দেখিলেও আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতাম না। ধর্ম্ম অথবা রাজনৈতিক কারণ ব্যতীত একটি মুসলমানও যা'তে জেলের চা'র দেওয়ারীর মধ্যে পদার্পণ না করে, তাহাই আমরা অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। উক্ত বিবরণীতে আরও একটি অত্যাবশ্যক বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বঙ্গদেশের কারাগার সমূহের স্ত্রী অপরাধিণীদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের তিন গুণ। হিন্দুর বিধবা-প্রথাই যে এজন্য অনেক খানি দায়ী, সে কথা হিন্দু ভ্রাতারাও বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয় যে, হিন্দুরা শিক্ষিত এবং সমঝ্‌দার হইয়াও তথাকথিত নারী-হরণের সমুদয় বোঝা মুসলমানের স্কন্ধে চাপাইয়া থাকেন। প্রথমে নিজের ঘর পবিত্র করিয়া পরে অপরের "গুণ্ডামী" "ভণ্ডামী" "পাশবিকতা" ও "কামুকতা" লইয়া আলোচনা করিলে সে আলোচনা শোভনীয় ও বরণীয় হয়।

খেতাব প্রত্যাহার।—আমাদের বঙ্গ-ভূমির কোন একজন প্রথিত-যশাঃ কবি গাহিয়া গিয়াছেন "চাহিনা চাহিনারে তোর ওজন করা ভালবাসা"। বঙ্গীয় মুস্‌লিম-সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু প্রকৃত দেশ-সেবক, চট্টগ্রামের জন-প্রিয় উকিল, তত্রত্য মিউনিসিপালিটীর সুযোগ্য চেয়ারম্যান মওলবী নূর আহ্‌মদ এম, এ, বি, এল, সাহেব আজ কবির সেই বাক্য কাজে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের জন্মদিন উপলক্ষে ভারত গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে 'খাঁ সাহেব' উপাধি প্রদান করা হয়। তাহা তিনি প্রত্যখ্যান করিয়া লাট সাহেবকে যে চিঠী লিখিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই:—ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত কোন প্রকার উপাধি গ্রহণ করিতে অক্ষম। কারণ, সরকারী উপাধি দেশ সেবার একটী প্রধান অন্তরায়। উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তির নিজের কোন প্রকার স্বাধীন মত থাকে না। সব সময়ে তাঁহাকে গভর্ণমেণ্টের থেই ধরিয়া চলিতে হয়। তাঁহার এই কার্য্য প্রকৃত বীরের ন্যায়ই হইয়াছে। আমরা মওলবী সাহেবের এবম্প্রকার কার্য্যে কি বলিয়া মুবারকবাদ দিব জানি না। আমাদের লেখনীতে সে ভাষা নাই। তবে রহমানুর রহিমের দরগায় শুধু এইমাত্র মুনাজাত করিতেছি যে, "হে জলিল ও জব্বার! যে শুভ-ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া—মওলবী নুর আহমদ সাহেব সরকারী উপাধি প্রত্যার্পণ করিলেন। সেই সংকর্ম্ম সাধন করিবার যথোচিত ক্ষমতা তাঁহাকে প্রদান কর। আর গভর্ণমেণ্টের খেতাবে এই দুনিয়ায় তিনি যে সম্মানটুকু পাইতেন, তুমি তাঁহাকে তাহার বহুগুণ বেশী সম্মান এই দুনিয়ায় ও আখেরাতে প্রদান কর।

ইংলণ্ডের নির্ব্বাচন।—লণ্ডনের বৃটিশ পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচন শেষ হইয়া গিয়াছে। রক্ষণশীল দলকে পরাজিত করিয়া শ্রমিক দল বৃটীশ মন্ত্রীসভা দখল করিয়া বসিয়াছেন। 'মিঃ র‍্যাম্‌জে ম্যাক-ডোন্যাল্ড' প্রধান মন্ত্রীর গদীতে সমাসীন এবং হিন্দু ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু 'ক্যাপ্টেন ওয়েজ্‌উড্‌বেন' এর ভাগ্যে ভারত সচিবের শিকা ছিঁড়িয়াছে। বিলাতের নির্ব্বাচনের ইতিহাসে রক্ষণশীলদলকে পরাজিত করিয়া শ্রমিকদলের অধিকাংশ পদ দখল এই প্রথম। লেবরপার্টির এই সাফল্যে ভারতের কোন কোন হিন্দু সহযোগীর মুখে বেশ হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ, যে কয়জন শাদা আদমী হিন্দু ভারতের উদ্ধারের জন্য বিলাতের মহাসভায় বাক্‌-বিতণ্ডা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মিঃ ওয়েজউড্‌কে তাঁহারা সকলের উপরে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত বাক্‌-চাতুর্য্যের মূলে যে সব পার্টিই সমান তাহা বোধ হয় তাঁহারা ধরিতে পারিতেছেন না। প্রমাণ স্বরূপ আমরা মাত্র এই টুকুই বলিতে চাই যে, গত ১৯২৪ সালে মিঃ সি, আর, দাসের নেতৃত্বে যখন স্বাদেশিক আন্দোলন খুব জোর চলিতেছিল, যে সময় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী দল হারিয়া যাইতেছিলেন সেই সময় অর্থাৎ শ্রমিক দলের কর্ণধার নব-নির্ব্বাচিত মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ডের মন্ত্রীত্বামলে মিঃ সুভাষ বসু, সত্যেন মিত্র, অনিলবরণ রায় প্রভৃতি বহু হিন্দু নেতা অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই আমরা বলি 'সব শিয়ালের এক রা' যিনি যখনই ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের উচ্চ গদীতে সমাসীন হইবেন তখনই তাঁহার মাথা 'পরশ পাথরের' সংস্পর্শে বিগড়াইয়া যাইবে। এরূপ প্রমাণ ইতিহাসে বিরল নহে।

স্বদেশ-ভক্তির উচ্ছ্বাস।—গত ৩রা আষাঢ় কাঁটালপাড়ায় হিন্দু সমাজের "ঋষি" বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাস-ভবনে বঙ্কিম-সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন হয়। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু, রায় জলধর সেন বাহাদুর, পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সমাধ্যায়ী, ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য হিন্দু নেতা ও সাহিত্যবিদ্ সেখানে সমবেত হন। বলা বাহুল্য উক্ত সম্মিলনের উদ্দেশ্যে যে বৃহৎ প্যাণ্ডালটি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটি বিলাতী তেরপলে তৈরী। এতদ্ব্যতীত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের আরোগ্য লাভে সন্তোষ জানাইয়া এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া সভায় যথা নিয়মে প্রস্তাবাদিও পরিগৃহীত হইয়াছিল। অধ্যাপক নৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রভৃতি স্বরাজিগণ উক্ত সভার কর্ত্তৃপক্ষের অ-স্বরাজীয় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে উঠিলে সভায় বিষম হট্টগোল হয়। সভাপতি স্বরাজিগণকে সভা হইতে বিদায় করিয়া দিয়া সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। তৎপর নানাবিধ আমোদ-উৎসব ও পানাহারের মধ্যে সাহিত্য সভা শেষ হয়। ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে হিন্দুগণ "বন্দেমাতরম মন্ত্রের ঋষি, জাতীয়তার পুরোহিত" ইত্যাদিরূপ বহু আখ্যা দিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। এহেন বঙ্কিম-স্মৃতি-সম্মিলনে "স্বদেশ-ভক্তির" উচ্ছ্বাস দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। আমরা বহু বার বলিয়াছি যে হিন্দুরা স্বরাজ, স্বাধীনতা চায় না চায় শুধু সরকারী দান-দক্ষিণায় আরও বেশী করিয়া ভাগ বসাইতে এবং মুসলমানকে পদানত করিয়া ভারতে পুতুল-রাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে। মিঃ গান্ধি সরকারকে আল্‌টিমেটাম্ দিয়াছেন। তিনি আগামী ডিসেম্বর হইতে আইন অমান্য করিবার আয়োজন করিতেছেন। তবে, কাঁটালপাড়ার উক্ত দৃষ্টান্তে তাঁর কিছুমাত্র চৈতন্যোদয় হইলে বাস্তবিকই সুখী হইব।

'মডার্ণ সিজার'।—ইতালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা সাইনর মুসোলিনীই যে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, পৃথিবীর অধিকাংশ পণ্ডিত ও নিরপেক্ষ মনীষীই আজ তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। অসামান্য স্বদেশ-ভক্তি, শ্রম, সাহসিকতা, ত্যাগ, অদৃষ্টবাদিতা এবং সর্ব্বোপরি খোদার উপর অচল বিশ্বাস বশতঃই তিনি মাত্র আট বৎসরের মধ্যে ইতালীকে জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। মুসোলিনীর নামে আজ ইউরোপ কম্পিত, বৃটিশ প্রভৃতি শক্তিধরগণ তাঁর বন্ধুত্ব-লাভে লালায়িত। গত ইউরোপীয় মহা যুদ্ধের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রুসের বলশেভিক-চরগণ ইতালীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। রুসের কম্যুনিজম বা নাস্তিক্য-পূর্ণ জঘন্য মতবাদ চারদিকে দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। ইতালীর যুবকগণ ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ঠিক এই সময়, ইতালীর তথা জগতের ত্রাণ-কর্ত্তা রূপে মহামানুষ মুসোলিনীর আবির্ভাব হয়। তিনি বল্‌শেভিজম্ এর অস্বাভাবিকতা ও অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া সেস্থলে 'ফেসিজম্' নামে এক নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। ইতালীর নব্যদল মুসোলিনীর মধ্যে তাহাদের আদর্শকে খুঁজিয়া পাইয়া তাঁহাকে পীর মুর্শিদের মত শ্রদ্ধা করেও তাঁরই অঙ্গুলি হেলনে দলে দলে জীবন দান করিতে প্রস্তুত থাকে। মুসোলিনীর বর্ত্তমান উপাধি 'মডার্ণ সিজার'। অর্থাৎ বিশ্ব-বিজয়ী জুলিয়াস্ সিজারের সঙ্গে তুলনা করিয়াই লোকে তাঁহাকে দ্বিতীয় সিজার নামে অভিহিত করে। কেহ কেহ তাঁহাকে সম্রাট

প্রজার সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। এই বিশ্বাস ঘাতকতায়, এই মোনাফেকীতে ও কি বাঙ্গালার প্রজার চৈতন্য হইবে না? এখন ও কি তাহারা স্বার্থ রক্ষায় উদাসীন থাকিবে এখনও কি বাঙ্গলার প্রজা তাহাদের কর্ত্তব্য ঠিক করিবে না? এখনও কি বাঙ্গলার প্রজা ছাগ হইয়া বাঘের ঘাড়ে নিজেদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রনের ভার ন্যস্ত করিয়া নীরবে ঘুমাইবে?

হে বাঙ্গালার প্রজা! হে সর্ব্বহারার দল! একবার সুপ্ত সিংহের মত হুঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠ। ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ডিঃ বোর্ড, কাউন্সিল ইত্যাদি সকল প্রতিষ্ঠানেই প্রকৃত প্রজা-প্রতিনিধি পাঠাইয়া নিজেদের স্বার্থ-রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সিগারেট ও বিড়ির ধোঁয়ায় কর্ত্তব্য পথ হারাইয়া ফেলিলে চলিবে না। মোটর গাড়ী ঘোড়ার গাড়ী এমন কি এক দিনের জন্য তুমি সোনার গাড়ীতেও উঠিবে না। রূপচাঁদের মোহিনী মায়ায় তোমার ভোটকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। শত অনুরোধ উপরোধ মায়াকান্নায় তোমার ইমান টলাইতে পারিবে না। তওবা কর, বিগত ভ্রান্তির জন্য। গরীব হইয়া, কাঙ্গাল হইয়া, বিলাসী বিত্তশালীকে তোমার উদ্ধারকারী সাজাইয়া পরের দয়ার উপর বাঁচিয়া থাকার হীন স্পৃহাকে পায়ের নীচে দাবিয়া মারিয়া ফেল। তিন বৎসর পর পর দেশহিতৈষী কাঙ্গাল দরদী বলিয়া অনেকেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া নিজেদের ভাল মানুষীর ঢোল নিজেরাই ঢং ঢং করিয়া বাজাইয়া থাকেন। প্রজাবন্ধু রায়ত-সুহৃদে দেশ ভরিয়া যায়। মনে হয় যেন এই পুণ্যাত্মাদিগের পদস্পর্শে শ্মশান-পল্লী দু'দিনেই স্বর্গভূমিতে পরিণত হইবে। কিন্তু হায়! ঐ সমস্ত সহানুভূতির ভিতরে যে কি রহস্য লুক্কায়িত থাকে, বাঙ্গলার প্রজা দেখিয়া, শুনিয়া, ঠকিয়াও কি শিখিবে না? শত্রু-মিত্র চিনিবে না? এই সকল ভণ্ডামীর স্রোত রুদ্ধ হইবে না?

বাঙ্গালার প্রজা! মানুষ আমরা। মানুষ হইয়া মানবাত্মার অসম্মান আর করিতে পারিব না। বে-আইনী আবুয়াব রূপ ভূতকে আর ঘাড়ে লইয়া বহন করিতে পারিব না! ষোল আনা খাজনার সত্তর আনা বাব্দে আবুয়াব পূর্ণ তহশীলদার পাটুয়ারীদিগের সাপের লেজের ন্যায় হিসাবের ফর্দ্দে আর ভক্তি-চুম্বন করিব না। ঘরে টাকা নাই, মহাজনের খাওয়া মহামহিম লিখিয়া সুদের উপর টাকা কর্জ্জ করিয়া নায়েব বেটার বিবাহ দিতেছি। বাবা জমিদার! ঋণের বোঝা ঘাড়ে লইয়া তোমার মাড়োচা বা সাদি সেলামী আর দিতে পারিব না। মা আমার ঔষধ পথ্যের অভাবে কাতরাইয়া কাতরাইয়া জন্মের মত চোখ মুদিল, পুত্র আমি অর্থের অভাবে মায়ের বিবর্ণ মুখে দু'ফোটা ঔষধ দিতে পারি নাই, হে জমিদার! তোমার আগমনী দিতে পারিব না। বাঙ্গালার অভিশপ্ত প্রজা আমরা—মাঘের শীতে বাঘের দাঁত নড়ে, আমাদের শীর্ণ দেহ থর থর করিয়া কাঁপে, বস্ত্রের অভাবে ছেলে মেয়ে ঘুঁটের আগুন জ্বালাইয়া শীত নিবারণ করে, ছেলে মেয়েদিগকে উলঙ্গ রাখিয়া হে জমিদার তোমার হাতী খরচা, মটর খরচা, নজর সেলামী আর দিতে পারিব না। কচি শিশুর মুখে দুধের অভাবে পান্তা ভাতের জল দিয়া শিশুর প্রাণ রক্ষা করিতেছি, হে জমিদার! তোমার মোচাক বরকন্দাজের দুধ-কলার পার্ব্বণী যোগাইতে আর পারিব না।

বাঙ্গালার জমিদার! তোমার প্রাণ যদি পাষাণে তৈয়ারী না হয় তবে একবার বঙ্গপল্লীর পর্ণ-কুটিরের দিকে তাকাইয়া দেখ। এই মর্ম্মভেদী চিত্র অলীক কেচ্ছা-কাহিনী নহে, কবির কল্পনা নহে, ইহা দিবালোকের ন্যায় খাঁটি সত্য। ঐ করুণ দৃশ্য দর্শনে দিলে যদি দর্দ্দ উপস্থিত হয় তবে ঘোষণা করিয়া দাও তোমার কাচারীর নায়েব নবাব তোমার দরিদ্র প্রজার নিকট খাজনা পথকর ছাড়া আর কোন কিছুর দাবী দাওয়া করিতে পারিবে না।

হে বাঙ্গলার প্রজা, হালের গরু কিনিতে হইলে, নায়েক ছেলের বিবাহ দিতে হইলে, বীজ ধান্যের জন্য, আর বাহাতে কুশীদ-জীবি মহাজনদিগের নিকট মহামহিম, কস্ত কর্জ্জ লিখিতে না হয়, শহরের ব্যাঙ্কের ছায়াতে পা দিতে না হয় তজ্জন্য গ্রামে গ্রামে কৃষি গোলা, ধর্ম্মগোলা প্রভৃতি করিয়া নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতীকার করিতে হইবে। সকল প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত প্রজা প্রতিনিধি পাঠাইয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষা করিতে হইবে। সকল সম্প্র-

মুলকী

পীর সাহেব অসুস্থ

আশঙ্কার হেতু নাই।

দেশ প্রসিদ্ধ পীর ওহাদীজনাব মওলানা শাহ্ সূফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীকী সাহেব গত দশ দিন হইতে কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া কলিকাতা টিকাটুলির বাটীতে শয্যাশায়ী আছেন। উপযুক্ত কয়েক জন ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। খোদার ফজলে গত কল্য হইতে রোগের উপশম দেখা যাইতেছে; উপস্থিত আশঙ্কার কোন কারণ নাই। রহীম রহমান খোদাতা'লা তাঁহাকে শীঘ্র শেফায়ে কুল্লিয়া এবং দরাজ হায়াৎ এনায়েত করুন! আমীন, রব্বাল্ আলামীন।

আরউইনের বিলাত যাত্রা

অস্থায়ী রাজ প্রতিনিধির সিমলায় আগমন

ভারতের বড়লাট ইংলণ্ডে যাওয়ার পথে বোম্বাই রওয়ানা হইবেন। পথে তিনি পুণা শহর পরিদর্শন করিবেন। তাঁহার গমনাগমনের কথা গোপন থাকিবে। তাঁহার বিদায় বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য ৩১টি তোপধ্বনি হইবে। পুনরায় বোম্বাই হইতে ষ্টীমারে চড়িবার সময় ও ৩১টি তোপধ্বনি করিয়া তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন দেওয়া হইবে। আগামী ২৯শে জুন ৩—৪৫ মিনিটের সময় অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল মাদ্রাজের বর্ত্তমান গভর্ণর লর্ড গোসেন বোম্বাই হইতে স্পেশাল ট্রেণে সিমলা যাত্রা করিবেন। তাঁহার যাত্রার কথাও গোপন থাকিবে। তিনি ১লা জুলাই সোমবার ১২—৩০ মিনিটের সময় সিমলা পৌঁছিবেন। তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য ৩১টি তোপধ্বনি হইবে।

হিন্দু-মুসলমানে সঙ্ঘর্ষ

গুলীতে বহুলোক হতাহত

মহরমের শোভাযাত্রার সময় রেঙ্গুনে হিন্দু-মুসলমানে এক ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি এখানে সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, "মুসলমানের লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া হিন্দু প্রতিবাসীদিগকে আক্রমণ করে।" ক্রমে অবস্থা এমন সঙ্গীন হয় যে, বাধ্য হইয়া জনতার উপর গুলী ছুড়িতে হইয়াছিল। ফলে ঘটনাস্থলেই ২ জন হিন্দু নিহত ও ৪৮ জন আহত হয়! এই আহতদিগের মধ্যে তিনজনের অবস্থা খুব সঙ্কটজনক বলিয়া প্রকাশ। একজন হিন্দু পুলিস ইনস্পেক্টরও আহত হইয়াছেন। এই সম্পর্কে এই স্থানে সম্পূর্ণ হরতাল প্রতিপালিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, হাসপাতালে আরও একজন মারা গিয়াছে। অবস্থা বিশেষ সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে।

দায়ের জুলুম জবরদস্তী হইতে রক্ষা পাইতে হইলে দুর্বলকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। কর্মক্ষেত্রে বহু কার্য্য গুছাইয়া লইতে হইবে। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" এই মহা বাক্য অবলম্বন করিয়া ধীর পাদক্ষেপে যাত্রা পথে, কর্ম্মের পথে অভিযান করিতে হইবে। বাংলার সাড়ে চারি কোটী প্রজাকে জাতিভেদ হিংসা-বিদ্বেষ ভুলিয়া একই পতাকা তলে সমবেত হইতে হইবে, হৃদয়ে-হৃদয়ে যোগ স্থাপন করিতে হইবে। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে বঙ্গসাগরের তটভূমি পর্য্যন্ত সমগ্র বাঙ্গলা দেশকে প্রজা আন্দোলনে কাঁপাইয়া তুলিতে হইবে। অন্যায় জুলুম জবরদস্তী বাংলার মাটী হইতে চির-নির্ব্বাসিত করিতে হইবে!

আমি জানি বাঙ্গালার পর্ণ কুটিরে কুটিরে শত গান্ধী, শত মোহাম্মদ আলী নিদ্রিত আছে, তাই বলি সুপ্ত ভাইরা আমার! আর কাল বিলম্ব না করিয়া জাগ্রত হও, সাড়া দাও। নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতির অধীনে প্রত্যেক জিলায় জিলা সমিতি, মহকুমা সমিতি, থানা সমিতি গঠন করিতে হইবে। এইবার শেষ শব-সাধনা ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, দেখি বাঙ্গালার বুকে জমিদারী জুলুমের দফন করিতে পারি কি না।

মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ভাগবী—
সহঃ সম্পাদক—নিখিলবঙ্গ প্রজা সমিতি
পোঃ দাউদপুর, দিনাজপুর।

ব্যোমকেশের মহাপ্রয়াণ

বহুকাল রোগ ভোগের পর মৃত্যু

দশমাস পর্য্যন্ত রোগযন্ত্রণা ভোগের পর গতকল্য প্রাতঃ ৭টা ৫ মিনিটের সময় ২৩৭নং লোয়ার সার্কুলার রোডে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রকৃতির ইন্দ্রজাল

আট বৎসরে সন্তান বাহির

পেশোয়ারের কালিউট নামক স্থান হইতে একটী বিচিত্র গর্ভের সংবাদ 'স্বরাজ্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। একটী প্রৌঢ়া রমণী পেটে অত্যন্ত ভার বোধ করায় হাসপাতালে যায়। কর্ণেল ক্রেয়ার অনুমান করেন যে, রমণীর টিউমার হইয়াছে। তিনি রমণীর পেটে অস্ত্র করেন। অস্ত্র করিয়া তিনি দেখিতে পান যে, রমণীর তলপেটে একটি পিণ্ড রহিয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, ঐ পিণ্ডটী একটী সন্তান, প্রায় প্রস্তরীভূত হইয়া আছে। রমণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ণেল জানিতে পারেন যে আট বৎসর পূর্ব্বে সে একবার গর্ভের লক্ষণ বোধ করিয়াছিল। এই সন্তানটিকে মেডিক্যাল কলেজ মিউজিয়ামে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে।

দশহরায় প্রাণ হানি

তিনজনের সলিল সমাধি

গত পূর্ব্ব রবিবারে দশহরা উপলক্ষে গঙ্গাতে স্নান করিবার সময় তিনটি দুর্ঘটনার সংবাদ আসিয়াছে। প্রথমতঃ তারাপদ ঘোষ নামক জনৈক দশ বৎসরের বালক নিমতলা ঘাটে তাহার মাতার সহিত স্নান করিতে কিন্তু ঘটনাক্রমে সে পা পিছলাইয়া গভীর পানিতে পড়িয়া যায়। কিন্তু তাহাকে পানি হইতে উদ্ধার করিয়া মেয়ো হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়তঃ কালিদাস ও ছিদাম মুদি লেনের কোন ধনী পুত্র তাহার বয়ঃক্রম ষোল বৎসর মাত্র। ঘটনার দিন সে তাহার পিতামহীর সহিত আহিরীটোলা ঘাটে স্নান করিতে যায়, কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অবশেষে প্রায় তিন ঘণ্টা পরে দেখা গেল যে তাহার মৃতদেহ মানিক বাবু ঘাটের নিকট ভাসিতেছে। তৃতীয়তঃ গৌরীবাড়ী লেনের বিশ্বনাথ দাস নামক জনৈক চতুর্দ্দশ বর্ষীয় যুবক কাশী মিত্রের ঘাটে স্নান করিতে যায় হঠাৎ সে গভীর পানিতে তলাইয়া যায়, ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নাই।

গ্রামে সশস্ত্র ডাকাতী

২০০০৲ দুই হাজার টাকা অপহৃত

সংবাদ আসিয়াছে, যে দিল্লী হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে দিল্লী মথুরা রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী ও খলা গ্রামে একটী সশস্ত্র ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, রাত্রি প্রায় ৮টার সময় ৩০ জন দস্যু বন্দুক তরবারী ও লাঠী গ্রহণ করিয়া লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত গ্রামে প্রবেশ করে, অসময়ে ঐ সকল অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া গ্রামবাসীগণ তাহাদিগের বাসস্থান ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে দস্যুগণ তাহাদিগকে নীরবে অবস্থান করিতে আদেশ করে। দস্যুগণ অনন্তর গ্রামের বণিক বাড়ীতে উপনীত হয় এবং তাহাকে একখানি চারিপাইতে শায়িত দেখিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করে। তাহারা তাহাকে নগদ টাকা ও মূল্যবান দ্রব্যগুলি প্রদর্শন করিতে আদেশ করে ও বলে, উহা না করিলে তাহারা তাহাকে গুলি করিবে। উক্ত বণিক বিশেষভাবে প্রহৃত হইয়া গ্রামবাসীগণ নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়াছে বুঝিতে পারিয়া দস্যুগণের হস্তে চাবি প্রদান করে। দস্যুগণ অতঃপর গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমুদয় মূল্যবান দ্রব্য অপহরণ করে। তাহারা মহিলাগণের অঙ্গ হইতেও অলঙ্কার গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে কয়েক জন গ্রামবাসী ওখলা রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ঈশ্বর পটারী কারখানায় উপস্থিত হইয়া টেলিফোন যোগে পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু পুলিস ঘটনাস্থলে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই দস্যুগণ পলায়ন করে। প্রকাশ, উক্ত ডাকাতীর ফলে বণিকের ২ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। এ যাবৎ কেহই ধৃত হয় নাই। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

"পঞ্জাবে মুস্লিম রাজ"

'ট্রিবিউনের অভিমত'

"ট্রিবিউন" সংবাদপত্রে প্রকাশ পঞ্জাবের সাইমন কমিটীর সদস্যগণ শীঘ্রই তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করিবেন। কমিটীর ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন ঐ রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন। স্বাক্ষরকারীগণের নাম যথাক্রমে কাপ্তেন সিকান্দার হায়াত খান, চেয়ারম্যান মিসার্স ছটুরাম, ওয়েন রবার্টস্ ও জাফর আলী খাঁন। এই পত্রিকার মতে এই প্রদেশে "মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠা হউক" প্রধানতঃ এই ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই এই রিপোর্ট তৈয়ারী করা হইয়াছে। এই রিপোর্টের প্রধান প্রধান প্রস্তাবগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১। এই প্রদেশে সাধারণ ভাবে নির্ব্বাচন দ্বারা কাউন্সিলে সভ্য প্রেরণ করা হউক। ২। যাহাতে অধিকাংশ সভ্যই স্বতন্ত্র মুসলমান ভোটদাতাগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া কাউন্সিলে প্রবেশাধিকার পান তাহার ব্যবস্থা করা হউক।

ডাক্তারী পরীক্ষার ফল

"ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ"

এইচ, এল, এম, এস।

১। নরেশ দত্ত। ২। বিপিন বিহারী রায়। ৩। নির্ম্মল চৌধুরী। ৪। মোবারক হোসেন। ৫। আমির আলী। ৬। সতীশ কর্ম্মকার। ৭। মনীরউদ্দিন চৌধুরী। ৮। মহম্মদ আলী হাওলাদার। ৯। এলাহী বক্স মিঞা। ১০। আহ্মদ হোসেন মিঞা। ১১। অরেজউদ্দিন আহ্মদ। ১২। সেখ আবদুল গণি। ১৩। কোমর উদ্দিন আমেদ। ১৪। নিবারণচন্দ্র দাস। ১৫। নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ। ১৬। মহসীন আলী। ১৭। হরিদাস সেন। ১৮। ভূপতিভূষণ চাটার্জ্জী। ১৯। সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী। ২০। রাধানাথ সন্ন্যাল ২১। আফসারউদ্দিন। ২২ আবদুল ওয়াজেদ। ২৩ আবদুল খালেক। ২৪। আলাউদ্দিন।

এইচ, এম, বি,

১। এ, হোসেন। ২। এ, এফ, আফতাব উদ্দিন। ৩। এস, মজুমদার। ৪। সুলতান আলী খাঁ। ৫। চিন্তাহরণ চৌধুরী। ৬। আবদুস্ সামাদ। ৭। এস, এম, শাহাদত হোসেন। ৮। মোজাফর আলী খাঁ। ৯। এ, এম, তালুকদার। ১০। আবুবকর মিঞা। ১১। সেরাজুল ইসলাম চৌধুরী। ১২। হরিধন ঘোষ। ১৩। ১৪। কে, এম, মোকারর আলী। ১৫। হাসেন উদ্দিন মিঞা। ১৬। ধরণীধর সাহা। ১৭। শামসদ্দিন আহমদ। ১৮। রবীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী। ১৯। অমিয় ভূষণ দাস। ২০। মোহিনী দাস। ২১। লাল বিহারী সেন।

স্বাক্ষর—এম, খান
প্রিন্সিপাল।

দুর্বৃত্তদের কাণ্ড

দাঙ্গা করার পরিণাম

গত ১৩ই এপ্রিল মিলকি বাদামতলায় হিন্দুরা চড়ক পূজার আয়োজন করে। তদুপলক্ষে একটী মেলা শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শোভাযাত্রার গায়কগণ রাস্তার নারিকেল বৃক্ষ হইতে নারিকেল পাড়িয়া পূজার কার্য্যে উৎসর্গ করিতে মনস্থ করিলে কতিপয় মুসলমান তাহাতে আপত্তি করেন। ইহাতে উক্ত হিন্দু গায়কগণ শোভাযাত্রা দর্শনেচ্ছু পথিপার্শ্বস্থ মুসলমানদের অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। এই বিরোধে দেদার বকস মিঞা নামক জনৈক মুসলমান আহত হইয়া হাসপাতালে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সজ্ঞবদ্ধ হইয়া এইরূপ অবৈধ অত্যাচার করার অভিযোগে প্রসাদ ময়রা ও অন্যান্য ১২ জন হিন্দু অভিযুক্ত হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, আর দাস গুপ্তের এজলাসে তাহার শুনানী শেষ হইয়া গিয়াছে। প্রসাদ, নগেন, শরৎ, বিজয়, তুলসী, অন্নদা, উপেন এবং বিনয়কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিচারপতি প্রত্যেককে তিন মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, ইহাদের ন্যায় যে সব ব্যক্তি ধর্ম্মের নামে মিথ্যা উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বাধাইয়া তুলে এবং শান্তিভঙ্গ করে তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। দেদার মিঞাকে গুরুতর আঘাতের জন্য শরতের আরও তিন মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। অপর আসামীগণ খালাস পাইয়াছে।

সহবাস সম্মতি বিল

জুন মাসের মধ্যেই রিপোর্ট দাখিল

সহবাস সম্মতি কমিটির রিপোর্ট স্বাক্ষরিত হইয়াছে। প্রধান প্রধান সব বিষয়েই সদস্যগণ একমত হইয়াছেন, কেবল কোন কোন প্রদেশে বিবাহ বিধি প্রযুজ্য হইবে, মওলবী মহম্মদ তোহা স্থির করিবার ভার প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির উপর দিতে প্রস্তাব করিয়াছেন এবং পণ্ডিত কানাইয়া লাল ভার্গব এবং মিসেস্ ব্রিজ লাল নেহেরু কোন কোন ক্ষেত্রে দণ্ড হইতে রেহাই দানের এবং দণ্ড লাঘবের প্রস্তাব করিয়াছেন, জুন মাসের শেষ ভাগে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই রিপোর্ট পাইবেন এবং সম্ভবতঃ উহার এক মাস পরে উহা প্রকাশিত হইবে।

সণ্ডার্স হত্যার জের

নানা কারণে ধর-পাকড়

লাহোরের ১৬ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, ভগবৎ সিংকে লাহোরে আনা হইয়াছে। কলিকাতায় ঠাকুর বৈজনাথ, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ দাস নামক যে তিন জনকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে পুলিস পাহারায় এখানে আনা হইয়াছে। সংপ্রতি এই সম্পর্কে যে কয়েক জনকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে শানাক্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই জন্য তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে। প্রকাশ, গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস সণ্ডার্স হত্যা সম্পর্কে আরও দুই জন লোককে গ্রেফ্‌তার করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কোথায়ও তাহাদিগের কোন পাত্তা পাওয়া যাইতেছে না। এপ্রুভারের বিবৃতির উপর নির্ভর করিয়া পুলিস এই দুই জনের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, বলিয়াও প্রকাশ। গত পূর্ব্ব শুক্রবার সণ্ডার্স হত্যা সম্পর্কে বঙ্গবাসী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ও দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটীর সহকারী সেক্রেটারী যতীন্দ্রনাথ দাসকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। গত পূর্ব্ব রবিবার তাহাকে লাহোরে আনা হইয়াছে তাঁহার সঙ্গে ৪।৫ জন কনেষ্টবল ও একজন পুলিস ইনস্পেক্টর ছিলেন। তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে সাধারণ কয়েদীর মত যাইতে হইয়াছে। ঐ দিন অপরাহ্নে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এডভোকেট বাবু হরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ললিত কুমার মুখোপাধ্যায়কে সণ্ডার্স হত্যা সম্পর্কে পঞ্জাব পুলিস গ্রেফ্‌তার করিয়া পঞ্জাবে পাঠায়। যে ওয়ারেণ্ট অনুযায়ী তাহারা মুখোপাধ্যায়কে গ্রেফ্‌তার করে, তাহা ১২০খ ধারানুসারে বাহির করা হয়।

বিড়ালের অদ্ভুত কাণ্ড

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের টুপি চুরি

ঔরঙ্গাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ নীহাল আহমদের ফেজ টুপি চুরি যাওয়ার এক রহস্যময় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একদিন সকাল বেলা উঠিয়া দেখেন যে, তাঁহার ফেজ চুরি গিয়াছে। তিনি আর একটী টুপি ক্রয় করেন। কিন্তু ঐটিও চুরি যায়। তৎপর তিনি আরও একটী টুপি আনেন, কিন্তু সেটিও চুরি যায়। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট একটু ভাবনায় পড়িলেন এবং মনে করিলেন যে অতিশয় চতুর কোনও চোর এই কার্য্য করিতেছে, এই ভাবিয়া তিনি চোর ধরিবার জন্য পুলিসের নিকট সংবাদ দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, পুলিস যখন তদন্ত করিতেছিলেন, আবার সেই সময়ের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তাঁহার পুত্রের টুপি দুইটি চুরি যায়। রহস্য ক্রমেই ঘনীভূত হইতে লাগিল এবং পুলিসের পাহারা সত্ত্বেও ক্রমাগত ৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত টুপি চুরি যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে একদিন অকস্মাৎ স্থানীয় রেভেনিউ অফিসের জনৈক কেরাণী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় আসিয়া হাজির হন এবং একটী পুটলি খুলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে সমস্ত হারাণ টুপি গুলি ফেরৎ দেন। কেরাণীটী বলেন যে, তাঁহার একটী অত্যন্ত পোষা বিড়াল আছে, বিড়ালটি রোজ টুপি আনিয়া তাঁহার ঘরে রাখিয়া দিত। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট কেরাণীর কথা বিশ্বাস না করিয়া পুলিসে সংবাদ দেন। পুলিস আসিয়া কেরাণীর কথা প্রমাণ করিবার জন্য আরও দুইটি টুপি ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে রাখিয়া দেয় এবং উহার উপর কড়া নজর রাখে। দেখা গেল যে, বিড়ালটি সময় মত টুপির নিকট আসিয়া খানিকক্ষণ ঐগুলি লইয়া খেলা করিল পরে নিঃশব্দে মুখে করিয়া লইয়া বাহিরে গেল।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

নূতন সদস্যগণের নামও কেন্দ্র

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নূতন নির্ব্বাচনের ফলে বাঙ্গলার বিভিন্ন নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে নিম্নোক্ত ৩৯ জন মুসলমান সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন :—

(১) মিঃ আবদুররহীম সি, আই-ই (উত্তর কলিঃ) (২) মিঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী (দক্ষিণ কলিঃ) (৩) মিঃ মোহাম্মদ সোলায়মান (বারাকপুর)। (৪) মিঃ মোঃ সাদত উল্লাহ (টালীগঞ্জ)। (৫) মিঃ এ, এফ, এম, আবদুর রহমান (২৪ পরগণা গ্রাম্য)। (৬) মিঃ শামসুদ্দীন আহম্মদ (হাওড়া হুগলী মিউঃ)। (৭) মিঃ আবুল কাসেম (বর্দ্ধমান বিভাগ উত্তর) (৮) মিঃ আবদুল করিম (বর্দ্ধমান বিভাগ দক্ষিণ) (৯) খান বাহাদুর আজিজুল হক (নদীয়া। (১০) মওঃ আবদুস সামাদ (মুর্শিদাবাদ)। (১১) মওঃ সৈয়দ নওসের আলী (যশোহর উত্তর)। (১২) মওঃ সৈয়দ মজিদ বখস (যশোহর দক্ষিণ)। (১৩) এস, জালালুদ্দিন হাশেমী (খুলনা)। (১৪) খান সাহেব মোয়াজ্জম আলী খান (পাবনা) (১৫) মিঃ আলতাব আলী (বগুড়া)। (১৬) মওঃ হাসান আলী (দিনাজপুর)। (১৭) কাজী ইমদাদুল হক (রংপুর পূর্ব্ব)। (১৮) মিঃ এফ, রহমান (রংপুর পশ্চিম)। (১৯) নওয়াব মোশাররফ হোসেন (মালদহ-জলপাইগুড়ি)। (২০) হাজী লাল মোহম্মাদ (রাজশাহী দক্ষিণ)। (২১) মওঃ মোহাঃ বসিরুদ্দীন (রাজশাহী উত্তর)। (২২) নওয়াব খাজে হবিবুল্লাহ (ঢাকা শহর)। (২৩) মৌঃ আবদুল গণি চৌধুরী (ঢাকা পল্লী পশ্চিম)। (২৪) মিঃ রেজাউর রহমান খান (ঢাকা-পল্লী-পূর্ব্ব)। (২৫) মঃ নূরর রহমান খান ইউসুফজয়ী (ময়মনসিং-দক্ষিণ পশ্চিম)। (২৬) আবদুল হামিদ শাহ (ময়মনসিং পূর্ব্ব)। (২৭) মঃ আবদুল হাকিম মোখতার (ময়মনসিংহ মধ্য)। (২৮) মঃ আজিজুর রহমান (ময়মনসিং উত্তর পশ্চিম)। (২৯) খান বাহাদুর আলিমজ্জমান চৌধুরী (ফরিদপুর উত্তর)। (৩০) মঃ তামিজউদ্দীন আহমদ (ফরিদপুর দক্ষিণ)। (৩১) মঃ এ, কে, ফজলুল হক (বরিশাল পশ্চিম)। (৩২) খাজা নাজেমুদ্দীন সি আই ই (বরিশাল দক্ষিণ) (৩৩) মঃ মোহাম্মদ হোসেন (বরিশাল উত্তর)। (৩৪) খান বাহাদুর জি, এম, ফারুকী (ত্রিপুরা উত্তর) (৩৫) মিঃ আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী (ত্রিপুরা দক্ষিণ) (৩৬) খান সাহেব বজলুল হক (নোয়াখালী পূর্ব্ব) (৩৭) মঃ মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ্ (নোয়াখালী পশ্চিম)। (৩৮) হাজী বদী আহমদ (চট্টগ্রাম দক্ষিণ)। (৩৯) মঃ নুরুল আবছার (চট্টগ্রাম উত্তর)।

হিন্দু সদস্যদের মধ্যে এবার স্বরাজ্য দলের ৪৪ জন নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অবশিষ্ট ১৩ জন হিন্দু সদস্য স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই ১৩ জনের সকলেই স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ মন্ত্রীমণ্ডলী সমর্থন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। মুসলমান সদস্যদের মধ্যে ৫ জন কংগ্রেস পন্থী লীগের মেম্বর; স্বভাবতঃই স্বরাজ্য দলের সহিত যোগদান করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধাচরণ করিবেন; বাকী ৩৪ জন মুসলমান সদস্যের মধ্যে ব্যক্তিগত দলাদলি থাকিলেও ইহারা সকলে দ্বৈত-শাসন ও মন্ত্রিত্বের সমর্থনকারী।

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন

মণ্ডপ নির্ম্মানের ব্যবস্থা

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন সম্পর্কে কংগ্রেস নেতাগণ একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে এই পর্য্যন্ত স্থানের কথাটি গোপন রাখা হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। হয় শাহেদারীতে, নতুবা ইচরাতে কংগ্রেস মণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে। জায়গাটি কোন এক ব্যক্তির নামে লীজ লওয়া হইয়াছে। তিনি যথাসময়ে উহা কংগ্রেসকে অর্পণ করিবেন। এন, ডব্লিউ, রেলওয়ের শাহেদারা ষ্টেশনটি একটা ঐতিহাসিক স্থান এবং উহা সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের স্মৃতি সমন্বিত। ইচারা গ্রামটী লাহোর হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

মনোনীত সদস্যগণ

কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষিত হইয়াছে যে, লাট সাহেব নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনোনীত করিয়াছেন :—(১) ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে রেভারেণ্ড বি,এ, নাগ (২) অবনত সমাজের পক্ষ হইতে রায় সাহেব রেবতীমোহন সরকার (৩) শ্রমিক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে মিঃ, কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং মওলবী লতাফৎ হোসেন। (৪) মিঃ ডি জে কোহেন (৫) স্যার যদুনাথ সরকার (৬) খান বাহাদুর মওলবী হাফিজুর রহমান চৌধুরী।

সরকারী সদস্যগণ

লাট সাহেব নিম্নলিখিত কর্ম্মচারিদিগকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সদস্য মনোনীত করিয়াছেন :—(১) মেজর জেনারেল গডফ্রেটেট (২) মিঃ আর্থার ওয়াইওাষ্টক কুক (৩) স্যার সিডনি চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট উইলিয়ামস (৪) মিঃ মহিমচন্দ্র ঘোষ (৫) আলেকজেণ্ডার ক্যাসেলস (৬) মিঃ আর্থার জুলেস ড্যাস (৭) মিঃ গিলবার্ট পিটকোয়ার্ণ হগ্ (৮) মিঃ কাইরিল ওয়াল্টার গার্ণার (৯) মিঃ হেনরি জোসেফ টাইনাস (১০) মিঃ হেনরি আর্ণেষ্ট ষ্টেপলটন (১১) মিঃ জর্জ্জ আলেকজেণ্ডার ঈসন (১২) মিঃ জেমস রিচার্ড ব্লেয়ার (১৩) মিঃ রবার্ট নিভেন গিলক্রাইষ্ট (১৪) ডাক্তার ওয়াল্টার এলেন জেঙ্কিন্স।

এশ্‌তেহার ওয়াজেবুল্ এজ্‌হার

এতদ্বারা মোসলমান ভাইদিগকে বিশেষ ভাবে জানাইতেছি যে, বর্ত্তমান সময়ে ঈমান বাঁচাইয়া রাখা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে।

আশ্‌রাফুল্ মখ্‌লুকাত, খাতেমুন্নবীয়ীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ছল্লাল্লাহো আলায়হে অছাল্লাম্‌কে শেষ নবী এবং তাঁহার পর আর নবী হইবে না, ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন।

কোর্-আন্ মজীদ ফোরকান হামীদকে আল্লার কালাম এবং ইহার পর আর কোন কেতাব নাজেল হইবে না, ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন।

কোরান, হাদীছ, ফেকাহ্ অনুযায়ী সমস্ত আমল (কার্য্য) করিবেন।

কলেমা তইয়েবা :—"লা এলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ্"—অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই মা'বুদ নাই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লার রছুল।

কলেমা শাহাদত :—"আশ্‌হাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহো অ-আশ্‌হাদো আন্না মোহাম্মাদান্ আবদুহু অরছলুহু"—অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কেহই মা'বুদ নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা তাহার বান্দা ও রছুল।

ইহার উপর ঈমান কায়েম রাখিবেন; ইহার বিপরীত কোন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না।

আল্‌মোশ্‌তাহের—

আহ্‌কারুন্নাছ মোহাম্মদ আবুবকর—ওফেয়া আনহু।

মাদক নিবারণের চেষ্টা

বোম্বাইতে বিরাট সভা

মাদক দ্রব্য নিবারণের প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্ধারণের জন্য গত ১৫ই জুন বোম্বাই শহরে এক বিরাট সম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুর দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ কে, নটরাজ এই সম্পর্কে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন, সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য পরিহার করাই আমাদের জীবনের ধ্যান-ধারণা, জপ-তপ, হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমি জানি ভারতের স্বাদেশিক জাতীয় নীতি এই বর্জ্জনের অনুকূলে কিন্তু সরকারের অনুসৃত নীতি ভিন্ন প্রকৃতির। তবে শ্রমিক সরকারের অনেক বিশিষ্ট লোক পানদোষ বর্জ্জিত, কাজেই আশা করি তাঁহারা এই দিকে অবহিত হইবেন। অতঃপর উপসংহারে তিনি বলেন জাতীয় নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য, এই দোষ সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা। সার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাসও এই সম্পর্কে এক জ্ঞানগর্ভ প্রাণমাতান বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আর্থিক অস্বচ্ছলতা মাদক দ্রব্য বর্জ্জন নীতির পরিপন্থী তাহা আমি জানি; কিন্তু এই নীতি অনুসৃত না হওয়ায় জনসাধারণের যে নৈতিক অধঃপতন হইতেছে, তাহাও চিন্তার বিষয়। সরকার একবার এই সম্পর্কে যে নীতির অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, অন্যায় ভাবে মদ তৈয়ারী হইতেছে, এই অজুহাতে তাহা আবার পরিত্যাক্ত হইয়াছে। এই সম্পর্কে তদন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বাঙ্গালীর বিস্কুট-প্রীতি

বিদেশীর পোয়া বার

ঔষধ, খাদ্য ও পথ্যাদিরূপে কত টাকার বিদেশী মাল বাঙ্গালায় আমদানী হয় দেখুন,—

পেটেণ্ট ঔষধ

১৯২১-২২	২,৬৮,৫৮২ টাকা
১৯২২-২৩	৩,৬৬,৭১১ "
১৯২৩-২৪	৩,৮৯,০১৫ "
১৯২৪-২৫	৩,৬০,৫০২ "
১৯২৫-২৬	৩,৯৬,৪২২ "
১৯২৬-২৭	২,২৯,৫৯৬ "

পেটেণ্ট ফুড—হরলিক্স, বেঞ্জার্স ইত্যাদি

১৯২৩-২৪	১১,০০৭৩০ টাকার
১৯২৪-২৫	১২,৯৮,৫৫১ "
১৯২৫-২৬	৮,৪৩,৬৯৭ "
১৯২৬-২৭	১২,১৬,৩০০ "

বিস্কুট ও কেক

১৯২১-২২	৪,৭৯,১৮৬ টাকার
১৯২২-২৩	৪,৯৯,৬৪৬ "
১৯২৩-২৪	৪,৯০,৮৯০ "
১৯২৪-২৫	৬,৪৪,৬৭৮ "
১৯২৫-২৬	৭,৪৮,৩৩৭ "
১৯২৬-২৭	৮,৩৭,৩৫৫ "

কামুকের শোচনীয় পরিণাম

গুর্খা রমণীর সাহসিকতা

জনৈক গুর্খা রমণী কর্ত্তৃক গুলী মারার ব্যাপারে ঢাকায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। প্রকাশ ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের জনৈক সুবেদারের গুর্খা স্ত্রী রামেশ্বরী লিপ্রামকে গুলী দ্বারা নিহত করে। পুলিস এই মর্ম্মে শেষ বিবরণ প্রদান করিয়াছে যে, স্ত্রীলোকটী তাহার সতীত্ব রক্ষার্থ লিপ্রামকে নিহত করিয়াছিল। ঘটনার বিবরণ এই :—সুবেদার ফলনরাম গারী তাহার স্ত্রী রামেশ্বরীকে বাসায় একাকী রাখিয়া দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলেন। গত ১৩ই জুন রাত্রি ১২।০ টার সময় যখন স্ত্রীলোকটী একাকিনী নিদ্রা যাইতেছিল, তখন ল্যান্স নায়ক লিপ্রাম দেওয়াল টপকাইয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে। তারপর রামেশ্বরী যে ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল সেই ঘরের জানালার শার্শী ভাঙ্গিয়া সে তথায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। রামেশ্বরী জাগরিত হইয়া উঠে এবং লিপ্রামকে দেখিয়া সে এই বলিয়া ভয় দেখায় যে, যদি সে তাহার ঘরে ঢুকিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে তাহাকে গুলি করিবে। লিপ্রাম তাহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া জানালার শার্শী ভাঙ্গিলে স্ত্রীলোকটী গুলি করে। স্ত্রীলোকটীর নিকট একটি মাত্র গুলী ছিল। যাহা হউক, গুলিটি লিপ্রামের বক্ষের দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া চলিয়া যায় এবং তাহাতেই ২৫০ হাত দূরে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। স্ত্রীলোকটি তখন চীৎকার করিতে আরম্ভ করে। সংবাদ পাইয়া কর্ণেল ম্যাকফারসন লোকজন সহ তথায় উপনীত হন। স্ত্রীলোকটি ম্যাকফারসনের নিকট সমস্ত কথা স্বীকার করে। যখন সে ঘটনাটি বিবৃত করিতেছিল, তখন সে শান্ত ছিল এবং একটুও উত্তেজিত হয় নাই। অতঃপর পুলিস আসিয়া স্ত্রীলোকটিকে গ্রেফ্‌তার করে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আনয়ন করে! ম্যাজিষ্ট্রেট স্ত্রীলোকটিকে এক হাজার টাকা জামীনে খালাস দিয়াছেন।

আজিপুর থানায় খবর আসিয়াছে যে, মুক্তিদাসী নাম্নী একটি স্ত্রীলোক গত ১৮।৬।২৮ তারিখে দেওগঞ্জ থানার অন্তঃপাতী চাকুলা থানায় তাহার বাড়ীতে বারান্দায় নিদ্রা যাইতেছিল, এমন সময় অমূল্য ও অম্বিকা নামে দুই হিন্দু যুবক তাহার মুখে কাপড় গুজিয়া দিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

—০—

প্রকাশ যে বৃটেন ও হেজাজ উভয় দেশে আপনাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহাতে এই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইবে, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ বৃটিশ প্রতিনিধি জেদ্দাতে অবস্থিতি করিবেন, যেহেতু মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন-ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে মক্কায় অবস্থান নিষেধ।

—০—

বোম্বায়ের বিখ্যাত নেতা উমর সোভানি দুই বৎসর পূর্ব্বে আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। গত ১৭ই জুন রাত্রিতে তাঁহার ভ্রাতা ওসমান সোভানী আফিমে জর্জ্জরিত অবস্থায় হাসপাতালে নীত হন। তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইয়াছে, এবং তিনি বিপন্মুক্ত হইয়াছেন। ওসমান সোভানী প্রহ্লাদ মিলের ম্যানেজার।

—০—

কলিকাতার ন্যায় হাওড়ায় এক ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট গঠন করা সম্পর্কে বিবেচনা করিবার জন্য গত ২৫শে জুন বেলা ১১টায় রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এক বৈঠক হইবার কথা ছিল। স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ ঐ সম্পর্কে আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা, অর্থ-সংগ্রহের উপায় নির্দ্দেশক পুস্তিকা উক্ত বৈঠকের সদস্যদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

—•—

পারস্য দেশের অন্তর্গত ফার্স প্রদেশের বিদ্রোহের সংস্রবে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এইরূপ জনরব, ফার্সের গভর্ণর জেনারেলকে তেহরাণে ডাকিয়া আনিয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। রাজস্ব সচিবকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার কারণ সুস্পষ্টরূপে জানা যায় নাই।

আল্-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ২৮শে আষাঢ় ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

মুস্‌লিম-পার্টি।—গত ১লা জুলাই তারিখে ঢাকার নবাব হবিবুল্লার সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সদস্যদিগের এক সভা হয়। ঐ সভায় ২৭ জন সভ্য লইয়া 'বঙ্গীয় মুস্‌লিম-পার্টি" নাম দিয়া একটী কমিটী গঠিত হয়। তাঁহাদের উদ্দেশ্য না কি 'মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড স্কীম' সমর্থন করতঃ কাউন্সিলে কাজ করিয়া যাওয়া। প্রত্যেক বারই নির্ব্বাচনের গরমী কাটিতে না কাটিতেই মুসলমানদের মধ্যে এই প্রকার বহু দল গজাইয়া উঠে। পরে স্বার্থের সংঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া যাইয়া যত জন সভ্য ততটি বিভিন্ন দলে পরিণত হয়। সুতরাং এবারের গঠিত কমিটীও যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাঁহাদের কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে এখন কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ভবিষ্যতে দেশ ও সমাজের জন্য তাঁহারা কতদূর কি করেন, দেখিবার আশায় রহিলাম। যে সমস্ত লোকের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহারা সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন. তাহারা স্কীম চায় না—চায় তাহাদের সার্ব্বজনীন উন্নতি দেখিতে। ইহা যেন সদস্যগণ মনে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ।

বন্যা ও মুসলমান।—ত্রিপুরা জিলা বোর্ডের সদস্য ও গুণবতী ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি মওলবী আবদুল মতিন সাহেব এক পত্রে জানাইয়াছেন—"পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বন্যা-পীড়িতদিগের সাহায্য দানের জন্য হিন্দুরা আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু মুসলমান নেতাদের কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাইতেছে না।" পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বন্যা-প্রপীড়িত স্থানের অধিবাসীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা বহুগুণ বেশী। কিন্তু মুসলমান নেতৃবৃন্দ আজ সে দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় ও সুযোগ পান না। মালসী-মেলায় আসিবার সময় অনেক মুসলমান নেতা সাজেন, দেশোপকারী আখ্যা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু আজ তাঁহারা তাঁহাদের ঐ সমস্ত গুণাবলী কোন্ ঝোলার মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেছেন'। না "গঙ্গা পার হইয়া কুমীরকে কলা দেখান"র নীতি তাঁহারা গ্রহণ করিতেছেন। বাংলা ও আসামের মুসলিম-সমাজে লক্ষপতির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কিন্তু তাঁহারাও এ কার্য্যে মাথিতেছেন না। মুসলমান যুবকবৃন্দ কোন কর্ণধার না পাইয়া নিজেরাই যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন, তাহাই আর্ত্তের সেবার জন্য পাঠাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদের এ উদ্যম প্রশংসনীয় হইলেও যথেষ্ট নহে। আজ দেশের সঙ্কট সময়ে ভণ্ড নেতাদিগের বাক্-চাতুর্য্য ও কর্ত্তব্য-হীনতা বেশ প্রকট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে, বর্ত্তমান সন্ধিক্ষণে দেশবাসী তাঁহাদের প্রকৃত খয়েরখাহ্‌দিগকে চিনিয়া লইতে সক্ষম হইবেন।

ভেজাল ও কদর্য্য খাদ্য।—ভেজাল ও কদর্য্য খাদ্য দ্রব্যের প্রভাবে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হইতেছে। এই কলিকাতা শহরে যত প্রকার খাদ্য দ্রব্য আছে, তাহার অধিকাংশই ভেজালে পরিপূর্ণ। প্রধান খাদ্য দ্রব্য ঘৃত, তৈল, দুগ্ধ—ইহার কোনটিই খাঁটি নহে। ঘৃতে চর্ব্বী, বাদামের তেল, মহুয়ার তেল, ভেজিটেবল ঘৃত প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়। এমন ঘৃতও আছে, যাহাতে ঘৃতের অস্তিত্ব মাত্রও নাই, কেবল মাত্র চর্ব্বীকেই নানা উপকরণ যোগে ঘৃতে পরিণত করা হয়; এই ঘৃত সাধারণতঃ জাহাজে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাওয়া ঘৃত কলিকাতায় দুষ্প্রাপ্য। অল্প-বিস্তর যাহা পাওয়া যায়, তাহাও ভেজাল-শূন্য নহে, পচা ও বিকৃত মাখন গালাইয়া এক প্রকার লাল বর্ণ ঘৃত মাখনওয়ালাদের নিকট পাওয়া যায়, তাহা গাওয়া ঘৃত নামে বিক্রয় হইয়া থাকে। ভঁয়সা ঘৃত ৮০৲ টাকা হইতে নীচে ৬০৲।৬৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়, ইহার মধ্যেও ভেজালের ছড়াছড়ি। প্রতি মণে ⁄৫ ঘৃত দিয়া চর্ব্বী সহযোগে যে ঘৃত প্রস্তুত হয়, তাহাতে কৃত্রিম উপায়ে এমন দানা জমান হইয়া থাকে এবং ঘৃতের গন্ধ পাওয়া যায় যে, সহজে চিনিবার উপায় নাই। মাড়ওয়াড়ি ব্যবসায়িগণই প্রধানতঃ এই সকল ঘৃতের কারবার করিয়া থাকে। যে চর্ব্বী ঘৃতে ব্যবহৃত হয়, তাহাতে সাপের চর্ব্বী, মরা জীব-জন্তুর চর্ব্বী, পচা গলিজ চর্ব্বী ইত্যাদি সকলই আছে। সুতরাং উহা খাইয়া যে মানুষ নানা প্রকার সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

কর্পোরেশন কাম-ধেনু।—তারপর সরিষার তেলে এমন সকল তৈলাক্ত বীজের তেল মিশ্রিত থাকে যে, উহার মধ্যে অপকৃষ্টগুলির স্বাদ তিক্ত, বর্ণ কাল, কিন্তু ঝাঁঝ আছে। এই সকল তৈল ব্যবহার করিয়া লোকে নানা প্রকার উদরাময় এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়। অথচ সাধারণ গরীব লোকেরা এই বিষবৎ অপকৃষ্ট তৈলই খাইতে বাধ্য হয়। ঘানির তেল বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, তাহাও ভেজাল-শূন্য নহে। একমাত্র জেলখানায় খাঁটি সরিষার তেল বিক্রয় হয়, তাহা ব্যবহার করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। কলুগণ এক একটি ঘানি গাছ বসাইয়া দৈনিক হয়ত ॥০—॥৫ সের তেল তৈয়ার করে; কিন্তু ২/৩/ মন তেল বিক্রয় করিয়া থাকে, ঘানি দেখিয়া লোকে মনে করে, ইহা খাঁটী সরিষার তেল, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা কলের সাধারণ ও ভেজাল তেল। দুঃখের কথা আর কি বলিব, নানা উপায়ে উহাতে পানি মিশাইয়া ক্রীম তুলিয়া বিক্রয় করা হয়। কলিকাতার কো-অপারেটীভ সমিতির দুধের যে ভাণ্ডার আছে, তাহাতেও ক্রীম তোলা দুধ, বাসি দুধ, ভঁয়সের দুধ অবাধে চলিতেছে। অথচ করপোরেশন তাহাদিগকে বৎসরে বা মাঝে মাঝে ৫০ হাজার টাকা ধার দিয়া থাকেন। কর্পোরেশন কাম-ধেনু, সুতরাং তাঁহারা এরূপ অনুগ্রহ বর্ষণ করিয়া দল বিশেষের লাভের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন। তারপর সুজি, ময়দা, আটা, চাউল, দাউল প্রভৃতিতেও ভেজালের অভাব নাই। এরূপ অবস্থায় লোকের স্বাস্থ্য কি অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে? দুগ্ধের দোষে কলেরা ও উদরাময় রোগ সংক্রামক হইয়া উঠে এবং কলিকাতায় শিশুগণের মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

বস্তির দুরবস্থা।—বর্ষা আসিয়াছে। এই সময় কলিকাতার খিদিরপুর, নারিকেলডাঙ্গা, তাঁতী বাগান, তালতলা প্রভৃতি অঞ্চলে বস্তিগুলির যে কি দুর্দ্দশা তাহা যাঁহারা দেখেন নাই কল্পনাও করিতে পারেন না। পানি-নিকাশের কোন পথ নাই, আবর্জ্জনা সরাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। একটু বৃষ্টি হইলেই লোকের বাস-গৃহ আদি পানিতে ডুবিয়া যায় ও তৎসহ আস্তাকুঁড়ের সমস্ত ময়লা ও আবর্জ্জনা আসিয়া ঘরে ঢুকে ও পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহাতে তথাকার অধিবাসীবৃন্দ নানা প্রকার রোগ ভোগ করিয়া থাকে। অথচ কলিকাতা কর্পোরেশনের কর্ত্তৃপক্ষ এদিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা ফিরিঙ্গী পাড়ার সংস্কারের জন্য বছরে হাজারের উপর হাজার ব্যয় করিতেছেন, প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বিলাত হইতে ইঞ্জিনিয়ার আনাইতে কুণ্ঠিত নহেন। খাঁটী গো-দুগ্ধ সরবরাহের দোহাই দিয়া বহু টাকা পানিতে ফেলিতেছেন, কিন্তু ঐ সমস্ত বস্তিগুলির সংস্কার সম্বন্ধে কেহ কোন উচ্চ বাচ্যও করেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয়, সেখানে কোন ফিরিঙ্গী কিংবা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কেহ থাকেন না। সেখানেকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং তাহাদের সম্বন্ধে কথা বলিবার কোন লোক নাই বলিয়া কর্পোরেশন বোধ হয়, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন প্রকার ব্যবস্থা করা দরকার বলিয়া মনে করেন না। কর্পোরেশন উক্ত বস্তীগুলির সংস্কার সম্বন্ধে আর কতদিন উদাসীন থাকিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধির পরিচয় দেন, তাহাই আমরা দেখিতে চাই।

শিরাজ শান্তি-সভা।—পারস্যের প্রজা বিদ্রোহ সম্বন্ধে গতবারে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছি। আজ বিদ্রোহের অবসানের কথা শুনিয়া প্রাণে স্বস্তি অনুভব করিতেছি। ফর্সের প্রধান সেনাপতি এই মর্ম্মে এক ইশ্‌তেহার জারী করিয়াছেন যে, বিদ্রোহিগণ অবিলম্বে শিরাজে উপনীত হইয়া তাঁহাদের অভাব ও অভিযোগের বিষয় সরকারী প্রতিনিধিদের কাছে উপস্থিত করিলে তাঁরা এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। প্রধান সেনাপতির উক্ত 'এয়লানে'র ফলে বিদ্রোহ নেতাগণ এক পক্ষ কালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া শিরাজে আহূত শান্তি-সভায় যোগ দিতে চলিয়াছেন। মহামান্য রেজা শাহ্ পহ্‌লবী একদিকে যেমন অসাধারণ শূর-বীর, অন্যদিকে তেমনি দূরদর্শী শাসন-কর্ত্তা ও কুশাগ্র-ধী রাজনীতিবিদ্। পর্দ্দা প্রভৃতি ইস্‌লামের জীবন-মরণ সমস্যা লইয়া তিনি কোন কালেই ছিনিমিনি খেলেন নাই। কামাল ও আমানুল্লার মত—"কোরাণ আমদের পথ প্রদর্শক নয়" "ইস্‌লামের চেয়ে এক উন্নত ধর্ম্ম আফ্‌গান-জাতি জগৎকে দান করিবে," এ সব বে-হুদা ও বেয়াদবী-পূর্ণ উক্তি তিনি ভুলেও কখনও করেন নাই। ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীরা রেজা শাহ্ পহ্‌লবীকে পাশ্চাত্যের মুসোলিনী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। শাহে ইরাণের ইন্‌সাফ, উদারতা, ধীরবুদ্ধি ও সুবিবেচনার ফলে প্রকৃতি-পুঞ্জ নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া লাভ করিয়া অচিরেই যে দেশ ও ধর্ম্মের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট ভরসা আছে। গভীর শান্তি, শৃঙ্খলা ও প্রেমের মধ্যে জগতের মুস্‌লিম-রাষ্ট্রগুলি উন্নতি-পথে অগ্রসর হউক, ইহাই আমাদের আজকার দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা।

মন্ত্রী-সমস্যা।—মন্ত্রী-সমস্যা সম্বন্ধে স্বরাজী দল দম্ভভরে ঘোষণা করিতেছেন যে, এবারও কাউন্সিলে মন্ত্রীত্ব টিকিবে না; একান্ত পক্ষে প্রথমে মন্ত্রী-মণ্ডল গঠিত হইলেও অল্প দিন মধ্যেই তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। ৪৪ জন হিন্দু স্বরাজী আর অস্বরাজী ১৩ জন হিন্দুর মধ্যেও নাকি অধিকাংশ মন্ত্রী-মণ্ডল গঠনের বিরুদ্ধে ভোট দিবেন। তারপর মুসলমান স্বরাজী ও কঙ্গরসের লেজুরধারী মুস্‌লিম-লীগের ১১ জন মেম্বরকেও তাঁহারা নিজের দলভুক্ত মনে করেন। সুতরাং হিন্দু অস্বরাজী অন্ততঃ ৯ জন ও মুসলমান স্বরাজী ১১ জন লইয়া তাঁহাদের দলে আরও ২০ জন হইবার কথা। ৪৪+২০=৬৪ জন হইলেও তাঁহাদের হালে পানী পাইবে না। মোট সভ্য ১৪০ জনের অর্দ্ধেক ৭০ জন অপেক্ষা ২।১ জন বেশী তাঁহাদের দলে থাকা চাই। কিন্তু আমরা যতদূর জানি ও বুঝি, তাহাতে ১৩ জন অস্বরাজী হিন্দুর মধ্যে ৫।৬ জনের বেশী মন্ত্রী-মণ্ডলের বিরুদ্ধে ভোট দিবেন না। আর মুসলমান ১১ জন স্বরাজীর মধ্যে পূর্ণ স্বরাজী ৩।৪ জন ও মুসলিম-লীগের ২।৩ জন মাত্র স্বরাজী দলে ভিড়িতে পারেন। তাহাতেও ৭।৮ জনের বেশী মেম্বর স্বরাজ্য দলে হইতে পারে না। কিন্তু হিন্দু অস্বরাজী বা স্বাধীন-দলের ৬ জন ও মুসলমান স্বরাজী ও লিগী দলের ৮ জন তাঁহারা পাইলে মন্ত্রী-মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৪৪+১৪=৫৮ জনের অধিক মেম্বর স্বরাজ্য দলে থাকিতে পারেন না। এই ৫৮ জন লইয়া তাঁহারা কেল্লা ফতে করিবেন বলিয়া বুক ঠুকিয়া জয়ের আশা করেন কি প্রকারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

সদস্যদের কর্ত্তব্য।—না হয়, মন্ত্রী-মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৬০ ভোটই হইল, তবুও তাঁহাদের বিরুদ্ধে ৮০ জন দাঁড়ায়। অনুপস্থিত এবং নিরপেক্ষের সংখ্যা ৫ জন বাদ দিলেও সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫ জন মেম্বর মন্ত্রী মণ্ডলের স্বাপক্ষে ভোট দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। পক্ষান্তরে, স্বরাজী ও নিম্ স্বরাজী অর্থাৎ স্বরাজ্য দলের লেজুর মুস্‌লিম লীগের ১১ জন মুসলমান সদস্য বাদ দিলে ২৮ জন মুসলমান সদস্য অবশিষ্ট থাকেন। যদিও তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত কিন্তু সকলেই মন্ত্রী-মণ্ডলের সমর্থনকারী। ৩ জন মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে হিন্দু দলের মধ্য হইতে ১ জন এবং মুসলমান দলের মধ্য হইতে ২ জন মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত এবং উক্ত সম্প্রদায়ের কৃতি সন্তান মওলবী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের হস্তে মন্ত্রী মণ্ডল গঠনের ভার পড়িলে দ্বিতীয় পার্টি হইতেও একজন উপযুক্ত মুসলমান মন্ত্রী হইতে পারেন। দুইজন মন্ত্রী হইলেও মওলবী ফজলুল হক সাহেবের নির্ব্বাচিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। হিন্দু মুসলমান কোনও দলের মধ্যেই তাঁহার মত যোগ্য পুরুষ নাই। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেখিয়া থাকেন। তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র মতভেদ নাই। এই পুরুষ-সিংহ মন্ত্রী-পদে সমারূঢ় হইলে বঙ্গীয় প্রজা-সাধারণের স্বার্থ ষোল আনা রক্ষিত হইবে। তাঁহার হস্তে যে সকল বিভাগের ভার পড়িবে, সেই সকল বিভাগের অসাধারণ উৎকর্ষ সাধিত হইবে। আমরা মুসলমান সদস্যবর্গকে বলি, তাঁহারা পরস্পর দলাদলি ভুলিয়া, একমতাবলম্বী হউন, এবং গলাগলি হইয়া জাতীয় স্বার্থ ষোল আনা রক্ষা করুন। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত মনোবাদ ভুলিয়া যাউন।

নেহেরু রিপোর্ট।—হিন্দু-সমাজের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু স্ব-নামে রিপোর্ট বাহির করিয়া সেই রিপোর্ট-রূপী চ্যবন-প্রাস আজ সকলকেই খাওয়াইতে চাহিতেছেন। মুসলমান, শিখ, ইউরোপীয় এবং কোটি কোটি "পতিত" হিন্দু পণ্ডিত মতিলালের প্রদত্ত এই আজব চীজটি উপেক্ষা ভরে দূরে ফেলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও "সর্ব্বত্র-গৃহীত" বলিয়া তিনি তার বড়াই করিয়া বেড়াইতেছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন তন্ত্রের এই পণ্ডিতী খসড়া যে মুসলমানের ন্যায্য দাবী দাওয়ার পাল্টা জওয়াব, মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ গত এসেম্ব্লী-বিতর্কে পণ্ডিতের মুখের উপরই তাহা বলিয়া দিয়াছেন। মিঃ জিন্নাহ্ বলেন I don't wish to enter into the barbed wire of controversy, but I must make it clear that the Nehru Report—I am now speaking on behalf of Musalmans—is nothing more than a counter-proposal to the Muslim proposals and has not been accepted by the Musalmans. এর পর মহা-পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য দণ্ডায়মান হইয়া মতিলাল নেহ্‌রুকে সমর্থন করিতে চাহিলে ব্যবস্থা পরিষদের মুসলমান সদস্যগণ সমবেত ভাবে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভারতের দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে মাত্র দুই চারি জন হিন্দু-পূজক ব্যতীত আর সকলেই যে উক্ত রিপোর্ট অগ্রাহ্য করিয়াছেন, সে কথা প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে আজ তাঁর ভক্ত-অনুরক্তেরা 'ডিক্‌টেটার' বলিয়া একেবারে আকাশে তুলিয়া দিয়াছেন 'ডিক্‌টেটর শিপের' কোন 'সিকং' তাঁর মধ্যে না থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য্য, আজ তিনিও নিজেকে তাহাই মনে করিতে শুরু করিয়াছেন। দেশের জন-মতকে পদ-দলিত করিয়া তাঁর মুষ্টিমেয় চেলা-চামুণ্ডা সহ সরকারের বিরুদ্ধে ক্রুযেড্ করিতে চাহিতেছেন। তবে, পণ্ডিতজীর আকাশে প্রাসাদ নির্ম্মাণের কল্পনা অতি শীঘ্রই যে ব্যর্থতায় পরিণত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা আছে।

আন্‌সারীর আস্কারা।—গত ৫ই জুলাই দিল্লীর কুইন্‌স্ গার্ডেনে ডাঃ আন্‌সারীর সভাপতিত্বে এক হিন্দু-জন-সভার অধিবেশন হয়। পণ্ডিত জওহর লাল প্রভৃতি অনেকেই উক্ত সভায় "ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য যে, সেরা 'বক্তিমে' বাহির হইয়া আসিয়াছিল—সভাপতি জনাব ডাক্তার মুখ্‌তার আহ্‌মদ আনসারী সাহেবের জবান-পাক হইতে। তিনি বলেন "স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানেরা যোগদান করুক বা না করুক, অচির ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবেই। হিন্দু ভাইরা একা স্বাধীনতা আনিবেনই। তখন মুসলমানেরা অনুতাপ ও অনুশোচনা করিবেই"—ইত্যাদি। তবে, এই ধরণের উক্তি ডাক্তার সাহেব কেব্‌লার আগে তাঁর পীর মুর্শেদ মুঞ্জে, মালব্য কেল্‌কার ও জয়কার হইতে আরম্ভ করিয়া কানাই বলাই ও জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অনেকেই যে অনেক বার করিয়াছেন, সকলেরই তাহা বেশ ভাল করিয়া জানা আছে। ডাক্তার আন্‌সারী ও তাঁর প্রধান খলিফা আবুল কালাম আজাদ সাহেবের বহু আকাঙ্ক্ষিত হিন্দু-রাজের ভিত্তি যদি আগামী ডিসেম্বর মাসেই প্রোথিত হয়, তবে মুসলমানের তা'তে অনুতাপ করিবারই বা কি আছে? কিছু দিন আগে দিল্লীর এক সাধারণ সভায় "কংগ্রেস ব্যতীত আমার কোন ধর্ম্ম নাই"—বলিয়া যে ভাবে ডাক্তার সাহেব কেব্‌লা শুদ্ধির কলেমা পড়িয়াছিলেন, মুসলমানেরা হয় তাহাই করিবে, নয় দেশের মায়া চিরদিনের মত ত্যাগ

করিয়া অন্য কোন দিকে পথ দেখিবে। ডাক্তার সাহেব কেবলা ও তাঁর ভক্ত-অনুরক্তেরা জানিয়া রাখুন যে, মুসলমান জাতি এ দেশে আট শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছে। সুতরাং শাসক হইয়া শাসিতের সঙ্গে 'শেয়ারে' স্বরাজ আনিতে যাওয়া তার পক্ষে মরণেরই সমান হইবে। এ দেশে যদি কোন দিন স্বাধীন করিতে হয়, তবে সে একাই তাহা করিবে। তার আত্ম-শক্তির উপর এ'টুকু বিশ্বাস আছে বলিয়াই কারও দ্বারে গিয়া ধন্না দিয়া তার বিশ্ব-পূজ্য বীর নামে কলঙ্ক লেপন করিতে সে প্রস্তুত নয়।

স্বরাজ না দাসত্ব।—চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার খান বাহাদুর আবদুল মুমিন সাহেব এক সার্কুলার জারী করিয়াছেন যে এখন হইতে ভবিষ্যতে যে সব সরকারী চাকুরি খালি হইবে তাহার মধ্যে শতকরা ৬৬টী পদে মুসলমান নিয়োগ করিতে হইবে। ইহাতে বাঙ্গলার বহু হিন্দু প্রতিষ্ঠান হায় হায় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন কি তাঁহারা যথা-সর্ব্বস্ব হারা হন দেখিয়া এই আদেশ প্রত্যাহার করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট বহু আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ-উপরোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাইয়ের এক বৈঠকে হিন্দু-স্বাধীনতা-সঙ্ঘের কর্ণধার হিন্দু কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মাদ্রাজের মিঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সরকারী চাকুরী গ্রহণ অনুমোদন করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তাব আনয়ন কালে তিনি বলেন কংগ্রেস সভ্যগণের কর্ত্তব্য সরকারী যাবতীয় চাকুরীগুলি অচিরাৎ অধিকার করিয়া ফেলা। এবং এ বিষয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি অস্বীকৃত হইলে তিনি যে কংগ্রেসের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করিয়া থাকিবেন এ কথা প্রকাশ করিতে বিন্দু মাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। যে সমস্ত মুসলিম লীডার ভারতের হিন্দু স্বাধীনতা আনয়ন কল্পে হিন্দুদের সহিত যোগ দিয়া সাইমন কমিশন ইত্যাদি বর্জ্জন করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের কি এখনও হিন্দুদের স্বরূপ বুঝিতে বাকি আছে। চট্টগ্রাম বিভাগে সরকারী চাকুরী প্রায় শতকরা ৯৫টি স্থান হিন্দুদের দ্বারা অধিকৃত। অথচ সেখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ৭০ জন। হিন্দুদের এই এক চেটিয়া অধিকার দূর করিবার জন্য মুমিন সাহেব এই প্রকার আদেশ জারী করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও কোন কোন অসহযোগী (!) হিন্দু ভ্রাতার বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়াইত আমরা বলিয়া থাকি বর্জ্জন আন্দোলন একটি ভণ্ডামী বই আর কিছু নয়। তাহারা স্বরাজ বা স্বাধীনতা চাহে না, চাহে সুধু সরকারী প্রসাদ বা উচ্ছিষ্ট ভোজন আরও বেশী করিয়া করিতে।

দাস-মনোভাব।—কাকোড়ী ট্রেণ-ডাকাতি হইতে আরম্ভ করিয়া সণ্ডার্স-হত্যা ও 'লাল-চিঠি'র ব্যাপার পর্য্যন্ত একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। এই সব বিপ্লব-মূলক কার্য্য যতই সাবধানে ও সংগোপনে অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহা একদিন না একদিন পুলিশের দৃষ্টি গোচর হইয়াই থাকে এবং তাহা যে খুব বিলম্ব ব্যতিরেকেই হইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হাওড়া মাণিকতলা প্রভৃতি শত শত ঘটনায় ইহার সার্থকতা আমরা বার বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রকৃত কথা এই যে, যে সব উন্মার্গ-গামী হিন্দু যুবক মিলিয়া এই সমস্ত গুপ্ত-সমিতি, গুপ্ত-ষড়যন্ত্র বা বিপ্লব সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করে, তাহাদের নৈতিক চরিত্র এতই অল্প যে, সামান্য ভীতি-প্রদর্শনে, প্রলোভনে অথবা এইরূপ কোন তুচ্ছ কারণে দু'দিন পরই সকল কথা সরকারের কর্ণ-গোচর করিয়া দেয়। আমরা কোন এক বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা দেশে এরূপ শত শত শিক্ষিত হিন্দু আছে, যারা সরকারের নিজ তহবিল হইতে মাসে হাজার হাজার টাকা 'অজিফা' পাইয়া বিপ্লবী-দলে বিপ্লবী-রূপে মেলা-মেশা করিতেছে এবং তাহাদের যত জুরিজারি প্রত্যহ সরকারের কর্ণ-গোচর করিয়া দেশ ও দশের অপরিমেয় অকল্যাণ সাধন করিতেছে। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস-ঘাতক তরুণেরা আজ যদি অতি হীন-উপায়ে অর্থোপার্জ্জন ও জঘন্য-ভাবে সকলের সর্ব্বনাশ-সাধন না করিয়া, অন্য পথ অবলম্বন করিত, তবে সকল দিক দিয়াই দেশ ও দশের উপকার হইত। এই প্রসঙ্গে আমরা মিসর ও আয়ারল্যাণ্ডের কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। উক্ত দুই দেশের বিপ্লবের ইতিহাস আমরা অভিনিবেশ সহকারেই পাঠ করিয়াছি। সেখানে সরকারী প্রলোভন বা নির্য্যাতনের ভয়ে হাজারের মধ্যে একজন বিপ্লববাদীও বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছে কিনা সন্দেহ, আর এখানে হাজারের মধ্যে পাঁচ শতই সেই সনাতন-পন্থার অনুসরণ করিতেছে। আমরা গুপ্ত-সমিতি, গুপ্ত-ষড়যন্ত্র প্রভৃতির ঘোর বিরোধী। কিন্তু, তা' সত্বেও বলিব, যদি ও সব করিতেই হয়, তবে, আগে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়া লইয়া সম্ভব হইলে, পরে তাহা করিও।

আফগান-সমস্যা।—আফগানিস্তানের ব্যাপার এমনই ঘোরাল, পেঁচাল ও জটীল দেখা যাইতেছে যে, তথাকার খাঁটী সংবাদ পাইবার কোনও উপায় নাই। যদিও বর্ত্তমান বাদশাহ গাজী হাবিবুল্লাহ্ রাজধানী কাবুলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পশ্চিমে হেরাত হইতে কান্দাহার, গজনী, জালালাবাদ, মাজারই-শরীফ্ গিলাতে ঘিলজাই প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর অধিকার করিয়া স্বীয় অদ্ভুত বীরত্ব ও অসাধারণ রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন, দেশে সম্পূর্ণ ইসলামী শাসনের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইসলাম ধর্ম্ম-বিগর্হিত সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠানের ভিত্তি উৎপাটিত করিয়াছেন, দেশে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তবু ধর্ম্মদ্রোহী ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ্ আমানুল্লার অন্ধ ভক্তগণ পেশোয়ারে নিত্য নূতন সংবাদ গড়িয়া দেশময় ছড়াইতেছে, আর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানহীন মুসলমান সংবাদপত্রগুলি তাহাতে রং চড়াইয়া বাদশাহ গাজী হাবিবুল্লার প্রতি অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছে। এই দলের ধর্ম্মদ্রোহী লোকেরা আমানুল্লার পলায়নের দুই এক দিন পূর্ব্বেও তাঁহার বিজয়-কাহিনী ঘোষণা করিতে একটু মাত্রও লজ্জা অনুভব করে নাই। সরদার আলি আহ্মদ কান্দাহারে আপনাকে আমীর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার বীরত্বের ডঙ্কা পিটান হইল; একটু পরেই সংবাদ আসিল, জেনারেল আলী আহমদ জান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাদশাহ গাজী হাবিবুল্লার সেনাপতি হস্তে বন্দী এবং সেই অবস্থায় কাবুলে নীত হইয়াছেন। তার পরই জেনারেল আবদুল হাদী খাঁর জয়-যাত্রা ঘোষণা করা হইল, তাঁহাকে কাবুলের উপকণ্ঠে বিজয়ী বেশে আনিয়া ফেলা হইল, সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদ আসিল উক্ত জেনেরেল যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রুসিয়ার এলাকায় পলায়ন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। জেনারেল নাদির খাঁ রাজ্যভ্রষ্ট বাদশাহ আমানুল্লার পক্ষ সমর্থন সূচক কোন উক্তি প্রকাশ না করাতে, পেশোয়ারী খেলাফতী দল তাঁহার প্রতি প্রথমে খুব লালসান করিয়াছিল, এখন আমানুল্লাহ্ দেশত্যাগী হওয়াতে এবং বর্ত্তমান বাদশাহ গাজী হাবিবুল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করাতে,—পেশোয়ারের বেহুদা সংবাদ-রচনাকারিগণ তাঁহার খুব প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছে। তাঁহারা তিন ভাই অদম্য তেজে কাবুলের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা সংবাদ ঘোষণা করা হইতেছে। পেশোয়ারী খবরগুলি যে একেবারে ভিত্তি-শূন্য ও মিথ্যা, এতাবৎ কাল হইতে তাহা প্রতিপন্ন হইয়া আসিতেছে। আমান-ভক্ত সংবাদ পত্রগুলির বৃথা আস্ফালন দেখিয়া অবাক হইতে হয়। একজন ধর্ম্মদ্রোহীর প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের বহর দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে। ধর্ম্মদ্রোহীর শত গুণ থাকিলেও মুসলমানের চক্ষে তাহার কোন মূল্যই নাই। শেষ সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল আবদুল হাদী খাঁ বন্দী অবস্থায় কাবুলে আনীত হইয়াছেন। জেনারেল নাদির খাঁর পরিবারবর্গ বাদশাহ গাজী হবিবুল্লার হস্তে রহিয়াছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষা

—:০:—

মুসলমানদিগের বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা ও আলোচনা করিলে অনেক কথাই মনে উদিত হয়। এককালে শিক্ষায়-দীক্ষায় যে জাতি জগতের সর্ব্বোচ্চ-স্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ তাহাদের শিক্ষার কি শোচনীয় অবস্থা! আজ আমরা বাংলার মুসলমান দিগের শিক্ষা সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমাদের নব্য ইংরেজী বাংলা শিক্ষিত প্রৌঢ় ও যুবকদিগের অনেকের মুখেই শুনিতে পাই, পূর্ব্বতন মওলবী-মওলানা অর্থাৎ মোল্লার দলই "ইংরেজী শিক্ষা হারাম", "ইংরেজী শিক্ষা করিলে কাফের হইবে" এইরূপ ফৎওয়া প্রচার করিয়া মুসলমান দিগের ইংরেজী শিক্ষার পথাবরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতেই মুসলমান দিগের বর্ত্তমান অধঃপতন। এজন্যই আমরা ইংরেজী শিক্ষায় হিন্দুর অপেক্ষা একশত বা পঞ্চাশ বৎসর পিছনে পড়িয়া গিয়াছি। এই মন্তব্য জাহির করিয়া ঐ সকল মওলবী মোল্লার প্রতি অজস্র গালি-বর্ষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ ফৎওয়া কোন্ মওলবী মওলানা দিয়াছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ তাঁহারা এযাবৎ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। অন্ততঃ একখানা দলিল ও এযাবৎ তাঁহারা পেশ করিতে সমর্থ হন নাই। যদি আলেমদিগের ফৎওয়ার জোরেই ইংরেজী শিক্ষার গতি রোধ হইত, তবে সেই আলেমেরাই অনবরত নামাজ পড়িবার জন্য, রোজা রাখিবার জন্য, জাকাৎ প্রদান জন্য, হজ্জ করিবার জন্য, ঘুষ, রেশওত ও সুদ গ্রহণে বিরত থাকিবার জন্য, সর্ব্ব প্রকার বে-শরা ও বেদয়াত কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য, শরাব, তাড়ি ইত্যাদি নেশা পানে ক্ষান্ত থাকিবার জন্য, ব্যভিচার ও বেশ্যা-শক্তির গতিরোধ জন্য, পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ না করিবার জন্য অনবরত ওয়াজ নসিহত করিয়া বেড়াইতেছেন, চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিতেছেন। তাহাতে কত মুসলমান ঐ সকল কুকার্য্য হইতে বিরত হইতেছে! বোধ হয় এই বঙ্গদেশে ৫০৬০ হাজার আলেম, ওয়ায়েজ ও বক্তা ঐ সকল বিষয়ে অনবরত ওয়াজ-নসিহত করিয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু তাহার ফল অতি সামান্যই ফলিতেছে। আর কোন্ আলেম বা মওলবী-মওলানা ইংরেজী শিক্ষা করিতে মুসলমান দিগকে নিষেধ করিয়াছেন, বা ফৎওয়া জারী করিতেছেন, তাহাতেই বঙ্গের ২৬২৭টি জেলার মুসলমান স্ব স্ব সন্তানদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে বিরত হইয়াছিল, একথাগুলিকে পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই মনে করা যাইতে পারে না।

তারপর যদি মানিয়া বা ধরিয়া লওয়া যায় যে, কোন কোন মওলবী-মওলানা বা আলেম যদি ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন, বা ২১টি ফৎওয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা দেশের তদানীন্তন হিন্দু সমাজের অবস্থা দেখিয়াই দিয়া থাকিবেন বা বলিয়া থাকিবেন। কারণ ইংরেজী শিক্ষা করিয়া তদানীন্তন হিন্দু সমাজের অনেক বড় বড় লোক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহা না হইলে রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জী, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী, কালীচরণ ব্যানার্জ্জি প্রভৃতির ন্যায় অসংখ্য উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ বংশীয় লোককে খৃষ্টিয়ানরূপে দেখা যাইত না। অবশ্য রাজা রামমোহন রায়, ইসলাম ধর্ম্মের ছায়াবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করাতে, হিন্দুদিগের খৃষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বনের গতি অনেকটা রোধ হইয়াছিল। তারপর, বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে যেরূপ নাস্তিক, ইস্‌লামদ্রোহী দলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মওলবী মওলানা ও আলেমদিগের ধারণা অভ্রান্ত বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। বড় বড় হোমরা চোমরা উচ্চ ইংরেজী শিক্ষিত বহু সংখ্যক মুসলমানে কেবল ধর্ম্মকার্য্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে শিথিল প্রযত্নই নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই। তাঁহারা পূত ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিষোদগার করিয়া থাকেন। ইহা সকলেই অবগত আছেন। মুসলমানের চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার প্রভৃতিও তাঁহারা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এবং ঐ সকলের প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করেন! অবশ্য তাঁহারা উকিল-ব্যারিষ্টার হইতেছেন, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হইতেছেন, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেছেন। ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট ও মুন্সেফ হইতেছেন। পার্থিব উন্নতি বেশ করিতেছেন, কিন্তু ইস্‌লামের দিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্পূর্ণ রূপে নিরাশ হইতে হয়। আবার স্বল্প ইংরেজী এবং বাঙ্গালা শিক্ষিত অনেক যুবকও প্রকাশ্য ভাবে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে "যেহাদ" ঘোষণা করেন। কিন্তু হিন্দু সমাজের অবস্থা ইহার বিপরীত। তাহারা তাহাদের অসার পৌত্তলিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করেন। পৌত্তলিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। বঙ্গদেশে যদি বড় বড় আরবী মাদ্রাসা মধ্য শ্রেণীর জুনিয়র মাদ্রাসা ও মক্তবগুলি না থাকিত, আর কেবল মাত্র ইংরেজী শিক্ষাতেই মুসলমান ছাত্রগণ আত্ম-নিয়োগ করিত, তাহা হইলে, সমগ্র মুসলমান সমাজ নাস্তিক, ইসলাম ধর্ম্মাচারভ্রষ্ট, গোমরাহ বা মোরতেদ হইয়া যাইত। সুতরাং বর্ত্তমান প্রণালীর ইংরেজী শিক্ষায় ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও মুসলমান জাতি কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বা লাভবান্ হইয়াছে, তাহা চিন্তা ও বিবেচনা করিবার বিষয়। খান বাহাদুর মওলবী দেলাওর হোসেন আহ্মদ মরহুম ও মিঃ জরীফ এম, এ ও ব্যারিষ্টার মিঃ সালাহুদ্দীন খোদা বখ্শের ইস্‌লাম-বিরুদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে মুসলমানদিগের বর্ত্তমান ইংরেজী শিক্ষার শোচনীয় পরিণাম হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহা এক ঘেয়ে ইংরেজী শিক্ষার ফল। কওমী অর্থাৎ জাতীয় শিক্ষার সহিত ইংরেজী শিক্ষা করিলে এমন শোচনীয় অধঃপতন ঘটিত না।

আমাদের উপরোক্ত মন্তব্য পাঠে একথা কেহ মনে করিবেন না যে, আমরা ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধ-বাদী। আজ ইংরেজী পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান ভাষা, আর আমাদের ভারতবাসী বা বঙ্গবাসীর রাজভাষা। সুতরাং সকল দিক দিয়াই এই ভাষা আমাদের শিক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং আবশ্যক। কিন্তু শিক্ষা প্রণালীর দোষেই ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানগণ বিপথগামী হইতেছেন। আর স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলিও আমাদের ধর্ম্ম ও জাতীয়তা রক্ষার অনুকূল নহে। গ্রন্থকার যে বিশ্বাস বা যে মতাবলম্বী লোক হন, তাঁহার লিখিত গ্রন্থেও তাঁহার সেই মনের ভাবই ব্যক্ত হয়। উহা অদৃশ্যভাবে পাঠকের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এইরূপ বর্ত্তমান প্রচলিত ইংরেজী পুস্তক পাঠে মুসলমানদিগের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া, তাহাদের মন হইতে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব অন্তর্হিত করিয়া থাকে। যদি ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাবপূর্ণ গ্রন্থাবলী ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইত, তবে তাহা পাঠ করিয়া ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা বিপথ-গামী হইতেন না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্য ইস্‌লামের অনুকূল নহে। অগত্যা আমাদের বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক। স্কুলের পার্শীয়ান শিক্ষকগণই সেই দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিতে পারেন। ইংরেজী পুস্তকগুলি ইস্‌লামের অনুকূলভাবে সঙ্কলিত, রচিত ও মুদ্রিত হইবে, সে আশা আমরা করিতে পারিনা। সেরূপ করিবার জন্য জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আবশ্যক। সুতরাং অন্ততঃপক্ষে বাংলা এবং ইংরেজী উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় সমূহে ইস্‌লাম ধর্ম্ম-শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। ছাত্রগণ যাহাতে ধর্ম্মানুষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়, তাহার বন্দোবস্ত বিশেষভাবে করা উচিত। সমাজের নেতৃমণ্ডলী এবিষয়ে মনোযোগী না হইলে কিছুই হইতে পারে না। মুসলমান ছাত্রগণ বিধর্ম্মীর সংস্রবে থাকিয়া ধর্ম্ম-জীবন ও জাতীয় জীবন হারাইয়া ফেলিতেছেন। পোষাক পরিচ্ছদে তাঁহারা হয় হিন্দু, নয় ফীরিঙ্গি সাজিতেছেন। স্কুল-কলেজ আফিস-আদালতে বা পথে-ঘাটে মুসলমানদিগকে চিনা যাইতে পারে না। যে জাতির চাল-চলন ও পোষাক-পরিচ্ছদ এখ তিয়ার করা যায়, সাধারণতঃ সেই জাতিরই অনুকরণ করা হইয়া থাকে। বঙ্গীয় মুসলমানদিগের ঠিক সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। একদিকে দাড়ি চাঁছিয়া তাঁহারা হিন্দু বা ফিরিঙ্গি সাজিতেছেন, অন্য দিকে পোষাক-পরিচ্ছদে এবং চাল-চলনেও ঐ পথের পান্থ হইতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে

ইটালীর যুব-আন্দোলন

(‘বাংলার বাণী’ হইতে উদ্ধৃত)

ইটালী যে প্রকৃত পথ-ভ্রষ্ট হইয়া বিপদাপন্ন হইতেছিল, মুসোলিনি তাহাকে সেই পথে পুনরায় পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণ করিবার পর হইতে ফ্যাসিষ্ট নীতিবাদ ইটালীর অনেক উপকার সাধন করিয়াছে, কিন্তু জাতীয় বালিলা-সঙ্ঘ ইটালীর নৈতিক উন্নতির যত সহায়ক হইয়াছে, ফ্যাসিজম অনুষ্ঠিত অপর কোন প্রচেষ্টাই তদ্রূপ ফলোপধায়ক হয় নাই। এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে, গিয়োভানি বাতিস্তা পেরাসো নামক অষ্টাদশ শতাব্দীর এক যুবকের ডাক-নাম বালিলা। এই যুবকই ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তাহারই ফলে জেনোয়া হইতে অষ্ট্রীয়া বিতাড়িত হয়। তদবধি “বালিলা” কথাটী ইটালীতে যুবোচিত সাহস ও দেশ-প্রেমের দ্যোতকরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই সঙ্ঘের সভাপতির নাম সিনর বেনাতো রিসি; ইনি বয়সে নবীন এবং বিগত মহাযুদ্ধের এক বিখ্যাত সৈনিক, ফ্যাসিষ্ট দলের ইনি সহকারী সভাপতি এবং টাস্কেনী হইতে নির্ব্বাচিত ইটালীয়ান মহাসভার এক জন সদস্য।

অদূর ভবিষ্যতে যাহাদের হস্তে স্বদেশের ভাগ্যচক্র ন্যস্ত হইবে এবং স্বদেশের গৌরব রক্ষার ভার ভবিষ্যতে যাহারা বহন করিবে, সেই তরুণের শিক্ষার ব্যবস্থা সর্ব্বক্ষণ দূরদর্শী মুসোলিনির সমগ্র চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। তাঁহার অভিমত এই যে যাজক, বিদ্যালয় এবং পরিবার—এই তিনের সম্মিলিত প্রভাবকে একটী বিশাল সঙ্ঘে সুগঠিত করিয়া তাহার হস্তে দেশের তরুণ সৈনিকদলের পার্থিব শিক্ষার ভার অর্পণ করা কর্ত্তব্য এবং এমন ভাবে এই শিক্ষা প্রদান করা উচিত, যাহাতে তরুণগণ শিক্ষার রুচিতে এবং মানসিক বৃত্তিতে খাঁটি ইটালীয়ান হইয়া গড়িয়া উঠে।

“সৈনিকদল” কথাটী শ্রবণমাত্রই ফ্যাসিষ্ট নীতির বিরোধীরা এই অপবাদ প্রচার করিয়া থাকে যে, মুসোলিনি ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ ইউরোপ ও পৃথিবীর শান্তি-ভঙ্গের চক্রান্ত করিতেছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে “সৈন্যদল” বলিতে যুদ্ধোদ্দেশ্যে একত্রিত মানব-সমষ্টি অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ এবং উন্নত কোনও সঙ্ঘকেই বুঝিতে হইবে। কেন্দ্রীভূত আত্মপ্রত্যয়বান্ জাতীয় সামর্থ্য—যাহা প্রয়োজন হইলে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিবে, কিন্তু যাহার প্রাথমিক কর্ত্তব্য স্বদেশের ও বিশ্বের হিতের নিমিত্ত স্বদেশকে কৃষ্টি ও সভ্যতার পুরোভাগে রাখা—ইহাই হইল এইক্ষেত্রে “সৈন্যদল” শব্দের প্রকৃত অর্থ। এই উদ্দেশ্য লইয়া ফ্যাসিষ্ট ইটালী বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতেছে, তাহাদিগকে ব্যায়াম শিখাইতেছে, দৈহিক কষ্ট সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতে, সামরিক শিক্ষাও দিতেছে—আবার যে পিতা ভ্রাতারা নিজ প্রাণের বিনিময়ে মৃত্যুর গ্রাস হইতে স্বদেশের গৌরবোদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশধরদের উপযুক্ত শিক্ষাও দিতেছে।

“Libro e moscenotto Fascista perfetto” (অর্থাৎ Book and musket, Fascist perfect)—এই নীতি বাক্যেই মুসোলিনির অভিমতের সম্যক পরিচয়। Book (পুস্তক) হইতে যুবক ইটালী জীবনে সাফল্য লাভ করিবার উপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা করিবে; এবং musket (বন্দুক) দ্বারা তাহারা ইটালীর সীমান্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।

জাতীয় বালিলা-সঙ্ঘের গঠন প্রণালী চমৎকার। ইহা বালিলা, অর্থাৎ ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক এবং “আভাঁগারদিস্তি” অর্থাৎ ১৪ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক কিশোর লইয়া গঠিত। ১৯২৮ সালের শেষে বালিলার সংখ্যা ছিল ৮১৮,২৪২ জন, এবং আভাঁগার দিস্তির সংখ্যা ছিল, ৪২৩৯৫৯ জন; একুনে ১,২৩৬,২০১ ফ্যাসিষ্টদলের প্রয়োজনে এই সঙ্ঘ হইতে যদি কয়েক দলকে অপসারিত করাও হয়, তথাপি এই সংখ্যা প্রায় অপরিবর্ত্তিত থাকে; কারণ ৮৯৫৮৪ জন আভাঁগার-দিস্তিকে ফ্যাসিষ্ট মিলিশিয়ায় স্থানান্তরিত করা হইলে ১০৪,০৩৩ জন বালিলা তাহাদের স্থান গ্রহণ করে; এবং নূতন বালিলা সংগ্রহ করিয়া আবার তাহাদের স্থান পূরণ করা হয়।

দশ লক্ষের অধিক বালক ও কিশোরের এই বিরাট বাহিনী ৫০০ দলে বিভক্ত; বাহিনীর অফিসারের সংখ্যা ৪০৪৩; এবং সঙ্গে ৬৪৬ জন ধর্ম্ম যাজক এবং ৪৭০ জন ডাক্তারও আছেন।

জাতীয় বালিলা-সঙ্ঘের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বভাবতঃই অঙ্গচালনার স্থান খুব উচ্চে; কিন্তু আতিশয্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। এ পর্য্যন্ত সরকারী স্কুলের জিমন্যাষ্টিক্ শিক্ষকগণকেই শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে, রোমে যে Fascist Academy of Physical Education. (ফ্যাসিষ্ট ব্যায়াম শিক্ষালয়) স্থাপিত হইয়াছে, ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগকেই কেবল এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইবে। বিদ্যালয়ের রেক্টর রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসার; তিনি এবং ফ্যাসিষ্ট মিলিশিয়ার কাউন্সিল ঐ বিদ্যালয় পরিচালনা করেন; শিক্ষকগণ সকলেই বিশেষ অভিজ্ঞ।

বালিলা-সঙ্ঘ সদস্যগণকে ব্যায়াম, কুস্তি এবং নানাপ্রকার শ্রমসাধ্য খেলাধুলায় উৎসাহ দান করিয়া থাকে। সঙ্ঘ দেশের সর্ব্বত্র এই সকলের প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করে; এতদ্ব্যতীত ভ্রমণ, excursion, ক্যাম্পিং প্রভৃতিরও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ski ing (বরফের উপর হাটা), নৌকা বাইচ, তলয়ার শিক্ষা, সাঁতার দেওয়া, বন্দুক ছোঁড়া প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া হয়। মুক্ত বায়ুতে দলবদ্ধ ভাবে এই সকল ব্যায়াম ও কসরৎ করিয়া ইটালীয়ান বালকগণের যে মহদুপকার সাধিত হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ফ্যাসিজমের পূর্ব্বে এই সকল কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না; তখন, শরীর চালনার অভাবে স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা প্রায় স্বাস্থ্যহীন হইত। ১৯২৮ সালে ৫০,০০০ জন আভাঁগারদিস্তি নানা প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল।

বালিলা-সঙ্ঘ কৃষ্টির সঙ্গে ২ ব্যবহারিক শিক্ষা (মটরিং, টেলিগ্রাফি, কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি) শিক্ষার ক্লাসও করিয়া থাকেন, কনসার্টের আয়োজন করেন, সঙ্গীত শিক্ষা দেন। ১৯২৮ সালে সঙ্ঘ এই সকল শিক্ষার্থ এবং দেশ-ভক্তি প্রচারার্থ ১৯২৮টি বক্তৃতা সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের ৩৪৭টি লাইব্রেরী ও ৩৭০০০ হাজার পুস্তক আছে; এই শাখার কার্য্য দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

বালিলা-সঙ্ঘের নিজস্ব এম্বুল্যান্সও আছে; এবং বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম হইতে প্রত্যেক সদস্যকে দুর্ঘটনা বীমা করিতে হয়। কোনও বালক কোনও দুর্ঘটনায় কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িলে তাহার পরিবার বর্গকে ৩০.০০ লিরা (প্রায় ৩০০ পাউণ্ড) এবং মারা গেলে ১০,০০০ লিরা (১১০০ পাউণ্ড) দেওয়া হয়। বালিলা-সঙ্ঘের সদস্য হউক আর না হউক, সমস্ত সরকারী স্কুলের ছাত্রদের জন্যই এই বীমার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ফ্যাসিষ্ট মতবাদ ইটালীর যে উপকার সাধন করিয়াছে, তাহার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে ইটালীয়ান বালকেরা যাহাতে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস অবলম্বন করিয়া জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে পারে, ইটালীয়ান গভর্ণমেণ্ট সেই ব্যবস্থা করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছেন।

মুসলমানের অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব হইয়াছে। পঞ্জাব, হিন্দুস্থান—এমন কি, বিহার প্রদেশের অবস্থাও অনুরূপ। ঐ সকল প্রদেশের মুসলমানদিগের মধ্যে অন্ততঃ মুসলমানী পোষাক পরিচ্ছদটুকু অক্ষুণ্ণ আছে।

পূর্ব্বকালে মুসলমান বালক বালিকাদিগকে প্রথমে কায়দা বোগদাদী, আমপারা, কোরআন শরীফ পড়ান অভিভাবকগণ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু অধুনা সে নিয়ম দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে। মুসলমান ছেলেরা পড়া আরম্ভ করিয়াই আজকাল এ, বি, সি, ডি বা ক, খ, গ, ঘ আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করে। আলেফ, বে, তে, সের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অভিভাবকগণ এই শিক্ষা প্রণালীই পছন্দ ও মনোনীত করিয়াছেন; এজন্য এই সকল বালক বা বালিকা কোরআন শরীফও শিক্ষা করে না, সুতরাং নমাজ পড়িবার সুযোগ ঘটে না। বাংলা মসলা-মসায়েলের পুস্তক কেহ কেহ পড়ে বটে, কিন্তু নমাজ-রোজার ধার খুব কমই ধারিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে মক্তব এবং জুনিয়র বা সিনিয়র মাদ্রাসা সমূহে ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষার আশানুরূপ ব্যবস্থা না থাকাতে উহার ছাত্রগণ ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যথোপযুক্ত পরিপক্কতা লাভ করে না। মক্তব মাদ্রাসার আরবী-উর্দ্দু শিক্ষার শিক্ষকগণ উপযুক্ত উৎসাহী পরিশ্রমী ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন হইলে এই সকল অবস্থার অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আশা করি, আমাদের বঙ্গীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই শিক্ষা-সঙ্কটের প্রতীকার করিয়া ইস্‌লামের গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

জীবন্ত-সমাধি

(সমালোচনার জন্য লিখিত)

[মোহাঃ আনিছোর রাহমান]

পরম করুণাময় অল্লার নামে আরম্ভ করিতেছি। বহু যোগী, বহু পণ্ডিত ও দার্শনিক সুধি মণ্ডলী যে স্রষ্টার সৃষ্টি-রহস্যোদ্‌ঘাটনে নতশির; যাঁহার অলৌকিক জ্যোতিঃ দর্শনে হজরত মূছা (আঃ) নির্ব্বাক, নিস্পন্দাবস্থায় দীর্ঘকাল ছেজদা-রত সংজ্ঞাহীন ছিলেন; নশ্বর জগতের সম্পদ-মত্ত, আত্মগরিমামুগ্ধ নমরূদকে স্বয়ং জগৎ প্রভূ আখ্যা লাভের বাসনা চরিতার্থ করিতে যাইয়া যাঁহার একটী হেয় সৃষ্টি মশক দংশনের ব্যথা প্রশমন জন্য সহস্র পাদুকাঘাত শীরে ধারণ করতঃ আত্মাভিমানের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল, অস্থি মাংশ চর্ম্মচ্ছাদিত মানব দেহে মরজীব সুলভ জ্ঞানে, মানবী মস্তিস্কের ক্ষুদ্র কল্পনা পরিচালিত তুচ্ছ ভূপতি, কল্পনাতীত অচিন্ত্য, অনন্ত শক্তি বিশিষ্ট বিশ্বপতি খোদাতা’য়ালাকে শরীর বিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া তন্নির্দ্দেশে আকাশ পথে শর চালনা করতঃ মূর্খতার পরিচয় দিয়াছিল; যে সর্ব্বস্রষ্টা জগৎ পাতার হেম-হস্ত হজরত এব্রাহিম (আঃ)কে নমরূদের মহা অনল-কুণ্ড হইতে রক্ষা করিয়াছিল, আমাদের শেষনবি হজরত মোহাম্মাদ (ছঃ) যাঁহার কৃপায় শত্রুগণের সতর্ক দৃষ্টি সমক্ষেও রক্ষিত হইয়াছিলেন; যিনি মুহূর্ত্তে সৃষ্টি ও লয় করিতে সর্ব্বক্ষম, গ্রহ-নক্ষত্র পুঞ্জ যাঁহার অসীম শক্তি ও কৌশলের সাক্ষ্য স্বরূপ শূন্যে ভ্রাম্যমান, অনিল রাশি যাঁহার অদৃশ্য শক্তির প্রকট প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে, সলিল রাশি যাঁহার স্নিগ্ধ স্নেহ-প্রবণতা ঘোষণা করিয়া অবিরাম গতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী সুদৃঢ় গিরি রাজী, বন, উপবন ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রকৃতি-উদ্যানে যাঁহার অসীম শিল্প-নৈপুণ্য নানাভাবে নানা রঙ্গে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, এই নগণ্য দাসানুদাস সেই সর্ব্ব-স্রষ্টা জগৎ পাতার অসীম মাহাত্ম্য বর্ণনে অক্ষম। মর-জগতের এই ক্ষুদ্র, আশাজীন গ্রন্থকার কেন, সমগ্র জগৎবাসী এমন কি ফেরেশ্‌তাগণও সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা বিধাতার মহিমা-কীর্ত্তনে বিগত-বল।

মাতৃ স্তন্যে জীবন ধারণ পূর্ব্বক জননীর স্নেহের ক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করিয়াছি, সেই ভাষার ক্রমানুশীলনে ও প্রকৃতির সাহায্য গ্রহণে বিশ্ব-জগতের সহিত আমরা কিঞ্চিৎ পরিচিত হইয়াছি। যদিও আমরা সৃষ্টি-কর্ত্তা খোদাতা’য়ালার সৃষ্টির গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম, তথাপি কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, মানবী বৃত্তির কল্যাণে মোটা জ্ঞানে নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, আমাদের কিছু কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। সংসার বিশ্ব-নিয়ন্তা জগৎপাতার ক্রীড়া-ক্ষেত্র বিশেষ ও জীব-শ্রেষ্ঠ মানবের কর্ম্ম-ক্ষেত্র। আর সকল বস্তুই যেন মানবের আবশ্যকীয় সাহচর্য্য ও শিক্ষাপ্রদ ভাবে সৃজিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনে হয়, যেন খোদাতা’য়ালা আমাদের প্রতি মহাব্রত পালনের কঠোর আদেশ করিতেছেন। আমরা অর্ব্বাচীনের ন্যায় প্রভূর ইঙ্গিত উদ্দেশ্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া সত্যকে অসত্যরূপে সোজাকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করিয়া বিধিনিরূপিত শৃঙ্খলতার সুগম পথে কণ্টকারোপ করিতেছি ও স্বীয় প্রবৃত্তির অনুগমন করতঃ দিন দিন গভীর পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছি। কুপ্রবৃত্তিরূপ শয়তান আমাদিগকে সেই প্রশ্রিত পথে আশক্তি জন্মাইয়া নিরয় সমুদ্রের দিকে চালিত করিতেছে। আমরা দিন দিন হীন দশায় পতিত হইয়া কুরুচির পরিতোষ সাধনে কৃতার্থ হইতেছি এবং জগতে কর্ম্মজীবের সমক্ষে একান্ত অপদার্থ বলিয়া পরিচিত হইতেছি। যখন আমাদেরই কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্ব পুরুষের শ্রুতি-সুখকর যশোগানে একান্ত অধীর এবং নিজের বংশের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে উদ্বিগ্ন দেখিতে পাই, তখন আক্ষেপের হস্ত স্বীয় বক্ষদেশে স্থাপন করিতে বাধ্য হইতে হয়। এরূপ আত্ম-গৌরবে কি বীরত্ব আছে, চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি না। তাঁহারা যে পবিত্র কোরআনের উক্তি—

(كل مؤمن اخوان “কুল্লো মো’মেনুন্ এখ্‌ওয়াতুন্” খোদা-বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেই একে অপরের ভ্রাতা”) অবহেলা করিয়া বিশ্ব মানবতার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া থাকেন এ কথা বলাই বাহুল্য। মানব! তুমি স্বীয় জীবন মূলে লক্ষ্য কর, কোথা হইতে তোমার আগমন, আর কোথায় যাইবে। তোমার সৌভাগ্য কি, তোমার দুর্ভাগ্যই বা কি; কেন খোদাতা’য়ালা আমাদিগকে এই সুদূর প্রবাস-ক্ষেত্র ধরা ধামে পাঠাইয়াছেন, এই সকল বিষয়ের চিন্তা তোমাকে একটী ক্রমোন্নত পথে লইয়া যাইবে। ইহজীবন ও পরজীবনের গৌরবময় পথে তোমাকে যাইতে হইবে। ভ্রাতঃ তুমি যদি বল—“স্ব-ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া চলাই জীবনের সুখ; জন্মের পূর্ব্বে কি ছিলাম, মৃত্যুর পরই বা কি অবস্থা ঘটিবে, তাহা যখন অনবগত, তখন পাপই বা কি, আর পুণ্যই বা, কি, আমি যখন যাহা করি তাহাই শুভ” এই রূপ কথার অবতারণা কর, তাহা হইলে তোমাকে বিবেক সম্পন্ন মানব বলা যায় না। বিবেকহীন মানব আর অন্যান্য ইতর প্রাণীর মধ্যে সুধু আকারেই পার্থক্য থাকিতে পারে। দয়াময় বিশ্ব-নিয়ন্তা মানবকে পরমাত্মা দান করিয়া বুদ্ধ করিয়াছেন, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, উভয়ের সমাবেশে মানবী ভাবের উৎপত্তি। মানব-মন সুরুচি সম্পন্নরূপে গঠিত হইলে সদ্‌বৃত্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া থাকে। সদ্‌বৃত্তির দ্বার উম্মুক্ত হইলে—পরমাত্মার প্রভাব পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে, যদিও মানবী ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কেহ কোন সময় একটী মন্দ কার্য্য করিয়া থাকে, তথাপি অন্য সময়ে ঐ কার্য্য তাহারই নিকট নিশ্চয় অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, ইহার নিমিত্ত অন্যের বিচারের অপেক্ষা করিতে হইবে না। যাহা সৎ কার্য্য, যাহাতে সুযুক্তি আছে, যাহাতে সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতাবস্থারই প্রভাব এবং পরমাত্মার প্রভাবেই ইহা অনুমিত হয়। “উহা” সরল সাধু ভাবের পুরস্কার স্বরূপ মানব মনে শান্তি আনিয়া দেয় ও অসৎ কার্য্যের শাস্তি স্বরূপ অন্তরে অনুতাপ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে। ইহলোক ও পরলোকে পরমাত্মার কার্য্যপ্রণালী বিস্তৃত রহিয়াছে। মৃত্যুর পর সত্য বা বিশ্বাস এবং মিথ্যা বা অবিশ্বাস উভয়ের ভাব বর্ত্তমান থাকিবে। উহাই মানব জীবনের কর্ম্মফল।

(ক্রমশঃ)

ঘরকন্নার খুঁটিনাটি

ঘরের ভিতর বর্ষাকালে বায়ু প্রবেশের যে সকল ছিদ্র বা পথ থাকে, তাহার উপর পশমের পর্দ্দা ঝুলাইয়া দিতে হয়—পশমের পর্দ্দা বাতাসের সকল আদ্রতা টানিয়া শুষ্ক করে।

কক্ষের এক কোণে এক তাল কর্পূর রাখিয়া দিলেও উহা কক্ষের বায়ুর আর্দ্রতা টানিয়া লয়।

কক্ষ আর্দ্র কিনা জানিতে হইলে কক্ষ মধ্যস্থ আয়নার উপর জলকণা পড়িয়া উহা মলিন হইয়াছে কি না দেখিতে হইবে।

চামচের উপরে ডিমের দাগ ভিজা লবণ দিয়া তুলিয়া ফেলা যায়।

রুমাল কাচিবার পূর্ব্বে লবণ মিশ্রিত শীতল জলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়।

কার্পেট ধুইবার জলে এক চামচ ভিনিগার যোগ করিয়া লইলে কার্পেট শুকাইলে উহার রং উজ্জ্বল হয়।

ফুলকপি রাঁধিবার বা কুটিবার পূর্ব্বে শীতল জলে কিছুকাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়। ইহাতে ইহার ভিতরকার পোকাগুলি বাহির হইয়া আসে।

উত্তম ছুরির বাঁটের উপর কোন দাগ লাগিলে খুব সূক্ষ্ম পিউমিস পাথরের গুঁড়া জলের সহিত মাখিয়া ঘসিয়া দিতে হয়।

মাড়ের সহিত কিছু লবণ মিশাইয়া দিলে ইস্ত্রি কাপড়ের উপর লাগিয়া যায় না। —(সম্মিলনী)

বিচিত্র বার্ত্তা

গত বৎসর বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় আড়াই লক্ষ যাত্রী সমুদ্র-পথে লণ্ডনে আসিয়াছিল।

অন্ধদের লইয়া চলাফেরার জন্য Lausanneতে সম্প্রতি কুকুরদের রীতিমত সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত একটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

লণ্ডনের পশুশালায় সম্প্রতি যে ৪ হাজার নূতন পশু পক্ষী সরীসৃপ ও মৎস্য সংগৃহীত হইয়াছে উহার মূল্য ৩৫ হাজার পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

গত বৎসর বিলাতের সুবিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ১৭,৪২৭ জন অপরাধীকে আঙ্গুলের টিপসই দেখিয়া ধরা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেখানে ৪,৩০০০টি অপরাধীকে ধরিবার জন্য তাহাদের টিপসই মজুদ আছে।

পৃথিবীর মধ্যে এখন কেবল আরবেই রীতিমত প্রকাশ্যে ক্রীতদাস ব্যবসায় প্রচলিত আছে। এই

বঙ্গীয় প্রজা-পার্টি

নেতা ও কর্মকর্তা নির্বাচিত

৩রা জুলাই ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনের পর রাত্রি সাড়ে সাতটার সময়ে ৯২ নং রিপন ষ্ট্রিটে মিঃ আবদুর রহিম সি, আই, ই, সাহেবের বাটীতে "বঙ্গীয় প্রজা পার্টির" বিশেষ জরুরী অধিবেশন আরম্ভ হয়। মিঃ আবদুর রহিম সি, আই, ই, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পার্টির প্রোভিন্সিয়াল সেক্রেটারী মওলবী তমিজুদ্দীন খাঁর প্রদত্ত বিবরণীতে জানা গেল যে, ঐ দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নিম্নলিখিত ২১ জন সদস্য "বঙ্গীয় প্রজা পার্টির" সদস্য হইয়া যথারীতি পার্টির ক্রীড ও প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত করিয়াছেন যথা:—১। মওলবী এ, কে, ফজলুল হক, ২। মিঃ আবদুর রহিম সি, আই, ই, ৩। খান বাহাদুর মওলবী আলিমুজ্জমান চৌধুরী, ৪। বাবু জিতেন্দ্র লাল ব্যানার্জ্জি, ৫। মওলবী তমিজুদ্দিন খাঁ, এম-এ, বি-এল, ৬। খান বাহাদুর মওলবী আজিজুল হক, বি-এল, ৭। মওলবী আবদুল করিম বি-এ, ৮। খান সাহেব মোয়াজ্জম আলি খাঁ, ৯। মওলবী মোহাম্মদ সাদাতউল্লাহ বি-এল, ১০ মলবী এ, এফ, এম আবদুর রহমান, ১১। খান সাহেব মলবী বজলুল হক বি-এল, ১২। মওলবী মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ, ১৩। মওলবী শাহ আবদুল হামিদ, ১৪। মওলবী মোহাম্মদ হোসেন বি-এল, ১৫। মওলবী সৈয়দ মজিদ বখ্‌শ বি-এল, ১৬। মওলবী নূরর রহমান খাঁ ইউসুফজয়ী, ১৭। মওলবী নূরুল আবসার, ১৮। মঃ বদী আহমদ, ১৯। হাজী লাল মোহাম্মদ, ২০। মওলবী মোহাম্মদ বশিরুদ্দিন, ২১। মওলবী আবদুর হাকিম মোখতার। সেক্রেটারীর বর্ণনায় হইতে জানা গেল যে, ঢাকার নওয়াব বাহাদুর, নওয়াব মোশারফ হোসেন, মিঃ আলতাফ আলি, মিঃ শহিদ সোহরাওয়ার্দ্দী, খাজা নজমুদ্দিন, মিঃ এফ, রহমান ও মিঃ রেজাউর রহমান খাঁ প্রজা পার্টির সদস্য হইবার জন্য যথারীতি দরখাস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের দরখাস্ত সভাপতির সমক্ষে পেশ করা হইলে উহা পার্টির আগামী অধিবেশনে বিবেচিত হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। এই স্থলে আরও জানা গেল যে, মিঃ আবুল কাসেম সাহেব প্রজা-পার্টির ক্রীড ও প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখত করিবার পর স্বীয় দস্তখত প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। অনন্তর সভাপতির আদেশে প্রোভিন্সিয়াল সেক্রেটারী মওলবী তমিজুদ্দিন সাহেব সমিতির নিয়মাবলী পাঠ করিলে উহা যথারীতি আলোচিত ও সংশোধিত হইয়া পরিগৃহীত হইল। অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে বঙ্গীয় প্রজা-পার্টির নেতা ও কার্য্য পরিচালক নির্ব্বাচিত হন:—লিডর:—মওলবী এ, কে, ফজলুল হক, ডেপুটি লিডর:—মিঃ আবদুর রহিম সি, আই, ই, সেক্রেটারী:—খান বাহাদুর মওলবী আজিজুল হক বি, এল ও মওলবী আবদুল হামিদ শাহ, হুইপ:—মওলবী মোহাম্মদ ফজলুল্লাহ, মওলবী মোহাম্মদ হোসেন বি-এল, ট্রেজারার:—মিঃ আবদুর রহিম সি, আই, ই, অডিটর:—মওলবী মোহাঃ আবদুল হাকিম, (সম্পাদক হানাফী—নন্‌-মেম্বর)

এতদ্ব্যতীত—(১) আনন্দ বাজার পত্রিকা (২) বাঙ্গলার কথা, (৩) 'ব্লাডি সাইমন গো ব্যাক' নামে কাগজগুলি অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হইয়াছে। একখানা পোষ্টার লেখার জন্য জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী দণ্ডিত হইয়াছেন। আলোচ্যবর্ষে ৬৭১টি স্থান হইতে দমকলের ডাক আসিয়াছিল, আগুন ও জলে মোট ৭,১৪,৮৫১ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর এতদপেক্ষা ৩, ৪৭, ৮৫৫ টাকা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। প্রতি অগ্নিকাণ্ডে গড়ে ১,০৬৫ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২১ জন আহত হইয়াছে ও ১৬ জন লোক মারা গিয়াছে। মোটর এ্যাম্বুলেন্স বিভাগে ১২খানা গাড়ী ১০ জন চালক, ২০ জন ভৃত্য আছে। আলোচ্যবর্ষে এ্যাম্বুলেন্সের ১৬,৫৪৮টি কল আসিয়াছিল—পূর্ব্ব বৎসর এতদপেক্ষা ১০টি কল কম ছিল। হাঁসপাতালে স্থানাভাব বশতঃ বিশেষ অসুবিধা হইতেছে।

আদর্শ পিতা

৫৪ বৎসরে প্রবেশিকা পাস

সিরাজগঞ্জ মহকুমার কাজিপুর থানায় মঘাই গ্রামের দলিল বক্স সরকার এই বৎসর ৫৪ বৎসর বয়সে মেমনসিংহ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি পাবনা কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়া তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার এই অকালে পরীক্ষা দেওয়ার কারণ হইল, ইহার অধ্যয়ন বিমুখ পুত্রগণের সম্মুখে একটা উদাহরণ উপস্থিত করা। পুত্রগণকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া ইনি গত বৎসর পরীক্ষা দেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। এই অকৃতকার্য্যতায় হতাশ না হইয়া বৃদ্ধ উৎসাহ সহকারে পড়াশুনা চালাইয়া এবার এই ফল লাভ করিয়াছেন।

বাংলার শিক্ষা

সরকারী রিপোর্টের খবর

১৯২৭-২৮ সনের শিক্ষা বিবরণীতে প্রকাশ,—এই বর্ষে বঙ্গদেশে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩,৩৬৫; ছাত্রসংখ্যা ২৫,০১,১১২; এর মধ্যে পুরুষ ২০,২৯,৭৮৬ ও মহিলা ছাত্রীর সংখ্যা ৪,৭১,৯২৪ জন। সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয় সংখ্যা ৬১,৭৮৬; তন্মধ্যে কলেজ ৬৫, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ১০৬১, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ১৮৩২, প্রাইমারী বিদ্যালয় ৫৫,৬০৩ ও বিশেষ বিদ্যালয় ৩২৩৩টি। এই সকল বিদ্যালয়ে মোট অর্থ ব্যয় হইয়াছে ৪,১৪,৭২,৭০৫৲, তন্মধ্যে রাজকোষ হইতে ১,৪৯,৮৮,৫৮৭৲, ছাত্র বেতন হইতে ১,৭০,৯৫,২৫৫৲ এবং ব্যক্তিগত দান হইতে, ৬৮,৭৯,১৭৮৲ পাওয়া গিয়াছিল।

পিতার কন্যা-হরণ

আসামীর ৪ বৎসর কারাদণ্ড

দিল্লীর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটর এজলাসে একটি হিন্দু বালিকার পিতা এবং অপর দুই ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগ এই যে, বালিকার পিতা তাহার বিবাহিতা কন্যাকে স্বামীর নিকট হইতে লইয়া গিয়া তাহাকে বিধবা বলিয়া দিল্লীর কোন বানিয়ার সহিত বিবাহ দেয়। ঐ সময় উক্ত বানিয়ার নিকট হইতে ৩ শত টাকা লইয়া ছিল। কন্যাকে অপহরণ করার অভিযোগে পিতার ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। বর্ত্তমান মামলায় প্রতারণা পূর্ব্বক তিন শত টাকা লইবার অভিযোগে বালিকার পিতা এবং অপর দুই ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছে।

ভ্রাতৃ-বিরোধের পরিণতি

জমি লইয়া বিবাদ

সম্প্রতি বারুইপুর থানার এলাকাধীন উলুঘড়া নামক স্থান হইতে ভীষণ ভ্রাতৃ-বিরোধের খবর আসিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, একখণ্ড জমীর আবাদ লইয়া ভূদেব লস্কর ও তাহার ভ্রাতা গোপাল লস্করের মধ্যে বিবাদ বাধে। ভূদেব ও সতী কয়াল গোপালকে ছুড়ি দ্বারা আঘাত করিয়া গুরুতররূপে জখম করে। গোপালের স্ত্রী থানায় যাইতে চায়, তখন আসামিগণ তাহাকে বাধা দিয়া ভালরূপে চিকিৎসা করাইবে অঙ্গীকার করে। ডাক্তার আসিতে না আসিতেই গোপালের মৃত্যু হয়। তারপর তাহার স্ত্রী আসামিগণের প্রবল বাধা সত্ত্বেও থানায় যাইয়া খবর দেয়। পুলিস আসিয়া আসামিগণকে গ্রেফ্‌তার করে। তদন্ত চলিতেছে।

'সুলতান' সম্পাদকের ক্ষমা প্রার্থনা

তিন মাসের কারাবাস

'সুলতানে'র সম্পাদক দিলওয়ার হোসেন ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। গত ৯ই জুলাই এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ ২৫শে এপ্রিলের 'সুলতান' কাগজে "দৈনিক শাসন" শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হওয়ায় সম্পাদককে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। আসামী পক্ষের উকীল মিঃ এ, রহমান বলেন, সম্পাদক যুবক; তিনি সংবাদপত্র-সেবাব্রত চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইতেও প্রস্তুত। সুতরাং প্রথম অপরাধের আইনানুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট যেন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রতি লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি উপরিউক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মালিকুল মউতের মুলাকাত

সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

গত ২৯শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে আসানসোল খনি এলাকায় এবং বঙ্গের ৩টী জিলায় কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে যথা আসানসোল ১২ হইতে ১৬, হুগলী ৭-২১, জলপাইগুড়ী ১-১১ এবং মালদহ ১৩-২২ নিম্নলিখিত করেকটি জিলায় মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে যথা—বাঁকুড়া ১২-১ হাওড়া ২৭-১৭, কলিকাতা ৫৭ হইতে ৫১, চট্টগ্রাম ১০-৪।

বসন্ত

আলোচ্য সপ্তাহে বঙ্গের বিভিন্ন জিলায় বসন্ত রোগে নিম্নলিখিত মতে লোক মারা গিয়াছে। ময়মনসিংহে ৩৮, বর্দ্ধমানে ৬, কলিকাতায় ৬, ঢাকায় ৪, মুর্শিদাবাদে ৩, ত্রিপুরায় ৩, আসানসোলে ২, ২৪ পরগণায় ১, এবং হাওড়ায় ১।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

কলিকাতায় ১১ জন লোক মারা গিয়াছে।

আগামী ব্যবস্থা-পরিষদ

জলপ্লাবন ও ঢাকা-আরিচা রেলওয়ে

ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে ঢাকা-আরিচা রেলওয়ে ও জলপ্লাবন সম্বন্ধে মিঃ ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টি জিজ্ঞাসা করিবেন:—১। ঢাকা-আরিচা রেলওয়ের পরিকল্পনা ভবিষ্যতে কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা হইবে এবং তাহার বর্ত্তমান অবস্থা কি, গভর্ণমেণ্ট তাহার একটা বিস্তৃত বিবরণ দিবেন কি? ২। গত জুন মাসে আসাম ও আরাকানে যে প্রবল বারিপাত ও বন্যা হয়, আবহতত্ত্ব বিভাগ কি তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন? প্রবল বারিপাত ও বন্যা হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সতর্কবাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন কি? (ক) বন্যাপীড়িত কোন কোন স্থানে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছিল কি? (খ) মার্কিণ যুক্তরাজ্য ও যুরোপে নদীর জলের পরিমাণ কিরূপ বৃদ্ধি হইবে, আবহতত্ত্ব বিভাগ যেরূপ তাহার অনুমান করে, ভারতে কি সেরূপ করা হয়? (গ) যদি না করা হয়, তবে তাহার কারণ কি?

হজ কমিটির তদন্ত

কলিকাতায় সাক্ষ্য গ্রহণ

গত ৮ই জুন হজ তদন্ত কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হয়। কমিটিতে আছেন—অনারেবল মিঃ এইচ, বি, ক্রেটন (সভাপতি) খাঁ বাহাদুর হাজী আবদুল্লা, হাজি কাসেম, শেঠ হাজি আবদুল্লা হারুণ, অনারেবল স্যার ইব্রাহিম হারুণ জাফর, মিঃ ফজল ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, মিঃ হোসেন আলী পি, ইব্রাহিম, হাজী চৌধুরী মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব এবং খাঁ বাহাদুর মখদুম সৈয়দ রজন বক্স শাহ (সদস্যগণ) ও খাঁ বাহাদুর মুহাম্মদ ইনামুল হক (সেক্রেটারী)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হজ কমিটির সম্পাদক ও কলিকাতা পোর্ট পুলিসের ডেপুটি কমিশনার মিঃ এইচ, সি, হার্ট প্রধান সাক্ষী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হজকমিটি তাঁহাদের লিখিত বিবৃতিপত্রে জানান, বাঙ্গালার তীর্থ যাত্রীদল যাহাতে কলিকাতা হইতে জাহাজে চড়ে, তদ্বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত। বোম্বাইএ জাহাজে চড়িতে গেলে অনেক অসুবিধা সহ্য করিতে হয়,—প্রথমতঃ ভাষার বিঘ্ন, তার পরে ট্রেণে স্থানাভাব এবং খাদ্য সরবরাহের অসুবিধা। তাছাড়া ষ্টীমার ধরিবার জন্য যাত্রীদের বোম্বাইয়ে অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হয়। ইহার জন্য তাহাদের অনেক বাড়তি ব্যয় হয়। কলিকাতা হইতে জাহাজে চড়িবার উৎসাহ দানের জন্য কমিটি প্রস্তাব করেন, যাত্রী জাহাজ ছাড়িবার সময় যথা সময়ে বিজ্ঞাপন প্রভৃতির সাহায্যে প্রচার করিতে হইবে; স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিতে হইবে এবং বাঙ্গালার প্রত্যেক মুসলমান প্রধান বড় বড় স্থানে প্রচারক পাঠাইতে হইবে। কমিটীর মতে মহিলা ও শিশু যাত্রীদের ফটো না লইলেই ভাল হয়। ফটো তুলিলে মুসলমানদের ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। কমিটি আরও বলেন, এখানকার যাত্রী বিভাগের কাজ বোম্বাই ও করাচীর অনুরূপ হওয়া উচিত। সভাপতির উত্তরে মিঃ হার্ট বলেন, কলিকাতা হইতে খুব অল্প সংখ্যক যাত্রীই জাহাজে চড়ে। বোম্বাই ও করাচী হইয়া গেলে জাহাজে কম সময় থাকিতে হয় বলিয়াই বাঙ্গালী যাত্রীগণ বোম্বাই ও করাচীতে জাহাজে চড়ে।

হিন্দুর নারকীয় কার্য্য

দিল্লীতে নারী বিক্রয়ের ধুম

কিছুদিন যাবৎ দিল্লীর উদ্ধারাশ্রম গুলিতে বিধবা বিক্রয়ের ব্যবসা চলিতেছে বলিয়া একটি গুজবের সৃষ্টি হয়। এরূপ গুজব রটে যে, শহরের অনেকগুলি উদ্ধারাশ্রমে মেয়েলোক আমিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা হয় এবং অনেক সময়ে একটি স্ত্রীলোকই হাত ফেরতা হইয়া ৩।৪ স্থানে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই গুজবের ফলে শহরের অনেক সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপের প্রতি নজর রাখিতে ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এই পর্য্যন্ত এই গুজবের মূলোদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই। কয়েকদিন পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থ বিধবা আশ্রমের পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা ঐ আশ্রমে স্ত্রীলোকের ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পায়। উহাতে তাহারা সন্দেহ পরায়ণ হইয়া বিষয়টি পুলিসের কর্ণ গোচর করে। উহার ফলে পুলিস আশ্রম খানাতল্লাস করিয়া দুইটী যুবতী হিন্দু মেয়েকে উদ্ধার করিয়াছে। মেয়ে দুইটী পুলিসের নিকট বলিয়াছে যে, তাহাদিগকে রেল ষ্টেশন হইতে ভুলাইয়া আনিয়া জোর করিয়া আশ্রমে রাখা হইয়াছে, এই আবিষ্কারের ফলে শহরে খুব হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুগণ এই ব্যাপারে খুব ক্ষুব্ধ হইয়া বিভিন্ন আশ্রমের কার্য্যকলাপ তদন্ত করিয়া উহাদের কোনটিতে এই ধরণের ঘৃণিত ব্যবসায় চলে কিনা এবং এই ধরণের ব্যবসার অস্তিত্ব থাকিলে তাহা দূর করা যায় কিনা, তদ্বিষয়ে তদন্তের জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন।

শওকত আলীর তার

নূতন কমিটী গঠন

মওঃ শওকত আলী তারযোগে জানাইতেছেন—সেন্ট্রাল খিলাফত কমিটির কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমরা খিলাফৎ কমিটির সকল সদস্য এবং অন্যান্য মুসলমানদিগের গোচরার্থে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিতেছি। সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটীর বোম্বাই শহরস্থিত ভবনে গত ২৪শে, ২৮শে এবং ২৯শে জুন তারিখে মওলানা শফি দাউদীর সভাপতিত্বে উক্ত কমিটীর কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হইয়াছিল। কমিটীর স্থায়ী প্রেসিডেণ্ট মওঃ মুহাম্মদ আলী মুসৌরিতে তাঁহার কন্যার গুরুতর পীড়াবশতঃ সমিতির অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নাই। পঞ্জাব প্রদেশের জন্য সেন্ট্রাল কমিটীর শাখাস্বরূপ যে নূতন খিলাফৎ কমিটী গঠন করা হইয়াছে, সেই কমিটী যাহাতে আগামী ডিসেম্বর মাসে লাহোর শহরে খিলাফৎ কনফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশন হয়, সে জন্য নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন। কার্য্যকরী সমিতি সেই নিমন্ত্রণ পত্রের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, পঞ্জাবের মুসলমানগণ আর্য্যদের জমিয়ত তবলীগকে তাঁহাদের বার্ষিক অধিবেশন লাহোর শহরে করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটী এই সকল চেষ্টার জন্য মালিক লাল-দিন কাইসার, সৈয়দ হবিব শা, মিঃ গোলাম রসুল মেহরা এবং অন্যান্য বন্ধুবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ করিতেছেন যে মওঃ জাফর আলী খাঁ, হবিব লুধিয়ানওয়াই, মুহাম্মদ আলম প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি পঞ্জাবের মুসলমানদিগকে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের সেই ব্যর্থ চেষ্টার দিকে আর দৃক্‌পাত না করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হউন। কার্য্যকরী সমিতি পঞ্জাবের নবগঠিত খিলাফৎ কমিটিকে সেন্ট্রাল কমিটির শাখা স্বরূপ গণ্য করিয়া লইয়াছেন এবং সেইরূপ করিবার জন্য সেন্ট্রাল কমিটিকে অনুরোধ করিবেন। কার্য্যকরী সমিতি পঞ্জাবের সকল মুসলমানকে জানাইতেছেন যে, পঞ্জাবের পূর্ব্বতন খিলাফৎ কমিটির সহিত সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটির সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। উহার সদস্যদিগের সহিত এক্ষণে সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটীর আর কোনও সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা যেন কমিটী সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র এবং হিসাব বহি প্রভৃতি নূতন কমিটীর হস্তে অর্পণ করেন, তাহার পর ইচ্ছা করিলে তাঁহারা অবাধে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সেক্রেটারী করিতে পারেন। পঞ্জাবের সকল প্রকৃত মুসলমানকে নূতন কমিটীকে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। এই সঙ্গে সমিতি পীর জিয়াউদ্দিন মরহুমের মৃত্যুতে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি খিলাফতের একজন যথার্থ সমর্থনকারী ছিলেন। সমিতি তাঁহার পুত্র ও ভাতৃগণের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। আগামী ৩০শে জুলাই তারিখে দিল্লী শহরে সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটীর একটী প্রয়োজনীয় বিশেষ অধিবেশন হইবে। সেই অধিবেশনে যোগ দিবার জন্য ৩০ জন সদস্য নির্ব্বাচন করিবার জন্য পঞ্জাবের নূতন কমিটিকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

মগ্‌রেবী

বড়লাটের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন
লণ্ডন ষ্টেসনে অভ্যর্থনা

লণ্ডনের ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য বড়লাট লর্ড আরউইন এবং তদীয় পত্নী ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌছিয়াছেন। অদ্য রাত্রিতেই তাঁহারা লীড্‌স শহরে যাইবেন। ভারত-সচীব মিঃ ওয়েজউড্ বেন, সহকারী ভারত-সচীব ডাঃ ড্রামণ্ডশিলস, আলোয়ার, রেওয়া এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাগণ, লর্ড ইঞ্চকেপ, স্যার জন সাইমন, স্যার শঙ্করণ নায়ার, স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লাট-দম্পতীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন।

ফরাসী বৈমানিকদের দুর্ভাগ্য
আটলাণ্টিক অভিযান

ভিলাবুব্লের ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, ফরাসী বৈমানিক কাপ্তেন কোষ্টে প্যারিস হইতে না থামিয়া নিউইয়র্ক পৌছিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি এজোর্স দ্বীপের উত্তর দিকে পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু পেট্রোল ফুরাইয়া যাইবার আশঙ্কায় তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। কোষ্টের বিমানপোত ঝড়ের মুখে পড়ে, ফলে পোতের গতি ১২৫ মাইল হইতে কমাইয়া ঘণ্টায় ৪০।৫০ মাইল করিতে হয়। ২০ ঘণ্টায় তিনি ২৩৭৫ মাইল গমন করিয়াছিলেন।

'জগদীশে'র নূতন আবিষ্কার
গাছ-গাছড়ায় ঔষধের সন্ধান

লণ্ডনের ১০ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য ভারত সচিবের দফ তরে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি বহু ভারতীয় গাছ-গাছড়া হইতে নির্য্যাস্ বাহির করিয়া নূতন ঔষধের সন্ধান পাইয়াছেন। এই সমস্ত ঔষধের দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শক্তি বৃদ্ধি এবং পুষ্টিলাভ করিবে। তিনি বলেন যে, এই নূতন আবিষ্কৃত জগতে ইংলণ্ড ও ভারতের একটা বড় সহযোগীতার পথ রহিয়াছে। স্যার জগদীশ একটা নূতন ভেষজ-বিজ্ঞানের আভাষ দেন এবং বলেন যে, উহা দ্বারা বিশ্ব-মানবের রোগের কল্যাণ হইবে। দেশীয় গাছ-গাছড়াকে ঔষধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য একটা শ্রম-প্রতিষ্ঠান গড়িবার আবশ্যকতা সম্বন্ধেও তিনি জোর দেন।

বৃটেনে অদ্ভূত জুয়াচুরি
ডাক-পিওনের বেশে জুয়াচোর

লণ্ডনের ১৫ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গত সপ্তাহের শেষে দুইটি চতুরতাপূর্ণ মেলব্যাগ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে এবং এতৎসম্পর্কে দোষীদিগকে ধরিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগ চেষ্টিত হইয়াছে। গত শনিবার পিকাডিলির পোষ্ট অফিসে ডাক পিয়নের বেশ ধরিয়া এক ব্যক্তি আসিয়া হাজির হয় এবং যথারীতি প্রতিদিনের মত ২৬টি রেজেষ্ট্রি প্যাকেট লইয়া এবং রসিদে নাম স্বাক্ষর করিয়া প্রস্থান করে। নকল ডাকপিয়নটী চলিয়া যাইবার পরমুহূর্ত্তেই আসল ডাকপিয়নটী আসিয়া হাজির হয়। কিন্তু আসামী ধরা পড়ে নাই। ঠিক ঐ দিনই সন্ধ্যাকালে লিভারপুলে কানাডার বিমান ডাক ষ্টীমার বোগে মণ্টরী রেল হইতে আসিয়া পৌছিলে, ব্যাগ খুলিয়া দেখা যায় যে, ৮০টি রেজেষ্ট্রী প্যাকেট কম আছে। অথচ ব্যাগ কিম্বা শিলমোহরের কোনপ্রকার অনিষ্ট হয় নাই।

সাবমেরিণ সংঘর্ষ
বাইশ জনের মৃত্যু

লণ্ডনের ৯ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, ওয়েল্‌সের উপকূল ভাগের অদূরে সেন্ট ডেভিডস্ হেডের ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে দুইটি বৃটিশ সাবমেরিণের মধ্যে গুরুতর সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে ২২ জন লোক সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। সংঘর্ষ হেতু একখানি সাবমেরিণ ডুবিয়া যায়, এই নিমজ্জিত পোত হইতে মাত্র দুইজন লোক রক্ষা পাইয়াছে, অপর সাবমেরিণের একজন নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐদিন খুব সকালে এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রথমতঃ নৌবিভাগের নিকট পৌছে, তখন পোর্টস্‌মাউথ হইতে এই মর্ম্মে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পৌছে যে, সেণ্টডেভিডস্‌হেডের অদূরে এইচ ৫৭ সংখ্যক সাবমেরিণখানা এল ১২ সংখ্যক সাবমেরিণ কর্ত্তৃক নিমজ্জিত হইয়াছে। নৌ-বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে দুইজন লোক নিমজ্জিত সাবমেরিণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহাদের একজন হইতেছেন উহার কমাণ্ডার আর, কে, গার্ডনার এবং অপর জন টেলিগ্রাফ অফিসার। ঐদিন সন্ধ্যায় টবে নামক স্থানে যে বল্ নৃত্য হইবার কথা ছিল, দুর্ঘটনার জন্য ঐ উৎসব স্থগিত রহিয়াছে। এই সপ্তাহে নৌ-বহরের যে সকল নৃত্য হইবার কথা ছিল, সেগুলিও স্থগিত রহিয়াছে। মৃতদেহ গুলিকে উদ্ধার করিবার জন্য অন্যান্য পোত প্রেরিত হইয়াছে।

সমুদ্রের মধ্যে গুপ্ত ধন
সন্ধানের চেষ্টায় ইটালীয় পোত

লণ্ডনের ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, আর্টিগলিও' ইটালীয় পোত "ড্রমণ্ড ক্যাসল" নামক নিমজ্জিত বৃটিশ পোতের সন্ধানের জন্য যাত্রা করিয়াছে। গত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখ মোলেন্ দ্বীপের নিকটস্থ একটি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে গভীর কুয়াসার মধ্যে পোতটী নিমজ্জিত হয়। উহাতে ৩৫৬ জন যাত্রী ও লশ্‌করের মধ্যে মাত্র ১জন যাত্রী ও ২জন লশ্‌কর রক্ষা পাইয়াছিল। ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সোনা ঐ পোতটীর মধ্যে ছিল এক্ষণে সমুদ্র গর্ভস্থ ৩৩ বৎসর পূর্ব্বের নিমজ্জিত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ হইতে এই উপযুক্ত পরিমাণ সোনা উদ্ধারের জন্য ইটালীয় পোত চেষ্টা করিতেছে।

আবার আটলাণ্টিক পার
মার্কিণে বৈমানিকের কৃতিত্ব

দুইজন মার্কিণ বৈমানিক যুক্তরাজ্যের ওল্ড আর্চার্ড নামক স্থান হইতে গত পূর্ব্ব সোমবার দিন যাত্রা করিয়া পরবর্ত্তী মঙ্গলবার রাত্রিতে স্পেনের উপকূলে অবতরণ করিয়াছেন। না থামিয়া এই পর্য্যন্ত আটলাণ্টীক মহাসমুদ্র ৭ বার অতিক্রান্ত হইল। লণ্ডনের ৯ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ রেজার উইলিয়াম্‌স্ এবং কাপ্তেন লুইস্ ইয়াঙ্কি যুক্তরাজ্যের ওল্ড আর্চার্ড হইতে রওয়ানা হইয়া অদ্য স্পেনের অন্তর্গত স্যাণ্টাণ্ডার সমুদ্রতীরে রাত্রি ৯-১০ মিনিটের সময় উপস্থিত হইয়াছেন। বহুদূর নীলাকাশ হইতে স্যাণ্টাণ্ডারের উপকূল ভাগের উপর যখন বৃহৎ বিমানপোত খানি দেখা দেয়, তখন দিবালোক নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। নামিবার পূর্ব্বে বিমানপোতের মধ্য হইতে বৈমানিকগণ রুমাল উড়াইয়া অবতরণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং কৃষকগণ অনেকগুলি মশাল জ্বালাইয়া নিরাপদে অবতরণের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। বৈমানিকগণ বলেন যে, পেট্রোল ফুরাইয়া যাইবার জন্যই তাঁহাদিগকে অকস্মাৎ এখানে অবতরণ করিতে হইল, কিন্তু রোমে যাইবার জন্যই তাঁহারা যুক্তরাজ্য হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকালবেলা রোমের দিকে যাত্রা করিবেন। একটা আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য এই যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে তরুণ ফরাসী বৈমানিক মিঃ জীন্ এ্যাসোল্যাণ্ট এবং তাঁহার সঙ্গী মার্কিন বৈমানিকদের মত ঠিক একই কারণে এবং একই স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গত মে মাসে উক্ত ফরাসী বৈমানিকগণ এবং বর্ত্তমান মার্কিণ বিমান-বীরগণের মধ্যে আটলাণ্টীক সমুদ্র পাল্লা দিয়া অতিক্রম করিবার কথা হইয়াছিল এবং এক্ষণে তাঁহারা একই স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, গত মে মাসে যখন তাঁহারা পাল্লা দিয়া আটলাণ্টীক পার হইবার জন্য যুক্তরাজ্য হইতে দুইখানি বিমানপোতযোগে যাত্রা করিতে উদ্যত হন, তখন ফরাসী ও মার্কিণ উভয়েরই বিমানপোতের গোলযোগ হেতু যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। ঐ প্রকার সামঞ্জস্য বিমান-ইতিহাসে নিতান্তই অভিনব বটে।

দমকলের কের্দ্দানী
অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যু

লণ্ডনের ১২ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গিলিংহামে সেদিন দম-কল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাতে এক বিপদ ঘটিয়াছে। স্থানীয় হাঁসপাতাল সমূহের পক্ষ হইতে ইহার ব্যবস্থা করা হয়। কথা ছিল যে, অগ্নিকাণ্ডে বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করার কৌশল দমকলওয়ালারা প্রদর্শন করিবেন। আগুন ধরাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি গৃহ ছিল প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ এবং চারিতলা বিশিষ্ট। অসাবধানতাবশতঃ এই বাড়ীর নিম্নদিকে অসময়ে আগুন ধরিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ এই আগুন পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। এদিকে চারিতলার উপর কতিপয় বালককে রাখা হইয়াছিল—কথা ছিল যে, ইহারা অগ্নিকাণ্ডের বিপন্ন ব্যক্তির অভিনয় করিবে। বহুসংখ্যক দর্শক সমবেত হইয়াছিল। আগুন ধরিয়াছে দেখিয়া ইহারা উল্লাস করিতে লাগিল। কিন্তু অভিনয়ের জন্য নিযুক্ত বালকেরা প্রকৃতপক্ষেই বিপদে পড়িল। উপরের দিকে আগুন ধরিলে তাহারা নীচে নামিতে পারিত; কিন্তু আগুন যখন নীচের দিক হইতে উপরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন ইহারা সত্যসত্যই বিপন্ন হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। দর্শকেরা কিন্তু ইহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না—তাহারা ভাবিল যে, বালকগণ বিপন্ন ব্যক্তির অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যই এরূপ অসহায়ভাবে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু দমকলওয়ালারা কিছুতেই ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। ইহারা নিতান্ত অসহায়ভাবে দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। দম-কলওয়ালাদের বহুলোক আহত হইয়া হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১৪ জনের কম হইবে না। দগ্ধ হইয়া যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের অভিভাবকবৃন্দ যখন দুর্ঘটনার সংবাদ পাইল, তখন সকলে ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিল—সকলেই তখন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল—দর্শকবৃন্দের আনন্দ তখন আর্ত্তনাদে পরিণত হইল।

মশ্‌রেকী

চীন ও জাপানে মৈত্রী
নিগ্রহাত্মক নীতি অবলম্বিত হইবে না

টোকিওর ১০ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, জাপান গভর্ণমেণ্ট স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে একটি ইশ্‌তাহার জারি করিয়াছেন এবং এই ইশ্‌তাহারে চীনের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা সর্ব্ব প্রকার প্রযত্ন করিবেন। ইহার পর হইতে জাপান কোন নিগ্রহাত্মক নীতি অবলম্বন করিবেন না এবং চীনকে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সকল প্রকারে সাহায্য করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেণ্ট বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জাপানের আত্মরক্ষা যতদূর পর্য্যন্ত বিপন্ন না হয়, ততদূর তাঁহারা অস্ত্রহ্রাসের আন্দোলন সমর্থন করিবেন। নৌ, সামরিক এবং সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় বিভাগেই গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করিবেন। বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত যে সরকারী ঋণ রেজেষ্ট্রী হইয়াছে, তদতিরিক্ত তাঁহারা আর কোন ঋণ বাড়াইবেন না।

পারস্যে বন্যার প্রকোপ
দুই হাজার গৃহ ধ্বংস

তেহরাণের ১৩ইর সংবাদে প্রকাশ যে, তাবরিজে শিলা এবং বৃষ্টিপাতের জন্য যে প্রবল বন্যা হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ পথ ঘাট বিনষ্ট হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে ২ হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং এখনও আরও ঘরবাড়ী পড়িতেছে।

৩৭৫টি লাশ প্রাপ্ত

একটি নদীখাতের পার দিয়া বহু গ্রাম একবারে ধ্বংস হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত ৩৭৫টী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। শস্যের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে।

ভূমিকম্পে গ্রাম বিনষ্ট

তেহরাণের ১৫ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য দ্বিপ্রহরে খোরাসান জেলায় প্রবল ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ফলে ফারুখ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। হতাহতের সংখ্যা সামান্য। গতকল্য রাত্রিতে বন্দর আব্বাসে সামান্য ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তির আত্মহত্যা
কারণ অপ্রকাশিত

লণ্ডনের ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২৫শে জুন স্যার মর্টিমার সিঙ্গার আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া করোনারের আদালত রায় দিয়াছেন। মর্টিমার সিঙ্গার বিখ্যাত সিঙ্গার সিউইং মেসিনের আবিষ্কারকের পুত্র, তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। আত্মহত্যার কারণ প্রকাশিত হয় নাই। গত ১৯০০ সালে তিনি বৃটিশ প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট
পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তর

লণ্ডনের ৮ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য কমন্সসভায় প্রশ্নোত্তর সময়ে ভারত সচিব মিঃ ওয়েজউড্ বেন্ বলেন যে ভারতীয় ষ্ট্যাটুটারী কমিশনের রিপোর্ট কবে বাহির হইবে, তাহা তিনি বলিতে সক্ষম নহেন এবং কমিশনের গুরুতর ও জরুরি কার্য্যাবলী সম্পর্কে তিনি তাঁহাদের উপর কোন চাপ দিতেও রাজী নহেন। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে এই রিপোর্ট যে বাহির হইবে, তাহা তিনি আশা করেন না। রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে আবার কমিশন যে, ভারতবর্ষে যাইবেন এমন কথা তিনি কোথাও শুনেন নাই।

সম্রাটের বক্ষে অস্ত্রোপচার
পাঁজরের দুইখানি হাড় স্থানান্তরিত

পাঁচজন ডাক্তারের স্বাক্ষরিত ইশ্‌তাহারে প্রকাশ, সম্রাটের বক্ষে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। দেড় ইঞ্চি পরিমিত ফোড়ায় যে পুঁয ও বদ রক্ত আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহা যাহাতে শীঘ্র বাহির হইয়া যায়, সেই জন্য পাঁজরের দুইটী হাড়ের কিয়দংশ অস্ত্রোপচার দ্বারা স্থানান্তরিত করা হয়। সম্রাটের অবস্থা সন্তোষজনক।

পূর্ব্বের অবস্থা

বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে ৬ জন চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত এই ইশ্‌তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, সম্রাটের স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি হইয়াছে, বক্ষের দক্ষিণ দিকের নালি ঘা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পুঁয বাহির হইতেছে না, এ কারণে ক্ষতের অবশিষ্ট অংশ যাহাতে পুরিয়া উঠে, সে জন্য পুঁয বাহির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সেই হেতু সোমবার দিবস উহার মুখটি খুলিয়া দেওয়া হইবে। কি উপায়ে তাহা করা যায়, সে বিষয়ে চিকিৎসকগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়াছেন।

বিদ্রোহ-দমনে ইব্‌নে সউদ
নূতন ভাবে উৎসাহ

লণ্ডনের ১০ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, মক্কা হইতে লণ্ডনে অধুনাতন যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ইব্‌নে সউদ তাঁহার রাজধানী নেজ্‌দে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং পিটুনী কর আদায়ের জন্য স্বয়ং সৈন্য-সামন্ত লইয়া অভিযানে বাহির হইয়াছেন। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে এখনও যাহারা দেশের নানাস্থানে পলাইয়া আছে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্যও আয়োজন হইয়াছে। অবস্থা ভাল বলিয়া জানা গিয়াছে।

চীনে সোভিয়েটে মনোমালিন্য
এইবার বুঝি বাধে

মস্কোর ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, মাঞ্চুরিয়ার চীনের সহিত সোভিয়েটের মনান্তর পাকিয়া উঠিতেছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সেদিন মস্কোস্থিত জনৈক দূতের নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মাঞ্চুরিয়ার চীন কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু হইয়াছে, তাহাতে রুস গভর্ণমেণ্ট ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহারা জানাইয়াছে যে, অগৌণে বন্দী রুসদিগকে ছাড়িয়া দিলে এবং অন্যায় আদেশের প্রত্যাহার করিলে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট অতঃপর আপোষ মীমাংসা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিতে রাজী আছেন। সোভিয়েট সরকার স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন,—উত্তরের জন্য তাঁহারা তিনদিন অপেক্ষা করিবেন। এই সময় মধ্যে যদি চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ উত্তর না দেন তাহা হইলে আইন সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ অপর উপায় অবলম্বন করিবেন।

সোভিয়েট কর্ম্মচারী নির্ব্বাসিত

এখনও সোভিয়েট কর্ম্মচারিদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে। "চায়নিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের" চায়নিজ প্রেসিডেণ্ট সম্প্রতি এক বিবরণ প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মুকদেন-মস্কো-চুক্তি হয়। সোভিয়েটগণ বার বার সেই চুক্তি লঙ্ঘন করিতেছে দেখিয়া মুকদেন গভর্ণমেণ্ট একটি রেলপথ অধিকার করিয়াছেন।

জাপানী মহলে আতঙ্ক

টকিয়ো হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, চৈনিক গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রেলপথ দখল করা হইয়াছে শুনিয়া জাপানের রাজনৈতিক মহল শঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ অভিনিবেশে সহকারে ঘটনার ক্রম-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে ব্যাপার এখানেই সমাপ্ত হইবে না—অনেক দূর গড়াইবে। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মাঞ্চুরিয়ার প্রবাসী জাপানীদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য জাপান গভর্ণমেণ্টকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

বিভিন্ন সাংবাদিকের মত

লণ্ডনের ১৫ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে সোভিয়েট রুসিয়ার পক্ষ হইতে যে চরমপত্র প্রেরিত হইয়াছে ইহার মর্ম্মার্থ লইয়া নানা স্থলে আলোচনা হইতেছে। অদ্য প্রভাতে সমস্ত সংবাদ পত্র এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রুসিয়ার আসল মতলবটা কি—তাহা আবিষ্কার করিতে গিয়া সকলেই নানা প্রকার কল্পনা জল্পনা করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে, "চায়নিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে" রুসিয়ার পক্ষে অত্যন্ত দরকারী সুতরাং সোভিয়েট সরকার এই রেল-লাইন দাবী না করিয়াই পারেন না। এই রেল পথটি রুসিয়ার ট্রান্স কন্টীনাণ্টেল লাইনের সহিত ব্লাডিভেষ্টক শহরকে যুক্ত করিয়াছে। ১৯২৫ সালের চুক্তি অনুসারে চীন ও রুসিয়া উভয়েই এই রেল পথের মালিক এবং পরিচালক। তারপর সাউথ মাঞ্চুরিয়ান রেল লাইনের মালিক হইতেছে জাপান। চীনের কার্য্যের ফলে "চায়নিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে" বন্ধ হইলে জাপানের তাহাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই এই ব্যাপারে জাপান গবর্ণমেণ্ট কখনও নির্ব্বাক দর্শক হিসাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন না। রুস যদি চীনের আসিয়া হানা দেয় তাহা হইলে জাপানের নিদ্রাভঙ্গ নিশ্চয়ই হইবে। "ডেলি টেলিগ্রাফ" বলেন,—দেখা যাইতেছে যে, চীন আগেই রেল পথ দখল করিয়াছেন এবং তারপর রুসিয়া তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দুই কার্য্যের মধ্যে যে অপর কাহারও ইঙ্গিত নাই—এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্প্রতি জাপানে যে নূতন গভর্ণমেণ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের প্রস্তাব প্রতিপত্তি যে এ স্থলে কাজ করে নাই এমন নহে। "ডেলি-হেরাল্ড' প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এ সময়ে রাষ্ট্র সঙ্ঘের দ্বারস্থ হওয়া দরকার। চীনের উপর সঙ্ঘের পক্ষ হইতে চাপ দিলেই সকল বিরোধের মীমাংসা হইয়া যাইবে। বার্লিনের "ভরওয়ার্ট" নামক সংবাদপত্র বলেন যে, এই ব্যাপারে যুদ্ধ বাধা বিচিত্র নহে। এই যুদ্ধ পরিহার করিতে হইলে সোভিয়েট রুসিয়াকে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দারস্থ হইতে হইবে।

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

আল্-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ৩রা শ্রাবণ ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

আবির্ভাব।—আগামী চান্দ্র মাসের বারই তারিখ রহমতল্লাল্ আলামীন আঁ হজরতের মহা আবির্ভাবের মহা মুহূর্ত্ত। সে দিন বিশাল ভূ-মণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবলই পাপ, তাপ, বেদন, পীড়ন, খুন, হত্যা, লুট, লাম্পট্য, অবিচার, ব্যভিচার ও বুৎপরস্তি! সে দিন ছিল 'আইয়ামে জাহেলিয়ৎ' বা জগতের এক অতি ঘনান্ধময় বীভৎস যুগ। সেদিন শয়তান যেন সিংহাসনে বসিয়া শাসন-দণ্ড স্বহস্তে পরিচালন করিতেছিল, আর, অগণিত আত্ম-ভোলা আদম-সুত ইব্‌লিসের অঙ্গুলি-হেলনে থৈ থৈ নৃত্য করিয়া স সাগরা ও কানন-কুন্তলা ধরণীর প্রতি অঙ্গ প্রেত-পুরী করিয়া তুলিয়াছিল। পাপের অবহ ভার বহনে অসমর্থা অবনী ফরিয়াদ করিয়া কাঁদিয়াছিল, আর মর্দ্দিত-মানবাত্মার অপমানে আল্লার আরশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল। তাই, কোটি সূর্য্যের দীপ্তিকে নিমেষে নিষ্প্রভ করিয়া সেই আলোর ঝর্ণা আরবের বুকে ফুটিয়াছিল। সেই আলোক-সাগরে অবগাহন করিয়া ভুলের চিতানলে বিদগ্ধ-পৃথিবী সুগভীর শান্তি-লাভ করতঃ সেই বিশ্ব-গুরুরই জয়-ধ্বনি করিয়াছিল।

আবেদন।—আগামী বারই রবিউল্ আউয়ালে সমগ্র ভারতময় বিশ্ব-নবীর সেই জন্মোৎসব যা'তে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, সেই মর্ম্মে মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা হাসরৎ মোহানী, মওলানা গোলাম মুর্শিদ, মওলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব ও মওলবী গোলাম ভিক নয়রং প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ সম্প্রতি এক আবেদন করিয়াছেন। সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোক যা'তে এই পুণ্য অনুষ্ঠানে প্রাণের সঙ্গে যোগ দেয়, আবেদন-কারীরা সে সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আবেদন-কারীদের এই শুভ প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া পশ্চিমের মুসলমান সংবাদ-পত্র সমূহ সমবেত ভাবে আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। দিন, মাস ও বর্ষরূপে আজ তের শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নর-নারীর কাছে আজ পর্য্যন্ত সেই সত্যের সঠিক সংবাদ কেহ বহন করিয়া লইয়া যায় নাই। যাদের উপর এই মহা-কর্ত্তব্যের ভার ছিল, গত সাত আট শত বৎসর তারা সে পথে এক পদও অগ্রসর হয় নাই। মুসলমানের ঔদাসীন্যের ফলেই ইস্‌লামের শত্রুরা বিশ্ব নবীকে কলঙ্কের মসী-লেখায় চিত্রিত করিয়াছে। তাঁর ভুবন-মোহন বিশ্বোজ্জ্বল রূপকে নিন্দার জলদ-জালে আচ্ছন্ন রাখিতে হীন-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে। অতএব ভারতের প্রত্যেক পল্লী-নগরে সেদিন সে পুণ্য জন্মোৎসব যা'তে বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হয়, সেজন্য সকলকে আজ হইতেই প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

নারী-নির্য্যাতন।—কলিকাতার কোন কোন হিন্দু সাংবাদিক তাঁহাদের প্রতি সংখ্যার কাগজে দু'দশটী করিয়া নারী-নিগ্রহের সংবাদ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সংবাদের বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক ঘটনাতেই মুসলমান পুরুষকে দোষী করিতে বিন্দু মাত্রও ইতস্ততঃ করেন না। তাঁহারা বড় বড় টাইপে "মুসলমান নরপশুর কীর্ত্তি", "মুসলমান গুণ্ডার পাশবিক অত্যাচার" ইত্যাদি হেডিং দিয়া সংবাদটি অতিরঞ্জিত করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। এবং সেই স্থলে তাঁহারা তাঁহাদের লেখনীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ও ভাষার লালিত্য ফুটাইয়া তুলিতে কোন ক্রমেই পশ্চাদ্‌পদ হন না। হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই প্রকার কোন সংবাদ তাঁহারা যে পাইয়া থাকেন, এমত বোধ হয় না এবং পাইলেও তাহাতে নাম ধাম না দিয়া এমন অরঞ্জিত ও বিকৃত করিয়া ছাপেন যে, ঘটনার মূল আখ্যান-ভাগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টের পাওয়া যায় না। তাঁহাদের লেখনীতে সর্ব্বদাই ইহাই প্রকাশ পায় যে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, পাশবিকতা, চরিত্র-হীনতা, কামুকতা এবং লাম্পট্য শুধু মুসলমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আড্ডা কোথায়।—হিন্দু সাংবাদিকদিগের কথামত মুসলমানদিগকে দুর্নীতির নায়ক রূপে ধরিয়া লইলেও ভ্রষ্টা নারীদিগের যে কোন দোষ নাই, একথা বোধ হয় কোন সাধারণ-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 'এক হাতে তালি বাজে না' একথা যেমন সত্য, শুধু মুসলমান পুরুষের দ্বারায় একার্য্য হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। এই পাপ অনুষ্ঠানের মধ্যেও যে নারীর পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি আছে, তাহা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। অন্যথায় মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, স্বামী ইত্যাদি পরিবেষ্টিত সংসারের মধ্যে একজন পুরুষ নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেমন করিয়া তাহার সতীত্ব নাশ করে বা করিতে সাহসী হয়, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যেখানে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা, সেখানে একাকী যাইলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, তাহা পাগলেও বুঝিতে পারে। সুতরাং এই সমস্ত নীতি-হীনতার মূল নায়ক যে দুষ্ট স্ত্রীলোকগণই, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য আমরা তাঁহাদিগকে বলি যে, নিজেদের চোখের কড়ি কাঠটা সরাইয়া তৎপরে পরের চোখের কুটা-গাছটা সরাইতে পরামর্শ দিবেন। অন্যথায় ইহার প্রতীকার অসম্ভব।

ব্যাপক ষড়যন্ত্র।—ভারতের মধ্যে এমন কতকগুলি হিন্দু প্রতিষ্ঠান আছে যাহাতে এই প্রকার নারকীয় কার্য্য অহরহ চলিয়া আসিতেছে। উহারা নারী-রক্ষা-সমিতি, উদ্ধার-আশ্রম ইত্যাদি নাম করণে হিন্দুদের চোখে ধাঁধা দিয়া যে প্রকার কুৎসিৎ ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছে, তাহা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। হিন্দু তীর্থ স্থানে যে সমস্ত পাণ্ডা বাস করে তাহাদিগকে যে বিকল্পে নারী-খাদক বলা যাইতে পারে সে কথা কোন সহযোগী বোধ হয় ভাবিয়া দেখিবার ফুরসৎ পান নাই। গত সপ্তাহে আমরা আমাদের "মুল্‌কী" কলামে দিল্লীর উদ্ধার-আশ্রমের যে নারী-নিলামের সংবাদটি দিয়াছি, তাহার প্রতি আমরা সহযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হিন্দু পীঠ-স্থান সমূহে যে সমস্ত গ্রাম্য সরলা সুন্দরী-নারী পুণ্য সঞ্চয় করিতে যায়, তাহাদের মধ্যে অনেককে দেবী দর্শনের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার অশ্লীল জিনিষ দর্শন ও সর্ব্বশেষে এমন কি নিজেদের শোচনীয় পরিণামও দর্শন করিতে হয়। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালীক ও পাণ্ডাদিগের বহু অনুচর নারী-সংগ্রহের জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায় ও উৎকোচ প্রদানে নারী সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পায়। এই সমস্ত কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব ধর্ম্মের নামে, পুণ্যার্জ্জনের দোহাই দিয়া যে সমস্ত দুষ্কার্য্য চলিয়া আসিতেছে তাহা নিবারণের জন্য হিন্দু সমাজ আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন কি?

সরকারী জুলুম।—বহু অট্টালিকা পরিশোভিত, বৃটীশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলিকাতা শহরে যতগুলি দর্শনীয় বস্তু আছে 'ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ' তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ না হইলেও প্রতিদিন বহু দর্শক উহা দেখিতে আসিয়া থাকেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বহু স্থানীয় লোক সেখানে বায়ু সেবনের জন্য আগমন করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সন্ধ্যা না হইতেই উহার compoundএ প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যা ৭টার পর তাহার মধ্যে কোন লোক থাকিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং আগন্তুকদিগকে বাধ্য হইয়া সন্ধ্যার পরই চলিয়া যাইতে হয়। উহার মধ্যে কোন পেশাব-খানা বা পায়খানা না থাকায় দর্শক বৃন্দকে মধ্যে মধ্যে বড়ই অসুবিধা ও অস্বস্তির মধ্যে পড়িতে হয়। এত বড় compound এর মধ্যে একমাত্র সৌধের বারাণ্ডা ছাড়া এমন কোন shade নাই যেখানে রৌদ্র ও বৃষ্টির সময় যাইয়া দর্শকবৃন্দ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এ সমস্তের প্রতিবিধান জন্য ইতিপূর্ব্বে কোন কোন কাগজে আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু সৌধ কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে এখনও উদাসীন আছেন। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ ফটক-বন্ধের সময় পিছাইয়া দিয়া ও অন্যান্য অভিযোগগুলির প্রতিবিধান করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

কলিকাতার বস্তি।—প্রাসাদ-নগরী কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ-পার্শ্বস্থিত বিরাট বিশাল অট্টালিকারাজি বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলের সাহেব মহল্লা, আলীপুর, বালিগঞ্জ ও কড়েয়ার অংশ বিশেষ, এবং চৌরঙ্গী প্রভৃতি অঞ্চল দেখিয়া বোধহয় এই শহরটী স্বর্গের একাংশ। কিন্তু, ইহার অপরাপর অংশের গলিপথ সমন্বিত পাড়া ও মহল্লাগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ইহাকে জাহান্নমের এক অংশ বলিয়া অনুমিত হয়। খোলা-খাপরেলের ঘর, টিনের ঘর, মান্ধাতার আমলের কাদায় গাঁথা দালান কোঠাগুলি স্যাঁৎসেঁতে আলো ও বায়ু-শূন্য অন্ধকার যেন্দান বিশেষ; উহার পায়খানা ও হাওজগুলি নরকের আদর্শ, পার্শ্বস্থ নর্দ্দামাগুলি হইতে অনবরত বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হইতেছে। দুস্কারজনক দুর্গন্ধ বিস্তার হইতেছে। স্থানে স্থানে আবর্জ্জনা রাশি, কোথাও গোবর ও গয়ঠা (ঘুঁটে) রাশি, ঐ সকল গৃহ আবার পালিত গরু, ছাগল, কুকুর-বিড়াল, হাঁস-মুর্গীর বাসস্থান, সুতরাং দুস্কারজনক দুর্গন্ধে মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া উঠে। যেখানে একটু খালি জায়গা আছে, সেখানে মেথরেরা বিষ্ঠার বালতিগুলি রাখিয়া যায়। উপরিউক্ত কারণ পরম্পরায় ম্যালেরিয়ার বাহন মশককুল জন্মিয়া গরীব লোকদিগের মধ্যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি মারাত্মক জ্বরের সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে কলেরা, বসন্ত, হাম, যক্ষা প্রভৃতি ভীষণ সংক্রামক রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

কাউন্সিলারদের কর্ত্তব্য-হীনতা।—কলিকাতার উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে এরূপ ভীষণ বস্তি ও মহাল্লার অভাব নাই। আবার যেস্থানে পুষ্করিণী ও ডোবা আছে, তাহাতে পায়খানার ময়লা পানি ও মূত্রাদি সর্ব্বদা পতিত হয়; বর্ষাকালেত মল-মূত্রে ঐ সকল পুষ্করিণী ও ডোবা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। মহল্লার গরীব লোকেরা উহাতে হাঁড়ি-বাসন ধৌত করে। অনেকে হাত-মুখ ধোয়, আবার কেহ কেহ গোসল (স্নান)ও করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় মহামারীতে কলিকাতা শহর যে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইতেছে না, ইহা খোদাতা'লার অসীম অনুগ্রহ। পাড়া বা মহল্লায় অভ্যন্তরে ঝাড়ুদার বা ধাঙ্গড়দিগের প্রত্যহ ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিবার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু তাহা যথাযথরূপে কার্য্যে পরিণত হয় না। স্বাস্থ্য-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের ঔদাসীন্য, চাপরাসীদিগের অমনোযোগ ও ধাঙ্গড়দিগের কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা ইহার প্রধান কারণ। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর আয় কাশ্মীর, গোয়ালীয়র, ইন্দোর, পাতিয়ালা, জয়পুর প্রভৃতি করদ-মিত্র রাজ্যগুলি অপেক্ষা অধিক বা সমান সমান। মোটা মোটা বেতনের কর্ম্মচারীর অভাব নাই। এক এক ডিপার্টমেন্টের খরচের বহর দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আবার নাগরিকদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ কাউন্সিলারের সংখ্যাও একশতের কাছাকাছি; ভোট গ্রহণের বেলায় ইঁহাদের দৌড়াদৌড়ি, ছুটা-ছুটি, খোশামদ-বরামোদ দেখে কে; কিন্তু কার্য্য-সিদ্ধি হইলে কর্ত্তব্যকার্য্যের বেলায় অধিকাংশকেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহারা নিজের এলাকাধীন স্থানগুলি যদি দস্তুর মতন পরিদর্শন করেন, তবে এ সকল অত্যাচার হইতে পারে না। গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয় আইন কানুনে আঁটাআঁটি খুব আছে বটে, কিন্তু ঘুস ও রেশওতের জোরে আইন বিরুদ্ধ কাজ অনবরত ঘটিতেছে। নগরবাসী অশিক্ষিত ও দরিদ্র লোকেরাই এই সকল অসুবিধা প্রধানতঃ ভোগ করে, কিন্তু ইহার প্রতিকার কিছুমাত্র হয় না।

ধ্বংস-পথে বাঙ্গালী।—বাংলার স্বাস্থ্য-বিভাগের সরকারী বড়কর্ত্তা ডাঃ সি, এ, বেণ্টলী বাঙ্গালীর ১৯২৭ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণী ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট পাঠ করিলে বঙ্গবাসী যে দিন দিন কত দ্রুত বেগে ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিতেছে, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। যত দিন যাইতেছে বাঙ্গালীর জন্মের হার তত কমিতেছে ও মৃত্যুর হার বাড়িতেছে। উত্তর বঙ্গের লোক সংখ্যা যেরূপ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, ইহার কোন প্রকার প্রতিবিধান না করিলে অদূর ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত অঞ্চল জনশূন্য নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইবে। পশ্চিম বঙ্গের বহু অঞ্চল ম্যালেরিয়ায় বিধ্বস্ত হইয়া জন-মানব-শূন্য শ্মশান হইয়াছে। সে সমস্ত স্থান এখন মানুষের পরিবর্ত্তে শ্বাপদ জন্তু সমূহের আবাস স্থলে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের জন্ম-মৃত্যু আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর জন্মের হার ছিল শতকরা প্রায় তিনজন আর মৃত্যুর হার ছিল শতকরা আড়াই জন। উক্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসরে শতকরা আধ জন অর্থাৎ হাজার করা পাঁচ জন হিসাবে লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৯২৭ সনে জন্মিয়াছে শতকরা পৌণে তিন জন। আর মরিয়াছে শতকরা আড়াই জন। ঐ বৎসরে প্রতি এক শত জনে সিকি জন অর্থাৎ হাজার করা আড়াই জন লোক বাড়িয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐ পাঁচ বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে শতকরা পৌণে চার জনের উপর জন্মের হার কমিয়াছে ও দেড় জনের উপর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে শতকরা প্রায় সাড়ে পাঁচ জন অর্থাৎ হাজার করা পঞ্চান্ন জন লোক কমিয়াছে।

মৃত্যু-সংখ্যা।—তাই বলিয়া বাংলার সকল জিলাতেই যে লোক সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে তেমন বলা যায় না। কলিকাতা, যশোহর, হাওড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, খুলনা, বরিশাল এই সাতটি জেলায় আলোচ্য বর্ষে মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে বরিশাল, খুলনা ও হুগলী এই তিনটি জেলার পূর্ব্ব বৎসরে মৃত্যুর হার, জন্মের হার অপেক্ষা কম ছিল। কিন্তু বক্রী চারিটী জেলায় পর পর দুই বৎসরেই মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাংলার সমস্ত জেলারই পৃথক পৃথক রিপোর্ট দেখিলে মনে হয় যে, জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের মধ্যে যেন একটা ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। কোন কোন জেলাতে এক বৎসর মৃত্যুর হার বাড়িতেছে এবং জন্মের হার কমিতেছে। [illegible] মৃত্যুর হার কমিতেছে ও জন্মের হার বাড়িতেছে। মোটের উপর, প্রতি বৎসরই সর্ব্ব-সাকুল্যে মৃত্যুর হার বাড়িতেছে ও জন্মের হার কমিতেছে। ঐ আলোচ্য বৎসরে কলেরা ও বসন্ত এই দুই সংক্রামক ব্যাধিতে বাংলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এবং ঐ সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বেশী; ঐ বৎসরে কলেরায় ১১৮৩৭৭ জন লোক মারা গিয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরে ৫৯১০৬ জন লোক ঐ রোগে মারা গিয়াছিল, অর্থাৎ কলেরায় আলোচ্য বর্ষে তৎপূর্ব্ব বৎসরের দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক লোক মারা গিয়াছে। বসন্তে ১৯২৭ সনে ১৯২৬ অপেক্ষা শতকরা ৮০ জন অধিক এবং গত দশ বৎসরের গড় অপেক্ষা শতকরা দুইশত জন অধিক। ঐ বৎসর ৭৮৯০০৬ জন বাঙ্গালী জ্বরে প্রাণ হারাইয়াছে, অর্থাৎ অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় দুই জন লোক জ্বরে কমিয়াছে। অন্যান্য জিলা অপেক্ষা দিনাজপুরে জ্বরের মৃত্যু সংখ্যা অধিক। কেবলমাত্র কালাজ্বরের মৃত্যু সংখ্যা ১১৮৪৫ জন।

শিশু-মৃত্যু।—বাংলায় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক যে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। ঐ বৎসর সর্ব্ব-সাকুল্যে ১২৮৬৮৬৩টী শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বলিয়া রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৭০২৫১টী বালক আর ৬১৬৬১২টি বালিকা। তন্মধ্যে ১২১৯৬৩টী পুরুষ শিশু এবং ১০৭১১৫টী নারী শিশু—সর্ব্বসাকুল্যে ২২৯০৭৮টী শিশু প্রাণ হারাইয়াছে। অর্থাৎ হাজার করা ১৭৮টী শিশু প্রাণ হারাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে শিশুমড়কের প্রকোপ হাজার করা

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ৩রা শ্রাবণ ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

আবির্ভাব।—আগামী চান্দ্র মাসের বারই তারিখ রহমতল্লাল্ আলামীন আঁ হজরতের মহা আবির্ভাবের মহা মুহূর্ত্ত। সে দিন বিশাল ভু-মণ্ডলের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কেবলই পাপ, তাপ, বেদন, পীড়ন, খুন, হত্যা, লুট, লাম্পট্য, অবিচার, ব্যভিচার ও বুৎপরস্তি! সে দিন ছিল 'আইয়ামে জাহেলিয়ৎ' বা জগতের এক অতি ঘনান্ধময় বীভৎস যুগ। সেদিন শয়তান যেন সিংহাসনে বসিয়া শাসন-দণ্ড স্বহস্তে পরিচালন করিতেছিল, আর, অগণিত আত্ম-ভোলা আদম-সুত ইব্‌লিসের অঙ্গুলি-হেলনে থৈ থৈ নৃত্য করিয়া স সাগরা ও কানন-কুন্তলা ধরণীর প্রতি অঙ্গ প্রেত-পুরী করিয়া তুলিয়াছিল। পাপের অবহ ভার বহনে অসমর্থা অবনী ফরিয়াদ করিয়া কাঁদিয়াছিল, আর মর্দ্দিত-মানবাত্মার অপমানে আল্লার আরশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়াছিল। তাই, কোটি সূর্য্যের দীপ্তিকে নিমেষে নিষ্প্রভ করিয়া সেই আলোর ঝর্ণা আরবের বুকে ফুটিয়াছিল। সেই আলোক-সাগরে অবগাহন করিয়া ভুলের চিতানলে বিদগ্ধ-পৃথিবী সুগভীর শান্তি-লাভ করতঃ সেই বিশ্ব-গুরুরই জয়-ধ্বনি করিয়াছিল।

আবেদন।—আগামী বারই রবিউল্ আউয়ালে সমগ্র ভারতময় বিশ্ব-নবীর সেই জন্মোৎসব যা'তে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, সেই মর্ম্মে মওলানা মোহাম্মদ আলী, মওলানা হাসরৎ মোহানী, মওলানা গোলাম মুর্শিদ, মওলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব ও মওলবী গোলাম ভিক নয়রং প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিগণ সম্প্রতি এক আবেদন করিয়াছেন। সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায় ও সকল শ্রেণীর লোক যা'তে এই পুণ্য অনুষ্ঠানে প্রাণের সঙ্গে যোগ দেয়, আবেদন-কারীরা সে সম্বন্ধে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আবেদন-কারীদের এই শুভ প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া পশ্চিমের মুসলমান সংবাদ-পত্র সমূহ সমবেত ভাবে আন্দোলন শুরু করিয়াছেন। দিন, মাস ও বর্ষরূপে আজ তের শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ নর-নারীর কাছে আজ পর্য্যন্ত সেই সত্যের সঠিক সংবাদ কেহ বহন করিয়া লইয়া যায় নাই। যাদের উপর এই মহা-কর্ত্তব্যের ভার ছিল, গত সাত আট শত বৎসর তারা সে পথে এক পদও অগ্রসর হয় নাই। মুসলমানের ঔদাসীন্যের ফলেই ইস্‌লামের শত্রুরা বিশ্ব নবীকে কলঙ্কের মসী-লেখায় চিত্রিত করিয়াছে। তাঁর ভুবন-মোহন বিশ্বোজ্জ্বল রূপকে নিন্দার জলদ-জালে আচ্ছন্ন রাখিতে হীন-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে। অতএব ভারতের প্রত্যেক পল্লী-নগরে সেদিন সে পুণ্য জন্মোৎসব যা'তে বিপুল সমারোহে সম্পন্ন হয়, সেজন্য সকলকে আজ হইতেই প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

নারী-নির্য্যাতন।—কলিকাতার কোন কোন হিন্দু সাংবাদিক তাঁহাদের প্রতি সংখ্যার কাগজে দু'দশটী করিয়া নারী-নিগ্রহের সংবাদ দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সংবাদের বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক ঘটনাতেই মুসলমান পুরুষকে দোষী করিতে বিন্দু মাত্রও ইতস্ততঃ করেন না। তাঁহারা বড় বড় টাইপে "মুসলমান নরপশুর কীর্ত্তি", "মুসলমান গুণ্ডার পাশবিক অত্যাচার" ইত্যাদি হেডিং দিয়া সংবাদটি অতিরঞ্জিত করিতে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। এবং সেই স্থলে তাঁহারা তাঁহাদের লেখনীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ও ভাষার লালিত্য ফুটাইয়া তুলিতে কোন ক্রমেই পশ্চাদ্‌পদ হন না। হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই প্রকার কোন সংবাদ তাঁহারা যে পাইয়া থাকেন, এমত বোধ হয় না এবং পাইলেও তাহাতে নাম ধাম না দিয়া এমন অরঞ্জিত ও বিকৃত করিয়া ছাপেন যে, ঘটনার মূল আখ্যান-ভাগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টের পাওয়া যায় না। তাঁহাদের লেখনীতে সর্ব্বদাই ইহাই প্রকাশ পায় যে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, পাশবিকতা, চরিত্র-হীনতা, কামুকতা এবং লাম্পট্য শুধু মুসলমানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আড্ডা কোথায়।—হিন্দু সাংবাদিকদিগের কথামত মুসলমানদিগকে দুর্নীতির নায়ক রূপে ধরিয়া লইলেও ভ্রষ্টা নারীদিগের যে কোন দোষ নাই, একথা বোধ হয় কোন সাধারণ-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। 'এক হাতে তালি বাজে না' একথা যেমন সত্য, শুধু মুসলমান পুরুষের দ্বারায় একার্য্য হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। এই পাপ অনুষ্ঠানের মধ্যেও যে নারীর পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি আছে, তাহা প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। অন্যথায় মাতাপিতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, স্বামী ইত্যাদি পরিবেষ্টিত সংসারের মধ্যে একজন পুরুষ নারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেমন করিয়া তাহার সতীত্ব নাশ করে বা করিতে সাহসী হয়, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যেখানে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা, সেখানে একাকী যাইলে অমঙ্গল অবসম্ভাবী, তাহা পাগলেও বুঝিতে পারে। সুতরাং এই সমস্ত নীতি-হীনতার মূল নায়ক যে দুষ্ট স্ত্রীলোকগণই, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই জন্য আমরা তাঁহাদিগকে বলি যে, নিজেদের চোখের কড়ি কাঠটা সরাইয়া তৎপরে পরের চোখের কুটা-গাছটা সরাইতে পরামর্শ দিবেন। অন্যথায় ইহার প্রতীকার অসম্ভব।

ব্যাপক ষড়যন্ত্র।—ভারতের মধ্যে এমন কতকগুলি হিন্দু প্রতিষ্ঠান আছে যাহাতে এই প্রকার নারকীয় কার্য্য অহরহ চলিয়া আসিতেছে। উঁহারা নারী-রক্ষা-সমিতি, উদ্ধার-আশ্রম ইত্যাদি নাম করণে হিন্দুদের চোখে ধাঁধা দিয়া যে প্রকার কুৎসিৎ ব্যবসায় চালাইয়া আসিতেছে, তাহা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। হিন্দু তীর্থ স্থানে যে সমস্ত পাণ্ডা বাস করে তাহাদিগকে যে বিকল্পে নারী-খাদক বলা যাইতে পারে সে কথা কোন সহযোগী বোধ হয় ভাবিয়া দেখিবার ফুরসৎ পান নাই। গত সপ্তাহে আমরা আমাদের "মুলুকী" কলামে দিল্লীর উদ্ধার-আশ্রমের যে নারী-নিলামের সংবাদটি দিয়াছি, তাহার প্রতি আমরা সহযোগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। হিন্দু পীঠ-স্থান সমূহে যে সমস্ত গ্রাম্য সরলা সুন্দরী-নারী পুণ্য সঞ্চয় করিতে যায়, তাহাদের মধ্যে অনেককে দেবী দর্শনের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার অশ্লীল জিনিষ দর্শন ও সর্ব্বশেষে এমন কি নিজেদের শোচনীয় পরিণামও দর্শন করিতে হয়। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালীক ও পাণ্ডাদিগের বহু অনুচর নারী-সংগ্রহের জন্য দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায় ও উৎকোচ প্রদানে নারী সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পায়। এই সমস্ত কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব ধর্ম্মের নামে, পুণ্যার্জ্জনের দোহাই দিয়া যে সমস্ত দুষ্কার্য্য চলিয়া আসিতেছে তাহা নিবারণের জন্য হিন্দু সমাজ আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন কি?

সরকারী জুলুম।—বহু অট্টালিকা পরিশোভিত, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী কলিকাতা শহরে যতগুলি দর্শনীয় বস্তু আছে 'ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ' তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ না হইলেও প্রতিদিন বহু দর্শক উহা দেখিতে আসিয়া থাকেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বহু স্থানীয় লোক সেখানে বায়ু সেবনের জন্য আগমন করেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, সন্ধ্যা না হইতেই উহার compoundএ প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যা ৭টার পর তাহার মধ্যে কোন লোক থাকিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং আগন্তুকদিগকে বাধ্য হইয়া সন্ধ্যার পরই চলিয়া যাইতে হয়। উহার মধ্যে কোন পেশাব-খানা বা পায়খানা না থাকায় দর্শক বৃন্দকে মধ্যে মধ্যে বড়ই অসুবিধা ও অস্বস্তির মধ্যে পড়িতে হয়। এত বড় compound এর মধ্যে একমাত্র সৌধের বারাণ্ডা ছাড়া এমন কোন shade নাই যেখানে রৌদ্র ও বৃষ্টির সময় যাইয়া দর্শকবৃন্দ আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। এ সমস্তের প্রতিবিধান জন্য ইতিপূর্ব্বে কোন কোন কাগজে আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু সৌধ কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে এখনও উদাসীন আছেন। আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ ফটক-বন্ধের সময় পিছাইয়া দিয়া ও অন্যান্য অভিযোগগুলির প্রতিবিধান করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

কলিকাতার বস্তি।—প্রাসাদ-নগরী কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ-পার্শ্বস্থিত বিরাট বিশাল অট্টালিকারাজি বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলের সাহেব মহল্লা, আলীপুর, বালিগঞ্জ ও কড়েয়ার অংশ বিশেষ, এবং চৌরঙ্গী প্রভৃতি অঞ্চল দেখিয়া বোধহয় এই শহরটী স্বর্গের একাংশ। কিন্তু, ইহার অপরাপর অংশের গলিপথ সমন্বিত পাড়া ও মহল্লাগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ইহাকে জাহান্নমের এক অংশ বলিয়া অনুমিত হয়। খোলা-খাপরেলের ঘর, টিনের ঘর, মান্ধাতার আমলের কাদায় গাঁথা দালান কোঠাগুলি স্যাঁৎসেঁতে আলো ও বায়ু-শূন্য অন্ধকার যেন্দান বিশেষ; উহার পায়খানা ও হাওজগুলি নরকের আদর্শ, পার্শ্বস্থ নর্দ্দামাগুলি হইতে অনবরত বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন হইতেছে। নক্কারজনক দুর্গন্ধ বিস্তার হইতেছে। স্থানে স্থানে আবর্জ্জনা রাশি, কোথাও গোবর ও গয়ঠা (ঘুঁটে) রাশি, ঐ সকল গৃহ আবার পালিত গরু, ছাগল, কুকুর-বিড়াল, হাঁস-মুর্গীর বাসস্থান, সুতরাং নক্কারজনক দুর্গন্ধে মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া উঠে। যেখানে একটু খালি জায়গা আছে, সেখানে মেথরেরা বিষ্ঠার বাল্‌তিগুলি রাখিয়া যায়। উপরিউক্ত কারণ পরম্পরায় ম্যালেরিয়ার বাহন মশককুল জন্মিয়া গরীব লোকদিগের মধ্যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি মারাত্মক জ্বরের সৃষ্টি করে। সঙ্গে সঙ্গে কলেরা, বসন্ত, হাম, যক্ষা প্রভৃতি ভীষণ সংক্রামক রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

কাউন্সিলারদের কর্ত্তব্য-হীনতা।—কলিকাতার উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে এরূপ ভীষণ বস্তি ও মহাল্লার অভাব নাই। আবার যেখানে পুষ্করিণী ও ডোবা আছে, তাহাতে পায়খানার ময়লা পানি ও মূত্রাদি সর্ব্বদা পতিত হয়; বর্ষাকালেত মল-মূত্রে ঐ সকল পুষ্করিণী ও ডোবা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। মহল্লার গরীব লোকেরা উহাতে হাঁড়ি বাসন ধৌত করে। অনেকে হাত-মুখ ধোয়, আবার কেহ কেহ গোসল (স্নান)ও করিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় মহামারীতে কলিকাতা শহর যে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইতেছে না, ইহা খোদাতা'লার অসীম অনুগ্রহ। পাড়া বা মহল্লার অভ্যন্তরে ঝাড়ুদার বা ধাঙ্গড়দিগের প্রত্যহ ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিবার নিয়ম আছে বটে, কিন্তু তাহা যথাযথরূপে কার্য্যে পরিণত হয় না। স্বাস্থ্য-বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগের ঔদাসীন্য, চাপরাসীদিগের অমনোযোগ ও ধাঙ্গড়দিগের কর্ত্তব্য-কর্ম্মে অবহেলা ইহার প্রধান কারণ। কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর আয় কাশ্মীর, গোয়ালীয়র, ইন্দোর, পাতিয়ালা, জয়পুর প্রভৃতি করদ-মিত্র রাজ্যগুলি অপেক্ষা অধিক বা সমান সমান। মোটা মোটা বেতনের কর্ম্মচারীর অভাব নাই। এক এক ডিপার্টমেন্টের খরচের বহর দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আবার নাগরিকদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ কাউন্সিলারের সংখ্যাও একশতের কাছাকাছি; ভোট গ্রহণের বেলায় ইঁহাদের দৌড়াদৌড়ি, ছুটা-ছুটি, খোশামদ-বরামোদ দেখে কে; কিন্তু কার্য্য-সিদ্ধি হইলে কর্ত্তব্যকার্য্যের বেলায় অধিকাংশকেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহারা নিজের এলাকাধীন স্থানগুলি যদি দস্তুর মতন পরিদর্শন করেন, তবে এ সকল অত্যাচার হইতে পারে না। গৃহাদি নির্ম্মাণ বিষয় আইন কানুনে আঁটাআঁটি খুব আছে বটে, কিন্তু ঘুস ও রেশ্ওতের জোরে আইন বিরুদ্ধ কাজ অনবরত ঘটিতেছে। নগরবাসী অশিক্ষিত ও দরিদ্র লোকেরাই এই সকল অসুবিধা প্রধানতঃ ভোগ করে, কিন্তু ইহার প্রতিকার কিছুমাত্র হয় না।

ধ্বংস-পথে বাঙ্গালী।—বাংলার স্বাস্থ্য-বিভাগের সরকারী বড়কর্ত্তা ডাঃ সি, এ, বেণ্টলী বাঙ্গালীর ১৯২৭ সালের স্বাস্থ্য-বিবরণী ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট পাঠ করিলে বঙ্গবাসী যে দিন দিন কত দ্রুত বেগে ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিতেছে, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। যত দিন যাইতেছে বাঙ্গালীর জন্মের হার তত কমিতেছে ও মৃত্যুর হার বাড়িতেছে। উত্তর বঙ্গের লোক সংখ্যা যেরূপ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, ইহার কোন প্রকার প্রতিবিধান না করিলে অদূর ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত অঞ্চল জনশূন্য নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইবে। পশ্চিম বঙ্গের বহু অঞ্চল ম্যালেরিয়ায় বিধ্বস্ত হইয়া জন-মানব-শূন্য শ্মশান হইয়াছে। সে সমস্ত স্থান এখন মানুষের পরিবর্ত্তে শ্বাপদ জন্তু সমূহের আবাস স্থলে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের জন্ম-মৃত্যু আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর জন্মের হার ছিল শতকরা প্রায় তিনজন আর মৃত্যুর হার ছিল শতকরা আড়াই জন। উক্ত পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসরে শতকরা আধ জন অর্থাৎ হাজার করা পাঁচ জন হিসাবে লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে, আর আলোচ্য বর্ষে অর্থাৎ ১৯২৭ সনে জন্মিয়াছে শতকরা পৌণে তিন জন। আর মরিয়াছে শতকরা আড়াই জন। ঐ বৎসরে প্রতি এক শত জনে সিকি জন অর্থাৎ হাজার করা আড়াই জন লোক বাড়িয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐ পাঁচ বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে শতকরা পৌণে চার জনের উপর জন্মের হার কমিয়াছে ও দেড় জনের উপর মৃত্যুর সংখ্যা বাড়িয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে শতকরা প্রায় সাড়ে পাঁচ জন অর্থাৎ হাজার করা পঞ্চান্ন জন লোক কমিয়াছে।

মৃত্যু-সংখ্যা।—তাই বলিয়া বাংলার সকল জিলাতেই যে লোক সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে তেমন বলা যায় না। কলিকাতা, যশোহর, হাওড়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, খুলনা, বরিশাল এই সাতটি জেলায় আলোচ্য বর্ষে মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা বাড়িয়াছে। ইহার মধ্যে বরিশাল, খুলনা ও হুগলী এই তিনটি জেলার পূর্ব্ব বৎসরে মৃত্যুর হার, জন্মের হার অপেক্ষা কম ছিল। কিন্তু বক্রী চারিটী জেলায় পর পর দুই বৎসরেই মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাংলার সমস্ত জেলারই পৃথক পৃথক রিপোর্ট দেখিলে মনে হয় যে, জন্ম ও মৃত্যু উভয়ের মধ্যে যেন একটা ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। কোন কোন জেলাতে এক বৎসর মৃত্যুর হার বাড়িতেছে এবং জন্মের হার কমিতেছে। আবার [illegible] মৃত্যুর হার কমিতেছে ও জন্মের হার বাড়িতেছে। মোটের উপর, প্রতি বৎসরই সর্ব্ব-সাকুল্যে মৃত্যুর হার বাড়িতেছে ও জন্মের হার কমিতেছে। ঐ আলোচ্য বৎসরে কলেরা ও বসন্ত এই দুই সংক্রামক ব্যাধিতে বাংলা দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এবং ঐ সংখ্যা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বেশী; ঐ বৎসরে কলেরায় ১১৮৩৭৭ জন লোক মারা গিয়াছে, পূর্ব্ব বৎসরে ৫৯১০৬ জন লোক ঐ রোগে মারা গিয়াছিল, অর্থাৎ কলেরায় আলোচ্য বর্ষে তৎপূর্ব্ব বৎসরের দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক লোক মারা গিয়াছে। বসন্তে ১৯২৭ সনে ১৯২৬ অপেক্ষা শতকরা ৮০ জন অধিক এবং গত দশ বৎসরের গড় অপেক্ষা শতকরা দুইশত জন অধিক। ঐ বৎসর ৭৮৯০০৬ জন বাঙ্গালী জ্বরে প্রাণ হারাইয়াছে, অর্থাৎ অধিবাসীর মধ্যে শতকরা প্রায় দুই জন লোক জ্বরে কমিয়াছে। অন্যান্য জিলা অপেক্ষা দিনাজপুরে জ্বরের মৃত্যু সংখ্যা অধিক। কেবলমাত্র কালাজ্বরের মৃত্যু সংখ্যা ১১৮৪৫ জন।

শিশু-মৃত্যু।—বাংলায় শিশু মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক যে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। ঐ বৎসর সর্ব্ব-সাকুল্যে ১২০৬৮৬৩টী শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বলিয়া রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৭০২৫১টী বালক আর ৬১৬৬১২টি বালিকা। তন্মধ্যে ১২১৯৬৩টী পুরুষ শিশু এবং ১০৭১১৫টী নারী শিশু—সর্ব্বসাকুল্যে ২২৯০৭৮টী শিশু প্রাণ হারাইয়াছে। অর্থাৎ হাজার করা ১৭৮টী শিশু প্রাণ হারাইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে শিশুমড়কের প্রকোপ হাজার করা

মগরেবী

বড়লাটের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন

লণ্ডন ষ্টেসনে অভ্যর্থনা

লণ্ডনের ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য বড়লাট লর্ড আরউইন এবং তদীয় পত্নী ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে পৌছিয়াছেন। অদ্য রাত্রিতেই তাঁহারা লীড্স্ শহরে যাইবেন। ভারত-সচীব মিঃ ওয়েজউড্ বেন, সহকারী ভারত-সচীব ডাঃ ড্রামণ্ডশিলস, আলোয়ার, রেওয়া এবং বর্দ্ধমানের মহারাজাগণ, লর্ড ইঞ্চকেপ, স্যার জন সাইমন, স্যার শঙ্করণ নায়ার, স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ লাট-দম্পতীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন।

ফরাসী বৈমানিকদের দুর্ভাগ্য

আটলাণ্টিক অভিযান

ভিলাবুব্লের ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, ফরাসী বৈমানিক কাপ্তেন কোষ্টে প্যারিস হইতে না থামিয়া নিউইয়র্ক পৌছিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি এজোর্স দ্বীপের উত্তর দিকে পৌছিয়াছিলেন। কিন্তু পেট্রোল ফুরাইয়া যাইবার আশঙ্কায় তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। কোষ্টের বিমানপোত ঝড়ের মুখে পড়ে, ফলে পোতের গতি ১২৫ মাইল হইতে কমাইয়া ঘণ্টায় ৪০।৫০ মাইল করিতে হয়। ২০ ঘণ্টায় তিনি ২৩৭৫ মাইল গমন করিয়াছিলেন।

'জগদীশে'র নূতন আবিষ্কার

গাছ-গাছড়ায় ঔষধের সন্ধান

লণ্ডনের ১০ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য ভারত সচিবের দফতরে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি বহু ভারতীয় গাছ-গাছড়া হইতে নির্য্যাস্ বাহির করিয়া নূতন ঔষধের সন্ধান পাইয়াছেন। এই সমস্ত ঔষধের দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শক্তি বৃদ্ধি এবং পুষ্টিলাভ করিবে। তিনি বলেন যে, এই নূতন আবিষ্কৃত জগতে ইংলণ্ড ও ভারতের একটা বড় সহযোগীতার পথ রহিয়াছে। স্যার জগদীশ একটা নূতন ভেষজ-বিজ্ঞানের আভাষ দেন এবং বলেন যে, উহা দ্বারা বিশ্ব-মানবের রোগের কল্যাণ হইবে। দেশীয় গাছ-গাছড়াকে ঔষধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার জন্য একটা শ্রম-প্রতিষ্ঠান গড়িবার আবশ্যকতা সম্বন্ধেও তিনি জোর দেন।

বৃটেনে অদ্ভুত জুয়াচুরি

ডাক-পিওনের বেশে জুয়াচোর

লণ্ডনের ১৫ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গত সপ্তাহের শেষে দুইটি চতুরতাপূর্ণ মেলব্যাগ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে এবং এতৎসম্পর্কে দোষীদিগকে ধরিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগ চেষ্টিত হইয়াছে। গত শনিবার পিকাডিলির পোষ্ট অফিসে ডাক পিয়নের বেশ ধরিয়া এক ব্যক্তি আসিয়া হাজির হয় এবং যথারীতি প্রতিদিনের মত ২৬টি রেজেষ্ট্রি প্যাকেট লইয়া এবং রসিদে নাম স্বাক্ষর করিয়া প্রস্থান করে। নকল ডাকপিয়নটী চলিয়া যাইবার পরমুহূর্ত্তেই আসল ডাকপিয়নটী আসিয়া হাজির হয়। কিন্তু আসামী ধরা পড়ে নাই। ঠিক ঐ দিনই সন্ধ্যাকালে লিভারপুলে কানাডার বিমান ডাক ষ্টীমার যোগে মণ্টরী রেল হইতে আসিয়া পৌছিলে, ব্যাগ খুলিয়া দেখা যায় যে, ৮০টি রেজেষ্ট্রী প্যাকেট কম আছে। অথচ ব্যাগ কিম্বা শিলমোহরের কোনপ্রকার অনিষ্ট হয় নাই।

সাবমেরিণ সংঘর্ষ

বাইশ জনের মৃত্যু

লণ্ডনের ৯ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, ওয়েল্সের উপকূল ভাগের অদূরে সেণ্ট ডেভিডস্ হেডের ১১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে দুইটি বৃটিশ সাবমেরিণের মধ্যে গুরুতর সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে ২২ জন লোক সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। সংঘর্ষ হেতু একখানি সাবমেরিণ ডুবিয়া যায়, এই নিমজ্জিত পোত হইতে মাত্র দুইজন লোক রক্ষা পাইয়াছে, অপর সাবমেরিণের একজন নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐদিন খুব সকালে এই দুর্ঘটনার সংবাদ প্রথমতঃ নৌবিভাগের নিকট পৌছে, তখন পোর্টস্মাউথ হইতে এই মর্ম্মে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পৌছে যে, সেণ্টডেভিডস্হেডের অদূরে এইচ ৪৭ সংখ্যক সাবমেরিণখানা এল ১২ সংখ্যক সাবমেরিণ কর্ত্তৃক নিমজ্জিত হইয়াছে। নৌ-বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, যে দুইজন লোক নিমজ্জিত সাবমেরিণ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহাদের একজন হইতেছেন উহার কমাণ্ডার আর, কে, গার্ডনার এবং অপর জন টেলিগ্রাফ অফিসার। ঐদিন সন্ধ্যায় টবে নামক স্থানে যে বল্ নৃত্য হইবার কথা ছিল, দুর্ঘটনার জন্য ঐ উৎসব স্থগিত রহিয়াছে। এই সপ্তাহে নৌ-বহরের যে সকল নৃত্য হইবার কথা ছিল, সেগুলিও স্থগিত রহিয়াছে। মৃতদেহ গুলিকে উদ্ধার করিবার জন্য অন্যান্য পোত প্রেরিত হইয়াছে।

সমুদ্রের মধ্যে গুপ্ত ধন

সন্ধানের চেষ্টায় ইটালীয় পোত

লণ্ডনের ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, আর্টিগলিও' ইটালীয় পোত "ড্রমণ্ড ক্যাসল" নামক নিমজ্জিত বৃটিশ পোতের সন্ধানের জন্য যাত্রা করিয়াছে। গত ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখ মোলেন্ দ্বীপের নিকটস্থ একটি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে গভীর কুয়াসার মধ্যে পোতটী নিমজ্জিত হয়। উহাতে ৩৫৬ জন যাত্রী ও লশ্করের মধ্যে মাত্র ১জন যাত্রী ও ২জন লশ্কর রক্ষা পাইয়াছিল। ৬০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের সোনা ঐ পোতটীর মধ্যে ছিল এক্ষণে সমুদ্র গর্ভস্থ ৩৩ বৎসর পূর্ব্বের নিমজ্জিত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ হইতে এই উপযুক্ত পরিমাণ সোনা উদ্ধারের জন্য ইটালীয় পোত চেষ্টা করিতেছে।

আবার আটলাণ্টিক পার

মার্কিণে বৈমানিকের কৃতিত্ব

দুইজন মার্কিণ বৈমানিক যুক্তরাজ্যের ওল্ড আর্চার্ড নামক স্থান হইতে গত পূর্ব্ব সোমবার দিন যাত্রা করিয়া পরবর্ত্তী মঙ্গলবার রাত্রিতে স্পেনের উপকূলে অবতরণ করিয়াছেন। না থামিয়া এই পর্য্যন্ত আট্লাণ্টীক মহাসমুদ্র ৭ বার অতিক্রান্ত হইল। লণ্ডনের ৯ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ রেজার উইলিয়াম্স্ এবং কাপ্তেন লুইস্ ইয়াঙ্কি যুক্তরাজ্যের ওল্ড আর্চার্ড হইতে রওয়ানা হইয়া অদ্য স্পেনের অন্তর্গত স্যাণ্টাভার সমুদ্রতীরে রাত্রি ৯-১০ মিনিটের সময় উপস্থিত হইয়াছেন। বহুদূর নীলাকাশ হইতে স্যাণ্টাভারের উপকূল ভাগের উপর যখন বৃহৎ বিমানপোত খানি দেখা দেয়, তখন দিবালোক নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। নামিবার পূর্ব্বে বিমানপোতের মধ্য হইতে বৈমানিকগণ রুমাল উড়াইয়া অবতরণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং কৃষকগণ অনেকগুলি মশাল জ্বালাইয়া নিরাপদে অবতরণের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। বৈমানিকগণ বলেন যে, পেট্রোল ফুরাইয়া যাইবার জন্যই তাঁহাদিগকে অকস্মাৎ এখানে অবতরণ করিতে হইল, কিন্তু রোমে যাইবার জন্যই তাঁহারা যুক্তরাজ্য হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকালবেলা রোমের দিকে যাত্রা করিবেন। একটা আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য এই যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে তরুণ ফরাসী বৈমানিক মিঃ জীন্ এ্যাসোল্যাণ্ট এবং তাঁহার সঙ্গী মার্কিন বৈমানিকদের মত ঠিক একই কারণে এবং একই স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গত মে মাসে উক্ত ফরাসী বৈমানিকগণ এবং বর্ত্তমান মার্কিণ বিমান-বীরগণের মধ্যে আটলাণ্টীক সমুদ্র পাল্লা দিয়া অতিক্রম করিবার কথা হইয়াছিল এবং এক্ষণে তাঁহারা একই স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, গত মে মাসে যখন তাঁহারা পাল্লা দিয়া আটলাণ্টীক পার হইবার জন্য যুক্তরাজ্য হইতে দুইখানি বিমানপোতযোগে যাত্রা করিতে উদ্যত হন, তখন ফরাসী ও মার্কিণ উভয়েরই বিমানপোতের গোলযোগ হেতু যাত্রা স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। ঐ প্রকার সামঞ্জস্য বিমান-ইতিহাসে নিতান্তই অভিনব বটে।

দমকলের কের্দ্দানী

অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যু

লণ্ডনের ১২ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গিলিংহামে সেদিন দম-কল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। তাহাতে এক বিপদ ঘটিয়াছে। স্থানীয় হাঁসপাতাল সমূহের পক্ষ হইতে ইহার ব্যবস্থা করা হয়। কথা ছিল যে, অগ্নিকাণ্ডে বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করার কৌশল দমকলওয়ালারা প্রদর্শন করিবেন। আগুন ধরাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি গৃহ ছিল প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ এবং চারিতলা বিশিষ্ট। অসাবধানতাবশতঃ এই বাড়ীর নিম্নদিকে অসময়ে আগুন ধরিয়া যায়। তৎক্ষণাৎ এই আগুন পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। এদিকে চারিতলার উপর কতিপয় বালককে রাখা হইয়াছিল—কথা ছিল যে, ইহারা অগ্নিকাণ্ডের বিপন্ন ব্যক্তির অভিনয় করিবে। বহুসংখ্যক দর্শক সমবেত হইয়াছিল। আগুন ধরিয়াছে দেখিয়া ইহারা উল্লাস করিতে লাগিল। কিন্তু অভিনয়ের জন্য নিযুক্ত বালকেরা প্রকৃতপক্ষেই বিপদে পড়িল। উপরের দিকে আগুন ধরিলে তাহারা নীচে নামিতে পারিত; কিন্তু আগুন যখন নীচের দিক হইতে উপরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল তখন ইহারা সত্যসত্যই বিপন্ন হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল। দর্শকেরা কিন্তু ইহাতে ভ্রুক্ষেপ করিল না—তাহারা ভাবিল যে, বালকগণ বিপন্ন ব্যক্তির অভিনয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যই এরূপ অসহায়ভাবে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু দমকলওয়ালারা কিছুতেই ইহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। ইহারা নিতান্ত অসহায়ভাবে দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে। দম-কলওয়ালাদের বহুলোক আহত হইয়া হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১৪ জনের কম হইবে না। দগ্ধ হইয়া যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের অভিভাবকবৃন্দ যখন দুর্ঘটনার সংবাদ পাইল, তখন সকলে ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিল—সকলেই তখন আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল—দর্শকবৃন্দের আনন্দ তখন আর্ত্তনাদে পরিণত হইল।

মশরেকী

চীন ও জাপানে মৈত্রী

নিগ্রহাত্মক নীতি অবলম্বিত হইবে না

টোকিওর ১০ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, জাপান গভর্ণমেণ্ট স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে একটি ইশ্তাহার জারি করিয়াছেন এবং এই ইশ্তাহারে চীনের সহিত মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা সর্ব্ব প্রকার প্রযত্ন করিবেন। ইহার পর হইতে জাপান কোন নিগ্রহাত্মক নীতি অবলম্বন করিবেন না এবং চীনকে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সকল প্রকারে সাহায্য করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেণ্ট বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। জাপানের আত্মরক্ষা যতদূর পর্য্যন্ত বিপন্ন না হয়, ততদূর তাঁহারা অস্ত্রহ্রাসের আন্দোলন সমর্থন করিবেন। নৌ, সামরিক এবং সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় বিভাগেই গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করিবেন। বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত যে সরকারী ঋণ রেজেষ্ট্রী হইয়াছে, তদতিরিক্ত তাঁহারা আর কোন ঋণ বাড়াইবেন না।

পারস্যে বন্যার প্রকোপ

দুই হাজার গৃহ ধ্বংস

তেহরাণের ১৩ইর সংবাদে প্রকাশ যে, তাবরিজে শিলা এবং বৃষ্টিপাতের জন্য যে প্রবল বন্যা হইয়াছে, তাহাতে অধিকাংশ পথ ঘাট বিনষ্ট হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে ২ হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং এখনও আরও ঘরবাড়ী পড়িতেছে।

৩৭৫টি লাশ প্রাপ্ত

একটি নদীখাতের পাড় দিয়া বহু গ্রাম একবারে ধ্বংস হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত ৩৭৫টী মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। শস্যের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে।

ভূমিকম্পে গ্রাম বিনষ্ট

তেহ্রাণের ১৫ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য দ্বিপ্রহরে খোরাসান জেলায় প্রবল ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ফলে ফারুখ এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। হতাহতের সংখ্যা সামান্য। গতকল্য রাত্রিতে বন্দর আব্বাসে সামান্য ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তির আত্মহত্যা

কারণ অপ্রকাশিত

লণ্ডনের ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, গত ২৫শে জুন স্যার মর্টিমার সিঙ্গার আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া করোনারের আদালত রায় দিয়াছেন। মর্টিমার সিঙ্গার বিখ্যাত সিঙ্গার সিউইং মেসিনের আবিষ্কারকের পুত্র, তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর হইয়াছিল। আত্মহত্যার কারণ প্রকাশিত হয় নাই। গত ১৯০০ সালে তিনি বৃটিশ প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট

পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তর

লণ্ডনের ৮ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য কমন্সসভায় প্রশ্নোত্তর সময়ে ভারত সচিব মিঃ ওয়েজউড্ বেন্ বলেন যে ভারতীয় ষ্ট্যাটুটারী কমিশনের রিপোর্ট কবে বাহির হইবে, তাহা তিনি বলিতে সক্ষম নহেন এবং কমিশনের গুরুতর ও জরুরি কার্য্যাবলী সম্পর্কে তিনি তাঁহাদের উপর কোন চাপ দিতেও রাজী নহেন। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে এই রিপোর্ট যে বাহির হইবে, তাহা তিনি আশা করেন না। রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে আবার কমিশন যে, ভারতবর্ষে যাইবেন এমন কথা তিনি কোথাও শুনেন নাই।

সম্রাটের বক্ষে অস্ত্রোপচার

পাঁজরের দুইখানি হাড় স্থানান্তরিত

পাঁচজন ডাক্তারের স্বাক্ষরিত ইশ্তাহারে প্রকাশ, সম্রাটের বক্ষে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। দেড় ইঞ্চি পরিমিত ফোড়ায় যে পুঁয ও বদ রক্ত আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহা যাহাতে শীঘ্র বাহির হইয়া যায়, সেই জন্য পাঁজরের দুইটী হাড়ের কিয়দংশ অস্ত্রোপচার দ্বারা স্থানান্তরিত করা হয়। সম্রাটের অবস্থা সন্তোষজনক।

পূর্ব্বের অবস্থা

বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে ৬ জন চিকিৎসকের স্বাক্ষরিত এই ইশ্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, সম্রাটের স্বাস্থ্যের আরও উন্নতি হইয়াছে, বক্ষের দক্ষিণ দিকের নালি ঘা হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পুঁয বাহির হইতেছে না, এ কারণে ক্ষতের অবশিষ্ট অংশ যাহাতে পুরিয়া উঠে, সে জন্য পুঁয বাহির করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সেই হেতু সোমবার দিবস উহার মুখটি খুলিয়া দেওয়া হইবে। কি উপায়ে তাহা করা যায়, সে বিষয়ে চিকিৎসকগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়াছেন।

বিদ্রোহ-দমনে ইব্নে সউদ

নূতন ভাবে উৎসাহ

লণ্ডনের ১০ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, মক্কা হইতে লণ্ডনে অধুনাতন যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, ইব্নে সউদ তাঁহার রাজধানী নেজ্দে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং পিটুনী কর আদায়ের জন্য স্বয়ং সৈন্য-সামন্ত লইয়া অভিযানে বাহির হইয়াছেন। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে এখনও যাহারা দেশের নানাস্থানে পলাইয়া আছে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্যও আয়োজন হইয়াছে। অবস্থা ভাল বলিয়া জানা গিয়াছে।

চীনে সোভিয়েটে মনোমালিন্য

এইবার বুঝি বাধে

মস্কোর ১৪ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, মাঞ্চুরিয়ার চীনের সহিত সোভিয়েটের মনান্তর পাকিয়া উঠিতেছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সেদিন মস্কোস্থিত জনৈক দূতের নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মাঞ্চুরিয়ার চীন কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ হইতে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যে অভিযান সুরু হইয়াছে, তাহাতে রুস গভর্ণমেণ্ট ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহারা জানাইয়াছে যে, অগৌণে বন্দী রুসদিগকে ছাড়িয়া দিলে এবং অন্যায় আদেশের প্রত্যাহার করিলে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট অতঃপর আপোষ মীমাংসা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিতে রাজী আছেন। সোভিয়েট সরকার স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন,—উত্তরের জন্য তাঁহারা তিন দিন অপেক্ষা করিবেন। এই সময় মধ্যে যদি চৈনিক কর্ত্তৃপক্ষ উত্তর না দেন তাহা হইলে আইন সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ অপর উপায় অবলম্বন করিবেন।

সোভিয়েট কর্ম্মচারী নির্ব্বাসিত

এখনও সোভিয়েট কর্ম্মচারিদিগকে নির্ব্বাসিত করা হইতেছে। "চায়নিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ের" চায়নিজ প্রেসিডেণ্ট সম্প্রতি এক বিবরণ প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মুকদেন-মস্কো-চুক্তি হয়। সোভিয়েটগণ বার বার সেই চুক্তি লঙ্ঘন করিতেছে দেখিয়া মুকদেন গভর্ণমেণ্ট একটি রেলপথ অধিকার করিয়াছেন।

জাপানী মহলে আতঙ্ক

টকিয়ো হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, চৈনিক গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রেলপথ দখল করা হইয়াছে শুনিয়া জাপানের রাজনৈতিক মহল শঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ অভিনিবেশে সহকারে ঘটনার ক্রম-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে ব্যাপার এখানেই সমাপ্ত হইবে না—অনেক দূর গড়াইবে। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত মাঞ্চুরিয়ার প্রবাসী জাপানীদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য জাপান গভর্ণমেণ্টকেও হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

বিভিন্ন সাংবাদিকের মত

লণ্ডনের ১৫ই জুলাই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে সোভিয়েট রুসিয়ার পক্ষ হইতে যে চরমপত্র প্রেরিত হইয়াছে ইহার মর্ম্মার্থ লইয়া নানা স্থলে আলোচনা হইতেছে। অদ্য প্রভাতে সমস্ত সংবাদ পত্র এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রুসিয়ার আসল মতলবটা কি—তাহা আবিষ্কার করিতে গিয়া সকলেই নানা প্রকার কল্পনা জল্পনা করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে, "চায়নিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে" রুসিয়ার পক্ষে অত্যন্ত দরকারী সুতরাং সোভিয়েট সরকার এই রেল-লাইন দাবী না করিয়াই পারেন না। এই রেল পথটি রুসিয়ার ট্রান্স কণ্টীনাণ্টেল লাইনের সহিত ব্লাডিভেষ্টক শহরকে যুক্ত করিয়াছে। ১৯২৫ সালের চুক্তি অনুসারে চীন ও রুসিয়া উভয়েই এই রেল পথের মালিক এবং পরিচালক। তারপর সাউথ মাঞ্চুরিয়ান রেল লাইনের মালিক হইতেছে জাপান। চীনের কার্য্যের ফলে "চায়নিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে" বন্ধ হইলে জাপানের তাহাতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। কাজেই এই ব্যাপারে জাপান গবর্ণমেণ্ট কখনও নির্ব্বাক দর্শক হিসাবে দাঁড়াইয়া থাকিবেন না। রুস যদি চীনের আসিয়া হানা দেয় তাহা হইলে জাপানের নিদ্রাভঙ্গ নিশ্চয়ই হইবে। "ডেলি টেলিগ্রাফ" বলেন,—দেখা যাইতেছে যে, চীন আগেই রেল পথ দখল করিয়াছেন এবং তারপর রুসিয়া তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই দুই কার্য্যের মধ্যে যে অপর কাহারও ইঙ্গিত নাই—এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্প্রতি জাপানে যে নূতন গভর্ণমেণ্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের প্রস্তাব প্রতিপত্তি যে এ স্থলে কাজ করে নাই এমন নহে। "ডেলি-হেরাল্ড" প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এ সময়ে রাষ্ট্র সঙ্ঘের দ্বারস্থ হওয়া দরকার। চীনের উপর সঙ্ঘের পক্ষ হইতে চাপ দিলেই সকল বিরোধের মীমাংসা হইয়া যাইবে। বার্লিনের "ভরওয়ার্টস" নামক সংবাদপত্র বলেন যে, এই ব্যাপারে যুদ্ধ বাধা বিচিত্র নহে। এই যুদ্ধ পরিহার করিতে হইলে সোভিয়েট রুসিয়াকে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের দ্বারস্থ হইতে হইবে।

২৬ জন হিসাবে হ্রাস পাইয়াছে। যেখানে এক শত নারী শিশু মরিয়াছে, সেখানে ১ শত ১৪টী পুরুষ শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই বাঙ্গলা দেশে যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে হাজার করা ৯৩টী শিশু। মৃত শিশুদিগের মধ্যে হাজারকরা ৫৩৭টী জন্মের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যেই মরিয়া যায়। ২৬৫টী ১ মাস হইতে ৬ মাসের মধ্যেই পঞ্চত্ব পায় এবং ১৯৮ জন ছয় মাস বয়স হইতে ১২ মাস বয়সের মধ্যে সংসার হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে? শিশুর জন্ম-মৃত্যুর হারের মধ্য দিয়াই জাতির জীবনী-শক্তির হ্রাস বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকটভাবে ফুটিয়া উঠে। এই যে প্রায় আড়াই লক্ষ শিশু—যাহারা সংসারের সমস্ত মায়া মহব্বতের ধার না ধরিয়া পরপারের যাত্রী হইল, তাহাদের মধ্যে যে কত প্রতিভা, কত মনীষা লুক্কায়িত ছিল তাহা কে বলিবে। তাহাদের প্রয়াণে বাঙ্গালী যে দু একটা, জগদীশ বা দু-একটা প্রফুল্ল চন্দ্র হারায় নাই, তাহা কে বলিতে পারে। ইহার জন্য কে দায়ী তাহার উত্তর কর্তৃপক্ষ দিবেন কি? যাহা হউক এ সম্বন্ধে আগামীতে আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সাধু সাবধান।—বিংশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শূর-বীর, ইসলাম-সভ্য-ভাবের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি, অদ্ভুত কর্ম্ম-কৌশল ও অনুপম নেতৃত্ব-শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষ গাজী আন্‌ওয়ার পাশাকে তুর্কি-সিংহাসনে না বসাইয়া একটা বদ্‌বখ্‌ৎ বে-আকীদাকে কেন যে আল্লাহ্‌তালা তুর্কী-তরণীর কর্ণধার করিলেন, এই ক্ষুদ্র মানব-বুদ্ধিতে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন বটে! তুরস্কের সামান্য সৈনিক সৌভাগ্যক্রমে রাষ্ট্র-পতির গৌরবান্বিত আসনে উন্নীত হইয়া যে ভাবে 'সংস্কার' কার্য্য চালাইয়াছিলেন, আফ্‌গানিস্তানের ব্যাপারে তাহাতে সহসা বাধা প্রদত্ত না হইলে এত দিনে খেলাফতের পূত আঙ্গিনা হইতেও আল্লার প্রিয় দীন-ইস্‌লাম বিদায় গ্রহণ করিত। আজ আশি খানা মস্‌জিদ নিলামে চড়াইয়া, কাল টোপ না পরিবার "অপরাধে" দশ্‌ জনকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া, পরন্তু নাচ-ঘরের জন্য দুই লক্ষ টাকা ব্যয়-মঞ্জুর করিয়া, তার পর দিন পুলিসের সাহায্যে ঘরের কুল-ললনাদিগকে বস্ত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়া পাশা মহোদয় যে অভিনব পাশা-খেলা জুড়িয়া দিয়াছিলেন এবং যে ভাবে ভারতের অর্দ্ধ শিক্ষিত অপরিণামদর্শী ইব্‌লিস-দলের করতালি লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেছিলেন, তাহাতে আফ্‌গানিস্থানে প্রজা-বিদ্রোহ দেখা না দিলে এত দিনে তুর্কীর ভাগ্যে চারদিক ফর্সা হইয়া যাইত। আফ্‌গানিস্তানে সত্যের জয় ও অসত্যের পতনে আজ যে কামাল মিঞার টনক নড়িয়াছে, চারদিকের অবস্থা দৃষ্টে তা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে। মুসলমানকে উঠিতেই হইবে এবং উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরেই আজ তা'কে অরোহণ করিতে হইবে। তবে, ইস্‌লামের বৈশিষ্ট ষোল আনার উপর সতর আনা বজায় রাখিয়াই তা'কে সে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। মিঞা কামালুদ্দিনের উর্ব্বর-মস্তিষ্কে সে সব কথা প্রবেশ লাভ করিলে উভয়েরই কল্যাণ হাসেল হইবে। নেতা নামধারী যে সব ভারতীয় অর্ব্বাচীন আজ মুসলমানদিগকে ধূতি চাদর পরিয়া "নেংটি-প্রসাদ" সাজিবার জন্য পরামর্শ দিতেছে, তা'দেরও বুদ্ধির হাঁড়ি হাটে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

বন্যা ও মাড়োয়ারী।—আসাম ও পূর্ব্ব বঙ্গের যে সব অঞ্চলে আজ বন্যার ফলে লক্ষ লক্ষ নর-নারী বিপন্ন হইয়াছে, সে সব স্থানে মাড়োয়ারী মহাজনেরা সুদীর্ঘ কাল্ হইতে সুদের ব্যবসায় চালাইয়া শত করা পঁচানব্বই জন অধিবাসীকে শোষণ করিয়া ভুঁড়ি মোটা করিয়াছে, এবং আগামীতেও তাহা করিবার জন্য ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। অতি উচ্চ হারের সুদে টাকা ধার্ দিয়া বিনিময়ে মাড়োয়ারী মহাজনেরা কৃষকের সাড়া বছরের কষ্টোপার্জ্জিত ধান, পাট, তিল, সরিষা, মটর, তামাক ও তিসি প্রভৃতি সোজা ক্ষেত হইতেই নিজের গোলায় তুলিয়া লইয়া এবং সময় সময় কৃষকের ঘটি-বাটী পর্য্যন্ত ক্রোক করিয়া তাহাকে তার পৈত্রিক ভিটা-মাটি হইতে উদ্বাস্ত করিতেছে। গত বৎসর এক রায়ৎ-সভা উপলক্ষে আসামের নওগাঁ অঞ্চলে গমন করিয়া প্রবন্ধাবলী পত্রস্থ করিয়া মহা গৌরব অনুভব করিতেছেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু পরিচালকগণ কত কিছু কাণ্ড কারখানা করিয়াছেন, স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন এই সকল পর-ছিদ্রা-ন্বেষী সম্পাদক ও লেখকগণ ঐ সকল ব্যাপার বে-মালুম হজম করিয়াছেন এক্ষণে মুসলমানের বিরুদ্ধে তিলকে তাল করিয়া দেখাইয়া জাতি-বিদ্বেষের প্রকৃষ্ট নমুনা প্রদর্শন করিতে ক্রটী করিতেছে না।

প্রকৃতি-পুঞ্জের মিলন।—সুখের বিষয়, যশোহরের প্রবল পরাক্রান্ত নমঃশূদ্র সম্প্রদায় বুঝিতে পারিয়াছেন, ভদ্র (ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, বৈশ্য, শূদ্র, প্রভৃতি) সম্প্রদায় তাহাদিগকে কিরূপ ঘৃণা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করেন; আর মুসলমানদিগের সঙ্গে যোগ দেওয়াতে তাঁহাদের কত সুবিধা হইয়াছে। যশোহর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান, কলিকাতা হাইকোর্টের উদীয়মান উকীল মওলবী সৈয়দ নওশের আলী বি এল সাহেবকে নমঃশূদ্র ভ্রাতাগণ দেবতার ন্যায় সম্মান করেন; ইতিমধ্যে নড়াইলের ইলাকায় কোনও সম্ভ্রান্ত হিন্দুর বাড়ীতে এক বৈঠকে নমঃশূদ্র নেতাদিগকে নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল; তাহাদের বসিবার জন্য চেয়ারের বন্দোবস্ত করিতে ক্রটী করা হয় নাই। সভায় নমঃশূদ্র ভ্রাতাদিগকে বলা হইল, "তোমরা মুসলমানদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া কি লাভবান হইলে?" তন্মধ্যে প্রধান নমঃশূদ্র নেতা বলিয়া উঠিলেন, "আপাততঃ এই লাভ দেখিতেছি যে, পূর্ব্বে আপনাদের নিকট আসিলে একখানি পীড়িও বসিতে পাইতাম না, আজ চেয়ার পাইয়াছি, ইহা কি কম লাভ?" মুসলমান প্রধানতঃ কৃষিজীবি, নমঃশূদ্রগণও কৃষিজীবি, সুতরাং তাহাদের সাধারণ স্বার্থ এক; এরূপ ক্ষেত্রে এই দুই সম্প্রদায়ের সম্মিলনে প্রজা-সাধারণের মধ্যে এক মহা শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। হিন্দু ভদ্র নামধারী লোকেরা নমঃশূদ্রদিগকে পূর্ব্বে চণ্ডাল বা চাঁড়াল বলিয়া কতই না ঘৃণা করিত, তাহাদিগের প্রতি শৃগাল কুকুরের ন্যায় ব্যবহার করিত; আজ হিন্দু "ভদ্দর" লোকেরা তাহাদের কত তোষামোদ করিতেছেন। নমঃশূদ্র ও মুসলমান না হইলে তাহাদের জমিগুলি বর্গা চাষ হয় না। পূর্ব্বে বর্গা চাষি কৃষক অর্দ্ধেক ভাগ লইত; আজকাল দুই-তৃতীয়াংশ বা ৩ ভাগের দুই ভাগ অংশ লইতেছে। আমরা ইহাও বলি, মুসলমান চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং মেম্বরদিগের কার্য্যে কোনও ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকিলে তাহা সংশোধন করিয়া নিরপেক্ষভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, হিন্দু সমাজের প্রবল আন্দোলনে গবর্ণমেন্ট যশোহর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কার্য্য কলাপ অনুসন্ধানার্থ প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার বাহাদুরকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কাবুল ও আমানুল্লা।—হিন্দু সংবাদ পত্র সমূহে এবং উহার পদানুসরণকারী মুসলিম খবরের কাগজগুলিতে যে সকল "কাবুলী সন্দেশ" বাহির হয় সেগুলি ভীম নাগ বা দ্বারিক ঘোষের সন্দেশ হইতেও সুস্বাদু এবং মুখ-রোচক। আমীর মুহাম্মদ হবিবুল্লার প্রতি ইহারা এত বিদ্বেষ-পরায়ণ কেন, আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। আমীর আমানুল্লাহ্‌ ইউরোপীয় ভাবে বিভোর হইয়া একে একে ইস্‌লামের সমুদয় বিধান পদ-দলিত করিতেছিলেন; ফিরিঙ্গি আনা চাল ও পাশ্চাত্য রীতি-নীতি, পোষাক-পরিচ্ছদ খাঁটি মুসলমান অধিবাসী পূর্ণ আফগানিস্তানে প্রচলন করিয়া উহাকে দ্বিতীয় তুরস্কে বা কামালী রাজ্যে পরিণত করিতেছিলেন। খোদার তরফ হইতে আফগানিস্তানের আলেমগণের অভ্যুত্থান হইল; একজন অজ্ঞাত-নামা বীর পুরুষ আবির্ভূত হইয়া মহা পরাক্রমশালী আমীর আমানুল্লাকে পরাজিত ও দেশত্যাগী করাইলেন। ছায়াবাজীর ন্যায় অপূর্ব্ব প্রহসন ও অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ব্যাপার সম্পন্ন হইল। আমাদের আমান-প্রিয় কু-সংস্কার বা পাশ্চাত্য ইস্‌লাম-বহির্ভূত তরক্কি প্রয়াসী হুজুগ-প্রিয় ভাই সাহেবগণ আমানুল্লার জন্য কাঁদিয়া আকুল, চক্ষের পানীতে বক্ষ ভিজাইতেছেন। ইউরোপীয়দের চক্ষে আমানুল্লার এই দানবীয় বা শয়তানী সংস্কার খুব ভালই বোধ হইবার কথা। পাশ্চাত্য খিয়াল-সম্পন্ন হিন্দু ও ব্রাহ্মগণ আমানুল্লার ঐ ইস্‌লাম-ধ্বংসকারী সংস্কারকে খুব "নেক-নজরে" দেখিয়া থাকেন। মুস্‌লিম-বিদ্বেষী হিন্দুগণ চায় যে, আফগানিস্তানের শক্তি খর্ব্ব হউক, ভবিষ্যতে মুস্‌লিমগণ আফগানিস্তানের দ্বারা কোনরূপেও লাভবান হইতে না পারে।

হিন্দুদের আতঙ্ক।—আফগান জুজুর ভয়ে তাহারা সদা সন্ত্রস্ত। যদি ভারতে কখনও হিন্দু রাজা হয়, তবে মুসলমানগণ পরাক্রান্ত আফগান জাতির সাহায্যে একটা মহা বিভ্রাট ঘটাইতে পারে। তাহারা জানে যে, আফগান কেশরী আহমদশাহ্‌ আবদালা অল্প সংখ্যক পাঠান সৈন্য লইয়া প্রায় দুই লক্ষ পরাক্রান্ত মারহাট্টাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের প্রধান প্রধান সেনাপতি ও প্রধান প্রধান নেতা ও বীর পুরুষ সহ লক্ষাধিক মারহাট্টা বা বর্গী দস্যু রণক্ষেত্রে মৃত্তিকা দংশন করিয়াছিল। যে দুর্দ্ধর্ষ বর্গী জাতি পঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা, দাক্ষিণাত্য, মধ্য প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, গুজরাট, পশ্চিম ভারত প্রভৃতি ভারতের বিপুলাংশ অধিকার বা আংশিক অধিকার করিয়াছিল। দস্যু-বৃত্তি, লুট-পাট, খুন-খারাবী, গৃহ-দাহ ইত্যাদি পশোচিত অনুষ্ঠান দ্বারা সমগ্র দেশ উৎসন্ন দিতেছিল, দোররানী বংশীয় পাঠান রাজ আহমদশাহ্‌ আবদালী তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিয়া ভারতবর্ষ নিরাপদ করিয়াছিলেন; সে জাতি ঘরের পার্শ্বে থাকিলে মহা বিপদের সম্ভাবনা। ভারতীয় মুস্‌লিম শক্তি এবং আফগান শক্তি একত্রিত হইয়া, ভারতীয় হিন্দু, সংখ্যায় যতই বেশী হউক না কেন, তাহাদের সাফল্য লাভ সম্বন্ধে ঘোর "আন্দেশাহ্‌" আছে। কাজেই আফগানিস্তানে কোনও সুপ্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেন্ট থাকা তাহাদের জাতীয় স্বার্থের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। এজন্য তাহারা চায় আফগানিস্তানে বিপ্লবানল জ্বলিতেই থাকুক, আফগান শক্তি চুর-মার ও ছারখার হইয়া যাউক। 'বাচ্চা সাক্কা' যে বংশের লোকই হউন না কেন, তিনি দীনদার মুসলমান। তাঁহার ঘোষণাবাণীতে ইসলামের বিপরীত একটি কথাও নাই। তাঁহার কার্য্য-কলাপের উপর শত্রুপক্ষ যতই দোষারোপ করুক না কেন; তিনি কোরআন হাদীসের বিপরীত কোনও কাজ করেন নাই। আফগানিস্তানের প্রধান প্রধান পীর-দরবেশ, আলেম-ফাজেলের মতানুসারে শাসনকার্য্য পরিচালন করেন।

ইস্‌লামী সুলতানত।—মুসলমান অজ্ঞাত কুলশীল হইলে তাহাতে কোনও দোষ বা ক্ষতি নাই। ইস্‌লামী শরিয়তানুযায়ী শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিলেই হইল। আমীর আমানুল্লাহ প্রথমাবস্থায় আদর্শ নৃপতি ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পাশ্চাত্য সংস্কার-স্পৃহা পূর্ব্ব হইতেই প্রবল ছিল। ইউরোপ ভ্রমণ করিলে পর তাহার সেই ফেরাউনী স্পৃহা চরমে উঠে এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তাড়াতাড়ি ইস্‌লামের বিপরীত নানা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। ইহাই তাঁহার পতনের কারণ; তাঁহার বেগম সুরাইয়া আরও এক কদম বাড়িয়া যান। তাঁহার চিত্র বা ফটোতে তাঁহার যে অর্দ্ধনগ্ন পরিচ্ছদ দৃষ্ট হয়, তাহাতে কে বলিবে যে, তিনি মুস্‌লিম ললনা। তারপর আমানুল্লা রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়াও বিলাসিতার লীলা-নিকেতন ইউরোপেই আস্তানা গাড়লেন। নির্লজ্জতাও বেহায়াপনীর আদর্শক্ষেত্র ইউরোপ-বাসই পছন্দ করিলেন। কেন তাঁহার জন্য মিসর কিংবা পারস্য অথবা আরবে কি একটু স্থান হইল না? তওবা করিয়া শেষ জীবন মুসলমানরূপে অতিবাহিত করিলেই বুঝা যাইত, পাপ করিয়া তাঁহার অনুতাপ হওয়ায় শেষ সময়ে তিনি যে সর্ব্ব প্রকার কুসংস্কার বন্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া "তওবা নামা" লেখিয়া দিয়া ছিলেন বা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তিনি আবার সিংহাসনে মজবুৎ হইয়া বসিয়া যে পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিতেন কি না, তাঁহার বর্ত্তমান ইউরোপপ্রবাস দ্বারাই তাহা অনুমিত হইতে পারে। অতঃপর তুরস্ক গণতন্ত্রে বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া কামালীদলের মুরিদ হইতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছেন, এই সংবাদও পাওয়া যাইতেছে। কামাল পাশার ও তাদের দল ইসলামের ভিত্তি পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলিতেছেন, যিনি তাঁহার মুরীদ বা মো'তেকেদ্‌ হইবেন, তাঁহার মানসিক ভাবও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই আমান-ভক্তের এক প্রকাণ্ড দল পেশাওরে আছে। আমানের সমর্থনকারী নাদির খাঁ বহুকাল ইউরোপে প্রবাসী জীবন কাটাইয়া, পাশ্চাত্য খিয়াল সম্পন্ন হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃত মৎলব কি, তাহা এখনও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। পেশাওরী পাণ্ডাগণ এক্ষণে নাদির খাঁর গুণ-গানে প্রমত্ত।

আগুন জ্বলিয়াছে

—০:০:০—

দীর্ঘ পৌণে দুই শত বর্ষ-ব্যাপী জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া, প্রতিবেশী হিন্দু ও শাসক সম্প্রদায় বৃটিশ আমলাতন্ত্রের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া ভারতের মুস্‌লিম সমাজ কোন প্রকারে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত তাহাদের ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয় নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, হিন্দুদের দেশদ্রোহী স্বরাজী সম্প্রদায় ও কতকগুলি মুসলমান নামধারী গণ্ড মূর্খের চেষ্টায় মুসলমানের সেই পুত-পবিত্র ধর্ম্মকার্য্যে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দা কর্ত্তৃক উপস্থাপিত বাল্য-বিবাহ বিল ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদে অধিক সংখ্যক ভোটের জোরে গৃহীত হইয়াছে। গত ১লা অক্টোবর ভারতের বর্ত্তমান কার্য্যকারক রাজ-প্রতিনিধি মিঃ গোসেন ভারতীয় মুসলমানের জনমতকে সম্পূর্ণরূপে পদ-দলিত করিয়া বিলটি আগামী ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যে করিবার জন্য সম্মতি দিয়াছেন। বড়লাটের এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে কোন ফল হইবে কিনা জানি না। তবু এই সম্পর্কে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে, ভারত রাষ্ট্রীয় পরিষদে যখন দ্বি-তৃতীয়াংশ মুস্‌লিম সভ্যের মতের প্রতিকূলে বিলখানি গৃহীত হইল, সেই সময় যাহাতে এই আইন মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর কার্য্যকরী না হয়, তজ্জন্য পরিষদের মুসলমান সদস্যদের পক্ষ হইতে একটী ডেপুটেশন বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। বড়লাট নাকি তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের প্রতিকূল মতের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, এ বিষয়ের বিবেচনা

কাবুলকা লাড্ডু।—কাবুলী সন্দেশ গুলি পাঠ করিলে গুলি বা গাঁজার আড্ডার খাঁটি সংবাদ বলিয়াই অনুমিত হয়। আমীর মুহাম্মদ হবিবুল্লার বিরুদ্ধে যত প্রকার মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতে পেশাওরের এজেন্সি কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছে না। তাহাদের সাব-এজেন্সি গুলি ভারতের নানা স্থান হইতে সংবাদ পত্রের মারফতে সেগুলি ভারতময় ছড়াইতেছে। এসোসিয়েটেড প্রেস ও ফ্রি প্রেস সেই মিথ্যা সংবাদ গুলি সংবাদ পত্রের ঘাড়ে চাপাইয়া বুজুর্গী জাহির করিতেছে। কাবুলী সন্দেশ মুখ-রোচক বটে! এই ৭৮ মাস যাবৎ আফগানিস্তানের যে সকল সংবাদ পেশাওর ও শিমলার এজেন্সি হইতে বাহির হইতেছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, ঘটনা উহার ঠিক বিপরীত, ইহা দেখিয়া শুনিয়া আমরা কাবুলী সন্দেশ আমাদের প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দিতে বহুদিন হইতেই নিরত আছি। 'বাচ্চা সাক্কা' বা আমীর মুহাম্মদ হবিবুল্লার মৃত্যু সংবাদ ২।৩ বার বাহির হইল; তাঁহার সেনাপতি সৈয়দ হোসেনের মৃত্যু সংবাদ একাধিক বার বাহির হইয়াছে। আমীর আমানুল্লার, তাঁহার ভগিনীপতি জেনারেল আলী আহ্‌মদ জান এবং আবদুল হাদী খাঁয়ের বিজয় সংবাদ পুনঃ পুনঃ আসিয়াছে; আর আজ কাল জেনারেল নাদির খাঁর বিজয়-দুন্দুভি অনবরত বাজান হইতেছে। আমীর আমানুল্লার পেশাওরস্থ ট্রেড এজেন্টের নিকট মওজুদ টাকা হইতে লক্ষাধিক টাকা নাদির খাঁকে এযাবত দেওয়া হইয়াছে। ট্রেড এজেন্ট সোসাইটির জন্য সংগৃহীত টাকা গুলিও নাদির খাঁকে পাঠান হইয়াছে, আর আর অনেক সমিতিও চাঁদা তুলিয়া পাঠাইয়াছে। সম্প্রতি চাঁদা সংগ্রহার্থ কলিকাতায়ও এক এজেন্ট আসিয়াছে। শ্রমজীবিদিগের নিকট হইতে প্রধানতঃ চাঁদা সংগ্রহের নাকি চেষ্টা হইবে। সমুদয় মিল ও কলকারখানায় ধর্ম্মঘট হওয়াতে শ্রমজীবিদিগের অর্থাভাব চরমে উঠিয়াছে। তাহারা অন্নাভাবে ও অর্থাভাবে মরিতেছে। এই বিপন্ন শ্রমজীবিদিগের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করা একটা নির্ম্মম ব্যাপার নয় কি? আমান ও নাদির-ভক্ত বড় বড় পাণ্ডাগণ মোটা মোটা চাঁদা দিলেও ত হয়। লড়াইয়ের ব্যাপার ইহাতে হাজারের ত' উল্লেখ করা যাইতেই পারে না। লাখ লাখ বা কোটী কোটী টাকার দরকার।

আসাম শাসনকর্ত্তার সফর

বন্যা-প্লাবিত স্থান পরিদর্শন

আসামের শাসনকর্ত্তা স্যার লরী হ্যামন্ড তদীয় পত্নীসহ সুরমা উপত্যকার বন্যা প্লাবিত স্থান সমূহ পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে সফরে বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা লঞ্চে করিয়া হবিগঞ্জ অঞ্চল দর্শনে গিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলে জলে জলাকার, মাঝে মাঝে কোথাও দ্বীপের মতো ক্ষুদ্র ভূখণ্ড জলের উপর ভাসিয়া আছে। সেখানে গরু, মহিষ মানুষ ইত্যাদি একত্রে কোন প্রকারে মাথা গুজিয়া আছে। গৃহপালিত পশাদির খাদ্যের বিশেষ অভাব ঘটিয়াছে। বহু লোক গৃহপালিত পশাদির খাদ্যের নিমিত্ত নৌকায় করিয়া কচুরী পানা সংগ্রহ করিতেছে। স্থলের কোন চিহ্ন বর্ত্তমান না থাকায় গভর্ণরের লঞ্চ কোন পথে গমন করিবে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইতে ছিলনা। এইজন্য লঞ্চখানি মন্দগতিতে অগ্রসর হইতেছিল। রাত্রি ৯টার পর লঞ্চখানি আজমিরীগঞ্জ ফিরিয়া আসে।

জম্-ইয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা

জরুরী অধিবেশন

প্রথম সভা

স্থান—টিকিয়াটুলি মসজিদ, চান্দনী চক, কলিকাতা, সময়—৬ই জুলাই অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা, উপস্থিত মেম্বারগণের নাম—

১। মওলানা হাজি নেসারুদ্দিন আহমদ, বরিশাল। ২। মওলানা হাজি আবুল বয়ান মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ ফারুকী হুগলী। ৩। মওলবী হাজি মোহাম্মদ ইয়াসিনউদ্দিন, ফরিদপুর, ৪। মওলবী মোহাম্মদ আবেদ আলী, যশোহর, ৫। মওলবী মোহাম্মদ আবদুল মান্নান ঘোড়া শিমলা, হুগলী, ৬। এম, হাজি আবদুল মান্নান, কলিকাতা। ৭। মওলবী এ, এফ, এম, আবদুল করিম, ময়মন সিংহ। ৮। এম, হাজি মোহাম্মদ আরেফ, কলিকাতা, ৯। মওলানা হাজি আফ্‌সার উদ্দিন আহমদ, ১০। মওলবী খন্দকার মোমতাজ উদ্দিন আহমদ, ফরিদপুর। মওলবী এ, এফ, এম আবদুল করিম সাহেবের প্রস্তাবে ও মওলবী আবদুল মান্নান সাহেবের সমর্থনে মওলানা হাজি নেসার-উদ্দিন আহমদ সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। প্রস্তাব—হজ-তদন্ত কমিটী কর্ত্তৃক প্রচারিত প্রশ্ন সমূহ পঠিত হইল। এই সকল প্রশ্নের জওয়াব দিবার নিমিত্ত জয়েন্ট সেক্রেটারী মওলানা হাজি আফসার উদ্দিন আহমদ সাহেবকে ক্ষমতা প্রদান করা গেল। প্রস্তাবক মওলবী হাজি মোহাম্মদ ইয়াসিন উদ্দিন, অনুমোদক—মওলানা আবুল বয়ান মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

দ্বিতীয় সভা

স্থান—টিকিয়াটুলী মসজিদ, চাঁদনী চক, কলিকাতা। সময়—১১ই জুলাই ১৯২৯ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা, উপস্থিত ও সভ্যগণের নাম—

১। মওলানা শাহ সুফী মুহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সভাপতি। ২। মওলানা হাজি মহাম্মদ ইয়াছিন উদ্দিন, ফরিদপুর ৩। মওলানা হাজী আবুল বয়ান মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী ৪। মওলানা হাজি আহমদ আলী এনায়েতপুরী যশোহর ৫। মওলবী এ, এফ, এম, আবদুল করিম ময়মনসিংহ ৬। মওলবী হাজি এলাহি বখ্‌শ হুগলী ৭। মওলানা হাজি আফসার উদ্দিন আহমদ জয়েন্ট সেক্রেটারী ১ম প্রস্তাব—মওলানা হাজি আফসার উদ্দিন আহমদ সাহেব হজ তদন্ত কমিটির প্রশ্নাবলীর যে জবাব প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ গঠিত হইল এবং সকলের সমবেত মতে ইহা জম-ইয়তের পক্ষের জওয়াব বলিয়া বলিয়া গৃহীত হইল। প্রস্তাবক—মওলানা হাজি আবুল বয়ান মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী সমর্থক—মওলবী হাজি মোহাম্মদ ইয়াসিন উদ্দিন ২য় প্রস্তাব—হজ তদন্ত কমিটির ১০।৭।২৯ তারিখের ৬০৮নং পত্র গঠিত হইল। সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে প্রস্তাব করা যাইতেছে যে মওলানা হাজি আফসার উদ্দিন আহমদ, মওলানা হাজি আহমদ আলী এনায়েতপুরী ও মওলবী হাজি এলাহি বখ্‌শ সাহেবানকে হজ তদন্ত কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক জম-ইয়তে ওলামার প্রতিনিধি মনোনীত করা গেল।

(সভাপতি সাহেব কর্ত্তৃক উত্থাপিত)

—রিপোর্টার

'বাঙলা' ও 'ভগ্নদূতের' মামলা

ক্ষমাপ্রার্থনায় মুক্তি

সিলেটের কুমার গোপিকারমণ রায় 'বাঙলা' ও 'ভগ্নদূত' নামক সাপ্তাহিকদ্বয়ের সম্পাদক যথাক্রমে বিজয়কৃষ্ণ মজুমদার ও শিশির কুমার বসু এবং 'ভগ্নদূতের' মুদ্রাকর ধীরেন্দ্র মজুমদারের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনয়ন করেন। গত শুক্রবারে এই মামলার শুনানী শেষ হইয়া গিয়াছে। আদালতে মোকদ্দমা উঠিলে পর ফরিয়াদি পক্ষের কৌসুলী বলেন যে, আসামিগণ ফরিয়াদির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে এরূপ মিথ্যা অপবাদ আনয়ন করিবেন না বলিয়া কথা দিয়াছেন এবং তাঁহাদের পত্রিকায় ফরিয়াদির বিরুদ্ধে মানহানিকর প্রবন্ধ লেখার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার আদেশ দিয়া আসামিগণকে মুক্তি দিয়াছেন।

পীর সাহেবের সংবাদ

সুস্থ হইয়াছেন

দেশ-প্রসিদ্ধ পীর ও হাদী ফুরফুরা নিবাসী জনাব মওলানা শাহ্‌ সুফী হাজী মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব এক মাসের অধিক কাল কঠিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগের পর বর্ত্তমানে খোদার ফজলে প্রায় সুস্থ হইয়াছেন। তাঁ'র অসুস্থ সংবাদে বঙ্গের সর্ব্বত্র হইতে আগত মুরীদ মো'তাকেদের বিরাট জন-মণ্ডলীর সহিত তিনি এখন বেশ ভাল ভাবেই কথাবার্ত্তা ও মস্‌লা-মাসায়েল আলোচনা করিতে পারিতেছেন। খোদার ফজলে আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

সিগারেট ও নোয়াখালি

হাতিয়ায় নিবারণী কমিটি

অতিরিক্ত সিগারেট ফুকিয়া ছাত্রদের স্বাস্থ্য খারাপ হইতেছে ক্রমশঃ তাহারা দুর্নীতিপরায়ণ হইতেছে। ছাত্রেরা যাহাতে ইহার অপকারিতা বুঝিয়া সিগারেট বর্জ্জন করিতে পারে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণেরই তাহাতে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।' নোয়াখালী হাতিয়া স্কুলের হেড মাষ্টারের সভাপতিত্বে তথায় এক সিগারেট-নিবারণী সভা স্থাপিত হইয়াছে। পাবনাতে ছাত্রদের মধ্যে সিগারেটের কাটতি অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৮।১০ বৎসরের ছাত্রগণকেও রাস্তায় সিগারেটের ধূম উদ্গীরণ করিতে দেখা যায়। তাহাদের সহিত বয়স্ক ছাত্রগণ মিশিয়া অতি নির্লজ্জভাবে সিগারেট ফুকিতে ফুকিতে আমোদ করিয়া থাকে। শহরের রাস্তার উপর ইহা অবাধে চলিতেছে। শিক্ষকগণের সামনেও এই ঘৃণিত দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছে। পাবনাতে যে কয়েকটী বিদ্যালয় আছে তাহাদের শিক্ষকগণকে এই দুর্নীতি দমনে সচেষ্ট হইবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

—স্বরাজ।

টাকার মোহে মোহান্ত

অন্য মোহান্তের উপর ডাকাতি

শ্যামচাঁদপুরের মোহান্ত রামেশ্বর রামানুজ চন্দ্রকোণার মোহান্ত রামচরণ দাসের নামে বে-আইনী আটক ও চুরি এবং মারপিটের অভিযোগে একটী ফৌজদারী মামলা আনয়ন করিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ রামচরণ দাস ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে একটি মামলায় প্রিভিকাউন্সিল হইতে জয়লাভ করিয়া চন্দ্রকোণার আস্থল দখল করে, এবং শ্যামচাঁদ পুরের আস্থল প্রিভিকাউন্সিলের আপীলের বিষয়ীভূত না হইলেও সে ঐ আস্থল লুট করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। গত ৭ই জুলাই ফরিয়াদী ৫ হাজার টাকা মূল্যের গহনাপত্র এবং দুই হাজার টাকা মূল্যের অন্যান্য জিনিষপত্র লইয়া সালবনী ষ্টেসন হইতে রেলে চড়িয়া তাঁহার স্বগ্রাম বন্তীতে যাইতে ছিল। ঐ ট্রেণ চন্দ্রকোণা রোডে পৌছিলে, আসামী রামচরণ মোহান্ত অপর ৫জনকে লইয়া ঐ ট্রেণে উঠে এবং তাহাকে মারপিট করে এবং গালাগালি দেয় এবং তাহাকে জোর করিয়া চন্দ্রকোণাতে ট্রেণ হইতে নামায়। আরও প্রকাশ যে, আসামী অতঃপর ফরিয়াদীকে রেল ষ্টেসন হইতে প্রায় একমাইল দূরে তাহার কাচারীতে লইয়া যায় এবং তথায় দুই ঘণ্টা কাল আটকাইয়া রাখে। পরে পুলিস আসিয়া ফরিয়াদীকে ষ্টেসনের নিকটস্থ একটি ডাকবাংলায় স্থানান্তরিত করে এবং তাহাকে যাইতে দেয়।

বোম্বাই দাঙ্গা তদন্ত কমিটী

মিঃ কুকের সাক্ষ্য

বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ জে, এইচ, কুক দাঙ্গা তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্যে বলেন—কোন অর্থনৈতিক কারণে বোম্বাইয়ে ধর্ম্মঘট হয় নাই। রাজনৈতিক কারণেই এই ধর্ম্মঘটের উদ্ভব হইয়াছিল। কারণ ধর্ম্মঘটিরা কখনও বেতন বৃদ্ধির দাবী জানায় নাই। সাক্ষীর মতে পাঠানদের বিরুদ্ধে লোকের বিতৃষ্ণ মনোভাব সৃষ্টির জন্য ইচ্ছা করিয়াই ছেলে ধরার গুজব সৃষ্টি করা হইয়াছিল। পাঠানগণকে ধর্ম্মঘটভঙ্গকারী আখ্যায় অভিহিত করা হয় বলিয়া সাক্ষী তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন যে, পাঠানেরা কাজ করিতে রাজী হয় বলিয়াই তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। যদি ধর্ম্মঘটিগণ কাজ করিতে রাজী হইত তাহা হইলে তাহাদিগকেও কাজ দেওয়া হইত। তিনি পিকেটিংয়ের নিন্দা করিয়া বলেন যে মিল অঞ্চলে যত অশান্তির জন্য পিকেটিং দায়ী। তিনি বলেন যে ধর্ম্মঘট শেষ হইয়া গেলে কোম্পানী তাহাদের লরীগুলি চালাইবার জন্য সামরিক বিভাগ হইতে চালক চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু গভর্ণমেন্ট এই প্রার্থনায় রাজী হন নাই।

মওলানা শওকত আলীর সাক্ষ্য

দাঙ্গা তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদান কালে মওলানা শওকত আলী বলেন, "দেখিতে মনে হয়, আমি একজন ভয়ানক লোক; কিন্তু অন্তরে আমি একজন শান্তি প্রিয় লোক। আমি এতদিন হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্যই চেষ্টা করিয়াছি। সম্মান জনক আপোষ নিষ্পত্তি মানিয়া লইতে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি; কিন্তু নদীয়ার হুমকীতে পড়িয়া মুসলমানেরা কোনরূপ নিষ্পত্তি মানিয়া লইতে পারে না, নেহেরু রিপোর্ট সম্বন্ধে ইহাই আমার মত।" "বর্ত্তমানে কংগ্রেসের সদস্য আমার বিশ্বাস নাই। আমি এখন কংগ্রেসের সদস্য নহি। আমি দেশের একজন নগণ্য সেবক। দেশকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি।" মওলানা বলেন "শোচনীয় হিন্দু মনোবৃত্তিই বোম্বাইয়ের দাঙ্গার মূল। মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের উপর হিন্দুরা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা গিরণী কামগড় সঙ্ঘের তথাকথিত কমিউনিষ্ট নেতাদের মারফতে কাজ চালাইতেছে। ঐ সঙ্ঘের নেতারা মুসলমান শ্রমিকদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া মুসলমান সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহেন।" "এই সব ভারতীয় কমিউনিষ্টরা বলশেভিক ধাতুর নয়, ইহাদের পিছনে আছে মহাসভা। মহাসভাই ঐ সব নেতাকে বে-পরোয়া করিয়া তুলিয়াছে। দুই সম্প্রদায়ের লড়াইটা গভর্ণমেন্ট বোধ হয় বেশ উপভোগ করিতেছেন এবং এই বিশ্বাস করিতেছেন যে, এই ভেদনীতি ভারত শাসনে তাহাদিগকে সাহায্য করিবে।" মওলানা উপসংহারে বলেন—"গভর্ণমেন্ট যদি অবিলম্বে বর্ত্তমান অবস্থার প্রতীকারসাধন না করেন এবং আমার জীবন ও আমার আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তি রক্ষার কর্ত্তব্যে তাঁহারা, সম্প্রতি বোম্বাইতে কর্ত্তব্য রক্ষায় যেরূপ পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, সেইরূপ পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই আমার কর্ত্তব্য হইবে।"

মিঃ নবীউল্লার সাক্ষ্য

বোম্বাইয়ের বিগত দাঙ্গার সময় মুসলিম-শান্তি-কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্য মিঃ দ্বিসতিমকার এবং মিঃ নবীউল্লা দাঙ্গা তদন্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্যদানকালে এই অভিযোগ করেন যে, আর্য্যসমাজ এবং হিন্দু মহাসভা মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার জন্য অবিরত চেষ্টা করে। তাঁহাদের উক্তির সমর্থনকল্পে তাহারা মিঃ গান্ধী এবং লালা লাজপত রায়ের লেখা উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, একখানা হিন্দু সংবাদপত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে অবিরত প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে। মিঃ নবীউল্লা বলেন, আর্য্য-সমাজীরা মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া ভীত হয়। মুসলমানদের উপর রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদের এই মুসলমান বিদ্বেষ। তিনি বলেন, কংগ্রেস মহাসভা দলের করতলগত। মোপ্‌লা দাঙ্গার পর মহাসভার আন্দোলন আরম্ভ হয়। মহাসভার লোকেরা ব্যায়ামাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দুদিগকে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে উত্তেজিত করে। ছেলে ধরার আতঙ্ক আর্য্যসমাজীরাই তুলিয়াছিল।

নোট জালের অভিযোগ

শেওড়াফুলিতে গ্রেফ্‌তার

হুগলীর এডিশনাল দায়রা জজের এজলাসে যশোহর জেলার লোহাগড়া থানার এলাকাধীন ইৎনা গ্রামের নকুলেশ্বর রায় নামক একব্যক্তি বিরুদ্ধে নোট জাল এবং নোট জালের যন্ত্রপাতি রাখার অভিযোগে মামলা চলিতেছে। অভিযোগে প্রকাশ, পুলিস এই খবর পায় যে, আসামী শেওড়াফুলি ষ্টেসনে জাল নোট ভাঙ্গাইবে। তাহারা এই খবর পাইয়া শেওড়াফুলিতে গিয়া একশত টাকার জাল নোট এবং ৫ টাকার নোট জাল করিবার একখানা ব্লকসহ আসামীকে গ্রেফ্‌তার করে।

মাদ্রাজের ফ্যাক্টরীতে বিস্ফোরণ

৭ জন হত ২ জন আহত

গত ১৫ই জুলাই অপরাহ্ণকালে ভিয়াশারপাত্তি নামক স্থানে পাইরোটেকনিক ফ্যাক্টরীতে এক ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটে। ইহার ফলে ৭জন মারা গিয়াছে এবং ২ জন আহত হইয়াছে। গতকল্য অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় একটি ছোট ঘরের মধ্যে ৪ জন স্ত্রীলোক এবং ৫ জন পুরুষ আতশবাজী তৈয়ার করিতেছিল। এক জন লোক কতকগুলি তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ মিশ্রিত করিতেছিল, এমন সময় সেগুলি জ্বলিয়া উঠে এবং ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটে। পুলিস ঘটনাস্থলে ছুটিয়া গিয়া সকলকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করে। ৩জন পুরুষ এবং ৪ জন স্ত্রীলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অপর দুইজনের অবস্থাও সঙ্কট জনক।

নড়াইলে ভীষণ ডাকাতি

বন্দুক ও তলওয়ার হাতে ডাকাত

নড়াইল শহর হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী উড়াইন গ্রামের প্রসন্নকুমার কর্ম্মকারের বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ৪০।৪৫ জন ডাকাত ৪টী বন্দুক এবং তলওয়ার ও সড়কীতে সজ্জিত হইয়া গত ৯ই জুলাই রাত্রে মশাল লইয়া ঐ বাড়ীতে হানা দেয়। প্রসন্নকুমার ডাকাতদিগকে বাধা দেয় এবং গোলযোগ তুলে; কিন্তু ডাকাতেরা তাহাকে ভীষণভাবে মারপিট করে এবং তাহার নিকট হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি আদায় করিয়া লয়। ডাকাতেরা সিন্দুক খুলিয়া নগদ ১১২ শত টাকা এবং ৭ হাজার টাকার গহনাপত্র লইয়া প্রস্থান করে। ডাকাতদের পরিধানে নাকি খাকির পোষাক ছিল।

পুলিসের চরের পরিণাম

হত্যা অভিযোগে পাঁচ জন গ্রেফ্‌তার

গত ১০ই জুলাই তারিখে বড়তলা পুলিস গপী কালোয়ার, জয়রাজ কাহু কালোয়ার ও অপর ৩ ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত হত্যাকাণ্ডের অপরাধে গ্রেফ্‌তার করিয়া কলিকাতা উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিস কমিশনারের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। উহারা বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ যে কালী কাহার নামক এক ব্যক্তি আবগারী বিভাগের গুপ্তচর ছিল। কালী এই মামলার অন্যতম আসামীর অধীনে কর্ম্ম করিত এবং ঐ আসামী কোকেন বিক্রয় করিত। কিছু দিন পরে কালী ঐ আসামীর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং কোকেনের বিষয় পুলিসের গোচরে আনয়ন করে। পুলিস তদনন্তর গপী কালোয়ারের বাটীতে খানাতালাস করিয়া কয়েকটি কোকেনের মোড়ক উহার ঘরে পায় এবং উহাকে গ্রেফ্‌তার করে। তৎপরে কালীর সংবাদ মতে পুলিস উত্তর কলিকাতার আরও কয়েকটি স্থানে খানাতালাস করিয়া কোকেন পায় এবং বাকী আসামীদিগকে গ্রেফ্‌তার করে। আসামীরা কালীর এই আচরণে রুষ্ট হইয়া এক দিন রাত্রিযোগে নাকি মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে কালীর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হয় এবং কোন কাজের অছিলায় কালীকে বাহিরে ডাকাইয়া আনে। তৎপরে উহারা তাহাকে ধরিয়া মুখ বাঁধিয়া একখানি মোটরে উঠাইয়া দ্রুতবেগে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তৎপরে তাহারা বটতলা থানার এলাকায় গোপী সেন লেনের একটী বাটীতে উহাকে লইয়া যায় এবং একটী ঘরে পুরিয়া খুব প্রহার করিয়া অজ্ঞান অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া যায়। পুলিস সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, কালীকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করে। সজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে কালী তাহার জবানবন্দী দেয় এবং ২৩ দিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মুসলমান ছাত্রের কৃতিত্ব

ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় প্রথম

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র কাসিম ভাই বি. ই, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বি, এস, সি, হওয়ার জন্য গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বিলাত গিয়াছিলেন। তিনি বি, এস, সির শেষ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন এবং পুরস্কার ও পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি যখন পুণা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন তখন দাউদ ভাই ও ভজুর ভাই ট্রাষ্টের বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময় লণ্ডন মিউনিসিপাল কলেজের বি, এস, সি পরীক্ষা প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে তথায় পাঠান হয়। ট্রাষ্ট তাঁহাকে এম, এইচ, বি, পরীক্ষা প্রদান ও হাতে কলমে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে সাহায্য করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

বাঙ্গলায় শিশু মৃত্যু

১৯২৭ সনের সরকারী রিপোর্ট

বাঙ্গলা সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ সি, এ, বেণ্টলী ১৯২৭ সনে বাঙ্গলা দেশের লোকের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলা দেশে এবং বিশেষ ভাবে কলিকাতাতে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এই বৎসরে বাঙ্গলা দেশে এক বৎসরের কম বয়স্ক দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটাত্তরটি শিশু অর্থাৎ যত শিশু জন্মিয়াছে তাহার মধ্যে হাজার করা ১৭৮টী শিশু মারা গিয়াছে। কিন্তু মাত্র কলিকাতা শহরে শিশু মৃত্যুর হার আরও ভয়াবহ। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতার হাজার করা ৩৪০টী শিশু মারা গিয়াছে। বাঙ্গলার কোন জেলায় শিশু মৃত্যুর হার এত বেশী নহে। রিপোর্টে দেখা যায় যে, কলিকাতায় জন্মের সংখ্যাও ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। অথচ মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতায় বাঙ্গলার অন্যান্য শহরে গড়পড়তা জন্ম সংখ্যার তুলনায় শতকরা ১৩'৯টী এবং বাঙ্গলার পল্লীগ্রাম সমূহের তুলনায় ৪৫'৪টী কম শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ১৯২৬ সনে এই কমতির হার আলোচ্য বৎসরে অন্যান্য শহরের তুলনায় শতকরা ৫৯'১টী এবং পল্লীগ্রাম সমূহের তুলনায় ৩৪'১টী করিয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কলিকাতায় কলেরা ও জ্বরে মৃত্যু সংখ্যা কম হইলেও অন্য সমস্ত রোগেই বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের তুলনায় কলিকাতায় অধিক লোক মারা গিয়াছে। ১৯২৭ সনে সমগ্র বাঙ্গলা দেশে যে সব শিশু মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা বাদে মোট ১২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৮৬৩টি শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই বৎসর বাঙ্গলায় মোট যত লোক মারা যায় তাহা অপেক্ষা এই সংখ্যা ৯৭৪৯৩ জন বেশী সুতরাং এই বৎসরে বাঙ্গলার হাজার করা ২'৯ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃদ্ধির পরিমাণ এক এক বিভাগে এক এক রকম হইয়াছে, কিন্তু প্রেসিডেন্সী বিভাগে লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। এ বৎসর সমগ্র বাঙ্গলার জন্মের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১০৪৮৩ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু গত দশ বৎসরের গড়পড়তা হিসাব ধরিলে এ বৎসর জন্মের সংখ্যা শতকরা ৩'৮ জন কমতি হইয়াছে। ১৯২৭ সনে বাঙ্গলা দেশে কলেরা রোগে মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় প্রায় ডবল হইয়াছিল। ১৯১৯ সনের পরে এই বৎসরের ন্যায় বাঙ্গলায় আর এত বেশী লোক কলেরায় মারা যায় নাই (অবশ্য ১৯২৮ সনের হিসাব এখনও বাহির হয় নাই)। বসন্ত রোগে ১৯২৬ সনে মোট ২৫ হাজার ৫ শত ৪৮ জন এবং ১৯২৭ সনে ৮২ হাজার ৫ শত ১৪ জন লোক মারা যায়। কলিকাতা শহরে ১৯২৬ সনে এই রোগে ৯৩৪ জন এবং ১৯২৭ সনে ২৮৬০ জন লোক মারা গিয়াছে। ১৯২৭ সনে বাঙ্গলার প্রত্যেক বিভাগেই ম্যালেরিয়াতে মৃত্যুসংখ্যা কম হইয়াছে। বিশেষভাবে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগে এই রোগে মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছে। ১৯২৭ সনে এই রোগে দিনাজপুরে সব চেয়ে বেশী লোক (হাজার করা ২৪'২ জন) এবং বরিশালে সবচেয়ে কম লোক (হাজার করা ৭ জন) মারা গিয়াছে। এ বৎসর জন্ম মৃত্যুর সংখ্যা সংগ্রহের ভার ইউনিয়ন বোর্ডগুলির উপর প্রদত্ত হওয়াতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবার অনেকটা নিভুল সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে আশা করা যায়।

হিন্দু অধ্যাপকের নারী-পীড়ন

প্রহারের ভয়ে স্বামী-সঙ্গ ত্যাগ

বাবু আদিত্যকুমার ভট্টাচার্য্য এম,এ, কলিকাতার বেথুন কলেজের অধ্যাপক। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ধরিয়া প্রহার করিয়াছেন এই অভিযোগে খুলনা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিশ্বাস তাঁহার উপর সমন জারী করিয়াছেন। অভিযোগের বিবরণ এই যে, আদিত্য বাবুর স্ত্রী প্রহারের ভয়ে স্বামীর বাড়িতে যাইতে চাহেন না। ভট্টাচার্য্য কেন তাঁহার বেতনের এক-তৃতীয়াংশ তাঁহার স্ত্রীর খোরপোষ বাবদ প্রদান করিবেন না তাহার কারণ দর্শাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন।

বেকার সমস্যার সমাধান

অনোন্যপায়ে আত্মহত্যা

প্রকাশ, অমূল্যরতন মিত্র নামক জনৈক যুবক শ্যামপুকুর অঞ্চলে তাহার পিতামাতার সহিত বাস করিত। অমূল্য বহুদিন হইতে কাজের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল; এজন্য সে অনেক আফিসে দরখাস্ত পাঠায়, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। তারপর সে একটা ছোট খাট ব্যবসায় চালাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু উপযুক্ত অর্থের অভাবে তাহাও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। এইরূপ নৈরাশ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে জীবন তাহার নিকট দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। কর্ম্মহীন জীবন তাহার বিষময় মনে হইতে লাগিল। অতঃপর, অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কিছু হইল না, তখন সে বিফলমনোরথ হইয়া একাকী সময় কাটাইতে আরম্ভ করিল। এরূপ প্রকাশ যে, ঘটনার দিন অমূল্য তাহার পিতার অনুপস্থিতিতে বাড়ীতে আসে ও শরীর অসুস্থ বলিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর লোকেরা অমূল্যের ঘরে গোঙানির শব্দ শুনিতে পায়। তৎক্ষণাৎ তাহারা সকলে দৌড়াইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করে ও অমূল্য মেজেতে পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে দেখিতে পায়। খবর পাইয়া পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। অমূল্যকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করে। হাঁসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়। অমূল্যের ঘরে নাইট্রিক এসিডের একটি শিশি পাওয়া গিয়াছে। মৃতদেহ পরীক্ষার্থ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

ক্ষাত্রশক্তির উন্মেষ

হিন্দুতে হিন্দুতে ঠুকাঠুকি

পূর্ব্ব শ্যামবাজারের রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে গতপূর্ব্ব মঙ্গলবার রাত্রিতে ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমা হিন্দু ও বাঙ্গালী হিন্দুদের মধ্যে এই মারপিট হইয়াছে। উভয় পক্ষেই লাঠী, সোডার বোতল, ইট-পাটকেল ইত্যাদি লইয়া দাঙ্গা করিতে অবতীর্ণ হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় একজন পশ্চিমা একটী চাউলের বস্তা মাথায় লইয়া রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল, এমন সময় বিপরীত দিক হইতে একটী বাঙ্গালী বালক সাইকেলে আসিয়া তাহার উপর পড়ে, ফলে চাউলের বস্তাটি উক্ত পশ্চিমার মাথা হইতে পড়িয়া যায়। ইহাতে সে রাগিয়া বাঙ্গালী বালকটীকে মারপিট করিয়া জখম করে; সেই সময় জনৈক বয়স্থ বাঙ্গালী ভদ্রলোক নিজের বাড়ীর রোয়াকে বসিয়াছিলেন। তিনি ইহা দেখিতে পাইয়া ঘটনাস্থলে যান ও পশ্চিমা লোকটাকে বাধা দেন। প্রকাশ যে পশ্চিমা লোকটি নাকি তাঁহাকেও অপমান করে। দেখিতে দেখিতে এই সংবাদ আশেপাশে ছড়াইয়া পড়িল এবং সর্ব্বত্র একটা প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইল। সংবাদ পাইয়া বহু বাঙ্গালী হিন্দু ও পশ্চিমা হিন্দু লাঠি, সোডার বোতল এবং ইট-পাটকেল লইয়া ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসিল। বাঙ্গালী ও পশ্চিমা দুই দলে দাঙ্গা শুরু হইল, ফলে ঐ অঞ্চলে ভীষণ আতঙ্কের সঞ্চার হইল। দোকানদারগণ ভয়ে দোকানপাট বন্ধ করিয়া দিল। দুই দলে কিছুক্ষণ দাঙ্গা চলার পর বড়তলা পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জনতাকে অপসারিত করে। এই দাঙ্গার ফলে কয়েক জন লোক আহত হইয়াছে। পুলিস আহত লোকদিগকে চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে প্রেরণ করে। এই দাঙ্গা সম্পর্কে পাঁচজন লোককে গ্রেফতার করা হইয়াছে। উত্তর বিভাগের ডেপুটী পুলিস কমিশনার ধৃত ব্যক্তিদিগকে জামিনে খালাস দিবার আদেশ দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আরো তদন্ত চলিতেছে।

মফঃস্বল

মিঠাকড়া

জিয়াদতির জবাব

"মোল্লা ও যুবকদের" তর্ক বিতর্কের প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছিল, ইস্‌লামের প্রকৃত খাদেম—আলেম সমাজের প্রচণ্ড আক্রমণে অনাচারী তরুণদল প্রায় চুপ হইয়া গিয়াছিল; ঠিক এমনই সময়ে বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের সাপ্তাহিক "খাদেম" পত্রিকায় শেখ মোহাম্মদ জওহর আলী মিয়া বারানকিয়া কলাম্বিয়া দক্ষিণ আমেরিকা হইতে "বাচ্চা না আমানুল্লা ?" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলার মোল্লা বা আলেম সম্প্রদায়কে যেরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক। তিনি মোল্লা ও যুবকের পুরাণো বিরোধকে নূতন করিয়া জাগাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন "আজকাল একদল গোঁড়া মোল্লা ও দুই চারিটী বয়েৎ মুখস্ত করিয়া পল্লীগ্রামে বৎওয়া দিয়া সমাজের কাছ হইতে কিছু আদায় করিতেছে। আর একদল আছে উহারা একেবারে ব্রাহ্মণ। তবে ঐ মোল্লার জমাত বেশী ফুরফুরা গ্রামেই।" লেখককে জিজ্ঞাসা করি, এই মোল্লারা না হইলে যে এখনও সমাজে বিবাহ পড়ান বা মোরদা দাফন-কাফন করা হইত না। হ্যাট-কোট-পরা কোনো দিন এসব কাজ করেন কি? ফুরফুরা গ্রামেই যদি এই মোল্লাদের বেশী জমাত হইয়া থাকে, তবে সেই দেশ-বিখ্যাত মওলানা উপর লেখকের এত রাগ কেন? ফুরফুরার জনাব পীর সাহেব কেবলা ও বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম মওলানা রুহল আমিন সাহেব দ্বয়ের দ্বারা বাংলার যদি উপকার না হইয়া থাকে, তবে হ্যাট-কোট-পরা মিঃ নাম ধারীর দ্বারা সমাজের ও ধর্ম্মের কি উপকার হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে চাই।

যেহেতু, মোল্লারা দুই চারিটি বিবাহ করিবার জন্য স্ত্রীলোকদিগকে অশিক্ষিত রাখিবার একান্ত ইচ্ছা করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোন মোল্লা বা আলেম সম্প্রদায়ের মুখে শুনিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা করা না-জায়েজ। তিন চারিটী বিবাহ ইসলাম ধর্ম্মের বিধান। শুধু যে মোল্লারা তিন চারিটী বিবাহ করেন তাহা নহে। মোগল সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ জাহান প্রভৃতি বাদশাহ দিগের হেরেমে কতগুলি পত্নি ছিলেন, লেখকের কি তাহা একেবারেই স্মরণ নাই? লেখক বাদশাহ আমানুল্লার পতনে মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। সেই শাহানশাহের কয়টি বিবি আছে, এ বিষয় তিনি কি খোঁজ রাখেন।

যেহেতু "আজকাল গোঁড়া মোল্লারা চায় কেবল কুর-আন-শিক্ষা করিতে। ইংরেজেরা রেল ষ্টীমার তৈয়ার করিবে তাহাতে পয়সা দিয়া চড়িবে" মুস্‌লিম সন্তান কোন মোল্লা কি কল-কব্জার কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন?

যেহেতু বেগম সুরাইয়া যে পোষাকের কথা বলিয়াছেন "তাহা ত কুর-আনের আদেশের অনুযায়ী" লেখক সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমান ইউরোপীয় মহিলাদের যে ড্রেস আছে এবং যাহা বেগম সুরাইয়া এখতেয়ার করিয়াছেন, এইরূপ পোষাকের কথা পবিত্র কুর-আন শরিফের কত পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, তাহা তিনি বলিবেন কি? বরং আমাদের হজরত রসূলে করিম (দঃ) নাসারাদের লেবাস এখতেয়ার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন;—"যে মুসলিম লেবাস ইত্যাদিতে অন্য জাতির অনুকরণ করিবে পরকালে উক্ত জাতির সহিত তাহার হাশর হইবে।" হজরতের এবং খলিফাদের জমানায় স্ত্রীলোকগণ আবশ্যক মত যুদ্ধ ক্ষেত্র ও অন্যান্য কাজে বহির্গত হইতেন; ইহা ধ্রুব সত্য কিন্তু, তাঁহারা কিরূপ লেবাস পরিধান করিয়া বাহির হইতেন লেখক তাহার খবর রাখেন কি? সেরূপ পোষাক পরিধান করিয়া পর্দ্দার বাহির হইতে কোন আলেম নিষেধ করিয়াছেন লেখক এরূপ কোন প্রমাণ পাইয়াছেন কি? ইহার একমাত্র উত্তর—না? এইরূপ প্রমাণহীন যুক্তি দ্বারা আলেম সম্প্রদায়কে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দেওয়া নিজের বাতুলতা ছাড়া আর কি হইতে পারে।

যেহেতু "বাংলার তরুণ যুবকগণকে বলি তোমরা ঐ সাম্রাজ্যবাদীর পোষ্যপুত্রদের কথা শুনিয়া কি সমস্ত মুস্‌লিম দেশ নায়কগণকে ছাড়িয়া ঐ কাট মোল্লাদের কথা শুনিয়া লম্বা লম্বা দাড়ি ও ৩০ গজী পায়জামা পরিয়া ব্রাহ্মণ সাজিয়া বসিয়া থাকিবে?" পাশ্চত্যের অন্ধ অনুকরণ প্রিয় ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট লেখক মুসলমান জাতির ইজ্জৎ রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। কিন্তু তিনি এই মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবেন কোন্ উপায়ে? মোল্লা দাড়ি রাখে, মোল্লা-বিরোধী তরুণ দাড়ি চাঁচিয়া ফেলিবে; মোল্লা নামাজ পড়ে, তরুণ নামাজ ত্যাগ করিবে; মোল্লা রোজা রাখে, তরুণ রমজান মাসে দিনের বেলায় পান সিগারেটের সদ্ব্যবহার করিবে? এইরূপেই কি অগ্রপথের পথিক তরুণ উপরোক্ত মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবে? এরূপ Re-actionery সাজিয়া তরুণ সমাজের কোন উপকার সাধন করিতে পারিবে না। 'মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তা'র নামে তাহারা সমাজকে আরো শোচনীয়ভাবে ধ্বংসের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। লেখকের নিকট জিজ্ঞাস্য এই, তিনি কি মোল্লাদের উচ্ছেদ সাধন কিংবা তাঁহার আবিষ্কৃত কতিপয় অনৈসলামিক পন্থার সংস্কার সাধন অথবা নিজ খাম-খেয়ালী মোতাবেক সনাতন ইস্‌লামের যদৃচ্ছা পরিবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী? যদি প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যে আসরে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহাদের আদেশও মত এখনও সমাজ নত মস্তকে পালন করিয়া থাকে, তাহাদের উচ্ছেদ সাধন তাঁহার মত তরুণের লেখনীতে সম্ভব হইবে কি?

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই, মোল্লা বা আলেম সম্প্রদায়ের কুৎসা রটনা করিবার পূর্ব্বে তরুণ আগে কুর-আন ও হাদিস পড়িতে শিক্ষা কর তৎপর এই গুলির সার-মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মোল্লা বা আলেম সম্প্রদায়ের সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিও। তার পূর্ব্বে নয়।

এ, কে, এস, জহীর উদ্দীন আহম্মদ সৈয়দী
গ্রাম ধলগাছ, পোষ্ট সৈয়দপুর, রংপুর

"জেলা বোর্ডের গাফলতি"

লাবসার দাতব্য চিকিৎসালয়

গত ডিসেম্বর মাসে সাতক্ষীরা মহকুমার অন্তর্গত লাবসা গ্রামের দেশহিতৈষী জমিদার মওলবী এমাদল হক সাহেব কর্ত্তৃক ঐ গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সাত মাস কালের মধ্যে প্রায় দুই সহস্র রোগী চিকিৎসার্থে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ে আসিয়াছে, ইহাদের মধ্যে ম্যালেরিয়া ও কালা জ্বরের রোগীই অধিক। এই চিকিৎসালয়টির দ্বারা এই অঞ্চলের জন সাধারণের যে কতদূর উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। সম্প্রতি এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকটি গুরুতর অভাব বোধ করিতেছেন অর্থাৎ এই চিকিৎসালয়ে একটি অপারেশন টেবিল, বিষাক্ত ঔষধাদি রাখার জন্য একটি স্বতন্ত্র আলমারী এবং একজন কম্পাউণ্ডার এক্ষণে বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিভিল সার্জ্জন বাহাদুর উভয়েই ইতিমধ্যে এই চিকিৎসালয়টি পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে "বিষাক্ত ঔষধাদি রাখার জন্য একটি স্বতন্ত্র আলমারীর বিশেষ প্রয়োজন"। ডিস্পেন্সারী কমিটির গত মিটিংয়েও কমিটীর প্রেসিডেণ্ট সাতক্ষীরা মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের সভাপতিত্বে উল্লিখিত আলমারী, অপারেশন-টেবিল এবং একজন কম্পাউণ্ডারের বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া এই মর্ম্মের একটী প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করতঃ তাহার নকল জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিভিল সার্জ্জন মহোদয়ের নিকট পাঠান হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহাদের কৃপাদৃষ্টি এদিকে একেবারেই নাই। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, আলমারী ও অপারেশন টেবিল কমিটীকে সংগ্রহ করিতে হইবে এবং দৈনিক ২৫ জন রোগীর গড় সংখ্যার উপর এক জন কম্পাউণ্ডার দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এই চিকিৎসালয় স্থাপিত হওয়ার সময় জেলা বোর্ড ইহার সমস্ত সরঞ্জাম দিবেন কথা ছিল, প্রতিষ্ঠাতার যাহা দেওয়ার কথা ছিল, তাহা তিনি দিয়াছেন। কমিটীর মধ্যে প্রতিষ্ঠাতা ব্যতিরেকে এমন কেহ নাই যে, নিজ ব্যয়ে আলমারী বা অন্য কিছু দিতে পারেন। একজন কম্পাউণ্ডার না হইলেও চলে না। কারণ, কম্পাউণ্ডার না থাকার জন্যই কাজের অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা বশতঃ কোনও ডাক্তার এখানে দীর্ঘকাল টিকিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। এ অবস্থায় আমরা জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা এই চিকিৎসালয়টীর জন্য একটী আলমারী, একটী অপারেশন টেবিল ও একজন কম্পাউণ্ডারের ব্যবস্থা করিয়া ইহার স্থায়িত্বের বিধান করুন। আশা করি, এ বিষয় আর অধিক আলোচনার অবসর না দিয়া জেলা বোর্ডের ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মকর্ত্তাগণ উল্লিখিত অভাবগুলি পূরণ করতঃ এ অঞ্চলের জন সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

জনৈক গ্রামবাসী।

মশারেকী

তুর্কি রাজ্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

ছাব্বিশ জনের কারাদণ্ড

কনষ্টাণ্টিনোপলের ১৭ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে গত এপ্রিল মাসে পুলিস স্মার্ণা এবং কনষ্টাণ্টিনোপলে কমিউনিষ্টদিগকে ধরপাকড় করিয়াছিল। ধৃত ৩০ জনের বিরুদ্ধে এতদিন ধরিয়া মামলা চলিতেছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা বর্ত্তমান তুর্কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইতেছিল। ৩০ জনের মধ্যে ২৭ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের ৪ বৎসর ৬ মাস করিয়া দণ্ড হইয়াছে।

পারস্যে চক্ষু-রোগ

চল্লিশ লক্ষ লোক আক্রান্ত

তেহরাণের ১৬ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের চক্ষুরোগ বিভাগের অনুরোধে পারস্য সরকার স্বদেশের যে অধুনাতন রোগ-তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, পারস্যে ৪০ লক্ষের অধিক লোকের চক্ষুরোগ আছে। পারস্যের মোট লোক সংখ্যা হইতেছে ১ কোটি ৫ লক্ষ। উহাদের মধ্যে অন্ধের সংখ্যা ৩১২৫ অর্থাৎ শতকরা ২.৪ জন। এই চক্ষুরোগীদের মধ্যে ১৮৬৭৫ জনের অসুখ প্রমেহ এবং বসন্তরোগ জনিত এবং ১২৪৫০ জনের অসুখ অজ্ঞাত কারণ ঘটিত।

হবিবুল্লার ইশ্‌তাহার

শাসনের সুব্যবস্থা

আমীর হবিবুল্লার পক্ষীয় তাহার পেশোয়ারস্থ ভূতপূর্ব্ব ট্রেড এজেণ্ট এক্ষণে বোম্বাই শহরে অবস্থান করিতেছেন। তাহার প্রদত্ত সাক্ষ্য ব্যতীত অন্যান্য লোকের সাক্ষ্যে প্রকাশ যে, গাজী হবিবুল্লা মনে করিতেছেন যে, তিনি আফগানিস্তানের সিংহাসনে দৃঢ় হইয়া বসিতে পারিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও সেইরূপ থাকিতে পারিবেন। গাজী হবিবুল্লা কর্ত্তৃক প্রচারিত উর্দ্দু ভাষায় লিখিত ইশ্‌তাহারে তাঁহার আত্ম-প্রত্যয়ের ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত ইশ্‌তাহারে তিনি আফগানিস্তানের শাসন-প্রণালীতে অভিনবত্ব সাধন করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্পিত শাসন-সংস্কার ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লার শাসন-সংস্কারের ন্যায় দুঃসাহসিকতা পূর্ণ না হইলেও বিশেষ ব্যাপক ভাবে হইবে। ইশ্‌তাহারের প্রথমেই মোল্লাদিগের কর্ত্তৃত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনকারীদিগের দেশ হইতে দূর করিতে পারা গিয়াছে বলিয়া খোদার প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করা হইয়াছে। তৎপরে তিনি দেশের শাসন-প্রণালীতে যে সকল পরিবর্ত্তন বিশেষভাবে প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন, ইশ্‌তাহারে সেই সকলের কথা আছে। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে ফৌজদারী, দেওয়ানী এবং রাজনৈতিক মামলার বিচার জন্য তিন প্রকারের আদালতের প্রতিষ্ঠা করা হইবে। উক্ত ইশ্‌তাহারে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিবার জন্য শক্তিশালী পুলিস ও সৈন্যদলের ব্যবস্থা করা হইবে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, তাঁহার প্রজাদিগের ভিতর যে কেহ তাহার অভিযোগ জানাইবার জন্য তাঁহার নিকট স্বচ্ছন্দে এবং অবাধে আসিতে পারিবে। তিনি অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা প্রয়োজন বোধ করিলে তাহার যথাযোগ্য প্রতিকার করিবেন। বহির্জগৎ বিশেষতঃ ভারতের সহিত সংবাদ আদান প্রদান এবং গমনাগমনের জন্য যে সকল আধুনিক উপায় অবলম্বন আবশ্যক, সে পক্ষেও তিনি উপেক্ষা করিবেন না। তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, যে সকল লোক তাঁহার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সকল লোক ভিন্ন অন্য সকল রাজনৈতিক অপরাধীদিগকে মুক্তি দান করিবেন। আফগান ছাত্রদিগের বিদেশে শিক্ষার সুবিধার জন্য ছাত্রবৃত্তির প্রতিষ্ঠা করিবেন। লোকে যাহাতে সুলভে খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন এবং অস্ত্র আইন উঠাইয়া দিয়া প্রত্যেক আফগানিস্তানবাসীকে অস্ত্রধারণের অধিকার প্রদান করিবেন।

চীনে আগুন জ্বলিয়াছে

রুস সৈন্য কর্ত্তৃক দুইটী শহর দখল

ওসাকার ১৯শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, মাঞ্চুরিয়ার সীমান্তে রুসসৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া চৈনিক সৈন্যকে আক্রমণ করিয়াছে। যুদ্ধারম্ভ হইয়াছে। সীমান্তে অবস্থিত মাঞ্চৌলী ও পোগ্রানিচ্নায়া নামক শহর দুইটী রুস সৈন্য-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

নদী অতিক্রমে বাধা

সাংহাইর ১৯শে জুলাইয়ের ব্যক্তিগত টেলিগ্রামে জানা যায় রুস সৈন্য নদী অতিক্রম করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমন সময় ব্লুগোভেষ্টবেক নামক স্থানে চীনা সৈন্যগণ গুলি ছুড়িয়া তাহাদিগকে বাধা দেয়।

আপোষ মীমাংসায় শক্তিপুঞ্জ

ইংলণ্ডে পররাষ্ট্র বিভাগ বলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা বন্ধুত্বমূলক পরামর্শ দানের দ্বারা রুসিয়া ও চীনের ভিতর মনোমালিন্য দূর করিবার যে চেষ্টা করিতেছেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও সেই চেষ্টায় যোগ দিতে সম্পূর্ণ আগ্রহান্বিত আছেন। লণ্ডনস্থ কর্ত্তৃপক্ষ রুস-চীনের মিলন সাধন পক্ষে একেবারে নিরাশ হয়েন নাই। তাঁহারা মনে করেন, উক্ত উভয় রাজ্যের ভিতর মিলন সাধনের এখনও উপায় আছে। হারবিন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, সীমান্তে উভয় রাজ্যের সৈন্যদিগের ভিতর সামান্য সামান্য সংঘর্ষ হইলেও গুরুতর তেমন কিছু ঘটে নাই। চীনে অবস্থিত রুসীয় কন্সল জেনারল তল্পিতল্পা বাঁধিয়া ঠিক হইয়া আছেন বটে, কিন্তু তিনি এখনও চীন ত্যাগ করেন নাই। আবার নানকিং গভর্ণমেণ্ট জানাইতেছেন যে, টুলিন ল্যাঙ্গ নামক স্থানে অবস্থিত চীনীয় মন্ত্রী অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য শীঘ্রই মস্কো যাত্রা করিবেন।

রুসিয়ার নরম গরম সুর

মস্কোর ২০শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট সীমান্তে চীনের সৈন্য সমাবেশের উল্লেখ করিয়া রুসিয়ার "ইজভেষ্টিয়া" পত্রিকা বলেন যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট চীনের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক নহেন। কিন্তু একজন মাত্র চীনা সৈন্য রুস সীমান্ত পার হইলে বুঝা যাইবে যে, চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট নিজেদের সৈন্যদিগকে সংযত রাখিতে অসমর্থ।

মার্কিনের সাবধান বাণী

মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সরকার চীন ও রুস উভয় সরকারকেই ভয় করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা কেলগ (যুদ্ধ-বিরোধী) চুক্তির স্বাক্ষরকারী।

মীমাংসার প্রস্তাব

বৃটেনের ন্যায় যুক্ত-প্রদেশও প্রত্যক্ষভাবে রুসিয়ার নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন না। ফ্রান্সের ব্রাইয়াঁ প্যারিসে প্রথমে চীন দেশের মন্ত্রী ও পরে রুসিয়ার প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য তাঁহাদিগকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। প্রকাশ, ওয়াশিংটনস্থিত ইংরাজ, ফরাসী ও জাপানের রাজদূতগণ স্থির করিয়াছেন, যে ফরাসী সরকারের মারফতে মীমাংসার চেষ্টা করিতে হইবে।

রুসিয়ার অসম্মতি

নানকিং শহরের ২২শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, চীনের পররাষ্ট্র বিভাগ বলশেভিক গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার দ্বারা তাঁহারা পূর্ব্ব চীনের রেলওয়ে সম্পর্কিত বিতর্কের মীমাংসা করিতে প্রস্তুত আছেন। চীনা গভর্ণমেণ্ট, যে সব শক্তি কেলগ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী, তাঁহাদের নিকটও এই মর্ম্মে একখানা চিঠি দিয়াছেন যে, চীন নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছুক, রুসিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইবার ইচ্ছা তাহার নাই। বলশেভিকরাই চীন সীমান্তে আগু বাড়াইয়া আক্রমণ করিয়াছে এবং কেলগ চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে।

সাইবেরিয়ার পথ বন্ধ

লণ্ডন শহরের ২২শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ ডাক বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, সাইবেরিয়ার পথে চীন এবং জাপানে ডাক পাঠান বন্ধ আছে।

বলশেভিকদের দাবী

লণ্ডন শহরের ২২শে তারিখের সংবাদে প্রকাশ, তাসা এজেন্সি জানাইতেছেন যে, রুস-চীন বিরোধের মীমাংসার নিমিত্ত ফরাসী পক্ষ হইতে যে প্রস্তাব হইয়াছিল, রুসিয়া তাহাতে অস্বীকৃত হইয়াছে; কারণ চীন পূর্ব্ব রেলপথ পূর্ব্বে যে অবস্থায় ছিল চীনা কর্ত্তৃপক্ষ সেই অবস্থায় পুনরায় উহা ফিরাইয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। রুসিয়া ১৩ই জুলাই এই দাবী করিয়াছিল যে, ১৯২৪ সালের সন্ধি সর্ত্ত অনুসারে রাজিভোষ্টককে রুসিয়ার রেল লাইনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া যে লাইন গিয়াছে, সেই লাইনটি পুনরায় চালাইতে হইবে এবং রুসিয়া এবং চীন উভয়ে উহার মালিক হইবে। চীন এই দাবী মানিতে রাজী হয় নাই।

ইংরেজের দৌত্য

ওয়াশিংটনের ২২শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ ষ্টীমসন মাঞ্চুরিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছেন, বৃটিশ দূত তাহাতে নিজেদের গভর্ণমেণ্টের সম্মতি এবং সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শান্তির লক্ষণ

ওয়াশিংটনের ২০শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, চীন রাজদূত নানকিং হইতে প্রাপ্ত আদেশ অনুসারে মিঃ ষ্টীমসনকে জানাইয়াছেন যে, চীন কেলগ চুক্তি মানিয়া চলিবে। তিনি এই আশা করেন যে, আপোষে নিষ্পত্তির সম্ভাবনা আছে।

বহু রুস কর্ম্মচারী গ্রেফ্‌তার

হারবিনের ২৪শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, চীন কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সহকর্ম্মীদিগকে উত্তেজিত করিবার অপরাধে চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলের ৩ শতাধিক রুস কর্ম্মচারীকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। পোগ্রানিচনাইয়া এবং অন্য কয়েক স্থানেও ৪২ জনকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। উহাদের ভিতর ৮ জন স্ত্রীলোক আছে। গ্রেফ্‌তারের পর তাহাদিগকে হারবিনে আনয়ন করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

সন্ধির জন্য সোভিয়েটের আগ্রহ

মস্কোর ২৪শে জুলাইয়ের খবরে জানা যায় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লিখিত পত্রে প্রকাশ, উক্ত গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে, বাক্-বিতণ্ডা মূলক সমস্যাগুলির সম্বন্ধে যত শীঘ্র সম্ভব একটা স্থায়ী সন্ধি হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। উক্ত গভর্ণমেণ্টের অভিমত এই যে, ঐরূপ স্থায়ীভাবে সন্ধি করিতে হইলে, উভয় পক্ষের পরস্পরের প্রতি সমতুল্য ভাব, এবং পরস্পরের প্রতি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ভাব প্রদর্শন আবশ্যক। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সহিত যে সকল রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সেই সকল রাজ্যের অধিকার ও শর্ত্তগুলি ততদিন পর্য্যন্ত মানিয়া চলিতে প্রস্তুত আছেন, যতদিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই সকল অধিকার ও শর্ত্ত মানিয়া চলিবেন। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের ধারণা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে উভয় পক্ষের অভিমত আদান প্রদানের কথাই আছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস উভয় পক্ষের ভিতর শীঘ্রই সন্ধি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

চীনা সৈন্য স্থানান্তরে অস্বীকৃতি

টোকিওর ২৩শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ গত ১৯০৫ সালের পোর্টসমাউথ সম্মিলনের পর হইতে জাপানীরা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ পরিচালিত করিয়া আসিতেছে। মাঞ্চুরিয়ার জাপানী সেনাধ্যক্ষ স্থানীয় জাপানী সেনাধ্যক্ষদের বিনানুমতিতে উক্ত রেলপথের কর্ত্তৃপক্ষকে চীনা সৈন্য ও তাহাদের গোলাগুলি উক্ত রেলপথে চালান করিতে অস্বীকৃত হইতে পরামর্শ দিয়াছেন।

চীন রুসিয়ার মিত্রতা

টোকিওর পররাষ্ট্র দপ্তরখানায় মুখপাত্রের মতে "জাপানের স্বার্থ যেখানে অধিক সেইখানে তাহাকে সুদক্ষতার সহিত অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।" তিনি বলিয়াছেন যে, চীনের সহিত রুসিয়ার মিত্রতা স্থাপনের জন্য মিষ্টার ষ্টিমসন যে তার দিয়াছেন, সরকারী ভাবে সে সংবাদ ওয়াশিংটন হইতে টোকিওতে পাঠান হয় নাই। প্যারিসের জাপানী রাজদূতের নিকট হইতে টোকিও এ সংবাদ পায়। এ কারণ বৃটেনের ন্যায় ফ্রাঙ্কো আমেরিকান যৌথ ব্যাপারে জাপান যোগ দিতে অক্ষম। সোভিয়েট ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তিতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এই সংবাদ মস্কোর সংবাদপত্রে প্রকাশ হওয়ায় সহকারী কর্ম্মচারীরা আরও ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে।

আঙ্গোরায় খোদার গজব

অগ্নিকাণ্ডে সহস্রাধিক গৃহ ভস্মীভূত

কনষ্টাণ্টিনোপলের ১৯শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ আঙ্গোরা শহরের অনেকখানি অগ্নিকাণ্ডে ও প্রবল বাতাসে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। প্রায় সহস্রাধিক দোকান ও গৃহ নষ্ট হইয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই, তবে ভগ্নাবশেষের মধ্যে ৬টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মুস্তফা কামাল পাশা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া অগ্নি-নিবারণকারীদের কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

মিসর-যুবরাজের জাহাজ বিপন্ন

একজনের পানিতে ডুবিয়া মৃত্যু

ওসলোর ১৯শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে মিসরীয় প্রিন্স ইব্রাহিমের একখানি জাহাজ গভীর কুয়াসার মধ্যে ট্রণ্ডহেম উপকূলের অকস্মাৎ চড়ায় আটকাইয়া যায়। ইহাতে বিধ্বস্ত হইয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই জাহাজখানি গভীর জলে ডুবিয়া যায়। প্রায় ৪০ জন লোক এই জাহাজে ছিল। তন্মধ্যে স্ত্রীলোকও ছিলেন। সকলেই জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়েন। অনেক চেষ্টার পর পরিশ্রান্ত অবস্থায় সকলকেই উদ্ধার করা হয়। একমাত্র মিঃ কার্পেণ্টার ডুবিয়া মারা গিয়াছেন।

পারস্য সংবাদ

আবার ভূমিকম্প

খোরাসান জেলার রাজনার্ড নামক স্থানে আবার ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। তবে কোনও ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

নূতন শাসন-প্রণালী

তিহরানের ২৩শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, মহম্মদ আলী খাঁ ফাজিল অস্থায়ীভাবে পারস্যের পররাষ্ট্র সচিবের কাজ করিতেছিলেন। তাঁহাকে পুনরায় অস্থায়ী রাজস্ব সচিব নিয়োগ করা হইয়াছে। খুব সম্ভব, আঙ্গোরাস্থিত পারস্য রাজদূত মহম্মদ আলী খাঁ ফারজোকীকে পররাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত করা হইবে। পারস্যের পক্ষ হইতে ইনিই সর্ব্বপ্রথমে রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন।

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর

পারস্যের শাহ্‌ গত ২৩শে জুলাই লিটভিনফ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই সংবাদ সোভিয়েট সরকারকে জানাইবার নিমিত্ত মস্কোস্থিত দূতের নিকট পররাষ্ট্র বিভাগের দফ্‌তর হইতে তার করা হইয়াছে। পারস্য সোভিয়েট সীমান্ত চুক্তিতেও পারস্যের শাহ্‌ ঐদিন স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহার একখণ্ড সোভিয়েট সরকারের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ও তাঁহাদের নিকট হইতে সোভিয়েটের অনুমোদিত চুক্তির একখণ্ড নকল চাওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পারস্যের শাহ্‌ ১৯২৫ সালের জেনেভা চুক্তি মতে যুদ্ধে বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার নিষেধ চুক্তিতেও স্বাক্ষর করিয়াছেন।

অলৌকিক সংবাদ

সদ্য-প্রসূত শিশুর মুখে "আল্লা" নাম

গত রাত্রি (২৬।৭।২৯ ইং রবিবার) ৯ ঘটিকার সময় স্থানীয় কোর্টইনস্পেক্টার জনাব মওলবী এ, এইচ, এম, লতিফ উদ্দিন সাহেবের (আল্-মুস্লিমের গ্রাহক) মেয়ের ঘরে একটী নাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ভূমিষ্ট হইবার পর ৫।৭ মিনিট পর্য্যন্ত শিশুর যেন কোন চেতনা বোধই ছিল না। হঠাৎ 'আল্লা বলিয়া' তিনি বার কাঁদিয়া উঠে। ঐ সময় প্রসূতির ঘরে উপস্থিত মহিলাগণ, লেডী ডাক্তার, ধাত্রী প্রভৃতি শিশুর সহিত 'আল্লা' 'আল্লা' করিয়া উঠেন। আমরা ৫।৭ জন সকলেই প্রায় ৩০।৩৫ হাত দূরে থাকিয়া স্পষ্টাক্ষরে শিশুর কান্নার সহিত 'আল্লা' শব্দ শুনিতে পাই। স্বকর্ণে শুনিয়াও এমন অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সম্বন্ধে তখনই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইয়াছিল। তার পরও ২ বার এবং গোসল দেওয়ার সময় ১ বার স্পষ্টাক্ষরে 'আল্লাহ' শব্দের সহিত শিশুর কান্না শুনা গিয়াছে। আল্লাতালার কুদরৎ ও খাস রহমত ছাড়া ইহাতে আর কোন বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। তবে প্রায় ১২ ঘণ্টা যাবত প্রসব-বেদনায় প্রসূতিকে আকুল ভাবে 'আল্লা' 'আল্লা' করিতে শুনা গিয়াছে।

এ, এইচ, আহমদুল আমীন,
(২য় বার্ষিক শ্রেণী, আলীগড় কলেজ)
ধুবড়ী—আসাম।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ১০ই শ্রাবণ ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

মহত্বের স্মৃতি।—আগামী ৩রা আগষ্ট ভারত-গৌরব রাইট্ অনারেবল্ সৈয়দ আমির আলী মরহুমের মৃত্যু-বার্ষিকী। সৈয়দ সাহেবের ইন্তেকালের পর পূর্ণ এক বৎসর অতীত হইতে চলিল, কিন্তু বাংলার মুসলমান তাঁহার নাম চির-জাগরুক রাখিবার জন্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন? গত বৎসর তাঁহার ওফাতের সংবাদ পাইয়া কলিকাতার মুসলমান সাহিত্য-সমিতি যে শোক-সভার আয়োজন করিতে ছিলেন, তাহাতে নানাপ্রকার দলাদলি ও হিংস-বিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছিল। একজন সর্ব্ব-জন-মান্য নেতার শোক-সভায় যাঁহারা এই প্রকার রেষারেষি ও দ্বেষাদ্বেষীর সৃষ্টি করেন, তাঁহারা বাস্তবিকই ঘৃণার পাত্র। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মুস্লিম বাংলার সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতিকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, আগামী ৩রা আগষ্ট তাঁহারা যেন বাংলার মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে উক্ত স্বনাম-ধন্য সৈয়দ সাহেবের স্মৃতি-সভার আয়োজন করেন এবং সারা ভারতের এই অবিসম্বাদিত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য সাধারণকে সুযোগ প্রদান করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা।—'আল্-মুস্লিমে'র পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গত শারদীয় অধিবেশনে বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক করিবার জন্য আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু সভা তখন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ৩০জন সদস্য লইয়া একটী সিলেক্ট-কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। ঐ কমিটির উপর এই ভার অর্পণ করা হয় যে, কমিটি আলোচনা করিয়া কেমন ভাবে উহা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা যায়, সে সম্বন্ধে একটী পরিকল্পনা সভায় পেশ করিবেন ও উক্ত সভা উহা বিবেচনার পর কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। তাহার পর বহু প্রস্তাব উত্থাপিত ও বাতিল হওয়ার পর সিলেক্ট-কমিটির প্রায় সমস্ত মেম্বর এক মত হইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ভূমির রাজস্বের উপর প্রজাদের নিকট হইতে টাকা প্রতি তিন পয়সা এবং জমিদারদের নিকট হইতে টাকা প্রতি দুই পয়সা হিসাবে কর বসাইয়া তদ্দ্বারা উহার ব্যয় বহন করা হইবে। ভূতপূর্ব্ব শিক্ষা-মন্ত্রী নওয়াব মুশাররফ হুসেন কর্ত্তৃক উত্থাপিত মূল-প্রস্তাবে এই ছিল যে, ভূমির রাজস্বের উপর প্রজাদের নিকট হইতে টাকা প্রতি এক আনা ও জমিদারের নিকট হইতে টাকা প্রতি এক পয়সা হিসাবে কর আদায় হইয়া তদ্দ্বারা উহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।

খাম-খেয়ালী।—ত্রিশ জন সদস্য লইয়া সিলেক্ট-কমিটি গঠন ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। যাহা হউক, তাঁহারা এই কমিটির অধিবেশন উপলক্ষে দার্জ্জিলিং ও কলিকাতার যাতায়াত-ভাড়া কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়াছেন। প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করার সময় তাঁহারা এতদূর খাম-খেয়ালীর পরিচয় দিয়াছেন যে তাহা বর্ণনাতীত। উক্ত ত্রিশ জন সদস্যের মধ্যে আঠার জন স্বতন্ত্র ভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করেন। ফলে 'নানা মুনির নানা মত' হইয়া প্রস্তাবের গুরুত্ব একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। তাঁহারা যে দেশের জন-সাধারণের প্রতিনিধিরূপে দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলির দ্বারা বিন্দুমাত্র তাহা প্রতিপন্ন হয় না। বরং ইহাই বুঝা যায়, তাঁহারা যেন দেশের ও দশের কোন ধারই ধারেন না; নিজেদের স্বার্থ-সংরক্ষিত হইলেই যেন সব হইল। অনশন-ক্লিষ্ট দেশবাসীর এই যে বুকের রক্ত-পানি-করা কয়েক সহস্র টাকা তাঁহারা অকারণ ফার্ষ্ট ক্লাসে জার্ণী করিয়া ও ডিনার খাইয়া 'খতম-শুদ' করিয়া দিলেন; ইহার কোন কৈফিয়ৎ তলবের অধিকার কি তাহাদের নাই? দেশ-বাসীর স্বার্থ লইয়া চিরদিন এইরূপ 'ছিনি-মিনি' খেলিবার কি কোন প্রতীকার নাই?

সরকারের তরফদারী।—গবর্ণমেণ্টও বোধ হয়, এই মস্ত সুযোগটী উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের ওজীর-কর্ত্তৃক উত্থাপিত মূল প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়াই সেই মর্ম্মে রায় প্রকাশ করিয়াছেন। সিলেক্ট-কমিটির প্রস্তাব তাঁহারা একদম 'নাকচ' করিয়া দিয়াছেন। সরকার দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের ক্ষমতা ও অক্ষমতার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া 'তেলা-মাথায় তেল ঢালিয়া' তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। জমিদার না হইলে যে রাজার রাজস্ব রক্ষা হয় না, একথা আমরা স্বীকার করিলেও করিতে পারি। কিন্তু আমলাতন্ত্র অত্যধিক জমিদার-প্রীতি প্রদর্শন করিতে যাইয়া দেশ-বাসীর সর্ব্বনাশ করিবেন; ইহা কিন্তু কোন মতেই সমর্থন করিতে পারি না। বাঙ্গলার কর-ভার-প্রপীড়িত দরিদ্র প্রজাদের পক্ষে এত বেশী শিক্ষা-কর প্রদান করা যে কত কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ কল্পনাও করিতে পারিবেন না। আর এক কথা, কমিটীর কোন কোন সদস্য গবর্ণমেণ্ট সরকারী-তহবিল হইতে কত দিবেন, তাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। শুধু শিক্ষা-করের উপর নির্ভর করিয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কোন ফলই লাভ হইবে না। কারণ, অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ইহা নিতান্তই অল্প। কিন্তু দুঃখের বিষয় গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে আপাততঃ কিছু বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এ টাকাটা ইংলণ্ড হইতে আনিয়া দিবেন না, ইহা খুবই সত্য। যখন এক দিককার খরচ কমাইয়া অন্য দিকটা পুরণ করিবেন, তখন তাহারা এখনও 'ধরা ছোঁয়ার' মধ্যে আসিতেছেন না কেন? আমলাতন্ত্রের নিকট জিজ্ঞাসা-করিতে চাই যে, ইহা তাঁহাদের শৈথিল্য না অর্থাভাব-জনিত বাহানা?

কর্ত্তব্য কি?—এই বিলটিতে সভাদের সম্মতি লইবার জন্য ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইবে। যাহাতে জমিদারের স্বার্থ ষোল আনা অক্ষুণ্ণ থাকে গবর্ণমেণ্ট সেজন্য কোন চেষ্টা করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিবেন না। একদিকে জমিদারের উদর পূর্ত্তি, আর অন্যদিকে দুনিয়ার বুকে বাংলার প্রজা-পুঞ্জের অস্তিত্ব-রক্ষা। এই দুইএর সংঘাতে পড়িয়া এইবার ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের মনোবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে। যদি সিলেক্ট কমিটি কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত প্রস্তাবের দ্বারা দেশে অবৈতনিক বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা আশু প্রবর্ত্তিত না হয় তাহা হইলে উহার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নূতন আইন-প্রণয়ন করিয়া যাহাতে অবিলম্বে বাংলার প্রত্যেক পল্লীতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সভ্যদিগকে করিতে হইবে। অবৈতনিক বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন যে বঙ্গদেশে অবিলম্বে আবশ্যক, তাহা আমরা ইত:পূর্ব্বেও বহুবার বলিয়াছি। এ বিলটি আইনে পরিণত হইবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যে বাজে আলোচনা ও দেশবাসীর মতামতের দোহাই দিয়া আরও সময় ক্ষেপণ করিবেন, তাহা আমরা একেবারেই শুনিতে চাই না। কারণ, ইহার প্রস্তাবের গুরুত্ব অপেক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বহুল অংশে বেশী। সুতরাং আমরা আশা করি, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবর্গ ও বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট, অতি শীঘ্র এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য বুদ্ধির পরিচয় দিবেন ও সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। ইহা ভিন্ন বলিবার আর কোন কথা নাই।

ঈশানে বিষাণ।—প্রাচ্যকাশে আবার কাল-মেঘের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এই মেঘ হইতে যে প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার উৎপত্তি হইবে না, তাহাই বা কে ঠিক করিয়া বলিতে পারে? যতই দিন যাইতেছে, ততই চীন ও সোভিয়েট রুসিয়ার মনোমালিন্য সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। রুশীয় সৈন্য সীমানা অতিক্রম করিয়া রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। চীনের দুইটি শহর তাহাদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। কিন্তু চীন এখনও অগ্রসর হয় নাই, শুধু বৈদেশিকদের আক্রমণ হইতে আত্ম রক্ষায় নিযুক্ত আছে। তাহারা এখনও ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই সত্য, কিন্তু এই প্রকার উপর্য্যুপরি আক্রমণ যে একদিন তাহাদের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিতে পারে, সেরূপ আশঙ্কা করা অসঙ্গত নহে। সম্প্রতি সংবাদ আসিয়াছে যে, রুশীয় বাহিনী বিষ-বাষ্প ও কামান লইয়া মাঞ্চুরিয়ার পূর্ব্ব সীমান্ত দখলের চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। এদিকে আবার চীনের স্বাদেশিক দলপতি চিয়াং-কাই-সেক যুদ্ধের জন্য সর্ব্ব-প্রকার তোড়যোড় আরম্ভ করিয়াছেন। আবার ইংলণ্ডের ডাক বিভাগ হইতে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, সাইবেরিয়ার পথে জাপান ও চীনের সমস্ত ডাক-বিলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, চীন সোভিয়েট সংঘর্ষ বেশী দূরবর্ত্তী নহে।

ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ।—এই বিরোধ ও সংঘর্ষের প্রাথমিক কারণ কি তাহা বোধ হয় সংবাদ-পত্র-পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। মাঞ্চুরিয়ার 'চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে' লইয়াই যে এই মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা 'আল্-মুস্লিমের' পাঠকবর্গ অবগত আছেন। চীনের স্বাদেশিক দলের এই উন্নতি যে, সোভিয়েট রুশীয়ার সাহায্যে ও সাহচর্য্যে হইয়াছিল তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যখন চীনের স্বাদেশিক দল ক্যাণ্টন-কেন্দ্র হইতে উত্তর চীনের দিকে জয়-যাত্রা করিয়াছিল, সেই সময় বহু রুসিয় যুবক অর্থ দিয়া ও পরামর্শ দিয়া শক্তি যোগাইয়া এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তারপর, সোভিয়েট রুসিয়াই ইউরোপীয় শক্তি সমূহের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে চীনের স্বাদেশিক গবর্ণমেণ্টের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া মাঞ্চুরিয়া হইতে তাহাদের সমস্ত অন্যায় ও অবৈধ অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিল। কিন্তু যখন নানকিন এ চিয়াং-কাই-সেকের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েট রুসিয়ার 'কম্যুনিজম' লইয়া চীনের সহিত রুসিয়ার একটু একটু মনোমালিন্য হইতে থাকে। মাঞ্চুরিয়ার ইষ্টার্ণ রেলওয়ে পূর্ব্বের সন্ধি অনুসারে রুসিয়দের কর্ত্তৃত্বে থাকে। চিয়াং-কাই-সেক স্বাদেশিক দলের সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়া একে একে রুশীয় দিগের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। সম্প্রতি মাঞ্চুরিয়ার শাসনকর্ত্তা (চাং-সো-লিনের পুত্র) চাং-সুয়ে লিন উক্ত রেলের কর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া সমস্ত রুসিয়ান কর্ম্মচারীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। এবং সোভিয়েট রুসিয়াকে সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাহার পর রুসিয়ান গবর্ণমেণ্টের মুক্তির দাবী ও কৈফিয়ৎ তলব ইত্যাদি যথাসময়ে কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে।

আগুন নিভিবে কি?—প্রত্যহ দুই পক্ষ হইতে যেরূপ বিভিন্ন-মুখীন সংবাদ সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, সেখানকার কোন সঠিক সংবাদ ভারতে আসিতে পারিতেছে না। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সোভিয়েট সেনা তাহাদের সীমানা অতিক্রম করিয়া মাঞ্চুরিয়ার প্রবেশ পূর্ব্বক চীন গবর্ণমেণ্টের দুইটি শহর দখল করিয়াছে। আবার রুসিয়ার ট্রান্সপোর্ট-বিভাগের কমিশনার ঘোষণা করিতেছেন যে, "মা ভৈঃ। রুশীয় সরকার কোন বৈদেশিককে কখনো আক্রমণ করিবে না। এক দিকে চীন-সরকার তথাকার সোভিয়েট দূতাবাস গুলি খানাতল্লাশ করিয়া প্রচার করিতেছেন যে তথায় সরকারের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এবং আগামী যুদ্ধে প্রস্তুত হইবার জন্য ঘোষণা করিতেছেন "চীনের স্বাদেশিক দলের প্রত্যেক সেনা ও সেনানী অ-সমান সন্ধির অবসানের জন্য এবং চীনের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমরা যদি রক্ত মাখা সাম্রাজ্যিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে একতাবদ্ধ হইয়া অবতীর্ণ না হই, তাহা হইলে আমাদের দেশ ও জাতি ধ্বংস হইয়া যাইবে"। আবার অন্যদিকে চীন গবর্ণমেণ্ট ইউরোপীয় শক্তি-পুঞ্জের নিকট খবর দিতেছেন যে, তাঁহারা মধ্যস্থতা করিয়া চীন হইতে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের অবসান করিয়া সোভিয়েট-চীনের বিবাদ মিটাইয়া দিউন। এই প্রকার পরস্পর বিরোধী কার্য্য ও ঘোষণার কোন প্রকার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ইউরোপ ও আমেরিকার শক্তি সমূহ আপোষ নিস্পত্তি করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেছেন। যদি এই মীমাংসার বাধা পড়ে তাহা হইলে প্রাচ্যের আকাশ যে শীঘ্রই ঘনান্ধকারে আবৃত হইবে তাহা সুনিশ্চিত। আজ এসিয়ার দিকে দিকে যে ধূম উত্থিত হইতেছে, সেই ধূমই শেষে যে বর্দ্ধিত আকারে সমগ্র ভূগণ্ডকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে ইহা অসম্ভব নহে। যদি তাহাই হয়, যদি প্রশান্তের উপকূলে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তবে সে আগুন শুধু প্রশান্ত কেন সাত সমূদ্র, তের নদীর বারি রাশি দিয়াও নির্ব্বাপিত করা সম্ভবপর হইবে না।

কাজের মত কাজ।—অতীত গৌরব বাহক জাহাঙ্গীর নগরে মুসলমান বালকদিগের জন্য যে 'এতিম-খানা' বা অনাথাশ্রমটি রহিয়াছে, তার 'তরক্কী' দর্শনে আমরা আনন্দ লাভ করিতেছি। এই অনাথ-আশ্রমের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের এমন এক জন পুরুষ-সিংহের পুণ্য-স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, যিনি বঙ্গ-ভঙ্গের উত্তাল আন্দোলন-তরঙ্গে অনাথ মুসলিম-তরণীর হা'ল মজবুৎ হাতে ধরিয়াছিলেন। গত বিশ বৎসরের মধ্যে উক্ত এতিমখানা অভাবনীয় রূপে উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং সুখের বিষয়, সেই উন্নতির মূলে বলিয়াদীর স্বনাম-খ্যাত ভূম্যধিকারী মনীষী কাজেম উদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিঃস্বার্থ সেবা ও সাধনা-রূপ রস সিঞ্চন রহিয়াছে। নওয়াব হবিবুল্লাহ্ ও জনাব সালাহুদ্দীন সাহেবের আর্থিক সাহায্যে এতিমখানা দিন দিন উন্নতি করিতেছে জানিয়া তাঁহাদিগকে অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। গত ২০শে জুলাই লেডী জেকৃসন উক্ত এতিমখানায় পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা ও ঢাকার অনুরূপ এতিমখানা ভারতের প্রত্যেক শহরে বন্দরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহাতে একদিকে যেমন অসংখ্য নিঃস্ব ও নিরাশ্রয়ের পরওরিশ্ রূপ পরম পুণ্য কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, অন্যদিকে তেমনি অগণিত বালক বালিকা সৎ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ইস্লামের জাতীয়তা গঠনের কাজে সহায়ক হয়। ঢাকার "শের সলিম উল্লাহ্ মুস্লিম অনাথাশ্রমকে" সহস্র সহস্র বালক বালিকার যোগ্য আশ্রয়-স্থল ও শিক্ষা-দীক্ষালয় রূপে দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নিগণ এদিকে একটু নেক নজর করিলে কাজ সহজেই হাসেল হইতে পারে।

"কমিউনিষ্ট"।—রুস-দেশে জারের শয়তানী শাসনের অবসান করিয়া কমিউনিষ্ট বা সাম্য-বাদী নামে যে নাস্তিকদলের আবির্ভাব হইয়াছে তারা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু রুস-সাম্যবাদীদের অনুকরণে এদেশে কমিউনিষ্ট নামে যে কমিনা-দলের উৎপত্তি হইয়াছে, তারা, ধর্ম্ম-বিরোধী না হইলেও দুনিয়ার একমাত্র সাম্য-ধর্ম্ম ইসলামের প্রকাশ্য দুষমন্। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রাগুক্ত দলে "মুসলমান" নামধারী বহু দ্বি-পদ প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা ভারতে পৌত্তলিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কলিকাতার গত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার আমলে এই দলের "মুসলমান" নাম-ধারীরা যে ভাবে দলের মুখপত্র "গণবাণীতে" ইস্লাম-বিদ্বেষ ও পৌত্তলিক মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া আসিতেছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনো শরীর শিহরিয়া উঠে। এই দলই সেদিন বোম্বাইতে হিন্দু-মহাসভার হস্তামলকরূপে বোম্বাইর সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমানকে যে ভাবে দলিত ও মথিত করিয়াছে, জগতের চারের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুব কম। বোম্বাই তঞ্জুম-সমিতির সম্মুখে সাক্ষ্যদান কালে মওলানা শওকৎ আলী বলিয়াছেন—"মুসলমান এবং অন্যান্য সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের উপর হিন্দুরা প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা গিরণী-কামগড়-সঙ্ঘের তথাকথিত কমিউনিষ্ট নেতাদের মারফতে কাজ চালাইতেছে। ঐ সঙ্ঘের নেতারা মুসলমান শ্রমিকদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া মুসলমান সমাজের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহেন। এই সব ভারতীয় কমিউনিষ্ট বলশেভিক ধাতুর নয়, ইহাদের পিছনে আছে মহা-সভা। সত্যই ঐ সব নেতাকে বে-পরোয়া করিয়া তুলিয়াছে।" মওলানার কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য সে

মশ্‌রেকী

মিসরের জাতি-সঙ্ঘে প্রবেশ
বৃটিশের সাহায্য দান

কাইরোর "আল্ আহ্‌রাম" সংবাদ পত্র বৃটেন ও মিসরের মধ্যস্থ ভাবী সন্ধির একটা প্রাথমিক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ব্বে 'আল্ মোকাত্তম' পত্রেও ঐরূপ একটা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'আহরাম' পত্র একথাও বলিতেছেন যে, সন্ধি পঞ্চবিংশতি বৎসর স্থায়ী হইবে। মিসর "লিগ অব নেশনে" যোগ দেওয়ার জন্য যে আবেদন করিবেন, ইংলণ্ড তাহা সমর্থন ... বৃটেন ও মিসরের মাঝে সন্ধির ধারা লইয়া কোন মতভেদ উপস্থিত হইলে তাহা 'লীগ অব নেশনের' গোচরে আনিতে হইবে। সুদান সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কথাবার্ত্তা চলিবে; সন্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সুদানের অবস্থা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যেরূপ স্বিকৃত হইয়াছিল, তদ্রূপই থাকিবে।

পারস্যে বৃটিশের উত্তেজনা
সংবাদ একেবারে অমূলক

লণ্ডনের ২৫শে জুলাইয়ের সংবাদে জানা যায় পারলামেণ্ট মহাসভায় মিঃ নরম্যান এঞ্জেলের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ডাল্টন বলিয়াছেন, দক্ষিণ পারস্যে উপজাতীদের অভ্যুত্থানের পশ্চাতে বৃটিশ চরের উত্তেজনা ছিল, এই মর্ম্মে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন। পারস্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকিবার বৃটিশ নীতি অক্ষুন্ন আছে। বৈদেশিক সচিবের বিশ্বাস, গত কয় বৎসরে পারস্য সরকার গ্রেট বৃটেনের বন্ধুত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। অসন্তুষ্ট উপজাতীদের লইয়া তাঁহারা বর্ত্তমানে অসুবিধায় পড়িয়াছেন। তাহাতে তাঁহারা বৃটিশ সরকারের সহানুভূতির উপর নির্ভর করিতে পারে না। বৃটেনের একমাত্র ইচ্ছা, শক্তিশালী ও স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের অধীনে পারস্যের উন্নতি হউক ও তথায় শান্তি বিরাজ করুক।

আফগান-সমর-সমস্যা
নাদীর-বাহিনীর প্রত্যাবর্ত্তন

... দুই দিন অবিরত ঘোরতর সংগ্রাম চলার পর ... বুল হইতে বাদশাহ্ হবিবুল্লার সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করায় আদম খানের অধীনস্থ লস্কর-বাহিনী পরাজিত হইয়া যায়। নাদীরের লস্করদের অস্ত্র-শস্ত্র কম পড়িয়া গিয়াছে। নাদীর খানের বাহিনীর 'খুসি' ত্যাগ করার কারণ হইল এই যে, ঐ স্থান শত্রুদের গুলীর পাল্লার মধ্যে, উপরন্তু ঐ স্থানে বিষম জলাভাবও ছিল। আদমখান পুনরায় আজাই ও দিবান্দিতে দরবেশ আক্রমণের আয়োজনে ব্যস্ত আছেন। মোহাম্মদ সাদিক গার্দ্দেজ দুর্গে অবস্থান করিতেছেন। প্রকাশ যে, আলাখালে ওয়াজিরিগণের এক ডেপুটেশন নাদীর খানের নিকট গমন করিয়া সাহায্যদানের প্রস্তাব করিয়াছিল।

আফগান সংগ্রাম
নাদীরের পরাজয়-কাহিনী

পেশোয়ারের ২৫শে জুলাইর সংবাদে জানা যায় খোস্ত হইতে লগার উপত্যকায় প্রবেশের একটি প্রধান ঘাঁটি—খুশী পোষ্টে হবিবুল্লার সৈন্যদল গত ১৭ই তারিখে যে জয়লাভ করিয়াছে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা গিয়াছে। গত ১৪ই তারিখে আদমখানের অধীনস্থ আদমজাই খিলজাইরা এই ঘাঁটি দখল করে। এই সাফল্যের কথা শুনিয়া নাদির খাঁর ভ্রাতা শাহ মোহাম্মদ আর একটি লস্কর সহ আসিয়া নিকটস্থ অপর ঘাঁটি কারেজ-ই-দরবেশে অবস্থিত গাজী হবিবুল্লার সৈন্যদের উপর গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। হবিবুল্লার দলের সহিত আদম খাঁ এবং শাহ মোহাম্মদের দলের লড়াই দুই দিন পর্য্যন্ত চলিতে থাকেন। অতঃপর আদম খানের অধীনস্থ লস্কর পরাজিত হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকে হতাহত হয়। তাহারা প্রথমে সিনকাইসর এবং পরে আজরিতে পলায়ন করে। এই যুদ্ধের সময় নাদির খাঁর আর একটী লস্কর বাদশাহ হবিবুল্লার সেনাপতি মোহাম্মদ সিদ্দিককে গার্দ্দেজে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। প্রকাশ যে, হবিবুল্লার সেনারা স্পিন কোটালে ওয়ার্দ্দক এবং হাজারাদের বিরুদ্ধে আর একটী জয়লাভ করিয়াছে। এই সংবাদের সত্যাসত্য জানা যায় নাই।

মগরেবী

ইংলণ্ড হইতে ভারত
মহিলা বিমান পরিচালিকার কৃতিত্ব

লণ্ডনের ২৬শে জুলাইয়ের সংবাদে জানা যায়, বর্ত্তমান সপ্তাহে ডচেস অব বেড্‌ফোর্ড এবং কাপ্তেন সি, ডি, ব্যানার্ড ব্যোম পথে সুবৃহৎ ফোকার জুপিটার মনোপ্লেনে আরোহণ করিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইং-পূর্ব্বে রাজকীয় বিমানপোত বিভাগের একখানি বিমানপোত যে পথ দিয়া কোথাও না থামিয়া ইংলণ্ড হইতে করাচি আসিয়াছিল, তাঁহারাও সেই পথে যাতায়াত করিবেন কেবল এক স্থানে তাঁহারা থামিবেন। ডচেস্ দ্বিতীয় বিমানপোত পরিচালনার কার্য্য করিবেন।

তের জনের শোচনীয় অবস্থা
নৌ-যুদ্ধ শিক্ষায় বিপদ

লণ্ডনের ২৬শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, নৌ বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে 'ডিভ,শায়ার' জাহাজের দুর্ঘটনায় ১২ জন মারা গিয়াছে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, ইহাতে ২৩ জন লোক মারা গিয়াছে।

নৌ-বিভাগের ঘোষণা

নৌ-বিভাগ হইতে প্রচার করা হইয়াছে—"ডিভন শায়ার" নামক যুদ্ধ জাহাজখানি এখন ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাঞ্চলে আছে। তথায় সৈন্যগণ নৌ যুদ্ধ শিক্ষা করিতেছে। অকস্মাৎ ৬ ইঞ্চি পরিধি-বিশিষ্ট একটি নূতন কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় ১৩ জন লোক মারা গিয়াছে, যাহারা আহত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা ১৭ জন।

ফরাসী শান্ত্রী নিহত
সব ব্যাপার রহস্যাবৃত

... ফরাসী শান্ত্রী ভারদুন দুর্গে পাহারা দিবার কালে গুলী দ্বারা আহত হইয়াছে, এই গুলীর আঘাত রহস্যজালে আবৃত। দুই বারের হত্যা ব্যাপার একই রহস্যে আচ্ছন্ন। ... আহত হয়। সেই ক্ষত হইতেই তাহার মৃত্যু ঘটে। এবারে সেই পল্টনেরই প্রাইভেট 'বোয়ালে' তাহার পায়ে আঘাত পাইয়াছে। সে এখন সঙ্কট জনক অবস্থায় হাঁসপাতালে আছে। ১২ই মে তারিখের ঘটনার পর ২ জন করিয়া প্রহরী মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বোয়ালে আহত হইবামাত্র তাহার সহযোগী দৌড়িয়া যায়। যে দিক হইতে গুলী আসিয়াছিল, তাহারা উভয়ে সেই দিকে গুলী চালায়, কিন্তু আক্রমণকারী ... পলায়ন করিয়াছিল। সামরিক অনুসন্ধান এই রহস্যজাল ছিন্ন করিতে পারে নাই।

মাঞ্চুরিয়ায় রুস গ্রেফ্‌তারের ধুম
শ্বেত পল্টনের আক্রমণ চেষ্টা

মস্কোর ২৬শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, টাস এজেন্সি খাবারোভস্ক নামক স্থান হইতে সংবাদ দিতেছেন যে, সোভিয়েট নাগরিকদিগের গ্রেফ্‌তার সমভাবে চলিতেছে। সমগ্র চাইনীজ ইষ্টার্ণ রেল যে সকল কর্ম্মচারী কাজে যোগদান না দিতেছে, পুলিশ তাহাদিগকেই গ্রেফ্‌তার করিতেছে। এদিকে উক্ত রেলের অনেক রুস-কর্ম্মচারী কাজ ছাড়িয়া রুস রাজ্যে চলিয়া যাইতেছে। পোগ্রানিচ নয়া নামক স্থানে ৪৭ জন রেল কর্ম্মচারীকে গ্রেফ্‌তার করিয়া পুলিসের হেফাজতে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় হারবিনে পাঠান হইয়াছে। গত কয়েক দিবসের ভিতর কয়েক শত ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শ্বেত পল্টন দল রুসাধিকৃত রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। টাস্ এজেন্সি আরও সংবাদ দিতেছেন যে, ব্লাগো ভেষ্টচেন্‌স নামক স্থানের রুসীয় পারমিট বিভাগ চীনের সহিত রুসিয়ার রাজনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর চীন দূতাবাসের কর্ম্মচারীদিগের রুসিয়া পরিত্যাগের প্রাক্কালে তাহাদের নিকট ৪টি রাইফেল বন্দুক, গুলী, বারুদ ও অন্যান্য নিষিদ্ধ দ্রব্য পাইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গ রুসের উপদ্রব
চীন কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যের অভিযোগ

সুদূর প্রাচ্যে শ্বেতাঙ্গ রুসিয়া (জারের পক্ষপাতী) সোভিয়েট সীমান্তে উপদ্রব করে এবং চীনের কর্ত্তৃপক্ষ, তাহাতে সায় দিয়া থাকেন—এই মর্ম্মে আধ-সরকারী এক বিবরণ প্রচারিত হইয়াছে। অভিযোগ করা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষভাবে ইহারা চীনের সাহায্য লইয়া রুস সীমান্তে প্রবেশ করিয়াছে, এবং সেতু ও বারুদাগার উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। ১৭ই জুলাই হইতে ২০শে জুলাই তারিখের মধ্যে কতিপয় শ্বেতাঙ্গ রুসীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। ইহারা আমুর দিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিতেছিল। তন্মধ্যে বিচার করিয়া ১৬ জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ইহাদের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

প্রাসাদের বাহিরে পোপ
ঐতিহাসিক প্রথার পরিবর্ত্তন

হাজার হাজার লোকের জয়ধ্বনির মধ্যে ইতালীর পোপ ২৬শে জুলাই সন্ধ্যাকালে তাঁহার প্রাসাদ—ভ্যাটিক্যান হইতে বাহির হইয়া সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে গিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে যে পুরাতন প্রথা চলিয়া আসিতেছিল, পোপেরা তাঁহাদের প্রাসাদের বাহিরে যাইবেন না, সে প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছে। দ্বাদশ জন লোহিত বর্ণের পোষাক পরিহিত বাহকের স্কন্ধে বাহিত মঞ্চোপরি পোপ সমাসীন ছিলেন, আর তাহার চতুর্দ্দিকে সঙ্গে সঙ্গে জমকাল পোষাকে পারিষদগণ গমন করেন। পোপ স্কোয়ারটী ঘুরিয়া সেণ্টপিটারের প্রস্তর মূর্ত্তির নিকট অবতরণ করেন, তথায় তাঁহার জন্য পূর্ব্ব হইতে বেদী প্রস্তুত করা ছিল। সেই বেদীর উপর উঠিয়া তিনি সমবেত জনতাকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ জানান; বিস্তর লোক তথায় এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করিতেছিল; তাঁহারা জানু পাতিয়া পোপের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন।

বার্লিনে বিষম দুর্ঘটনা
... কারখানা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত

... গত ...শে জুলাই মধ্যাহ্নে ... উত্তর বার্লিনে তাহার ... গুলিতে বিস্ফোরণ ঘটায় ... অনেক ... কারখানায় আগুন লাগিয়া যায়। শত শত শ্রমিক যাহারা সেখানে কাজ করিতেছিল, তাহারা আপন প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলাইয়া ... অগ্নি-শিখা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ইহার পর আরও কয়েক ... ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটে, তাহার ফলে ঐ অঞ্চলটা কাঁপিয়া উঠে। কারখানার কতক অংশ বিস্ফোরণের বেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। ইতস্ততঃ কারখানার ভগ্ন অংশ সমূহের আঘাতে অনেক শ্রমিক আহত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী বাটীসমূহের অধিবাসীরা ভয়ে বিচলিত হইয়া রাজ-পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। নিকটেই যে বিরাট গ্যাসের কারখানা ও রসায়নাগার আছে, সেখানেও আগুন লাগিবার আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ—দমকলের লোক জনের ব্যবস্থায় সে আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। ৫ জন লোক গুরুতর আহত হইয়াছে।

পঁয়কারের পীড়া
ফ্রান্সে নূতন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা

মিঃ পঁয়কার গুরুতর পীড়িত। তিনি মন্ত্রী সভাকে জানাইয়াছেন যে, শীঘ্রই তাঁহার অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হইবে। ইহার ফলে তাঁহাকে অন্ততঃ তিন চারি মাস বিশ্রাম করিতে হইবে। এই অবস্থায় তিনি প্রেসিডেণ্ট ডুমার্গের নিকট পদত্যাগ-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। এই পত্র পাইয়া মন্ত্রী সভার এক বৈঠক হয়। তথায় স্থির হয় যে, মিঃ ব্রিঁয়া ও বিচার বিভাগের মন্ত্রী মিঃ বার্থ অতঃপর পঁয়কারের সহিত দেখা করিবেন এবং বিশ্রাম লইবার দরকার হইলেও নামে মাত্র মন্ত্রী থাকিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিবেন।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ,—পঁয়কার কিছুতেই গভর্ণমেণ্ট চালাইতে ইচ্ছা করেন না। কারণ বর্ত্তমানে পররাষ্ট্র সম্পর্কিত অনেক জটিল সমস্যা দেখা দিয়াছে। এ সময় পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন না। এমন কি, হেগ নগরীতে ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে যে কনফারেন্স হইবে, তাহাতেও তিনি যোগ দিতে পারিবেন না। যদি তাঁহার পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়, তাহা হইলে খুব সম্ভব মিঃ ব্রিঁয়াকে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে অনুরোধ করা হইবে।

প্রধান মন্ত্রীর মার্কিণ যাত্রা
আন্তরিকতার পরিচয় প্রদান

খুব সম্ভব আগামী অক্টোবর মাসে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড আমেরিকায় যা... হত্যারের সহিত অস্ত্র পরিত্যাগ ... করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। গত বুধ... সভায় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ইংলণ্ডের নৌবহর ... সম্বন্ধে একটি জরুরী ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—(১) যে দুইটী নূতন ক্রুজার নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাদের কাজ বন্ধ করা হইবে। (২) দুইটী সাবমেরিণ ও একটী সাবমেরিণ উপ-জাহাজের জন্য যে অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। (৩) ডক নির্ম্মাণ ও অন্যান্য নৌবহর সম্পর্কিত নির্ম্মাণ-কার্য্য খুব ধীরে ধীরে করা হ... প্রধান মন্ত্রী আশা করেন যে, এতদ্বারা অস্ত্র প... বিষয়ে বৃটিশের আন্তরিকতা প্রদর্শিত হই... ইংলণ্ডের নৌ-শক্তি ও তাহার কার্য্য চাল... নিতান্ত অপ্রচুর হইবে না।

কেলগ চুক্তি...
প্রেসিডেণ্ট হুভারের বক্তৃতা

কেলগ সন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার ঘোষণা সম্পর্কে ওয়াশিংটন নগরের "হোয়াইট হাউস" ভবনে একটি চিত্তাকর্ষক উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট কুলিজ, মিঃ কেলগ, বৃটেন, ফ্রান্স এবং জাপানের দূতগণ এবং রুশিয়া ও আফগানিস্থান ব্যতীত উক্ত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষরকারী দেশ সমূহের রাজনৈতিক প্রতিনিধিগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট হুভার একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া সমগ্র মানব-জাতির ভাবী সুখ সাধনের পক্ষে সহায়কারী এই সন্ধিপত্র সংগঠনে যে সকল গবর্ণমেণ্ট সহায়তা করিয়াছেন, সেই সকল গবর্ণমেণ্টকে অভিনন্দিত করেন। তিনি ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের নৌ-বল সংক্রান্ত বিবৃতির উল্লেখ করিয়া সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড যে সমতামূলক নীতি ... করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। ইহার ফলে ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র এখন হইতে নৌ-বল বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা না করিয়া উহার হ্রাসের জন্য চেষ্টা করিবেন। তিনি আরও বলেন যে, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মার্কিণে আসিতেছেন জানিয়া মার্কিণবাসী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছে। তিনি আসিলে দেখিতে পাইবেন, মার্কিণবাসীরা তাঁহাকে কিরূপভাবে সংবর্দ্ধিত করে।

দেরাদুন ফৌজী কলেজ
মনোনীত ছাত্রদের নাম

দেরাদুনের প্রিন্স অব ওয়েলস্ রয়েল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজে যে ৭ জন ছাত্রের স্থান শূন্য হইয়াছিল, তাহাতে আগামী ১লা আগষ্ট হইতে অধ্যয়ন করিবার জন্য জঙ্গলাট নিম্নলিখিত ৭ জন ছাত্রকে মনোনীত করিয়াছেন—মাদ্রাজের সি, রাজনের পুত্র সি, আর, রামস্বামী, লাহোরের খান বাহাদুর সর্দ্দার হবিবুল্লা খান এম, এল, সির পুত্র হামিদ উমর, সর্দ্দার বক্তার সিংহের পুত্র হরবংশ সিং, সর্দ্দার সুরত সিংহের পুত্র ওয়াবন্থ রেসালদার, মেজর শের আলী খানের পুত্র মোহাম্মদ ইউসুফ, লেফ্‌টেনাণ্ট জাফর আলী খানের পুত্র সর্দ্দার হুর হোসেন খান, দেঠীর অধিপতি প্রতাপ সিংহের পুত্র কুমার শ্রীমঙ্গল সিংহ।

অনুন্নত হিন্দুদের হিতৈষী কে?
মুসলমান অথবা খৃষ্টান

ভারত সরকারের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে তদন্তের জন্য দিল্লীতে যে কমিটি বসিয়াছে, তাহাতে সাক্ষ্য দান কালে গভর্ণমেণ্ট শিল্প-বিভাগের হেড মাষ্টার বলেন যে, অনুন্নত হিন্দুরা যাহাতে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে উৎসাহ পায়, তজ্জন্য এই বিদ্যালয়ের সমস্ত বৃত্তি ও মাসিক সাহায্যের অর্দ্ধেক তাহাদিগকে দেওয়া হয়। মিউনিসিপ্যাল স্কুল সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কোরায়শী বলেন যে, অনুন্নত হিন্দু সমাজের ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা হউক এবং এই সব বিদ্যালয়ে মুসলমান অথবা খৃষ্টান শিক্ষক রাখা হউক।

-মুসলিম

শুক্রবার, ১৭ই শ্রাবণ ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

রাস্তায় পানি-সিঞ্চন।—কলিকাতার ড় রাস্তার পার্শ্বে যে সকল মিঠাইয়ের দোকান গ, কাপড় রঙ্গাইবার দোকান, চা'এর দোকান আছে, ঐ সকল দোকানের লোকেরা উপর এমনভাবে পানি ঢালিয়া থাকে যে, ফুটপা ও "গলিজ" হইয়া যায়। অনেক সময় লোক চলিতে উহাতে আছাড় কিম্বা উছট খায়; কার পানি গড়াইতে গড়াইতে ঐ সকল রাস্তা অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া থাকে। কর্পোরেশন এ বিষয়ে যে অবহিত হইতেছেন না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। সুন্দর ও সুপ্রসস্ত ফুটপাথগুলির এই দুর্দ্দশা; অথচ পথ চলাচলকারী লোকদিগেরও আঘাত পাইবার পদে পদে সম্ভাবনা। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী বা কাউন্সিলারদিগের এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না কেন?

কলঙ্ক-মোচন।—বিপদ যে আল্লারই দান, সে কথা শুধু নীরস নীতি-বাক্য হিসাবে নয়, বরং জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। দুঃখ, দৈন্য, অভাব ও অপমান মানুষকে মনুষ্যত্বের যে শিক্ষা দান করিয়া থাকে, তাহা কোন স্কুল, কলেজে, টোলে বা মাদ্রাসায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই কারণেই পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বর্ত্তমান দুর্ব্বিপাককে আমরা অনেক দিক দিয়া আল্লার আশীর্ব্বাদরূপেই মনে করিয়া থাকি। মানুষের আপদ বিপদে এক অপরকে সাহায্য করা যে কত প্রয়োজন, সে কর্ত্তব্য মুস্‌লিম জাতি বহু দিন ভুলিয়া গেলেও আজ আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের জল-প্লাবন সে বিস্মৃত কথা যেন বারবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। 'তোমার জাতি-দেহের এক অঙ্গে আঘাত লাগিলে অন্য অঙ্গও যেন ব্যথিত হয়'—মহানবীর এই মহামূল্য উপদেশ আজ যেন তার প্রতি কাজে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। আরবী-শিক্ষার্থী অর্থাৎ মক্তব-মাদ্রাসার ছাত্রদিগকে ... লোকে চিরদিনই নিশ্চেষ্ট অদৃষ্টবাদী অথবা কর্ম্ম-কুণ্ঠ স্বপ্ন-দর্শী বলিয়া অপবাদ দিয়া থাকে। তবে অভিযোগ যে অনেকখানি সত্য, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না।

উদ্বিদ্-উষা।—শাহ্ জালালের পুণ্য-ভূমি সিলহটের সিনিয়র মাদ্রাসার তালেবুল-ইলম্ ভ্রাতারা আলেম-সমাজের সে কলঙ্ক মোচন করিয়া সম্প্রতি সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সিলহট সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্রগণ 'সমাজ-সেবা-সঙ্ঘ' নামে একটি স্থায়ী সেবা-সমিতি গঠন করিয়া অরুণ-পথের তরুণ রণ-যাত্রীদের জন্য বিজয়-তোরণ তৈরী করিয়াছেন। তারপর, দেশের জমিদার-শ্রেণীই হইতেছেন সমাজের শির-দাঁড়া স্বরূপ। আটিয়ার চাঁদ ও বলিয়াদীর চেরাগ হইতে শুরু করিয়া ভাটিপাড়ার স্বনাম-খ্যাত জমিদার সাহেবান পর্য্যন্ত আজ সকলই যেরূপ জাগ্রত জীবনের জয়-ধ্বনি তুলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া কা'র না প্রাণ পুলক-হর্ষে নৃত্য করিয়া উঠিতেছে! ভাটিপাড়ার জমিদার জনাব আবদুন্নূর চৌধুরী সাহেবের হাতেম-দেলীর বহু পরিচয় আমরা ইতি-পূর্ব্বেও পাইয়াছি। খিলাফতের সেই দুর্য্যোগময় দুর্দ্দিনে মাননীয় চৌধুরী সাহেব ও তাঁর ম্যানেজার মওলবী সিফৎআলী সাহেবের যে সাহস, সহানুভূতি, ত্যাগ ও ইস্‌লামী জোশ দেখিয়াছি, তাহা জীবনে মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারিব না। বন্যা পীড়িতদের সাহায্যের কাজে এ হেন মহাপ্রাণ ব্যক্তিরা যে প্রাণ-মন ঢালিয়া দিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সর্ব্বশেষে সিলহটের তব্‌লীগ কমিটির কথাও উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। তব্‌লীগ কমিটির তরুণ মওলবী সাহেবান আর্ত্তের সেবায় সকলের পুরোভাগে রহিয়াছেন।

খাদ্য-পরীক্ষক।—কলিকাতা কর্পোরেশনে কয়েকজন খাদ্য-পরীক্ষক ডাক্তার আছেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু, মুসলমান একজনও নাই। সুতরাং মুসলমানদিগের দোকানের খাদ্য পরীক্ষা হয় না। কাজেই মুসলমান নানবাই, হোটেলওয়ালা ও মিঠাইওয়ালাগণ অবাধে পচা-সড়া বাসি খাদ্যদ্রব্য দোকানে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিক্রয় করে। হিন্দু খাদ্য-পরীক্ষক ত আর মুসলমানের দোকানের কাবাব, কোফ্‌তা, ছালুন, মিঠাই প্রভৃতি পরীক্ষা করিবেন না। এমন কি, ঐ সকল দোকানের ত্রি-সীমায়ও যাইবেন না। এজন্য মুসলমান খরিদারদিগকে বাধ্য হইয়া ঐ সকল পচা-পর্য্যুসিত খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া উদরস্থ করিতে হয়, তাহার ফলে তাহারা নানাপ্রকার উৎকট বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। আমাদের মুসলমান কাউন্সিলারদিগের খেয়াল শরীফে যে এ মোটা কথাটা আসে না, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়। মুসলমানদিগের জীবনের কি কোনও মূল্য নাই? শুনিতে পাই, কর্পোরেশনে ১০।১২ জন নূতন খাদ্য-পরীক্ষক ডাক্তার নিযুক্ত হইবেন। এইবার যাহাতে অধিকাংশ মুসলমান খাদ্য-পরীক্ষক নিযুক্ত হন, মুসলমান কাউন্সিলারদিগের সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। পূর্ব্বের কর্ম্মচারিগণ যখন সকলেই হিন্দু, তখন নব-নিযুক্ত খাদ্য-পরীক্ষকদিগের অধিকাংশ মুসলমান হওয়া আবশ্যক।

পুলিশ ও মুসলমান।—পুলিশ কনেষ্টবলদিগের মধ্যে পনর আনা লোক পশ্চিমা। আবার, তাহাদের মধ্যে ৮০—৮/০ আনাই নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু, উহাদের অনেকেই অতি দুর্দ্দান্ত, অশিষ্ট, বে-আদব ও গোঁয়ার-গোবিন্দ। উহারা ভদ্রলোককে অবমানিত এবং অপদস্থ করিতে একটু মাত্রও ইতস্ততঃ করে না। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীর অস্তিত্ব কলিকাতা পুলিশে নাই বলিলেই চলে। সম্প্রতি কলিকাতা পুলিশে বাঙ্গালী কনেষ্টবল কতকটা গ্রহণ করা হইতেছে। সেদিন কোন এক সংবাদ-পত্রে দেখা গে ... জন হিন্দু ও ৩ জন মুসলমান কনেষ্টবল সম্প্রতি ভর্ত্তি ... কলিকাতা পুলিশে ... গ্রহণ করা হইতেছে, মফঃস্বলের সাধারণ লোকেরা সে সংবাদ রাখে না। হিন্দুগণ কতকটা ... জানিলেও মুসলমানগণ কিছুমাত্র জানে না। ... জেলায় দুইটী মুসলমান যুবক পুলিশে ভর্ত্তি প্রার্থী হইয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে একটী ... হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ; তাহার সম্বন্ধে স ... কলেই বলিয়াছিল যে, তোমার চাকুরী নিশ্চয়ই হইবে। তাহারা কলিকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে লোক ভর্ত্তিকারী বাবুর নিকট গমন করিয়া আপনাদের অভিপ্রায় জানাইলে বাবুটী বলিলেন, শুক্রবারে আসিও। তদনুসারে তাহারা শুক্রবারে সেখানে গিয়া দেখিতে পাইল, ৫।৬টা পশ্চিমা হিন্দু ও একটী মুসলমান যুবক সেখানে চাকুরী প্রার্থীরূপে উপস্থিত।

যোগ্যতার অভাব নাই।—বাবুটি মুসলমান যুবকদিগের দিকে "রুজু"ই হইলেন না। পশ্চিমাদিগের সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। একটা পশ্চিমা হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ৮ আর ৯ এতে কত হয়, সে বলিল ১৮; এইরূপ আর ৪।৫টা প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু সে ২টার মাত্র উত্তর দিতে পারিল; তবুও তাহার এবং আর কয়েকটি পশ্চিমার নাম খাতায় লিখিলেন। মুসলমান যুবকদিগের নাম খাতায় লিখা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করা হইল না। এইরূপ কর্ম্মচারীকে কনেষ্টবল মনোনীত করার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে মুসলমানদিগের চাকুরী পাইবার কোন আশাই নাই। এই পদে একজন ইউরোপীয় বা একজন এংলো ইণ্ডিয়ান অথবা একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান রাখা উচিত। উপরিস্থ ইউরোপীয় কর্ম্মচারী, নিম্ন-পদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত লোকদিগের মধ্য হইতেই লোক নির্ব্বাচন করেন, এবং ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য পাঠান। তিনি নিজেই যদি চাকুরী-প্রার্থীদিগকে দেখিয়া শুনিয়া ভর্ত্তি করেন, তবে বোধ হয়, নিরপেক্ষ ভাবে নির্ব্বাচন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। বঙ্গদেশে পুলিশের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য মুসলমানের অভাব নাই; কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহাদের চাকুরী পাওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। ২৭ জন হিন্দুর স্থলে ৩ জন মুসলমান নিযুক্ত হওয়ার ঘটনার দ্বারাই তাহা উপলব্ধি হইতে পারে। আশা করি, কলিকাতার বর্ত্তমান পুলিশ কমিশনার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

আসাম-ঔপনিবেশিক।—সংখ্যাবৃদ্ধি বশতঃ বাঙ্গলা দেশের ত্রিপুরা, রংপুর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ এবং আসামের সিলহট ও কাছাড় প্রভৃতি জেলা হইতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক জন্ম-ভূমির স্নেহের বাঁধন চিরতরে ছিন্ন করিয়া আসামের তেজপুর নওগাঁও, গোয়ালপাড়া, শিবসাগর প্রভৃতি জেলা সমূহে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতেছেন। এই উপনিবেশ-স্থাপনের মূলে যে ইতিহাস রহিয়াছে, তাহা পাঠক ও পাঠিকাদিগকে উপহার দিতে গেলে, সম্বৎসর ধরিয়া 'আল্ মুস্‌লিমে' অপর কোন আলোচনার 'গোঞ্জায়েশ' থাকিবে না। আসামের সেই সব ঔপনিবেশিক অঞ্চলে স্বয়ং উপনীত হইয়া লক্ষ লক্ষ ভ্রাতা-ভগ্নির দুর্দ্দশার যে "দিব্য" চিত্র স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বলা বাহুল্য, আজ যে বিশ বাইশ লক্ষ লোক আসামের গভীর বন-জঙ্গলে—গিরি-কান্তারে মানুষের বাসের উপযোগী স্বাস্থ্যকর ও সম্পদশালী পল্লী-নগরের পত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনই মুসলমান। কিন্তু মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ করার অভিশাপেই কিনা জানি না, সাপ, শজারু, গণ্ডার, মহিষ ও হাতীর সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার হিন্দু অধিবাসীরাও এই হতভাগাদেরকে চিরদিন হিংসার চোখেই দেখিয়া থাকেন। আরও মজার কথা যে, হিন্দু-প্রভাবে প্রভাবান্বিত আসাম-সরকারও এই বদ-নসীব বে-ওতনদের প্রতি পক্ষপাত-মূলক ব্যবহারই বরাবর করিয়া থাকেন।

"প্রেমের" স্বরূপ।—আসামের সরকার-সোহাগী হিন্দুরা সরকার বাহাদুরকে বরাবর এই কাণ-মন্ত্রই দিয়া আসিয়াছেন যে, "এই ঔপনিবেশিক-আবর্জ্জনাগুলিই যত অনিষ্টের মূল! ইহাদের মত খুনে দাঙ্গা-প্রিয়, কলহ-কারী, আইন-ভঙ্গকারী ও আইন-অমান্য-কারী ... আর একটিও নাই। সুতরাং ইহাদের আসাম হইতে ... পাঠাইয়া দিয়া এবং সনাতন অহম-ভূমিতে গোবর গোচনা ছিটাইয়া পুনরায় তাহা পবিত্র করা হউক।" আসামের ... মত মুসলমান-বিদ্বেষী সম্প্রদায় সারা ভারতে আর একটী আছে কিনা সন্দেহ। ... মুসলমানকে "গরিয়া" নামে অভিহিত করে এবং কুকুর-বিড়ালের চাইতেও বেশী ঘৃণা করে। ইতি পূর্ব্বে কোন কোন মন্দিরের আশে পাশে পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন "গরিয়া" প্রবেশ করিলেই মন্দির নাপাক হইয়া যাইত; তবে, নেতৃস্থানীয় ঔপনিবেশিকদের চেষ্টায় আজ সে সব অত্যাচার অনেকাংশে কমিয়া আসিয়াছে। আলী টাঙ্গনীর ওস্‌মান সওদাগর সাহেব এইরূপ এক মন্দিরের অন্যায় আধিপত্য নষ্ট করিবার জন্য বছর তিনেক পূর্ব্বে প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক লইয়া মন্দিরের "এলাকার" মধ্যে সত্যাগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলেন। চির-ভয়াতুর হিন্দু-ভ্রাতারা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া 'মা-বাপ' সরকারের শ্রীচরণে ধর্ণা দিয়া কাঁদিয়াছিলেন। তৎকালীন গভর্ণর নাকি স্বয়ং ঘটনা স্থলে উপনীত হইয়া মুসলমানদেরে শান্ত করিয়াছিলেন এবং মন্দির হইতে পঞ্চাশ গজ ব্যবধান পর্য্যন্ত মুসলমানদের প্রবেশের জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন।

চিত্রের আর এক দিক।—এ কথা দিবালোকের মত সত্য যে, মুস্‌লিম ঔপনিবেশিকদের পায়ের প্রসাদেই "রাত্রির দেশ" (Benighted Province) বলিয়া আসামের যে কু-খ্যাতি ছিল, তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে। নওগাঁও, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি জেলা সমূহে—যেখানে পূর্ব্বে অধিবাসীর সংখ্যা আড়াই লাখ তিন লাখের বেশী ছিল না, আজ সেখানে দশ লাখ ও বার লাখে পরিণত হইয়াছে। যেখানে মিউনিসিপ্যালিটী বা ডিঃ বোর্ডের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না, আজ সে সব শহর বাঙ্গালার বহু শহরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেছে। ঔপনিবেশিক ভ্রাতাদের বদৌলৎ অধুনা আসামে কালা জ্বরের প্রকোপ প্রায় চৌদ্দ আনা কমিয়া আসিয়াছে। স্থানে স্থানে স্কুল, মাদ্রাসা, পোষ্টাফিস, বাজার, বন্দর ও বিপণি সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এবং প্রায় সর্ব্বত্র মোটর সার্ভিস্‌এর প্রচলন হইয়া সেই রাত্রির দেশকে সভ্য দেশ সমূহের সম-পংক্তিতে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি নির্ম্মম-পরিহাস যে, আসামের সেই পরমোপকারী ঔপনিবেশিকরাই হিন্দু ও সরকার এই উভয় শক্তির চক্ষুশূল হইয়া অনন্ত দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করিতেছে। তাহাদের নাকি জোর করিয়া আসামী-ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, আসামী ভাষার পরিবর্ত্তে স্কুল-মাদ্রাসায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতে চাহিলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। 'সিল্‌হট্ ব্লক্' 'ময়মনসিংহিয়া ব্লক' প্রভৃতি নামে জায়গা জমী সমূহ চিহ্নিত করিয়া তাহাদিগকে সেই সব নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার জন্য সরকার আইন প্রণয়ন করিয়াছেন; যত অপকৃষ্ট জমি, তাহা ঔপনিবেশিকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া ভাল ভাল উচ্চ ও উর্ব্বর জমিসমূহ ... হিন্দুদের জন্য 'রিজার্ভ' করিয়া রাখিয়াছে ... অপরাধের জন্য 'মিলিটারী' পাঠাইয়া গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়া দেওয়ার অভিনয়ও নাকি মাঝে মাঝে চলিয়া থাকে।

কংগ্রেসী জুলুম।—আরও মজার কথা এই যে, ডাক্তার আন্‌সারী ও মওঃ আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি ব্যক্তিকদিগকে দ্রব্য-বিশেষের গুণে সম্মোহিত করিয়া আজ যাঁরা ভারতে হিন্দু-রাজত্বের পথ প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন, সেই কংগ্রেসী-দলই আসামের ঔপনিবেশিকদের সর্ব্বনাশের সবগুলি আয়োজন স্বহস্তে করিয়া দিতেছেন। গতবার যমুনা-মুখের রায়ৎ-কন্‌ফারেন্সে দেখিয়াছিলাম, খদ্দর ধারী কংগ্রেসী পাণ্ডারাই সদলবলে সেখানে উপনীত হইয়া সভা পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। খোদা সত্যের সহায়। তাই, হিন্দুদের সে হীন চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। আসামে দিন দিন মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু হিন্দু-রাজত্বের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় দেখিয়া "স্বদেশ-প্রেমিকের দল" একেবারে আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের "জন-নায়ক" ও "হজরৎ মওলানারা" যদি ... তলার উপর বিজ্‌লী-বাতির নীচে বসিয়া হিন্দু-মুস্‌লিম আঁতাতের বুলি আওড়ানর পরিবর্ত্তে একবার ... আসামে উপনীত হইয়া মিলনের স্বরূপ স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেন, তবে, মুসলমানদের নেতৃত্ব রিপোর্ট ... ভারতে ... আমাদের ঔপনিবেশিক ভ্রাতা-ভগ্নিদের প্রতিও দুই একটী কথা বলিবার আছে। নিজের দুঃখ, নিজের দৈন্য, নিজের অপমান নিজে দূর না করিলে কে তাহা অপনোদন করিতে পারে? যে ত্যাগ, যে ধৈর্য্য ও যে সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তাঁরা এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, সেই পথেই দৃঢ়পদে চলিতে থাকুন। আজ উৎপীড়িত ও নিগৃহীত ঔপনিবেশিকদের প্রতি সরকার ও মুস্‌লিম ভারতের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। এ বিষয়ে আগামীতে বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শিক্ষা-সম্মিলন।—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, আগামী ডিসেম্বর মাসে জাহাঙ্গীর নগরে নিখিল ভারতীয় মুস্‌লিম-শিক্ষা-সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। আরও আনন্দের কথা যে, হায়দরাবাদের সেই সর্ব্বজন-বিদিত স্যর মোঃ আকবর হায়দরী শিক্ষা-সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করিবেন। জনাব হায়দরী সাহেবের মত শিক্ষা-তত্ত্ববিদ্ সুপণ্ডিত ব্যক্তি যে বর্ত্তমান ভারতে অতি অল্পই আছেন, সে বিষয়ে দ্বি-মত থাকিতে পারে না। তাঁর মত মনীষীর চেষ্টা চরিত্রের ফলেই যে আজ হায়দরাবাদ শিক্ষার পথে এতটা দ্রুত গতিতে আগাইয়া যাইতেছে, যিনি হায়দরী সাহেব সম্বন্ধে ভালরূপে অভিজ্ঞ আছেন, তিনি তাহা ইন্‌কার করিতে পারিবেন না। সুদীর্ঘকাল পরে মুস্‌লিম শিক্ষা-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছি। তারপর, নওয়াব সলিমুল্লা মরহুমের জন্ম-ভূমি ঢাকা শহর সম্মিলনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে কর্ত্তৃপক্ষের স্থান-নির্ব্বাচনের প্রশংসা করিতেছি। এক কালে যে মুস্‌লিম-জাতি জ্ঞানের বর্ত্তিকা-বাহী (Torch bearer of knowledge) বলিয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র সম্মানিত হইত, আজ তাহারাই মূর্ত্তিমান মূর্খতা-রূপে ধরার পাপ-ভার বৃদ্ধি করিতে লাগিয়াছে। শিক্ষা-সমিতি যদি মুসলমানের 'জেহালৎ' দূর করিয়া

তাকে জগতের শিক্ষা-দীপ্ত জাতিসমূহের সম-পংক্তিতে দাঁড় করাইতে পারিতেন, তবে সবচেয়ে বেশী সেবার গৌরব তাঁহাদের লাভ হইত। জোর করিয়াই বলিতে পারি, আজ যদি শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতের মুসলমানগণ হিন্দু-সম্প্রদায়ের সমকক্ষ হইত, তবে বহু অভিলষিত স্বরাজ-স্বাধীনতা বহু পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

জঘন্য মনোবৃত্তি।—জগদ্বিখ্যাত রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী মরহুম ভারতবাসীর বিশেষতঃ—বাঙ্গালা দেশ এবং কলিকাতার একটি গৌরব-স্তম্ভ ছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যারিষ্টার ও পরে হাইকোর্টের একজন আদর্শ বিচারপতিরূপে কাজ করিয়া হিন্দু মুসলমান এবং ইউরোপীয় প্রভৃতি সকল জাতির এবং সকল সম্প্রদায়ের ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর; তিনি বিলাতে প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারপতি পদে কিছুদিন বিরাজ করেন। তদ্ব্যতীত তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার; বিখ্যাত লেখক এবং আইন গ্রন্থ-সঙ্কলক আবার রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ভারতবর্ষে খুব কমই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-রক্ষার্থ লোয়ার সার্কুলার রোড ও বেগবাগান রাস্তার মোড় হইতে পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত "নিউ সার্কুলার রোড্" নামধেয় রাস্তাটাকে "আমীর আলী এভিনিউ' নামে অভিহিত করিতে স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেদিন কর্পোরেশনের একটি বিশেষ কমিটিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এজন্য আমরা কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু হিন্দু-সংবাদপত্র মহল ইহাতে আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও মুসলমান-বিদ্বেষ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়।

অস্তিত্ব-লোপের চেষ্টা।—কর্পোরেশনের এক্‌জাকিউটিভ অফিসার হাজী মওলবী আবদুর রশিদ খাঁ সাহেবের সহিত সেদিন কতিপয় হিন্দু ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "দেখুন, নিউ সার্কুলার রোড্ নামটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এক্ষেত্রে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া 'আমীর আলী এভিনিউ' নাম হওয়া সঙ্গত বোধ হইতেছে না। আমরা ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিব, আপনিও আমাদের আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিলে ভাল হয়"। একথা বলিবার উদ্দেশ্য তাঁহার বাড়ীখানিও এই রাস্তায় পড়িয়াছে। আভাষে ইহাও জানাইলেন যে, নাম পরিবর্ত্তনে এই রাস্তার জমির মূল্যও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। হাজী সাহেব তাঁহাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। উপস্থিত ভদ্র মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, ইহা আপনাদের কিরূপ মানসিক সংকীর্ণতা, এই কড়েয়া মহল্লাটি সম্পূর্ণ মুসলমানদিগের বস্তী ছিল, বর্ত্তমানেও বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাসস্থান আছে এবং ক্রমশঃ হইতেছে। আর রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের নামে একটুক্‌রা রাস্তার নামকরণ হইয়াছে, তাহাতেই আপনাদের এত আপত্তি? এই "সেন্ট্রাল এভিনিউ" নামক কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান রাস্তাটার নাম "চিত্তরঞ্জন এভিনিউ" হইল, তাহাতে ত এখনও মুসলমান কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। ইহা শুনিয়া তাঁহাদের মুখ বিমর্ষভাব ধারণ করিল। তাঁহারা তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। কলিকাতার প্রায় একতৃতীয়াংশ অধিবাসী মুসলমান, অথচ তাহাদের নাম-সংযুক্ত একআনা পরিমাণ রাস্তাও নাই। চৌদ্দ আনা রাস্তার নামই হিন্দু সংশ্লিষ্ট, ইহাতেও তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। মুসলমানের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতেই তাঁহারা দৃঢ়সংকল্প।

প্রাইভেট বাজার।—কলিকাতার প্রাইভেট বাজারগুলি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। বাজারের মালিকগণ আপনাদিগের আয়ের দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখেন; বাজারের সুশৃঙ্খলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লোকের সুবিধা অসুবিধার দিকে বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না। মিউনিসিপ্যালিটীর বাজার গুলি অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। হগ্ মার্কেটের ত কথাই নাই; কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ইটালী মার্কেট, ল্যান্স ডাউন মার্কেট, শোভাবাজার, বটতলা মার্কেট এ সব গুলিই অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাইভেট বাজার গুলিতে স্থায়ী দোকানদারদিগের বসিবার স্থান গুলি অসুবিধা জনক; দোকানের মধ্যবর্ত্তী গলি পথ, বাজারের রাস্তা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ ও অপরিষ্কার। আমরা আজ বৈঠকখানার হাঠ ও বাজার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই বাজার ও হাটটি বর্ত্তমানে অতি বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে; কিন্তু স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণতা বশতঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। দুঃখের বাজারটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তরি-তরকারি ও শাক-সব্জীর বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে; ঐ স্থানে এমন ভিড় হয় যে, লোকের চলাচল করা অসম্ভব। অনেককে ধাক্কা খাইয়া ভূতল-শায়ী হইতে হয়।

মালিকের গাফ্‌লৎ।—একদিন একটি প্রকাণ্ড গাভী এই সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া ছুটিল, তাহাতে কত দোকানের জিনিষপত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল, কত লোক ভূপতিত হইল, কত জনের গায় চোট লাগিল, আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক হইলাম। একটু বৃষ্টি হইলে এমন কাদা হয় যে, চলা-ফেরা করা কঠিন হইয়া পড়ে। অত বড় একটা বাজার এবং হাট (যাহা সোমবারে ও শুক্রবারে বসিয়া থাকে) তাহার বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। হাট ও বাজারের মালেক অজস্র টাকা আয় করেন; তিনি বা তাঁহারা কি উহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ভাবে—সুন্দর রূপে তৈয়ার করিতে পারেন না? ঘর গুলির ভিতরে লোকের চলাচলের জন্য বেশী জায়গা থাকা চাই; গলিকুচা গুলি প্রশস্ত করা চাই; বর্ষাকালে বাহিরের আলুগা দোকানদার দিগকে ঝড় বৃষ্টী হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা চাই, আবর্জ্জনা রাশি শীঘ্র শীঘ্র সরাইবার ব্যবস্থা করা চাই; পায়খানা ও মূত্রাগারের সংখ্যা বাড়াইয়া উহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা চাই। কেবল একমাত্র বৈঠক-খানার হাট ও বাজার বলিয়া কথা নয়, কলিকাতার প্রায় সমস্ত প্রাইভেট বাজারেরই এই দুর্দ্দশা। প্রাইভেট বাজারের নিয়ন্ত্রন সম্বন্ধে নাকি কর্পোরেশনের অনেকটা হাত আছে, কর্পোরেশন তাঁহাদের সেই কর্ত্তব্যটুকু কার্য্যে পরিণত করিয়া নাগরিক ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের সুবিধা করিয়া দেন না কেন?

দানের মত দান।—মাদ্রাজের ২৭শে জুলাইর সংবাদে জানা গিয়াছে যে, তত্রত্য ডাক ও তার বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল মহোদয় ৩০,০০০৲ মূল্যের সম্পত্তি মাদ্রাজের এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। আর্ট ও ডাক্তারী বিভাগে যে সমস্ত দরিদ্র মুসলমান ছাত্রী পাঠ করিবেন, উক্ত অর্থ হইতে তাঁহাদিগকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। বলা অনাবশ্যক যে, এই শ্রেণীর উদার-হৃদয় দান-শীল ও বিদ্যোৎসাহী স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমাজে যত বর্দ্ধিত হইবে, অজ্ঞানতার অন্ধকার ততই ক্ষীপ্র গতিতে অপসারিত হইবে। অতীতের শিক্ষা-গুরুর বংশধরেরা নসীবের দোষে শিক্ষার মহাত্ম্য ভুলিয়া কিছুদিন অজ্ঞানতার উপাসনা করিয়াছিল, কিন্তু আল্লার দয়ায় আজ যেন জাতির সে মরণ পর্ব্বের অবসান হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। শিক্ষা লাভের একটা আকুল স্পৃহা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিলেও অর্থাভাবে সে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণের হাত যদি এদিকে আরও একটু প্রসারিত হইত, অজ্ঞানতার বোঝা বেশী দিন বহন করিতে হইত না। মাদ্রাজের প্রাগুক্ত দানশীল ব্যক্তির এই ত্রিশ হাজার টাকা যা'তে উদ্দেশ্যের অনুকূলে নিয়মিত ব্যয়িত হয়, তাহাই আমরা দেখিতে চাহি। এই অর্থের দ্বারা সমাজে যদি শুদ্ধচরিত্র, পবিত্র-স্বভাব আদর্শ বিদুষী জননী ভগিনীর সৃষ্টি হয়, তবেই অর্থদাতার সে উদ্দেশ্য সফল হইল বলিয়া মনে করিব।

গো-জাতির দুর্দ্দশা।—কৃষি-প্রধান বঙ্গদেশে কৃষি-সহায় গো-জাতির দুর্দ্দশা দেখিলে বক্ষ বিদীর্ণ হয়। অনাহারে গরুগুলির অস্থি-চর্ম্ম সার। পাঁজরের হাড়গুলি এক এক খানা করিয়া গণনা করা যায়। আবার ক্ষুদ্র জাতীয় দুর্ব্বল ষাঁড়ের ঔরসে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল গরুই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রমে গরুগুলি যেন ছাগলে পরিণত হইতেছে। বঙ্গদেশে গো-বধ এবং গো-জাতির শোচনীয় দুর্গতি সম্বন্ধে জমিদারগণই প্রধানতঃ দায়ী। পূর্ব্বে জমিদারদিগের জমিদারীতে গো-চারণের মাঠ ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ গো চারণের মাঠ থাকিত; কিন্তু জমিদারগণ আস্তে আস্তে ঐ সকল জমি প্রজা-পত্তন করিয়া অর্থাগমের সুন্দর উপায় করিয়া লইয়াছেন। যেখানে ৫০ বিঘা গোচারণের মাঠ ছিল; জমিদার এখন সেই জমি হইতে হয়ত ১৫০৲ টাকা কিংবা ২০০৲ টাকা খাজানা আদায় করিতেছেন। এমন লাভ কি সহজে ছাড়া যায়? আবার এই সকল জমিদারের পনর আনাই হিন্দু—যাঁহারা আপনাদিগকে গো-পূজক বা গো-হিতৈষী বলিয়া দাবী করেন। গো-হত্যার অন্যতম নায়ক হিন্দু চামার বা মুচিগণ উহাদের কেহ কেহ চামড়ার লোভে বিষ দিয়া গো-হত্যা করে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ইহারাই গো-বধের জন্য দায়ী। আবার কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু গোয়ালাগণ ফুকা দিয়া গাভীর দুগ্ধ বাহির করে। গাভীর যোনী-দ্বারে চোঙ্গা দ্বারা ফুক দেয়; তাহাতে গাভীর যে যন্ত্রণা হয়, তাহা লিখিতে লেখনী অসমর্থ। পিশাচ ভিন্ন মানুষের দ্বারা এইরূপ পৈশাচিক নির্দ্দয়তা-মূলক ভীষণ অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর নহে। অথচ হিন্দুগণ গো-বধের সমস্ত দোষ মুসলমানের 'গরদানে' চাপাইয়া থাকে। মুসলমান বকর-ঈদে কতক কতক গরু কোরবানী করে; আর সাধারণ ভাবে খাওয়ার জন্য কখন কদাচ ২।১টি গরু জবেহ করে, তাও হয়ত অকর্ম্মণ্য, লেংড়া-লুলা, অন্ধ, বন্ধ্যা গাভী প্রভৃতি। তাহাতেই হিন্দুর গো-ভক্তির বাণ ডাকিয়া মুসলমানকে জব্দ করিতে বাধ্য করে। গরুর বদলে অনেক সময় মানুষ হত্যা করিয়া ভীষণ ক্রোধের উপশম করিয়া থাকে।

কৃষকের কর্ত্তব্য।—অনেক হিন্দু জমিদার বা তাহাদের দুর্দ্দান্ত কর্ম্মচারী মুসলমানকে প্রহার করেন, জরিমানা করেন, অন্য প্রকারে উৎপীড়ন করিয়া গো-জাতির বন্ধুতার পরিচয় দেন। আবার গরুর গাড়ীর হিন্দু গাড়োয়ানগুলি গাড়ীর গরুগুলিকে দৈত্য-দানবের ন্যায় এমন ভীষণ ভাবে প্রহার করে যে, দেখিলে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়। ক্ষেত্রের শস্যাদি খাইলে অনেক গো-ভক্ত হিন্দু গরু ধরিয়া বেদম প্রহার করে; কেহ কেহ গরুকে মারিয়া ফেলিতেও কসুর করে না। তবু তারা গো-পূজক, গো-ভক্ত ও গো-বন্ধু, আর মুসলমান—নির্ম্মম গো-খাদক।" যাহাহউক, বঙ্গীয় কৃষকদিগের পক্ষে গরু সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ক্রটী ও ঔদাসীন্য বড়ই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। গরুর উপযুক্তরূপ আহারের বন্দোবস্ত করিতে এবং তাহাদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করিতে অমনোযোগী হওয়া নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। এবিষয়ে মুসলমান কৃষকও নির্দ্দোষ নহে। যাহাদের পরিশ্রমলব্ধ আয়ের উপর জীবন নির্ভর করে; তাহাদের যথাযোগ্য সেবা এবং পরিচর্য্যা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে উদর পুরিয়া খাইতে দেওয়া চাই। সর্ব্বদা গোসল করান চাই, তাহাদের থাকিবার স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা চাই, তাহাদের মলমূত্র সর্ব্বদা যথানিয়মে পরিষ্কার হওয়া চাই, তাহাদিগকে পোকা, মশা, মাছি, ডাঁস, আঠালী প্রভৃতি রক্তশোষক কীট পতঙ্গাদি হইতে রক্ষা করা চাই, ব্যারাম হইলে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা চাই; আর ভাল ভাল বাছুর উৎপাদনের জন্য ভাল ষাঁড়ের বন্দোবস্ত করা চাই, আজকাল দেশে দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, দধি ক্ষীর, ছানা প্রভৃতির যেরূপ অভাব, তাহাতে যত্ন পূর্ব্বক গাভী পালন করিলে তদ্দ্বারা বিশেষ আয় হইতে পারে। আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি, ২।৩টা গাভী পালন করিয়া এক একটি পরিবার উহার আয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। আমরা প্রত্যেক কৃষক এবং সর্ব্বসাধারণকে গো-জাতির উন্নতি সাধন জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

স্পষ্ট কথা।—বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক জিলাতেই কাজি-নির্ব্বাচন ব্যাপারে District Registrarকে সাহায্য করিবার জন্য এক একটী কমিটী আছে। উক্ত কমিটী সম্পূর্ণভাবে মুসলমান মেম্বরদের দ্বারা গঠিত। কমিটি যে সমস্ত পদ-প্রার্থীকে মনোনীত করেন District Registrarও সাধারণতঃ তাঁহাদিগকেই Nomination দিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জিলা কমিটীগুলি যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন বলিয়া শুনিতে পাই, তাহা যদি সত্য হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা। তাঁহারা নাকি নিজ আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব এবং দলের লোকদের অন্যায় অনুরোধ ও অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিতে গিয়া যোগ্যতর পদ প্রার্থীদের প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কাজী পদ-প্রার্থীদিগের যোগ্যতার বিচার করিতে হইলে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, দুঃখের বিষয় জিলা কমিটীর মেম্বরগণের অধিকাংশের নাকি তাহা নাই। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের দ্বারা কোন প্রকার ন্যায়-বিচারের আশা কস্মিনকালেও করা যাইতে পারে না। কমিটি নাকি Nomination ব্যাপারেও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা সময় সময় এমন প্রার্থীদেরও মনোনীত করেন—যাঁহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও শরিয়ত ইত্যাদির শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। কর্ত্তৃপক্ষ যদি কমিটীর কার্য্য-তালিকা এবং বিশেষ করিয়া Dsitrict Registrar ও কাজি-কমিটী যে সকল স্থানে ভিন্ন মত অবলম্বনে Nomination দিয়াছেন, তাহা পরিদর্শন করেন তবে উহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবেন। বিবাহ, তালাক, ফতওয়া, ফারায়েজ এবং অন্যান্য ধর্ম্মসংক্রান্ত মতভেদের মীমাংসা সাধারণতঃ কাজিদের দ্বারাই হইয়া থাকে। সুতরাং কাজিদিগকে প্রকৃত আলেম এবং সর্ব্বতোভাবে ন্যায়পরায়ণ হওয়া চাই, কিন্তু কাজি কমিটী যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ও হীন মানসিকতার পরিচয় দিতেছেন বলিয়া শুনিতে পাই, তাহাতে কাজিগিরীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। আমরা আশা করি, হয় এই দায়িত্ব জ্ঞান-হীন কাজি-কমিটীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া সরকার উপযুক্ত আলেম ও নেতৃস্থানীয় সদস্য সমবায়ে একটি নূতন কেন্দ্রীয় কমিটী গঠন করিবেন, নয় District Registrarকেই নির্ব্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিবেন। অন্যথায় বাঙ্গলার প্রকৃত আলেম সম্প্রদায়, ক্রমে সামান্য কাজিগিরির অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইয়া যাইবেন।

কৃষকের ভবিষ্যৎ

—:*:—

জমিদার ও সুদখোর মহাযমগণ বঙ্গের রায়ত বা কৃষকবৃন্দের যম-স্বরূপ। একটা কথা আছে; কোনও এক অত্যাচারী দৈত্য ছিল, সে বলিত, "আমি মানুষ পাইলে তাহাদের মাংস খাইব, হাড় খাইব এবং চামড়া দিয়া ডুগ্‌ডুগী বানাইব।" বঙ্গের জমিদার ও কুসীদ-জীবিদিগের অবস্থাও তদ্রূপ। ইহাদের মধ্যে দয়া মায়া ও মমতার নাম-গন্ধও নাই। তবু জমিদারদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক প্রজা-হিতৈষী সহৃদয়, দয়ালু পুরুষ বিদ্যমান আছেন। কিন্তু সুদখোর মহাযমের মধ্যে দয়া মায়ার অস্তিত্ব বা নাম-গন্ধও নাই। তাহাদের হৃদয় পাষাণ। তাহারা দয়া বা সহানুভূতির কোন ধার ধারে না। ও সকল কোমল বৃত্তি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং তাহারা উত্তমর্ণরূপে অধমর্ণদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়ে। রায়তের শোণিত-শোষক তৃতীয় দল—উকীল, মোখ্‌তার প্রভৃতি আইন ব্যবসায়ীর দল এবং তাহাদের টুর্ণী বা দালালগণ। বর্ত্তমান সময়ে মামলা মোকর্দ্দমায় কৃষক বা রায়ত-সম্প্রদায় অধিকতর সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। এরূপ প্রতিবৎসর হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকর্দ্দমা হইতেছে। ইহার ফলে কৃষকের অতি কষ্টার্জ্জিত অর্থের বিপুলাংশ আইন-ব্যবসায়ী এবং তাহাদের সহকারী দালাল মুহুরীদিগের পকেটস্থ হইতেছে। এই জন্য এই লাভজনক ব্যাপারে উকীল মোখ্‌তার, ব্যারিষ্টারের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ৪র্থ শোষক দল—পুলিশ কর্ম্মচারী ও আদালতের আমলা ফয়লা। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় পুলিশের পোয়াবারো। চুরি ডাকাতি, খুন-খারাবী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আত্মহত্যা গুপ্ত-হত্যা প্রভৃতি ব্যাপারে পুলিশের হাত মাঝে মাঝে গরম হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অত্যাচার প্রভৃতিও যথেষ্ট আছে। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশের একজন দারোগা ১০০—১৫০ টাকা, কোন কোন ইন্‌স্পেক্টর ২০০—২৫০ টাকা বেতন পাইয়া মাসিক প্রায় ঐ পরিমাণ সাংসারিক খরচ চালাইয়া ও নওয়াবী ঠাট-বজায় রাখিয়া বিপুল ভূ সম্পত্তি ক্রয় বা সুদের দাদন চালাইতেছেন। ইহা কি রায়তের শোণিত সম অর্থরাশি লুণ্ঠনের প্রত্যক্ষ ফল নহে? আদালতের আমলা-ফয়লারা হাত পাতিয়াই আছে; ঘুষ-রেশওৎ ও পুরস্কার ইত্যাদি কত কিছুই না দিতে হয়।

কৃষকের অতি কষ্টার্জ্জিত অর্থরাশি এইরূপ নানা শ্রেণীর ভূতের শ্রাদ্ধে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার মাটীতে সোণা ফলে, একথা অতিরঞ্জিত নহে। বাঙ্গালার ধান ও অন্যান্য শস্য—সর্ব্বোপরি পাট একটি প্রধান কৃষি-সম্পদ। বাঙ্গালা ছাড়া পাট পৃথিবীর কুত্রাপি জন্মে না। কিন্তু পাটের টাকা কৃষকের হাতে খুব কমই থাকে। ইহাতে জমিদারের আকর্ষণ বেশী না থাকিলেও কুসীদ-জীবি অর্থাৎ সুদ খোর মহাযমের শোষণটা বড়ই মারাত্মক। ধান ও পাটের চাষের সময় কৃষকের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। সুদখোর মহাযম সেই সময় ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারে। টাকার সুদ শতকরা ২৲ হইতে ৬.০ টাকা—এমন কি ১২৷০ টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। অবশ্য কৃষকের জমিগুলি ঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। পাটের ন্যায্য মূল্য কৃষক কখনও পায় না। নিম্ন শ্রেণীর দালাল ও ফড়ে হইতে দেশীয় মহাযম, ব্যাপারী, আড়তদার, বাচনদার, পাটের সাহেব সুবা; খরিদ্দারের ছোট বড় বাবুগণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকেরাই রসটুকু শুষিয়া খায়। উপরে বস্তা বন্দীর বড় বড় কল-ওয়ালা, চটকল-ওয়ালা প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর খরিদ্দারগণ এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পাটের দর নিজেদের হাতে রাখে যে, পাটের মূল্যবৃদ্ধি বা হ্রাস সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আয়ত্তাধীন থাকে। যে বৎসর পাটের চাষ বেশী হয়, সে বৎসর তাহারা পাটের দাম এমন কম ধার্য্য করে যে, কৃষকগণ লাভবান হয় না। আবার কলিকাতার বা অন্যত্র পাটের বড় বড় মোকামের দরের অনুপাতে কৃষকগণ পাটের মূল্য পায় না; সুতরাং অনেক সময় তাহাদের খরচ পোষাণই দায় হইয়া থাকে। মহাযমের সুদ যোগাইয়া তাহারা কিছুই লাভ পায় না। মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের নানা হাত ঘুরিয়া রেলি ব্রাদার্স প্রভৃতি বড় বড় খরিদ্দারের হাতে পাট আসিয়া পড়ে; সেই অনুপাতে পাটের মূল্য যদি কৃষক পায়, তবেও কোনওরূপে পোষাইয়া যায়; কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় মোকামে খরচ খরচা বাদ মণ প্রতি ১৲ মূল্য বেশী হইলেই যথেষ্ট, কিন্তু ফ'ড়ে, ব্যাপারী প্রভৃতির হাত ঘুরিয়া ২৲—৩৲ টাকা বেশী হইয়া থাকে। মোটের উপর ১২৲ হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত কৃষক পাটের মূল্য পাইলে কোনমতে পোষায়। কিন্তু এরূপ মূল্য প্রায়ই হয় না। কেবল ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র পাট ১৫৲।১৬৲ টাকা হইতে ২৫।২৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়াছিল, সেইবার কৃষক বেশ লাভবান হয়। সেই লোভে তাহারা পর বৎসর অনেক অধিক পরিমাণে পাটের চাষ করে, কিন্তু পাটের মূল্য সেবার একেবারে কমিয়া যায়। ৭৮৲ টাকা হইতে ১২।১৩৲ টাকার বেশী হয় না। সুতরাং কৃষকগণ সেবার বিষম ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছিল। জমিদার, তালুকদার, সুদখোর মহাযম, মুদী-পাখালী সকলেই পাটের দিকে তাকাইয়া থাকেন। পাটের ব্যবসায়িগণও ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারে। পাওনাদারের তাগাদায় কৃষক তাড়াতাড়ি যে কোনও দরে পাট বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা, সুদখোর মহাযমের সুদ ও আসল যতদূর পারে আদায় করিয়া হাঁফ ছাড়ে। মুদী-পাখালী এবং হাওলাত-বরাত প্রাপকেরাও যতদূর সম্ভব আপনাদের পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লয়। পাট বা চাউল কিছুদিন ধরিয়া রাখিতে পারিলে মূল্য কিছু পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কৃষকের অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া উঠে না। জমিদার, মহাজন প্রভৃতি পাওনাদারের কড়া তাগাদায় তাহারা তাড়াতাড়ি যে কোনও দরে পাট বা ধান-চাউল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। জমিদার, সুদখোর ও অন্যান্য পাওনাদারের 'জুলুমে' তাহা রাখিতে পারেনা। খরিদারগণ অপ্রত্যাশিত সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া, বাজার উঠিলে বিক্রয় করিয়া খুব লাভবান হয়। তা'ছাড়া পাট ধরিয়া রাখিবার পক্ষে বাধা বিঘ্নও বিস্তর। একেত স্থানাভাব কারণ পাট রাখিবার জন্য বেশী জায়গার দরকার; তত জায়গা অর্থাৎ অতিরিক্ত গৃহাদি কয়জন কৃষকের আছে? তারপর আগুনের একটা মস্ত ভয়। কোনও রূপে আগুন লাগিলে আর রক্ষা নাই; পাট ত যাইবেই তৎসঙ্গে অন্যান্য গৃহাদি পুড়িয়া মহা সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইঁদুর ও উঁই পোকা দুই মস্ত শত্রু। ইহারাও পাটের ধ্বংস-সাধন কারী। সুতরাং কৃষকগণ একদিকে পেটের দায়ে, অন্যদিকে দেনার দায়ে আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট বেচিয়া সাবাড় করে। যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে তাহা বিক্রয় শেষ করে। বাজারের কোনও স্থিরতা নাই বলিয়া নানা অসুবিধা সত্ত্বেও পাট ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে, হঠাৎ দর কমিয়া যাইবার আশঙ্কায়ও অনেকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। সুতরাং খুব সুলভ মূল্যেই কৃষককে পাট বিক্রয় করিয়া ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়। পাটের চাষে খরচও অনেক বেশী। জমি খুব পাইট করিতে হয়, পাট নিড়াইতে হয়। ঐ সময় মজুরের মজুরী ৷৵০ হইতে ১৲—১৷০ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। তার উপর দুই বেলা খোরাকীতে অন্ততঃ ৷৷০ আট আনা লাগে! ১৷৷০ দৈনিক মজুর দিয়া কাজ করাইলে খরচার পড়তা কত বেশী পড়িয়া যায়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হয়। পাটের ক্ষেত চাষের সময়, পাট নিড়াইবার সময় ও পাট কাটিয়া, ভিজাইয়া শুকান পর্য্যন্ত ঐরূপ উচ্চ রেটে মজুরী দিতে হয়। তখন কৃষকের দিগ্বিদিক জ্ঞান বা ভবিষ্যৎ চিন্তা থাকে না। কুশীদ-জীবী মহাযমের দ্বারস্থ হইয়া যে কোনও সুদে টাকা ধার লইয়া কার্য্য উদ্ধার করে। পাটের মূল্য স্বরূপ নূতন চকচকে টাকা বা আনকোরা নোটগুলি হাতে পাইলে কৃষক সকল দুঃখ সকল কষ্ট, সকল বিপদ ভুলিয়া যায়। কিন্তু উহা হাতে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারের গোমস্তা-তহশীলদার বা সুদখোর মহাযম কিংবা অন্যান্য পাওনা-দারের হস্তগত হয়। দিয়ে থুয়ে যাহাদের হাতে কিছু টাকা থাকে. শিক্ষার অভাবে মামলা মোকর্দ্দমার তদ্বির কারক দালালদিগের প্ররোচনায় একদিকে মামলা বাজীতে লাগিয়া যায়; অন্যদিকে বিবাহ-শাদী, মৃত লোকদের রুহ শাফাত বাবত খানার জেয়াফৎ, ছেলেদের খাৎনা, মেয়েদের কাণ ছেদাই বা এই প্রকার অন্যান্য অনুষ্ঠানে টাকাগুলি অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। তা'ছাড়া পাটের মওসুমে হাটে বাজারে মোরগ-মুর্গী, ইলিশ মাছ বা অন্যান্য ভাল মাছ, ভাল তরকারি, দৈ, ক্ষীর, নানা প্রকার মিঠাই-মণ্ডা উহারা প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করে; মূল্য যতই কেন হউক না—তাহার জন্য কোনও 'পরওয়া' করে না। মেহমান-দারীর ধূম লাগিয়া যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা উহাদের জন্য ঐ সকল জিনিষ কিনিতে পারে না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এক একজন কৃষক ৩।৪টা মোরগ মুর্গী বা ৩।৪টা ইলিশ মাছ বা অন্য বড় মাছ বা মাছের টুকরা হাটের দিন ক্রয় করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা হা করিয়া তাকাইয়া থাকেন। প্রকৃত সদনুষ্ঠানে কৃষকের পাটের টাকা খুব কমই খরচ হয়। ভবিষ্যতের ভাবনা তাহারা আদৌ করে না। এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য পরিণামে তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত, পথের ভিখারী বা দেশত্যাগী হইতে হয়। সঙ্ঘবদ্ধ ইউরোপীয়ান সওদাগরগণ আপনাদের ইচ্ছামত পাটের বাজার নিয়ন্ত্রিত করেন, সুতরাং পাটের উপযুক্ত দর প্রায় কখনই হয় না। চাউল সম্বন্ধে সে কথা নহে, উহার লভ্যাংশ দেশীয় চাউল ব্যবসায়ীদিগেরই হস্তগত হয়। সেই চাউল ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে মুসলমানের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। শুনা যায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা—বিক্রমপুরের মোহাম্মদ হানিফ ব্যাপারী, দায়েমুদ্দীন ব্যাপারী, নাজের মোহাম্মদ ব্যাপারী, উজীর মোহাম্মদ ব্যাপারী প্রমুখ কতিপয় বড় বড় মুসলমান চাউল ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহাদের বহু সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারী-নৌকা ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহারা জেলা বাকরগঞ্জে; নানা স্থান হইতে কলিকাতা বেলিয়াঘাটায় চাউল চালান দিতেন, কিন্তু আজ তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। বেলেঘাটায় মুন্সী কলিমুদ্দীন মরহুম প্রমুখ বড় বড় মুসলমান চাউলের আড়তদার ছিলেন, তাঁহাদের বিপুল বিষয় সম্পত্তি ছিল। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণের হস্তে সে কারবার আর নাই, অনেকেই সামান্য চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; বাড়ী ঘর ভগ্ন দশাপন্ন, জমি জমা ক্রমশঃ বিক্রিত হইয়া হিন্দুর হস্তগত হইয়া যাইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণে মগরাহাটে এখনও কতিপয় চাউল ব্যবসায়ী আছেন। অন্যান্য কথা পরে বলিব।

"তরুণের সাধনা"

(মওলবী মোঃ শামসুজ্ জোহা)

গত আষাঢ় সংখ্যা 'মাসিক সওগাতে' মওলবী আবুল হোসেন এম, এ বি, এল, সাহেবের তরুণের সাধনা শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছে। প্রবন্ধটার ভেতর ভাববার ও আলোচনা করবার অনেক কিছু আছে। সাধারণ ভাবে আলোচনা না করে একটা বিশেষ দিক থেকে দু'এক কথা আলোচনা করা যাক্। মওলবী সাহেব তাঁর প্রবন্ধের কোন স্থানে উল্লেখ করেছেন—"পক্ষান্তরে মুসলমানকে আরব পারস্য ইরাণ তুরাণ খোরাসানের স্বপ্ন দেখে বেড়ালে চলবে না। তাকে মনে করতে হবে, সে এদেশের মাটী হতে উদ্ভূত এদেশের জলে তার জীবনের উপাদান গঠিত হয়েছে—তার প্রকৃতি এই দেশের প্রকৃতি-জাত। এ দেশকে ভাল না বাসলে সে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। সে কথা তাকে ভুলে গেলে চলবে না। তাকেও হিন্দু মুসলমান এই দুটী কথা ভুলে যেতে হবে। হিন্দুর কীর্ত্তিতে হিন্দু যেমন গৌরব অনুভব করে—তাকেও তেমনি গৌরব করতে হবে, এইজন্য যে, সে কীর্ত্তি তারই দেশের মুখোজ্জ্বল করেছে। * * * অধিকার আছে হিন্দুর তেমনি আছে, কেননা সে কীর্ত্তি ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে।" আরব্য পারস্য ইরাণ তুরাণ খোরাসানের দিকে মুসলমান মুখ ফিরিয়ে বসে আছে—মুসলমানের এই Extra-Tarritorialityর দোহাই হিন্দু চিরকাল দিয়ে আসছে। মওলবী আবুল হোসেন সাহেব হিন্দুর সেই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন—একথা বললে বোধ হয় বিশেষ কিছু ভুল বলা হবে না। কিন্তু বিষয়টা কি মওলবী সাহেব একটু অন্য দিক দিয়ে ভেবে দেখেছেন? আরব্য পারস্য ইরাণ তুরাণের স্বপ্ন দেখলেই কি মুসলমানের—অবশ্য ভারতীয় মুসলমানের তাদের জন্মভূমির উপর 'টান' কমে যায়? মুসলমানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথা কি মওলবী সাহেব বুঝতে চেষ্টা করেছেন? বর্ত্তমানের হিন্দু-জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতা হতে যে মুসলমানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ অনেক খানি বিভিন্ন এ কথা যে মওলবী আবুল হোসেন সাহেবের মত শিক্ষিত লোক বুঝে উঠতে পারেন না তা বিশ্বাস করা শক্ত। ধর্ম্মের দিক দিয়ে মুসলমানকে বিশ্বের আদর্শ পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে একত্ব-বন্ধনে বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন—তার তুলনা কি অন্য কোন জাতিতে বা দেশে পাওয়া যায়? এই কারণেই মুসলমানকে আরব পারস্য কাবুল খোরাসানের দিকে চাইতে হয়। আমি বিশ্ব-মুস্‌লিম সমন্বয় বা প্যান্-ইস্লামের কথা বলছে চাই নে—"মুসলমান ভাই ভাই" কোরানের এই সহজ সরল বাণীর প্রেরণাতেই যে এক ভাইকে অন্য ভাইয়ের খবরদারি করতে হয়। বিরাট বিশ্বে মুসলমান ছড়িয়ে আছে—ছড়িয়ে থাকলেও তাদের ভেতর অন্তরে যে যোগ রয়েছে তারই জন্য যদি এক দেশের মুসলমান অন্য দেশের মুসলমানের দিকে ফিরে চায় তা হইলেই কি তার নিজের দেশ-প্রেম কমে যায়। যে হিন্দুর সঙ্গে নজীর টেনে আবুল হোসেন সাহেব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেই হিন্দুর কথাই দেখা যাক। হিন্দুর জাতীয়তা, দেশ-প্রেম আজ শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। হিন্দু আজ বৃহত্তর ভারত সৃষ্টি করবার জন্য তৎপর। আজ হিন্দু—চীন, জাপান, যবদ্বীপ, কাম্বোদিয়া প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে কল্পিত অকল্পিত বিন্দু মাত্র যোগসূত্র আবিষ্কার করে সম্বন্ধ স্থাপনে তৎপর। তাতে কি হিন্দুর দেশ-প্রীতি কমে যাচ্ছে বলে কোন হিন্দু কোন কথা বলেছেন? আর মুসলমানের যেখানে কি কাল্‌চারের দিক দিয়ে, কি সমাজিক, কি রাজনৈতিক দিক দিয়ে কত যুগ-যুগান্ত হতে অচ্ছেদ্য বিপুল যোগসূত্র রয়েছে সেখানে যদি মুসলমান ফিরে তাকায় (আর সে তাকানই যে নিতান্ত স্বাভাবিক) তা হলে কি মুসলমানকে দোষী করা যায়? বরং মুসলমান যদি তার উল্টো মনোবৃত্তি প্রকাশ করে—আমার মনে হয় সেইটেই অস্বাভাবিক। জন্মভূমিকে ভালবাসবে না! যেখানকার ফলে জলে শ্যামল স্নেহে সে নিত্য বর্দ্ধিত তাকে কিসে না ভালবেসে থাকতে পারে! কিন্তু মুসলমান তার সে দেশ-প্রেমকে সংকীর্ণতার গণ্ডীর ভেতর বেঁধে রাখতে পারে না। এই খানেই তার বৈশিষ্ট। মুস্‌লিমের সঙ্গে তার যে যোগ রয়েছে তা হারিয়ে গেলে তার চিরন্তন রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্টেরই কোন সার্থকতা থাকে না। আলোচনা দীর্ঘ করে লাভ নেই—মওলবী আবুল হাসেন সাহেবকে শুধু সসম্মানে এ বিষয় আগা মঈদুল ইস্লামের মতামত সুক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করতে অনুরোধ করি।

মওলবী আবুল হোসেন সাহেব হিন্দুকে মুসলমানের ও মুসলমানকে হিন্দুর কীর্ত্তিতে গৌরব অনুভব করতে বলেছেন। এইরূপ উপদেশ 'প্রবাসী'র রামানন্দ চাটার্জ্জী মহাশয়ের নিকট হ'তে মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি। জাতীয়তা (?) গঠন করবার পক্ষে যে এরূপ মানসিকতা অনেকখানি সাহায্য করে—সে কথা আমি অস্বীকার করছি না; কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এই উক্তির যে কতটুকু মূল্য দাঁড়ায়, তাই একবার বিশেষ করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন। ভারতে মুসলমান এসেছিল বিজেতা রূপে। হিন্দুর শৌর্য্য, বীর্য্য চূর্ণ করে দিয়ে সে ভারতের বুকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে। হিন্দুরা এই পরাজয় পরাভবের কথা আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেনি! মুসলমান ভারতে রাজত্ব করে ভারতের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, শিল্প-বৈভব ও কাল্‌চারের দিক দিয়ে অশেষ-বিধ উন্নতি সাধন করা সত্ত্বেও হিন্দু আজ পর্য্যন্ত তাকে বিজেতা বলে ঘৃণা করে আসছে। প্রতাপ সিং, শিবাজী যাঁরাই মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাঁরাই আজ হিন্দুর নিকট পূজ্য মহারাজা রাজচক্রবর্ত্তী ইত্যাদি রূপে পরিগণিত হচ্ছেন। দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা যে, প্রচেষ্টা করেছেন—তা যতই কেন হীন হক না—হিন্দু আজ তাকেই গৌরবের চোখে দেখছে। এই মানসিকতা নিয়ে মুসলমানের কীর্ত্তিতে গৌরব অনুভব করা কি হিন্দুর পক্ষে সম্ভব। অতীতের নজীর ছেড়েই দিলাম। বর্ত্তমানের কথা ধরা যাক্। আবুল হোসেন সাহেব মুসলমানের বুকও তেমনি স্ফীত হওয়া চাই বলেছেন। এ উক্তিতে হিন্দুর কাছে আবুল হোসেন সাহেব বাহবা পেতে পারেন,—কিন্তু সাধারণ মুসলমানের কাছে এর মূল্য অন্য রকম। বঙ্কিমের প্রশংসায় হিন্দুর বুক স্ফীত হয়ে উঠে—কিন্তু মুসলমানের বুক যে তাতে স্ফীত হয়ে উঠে না এবং কোনো কালে উঠবে না একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। হিন্দুর আজ যে সাধনা চলছে মুসলমান তাকে অনুসরণ করতে পারে না—তার প্রধান কারণ তা হিন্দুর একটা একান্ত সঙ্কীর্ণতার ভেতর দিয়ে পরিবর্দ্ধিত—অনেক স্থলে মুসলমানের, ইস্লামের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমুখী ও বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। হিন্দুর সাধনা আজ তার বিশিষ্ট হিন্দু-রূপ নিয়েই গড়ে উঠেছে। হিন্দু মুসলমান মিলে যে এক সাধনা করবে—যে সাধনায় দেশের সত্যিকার কল্যাণ নিয়ে আসবে এমন সাধনার পথ হিন্দু দেখাতে পারেনি বা সে চেষ্টা করছেও না। এবিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৪ সনে হিলিতে হিন্দু যুবক সম্মিলনীতে যে বক্তৃতা প্রদান করেন. আবুল হোসেন সাহেবকে হিন্দুর সাধনার প্রকৃত রূপের সঙ্গে অধিকতর পরিচয় করতে—সেই বক্তৃতাটি পাঠ করতে অনুরোধ করি। এখানে ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর বক্তৃতা থেকে দু'চার লাইন উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন—"আমার হিন্দু মনোভাব, আমার হিন্দু Culture, আমার পিতৃপুরুষের কৃতিত্বের সঙ্গে, তাঁদের পুণ্য চরিত্রের সঙ্গে আমার যে নাড়ীর টান আছে, তা আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি নে। এ সবের বদলে আমি স্বাধীনতাকে তুচ্ছ মনে করি। * * * ভাইসব, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এরই রক্ষার জন্য"—ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। ইহাই আধুনিক হিন্দু-মনোবৃত্তি। কিন্তু এজন্য যে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই দোষী সে কথা আমি অবশ্যই বলব। হিন্দু তার অতীত নিজের ক্ষমতাবলে গৌরবময় করে আঁকছে—সে কার্য্যে যদি মুসলমানকে প্রত্যক্ষ হোক, পরোক্ষ হোক হীন করে দেখাবার দরকার হয়, তাহাতেও দ্বিধা করছে না। অন্যদিকে মুসলমান নিজের কীর্ত্তিকে তুলে ধরা দূরের কথা, তার ওপর যে আক্রমণ চলছে তাকেই রক্ষা করবার ক্ষমতা আজ তার বিন্দু মাত্র নেই! এই জন্যই আজ মুসলমানের সব চাইতে সেরা কাজ তার নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেরান। হিন্দুর যেমন রামমোহন, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ জন্মগ্রহণ করে আজ হিন্দুর সামনে মূর্ত্ত আদর্শের সৃষ্টি করে তাকে অনুপ্রাণিত করে তুলছে, মুসলমানের পেছনের দিকে ফিরে তেমন অনুপ্রেরণা লাভ করবার কেউ নেই। এই জন্যই বলছি, অন্যের সম্পদে বক্ষ স্ফীত হবার পূর্ব্বে নিজেরও সম্পদশালী হয়ে উঠতে হবে, কারণ আত্মপ্রতিষ্ঠা মুস্‌লিমের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট।

জীবন্ত সমাধি

[মওলবী মোঃ আনিছোর রহমান]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রিয় পাঠক পাঠিকাকে এই গ্রন্থের উল্লিখিত সংসার অর্থে হাদিছের ব্যাখ্যাটির দিকেই লক্ষ্য রাখিতে বলিতেছি। সংসারের ব্যাখ্যায় নানা মুনির নানা মত হইলেও উহাকে কর্ম্ম-জগত বা কর্ম্ম-ভূমি বলিতে বোধহয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না। কেন না কর্ম্মের সহিত যাহার সংস্রব নাই, তাহা সংসার নামে বাচ্য হইতে পারে না। এই সংসারে মানব-জীবনের সহিত সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, অনুতাপ ইত্যাদি নানাভাব বিজড়িত আছে। জন-সঙ্ঘের নিয়ত গতিবিধি লইয়াই সংসারের অবতারণা। বিশেষ প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যায়, সংসার-রঙ্গ-মঞ্চে মানব যেন অভিনয় জীব বিশেষ, স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টা ইহার অভিনেতা অথবা ইহা যেন উদ্যান বিশেষ, মানবকুল এই বিশ্বোদ্যানের সম্পদ স্বরূপ। করুণাধার জগৎপাতা মানবজীবনের সৌভাগ্য লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মানব মাত্রেই পরিবার বদ্ধ হইয়া বাস করিতে ইচ্ছুক। পরস্পরের সাহায্য-সহানুভূতি-লাভ ও ভালবাসাই ইহার কারণ। এই জগতে নারী ও পুরুষের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সংসার-রঙ্গ-ভূমে স্বামী ও স্ত্রীর প্রেমভাব দর্শন করিলে স্বতঃই মনে হয়, যেন বিশ্ব নিয়ন্তা তাঁহার পবিত্র প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এই বিশ্বচরিত দাম্পত্য-প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবন-পথে পরিণিতা ভার্য্যা বিশ্বস্ত সহগামিনী। যে সকল নর-নারী পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া দুশ্চরিত্র ও কুলটা সহ অবৈধ প্রণয়ে প্রমত্ত হইয়া স্বীয় বংশের মর্য্যাদা নাশ ও নরকের পথ প্রশস্ত করে, সেই পিশাচ-পিশাচিনী গণের নিকট পুরুষ জাতি স্ত্রী লোকের এবং স্ত্রী জাতি পুরুষের পরস্পরের কণ্ডুয়ন নিবৃত্তির যন্ত্র বিশেষ বলিয়াই বিবেচিত। বহু কুল-সন্তান বার-বিলাসিনিগণের পাপ সংস্পর্শে সমাজে নিন্দনীয় ও উপদংশাদি কঠিন পীড়ায় প্রপীড়িত হইতেছে। অনেক নারী এই জঘন্য চিন্তার বশীভূতা হইয়া দ্বি-চারিণী সাজিয়া নগরে, হাটে, বাজারে পাপ-বাসনা চরিতার্থের আড্ডা খুলিয়া সমাজ ও দেশকে নৈতিক অধঃপাতের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। শুধু যে ইহারা এরূপ ধ্বংস-পথে প্রধাবিত হয় তাহা নহে। তাহাদের জাত সন্তানের মনে ও অঙ্গে ঐ সকল কলুষিত ভাব ও রোগাদি বিসর্পিত হইয়া তাহার বংশের এমন অধঃপাতের পথ প্রস্তুত করে যে, সহস্র উপদেশে বা শত শত মণ ঔষধেও তাহার প্রতিকার করা অসম্ভব হইয়া থাকে। অপ্রাপ্তক্তির বিষময় ফল তদীয় বংশধরগণ অযাচিতরূপে বহন করিতে বাধ্য হয়। আক্ষেপ! ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি, যাঁহারা মোটেই সন্তানের ভাবী-জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। যাঁহাদিগকে সন্তানের ভাবী-জীবনের মঙ্গল কামনায় এত বিভোর করে যে, নিজ জীবনে নানা কষ্ট ভোগ করিয়াও তাঁহাদের নিমিত্ত অর্থ ও সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে দেখা যায়। কিন্তু হায়! যে সকল বিষয় স্বীয় বংশধরগণের জীবন-প্রভাতের মূল কারণ, আত্মোন্নতির অবলম্বন, সেই ধর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করতঃ শুক্র-শোণিতকে বিকৃত করিয়া অধুনা আমাদের দেশের নর-নারিগণ যে প্রকার পাপস্রোতে অঙ্গ-ভাসাইয়া ক্রমশঃ নিরয়-সমুদ্রে নীত হইতেছে, তাহা একবারও চিন্তা করিতেছেন না। পিতামাতার মনের সহিত যে সন্তান সন্ততির উন্নতি-অবনতি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত আত্মোন্নতির উপায় চিন্তায় নিরস্ত থাকিয়া যাহারা স্বোপার্জ্জিত গণ্ডা কতক মুদ্রাদ্বারা সন্তানের চির জীবনের কষ্ট তিরোহিত করিতে চাহে, তাহারা নির্ব্বোধ। কর্ত্তিত-মূল বৃক্ষের শিরোদেশে সলিল-সিঞ্চনবৎ উহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও সাধুতা রূপ অক্ষয় ধনসঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে, ফুৎকারে বিলয়-প্রাপ্ত জলে বিম্ব-গঠন সদৃশ কয়েকটি তঙ্কা জমাইলে কি হইবে? কি লজ্জা! কি ঘৃণা! হে সমাজ! এই জঘন্য অভিনয় গুলি দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার কি উপায় নাই?

(ক্রমশঃ)

হজ তদন্ত-কমিটী ও সাক্ষ্য-প্রদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুনরায় প্রশ্ন করা হয় যে, কলিকাতা হইতে জেদ্দা ৪ হাজার মাইল দূর, আর বোম্বাই হইতে প্রায় ৭০০ মাইল দূর; সুতরাং বোম্বাই হইতে যে, ভাড়া লওয়া হয়, কলিকাতা হইতে তাহার শতকরা ১০ গুণ অধিক ভাড়া হওয়া আবশ্যক, জাহাজ কোম্পানী যদি ঐ অনুপাতে অধিক ভাড়া চার্জ্জ করেন, তবে আপনাদের কি বলিবার আছে?

উত্তরে বলা হয়, জাহাজ কোম্পানী বর্ত্তমানে ডিপোজিট ছাড়া কলিকাতা হইতে ১৪০৲ টাকা ভাড়া লইতেছেন আর বোম্বাই হইতে ১২৫৲ টাকা ভাড়া লইতেছেন, যদি কলিকাতা হইতে এই ভাড়ার চেয়ে অধিক ভাড়া চার্জ্জ করেন তবে, বাঙ্গালী দরিদ্র হাজির উপর জুলুম করা হইবে। যে প্রকার রেলওয়ে ও দেশী ষ্টীমারে ভাড়ার হার নির্দ্দিষ্ট আছে, যখন প্রতি বৎসর এত হজ যাত্রী যাতায়াত করেন, তখন হজ যাত্রীর জন্যও একটা ভাড়া নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যখন বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতায় কয়লা টন প্রতি ১০।১২ টাকা কমে পাওয়া যায়, তখন জাহাজ কোম্পানীর খরচও বোধ হয় কম হইয়া থাকে, একান্ত যদি জাহাজ কোম্পানী অতিরিক্ত ভাড়া নির্দ্ধারণ করেন, সে ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা একান্ত কর্ত্তব্য হইবে।

প্রশ্নের উত্তরে মওলানা আহমদআলি এনায়েতপুরী ছাহেব বলেন যে,—উঁহারা স্পেশাল ট্রেনে বোম্বাই গিয়া দেখিয়াছেন বিলাসপুর ও নাগপুর প্রভৃতি ষ্টেশনে যে খাদ্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নিতান্ত না মোয়াফেক ছিল, তাহা খাইয়া তাঁহার নিজের ও অনেক হাজির আমাশয় পীড়া হইয়াছিল, আর ঐরূপ স্পেশাল ট্রেনে হাজি বোম্বাই লইতে হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ট্রেনিং দিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িয়া জেদ্দা পৌছিতে বোম্বাই বা করাচী অপেক্ষা ৭৮ দিন বেশী সময় লাগে। দেখা গিয়াছে যে, ফিরিবার সময় হাজিগণ প্রধানতঃ আবহাওয়ার দরুণ জেদ্দা হইতে কলিকাতায় আসিতে অনিচ্ছুক। যদি আপনি মনে করেন যে, কলিকাতা বন্দর হইতে হজ যাত্রীদিগকে যাত্রা করিতে উৎসাহিত করা উচিত, তবে যাত্রীদের ফিরিয়া আসিবার সময় ইহা বন্ধ করিতে চাহেন কি না?

উত্তর—আমাদের বিবেচনায় ইহা ঠিক নয় যে, কলিকাতা হইতে জেদ্দা যাইতে বোম্বাই বা করাচি হইতে ৭৮ দিন অধিক সময় লাগে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সার্ভিস্তান জাহাজ কলিকাতা হইতে ১৬ দিনে জেদ্দা গিয়াছিল এবং আকবর জাহাজ বোম্বাই হইতে জেদ্দা পৌছিতে চৌদ্দ দিন সময় লইয়াছিল, সুতরাং তিন চার দিন অধিক সময় আবশ্যক হইতে পারে। প্রত্যাগমনকারী যাত্রিগণ জেদ্দা হইতে কলিকাতাগামী জাহাজ না পাইয়া বাধ্য হইয়া করাচী বা বোম্বাইগামী জাহাজে আগমন করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—সাধারণতঃ হজযাত্রীর জাহাজে এক হাজার যাত্রী ধরে এবং জাহাজ কোম্পানীরা প্রায় পূর্ণসংখ্যক যাত্রী না পাইলে জাহাজ ছাড়িতে অনিচ্ছুক দেখা যায়। যাহাতে কলিকাতা হইতে পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী পাওয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিবার কোন উপায় আছে কি?

উত্তর—যদি জাহাজ কোম্পানী সকল শাবান মাস হইতে কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িবার বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেন এবং ভারতের লোকদিগকে জানাইয়া দেন এবং তদ্বিষয়ে প্রচার কার্য্য পরিচালনা করেন এবং ভাড়াও যদি রেলওয়ে ভাড়া সমেত বোম্বাই হইতে জেদ্দায় যে ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে, তদপেক্ষা অধিক না হয়, তবে পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী যাইতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না।

প্রশ্ন—ইহা কি সত্য যে হজ যাত্রীর জাহাজে দীর্ঘ যাত্রা হেতু বিশেষ অবস্থার দরুণ সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব হয়, অথবা অন্ততঃপক্ষে উহা অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে?

উত্তর—আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

প্রশ্ন—যে সমস্ত হজ যাত্রী কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন, তাঁহাদের জন্য জায়গা ও ডাক্তারী পরীক্ষার যে বন্দোবস্ত আছে তাহা কি পর্য্যাপ্ত?

উত্তর—মোটের উপর ডাক্তারী পরীক্ষা অসন্তোষ জনক নহে, কিন্তু থাকিবার স্থান নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত।

কলিকাতা বন্দর হইতে হজ যাত্রীর গমন বন্ধ করিয়া দিলে বাংলা ও আসাম প্রদেশের হাজিদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করা হইবে।

ফটো তোলা এছলামে অনুমোদিত নহে, সুতরাং হজ যাত্রিদিগের পাস পোর্টে কখনই ফটো থাকা কর্ত্তব্য নহে।

যদি গভর্ণমেণ্ট হজ কমিটিকে অধিকতর কার্য্য করী করিতে বাসনা করেন, তবে অধিকতর কার্য্য সম্পাদনেচ্ছু লোকদিগের মধ্য হইতে প্রাদেশিক জেলা ও মহকুমা হজ কমিটিতে লোক লইতে হইবে।

হজ কমিটী নির্ব্বাচন প্রথায় হইলেই ভাল হয়, তবে পুলিস কমিশনার, হেলথ অফিসার ও হাজিদিগের রক্ষক এই কমিটিতে মনোনীত ব্যক্তি হইবেন এবং গবর্ণমেণ্টের যে মেম্বরের হস্তে হজের কার্য্য থাকে তিনি এই কমিটির সভাপতি হইবেন।

মহিলা হজ যাত্রীর পর্য্যবেক্ষণ জন্য মহিলা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রত্যেক বৎসর শাবান মাসে প্রধান প্রধান হজ কমিটির মেম্বরদিগকে লইয়া সভা আহ্বান করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

সমুদ্র-পথে, জাহাজে, হজ যাত্রীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক জাহাজে আবশ্যক মত একজন বা দুইজন নন্‌-অফিশিয়েল ভদ্র লোক যাওয়া আবশ্যক। প্রাদেশিক হজ কমিটী তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিবেন, এবং হাজিদিগের মাতৃভাষা বুঝেন, তদ্রূপ লোক নির্ব্বাচিত হইবেন।

ভাড়া নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক, কিন্তু আবশ্যক মত তাহা কম হইতে পারিবে, কখনই বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

আমাদের মতে রিটার্ণ টিকিটের নিয়ম হওয়া কখনই উচিত নহে, তবে যে সকল যাত্রী মক্কা শরীফে তিন বৎসর থাকিবার নিমিত্ত ঘোষণা দিয়া যাইয়া থাকেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর হাজিদিগের নিকট হইতে আসিবার ভাড়া জমা লইবার নিয়ম কম্‌পল্‌সারী করা আবশ্যক।

বঙ্গীয় হাজিদিগের জন্য হাজি জাহাজে হোটেল প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইলে ভাল হয়, তবে যাঁহারা খাদ্য স্বহস্তে পাকাইতে চান, তাহাদিগকে সে সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রত্যাবর্ত্তন কালেও ঐ প্রকার হোটেল থাকা আবশ্যক।

যে সকল ভারী মাল জাহাজে ব্যবহৃত হইবে না তাহা গুদামে রাখা মন্দ নয়।

জাহাজে হাজিদিগের জন্য যে স্থান দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধে সম্ভবতঃ ১৯৩ ধারা প্রতিপালিত হয় না।

যে সকল হাজি নিম্ন ডেকে থাকেন, তাঁহাদিগের উপর ডেকে হাওয়া খাইবার নিমিত্ত স্থান রাখা আবশ্যক। ঐ স্থানে নামাজ পড়ারও ব্যবস্থা হইতে পারে।

রেলওয়ে ও যাত্রীবাহী ষ্টীমারে যে প্রকার দ্বাদশ বৎসরের নূ্যন বয়সের বালক বালিকার অর্দ্ধ ভাড়া লইবার ও তিন বৎসরের নূ্যন বালক বালিকার ভাড়া না লইবার নিয়ম আছে, হজ যাত্রার জাহাজেও সেই নিয়ম প্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যাত্রীদিগের টিকেট চুরি বা নষ্ট হইয়া গেলে ডুপ্লিকেট টিকট প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

না-দাবী টাকা ফেরৎ দিবার যে বিধান আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, উহার সহিত শাস্তি বিষয়ক বিধান (penalty clause) সংযোজিত হওয়া আবশ্যক।

যাত্রীদিগকে জাহাজে আরোহণ করিতে দেওয়া না হয় বা যাত্রীদিগকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হয় তাহাদের টাকার উপর শতকরা ১০৲ হিসাবে না কাটিয়া শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা হারে বাদ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু যখন কোন হাজি বিশেষ কোন কারণে জাহাজে আরোহণ করিতে অপারগ হন, তখন তাঁহার সমুদয় টাকাই ফেরৎ দেওয়া কর্ত্তব্য।

টিকেটের পৃষ্ঠে যে নিয়মাবলী লেখা থাকে, বাঙ্গালী হাজীদিগের জন্য তাহা বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হওয়া আবশ্যক।

মহিলা হজ যাত্রীদিগের পরিদর্শন জন্য বঙ্গভাষা-ভাষী উপযুক্ত ধাত্রী বা পরিচারিকা (nurse) নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং যদি উহা সম্ভবপর হয়, তবে ঐ ধাত্রী ও পরিচারিকা মোছলমান হওয়া আবশ্যক।

আমানাত টাকা হইতে উৎপন্ন বা অন্য কোনও প্রকারে হাজিদিগের উপকারের নিমিত্ত যদি কোনও তহবিল গঠিত হয়, তাহা প্রাদেশিক হজ কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা আবশ্যক।

বোম্বাই ও করাচীতে যাত্রীদিগের ডাক্তারী পরীক্ষার ও জাহাজ হইতে উঠিবার ও নামিবার যে বিধান আছে, তাহা আমাদের বিবেচনায় সন্তোষ-জনক নহে।

বর্ত্তমানে দেওবাৎ টিকিট দেওয়া হয়, তাহাতে হাজীদিগের বিশেষ কষ্ট হয়। জাহাজ কোম্পানীর কর্ত্তব্য যে অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত করতঃ যাহাতে হাজিরা সত্বরে টিকিট পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। টিকিট ঘর মোছাফেরখানার সঙ্গে হওয়া আবশ্যক।

হজ যাত্রিদিগের ভারী মাল জাহাজে উঠাইবার যে উপায় আছে, তদপেক্ষা আরও উন্নত উপায়ের হওয়া আবশ্যক এবং উহা ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে উঠান আবশ্যক।

যাহাতে হাজীদিগকে দীর্ঘকাল ঘাটে অবস্থান করিতে না হয়, তাহার উপায় হওয়া আবশ্যক।

হজ যাত্রীদিগকে বিদায় করিবার নিমিত্ত জাহাজের উপরে উঠিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পাশ দেওয়া আবশ্যক, এই পাশ দিবার কার্য্য হজ কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা আবশ্যক। প্রতি পাশে এক টাকার অধিক চার্জ্জ করা কর্ত্তব্য নহে।

পাশপোর্ট দিবার আফিস মোছাফের খানার নিকট স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

যাত্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত জাহাজ কোম্পানী যে দালাল নিযুক্ত করেন, সেই প্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক।

মোয়াল্লেম ও মোয়াল্লেমের প্রতিনিধিগণের জন্য লাইসেন্স হওয়া আবশ্যক। বঙ্গীয় হাজীদিগের যাহাতে কলিকাতা পোর্ট হইতে লইয়া যায়, তাহার শর্ত্ত ঐ লাইসেন্সে থাকা আবশ্যক।

মুল্‌কী

প্রেসিডেণ্ট অভিযুক্ত

ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড

গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণের অভিযোগে টাঙ্গাইল মহকুমার পাথালী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট আনন্দ চরণ চক্রবর্ত্তী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৮৪ ধারা অনুসারে টাঙ্গাইলের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কে, কে, ঘোষের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ তাঁহার বিরুদ্ধে আরও তিনটী মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করা হইয়াছে।

আসামে মন্ত্রী নিয়োগ

একজন হিন্দু একজন মুসলমান

আসামের ২৮শে জুলাইয়ের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, আসামের গবর্ণর মওলবী আবুল হামিদ সাহেব এবং রায় বাহাদুর কনকলাল বড়োয়াকে ডাকিয়া পাঠান। শুনা যাইতেছে, তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং শীঘ্রই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। মওঃ আব্দুল হামিদ সাহেব বিগত কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। রায় বাহাদুর ১০২৮ সাল পর্য্যন্ত আসামের কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন। অতঃপর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

মুস্‌লিম স্বাদেশিক-দল

প্রয়াগে মোড়ল নির্ব্বাচন

এলাহাবাদের ২৮শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ নিখিল-ভারত-মুস্‌লিম (?) স্বাদেশিক-দলের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-বর্দ্ধনের নিমিত্ত ও স্বাদেশিক আন্দোলনের সাহায্যকল্পে মুস্‌লিম-স্বাদেশিক-দল যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিবেন। এইদলের প্রধান কার্য্যালয় দিল্লীতে থাকিবে। মওঃ আবুল কালাম আজাদ এই দলের সভাপতি, ডাঃ আনসারী কোষাধ্যক্ষ এবং মিঃ টি, শেরওয়ানী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ বসিত এবং আরিফ হাসবী যুক্ত সম্পাদক এবং মওঃ মোহাম্মদ আক্রম খাঁ, মিঃ মুজীবর রহমান ডাক্তার আলম, মেসার্স খালিকুজ্জমান, আব্দুল কাদির, আবদুল্লা ব্রেলভী, আসফ আলী, রফী আহমদ কিদওয়াই, আব্দুল বারি এবং শাহ্‌ জুবেইর সদস্য হইয়াছেন। মিঃ আব্দুল কাদের, ডাক্তার আলম, মিঃ বরকত আলী এবং ডাক্তার কিচলু পাঞ্জাবে, মেসার্স মুজিবর রহমান, শামসুদ্দিন এবং মওঃ মোঃ আক্রাম খাঁ বঙ্গদেশে এবং মিঃ ব্রেলভী, এবং মিঃ ইউসুফ মেহের আলী বোম্বাই ও সিন্ধুদেশে দলের সংগঠন-কর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অসহায়া বৃদ্ধাকে হত্যা

ভ্রাতা-ভগ্নী অভিযুক্ত

অনিল মোহন রায় ও তদীয় ভগ্নী কালীদাসী এবং কার্ত্তিক চন্দ্র প্রকাশ্য আমতা থানার ঝিকরা নামক স্থানের কুতুনী দাসী নাম্নী এক বৃদ্ধাকে খুন করিবার ও মৃতদেহ গোপন করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এই যে, মৃত স্ত্রীলোকটী একাই বাস করিত; সে গহনা পত্র বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিত। আসামী কালীদাসী উক্ত বৃদ্ধাকে ধর্ম্ম-মা বলিয়া থাকিত। গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে মৃতাকে অনিলের বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, কালিদাসীও ঐ বাড়াতে ছিল এবং 'দসরড়া' তৈয়ারী করার সাহায্য করিতেছিল। মৃতাকে অনিলের বাড়ী ঢোকার পর আর দেখা যায় নাই। পরদিন আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। আসামীদের মধ্যে একজন থানায় খবর দেয়। পুলিশ তদন্ত প্রসঙ্গে একটী পুকুরের মধ্য হইতে একটী চটে জড়ান ট্রাঙ্ক পায়। ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যে বৃদ্ধার মৃতদেহ ছিল। অন্য একটী পুকুরের মধ্যে আর একটি ট্রাঙ্কে বৃদ্ধার মূল্যবান জিনিষ পত্রাদি পাওয়া যায়। কালিদাসীর ছোট ছেলের কথা মত পুলিশ অনিলের বাড়ীর এক পুকুরের মধ্য হইতে একখানা 'কাতান' নামক ধারাল অস্ত্র পায়। হাওড়ার অতিরিক্ত ২য় সেশন জজের এজলাসে এই মামলার শুনানী চলিতেছে।

জাহাজে হাজীদিগকে যে পানীয় জল প্রদত্ত হয় তাহা নিতান্তই অনুপযুক্ত; কম পক্ষে তিন টিন 'পানি' প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক।

জাহাজের উপর যে রন্ধনশালা ও গোছলখানা আছে। তাহার আরও বিস্তৃতি হওয়া একান্ত আবশ্যক, চুলার সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া উচিত; পায়খানার সম্মুখে পরদা থাকা আবশ্যক।

জাহাজের হাঁসপাতালের উন্নতি হওয়া আবশ্যক, ডাক্তারের দিনে দুইবার রোগী দেখিবার ব্যবস্থা হওয়া ও জরুরী ঘটনায় তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের সাহায্য আবশ্যক।

কম পক্ষে জন প্রতি ৫৫০৲ টাকা হজ-খরচ হওয়া আবশ্যক। হজ-গমনেচ্ছু মোছলমানদিগের মধ্যে যে উপায়ে সংবাদ প্রচার করা হয়, তাহা উপযুক্ত নহে।

প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, পাসপোর্ট গ্রহণ কালে হাজীদিগের টাকা ডিপোজিট দিয়া জেদ্দা, মক্কা ও মদীনায় ফেরৎ পাওয়ার কথা প্রবর্ত্তিত হইলে হাজিদিগের কোনই সুবিধা হইবে না; কারণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা লওয়া অত্যন্ত শক্ত। —রিপোর্টার।

তাকে জগতের শিক্ষা-দীপ্ত জাতি সমূহের সম-পংক্তিতে দাঁড় করাইতে পারিতেন, তবে সবচেয়ে বেশী সেবার গৌরব তাঁহাদের লাভ হইত। জোর করিয়াই বলিতে পারি, আজ যদি শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতের মুসলমানগণ হিন্দু-সম্প্রদায়ের সমকক্ষ হইত, তবে বহু অভিলষিত স্বরাজ-স্বাধীনতা বহু পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

জঘন্য মনোবৃত্তি।—জগদ্বিখ্যাত রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী মরহুম ভারতবাসীর বিশেষতঃ—বাঙ্গালা দেশ এবং কলিকাতার একটি গৌরব-স্তম্ভ ছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যারিষ্টার ও পরে হাইকোর্টের একজন আদর্শ বিচারপতিরূপে কাজ করিয়া হিন্দু মুসলমান এবং ইউরোপীয় প্রভৃতি সকল জাতির এবং সকল সম্প্রদায়ের ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর; তিনি বিলাতে প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারপতি পদে কিছুদিন বিরাজ করেন। তদ্ব্যতীত তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার; বিখ্যাত লেখক এবং আইন গ্রন্থ-সঙ্কলক আবার রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ভারতবর্ষে খুব কমই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-রক্ষার্থ লোয়ার সার্কুলার রোড ও বেগবাগান রাস্তার মোড় হইতে পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত "নিউ সার্কুলার রোড" নামধেয় রাস্তাটাকে "আমীর আলী এভিনিউ" নামে অভিহিত করিতে স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেদিন কর্পোরেশনের একটি বিশেষ কমিটিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এজন্য আমরা কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু হিন্দু-সংবাদপত্র মহল ইহাতে আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও মুসলমান-বিদ্বেষ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়।

অস্তিত্ব-লোপের চেষ্টা।—কর্পোরেশনের একজাকিউটিভ অফিসার হাজী মওলবী আবদুর রশিদ খাঁ সাহেবের সহিত সেদিন কতিপয় হিন্দু ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "দেখুন, নিউ সার্কুলার রোড, নামটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এক্ষেত্রে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া 'আমীর আলী এভিনিউ' নাম হওয়া সঙ্গত বোধ হইতেছে না। আমরা ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিব, আপনিও আমাদের আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিলে ভাল হয়"। একথা বলিবার উদ্দেশ্য তাঁহার বাড়ীখানিও এই রাস্তায় পড়িয়াছে। আভাষে ইহাও জানাইলেন যে, নাম পরিবর্ত্তনে এই রাস্তার জমির মূল্যও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। হাজী সাহেব তাঁহাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। উপস্থিত ভদ্র মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, ইহা আপনাদের কিরূপ মানসিক সংকীর্ণতা, এই কড়েয়া মহল্লাটি সম্পূর্ণ মুসলমানদিগের বস্তী ছিল, বর্ত্তমানেও বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাসস্থান আছে এবং ক্রমশঃ হইতেছে। আর রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের নামে একটুকরা রাস্তার নামকরণ হইয়াছে, তাহাতেই আপনাদের এত আপত্তি? এই "সেণ্ট্রাল এভিনিউ" নামক কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান রাস্তাটীর নাম "চিত্তরঞ্জন এভিনিউ" হইল, তাহাতেও এখনও মুসলমান কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। ইহা শুনিয়া তাঁহাদের মুখ বিমর্ষভাব ধারণ করিল। তাঁহারা তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। কলিকাতার প্রায় একতৃতীয়াংশ অধিবাসী মুসলমান, অথচ তাহাদের নাম-সংযুক্ত একআনা পরিমাণ রাস্তাও নাই। চৌদ্দ আনা রাস্তার নামই হিন্দু সংশ্লিষ্ট, ইহাতেও তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। মুসলমানের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতেই তাঁহারা দৃঢ়সংকল্প।

প্রাইভেট বাজার।—কলিকাতার প্রাইভেট বাজারগুলি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। বাজারের মালিকগণ আপনাদিগের আয়ের দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখেন; বাজারের সুশৃঙ্খলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লোকের সুবিধা অসুবিধার দিকে বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না। মিউনিসিপ্যালিটীর বাজার গুলি অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। হগ্ মার্কেটের ত কথাই নাই; কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ইটালী মার্কেট, ল্যান্স ডাউন মার্কেট, শোভাবাজার, বটতলা মার্কেট এ সব গুলিই অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাইভেট বাজার গুলিতে স্থায়ী দোকানদারদিগের বসিবার স্থান গুলি অসুবিধা জনক; দোকানের মধ্যবর্ত্তী গলি পথ, বাজারের রাস্তা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ ও অপরিষ্কার। আমরা আজ বৈঠকখানার হাঠ ও বাজার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই বাজার ও হাটটি বর্ত্তমানে অতি বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে; কিন্তু স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণতা বশতঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। দুধের বাজারটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তরি-তরকারি ও শাক-সব্জীর বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে; ঐ স্থানে এমন ভিড় হয় যে, লোকের চলাচল করা অসম্ভব। অনেককে ধাক্কা খাইয়া ভূতল-শায়ী হইতে হয়।

মালিকের গাফ্‌লতি।—একদিন একটি প্রকাণ্ড গাভী এই সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া ছুটিল, তাহাতে কত দোকানের জিনিষপত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল, কত লোক ভূপতিত হইল, কত জনের গায় চোট লাগিল, আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক হইলাম। একটু বৃষ্টি হইলে এমন কাদা হয় যে, চলাফেরা করা কঠিন হইয়া পড়ে। অত বড় একটা বাজার এবং হাট (যাহা সোমবারে ও শুক্রবারে বসিয়া থাকে) তাহার বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। হাট ও বাজারের মালেক অজস্র টাকা আয় করেন; তিনি বা তাঁহারা কি উহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ভাবে—সুন্দর রূপে তৈয়ার করিতে পারেন না? ঘর গুলির ভিতরে লোকের চলাচলের জন্য বেশী জায়গা থাকা চাই; গলিকুচা গুলি প্রশস্ত করা চাই; বর্ষাকালে বাহিরের আলুগা দোকানদার দিগকে ঝড় বৃষ্টী হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা চাই, আবর্জ্জনা রাশি শীঘ্র শীঘ্র সরাইবার ব্যবস্থা করা চাই; পায়খানা ও মূত্রাগারের সংখ্যা বাড়াইয়া উহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা চাই। কেবল একমাত্র বৈঠক-খানার হাট ও বাজার বলিয়া কথা নয়, কলিকাতার প্রায় সমস্ত প্রাইভেট বাজারেরই এই দুর্দ্দশা। প্রাইভেট বাজারের নিয়ন্ত্রন সম্বন্ধে নাকি কর্পোরেশনের অনেকটা হাত আছে, কর্পোরেশন তাঁহাদের সেই কর্ত্তব্যটুকু কার্য্যে পরিণত করিয়া নাগরিক ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের সুবিধা করিয়া দেন না কেন?

দানের মত দান।—মাদ্রাজের ২৭শে জুলাইর সংবাদে জানা গিয়াছে যে, তত্রত্য ডাক ও তার বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল মহোদয় ৩০,০০০৲ মূল্যের সম্পত্তি মাদ্রাজের এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। আর্ট ও ডাক্তারী বিভাগে যে সমস্ত দরিদ্র মুসলমান ছাত্রী পাঠ করিবেন, উক্ত অর্থ হইতে তাঁহাদিগকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। বলা অনাবশ্যক যে, এই শ্রেণীর উদার-হৃদয় দান-শীল ও বিদ্যোৎসাহী স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমাজে যত বর্দ্ধিত হইবে, অজ্ঞানতার অন্ধকার ততই ক্ষীপ্র গতিতে অপসারিত হইবে। অতীতের শিক্ষা-গুরুর বংশধরেরা নসীবের দোষে শিক্ষার মহাত্ম্য ভুলিয়া কিছুদিন অজ্ঞানতার উপাসনা করিয়াছিল, কিন্তু আল্লার দয়ায় আজ যেন জাতির সে মরণ পর্ব্বের অবসান হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। শিক্ষা লাভের একটা আকুল স্পৃহা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিলেও অর্থাভাবে সে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণের হাত যদি এদিকে আরও একটু প্রসারিত হইত, অজ্ঞানতার বোঝা বেশী দিন বহন করিতে হইত না। মাদ্রাজের প্রাগুক্ত দানশীল ব্যক্তির এই ত্রিশ হাজার টাকা যা'তে উদ্দেশ্যের অনুকূলে নিয়মিত ব্যয়িত হয়, তাহাই আমরা দেখিতে চাহি। এই অর্থের দ্বারা সমাজে যদি শুদ্ধচরিত্র, পবিত্র-স্বভাব আদর্শ বিদূষী জননী ভগিনীর সৃষ্টি হয়, তবেই অর্থদাতার সে উদ্দেশ্য সফল হইল বলিয়া মনে করিব।

গো-জাতির দুর্দ্দশা।—কৃষি-প্রধান বঙ্গদেশে কৃষি-সহায় গো-জাতির দুর্দ্দশা দেখিলে বক্ষ বিদীর্ণ হয়। অনাহারে গরুগুলির অস্থি-চর্ম্ম সার। পাঁজরের হাড়গুলি এক এক খানা করিয়া গণনা করা যায়। আবার ক্ষুদ্র জাতীয় দুর্ব্বল ষাঁড়ের ঔরসে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল গরুই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রমে গরুগুলি যেন ছাগলে পরিণত হইতেছে। বঙ্গদেশে গো-বধ এবং গো-জাতির শোচনীয় দুর্গতি সম্বন্ধে জমিদারগণই প্রধানতঃ দায়ী। পূর্ব্বে জমিদারদিগের জমিদারীতে গো-চারণের মাঠ ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ গো চারণের মাঠ থাকিত; কিন্তু জমিদারগণ আস্তে আস্তে ঐ সকল জমি প্রজা-পত্তন করিয়া অর্থাগমের সুন্দর উপায় করিয়া লইয়াছেন। যেখানে ৫০ বিঘা গোচারণের মাঠ ছিল; জমিদার এখন সেই জমি হইতে হয়ত ১৫০৲ টাকা কিংবা ২০০৲ টাকা খাজানা আদায় করিতেছেন। এমন লাভ কি সহজে ছাড়া যায়? আবার এই সকল জমিদারের পনর আনাই হিন্দু—যাঁহারা আপনাদিগকে গো-পূজক বা গো-হিতৈষী বলিয়া দাবী করেন। গো-হত্যার অন্যতম নায়ক হিন্দু চামার বা মুচিগণ উহাদের কেহ কেহ চামড়ার লোভে বিষ দিয়া গো-হত্যা করে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ইহারাই গো-বধের জন্য দায়ী। আবার কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু গোয়ালাগণ ফুকা দিয়া গাভীর দুগ্ধ বাহির করে। গাভীর যোনী-দ্বারে চোঙ্গা দ্বারা ফুক দেয়; তাহাতে গাভীর যে যন্ত্রণা হয়, তাহা লিখিতে লেখনী অসমর্থ। পিশাচ ভিন্ন মানুষের দ্বারা এইরূপ পৈশাচিক নির্দ্দয়তা-মূলক ভীষণ অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর নহে। অথচ হিন্দুগণ গো-বধের সমস্ত দোষ মুসলমানের 'গরদানে' চাপাইয়া থাকে। মুসলমান বকর-ঈদে কতক কতক গরু কোরবানী করে; আর সাধারণ ভাবে খাওয়ার জন্য কখন কদাচ ২।১টি গরু জবেহ করে, তাও হয়ত অকর্ম্মণ্য, লেংড়া-লুলা, অন্ধ, বন্ধ্যা গাভী প্রভৃতি। তাহাতেই হিন্দুর গো-ভক্তির বাণ ডাকিয়া মুসলমানকে জব্দ করিতে বাধ্য করে। গরুর বদলে অনেক সময় মানুষ হত্যা করিয়া ভীষণ ক্রোধের উপশম করিয়া থাকে।

কৃষকের কর্ত্তব্য।—অনেক হিন্দু জমিদার বা তাহাদের দুর্দ্দান্ত কর্ম্মচারী মুসলমানকে প্রহার করেন, জরিমানা করেন, অন্য প্রকারে উৎপীড়ন করিয়া গো-জাতির বন্ধুতার পরিচয় দেন। আবার গরুর গাড়ীর হিন্দু গাড়োয়ানগুলি গাড়ীর গরুগুলিকে দৈত্য-দানবের ন্যায় এমন ভীষণ ভাবে প্রহার করে যে, দেখিলে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়। ক্ষেত্রের শস্যাদি খাইলে অনেক গো-ভক্ত হিন্দু গরু ধরিয়া বেদম প্রহার করে; কেহ কেহ গরুকে মারিয়া ফেলিতেও কসুর করে না। তবু তারা গো-পূজক, গো-ভক্ত ও গো-বন্ধু, আর মুসলমান—নির্ম্মম গো-খাদক।" যাহাহউক, বঙ্গীয় কৃষকদিগের পক্ষে গরু সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ত্রুটী ও ঔদাসীন্য বড়ই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। গরুর উপযুক্তরূপ আহারের বন্দোবস্ত করিতে এবং তাহাদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করিতে অমনোযোগী হওয়া নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। এবিষয়ে মুসলমান কৃষকও নির্দ্দোষ নহে। যাহাদের পরিশ্রমলব্ধ আয়ের উপর জীবন নির্ভর করে; তাহাদের যথাযোগ্য সেবা এবং পরিচর্য্যা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে উদর পুরিয়া খাইতে দেওয়া চাই। সর্ব্বদা গোসল করান চাই, তাহাদের থাকিবার স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা চাই, তাহাদের মলমূত্র সর্ব্বদা যথানিয়মে পরিষ্কার হওয়া চাই, তাহাদিগকে পোকা, মশা, মাছি, ডাঁস, আঠালী প্রভৃতি রক্তশোষক কীট পতঙ্গাদি হইতে রক্ষা করা চাই, ব্যারাম হইলে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা চাই; আর ভাল ভাল বাছুর উৎপাদনের জন্য ভাল ষাঁড়ের বন্দোবস্ত করা চাই, আজকাল দেশে দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, দধি ক্ষীর, ছানা প্রভৃতির যেরূপ অভাব, তাহাতে যত্ন পূর্ব্বক গাভী পালন করিলে তদ্দ্বারা বিশেষ আয় হইতে পারে। আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি, ২।৩ টী গাভী পালন করিয়া এক একটি পরিবার উহার আয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। আমরা প্রত্যেক কৃষক এবং সর্ব্বসাধারণকে গো-জাতির উন্নতি সাধন জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

স্পষ্ট কথা।—বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক জিলাতেই কাজি-নির্ব্বাচন ব্যাপারে District Registrarকে সাহায্য করিবার জন্য এক একটী কমিটী আছে। উক্ত কমিটী সম্পূর্ণভাবে মুসলমান মেম্বরদের দ্বারা গঠিত। কমিটি যে সমস্ত পদ-প্রার্থীকে মনোনীত করেন District Registrarও সাধারণতঃ তাঁহাদিগকেই Nomination দিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জিলা কমিটীগুলি যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন বলিয়া শুনিতে পাই, তাহা যদি সত্য হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা। তাঁহারা নাকি নিজ আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব এবং দলের লোকদের অন্যায় অনুরোধ ও অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিতে গিয়া যোগ্যতর পদ প্রার্থীদের প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কাজী-পদ-প্রার্থীদিগের যোগ্যতার বিচার করিতে হইলে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, দুঃখের বিষয় জিলা কমিটীর মেম্বরগণের অধিকাংশের নাকি তাহা নাই। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের দ্বারা কোন প্রকার ন্যায়-বিচারের আশা কস্মিনকালেও করা যাইতে পারে না। কমিটি নাকি Nomination ব্যাপারেও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা সময় সময় এমন প্রার্থীদেরও মনোনীত করেন—যাঁহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও শরিয়ত ইত্যাদির শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। কর্ত্তৃপক্ষ যদি কমিটীর কার্য্য-তালিকা এবং বিশেষ করিয়া Dsitrict Registrar ও কাজি-কমিটী যে সকল স্থানে ভিন্ন মত অবলম্বনে Nomination দিয়াছেন, তাহা পরিদর্শন করেন তবে উহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবেন। বিবাহ, তালাক, ফতওয়া, ফারায়েজ এবং অন্যান্য ধর্ম্মসংক্রান্ত মতভেদের মীমাংসা সাধারণতঃ কাজিদের দ্বারাই হইয়া থাকে। সুতরাং কাজিদিগকে প্রকৃত আলেম এবং সর্ব্বতোভাবে ন্যায়পরায়ণ হওয়া চাই, কিন্তু কাজি কমিটী যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ও হীন মানসিকতার পরিচয় দিতেছেন বলিয়া শুনিতে পাই, তাহাতে কাজিগিরীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। আমরা আশা করি, হয় এই দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন কাজি-কমিটীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া সরকার উপযুক্ত আলেম ও নেতৃস্থানীয় সদস্য সমবায়ে একটি নূতন কেন্দ্রীয় কমিটী গঠন করিবেন, নয় District Registrarকেই নির্ব্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিবেন। অন্যথায় বাঙ্গলার প্রকৃত আলেম সম্প্রদায়, ক্রমে সামান্য কাজিগিরির অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইয়া যাইবেন।

কৃষকের ভবিষ্যৎ

—:*:—

জমিদার ও সুদখোর মহাযমগণ বঙ্গের রায়ত বা কৃষকবৃন্দের যম-স্বরূপ। একটা কথা আছে; কোনও এক অত্যাচারী দৈত্য ছিল, সে বলিত, "আমি মানুষ পাইলে তাহাদের মাংস খাইব, হাড় খাইব এবং চামড়া দিয়া ডুগডুগী বানাইব।" বঙ্গের জমিদার ও কুসীদ-জীবিদিগের অবস্থাও তদ্রূপ। ইহাদের মধ্যে দয়া মায়া ও মমতার নাম-গন্ধও নাই। তবু জমিদারদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক প্রজা-হিতৈষী সহৃদয়; দয়ালু পুরুষ বিদ্যমান আছেন। কিন্তু সুদখোর মহাযমের মধ্যে দয়া মায়ার অস্তিত্ব বা নাম-গন্ধও নাই। তাহাদের হৃদয় পাষাণ। তাহারা দয়া বা সহানুভূতির কোন ধার ধারে না। ও সকল কোমল বৃত্তি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং তাহারা উত্তমর্ণরূপে অধমর্ণদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়ে। রায়তের শোণিত-শোষক তৃতীয় দল—উকীল, মোখতার প্রভৃতি আইন ব্যবসায়ীর দল এবং তাহাদের টুর্ণী বা দালালগণ। বর্ত্তমান সময়ে মামলা মোকর্দ্দমায় কৃষক বা রায়ত-সম্প্রদায় অধিকতর সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। এরূপ প্রতিবৎসর হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকর্দ্দমা হইতেছে। ইহার ফলে কৃষকের অতি কষ্টার্জ্জিত অর্থের বিপুলাংশ আইন-ব্যবসায়ী এবং তাহাদের সহকারী দালাল মুহুরীদিগের পকেটস্থ হইতেছে। এই জন্য এই লাভজনক ব্যাপারে উকীল মোখ্‌তার, ব্যারিষ্টারের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ৪র্থ শোষক দল—পুলিশ কর্ম্মচারী ও আদালতের আমলা ফয়লা। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় পুলিশের পোয়াবারো। চুরি ডাকাতি, খুন-খারাবী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আত্মহত্যা গুপ্ত-হত্যা প্রভৃতি ব্যাপারে পুলিশের হাত মাঝে মাঝে গরম হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অত্যাচার প্রভৃতিও যথেষ্ট আছে। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশের একজন দারোগা ১০০—১৫০ টাকা, কোন কোন ইন্‌স্পেক্টর ২০০—২৫০ টাকা বেতন পাইয়া মাসিক প্রায় ঐ পরিমাণ সাংসারিক খরচ চালাইয়া ও নওয়াবী ঠাট-বজায় রাখিয়া বিপুল ভূ সম্পত্তি ক্রয় বা সুদের দাদন চালাইতেছেন। ইহা কি রায়তের শোণিত-সম অর্থরাশি লুণ্ঠনের প্রত্যক্ষ ফল নহে? আদালতের আমলা-ফয়লারা হাত পাতিয়াই আছে; ঘুষ-রেশওৎ ও পুরস্কার ইত্যাদি কত কিছুই না দিতে হয়।

কৃষকের অতি কষ্টার্জ্জিত অর্থরাশি এইরূপ নানা শ্রেণীর ভূতের শ্রাদ্ধে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার মাটিতে সোণা ফলে, একথা অতিরঞ্জিত নহে। বাঙ্গালার ধান ও অন্যান্য শস্য—সর্ব্বোপরি পাট একটি প্রধান কৃষি-সম্পদ।—বাঙ্গালা ছাড়া পাট পৃথিবীর কুত্রাপি জন্মে না। কিন্তু পাটের টাকা কৃষকের হাতে খুব কমই থাকে। ইহাতে জমিদারের আকর্ষণ বেশী না থাকিলেও কুসীদ-জীবি অর্থাৎ সুদ খোর মহাযমের শোষণটা বড়ই মারাত্মক। ধান ও পাটের চাষের সময় কৃষকের ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। সুদখোর মহাযম সেই সময় ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারে। টাকার সুদ শতকরা ২৲ হইতে ৬.০ টাকা—এমন কি ১২।০ টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়ায়। অবশ্য কৃষকের জমিগুলি ঋণে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। পাটের ন্যায্য মূল্য কৃষক কখনও পায় না। নিম্ন শ্রেণীর দালাল ও ফড়ে হইতে দেশীয় মহাযম, ব্যাপারী, আড়তদার, যাচনদার, পাটের সাহেব সুবা; খরিদ্দারের ছোট বড় বাবুগণ পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকেরাই রসটুকু শুষিয়া খায়। উপরে বস্তা বন্দীর বড় বড় কল-ওয়ালা, চটকল-ওয়ালা প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর খরিদ্দারগণ এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া পাটের দর নিজেদের হাতে রাখে যে, পাটের মূল্যবৃদ্ধি বা হ্রাস সম্পূর্ণরূপে তাহাদের আয়ত্তাধীন থাকে। যে বৎসর পাটের চাষ বেশী হয়, সে বৎসর তাহারা পাটের দাম এমন কম ধার্য্য করে যে, কৃষকগণ লাভবান হয় না। আবার কলিকাতার বা অন্যত্র পাটের বড় বড় মোকামের দরের অনুপাতে কৃষকগণ পাটের মূল্য পায় না; সুতরাং অনেক সময় তাহাদের খরচ পোষাণই দায় হইয়া থাকে। মহাযমের সুদ যোগাইয়া তাহারা কিছুই লাভ পায় না। মফঃস্বলের ব্যবসায়ীদের নানা হাত ঘুরিয়া রেলি ব্রাদার্স প্রভৃতি বড় বড় খরিদ্দারের হাতে পাট আসিয়া পড়ে; সেই অনুপাতে পাটের মূল্য যদি কৃষক পায়, তবেও কোনওরূপে পোষাইয়া যায়; কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় মোকামে খরচ খরচা বাদ মণ প্রতি ১৲ মূল্য বেশী হইলেই যথেষ্ট, কিন্তু ফ'ড়ে, ব্যাপারী প্রভৃতির হাত ঘুরিয়া ২৲—৩৲ টাকা বেশী হইয়া থাকে। মোটের উপর ১২৲ হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত কৃষক পাটের মূল্য পাইলে কোনমতে পোষায়। কিন্তু এরূপ মূল্য প্রায়ই হয় না। কেবল ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে একবার মাত্র পাট ১৫৲।১৬৲ টাকা হইতে ২৫।২৬৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইয়াছিল, সেইবার কৃষক বেশ লাভবান হয়। সেই লোভে তাহারা পর বৎসর অনেক অধিক পরিমাণে পাটের চাষ করে, কিন্তু পাটের মূল্য সেবার একেবারে কমিয়া যায়। ৭৮৲ টাকা হইতে ১২।১৩৲ টাকার বেশী হয় না। সুতরাং কৃষকগণ সেবার বিষম ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছিল। জমিদার, তালুকদার, সুদখোর মহাযম, মুদী-পাখালী সকলেই পাটের দিকে তাকাইয়া থাকেন। পাটের ব্যবসায়িগণও ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারে। পাওনাদারের তাগাদায় কৃষক তাড়াতাড়ি যে কোনও দরে পাট বিক্রয় করিয়া জমিদারের খাজনা, সুদখোর মহাযমের সুদ ও আসল যতদূর পারে আদায় করিয়া হাঁফ ছাড়ে। মুদী-পাখালী এবং হাওলাত-বরাত প্রাপকেরাও যতদূর সম্ভব আপনাদের পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লয়। পাট বা চাউল কিছুদিন ধরিয়া রাখিতে পারিলে মূল্য কিছু পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কৃষকের অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়া উঠে না। জমিদার, মহাজন প্রভৃতি পাওনাদারের কড়া তাগাদায় তাহারা তাড়াতাড়ি যে কোনও দরে পাট বা ধান-চাউল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। জমিদার, সুদখোর ও অন্যান্য পাওনাদারের 'জুলুমে' তাহা রাখিতে পারেনা। খরিদারগণ অপ্রত্যাশিত সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া, বাজার উঠিলে বিক্রয় করিয়া খুব লাভবান হয়। তা'ছাড়া পাট ধরিয়া রাখিবার পক্ষে বাধা বিঘ্নও বিস্তর। একেত স্থানাভাব কারণ পাট রাখিবার জন্য বেশী জায়গার দরকার; তত জায়গা অর্থাৎ অতিরিক্ত গৃহাদি কয়জন কৃষকের আছে? তারপর আগুনের একটা মস্ত ভয়। কোনও রূপে আগুন লাগিলে আর রক্ষা নাই; পাট ত যাইবেই তৎসঙ্গে অন্যান্য গৃহাদি পুড়িয়া মহা সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত ইঁদুর ও উই পোকা দুই মস্ত শত্রু। ইহারাও পাটের ধ্বংস-সাধন কারী। সুতরাং কৃষকগণ একদিকে পেটের দায়ে, অন্যদিকে দেনার দায়ে আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে পাট বেচিয়া সাবাড় করে। যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে তাহা বিক্রয় শেষ করে। বাজারের কোনও স্থিরতা নাই বলিয়া নানা অসুবিধা সত্বেও পাট ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা থাকিলে কি হইবে, হঠাৎ দর কমিয়া যাইবার আশঙ্কায়ও অনেকে বিক্রয় করিয়া ফেলে। সুতরাং খুব সুলভ মূল্যেই কৃষককে পাট বিক্রয় করিয়া ক্ষতি গ্রস্ত হইতে হয়। পাটের চাষে খরচও অনেক বেশী। জমি খুব পাইট করিতে হয়, পাট নিড়াইতে হয়। ঐ সময় মজুরের মজুরী ৸০ হইতে ১৲—১।০ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। তার উপর দুই বেলা খোরাকীতে অন্ততঃ ।০ আট আনা লাগে! ১৷৷০ দৈনিক মজুর দিয়া কাজ করাইলে খরচার পড়তা কত বেশী পড়িয়া যায়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই উপলব্ধি হয়। পাটের ক্ষেত চাষের সময়, পাট নিড়াইবার সময় ও পাট কাটিয়া, ভিজাইয়া শুকান পর্য্যন্ত ঐরূপ উচ্চ রেটে মজুরী দিতে হয়। তখন কৃষকের দিগ্বিদিক জ্ঞান বা ভবিষ্যৎ চিন্তা থাকে না। কুসীদ-জীবী মহাযমের দ্বারস্থ হইয়া যে কোনও সুদে টাকা ধার লইয়া কার্য্য উদ্ধার করে। পাটের মূল্য স্বরূপ নূতন চক্‌চকে টাকা বা আন্‌কোরা নোটগুলি হাতে পাইলে কৃষক সকল দুঃখ সকল কষ্ট, সকল বিপদ ভুলিয়া যায়। কিন্তু উহা হাতে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারের গোমস্তা-তহশীলদার বা সুদখোর মহাযম কিংবা অন্যান্য পাওনা-দারের হস্তগত হয়। দিয়ে থুয়ে যাহাদের হাতে কিছু টাকা থাকে. শিক্ষার অভাবে মামলা মোকর্দ্দমার তদ্বির কারক দালালদিগের প্ররোচনায় একদিকে মামলা বাজীতে লাগিয়া যায়; অন্যদিকে বিবাহ-শাদী, মৃত লোকদের রুহ শাফাত বাবত খানায় জেয়াফৎ, ছেলেদের খাৎনা, মেয়েদের কাণ ছেদাই বা এই প্রকার অন্যান্য অনুষ্ঠানে টাকাগুলি অল্প দিনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়। তা'ছাড়া পাটের মওসুমে হাটে বাজারে মোরগ-মুর্গী, ইলিশ মাছ বা অন্যান্য ভাল মাছ, ভাল তরকারি, দৈ, ক্ষীর, নানা প্রকার মিঠাই-মণ্ডা উহারা প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করে; মূল্য যতই কেন হউক না—তাহার জন্য কোনও 'পরওয়া' করে না। মেহমান-দারীর ধূম লাগিয়া যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা উহাদের জন্য ঐ সকল জিনিষ কিনিতে পারে না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, এক একজন কৃষক ২।৪টা মোরগ মুর্গী বা ৩.৪টা ইলিশ মাছ বা অন্য বড় মাছ বা মাছের টুকরা হাটের দিন ক্রয় করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা হা করিয়া তাকাইয়া থাকেন। প্রকৃত সদনুষ্ঠানে কৃষকের পাটের টাকা খুব কমই খরচ হয়। ভবিষ্যতের ভাবনা তাহারা আদৌ করে না। এই নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য পরিণামে তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত, পথের ভিখারী বা দেশত্যাগী হইতে হয়। সজ্ঘবদ্ধ ইউরোপীয়ান সওদাগরগণ আপনাদের ইচ্ছামত পাটের বাজার নিয়ন্ত্রিত করেন, সুতরাং পাটের উপযুক্ত দর প্রায় কখনই হয় না। চাউল সম্বন্ধে সে কথা নহে, উহার লভ্যাংশ দেশীয় চাউল ব্যবসায়ীদিগেরই হস্তগত হয়। সেই চাউল ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে মুসলমানের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। শুনা যায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা—বিক্রমপুরের মোহাম্মদ হানিফ ব্যাপারী, দায়েমুদ্দীন ব্যাপারী, নাজের মোহাম্মদ ব্যাপারী, উজীর মোহাম্মদ ব্যাপারী প্রমুখ কতিপয় বড় বড় মুসলমান চাউল ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহাদের বহু সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপারী-নৌকা ছিল, তদ্দ্বারা তাঁহারা জেলা বাকরগঞ্জে নানা স্থান হইতে কলিকাতা বেলিয়াঘাটায় চাউল চালান দিতেন, কিন্তু আজ তাঁহাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। বেলেঘাটায় মুন্সী কলিমুদ্দীন মরহুম প্রমুখ বড় বড় মুসলমান চাউলের আড়তদার ছিলেন, তাঁহাদের বিপুল বিষয় সম্পত্তি ছিল। কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণের হস্তে সে কারবার আর নাই, অনেকেই সামান্য চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন; বাড়ী ঘর ভগ্ন দশাপন্ন, জমি জমা ক্রমশঃ বিক্রিত হইয়া হিন্দুর হস্তগত হইয়া যাইতেছে। কলিকাতার দক্ষিণে মগরাহাটে এখনও কতিপয় চা'উ ব্যবসায়ী আছেন। অন্যান্য কথা পরে বলিব।

"তরুণের সাধনা"

(মওলবী মোঃ শাম্‌সুজ্‌ জোহা)

গত আষাঢ় সংখ্যা 'মাসিক সওগাতে' মওলবী আবুল হোসেন এম, এ বি, এল, সাহেবের তরুণের সাধনা শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছে। প্রবন্ধটার ভেতর ভাববার ও আলোচনা করবার অনেক কিছু আছে। সাধারণ ভাবে আলোচনা না করে একটা বিশেষ দিক থেকে দু'এক কথা আলোচনা করা যাক্। মওলবী সাহেব তাঁর প্রবন্ধের কোন স্থানে উল্লেখ করেছেন—"পক্ষান্তরে মুসলমানকে আরব পারস্য ইরাণ তুরাণ খোরাসানের স্বপ্ন দেখে বেড়ালে চল্‌বে না। তাকে মনে করতে হবে, সে এদেশের মাটী হতে উদ্ভূত এদেশের জলে তার জীবনের উপাদান গঠিত হয়েছে—তার প্রকৃতি এই দেশের প্রকৃতি-জাত। এ দেশকে ভাল না বাসলে সে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে না। সে কথা তাকে ভুলে গেলে চলবে না। তাকেও হিন্দু মুসলমান এই দুটী কথা ভুলে যেতে হবে। হিন্দুর কীর্ত্তিতে হিন্দু যেমন গৌরব অনুভব করে—তাকেও তেম্‌নি গৌরব করতে হবে, এইজন্য যে, সে কীর্ত্তি তারই দেশের মুখোজ্জ্বল করেছে। * * * অধিকার আছে হিন্দুর তেমনি আছে, কেননা সে কীর্ত্তি ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে।" আরব্য পারস্য ইরাণ তুরাণ খোরাসানের দিকে মুসলমান মুখ ফিরিয়ে বসে আছে—মুসলমানের এই Extra-Tarritorialityর দোহাই হিন্দু চিরকাল দিয়ে আস্‌ছে। মওলবী আবুল হোসেন সাহেব হিন্দুর সেই প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন—একথা বল্‌লে বোধ হয় বিশেষ কিছু ভুল বলা হবে না। কিন্তু বিষয়টা কি মওলবী সাহেব একটু অন্য দিক দিয়ে ভেবে দেখেছেন? আরব্য পারস্য ইরাণ তুরাণের স্বপ্ন দেখলেই কি মুসলমানের—অবশ্য ভারতীয় মুসলমানের তাদের জন্মভূমির উপর 'টান' কমে যায়? মুসলমানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের কথা কি মওলবী সাহেব বুঝতে চেষ্টা করেছেন? বর্ত্তমানের হিন্দু-জাতীয়তা ও স্বদেশিকতা হতে যে মুসলমানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ অনেক খানি বিভিন্ন এ কথা যে মওলবী আবুল হোসেন সাহেবের মত শিক্ষিত লোক বুঝে উঠ্‌তে পারেন না তা বিশ্বাস করা শক্ত। ধর্ম্মের দিক দিয়ে মুসলমানকে বিশ্বের আদর্শ পুরুষ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) যে একত্ব-বন্ধনে বেঁধে দিয়ে গিয়েছেন—তার তুলনা কি অন্য কোন জাতিতে বা দেশে পাওয়া যায়? এই কারণেই মুসলমানকে আরব পারস্য কাবুল খোরাসানের দিকে চাইতে হয়। আমি বিশ্ব-মুস্‌লিম সমন্বয় বা প্যান্‌-ইস্‌লামের কথা বল্‌তে চাই নে—"মুসলমান ভাই ভাই" কোরানের এই সহজ সরল বাণীর প্রেরণাতেই যে এক ভাইকে অন্য ভাইয়ের খবরদারি করতে হয়। বিরাট বিশ্বে মুসলমান ছড়িয়ে আছে—ছড়িয়ে থাকলেও তাদের ভেতর অন্তরে যে যোগ রয়েছে তারই জন্য যদি এক দেশের মুসলমান অন্য দেশের মুসলমানের দিকে ফিরে চায় তা হইলেই কি তার নিজের দেশ-প্রেম কমে যায়। যে হিন্দুর সঙ্গে নজীর টেনে আবুল হোসেন সাহেব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন সেই হিন্দুর কথাই দেখা যাক। হিন্দুর জাতীয়তা, দেশ-প্রেম আজ শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। হিন্দু আজ বৃহত্তর ভারত সৃষ্টি করবার জন্য তৎপর। আজ হিন্দু—চীন, জাপান, যবদ্বীপ, কাম্বোদিয়া প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে কল্পিত অকল্পিত বিন্দু মাত্র যোগসূত্র আবিষ্কার করে সম্বন্ধ স্থাপনে তৎপর। তাতে কি হিন্দুর দেশ-প্রীতি কমে যাচ্ছে বলে কোন হিন্দু কোন কথা বলেছেন? আর মুসলমানের যেখানে কি কাল্‌চারের দিক দিয়ে, কি সমাজিক, কি রাজনৈতিক দিক দিয়ে কত যুগ-যুগান্ত হতে অচ্ছেদ্য বিপুল যোগসূত্র রয়েছে সেখানে যদি মুসলমান ফিরে তাকায় (আর সে তাকানই যে নিতান্ত স্বাভাবিক) তা হলে কি মুসলমানকে দোষী করা যায়? বরং মুসলমান যদি তার উল্টো মনোবৃত্তি প্রকাশ করে—আমার মনে হয় সেইটেই অস্বাভাবিক। জন্মভূমিকে ভালবাসবে না! যেখানকার ফলে জলে শ্যামল স্নেহে সে নিত্য বর্দ্ধিত তাকে কিসে না ভালবেসে থাকতে পারে! কিন্তু মুসলমান তার সে দেশ-প্রেমকে সংকীর্ণতার গণ্ডীর ভেতর বেঁধে রাখতে পারে না। এই খানেই তার বৈশিষ্ট। মুস্‌লিমের সঙ্গে তার যে যোগ রয়েছে তা হারিয়ে গেলে তার চিরন্তন রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্টেরই কোন সার্থকতা থাকে না। আলোচনা দীর্ঘ করে লাভ নেই—মওলবী আবুল হাসেন সাহেবকে শুধু সসম্মানে এ বিষয় আগা মঈদুল ইস্‌লামের মতামত সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করতে অনুরোধ করি।

মওলবী আবুল হোসেন সাহেব হিন্দুকে মুসলমানের ও মুসলমানকে হিন্দুর কীর্ত্তিতে গৌরব অনুভব করতে বলেছেন। এইরূপ উপদেশ 'প্রবাসী'র রামানন্দ চাটার্জ্জী মহাশয়ের নিকট হ'তে মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি। জাতীয়তা (?) গঠন করবার পক্ষে যে এরূপ মানসিকতা অনেকখানি সাহায্য করে—সে কথা আমি অস্বীকার করছি না; কিন্তু বাস্তবতার দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে এই উক্তির যে কতটুকু মূল্য দাঁড়ায়, তাই একবার বিশেষ করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন। ভারতে মুসলমান এসেছিল বিজেতা রূপে। হিন্দুর শৌর্য্য, বীর্য্য চূর্ণ করে দিয়ে সে ভারতের বুকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে। হিন্দুরা এই পরাজয় পরাভবের কথা আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারেনি! মুসলমান ভারতে রাজত্ব করে ভারতের ঐশ্বর্য্য-সম্পদ, শিল্প-বৈভব ও কাল্‌চারের দিক দিয়ে অশেষ-বিধ উন্নতি সাধন করা সত্বেও হিন্দু আজ পর্য্যন্ত তাকে বিজেতা বলে ঘৃণা করে আসছে। প্রতাপ সিং, শিবাজী যাঁরাই মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাঁরাই আজ হিন্দুর নিকট পূজ্য মহারাজা রাজ-চক্রবর্ত্তী ইত্যাদি রূপে পরিগণিত হচ্ছেন। দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁরা যে, প্রচেষ্টা করেছেন—তা যতই কেন হীন হক না—হিন্দু আজ তাকেই গৌরবের চোখে দেখছে। এই মানসিকতা নিয়ে মুসলমানের কীর্ত্তিতে গৌরব অনুভব করা কি হিন্দুর পক্ষে সম্ভব। অতীতের নজীর ছেড়েই দিলাম। বর্ত্তমানের কথা ধরা যাক্। আবুল হোসেন সাহেব মুসলমানের বুকও তেমনি স্ফীত হওয়া চাই বলেছেন। এ উক্তিতে হিন্দুর কাছে আবুল হোসেন সাহেব বাহবা পেতে পারেন,—কিন্তু সাধারণ মুসলমানের কাছে এর মূল্য অন্য রকম। বঙ্কিমের প্রশংসায় হিন্দুর বুক স্ফীত হয়ে উঠে—কিন্তু মুসলমানের বুক যে তাতে স্ফীত হয়ে উঠে না এবং কোনো কালে উঠবে না একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। হিন্দুর আজ যে সাধনা চল্‌ছে মুসলমান তাকে অনুসরণ করতে পারে না—তার প্রধান কারণ তা হিন্দুর একটা একান্ত সঙ্কীর্ণতার ভেতর দিয়ে পরিবর্দ্ধিত—অনেক স্থলে মুসলমানের, ইস্‌লামের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমুখী ও বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন। হিন্দুর সাধনা আজ তার বিশিষ্ট হিন্দু-রূপ নিয়েই গড়ে উঠেছে। হিন্দু মুসলমান মিলে যে এক সাধনা করবে—যে সাধনায় দেশের সত্যিকার কল্যাণ নিয়ে আস্‌বে এমন সাধনার পথ হিন্দু দেখাতে পারেনি বা সে চেষ্টা করছেও না। এবিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৪ সনে হিলিতে হিন্দু যুবক সম্মিলনীতে যে বক্তৃতা প্রদান করেন. আবুল হোসেন সাহেবকে হিন্দুর সাধনার প্রকৃত রূপের সঙ্গে অধিকতর পরিচয় করতে—সেই বক্তৃতাটি পাঠ করতে অনুরোধ করি। এখানে ডাঃ চাটার্জ্জীর বক্তৃতা থেকে দু'চার লাইন উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন—"আমার হিন্দু মনোভাব, আমার হিন্দু Culture, আমার পিতৃপুরুষের কৃতিত্বের সঙ্গে, তাঁদের পুণ্য চরিত্রের সঙ্গে আমার যে নাড়ীর টান আছে, তা আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি নে। এ সবের বদলে আমি স্বাধীনতাকে তুচ্ছ মনে করি। * * * ভাইসব, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এরই রক্ষার জন্য"—ইহার উপর টিপ্পনী অনাবশ্যক। ইহাই আধুনিক হিন্দু-মনোবৃত্তি। কিন্তু এজন্য যে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই দোষী সে কথা আমি অবশ্যই বলব। হিন্দু তার অতীত নিজের ক্ষমতাবলে গৌরবময় করে আঁকছে—সে কার্য্যে যদি মুসলমানকে প্রত্যক্ষ হোক, পরোক্ষ হোক হীন করে দেখাবার দরকার হয়, তাহাতেও দ্বিধা করছে না। অন্যদিকে মুসলমান নিজের কীর্ত্তিকে তুলে ধরা দূরের কথা, তার ওপর যে আক্রমণ চলছে তাকেই রক্ষা করবার ক্ষমতা আজ তার বিন্দু মাত্র নেই! এই জন্যই আজ মুসলমানের সব চাইতে সেরা কাজ তার নিজের ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেরান। হিন্দুর যেমন রামমোহন, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ জন্মগ্রহণ করে আজ হিন্দুর সামনে মূর্ত্ত আদর্শের সৃষ্টি করে তাকে অনুপ্রাণিত করে তুলছে, মুসলমানের পেছনের দিকে ফিরে তেমন অনুপ্রেরণা লাভ করবার কেউ নেই। এই জন্যই বলছি, অন্যের সম্পদে বক্ষ স্ফীত হবার পূর্ব্বে নিজেরও সম্পদশালী হয়ে উঠতে হবে, কারণ আত্মপ্রতিষ্ঠা মুস্‌লিমের শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট।

জীবন্ত সমাধি

[মওলবী মোঃ আনিছোর রহমান]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রিয় পাঠক পাঠিকাকে এই গ্রন্থের উল্লিখিত সংসার অর্থে হাদিছের ব্যাখ্যাটির দিকেই লক্ষ্য রাখিতে বলিতেছি। সংসারের ব্যাখ্যায় নানা মুনির নানা মত হইলেও উহাকে কর্ম্ম-জগত বা কর্ম্ম-ভূমি বলিতে বোধহয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না। কেন না কর্ম্মের সহিত যাহার সংশ্রব নাই, তাহা সংসার নামে বাচ্য হইতে পারে না। এই সংসারে মানব-জীবনের সহিত সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, অনুতাপ ইত্যাদি নানাভাব বিজড়িত আছে। জন-সঙ্ঘের নিয়ত গতিবিধি লইয়াই সংসারের অবতারণা। বিশেষ প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যায়, সংসার-রঙ্গ-মঞ্চে মানব যেন অভিনেয় জীব বিশেষ, স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টা ইহার অভিনেতা অথবা ইহা যেন উদ্যান বিশেষ, মানবকুল এই বিশ্বোদ্যানের সম্পদ স্বরূপ। করুণাধার জগৎপাতা মানজীবনের সৌভাগ্য লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মানব মাত্রেই পরিবার বদ্ধ হইয়া বাস করিতে ইচ্ছুক। পরস্পরের সাহায্য-সহানুভূতি-লাভ ও ভালবাসাই ইহার কারণ। এই জগতে নারী ও পুরুষের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সংসার-রঙ্গ-ভূমে স্বামী ও স্ত্রীর প্রেমভাব দর্শন করিলে স্বতঃই মনে হয়, যেন বিশ্ব নিয়ন্তা তাঁহার পবিত্র প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এই বিশ্বাচরিত দাম্পত্য-প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবন-পথে পরিণিতা ভার্য্যা বিশ্বস্ত সহগামিনী। যে সকল নর-নারী পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া দুশ্চরিত্র ও কুলটা সহ অবৈধ প্রণয়ে প্রমত্ত হইয়া স্বীয় বংশের মর্য্যাদা নাশ ও নরকের পথ প্রশস্ত করে, সেই পিশাচ-পিশাচিনী গণের নিকট পুরুষ জাতি স্ত্রী লোকের এবং স্ত্রী জাতি পুরুষের পরস্পরের কণ্ডুয়ন নিবৃত্তির যন্ত্র বিশেষ বলিয়াই বিবেচিত। বহু কুল-সন্তান বার-বিলাসিনিগণের পাপ সংস্পর্শে সমাজে নিন্দনীয় ও উপদংশাদি কঠিন পীড়ায় প্রপীড়িত হইতেছে। অনেক নারী এই জঘন্য চিন্তার বশীভূতা হইয়া দ্বি-চারিণী সাজিয়া নগরে, হাটে, বাজারে পাপ-বাসনা চরিতার্থের আড্ডা খুলিয়া সমাজ ও দেশকে নৈতিক অধঃপাতের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। শুধু যে ইহারা এরূপ ধ্বংস-পথে প্রধাবিত হয় তাহা নহে। তাহাদের জাত সন্তানের মনে ও অঙ্গে ঐ সকল কলুষিত ভাব ও রোগাদি বিসর্পিত হইয়া তাহার বংশের এমন অধঃপাতের পথ প্রস্তুত করে যে, সহস্র উপদেশে বা শত শত মণ ঔষধেও তাহার প্রতিকার করা অসম্ভব হইয়া থাকে। অন্তাশক্তির বিষময় ফল তদীয় বংশধরগণ অযাচিতরূপে বহন করিতে বাধ্য হয়। আক্ষেপ! ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি, যাঁহারা মোটেই সন্তানের ভাবী-জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। যাঁহাদিগকে সন্তানের ভাবী-জীবনের মঙ্গল কামনায় এত বিভোর করে যে, নিজ জীবনে নানা কষ্ট ভোগ করিয়াও তাঁহাদের নিমিত্ত অর্থ ও সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে দেখা যায়। কিন্তু হায়! যে সকল বিষয় স্বীয় বংশধরগণের জীবন-প্রভাতের মূল কারণ, আত্মোন্নতির অবলম্বন, সেই ধর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করতঃ শুক্র-শোণিতকে বিকৃত করিয়া অধুনা আমাদের দেশের নর-নারিগণ যে প্রকার পাপস্রোতে অঙ্গ-ভাসাইয়া ক্রমশঃ নিরয়-সমুদ্রে নীত হইতেছে, তাহা একবারও চিন্তা করিতেছেন না। পিতামাতার মনের সহিত যে সন্তান সন্ততির উন্নতি-অবনতি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত আত্মোন্নতির উপায় চিন্তায় নিরস্ত থাকিয়া যাহারা স্বোপার্জ্জিত গণ্ডা কতক মুদ্রাদ্বারা সন্তানের চির জীবনের কষ্ট তিরোহিত করিতে চাহে, তাহারা নির্ব্বোধ। কর্ত্তিত-মূল বৃক্ষের শিরোদেশে সলিল-সিঞ্চনবৎ উহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও সাধুতা রূপ অক্ষয় ধন-সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে, ফুৎকারে বিলয়-প্রাপ্ত জলে বিম্ব-গঠন সদৃশ কয়েকটি তঙ্কা জমাইলে কি হইবে? কি লজ্জা! কি ঘৃণা! হে সমাজ! এই জঘন্য অভিনয় গুলি দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার কি উপায় নাই?

(ক্রমশঃ)

হজ তদন্ত-কমিটী ও সাক্ষ্য-প্রদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুনরায় প্রশ্ন করা হয় যে, কলিকাতা হইতে জেদ্দা ৪ হাজার মাইল দূর, আর বোম্বাই হইতে প্রায় ৭০০ মাইল দূর; সুতরাং বোম্বাই হইতে যে, ভাড়া লওয়া হয়, কলিকাতা হইতে তাহার শতকরা ৭০ গুণ অধিক ভাড়া হওয়া আবশ্যক, জাহাজ কোম্পানী যদি ঐ অনুপাতে অধিক ভাড়া চার্জ্জ করেন, তবে আপনাদের কি বলিবার আছে?

উত্তরে বলা হয়, জাহাজ কোম্পানী বর্ত্তমানে ডিপোজিট ছাড়া কলিকাতা হইতে ১৪০৲ টাকা ভাড়া লইতেছেন আর বোম্বাই হইতে ১২৫৲ টাকা ভাড়া লইতেছেন, যদি কলিকাতা হইতে এই ভাড়ার চেয়ে অধিক ভাড়া চার্জ্জ করেন তবে, বাঙ্গালী দরিদ্র হাজির উপর জুলুম করা হইবে। যে প্রকার রেলওয়ে ও দেশী ষ্টীমারে ভাড়ার হার নির্দ্দিষ্ট আছে, যখন প্রতি বৎসর এত হজ যাত্রী যাতায়াত করেন, তখন হজ যাত্রীর জন্যও একটা ভাড়া নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যখন বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতায় কয়লা টন প্রতি ১০।১২ টাকা কমে পাওয়া যায়, তখন জাহাজ কোম্পানীর খরচও বোধ হয় কম হইয়া থাকে, একান্ত যদি জাহাজ কোম্পানী অতিরিক্ত ভাড়া নির্দ্ধারণ করেন, সে ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা একান্ত কর্ত্তব্য হইবে।

প্রশ্নের উত্তরে মওলানা আহমদআলি এনায়েতপুরী ছাহেব বলেন যে,—তাঁহারা স্পেশাল ট্রেণে বোম্বাই গিয়া দেখিয়াছেন বিলাসপুর ও নাগপুর প্রভৃতি ষ্টেশনে যে খাদ্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নিতান্ত না মোয়াফেক ছিল, তাহা খাইয়া তাঁহার নিজের ও অনেক হাজির আমাশয় পীড়া হইয়াছিল, আর ঐরূপ স্পেশাল ট্রেণে হাজি বোম্বাই লইতে হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ট্রেনিং দিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িয়া জেদ্দা পৌছিতে বোম্বাই বা করাচী অপেক্ষা ৭৮ দিন বেশী সময় লাগে। দেখা গিয়াছে যে, ফিরিবার সময় হাজিগণ প্রধানতঃ আবহাওয়ার দরুণ জেদ্দা হইতে কলিকাতায় আসিতে অনিচ্ছুক। যদি আপনি মনে করেন যে, কলিকাতা বন্দর হইতে হজ যাত্রীদিগকে যাত্রা করিতে উৎসাহিত করা উচিত, তবে যাত্রীদের ফিরিয়া আসিবার সময় ইহা বন্ধ করিতে চাহেন কি না?

উত্তর—আমাদের বিবেচনায় ইহা ঠিক নয় যে, কলিকাতা হইতে জেদ্দা যাইতে বোম্বাই বা করাচি হইতে ৭।৮ দিন অধিক সময় লাগে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সার্ভিস্তান জাহাজ কলিকাতা হইতে ১৬ দিনে জেদ্দা গিয়াছিল এবং আকবর জাহাজ বোম্বাই হইতে জেদ্দা পৌছিতে চৌদ্দ দিন সময় লইয়াছিল, সুতরাং তিন চার দিন অধিক সময় আবশ্যক হইতে পারে। প্রত্যাগমনকারী যাত্রিগণ জেদ্দা হইতে কলিকাতাগামী জাহাজ না পাইয়া বাধ্য হইয়া করাচী বা বোম্বাইগামী জাহাজে আগমন করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—সাধারণতঃ হজযাত্রীর জাহাজে এক হাজার যাত্রী ধরে এবং জাহাজ কোম্পানীরা প্রায় পূর্ণসংখ্যক যাত্রী না পাইলে জাহাজ ছাড়িতে অনিচ্ছুক দেখা যায়। যাহাতে কলিকাতা হইতে পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী পাওয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিবার কোন উপায় আছে কি?

উত্তর—যদি জাহাজ কোম্পানী সকল শাবান মাস হইতে কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িবার বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেন এবং ভারতের লোকদিগকে জানাইয়া দেন এবং তদ্বিষয়ে প্রচার কার্য্য পরিচালনা করেন এবং ভাড়াও যদি রেলওয়ে ভাড়া সমেত বোম্বাই হইতে জেদ্দায় যে ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে, তদপেক্ষা অধিক না হয়, তবে পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী যাইতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না।

প্রশ্ন—ইহা কি সত্য যে হজ যাত্রীর জাহাজে দীর্ঘ যাত্রা হেতু বিশেষ অবস্থার দরুণ সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব হয়, অথবা অন্ততঃপক্ষে উহা অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে?

উত্তর—আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

প্রশ্ন—যে সমস্ত হজ যাত্রী কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন, তাঁহাদের জন্য জায়গা ও ডাক্তারী পরীক্ষার যে বন্দোবস্ত আছে তাহা কি পর্য্যাপ্ত?

উত্তর—মোটের উপর ডাক্তারী পরীক্ষা অসন্তোষ জনক নহে, কিন্তু থাকিবার স্থান নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত।

কলিকাতা বন্দর হইতে হজ যাত্রীর গমন বন্ধ করিয়া দিলে বাংলা ও আসাম প্রদেশের হাজিদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করা হইবে।

ফটো তোলা এছলামে অনুমোদিত নহে, সুতরাং হজ যাত্রিদিগের পাস পোর্টে কখনই ফটো থাকা কর্ত্তব্য নহে।

যদি গভর্ণমেণ্ট হজ কমিটিকে অধিকতর কার্য্য করী করিতে বাসনা করেন, তবে অধিকতর কার্য্য সম্পাদনেচ্ছু লোকদিগের মধ্য হইতে প্রাদেশিক জেলা ও মহকুমা হজ কমিটীতে লোক লইতে হইবে।

হজ কমিটী নির্ব্বাচন প্রথায় হইলেই ভাল হয়, তবে পুলিস কমিশনার, হেলথ অফিসার ও হাজিদিগের রক্ষক এই কমিটীতে মনোনীত ব্যক্তি হইবেন এবং গবর্ণমেণ্টের যে মেম্বরের হস্তে হজের কার্য্য থাকে তিনি এই কমিটির সভাপতি হইবেন।

মহিলা হজ যাত্রীর পর্য্যবেক্ষণ জন্য মহিলা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রত্যেক বৎসর শাবান মাসে প্রধান প্রধান হজ কমিটির মেম্বরদিগকে লইয়া সভা আহ্বান করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

সমুদ্র-পথে, জাহাজে, হজ যাত্রীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক জাহাজে আবশ্যক মত একজন বা দুইজন নন্-অফিশিয়েল ভদ্র লোক যাওয়া আবশ্যক। প্রাদেশিক হজ কমিটী তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিবেন, এবং হাজিদিগের মাতৃভাষা বুঝেন, তদ্রূপ লোক নির্ব্বাচিত হইবেন।

ভাড়া নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক, কিন্তু আবশ্যক মত তাহা কম হইতে পারিবে, কখনই বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

আমাদের মতে রিটার্ণ টিকিটের নিয়ম হওয়া কখনই উচিত নহে, তবে যে সকল যাত্রী মক্কা শরীফে তিন বৎসর থাকিবার নিমিত্ত ঘোষণা দিয়া যাইয়া থাকেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর হাজিদিগের নিকট হইতে আসিবার ভাড়া জমা লইবার নিয়ম কম্‌পলসারী করা আবশ্যক।

বঙ্গীয় হাজিদিগের জন্য হাজি জাহাজে হোটেল প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইলে ভাল হয়, তবে যাঁহারা খাদ্য স্বহস্তে পাকাইতে চান, তাঁহাদিগকে সে সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রত্যাবর্ত্তন কালেও ঐ প্রকার হোটেল থাকা আবশ্যক।

যে সকল ভারী মাল জাহাজে ব্যবহৃত হইবে না তাহা গুদামে রাখা মন্দ নয়।

জাহাজে হাজিদিগের জন্য যে স্থান দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধে সম্ভবতঃ ১৯৩ ধারা প্রাতপালিত হয় না।

যে সকল হাজি নিম্ন ডেকে থাকেন, তাঁহাদিগের উপর ডেকে হাওয়া খাইবার নিমিত্ত স্থান রাখা আবশ্যক। ঐ স্থানে নামাজ পাড়ারও ব্যবস্থা হইতে পারে।

রেলওয়ে ও যাত্রী-বাহী ষ্টীমারে যে প্রকার দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালক বালিকার অর্দ্ধ ভাড়া লইবার ও তিন বৎসরের ন্যূন বালক বালিকার ভাড়া না লইবার নিয়ম আছে, হজ যাত্রার জাহাজেও সেই নিয়ম প্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যাত্রীদিগের টিকেট চুরি বা নষ্ট হইয়া গেলে ডুপ্লিকেট টিকট প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

না-দাবী টাকা ফেরৎ দিবার যে বিধান আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, উহার সহিত শাস্তি বিষয়ক বিধান (penalty clause) সংযোজিত হওয়া আবশ্যক।

যাহাদিগকে জাহাজে আরোহণ করিতে দেওয়া না হয় বা যাহাদিগকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হয় তাহাদের টাকার উপর শতকরা ১০৲ হিসাবে না কাটিয়া শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা হারে বাদ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু যখন কোন হাজি বিশেষ কোন কারণে জাহাজে আরোহণ করিতে অপারগ হন, তখন তাঁহার সমুদয় টাকাই ফেরৎ দেওয়া কর্ত্তব্য।

টিকেটের পৃষ্ঠে যে নিয়মাবলী লেখা থাকে, বাঙ্গালী হাজীদিগের জন্য তাহা বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হওয়া আবশ্যক।

মহিলা হজ যাত্রীদিগের পরিদর্শন জন্য বঙ্গভাষা-ভাষা উপযুক্ত ধাত্রী বা পরিচারিকা (nurse) নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং যদি উহা সম্ভবপর হয়, তবে ঐ ধাত্রী ও পরিচারিকা মোছলমান হওয়া আবশ্যক।

আমানাত টাকা হইতে উৎপন্ন বা অন্য কোনও প্রকারে হাজিদিগের উপকারের নিমিত্ত যদি কোনও তহবিল গঠিত হয়, তাহা প্রাদেশিক হজ কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা আবশ্যক।

বোম্বাই ও করাচীতে যাত্রীদিগের ডাক্তারী পরীক্ষার ও জাহাজ হইতে উঠিবার ও নামিবার যে বিধান আছে, তাহা আমাদের বিবেচনায় সন্তোষ-জনক নহে।

বর্ত্তমানে যেভাবে টিকিট দেওয়া হয়, তাহাতে হাজীদিগের বিশেষ কষ্ট হয়। জাহাজ কোম্পানীর কর্ত্তব্য যে অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত করতঃ যাহাতে হাজিরা সহজে টিকিট পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। টিকিট ঘর মোছাফেরখানার সঙ্গে হওয়া আবশ্যক।

হজ যাত্রিদিগের ভারী মাল জাহাজে উঠাইবার যে উপায় আছে, তদপেক্ষা আরও উন্নত ধরণের হওয়া আবশ্যক এবং উহা ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে উঠান আবশ্যক।

যাহাতে হাজীদিগকে দীর্ঘকাল ঘাটে অবস্থান করিতে না হয়, তাহার উপায় হওয়া আবশ্যক।

হজ যাত্রীদিগকে বিদায় করিবার নিমিত্ত জাহাজের উপরে উঠিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পাশ দেওয়া আবশ্যক, এই পাশ দিবার কার্য্য হজ কমিটীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা আবশ্যক। প্রতি পাশে এক টাকার অধিক চার্জ্জ করা কর্ত্তব্য নহে।

পাশপোর্ট দিবার আফিস মোছাফের খানার নিকট স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

যাত্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত জাহাজ কোম্পানী যে দালাল নিযুক্ত করেন, সেই প্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক।

মোয়াল্লেম ও মোয়াল্লেমের প্রতিনিধিগণের জন্য লাইসেন্স হওয়া আবশ্যক। বঙ্গীয় হাজীদিগের যাহাতে কলিকাতা পোর্ট হইতে লইয়া যায়, তাহার শর্ত্ত ঐ লাইসেন্সে থাকা আবশ্যক।

জাহাজে হাজীদিগকে যে পানীয় জল প্রদত্ত হয় তাহা নিতান্তই অনুপযুক্ত; কম পক্ষে তিন টিন 'পানি' প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক।

জাহাজের উপর যে রন্ধনশালা ও গোছলখানা আছে। তাহার আরও বিস্তৃতি একান্ত আবশ্যক, চুলার সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া উচিত; পায়খানার সম্মুখে পরদা থাকা আবশ্যক।

জাহাজের হাঁসপাতালের উন্নতি হওয়া আবশ্যক, ডাক্তারের দিনে দুইবার রোগী দেখিবার ব্যবস্থা হওয়া ও জরুরী ঘটনায় তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের সাহায্য আবশ্যক।

কম পক্ষে জন প্রতি ৫৫০৲ টাকা হজ-খরচ হওয়া আবশ্যক। হজ-গমনেচ্ছু মোছলমানদিগের মধ্যে যে উপায়ে সংবাদ প্রচার করা হয়, তাহা উপযুক্ত নহে।

প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, পাসপোর্ট গ্রহণ কালে হাজীদিগের টাকা ডিপোজিট দিয়া জেদ্দা, মক্কা ও মদীনায় ফেরৎ পাওয়ার কথা প্রবর্ত্তিত হইলে হাজিদিগের কোনই সুবিধা হইবে না; কারণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা লওয়া অত্যন্ত শক্ত। —রিপোর্টার।

মুল্‌কী

প্রেসিডেণ্ট অভিযুক্ত
ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড

গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণের অভিযোগে টাঙ্গাইল মহকুমার পাথালী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট আনন্দ চরণ চক্রবর্ত্তী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৮৪ ধারা অনুসারে টাঙ্গাইলের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কে, কে, ঘোষের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ তাঁহার বিরুদ্ধে আরও তিনটী মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করা হইয়াছে।

আসামে মন্ত্রী নিয়োগ
একজন হিন্দু একজন মুসলমান

আসামের ২৮শে জুলাইয়ের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, আসামের গবর্ণর মওলবী আবুল হামিদ সাহেব এবং রায় বাহাদুর কনকলাল বড়োয়াকে ডাকিয়া পাঠান। শুনা যাইতেছে, তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং শীঘ্রই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। মওঃ আবদুল হামিদ সাহেব বিগত কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। রায় বাহাদুর ১০২৮ সাল পর্য্যন্ত আসামের কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন। অতঃপর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

মুস্‌লিম স্বাদেশিক-দল
প্রয়াগে মোড়ল নির্ব্বাচন

এলাহাবাদের ২৮শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ নিখিল-ভারত-মুস্লিম (?) স্বাদেশিক-দলের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-বর্দ্ধনের নিমিত্ত ও স্বাদেশিক আন্দোলনের সাহায্যকল্পে মুস্লিম-স্বাদেশিক-দল যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিবেন। এইদলের প্রধান কার্য্যালয় দিল্লীতে থাকিবে। মওঃ আবুল কালাম আজাদ এই দলের সভাপতি, ডাঃ আনসারী কোষাধ্যক্ষ এবং মিঃ টি, শেরওয়ানী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ বসিত এবং আরিফ্ হাসবী যুক্ত সম্পাদক এবং মওঃ মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ, মিঃ মুজীবর রহমান ডাক্তার আলম, মেসাস খালিকুজ্জমান, আব্দুল কাদির, আবদুল্লা ব্রেলভী, আসফ আলী, রফী আহমদ কিদওয়াই, আব্দুল বারি এবং শাহ্ জুবেইর সদস্য হইয়াছেন। মিঃ আব্দুল কাদের, ডাক্তার আলম, মিঃ বরকত আলী এবং ডাক্তার কিচলু পাঞ্জাবে, মেসাস মুজিবর রহমান, শামসুদ্দিন এবং মওঃ মোঃ আক্রাম খাঁ বঙ্গদেশে এবং মিঃ ব্রেলভী, এবং মিঃ ইউসুফ মেহের আলী বোম্বাই ও সিন্ধুদেশে দলের সংগঠন-কর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অসহায়া বৃদ্ধাকে হত্যা
ভ্রাতা-ভগ্নী অভিযুক্ত

অনিল মোহন রায় ও তদীয় ভগ্নী কালীদাসী এবং কার্ত্তিক চন্দ্র পুরকায়স্থ আমতা থানার ঝিকরা নামক স্থানের কুড়ুনী দাসী নাম্নী এক বৃদ্ধাকে খুন করিবার ও মৃতদেহ গোপন করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এই যে, মৃত স্ত্রীলোকটী একাই বাস করিত; সে গহনা পত্র বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিত। আসামী কালীদাসী উক্ত বৃদ্ধাকে ধর্ম্ম-মা বলিয়া থাকিত। গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে মৃতাকে অনিলের বাড়ী নিমন্ত্রন করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, কালিদাসীও ঐ বাড়ীতে ছিল এবং 'রসবড়া' তৈয়ারী করার সাহায্য করিতেছিল। মৃতাকে অনিলের বাড়ী ঢোকার পর আর দেখা যায় নাই। পরদিন আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। আসামীদের মধ্যে একজন থানায় খবর দেয়। পুলিশ তদন্ত প্রসঙ্গে একটী পুকুরের মধ্য হইতে একটী চটে জড়ান ট্রাঙ্ক পায়। ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যে বৃদ্ধার মৃতদেহ ছিল। অন্য একটী পুকুরের মধ্যে আর একটি ট্রাঙ্কে বৃদ্ধার মূল্যবান জিনিষ পত্রাদি পাওয়া যায়। কালিদাসীর ছোট ছেলের কথা মত পুলিশ অনিলের বাড়ীর এক পুকুরের মধ্য হইতে একখানা 'কাতান' নামক ধারাল অস্ত্র পায়। হাওড়ার অতিরিক্ত ২য় সেশন জজের এজলাসে এই মামলার শুনানী চলিতেছে।

জীবন্ত সমাধি

[মওলবী মোঃ আনিছোর রহমান]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রিয় পাঠক পাঠিকাকে এই গ্রন্থের উল্লিখিত সংসার অর্থে হাদিছের ব্যাখ্যাটির দিকেই লক্ষ্য রাখিতে বলিতেছি। সংসারের ব্যাখ্যায় নানা মুনির নানা মত হইলেও উহাকে কর্ম্ম-জগত বা কর্ম্ম-ভূমি বলিতে বোধহয় কাহারও আপত্তি থাকিবে না। কেন না কর্ম্মের সহিত যাহার সংশ্রব নাই, তাহা সংসার নামে বাচ্য হইতে পারে না। এই সংসারে মানব-জীবনের সহিত সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, অনুতাপ ইত্যাদি নানাভাব বিজড়িত আছে। জন-সঙ্ঘের নিয়ত গতিবিধি লইয়াই সংসারের অবতারণা। বিশেষ প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারা যায়, সংসার-রঙ্গ-মঞ্চে মানব যেন অভিনেয় জীব বিশেষ, স্বয়ং বিশ্ব-স্রষ্টা ইহার অভিনেতা অথবা ইহা যেন উদ্যান বিশেষ, মানবকুল এই বিশ্বোদ্যানের সম্পদ স্বরূপ। করুণাধার জগৎপাতা মানজীবনের সৌভাগ্য লাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মানব মাত্রেই পরিবার বদ্ধ হইয়া বাস করিতে ইচ্ছুক। পরস্পরের সাহায্য-সহানুভূতি-লাভ ও ভালবাসাই ইহার কারণ। এই জগতে নারী ও পুরুষের অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সংসার-রঙ্গ-ভূমে স্বামী ও স্ত্রীর প্রেমভাব দর্শন করিলে স্বতঃই মনে হয়, যেন বিশ্ব নিয়ন্তা তাঁহার পবিত্র প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এই বিশ্বাচরিত দাম্পত্য-প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবন-পথে পরিণিতা ভার্য্যা বিশ্বস্ত সহগামিনী। যে সকল নর-নারী পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া দুশ্চরিত্র ও কুলটা সহ অবৈধ প্রণয়ে প্রমত্ত হইয়া স্বীয় বংশের মর্য্যাদা নাশ ও নরকের পথ প্রশস্ত করে, সেই পিশাচ-পিশাচিনী গণের নিকট পুরুষ জাতি স্ত্রী লোকের এবং স্ত্রী জাতি পুরুষের পরস্পরের কণ্ডুয়ন নিবৃত্তির যন্ত্র বিশেষ বলিয়াই বিবেচিত। বহু কুল-সন্তান বার-বিলাসিনিগণের পাপ সংস্পর্শে সমাজে নিন্দনীয় ও উপদংশাদি কঠিন পীড়ায় প্রপীড়িত হইতেছে। অনেক নারী এই জঘন্য চিন্তার বশীভূতা হইয়া দ্বি-চারিণী সাজিয়া নগরে, হাটে, বাজারে পাপ-বাসনা চরিতার্থের আড্ডা খুলিয়া সমাজ ও দেশকে নৈতিক অধঃপাতের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সুধু যে ইহারা এরূপ ধ্বংস-পথে প্রধাবিত হয় তাহা নহে। তাহাদের জাত সন্তানের মনে ও অঙ্গে ঐ সকল কলুষিত ভাব ও রোগাদি বিসর্পিত হইয়া তাহার বংশের এমন অধঃপাতের পথ প্রস্তুত করে যে, সহস্র উপদেশে বা শত শত মণ ঔষধেও তাহার প্রতিকার করা অসম্ভব হইয়া থাকে। অশ্লাশক্তির বিষময় ফল তদীয় বংশধরগণ অযাচিতরূপে বহন করিতে বাধ্য হয়। আক্ষেপ! ঐ সকল ব্যক্তির প্রতি, যাঁহারা মোটেই সন্তানের ভাবী-জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। যাঁহাদিগকে সন্তানের ভাবী-জীবনের মঙ্গল কামনায় এত বিভোর করে যে, নিজ জীবনে নানা কষ্ট ভোগ করিয়াও তাঁহাদের নিমিত্ত অর্থ ও সম্পত্তি সঞ্চয় করিতে দেখা যায়। কিন্তু হায়! যে সকল বিষয় স্বীয় বংশধরগণের জীবন-প্রভাতের মূল কারণ, আত্মোন্নতির অবলম্বন, সেই ধর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করতঃ শুক্র-শোণিতকে বিকৃত করিয়া অধুনা আমাদের দেশের নর-নারিগণ যে প্রকার পাপস্রোতে অঙ্গ-ভাসাইয়া ক্রমশঃ নিরয়-সমুদ্রে নীত হইতেছে, তাহা একবারও চিন্তা করিতেছেন না। পিতামাতার মনের সহিত যে সন্তান সন্ততির উন্নতি-অবনতি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত আত্মোন্নতির উপায় চিন্তায় নিরস্ত থাকিয়া যাহারা স্বোপার্জ্জিত গণ্ডা কতক মুদ্রাদ্বারা সন্তানের চির জীবনের কষ্ট তিরোহিত করিতে চাহে, তাহারা নির্ব্বোধ। কর্ত্তিত-মূল বৃক্ষের শিরোদেশে সলিল-সিঞ্চনবৎ উহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও সাধুতা রূপ অক্ষয় ধন-সঞ্চয়ের পরিবর্ত্তে, ফুৎকারে বিলয়-প্রাপ্ত, জলে বিম্ব-গঠন সদৃশ কয়েকটি তঙ্কা জমাইলে কি হইবে? কি লজ্জা! কি ঘৃণা! হে সমাজ! এই জঘন্য অভিনয় গুলি দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার কি উপায় নাই?

(ক্রমশঃ)

হজ তদন্ত-কমিটী

ও সাক্ষ্য-প্রদান

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুনরায় প্রশ্ন করা হয় যে, কলিকাতা হইতে জেদ্দা ৪ হাজার মাইল দূর, আর বোম্বাই হইতে প্রায় ৭০০ মাইল দূর; সুতরাং বোম্বাই হইতে যে, ভাড়া লওয়া হয়, কলিকাতা হইতে তাহার শতকরা ৭০ গুণ অধিক ভাড়া হওয়া আবশ্যক, জাহাজ কোম্পানী যদি ঐ অনুপাতে অধিক ভাড়া চার্জ্জ করেন, তবে আপনাদের কি বলিবার আছে?

উত্তরে বলা হয়, জাহাজ কোম্পানী বর্ত্তমানে ডিপোজিট ছাড়া কলিকাতা হইতে ১৪০৲ টাকা ভাড়া লইতেছেন আর বোম্বাই হইতে ১২৫৲ টাকা ভাড়া লইতেছেন, যদি কলিকাতা হইতে এই ভাড়ার চেয়ে অধিক ভাড়া চার্জ্জ করেন তবে, বাঙ্গালী দরিদ্র হাজির উপর জুলুম করা হইবে। যে প্রকার রেলওয়ে ও দেশী ষ্টীমারে ভাড়ার হার নির্দ্দিষ্ট আছে, যখন প্রতি বৎসর এত হজ যাত্রী যাতায়াত করেন, তখন হজ যাত্রীর জন্যও একটা ভাড়া নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যখন বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতায় কয়লা টন প্রতি ১০।১২ টাকা কমে পাওয়া যায়, তখন জাহাজ কোম্পানীর খরচও বোধ হয় কম হইয়া থাকে, একান্ত যদি জাহাজ কোম্পানী অতিরিক্ত ভাড়া নির্দ্ধারণ করেন, সে ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা একান্ত কর্ত্তব্য হইবে।

প্রশ্নের উত্তরে মওলানা আহমদআলি এনায়েতপুরী ছাহেব বলেন যে,—তাঁহারা স্পেশাল ট্রেণে বোম্বাই গিয়া দেখিয়াছেন বিলাসপুর ও নাগপুর প্রভৃতি ষ্টেশনে যে খাদ্য পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নিতান্ত না মোয়াফেক ছিল, তাহা খাইয়া তাঁহার নিজের ও অনেক হাজির আমাশয় পীড়া হইয়াছিল, আর ঐরূপ স্পেশাল ট্রেণে হাজি বোম্বাই লইতে হইলেও কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ট্রেনিং দিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িয়া জেদ্দা পৌছিতে বোম্বাই বা করাচী অপেক্ষা ৭৮ দিন বেশী সময় লাগে। দেখা গিয়াছে যে, ফিরিবার সময় হাজিগণ প্রধানতঃ আবহাওয়ার দরুণ জেদ্দা হইতে কলিকাতায় আসিতে অনিচ্ছুক। যদি আপনি মনে করেন যে, কলিকাতা বন্দর হইতে হজ যাত্রীদিগকে যাত্রা করিতে উৎসাহিত করা উচিত, তবে যাত্রীদের ফিরিয়া আসিবার সময় ইহা বন্ধ করিতে চাহেন কি না?

উত্তর—আমাদের বিবেচনায় ইহা ঠিক নয় যে, কলিকাতা হইতে জেদ্দা যাইতে বোম্বাই বা করাচি হইতে ৭।৮ দিন অধিক সময় লাগে। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সার্ভিস্তান জাহাজ কলিকাতা হইতে ১৬ দিনে জেদ্দা গিয়াছিল এবং আকবর জাহাজ বোম্বাই হইতে জেদ্দা পৌছিতে চৌদ্দ দিন সময় লইয়াছিল, সুতরাং তিন চার দিন অধিক সময় আবশ্যক হইতে পারে। প্রত্যাগমনকারী যাত্রিগণ জেদ্দা হইতে কলিকাতাগামী জাহাজ না পাইয়া বাধ্য হইয়া করাচী বা বোম্বাইগামী জাহাজে আগমন করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন—সাধারণতঃ হজযাত্রীর জাহাজে এক হাজার যাত্রী ধরে এবং জাহাজ কোম্পানীরা প্রায় পূর্ণসংখ্যক যাত্রী না পাইলে জাহাজ ছাড়িতে অনিচ্ছুক দেখা যায়। যাহাতে কলিকাতা হইতে পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী পাওয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত করিবার কোন উপায় আছে কি?

উত্তর—যদি জাহাজ কোম্পানী সকল শাবান মাস হইতে কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়িবার বিষয়ে বিজ্ঞাপন দেন এবং ভারতের লোকদিগকে জানাইয়া দেন এবং তদ্বিষয়ে প্রচার কার্য্য পরিচালনা করেন এবং ভাড়াও যদি রেলওয়ে ভাড়া সমেত বোম্বাই হইতে জেদ্দায় যে ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে, তদপেক্ষা অধিক না হয়, তবে পূর্ণ সংখ্যক যাত্রী যাইতে বেশী বেগ পাইতে হইবে না।

প্রশ্ন—ইহা কি সত্য যে হজ যাত্রীর জাহাজে দীর্ঘ যাত্রা হেতু বিশেষ অবস্থার দরুণ সংক্রামক পীড়ার আবির্ভাব হয়, অথবা অন্ততঃপক্ষে উহা অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে?

উত্তর—আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

প্রশ্ন—যে সমস্ত হজ যাত্রী কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন, তাঁহাদের জন্য জায়গা ও ডাক্তারী পরীক্ষার যে বন্দোবস্ত আছে তাহা কি পর্য্যাপ্ত?

উত্তর—মোটের উপর ডাক্তারী পরীক্ষা অসন্তোষ জনক নহে, কিন্তু থাকিবার স্থান নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত।

কলিকাতা বন্দর হইতে হজ যাত্রীর গমন বন্ধ করিয়া দিলে বাংলা ও আসাম প্রদেশের হাজিদিগের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করা হইবে।

ফটো তোলা এছলামে অনুমোদিত নহে, সুতরাং হজ যাত্রিদিগের পাস পোর্টে কখনই ফটো থাকা কর্ত্তব্য নহে।

যদি গভর্ণমেণ্ট হজ কমিটিকে অধিকতর কার্য্য করী করিতে বাসনা করেন, তবে অধিকতর কার্য্য সম্পাদনেচ্ছু লোকদিগের মধ্য হইতে প্রাদেশিক জেলা ও মহকুমা হজ কমিটীতে লোক লইতে হইবে।

হজ কমিটী নির্ব্বাচন প্রথায় হইলেই ভাল হয়, তবে পুলিস কমিশনার, হেলথ অফিসার ও হাজিদিগের রক্ষক এই কমিটীতে মনোনীত ব্যক্তি হইবেন এবং গবর্ণমেণ্টের যে মেম্বরের হস্তে হজের কার্য্য থাকে তিনি এই কমিটির সভাপতি হইবেন।

মহিলা হজ যাত্রীর পর্য্যবেক্ষণ জন্য মহিলা কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক।

প্রত্যেক বৎসর শাবান মাসে প্রধান প্রধান হজ কমিটির মেম্বরদিগকে লইয়া সভা আহ্বান করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

সমুদ্র-পথে, জাহাজে, হজ যাত্রীদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক জাহাজে আবশ্যক মত একজন বা দুইজন নন্‌-অফিশিয়েল ভদ্র লোক যাওয়া আবশ্যক। প্রাদেশিক হজ কমিটী তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিবেন, এবং হাজিদিগের মাতৃভাষা বুঝেন, তদ্রূপ লোক নির্ব্বাচিত হইবেন।

ভাড়া নির্দ্দিষ্ট থাকা আবশ্যক, কিন্তু আবশ্যক মত তাহা কম হইতে পারিবে, কখনই বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।

আমাদের মতে রিটার্ণ টিকিটের নিয়ম হওয়া কখনই উচিত নহে, তবে যে সকল যাত্রী মক্কা শরীফে তিন বৎসর থাকিবার নিমিত্ত ঘোষণা দিয়া যাইয়া থাকেন, তাঁহারা ব্যতীত অপর হাজিদিগের নিকট হইতে আসিবার ভাড়া জমা লইবার নিয়ম কম্‌পলসারী করা আবশ্যক।

বঙ্গীয় হাজিদিগের জন্য হাজি জাহাজে হোটেল প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইলে ভাল হয়, তবে যাঁহারা খাদ্য স্বহস্তে পাকাইতে চান, তাঁহাদিগকে সে সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য।

প্রত্যাবর্ত্তন কালেও ঐ প্রকার হোটেল থাকা আবশ্যক।

যে সকল ভারী মাল জাহাজে ব্যবহৃত হইবে না তাহা গুদামে রাখা মন্দ নয়।

জাহাজে হাজিদিগের জন্য যে স্থান দেওয়া হয়, তৎসম্বন্ধে সম্ভবতঃ ১৯৩ ধারা প্রতিপালিত হয় না।

যে সকল হাজি নিম্ন ডেকে থাকেন, তাঁহাদিগের উপর ডেকে হাওয়া খাইবার নিমিত্ত স্থান রাখা আবশ্যক। ঐ স্থানে নামাজ পাড়ারও ব্যবস্থা হইতে পারে।

রেলওয়ে ও যাত্রী-বাহী ষ্টীমারে যে প্রকার দ্বাদশ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালক বালিকার অর্দ্ধ ভাড়া লইবার ও তিন বৎসরের ন্যূন বালক বালিকার ভাড়া না লইবার নিয়ম আছে, হজ যাত্রার জাহাজেও সেই নিয়ম প্রচলিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

যাত্রীদিগের টিকেট চুরি বা নষ্ট হইয়া গেলে ডুপ্লিকেট টিকট প্রদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

না-দাবী টাকা ফেরৎ দিবার যে বিধান আছে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, উহার সহিত শাস্তি বিষয়ক বিধান (penalty clause) সংযোজিত হওয়া আবশ্যক।

যাহাদিগকে জাহাজে আরোহণ করিতে দেওয়া না হয় বা যাহাদিগকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হয় তাহাদের টাকার উপর শতকরা ১০৲ হিসাবে না কাটিয়া শতকরা ৫৲ পাঁচ টাকা হারে বাদ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু যখন কোন হাজি বিশেষ কোন কারণে জাহাজে আরোহণ করিতে অপারগ হন, তখন তাঁহার সমুদয় টাকাই ফেরৎ দেওয়া কর্ত্তব্য।

টিকেটের পৃষ্ঠে যে নিয়মাবলী লেখা থাকে, বাঙ্গালী হাজীদিগের জন্য তাহা বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হওয়া আবশ্যক।

মহিলা হজ যাত্রীদিগের পরিদর্শন জন্য বঙ্গভাষা-ভাষা উপযুক্ত ধাত্রী বা পরিচারিকা (nurse) নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক এবং যদি উহা সম্ভবপর হয়, তবে ঐ ধাত্রী ও পরিচারিকা মোছলমান হওয়া আবশ্যক।

আমানাত টাকা হইতে উৎপন্ন বা অন্য কোনও প্রকারে হাজিদিগের উপকারের নিমিত্ত যদি কোনও তহবিল গঠিত হয়, তাহা প্রাদেশিক হজ কমিটির কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা আবশ্যক।

বোম্বাই ও করাচীতে যাত্রীদিগের ডাক্তারী পরীক্ষার ও জাহাজ হইতে উঠিবার ও নামিবার যে বিধান আছে, তাহা আমাদের বিবেচনায় সন্তোষ-জনক নহে।

বর্ত্তমানে যেভাবে টিকিট দেওয়া হয়, তাহাতে হাজীদিগের বিশেষ কষ্ট হয়। জাহাজ কোম্পানীর কর্ত্তব্য যে অধিক সংখ্যক লোক নিযুক্ত করতঃ যাহাতে হাজিরা সহজে টিকিট পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। টিকিট ঘর মোছাফেরখানার সঙ্গে হওয়া আবশ্যক।

হজ যাত্রিদিগের ভারী মাল জাহাজে উঠাইবার যে উপায় আছে, তদপেক্ষা আরও উন্নত ধরণের হওয়া আবশ্যক এবং উহা ২৪ ঘণ্টা পূর্ব্বে উঠান আবশ্যক।

যাহাতে হাজীদিগকে দীর্ঘকাল ঘাটে অবস্থান করিতে না হয়, তাহার উপায় হওয়া আবশ্যক।

হজ যাত্রীদিগকে বিদায় করিবার নিমিত্ত জাহাজের উপরে উঠিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পাশ দেওয়া আবশ্যক, এই পাশ দিবার কার্য্য হজ কমিটীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকা আবশ্যক। প্রতি পাশে এক টাকার অধিক চার্জ্জ করা কর্ত্তব্য নহে।

পাশপোর্ট দিবার আফিস মোছাফের খানার নিকট স্থাপিত হওয়া আবশ্যক।

যাত্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত জাহাজ কোম্পানী যে দালাল নিযুক্ত করেন, সেই প্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক।

মোয়াল্লেম ও মোয়াল্লেমের প্রতিনিধিগণের জন্য লাইসেন্স হওয়া আবশ্যক। বঙ্গীয় হাজীদিগের যাহাতে কলিকাতা পোর্ট হইতে লইয়া যায়, তাহার শর্ত্ত ঐ লাইসেন্সে থাকা আবশ্যক।

মুলকী

প্রেসিডেণ্ট অভিযুক্ত

ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড

গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ গ্রহণের অভিযোগে টাঙ্গাইল মহকুমার পাখালী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট আনন্দ চরণ চক্রবর্ত্তী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৮৪ ধারা অনুসারে টাঙ্গাইলের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কে, কে, ঘোষের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ তাঁহার বিরুদ্ধে আরও তিনটী মোকদ্দমা আদালতে দায়ের করা হইয়াছে।

আসামে মন্ত্রী নিয়োগ

একজন হিন্দু একজন মুসলমান

আসামের ২৮শে জুলাইয়ের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, আসামের গবর্নর মওলবী আবুল হামিদ সাহেব এবং রায় বাহাদুর কনকলাল বড়োয়াকে ডাকিয়া পাঠান। শুনা যাইতেছে, তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং শীঘ্রই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। মওঃ আবদুল হামিদ সাহেব বিগত কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। রায় বাহাদুর ১০২৮ সাল পর্য্যন্ত আসামের কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টার ছিলেন। অতঃপর তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

মুস্‌লিম স্বাদেশিক-দল

প্রয়াগে মোড়ল নির্ব্বাচন

এলাহাবাদের ২৮শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ নিখিল-ভারত-মুস্লিম (?) স্বাদেশিক-দলের এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-বর্দ্ধনের নিমিত্ত ও স্বাদেশিক আন্দোলনের সাহায্যকল্পে মুস্লিম-স্বাদেশিক-দল যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিবেন। এইদলের প্রধান কার্য্যালয় দিল্লীতে থাকিবে। মওঃ আবুল কালাম আজাদ এই দলের সভাপতি, ডাঃ আনসারী কোষাধ্যক্ষ এবং মিঃ টি, শেরওয়ানী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ বসিত এবং আরিফ হাসফী যুক্ত সম্পাদক এবং মওঃ মোহাম্মদ আক্রাম খাঁ, মিঃ মুজীবর রহমান ডাক্তার আলম, মেসার্স খালিকুজ্জমান, আব্দুল কাদির, আবদুল্লা ব্রেলভী, আসফ আলী, রফী আহমদ কিদওয়াই, আব্দুল বারি এবং শাহ্ জুবেইর সদস্য হইয়াছেন। মিঃ আব্দুল কাদের, ডাক্তার আলম, মিঃ বরকত আলী এবং ডাক্তার কিচলু পাঞ্জাবে, মেসার্স মুজিবর রহমান, শামসুদ্দিন এবং মওঃ মোঃ আক্রাম খাঁ বঙ্গদেশে এবং মিঃ ব্রেলভী, এবং মিঃ ইউসুফ মেহের আলী বোম্বাই ও সিন্ধুদেশে দলের সংগঠন-কর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অসহায়া বৃদ্ধাকে হত্যা

ভ্রাতা-ভগ্নী অভিযুক্ত

অনিল মোহন রায় ও তদীয় ভগ্নী কালীদাসী এবং কার্ত্তিক চন্দ্র পুরকায়স্থ আমতা থানার ঝিকরা নামক স্থানের কুড়ুনী দাসী নাম্নী এক বৃদ্ধাকে খুন করিবার ও মৃতদেহ গোপন করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণ এই যে, মৃত স্ত্রীলোকটী একাই বাস করিত; সে গহনা পত্র বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিত। আসামী কালীদাসী উক্ত বৃদ্ধাকে ধর্ম্ম-মা বলিয়া থাকিত। গত ৫ই জানুয়ারী তারিখে মৃতাকে অনিলের বাড়ী নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়, কালিদাসীও ঐ বাড়াতে ছিল এবং 'রসবড়া' তৈয়ারী করার সাহায্য করিতেছিল। মৃতাকে অনিলের বাড়ী ঢোকার পর আর দেখা যায় নাই। পরদিন আর তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। আসামীদের মধ্যে একজন থানায় খবর দেয়। পুলিশ তদন্ত প্রসঙ্গে একটী পুকুরের মধ্য হইতে একটী চটে জড়ান ট্রাঙ্ক পায়। ঐ ট্রাঙ্কের মধ্যে বৃদ্ধার মৃতদেহ ছিল। অন্য একটী পুকুরের মধ্যে আর একটি ট্রাঙ্কে বৃদ্ধার মূল্যবান জিনিষ পত্রাদি পাওয়া যায়। কালিদাসীর ছোট ছেলের কথা মত পুলিশ অনিলের বাড়ীর এক পুকুরের মধ্য হইতে একখানা 'কাতান' নামক ধারাল অস্ত্র পায়। হাওড়ার অতিরিক্ত ২য় সেশন জজের এজলাসে এই মামলার শুনানী চলিতেছে।

জাহাজে হাজীদিগকে যে পানীয় জল প্রদত্ত হয় তাহা নিতান্তই অনুপযুক্ত; কম পক্ষে তিন টিন 'পানি' প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক।

জাহাজের উপর যে রন্ধনশালা ও গোছলখানা আছে। তাহার আরও বিস্তৃতি একান্ত আবশ্যক, চুলার সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া উচিত; পায়খানার সম্মুখে পরদা থাকা আবশ্যক।

জাহাজের হাঁসপাতালের উন্নতি হওয়া আবশ্যক, ডাক্তারের দিনে দুইবার রোগী দেখিবার ব্যবস্থা হওয়া ও জরুরী ঘটনায় তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের সাহায্য আবশ্যক।

কম পক্ষে জন প্রতি ৫৫০৲ টাকা হজ-খরচ হওয়া আবশ্যক। হজ-গমনেচ্ছু মোছলমানদিগের মধ্যে যে উপায়ে সংবাদ প্রচার করা হয়, তাহা উপযুক্ত নহে।

প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, পাসপোর্ট গ্রহণ কালে হাজীদিগের টাকা ডিপোজিট দিয়া জেদ্দা, মক্কা ও মদীনায় ফেরৎ পাওয়ার কথা প্রবর্ত্তিত হইলে হাজিদিগের কোনই সুবিধা হইবে না; কারণ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে টাকা লওয়া অত্যন্ত শক্ত। —রিপোর্টার।

তাঁকে জগতের শিক্ষা-দীপ্ত জাতিসমূহের সম-পংক্তিতে দাঁড় করাইতে পারিতেন, তবে সবচেয়ে বেশী সেবার গৌরব তাঁহাদের লাভ হইত। জোর করিয়াই বলিতে পারি, আজ যদি শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতের মুসলমানগণ হিন্দু-সম্প্রদায়ের সমকক্ষ হইত, তবে বহু অভিলষিত স্বরাজ-স্বাধীনতা বহু পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হওয়া যাইত।

জঘন্য মনোবৃত্তি।—জগদ্বিখ্যাত রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী মরহুম ভারতবাসীর বিশেষতঃ—বাঙ্গালা দেশ এবং কলিকাতার একটি গৌরব-স্তম্ভ ছিলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যারিষ্টার ও পরে হাইকোর্টের একজন আদর্শ বিচারপতিরূপে কাজ করিয়া হিন্দু মুসলমান এবং ইউরোপীয় প্রভৃতি সকল জাতির এবং সকল সম্প্রদায়ের ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎপর; তিনি বিলাতে প্রিভি-কাউন্সিলের বিচারপতি পদে কিছুদিন বিরাজ করেন। তদ্ব্যতীত তিনি একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার, বিখ্যাত লেখক এবং আইন গ্রন্থ-সঙ্কলক আবার রজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তাঁহার স্থায় অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষ ভারতবর্ষে খুব কমই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহার পবিত্র স্মৃতি-রক্ষার্থ লোয়ার সার্কুলার রোড ও বেগবাগান রাস্তার মোড় হইতে পার্ক সার্কাস পর্য্যন্ত "নিউ সার্কুলার রোড্" নামধেয় রাস্তাটাকে "আমীর আলী এভিনিউ' নামে অভিহিত করিতে স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেদিন কর্পোরেশনের একটি বিশেষ কমিটিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এজন্য আমরা কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু হিন্দু-সংবাদপত্র মহল ইহাতে আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও মুসলমান-বিদ্বেষ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইতে হয়।

অস্তিত্ব-লোপের চেষ্টা।—কর্পোরেশনের একজাকিউটিভ অফিসার হাজী মওলবী আবদুর রশিদ খাঁ সাহেবের সহিত সেদিন কতিপয় হিন্দু ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "দেখুন, নিউ সার্কুলার রোড্ নামটি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে, এক্ষেত্রে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া 'আমীর আলী এভিনিউ' নাম হওয়া সঙ্গত বোধ হইতেছে না। আমরা ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিব, আপনিও আমাদের আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করিলে ভাল হয়"। একথা বলিবার উদ্দেশ্য তাঁহার বাড়ীখানিও এই রাস্তায় পড়িয়াছে। আভাষে ইহাও জানাইলেন যে, নাম পরিবর্ত্তনে এই রাস্তার জমির মূল্যও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। হাজী সাহেব তাঁহাদের প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। উপস্থিত ভদ্র মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, ইহা আপনাদের কিরূপ মানসিক সংকীর্ণতা, এই কড়েয়া মহল্লাটি সম্পূর্ণ মুসলমানদিগের বস্তী ছিল, বর্ত্তমানেও বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাসস্থান আছে এবং ক্রমশঃ হইতেছে। আর রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের নামে একটুক্‌রা রাস্তার নামকরণ হইয়াছে, তাহাতেই আপনাদের এত আপত্তি? এই "সেণ্ট্রাল এভিনিউ" নামক কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান রাস্তাটীর নাম "চিত্তরঞ্জন এভিনিউ" হইল, তাহাতে ত এখনও মুসলমান কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই। ইহা শুনিয়া তাঁহাদের মুখ বিমর্ষভাব ধারণ করিল। তাঁহারা তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন। কলিকাতার প্রায় একতৃতীয়াংশ অধিবাসী মুসলমান, অথচ তাহাদের নাম-সংযুক্ত একআনা পরিমাণ রাস্তাও নাই। চৌদ্দ আনা রাস্তার নামই হিন্দু সংশ্লিষ্ট, ইহাতেও তাঁহাদের তৃপ্তি নাই। মুসলমানের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিতেই তাঁহারা দৃঢ়সংকল্প।

প্রাইভেট বাজার।—কলিকাতার প্রাইভেট বাজারগুলি সুশৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। বাজারের মালিকগণ আপনাদিগের আয়ের দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখেন; বাজারের সুশৃঙ্খলা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা লোকের সুবিধা অসুবিধার দিকে বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না। মিউনিসিপ্যালিটীর বাজার গুলি অতি সুন্দর ও সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। হগ্ মার্কেটের ত কথাই নাই; কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, ইটালী মার্কেট, ল্যান্স ডাউন মার্কেট, শোভাবাজার, বটতলা মার্কেট এ সব গুলিই অতি সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাইভেট বাজার গুলিতে স্থায়ী দোকানদারদিগের বসিবার স্থান গুলি অসুবিধা জনক; দোকানের মধ্যবর্ত্তী গলি পথ, বাজারের রাস্তা প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ ও অপরিষ্কার। আমরা আজ বৈঠকখানার হাঠ ও বাজার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই বাজার ও হাটটি বর্ত্তমানে অতি বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে; কিন্তু স্থানে স্থানে সঙ্কীর্ণতা বশতঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষ বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। দুধের বাজারটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তরি-তরকারি ও শাক-সব্জীর বাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে; ঐ স্থানে এমন ভিড় হয় যে, লোকের চলাচল করা অসম্ভব। অনেককে ধাক্কা খাইয়া ভূতল-শায়ী হইতে হয়।

মালিকের গাফ্‌লৎ।—একদিন একটি প্রকাণ্ড গাভী এই সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া ছুটিল, তাহাতে কত দোকানের জিনিষপত্র ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইল, কত লোক ভূপতিত হইল, কত জনের গায় চোট লাগিল, আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিয়া অবাক হইলাম। একটু বৃষ্টি হইলে এমন কাদা হয় যে, চলা-ফেরা করা কঠিন হইয়া পড়ে। অত বড় একটা বাজার এবং হাট (যাহা সোমবারে ও শুক্রবারে বসিয়া থাকে) তাহার বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। হাট ও বাজারের মালেক অজস্র টাকা আয় করেন; তিনি বা তাঁহারা কি উহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন ভাবে—সুন্দর রূপে তৈয়ার করিতে পারেন না? ঘর গুলির ভিতরে লোকের চলাচলের জন্য বেশী জায়গা থাকা চাই; গলিকুচা গুলি প্রশস্ত করা চাই; বর্ষাকালে বাহিরের আলগা দোকানদার দিগকে ঝড় বৃষ্টী হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা চাই, আবর্জ্জনা রাশি শীঘ্র শীঘ্র সরাইবার ব্যবস্থা করা চাই; পায়খানা ও মূত্রাগারের সংখ্যা বাড়াইয়া উহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করা চাই। কেবল একমাত্র বৈঠক-খানার হাট ও বাজার বলিয়া কথা নয়, কলিকাতার প্রায় সমস্ত প্রাইভেট বাজারেরই এই দুর্দ্দশা। প্রাইভেট বাজারের নিয়ন্ত্রন সম্বন্ধে নাকি কর্পোরেশনের অনেকটা হাত আছে, কর্পোরেশন তাঁহাদের সেই কর্ত্তব্যটুকু কার্য্যে পরিণত করিয়া নাগরিক ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের সুবিধা করিয়া দেন না কেন?

দানের মত দান।—মাদ্রাজের ২৭শে জুলাইর সংবাদে জানা গিয়াছে যে, তত্রত্য ডাক ও তার বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল মহোদয় ৩০,০০০৲ মূল্যের সম্পত্তি মাদ্রাজের এডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। আর্ট ও ডাক্তারী বিভাগে যে সমস্ত দরিদ্র মুসলমান ছাত্রী পাঠ করিবেন, উক্ত অর্থ হইতে তাঁহাদিগকে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। বলা অনাবশ্যক যে, এই শ্রেণীর উদার-হৃদয় দান-শীল ও বিদ্যোৎসাহী স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমাজে যত বর্দ্ধিত হইবে, অজ্ঞানতার অন্ধকার ততই ক্ষীপ্র গতিতে অপসারিত হইবে। অতীতের শিক্ষা-গুরুর বংশধরেরা নসীবের দোষে শিক্ষার মহাত্ম্য ভুলিয়া কিছুদিন অজ্ঞানতার উপাসনা করিয়াছিল, কিন্তু আল্লার দয়ায় আজ যেন জাতির সে মরণ পর্ব্বের অবসান হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। শিক্ষা লাভের একটা আকুল স্পৃহা তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিলেও অর্থাভাবে সে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিগণের হাত যদি এদিকে আরও একটু প্রসারিত হইত, অজ্ঞানতার বোঝা বেশী দিন বহন করিতে হইত না। মাদ্রাজের প্রাগুক্ত দানশীল ব্যক্তির এই ত্রিশ হাজার টাকা যা'তে উদ্দেশ্যের অনুকূলে নিয়মিত ব্যয়িত হয়, তাহাই আমরা দেখিতে চাহি। এই অর্থের দ্বারা সমাজে যদি শুদ্ধচরিত্র, পবিত্র-স্বভাব আদর্শ বিদূষী জননী ভগিনীর সৃষ্টি হয়, তবেই অর্থদাতার সে উদ্দেশ্য সফল হইল বলিয়া মনে করিব।

গো-জাতির দুর্দ্দশা।—কৃষি-প্রধান বঙ্গদেশে কৃষি-সহায় গো-জাতির দুর্দ্দশা দেখিলে বক্ষ বিদীর্ণ হয়। অনাহারে গরুগুলির অস্থি-চর্ম্ম সার। পাঁজরের হাড়গুলি এক এক খানা করিয়া গণনা করা যায়। আবার ক্ষুদ্র জাতীয় দুর্ব্বল ষাঁড়ের ঔরসে ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল গরুই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্রমে গরুগুলি যেন ছাগলে পরিণত হইতেছে। বঙ্গ দেশে গো-বধ এবং গো-জাতির শোচনীয় দুর্গতি সম্বন্ধে জমিদারগণই প্রধানতঃ দায়ী। পূর্ব্বে জমিদার দিগের জমিদারীতে গো-চারণের মাঠ ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ গো চারণের মাঠ থাকিত; কিন্তু জমিদারগণ আস্তে আস্তে ঐ সকল জমি প্রজা-পত্তন করিয়া অর্থাগমের সুন্দর উপায় করিয়া লইয়াছেন। যেখানে ৫০ বিঘা গোচারণের মাঠ ছিল; জমিদার এখন সেই জমি হইতে হয়ত ১৫০৲ টাকা কিংবা ২০০৲ টাকা খাজানা আদায় করিতেছেন। এমন লাভ কি সহজে ছাড়া যায়? আবার এই সকল জমিদারের পনর আনাই হিন্দু—যাঁহারা আপনাদিগকে গো-পূজক বা গো-হিতৈষী বলিয়া দাবী করেন। গো-হত্যার অন্যতম নায়ক হিন্দু চামার বা মুচিগণ উহাদের কেহ কেহ চামড়ার লোভে বিষ দিয়া গো-হত্যা করে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ইহারাই গো-বধের জন্য দায়ী। আবার কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে হিন্দু গোয়ালাগণ ফুকা দিয়া গাভীর দুগ্ধ বাহির করে। গাভীর যোনী-দ্বারে চোঙ্গা দ্বারা ফুক দেয়; তাহাতে গাভীর যে যন্ত্রণা হয়, তাহা লিখিতে লেখনী অসমর্থ। পিশাচ ভিন্ন মানুষের দ্বারা এইরূপ পৈশাচিক নির্দ্দয়তা-মূলক ভীষণ অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর নহে। অথচ হিন্দুগণ গো-বধের সমস্ত দোষ মুসলমানের 'গরদানে' চাপাইয়া থাকে। মুসলমান বকর-ঈদে কতক কতক গরু কোরবানী করে; আর সাধারণ ভাবে খাওয়ার জন্য কখন কদাচ ২।১টি গরু জবেহ করে, তাও হয়ত অকর্ম্মণ্য, লেংড়া-লুলা, অন্ধ, বন্ধ্যা গাভী প্রভৃতি। তাহাতেই হিন্দুর গো-ভক্তির বাণ ডাকিয়া মুসলমানকে জব্দ করিতে বাধ্য করে। গরুর বদলে অনেক সময় মানুষ হত্যা করিয়া ভীষণ ক্রোধের উপশম করিয়া থাকে।

কৃষকের কর্ত্তব্য।—অনেক হিন্দু জমিদার বা তাহাদের দুর্দ্দান্ত কর্ম্মচারী মুসলমানকে প্রহার করেন, জরিমানা করেন, অন্য প্রকারে উৎপীড়ন করিয়া গো-জাতির বন্ধুতার পরিচয় দেন। আবার গরুর গাড়ীর হিন্দু গাড়োয়ানগুলি গাড়ীর গরুগুলিকে দৈত্য-দানবের ন্যায় এমন ভীষণ ভাবে প্রহার করে যে, দেখিলে হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়। ক্ষেত্রের শস্যাদি খাইলে অনেক গো-ভক্ত হিন্দু গরু ধরিয়া বেদম প্রহার করে; কেহ কেহ গরুকে মারিয়া ফেলিতেও কসুর করে না। তবু তারা গো-পূজক, গো-ভক্ত ও গো-বন্ধু, আর মুসলমান—নির্ম্মম গো-খাদক।" যাহাহউক, বঙ্গীয় কৃষকদিগের পক্ষে গরু সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ক্রটী ও ঔদাসীন্য বড়ই মর্ম্মান্তিক ব্যাপার। গরুর উপযুক্তরূপ আহারের বন্দোবস্ত করিতে এবং তাহাদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করিতে অমনোযোগী হওয়া নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। এবিষয়ে মুসলমান কৃষকও নির্দ্দোষ নহে। যাহাদের পরিশ্রমলব্ধ আয়ের উপর জীবন নির্ভর করে; তাহাদের যথাযোগ্য সেবা এবং পরিচর্য্যা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে উদর পুরিয়া খাইতে দেওয়া চাই। সর্ব্বদা গোসল করান চাই, তাহাদের থাকিবার স্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা চাই, তাহাদের মলমূত্র সর্ব্বদা যথানিয়মে পরিষ্কার হওয়া চাই, তাহাদিগকে পোকা, মশা, মাছি, ডাঁস, আঠালী প্রভৃতি রক্তশোষক কীট পতঙ্গাদি হইতে রক্ষা করা চাই, ব্যারাম হইলে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা চাই; আর ভাল ভাল বাছুর উৎপাদনের জন্য ভাল ষাঁড়ের বন্দোবস্ত করা চাই, আজকাল দেশে দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, দধি ক্ষীর, ছানা প্রভৃতির যেরূপ অভাব, তাহাতে যত্ন পূর্ব্বক গাভী পালন করিলে তদ্দ্বারা বিশেষ আয় হইতে পারে। আমরা অনেক স্থানে দেখিয়াছি, ২।৩ টা গাভী পালন করিয়া এক একটি পরিবার উহার আয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। আমরা প্রত্যেক কৃষক এবং সর্ব্বসাধারণকে গো-জাতির উন্নতি সাধন জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

স্পষ্ট কথা।—বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক জিলাতেই কাজি-নির্ব্বাচন ব্যাপারে District Registrarকে সাহায্য করিবার জন্য এক একটী কমিটী আছে। উক্ত কমিটী সম্পূর্ণভাবে মুসলমান মেম্বরদের দ্বারা গঠিত। কমিটি যে সমস্ত পদ-প্রার্থীকে মনোনীত করেন District Registrarও সাধারণতঃ তাঁহাদিগকেই Nomination দিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমানে পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের জিলা কমিটীগুলি যেরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতেছেন বলিয়া শুনিতে পাই, তাহা যদি সত্য হয়, তবে বড়ই দুঃখের কথা। তাঁহারা নাকি নিজ আত্মীয় কুটুম্ব, বন্ধুবান্ধব এবং দলের লোকদের অন্যায় অনুরোধ ও অসঙ্গত আবদার রক্ষা করিতে গিয়া যোগ্যতর পদ প্রার্থীদের প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত কাজী পদ-প্রার্থীদিগের যোগ্যতার বিচার করিতে হইলে যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, দুঃখের বিষয় জিলা কমিটীর মেম্বরগণের অধিকাংশের নাকি তাহা নাই। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের দ্বারা কোন প্রকার ন্যায়-বিচারের আশা কস্মিনকালেও করা যাইতে পারে না। কমিটি নাকি Nomination ব্যাপারেও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা সময় সময় এমন প্রার্থীদেরও মনোনীত করেন—যাঁহারা ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও শরিয়ত ইত্যাদির শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। কর্ত্তৃপক্ষ যদি কমিটীর কার্য্য-তালিকা এবং বিশেষ করিয়া Dsitrict Registrar ও কাজি-কমিটী যে সকল স্থানে ভিন্ন মত অবলম্বনে Nomination দিয়াছেন, তাহা পরিদর্শন করেন তবে উহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবেন। বিবাহ, তালাক, ফতওয়া, ফারায়েজ এবং অন্যান্য ধর্ম্মসংক্রান্ত মতভেদের মীমাংসা সাধারণতঃ কাজিদের দ্বারাই হইয়া থাকে। সুতরাং কাজিদিগকে প্রকৃত আলেম এবং সর্ব্বতোভাবে ন্যায়পরায়ণ হওয়া চাই, কিন্তু কাজি-কমিটী যেরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ও হীন মানসিকতার পরিচয় দিতেছেন বলিয়া শুনিতে পাই, তাহাতে কাজিগিরীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। আমরা আশা করি, হয় এই দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন কাজি-কমিটীর উচ্ছেদ সাধন করিয়া সরকার উপযুক্ত আলেম ও নেতৃস্থানীয় সদস্য সমবায়ে একটি নূতন কেন্দ্রীয় কমিটী গঠন করিবেন, নয় District Registrarকেই নির্ব্বাচনের ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই সমস্যার সমাধান করিবেন। অন্যথায় বাঙ্গলার প্রকৃত আলেম সম্প্রদায়, ক্রমে সামান্য কাজিগিরির অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইয়া যাইবেন।

কৃষকের ভবিষ্যৎ

—:*:—

জমিদার ও সুদখোর মহাযমগণ বঙ্গের রায়ত বা কৃষকবৃন্দের যম-স্বরূপ। একটী কথা আছে; কোনও এক অত্যাচারী দৈত্য ছিল, সে বলিত, "আমি মানুষ পাইলে তাহাদের মাংস খাইব, হাড় খাইব এবং চামড়া দিয়া ডুগ্‌ডুগী বানাইব।" বঙ্গের জমিদার ও কুসীদ-জীবিদিগের অবস্থাও তদ্রূপ। ইহাদের মধ্যে দয়া মায়া ও মমতার নাম-গন্ধও নাই। তবু জমিদারদিগের মধ্যে অল্প সংখ্যক প্রজা-হিতৈষী সহৃদয়, দয়ালু পুরুষ বিদ্যমান আছেন। কিন্তু সুদখোর মহাযমের মধ্যে দয়া মায়ার অস্তিত্ব বা নাম-গন্ধও নাই। তাহাদের হৃদয় পাষাণ। তাহারা দয়া বা সহানুভূতির কোন ধার ধারে না। ও সকল কোমল বৃত্তি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। সুতরাং তাহারা উত্তমর্ণরূপে অধমর্ণদিগকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়ে। রায়তের শোণিত-শোষক তৃতীয় দল—উকীল, মোখতার প্রভৃতি আইন ব্যবসায়ীর দল এবং তাহাদের টুর্ণী বা দালালগণ। বর্ত্তমান সময়ে মামলা মোকর্দ্দমায় কৃষক বা রায়ত-সম্প্রদায় অধিকতর সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। এরূপ প্রতিবৎসর হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকর্দ্দমা হইতেছে। ইহার ফলে কৃষকের অতি কষ্টার্জ্জিত অর্থের বিপুলাংশ আইন-ব্যবসায়ী এবং তাহাদের সহকারী দালাল মুহুরীদিগের পকেটস্থ হইতেছে। এই জন্য এই লাভজনক ব্যাপারে উকীল মোখ্‌তার, ব্যারিষ্টারের সংখ্যা হু হু করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। ৪র্থ শোষক দল—পুলিশ কর্ম্মচারী ও আদালতের আমলা ফয়লা। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় পুলিশের পোয়াবারো। চুরি ডাকাতি, খুন-খারাবী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, আত্মহত্যা গুপ্ত-হত্যা প্রভৃতি ব্যাপারে পুলিশের হাত মাঝে মাঝে গরম হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক অত্যাচার প্রভৃতিও যথেষ্ট আছে। এজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশের একজন দারোগা ১০০—১৫০ টাকা, কোন কোন ইন্‌স্পেক্টর ২০০—২৫০ টাকা বেতন পাইয়া মাসিক প্রায় ঐ পরিমাণ সাংসারিক খরচ চালাইয়া ও নওয়াবী ঠাট-বজায় রাখিয়া বিপুল ভূ সম্পত্তি ক্রয় বা সুদের দাদন চালাইতেছেন। ইহা কি রায়তের শোণিত-সম অর্থরাশি লুণ্ঠনের প্রত্যক্ষ ফল নহে? আদালতের আমলা-ফয়লারা হাত পাতিয়াই আছে; ঘুষ-রেশওৎ ও পুরস্কার ইত্যাদি কত কিছুই না দিতে হয়।

শত বৎসর চেষ্টা করেছিলেন, সে কথা আমরা একবার স্বপ্নেও ভেবে দেখি না। ধরতে গেলে সে দিনের কথা। বাদশাহ্ জহীরুদ্দীন মুহাম্মদ বাবর যখন তাঁর মধ্য-এশিয়াস্থ ক্ষুদ্র রাজ্য-খণ্ড হতে পরাক্রান্ত উজবেক জাতি-কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়েছিলেন, তখন তাঁকে দশটি বৎসর পথে ভিখারী সেজে নানা দেশে ভ্রমণ কর্ত্তে হয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি আল্লাহ্ তাআলার দয়া হতে নিরাশ হননি! রাজ্য লাভের আশা পরিত্যাগ করেন নি।……আল্লাহ্ তাআলার দয়ায়—১৫০৪ সালে কাবুল অধিকার করে তথায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। তার পর, ১৫২৬ সালে পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশীয় শেষ সম্রাট ইব্রাহিম খান লোদীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে বসেন।

১৫১০ সালে এছলাম ও মুছ্লমানের মহাশত্রু মিবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ, মালব দেশ জয় করে রাজপুতানার মধ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে,—"আমি মার ধর করে সমস্ত মুছ্লমানকে ভারতবর্ষ হতে বের করে দিয়ে হিন্দু-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করব।" দিল্লীতে যখন বাবর কর্ত্তৃক নূতন রাজ্য স্থাপিত হল, তখন তাঁর সঙ্কল্প ব্যর্থ হয় দেখে, বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা কর্লেন। ১৫২৭ সালে ফতেহ্পুর (ফতেপুর) সিক্রীর সন্নিকটে খানুয়া নামক স্থানে উভয় দলের তুমুল যুদ্ধ বাধ্ল। সংগ্রাম সিংহকে সংগ্রামে পরাস্ত হয়ে, সংগ্রাম-শৃগাল হতে হল। অর্থাৎ সমস্ত সৈন্য সামন্ত ছেড়ে দিয়ে আহতাবস্থায় নিজের প্রাণ লয়ে পলায়ন কর্লেন। এইখানেই বহু রাজপুত সেনার দফা রফা হয়ে গেল। বাবর সম্পূর্ণরূপে জয়ী হয়ে "হিন্দুস্তানে" মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন কর্লেন। তাঁর (বাবরের) পুত্র সম্রাট হুমায়ুনকেও দু'বার শের শাহ্ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে, দিল্লীর "শাহী তখ্ত" ছেড়ে অতি কষ্টে প্রাণ লয়ে পারস্যে পলায়ন কর্ত্তে হয়েছিল। শের শাহের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হয়ে, হুমায়ুন কাবুলে গিয়ে তাঁর ভ্রাতা কামরানের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। ললাট মন্দ! তাই শেরের ভয়ে তাঁর ভ্রাতা কামরানও তাঁকে আশ্রয় দিতে সাহসী হলেন না। সিন্ধু ও রাজপুতানার নানা স্থানে ভ্রমণ করে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে, ক্ষুণ্ণ মনে বিষণ্ণ বদনে পারস্যাভিমুখে যাত্রা কর্লেন।…আল্লাহ তাআলার রহমে পুনরায় পারস্য রাজের সাহায্যে পাঠানদিগকে পরাজিত করে ভারতবর্ষ দখল করে নিলেন।

এখন দেখুন! "আল্লাহতাআলার দয়া হ'তে নিরাশ না হওয়ার ফল!" যে বাবর নাকি একদিন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য-হারা হ'য়ে পথের ভিখারী হয়েছিলেন; আল্লাহ তাআলার দয়ায়, সেই বাবরই হ'লেন কাবুলের একটি ছোট রাজ্যের রাজা ও ভারতের সম্রাট। আর, তাঁরই দ্বারা হল এছলাম ও মুছলমানের মহাশত্রু কাফের মরদুদের ও তার সৈন্য সামন্তের জাহান্নাম বাস! আর, যে হুমায়ুন দু'বার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে, প্রাণ লয়ে অতি কষ্টে পারস্যে পলায়ন করেছিলেন;—ভ্রাতার আশ্রয়টুকু পর্য্যন্ত লাভ যাঁর ভাগ্যে ঘটে নি,—আল্লাহ তাআলার রহমে (দয়ায়) পারস্য-রাজের সাহায্যে সেই হুমায়ুনই হলেন আবার "ছুল্তানে-হেন্দ" (ভারত-সম্রাট)।

আল্লাহ তাআলার ঐ আশ্বাস-বাণীর উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে, অর্থাৎ "আল্লাহ তাআলা কখনই আমাদিগকে তাঁর দয়া হ'তে বঞ্চিত করবেন না; অবশ্যই তাঁর দয়া লাভ কর্ত্তে সক্ষম হ'ব", হৃদয়ে এই আশা পোষণ করে যদি কার্য্য-ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হই, তবে ইন্শা আল্লাহু তাআলা অবশ্যই আমরাও উন্নতি কর্ত্তে পারব! আমরা একটু বিপদ-আপদে পড়লেই একেবারে ধৈর্য্য-হারা হয়ে যাই। আশা-ভরসা, মান-সম্মান, ধন-সম্পত্তি, হাসি-খুসি সুখ-স্বচ্ছন্দতা, প্রভুত্ব-বীরত্ব, দয়া-দাক্ষিণ্য সব জলাঞ্জলি দিয়ে, সফলতার মস্তকে পদাঘাত করতঃ এক অসার জীব সেজে বসি। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—"ইন্নাল্লাহা মাআছ্-ছাবেরীন।" অর্থাৎ "অবশ্যই আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে।" আল্লাহ তাআলা যার সঙ্গী তার কিসের ডর—কিসের ভয়!

আমাদের ছর্ওয়ারে কায়েনাত্, ফখ্রে মাওজুদাত, ছাইয়েদুল্-মুরছালীন, শাফীউল্-মুজনেবীন, রাহ্মাতুল্লিল্-আলামীন, আহমাদ মুজ্তাবা, মুহাম্মাদ মুস্তাফা ছাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া ছাল্লাম "দীন" এছলাম প্রচার কর্ত্তে যে, কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা, অত্যাচার-অবিচার ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন তা'র ইয়ত্তা নেই। শেষে কাফেরগণের অত্যাচারে মক্কা শরীফ ছেড়ে মদীনা শরীফে হিজরত কর্ত্তে হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্য্যহারা হননি ………..আমরাও তাঁরই উম্মৎ! তবে আমরা…ধৈর্য্য হারা হই কেন?

সৎ কাজে অনেক বাধা বিঘ্ন। ভাল কাজ কর্ত্তে গেলে কু-লোকের লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ কর্ত্তে হয় শত্রুর অত্যাচার-অবিচার সহ্য কর্ত্তে হয়। অনেক দুঃখ-কষ্ট পেতে হয়। বহু ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়। ওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতরণ কর্ত্তে পারলেই উন্নতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে, সংসারে সুখ্যাতি লাভ করা যায় এবং অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করে অমর হওয়া যায়। আর প্রচুর পরিমাণে পরকালের সম্বলও সংগ্রহ কর্ত্তে পারা যায়।

দুঃখই আমাদিগকে সুখের পথ দেখিয়ে দেয়। আঘাতই সুস্থতার রাস্তা বলে দেয়। দৈন্যই ধনের অনুসন্ধান করিয়ে দেয়। অপমানই সম্মানের পথ প্রদর্শক। দুঃখ না পেলে কেউ সুখের অন্বেষণ কর্ত্ত না। আঘাত না পেলে কেউ সুস্থতা চাইত না। দৈন্যদশা-গ্রস্ত না হলে কেউ ধনের জন্য দিন রাত ছুটে ছুটে মরত না। অপমানের ভয় না থাক্লে কেউ সম্মানের জন্য পাগল-পারা হত না। দুঃখ, দৈন্য, আঘাত ও অপমান যে, লোকের পরম বন্ধু তা' যাঁরা বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান্ তাঁরাই বুঝতে সক্ষম।

দুঃখের পর যে সুখ হয়, সেই সুখই প্রকৃত সুখ; সেই সুখই পবিত্র সুখ।

অধিক বলে "তক্লিফ" দেওয়া অন্যায়। তাই এখন ক্ষমা প্রার্থিনী হয়ে, বিদায় গ্রহণ কচ্ছি। বফজ্লে এলাহী আমরা ভাল আছি। মুরব্বিয়ানের দুয়া ও বয়োকনিষ্ঠদের আদাব ছালাম জানবেন। আরজ ইতি।

আররাকেমা খাদেমাতুল্ কওম—

মুছাম্মাৎ হালিমুন্নেসা খানম।

(খ)

শ্রদ্ধেয় অগ্নি-গুরু ও প্রাণের ভাই,—

তসলিম বাদ আরজ এই যে, বিগত ৮ই জুলাই এখানে পৌঁছিয়াছি। এখানে আসিবার বিষয় পূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছি, পত্রের উত্তর পাই নাই। কর্ম্ম-বীর আপনি, আপনার কর্ম্ম-ময় জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত যুগকল্প; আপনি আপনার মুহূর্ত্তের সেই যুগাসাধ্য সাধনাকে বিনষ্ট করিয়া আমার একখানা অনাবশ্যক পত্রের উত্তর দিন, এ ইচ্ছা আমি করিনা; বরং আপনি ভবিষ্যতের যে মহা-চিত্র দেখিয়াছেন—যে অশ্রুত আহ্বান শুনিয়াছেন, স্বীয় 'রূহানী কুওয়াৎ' প্রভাবে 'আস্রেরী পীরের' (দঃ) নিকট যে মহা 'অজীফা' বা "বীজ-মন্ত্র" প্রাপ্ত হইয়াছেন বাঙ্গলার বিভ্রান্ত মুসলিম তরুণ-সমাজকে সেই মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদিকে লইয়া এক বিরাট হিজাজী-দিল 'মুজাহিদ-বাহিনী' গড়িয়া তুলুন! এবং স্বয়ং তাহার সিপাহ্ সালার রূপে বিজয়-ঝাণ্ডা-হস্তে বাধা-বিঘ্নের দুস্তর বারিধি ও দুর্গম শৈল-সঙ্কট মথিত করিয়া উল্কার গতিতে অগ্রসর হউন। আপনার সাধনার প্রতি মুহূর্ত্ত সাফল্যের বিজয়-স্মৃতিতে পূর্ণ হউক! ইহাই এই ব্যথিত দীনের একমাত্র কামনা। আজ হঠাৎ-মহররমের মাতম-মুখরিত সান্ধ্য-গগনে ঈদ-মুবারকের হিলাল দর্শনের ন্যায় "আল-মুস্লিমে"র পূর্ণ দর্শন লাভ করিলাম। ইহা যেন "ইস্লাম জিন্দা হোতা হায় হর কারবালাকে বাদ" মহাবাণীরই পূর্ব্বাভাষ। কি যেন এক অব্যক্ত আনন্দ—অফুরন্ত আহ্লাদে হৃদয় দৃপ্ত হইয়া উঠিতেছে। দীর্ঘ-দিনের বিরহের পর এই যে প্রিয় সম্মিলন, খোদা ইহাকে অক্ষয় করুন। এই দোওয়া হৃদয়ের অতি নিভৃত কোণ হইতে আপনা আপনি বাহির হইয়া আসিতেছে। আরবী শিক্ষিত হইলেও আমি হিজাজীরূহ্ পাইয়াছি—আপনার কাছে। শুধু আমি কেন সমস্ত বাংলা সর্ব্বপ্রথম আপনারই কাছে ইক্বালের বাণী

پاک ہے گرد وطن سے کبھی داماں تیرا
تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کنعاں تیرا

এর প্রতিধ্বনি শুনিয়াছেন; ইহা চাটুবাক্য নয়; অতিরঞ্জন নয়—বরং বাস্তব-সত্য। "আল্-ইসলাম" ইত্যাদি পত্রিকাও Pan Islamism মন্তবাদ প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক স্বাদেশিকতার আবরণে ও মোহে পড়িয়া উহাদের নীতি স্বীয় সত্যিকার রূহ হারাইয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু আমাদের ইপ্সিত রূহ্ আমরা "আল্-মুস্লিমে'র মধ্যেই দেখিতে পাই। তাই সেই "ইউসফেগুম্‌গশ্‌তা"র পুনরাবির্ভাব আমাদের হৃদয়-কেনান মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। ইস্লামের প্রকৃত রূহ, খিলাফতের সত্যিকার উদ্দেশ্য নবীন বিশ্ব সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার ভার একমাত্র "আল্ মুস্লিম"কেই লইতে হইবে। স্বাদেশিকতার নামে—উদারতার নামে—সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষী কেরাণীর জাতি, কুষীদ-জীবি মহাজন, মাড়োয়ারী ও শোষক জাতির উদর-বৃদ্ধি করারই বিপক্ষে আমরা; আমাদের মতবাদ প্রকৃত স্বদেশ-প্রেমিকতার পরিপন্থী নহে। বাংলা তথা হিন্দুস্থানের শ্যামল পল্লীর অধিবাসীদের সেবা, যাহারা আপনাদের বুকের খুন পানি করিয়া ভারত তথা নিখিল বিশ্বের খোরাক যোগাইতেছে—তাহাদের খিদমত ভুলিয়া বিদেশের চিন্তায় কিম্বা Pan Islamism স্বপ্নে আমরা বিভোর নহি। বরং বঙ্গ-আসাম তথা ভারতের উৎপীড়িত ও আর্ত্ত দলকে ধনে মানে শিক্ষা সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইয়া তাহাদিগকে নব্য প্রাচীর তথা নবীন জগতের নায়ক ও চালকরূপে গড়িয়া তোলা এবং তাহাদিগকে লইয়া একটি বিরাট "মুসলিম-রাষ্ট্র" বা খেলাফত গড়িয়া তোলাই আমাদের এবং আমাদের প্রিয় মুখ পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমগ্র প্রাচীর মুক্তি, আমাদের এই নীতির অনুকূলে। আজ চারি বৎসর যাবৎ আপনার সহচর্য্যে থাকিয়া, যে মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছি, তাহা হইতেছে ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বের সেই হিজাজী কাল্চারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা—অথচ ভারতীয় মুসলিম কাল্চার স্বদেশ-প্রীতির ও প্রগতির পরিপন্থী নহে! যাহারা আপনার "হিন্দুস্থানের শ্যামল কূলে, জীবন-সাধনার আমার সফল পরিণতি, আর জাহ্নবী-যমুনা নিষেবিত পরিণতি ক্ষেত্র, এই কর্ম্মভূমি হিন্দুস্থান আমার বিশ্ববিজয়ের কেন্দ্রপীঠ" এই মহা বাণী শুনিয়াও বর্ত্তমানে আপনার স্বদেশ প্রেমিকতা ও ভারতীয় মুসলিম কাল্চার-প্রিয়তায় সন্দিহান তাহারা ক্ষমার পাত্র। বাংলা আসামের মুসলিম তরুণ সমাজকে Dictate করিবার ক্ষমতা একমাত্র আপনারই মধ্যে অবলোকন করিয়াছি। কারণ আপনি স্বয়ং তরুণ হইয়াও স্বীয় তরুণ-সুলভ চপলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রশ্রয় না দিয়া প্রবীণের ন্যায় বিভ্রান্ত তরুন গণের নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পর্দ্দা ও লজ্জাহীনতা এবং পরানুকরণ-প্রিয়তার বিরুদ্ধে "সদায়ে ইহ্তেজাজ" বোলন্দ করিয়াছেন এবং তাহাদের নয়নে অঙ্গুলি দিয়া—তাহাদের জাতীয় আদর্শ জাতীয়—কাল্চারের উচ্চতা প্রদর্শন করিয়া তাহার দিকে তাহাদিগকে তথা দুনিয়াকে আকৃষ্ট করিয়াছেন। একদিকে তরুণ-সুলভ দুর্দ্দম তেজ অন্যদিকে প্রবীণ-সুলভ সংযম,—Dictator হইবার এই দুমুখী গুণ আমি আপনারই মধ্যে দেখিয়াছি। দোওয়া করিবেন যেন যাবতীয় দুর্ব্বলতাকে জয় করিয়া আপনার দীক্ষাকে চিরঞ্জীব ও চির-জাগ্রত রাখিতে পারি। আমি খোদার ফজলে শারীরিক ভালই আছি। আপাততঃ আপনার শারীরিক কুশলটা জানাইবেন। আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম জানিবেন ও শ্রদ্ধেয় ম্যানেজার মওঃ আবদুল হাকিম খান সাহেবকে জানাইবেন। সর্ব্বশেষে খোদার পাক দরবারে প্রার্থনা করি, সুপ্ত মুসলিম জাতি "যে দুর্দ্দমনীয় বিশ্ববিদাহী তেজে উদ্দীপিত হইয়া একদিন পৃথ্বি বিজয়ে অগ্রসর হইয়াছিল"; আপনার লেখনীর আঘাতে অতীতের সেই বহ্নি ভাতি আবার তাহার মধ্যে পূর্ণ প্রতিভায় জ্বলিয়া উঠুক! আমিন!!

চির স্নেহের—

মুহাম্মদ আবুবক্‌র

বন্যা-রিলীফ-কার্য্যে

আসাম প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটি

আসাম প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটীর পক্ষ হইতে কোন স্বতন্ত্র রিলীফ ফণ্ড খোলা হইয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য অনেকেই পত্র লিখিয়াছেন। আমরা প্রত্যুত্তরে জানাইতেছি যে, খেলাফৎ কমিটি এবং তব্লীগ কমিটির কোন পৃথক রিলীফ ফণ্ড নাই। কংগ্রেস, তব্লীগ, তরুণ-সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহ দেশবাসী সকল সম্প্রদায় সংযোগে বাবু প্রমোদ চন্দ্র দত্তের সভাপতিত্বে ও বাবু ব্রজেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী (এম, এল, সি)র সম্পাদকত্বে "সিল্‌হট ও কাছাড় বন্যা-সাহায্য-সমিতি" নামে যে, রিলিফ কমিটী গঠিত হইয়াছে, খেলাফৎ কমিটিও তাহাতেই যোগদান করিয়াছেন। সুতরাং রিলিফ-সম্পর্কীয় চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা ইত্যাদি—সেক্রেটারী, সিল্‌হট ও কাছাড় বন্যা-সাহায্য-সমিতি, সিল্‌হট, এই ঠিকানায় পাঠাইলেই চলিবে। তব্লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী মওলবী সাখাওয়াতুল আম্বিয়া সাহেব সেবার কাজে এবং প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটীর সেক্রেটারী মওলবী মোহাম্মদ মোর্ত্তজা চৌধুরী সাহেব ফণ্ড সংগ্রহে রত আছেন। মওলবী সাখাওয়াতুল আম্বিয়া সাহেব সিল্‌হট ও গোলাপগঞ্জ অঞ্চলে কাজ করিয়া সম্প্রতি করিমগঞ্জে গিয়াছেন, তথা হইতে শিলচর এবং হাইলাকান্দিও যাইবেন। খেলাফৎ কমিটির সেক্রেটারী মওলবী মোর্ত্তজা চৌধুরী সাহেব সুনামগঞ্জের ভাটিপাড়াতে একটি শাখা রিলীফ কমিটি গঠন করিয়া তথাকার জমিদার সাহেবানের সহযোগে কাজ করিতেছেন। ভাটিপাড়ার প্রবীণতম জমিদার মওলবী আবদুন্নূর চৌধুরী পরমোৎসাহী মওলবী সদরুন্নূর চৌধুরী এবং উদীয়মান কর্ম্মবীর মওলবী গোলাম সরওর চৌধুরী সাহেবান খেলাফৎ সেক্রেটারী সহ গ্রামে গ্রামে গিয়া ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ৩৭ দিনের মধ্যেই মাত্র ৭৮ খানা গ্রাম হইতে প্রায় ৫০০৲ টাকা, ৪০০ শত খানা কাপড়, ১০০/ মণ ধান্য এবং ১৫/ মণ চাউল সংগ্রহ করা হইয়াছে; চাউল, কাপড় এবং নগদ মঃ ২০৲ প্রথম কিস্তী খেলাফৎ সেক্রেটারীর মারফতে সিল্‌হট ও কাছাড় বন্যা-সাহায্য-সমিতিতে প্রেরণ করা হইয়াছে। আমরা খেলাফৎ কমিটীর পক্ষ হইতে ভাটিপাড়ার এহেন আদর্শ জমিদার সাহেবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দেশবাসী উক্ত আদর্শ গ্রহণ করিবেন কি?

আবদুল মওতি চৌধুরী

এঃ সেক্রেটারী, আসাম প্রাদেশিক খেলাফৎ কমিটি

সিল্‌হট।

কৃষকের চরম দুর্গতি

যমুনা-মুখে হাহাকার

আসাম নওগাঁও জেলার অন্তর্গত যমুনা-মুখ নিবাসী বন্যা-বিধ্বস্ত লোকদিগকে অতি সত্বর কৃষি ঋণ এবং বীজধান্য দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। পরে দিলে তাহাদের কোনই উপকার হইবে না, কারণ—প্রথম শ্রাবণে ধান বুনিলে রোপণ করিবার মত উপযুক্ত চারা জন্মাইতে পুরা এক মাস কাল সময় লাগিবে। অর্থাৎ ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত এই চারা রোপন করা যাইবে। পুরা এক মাস জমি রোপণ করিলে কৃষকগণ এক বৎসরের খরচের আন্দাজ ধান্য জন্মাইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়,—যদি খোরাকী ও হালগরুর অভাব না থাকে। মজুরী করিয়াও রাজার কর আদায় করিতে পারিত। কিন্তু আউস ক্ষেতের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, কেবল রোপণ করিবার অল্পদিন আছে, যদি এই সময়টুকু রহিত হইয়া যায়, তবে দীর্ঘ এক বৎসর কাল লোকে কি খাইবে এবং কি করিয়া জমির খাজানা আদায় করিবে? সুতরাং সরকার লোকদিগকে সাহায্য না করিলে লোক অনাহারে মরিবে। বন্যাগ্রস্ত প্রায় সমস্ত লোকই সুর্ম্মা ভেলি হইতে আগত ঔপনিবেশিক প্রজা হিসাবে প্রায় সকলেই মুসলমান। যে সমস্ত হিন্দু ঔপনিবেশিক আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পাটনি, মালি, নমঃশূদ্র, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার ও তাঁতি ইত্যাদি। তাহারা নিজ পৈতৃক ব্যবসা চালাইয়া কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। মুসলমানগণ কৃষি ভিন্ন আর কিছুই জানে না। তাহাদের কি উপায় হইবে? এবং এই সকল জমিতে ধান্য ভিন্ন অন্য কৃষি জন্মে না বলিয়া লোকে তাহা করেও না। আউশ ক্ষেতের উপযুক্ত জমি কপিল নদীর কেনারায় অনেক পতিত আছে কিন্তু সেই জমি ভোগকরা সুর্ম্মা ভেলির লোকের ভাগ্যে ঘটে না। কারণ সেই সকল জমি 'আসাম ব্লকে' সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। বন্যা হইয়াছিল ১৫ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২০শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত। ১০ই আষাঢ় তারিখে নওগাঁয়ের ডিপুটি কমিশনার যমুনা-মুখে আসিয়া অবস্থা দেখিয়া ১০ দিনের মধ্যে কৃষি লোন্ এবং বীজের ধান দিবেন বলিয়া আশা দিয়া গিয়াছিলেন। লোকে গ্রাম হইতে দলে দলে আসিয়া খবর লইতেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন সাড়া নাই। যে সব লোক দরকারী জিনিস পত্র বিক্রি করিয়া কতক যোগাড় করিতে পারিত, তাহারাও আশার আশায় বসিয়া আছে। সরকারী আশাই হইতেছে সর্ব্বনাশের মূল।

মোঃ আর্শেদ আলী। সেক্রেটারী—

সুর্ম্মা-ভেলি কৃষক সমিতি। (যমুনামুখ)

দানের মত দান

জিন্দাবাশ সিদ্দিকী !

ঢাকা বলিয়াদীর স্বনাম ধন্য দানবীর জমিদার খান বাহাদুর মওলবী চৌধুরী কাজিম উদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের জন্য মাসিক ৭৲ সাত টাকা হিসাবে ২৫টি বৃত্তি দান করিয়া স্বদেশ-হিতৈষণার আদর্শ পরিচয় দিয়াছেন। ইতি পূর্ব্বে তিনি নিজ খান্‌দানী লাইব্রেরী হইতে প্রায় ৮০০ শত পুস্তক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে দান করিয়া বিদ্বজ্জন মণ্ডলীর ভক্তির পাত্র হইয়াছেন, এবারকার দানে তিনি তাঁহাদের আরও শ্রদ্ধা ভাজন হইলেন। এহেন সমাজ-গত-প্রাণ আদর্শ পুরুষের দীর্ঘজীবন-লাভ গরীব সমাজের সমূহ মঙ্গলেরই কারণ। খোদা তাঁহাকে শান্তিময় দীর্ঘজীবন দান করুন।

আরহাম উদ্দিন বক্‌শী
রমনা, ঢাকা।

মাদ্রাসা-সমাজ-সেবা-সঙ্ঘ

বন্যা-সহায়ক সমিতি

বিগত ১৩ই জুন হঠাৎ অত্যধিক বৃষ্টির দরুণ সুর্মাভেলী অঞ্চলে ভয়ানক বন্যা হওয়ায় যখন অসংখ্য ঘর-বাড়ী, গো-মহিষ ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তু, গোলার ধান, প্রবল জলস্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, যখন হাজার হাজার অসহায়, নিরাশ্রয়, নিরন্ন ও ক্ষুধা-কাতর লোক, সাহায্যের জন্য সকাতর দৃষ্টিতে আপন ভ্রাতৃবৃন্দের পানে তাকাইল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে "সিলহট্ গভর্ণমেণ্ট মাদ্রাসা সমাজ-সেবা-সঙ্ঘে"র ২০ জন সেবক, ৩ খানা নৌকা ও ১০ মণ চিড়া সহ তাহাদের উদ্ধারার্থ রওয়ানা হইলেন। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া মুষ্টি মুষ্টি চিড়া বিতরণ করিয়া ও বহু অসহায় বিপন্ন স্ত্রী-পুরুষকে নিকটবর্ত্তী উচ্চ টিলা ও রেল সড়কের উচ্চাংশে রাখিয়া তাহাদের প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময় মাদ্রাসার সিনিয়ার বিভাগ বন্ধ ছিল। জুনিয়ার বিভাগের ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ৪৫ জন ছাত্র ও শিক্ষক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া প্রায় ৭০০৲ টাকা ও ৫০০ কাপড় সংগ্রহ করেন। বিগত ৫ই জুলাই হইতে এই সঙ্ঘ করিমগঞ্জের অন্তর্গত ৫।৮।১০।১১।১৪নং সরপঞ্চ সার্কেলস্থিত ৪২টী বন্যা-পীড়িত গ্রামের সেবা-কার্য্যের ভার লইয়াছেন। সিলহট-কাছাড়-ফ্লাড-রিলীফ কমিটী ও করিমগঞ্জ সেণ্ট্রাল রিলীফ কমিটীর সহযোগে এবং গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে চাউল ও কাপড় বিতরণ করা হইতেছে। কিন্তু এই সাহায্য লোকের অভাবের পক্ষে আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে। যত দিন যাইতেছে, দুর্ভিক্ষ ততই ভীষণ আকারে দেখা দিতেছে। এই সঙ্ঘ নিজ ফণ্ড হইতে এ যাবৎ ৪২৪৲ টাকা, ১০ মণ চিড়া ও ৪০০ খানা কাপড় দিয়াছে। বর্ত্তমানে সঙ্ঘের ২০ জন সেবক মফঃস্বলে কাজে লিপ্ত আছেন। টাকার অভাবে আমরা নিয়মিত ভাবে সাহায্য করিতে পারিতেছি না। আশা করি, দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে সমাজ-হিতৈষী—দান-বীরগণ খোদার রাস্তায় দান করিতে ও আমাদিগকে সেবা-কার্য্যে উৎসাহিত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। সাহায্য নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন।

আর্শদ্ আলী চৌধুরী (বি, এ) সেক্রেটারী
"সিলহট গভঃ মাদ্রাসা সমাজ-সেবা-সঙ্ঘ।"

লণ্ডনের ২৭শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত মিশৌরিতে 'সেণ্ট লুইস রবিন' নামক বিমান পোতখানি গত ১৪ দিন যাবৎ নিরাপদে শূন্যে অবস্থান করিতেছে। দুইজন বৈমানিক উহাকে চালাইতেছেন। আরও ৭ দিন তাঁহারা শূন্যে অবস্থান করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। পৃথিবীতে কোন বিমানপোত এত অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে নাই।

—o—

আরাকান বিভাগের কমিশনার একখানা ইশ্‌তাহারে জানাইয়াছেন যে, রেঙ্গুন হইতে বীজ ধান্য না পাওয়ায় অবস্থা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্যা-পীড়িত অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ জমি এবার চাষ করা যাইবে। গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে ২০,০০০টী মারা গিয়াছে। তন্মধ্যে ৫০০০ লাঙ্গল-টানা মহিষ এবং ৯,৭০০ লাঙ্গল-টানা গরু। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে ৮টী অন্নসত্র খোলা হইয়াছে। কৃষি-ঋণ বিতরণ চলিতেছে।

—o—

জেনারেল নাদীর অত্যন্ত অর্থাভাবে পতিত হইয়াছেন। পেশোয়ারের ভূতপূর্ব্ব আফগান বাণিজ্য দূত তাঁহাকে ৩০ হাজার টাকা প্রেরণ করেন, তদ্ব্যতীত পেশোয়ারে লোকদের নিকট হইতে চাঁদা হিসাবে সংগৃহীত ১০ হাজার টাকা তাঁহার নিকট পাঠান হইয়াছে। আফগান রেডক্রেসেণ্ট সোসাইটি তাঁহাদের চাঁদা-দাতাদের সম্মতি লইয়া আরও দশ হাজার টাকা প্রেরণ করিয়াছেন।

মুখতসর

ভারত-সচিব কাবেরি-নদীর বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য ৭ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮ হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

—o—

ডাঃ জোসেফ স্কট নামক একজন জার্ম্মাণ পণ্ডিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ সিদ্দিকের স্থলে আরবী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

—o—

হজ্ব কমিটীর সদস্য হিসাবে মওলানা শফি দায়ুদী এম, এল, এ, ঢাকাতে গিয়াছিলেন। তিনি একটী জনসভায় নেহেরু রিপোর্টের তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

—o—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্যোক্তাগণকে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকাতে উহার অধিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ পত্র পাঠাইয়াছেন।

—o—

সম্রাটের রোগমুক্তি উপলক্ষে বড়লাট যে তহবিলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে ২৪শে জুলাই পর্য্যন্ত ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩০২ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

—o—

প্রকাশ যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখায় নিজাম সরকার 'নিজাম-বিজয়' নামে সাপ্তাহিক মারাঠি পত্রিকাখানি ৬ মাসের জন্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

—o—

ঢাকার মৃত জগমোহন পালের সম্পত্তির অভিভাবকগণ ঢাকা ম্যাজিক্যাল স্কুলটিকে কলেজে উন্নীত করিবার জন্য উক্ত সম্পত্তির আয় হইতে ৪ লক্ষ টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

—o—

তেহরাণের ২২শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, বক্তিয়ারী বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ইস্পাহানে গভর্ণমেণ্ট সৈন্য সমাবেশ করিতেছেন। সৈয়দগিতে গভর্ণমেণ্ট সৈন্যগণ বক্তিয়ারীগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বেষ্টিত হইয়াছে।

—o—

গত ২৮শে আরও একদলে ১৪ জন আফগান বালক বিমান চালনা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইটালী হইতে পেশোয়ারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা পেশাওরে প্রতীক্ষা করিবে স্থির করিয়াছে।

—o—

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ইকোয়াডোর রাজ্যের রাজধানী কুটো নগর হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, সম্প্রতি উক্ত রাজ্যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পের জন্য মেউমা নামক নগরটি এক প্রকার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে; ৬০ জন ভূমিকম্পের ফলে নিহত হইয়াছে। জনসাধারণের ভিতর বিষম আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

বর্দ্ধমানে শীঘ্রই একটি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটি শ্বেতাঙ্গ কোম্পানী উক্ত কল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়া বর্দ্ধমান ষ্টেশনের নিকট মেহেদীবাগান অঞ্চলে ২৫০।৩০০ বিঘা জমি লইতেছেন। এতদুপলক্ষে প্রাথমিক কাজকর্ম্মও আরম্ভ হইয়াছে।

—o—

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ সমূহে বাধ্যতামূলক শারীরিক ব্যায়াম প্রবর্ত্তন করার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আগামী বৎসর জুন মাস হইতে বলবৎ হইবে। এই জন্য বরাপেটাতে একটি বিদ্যালয়ের ৭৫ জন শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

—o—

সম্প্রতি জাপানের রাজধানী টোকিও শহরে ও ইয়োকোহামা বন্দরে প্রবল ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছিল। ভূমিকম্পের সময় লোক সকল ভয়ে ঘরের বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে তারের সংবাদ আদান প্রদান সম্বন্ধে সামান্য বাধা হইয়াছিল। ক্ষতির পরিমাণ যৎসামান্য।

—o—

মার্কিনের প্রেসিডেণ্ট হুভার এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড উভয়েই নৌ-বল হ্রাসের জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, সকলেই মনে করিতেছেন যে, উহা নৌ-বল হ্রাস সমস্যার সুমীমাংসার পূর্ব্ব সূচনা। কেবল মার্কিণের প্রতিনিধি সভার চেয়ারম্যান মিঃ ফ্রেডারিকবুটেন বলেন যে, এই সম্পর্কে ইংলণ্ডের প্রস্তাব ছলনা মাত্র।

—o—

জনৈক যাত্রীর পকেট হইতে দশ আনা চুরি করার অপরাধে মহাবীর গোয়ালা নামক একজন পুরাতন পাপী শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। তাছাড়া ২৫ টাকা অর্থদণ্ডেও আসামী দণ্ডিত হইয়াছে; জরিমানার টাকা অনাদায়ে আরও ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

—o—

প্রকাশ যে, মিসেস সরোজিনী নাইডু এবং মিঃ জিন্নার সহিত আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে তাঁহার (মিঃ জিন্নার) ও মিঃ গান্ধির মধ্যে এক আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থার জন্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কলিকাতার সর্ব্বদল সম্মেলনের পর যে ৪টি বিষয়ে মত বৈষম্য রহিয়া গিয়াছে, ঐ গুলির মীমাংসাই বোধ হয় এই বৈঠকের উদ্দেশ্য।

—o—

বাঁকুড়ায় ভীষণ কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। ফলে অধিবাসিগণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যহই বহুলোক মারা যাইতেছে। আক্রমণ ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যেই বিশেষ ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার এবং মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ কলেরার প্রতিষেধক ইনজেক্‌শনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

—o—

চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা এক বালিকাকে অসদুদ্দেশ্যে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া যাইবার অভিযোগে শিয়ালদহের গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিস মাজেরহাট ষ্টেসনে রাধারাণী দাসী ও কৃষ্ণ গাইন নামক আর এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। উভয় আসামীকেই শনিবার শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। আরও তদন্তের জন্য মামলা মুলতুবি আছে।

REGISTRED TRADE MARK.

আমাদের এই টিউব বাজার চলিত টিউব নহে। আমাদের বিশেষ অর্ডার অনুযায়ী উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর উপাদান সমূহে ভাল কারিগর দ্বারায় এই বিখ্যাত টীউব প্রস্তুত। ইহা দেখিতে যেমন চাকচিক্য-বিশিষ্ট এবং তেমনি দীর্ঘস্থায়ী—মজবুত। আমরা স্পর্দ্ধাসহকারে বলিতে পারি যে আমাদের এই টিউব একবার ব্যবহার করিলে, আর কখনও অন্য টিউব ব্যবহার করিবেন না। যাহাতে সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া মূল্যও যথাসম্ভব সুলভ করা হইয়াছে। জিনিষের হিসাবে মূল্য কিছুই নহে। খরিদকালীন উপরের ট্রেড মার্কা দেখিয়া লইবেন।

মূল্যাদি :—৩ হাত ১৶০, ৪ হাত ১৷০, ৫ হাত ১৸৶০, ৬ হাত ২।০। ৬ হাতের বেশী লম্বা লইতে হইলে অর্ডার দিতে হইবে।

আমাদের দোকানে

মোরাদাবাদী, বৃন্দাবনী হোক্কা, ফরসি হোক্কা, কাঠের নল, কাঠের নৈচা, ছট্‌কা নল, রবারের নল, ওগলদান, পানদান, খাসদান, রেকাবী, থাল, গোলাপ্ পাস, আতর দান, আগরবাতি দান, কটোরা, পিচকারী, ফুলদান প্রভৃতি সকল প্রকার জিনিষ বিক্রয়ার্থে সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মৌজুদ থাকে। পাইকারদিগকে যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে মাল সরবরাহ করা হয়। একবার পরীক্ষা করিলে আমাদের মালের উৎকৃষ্টতা ও সুলভ মূল্যের বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

নোট :—নূতন খরিদারগণকে অর্ডারের সঙ্গে শতকরা ১০৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে, টাকা পাওয়া মাত্র মাল পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান :—মোহাম্মাদ ইব্রাহিম হামিদুল্লা,
৭২নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বাজার দর

—:o:—

পাট—

৯৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা মণ। গত বৎসর এই সময়ে দর ছিল ১১৲ হইতে ১৪৫০ টাকা মণ।

সোনা রূপা :—

ইংলিশ বার	প্রতি ভরি	২১৸৶০
ট্যাঁকশালের বার	" "	২১।১০
বড়ালের বার	" "	২১৷৶১০
চীনের পাতা	" "	২১।০
গিনি	প্রতি খান্	১৩৷৶১০
চাঁদি	প্রতি ১০০ ভরি	৫৬৶০
ঐ খুচরা		৫৩/০

ঘৃত—

শ্রী	...	...	৮১৲
মটকী	...	...	৭২৲
ভারতী	...	...	৭১৲
খুরজা	...	...	৭৪৲
সিকেন্দ্রাবাদি	...	...	৬২৲
লক্ষ্মী	...	...	৬৬।০
বাঁদা সাগর	...	...	৫৬

তৈল—

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটী (রাধাকৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর		২৩৷০
ঐ ১ মণের দর		২৩৲
বিনোদ মার্ক, ঐ		২৪।০
কানপুর টিন সমেত		২৩৷০, ২৪৲
ঘানির		২৭৷০, ২৮৲
নারিকেল তৈল		২০৷০, ২০৲
রেড়ির তৈল		১৫।০, ১৭৲

কেরোসিন তৈল—

আমেরিকান তৈল :

বানর		৮/০
ঐ টিন		৬৷/০
হাতী ১ গ্যালন	৫৶১০	দুইটিন

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোঃ

২। বর্ম্মা তৈল :—

চক্র	৬।১০	দুইটিন
সূর্য্য	৬।১০	"
তারা	৬৷৶১০	"
ভিক্টোরিয়া	৫৸১০	"
হাঁস	৫৸১০	"
ছাগল	৬৷১০	"
মুর্গী ও চাবি	৫৸৶১০	"

আটা, ময়দা, সুজী—

সর্ব্বোৎকৃষ্ট	৭৶০	হইতে	৭।০
গৃহস্থালির মত	৬৸/০	"	৭৲
বি, আটা	৭৶০	"	৭।০
১ নং "	৬৸৶০	"	৭৲
২ নং "	৬৷০	"	৬৷৶০
৩ নং "	৪৷০	"	৪৷৶০
সুজী	৭।৶০	"	৭৷০

মসলা—

হলুদি (মছলি পত্তন)		১০৲, ১২৲
সুপারি (মাঝারি)		১৭৲, ১৮৲
ঐ বড়দানা (ঐ)		১৮।০
ঐ ছোট		১৮৸০
ঐ (জাহাজী)		১২৷০, ১৪৲
ধনিয়া		৪৸০, ৫।০
গোল মরিচ (কানানোরী)		৬৬৸০
লবঙ্গ	সের	২৲, ২।০
এলাচি (বড়)		২৭৲, ২৮৲
ঐ (ছোট)	সের	৫।০, ৫৷০
সাবুদানা		৮৸৶০, ৯।৶০
এরারুট		৭৷০, ৮৲
ধুনা (জাহাজী)		৭৷০
ঐ (রেঙ্গুনী)		১৩৲, ১৪৲
সুর্ম্মা		১৭৷০
দারুচিনি		১৩৷০
কর্পূর		১৫০৲
মিশ্রী (১—২ নং)		৯৸০, ১০৷০

চাউল—

পাটনাই আতপ পুরাতন	৭৲	হইতে	৭৶০
চিনি শক্কর	১০৲	"	১১৲
দাউদখানি	১০৲	"	১০৷০
বাকতুলসী	৭৲	"	৭৷৶০
বালাম	৬।০	"	৬৸০
কাজলা	৪৶০	"	৪৷/০
পাটনাই সিদ্ধ	৬।/০	"	৭৶০

মগ্‌রেবী

লর্ড হেড্‌লীর শাদী

লণ্ডন মস্‌জিদে সম্পন্ন

গত ১লা আগষ্ট লণ্ডনের ওকিং মস্‌জিদে ব্রিটিশ মুস্‌লিম সমিতির সভাপতি আল্‌-হজ্‌ লর্ড হেড্‌লীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। মেজর ব্যাস ফোর্ড সাহেবের বিধবা পত্নী ক্যাথারাইনের সহিত তাঁহার [illegible] হইয়াছে। [illegible] বাহ মহফিলে তুর্কী, পারস্য ও অন্যান্য দেশের রাজদূত ও পৃথিবীর সকল প্রান্ত মুসলমান এবং সাইমন কমিশনের মুসলমান সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। মস্‌জিদে ইমাম কাজীর কাজ করিয়াছিলেন। ১৯২৩ সনে লর্ড হেড্‌লী হজ্জ করিয়াছেন। ইহার মুসলমানী নাম আল্‌-ফারুক।

মোটর বোট প্রতিযোগীতা

ডোভার হইতে ক্যালে যাতায়াত

ইউরোপের নানাদেশে এবার মোটর বোটের গতি প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। কে কত দ্রুতগতিতে মোটর চালাইতে পারেন—তাহারই চেষ্টা হইতেছে। কইডন নামক একজন মোটর বোট প্রতিযোগী ২০০ হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিনযুক্ত এক মোটরবোট লইয়া ডোভার হইতে ক্যালে যাত্রা করেন। সেই সময় অবশ্য সমুদ্রের অবস্থা বেশ প্রশান্তই ছিল। তথাপি তাঁহাকে বেশীক্ষণ দেখিতে পাওয়া গেল না। ইনি ৪ ঘণ্টা ২৩ মিনিট সময়ের মধ্যে ক্যালে পৌছিয়া পুনরায় ডোভারে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হন।

দেশব্যাপী কম্যুনিষ্ট আন্দোলন

পুলিস ভুলাইবার চেষ্টায় বিপদ

বেলগ্রেড হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, একজন ছদ্মবেশী কম্যুনিষ্ট সারাজেভো নগরের পুলিসকে কম্যুনিষ্টদিগের গুপ্ত মুদ্রাযন্ত্র দেখাইয়া দিবে বলে। পুলিসকে বিপদে ফেলাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। খানিক দূর লোকটার সঙ্গে গিয়া পুলিসের সন্দেহ হয়। পুলিস লোকটাকে হত্যা করিয়া নিজে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

নানাদেশে ধর-পাকড়

পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য পোল্যাণ্ডে ৫ শত, যুগো-শ্লাভিয়ায় ১ শত, গ্রীসে বহু শত, রুমেনিয়ায় অনেক, বুলগেরিয়ায় ৬৪ এবং ফ্রান্সে ৪০ জন কম্যুনিষ্টকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। ফিনল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড এবং তুরস্কে কম্যুনিষ্ট শোভাযাত্রা এবং আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জেকো-শ্লাভিয়ার অন্তর্গত প্রেগ শহরের দক্ষে কলের কামান বসান হইয়াছে।

প্যারিসে সতর্কতা

পূর্ব্বাহ্নে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্যারিস শহরে রীতিমত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিসকে সাহায্য করিবার জন্য ৩০ হাজার সৈন্য মজুত রাখা হইয়াছে। উহাদিগকে গোলযোগের স্থানে লইয়া যাইবার জন্য এক শত মোটর লরী ঠিক করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে ৪৮ জন বৈদেশিককে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। একটা হোটেলে ৩০টী বোমা পাওয়া গিয়াছে।

লণ্ডনে গ্রেফ্‌তার

আটজন কম্যুনিষ্ট স্ত্রীলোক ও ঐ দলের এক পুরুষ লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে সাধারণ যাত্রীর মত অম্নিবাসে উঠে এবং উহার ছাদের উপর আসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনাদিগকে শৃঙ্খলিত করে। তাহাদিগকে নামিয়া যাইতে বলিলে সে কথায় কর্ণপাত করে না। সুতরাং বাসের কর্ম্মচারীরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে বাস চালাইয়া লইয়া যায়। উক্ত কম্যুনিষ্টগণ পথিমধ্যে তাহাদের পতাকা উড্ডীন করে এবং "রক্ত পতাকা" ও "আন্তর্জ্জাতিক" দলন গীত গাহিতে থাকে। তাহারা এরূপভাবে আপনাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়াছিল যে, পুলিস আসিয়া তাঁহা খুলিতে পারে নাই। এ কারণে বহুক্ষণ মুষলধারায় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকে। পুলিসের লোক পরে অস্ত্র দ্বারা শিকল কাটিয়া কম্যুনিষ্টদিগকে গ্রেফ্‌তার করে।

১৬ দিন শূন্যে অবস্থিতি

বমানপোতের নূতন বিস্ময়

যুক্ত রাজ্যের "সেণ্ট লুইসা রবিণ" নামক বিমানপোতখানি ১৬ দিন ১৬ ঘণ্টা যাবৎ শূন্যে অবস্থান করিতেছে এবং ঐ অবস্থাতেই নূতন তৈল ভরিয়া লইতেছে। বিমানপোতটি এখনও শূন্যে অবস্থান করিতেছে, কিন্তু যন্ত্র দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। পূর্ব্বে শূন্যে অবস্থানের "রেকর্ড" ছিল, ১৫৪ ঘণ্টা; কিন্তু "সেণ্ট লুইস্ রবিণ" ৪৫০ ঘণ্টা শূন্যে থাকিয়া উক্ত 'রেকর্ডকে' হটাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা এই অভিযানের উদ্যোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, 'রেকর্ডে'র পর প্রতি ঘণ্টা আকাশে অবস্থানের জন্য ২০ পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে, সুতরাং এই পর্য্যন্ত 'সেণ্ট লুইস রবিণের' বৈমানিকদ্বয়ের প্রত্যেকের ৩০৮০ পাউণ্ড পাওনা হইয়াছে।

ফ্রান্সের সোণা ক্রয়

ইংলণ্ডে সোণা কমতি

গত ৩০শে জুলাই লণ্ডনের ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বুবর্ণ বিক্রয় করিয়াছেন ইহা বিদেশে চালান যাইবে, এবং অধিকাংশ ফ্রান্সে প্রেরিত হইবে। এই ঘটনার সহিত ফ্রান্সের স্বর্ণ সংক্রান্ত বিষয় জড়িত আছে বলিয়া বোধ হয় এবং শীঘ্র যে ক্ষতি পূরণ সংক্রান্ত বৈঠক বসিবে, তদুপলক্ষে ফ্রান্সের রাজনৈতিক চালও আছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস। ইংলণ্ডের সঞ্চিত স্বুবর্ণের পরিমাণ ১৪ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ যে পরিমাণ স্বুবর্ণ সঞ্চিত থাকা আবশ্যক,তাহার তুলনায় ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বুবর্ণ কম আছে। ইহাতে টাকার টান হইবে ও সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে। যাহাতে ইহার প্রতীকার হয়, ফরাসী ব্যাঙ্কের তাহার উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, কোন কোন অর্থনীতিক এইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন।

ইঙ্গরুস সন্ধি ভঙ্গ

রুস-দূতের লণ্ডন ত্যাগ

মস্কোর ১লা আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, ইংলণ্ড ও রুসিয়ার মধ্যে পুনরায় রাজনীতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তাহা সাময়িকভাবে ভাঙ্গিয়া গেল। কারণ সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বিবাদের বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে কথাবার্ত্তার সুবিধার জন্য এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে উভয় দেশের মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক স্থাপন করা হউক। কিন্তু বৃটীশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ হেণ্ডার্সন উহাতে রাজী হন নাই। লণ্ডনের ১লা আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য মিঃ ডভ্‌গেলভস্কি (পারস্যের সোভিয়েট দূত) লণ্ডনে আসিয়াছিলেন। তিনি কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া প্যারিসে ফিরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কথাবার্ত্তায় কোন ফল হয় নাই। মস্কোর এক সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ ডভগেলভস্কি ২৯শে জুলাই তারিখে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ হেণ্ডার্সনকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে,উভয় দেশের মধ্যে অবিলম্বে রাজদূত নিযুক্ত করা হউক এবং রাজদূত নিযুক্ত করা হইলেই সোভিয়েট সরকার লণ্ডনে অন্যান্য গুরুতর বিবাদের বিষয়গুলি আলোচনা করুন। কিন্তু বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন যে, প্রথমতঃ বিবাদের বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপোষ সিদ্ধান্ত হউক এবং ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বেই ঐ উদ্দেশ্যে সোভিয়েট দূতগণ লণ্ডনে আলোচনার্থ আগমন করেন। ইহার উত্তরে মিঃ ডভগেলভস্কি রুস পররাষ্ট্র সচিবের নিকট হইতে প্রাপ্ত লিপি বৃটীশ পররাষ্ট্র সচিবের নিকট অর্পণ করেন। ইহাতে এরূপ কথা ছিলঃ—"বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট সাধারণ সম্পর্কও স্থাপন করিতে অসমর্থ কিম্বা অনিচ্ছুক, কারণ তাহা না হইলে তাঁহারা এরূপ প্রস্তাব করিতেন না যে, আগে বিবাদের বিষয়ীভূত ব্যাপারগুলির এবং দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে মীমাংসা হউক, তারপর সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। কিন্তু বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট প্রথম যে লিপিগানি রুস গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন, তাহাতে এরূপ কোন শর্ত্ত ছিল না। সুতরাং এই নূতন অবস্থার জন্য আপাততঃ আলোচনা বন্ধ রাখিতে হইতেছে। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতির আগামী অধিবেশনে বৃটীশ সরকারের এই নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।"

ভীমকায় জার্ম্মাণ জেপলীন

যাত্রীসহ সমুদ্রের উপর দিয়া অভিযান

বার্লিনের ৩১শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, ভীমকায় জার্ম্মাণ পোত গ্রাফ জেপলিন তৃতীয়বার আটলাণ্টিক মহা-সমুদ্রের উপর দিয়া অভিযান করিতেছে। আগামী কল্য সকালে উহা যাত্রা করিবে। এই ভীমকায় জেপলিনের মধ্যে ২১ জন যাত্রী রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ছায়াচিত্রের চীনা অভিনেত্রী এ্যান্না মে ওঙ্গ, দুইজন মার্কিন [illegible] এবং বিখ্যাত আবিষ্কারক স্যার হিউবার্ট উইলকিন্সের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাতে অন্যান্য মাল এবং পশুপক্ষীও রহিয়াছে। একটী প্রকাণ্ড পিয়ানো, একটী বনমানুষ, একটী শিম্পাঞ্জি এবং ৬০০ কেনারী পাখীও যাত্রীদের মধ্যে আছে। পাছে বাধ্য হইয়া সমুদ্রের উপর অবতরণ করিতে [illegible] ভয়ে জেপলিনে বহু সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। এতগুলি যাত্রী লইয়া সমুদ্রের উপর দিয়া-শূন্যপথে অভিযান দুঃসাহসিক চেষ্টা বটে। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে জেপলীনখানি নির্ব্বিবাদে আমেরিকায় পৌঁছিয়াছে।

অস্ত্রবল নিয়ন্ত্রণ

লণ্ডনে বৈঠকের সম্ভাবনা

১৯২৯ সালেই লণ্ডনে একটী বৈঠক বসাইয়া সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের আলোচনা করা সম্ভবপর হইবে—আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ হুভার অন্ততঃ এই ধারণাই পোষণ করিতেছেন। যাহারা প্রেসিডেণ্ট হুভারের সহিত চলা-বসা করেন তাহাদের নিকট হইতে এই সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহে প্রেসিডেণ্ট হুভার মৎস্য শিকার করিয়া ভার্জ্জিনিয়ার সময় কর্ত্তন করিয়াছেন। তথায় প্রত্যহ চিঠিপত্র লইয়া বিমানপোত যাতায়াত করিত। এই সমস্ত চিঠি দ্বারা বিশেষ করিয়া মিঃ হুভারকে জানান হইয়াছে,—নৌবল নিয়ন্ত্রণের বিভাগের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, এই সমস্ত বিবরণ হইতে প্রেসিডেণ্ট হুভার স্থির নিশ্চয় হইয়াছেন যে শীঘ্রই নৌবল নিয়ন্ত্রণ আলোচনা ফল-প্রসূ হইবে এবং খুব সম্ভব লণ্ডনেই আলোচনা সভা বসিবে। কারণ লণ্ডনের আবহাওয়া নাকি এখন অস্ত্র পরিত্যাগ সম্পর্কিত আলোচনার পক্ষে খুব বেশী অনুকূল। গত সপ্তাহে আমেরিকার সমর সচিব মিঃ গুড প্রেসিডেণ্টের হুভারের সঙ্গে ছিলেন তিনি বলেন,—এখন হইতে সামরিক ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে। কারণ যথাসম্ভব সামরিক ব্যয় হ্রাস করাই মিঃ হুভারের অভিপ্রায়।

নৌ-বল নিয়ন্ত্রণের চুক্তি

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, নৌবল নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আলোচনা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সেদিন আবার মিঃ ম্যাকডোনাল্ড নৌ-বিভাগের সেনাপতি, জেনারেল আলেকজাণ্ডার ডোয়েস এবং মিঃ গিবসনের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল। তাহাতে নাকি চুক্তি শর্ত্ত অনেকটা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বিলাতে শ্রমিক ধর্ম্মঘট

আঠার শত কাপড়ের কলবন্ধ

লণ্ডনের ২৮শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, বিলাতী বস্ত্রশিল্পের কারখানা সমূহে ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। মিলের মালিকেরা শ্রমিকদিগের বেতন শতকরা সাড়ে বার টাকা কমাইতে চাহিয়াছিলেন এবং এই বিষয় শ্রমিক প্রতিনিধিদিগের সহিত আপোষের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল; কিন্তু অদ্য সেই কথাবার্ত্তা ভাঙ্গিয়া যায়। অবস্থা খুবই গুরুতর, তবে একমাত্র আশার বিষয় হইতেছে এই যে, কয়েকজন মালিক বর্ত্তমান মাহিয়ানা অনুসারেই শ্রমিকদিগকে কাজে রাখিতে সম্মত হইয়াছেন, তাঁহারা বেতন কমাইবার পক্ষপাতি নহেন। অন্য মালিকদিগের প্রবর্ত্তিত নূতন মাহিয়ানার হিসাবে মিলগুলি খুলিলে, শ্রমিকেরা কম বেতনে কার্য্যে যোগদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কেবল কয়েকজন ইঞ্জিনম্যেন ও ফায়ারমেন কাজে যোগ দেয়। অন্যান্য কারখানার শ্রমিকেরাও এই বিবাদ গড়াইতে থাকিলে বেকার হইয়া পড়িবে। শ্রমিক মন্ত্রী মিস মার্গারেট বণ্ডফিল্ড খুব মনোযোগের সহিত এই বিবাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কিছু করা যাইতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন না। মালিকেরা দাবী করিতেছেন যে, শ্রমিকদিগের বেতন কমাইয়া দিলে উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা পৃথিবীর বাজারে অন্যান্য দেশের দ্রব্যাদির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালান যাইবে। কিন্তু শ্রমিকেরা বলিতেছে যে, তাহারা যথাসাধ্য ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছে।

মার্কিণ-কারাগারে বিদ্রোহ

হত্যা, অগ্নিপ্রদান ও আক্রমণ

লণ্ডনের ২৯শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, নিউইয়র্ক শহরে এক সপ্তাহের মধ্যে দুইবার কারাবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। গত রবিবার অপরাহ্নে অবার্ণ কারাগারের ১৭০০ বন্দী অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া কারাগারের প্রহরীদিগকে আক্রমণ করে। একজন প্রহরী নিহত হয়। বিদ্রোহীরা জেলখানায় আগুণ ধরাইয়া দেয় এবং গোলমালের সুযোগে ৪ জন পলায়ন করিতে সমর্থ হয়। বিদ্রোহী বন্দীদের কতক জেলখানার অস্ত্রাগার দখল করিয়া ফেলে, উক্ত অস্ত্রাগারে ৫০টি রাইফেল এবং ৪টী মেশিন গান ছিল। তাহারা কারাগারের বিভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া "সৈন্য পরিচালনার" কার্য্য করে। সরকারী সৈন্যেরা ছুটিয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয় এবং দুই দলের মধ্যে আক্রমণ শুরু হয়। আগুণ নিবাইবার জন্য দমকল আসিয়া উপস্থিত হয়। অগ্নিশিখা ৫০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া সমগ্র দালানটী বিনষ্ট করিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। কিন্তু বন্দীরা নিজেদের আগুণে নিজেরাই বিপন্ন হইয়া পড়ে। একদিকে সৈন্য এবং অপরদিকে অগ্নিশিখার আক্রমণে তাহাদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে; কিন্তু তথাপি তাহারা আত্ম-সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হয়। তাহারা সরিয়া কারাগারের একেবারে পশ্চাদ্‌ভাগে গমন করে এবং চতুর্দ্দিক হইতে গুলী ছুড়িতে থাকে। ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহারা সৈন্যদিগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া রাখে। বিদ্রোহীদিগের অনেককে শেষ মুহূর্ত্তে আগুণের কবল হইতে উদ্ধার করা হয়। দুইজন বিদ্রোহী নিহত এবং অপর একজন আহত হয়। ঐ দিবস রবিবার ছিল বলিয়া প্রহরীদের সংখ্যা কম ছিল এবং সেইজন্যই উহাদের খুব সুবিধা হয়। ক্ষতির পরিমাণ ১লক্ষ পাউণ্ড। ইহার ৫ দিন পূর্ব্বে ক্লিণ্টন কারাগারে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। তাহাতে দুইজন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়।

ইঙ্গ-মিসর সন্ধি

সেনাদল ইংরাজের হাতে

লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ হেণ্ডারসন এবং মোহাম্মদ পাশার মধ্যে যে সকল চিঠি পত্রের ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা সন্ধির শর্ত্তের সহিতই প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল চিঠি পত্রের ভাব হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মিসরের সেনাদলের শিক্ষার ভার ইংরাজের হাতে থাকিবে এবং ইংরাজেরাই উক্ত সেনাদলের সাজ-সজ্জার বন্দোবস্ত করিবেন। মিসরের কর্ত্তৃপক্ষ ইংরাজ সেনাদলের জন্য বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবেন, এজন্য অর্থ গ্রহণ করিবেননা; ৩২ পূর্ব্ব দ্রাঘিমার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত স্থানের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাসস্থানের সৌন্দর্য্যের ব্যবস্থা করা হইবে, যথা বৃক্ষ রোপণ, উদ্যান রচনা, প্রয়োজন মত প্রচুর জলের সরবরাহ ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে। সুয়েজ খালের উভয় তীরেরই ২০ কিলোমিটারের মধ্যে ইংলণ্ডের বা মিসরের বিমানপোত ভিন্ন অন্য কোন পোত উড়িতে দেওয়া হইবে না। মিসরের কর্ত্তৃপক্ষ অর্থ ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে ইংরাজ উপদেষ্টা অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক আছেন। অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য ইংরাজ কর্ম্মচারীরা নাগরিক পুলিসের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেন। মিঃ হেণ্ডার্সনের মতে মিশ্রিত ধর্ম্মাধিকরণ দ্বারা কোন কোন প্রশ্নের বিচার বাধ্যতা-মূলক বলিয়া গণ্য হইবে না। কায়রো হইতে ইংরাজ সেনাদলের প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই মিসরীয় সেনাদলের স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন সম্পর্কীয় প্রস্তাব ইংরাজেরা সদয়ভাবে বিচার করিবেন।

নিরুদ্দিষ্ট আফগান রাজকুমার

পেশোয়ারের ৫ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, কাবুল ভ্রমণকারীদের নিকট হইতে শুনা যাইতেছে যে, সর্দ্দার মুহাম্মদ উমর খাঁ নামক যে আফগান রাজকুমার নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি গত ডিসেম্বর মাসে গোপনে কাবুলে চলিয়া যান। এখন নাকি তিনি আমীর হবিবুল্লার অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ২৪শে শ্রাবণ ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

ইশ্তাহার।—স্থান পরিবর্ত্তন, নাম পরিবর্ত্তন, নিয়মিত কাগজ না পাওয়া প্রভৃতি কারণে মফঃস্বল হইতে যে সমস্ত ভদ্র লোক ও ভদ্র মহিলা আমাদের অহরহ পত্র লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদের শতকরা আশি জনই পত্রে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে ভুলিয়া থাকেন। গ্রাহক নম্বর ব্যতীত কোন গ্রাহকের নাম ধাম বাহির করিয়া সে সম্বন্ধে প্রতীকার করা যে কিরূপ দুরূহ কাজ, পত্র প্রেরকগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বলিয়াই হয়ত এরূপ ঔদাসীন্য দেখাইয়া থাকেন। 'গ্রাহক নম্বর' পত্রিকার লেবেলের বাম পাশে নামের ঠিক মাথার উপর সংযোজিত থাকে। আশা করি, আমাদের সুবিধা এবং অসুবিধার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া এবার হইতে এরূপ ভুল-ভ্রান্তি আর যাতে না ঘটতে পারে, সহৃদয় গ্রাহক ও গ্রাহিকাগণ সে বিষয়ে অবহিত হইবেন।

আত্ম-কথা।—প্রথম পর্য্যায়ে পাঁচ মাস মাত্র প্রকাশিত হইয়াই 'আল্-মুস্লিম' অস্থায়ী ভাবে বন্ধ হইয়া যায়। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে হইতেছে যে, যাঁহাদের আশা ও উৎসাহে আমরা 'আল্-মুস্লিম' হস্তে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলাম, তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে "অসমর্থ" হওয়াতেই অর্দ্ধপথে থামিয়া যাইতে হইয়াছিল। গত কয় মাস 'আল্-মুস্লিমে'র মারফতে সমাজ-সেবারূপ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকায়, আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে কিরূপ মর্ম্মাহত ও অন্তর্দাহে জর্জ্জরিত হইতেছিলাম, তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। তবে, কর্ম্মময় বর্ত্তমানে অতীতের কাহিনী বলিয়া আজ আর কোন লাভ নাই। সমস্ত স্তুতি ও সমুদয় আরতি তাঁহারই, যাঁর মঙ্গল ইচ্ছায় 'আল্-মুস্লিম' এই রৌদ্র-দীপ্ত ধরণীতে দিবসের আলো দেখিতে সক্ষম হইয়াছে। 'আল্-মুস্লিম' একবার বন্ধ হইয়া যাওয়াতে অনেকের মনেই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। তাই, 'আল্-মুস্লিমে'র ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত কি নিশ্চিত, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া মফঃস্বল হইতেও বহু ভদ্র লোক আমাদের পত্রাদি লিখিতেছেন। তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তরে আমরা আরজ করিতে চাই যে, ভবিষ্যৎ খোদারই হাতে। তবে সুবিখ্যাত 'ইস্লামীয়া প্রিন্টিং হাউসে'র স্বত্বাধিকারী দান-বীর হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল সাহেবের অনুগ্রহে পরিচালিত নবপর্য্যায় 'আল্-মুস্লিমে'র ভবিষ্যত সম্বন্ধে যে আমরা নিশ্চিত হইতে পারি, যিনি হাফেজ সাহেবের দিল-দরাজী, অর্থ-স্বচ্ছলতা, সমাজ-প্রেমিকতা, নিঃস্বার্থ সেবা-পরায়ণতা এবং সর্ব্বোপরি ইন্সানিয়ৎ ও ঈমানদারী সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবগত আছেন, তিনিই তাহা অকপটে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।—ইস্লাম ও মুস্লিমের লিল্লাহ্ খিদমত করা ব্যতীত 'আল্-মুস্লিমে'র আর যে কোন লক্ষ্য নাই, সে কথা বহুবার নিবেদন করিয়াছি। জাতির পোড়া কপালের দোষেই আজ যেমন কাউন্সিল-কর্পোরেশনে, তেমনি লীগ-কংগ্রেসেও একদল দস্যু, তস্কর, লুঠেরা ও রাহাজান মুসলমানের "প্রতিনিধি" সাজিয়া জাতির কলিজার লহু নিঃশেষে পান করিতেছে। সমাজ বিশেষ ও দল বিশেষের প্রদত্ত রৌপ্য-চাকতির প্রসাদে স্ব সম্প্রদায়ের গলায় খঞ্জর চালানর পরও অজ্ঞ সমাজের মধ্যে বুক ফুলাইয়া বিচরণ করিতেছে। নিজেদের সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলিকে টাকা তৈরী করিবার টাঁকশালে পরিণত করিয়া "স্বাদেশিকতা" ও "জাতীয়তা" রূপ যবনিকার অন্তরালে সব দোষ ও সকল গ্লানি সতর্কে চাপা চাপা দিতেছে। এই সব 'লীডারানে কওমে'র কারও সঙ্গে আমাদের কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নাই। গত এক যুগ ধরিয়া এই সমস্ত সাধু-পুরুষের নাড়ী-নক্ষত্র তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাওয়াতেই এইরূপ নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। সত্য বলিতে কি, এদের প্রভাব হইতে এই সরল প্রাণ, সহজ-বুদ্ধি জাতিটাকে মুক্ত করিতে না পারিলে জাতির আ মূল ধ্বংস অনিবার্য্য। বলা বাহুল্য যে, অন্ধ সমাজের চক্ষুদান উদ্দেশ্যেই 'আল্-মুসলিমে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আসাম, বাঙ্গালা ও ব্রহ্মদেশে সাড়ে তিন কোটি আল্লার বান্দাকে 'আল্-মুস্লিমে'র গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া ইহাকে শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতেছি।

ভারতের অর্থ।—আজ যে ভারতের চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন। তবে, তাঁহাদের এই সব অনুসন্ধান ও গবেষণা মাত্র কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বর্ণ-প্রসূ ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীর দৈনিক গড়-পড়তা আয় যে, বিদেশী-শাসনের কল্যাণে ন্যূনাধিক ছয় পয়সায় পরিণত হইয়াছে, তাহা কি কেহই লক্ষ্য করিতে পারিতেছেন? কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ভারতের আমদানী হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধিই ইহার মূল কারণ। কিন্তু তাহা সর্ব্বাংশে সত্য নহে। দেশের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা শাসক সম্প্রদায়ের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে ইহা ধ্রুব সত্য। দেশের রাজনীতির সহিত অর্থনীতির যে অতি নিকট সম্বন্ধ, গত ২৭শে জুলাই বোম্বাইয়ে ভারতীয় বণিক সভার দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সাধারণ সভায় সভাপতি মিঃ এস, আর, টোয়ার্সি তাহা সকলের চোকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "পৃথিবীর সব স্বাধীন দেশে স্বার্থান্বেষী বৈদেশিক বণিকরা ভারতকে লইয়া রাজনৈতিক চাতুর্য্যের মধ্য দিয়া নির্জ্জলা মিথ্যা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রচার করিতেছেন যে, ভারতবাসীর অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল।"

শাসন বনাম শোষণ।—"দুনিয়ার সর্ব্বত্র আজ ভারতের যে সুনাম, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। ভারতে আমদানী কম এবং রপ্তানী বেশী। তাঁহাদের এবম্বিধ প্রচারের কার্য্যের মূল উদ্দেশ্য যে ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজকে বিদেশীর চোখে হীন প্রতিপন্ন করা; তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।" তিনি আরও বলিয়াছেন "ইংরাজ বণিকদের এই প্রচার কার্য্য যে পরোক্ষ ভাবে দেড়শত বর্ষ-ব্যাপী ভারতে বৃটিশ শাসনের অপবাদ ঘোষণা করিতেছে, তাহা ঐ বণিক সম্প্রদায় বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা ভারতের এই দারিদ্র্য দূর করিবার দিকে কোন প্রকার মনোযোগ না দিয়া যে নীতি ও পদ্ধতিতে ভারত-শাসন বিকল্পে শোষণে মন দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের এই শনির দৃষ্টি এড়াইতে না পারিয়া ভারতের আয়ু অন্যান্য দেশ অপেক্ষা গড়ে কুড়ি বৎসর কমিয়া গিয়াছে।" আসল কথা হইতেছে এই যে, যে দেশের শাসক সম্প্রদায় বিদেশী, যে দেশের কল কারখানা, ব্যবসায় বাণিজ্য দেশবাসীর করতলগত নহে, যে দেশের কোটী কোটি অধিবাসী সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত এক কথায় যে দেশের অধিবাসীবৃন্দ মালিকদের নিকট সহানুভূতি পায় না, সে দেশের চাষ-বাসের উন্নতি, শিল্পের উন্নতি কাজে নয় শুধু লম্বা কথায় সংসাধিত হয়। যেদিন ভারতবাসী রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে, সেইদিন সে ইহার যথোচিত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইবে।

নূতন উদ্ভাবন।—বহু বর্ষ-ব্যাপী সরকারের উম্মিদওয়ারী করার পর আজ বঙ্গীয় শাসন পরিষদের জনৈক 'নাইট' সদস্য বাংলার বেকার সমস্যা সমাধানের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার উর্ব্বর (!) মস্তিষ্ক-প্রসূত এই গবেষণাটী দেশের পক্ষে কতটুকু কল্যাণপ্রদ—তাহা আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেছি না। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এতদিন পরে এই ঘোষণার দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। স্বজাতীয়দের প্রতি তাঁহার যে কতটুকু টান আমরা এই কিঞ্চিদধিক এক যুগ-ব্যাপী কর্ম্ম-সাধনার মধ্য দিয়া তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। আজ যে তিনি সেই স্বজাতীয়দের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য এই প্রকার একখানি ইশ্তাহার প্রচার করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? উক্ত হুমুরেবল সদস্য স্বীয় কার্য্যামলে কোন ভারতীয়কে কোন দিক দিয়া সাহায্য বা সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। সেই জন্য আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়াতে সম্মান ও অর্থের দিক দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধার হইলেও সমাজের কোন উপকার হয় নাই এবং তাঁহার ন্যায় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি যতদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, ততদিন দেশ বাঁচুক বা রসাতলে যাউক তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করাই দরকার মনে করিবেন না।

চটকলে ধর্ম্মঘট।—বিদেশী বণিক জাতির শোষণ-নীতির বাড়াবাড়ির ফলেই এদেশের শ্রমিক শ্রেণী কতদূর নির্য্যাতিত হইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। আজ তাঁহাদের অন্যায় অত্যাচারে দারিদ্র্যের মূর্ত্ত-বিকাশ, ন্যায় ও সত্যের জ্বলন্ত প্রতিমূর্ত্তি শ্রমিক দলের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত মিলাইতে বসিয়াছে। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী ৩৫টী চটকলের দুই লক্ষের উপর শ্রমিক মিল-ওয়ালাদের জুলুমবাজী সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া দরিদ্রের শেষ সম্বল ধর্ম্মঘট অবলম্বন করিয়াছে। চাপদানী, মেটিয়াবুরুজ, হাওড়া, বেলেঘাটা, টিটাগড়, জগদ্দল, রিষড়া, বরাহনগর, খড়দহ প্রভৃতি স্থান হইতে আগত সংবাদ পাঠ করিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। আমলাতন্ত্রের কু-কাজের কাজী পুলিস-বাহিনী শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে নাকি শ্রমিকদিগের প্রতি নানা প্রকার বে-আইনী করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু উক্ত বিভাগের উপরিতন কর্ম্মচারীরা নাকি এবিষয়ের কোন প্রতীকারই করিতেছেন না! যদি সংবাদ সত্য হয় তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে আমলা সরকারের এই 'তেলা মাথায় তেল দেওয়া' প্রথা অচিরেই বিলুপ্ত হওয়া উচিত!

কারণ কি?—দেশে একটী প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত আছে 'যার ছেলে যত খায় তার ছেলে তত চায়'। এই প্রবাদ বাক্যটী আর কাহারও প্রতি খাটুক আর নাই খাটুক, ভারতীয় মিল সমূহের বৈদেশিক মালিকদের প্রতি সুন্দর ভাবে খাটিয়া যায়। বর্ত্তমান শ্রমিক ধর্ম্মঘটই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহারা অসহায় শ্রমিকদিগকে এক পয়সা মজুরী দিয়া এক টাকার খাটুনী খাটাইয়া লন, তদুপরি বিনা পারিশ্রমিকে বহু 'অভার টাইম' কাজও করাইয়া লন। সপ্তাহে ছয় ঘণ্টা কাল বিনা-বেতনে কাজ করিতে শ্রমিকগণ নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে অসম্মত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ নাকি তাহাদের উপর খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠেন। কলের মালিকগণের এই প্রকার অযথা আবদার যদি তাহারা নির্ব্বিকার ভাবে সহ্য করিয়া লইত, তাহা হইলে কোন প্রকার হাঙ্গামার সৃষ্টি হইত না। কিন্তু মজুরগণ তাহা করে নাই বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ নাকি নির্য্যাতনের দ্বারা তাহাদিগকে সে কাজে বাধ্য করিতে চেষ্টা করেন। তখন শ্রমিকগণ ইহার প্রতিবাদে কার্য্য পরিত্যাগ করে ও সকলকে কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য শান্তিপূর্ণ ভাবে পিকেটিং করিতে আরম্ভ করে। শ্রমিক সম্প্রদায়ের এই জাগরণে আমলাতন্ত্র ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার একটা বাজে ছুতা ধরিয়া বিদেশী বণিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ কল্পে আসরে অবতীর্ণ হইলেন ও অসহায় মজুরদের উপর 'একশ সাত' ও 'একশ চুয়াল্লিশ' ধারারূপী অমোঘ অস্ত্রগুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডে পানির ছিটা পড়ায় উহার বেগ দ্বিগুণিত হইয়াছিল। ফলে অবস্থা দেখিয়া সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল যে বাংলায়ও বুঝিবা বোম্বাই ধর্ম্মঘটের পুনরভিনয় হয়।

শান্তির সুবাতাস।—গত ২১শে শ্রাবণ তারিখে যে সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় খোদাতালার রহমৎ বুঝি শ্রমিকদের উপর বর্ষিত হইল। সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ২১শে শ্রাবণ ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর আফিসে মিল ম্যানেজারগণ ও শ্রমিক নেতৃত্ববর্গের এক বৈঠক বসিয়াছিল। চটকল ধর্ম্মঘট কি করিয়া মিটান যায় ও শ্রমিকগণের অভিযোগ কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্যই উক্ত বৈঠক বসে। বৈঠকে ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিংম্যান, বারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টুয়ার্ট, মিঃ কে, রায় চৌধুরী, মওলবী লাতাফৎ হোসেন, ডাঃ প্রভাবতী দাসগুপ্তা মদন দাস ও মিঃ নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সত্য হইলে খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। একদিকে বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির উৎকট প্রচেষ্টা, অন্যদিকে শাসক সম্প্রদায়ের নির্য্যাতন-মূলক ধারা সমূহের প্রয়োগ এই দুয়ের চাপে পড়িয়া হতভাগ্য শ্রমিক সম্প্রদায় ধনে-প্রাণে বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। আজ বাংলার শাসক সম্প্রদায়ের দু'এক জন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীর 'দিল' শ্রমিক দিগের দুঃখ দুর্দ্দশায় কাঁদিয়াছে দেখিয়া আমরা খুব সন্তুষ্ট হইয়াছি। দেশবাসী তাঁহাদের নিকট হইতে নিরপেক্ষ তদন্ত ও যথাযোগ্য প্রতীকারের আশা করিতে পারে কি? এই প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা বলিয়া রাখিতে চাই যে, মিল সমূহের খাম-খেয়ালীতে ও শাসক সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যে আজ ভারতব্যাপী যে আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অচিরে নির্ব্বাণের ব্যবস্থা না হইলে তাহা দ্বারা বিদেশী বণিকদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আমলাতন্ত্রও যে পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবেন, ইহা সুনিশ্চিত। শ্রমিকদের এই ধর্ম্মঘট স্বার্থ-ঘটিত নহে; ইহা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের—অত্যাচারের বিরুদ্ধে শান্তির ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের কঠোর সংগ্রামের সূচনা মাত্র।

লয়েড-প্রয়াণ।—মিসরের হাই কমিশনার নূতন 'ফেরাউন' লর্ড লয়েড সহসা পদত্যাগ করিয়াছেন। এই পদত্যাগের পশ্চাতে যে বহু রহস্য রহিয়াছে তাহা বাহিরের অবস্থা দেখিয়া অনুমান করা যায়। মিসরে ফৌজী-আইনের প্রবর্ত্তন হইতে 'ওয়াফদী' দলের উচ্ছেদ-সাধন, নাহাস্ মন্ত্রিত্বের অবসান, ছাত্র ও আইন-ব্যবসায়ী দলের নির্য্যাতন এবং স্বাধীন মতের সংবাদ পত্র সমূহের নিষ্পেষণ পর্য্যন্ত লর্ড লয়েডের বহু কীর্ত্তি-কথাই আজ আমাদের মনে পড়িতেছে। বিলাতের বর্ত্তমান শ্রমিক সরকারের সঙ্গে মতের ও পথের পার্থক্য হওয়ার ফলেই যে হাই কমিশনার কেবলা পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সরকার যে মিসরের শাসন-ব্যাপারে একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইতে প্রয়াসী, সেরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। তবে এই 'পরিবর্ত্তন' মিসর কি বৃটনের মঙ্গলের জন্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে যাওয়া বড়ই কঠিন। লর্ড লয়েডের পদত্যাগে মিসরের রাজনৈতিক আকাশে স্বাধীনতা-সূর্য্যের উদয় হইবে বলিয়া যাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। আজ মিসরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিলে কাল যে বৃটীশ সাম্রাজ্যের সমাধি হইবে, সে অপ্রিয় সত্যটী মিঃ লয়েড জর্জ্জ বা মিঃ বলদীনএর চেয়ে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড একটুও কম বুঝেন না। মিসরের রাজনৈতিক রঙ্গ-মঞ্চে ভবিষ্যতে কিরূপ পট পরিবর্ত্তন হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছি।

গুরু-পাপে লঘু-দণ্ড।—দিল্লীর 'শুদ্ধি-সমাচার' নামক সংবাদ পত্র নবি-কুল-কীরিট হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ)কে ইতর জনোচিত অশিষ্ট ভাষায় গাল-মন্দ করিয়াছিল। আমরা 'শুদ্ধি-সমাচারে' প্রকাশিত মূল প্রবন্ধ পড়ি নাই। তবে দিল্লীর 'সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট' মিঃ আইজার (Isar) এর রায় পড়িয়া এতটুকু অনুমান করিতে পারি যে, 'শুদ্ধি-সমাচারে'র সেই পৈশাচিক মন্তব্য পাঠ করিলে কোন মুস্লিম-সন্তানই নীরবে তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হইবে না। ইস্লামের 'আকায়ে-নামদার'কে জগতের চোখে হীন প্রতিপন্ন করিয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিসম্বাদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই যে দিল্লীর সেই নর-পশু এরূপ হীন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল, সে কথা স্থানীয় 'সিটি-ম্যাজিষ্ট্রেট' এর মন্তব্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বিচারক অপরাধের গুরুত্ব স্বয়ং অনুভব করিয়াও 'শুদ্ধি-সমাচারে'র সম্পাদক চিদানন্দের প্রতি মাত্র ছয় মাসের সশ্রম কারাবাসরূপ নিতান্ত লঘু দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, হিন্দুদের স্বামী চিদানন্দের মত অপরাধীর জন্য ১৫৩ (ক) ধারার অন্তর্গত চরম শাস্তিরই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। আসামী আপীলের জন্য আবেদন করিয়াছে। আশা করি, দিল্লীর প্রাদেশিক সরকার চিদানন্দের শাস্তির মিয়াদ আরও বর্দ্ধিত করিবার জন্য অবিলম্বে দরখাস্ত পেশ করিবেন।

অঞ্জুমনে ইস্‌লামিয়া।—ঢাকা 'মুসলিম আখড়া এসোসিয়েশনের' পক্ষ হইতে স্থানীয় আঞ্জুমনে ইস্‌লামীয়া আগামী ২২শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার লাঠি খেলা, তলওয়ার ভাঁজা, ডন, কুশ্‌তি, মল্ল-যুদ্ধ, প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদের যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়াছেন। আনন্দের কথা, উক্ত মজ্‌লিসে বঙ্গের গভর্ণর ও তদীয় পত্নী যোগদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। মজ্‌লিসে প্রবেশ প্রার্থীদিগকে টীকিট কিনিতে হইবে, এবং সেই টিকিটের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ আসাম ও ত্রিপুরার বন্যা-বিপন্ন নর-নারীদের সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। ঢাকার আঞ্জুমন যাত্রা, থিয়েটার বা এইরূপ অপর কোন অনৈস্‌লামিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পরিবর্ত্তে মুসলমানের নিজস্ব আর্ট ডন, কুশ্‌তি, মুষ্টিযুদ্ধ ও সর্ব্বোপরি অসি কৌশল প্রদর্শনের আয়োজন করিয়া সমগ্র বঙ্গ দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইলেন। ঢাকার আঞ্জুমন ইস্‌লামীয়ার সুবিবেচক কর্ত্তৃপক্ষ এই পবিত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা একদিকে যেমন আত্মহারা মুসলমানকে পিতৃ পুরুষের নিজস্ব আমোদ-উৎসবে মাতিবার মস্ত সুযোগ দান করিয়াছেন, অন্য দিকে আর্ত্তের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া সেবা ধর্ম্মেরও ষোল আনা মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। বাঙ্গলা ও আসামের অন্যান্য আঞ্জুমন গুলি ঢাকার এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে পরম প্রীতিলাভ করিব।

জিন্নাহ-প্রশস্তি।—কি পাণ্ডিত্যে, কি বীর-বুদ্ধিতে, কি চরিত্রে, কি দেশাত্মবোধে, কি সমাজ-প্রীতিতে, কি গভীর রাজনৈতিক দৃষ্টিতে, মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নার মত জন-নায়ক বর্ত্তমান ভারতে একজনও নাই। মিঃ জিন্নার মত দৃঢ়-সঙ্কল্প, শক্তিমান ও সাহসী রাজনীতিক বৃটিশ ভারতে ইতিপূর্ব্বে কখনো জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা, সন্দেহ। মিঃ জিন্নাহ্ যখন এসেম্ব্লীতে কিছু বলিতে দণ্ডায়মান হন, তখন হিন্দু ত দূরের কথা, বড় বড় ইংরাজ রাজনীতিকেরাও ভীত, চকিত ও সন্ত্রস্ত না হইয়া পারেন না। ইস্‌লাম-শার্দ্দুল মুহাম্মদ আলী জিন্নার যুক্তি-তর্ক ও বাক্-বিভূতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই কথা বলিবার মত সামর্থ্য, 'পণ্ডিত' মদন মোহন মালব্য অথবা কংগ্রেসের তথাকথিত 'ডিক্টেটর' মতিলাল নেহরুর মত লোকেরও নাই। বোম্বাইয়ের জনসাধারণকে এহেন ক্ষণ-জন্মা পুরুষের সম্মান করিতে উদ্যত দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাপুড়িয়া গান্ধির ভেপু-বাদনে উত্তেজিত গণ-ভূজঙ্গ কিরূপে এই মহান ব্যক্তির অপমান করিয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যাহা হউক, আজ দেশবাসী জিন্নার জন্মস্থানে, আরব-সাগরের পবিত্র বারি-বিধৌত বোম্বাই নগরে Jinnah Memorial Hall বা জিন্নাহ্-স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণের আয়োজন করিয়া সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের প্রাণের নেতা জিন্নার ওমর-দরাজীর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে মুনাজাত করিতেছি।

হায়দরপুর।—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হায়দরপুরের পীর সাহেবান ও তদীয় মুরিদানের কীর্ত্তি-কলাপের কথা আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উত্তর বঙ্গের গাইবান্ধা প্রভৃতি অঞ্চলে 'বাউল' নামে এই শ্রেণীর আর একদল গোমরাহ মুসলমানের আবির্ভাব হইয়াছিল। জনাবে মওলবী রিয়াজুদ্দিন সাহেব ও অন্যান্য দীনদার ব্যক্তিগণের আপ্রাণ চেষ্টায় উত্তর বঙ্গের সেই নাস্তিক দল শেষ পর্য্যন্ত তৌহিদের সাচ্চা আলোকে আসিয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতার আশ-পাশের মধ্যে হায়দরপুরে এখনো অনাচারের তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছে। স্থানীয় হিন্দু জমিদারদের অকথ্য অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া মহাবাহু তিতু মীর প্রায় লক্ষ মুজাহিদ সমভিব্যাহারে কিরূপে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং কিরূপে সুচতুর হিন্দু জমিদারগণ মীর সাহেবের সেই আত্ম-রক্ষার সমরকে "রাজ-দ্রোহে"র রূপ দিয়া সরকারকে সেই সিংহের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিলেন, ইতিহাসের পাঠক মাত্রই তাহা অবগত আছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হায়দরপুরের সেই 'হায়দর' সদৃশ তিতু মীরের বংশ-ধরেরাই আজ এমন শোচনীয় ভাবে ইস্‌লামের অবমাননা করিতেছেন, ইহা যেন বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। এই গোমরাহ সম্প্রদায়কে হেদায়েৎ করিয়া পথে আনিবার মত জিন্দাদিল আলেম কি একজনও বঙ্গদেশে জীবিত নাই? এ সম্বন্ধে স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীদেরও কি কোন কর্ত্তব্য নাই? রংপুর, গাইবান্ধা প্রভৃতি অঞ্চলে যাহা সম্ভব হইতে পারিয়াছে, তাহা যে অত্রাঞ্চলেও কেন হইবে না, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম।

বিদায়-সন্ধ্যায়।—আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে জানাইতেছি যে, লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ডাক্তার এম, খান সাহেব আর ইহ-জগতে নাই। গত ৩১শে জুলাই বুধবার একটি তিন বৎসর-বয়স্ক বালক, সহধর্ম্মিণী, আত্মীয়-কুটুম্ব ও অগণিত বন্ধু বান্ধবকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মরহুম মাহ্‌তাব খান সেই অচিন্ দেশের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছেন। দুরন্ত বিসূচিকা রোগেই তিনি তাঁর কর্ম্ম-জীবনের অবসান করিয়াছেন। খুলনা জেলার অন্তর্গত কুলিয়া গ্রামে প্রায় সাতান্ন বৎসর পূর্ব্বে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ইস্‌লামের কৃতি-সন্তান এম, খাঁ সাহেবের জন্ম হয়। শ্রম, সহিষ্ণুতা, শিক্ষা ও চরিত্র গুণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় ব্যবসায়ে শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। কলিকাতার মুসলমান হোমিওপ্যাথদের মধ্যে তাঁর জুড়িদার যে কেহ ছিলেন না, তাহা সকলেই অকপটে স্বীকার করেন। যে 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিও মেডিকেল কলেজ' হইতে প্রতি বৎসর শত শত যুবক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে, সেই সুবিখ্যাত বিদ্যালয় তাঁরই বিশাল কীর্ত্তি-স্তম্ভ। মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি সেই কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তাঁর স্বরচিত বহু মূল্যবান চিকিৎসা-গ্রন্থ কলেজের পাঠ্য ভুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'হোমিওপ্যাথিক সার সংগ্রহ'ই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মরহুম খান সাহেব মনে প্রাণে খাঁটি মুসলমান ছিলেন। সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা বিষয়ে তিনি বহুবার আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। জাতির দুঃখ-দৈন্য অবলোকনে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা বোধ করিতেন। 'আল-মুস্‌লিম'কে তিনি খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন ও আমাদের অভিমতকে অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করিতেন। মরহুম খান সাহেব সুপুরুষ ও অত্যন্ত স্বাস্থ্য সম্পন্ন ছিলেন। বয়স ষাটের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেও তাঁহাকে যুবকের মতই কর্ম্মঠ দেখাইত। খান সাহেবের অকাল-তিরোধানে দেশ ও জাতির যে ক্ষতি হইল, তাহার পূরণ হওয়া অসম্ভব। আমরা তাঁর পাক রূহের মগ্‌ফিরাতের জন্য খালিকের দরবারে প্রার্থনা করিতেছি। বঙ্গীয় আড়াই কোটি মুসলমানের অতিশয় গৌরবের বস্তু উক্ত কলেজটি যাতে প্রতিষ্ঠাতার অভাবে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত না হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কৃষকের ভবিষ্যৎ

—:*:—

মুসলমান কৃষকগণ মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া যে কৃষি সম্পদ উৎপন্ন করে, উহার ফল ভোগ করা তাহাদের অদৃষ্টে ঘটে না, বার ভূতে তাহাদের সেই মহাকষ্টার্জ্জিত অর্থ লুটিয়া খায়। কি ভাবে তাহাদের জমি-জমাগুলি নীলাম হইয়া জমিদার তালুকদার, সুদখোর মহাজন এবং উকীল মোখ্‌তার ও বিভিন্ন চাকুরী-জীবি হিন্দুর হস্তগত হইতেছে, মফঃস্বল হইতে পরিচালিত সংবাদ-পত্রগুলির "নীলামী ইশ্‌তাহার" সকল পাঠ করিলে তাহার পরিমাণ অনুভব করা যাইতে পারে, মুসলমান কৃষকদিগের জমি জমাগুলি যেরূপ দ্রুত ভাবে তাহাদের হস্তচ্যুত হইতেছে, সেই স্রোতের গতি রুদ্ধ না হইলে অল্পেক বৎসরের মধ্যেই তাহারা ভূমি-ছাড়া, জমা-জমি শূন্য সর্ব্বস্বান্ত ভিক্ষুক বা "দিন-মজুর" শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িবে। তখন তাহারা সামান্য মজুরীতে জন খাটিয়া হিন্দু মালেকের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া "দিন গোজরান" করিতে বাধ্য হইবে। অনেক ক্ষেত্রে এখনই তাহা ঘটিয়াছে। আর, দেশত্যাগী সে সকল কৃষকের সংখ্যা দিন দিন হুহু করিয়া বাড়িতেছে। এখনই বহু কৃষক আসাম, পূর্ণিয়া, কোচবিহার পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ব্যতীত সুদূর আরাকান ও বর্ম্মা পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতে বাধ্য হইয়াছে; অতঃপর তাহাদের আরও যে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে, তাহা চিন্তা করিলে অবসন্ন হইতে হয়।

তারপর, পাটের কল্যাণে বঙ্গীয় কৃষক-শ্রেণীর অবস্থা কতকটা উন্নত হওয়াতে জোতদার, হাওলাদার, গাঁতিদার এবং উন্নত শ্রেণীর কৃষক-সন্তানেরা ইংরেজী লেখাপড়ার দিকে কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসর হইয়া কেহ হাকীম, কেহ উকীল, কেহ মোখ্‌তার, কেহ দারোগা, কেহ আবকারী বিভাগের কর্ম্মচারী, কেহ কেরাণী এবং কেহ শিক্ষক হইয়া কতকটা উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কৃষি এবং জমিজমার মায়া-মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শহরে বিলাসী দলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন, এবং ক্রমশঃ "অভিজাত" সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া কৃষি-কার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন, এবং কৃষকের নামে নাক সিট্‌কাইতেছেন। পক্ষান্তরে, হিন্দু ভদ্র-যুবকেরা কৃষি বিদ্যালয়ে বা কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করিয়া আপনাদের অবস্থা সচ্ছল করিয়া তুলিতেছেন। পুরী কৃষিক্ষেত্রের একজন মুসলমান শিক্ষকের মুখে শুনিয়াছিলাম, কৃষক হিন্দুগণ দলে দলে তথায় গিয়া শিক্ষালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছেন, কিন্তু মুসলমান শিক্ষার্থীর সেখানে কোনও অস্তিত্ব নাই। এইরূপ ঢাকা, রংপুর এবং চুঁচুড়ার কৃষি-শিক্ষা-ক্ষেত্রে হিন্দু যুবকগণ দলে দলে প্রবেশ করিয়া শিক্ষালাভ পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছে; আর মুসলমান ছাত্রগণ চাকুরীর মোহে পড়িয়া "নিঃসহায় ওম্মেদ-ওয়ার" রূপে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপ শিল্প বিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয়, সার্ভেস্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রভৃতিতেও তাহাদের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। গ্রাজুয়েট, আণ্ডার গ্রাজুয়েটেরত কথাই নাই, ম্যাট্রিক পাস, ম্যাট্রিক ফেইল বা হাইস্কুলের থার্ড, সেকেণ্ড এবং ফার্ষ্ট ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ুয়া ছাত্রেরাও চাকুরীর জন্য সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হিন্দুগণ সুদূর সুন্দর বনে জমি গ্রহণ করিয়া চাষ আবাদ করিতেছে এবং অর্থলাভের উপায় আবিষ্কার করিতেছে, আর মুসলমান কৃষক-নন্দন ইংরেজী বা বাংলা পড়িয়া সামান্য কেরাণীগিরি, শিক্ষকতা এবং উকীলের মুহুরীগিরি লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছে। অথচ এই সকল সামান্য চাকুরীতে যাহা আয় হইতেছে, তাহাতে তাহারা পড়ার জন্য যত টাকা খরচ করিয়াছে, তত টাকাও উপার্জ্জন করা দায় হইতেছে। মুসলমান জমীদার, তালুকদার আয়মাদার, গাঁতিদার, জোতদার প্রভৃতির অস্তিত্ব লোপ পাইতেছে, ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইয়াছে; শিল্পীর নাম নেশানাও নাই; কারণ কামার, কুমার, সোণার, ছুতার, কাঁসারী, ঠাঠারি, তাঁতি, পাটিয়াল, মাদুর-বয়নকারী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শিল্পীই হিন্দু। মুসলমান বস্ত্র-শিল্পী (মমিন) কাগজী (কাগজ প্রস্তুতকারী) প্রভৃতি সামান্য সংখ্যক শিল্পীও শিল্প কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। বিদেশীয় বস্ত্র ও বিদেশীয় কাগজের ঠেলায় তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া [illegible] পূর্ব্বতন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। শিল্পীর মধ্যে একমাত্র কৃষি [illegible]নিদিগের অবলম্বন ছিল; সে কৃষি-সম্পদ [illegible]ও তাহারা বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে। মুসলমান যুবক লেখাপড়া শিখিয়া বাবু বা মিঞা হইয়াছে, কৃষির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিলে কি তাহাদের মান-ইজ্জত বজায় থাকে? শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের খরচের বহরও কত বাড়িয়াছে দেখুন। এখন চাই উৎকৃষ্ট বিলাতী বা মিলের মিহি মিহি ধুতি; যাহারা "খদ্দর পোষ" তাহাদের জন্যও খদ্দরের ভাল ভাল ধুতি চাই। ফ্যাশানের কোট, সার্ট, বা পাঞ্জাবী, অন্ততঃ ৫।৬ টাকা মূল্যের জুতা, মোজা, রুমাল, গেঞ্জি, তওলিয়া চাইই চাই। সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী সাবান, টুথপাউডার, ব্রাস, কত কি চাই তার ঠিক নাই। এসেন্স ও সুগন্ধি তেল না হইলেও অনেকের চলে না। এইত ব্যাপার, ২০।২৫৲ বা ৩০৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরি, মুহুরিগিরী, শিক্ষকতা, পুলিসের রাইটার কনেষ্টবলী করিয়া কি এই সকল খরচ পোষান যায়? অবশ্য উকীলের মুহুরিগিরী এবং পুলিসের রাইটার কনেষ্টবলী বা হেড কনেষ্টবলীতে অনেকস্থলে দাগা, ফেরেব, ঘুষ-রেশ্‌ওৎ প্রভৃতির পথ আছে, অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহারা কোনওরূপে খরচ পোষাইতে চেষ্টা পায়, তাহাদের নৈতিক অধঃপতনের বিষয় চিন্তা করিলে অবসাদ-গ্রস্ত হইতে হয়। ক্ষুদ্র কেরাণী ও সামান্য শিক্ষকদিগের ধরা-বাঁধা সামান্য আয়ের দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করা অসম্ভব। সুতরাং কৃষক ও সামান্য ব্যবসায়ী অপেক্ষাও তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। ২৫।৩০৲ টাকা আয় বিশিষ্ট একটি লোক যদি শহরে বা অন্ততঃ কোনও মহকুমায় বাস করে, তবে খোরাকী ও বাসাভাড়া কুলানই অসম্ভব, বাজে খরচ করিবে কোথা হইতে? কলিকাতায় ত ঐ আয়ে নিজের পেট চালানই দায় হইয়া পড়ে। মেসে থাকিলে মেসভাড়া ৪৲৫৲ টাকা, খোরাকী ও নাশ্‌তা খরচ ১৫।১৬৲ টাকা; ধোপা, নাপিত, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রয়োজন মত ট্রাম ভাড়া, বাস্ ভাড়া প্রভৃতিতে গড়ে ৪৲।৫৲ টাকা আবশ্যক হয়। সে লোক আর বাড়ীতে কি পাঠাইতে পারে। দেশে কৃষিকার্য্য ও সামান্য কারবার করিয়া মাসে ২০৲।২৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিলে মোটা কাপড়, মোটা ভাতে বেশ চলিয়া যায়। মুসলমানের পোষাক-পরিচ্ছদও খুব "মোখ্‌তসর"। একখানি লুঙ্গি একটী গেঞ্জি বা কুর্ত্তা এবং একটি সামান্য টুপি হইলেই যথেষ্ট। ৩ খানা লুঙ্গিতে বৎসর কাটিয়া যাইতে পারে। ২টি গেঞ্জি ও ২টি কুর্ত্তা ২ খানি গামছা, একটী টুপি হইলেই এক বৎসরের জন্য যথেষ্ট। একজোড়া চটি হইলেই পাড়াগাঁয়ে চলিতে পারে। একজোড়া ইংরেজি জুতা থাকিলে ২।৩ বৎসরের জন্য যায়। স্ত্রীলোকের জন্য ৪ খানা সাড়ী ও ৪টী কুরতাই যথেষ্ট। পুরুষের ৩ খানা লুঙ্গি ৩৲ বা ৩।।০ টাকা, ২টা গেঞ্জি ২৲, ২টী কুরতা নিজে বা স্ত্রী সেলাই করিয়া লইলে ২৲, ২ খানা গামছা ৸০, ১টী টুপি ।০, একজোড়া চটি ১।।০, এই ৯৲—৯।।০ বা ১০৲ টাকা হইলেই চলে। স্ত্রীলোকের ৪ খানা সাড়ী ৫৲, এবং ৪টি কুরতার কাপড় ২৲ এক জোড়া চটী ১।।০, এই ৮।।০ টাকা হইলেই চলিতে পারে। ১৭৲—১৮৲ টাকায় স্বামী স্ত্রী দুইজনের জন্যই যথেষ্ট। ছেলে মেয়েদের জন্য ৫৲।৬৲ টাকায় কাপড় এবং জুতা হইলেই প্রত্যেকের জন্য চলে। অথচ ৫ গজের ধুতি পরিয়া "ধূতি প্রসাদ" সাজিলে ৪ খানা ধুতিতে অন্ততঃ ৮৲।৯৲ টাকার দরকার; ২টা পাঞ্জাবী বা সার্ট কিনিলে ৫৲ চাই। একটা কোটের জন্যও ৫৲ আবশ্যক। ইংরেজী জুতা ১ জোড়া ৫।।০—৬৲; চটী ১ জোড়া ১।।০—২৲; তারপর তওলিয়া, ঝাড়ন, রুমাল প্রভৃতি ত আছেই; নাই কেবল মাথায় টুপি। কৃষকের পোষাক পরিচ্ছদ আরও সংক্ষিপ্ত, ২ খানা দেশী সুতার (চরকায় কাটা সুতার) ধুতি ৭ হাত ও ৪০ ইঞ্চি বহর, ২ খানা গামছা ১৲; একখানা লুঙ্গি ১৲, ২টা গেঞ্জি ২৲, মোট ৬।।০ টাকাই যথেষ্ট। আর ৩ খানা মোটা ধুতি লাগিলে ৭।।০ বা ৮৲ টাকার কাপড় লাগিতে পারে।

এক্ষণে কৃষকের আত্ম-রক্ষার উপায় কি, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। ১। জমিদারের খাজনা, পথকর, পাব্লিক ওয়ার্ক সেস্, শিক্ষা-কর ও চৌকিদারী ট্যাক্স ইত্যাদি যথাসময়ে আদায় করা চাই। ২। নিজে অনাহারে থাকিবে কিংবা একবেলা

আহার করিবে; তথাপি সুদী টাকা কিছুতেই কর্জ্জ করিবে না। সুদী টাকা এবং সুদখোর মহাজনকে ব্যাঘ্র, সর্প, কিংবা কুম্ভীরের ন্যায় ভয় করিবে। ৩। পার্য্যমানে মামলা-মোকদ্দমার ত্রিসীমায় ও যাইবে না। কতক ক্ষতি স্বীকার করিয়াও প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপসে 'সোলেহ' (সন্ধি-মীমাংসা) করিয়া ফেলিবে। যেখানে মামলা-মোকদ্দমায় ১০০৲ টাকা খরচ হইবে, সেক্ষেত্রে আপোস-মীমাংসায় ৫০৲ টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে আপত্তি কি? অন্যায় জেদ করিবে না। জেদ বড় মারাত্মক জিনিষ। ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, সুবিচারক, ন্যায় নিষ্ঠ লোককে "সালেস্" মান্য করিবে। অন্যথায় ইউনিয়ন বোর্ডের বিচারক দ্বারা বিবাদ মিটাইয়া ফেলিবে। ৪। চাষের কার্য্যে প্রাণপণে খাটিবে, ক্ষেত্রে উপযুক্তরূপ সার ব্যবহার করিবে। সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে উৎকৃষ্ট পাটের বীজ ও উৎকৃষ্ট বীজ-ধান বা আলুর বীজ গ্রহণ করিয়া তাহা ব্যবহার করিবে। ক্ষেত্রে নদী, খাল, বিল, ঝিল, হাওড়, বাওড়, দীঘি, পুষ্করিণী, ইন্দারা ও কূপ হইতে পানী তুলিয়া যথা-নিয়মে সেচন করিবে। ৫। ইক্ষু, বিলাতী আলু, শকরকন্দ আলু, পটল, লঙ্কা, পেঁয়াজ, ধনে, কালজিরা, মৌরী, আর্দ্রক, বেগুণ, করলা, শশা, ঝিঙ্গে, চিচিঙ্গা, চিনা বাদাম, সরিষা, তিল, কুসুম ফল, মুগ, মসূর, খেঁসারী, মাসকলাই, মটর, অড়হর, কদু, মিঠা কুমড়া, সিম, ডেঙ্গো-ডাঁটা, ধুন্দুল, কাঁকরোল, তরবুজ, ফুট বাঙ্গী ও সাদা কুমড়া, চালকুমড়া প্রভৃতির চাষ আবাদ করিবে। যে মাটীতে যে ফসল ভাল জন্মিতে পারে, সেই জমিতে সেই ফসলের চাষ-আবাদ করিবে। বাঙ্গালা দেশের নানা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু জমি বেকার ফেলিয়া রাখা হয়; অথচ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে তাহাতে কোন না কোন শস্য বা তরি-তরকারী জন্মান যাইতে পারে। শহর-বন্দরের নিকটে ফুলকপি, শালগম, বীট, বান্ধাকপি ওলকপি, বিলাতী বেগুণ, সালাদ্ ইত্যাদির চাষ আবাদ করিলে প্রচুর লাভবান হওয়ার কথা। আমাদের দেশে গোবর ও খইল ইত্যাদির সার ব্যবহারেই বিশেষ ফল পাওয়া যাইতে পারে, উঁচু জমিতে কলা, আম, কাঁটাল, বেল, আনারস, কাগজী নেবু, উৎকৃষ্ট জাতীয় পেয়ারা, কাল জাম, গোলাপ জাম, জামরুল, লিচু, শরবতী, বাতাবী, পেঁপে, নারিকেলী কুল প্রভৃতির বাগান করিলে প্রচুর আয় হইতে পারে। স্থান-বিশেষে নারিকেল, সুপারী ও খেজুরের বাগান বিশেষ লাভজনক। খেজুর গাছ বাঙ্গালার সকল জায়গাতেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এক বিঘা জমিতে ৫০০ খেজুরের গাছ জন্মাইলে তাহাতে বৎসরে ৫০০৲ টাকা আয় হইতে পারে। ৬। কৃষি-সহায় গবাদি পশুর আহারের জন্য ঘাস বা মাসকলাই ইত্যাদি উৎপাদনার্থ কিছু জমি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবে। বঙ্গদেশে প্রধানতঃ গরু তন্নিম্নে কিয়ৎ-পরিমাণে মহিষ দ্বারা কৃষি কার্য্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং ইহাদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্যের প্রয়োজন। নানা প্রকার বিলাতী বা বিদেশী ঘাস এবং মাসকলাইর চাষ করিলে তাহাদের খাদ্য জিনিষের অভাব হয় না। মাঠের অত্যল্প ঘাস এবং শুষ্ক বিচালী বা নাড়া খাওয়াইয়া এই প্রকার কৃষি-সহায় জন্তুর জীবন এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করা যাইতে পারে না। দিন দিন এদেশের গবাদি পশু যেরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত ও রোগা হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে চাষের কাজ চলা অসম্ভব হইবে। তদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট জাতীয় ষাঁড়েরও একান্ত আবশ্যক। ৭। যখন কোনও কাজ থাকিবে না, তখন চরখায় সুতা কাটা মন্দ নহে। অন্ততঃ দৈনিক ৵০ ৶০ আনার কাজ করা যায়। কিংবা চেটাইপাটী মাদুর বুনিলে, কুলা-ডালা-চুপড়ি-ঝুড়ি-ধামা ইত্যাদি তৈয়ার করিলে, জাল বুনিলে, দড়ি-দড়া পাকাইলেও আয়ের এক একটী সুন্দর পথ হইতে পারে। এ সকল অবসর মত তৈয়ার করা একান্ত কর্ত্তব্য। ৮। বাঙ্গলা দেশে অসংখ্য তাল গাছ আছে, উহা হইতে গুড় তৈয়ার করিলে প্রতিটা তাল গাছ হইতে বৎসরে ৮৲।১০৲ টাকা আয় হইতে পারে। কলিকাতার নিকটস্থ ডায়মণ্ডহারবর অঞ্চল হইতে উহা শিক্ষা করা যাইতে পারে। তালের পাখা ও তালপাতার টুপি প্রভৃতিও বিশেষ লাভজনক কুটীর শিল্প। ৯। যত্নের সহিত গাভী পুষিলে উহার দুগ্ধও একটা লাভজনক ব্যবসায়। কিন্তু গাভীর খাদ্যের ব্যবস্থা ভালরূপ হওয়া চাই। দুগ্ধের মূল্য পূর্ব্বে যে স্থানে ১৫—/০ সের ছিল, আজ কাল তথায় ৵১০—৶০—।০ বা সময় বিশেষে ।৵০—॥০ মূল্যে সের বিক্রয় হইতেছে।

ফাতেহায় দোআয দহোম

—০:*:০—

বৎসর ফিরিয়া আসিল। সেই পবিত্র দিন সমাগত। ১৩৫৯ বা ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন সমগ্র দুনিয়া ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তওহীদের পূত বাণী কোন স্থান হইতে শুনা যাইত না, সাড়ে পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে কোনও পয়গম্বর পৃথিবীতে আবির্ভূত হন নাই। হজরত ঈসা আলায়হেস্‌সালামের তিরোধান (আকাশে উত্থান) পর্য্যন্ত কোন নবী বা ভাববাদীর আগমন হয় নাই,—পৃথিবীর নানা দেশের মনুষ্যগণ পৌত্তলিকতায়, জড়বাদিতায়, নাস্তিকতায়, ত্রিত্ববাদিতায়, অগ্নির উপাসনায়, ভূত-প্রেত ও দেব-দৈত্যের আরাধনায়, গাছ গাছড়া বা প্রস্তরাদির পূজায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল, আপনাদের রূহ্ অপবিত্র করিয়াছিল; নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়া ও দুষ্কার্য্যে মনুষ্যগণ প্রবৃত্ত ছিল; যে সময়কে "আইয়ামে জাহেলিয়ৎ" বা "অন্ধকার যুগ" বলা হইত, সেই ভীষণ যুগে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশেষ পয়গম্বর (নবী, রসুল বা প্রেরিত মহাপুরুষ) কে ভব-ধামে অবতীর্ণ করিয়া ধর্ম্মের প্রচণ্ড সূর্য্য সমুদিত করিলেন। পাপের ঘোর অন্ধকার বা কুজ্ঝটিকাময় পৃথিবী পবিত্র ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতির মহাতেজে দীপ্তিমান হইল। আবার এমন এক ভীষণ দেশ হইতে সেই মহানবীর আবির্ভাব হইল, পৃথিবীর মধ্যে যে স্থানের অধিবাসিগণ সর্ব্বাপেক্ষা পাপাচারী, অনাচারী, বিবাদ-বিসম্বাদ-প্রিয়, খুনী এবং ব্যভিচারী প্রভৃতি নানা দোষে পূর্ণ ছিল। যাহাদের মধ্যে দয়া মায়ার লেশমাত্র ছিল না। যাহারা নিরন্তর আত্ম-কলহে লিপ্ত থাকিত। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে রাজপুত জাতির ন্যায় তাহাকে বধ করিত। পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাকে বিবাহ করিত। মৃত জীব জন্তুর মাংস খাইত। তাহারা নিতান্ত নির্দ্দয়, অহঙ্কারী ও আত্মম্ভরী ছিল। তাহারা কোনও রাজ-শাসনের অধীন ছিল না, সকলেই স্বাধীন ও স্ব-স্ব-প্রধান ছিল। কাহারও কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা তাহাদের পক্ষে সহনীয় ছিল না। সর্ব্বদা আত্মদ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিয়া মারা মারি, কাটাকাটি করিত। ইহুদী, খৃষ্টিয়ান, পারসিক বৌদ্ধ বা ভারতবর্ষের হিন্দু বা আফ্রিকার জড়বাদী কিংবা অন্যান্য স্থানের ভূত-প্রেতোপাসক,—ইহাদের কোনও জাতিই আরব জাতির ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ, দুর্দ্দান্ত এবং সম্পূর্ণ অংশীবাদী ছিল না। আরবদিগের মধ্যে মক্কার কোরেশ জাতি আবার সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ কঠোর প্রকৃতির এবং দুর্দ্দমনীয় ছিল, অথচ ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন হজরত ইস্‌মাইল যবিউল্লাহ,—মহানবী হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লাহে আলায়হেস্‌সালামের পুত্র। পয়গম্বর বংশেই এমন কাট্টা কাফেরের আবির্ভাব হইয়াছিল।

এই কোরেশ বংশের বনি-হাশেম শাখায়, আবদুল মোত্তালেবের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লার ঔরসে, আর কোরেশ বংশেরই অন্যতম শাখার আমেনা বিবির গর্ভে সমগ্র জগতের মুক্তিদাতা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মোজ্‌তবা ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আউওল সোমবার দিন অতি প্রত্যুষে শুভমুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পবিত্র জীবনী প্রায় সকলেই পাঠ করিয়াছেন। তিনি মাতৃগর্ভে এতিম (পিতৃহীন) এবং বাল্যকালেই 'এছির' (মাতৃহীন) হইয়াছিলেন; একমাত্র প্রতিপালক পিতামহ মহামতি আবদুল মত্তালেবও অল্পকাল পরে অতি বৃদ্ধ বয়সে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তিনি স্বীয় চাচা (পিতৃব্য) কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। শৈশব এবং বাল্য-জীবনেই নানা সদ্‌গুণ ও সুলক্ষণ তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল। ঐ সময়ের মধ্যে অনেক অলৌকিক ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে খোদেজা নাম্নী অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী নানাগুণে বিভূষিতা এক বিধবা মহিলাকে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই মহিয়সী মহিলা স্বীয় বিষয় সম্পত্তি স্বামী পদে উৎসর্গ করিলে তিনি নানা সদনুষ্ঠানে ও জন-হিতৈষণায় ঐ অর্থব্যয় করিতে থাকেন। দরিদ্রের অভাব মোচন করা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। নিজে অতি সাধারণ ভাবে জীবনাতিবাহিত করিতেন।

৩২ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত মহানবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (আলঃ) মক্কার অদূরবর্ত্তী "হেরা" নামক নির্জ্জন গিরি-গহ্বরে গিয়া আল্লাহতালার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। এই নির্জ্জন বাসে তিনি তন্ময় হইয়া বিশ্বপতির ধ্যানে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। অতি কঠোর তপস্যায় তদায় এই সাধনা-জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। কিছু খাদ্য দ্রব্য ও পানি গৃহ হইতে লইয়া তিনি এই ক্ষুদ্র গুহায় প্রবিষ্ট হইতেন; উহা নিঃশেষিত হইলে আবার গৃহে গমন করিয়া কিছু খাদ্য ও পানীয় লইয়া আসিতেন। এবং সারা দিবা নিশি আল্লাহ্ তালার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। সংসারের সঙ্গে তাঁহার অন্য কোনও সম্বন্ধ ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ সংসার বিরাগী তাপস রূপে এই কয় বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া ছিলেন। অতঃপর ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পয়গম্বরী লাভ হয়; আল্লাহ্ তালা কর্ত্তৃক প্রেরিত হজরত জিবরাইল ফেরেস্তা কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে কোরান পাকের সুরা "একরা বিস্মে" অবতীর্ণ হয়। এই হইতে ক্রমশঃ কোরান্ শরীফের বিভিন্ন ছুরা বা বিভিন্ন আয়েত ক্রমশঃ নাজেল হইতে থাকে। উহাতে ইস্‌লাম প্রচারের আদেশ, নমায্ রোজা প্রভৃতি উপসনা ও ধর্ম্ম-কার্য্যের নিয়মাবলী, সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মনীতি, সমাজ-নীতি, রাজনীতি প্রভৃতি মানুষের প্রয়োজনীয় সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে অবতীর্ণ হইতে থাকে। সর্ব্ব-প্রথমে তাঁহার পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী হজরত খোদিজাতুল কোবরা, প্রতিপালিত পিতৃব্য-পুত্র বালক হজরত আলী (কঃওঃ) এবং প্রিয়তম কৃতদাস যায়েদ বিন হারেস্ (রাজিঃ) অকৃত্রিম বন্ধু হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাজিঃ) ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার পর আরও বহু সংখ্যক নর-নারী ইস্‌লামের পবিত্র আশ্রয়চ্ছায়ায় আগমন করেন। এই নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনে মক্কার কোরেশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের পৌত্তলিক অধিবাসিগণ হজরতের মহা শত্রু হইয়া উঠে, এবং তাঁহার প্রতি ও নব দীক্ষিত মুসলমানদিগের প্রতি উহারা অমানুষিক ও পৈশাচিক অত্যাচার আরম্ভ করে। জগতে সে অত্যাচারের তুলনা নাই। হজরত এবং তদীয় ধর্ম্ম-প্রাণ সাহাবা মণ্ডলী অকাতরে ও অম্লান বদনে সেই সকল অত্যাচার সহ্য করিতে থাকেন। পাষণ্ডগণ অনেকের প্রাণ সংহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু সত্য-ধর্ম্মের সৌরালোকের গতিরোধ করে কাহার সাধ্য? সামান্য কুয়াসা বা অন্ধকারে প্রচণ্ড সূর্য্যালোক কতক্ষণ রোধ করিয়া রাখিতে পারে? অবশ্য উহাদিগের অত্যাচার চরমে উঠাতে হজরতের আদেশে বহু সংখ্যক মুসলমান নর-নারী আফ্রিকার হাবশ অর্থাৎ আবিসিনিয়ায় হিজরৎ করিয়া চলিয়া যান। অবশেষে অত্যাচার অসহ্য হইলে হজরত ও অবশিষ্ট সাহাবাদিগকে মদিনায় হিজরত করিতে আদেশ করেন, এবং অবশেষে নিজেও সর্ব্বপ্রধান প্রচার-বন্ধু হজরত আবু বকর সিদ্দিক (রাজিঃ)কে সঙ্গে লইয়া মদীনায় গমন করেন। অতঃপর ইস্‌লামের দ্রুত উন্নতি ও সাফল্য লাভের বিবরণ হজরতের বিস্তৃত জীবনাবলীতে দ্রষ্টব্য। তাঁহার জীবন কালেই সমগ্র আরবদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিবাসী ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের আধিপত্য কালে বিরাট রোমক সাম্রাজ্যের বিপুলাংশ এবং সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যে ইস্‌লাম ধর্ম্ম পরিব্যাপ্ত এবং সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, এরাক, পারস্য, মিসর, তুর্কীস্তান প্রভৃতি নানাদেশ মুস্‌লিম গণ-তন্ত্রের অধীন হয়।

আজ পৃথিবীর এসিয়া, ইউরোপ আফ্রিকা, আমেরিকা ও শিয়ানিয়ার ৪০ কোটি অধিবাসী অর্থাৎ সমগ্র মনুষ্য জাতির এক-চতুর্থাংশ পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের অনুশাসনাধীন। দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পবিত্র "লায়েলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদোর রসুলোল্লাহ্" এই পবিত্র ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। লক্ষ লক্ষ মসজিদ হইতে আযানের পবিত্র ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া মানবের হৃদয় দ্রবীভূত করিতেছে। 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনি সর্ব্বত্র শ্রুত হওয়া যাইতেছে। সে পবিত্র ধ্বনিতে অমুসলমানের হৃদয়ও বিগলিত হইতেছে।

১২ই রবিউলআউওল, পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা, আহমদ মোজ্‌তাবা (সাঃ) এর পবিত্র জন্মদিন। এই ১২ই রবিওল-আউওল তারিখেই তিনি মক্কা হইতে হেজরত করিয়া মদীনা মনুওরায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবার ৬৩ বৎসর পরে ১১শ হিজরীর ১২ই রবিওল-আউওল সোমবার দিনই তাঁহার পবিত্র জীবনের অবসান হয়, সুতরাং পবিত্র ১২ই রবিওল আউওল তারিখের সঙ্গে তাঁহার পবিত্র জীবনের কিরূপ পবিত্র সম্বন্ধ ছিল, তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

ভাই মুসলমান্! এই পবিত্র দিনে কি তোমাদের কোনও কর্ত্তব্য নাই? তোমরা হজরত রসুলোল্লাহ (সাঃ) এর পবিত্র কার্য্য-কলাপ স্মরণ করিয়া মহোল্লাসে নানা শুভানুষ্ঠানে ব্রতী হও। তাঁহার পবিত্র আদর্শ সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক ইসলামের জয় ডঙ্কা নিনাদিত কর; এবং মহা উৎসাহের সহিত মুসলমানদিগের সবির্ব্বিধ করণীয় কার্য্য 'আঞ্জাম' দিতে বদ্ধপরিকর হও। এই পবিত্র তারিখের পূর্ব্ববর্ত্তী রজনীতে এবং ঐ দিবসে সকলে উপাসনা আরাধনা করা কর্ত্তব্য, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাহা সম্পাদন করুন। ১২ই রবিউল আউওলে নফল নামাজও পাঠ করিবেন। আর এই তারিখে যতদূর সম্ভব ও যতদূর সাধ্য দরুদ শরীফ পাঠ করিবেন। ওয়াজের মজ্‌লেস আহ্বান করিয়া ওয়াজ এবং নসিহতের বন্দোবস্ত করিবেন। দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য দান খয়রাত করিবেন। দীন দরিদ্র ও মহ্‌তাজ, ফকীর, মিস্‌কিন ও তালেবুল এলেমদিগকে যথাসাধ্য তৃপ্তি সহকারে আহার করাইবেন। মুসলমান ভ্রাতৃগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ইসলাম ধর্ম্মের উন্নতি, উহার বিস্তার, একতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপন, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, জাতীয় জীবন ও সমাজ গঠন, প্রভৃতি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার উপায় স্থির করিবেন। ধর্ম্মদ্বেষী ও ধর্ম্মদ্রোহী বিকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকদিগের হৃদয়ে যাহাতে ইসলামের পবিত্র আলো প্রবিষ্ট হয় তজ্জন্য খোদা তা'লার দরগায় কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিবেন। আর, বাঙ্গাল ও আসামে মহা-প্লাবনে লক্ষ লক্ষ লোকের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ঐ উদ্দেশ্যে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রেরণ করিবেন। সকলে একতাবদ্ধ হইয়া জাতীয় গৌরব লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করিবেন। এই পবিত্র ফাতেহায় দোআয্ দহোম দিনে কেহ "গাফেল" থাকিবেন না।

জাতীয় সমস্যা

(মওঃ মোঃ আহবাব চৌধুরী বি-এ,)

আজ কাল ভারতীয় মুস্‌লিমের চারি দিকে তীব্র হামলা শুরু হইয়াছে। এতদিন খৃষ্টান মিশনারী ও আর্য্য সমাজীরা ইস্‌লামের বিরুদ্ধে মিথ্যা দুর্নাম ও প্রপাগেণ্ডার কাজ একচেটিয়া ভাবে করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহাদের দেখাদেখি হিন্দু-সমাজ ও একত্ববাদী ব্রাহ্ম সমাজও মুস্‌লিমের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হিন্দু নেতা, সংবাদ পত্র সম্পাদক ও গ্রন্থকারগণ একজোট হইয়া মুস্‌লিম চরিত্রকে জগত সম্মুখে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। ছোট ছোট পুস্তিকা, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় বিবিধ প্রকারের প্রবন্ধ লিখিয়া প্রত্যহই মুস্‌লিম সমাজের উপর ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া চারিদিক হইতে অনবরত গোলাবর্ষণ করা হইতেছে। গত হিন্দু মহাসভার সুরাত অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বাবু রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারতীয় মুস্‌লিমের উপর নারী হরণ প্রভৃতির যে কুৎসিত আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি। এই মুস্‌লিম বিদ্বেষী বিরাট সাহিত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা এক কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নিরীহ হরিণকে ... হইতে তীব্র বর্ষণ

... মশগুল আছেন। তাঁহারা মনে করেন, এই পথ দিয়াই মুস্‌লিম সমাজকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবেন। কিন্তু সকলের আগে ভারতের দশকোটী মুসলমানকে সাচ্চা ও পাকা মুসলমান করিবার চেষ্টা করা নেহায়েত দরকার। কারণ স্পেনের ন্যায় এদেশেও যদি মুসলমান না থাকে, তবে এই সকল রাষ্ট্রীয় অধিকার ভোগ করিবে কে? হজরত রসুলে করিম (দঃ) ও হজরত সাহাবা কেরামের (রাঃ) আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া পাকা মুমীন হইতে পারিলে সকল বিপদ-আপদ ঘুচিয়া যাইবে। জগত জুড়িয়া আবার আমাদের বিজয়-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিবে।

সুস্থ শরীরে একটা পিপীলিকা কামড় দিলেও সমগ্র শরীর জুড়িয়া একটা অনুভূতি জাগিয়া উঠে; কিন্তু মৃত দেহ বা বাত-ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর এক অংশ কাটিয়া ফেলিলেও সে কিছুই অনুভব করিতে পারে না। কুলকাঠি, মাইজভাগ প্রভৃতি ভীষণ আঘাতগুলিও এ ঘুমন্ত জাতিটাকে জাগরিত করিতে পারিল না। পাঞ্জাবের মুসলমান ও এদেশীয় হিন্দুর সহিত তুলনা করিলে আমাদের অবস্থা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব শাসন—

মালদহে খানাতালাশ

মোহান্তও বাদ পড়েন নাই

গত •শে জুলাই ভোর বেলায় মালদহ জিলা কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী মোহান্ত বলদেবানন্দ গিরির বাড়ীতে খানাতালাশী করা হয়। কংগ্রেস অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিপিন মেমোরিয়াল বিল্ডিং রুমেও পুলিস খানাতালাশী চালায়। লাইব্রেরী হইতে পুলিস অক্ষয় বাবুর 'সিরাজ উদ্দৌলা' নামে বইখানা লইয়া যায়, আর কোন আপত্তি জনক বই পাওয়া যায় নাই। এই খানাতালাশীর সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্ণকারের শ্রীশ বাবুর বাড়ী ও সরস্বতী পাঠাগারে খানাতালাশ চালান হয়। ঐ পাঠাগার হইতে 'পণ্ডিচেরীর চিঠি' ও 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস' পুলিস হস্তগত করে। তালাশীর কারণ এখনও জানা যায় নাই।

ঢাকা-আরিচা রেলওয়ে

চীফ কমিশনারের নিকট ডেপুটেশন

গত ২৭শে জুলাই বৈকালবেলা রেলওয়ের চীফ কমিশনার ময়মনসিংহে আসিয়া পৌছিয়াছেন। ঢাকা-আরিচা রেলপথ সম্পর্কে খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে এক ডেপুটেশন তাঁহার নিকট গমন করে। ডেপুটেশনে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় কেশবচন্দ্র বানার্জ্জী বাহাদুর, বাবু ধীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, কাজী জহীরুল হক্ প্রভৃতি ছিলেন। প্রতিনিধিবৃন্দ ঢাকা-আরিচা রেলপথ নির্ম্মাণ কার্য্য যাহাতে ১৯৩২—৩৩ সনের মধ্যে শেষ হয়, এজন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন। চীফ কমিশনার এই রেলপথের আর্থিক সমস্যার বিষয় আলোচনা করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ নাকি কমিশনারের কথায় বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

শিখে হিন্দুতে গুঁতাগুতি

উভয়ের ধর্ম্মে আঘাত

গত ৩০শে জুলাই অপরাহ্ন ১ ঘটিকার সময় তিন জন তলোয়ার ও কৃপাণধারী শিখ ট্যাক্সালী লাহোর গেটের বাহিরে হিন্দু ব্যায়ামশালার নিকট হিন্দু দেব-মন্দির কলুষিত করিবার সময় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। শিখেরা বান্দা বৈরাগীর বিগ্রহ ভগ্ন করিয়াছিল। কিছুদিন হইতে শিখ এবং হিন্দুদের মধ্যে একটা আন্দোলন চলিতেছিল। শিখেরা এই দাবী করিতেছিল যে, বান্দা শিখ; অপরপক্ষে হিন্দুরা এই দাবী করিতেছিল, বান্দা হিন্দু বীর, তিনি হিন্দু ধর্ম্মের জন্য জীবন দান করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই প্রদেশের প্রধান প্রধান শিখ-প্রধান স্থান সমূহে কতকগুলি জন সভা হয়। ঐ সভায় যে সব হিন্দু এই আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট তাহারা গুরুতর ফল ভোগ করিবে এই ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছিল।

পাঞ্জাবে প্রাথমিক শিক্ষা

কাউন্সিলে কমিটি নিয়োগ

সিমলার ২৯শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভা ৪ ঘণ্টাকাল তর্ক-বিতর্কের পর উক্ত প্রদেশে বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য একটি কমিটি গঠন করিবার পক্ষে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সর্দ্দার উজ্জ্বল সিং প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং বে-সরকারী সদস্যদের প্রায় সকলেই তাঁহাকে সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন যে, শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করিবার সময় আসিয়াছে। গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার স্যার জর্জ্জ এণ্ডারসন, মিঃ বোল ভার্ট এবং শিক্ষা মন্ত্রী মিঃ মনোহর লাল এই প্রস্তাবের জবাব দেন। স্যার জর্জ্জ এণ্ডারসন গত ৭ বৎসরে এই প্রদেশে শিক্ষা সম্পর্কে কতদূর কাজ হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া বলেন যে, এই বিষয়ে ৩টি অসুবিধা আছে—প্রথমতঃ গভর্ণমেন্টের হাতে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা নাই। দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এবং তৃতীয়তঃ অভিভাবকগণ তাঁহাদের ছেলে মেয়েকে পাঠাইতে নারাজ। তিনি বলেন যে, এই প্রদেশে মেয়েদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া ছেলেদের শিক্ষার মতই প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে পাঞ্জাব আশ্চর্য্য রকম অগ্রসর হইয়াছে। এই বিষয়ে একটি কমিটি গঠিত হইলে সেই কমিটি নূতন কোন কথা শুনাইতে পারিবেন না। বর্ত্তমানে পাঞ্জাবে যে সব অঞ্চলে বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রস্তাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ভারতের অন্য সমস্ত প্রদেশের মিলিত চেষ্টা অপেক্ষাও দুইশত গুণ বেশী। তিনি বলেন যে, জেলা বোর্ডগুলির উপর ভূমির রাজস্বের সমপরিমাণ টাকা শিক্ষা-কর হিসাবে আদায় করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। মিঃ ক্যালভার্টও বলেন যে, ইটালীর অনুকরণে ভূমি রাজস্বের সমপরিমাণ শিক্ষা-কর প্রবর্ত্তন করা উচিত। মিঃ মনোহরলাল বলেন যে, গভর্ণমেন্ট পাঞ্জাবে শিক্ষা বিস্তারের জন্য খুব বেশী আগ্রহান্বিত আছেন—তাঁহারা বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনেরও বিরোধী নহেন। কোন প্রদেশে শিক্ষা বিস্তার যতটুকু অগ্রসর হয়, সেই দেশ বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষে তত উপযুক্ত হইয়া থাকে। সম্প্রতি যে শিক্ষা কমিটি ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহাদের মতে পাঞ্জাবই বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সব চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র। এই জন্য তিনি এই বিষয়ে একটি নিয়োগের প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন। প্রস্তাবটী গৃহীত হয়।

কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযান

৮ জন জার্ম্মাণ অভিযানকারীর উদ্যম

কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের উপর উঠিবার জন্য জার্ম্মাণী হইতে যে অভিযানকারীদল আসিয়াছেন তাঁহারা গত ২৮শে জুলাই দার্জ্জিলিং পৌছিয়াছেন। এই অভিযানকারীদলের নেতা হারপল বেলার। এই দলে আরও ৭ জন জার্ম্মাণ আছেন। স্থানীয় হিমালয়ান ক্লাব তাঁহাদিগকে কুলী সংগ্রহ করিয়া দিবেন। অভিযানকারীদের জন্য আহার্য্য দ্রব্য ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামও তাঁহারাই সংগ্রহ করিবেন। প্রকাশ যে, বৃষ্টি কমিলেই তাঁহারা অভিযানে রওয়ানা হইবেন।

পাঞ্জাবে দমন নীতি

গোয়েন্দা বিভাগের ইশ্‌তাহার

পাঞ্জাব গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেলের প্রচারিত একটি ইশ্‌তাহারের প্রতিলিপি 'প্রতাপ' পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। উক্ত ইশ্‌তাহার ৮ই জুন তারিখে সিমলা হইতে জারী করা হইয়াছিল। উক্ত ইশ্‌তাহারে সমস্ত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট দিগের প্রতি এই আদেশ করা হইয়াছে যে, কংগ্রেসকে শক্তিশালী করিবার—বিশেষ ভাবে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন সম্পর্কে হিন্দুস্থানী সেবকদল ও তদনুরূপ স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবনকল্পে নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টার উপর যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। এই সম্পর্কে তাহাদিগকে আরো জানান হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত ১৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য ও অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত প্রদেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস প্রতিনিধি দল ভ্রমণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া যাইবে, তাহা তৎক্ষণাৎ হেড-আফিসে পাঠাইতে হইবে। উক্ত পত্রিকায় আরো প্রকাশ যে, মোটা সিং, মওলানা জাফর আলি, ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ কিচলু, রামচন্দ্র চবিলদাস, আবদুল আজিজ, কেদার নাথ সাইগল, সোহং সিং যোষ, পার্ব্বতী দেবী এবং অপর দুই জনের উপর কড়া দৃষ্টি রাখিবার নিমিত্ত আর একটী ইশ্‌তাহার জারী করা হইয়াছে। উক্ত ইশ্‌তাহারে ইহাও বলা হইয়াছে যে, উল্লিখিত ব্যক্তিদিগের কাহাকেও যেন হেড আফিসের অনুমতি ব্যতীত বিদেশে যাইবার ছাড়পত্র দেওয়া না হয়।

ঢাকা মূক-বধির বিদ্যালয়

ত্রয়োদশ বার্ষিক উৎসব

ঢাকাতে মূক-বধির বিদ্যালয় ১৯১৬ সনের ৫ই আগষ্ট তারিখে ৪টী মাত্র ছাত্র লইয়া স্থাপিত হয়। তৎকালীন ঢাকার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পরলোকগত মিঃ এস, জি, হার্ট, এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রাচীন দেশসেবী বর্ত্তমান সম্পাদক রায় সাহেব সতীশচন্দ্র ঘোষের প্রচেষ্টায় মূক-বধির বিদ্যালয়ের সূচনা হইয়াছিল। অতঃপর বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, মরহুম নবাব ইউসুফ এবং টি, ই, টি, শোর প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি এবং রায়সাহেব গৌরনিতাই শঙ্খনিধি এবং খান বাহাদুর কে, এম, আজম প্রভৃতি ব্যক্তিগণের অর্থানুকুল্যে উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক দ্বারা স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই বিদ্যালয়ের একটি উপযুক্ত ভবন নির্ম্মাণ জন্য প্রায় ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকার প্রয়োজন। গবর্ণমেন্ট হইতে ৭৫০০সাত হাজার পাঁচশত টাকা পাইবার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। দানশীল ব্যক্তিগণের প্রদত্ত টাকা এবং স্কুল ফণ্ডের উদ্বৃত্ত টাকার সহযোগে ৭০০০ সাত হাজার টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—(১) ঢাকা ক্লাব জিনখানা রেস্ ১০০০৲ (২) সন্তোষের কুমার হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম-এ ৫০০৲ (৩) শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ বাবু মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী ৫০০৲ (৪) ঢাকার জমিদার মিঃ যোগেশচন্দ্র দাস ২৫০৲ (৫) স্কুলের পেট্রণ জনপ্রিয় মিঃ ক্লেটন ১০০৲ (৬) ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ ড্রামণ্ড ১০০৲ (৭) ঢাকার জমিদার মিঃ রমানাথ দাস ১০০৲ টাকা। স্কুল কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ নিম্নলিখিত দান স্বাক্ষর করিয়াছেন:—রায়সাহেব গৌরনিতাই শঙ্খনিধি ৫০০৲ রায় রেবতীমোহন দাস বাহাদুর ২৫০৲ বাবু ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায় ২৫০৲ বাবু শচীনন্দন দাস ১০০৲ (২য় বার) মিঃ নৃপেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ১০০৲ বাবু চারুচন্দ্র গুহ ১০০৲ নবাবজাদা কে,এম, আফজল খান বাহাদুর ৫০৲ টাকা। নিম্নলিখিত অঙ্গীকারও উল্লেখযোগ্য—ঢাকার প্রসিদ্ধ জমিদার বাবু গোকুলচন্দ্র রায় ১০০৲ প্রসিদ্ধ তিল তৈল অধ্যক্ষ মিঃ জি, ঘোষ ১০০৲ টাকা।

গণপতি মিছিলে গুলি

বহু হিন্দু আহত

বাঙ্গালোরের ৩১শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ গণপতি "সত্যাগ্রহ" সম্পর্কে পুলিস এক বিরাট হিন্দু জনতার উপর গুলী চালনা করিয়াছিল। এই গুলী চালনার ফলে ৪০ জন লোক আহত হইয়াছে, ইহার মধ্যে একটী মহিলাও আছেন। আহত ৪০ জনকে ভিক্টোরিয়া হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইয়াছে, এতাবৎ কেহ মারা যায় নাই। সকালবেলা অবস্থা বেশ শান্ত ছিল। ঘটনা স্থলে বহু সংখ্যক পুলিস প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী খবর

সর্ব্বশেষে যে খবর আসিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, শহরের কোন কোন অঞ্চলে মাত্র হরতাল হয়। অশান্তি সামান্য অঞ্চলের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ৩ জন কনেষ্টবল সহ মোট প্রায় ৪০ জন লোক জখম হয়; সকলেই সামান্য রকম জখম হইয়াছিল। গভর্ণমেন্ট হাঁসপাতালে শুশ্রূষার পর আহত ব্যক্তিদিগকে বাড়ীতে যাইতে দেওয়া হয়। এ পর্য্যন্ত কোন লোকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় নাই। দোকানপাট সব খুলিয়াছে এবং কাজ-কারবার রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে। আর কোন হাঙ্গামার ভয় নাই। শ্রমিকেরা পুলিস প্রহরীদিগের উপর আক্রমণে যোগদান করিয়াছিল। আক্রমণকারীদের তুলনায় পুলিসের সংখ্যা কম ছিল; এই সব কারণে পুলিস গুলি চালাইতে বাধ্য হয়।

ভারতের মৃত্যুর হার

অবস্থা নিতান্ত আশঙ্কা-জনক

মাদ্রাজের সার্জ্জন জেনারেল মিঃ জে, ডব্লিউ, ডি মেগল গত ২রা আগষ্ট অপরাহ্নে তত্রত্য রোটারী ক্লাবে ভারতের চিকিৎসা সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবাসীদিগকে পরিমিত ভাবের দীর্ঘ জীবনলাভের সুযোগ প্রদান করাই চিকিৎসা বিভাগের বর্ত্তমান প্রধান সমস্যা। তিনি বলেন যে, পাশ্চাত্য দেশবাসীদিগের আয়ুর সহিত তুলনা করিলে ভারতবাসীদিগের আয়ু গড়ে ২০ বৎসর কম। তাহাদের অল্পকাল স্থায়ী জীবন ও তাহারা পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে এবং রোগে ভুগিয়া অতি কষ্টে যাপন করিয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা সংঘটিত হইবার পক্ষে কোথাও যে একটা বিষয় গলৎ আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এই অপ্রীতিকর অবস্থার কারণ সম্বন্ধে নানা লোকে নানা অভিমত প্রকাশ করেন। অভিমতগুলি এতই বিভিন্ন যে, সমস্যার সমাধান এক প্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। কেহ কেহ রাজনৈতিক সংস্কার এই সমস্যা সামাধানের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া প্রকাশ করেন। ভারতবাসীদিগের সর্ব্ব শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য শাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলেও সমস্যার সমাধান যেমন কঠিন, তেমনই থাকিবে। কেহ কেহ বা ভারতবাসীদিগের আর্থিক উন্নতি সাধনা, টাকার মূল্য ১৬ পেন্স ধার্য্য করা, চরকার প্রবর্ত্তন ইত্যাদিকে প্রতীকারের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু এ সকল যে পীড়িতদিগকে আরাম করিতে পারিবে না ইহা নিশ্চয়। লোকের ধর্ম্মবুদ্ধির উন্মেষ সাধনকে এই সমস্যা সমাধানের উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ধর্ম্ম যে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় এই সমস্যার সমাধানে পারগ এ কথা জোর করিয়া কেহই বলিতে পারেন না। ডাক্তার বলেন যে, চেষ্টা করিলে ভারতবাসীর আয়ু ২০ বৎসর পরিমাণে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তাঁহাদের এই বচন সত্ত্বেও ভারতের মৃত্যুর হার দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। বহুদর্শিতার ফলে জানা গিয়াছে যে, জগতের প্রায় সকল দেশকেই এক সময়ে না এক সময়ে এইরূপ কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কোন দেশ বিপদ কাটাইয়া উঠিয়াছে। কেহ বা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সম্পর্কে আয়ারল্যাণ্ডের কথা একবার ভাবিয়া দেখিলে ভাল হয়। ১৮৪০ সালে আয়ারল্যাণ্ডের লোক সংখ্যা ৮০ লক্ষ ছিল। কয়েক বৎসরের ভিতর ঐ সংখ্যা দ্বিগুণিত হইল। ফলে লোকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি হইল। লোকে পশুপালনের মত কুটীরে বাস করিতে লাগিল। শেষে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য প্রভৃতি কারণে লোক সংখ্যা কমিয়া গিয়া ৪০ লক্ষে দাঁড়াইল। লোক সংখ্যা হ্রাসের ফলে খাদ্য সুলভ হইল। তখন লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থাও পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইল। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে দেশে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই লোকেদের স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত হইবে। এজন্য দেশের খাদ্য উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। খাদ্য যাহাতে অনর্থক অপচিত না হয়, সেদিকে সম্যক লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কিন্তু যাহাই করা হউক না কেন, লোক সংখ্যা যাহাতে বর্দ্ধিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা অগ্রে কর্ত্তব্য।

দারোগাকে বেদম প্রহার

মওলবীর চেষ্টায় হিন্দুর প্রাণ রক্ষা

গত ৩০শে জুলাই সকালে ঢাকার দোহার থানার সাব-ইন্‌স্পেক্টর বাবু সুরেন্দ্রকুমার পট্টনায়ক দোহার থানার এলাকাধীন জামকী গ্রামের রহিমুদ্দিন মুন্সী নামক এক ব্যক্তির গৃহে একটি ফৌজদারী মামলার একজন ফেরার আসামীর জন্য খানাতালাশী করিতে গমন করিয়া গুরুতরভাবে প্রহৃত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, সাব ইনস্পেক্টর দুই জন কনেষ্টবল সহ রহিমুদ্দিনের বাড়ীতে প্রবেশ করিলে কতকগুলি মুসলমান তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। ইহারা কনেষ্টবলদের হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লয়। সাব-ইন্‌স্পেক্টরকে মারপিট করিবার পর আক্রমণকারীরা তাহাকে খুন করিবার জন্য একখানা নৌকাতে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ঐ সময় একজন মওলবী সাহেব সেখান দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি তাহাদিগকে থামান এবং অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সাব-ইনস্পেক্টরকে মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। অতঃপর মওলবী সাহেব সাবইনস্পেক্টরকে দোহার থানায় আনয়ন করেন। মারপিটের ফলে সাব-ইনস্পেক্টরের অবস্থা সঙ্কটজনক। রাহমুদ্দিন মুন্সী এবং অপর একজন মুসলমানকে এই সম্পর্কে গ্রেফতার করিয়া ঢাকায় চালান দেওয়া হইয়াছে। এই অঞ্চলে সম্প্রতি পর পর তিনটি খুন হয়।

ক্ষিপ্ত লোকের কাণ্ড

একজন হত ও দুইজন আহত

গত ৩০শে জুলাই জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রিটে গোলাম মুলরাজ নামে এক পানওলার দোকানের সম্মুখে এক ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সেখ বশির নামে একটী লোক মাওলাদীন নামে আর একটী লোককে হত্যা করিয়াছে এবং ইসমাইল হাজী ও হাজী আহ্‌মদ নামে দুই ব্যক্তিকে প্রকাশ্য দিবালোকে ছোরার দ্বারা আহত করিয়াছে। প্রকাশ যে কিছুদিন পূর্ব্বে আসামী একটা হোটেলের চাকর ছিল, ঐ হোটেলের চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া আসামী আর একটা হোটেলে চাকুরী লয়, পরে সে স্থান হইতে বরখাস্ত হইয়া যায়। ঐ দিন সকাল বেলা আসামী গোলাম মুলরাজের পানের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে থাকে। পানওয়ালা তাহাকে ঐস্থান হইতে চলিয়া যাইতে বলে, আসামী চলিয়া যাইতে অসম্মত হয়, ইহাতে একটা বাক্-বিতণ্ডা আরম্ভ হয়। ঐ সময় আসামী পানওয়ালাকে আঘাত করিবার চেষ্টা করে। ঐ ঘটনায় স্থানীয় লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ইসমাইল হাজী নামে এক বস্ত্র ব্যবসায়ী ও হাজী আহ্‌মদ নামে এক ব্যক্তি এই গোলযোগে আসামীকে বাধা দেয়। আসামী ইহাতে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উহাদিগকে যথেচ্ছা গালিগালাজ করিতে থাকে এবং নিজের লম্বা পাঞ্জাবীর নীচ হইতে একখানা বড় ছোরা বাহির করিয়া প্রথমতঃ ইসমাইল হাজীকে ছোরাদ্বারা আঘাত করে। ইসমাইল হাজীর আঘাত স্থান হইতে প্রবলবেগে রক্তপাত হইতে থাকে এবং সে মাটির উপর পড়িয়া যায়। হাজী আহমদ আহত ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য দ্রুতগতিতে আসামীর দিকে অগ্রসর হইলে তাহার বাহুতেও ছোরা দ্বারা গুরুতর ভাবে আঘাত করে। বহু লোক নানাস্থান হইতে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া আসামী ছোরা আস্ফালন করিতে করিতে দৌড়িতে থাকে ও ইসমাইল মদনলেনে প্রবেশ করে। ঐ অঞ্চলের লোকেরা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে থাকে। এই সময় মাওলাদীন নামে একজন কুলী আসামীর সম্মুখে আসিয়া পড়ে, সে আসামীকে ছোরা হাতে দৌড়াইয়া আসিতে দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়ে। আসামীও উহাকে সম্মুখদিক হইতে আসিতে দেখিয়া মনে করে যে, সে তাহাকেই ধরিতে আসিতেছে। আসামী তখনই ছোরাখানা উক্ত কুলীর বুকে আমূল বসাইয়া দেয়। কুলিটী তখনই মাটীতে পড়িয়া যাইয়া মারা যায়। পানওয়ালা গোলাম মুলরাজ একখানা লাঠি হাতে লইয়া আসামীর পিছনে পিছনে দৌড়াইতেছিল, সে এই সময় দৌড়াইয়া আসিয়া আসামীর পায়ে গুরুতরভাবে আঘাত করে আসামী রাস্তায় পড়িয়া যায়। ছোরাখানা দূরে ছটকাইয়া পড়ে। আসামীকে ধরিবার জন্য পানওয়ালা আসামীর সহিত রীতিমত ধ্বস্তা-ধ্বস্তি আরম্ভ করিয়া দেয়, আসামী পানওয়ালার বামবাহুমূলে ভীষণভাবে কামড়াইয়া দেয়। এই সময় কয়েকজন কনেষ্টবল ছুটিয়া আসিয়া আসামীকে পাকড়াও করে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

দশদিকে

আফগানিস্তানে শান্তি

হীরাতাধিপতির বশ্যতা স্বীকার

কোয়েটা হইতে গত ১লা আগষ্ট সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কান্দাহার ক্রমশঃ শান্তভাব ধারণ করিতেছে। হিরাতের প্রতিনিধিগণ আমীর হবিবুল্লার নিকট হীরাটের বশ্যতা জানাইবার জন্য সম্প্রতি কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। বিভীষিকা উৎপাদকদের নিকট সময়ে সময়ে আমীর হবিবুল্লার পরাজয় ও নাদির খাঁর জয়ের প্রচুর গল্প শুনা যায়।

কাবুলের বর্ত্তমান অবস্থা

আমানুল্লার ভ্রাতাকে হত্যা

পেশাওরের ৩০শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, কাবুলের ভূতপূর্ব্ব কাজী ও আমানুল্লার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিদায়েৎ উল্লাকে আর্কদুর্গে হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, উহা সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে।

হবিবুল্লার নামে খোৎবা পাঠ

মোল্লা চাকনোয়ার নামে একজন মোল্লা আন্দোলনকারী শিনোয়ারীদের মধ্যে আমীর হবিবুল্লার পক্ষে প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছেন। তিনি গত শুক্রবার আমীর হবিবুল্লার নামে খোৎবা পাঠ করেন, কেহ কেহ ইহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করে, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া কেহ আপত্তি করিতে পারে নাই। বিদ্রোহী শিনোয়ারী নেতা মুহাম্মদ আলমের দিন দিনই প্রভাব হ্রাস হইতেছে, অর্থাভাবে ইহার প্রচার কার্য্যে মন্দা পড়িয়া যাইতেছে। মাগ্রন নেতা মালিক মুসা খান ওয়াজিরি ও মাহ্‌সুদিগের এক জীর্গা আহ্বান করিতেছেন।

পারস্যে উপজাতি বিদ্রোহ

মীমাংসায় সেনাপতি ও প্রধান মন্ত্রী

তেহারাণের ২৭শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, বিদ্রোহী উপজাতিদিগের সহিত একটা মিটমাট করিবার জন্য বক্তিয়ারী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রবীণ সেনাপতি এবং ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী আমীর মোফা খাঁকে সঙ্গে লইয়া উপজাতিদের নিকট গমন করিয়াছেন। বক্তিয়ার সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি বাহাদুর এস-সালতানং উপজাতিদের সহিত যুদ্ধে আঘাতের ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। যে সকল পারসিক সৈন্য মিকদও নামক স্থানে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, শুনা যাইতেছে যে, সদর আড্ডার সহিত তাহাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, তাহারাও আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে।

নাহাস পাশার ইশ্‌তাহার

শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের নিকট আশা

কায়রোর ২৯শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, স্বাদেশিকদলের নেতা নাহাস পাশা এই মর্ম্মে একটা ইশ্‌তাহার জারী করিয়াছেন যে, লর্ড লয়েডকে পদচ্যুত করিবার সিদ্ধান্ত হইতে অনেক কথা বুঝা যাইতেছে। নাহাস পাশা-গঠিত মন্ত্রিসভা এবং শাসনতন্ত্র ভাঙ্গিয়া দিবার পিছনে কর্ত্তৃপক্ষের কি মতলব ছিল, তাহা এক্ষণে বুঝা যাইতেছে। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে, মোহাম্মদ পাশার পক্ষে এখনও প্রবীণ মন্ত্রীর পদ ধরিয়া রাখা অত্যন্ত লজ্জাকর। নাহাস পাশা ম্যাকডোনাল্ড গভর্ণমেণ্টের ভাব-ভঙ্গিতে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন যে, ইঙ্গ-মিশর বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ় হইবে।

সমর-সচিবের বক্তৃতা

লণ্ডনের ৩০শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, সমর সচিব মিঃ টাম্‌' প্রেসটনের একটি জন-সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, যদি আগামী ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষণশীলদিগের হস্তে ক্ষমতা থাকে, তবে আমরা আমেরিকাকে যেরূপ ভাবে হারাইয়াছি, ভারতবর্ষকেও নিশ্চয়ই সেরূপভাবে হারাইব এবং কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। মিঃ শ' আরও বলেন যে, শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট মিসরকে স্বাধীনতা দিবেন, তবে উহার শর্ত্ত এই যে, মিসর ও ইংলণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বজায় রাখিতে হইবে এবং ইংলণ্ডের প্রাচ্য সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সুয়েজের পথ-ঘাট সর্ব্বদা নিরাপদ রাখিতে হইবে।

রুস-চীন সংবাদ

চাইনিজ কর্ত্তৃপক্ষের ব্যাঙ্ক দখল

মস্কোর ৩১শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, এই স্থানে এরূপ খবর আসিয়াছে যে, চীনা কর্ত্তৃপক্ষ হার্ব্বিনের ফার ইষ্টার্ণ ব্যাঙ্কের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহার আফিসারদিগকে সমস্ত চাবি সমর্পন করিতে আদেশ দিয়াছেন। ষ্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ পিগ্‌টিকোভ, ব্যাঙ্কের কার্য্য চালাইবার জন্য ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানের নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছেন।

বিদ্রোহী কর্ত্তৃক নগর লুণ্ঠন

মস্কৌর ২৮শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, টাস এজেন্সি সংবাদ দিতেছেন যে, মাঞ্চুরিয়ার হারবিন শহরের নিকটবর্ত্তী ফুডিয়াডিয়ান নামক স্থানে চীন সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়াছে। তাহারা দোকান এবং বড় বড় ব্যবসায়ীদিগের বাড়ী লুট করিতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও হারবিন শহরের ব্যবসায়ীরা তাহাদের হৌস বন্ধ করিতেছে। নগরের অনেক অধিবাসী নগর ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

দুর্ভিক্ষের ভীষণ প্রকোপ

চীনের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য যে আন্তর্জ্জাতিক কমিশন গঠিত হইয়াছিল তাহার পক্ষ হইতে তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তদন্তকারীরা সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ—দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদিগকে নানা উপায়ে সাহায্য করা হইয়াছে। ইহার ফলে বিগত বসন্তকাল হইতে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। তথাপি এখনও ৩০০০০০ লোক অনাহারে কাল কাটাইতেছে। সেন্‌ট্রাল কানসুতে বিগত চারি বৎসর কাল রীতিমত বারিপাত হয় নাই। ইহার ফলে যে সমস্ত স্থানে গমের চাষ হইত, তাহা এখন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। একটি শহরে লোক সংখ্যা ছিল ৬০০০০ জন। এখন সেই শহরের অধিবাসীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩০০০ জন। ইহাতে মনে হয় যে, ... জারজ মানুষের গোশ্‌ৎ খাইয়াছে। আবার অপর কেহ কেহ মরা মানুষ খাইয়া প্রাণ ধারণ করিয়াছে। যাহারা মানুষের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিল তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য একজন ম্যাজিষ্ট্রেট চেষ্টা করিয়াছিলেন। আসামীরা হাজির হইয়া বলে যে, তাহারা যে গোশ্‌ৎ খাইয়াছে তাহা প্রকৃত পক্ষে কুকুরের খাদ্যের উপযুক্ত। কানসুতে যে সমস্ত বিদেশী সেবাকার্য্য করিতে গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে রোগে ভুগিয়া অনেকেরই মৃত্যু হইয়াছে। ২০ জনের পীড়া হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১১ জন বাঁচিয়াছে।

মীমাংসায় সোভিয়েটের অসম্মতি

নানাকনের ৩০শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, আধা-সরকারীভাবে এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীন-রুস বিবাদের আপোষ মীমাংসার জন্য চীন রুসিয়ার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলেন, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। চীন গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে বিবাদের বিষয় বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের নিকট দাখিল করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষের কবলে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ

পাকিংয়ের ২৯শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, চীন আন্তর্জ্জাতিক দুর্ভিক্ষ সাহায্য কমিটি তদন্ত করিয়া এই মর্ম্মে রিপোর্ট দিয়াছেন যে, গত বসন্তকাল হইতে দুর্ভিক্ষে সাহায্যের জন্য যে সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানের দুর্দ্দশা অনেকটা কমিয়াছে, কিন্তু এখনও ৩ কোটি ৫০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইতেছে। সেণ্ট্রাল কানসুতে গত ৪ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হইতেছে, ফলে তথাকার গমের ক্ষেতগুলি একেবারে মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। শহরের লোক সংখ্যা ৬০ হাজার হইতে হ্রাস পাইয়া ৩ হাজারে দাঁড়াইয়াছে। অনেক লোক নরমাংস ও মৃতদেহ খাইয়া জীবনধারণ করিয়াছে। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট বলিতেছেন যে, কুকুরে যাহা খায়, দুর্ভিক্ষের জন্য মানুষও তাহা খাইতে বাধ্য হইয়াছে। তানসুতে যাহারা সেবাকার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বহু বিদেশী টাইফয়েড রোগে মারা গিয়াছেন। ২০ জন রোগীর মধ্যে ১১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

মফঃস্বল

বাঙ্গালা কাউন্সিল

প্রজা-পার্টি গঠন

বাঙ্গালা কাউন্সিলের ১৪০ জন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যই প্রজার ভোটে নির্ব্বাচিত হন। কাউন্সিলে প্রবেশ করার পর এই সদস্যদিগের মধ্যে রাজনৈতিক নানারূপ মতভেদ হইয়া থাকে, তখন ইণ্ডোপার্টি, আর্য্য পার্টি, কংগ্রেস পার্টি, মুছিম পার্টি, করিম-পার্টি ইত্যাদি নানাপ্রকার স্বার্থ লইয়া বিভিন্ন প্রকার দল গঠিত হইয়া থাকে। বহুদিন হইতে এই ভাবেই পার্টি গঠিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কৃষক প্রজাকে লইয়া যে দেশ, সেই দেশের ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যগণ কমবখ্‌ত প্রজার নাম করেন ইতিপূর্ব্বে কোনই পার্টি গঠন করেন নাই। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সদস্য পদ-প্রার্থিগণ যেরূপ প্রজার হিতার্থে বড় বড় বুলি আওড়াইতেন, কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া সেরূপ প্রজার হিত চিন্তা কেউ বড় একটা করিতেন না। এই অসহ দুঃখে কতিপয় সত্যিকার প্রজা হিতৈষী ব্যক্তি দেশে তুমুলভাবে প্রজা আন্দোলন আরম্ভ করেন। বাঙ্গালার এই নিগৃহীত কৃষক সমাজের জাগরণ ও আন্দোলন দর্শনে মনে হইতেছিল এবার নির্ব্বাচনে প্রত্যেক জিলা হইতে প্রকৃত প্রজা-প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া কাউন্সিল পূর্ণ হইবে। কিন্তু অসময়ে কাউন্সিল ভঙ্গ ও অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ হওয়ায় এবারকার নির্ব্বাচনে ও আশাতীত প্রজা-প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই! যাহা হউক, এবার যে কয়েকজন প্রজা-হিতৈষী মহাপ্রাণ ব্যক্তি কাউন্সিলে গিয়াছেন কাঙ্গাল প্রজাকে তাঁহারা কখনই ভুলিতে পারেন না। তাই তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার পুরুষ সিংহ মওলভী এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে ২১ জন এম, এল, সি, লইয়া বঙ্গীয় প্রজাপার্টি নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রজার স্বার্থ রক্ষার মহাব্রত লইয়া যে সকল মহাপ্রাণ সদস্য প্রজা-পার্টিতে যোগদান করিয়াছেন, বাঙ্গালার ৪৷ কোটি প্রজার তরফ হইতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বিভিন্ন জিলার প্রজা ভাইদের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা নিজ নিজ জিলার প্রতিনিধিগণকে এই প্রজা পার্টিতে যোগদান করিয়া প্রজার স্বার্থ রক্ষায় উদ্যোগী হইতে অনুরোধ করুন। প্রজার প্রতি কাহার কতটুকু দরদ বা সহানুভূতি আছে এই সুযোগে তাহা পরীক্ষা করিয়া লইয়া ভবিষ্যতের পথ খোলাসা করিয়া রাখুন। হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন কথা নাই। দেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা-কামী স্বরাজ্য-পার্টি যদি বাঙ্গালার সাড়ে চারি কোটী প্রজার শান্তি ও মঙ্গল কামনা করেন তাহা হইলে তাঁহারা প্রজার পার্টিতে যোগদান করিতেছেন না কেন, বাঙ্গালার প্রজার তরফ হইতে উক্ত পার্টিকে এই সওয়াল করিতে পারি কি?

মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ভাগবী

সহঃ সম্পাদক—নিখিল বঙ্গ প্রজা-সমিতি।

শয়তানী লীলা-খেলা

তিতু মীরের বংশে কলঙ্ক লেপন

বর্ত্তমান সময়ে একদল অপরিণামদর্শী মুসলমান শয়তানের চেলা সাজিয়া পবিত্র ইসলামের মুণ্ডপাত করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। বিশ্ব জগতের সর্ব্বময় কর্ত্তা পরম দয়াময় আল্লাহ্‌কে তাহারা ওয়াহেদ বা অদ্বিতীয় জানে না। মুর্শিদই আল্লা এবং উপাস্য (নাউজ......) বলিয়া জন-সমাজে পরিচয় দিয়া থাকে। আবার কখনও কখনও "ইমাম মেহদী আল্লা" "আলীই আল্লা" প্রভৃতি বলিয়া নানা সুরে সুর মিলাইয়া এক ভৌতিক কাণ্ডের অবতারণা করিয়া থাকে। কি অদ্ভুত খাম্‌-খেয়ালী। কতিপয় শিয়া সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যেই এই রোগের প্রাদুর্ভাব অধিক পরিমাণে দেখা যাইতেছে। বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত কয়েকখানা পল্লীতে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে গত ঈদল ফেতর ও ঈদুজ্জোহা উপলক্ষে এক অভিনব ব্যাপার ঘটিয়াছিল; তাহারা কাবাশরীফকে পশ্চাৎ রাখিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বমুখী হইয়া নামাজ পড়িয়াছিল, এবং তাহাদের খ্রীলোকেরা নানা অঙ্গ-ভঙ্গীতে গীত গাহিয়া মুর্শীদের গুণগান করিতেছিল। এদের বীভৎস দৃশ্য দর্শনে স্বভাবতঃই মুসলিমের হৃদয়ে আঘাত লাগে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে যে নাটী-ভিনয় হইয়া থাকে, তাহাও অতি আশ্চর্য্য। বিবীরা স্বামীদের আদেশে মুর্শীদের আগমনে তাঁহার চরণ ধৌত করান, চুলের গুচ্ছ দ্বারা তাহা মুছাইয়া থাকেন। এক কথায় ইসলামে কলঙ্ক লেপন করিবার যে ভীষণ কাণ্ড তাঁহারা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। ঐ সম্প্রদায়ের মুর্শীদ সাহেবের জন্মভূমি স্থানীয় হায়দরপুরে। বিখ্যাত ধর্ম্মযোদ্ধা তিতু মীরের জন্মভূমি ছিল ঐ হায়দরপুরে। তাঁহারই বংশের মধ্য হইতে এই পীর সাহেব কেবলা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আরও বলা হয় যে তিনিই নাকি ইমাম মেহদী এবং হায়দরপুরই নাকি আরবের পবিত্র কাবা গৃহ! হায় অজ্ঞ মুসলমান! ইহাই কি ইসলামের নীতি? এইরূপ উপাসনাতে আল্লাহ্ কি তোমাদের উদ্ধার করিবেন? একদিন কি খোদার নিকট জবাব-দিহি করিতে হইবে না? দৈনন্দিন চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রের আবর্ত্তনে আল্লাহ্ তায়ালার অপার মহিমা প্রচারিত হইতেছে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভস্মীভূত হইতেছে; তোমারই চোখের সম্মুখে সবই প্রতিফলিত হইয়া আছে। এহেন অলৌকিক দৃশ্যের স্রষ্টা সেই মহান জগৎ-কর্ত্তাকে বিস্মৃত হইয়া, অনৈসলামিক কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছ। ভাই মুসলমান! শয়তানী খেয়াল ছাড়িয়া আল্লার মনোনীত পবিত্র ইসলামের সুশান্ত ছায়াতলে আশ্রয় লও। তিনি নিরাকার, তাঁহার কোন শরীক নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সাচ্চা রসুল। ঐ মহাপুরুষের আদেশ মত কার্য্য কর, জন্নতে স্থান পাইবে। যে জাতি এক সময়ে সমগ্র বিশ্বের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ সেই আহ্‌লে-ইসলামই অবনতির নিম্নতম গহ্বরে নামিতে বসিয়াছে। আর কতদিন তোমরা মোহ-নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিবে। চেয়ে দেখ তোমাদের গৌরব-রবি অস্তমিত প্রায়। এক দিন যারা তোমার চরণের ভৃত্য ছিল, আজ তাদেরই বিজয়-পতাকা বিশ্ব ব্যাপী উড্ডীয়মান। তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা কর, আজ তোমার এমন দুর্গতি কেন? তুমি ভুলিয়াছ সেই কোরাণ শরীফ, ছাড়িয়াছ মহান্ প্রভুর সুদৃঢ় রজ্জু। তাই তোমার এমন দুর্গতি, তুমি পবিত্র ইসলামকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন কর, আবার তোমার হৃদয়াকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইবে।

এক্ষণে আলেম সম্প্রদায়ের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, ঐ সমস্ত অনৈসলামিকতা অপসারিত করার জন্য সকলে বদ্ধ-পরিকর হউন এবং কোটী কোটী জ্ঞানহীনকে নরকের পথ হইতে রক্ষা করুন। হে খোদা তোমার এই আত্ম-বিস্মৃত বান্দাদিগকে সুমতি দান কর, তোমার অপার করুণা বিতরণ কর, তুমি মহান্ সুতরাং আমাদের চির-অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে ইসলাম জ্যোতিঃ দান করিয়া তোমার অসীম গুণকীর্ত্তনের অধিকার দান কর।

মুন্সী বদরুদ্দিন আহমদ

কেওট শাহী (২৪ পরগণা)

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে বন্যা

ইয়ং মেন্‌স মোসলেম এসোসিয়েশন

আপনারা আসাম বন্যার বিষাদময়ী কাহিনী সংবাদপত্র মারফৎ অহরহ পাঠ করিতেছেন। ইহাকে বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বন্যা-প্লাবনে আসামের কয়েকটী জিলায় প্রায় ২৫ লক্ষ নর-নারী বিপন্ন, বিপর্য্যস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। খাদ্য-সামগ্রী বা মূল্যবান সম্পত্তি রক্ষা করা ত দূরের কথা নিজ নিজ জীবন রক্ষা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকের সঞ্চিত ধান, চাল, আসবাব পত্র ও গরু বাছুর এক মুহূর্তের মধ্যে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল, কেহই চাহিয়া দেখিবার অবসর পায় নাই। অনেক নর-নারীকে এই আহবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। কত অসহায়া জননী সন্তান বক্ষে করিয়া প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। হতভাগ্যদের এহেন বিপদে এমন কোন মানুষ নাই যাহার প্রাণে করুণার সঞ্চার না হয়। বলিতে দুঃখ হয়, ইসলাম যে সেবা-ধর্ম্মকে আদর্শ করিয়া জগতকে বিস্মিত করিয়াছিল, আজ মুসলমান সম্প্রদায় মানবতার এহেন মুসিবতে বিশেষ

পরিচালক—হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল

মওলুদন্নবী-সংখ্যা

Registered No. C-1685

মিলন কুটীর
মোঃ বেলায়েত আলী প্রণীত সামাজিক উপন্যাস
মূল্য ১৷০ সিকা।

ওমার পাশা
তুর্কী বীর ওমারের জীবনী অবলম্বনে লিখিত ৭১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস। দাম ৩৲ টাকা।
ক্রাউন লাইব্রেরী—৫৩ আহিরী টোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

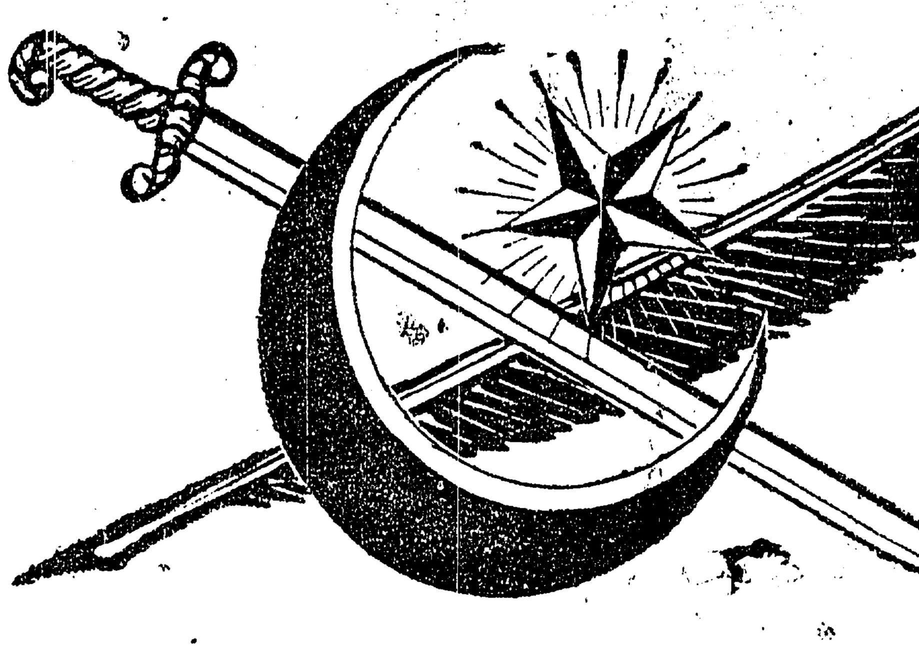

স্থান পরিবর্ত্তন
"আল্-মুস্লিম" কার্য্যালয়
পূর্ব্ব ঠিকানা—
৬৭।১, বেনেপুকুর রোড হইতে উঠিয়া
বর্ত্তমান ঠিকানা
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট কলিকাতায়
স্থানান্তরিত হইয়াছে।
কর্ম্মকর্ত্তা—আল্‌মুস্‌লিম।

বার্ষিক মূল্য
২৷৹ আড়াই টাকা মাত্র
প্রতি সংখ্যা
৴১৫ তিন পয়সা মাত্র

আল্-মুস্‌লিম

আফিস—
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

সম্পাদক—ফজলুল্‌ হক্‌ সেলবর্সী

১ম বর্ষ | ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৬ সাল; ১৬ই আগষ্ট, ১৯২৯ ইং; ১০ই রবিয়লআউয়ল, ১৩৪৮ হিজরী | ২৮-শ সংখ্যা

যুবরাজ শুজার আত্মজীবনী হইতে সংগৃহীত

শাহী ইয়াকুত
(রেজিষ্টার্ড)

আবিষ্কারের ইতিহাস,

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের সময় ইরাণের স্থাপিত শিল্পের সমভিব্যাহারে তত্রত্য প্রসিদ্ধ হাকীম আল আমীন হেশামী ভাগ্যান্বেষণে হিন্দুস্থানে আসিয়া স্বীয় গুণবলে আগরার দরবারে প্রবিষ্ট হন। যুবরাজ শুজা যখন বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া রাজমহলে আসিতেছিলেন তখন সম্রাট হাকিম সাহেবের চিকিৎসা জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই যুবরাজের রাজবৈদ্যরূপে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। শাহ শুজা অতীব বিলাসী এবং কামুক ছিলেন। তাঁহারই আদেশে হাকিম হেশামী অন্যতম পর্ত্তুগীজ রাজচিকিৎসক ডম হোকালেস ডি, হোপারের সহযোগে এক মহাপুষ্টিকর শুক্রবর্দ্ধক কামোদ্দীপক মহৌষধির তালিকা প্রস্তুত করাইয়া দেন। সুবেদার শুজা তালিকা অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া সেবন করত উহার আশ্চর্য্য গুণে এতই প্রীত হন যে হাকিম সাহেবকে "কমরেল্লাহজ্জমান" উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন।

১৬৪৮ খৃঃ অব্দে আওরঙ্গজিবের সঙ্গে কাজওয়ার যুদ্ধে হারিয়া শুজা যখন আরাকানের আশ্রয় লন তখন তাঁহার মাত্র চল্লিশ জন অনুচরের সঙ্গে হাকিম হেশামী এবং মিঃ হোপারও সহগমন করিয়া ছিলেন। কথিত আছে, একদিন কথাচ্ছলে তদানীন্তন আরাকানরাজ দিল্লী আগরার বেগম মহলের শত শত বেগমের পানি-পীড়ন একজন পক্ষে অসম্ভব বলিয়া জ্ঞাপন করিলে শুজা তাঁহাকে তাঁহার প্রস্তুত মহৌষধ সেবন করাইয়া তাহার সম্ভবতা উপলব্ধি করাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর মগরাজের প্রাসাদ নাকি বহু সুন্দরীর হাস্য-কোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল। আরাকানের ষড়যন্ত্রের জন্য যখন শুজা ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, তখন তিনি আর হাকিম হেশামী কোনও মতে তথা হইতে পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এলাহাবাদে আসিয়া হাকিম হেশামী সম্রাট পুলিসের হস্তে শুজাভ্রমে গ্রেফতার হইয়া আগ্রাতে নিহত হন। হতভাগ্য শুজা ছদ্মবেশে ফতেপুর সিক্রীর সেলিম শাহের নির্জ্জন দরগায় আসিয়া আশ্রয় লন, এবং সেইখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সযত্নে রক্ষিত একখানা হস্তলিখিত পুস্তক দরগাহ খাদেমের হস্তগত হয়! উহাতে তাঁহার জীবনের বহু ঘটনাবলীর সঙ্গে উপরোক্ত কয়েকটি ঘটনা বিষদরূপে বিবৃত রহিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু কাপুরুষ খাদেম বাদশাহ আলমগীরের ভয়ে মন্দভাগ্য শুজার শেষ জীবনের বা তাঁহার আত্মজীবনীর কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে সেকালের মুসলমান বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কুটিরবাসী পর্য্যন্তও স্বীয় জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন, সুতরাং শুজার আত্মজীবনী সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া দেশ কাল পাত্রভেদে কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

মদীয় প্রমাতামহ রেজা খাঁ তখন আগরায় চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন। তিনি সেলিম শাহের বড় ভক্ত ছিলেন, সর্ব্বদা তাঁহার দরগায় যাওয়া আসা করিতেন; এইরূপে তদানিন্তন খাদেমের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মে। একদিন কথায় কথায় তিনি রেজা সাহেবকে শুজার আত্মজীবনীখানি দেখান। তিনি তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শুজার রাজমহলের ঘটনাবলীর সংশ্লিষ্ট সেই মহৌষধির তালিকাখানা প্রাপ্ত হন, হাকিম হেশামী এবং মিষ্টার হোপারের অকালমৃত্যুতে, কাপুরুষ খাদেমের বিবেক বুদ্ধির স্বল্পতায় এবং সর্ব্বোপরি শুজার নির্জ্জনে দেহত্যাগে যাহা কীটদষ্ট হইয়াই নষ্ট হইত, তিনি আগরার বুকে বসিয়া সেই মহৌষধির প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ইহাই আমাদের বিংশ শতাব্দীর শাহী ইয়াকুত !!! তদানীন্তন আমীর ওমরাহ এবং বড় বড় বিলাসীগণ এই শাহী ইয়াকুতের গুণে বিশেষ রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন: খোদ বেগম মহলেও ইহার আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। স্বয়ং যুবরাজ পরবর্ত্তী বাহাদুর শাহ ঔষধের গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে রেজা সাহেবকে হাজার আশরফী দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী রাষ্ট্রবিপ্লবের দরুণ তাঁহাকে আগরা হইতে পলায়ন করিতে হয়, সেই হইতে এই শাহী ইয়াকুতের প্রচার এক রকম বন্ধ ছিল। মধ্যে আমার মাতুল কালিকাপুর হইতে ইহার প্রচারে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থ ও উপকরণের অভাবে সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই। এখন অধীন বহু অর্থ ব্যয়ে ও বহু আয়াস স্বীকারে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ একজন ডাক্তারের সাহায্যে ইহার পুনঃপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছি। আশা করি ইহা আমার দেশে হতাশ রোগীকে আশার বাতি জ্বালাইয়া দিয়া আমার জীবন-সাধনা সার্থক করিবে।

তাং ১৫।৬।২৮ ইং। | বিনয়াবনত— এফ, চৌধুরী।

শাহী ইয়াকুত-প্রশংসাপত্রের মূলকপি

অযাচিত বহু প্রশংসা পত্র আছে তন্মধ্যে একখানির মূলকপি দেওয়া হইল।

16-2-28.
Hamitpur, vill-
Doriafadi P.O.
Rajshahi Dist.

[illegible]

yours faithfully
K Oshi Kanta Mondal

ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে
রেজিষ্টারী কৃত
শাহী ইয়াকুত
ইহা—
পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসীম শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বপ্রকার [illegible] অব্যর্থ
ফলপ্রদ মহৌষধ
তদুপরি—
ইহা বিবাহিতের কামনার ধন,
বৃদ্ধের কাম্যবস্তু
অবিবাহিতের স্মরণ-বান।
বিশেষত্বঃ—
ইহা সুস্থ শরীরে আনন্দের সমুদ্র, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জীবন, পুরাতন মেহ, প্রমেহ, উটাল ধ্বজভঙ্গ রোগের মূর্ত্তিমান বজ্র, অম্ল, অর্শ ও ইত্যাদি রোগের সুদর্শন চক্র।

বার্দ্ধক্য হইতে যৌবনে, মৃত্যুমুখ হইতে নবজীবনে, রোগ হইতে পূর্ণ স্বাস্থ্যে, বিষাদ হইতে চির আনন্দে আনয়ন করিতে

—ইহা জগতে অতুলনীয়—

মূল্যাদি :—পরীক্ষার জন্য দশদিনের নমুনা কৌটা ৫৲ টাকা বড় কৌটা ১০৲ টাকা

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অর্ডার দিবার কালীন 'আল্-মুস্‌লিমে'র নাম উল্লেখ করিলে ডাক মাশুল লাগে না।

ধূমকেতু আপনার পুচ্ছে রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি খোদার গজব লইয়া যুগে যুগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া যায়, আর শান্তিকেতু বেহেস্তের সওগাত 'শাহী ইয়াকুত'কে পুচ্ছে বাঁধিয়া পলকে পলকে তৃপ্তির অঞ্জলি বিলাইয়া দেয়।

Tele :—Address
'Rangmahal, CHAKARIA'

ঠিকানা :—এফ, চৌধুরী শাহী মেডিকেল হল, চকরিয়া, চট্টগ্রাম।

LOW CONTRAST
DUE TO COLOUR INK

পরিচালক—হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল

মওলুদন্নবী-সংখ্যা

Registered No. C-1685

মিলন কুটীর

মোঃ বেলায়েত আলী প্রণীত সামাজিক উপন্যাস
মূল্য ১৷৹ সিকা।

ওমার পাশা

তুর্কী বীর ওমারের জীবনী অবলম্বনে লিখিত ৭১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ বৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস। দাম ৩৲ টাকা।

ক্রাউন লাইব্রেরী—৪৩ আহিরী টোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

স্থান পরিবর্ত্তন

"আল্-মুস্‌লিম" কার্য্যালয়
পূর্ব্ব ঠিকানা—
৬৭।১, বেনেপুকুর রোড হইতে উঠিয়া
বর্ত্তমান ঠিকানা
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট কলিকাতায়
স্থানান্তরিত হইয়াছে।
কর্ম্মকর্ত্তা—আল্-মুস্‌লিম।

বার্ষিক মূল্য
২৷৹ আড়াই টাকা মাত্র
প্রতি সংখ্যা
৴১৫ তিন পয়সা মাত্র

আল-মুস্‌লিম

আফিস—
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

সম্পাদক—ফজ্‌লুল্ হক্ সেল্‌বর্ষী

১ম বর্ষ | ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৬ সাল; ১৬ই আগষ্ট, ১৯২৯ ইং; ১০ই রবিয়লআউয়ল, ১৩৪৮ হিজরী | ২৮-শ সংখ্যা

সুবেদার শুজার আত্মজীবনী হইতে সংগৃহীত

শাহী ইয়াকুত
রেজিষ্টার্ড

আবিষ্কারের ইতিহাস

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের সময় ইরাণের স্থাপিত শিল্পের সমভিব্যাহারে তত্রত্য প্রসিদ্ধ হাকীম আব্ আমীন হেশামী ভাগ্যান্বেষণে হিন্দুস্থানে আসিয়া স্বীয় গুণবলে আগরার দরবারে প্রবিষ্ট হন। যুবরাজ শুজা যখন বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া রাজমহলে আসিতেছিলেন তখন সম্রাট হাকিম সাহেবের চিকিৎসা জ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই যুবরাজের রাজবৈদ্যরূপে তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন। শাহ শুজা অতীব বিলাসী এবং কামুক ছিলেন। তাঁহারই আদেশে হাকিম হেশামী অন্যতম পর্ত্তুগীজ রাজচিকিৎসক ডম হোকালেস ডি, হোপারের সহযোগে এক মহাপুষ্টিকর শুক্রবর্দ্ধক কামোদ্দীপক মহৌষধির তালিকা প্রস্তুত করাইয়া দেন। সুবেদার শুজা তালিকা অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া সেবন করত উহার আশ্চর্য্য গুণে এতই প্রীত হন যে হাকিম সাহেবকে "কমরোজ্জমান" উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করেন।

১৬৪৮ খৃঃ অব্দে আওরঙ্গজিবের সঙ্গে কাজওয়ার যুদ্ধে হারিয়া শুজা যখন আরাকানের আশ্রয় লন তখন তাঁহার মাত্র চল্লিশ জন অনুচরের সঙ্গে হাকিম হেশামী এবং মিঃ হোপারও সহগমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদিন কথাচ্ছলে তদানীন্তন আরাকান-রাজ দিল্লী আগরার বেগম মহলের শত শত বেগমের পানি-পীড়ন একজন পক্ষে অসম্ভব বলিয়া জ্ঞাপন করিলে শুজা তাঁহাকে তাঁহার প্রস্তুত মহৌষধ সেবন করাইয়া তাহার সম্ভবতা উপলব্ধি করাইয়াছিলেন। এই ঘটনার পর মগরাজের প্রাসাদ নাকি বহু সুন্দরীর হাস্য-কোলাহলে মুখরিত হইয়াছিল। আরাকানের ষড়যন্ত্রের জন্য যখন শুজা ও তাঁহার অনুচরবর্গের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল, তখন তিনি আর হাকিম হেশামী কোনও মতে তথা হইতে পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এলাহাবাদে আসিয়া হাকিম হেশামী সম্রাট পুলিসের হস্তে শুজাভ্রমে গ্রেফতার হইয়া আগ্রাতে নিহত হন। হতভাগ্য শুজা ছদ্মবেশে ফতেপুর সিক্রীর সেলিম শাহের নির্জ্জন দরগায় আসিয়া আশ্রয় লন, এবং সেইখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সযত্নে রক্ষিত একখানা হস্তলিখিত পুস্তক দরগাহ খাদেমের হস্তগত হয়! উহাতে তাঁহার জীবনের বহু ঘটনাবলীর সঙ্গে উপরোক্ত কয়েকটি ঘটনা বিশদরূপে বিবৃত রহিয়াছে দেখা যায়। কিন্তু কাপুরুষ খাদেম বাদশাহ আলমগীরের ভয়ে মন্দভাগ্য শুজার শেষ জীবনের বা তাঁহার আত্মজীবনীর কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন যে সেকালের মুসলমান বাদশাহ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কুটিরবাসী পর্য্যন্তও স্বীয় জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী নিজেই লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেন, সুতরাং শুজার আত্মজীবনী সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া দেশ কাল পাত্রভেদে কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না।

মদীয় প্রমাতামহ রেজা খাঁ তখন আগরায় চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন। তিনি সেলিম শাহের বড় ভক্ত ছিলেন, সর্ব্বদা তাঁহার দরগায় যাওয়া আসা করিতেন; এইরূপে তদানিন্তন খাদেমের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মে। একদিন কথায় কথায় তিনি রেজা সাহেবকে শুজার আত্মজীবনীখানি দেখান। তিনি তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শুজার রাজমহলের ঘটনাবলীর সংশ্লিষ্ট সেই মহৌষধির তালিকাখানা প্রাপ্ত হন, হাকিম হেশামী এবং মিষ্টার হোপারের অকালমৃত্যুতে, কাপুরুষ খাদেমের বিবেক বুদ্ধির স্বল্পতায় এবং সর্ব্বোপরি শুজার নির্জ্জনে দেহত্যাগে যাহা কীটদষ্ট হইয়াই নষ্ট হইত, তিনি আগরার বুকে বসিয়া সেই মহৌষধির প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ইহাই আমাদের বিংশ শতাব্দীর শাহী ইয়াকুত !!! তদানীন্তন আমীর ওমরাহ এবং বড় বড় বিলাসীগণ এই শাহী ইয়াকুতের গুণে বিশেষ রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন; গোঃ বেগম মহলেও ইহার আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছিল। স্বয়ং যুবরাজ পরবর্ত্তী বাহাদুর শাহ ঔষধের গুণে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে রেজা সাহেবকে হাজার আশরফী দিয়া পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী রাষ্ট্র-বিপ্লবের দরুণ তাঁহাকে আগরা হইতে পলায়ন করিতে হয়, সেই হইতে এই শাহী ইয়াকুতের প্রচার এক রকম বন্ধ ছিল। মধ্যে আমার মাতুল কলিকাতা হইতে ইহার প্রচারে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থ ও উপকরণের অভাবে সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই। এখন অধীন বহু অর্থ ব্যয়ে ও বহু আয়াস স্বীকারে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ একজন ডাক্তারের সাহায্যে ইহার পুনঃপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছি। আশা করি ইহা আমার দেশে হতাশ রোগীকে আশার বাতি জ্বালাইয়া দিয়া আমার জীবন-সাধনা সার্থক করিবে।

তাং ১৫.৬।১৮ ইং। | বিনয়াবনত—
এক, চৌধুরী।

শাহী ইয়াকুত-প্রশংসাপত্রের মূলকপি

অযাচিত বহু প্রশংসা পত্র আছে তন্মধ্যে একখানির মূলকপি দেওয়া হইল।

16-2-28.
Hamidpur. Vill—
Dariapur. P.O.
Rajshahi Dist.

[illegible]

yours faithfully
K. Ashi Kanta Mondal.

ভারত গভর্ণমেণ্ট হইতে
রেজিষ্টারী কৃত
শাহী ইয়াকুত
ইহা—
পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন
সর্ব্বরোগহর অনিদেশিত অব্যর্থ
ফলপ্রদ মহৌষধ

তদুপরি—

ইহা বিবাহিতের কামনার ধন,
বৃদ্ধের কাম্যবস্তু
অবিবাহিতের মরণ-বান।

বিশেষতঃ—

ইহা সুস্থ শরীরের আনন্দের সমুদ্র, ভগ্ন স্বাস্থ্যের জীবন, পুরাতন মেহ, প্রমেহ, জটীল ধ্বজভঙ্গ রোগের মূর্ত্তিমান বজ্র, অম্ল, অর্শ ও হাঁপানী রোগের সুদর্শন চক্র।

বার্দ্ধক্য হইতে যৌবনে, মৃত্যুমুখ হইতে নবজীবনে, রোগ হইতে পূর্ণ স্বাস্থ্যে, বিষাদ হইতে চির আনন্দে আনয়ন করিতে

—ইহা জগতে অতুলনীয়—

মূল্যাদি :—পরীক্ষার জন্য দশদিনের নমুনা কৌটা ৫৲ টাকা বড় কৌটা ১০৲ টাকা

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অর্ডার দিবার কালীন 'আল্-মুস্‌লিমে'র নাম উল্লেখ করিলে ডাক মাশুল লাগে না।

ধূমকেতু আপনার পুচ্ছে রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি খোদার গজব লইয়া যুগে যুগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া যায়, আর শান্তিকেতু বেহেস্তের সওগাত 'শাহী ইয়াকুত'কে পুচ্ছে বাঁধিয়া পলকে পলকে তৃপ্তির অঞ্জলি বিলাইয়া দেয়।

Tele—Address
'Rangmahal, CHAKARIA'

ঠিকানা :—এফ, চৌধুরী শাহী মেডিকেল হল, চকরিয়া, চট্টগ্রাম।

LOW CONTRAST
DUE TO COLOUR INK

হাফেজ, মৌলবী ও মওলানা দ্বারা প্রুফ সংশোধিত, এবং সমগ্র বঙ্গদেশে উচ্চ প্রশংসিত

কলিকাতার ছাপা ছহিহ আরবী

কোর-আন শরিফ।

মফঃস্বল হইতে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, কলিকাতার ছাপা কোর-আন শরিফে বহু ভুল থাকে; এই দুর্নাম অপনোদন মানসে আমরা বহু টাকা ব্যয় করিয়া উপযুক্ত আলেম, হাফেজ সাহেবানের দ্বারা বিশেষ তত্ত্বাবধানের সহিত প্রুফ সংশোধন করাইয়া ১১ ছত্তরি ও ১৪ ছত্তরি কোর-আন শরিফ অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর দ্বারা নিজ প্রেসে ছাপাইয়াছি। আমাদের ছাপা কোর-আন শরিফ ছহিহ ও ভাল ছাপা বলিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত। গ্রাহক মহোদয়গণকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আমাদের নিজ ছাপাখানায় মুদ্রিত সর্ব্বপ্রকার কলিকাতার ছাপা কোর-আন শরিফ, আমপারা, কায়দা, ওজিফা, খোৎবা, দেওয়ায়েল, দোওয়া গঞ্জল-আরশ, পাঞ্জসুরা প্রভৃতি বিক্রয়ার্থে সর্ব্বদা মৌজুদ থাকে। সমগ্র ভারতের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে আমরাই উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত ও বিক্রয় করিয়া থাকি। সুতরাং মফঃস্বলের পাইকার ও গ্রাহকদিগকে আমরা যেরূপ সুলভ দরে ঐ সকল গ্রন্থ দিতে পারি, আর কেহই তাহা পারিবেন না। আশা করি, গ্রাহকগণ ঐ সকল গ্রন্থের জন্য বরাবর আমাদের নিকটেই অর্ডার প্রদান করিবেন। কোর-আন শরিফ;—রাশি কাপড়, রাশি চামড়া, জালী, মাস্তরী, ৬০ পুনি, ৭০ পুনি, ১নং সুপা, ২নং সুপা, ৩নং সুপা ইত্যাদি সকল প্রকার চাঁদীর ও সোনালী জেলদ প্রচুর পরিমাণে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে মৌজুদ থাকে, খরিদ্দার ও পাইকারগণের অর্ডার আসা মাত্রই মাল ভিঃ পিতে পাঠাইয়া থাকি।

পশ্চিমা ছাপার কোর-আন

বোম্বাই, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, কানপুর ও আমাদের নিজ প্রেসের বিবিধ প্রকার ও নানাবিধ সাইজ কোর-আন শরিফ হেমায়েল তর্জ্জমা ও মতন এবং আমপারা, কায়দা, ওজিফা, খোৎবা ইত্যাদি ও মাদ্রাসার সকল প্রকার নেছাবের আরবী, ফারছি, উর্দ্দু কেতাব এখানে বিক্রয় হয়। মফঃস্বলের দোকানদার ও পাইকারদিগকে উচ্চ হারে কমিশন দিয়া থাকি। পত্র লিখিলে ভিঃ পিতে মাল অতি সত্বর পাঠান হয়।

মৌলবী মোহাম্মদ আলী হাসান সাহেব সঙ্কলিত

[illegible]

যে অমূল্য গ্রন্থের অদর্শনে প্রচার বন্ধে মোসলেম-সমাজ উদ্‌গ্রীব-উৎকণ্ঠিত ছিলেন, সদ্য বহু পত্র লিখিয়াও নিরাশ হইতেছিলেন—সেই হজরত রসুলে-করিমের জীবনী ও ধর্ম্মনীতি বর্দ্ধিত আকারে—প্রবন্ধ-সম্ভারে পুনঃ-মুদ্রিত হইয়াছে। যাহা একদিন ভাষার লালিত্যে ও বিষয়ের সংযোজনে, সত্যতত্ত্ব সংগ্রহে ও চরিত্র বিশ্লেষণে তিন টাকা মূল্যের প্রাণহীন হজরতের জীবনীগুলিকে পরাস্ত করিয়াছিল এবং বর্ত্তমানে উচ্চতর মূল্যের জীবনী যাহার সমকক্ষ নহে—সেই সংবাদে ও সুধী-সজ্জন কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া হজরতে রসুলোল্লার অনুসরণ করুন, ইস্‌লামের লুপ্ত গৌরব ফিরিবে; কেননা ইহাই একমাত্র—কোরান, হাদীছ, ইতিহাস সম্মত গ্রন্থ সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

"হানাফী"র তেজস্বী সম্পাদক বঙ্গবিখ্যাত সাহিত্যিক মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব প্রণীত অভিনব সুরের জাতীয় কবিতার অপূর্ব্ব বিকাশ।

ইসলাম-সঙ্গীত

সভা-সমিতিতে পাঠ করিবার উপযোগী সুমধুর কবিতা-মালা।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের তেজস্বী ও জাতীয় কবি মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব বিরচিত—অভিনব কবিতা পুস্তক। এই পুস্তিকায় সভা-সমিতিতে আবৃত্তি এবং ওয়াজনছিহতের মধ্যে পাঠ করিয়া মনোমুগ্ধ করিবার উপযোগী অনেকগুলি বাংলা গজল ও জাতীয় কবিতা গ্রথিত হইয়াছে। যাঁহারা হীরার ফুল, সোনার মালা প্রভৃতি বাজে ছড়ার বই কিনিয়া বিরক্ত ও বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহারা এই নূতন ছন্দ, নূতন সুর ও নূতন ভাবের কবিতাগুলি পড়িয়া দেখুন। মূল্য অতি সুলভ—মাত্র চারি আনা।

[illegible]

ও

শরিয়তুল মোসলেমিন

ইসলামী বাঙ্গলায় মসলা-মসায়েলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেতাব। পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি মধুর ছন্দে ৮ বারে অতি খোলসা ভাবে রচনা করা হইয়াছে। ইহাতে কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, ফরজ, ছুন্নত, নফল, হালাল, হারাম, অজু, গোছল, বিবাহ, তালাক ও নেকবদ তরিকের বয়ান অতি সুন্দর ও খোলসা ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু এই কেতাবে বিবি-মিঞার মহব্বত, মা-বাপ ও পাড়া-পড়শীর হক, বার চাঁদের ফজিলত, হজরতের বয়ান এবং বেহেস্ত, দোজখ ও কেয়ামতের বয়ান অতি মধুর ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নিত্য আবশ্যকীয় সমস্ত দোয়া দরুদ, নামাজের নিয়ত ও কোরান শরীফের আয়াত সমূহ আরবী ও বাঙ্গলা অক্ষরে মানি ও মতলবসহ লেখা হইয়াছে। আকার সুবৃহৎ—প্রায় ৩১০ পৃষ্ঠা। মূল্য মাত্র—৷৵০ আনা।

মিলন

সর্ব্বজন-প্রশংসিত স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাস

অতি মনোহর ঔপন্যাসিক গল্প-গুচ্ছ। মিলন, ফখরন-নেসা, নবীন ভাবুক, দুটী বোন ও কল্পকুঞ্জ—এই পাঁচটী উপাদেয় গল্পে পুস্তকখানি গ্রথিত হইয়াছে। শক্তিশালী লেখক এই পুস্তকে ইসলামী শিল্প-চরিত্রের সহিত পাশ্চাত্য আর্টের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। ইহার এক একটী গল্প যেন মণিমুক্তা-খচিত মনোহরের ন্যায় শোভা ও সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতেছে। যাঁহারা মনোহর গল্প পড়িয়া পরিতৃপ্ত হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা মিলন পড়িতে অনুরোধ করি। সুদৃশ্য সিল্ক বাঁধাই; মূল্য ১৲ টাকা।

প্রতিদান

মনোহর সামাজিক উপন্যাস

একটী সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চশিক্ষিতা সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু যুবতীর সহিত অনৈক সদ্বংশজ, চরিত্রবান, তেজস্বী ও মহৎহৃদয় মুসলমান যুবকের অপ্রত্যাশিত সম্মিলনের মধুর চিত্র! ইহা উভয় জাতির বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত বিষের বাটী নহে—বরং স্বাভাবিক পবিত্র প্রেমের অমিয়-পেয়ালা! যদি প্রতিভাবান লেখকের অমৃত-নিস্যন্দিনী লেখনীর স্বর্গীয় সুধা পানে বিভোর হইতে চাহেন, তবে "প্রতিদান" পাঠ করুন; মূল্য ৷৷০ আনা।

আলেম সাহিত্যিক মৌলবী মোহাম্মদ মোজাফফরুদ্দিন প্রণীত

[illegible]

মনোরম সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস পাঠে কৌতূহলোদ্দীপ্ত হইবেন এবং আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইবেন। চরিত্রগুলি উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত মধুর ভাষায় চিত্রিত। সুদৃশ্য সিল্ক বাঁধাই মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ প্রণীত

রাজর্ষি এবরাহিম

সম্পূর্ণ নূতন—অনাস্বাদিত—অনাঘ্রাত-চমৎকপ্রদ তাপস জীবনী রাজর্ষি এবরাহিম আদহামের অলৌকিক জীবন-কথা পাঠে পুলকিত ও বিস্ময়াপ্লুত হউন, জীবন সার্থক হইবে। স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধা, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

বাংলার অগ্নি-কবি ইসলাম-জগতের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী কৃত

মর্ম্ম-বীণা

নবযুগের উত্থান-গীতি, বঙ্গ-মোস্‌লেমের প্রাণের ঝঙ্কার, অন্তরের বাণী, হৃদয়ের গাথা। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার দুন্দুভী-নিনাদ, জাতীয় জাগরণের অনল-প্রেরণা, স্বজাতী প্রেমের নর্ম্মদা-প্রপাত—মর্ম্মবীণা। ইহা পাঠকের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে, জাতীয় উন্মাদনায় উত্তেজিত করিয়া অসার অবসাদ-গ্রস্ত দেহে তেজ সঞ্চার করিয়া দেয়। হিন্দু ও মোসলমান পরিচালিত সকল পত্র-পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত। এই অমূল্য গ্রন্থ যাহাতে বঙ্গের গৃহে গৃহে বিরাজ করে তজ্জন্য নামমাত্র মূল্য ।৷০

মোগলকুল-গৌরব সম্রাট—মওলানা মহীউদ্দীন মোহাম্মদ আওরঙ্গজীব আলমগীরের পবিত্র চরিত্র যদি জানিতে চান তবে—

কবিবর মৌলবী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন প্রণীত।

আলমগীর

পাঠ করুন। ইতিহাসের সত্য এবং উপন্যাসের মাধুরী এই পুস্তকে একাধারে বিরাজিত। ধর্ম্মান্ধ বিধর্ম্মী লেখকগণ উক্ত মহান সম্রাটের সম্বন্ধে যে সমস্ত অলীক কলঙ্ক প্রচার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তৎসমুদয় সম্যক বিদূরিত হইবে এবং প্রসঙ্গক্রমে বহু অমূল্য তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইবে। গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয়। পুস্তকের আকার সুবৃহৎ ৩২২ পৃষ্ঠা, সুন্দর সিল্কের বাঁধা দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ১৷৵০ আনা মাত্র।

সাদির কালাম

শেখ সাদির শতাধিক বয়াত এবং সুললিত কবিতায় তৎসমুদয়ের বঙ্গানুবাদ। বক্তার বক্তৃতাশক্তি শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে, ওয়াজ-নসিহতে ইসলামী তেজ জাগাইয়া তুলিতে অতুলনীয়। মাদ্রাসা মক্তবের ছাত্রগণের মুখস্থ করিবার একান্ত উপযোগী। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র।

সুন্দরবনে ভ্রমণ কাহিনী

সুন্দরবনের কৌতূহলোদ্দীপক অদ্ভুত বিবরণ। আগা গোড়া কবিত্বের রসে রসাল মূল্য ৷৷০ বার আনা।

উদীয়মান সাহিত্যিক মৌঃ মির্জ্জা সোল্‌তান আহমাদ প্রণীত—

হজরত এবরাহিম

এস্‌লাম ধর্ম্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তক, হানাফী ধর্ম্মের আদিগুরু হজরত এব্রাহিম (আঃ) এর পুণ্য জীবন-চরিত। বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ইতিহাস, হাদিছ ও তফসির হইতে লিখিত সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

নির্ব্বাসিতা হাজেরা

হজরত এব্রাহিম (আঃ) এর স্ত্রী ইস্‌মাইল জবিউল্লার মাতা, বিবি হাজেরা কিরূপে সতীন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও পদদলিত এবং স্বামী দ্বারা মরুভূমিতে নির্ব্বাসিত হইয়া অশেষ দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন তাহা লিখিত হইয়াছে মূল্য ১।০ আনা।

গপ্পরাজ বা রসভাণ্ড

পাতায় পাতায় হাসি, ছন্দে ছন্দে রগড়, সব জায়গায় হাসির ঢেউ, হাসির তুফান, হাস্যরসের মধিচুর, একেবারে গোপাল ভাঁড়ের নামাশ্বশুর! যদি হাসিতে হাসিতে পেটে খিল না ধরে, ছেলেমেয়েরা খাওয়া দাওয়া বন্ধ না করে তবে মূল্য ফেরত। মূল্য ।৵০ আনা।

মোসলেম পঞ্চসতী

চির দুঃখিনী, চির কুমারী, চির তপস্বিনী রাবেয়া, হজরত আউবের স্ত্রী, পতিভক্তির চূড়ান্ত স্বর্গের জ্যোতি রহিমা, ফেরাউনের সহধর্ম্মিনী, ধর্ম্মের জন্য অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ—বেহেস্তের ফুলরাণী আছিয়া, হজরতের প্রথমা স্ত্রী পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দানকারিণী পতিপরায়ণা সতী খোদেজা, আর পতিগত-প্রাণা আয়েশা প্রভৃতি জগৎশ্রেষ্ঠ পঞ্চসতী জীবন কাহিনী। মূল্য ১৷০ আনা মাত্র।

ইউছুফ জোলায়খা

মূল্য—১।০

বিখ্যাত ওয়ায়েজ মওলানা মোহাম্মদ ফজলর রহমান সাহেব প্রণীত

জাদোল ওখরা

বা

পরকালের পাথেয়।

এই পুস্তকখানিতে ওজু, গোছল, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত সম্বন্ধীয় নিত্যাবশ্যকিয় যাবতীয় প্রকারের মছলা মছায়েল অতি খোলাছাহ ভাবে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

ইহা ছাড়া আরও নানাবিধ নাটক, নভেল, ইতিহাস, পুঁথি এবং আরবী ফার্সী কেতাবসমূহ পাওয়া যায়; স্থান অভাবে সকল প্রকার পুস্তকের তালিকা দিতে পারিলাম না।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—মোহাম্মদ কাজেম এণ্ড সন্স,—১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

LOW CONTRAST
DUE TO COLOUR INK

মুলকী

পণ্ডিতের বিরুদ্ধে মামলা
স্বরাজের স্বরূপ

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, 'স্বরাজ্য'পত্রের সম্পাদক ও এক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিঃ বঙ্গ আয়ার যে মানহানির মামলা দায়ের করিয়াছেন তাহা মাদ্রাজে দায়ের হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করা হয়। বিচারপতি পন্নলাল সেই আপত্তি শ্রবণ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামীর লিখিত বিবৃতি দাখিলে মামলা এক মাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

যুক্ত-প্রদেশে বেকার-সমস্যা
সরকারের কমিটি নিয়োগ

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্ত প্রদেশ সরকার যে কমিটি গঠন করেন তাঁহার রিপোর্টে অনেক কথা প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯০০ সালে ১৫৪ জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পায়, ১৯২৮ সালে ১৭৭২ জন। ১৯০০ সালে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে যথাক্রমে ৬৬০ ও ২৯৩৭ জন উত্তীর্ণ হয়, ১৯২৮ সালে যথাক্রমে ৫০১ ও ১১৪৪৮ জন। অথচ গত ৫ বৎসরে সরকারী গেজেটেড ও নন্ গেজেটেড্ কর্ম্মচারীর সংখ্যা নাম মাত্র বাড়িয়াছে।

জিন্নাহ্-গান্ধী বৈঠক
বঙ্গীয় হিন্দু সভার প্রস্তাব

গত ৮ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার একটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:— কলিকাতায় সর্ব্বদল সম্মিলনে নেহরু রিপোর্ট যে ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের প্রয়াস এই সভা অনুমোদন করিতেছেন না। সভা এই মত প্রকাশ করিতেছে যে, উক্ত রিপোর্টটিকে সমগ্র ভাবে গ্রাহ্য করিতে হইবে, নতুবা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। সর্ব্বদল-সম্মিলনে এই বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এবং নেহরু রিপোর্টের আর কোন রদ বদল হইবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়াই বাঙ্গালাদেশের হিন্দুগণ নিজেদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াও উহা মানিয়া লইয়াছে। সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে গান্ধীর সঙ্গে মিঃ জিন্নার বৈঠক হইতেছে এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সংবাদপত্রে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন; এজন্য সভা একটা সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিতেছে যে, মুসলমানদিগকে যদি আর কোন সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে হিন্দুরা নেহরু রিপোর্ট গ্রাহ্য করিতে পারিবে না।

বাংলায় সংক্রামক ব্যাধি
বিভিন্ন জেলায় মৃত্যুর হার

গত ৩রা আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে নিম্নলিখিত জিলাগুলিতে কলেরা রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আসানসোল খনি অঞ্চলে উক্ত রোগে মৃত্যু সংখ্যা ২২ হইতে ৫৩, মেদিনীপুরে ৫ হইতে ৭, হুগলীতে ২ হইতে ৫, যশোহরে ২ হইতে ৫, খুলনায় ৩ হইতে ৮, নদিয়ায় ০ হইতে ১ এবং ত্রিপুরায় ০ হইতে ২ হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটা জিলায় পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে কমিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় ২৫ হইতে ১২, বীরভূম ১৭ হইতে ৮, বাঁকুড়া ৪৬ হইতে ৪৫, হাওড়া ২০ হইতে ১৩, ২৪ পরগণায় ২৭ হইতে ২৫, কলিকাতায় ২৮ হইতে ২৪, কুচবিহারে ২১ হইতে ৬ চট্টগ্রামে ২ হইতে ১ এবং ফরিদপুরে ১০ হইতে ০ হইয়াছে। ঢাকা রাজসাহী এবং নোয়াখালীতে উক্ত রোগের মৃত্যুসংখ্যা সমান আছে। বসন্ত রোগে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ১৩, ময়মনসিংহে ৬, ত্রিপুরায় ৬, বর্দ্ধমানে ৪, কুচবিহারে ৪, চট্টগ্রামে ৪, মুর্শিদাবাদে ৩, ঢাকায় ৩, নদিয়ায় ২, বাঁকুড়ায় ১, এবং হাওড়ায় ১ জন মরিয়াছে। উক্ত সপ্তাহে কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৭ জন প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

সিল্‌হটে ছাত্র ধর্ম্মঘট
প্রিন্সিপালের আজব ইশ্‌তাহার

প্রিন্সিপাল কর্ত্তৃক কলেজ ইউনিয়নের অনুমোদন না করার দরুণ সিল্‌হটের মুরারী চাঁদ কলেজের অবস্থা অতীব সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রিন্সিপাল মিঃ ডি রবার্টস এই মর্ম্মে এক নোটিস দিয়াছেন যে, ছাত্রগণ কলেজের বাহিরে এবং ভিতরে যে কোন কার্য্য করিবে তাহাতেই প্রিন্সিপালের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। যে সকল ছাত্র ইহাতে স্বীকৃত না হইবে, তাহাদের বৃত্তির টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বৃত্তিধারী ৪০ ছাত্র প্রিন্সিপালের নিকট জানাইয়াছে যে তাহারা উক্ত নোটিস মত কার্য্য করিতে সমর্থ নহে, ফলে সুধাংশু শর্ম্মা, দ্বারকানাথ গোস্বামী এবং মনীন্দ্রচন্দ্র নাগ নামে তিনটী ছাত্রকে সস্‌পেণ্ড করা হইয়াছে। প্রিন্সিপ্যাল কর্ত্তৃক আদেশ দেওয়ার পরই ছাত্রগণ একযোগে স্ব স্ব ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসে এবং প্রিন্সিপ্যালের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া এক সভা করে। ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ধর্ম্মঘট করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। পরে সংবাদ আসিয়াছে যে ধর্ম্মঘট মিটিয়া গিয়াছে।

লাক্ষৌয়ে মুসলিম সভা
নেহরু রিপোর্ট লইয়া বিবাদ

গত ৩রা আগষ্ট রাত্রিতে লাক্ষৌয়ের মুসলমানগণের এক সভা হয়। সালেমপুরের রাজা, মঃ শওকত আলি, মওলানা শফী দাউদী, মওলানা হস্‌রত মোহানী ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় উক্ত সভায় অধিবেশন হয়। নেহরু রিপোর্টের সম্পর্কে মুসলমানগণের অভিমত প্রকাশ করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মওলবী সৈয়দ মুর্ত্তুজা, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সার ইব্রাহিম হারুণ জাফির প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার অনুষ্ঠাতাগণের অধিকাংশ নেহরু রিপোর্টের প্রতিকূলে অভিমত পোষণ করিতেছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ স্মৃতিভবনে উক্ত সভার অধিবেশন হয়। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পরেই নেহরু রিপোর্টের অনুকূল অভিমত প্রকাশক ব্যক্তিগণের সহিত প্রতিকূল দলের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। কোনও বক্তা সভায় বক্তৃতা প্রদান জন্য গাত্রোত্থান করিলেই বহু ব্যক্তি চীৎকার করেন। এক সময়ে হাতাহাতি উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সালেমপুরের বিবরণে প্রকাশ, মুসলমানগণের অধিকাংশই নেহরু রিপোর্ট সম্যক সমর্থন করেন না। কারণ উক্ত রিপোর্টে মুসলমানগণের স্বার্থ-রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। যে সকল মুসলমান উক্তরূপ স্বার্থরক্ষার অভিলাষী তাঁহারাও জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী নহেন।

ছাত্র সমাজে সাড়া
অন্যায়ের প্রতিবাদে সভা

গত ১১ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ৪নং আন্দুনীবাগান লেনস্থ "বেদুঈনের আড্ডা"য় কলিকাতা প্রবাসী যশোহরের মুসলমান ছাত্রগণের এক সভা হয়। মওলবী আহমদ আলী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্রগণের মধ্যে বিষম উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—১। যশোহরের কলিকাতা প্রবাসী মুসলমান ছাত্রগণের এই সভা যশোহর জিলা বোর্ড সম্পর্কে স্থানীয় হিন্দুগণের ব্যবহারের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে এবং ঐ সম্পর্কে তাঁহাদের যাবতীয় বিদ্বেষ-মূলক মিথ্যা উক্তি সমূহের প্রতিবাদ করিতেছে। ২। যশোহরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, ঘটক হিন্দুগণের সহিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া নিজেকে তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদের অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সভা তৎপ্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছে যে, অবিলম্বে ঐ দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা হউক। ৩। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, যদি যশোহরের হিন্দুগণের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির আশু পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হয়, তবে যশোহরের মুসলমানগণ একযোগে হিন্দু উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে বয়কট করিয়া তাঁহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবে।

হিন্দুর ইসলাম গ্রহণ
'আনন্দবাজার' হইতে উদ্ধৃত

ঝিনাইদহ মহকুমার কালীগঞ্জ থানার অধীন নগর চাপরাইল গ্রামের অবিনাশচন্দ্র সাহা, নগেন্দ্র নাথ সাহা, নারায়ণচন্দ্র দাস এবং অবিনাশচন্দ্রের স্ত্রী ও শ্যালিকা একযোগে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মানুযায়ী তাহাদের নূতন নাম-করণও হইয়াছে। ইতিমধ্যেই অবিনাশচন্দ্রের শালীর সহিত জনৈক মুসলমানের 'নিকা' সংসাধিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস ইন্‌স্পেক্টর ঘটনা তদন্তের জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু হইয়া হিন্দুর কাছে নিগৃহীত হওয়া অপেক্ষা মুসলমান হইয়া সমাজে সকলের সহিত সমান অধিকার লাভ করাই তাঁহারা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছে। হিন্দু সমাজের আবশ্যকীয় সংস্কার দ্রুত না হইলে বহু তথা-কথিত অনুন্নত হিন্দু যে হিন্দু ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম ঘটের জের
পরিণাম ভয়াবহ

গত বুধবার পর্য্যন্ত কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে যে সকল মিল সম্পূর্ণ ধর্ম্মঘটের ফলে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। ১। হুকুম চাঁদ জুটমিল, ২। প্রসাদ নগর জুট মিল, ৩। নৈহাটি জুট মিল, ৪। গৌরীপুর জুট মিল, ৫। নদীয়া জুট মিল, ৬। রিলায়েন্স জুট মিল, ৭। কাঁকিনাড়া জুট মিল, এ ও বি ক ৮। অ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিল আপার, ৯। অ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিল লোয়ার, ১০। অ্যাংলোইণ্ডিয়া জুট মিল সেন্‌ট্রাল, ১১। জগদ্দল জুট মিল, ১২। এলায়েন্স জুট মিল, ১৩। আলেকজান্দ্রা জুট মিল, ১৪। মেঘনা জুট মিল, ১৫। ক্রেগ জুট মিল, ১৬। অকল্যাণ্ড জুট মিল, ১৭। ওয়েভারলি জুট মিল, ১৮। শ্যামনগর সাউথ জুট মিল, ১৯। এম্পায়ার জুট মিল, ২০। কেলভিন জুট মিল, ২১। কিনিসন জুট মিল, ২২। ষ্ট্যাণ্ডার্ড জুট মিল, ২৩। টিটাগর জুট মিল, ১নং, ২৪। টিটাগর জুট মিল, ২নং ২৫। খড়দা জুট মিল, ২৬। আগরপাড়া জুট মিল, ২৭। কামার হাটী জুট মিল, ২৮। বরাহ নগর জুট মিল—নর্থ, সাউথ এণ্ড ইষ্ট, ২৯। গুড়া জুট মিল, ৩০। নারিকেল ডাঙ্গা জুট মিল, ৩১। বেলিয়াঘাটা জুট মিল, ৩২। ইউনিয়ন নর্থ জুট মিল, ৩৩ ক্লাইভ জুট মিল, ৩৪। ইউনিয়ন সাউথ জুট মিল, ৩৫। বিরলা জুট মিল, ৩৬। ভিক্টোরিয়া জুট মিল, "এ" ও "বি"; ৩৭। হেষ্টিংস জুট মিল।

গায়েবী ধনের সন্ধান
ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

সিন্ধুদেশের অন্তর্গত থরপাকর জেলার প্রাচীন শহর নগরে পারকরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর ভূতপূর্ব্ব পারকর রাণাদিগের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের নিম্নে একটি রহস্যজনক বিরাট গহ্বরের আবিষ্কার হইয়াছে। ভূগর্ভের নিম্নস্থ এই বিরাট গহ্বরে একটি প্রকাণ্ড হলঘর আবিষ্কার হইয়াছে। উহার ছাদটি প্রকাণ্ড পাষাণের থামের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে এবং হলঘরের সংলগ্ন অন্য ৩টি প্রকোষ্ঠও আছে। ঐগুলি ধূলায় একেবারে ভর্ত্তি হইয়াছে। বংশ-পরম্পরায় এই জেলার লোকেরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যে, উক্ত ধ্বংস-প্রাপ্ত প্রাসাদের নিম্নে একটা গহ্বর আছে এবং সেই গহ্বর রাণাদিগের ধনরত্নে পরিপূর্ণ ও ভীষণাকার সর্পসমূহ সেই গুপ্তধন রক্ষা করিতেছে। উক্ত রাণাগণ সিন্ধুর আমারকোট অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন এবং রাজ্য হারাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা ধনরত্ন গুপ্ত গহ্বরে প্রোথিত করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এক্ষণে প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। প্রবল বৃষ্টির দরুণ রণেশ্বর হ্রদের একটি নদী তীর ছাপাইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত বিরাট আবর্জ্জনা স্তূপকে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং গহ্বরের মুখ বাহির হইয়া পড়ে। অতঃপর তদন্তে জানা যায় যে, গহ্বরের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড হল এবং সেই হলের মধ্যে ৩টি প্রকোষ্ঠ আছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে গুহার দ্বারে তালাচাবি এবং প্রহরী বসান হইয়াছে। গত ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার রাণাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং তাঁহাদের প্রাসাদ অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করেন।

নিখিল ভারত মুস্‌লিম কন্‌ফারেন্স
বিলাতে স্বমত প্রচারের প্রচেষ্টা

নিখিল ভারত মুস্‌লিম কনফারেন্সের সেক্রেটারী মওলানা শফি দাউদী এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফত নিম্নলিখিত সংবাদ পেশ করিয়াছেন। নিখিল ভারত মুস্‌লিম কন্‌ফারেন্সের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ৭ই তারিখে সিমলাতে সম্মিলিত হইবে এবং কনফারেন্সের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন ২ দিন পূর্ব্বে হইবে। উহাতে কি করিয়া নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য চালান যায়, তাহার ব্যবস্থা এবং ভারতের মুসলমান সমাজের মত বিলাতে ভাল করিয়া প্রচার করতঃ তথাকার ভ্রান্তপথে পরিচালিত জনমতকে নষ্ট করার জন্য তথায় একটী ডেপুটেশন প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হইবে।

'আনন্দবাজারের' স্বজাতীয়ের কাণ্ড
সেবাইতের অর্থ সেবা

গত ১৬ই এপ্রিল বাসন্তী সপ্তমী পূজার দিন বালীর চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাট মন্দিরে গিয়াছিলেন। মন্দিরের সেবাইত অমূল্যকুমার চ্যাটার্জ্জী নানা ফন্দীতে তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু চারু বাবু কিছুতেই রাজী না হওয়ায় উক্ত সেবাইত তাঁহাকে মারপিট করে এবং তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনীকে পর্য্যন্ত ঠেলা মারিয়া দেয়। আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, কে, সেন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং আরও ৫০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানা না দিলে আসামীকে আরও ৭ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

"ধুবিকা বেটা বয়েল লড়ায়েঁ কেঁও"

কান্দীর খড়গ্রাম থানার অধীন এড়োখালি গ্রামের কালাচাঁদ রজক নামক এক ব্যক্তিকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবু আলী মোগাম্মদ চৌধুরী উক্ত গ্রামের একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমের হানী করার অপরাধে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ যে, আসামী স্ত্রীলোকটীকে টানিয়া একটি ঘরে লইয়া যায়, এবং এখানে তাহার সম্ভ্রমের হানী করে।

নর-দেবতার নারী লীলা

ফালতা থানার অধীন ঢোলটুকরী নিবাসী মহেন্দ্র বারুই ক্ষীরদাবালা দাসী নাম্নী এক ১২ বৎসর বয়স্কা নাবালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বিভারের এজলাসে মোকদ্দমা বিচারাধীন আছে। আসামীর পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন মিঃ বি, নাগ। বাদী পক্ষে আছেন, বাবু পঙ্কজ গাঙ্গুলী।

ইব্রাহিম রহিমতুল্লার স্কীম
অন্যের অধিকার লাভের বাড়াবাড়ি

ভারতের স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা একটী স্কীম প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, এক রাজশক্তির অধীনে সমগ্র ভারত শাসন করিবার অনুকূলে স্কীমগুলি সফল হয় নাই। নিখিল ভারত সরকার গঠিত হওয়া উচিত। উক্ত সরকারের অধীন কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য গঠিত হওয়া আবশ্যক এবং সেই সকল রাজ্যে সমষ্টি দ্বারা ভারত রাজ্য গঠিত হওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন উহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্যা নহে, রাজনৈতিক সমস্যা। ইংরাজ ভারতবাসিগণকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করায় উক্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

সিন্ধুদেশে বন্যায় ক্ষতি
বিভিন্নস্থানে কলেরার প্রকোপ

সিন্ধুদেশে বন্যাজনিত ক্ষতির আংশিক আভাষ সরকারী হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে ক্ষতির পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক। থরপাকড় ও হায়দ্রাবাদ জিলা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। থরপাকড় জিলার সংবাদ দুষ্প্রাপ্য হইলেও হায়দ্রাবাদ হইতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যাইতেছে। শুধু হায়দ্রাবাদ শহরেই ২ হাজার গৃহ ধরাশায়ী হইয়াছে। অন্য স্থানেও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। হলায় ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, গুনী তালুকে সঞ্চিত শস্য ব্যতীত ৭ লক্ষ টাকা, তণ্ডোবাগোর ফসল ও শস্যের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ও গৃহের ১লক্ষ টাকা, এরেমিনবাতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, বাদিনে ২ লক্ষ টাকার শস্য ও সঞ্চিত শস্য এবং গৃহের ৬৫ হাজার টাকা, নবাবশা জিলায় ৫ লক্ষ টাকা ও করাচীতে ২ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। সিন্ধুদেশে অনেক জিলা, বিশেষতঃ লার্কানা হইতে বহু কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আশ্রয় লইতে আসিতেছে। করাচীতে কলেরার প্রতিবন্ধক স্বরূপ স্বাস্থ্য-কর্ত্তৃপক্ষ সকলকে টিকা লইতে বলায় মিউনিসিপ্যালিটী শহরবাসীদের বিনা পয়সায় টীকা দিতেছেন।

ব্যক্তিত্ব ও পুরুষত্বের কাছে সমগ্র বিশ্বের মাথা নোয়াইয়া আসে। কার্লাইল সত্যই শ্রদ্ধাবনত মস্তকে বলিয়াছেন—No emperor with his tiaras was obeyed as this man in a cloak of his own clouting, সীমাবদ্ধ ক্ষমতা লইয়া তাঁহার জীবনের এই আদর্শের সম্যক ধারণা করা ও বিশ্বের উপর সেই আদর্শের প্রভাব নিরূপণ করিবার চেষ্টা করা দুঃসাহস ব্যতীত কিছুই নয়। কিন্তু আজ বাংলা তথা ভারতে তথাকথিত তরুণ ও প্রবীণের ভিতর যখন একটা বিরুদ্ধভাব ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—তখন আমার মনে হয় হজরতের এই জীবন আদর্শকে সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারিলে এবং সেই সম্বন্ধে উপযুক্ত আলোচনা হইলে হয় ত এই সমস্যা অনেক সহজ হইয়া উঠিবে। এই আলোচনার গোড়াতেই মনে হয় বাংলা দেশের মিলাদ মহফিলের কথা। বাংলার মিলাদ মহফিলে হজরতের জীবনী কি ভাবে আলোচিত হয়, মওলবী ও মোল্লা সাহেবগণ কিভাবে ওয়াজ নসিহত করেন, তাহা আজ কোন মুসলমানেরই অবিদিত নাই। আমি মওলবী মোল্লা তথা সমাজের খাঁটি আলেমদিগের উপর কটাক্ষ করিতেছি না—কিন্তু আজ হজরতের জীবনী যে ভাবে আলোচিত হয়, তাহাতে এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে কি মুসলমান তাঁহাদের সেই চিন্তা-ধারাকে অনুসরণ করিয়া একটুও অগ্রসর হইতে পারে? হজরতের যে বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাপুরুষ—উস্‌অতুন হাসানা—যে বৈশিষ্ট্যের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, সে সম্বন্ধে কি আধুনিক প্রণালীতে কোন আলোচনা এই সব মিলাদ মহফিলে হইয়া থাকে? সেই চিন্তা বা গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া যে আলোচনা হয়, তাহাতে বরং হজরতের প্রকৃত মহিমা-গৌরব ও বিরাটত্ব ঢাকা পড়িয়া অন্য আলোকে প্রকাশ পায়। আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে একটা ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। বাংলার কোন পল্লীতে মিলাদ মহফিলে এক মুন্‌শী সাহেব এই গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া নওশের-ওয়াঁর প্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়া—সাদা মোরগ আসিয়া হজরত আমেনার প্রসবকালে তাঁহার বক্ষে ডানা ঘসা—হিংসায় বহু সহস্র আরব রমণীর প্রয়াণ করা ইত্যাদি বয়ান করিতেছিলেন। সেই সময় কোন বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোক এই সমস্ত পুরাতন কথার আবৃত্তি না করিয়া অন্য কিছু বর্ণনা করিতে বলায় ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছিল যে, সেই বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোককে তওবা পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল। হজরতের সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনায় ও এইরূপ মানসিকতায় কি সার্থকতা তাহা আমি বুঝিতে পারি না। দুনিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যে ইস্‌লামের বিস্তৃতি হইয়াছিল, যে ধর্ম্ম প্রচারের ভিতর দিয়া বিরাট বিপুল রাজশক্তির সৃষ্টি হইয়া বিশ্ব-সভ্যতার এক নবযুগের সূচনা হইয়াছিল, সেকি হজরতের জীবনী আলোচনার এই পদ্ধতিতে? লক্ষ লক্ষ অমুসলমান যে ইস্‌লামের ভিতর মুক্তির পন্থা দেখিতে পাইয়াছিল সে কি এইরূপ কাহিনী শুনিয়া না বাস্তব ইস্‌লামকে প্রত্যক্ষ করিয়া? হজরতের জীবন-আদর্শ ও তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া যে বাস্তব অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হইয়া পরবর্ত্তী কালে ইস্‌লামের অসংখ্য খাঁটী সেবকের জীবন বিকাশ পায়—তাহাতেই আকৃষ্ট হইয়া কি অমুসলমানগণ ইস্‌লাম গ্রহণ করে নাই? কোরাণ, হাদীস্ ও হজরতের জীবনের কার্য্যাবলী, মুসলমানের দৈনন্দিন জীবন যাপন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার রাজনীতি, শিক্ষা, দীক্ষা, কাল্‌চার ইত্যাদিতে যে সামঞ্জস্য পূর্ণ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহাতেই কি অনেক অসাধ্য সাধিত হইয়াছিল না? আজ বাংলা তথা ভারতের মুসলমানের জীবনে সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি হইয়া তাহাকে দিশেহারা করিয়া তুলিয়াছে। মুসলমানের ধর্ম্ম যখন বৈরাগ্য নয়—দুনিয়ার সব চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া সে যখন 'বাণপ্রস্থ' অবলম্বন করিতে পারে না—তখন তাহাকে সব সমস্যার সমাধান করিয়া দুনিয়ার বুকে সগৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আর এই সমস্যার—পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সমাধান করিতে হইলে হজরতের জীবন আদর্শকেই আঁকড়িয়া ধরিতে হইবে। তাঁহার জীবনকে মনুষ্যত্বের দিক দিয়া অনুসরণ করিতে হইবে। সাধারণ মওলবী মোল্লাদের প্রচারিত হজরত সম্বন্ধে এই অলৌকিকত্বের সত্যাসত্য সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেছি না—কিন্তু এই পথ অনুসরণ করিলে তাঁহার জীবনকে অনুসরণ করা হইবে না, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তাই আজ ফাতেহায়ে দোয়াগ্‌দহমে হজরতের আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিনে তাঁহার পূত জীবনের পুণ্য কথা স্মরণ করিয়া আজ বাংলার মুসলমানকে সেই পুণ্য আদর্শ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের জীবনের গতিপথ ঠিক করিয়া লইতে অনুরোধ করিতেছি।

সাধক-নবী

(মওঃ মোহাম্মদ রজব আলী বি-এ)

হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (দঃ) জগতের মহাপুরুষগণের শিরোভূষণ-স্বরূপ। তাঁহার ন্যায় নিখুঁৎ ও উন্নত চরিত্র এবং বিবিধ সদ্‌গুণ মণ্ডিত মহাপুরুষ জগতে এযাবৎ জন্মগ্রহণ করেন নাই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে যত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে, তন্মধ্যে কেহই হজরতের ন্যায় একাধারে সর্ব্বগুণ-সমন্বিত ছিলেন না! তিনি যে সকল গুণের জন্য জগতের মহাপুরুষগণের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন তন্মধ্যে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বই প্রধান। সাধারণের বিস্ময়জনক অনৈসর্গিক কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক জগজ্জনের ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করা মহামানবের নিদর্শন হইতে পারে—কিন্তু তাহাতে তাঁহার ব্যক্তিত্বের নিদর্শন প্রকট হয় না। হজরত জীবনে অবশ্য অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু সেই কারণে তাঁহাকে মান্য করিবার জন্য কাহাকেও উপদেশ প্রদান করেন নাই। তিনি বরং তাঁহাকে একজন সাধারণ মানুষ বলিয়া মনে করিতে সকলকে বলিয়া গিয়াছেন। তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি তাঁহার অনুসরণকারিগণের যেরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিয়াছেন, পৃথিবীর আর কোন মহাপুরুষের ভাগ্যে কখনও তেমন ঘটে নাই।

প্রত্যেক মহাপুরুষের অনুসরণকারিগণই স্ব-স্ব মাননীয় মহাপুরুষের মৃত্যুর পর তাঁহাতে এমন সকল সদ্‌গুণের আরোপ করেন, যাহা হয়ত জীবদ্দশায় তাঁহার মধ্যে আদৌ ছিল না। ফলে কোন কোন মহাপুরুষ আজকাল স্বয়ং ভগবানরূপে বা তাঁহার অবতাররূপে বহুলোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু হজরতের বেলায় এরূপ ঘটিতে পারে নাই। তাঁহাকে একজন আদর্শ মানব ব্যতীত আর কোনরূপে ভক্তি, শ্রদ্ধা করা হয় না। তাঁহার সুন্দর আদর্শ ও বিরাট ব্যক্তিত্ব তাঁহার জীবদ্দশায় যেমন কার্য্যকরী ছিল, অদ্যাপি ঠিক সেইরূপই আছে, এবং তন্নিবন্ধন তিনি জগতের মহাপুরুষগণের মধ্যে অগণিত নক্ষত্র বেষ্টিত পূর্ণশশীর ন্যায় চিরদিন বিরাজমান থাকিবেন।

হজরতের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ তাঁর সাধনায়, তাঁর ব্যক্তিত্বের সমুজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর সিদ্ধিতে। আমরা যতই তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর সাধনার কথা পর্য্যালোচনা করি, ততই তাঁহার অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে প্রতিভাত হইতে থাকে। তিনি তাঁহার সরল সহজ, বিবেকানুমোদিত, সাধারণ-মানব-জ্ঞান-সঙ্গত শিক্ষা ও উপদেশের গুণে যে শাশ্বত অভিনব জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি পাপ-তাপ-দগ্ধ সংসার মরুভূমিতে যে শান্তির বিরাট রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই কেয়ামত পর্য্যন্ত তাঁহার ব্যক্তিত্বের কথা ওজস্বিনী ভাষায় জগদ্বাসিগণের সমক্ষে ব্যক্ত করিবে। তিনি জীবদ্দশায় তাঁহার ব্যক্তিত্বগুণে যেমন পরম শত্রুকেও পরম মিত্রে পরিণত করিতে পারিতেন, তাঁহার অমর অতুল্য ব্যক্তিত্ব বর্ত্তমানযুগেও তদ্রূপ করিতে সমর্থ।

হজরতের সুন্দর ও মধুর উপদেশপূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থান তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষার বিপরীত পন্থী লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। শুধু যে তাঁহার জন্মভূমিই অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন ছিল, তাহা নহে; সমস্ত পৃথিবীতে তৎকালে কু-কর্ম্মের গুরু শয়তান নগ্ন-মূর্ত্তিতে তাণ্ডব নৃত্যে মগ্ন ছিল। হজরত বহু কালের সঞ্চিত মূর্ত্তিমতী মূর্খতা ও নৈরাশ্যের ভিতরে জ্ঞান ও আশার উজ্জ্বল আলো প্রজ্জ্বলিত করেন, দীনতা ও হীনতার মধ্যে তিনি মনুষ্যত্ব ও মহত্বের সৃষ্টি করেন, মিথ্যা, অন্যায় ও অনাচারের স্থলে তিনি সত্য, ন্যায় ও সদাচারের প্রতিষ্ঠা করেন। সৌরকর সমাগমে যেমন নৈশান্ধকার অন্তর্হিত হয়, হজরতের মহাশিক্ষার ফলে পৃথিবী হইতে মিথ্যা, অন্যায় ও অনাচার সেইরূপভাবে বিলয়-প্রাপ্ত হইতে থাকে। মহামতি কার্লাইলের ভাষায় বলিতে হয়, হজরতের শিক্ষাগুণে আরব জাতি—শুধু আরবজাতি কেন,—সমগ্র মানব জাতি অন্ধকার হইতে যেন আলোতে জন্মগ্রহণ করিল।

ইতোপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, হজরতের প্রতি তাঁহার সহচরগণের অপরিমেয় ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রধান নিদর্শন। গত কল্য যিনি হজরতের শিরশ্ছেদনে উদ্যত ছিলেন, আজ তিনি হজরতের ব্যক্তিত্বের নিকট কেমন ভাবে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন, দেখুন। নও-মুস্‌লিমের অবিশ্বাসী আত্মীয়গণ ইস্‌লাম গ্রহণের অপরাধে (?) তাঁহাকে বর্ব্বরোচিত অমানুষিক শাস্তি প্রদান কালে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন, তুমি কি এখন ইচ্ছা কর না যে, তোমার পরিবর্ত্তে তোমার ধর্ম্মগুরু এইরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হউক?" তখন নব-দীক্ষিত ক্ষত-বিক্ষত দেহে দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন "নিশ্চয়ই নয়। হজরতের পবিত্র দেহে একটী কণ্টক-স্পর্শের পরিবর্ত্তে আমি আমার স্ত্রী-পুত্র কন্যাসহ নিহত হওয়া অধিকতর পসন্দ করি।" হজরতের প্রতি যে তাঁহার অনুচরগণের কতখানি অনুরাগ ও আকর্ষণ ছিল, এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহা স্পষ্টরূপেই প্রমাণিত হইতেছে।

হজরতের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে মহাপুরুষ মুসা (আঃ) অলৌকিক শক্তি প্রভাবে অত্যাচারী ফেরাউনের হস্ত হইতে স্বজাতীয়গণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। তথাপি তাঁহার স্বজাতীয়গণ তাঁহার তেমন অনুগত ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাপুরুষ ঈসা (আঃ) মহামানবীয় শক্তির পরিচায়ক বহু কার্য্য সম্পাদন সত্বেও তাঁহার অনুসরণকারিগণ তাঁহার প্রতি তেমন আন্তরিক অনুরাগ ও বাধ্যতা প্রদর্শন করেন নাই। তাই তিনি সময় সময় তাহাদের বিশ্বাসাল্পতা ও অবাধ্যতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মদ (দঃ) অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিয়া লোকের ভক্তি অর্জ্জনের চেষ্টা কখনই করেন নাই। তিনি যে যুগে ও যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে যুগে সেই জাতিকে আশ্চর্য্যজনক কার্য্য দ্বারা বশীভূত করা খুবই সহজ-সাধ্য ছিল। কিন্তু হজরত এরূপ নীতি অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার "ইলমে লাদুনী"-জনিত বিস্ময়কর শক্তির সুবিধা তিনি কখনই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পুত্রের পরলোক গমনের পর সূর্য্য গ্রহণ আরম্ভ হইল। কতিপয় অবিশ্বাসীর মনে স্বতঃই এই কথার উদয় হইল যে, হজরতের পুত্রশোকেই আজ সূর্য্য শোকাকুল হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা এমন গুণবান নবীর বিরুদ্ধাচরণ করার নিমিত্ত অনুতাপ করিতে করিতে নবী-সন্নিধানে গমন করিল এবং তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। হজরত কিন্তু এই সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। তিনি তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের এমন সম্বন্ধ নাই যে, আমাদের শোকে বা আনন্দে অচেতন বস্তু সমূহের দুঃখ বা আনন্দ হইবে। এই ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার সরল শিক্ষা জন-সমাজে প্রচার করার সুবিধার জন্য তিনি সরলতা ব্যতীত অন্য কোন 'পলিসি' বা নীতি অবলম্বন করিতেন না। হজরত জীবনেও কোন দিন কোন লোক বশ করার নিমিত্ত কোন কৌশল অবলম্বন করেন নাই। সরলতাই ছিল হজরতের একমাত্র diplomacy.

হজরতের ব্যক্তিত্বের আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিতেন, তাহার বিরুদ্ধে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিতেন—হউক তাহা সর্ব্বজন-সমাদৃত, হউক তাহা চির-প্রচলিত। মূর্ত্তি-পূজা, মদ্যপান, শিশুহত্যা, বহু-বিবাহ, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে হজরত একাকী এমন সাহস ও দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন যে, তাঁহার জীবদ্দশাতেই ঐ সকল অস্থি-মজ্জা-গত জাতীয় দোষগুলি জাতির ভিতর হইতে প্রায়ই নির্ম্মূল হইয়া যায়। তিনি যাহা সত্য ও হিতকর বলিয়া বুঝিতেন, তাহা নির্ভয়ে সর্ব্বজন সমক্ষে প্রচার করিতেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও মূলোচ্ছেদকল্পে এবং কুসংস্কার ধ্বংস পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গীন শান্তিস্থাপন ও মঙ্গলবিধানের নিমিত্ত তিনি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য তিনি কাহারও ভয় ও লোভ প্রদর্শনে কস্মিনকালেও কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই—বরং মহাবীরের ন্যায় তিনি একাকী প্রতিনিয়ত যাবতীয় অন্যায় মিথ্যা ও অন্ধ-বিশ্বাসের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছেন। তিনি অন্যায় ও কুসংস্কারের সহিত সার্থক সংগ্রামে লিপ্ত হন। চরিত্রের বল ও দৃঢ়তা থাকিলে, সত্যকে আশ্রয় করিলে, আল্পস্ পর্ব্বত শ্রেণীর ন্যায় বাধা-বিপত্তিও সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না। অবশেষে তাঁহার পক্ষ জয়যুক্ত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কু-সংস্কারাপন্ন, অন্ধ-বিশ্বাসী চির-বৈরিগণ তাঁহার সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করিতে লাগিল, তাহারা তাঁহাকে প্রভূত অর্থ-প্রদানে বশীভূত করিতে প্রয়াসী হইল,—এমন কি তাঁহাকে তাহাদের অধিনায়করূপে বরণ করিয়া লইতেও প্রস্তুত হইল; কিন্তু যে কুসংস্কার নির্ম্মূল করিতে তিনি বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, তাহার কণিকামাত্র অবশিষ্ট থাকিতেও তিনি সংগ্রামে নিরস্ত হইবেন না। কাহারও মনোরঞ্জন করিতে গিয়া সত্য-গোপন করা বা কাহারও অসন্তোষের ভয়ে সত্য কথা প্রকাশে বিরত ও বিমুখ থাকা হজরতের কোষ্ঠীতে ছিল না। প্রলোভন? তা' তাঁহার ন্যায় সরল, নিঃস্বার্থ, নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক অদ্বিতীয় মহাপুরুষের পক্ষে পার্থিব লাভের লোভে জীবনের মহাব্রত হইতে, মানব জাতির কল্যাণ সাধনের মহদুদ্দেশ্য হইতে স্খলিত হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। তাঁহার লক্ষ্য ছিল দেশে কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা অন্ধ-বিশ্বাসের স্থলে খোদা-ভক্তি আনয়ন করা, দেশ-বাসিগণকে অনাচারবর্জ্জিত ও বিশ্বপ্রেমিক রূপে গড়িয়া তোলা। প্রথমে তাঁহার সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বিপত্তি ও অন্তরায় উপস্থিত হইল। তিনি স্বীয় লক্ষ্য স্থির করিয়া দৃঢ়ভাবে সাধনায় নিরত রহিলেন। পরিশেষে তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে কোন বাধাই টিকিতে পারিল না।

হজরতের ব্যক্তিত্বের আর একটী নিদর্শন, তাঁহার প্রকৃতির সমতা। জয়-পরাজয়ে—সম্পদে-বিপদে—সুখে-দুঃখে—সর্ব্বাবস্থায় তিনি অচল ও অটল পর্ব্বতের ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয়। কোন সময়ে কোন ঘটনায় তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। সকল সময়ে তিনি একই ভাবে দেশের ও দশের চিন্তায়—সমগ্র মানবজাতির উদ্ধারের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁর দেশকে তিনি মহত্ব ও গৌরবের পথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সমগ্র মানব জাতিকে মনুষ্যত্বের পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত মহত্ব ও উন্নতি কি, তাহা তিনি স্পষ্ট ও সরল ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। মানুষের মধ্যে যে কত শক্তিশালী গুণ নিহিত আছে এবং কি উপায়ে যে, সেই গুণ-নিচয়ের উৎকর্ষ ও বিকাশ সাধন করা যায়, তাহা তিনি হাতে-কলমে শিখাইয়া গিয়াছেন। সাদাসিধা ভাবে স্বাবলম্বী জীবনযাপন করা (Plain living and high thinking) ও উচ্চ চিন্তায় নিমগ্ন থাকা তাঁহার মহা-জীবনের মূলনীতি ছিল।

তাঁহার চিত্তাকর্ষক গুণ-গ্রামের আলোচনা করিলে, স্বতঃই আমাদের মনে হয়, তাঁহার জীবনের আদর্শ অনুকরণ করিলে, আমরাও তাঁহার ন্যায় অন্তর্নিহিত গুণরাশির বিকাশ সাধন করিতে পারি, তাঁহার ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্ব লাভ করিতে পারি। উত্তরকালে জগতের বহু মহাপুরুষ জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে হজরতের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া সংসার ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রোথিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পরিশেষে মওলানা মুহাম্মদ আলী (এম-এ-এল, এল-বি) সাহেবের ভাষায় বলিতে হয়, আজ আমরা—বর্ত্তমান মুস্‌লিম-সমাজ যতই দীনহীন ও অধঃপতিত হই না কেন, মহানবীর মহাশিক্ষা সমূহ অবলম্বন করিলে, অবিলম্বে আমাদের জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইবে, অচিরে বর্ত্তমান নৈরাশ্য-নিশার অবসান হইবে, আমাদের জাতীয় জীবনের জ্যোতির্ম্ময় প্রভাত পুনরায় জগতে আবির্ভূত হইবে।

তিরোভাবে

[মওঃ মোহাঃ রিয়াজ উদ্দীন চৌধুরী]

(সনেট)

উদার প্রশান্ত-আঁখি মেলি' এই দিন
জন্মে ছিলে, হে রসুল! মরুভূ আরবে;
পথ ভ্রষ্টে উদ্ধারিতে পরমের স্তবে
সত্যের মূর্চ্ছনে বাঁধি, ঐক্যের সে-বীণ!
স্থাপিলে ধর্ম্মের রাজ্য শাশ্বত, নবীন
লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহি' অম্লান নীরবে—
তারপর ভক্তদের ক্রন্দন-উৎসবে
অনন্ত বিদায় নিলে পুনঃ এই দিন!
তোমার বিদায় স্মরি' বিশ্ব-চিত্তে বহে
দুর্ব্বার শোকের বাত্যা রুদ্র বৈশাখীর!
ঝুরে' মরে চন্দ্র-সূর্য্য আলোর বিরহে
বেদনার মেঘ গলে হ'য়ে পদ্মা-নীর!
মুহ্যমান-বিশ্ব আজি জপে তব নাম
কে শুনাবে ভ্রান্ত নরে নব-পয়গাম?

জাতীয় সমস্যা

(মওঃ মোঃ আহবাব চৌধুরী বি-এ,)

সুপ্রসিদ্ধ ইস্লাম প্রচারক জনাব জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব খৃষ্টানী প্রোপাগেণ্ডার বিরুদ্ধে একা লড়িতে লড়িতে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এ বিষয়ে হজরত মওলানা আবুবকর সাহেবও চেষ্টা করিয়া মুস্লিম বঙ্গের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। মুস্লিম সমাজ ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। সে দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। এ কাজ একা একজনের দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে। ইস্লাম ও মুস্লিম সমাজকে হিন্দু, আর্য্য, খৃষ্টানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইলে হজরাত সাহাবা কেরামের (রঃ) অনুকরণে এমন একদল প্রচারক গঠন করিতে হইবে যাঁহারা ইস্লামের জন্য জান কোরবান করিতে প্রস্তুত থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকার ধনশালী খৃষ্টান জাতিরা সমবেতভাবে এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করিয়া প্রত্যেক বৎসর ইস্লামের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা পানির মত খরচা করিয়া মুস্লিমের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। আজ আমাদের সেই দুনীয়া-জোড়া সাম্রাজ্য, সেই বাগদাদ, কর্দোভা ও দিল্লী না থাকিলেও দুনীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন ও শক্তি—ঈমান আমাদের আছে। আল্লাহতালার উপর তওক্কুল রাখিয়া ইসলামের আহ্বানে এই প্রোপাগেণ্ডার সঙ্গে মুকাবিলা করিতে হইবে। হজরাত সাহাবা কেরামের (রঃ) প্রাথমিক জীবনে তাঁহাদের মত দরিদ্র ও নিঃস্ব আর কেহ ছিল না। তাঁহাদের পরিবার কাপড় ছিল না, মাথা রাখিবার ঘর ছিল না, লড়িবার হাতিয়ার ছিল না। পক্ষান্তরে রোমান ও পারস্য সম্রাটের বিশাল ধনাগার ও অগণিত সৈন্য-সামন্ত ছিল। কিন্তু এই সহায়-সম্বলহীন কম্লাপুশ মুসলমানেরা একমাত্র ঈমানের জোরেই বিশাল রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া দুনীয়া-জোড়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টান জাতিরা দুনীয়া হইতে মুসলমানের অস্তিত্ব লোপ করিবার চেষ্টায় আছেন। অপর দিকে হিন্দুরা ভারতবর্ষ হইতে ইস্লামের নাম ও নিশানা মিটাইয়া দিবার জন্য ভিতরে ভিতরে কি প্রবল ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অসহযোগ-ভারতের একছত্র নেতা মিঃ গান্ধী লিখিত—The story of my experiments with truth নামক ইংরেজী আত্ম-চরিতখানা পড়িলেই বুঝা যায়। তিনি এই আত্ম-চরিতের Vol I. Chap XVI page 533 পৃষ্ঠায় বলেন—"Lord Curzon held his darbar about this time. Some Rajas and Maharajas, who had been invited to the darbar, were members of the club. In the club I always found them wearing dhoties, shirts and scarfs. On the Darbar-day they put on trousers befitting khansamas and shining boots. I was pained and enquired of one of them the reason for the change............

* * * * *

I was distressed to see the Maharajas bedecked like women—silk pyjamas and silk achkans........"

মিঃ গান্ধি হিন্দু রাজা ও, মহারাজাকে ধুতির পরিবর্ত্তে আচকান ও পায়জামা পরিধান করিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তিনি আমাদের জাতীয় পোষাক আচকান পায়জামার সহিত খানসামার পোষাকের তুলনা করিয়াছেন। মাত্র দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা এই গান্ধির পূর্ব্ব পুরুষগণের উপর শতাব্দী ব্যাপিয়া অখণ্ড প্রতাপে ও শান-শওকতের সহিত বাদশাহাত করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহাদের অযোগ্য বংশধরগণকে তিনি খানসামার জাতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন, ইহা হইতে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ভারতের অতীত বাদশাহের জাত আজ একবার আপনাদের অধঃপতনের চিত্রখানি দেখিয়া লউন। উঃ কি আসমান জমীনের প্রভেদ! কি সাঙ্ঘাতিক অধঃপতন! মুস্লিম ভারতের এই মসী-লিপ্ত চিত্র খানিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া ইহাতে তখ্তে তাউস ও দরবারে আমের একটা উজ্জল চিত্র আঁকিয়া তুলিতে আপনাদের মনে কি একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে না? সে যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে মুস্লিম বাদশাহাত না থাকিলেও ইস্লামী কালচারের প্রভাব হিন্দুরা এখনও মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। এমন কি হিন্দু-সাহিত্যে পর্য্যন্ত এই চোগা-চাপকানের প্রভাব চিরস্থায়ী ভাবে আসন লাভ করিয়াছে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্র নাথের চোখের বালির ৬৮ পৃষ্ঠায় আছে—"চাপকানের বোতাম ছিঁড়িয়া গেছে, আশা আশু তাহার কোন উপায় করিতে পারিতেছে না—বিনোদিনী দ্রুত আসিয়া হতবুদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান কাড়িয়া লইয়া চটপট সেলাই করিয়া দেয়।" তাই ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের" সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৩২৭ বাং চৈত্র মাসের ভারতবর্ষের ৪৬৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"তাঁহাদের (মুসলমান রাজাগণের) সময়ে যে সকল ফার্সী শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের অনেকগুলি চিরদিনের জন্য বঙ্গভাষার স্থায়ী অংশে পরিণত হইয়াছে। আজও আমরা তাকের উপর কিতাব রাখি, পিরাণের ছেঁড়া আস্তিন খলিফা ডাকাইয়া রফু করিতে দেই। রবি বাবুর কবিতায় বোচ্কা-বোচ্কি স্থান পাইয়াছে, বাগ-বাগিচা, বাগানের ত কথাই নাই।"

আজ ভারতীয় মুস্লিমেরা ভাগ্যহারা হইলেও এদেশীয় হিন্দুরা এখনও মুস্লিম সভ্যতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এখনও মুস্লিমের দোয়াত কলম না হইলে হিন্দু সাহিত্যিকেরা সাহিত্য আলোচনা করিতে পারিবেন না। মুস্লিমের উকীল মোখ্তার না হইলে হিন্দু মোয়াক্কেলের মোকদ্দমা চালান কঠিন হইয়া পড়িবে। মুস্লিমের দরজী না হইলে হিন্দুরা পিরহান পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে পারিবেন না। মুস্লিমের জুতা মোজা না হইলে তাঁহাদের বাবুগিরী করা চলিবে না। মুস্লিমের আতর গোলাব না হইলে হিন্দুর সৌখিন হওয়া মুশ্কিল। মুস্লিমের ঝাড়, ফানুস ও দেওয়ালগিরী না হইলে হিন্দুর বিবাহ উৎসব বন্ধ হইয়া যাইবে। মুস্লিমের গালিচা ও তাকিয়া না হইলে হিন্দুরা ফরসের উপর বসিয়া আরাম করিতে পারিবেন না। মুস্লিমের থানা, জমাদার ও দারোগা না হইলে দেশে শান্তি স্থাপন করা যায় না। মুস্লিমের হাকিম মুন্সিফ ও আদালত না থাকিলে হিন্দুরা দেশ শাসন করিতে পারিবেন না। মুস্লিমের নায়েব মোহরের পিয়াদা না হইলে হিন্দু জমিদারের রায়তের নিকট হইতে খাজনা উসুল করিয়া বাড়ীতে দালান ইমারত তৈয়ার করিতে পারিবেন না। মুস্লিমের চোগা চাপকান না হইলে হিন্দুদের আর লাট-দরবারে যাওয়া চলিবে না।

আজকাল হিন্দু রাজনৈতিক মহলে জাতীয়তা, বৃহত্তর ভারত, জাতীয় পোষাক প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকট ব্যাধি আসিয়া দেখা দিয়াছে। গত অসহযোগ আন্দোলনের যুগে হিন্দু মহাসভা কায়েম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জাতির মনে হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা জাতীয়তা অর্থে হিন্দু জাতীয়তা বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা ইংরেজী Nationalism শব্দটার অনুবাদ "জাতীয়তা" দ্বারা করিয়া এ দেশে ইউরোপীয় আদর্শ জোর করিয়া প্রচলন করিতে চান। Nation ও জাতি একই অর্থে কখনই ব্যবহৃত হইতে পারে না। ভারতীয় তথা-কথিত জাতীয় আন্দোলনের নেতা মিঃ বিপিন চন্দ্র পাল, ১৩৩৩ বাং চৈত্র মাসের "বসুমতীতে" নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—"এখন আমরা যাহাকে নেশন বা নেশনেলিজম্ বলি এই ভাব আগে আমাদের দেশে ছিল না। আমরা জোর করিয়া জাতি শব্দটাকে নেশন্ শব্দের প্রতিবাদরূপে ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক জাতি কথাটা নেশন্ বাচক নহে। আমাদের পরিভাষায় গো-জাতি মানব-জাতি এই রকম শব্দ আছে। কিন্তু হিন্দুজাতি মুসলমান জাতি, এই ভাবের জাতি বাচক শব্দ নাই; নেশন কথাটা নাই। এটা যখন ছিল না, তখন নেশন কথাটা যে ভাব অভিব্যক্ত করে, সেই ভাবও ছিল না। ছায়া ও সূর্য্য যেমন এক সঙ্গে চলে, ভাব ও ভাষাও তেমনি এক সঙ্গে চলে। সাহিত্যে যে ভাবের ভাষা নাই, জাতির ইতিহাসে সেই ভাব পরিস্ফুট হয় না।"

মুস্লিম ভারতের অন্যতম প্রধান নেতা স্যর আবদুর রহিম আলীগড়ে মুস্লিম লীগের অভিভাষণ বিশেষ জোরের সহিত বলেন—

"Hindus and Musalmans are not two religious sects like the Protestants and Catholics in England, but from two

TORN PAGE(S).

নিষ্কলঙ্ক নবী

(মওঃ মোঃ আবদুল বাকী ফখ্‌রুল মুহাদ্দেসীন)

(১)

এই পবিত্র মাসের (রবিউল আউয়ালের) ১২ই তারিখেই মানব-মুকুট হবিবে খোদার ধরাধামে শুভাগমন হইয়াছিল, যাঁহার শিক্ষায়, সাধনায় ও কর্মের ফলে পৃথিবীতে এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল—ধর্ম্মনীতি, শিক্ষানীতি, সমাজনীতি ও রাজনীতি ক্ষেত্রে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল—তাঁহার আগমনী পৃথিবীর ইতিহাসে যে এক শুভ মুহূর্ত্ত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী কাল্পনিক বা পৌরাণিক নহে, ইহা বাস্তব ও ঐতিহাসিক, তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্র হইতে, ক্ষুদ্রতর ঘটনা এমন কি দৈনিক ডাইরী পর্য্যন্ত সত্যতার অকাট্য প্রমাণ সহ যুগ-যুগান্তর ধরিয়া লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে, অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থাবলীর প্রকৃত ভাষা অবতীর্ণ হইবার যুগ ইত্যাদি বহু প্রশ্ন উঠিতে পারে কিন্তু ইসলামের মূল গ্রন্থ পবিত্র কোরাণ সম্বন্ধে সে, প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। শুধু তাই নয়, রছুলুল্লার (দঃ) পবিত্র বাণী ও প্রকৃত জীবনীকে নিখুঁত ও সত্যভাবে রক্ষিত করার জন্য যুগ-যুগান্তর ধরিয়া প্রায় ৩ লক্ষ লোকের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, যাঁহাদের প্রমুখাৎ উক্ত বাণী হাদিস সংগ্রাহক গণের নিকট পৌছিয়াছে। ইহাই ইসলামের বিশেষত্ব এবং এ বিষয় মুস্লিম জাতির সমকক্ষতা আর কোন জাতির দ্বারায় সম্ভবপর নহে। সেই বিরাট পুরুষের জীবনী এক সামান্য প্রবন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব; যাঁহার জীবনের প্রত্যেক ধারাই মানব-জাতির পক্ষে আদর্শ স্বরূপ; তিনি আদর্শ বালক, আদর্শ যুবক, আদর্শ স্বামী, আদর্শ জাতি, আদর্শ প্রতিবেশী, আদর্শ ধর্ম্মপ্রচারক, আদর্শ সংস্কারক, আদর্শ রাজনীতিজ্ঞ, আদর্শ শাসক ও আদর্শ মানব। কিন্তু সত্যের সহিত অসত্যের যুদ্ধ পৃথিবীতে ইহাই নূতন নহে ও প্রত্যেকের জ্ঞান চক্ষুও সমান ভাবে উন্মিলিত হয় না, যেহেশতের পবিত্র জ্যোতিকে বিভীষিকা বলিয়া ধারণা করে এরূপ লোকেরও পৃথিবীতে অভাব নাই তাই হিংসা ও মূর্খতা বশতঃ সেই আদর্শ পুরুষের জীবনের কোন কোন ঘটনা কাহারও চক্ষে অপ্রীতিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সর্ব্বোপরি হজরতের বহু পত্নী সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ নবী-নিন্দা-পাপও অর্জ্জন করিয়াছে। তিনি কামুক (নাউজোবিল্লাহ্‌) আয়েশ-প্রিয় ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া অনেকেই নিজের মনুষ্যত্বের উপর কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছে, তাই আজ সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে একটু আলোচনা করিতে চাই। হজরত এব্রাহিম (দঃ) হজরত সোলায়মান (দঃ) ও অন্যান্য আরো অনেক নবী গণের যে একাধিক স্ত্রী ছিলেন, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত, কিন্তু হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বেলায়ই আপত্তিটা একটু প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করে। তিনি বহু-বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি কামুক ইহাই সেই নর-পিশাচদের একমাত্র যুক্তি-তর্ক।

আমি যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে চাই, ইহা শুধু ধর্ম্মের দিক দিয়া নহে, বরং জ্ঞানের ও ইতিহাসের সাহায্যে আমি তাঁহাদের সেই মারাত্মক ভ্রম সংশোধন করিতে চাই। হজরতের (দঃ) স্ত্রীর সংখ্যা মোট ১১ এগার জন। ৬ জন কোরেশ বংশের, ১ জন ইস্রাইল বংশের ও বাকি ৪ জন আরবের অন্যান্য সম্প্রদায়ের (এস্তিয়ার ১ম ভাগ)। তন্মধ্যে ১ জন ছাড়া আর বাকি ১০ জনই কেহবা ১ জন, কেহ বা দুইজন, আর কেহবা ৩ জন স্বামীর মৃত্যুর পর হজরতের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হইয়াছিলেন। কাম-শক্তির প্রভাব সাধারণতঃ যৌবনেই প্রকাশিত হয়; আমোদ-প্রমোদের আগ্রহও ঠিক এমন সময়েই জাগিয়া উঠে। যৌবন বলিতে আমরা ২০ কুড়ি বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সময়কেই মনে করি। তদুপরি কামশক্তি চরিতার্থ করিতে ও আমোদ-প্রমোদ করিতে গেলে শুধু স্ত্রীলোকই যথেষ্ট নহে; দেশ ও সময়োপযোগী বিহারের সমস্ত সামগ্রীও একান্ত দরকার। তা'ছাড়া কুমারী ও রূপবতী স্ত্রী পাইবার সম্ভাবনা থাকিতে বিধবা, প্রৌঢ়া ও অসুন্দরী স্ত্রীলোক লইয়া কামশক্তি চরিতার্থ ও আমোদ আহলাদ করিয়া সুখী হইয়াছে, এরূপ কামুক কখনও দেখা যায় নাই। উল্লিখিত Datum সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখন একবার হজরত মোহাম্মদের (দঃ) দাম্পত্য জীবন আলোচনা করিলেই প্রমাণিত হইবে যে সেই সব আলোচনা-কারীরা সত্য হইতে কত দূরে এবং তাহাদের অভিমত কত ঘৃণ্য ও ভিত্তিহীন। যৌবনের সেই প্রবল বেগের সময় যখন অনেকেরই পদস্খলন না হইয়া পারে না—যখন কামের প্রবল বন্যায় অনেকের সংযম তৃণবৎ ভাসিয়া যায়—যখন রূপ ও মাধুর্য্যের রঙবেরঙের ছবি দিবানিশি হৃদয়-পটে ভাসিয়া উঠে, প্রাণে কি এক ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়, মনে কি এক অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, কোনও এক সুন্দরী কুমারীর রূপ ও যৌবন সুধা পানে স্বীয় পিপাসা নিবৃত্তি না করিতে পারিলে জীবন জলিয়া যায়—ঠিক এমন সময় অর্থাৎ ২৫ বৎসর বয়সে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ৪০ বৎসর বয়স্কা এক প্রৌঢ়া বিধবাকে—যাঁহার ইতিপূর্ব্বে ৩ জন স্বামী মারা গিয়াছিলেন, সেচ্ছায় স্বীয় জীবন-সঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করেন ও ২৫ বৎসর যাবৎ সুখে সচ্ছন্দে উঁহার সহিত দিন যাপন করিতে থাকেন। এই দীর্ঘ ২৫ বৎসর মধ্যে এক দিনের জন্যও সেই প্রৌঢ়া বিধবার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হয় নাই, বরং তাঁহার এন্তেকালে তিনি এতই বিমর্ষ হইয়া পড়েন যে, সেই বৎসরকে عام الحزن বা বিষাদের বৎসর বলিয়া অভিহিত করেন, ২৫ বৎসর বয়সে ৪০ বৎসরের প্রৌঢ়া ৪র্থ পক্ষের এক বিধবাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখে কালাতিপাত করিয়াও যদি তিনি কামুক (নাউজ বিল্লাহ) আখ্যা লাভ করেন, তবে কি সেই আখ্যা দাতারা নর-পিশাচ নহে? হায় স্বার্থপর মানব! তুমি কি এতই ভ্রমান্ধ! হজরতের উক্ত স্ত্রীর নাম উম্মুল মোমেনিন হজরত খদিজা (রাঃ)। তিনি হজরতের এত প্রিয় ছিলেন যে মৃত্যু পর্য্যন্ত হজরত তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে থাকেন। হজরতের তিন বৎসর পূর্ব্বে হজরত খদিজা (রাঃ) জান্নাত বাসিনী হওয়ার পর হজরত (দঃ) সাউদা (রাঃ) নাম্নী আর এক প্রৌঢ়া বিধবার পাণি গ্রহণ করেন, তিনিও একজন উচ্চ বংশোদ্ভব—ইসলামের জন্য হিজরত করিয়াছিলেন ও শেষে বিধবা হইয়া নিঃসহায় অবস্থায় কাল-যাপন করিতেছিলেন। হজরত খদিজা (রাঃ) জান্নাত বাসিনী হওয়ার পর মক্কা শরীফেই তিনি হজরতের (দঃ) সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধা ও অল্প দিন পরে বার্দ্ধক্যে উপনীত হন (بخاری)। উক্ত বৎসরেই হজরত আয়েশার সহিত হজরতের বিবাহ সম্পন্ন হয়। হজরতের বয়স ছিল প্রায় ৫০ বৎসর ও হজরত আয়েশার বয়স ছিল মাত্র ৬।৭ বৎসর। ইহা বাস্তবিকই এক অপূর্ব্ব মিলন। যৌবন অতিবাহিত হইবার পর একজন অপূর্ণ বয়স্কা কুমারীর পাণি গ্রহণ বাহ্যতঃ বিস্ময় জনকই বটে, কিন্তু যদি গভীর ভাবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করি, তবে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, এই মিলনের একান্তই আবশ্যক ছিল। পিতৃব্য আবু-তালেব ও জীবন-সঙ্গিনী হজরত খদিজার মৃত্যুর পর হজরত বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) ইসলামের জন্য যে বিরাট ত্যাগ-স্বীকার করিতেছিলেন ও হজরতের একমাত্র আশ্রয়দাতা ছিলেন, তাহা সর্ব্বজন বিদিত। হজরত আয়েশা তাঁহারই ও ইসলাম ধর্ম্মে প্রবক্তা সেই সময়ের একমাত্র মুস্লিম কন্যা। ইসলাম ধর্ম্ম মানব জাতির ধর্ম্ম—পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই। সাহাবাগণ পুরুষ জাতির সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ হজরতের নিকট হইতে ভালভাবে শিখিয়া পৃথিবীময় বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা তাহা পাইয়াছি। স্ত্রীজাতি সম্পর্কীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সংরক্ষিত হয় ইহারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল। মুস্লিম জনক জননীর ক্রোড়ে পালিতা কোন এক কোমল হৃদয়েই স্ত্রীজাতি সম্পর্কীয় জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ সংরক্ষণ করাই দরকার ছিল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) হজরত আয়েশার (রাঃ) তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দর্শনে তাঁহাকে এই ভার অর্পণ করিবেন মনে করিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কালক্রমে হজরত আয়েশা (রাঃ) প্রতিভার সত্য সত্যই আশ্চর্য্য বিকাশ হইয়াছিল। তিনি ফেকা ও তফসির শাস্ত্রে এত অভিজ্ঞতা লাভ করেন যে সাহাবা একবাক্যে তাঁহাকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করেন। বহু শাস্ত্র বিশারদ সাহাবাগণও তাঁহার নিকট হইতে কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান করাইয়া লইতে বাধ্য হন। স্ত্রীজাতি সম্পর্কীয় প্রায় সকল সমস্যাই হজরত আয়েশা হইতে বিবৃত। হজরত আয়েশা (রাঃ)কে বিবাহ করিবার উদ্দেশ্য যে আমোদ প্রমোদ নহে, ইহার আর এক অকাট্য প্রমাণ আর একটু পরেই পাইবেন। (আগামীবারে সমাপ্য)

পণ্ডিতের বিরুদ্ধে মামলা

স্বরাজের স্বরূপ

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, 'স্বরাজ্য'পত্রের সম্পাদক ও এক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিঃ বঙ্গ আয়ার যে মানহানির মামলা দায়ের করিয়াছেন তাহা মান্দ্রাজে দায়ের হইতে পারে না বলিয়া আপত্তি করা হয়। বিচারপতি পদ্মলাল সেই আপত্তি শ্রবণ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামীর লিখিত বিবৃতি দাখিলে মামলা এক মাসের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

যুক্ত-প্রদেশে বেকার-সমস্যা

সরকারের কমিটি নিয়োগ

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যুক্ত প্রদেশ সরকার যে কমিটি গঠন করেন তাহার রিপোর্টে অনেক কথা প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯১০ সালে ১৫৪ জন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পায়, ১৯২৮ সালে ১৭৭২ জন। ১৯০০ সালে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে যথাক্রমে ৬৬০ ও ২৯৩৭ জন উত্তীর্ণ হয়, ১৯২৮ সালে যথাক্রমে ৫০১ ও ১১৪৪৮ জন। অথচ গত ৫ বৎসরে সরকারী গেজেটেড ও নন্ গেজেটেড কর্ম্মচারীর সংখ্যা নাম মাত্র বাড়িয়াছে।

জিন্নাহ-গান্ধী বৈঠক

বঙ্গীয় হিন্দু সভার প্রস্তাব

গত ৮ই আগষ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার একটি অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়:— কলিকাতার সর্ব্বদল সম্মিলনে নেহরু রিপোর্ট যে ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের প্রয়াস এই সভা অনুমোদন করিতেছেন না। সভা এই মত প্রকাশ করিতেছে যে, উক্ত রিপোর্টটিকে সমগ্র ভাবে গ্রাহ্য করিতে হইবে, নতুবা একেবারে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। সর্ব্বদল-সম্মিলনে এই বিষয়টির চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এবং নেহরু রিপোর্টের আর কোন রদ বদল হইবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়াই বাঙ্গালাদেশের হিন্দুগণ নিজেদের ন্যায্য অধিকার সম্পর্কে অনেক ত্যাগ স্বীকার করিয়াও উহা মানিয়া লইয়াছে। সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে গান্ধীর সঙ্গে মিঃ জিন্নার বৈঠক হইতেছে এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন; এজন্য সভা একটা সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিতেছে যে, মুসলমানদিগকে যদি আর কোন সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে হিন্দুরা নেহরু রিপোর্ট গ্রাহ্য করিতে পারিবে না।

বাংলায় সংক্রামক ব্যাধি

বিভিন্ন জেলার মৃত্যুর হার

গত ৩রা আগষ্ট যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে নিম্নলিখিত জিলাগুলিতে কলেরা রোগে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আসানসোল খনি অঞ্চলে উক্ত রোগে মৃত্যু সংখ্যা ২২ হইতে ৫৩, মেদিনীপুরে ৫ হইতে ৭, হুগলীতে ২ হইতে ৫, যশোহরে ২ হইতে ৫, খুলনায় ৭ হইতে ৮, নদিয়ায় ০ হইতে ১ এবং ত্রিপুরায় ০ হইতে ২ হইয়াছে। নিম্নলিখিত কয়েকটা জিলায় পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে মৃত্যু সংখ্যা নিম্নলিখিতভাবে কমিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় ২৫ হইতে ১২, বীরভূম ১৬ হইতে ৮, বাঁকুড়া ৪৬ হইতে ৪৫, হাওড়া ২০ হইতে ১৩, ২৪ পরগণায় ২৭ হইতে ২৫, কলিকাতায় ২৮ হইতে ২৪, কুচবিহারে ২১ হইতে ৬ চট্টগ্রামে ২ হইতে ১ এবং ফরিদপুরে ১০ হইতে ০ হইয়াছে। ঢাকা রাজসাহী এবং নোয়াখালীতে উক্ত রোগের মৃত্যুসংখ্যা সমান আছে। বসন্ত রোগে আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ১৩, ময়মনসিংহে ৮, ত্রিপুরায় ৬, বর্দ্ধমানে ৪, কুচবিহারে ৪, চট্টগ্রামে ৪, মুর্শিদাবাদে ৩, ঢাকায় ৩, নদিয়ায় ২, বাঁকুড়ায় ১, এবং হাওড়ায় ১ জন মরিয়াছে। উক্ত সপ্তাহে কলিকাতায় ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৭ জন প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

সিল্‌হটে ছাত্র ধর্ম্মঘট

প্রিন্সিপালের আজব ইশ্‌তাহার

প্রিন্সিপাল কর্তৃক কলেজ ইউনিয়নের অনুমোদন না করার দরুণ সিল্‌হটের মুরারী চাঁদ কলেজের অবস্থা অতীব সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রিন্সিপাল মিঃ ডি রবার্টস এই মর্ম্মে এক নোটিস দিয়াছেন যে, ছাত্রগণ কলেজের বাহিরে এবং ভিতরে যে কোন কার্য্য করিবে তাহাতেই প্রিন্সিপালের অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। যে সকল ছাত্র ইহাতে স্বীকৃত না হইবে, তাহাদের বৃত্তির টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইবে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বৃত্তিধারী ৪০ ছাত্র প্রিন্সিপালের নিকট জানাইয়াছে যে তাহারা উক্ত নোটিস মত কার্য্য করিতে সমর্থ নহে, ফলে সুধাংশু শর্ম্মা, দ্বারকানাথ গোস্বামী এবং মনীন্দ্রচন্দ্র নাগ নামে তিনটী ছাত্রকে সস্‌পেণ্ড করা হইয়াছে। প্রিন্সিপ্যাল কর্তৃক আদেশ দেওয়ার পরই ছাত্রগণ একযোগে স্ব স্ব ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসে এবং প্রিন্সিপ্যালের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া এক সভা করে। ছাত্রগণ কর্তৃক ধর্ম্মঘট করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। পরে সংবাদ আসিয়াছে যে ধর্ম্মঘট মিটিয়া গিয়াছে।

লাক্ষ্ণৌয়ে মুসলিম সভা

নেহরু রিপোর্ট লইয়া বিবাদ

গত ৩রা আগষ্ট রাত্রিতে লাক্ষ্ণৌয়ের মুসলমানগণের এক সভা হয়। সালেমপুরের রাজা, মৎঃ শওকত আলি, মওলানা শফী দাউদী, মওলানা হস্‌রত মোহানী ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় উক্ত সভায় অধিবেশন হয়। নেহরু রিপোর্টের সম্পর্কে মুসলমানগণের অভিমত প্রকাশ করাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মওলবী সৈয়দ মুর্ত্তজা, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সার ইব্রাহিম হারুণ জাফর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার অনুষ্ঠাতাগণের অধিকাংশ নেহরু রিপোর্টের প্রতিকূলে অভিমত পোষণ করিতেছিলেন। গঙ্গাপ্রসাদ স্মৃতিভবনে উক্ত সভার অধিবেশন হয়। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পরেই নেহরু রিপোর্টের অনুকূল অভিমত প্রকাশক ব্যক্তিগণের সহিত প্রতিকূল দলের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। কোনও বক্তা সভায় বক্তৃতা প্রদান জন্য গাত্রোত্থান করিলেই বহু ব্যক্তি চীৎকার করেন। এক সময়ে হাতাহাতি উপস্থিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সালেমপুরের বিবরণে প্রকাশ, মুসলমানগণের অধিকাংশই নেহরু রিপোর্ট সম্যক সমর্থন করেন না। কারণ উক্ত রিপোর্টে মুসলমানগণের স্বার্থ-রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হয় নাই। যে সকল মুসলমান উক্তরূপ স্বার্থরক্ষার অভিলাষী তাঁহারাও জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী নহেন।

ছাত্র সমাজে সাড়া

অন্যায়ের প্রতিবাদে সভা

গত ১১ই আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ৪নং আক্রনীবাগান লেনস্থ "বেদুঈনের আড্ডা"য় কলিকাতা প্রবাসী যশোহরের মুসলমান ছাত্রগণের এক সভা হয়। মওলভী আহমদ আলী সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ছাত্রগণের মধ্যে বিষম উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—১। যশোহরের কলিকাতা প্রবাসী মুসলমান ছাত্রগণের এই সভা যশোহর জিলা বোর্ড সম্পর্কে স্থানীয় হিন্দুগণের ব্যবহারের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে এবং ঐ সম্পর্কে তাঁহাদের যাবতীয় বিদ্বেষ-মূলক মিথ্যা উক্তি সমূহের প্রতিবাদ করিতেছে। ২। যশোহরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, ঘটক হিন্দুগণের সহিত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া নিজেকে তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদের অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সভা তৎপ্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ-পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছে যে, অবিলম্বে ঐ দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা হউক। ৩। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, যদি যশোহরের হিন্দুগণের বর্ত্তমান সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির আশু পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হয়, তবে যশোহরের মুসলমানগণ একযোগে হিন্দু উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে বয়কট করিয়া তাঁহাদের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবে।

হিন্দুর ইসলাম গ্রহণ

'আনন্দবাজার' হইতে উদ্ধৃত

ঝিনাইদহ মহকুমার কালীগঞ্জ থানার অধীন নগর চাপরাইল গ্রামের অবিনাশচন্দ্র সাহা, নগেন্দ্র নাথ সাহা, নারায়ণচন্দ্র দাস এবং অবিনাশচন্দ্রের স্ত্রী ও শ্যালিকা একযোগে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। মুসলমান ধর্ম্মানুযায়ী তাহাদের নূতন নাম-করণও হইয়াছে। ইতিমধ্যেই অবিনাশচন্দ্রের শ্যালীর সহিত জনৈক মুসলমানের 'নিকা' সংসাধিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস ইন্‌স্পেক্টর ঘটনা তদন্তের জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দু হইয়া হিন্দুর কাছে নিগৃহীত হওয়া অপেক্ষা মুসলমান হইয়া সমাজে সকলের সহিত সমান অধিকার লাভ করাই তাহারা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছে। হিন্দু সমাজের আবশ্যকীয় সংস্কার দ্রুত না হইলে বহু তথা-কথিত অনুন্নত হিন্দু যে হিন্দু ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ধর্ম্ম ঘটের জের

পরিণাম ভয়াবহ

গত বুধবার পর্য্যন্ত কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে যে সকল মিল সম্পূর্ণ ধর্ম্মঘটের ফলে বন্ধ হইয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছে। ১। হুকুম চাঁদ জুটমিল, ২। প্রসাদ নগর জুট মিল, ৩। নৈহাটি জুট মিল, ৪। গৌরীপুর জুট মিল, ৫। নদীয়া জুট মিল, ৬। রিলায়েন্স জুট মিল, ৭। কাঁকিনাড়া জুট মিল, এ ও বি ক ৮। অ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিল আপার, ৯। অ্যাংলো ইণ্ডিয়া জুট মিল লোয়ার, ১০। অ্যাংলোইণ্ডিয়া জুট মিল সেন্ট্রাল ১১। জগদ্দল জুট মিল, ১২। এলায়েন্স জুট মিল, ১৩। আলেকজান্দ্রা জুট মিল, ১৪। মেঘনা জুট মিল, ১৫। ক্রেগ জুট মিল, ১৬। অকল্যাণ্ড জুট মিল, ১৭। ওয়েভারলি জুট মিল, ১৮। শ্যামনগর সাউথ জুট মিল, ১৯। এম্পায়ার জুট মিল, ২০। কেলভিন জুট মিল, ২১। কিনিসন জুট মিল, ২২। ষ্ট্যাণ্ডার্ড জুট মিল, ২৩। টিটাগর জুট মিল, ১নং, ২৪। টিটাগর জুট মিল, ২নং ২৫। খড়দা জুট মিল, ২৬। আগরপাড়া জুট মিল, ২৭। কামার হাটী জুট মিল, ২৮। বরাহ নগর জুট মিল—নর্থ, সাউথ এণ্ড ইষ্ট, ২৯। গুড়া জুট মিল, ৩০। নারিকেল ডাঙ্গা জুট মিল, ৩১। বেলিয়াঘাটা জুট মিল, ৩২। ইউনিয়ন নর্থ জুট মিল, ৩৩ ক্লাইভ জুট মিল, ৩৪। ইউনিয়ন সাউথ জুট মিল. ৩৫। বিরলা জুট মিল, ৩৬। ভিক্টোরিয়া জুট মিল, "এ" ও "বি"; ৩৭। হেষ্টিংস জুট মিল।

গায়েবী ধনের সন্ধান

ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা

সিন্ধুদেশের অন্তর্গত থরপাকর জেলার প্রাচীন শহর নগ্গার পারকরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর ভূতপূর্ব্ব পারকর রাণাদিগের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের নিম্নে একটি রহস্যজনক বিরাট গহ্বরের আবিষ্কার হইয়াছে। ভূগর্ভের নিম্নস্থ এই বিরাট গহ্বরে একটি প্রকাণ্ড হলঘর আবিষ্কার হইয়াছে। উহার ছাদটি প্রকাণ্ড পাষাণের থামের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে এবং হলঘরের সংলগ্ন অন্য ৩টি প্রকোষ্ঠও আছে। ঐগুলি ধূলায় একেবারে ভর্ত্তি হইয়াছে। বংশ-পরম্পরায় এই জেলার লোকেরা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যে, উক্ত ধ্বংস-প্রাপ্ত প্রাসাদের নিম্নে একটা গহ্বর আছে এবং সেই গহ্বর রাণাদিগের ধনরত্নে পরিপূর্ণ ও ভীষণাকার সর্পসমূহ সেই গুপ্তধন রক্ষা করিতেছে। উক্ত রাণাগণ সিন্ধুর আনারকোট অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন এবং রাজ্য হারাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা ধনরত্ন গুপ্ত গহ্বরে প্রোথিত করিয়াছিলেন। জনশ্রুতি এক্ষণে প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। প্রবল বৃষ্টির দরুণ রণেশ্বর হ্রদের একটি নদী তীর ছাপাইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত বিরাট আবর্জ্জনা স্তূপকে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং গহ্বরের মুখ বাহির হইয়া পড়ে। অতঃপর তদন্তে জানা যায় যে, গহ্বরের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড হল এবং সেই হলের মধ্যে ৩টি প্রকোষ্ঠ আছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে গুহার দ্বারে তালাচাবি এবং প্রহরী বসান হইয়াছে। গত ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার রাণাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং তাঁহাদের প্রাসাদ অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করেন।

নিখিল ভারত মুস্‌লিম কন্‌ফারেন্স

বিলাতে স্বমত প্রচারের প্রচেষ্টা

নিখিল ভারত মুস্‌লিম কনফারেন্সের সেক্রেটারী মওলানা শফি দাউদী এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফত নিম্নলিখিত সংবাদ পেশ করিয়াছেন। নিখিল ভারত মুস্‌লিম কন্‌ফারেন্সের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির আগামী সেপ্টেম্বর মাসের ৭ই তারিখে সিমলাতে সম্মিলিত হইবে এবং কনফারেন্সের কার্য্যকারী সমিতির অধিবেশন ২ দিন পূর্ব্বে হইবে। উহাতে কি করিয়া নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য্য চালান যায়, তাহার ব্যবস্থা এবং ভারতের মুসলমান সমাজের মত বিলাতে ভাল করিয়া প্রচার করতঃ তথাকার ভ্রান্তপথে পরিচালিত জনমতকে নষ্ট করার জন্য তথায় একটী ডেপুটেশন প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হইবে।

'আনন্দবাজারের' স্বজাতীয়ের কাণ্ড

সেবাইতের অর্থ সেবা

গত ১৬ই এপ্রিল বাসন্তী সপ্তমী পূজার দিন বালীর চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া কালীঘাট মন্দিরে গিয়াছিলেন। মন্দিরের সেবাইত অমূল্যকুমার চ্যাটার্জ্জী নানা ফন্দীতে তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু চারু বাবু কিছুতেই রাজী না হওয়ায় উক্ত সেবাইত তাঁহাকে মারপিট করে এবং তাঁহার স্ত্রী ও ভগিনীকে পর্য্যন্ত ঠেলা মারিয়া দেয়। আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, সেন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং আরও ৫০৲ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। জরিমানা না দিলে আসামীকে আরও ৭ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

"ধুবিকা বেটা বয়েল লড়ায়েঁ কেঁও"

কান্দীর খড়গ্রাম থানার অধীন এড়োখালি গ্রামের কালাচাঁদ রজক নামক এক ব্যক্তিকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবু আলী মোহাম্মদ চৌধুরী উক্ত গ্রামের একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমের হানী করার অপরাধে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ যে, আসামী স্ত্রীলোকটীকে টানিয়া একটি ঘরে লইয়া যায়, এবং এখানে তাহার সম্ভ্রমের হানী করে।

নর-দেবতার নারী লীলা

ফালতা থানার অধীন চোলটুকরী নিবাসী মহেন্দ্র বারুই ক্ষীরদাবালা দাসী নাম্নী এক ১২ বৎসর বয়স্কা নাবালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে। আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ বিভারের এজলাসে মোকদ্দমা বিচারাধীন আছে। আসামীর পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন মিঃ বি, নাগ। বাদী পক্ষে আছেন, বাবু পঙ্কজ গাঙ্গুলী।

ইব্রাহিম রহিমতুল্লার স্কীম

অন্যের অধিকার লাভের বাড়াবাড়ি

ভারতের স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা একটী স্কীম প্রস্তুত করিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন, এক রাজশক্তির অধীনে সমগ্র ভারত শাসন করিবার অনুকূলে স্কীমগুলি সফল হয় নাই। নিখিল ভারত সরকার গঠিত হওয়া উচিত। উক্ত সরকারের অধীন কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য গঠিত হওয়া আবশ্যক এবং সেই সকল রাজ্যে সমষ্টি দ্বারা ভারত রাজ্য গঠিত হওয়া উচিত। হিন্দু-মুসলমান সমস্যার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, উহা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমস্যা নহে, রাজনীতিক সমস্যা। ইংরাজ ভারতবাসিগণকে যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, প্রত্যেক সম্প্রদায় তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করায় উক্ত সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

সিন্ধুদেশে বন্যায় ক্ষতি

বিভিন্নস্থানে কলেরার প্রকোপ

সিন্ধুদেশে বন্যাজনিত ক্ষতির আংশিক আভাস সরকারী হিসাবে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে ক্ষতির পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকারও অধিক। থরপাকড় ও হায়দ্রাবাদ জিলা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। থরপাকড় জিলার সংবাদ দুষ্প্রাপ্য হইলেও হায়দ্রাবাদ হইতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যাইতেছে। শুধু হায়দ্রাবাদ শহরেই ২ হাজার গৃহ ধরাশায়ী হইয়াছে। অন্য স্থানেও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। হলায় ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, গুনী তালুকে সঞ্চিত শস্য ব্যতীত ৭ লক্ষ টাকা, তণ্ডোবাগোর ফসল ও শস্যের ১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ও গৃহের ১লক্ষ টাকা, এরেমিনবাদে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, বাদিনে ২ লক্ষ টাকার শস্য ও সঞ্চিত শস্য এবং গৃহের ৬৫ হাজার টাকা, নবাবশা জিলায় ৫ লক্ষ টাকা ও করাচীতে ২ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। সিন্ধুদেশে অনেক জিলা, বিশেষতঃ লার্কানা হইতে বহু কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি আশ্রয় লইতে আসিতেছে। করাচীতে কলেরার প্রতিবন্ধক স্বরূপ স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ সকলকে টিকা লইতে বলায় মিউনিসিপ্যালিটী শহরবাসীদের বিনা পয়সায় টীকা দিতেছেন।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ৩১শে শ্রাবণ ১৩৩৬ সাল।

মওলুদন্নবী

[মওলবী কাজী কাদের নওয়াজ বি,এ,]

—:০:—

আস্‌মান হ'তে চাঁদ যেন আজি
ধরা'পরে এল নামি
গাহে হুর পরী ঝঞ্ঝা-ঝটিকা
চিরতরে গেছে থামি
তিমির গহন নিশি
যায় দিগন্তে মিশি
চক্রবালের বক্ষে ঝলিছে
উষা-লোক থাকি' থাকি'
টুটেছে আঁধার রাজ্য তাহার
শেষ হতে নাহি বাকী

২

'হেরা'র শিখরে নূরের নিঝর
ঝরিতেছে যেন আজি
কেগো তুমি এলে, তিমিরের মাঝে
জ্বালিয়া দেউটি রাজি
স্তব্ধ চতুর্দ্দিক
জগৎ নির্ণিমিখ্
চাহিয়া র'য়েছে, উজল মহিমা
ফুটিয়া উঠিছে নভে
কুহেলীর লীলা সাঙ্গ এখন
অরুণের গৌরবে

৩

তরুহীন ওই উষর মরুভূ
উর্ব্বর হ'ল একি
প্রেমের ফোয়ারা ছুটে তার বুকে
দিবা নিশি চেয়ে দেখি
কেগো বীর তুমি আজ
বরাভয়, ধরা মাঝ
অনিলে কণ্ঠে, অম্বুদ' নাদে
ঘোষি' তৌহিদ বাণী
জাগাইলে ধরা, 'তহুরা-শারাব'
পিয়াইলে সবে আনি'

৪

'ওজ্জা' 'হাবল' 'লাৎ' ও 'মানাৎ'
পলাইল সবে দূরে
নেহারি 'তোমায় কাঁপন জাগিল'
সয়তান-হৃদি পুরে
কোরাণের মধু স্বর
ধরা করে ভরপুর
নূরের আলোক ছড়ায়ে পড়িল
পলে পলে দিকে দিকে
নির্জ্জীব হৃদে জীবন জাগিল
ত্যাগের মন্ত্র শিখে

৫

ফুটি' উঠে ফুল শাখায় শাখায়
পিক কুল গাহে গান
এসেছেন নবী, অসাড়ের দেহে
জাগে তাই আজি প্রাণ
সোণার কমল রাজি
ফুটিছে বিশ্বে আজি
টুটিছে আঁধার দরুদ নভে কে
উঠিল সহসা গাহি
"সাল্লে আলায়হে ও আলেহি"

সম্পাদকীয়

"পূর্ণ-স্বাধীনতা"।—পণ্ডিত মতিলাল ৭ই তারিখের 'লিডার' পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের জবাবে লিখিয়াছেন "যদি শ্রমিক সরকার আমাদের স্বাদেশিক দাবীর প্রতি বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে মনোযোগ প্রদান না করেন, তবে আমাদিগকে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিতে হইবে। কংগ্রেস আর আন্দোলন করাকে বিশ্বাস করে না, এখন উহা প্রকৃত কাজ চাহে। কংগ্রেসের কর্ম্ম-তালিকা খুব সরল এবং সহজ। ইহাতে যে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু উহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।" কংগ্রেস বিপুল আত্ম-ত্যাগের জন্ম প্রস্তুত হইতেছে, কারণ উহা ব্যতীত ইংরেজ সরকারের নিকট কিছুই পাইবার আশা নাই।" তিনি আরও বলেন "স্বাধীনতা আনয়নের জন্ম কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইব না" ইত্যাদি। প্রয়াগী-পণ্ডিতের এই মহামূল্য বাণী শ্রবণে আমাদেরও দুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে। সরকার যে পণ্ডিত ও তস্য শিষ্য প্রশিষ্যদের দাবীর প্রতি বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে মনোযোগ দিবেন না, তাহাও স্থির নিশ্চিত। সুতরাং কংগ্রেসের পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত পয়লা জানুয়ারী হইতে "পূর্ণ স্বাধীনতা" ঘোষণা করা ব্যতীত পণ্ডিত ও তদীয় শিষ্য-প্রশিষ্যদের পক্ষে অন্য কোন উপায় অবলম্বন কি সম্ভবপর হইতে পারে?

"সম্মিলিত আন্দোলন"।—দ্বিতীয় কথা, সরকারের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিবার কথাও আজ বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিতের মুখে ঘন ঘন শোনা যাইতেছে। কিন্তু গত কলিকাতা কংগ্রেসের সময় হিন্দু মহাসভার শরতানী প্রভাবে প্রভাবান্বিত মতিলাল ও তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা কিরূপে মুসলিম লীগের নিয়োজিত চল্লিশ "প্রতিনিধিকে" ঘাড় ধরিয়া গেটের অপর দিকে পার করিয়া দিয়াছিলেন। সে দিনের সে প্রীতিকর-ঘটনা (!) স্মরণ করিয়াই কি প্রয়াগী পণ্ডিত "সম্মিলনের" নামে স্পর্দ্ধা করিতেছেন? মুসলমানের ধ্বংস-স্তূপের উপর হিন্দু-রাজত্ব স্থাপন করিবার শুভ অভিপ্রায় লইয়াই তিনি নেহরু-রিপোর্টের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই রিপোর্ট গ্রহণ করিতে না পারায় মিঃ জিন্না, আলীভাই, মওলানা শফি দাউদীর মত শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকেও কংগ্রেস বর্জ্জন করিতে তিনি বাধ্য করিয়াছেন। এমন অবস্থায় সম্মিলিত আন্দোলনের নামে বৃথা বড়াই করিলে তাহা যে পাগলের প্রলাপেই পরিণত হইবে! পণ্ডিত মুসলিম সমাজের গোটা কয়েক উম্মী চাঁদকে টাকা দিয়া বশ করিয়া সম্মিলনের আশা করিলে সে আশার গাছে যে রম্ভা-ফল ফলিবে।

অরণ্যে রোদন।—পরিশেষে, পণ্ডিত মশায় ত্যাগের কথা পাড়িয়া দেশবাসীকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছেন। দবে, এক চিত্তরঞ্জন ব্যতীত আর কোন হিন্দু নেতার মুখে ত্যাগের বড়াই যে মোটেই শোভা পায় না, তাহা কি পণ্ডিতজী কিছুমাত্র অবগত আছেন? অসহযোগের আমলে ছেলের ছয় বৎসর কারাদণ্ডের কথা শ্রবণে বিচলিত হইয়া যিনি বড়লাটের চরণ স্পর্শে ক্রন্দন করতঃ (যখন হাজার হাজার ভারতবাসী কারাগারে পচিতেছিল) নিজ পুত্র-রত্নকে জেল হইতে ছাড়াইয়া আনিতে পারেন, যিনি দারুনে টাকা খাটাইয়া মাসে দেড় লক্ষ মুদ্রা শুধু সুদ বাবদে আদায় করতঃ লক্ষ লক্ষ লোকের রক্ত শোষণে রত থাকিতে পারেন, সেই প্রকৃতির মহাজনেরাই যে আমাদের নেতৃত্বের দাবী করিয়া ত্যাগের নামে লম্ফ-ঝম্ফ করিয়া থাকেন, পণ্ডিত মতিলাল কি সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র খোঁজ রাখেন? আসল কথা, মিথ্যা প্রলোভনের নামে দেশের জন-সাধারণকে মাতাইয়া বা ক্ষেপাইয়া তুলিবার দিন অতীত গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। যে দিন মুসোলিনীর মত কোন অতি মানুষ এদেশের মাটিতে জন্ম গ্রহণ করিবে, সেদিনই ত্যাগ ও মুক্তির কথা মুখে শোভা পাইবে। অন্যথা, এসব বহ্বাস্ফুট অরণ্যে রোদনেই পর্য্যবসিত হইবে। পণ্ডিত কি এই বৃদ্ধ বয়সে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিয়া সম্মুখে চলিতে পারিবেন?

কর্ত্তব্য না বাধ্য-বাধকতা?—বাংলার মুসলমানগণ তাহাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের দ্বারা কিরূপ অন্যায় ভাবে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত ও নির্য্যাতিত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান সংখ্যার 'আল্-মুস্‌লিমে' প্রকাশিত 'হিন্দুর ইস্‌লাম গ্রহণ' শীর্ষক একটী সংবাদ পাঠে পাঠকবর্গ তার একটু আভাস পাইতে পারিবেন। যশোহর জিলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত চাপরাইল গ্রামের একটী হিন্দু পরিবার হিন্দু ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া উদার ইস্‌লামের ছায়া-তলে স্বেচ্ছায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাতে স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে এক বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উক্ত ব্যাপারে তদন্ত করিবার জন্য স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর উক্ত চাপরাইল গ্রামে গমন করেন। স্বেচ্ছায় ও শান্তিপূর্ণ ভাবে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ব্যাপারে এইরূপ আড়ম্বরপূর্ণ তদন্তের জন্য আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়াছি। আমরা জানিতে চাই, সরকার হিন্দুদের দ্বারা প্ররোচিত হইয়াই এইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন, না নিজেদের খাম-খেয়ালীর বশবর্ত্তী হইয়া 'মশা মারিতে কামান দাগা'র ব্যবস্থা করিলেন? আমাদের আশঙ্কা যদি অমূলক না হয় তবে বলিব যে, ভীরু কাপুরুষ আমলাতন্ত্রের এই 'শক্তের ভক্ত' নীতির দ্বারা দেশ শাসন কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

যশোহর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড।—ন্যায়, সত্য ও সুবিচারের প্রতি যাহাদের বিন্দু মাত্রও সহানুভূতি নাই, স্বার্থ-সিদ্ধিই যাহাদের জীবন-ব্রত, সেই "ভদ্র" নামধারী দুর্বৃত্ত দলই যে দেশকে দিন দিন ধ্বংসের পথে চালিত করিতেছে, তাহা আমরা বহুদিন বলিয়া আসিতেছি। সম্প্রতি যশোহর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড লইয়া ঐ শ্রেণীর একদল জীব এবং কলিকাতার 'বঙ্গমতী' 'অমৃত বাজার' প্রভৃতি হিন্দু সংবাদপত্র সমূহ যে মানসিকতার পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে মানুষ মাত্রেরই মনে ঘৃণার উদ্রেক না হইয়া পারে না। উক্ত বোর্ডটীতে চিরকালই হিন্দুদের একাধিপত্য ছিল, বোর্ডের সূচনা হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ নিরাপত্তে একচেটীয়া ভোগ দখল করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু গত ইলেক্‌শনে স্বার্থ-বাহত অমুন্নত শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানগণের সম্মিলিত চেষ্টায় তাঁহাদের সে সাধে বাধা জন্মিয়াছে। মুসলমানগণ বোর্ডে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হইয়া সুচারুরূপে বোর্ডের সমস্ত কার্য্য পরিচালন করিয়া আসিতেছেন, ইহাতে অনেকেরই টনক নড়িয়াছে। তাহারা বোর্ডের বিরুদ্ধে নানা প্রকার হীন-ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা কুৎসা রটনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর কলিকাতার কতকগুলি দৈনিক সংবাদপত্র তাঁহাদের এই কুকার্য্যের প্রধান সহায়ক হইয়াছে।

সব শিয়ালের এক রা।—এই ত গেল বাইরের কথা। যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, ঘটকের এইরূপ সর্ব্বৈর অনোচিত কার্য্যে সংশ্লিষ্ট দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তিনি নাকি প্রথমে বোর্ডের বর্ত্তমান পরিচালকগণের বিরুদ্ধে নানা প্রকারে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোন কোন বিষয়কে অতিরঞ্জিত করিয়া তিনি নাকি বিভাগীয় কমিশনারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সংবাদ সত্য হইলে বলিতে হয়, একজন সরকারী কর্ম্মচারীর পক্ষে এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতা-দোষ-দুষ্ট হওয়া বাস্তবিকই দুঃখনীয়। কমিশনার সাহেব বোর্ড পরিদর্শন করার পর হইতে এই সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গভর্নমেন্টের নিকট আমাদের এই বক্তব্য ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গেলে যে সমস্ত রাজ-কর্ম্মচারীর চোখ টাটায়, তাঁহারা কোন মতেই দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য নহেন। দায়িত্ব পূর্ণ (responsible) সরকারী কর্ম্মচারী এই প্রকার গণ্ডগোলের মধ্যে থাকায় সাধারণের যদি দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়া থাকে যে তিনিই ইহার প্রধান নায়ক, তখন তাঁহাকে যত সত্বর সেস্থান হইতে অপসারিত করা যায় ততই মঙ্গল। যাহা হউক, আমরা ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ছাত্র-ধর্ম্মঘট।—আজ কাল ধর্ম্মঘট রূপী মারাত্মক ব্যাধি দেশের মধ্যে বেশ প্রসার লাভ করিয়াছে। ইহা ভালই হউক আর মন্দই হউক ছাত্র সমাজের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মঘট আমরা কখনও সমর্থন করিতে পারি না। কারণ, একদিক দিয়া ইহাতে ধর্ম্মঘটকারীদের ন্যায্য অধিকার লাভের প্রচেষ্টা থাকিলেও সব সময়ই একটা উচ্ছৃঙ্খলতা ও অবাধ্যতা আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে এবং এই গুলিই ছাত্র জীবনের সর্ব্বপ্রধান দোষ। সম্প্রতি ঢাকা মেডিকেল স্কুলের ছাত্রগণ একটী অতিরিক্ত ফি আদায়ের প্রতিবাদে ধর্ম্মঘট করেন। তাঁহাদের এই দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গত বুধবার খবর পাওয়া গিয়াছে যে, উক্ত ধর্ম্মঘট সন্তোষজনক ভাবে মিটমাট হইয়া গিয়াছে। ছাত্রগণ জয়লাভ করিয়াছে। তাহারা রীতিমত স্কুলে যোগদান করিতেছে। ঘটনা অনেক দূর না গড়াইয়া সন্তোষ-জনক ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। এক্ষণে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট নিবেদন, ভবিষ্যতে যাহাতে এই প্রকার বিশৃঙ্খলা আর না ঘটে এবং সরলমতি ছাত্রদিগের স্বার্থ যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে সেদিকে সব সময় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

মিসর ও ম্যাক্‌ডোনাল্ড।—ইংলণ্ডের নবগঠিত শ্রমিক মহাসভা মিসরকে স্বাধীনতা দিবে বলিয়া যাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন তাঁহাদের আনন্দ যে পরিণামে নিরানন্দে পরিণত হইবে, সে আশঙ্কা আমরা গত সপ্তাহেই করিয়াছিলাম। মাত্র সপ্তাহকাল কাটিতে না কাটিতেই আমাদের সে অনুমান কঠোর সত্যে পরিণত হইয়াছে। তথাকথিত 'সোলে নামা'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় অন্যত্র প্রকাশিত হইল। তবে সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দু' একটি কথা না বলিয়াও পারিতেছি না। মিসর হইতে বৃটীশ সৈন্য সরাইয়া লইয়া সুয়েজ খালের পার্শ্ববর্ত্তী ৩২ দ্রাঘিমার পূর্ব্বদিকে পুনরায় সৈন্য সমাবেশ করার যে কথা ৯নং শর্ত্তে উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহার কোন তাৎপর্য্যই বুঝিলাম না। সুয়েজ যদি মিসরের ভৌগলিক সীমার মধ্যেই পরিগণিত হইল এবং সেখানে যদি বৃটিশ সৈন্যের পূরা আধিপত্য থাকিল তবে "মিসরে বৃটিশ সামরিক অধিকারের অবসান হইল" বলিয়া আস্ফালন করিবারই বা অর্থ কি? মিসরকে জাতি-সঙ্ঘের জাতিতে তুলিবার জন্য বৃটীশ 'ইজাজৎ' দান করিলেন বলিয়া যে শর্ত্ত আছে তারও কোন মাথা মুণ্ডু খুঁজিয়া পাইলাম না। যেহেতু, ইংরাজ ও মিসরের মধ্যে কোন তর্ক-স্থানীয় ব্যাপারে জাতি সঙ্ঘের হস্তক্ষেপ করিবার যে কোন অধিকার নাই, সে কথা আমাদের উত্তমরূপেই জানা আছে।

যথা পূর্ব্বং তথা পরং।—১০নং শর্ত্তে উল্লিখিত আছে যে, মিসরীয় সৈন্যদের সুশিক্ষার জন্য যদি শিক্ষকের আবশ্যকতা হয়, তবে অপর কোন দেশ বাসীকে সে পদে নিযুক্ত না করিয়া খাঁটী ইংরাজ শিক্ষকই আমদানী করিতে হইবে। আরও উল্লিখিত আছে যে, মিসর-সরকারের খাস মহলে কোন বিদেশীয়কে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইলে তিনিও খাস 'আহ্‌লে বিলাত' হইবেন। বৃটীশ কি মনে করেন যে, ঐ সমস্ত পদে খাঁটী 'জনবুল' না হইয়া অপর কেহ হইলে তাঁহাদের কাণ-মন্ত্রের ফলে মিসরের 'কোয়াদী দলও' দিন দিন 'ফসাদী' হইয়া উঠিবে? ৭নং শর্ত্তে বলা হইয়াছে যে, বৃটীশের সহিত অন্য কোন শক্তির সংঘর্ষ বাধিলে মিসর-সরকার তাঁহার সমুদয় বাণিজ্য-বন্দর, হাওয়াই জাহাজের সমস্ত আড্ডা এবং সংবাদ আদান-প্রদানের সমস্ত সুবিধা বৃটীশকে দান করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই সংঘাতিক শর্ত্তের দ্বারা মিসরের তথাকথিত স্বাধীনতাকে কতদিক দিয়া যে ক্ষুণ্ন করা হইয়াছে, পাঠক নিজেই তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। অপর কাহারও সঙ্গে কিঞ্চিন্মাত্র গোলযোগ উপস্থিত হইলেই যে মিসরের দাসত্বের শৃঙ্খল শতগুণে সঙ্কীর্ণ হইয়া তাহাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিবে, প্রাগুক্ত শর্ত্ত হইতে তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে। এই ব্যবস্থাকে মিসরের অধিকার মূলক সন্ধি-ব্যবস্থা না বলিয়া আত্মরক্ষা-মূলক নূতন ব্যবস্থা বলিলেই প্রয়োগ অব্যর্থ হইবে। সুদান সম্বন্ধে ১৮৯৯ সনের সন্ধি অনুযায়ী বিবেচনা করা হইবে বলিয়া ১৩ নম্বর শর্ত্তে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমরা

নিষ্কলঙ্ক নবী

(মওঃ মোহাঃ আবদুল বাকী ফখরুল মোহাদ্দেসিন)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হজরত আয়েশা ছাড়া আর যে বাকী ৮ জনকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সকলেই বিধবা ও তাঁহাদের বিবাহের কালও হিজরতের ৩য় বৎসর হইতে ৭ম বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে সময় তিনি শাস্ত মনে ১ মাসও মদিনা শরিফে অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন না। কারণ ৩য় হিজরীতে বিখ্যাত ওহুদের যুদ্ধের পর ক্রমাগত (১) বনি নজির (২) বনি কোরায়জা ( ) বনি মস্তালিক (৪) খন্দক (৫) হোদায়বিয়ার ঘটনা ও (৬) খয়বরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহা ছাড়া আরও বহু কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধানে কাল কাটাইতে হয়। শুধু যৌবন সুখ উপভোগ ও রূপ-সুধা পানের জন্য কি উহা কোনও কালে সম্ভবপর হইতে পারে, বিশেষতঃ এমন এক আদর্শ পুরুষের দ্বারায় যাঁহার যৌবন কাল এক প্রৌঢ়া বিধবার সহিত স্বচ্ছন্দে কাটিয়াছে। আর যদি শেষ বয়সে মতিগতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, যাহা নিশ্চয় হয় নাই, তবে এই যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেও বিধবার পানি গ্রহণেই বা কেন? আর যদি উল্লিখিত কোন কারণই নয়, তবে বিবাহ করিবার অন্য কারণই বা কি? হজরতের সত্যিকার জীবনী ও ইতিহাস স্পষ্ট বাক্যে ঘোষণা করিতেছে যে, এই বিধবা নারীদের বিবাহকরণে এক বিশেষ গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে।

ইস্লামর ধর্ম্ম গ্রহণ করার দরুণ যেরূপ অনেক গণ্যমান্য সাহাবাকে অকথিত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল—নিজের মাতৃভূমির সুখ-সম্পদ ত্যাগ করতঃ শত শত কষ্টকে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল, ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত বহু স্ত্রী লোককেও উক্ত বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। কেহ বা স্বামীর কেহ বা অন্য কাহারও সহিত হাবসা ও মদিনায় হিজরত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, উঁহাদের মধ্যে কাহারও বা স্বামী বিদেশে প্রাণ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে একাকিনী নিঃসহায় অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছিলেন; আর কেহবা সাথী-হারা হইয়া বিষাদ সিন্ধুতে নিমগ্ন হইতে চলিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার সহচর সহচরিগণের কষ্ট দেখিতে বা কাহারও কোন প্রার্থনা ব্যর্থ করিতে পারিতেন না। ৩য় হিজরী হইতে ৭ম হিজরী পর্য্যন্ত যে ৮ জন পত্নী তিনি গ্রহণ করেন, তন্মধ্যে কয়েক জন উল্লিখিত শ্রেণীভুক্ত। হজরত উম্মে হবিবা (রাঃ) যিনি স্বামীর সহিত হাবসায় হিজরত করিতে গিয়া বিধবা হন, দুঃখে ও কষ্টে পরদেশে তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। আবু সুফইয়ানের (রাঃ) ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী লোকের দুলালী শুধু ইস্লাম ধর্ম্মের খাতিরে আজ সুদূর হাবসায় স্বামীহীনা নিঃসহায়া অবস্থায় দুঃখ-সাগরে নিমগ্না করুণার মূর্ত্তি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য মদিনা হইতেই তাঁহাকে স্বীয় পত্নী রূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সব দুঃখ ভুলাইয়া দিলেন, আবুসুফীয়ান নিজে ইস্লাম গ্রহণ না করিলেও এই বিবাহে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন, হজরত জয়নাব জহশের মেয়ে, কোরেশ কুলে তাঁর জন্ম, সম্বন্ধে রসুলের (দঃ) ফুফুতো বোন, জায়েদ নামে হজরতের এক বিশ্বস্ত ও প্রিয় দাশের সহিত হজরত নিজেই ইঁহার বিবাহ দেন। কুলীন ঘরের মেয়ে একজন দাসের সহিত কোনরূপেই বনিবনাও করিয়া লইতে পারিলেন না। কলহ কুন্দল সহ্য করিতে না পারিয়া জায়েদ নিজেই একদিন রসুলের (দঃ) নিকট আসিয়া বলিলেন—

ان زينب اشتد عنها السايت و انا اريد ان اطلقها -

অর্থাৎ জয়নাব বড় বাড়া বাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন আমি তাঁহাকে তালাক দিতে চাই

فتح الباري سورة احزاب) طبقات ج ٨ س ٧٣

(ফতহোল বারী, সুরা আহজাব, ত্বকাত ৮ম ভাগ ৭২ পৃঃ)

হজরত তাঁহাকে বুঝাইলেন—

(و ان تفعل الخ قرآن كريم)

কিন্তু কোন ফল হইল না জায়েদ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেনই! এবার জয়নাব মনে মনে রুষ্ট হইলেন, কারণ হজরতই এই বিবাহ দিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য হজরত তাহারও পাণি গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন। রসুলুল্লাহ সমগ্র মোমেনের পিতৃতুল্য, সুতরাং তাঁহার পত্নিগণ তাহাদের মাতৃতুল্য এই ধারণা প্রত্যেক মুসলমানের ও হাদিস হইতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—

(انما انا مثل الوالد الخ (بخاري

"আমি তোমাদের পিতৃতুল্য" অনেক স্ত্রীলোক ام المؤمنين বা মোমেন বর্গের মাতৃপদ লাভের আশায় নিজেই রসুলুল্লার নিকট আসিয়া তাঁহার পত্নীত্ব গ্রহণ ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন (বোখারী) (بخاري) রসুলুল্লার সংসর্গ লাভই তাঁহার পত্নীবর্গের সুখ সম্পদ ছিল, হজরত উমরের মেয়ে হজরত হাফসাও ঠিক এইভাবে বিবাহ সুত্রে আবদ্ধ হন, হজরত উম্মে সলমার বিবাহও ঠিক এই ভাবেই হয়, তিনি একজন প্রসিদ্ধ বণিক ও খ্যাতনামা দাতার মেয়ে।

অর্থাৎ পরোক্ষভাবে অর্দ্ধ উলঙ্গ ধুতিকে রাজা রামমোহন রায় "bad and unclean" কদর্য্য ও অপরিষ্কার বলিয়া না-পছন্দ করিয়াছেন। মওলানা মোঃ আকরম খান সাহেব বলিয়াছেন—"বাস্তবিকই কথাটা অনেকের কাছে বিশেষ প্রীতিকর না হইলেও সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের ব্যবহৃত ধুতি—বিশেষতঃ বাবু সাহেবদিগের সৌখিন ধুতিগুলি ভব্যতা ও শ্লীলতার ধার মোটেই ধারে না। কোন সুনিপুণ শিল্পী সিক্ত-বসনা ও সদ্য-স্নাতার আকারান্তর করিয়া এদিককার আর্টটাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিলে আর পুলিশ কমিশনার সাহেব তাহাকে তাহা প্রকাশ করিতে বাধা না দিলে, এ সব ব্যাপারের Documentary evidenceও সঙ্গে সঙ্গে পেশ করিয়া দেওয়া যাইতে পারিত। যে ইংরেজের অনুকরণ করিয়া আজ এই ধুতিকে জাতীয় পোষাক আখ্যা দেওয়া হইতেছে, ধুতিধারীদিগকে তাহারা নিজেদের ভাষায় যে বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন, বাঙ্গলায় তাহার ভব্যতর অনুবাদ হইতেছে—অর্দ্ধদিগম্বর।"

মানুষ হিংসা ও জিদের বশবর্ত্তী হইলে ভাল মন্দ কিছুই দেখিতে পায় না। ভারতের হিন্দু সমাজের উপর মুস্লিম কাল্চারের প্রভাব দেখিয়া মিঃ গান্ধি হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া নিজের সমাজের কি অনিষ্টসাধন করিতেছেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। হিন্দুরা মুসলিম কাল্চারের দান প্রত্যাখ্যান করিলে আবার সেই দ্রাবীড় যুগে গিয়া পৌছিবেন। মিঃ গান্ধি মুস্লিম জাতীয় পোষাক আচকন-পায়জামাকে খানসামার পোষাক বলিয়াছেন; অর্থাৎ পরোক্ষভাবে মুসলিমকে খানসামার জাতি বলিয়া গালি দিয়াছেন। গালি দেওয়া দুর্ব্বলতার লক্ষণ, আর ক্ষমাই মহতের কাজ। আমরা সহজেই এই দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করিতে পারি। কিন্তু আজ বহুদিন পরে মাত্র একটী কথায় মওলানা মোহম্মদ আলীর সাধের 'মহাত্মাজীর' মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইল। তিনি আচকান পায়জামাকে খানসামার পোষাক বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতের বাহিরে দুনীয়ার সর্ব্বত্র তাঁহার স্বজাতীয় ধুতিওয়ালা হিন্দুকে বিশ্ববাসী কি চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাহা একবার তলাইয়া দেখিলেন না। এক ভারত ছাড়া এশিয়া, ইউরোপের কোন দেশের কোন সভ্য জাতি ধুতি পরিধান করেন না। এমন কি চীন, জাপান প্রভৃতি "বৃহত্তর ভারতে"ও ধুতি চাদরের কোন আদর নাই। আচকান পায়জামা পরিহিত ভারতীয় মুসলিমকে নাটালের অধিবাসীরা কত সম্মান করিয়া থাকেন তাহা মিঃ গান্ধি তাহার ইংরেজী আত্মচরিতে স্বীকার করিয়াছেন। আচকান-পায়জামা পরিধান করিয়া দুনয়িার সর্ব্বত্র সম্মানের সহিত ভ্রমণ করা যায়। কিন্তু ধুতিওয়ালা ভারতীয় হিন্দুগণকে সভ্য জগত কি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাহা আমি নিজে কিছু না বলিয়া মিঃ গান্ধির স্বজাতীয় লেখকদের মুখ দিয়া শুনাইতেছি। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে তেজারত ও রাজনীতি ক্ষেত্রে দুনিয়ার প্রভুত্ব লইয়া বড়ই রেষারেষি চলিতেছে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই প্রোপাগেণ্ডা চালাইবার জন্য ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড প্রভৃতি দুই একজন আমেরিকান ভারতবাসীর জন্য মুখরোচক দুই একটা কথা বলিয়া থাকেন। তাই হিন্দু নেতা ও সংবাদপত্র সম্পাদকগণ আমেরিকাকে একমাত্র ভারত বন্ধু বলিয়া মনে করেন এবং আমেরিকার নামে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠেন। কিন্তু আমেরিকা ভারতীয় হিন্দুকে কি চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাহা ডাঃ রবীন্দ্রনাথের সহিত আমেরিকান ইমিগ্রেশন কর্ম্মচারীর ব্যবহার দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। (ক্রমশঃ)

স্পেনে মূর-সাম্রাজ্য *

(মওলবী আবদুল কাদের)

[সূচনা]

স্পেনের ইতিহাস একটা বিষাদ-ময় বৈসাদৃশের ইতিহাস। দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে বীরবর তারেক ভিসিগথদের বাসভূমি মুস্লিমগণের বিজিত রাজ্যাবলীর দীর্ঘ তালিকার সহিত সংযুক্ত করেন। মুস্লিম রাজন্যবর্গের অধীনে স্পেন প্রায় আট শত বর্ষ পর্য্যন্ত সমগ্র ইউরোপের সম্মুখে একটা সুশিক্ষিত, সুসভ্য ও অত্যুন্নত রাজ্যের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। উহার উর্ব্বরা প্রদেশ সমূহ বিজেতাদের যত্ন ও ইঞ্জিনিয়ারিং, কৌশলে দ্বিগুণ ফলপ্রসূ হইয়াছিল। গোয়াডেল কুইভার এবং গোয়াডিয়ানার উর্ব্বরা উপত্যকা সমূহে অসংখ্য নগরীর উৎপত্তি হইয়াছিল (হায়! আজ কেবল তাহাদের নাম-ই অতীত গৌরবের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিতেছে)। ইউরাপের অপর কোথাও তখন পর্য্যন্ত শিক্ষার উৎকর্ষ না হইয়া থাকিলেও স্পেনে সাহিত্য, শিল্প-কলা ও বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কেবল মূরদের নগরাবলীতেই যে জ্ঞান নিঝ রিণী-প্রবাহিত হইত, উহা পান করিবার জন্য ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া স্পেনে সমবেত হইত! আন্দালুসিয়ার (স্পেনের) ডাক্তার ও সার্জ্জনগণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। এই বিদ্যালোচনার জন্য রমণীদিগকেও প্রোৎসাহিত করা হইত; কার্দ্দোভার অধিবাসীদের মধ্যে মহিলা ডাক্তারের অভাব ছিল না। অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও উদ্ভিদ্-বিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন ও ব্যবহার-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে স্পেনে গমন ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। মূরগণই কৃষিক্ষেত্রের ব্যবহারিক কার্য্য, জলসেচনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, পূর্ত্ত যন্ত্রাদি ও অর্ণবযান নির্ম্মাণ কৌশল, বস্ত্র-বয়ন এবং খোদক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার ও রাজমিস্ত্রীর কার্য্যের পূর্ণতা সাধন করিয়াছিল। শান্তির রক্ষার ন্যায় যুদ্ধ-বিদ্যা চর্চ্চায়ও তাহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তাহাদের নৌ-বহর ফাতেমীয় খলিফাগণের সঙ্গে ভূমধ্য সাগরের প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ করিত, তাহাদের সৈন্যগণের তরবারি ঘূর্ণনে খৃষ্টান রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ হইত। খৃষ্টানদের জাতীয় বীর শিড্ স্বয়ং দীর্ঘকাল মূরগণের পক্ষে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং একমাত্র শিক্ষা ব্যতীত অপর সকল বিষয়েই অর্দ্ধ-মূরের অধিক ছিলেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে একটা রাজ্যকে বৃহৎ ও সমৃদ্ধ করিতে এবং সভ্যতা ও উন্নত-রুচির দিকে পরিচালিত করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, মুস্লিম স্পেনে তৎসমুদয়ই বিদ্যমান ছিল।

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মূরদের সর্ব্বশেষ আশ্রয় স্থান ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলার হস্তগত হইল। গ্রানাডার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র স্পেনের গৌরব-রবি চিরতরে আঁধারে ডুবিল। যে স্থানে একদা বিজ্ঞানের সার্ব্বভৌম প্রাধান্য ছিল, সেই স্পেনের ডাক্তারেরাই অজ্ঞতা ও অক্ষমতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিল, সেই দেশেই নিউটন ও হার্ব্বির আবিষ্ক্রিয়া ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া দণ্ডনীয় হইল। সে যুগে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, সে যুগে যে দেশে সর্ব্ব-সাধারণের ব্যবহার্য্য ৭০টী পুস্তাকালয় বিদ্যমান থাকিয়া পণ্ডিতবর্গের মনের খোরাক যোগাইত, যে রাজ্যের একটীমাত্র নগরে কার্দ্দোভায় জগৎ-বাসীর উপকারার্থে ৫লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল, মূর-নির্ব্বাসনের পরে সে দেশ-ই এরূপ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত হইয়াছিল যে, স্পেনের নূতন রাজধানী মাদ্রিদে এমন কি, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সর্ব্ব-সাধারণের ব্যবহার্য্য কোন পুস্তকালয় ছিল না। সেভিলের ষষ্ঠদশ সহস্র বস্ত্র-বয়ন যন্ত্রের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া উহার পঞ্চমাংশে পরিণত হইল; টলেডো এবং আল্মেরিয়ার শিল্প কলা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নগণ্য হইয়া গেল, পরিচ্ছন্নতার মধ্যে অবিশ্বাসীদের তীব্র গন্ধ আছে বলিয়া স্নানাগারগুলি বিনষ্ট করা হইল। মূরদের কৌশলপূর্ণ জল সেচনের অভাবে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি নষ্ট হইয়া গেল; উর্ব্বরা উপত্যকা সমূহ জনহীন মরুভূমিতে পরিণত হইল। যে সকল জনবহুল নগরীতে আন্দালুসিয়ার জেলাগুলি পরিপূর্ণ ছিল, তাহাদের অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া গেল এবং ভিক্ষুক, বৈরাগী ও দস্যুদল—পণ্ডিত, বণিক ও যোদ্ধৃবৃন্দের স্থান গ্রহণ করিলেন। মূরদিগকে বিতাড়িত করিবার পর স্পেনের এমনই অধঃপতন হইয়াছিল! স্পেনের ইতিহাস এতই বিষাদময় বৈসাদৃশের ইতিহাস।

মুস্লিম-শাসিত মধ্য-যুগের স্পেন এবং খৃষ্টান-শাসিত আধুনিক যুগের স্পেনের ঈদৃশ বৈসাদৃস অনেক অ-মুস্লিমের নিকট আরব্যোপন্যাসের গল্পের মত অলীক ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু "অলীক ও অসম্ভব" বলিয়া মনে হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য ও বাস্তব ঘটনা। উপরি-উক্ত অনুচ্ছেদ দুইটি আমাদের কল্পনাজাত নহে। কোন মুস্লিম ঐতিহাসিকের লিখিত গ্রন্থ হইতেও ইহা গৃহীত হয় নাই। ইহা বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক মিঃ ষ্টেন্লী লেইনপুল এম্-এ, ডি-লিট্-এর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। ঐতিহাসিক ডোজীরও ইহাই মত। মিঃ সি, টি গর্হামও তদীয় "খৃষ্টান ধর্ম্ম ও সভ্যতা" গ্রন্থে অকপটভাবে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন "যৎকালে খৃষ্টান জগতের অধিকাংশ স্থান অন্ধ-বিশ্বাস রূপ তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় ঐ ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্লাম কি করিতেছিল? খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মূরগণ স্পেন রাজ্য অধিকার করে। সঙ্গে সঙ্গে সহসা যেন মন্ত্রবলে তথায় এক অতি মনোহর সভ্যতার আবির্ভাব হইল। বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার এবং শ্রমশীলতার প্রভাবে দেশে এতই ধন সঞ্চার হইতে লাগিল যে, খৃষ্টানগণ তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া গেল। জ্ঞান-পূর্ণ আইনাবলী বিধিবদ্ধ এবং কৃষিকার্য্যের নৈপুণ্য বর্দ্ধিত হইল। রেশমের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সভ্য জগত মূরদের কাছেই ঋণী; তাঁহারাই ইউরোপে চাউল, চিনি, তুলা ও বহুবিধ কলের আমদানী করেন। তাঁহারাই বস্ত্র-বয়ন, মৃন্ময় পাত্র, লৌহ, ইস্পাত ও চর্ম্ম প্রস্তুত কার্য্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। যে সময় খৃষ্টানেরা ঈশ্বরের দোহাই দিয়া পরস্পরের গলায় ছুরি বসাইতে ব্যস্ত ছিল, সে সময় মূরগণ ব্যবসায় বাণিজ্যের তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবেষণায় নিমগ্ন থাকিয়া তদ্বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন। খৃষ্টানেরা রোগাক্রান্ত হইলে সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইত; কিন্তু মূরগণ সে ক্ষেত্রে ডাক্তার বা অস্ত্র-চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিত। রোম ও কনষ্টান্টীনোপোলের খৃষ্টান কর্ত্তারা যখন পৃথিবী সমতল বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন, সে সময় স্পেন দেশীয় আরবগণ সাধারণ বিদ্যালয়ে কাষ্ঠময় গোলক দ্বারা শিশুদিগকে ভূতত্ত্ব শিখাইতে নিযুক্ত ছিল। ব্যবহারিক বিজ্ঞান—বিশেষতঃ জ্যোতিষ, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান, অস্ত্র-চিকিৎসা এবং সাধারণ-চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহারা যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, শত শত বৎসর পর্য্যন্ত খৃষ্টান-ইউরোপের পক্ষে উহার অনুকরণ এমন কি মর্ম্মগ্রহণ করাও সম্ভবপর হয় নাই।" স্যর হ্যারি এইচ্. জনষ্টন বলেন "বিজ্ঞানকে জীবন্ত শক্তিরূপে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য মুস্লিম প্রাচ্য ও মুস্লিম প্রতীচ্য নিশ্চিতই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। ইহার ফলেই নব-জ্ঞানোদ্ভাসিত ইউরোপ ইস্লামের হাত হইতে আর একবার জ্ঞান-বর্ত্তিকা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। মনীষী ড্রেপার তদীয় "ইউরোপের মানসিক উন্নতি" গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে স্পেনীয় মুসলিম সভ্যতার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, শিক্ষা ও সভ্যতায় মুস্লিম স্পেনই যে মধ্য-যুগের ও বর্ত্তমান ইউরোপের গুরু, তদ্বিষয়ে কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরই মত-দ্বৈধ নাই।

কেবল ইউরোপে নহে, এ দেশে অ-মুস্লিম সমাজেও এই সর্ব্ব-বাদী-সম্মত সুরের প্রতিধ্বনির অভাব নাই। পরলোকগত বিজয় চন্দ্র মজুমদারের 'প্রাচীন সভ্যতা'র এবং অধ্যাপক বীরেন্দ্র নাথ সেন গুপ্তের ইস্লাম-গৌরবের পাঠকগণের নিকট সে প্রতিধ্বনি অপরিচিত নহে। বাঙ্গলার মুস্লিম ঐতিহাসিকগণও সেই অভূতপূর্ব্ব সভ্যতার সহিত সর্ব্ব-সাধরণকে পরিচিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইউরোপের শিক্ষা-গুরুদের উত্থান-পতন এবং তাঁহাদের সৃষ্ট সভ্যতার কোন বিস্তৃত ইতিহাস বঙ্গ ভাষায় অদ্যাপি লিপিবদ্ধ হয় নাই। কাজেই, কি মুস্লিম—কি অ-মুস্লিম কাহারও পক্ষে তাহা সম্যকরূপে অবগত হইবার উপায় নাই।

এই অভাব দূরীকরণ-মানসেই আমরা স্পেনীয় মূর জাতির ইতিবৃত্ত ধারবাহিকরূপে "আল্-মুস্লিমে" প্রকাশ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছি। আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা সফল হউক, খোদাতালার নিকট ইহাই প্রার্থনা।

---

* Stanely Lanepoole M. A; D Litt. প্রণীত The Moors in Spain, Dozy কৃত History of the Moslems in Spain এবং অল্-মাক্কারীর History of the Mohammadan Dynasties in Spain অবলম্বনে।

কায়রোর পত্র

—:০:—

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و رضوانه

পরম ভক্তি-ভাজন ভ্রাতা সেলবর্সী সাহেব !

গত কল্য অপরাহ্নে আপনার একখানা পত্র পাইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। আমি করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার অসীম অনুগ্রহে বিদেশী ভদ্র মহোদয়বর্গ ও ছাত্র মণ্ডলী কর্ত্তৃক আশানুরূপ সম্মানিত হইলেও এবং স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি, ভালবাসা লাভ করিলেও দেশীয় ভ্রাতা ও বন্ধুগণের একটা কলমের খোঁচা আমাকে যতটা আনন্দ দান করে, তাহার তুলনা হয় না। ফলতঃ আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশ-বাসীর সহিত মানবের যে কতটা সম্বন্ধ তাহা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিতেছি। আপনি আমাকে যে উৎসাহ-বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ দান করিতেছি। নানা বিপদ, আপদ, ও দুশ্চিন্তার প্রখর উত্তাপে আমার হৃদয়-সরোবর শুষ্ক হইয়া যাইত, যদি দেশের আপন লোকদের উপদেশ-বারি আমার হৃদয়ে বর্ষিত না হইত।

নব-পর্য্যায়ে প্রকাশিত আপনার 'আল-মুস্‌লিম' আজ ২।৩ সপ্তাহ হইতে পাইতেছি। আপনার প্রেরিত আল্-মুস্‌লিমের বড় প্যাকেটটা কেন যে পাইলাম না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।

আপনি যে দেশের 'মোল্‌হেদ' দিগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে প্রাণের মধ্য হইতে ধন্যবাদ দান করিতেছি। নির্ব্বোধ লোকগুলি ইসলামের কোন সংবাদ রাখে না—কেবল জড়বাদীদের লিখিত কতকগুলি পুঁথি মুখস্থ করিয়া মনে করিতেছে দুনিয়ার সমুদয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের মালিক তাহারা হইয়া গিয়াছে। আপনার ছাঁফের সালাম আমি সানন্দে গ্রহণ করিলাম, পক্ষান্তরে আমিও তাঁহাদিগকে প্রতিসালাম জ্ঞাপন করিলাম।

আজ আপনাকে একটা শোক সংবাদ কাগজে ছাপাইবার জন্য জ্ঞাপন করিতেছি। আবুসঈদ আরাবীর অন্তর্দ্ধানে আমরা বড়ই শোকাভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আশা করি, সংবাদটী কাগজে প্রকাশ করিবেন। আপনাদের মঙ্গল কামনা করিতেছি।

আরাবীর মহা-প্রয়াণ

অশ্রু-পূর্ণ নয়নে, শোকাভিভূত হৃদয়ে দেশবাসীকে জানাইতেছি যে, পাঞ্জাব নিবাসী বিখ্যাত নির্ব্বাসিত নেতা বহু ভাষায় সুপণ্ডিত মওলানা আবুসঈদ আরাবী "মোজাহেদ" সাহেব আর ইহ-জগতে নাই। তিনি যক্ষ্মা-রোগে কায়রো শহর হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে "হালোয়ান" নামক স্থানের Sanatorium Foad হাঁসপাতালে গত ২৯শে জুলাই (১৯২৯ ইং) তারিখে ইহলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত আলেমকুল-শিরোমণি মওলানা নজির হোসেন সাহেবের নিকট কোরাণ, হাদিস ও জেহাদের মূলতত্ত্ব শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, আমি তাঁহার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইসলামের জন্য ও মাতৃভূমি ভারতবর্ষের নিমিত্ত জেহাদ করাকেই জীবনের মূলমন্ত্র-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। তিনি জেহাদের বীজ মন্ত্র-স্বীয় হৃদয়-ক্ষেত্রে বপন করিয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেন্টের সন্দেহ নয়নে পতিত হওয়ায় ভারত-ভূমি ত্যাগ পূর্ব্বক এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের অধিকাংশ প্রধান দেশে গমন করেন। তিনি যেখানেই গমন করিয়াছেন সেইখানেই স্বীয় জীবনের উদ্দেশ্যাবলী প্রচার করিয়াছেন। ২৫ বৎসরাধিক কাল গত হইল তিনি মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক তাঁহার ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ হওয়াতে তিনি পুনরায় মাতৃভূমির মুখ দর্শন করিতে পারেন নাই।

তিনি জীবনের অধিকাংশকাল তুর্কি দেশেই অতিবাহিত করিয়াছেন এবং অবশেষে তুর্কিরূপে অন্য দেশবাসীর নিকট নিজের পরিচয় দান করিতেন। তিনি বিখ্যাত তুর্কি নেতা আন্‌ওয়ার পাশার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, তিনি আহারে-বিহারে, খোশগল্পে ও রাজনীতি আলোচনা কালে অধিকাংশ সময় আন্‌ওয়ার পাশার সঙ্গীরূপে জীবন যাপন করিতেন। তিনি ত্রিপোলী যুদ্ধক্ষেত্রে ও বলকান সমর-প্রাঙ্গণে তুর্কি সৈন্যের সাহায্যার্থে যোগদান করিয়াছিলেন এবং প্রতি যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই তিনি অসমসাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া আন্‌ওয়ার পাশার হৃদয় আকর্ষণ করিতেন।

তিনি সৈয়দ জামালুদ্দিন আফ্‌গানীর পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তুর্কি দেশ হইতে উর্দ্দু, তুর্কি, আরবী প্রভৃতি প্রাচ্য-ভাষায় একখানি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি নিজের মতবাদ প্রচার করিতেন এবং সমুদয় প্রাচ্য জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করিতে উত্তেজনা-মূলক প্রবন্ধ লিখিতেন। তখন হইতে তিনি "মোজাহেদ" নামে তুর্কি প্রভৃতি ইস্‌লামী দেশ সমূহে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গত "বড় যুদ্ধে" তিনি তুর্কি গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক মেসোপটেমিয়া সমরক্ষেত্রের নিমিত্ত سفير বা রাজদূত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত কার্য্য তিনি এত সুচারুরূপে সমাধা করিয়াছিলেন যে, আন্‌ওয়ার পাশা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি flag of honour উপহার দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু মোজাহেদ এই বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন যে, "আমি আল্লার সম্মান ব্যতীত কোন সম্মান চাই না, কারণ ভারতোদ্ধার আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, আমি সম্মান লইয়া কি করিব ?

তিনি আন্‌ওয়ার পাশার পতনের পর জার্ম্মাণ ও রুসিয়া দেশ সমূহে গমন করেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন তাঁহার নিজ মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। এইরূপে তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ বেশ আরামে আয়েসে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পূর্ব্বে তিনি রুসিয়ার লেনিন গ্রাডে নাস্তিক বলশেভিক গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী রক্ষা করার অপরাধে (?) ধৃত হন ও কারাগৃহে গমন করেন। উক্ত কারাগৃহে অবস্থান কালে তিনি দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া কারামুক্তি লাভ পূর্ব্বক চিকিৎসার্থ জার্ম্মাণ দেশে গমন করেন। তথায় কয়েক মাস চিকিৎসার পর কিছু সুস্থতালাভ করিলে জার্ম্মাণ ডাক্তারদের উপদেশ অনুসারে মিসর দেশস্থ হালোয়ান নামক স্থানের "ফোয়াদ হাঁসপাতালে" সম্পূর্ণ নিরাময় হইবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। কিন্তু কপালের লেখা কে খণ্ডন করিতে পারে? সেই হাঁসপাতালেই যে তাঁহার জীবনের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে, তাহা তিনি [illegible] মৃত্যুর ছয় মাস [illegible] হইতে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পাশ ফিরিবার ক্ষমতা ছিল না, ডাক্তারগণও হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন; তখন তিনি আমাদের নিকট প্রায়ই বলিতেন "মৃত্যুকে আমি অতি তুচ্ছ জিনিস মনে করি। মৃত্যুর জন্য আমি কিছুমাত্র ভীত বা চিন্তিত নই, কিন্তু জীবনে আমার একটা দুঃখ বা আফ্‌সোস্ থাকিয়া গেল যে, আমি বহু চিন্তার পর যে শেষ প্রোগ্রাম বা কার্য্য-তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হইলাম না।" তিনি বাসনা করিয়াছিলেন, শরীর সুস্থ হইলে হেজাজে গমন পূর্ব্বক মুস্‌লিম রাজন্যকুল শিরোমণি সোলতান আবদুল আজিজ বেন সউদের সহিত রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ করিবেন এবং মক্কাশরিফ হইতে ইস্‌লামী রাজনীতি সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনার্থে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবেন। এমন কি তিনি সোলতান ইবনে সউদের পক্ষ হইতে কোয়রো শহরে শেখ ফউজান নামক যে রাজদূত আছেন, তাঁহার সহিত হেজাজ গমন সম্বন্ধীয় সমুদয় ব্যবস্থা ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এখন হইতে সাত মাস পূর্ব্বে তাঁহার শরীরে যে শক্তি ছিল তাহার দ্বারা তিনি সমুদয় স্থানে অনায়াসে গমন করিতে পারিতেন। মাসের মধ্যে অন্ততঃ ২।৩ বার কায়রো শহরে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিতেন। তিনি প্রায়ই আমাদের "রোওয়াকে" আসিয়া হিন্দুস্থানী প্রণালীতে রন্ধন করা খাদ্য ভক্ষণ করিয়া যাইতেন। তিনি শেষ জীবনে ভারতীয় খাদ্য খাইবার নিমিত্ত বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তজ্জন্য যতদিন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন, কোন স্থানে গমন করা দূরে থাকুক পাশ ফিরিয়া শয়ন করিতেও পারিতেন না, ততদিন আমরা রোওয়াকের কতিপয় ছাত্র মিলিয়া পালাক্রমে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ভাল হিন্দুস্থানী খাদ্য রন্ধন করিয়া লইয়া যাইতাম। তিনি আমাদের 'খানা' দেখিলে হাঁসপাতাল প্রদত্ত "প্রথম শ্রেণীর" আহার্য্য ত্যাগ করিয়া তাহাই আহার করিতেন।

যখন তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ লাভ হইত তিনি আমাদিগকে জগৎ সম্বন্ধীয় নূতন নূতন কথা শুনাইতেন। তাঁহার বর্ণনা করিবার এমন শক্তি ছিল যে, আমরা তাহা শ্রবণ করিতে করিতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। তিনি যখন যে দেশের কথা বর্ণনা করিতেন, তখন মনে করিতাম যেন সেই দেশেই আমরা অবস্থান করিতেছি।

যাহা হউক তাঁহার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া গিয়াছিল তাই তাঁহাকে জগতের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইয়াছে, ইহাতে দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা বিশেষ দুঃখিত এই যে, তাঁহার মৃত্যুকালে আমরা কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতে পারি নাই। কয়েক দিবস আমি নিজের কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, হালোয়ানে যাইতে পারি নাই। আমিও বুঝিতে পারি নাই এত শীঘ্র তাঁহার আয়ু শেষ হইবে কিনা। হঠাৎ একদিন কোন ছাত্র বন্ধু আমাকে সংবাদ দিয়া গেলেন যে "আবুসঈদ সাহেবের অবস্থা ভাল নহে এবং আপনাকে তিনি দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কি কথা বলিবার জন্য। এমন কি তিনি আপনাকে রেল ভাড়া দিতে পয়সা বাহির করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সে পয়সা গ্রহণ করি নাই, ইত্যাদি।" আবু সঈদ সাহেব মনে করিয়াছিলেন আমি পয়সাভাবে তাঁহার নিকট যাইতে পারিতেছিনা, তাই তিনি রেলভাড়া দিতে গিয়াছিলেন। যাহা হউক, সংবাদ শুনিবার পর সেদিন আর হালোয়ান যাইবার সময় না থাকাতে তৎপর দিবস আরও ২।৪ জন বন্ধু-বান্ধবকে সঙ্গে লইয়া হালোয়ান গমন করি। যখন হালোয়ানের হাঁসপাতালে উপস্থিত হই, তখন কর্ম্মচারীদিগকে আমাদের প্রতি চকিত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া আমার সন্দেহ উপস্থিত হইল; মনে করিলাম সত্যই বা দুর্ঘটনা ঘটিল। আমরা দ্বিতলের প্রথম সিঁড়িতে প্রথম পাদক্ষেপ করিতে উদ্যত হইতেছি, অমনি একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—

عايز مين　　আমরা বলিলাম

نحن عايزون ابا سعيد عربي　তিনি বলিলেন

خلاص هو توفى من بارح (البارحة)

و دفن ايضا

[illegible] শুনিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইলাম বটে কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমরা এক নিশ্বাসে উপরে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে সব বিশ্বাস হইল। তখন আমাদের মনে যে কিভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা প্রকৃত কবিগণই প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলে হইতে পারেন। আমরা কামরা হইতে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গৃহের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। বহু সংখ্যক কর্ম্মচারী ও পীড়িত নরনারী কর্ত্তৃক আমরা পরিবেষ্টিত হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাদের বুদ্ধি যেন লোপ পাইয়াছিল। কাহার মুখে কোন কথা নাই। জনতাও ফ্যাল ফ্যাল নয়নে আমাদের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। তাহারাও আমাদিগকে কিছু বলিতে যেন সাহসী হইতেছে না। আমি আকাশ পানে চাহিয়া রহিলাম, দেখিতে পাইলাম খণ্ড-কয়েক বারিহীন শুভ্রমেঘ "মোজাহেদের" Flag of Honour রূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। নজর ফিরাইয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলাম, দেখিলাম অদূরে বৃক্ষ পল্লবহীন নীরস ঈষৎ লালবর্ণের মোকাত্তম পাহাড়টা খাড়া হইয়া 'আরাবীর' মৃত্যু সংবাদ দান করিতেছে। বামে নজর করিলাম দেখিতে পাইলাম নীল নদীতটে দুইটী পিরামিড্ (বা আহরাম) গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আবুসঈদের মহাপ্রয়াণে শোকগীতি গাহিতেছে! আসুন আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার জন্য করুণাময়ের নিকট দোওয়া করি:—

اللهم اغفر له و اعف عنه و ارحم عليه انك

انت الرحمن الرحيم و الغفار الكريم الخ

মোহাঃ আবদুল মান্নান হিন্দি
৬নং শারে কেয়ারিয়া
কায়রো (ইজিপ্ট)

জীবন্ত-সমাধি

[মৌঃ আনিছোর রাহমান রসুলপুরী]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কি বলিব হায়
বুক ফেটে যায়,
প্রকাশিতে ব্যথা
প্রাণে নাহি সয়
কারে বা দেখাই খুলিয়া হৃদয়
কি যাতনা-বিষে পরাণ জ্বলে।

এই অনুভূতি
অন্তর আমার,
ভবিষ্যৎ চিত্র
দেখে পরিষ্কার,
নিশ্চয় নিশ্চয় এ পাপে সংসার
ডুবিবে ডুবিবে অতল-তলে।

অথবা এ পাপে
শিহরি মেদিনী,
অচিরে এ সৃষ্টি
নাশিবে এমনি
ঘোর ভূ-কম্পনে প্রলয় স্বননে
পূর্ব্বানুভূতি জাগায়ে প্রাণে।

ইন্দ্রিয়ের দাস
দুর্ম্মতি নিচয়,
এক বারো' মনে
ভাবে নাকি হায়,
কঠোর আদেশ বিশ্ব-বিধাতার
কর্ম্মফল ভোগ না গণে মনে।

আপাত-মধুরে
সকলি ভুলিয়া
অহো! কি নির্ম্মম
পাষণ্ড সাজিয়া
হে কামুক দল, হানিছ নিয়ত
কেমনে খড়্গ আপন কূলে?

এ দৃশ্য হেরিয়া
মরমে মরিয়া
যামিনী-সুন্দরী
তারো কাঁদে হিয়া
নয়ন-আসারে ধরণীর বুকে
দেয় ভাসাইয়া শিশির-ছলে।

হে সমাজ হের
কর প্রতিকার
মদ, গাঁজা নেশা
বেশ্যা, ব্যভিচার
নহিলে তোমার [illegible]
[illegible] ধরণী-তলে।

হিন্দু মোছলমান
সবাই মিলিয়া
যত ব্যভিচার
দাও উঠাইয়া
নয়ন-সমক্ষে রাখিও না আর
হেন কলঙ্কী নারকী-দলে।

এতদ্দেশের হীন-রুচি-সম্পন্ন অর্থশালীদের বিশেষ রূপে বহু জমিদারের অধিকৃত হাট-বাজারে বেশ্যার পসার বৃদ্ধির সহায়তা করা হইয়া থাকে। প্রজার নিকট খাজনার টাকা প্রতি কিছু বাজে খরচ আদায় করিয়া তদ্দ্বারা বারোয়ারী নামক মেলার সৃষ্টি ও তাহাতে গণিকাগণ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়, যাত্রা, থিয়েটার হইতে আরম্ভ করিয়া কবির টপ্পা এবং বেহায়ামীর চূড়ান্ত সীমা অর্দ্ধোলঙ্গ খেমটা নাচের দক্ষিণাও প্রজার নিকট লক্ষ তাহাদের গলদঘর্ম্ম ও কষ্টোপার্জ্জিত শোণিত-সম অর্থ দ্বারা দেওয়া হইয়া থাকে। শতকরা ২১ জন ছাড়া এদেশের অধিকাংশ জমিদার এবং সুদি মহাজন ওরফে "মহাজন"গণের অবৈধ উপায়ে অর্থ শোষণ ও অত্যাচারের ফলে সাধারণ কৃষিজীবিগণ সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। জ্ঞানহীন মূর্খ প্রজা ও খাতককুল বানরের ন্যায় এই সকল খেলোওয়াড়গণের ইঙ্গিতে নাচিতেছে, হাসিতেছে ও কাঁদিতেছে। প্রজার নিকট বৎসর বৎসর বৃদ্ধিহারে খাজনা, কালীবৃত্তি, ঈশ্বরবৃত্তি ও অন্যান্য নানা প্রকার পার্ব্বণী ইত্যাদি আদায় করতঃ তদ্দ্বারা প্রজাগণের জ্ঞানোন্মেষজনক স্কুল, মাদ্রাসা আদি স্থাপন করতঃ প্রজাগণকে সভ্য, শিক্ষিত ও ধার্ম্মিকরূপে গঠন করিবার পরিবর্ত্তে উপরের বর্ণিত ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের আর্থিক ও নৈতিক অধঃপতনের ব্যবস্থা করিয়া ইহারা ধন্য হইতেছেন। অদৃষ্টের এমনই বিড়ম্বনা—দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও নিরক্ষর প্রজাকুলের এবম্প্রকার অধঃপতনের দিকে মনোযোগ দিতেছেন না। বাধ্যতামূলক শিক্ষা দ্বারা প্রজার জ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন না। দেশের স্বার্থপর জমিদার ও মহাজনগণ প্রজার ও খাতকের অর্থে তাহাদেরই সর্ব্বনাশ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কথায় বলে "যাদের শীল তাদেরই নোড়া, ভাঙ্গি

মশারেকী

আফগানিস্তানে অশান্তি

গার্দ্দেজ অবরুদ্ধ

খোস্তে আবার তুমুল যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। জেনারল মুহাম্মদ সাদিক গার্দ্দেজ হইতে বাহির হইয়া একটা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ফলাফল সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ আক্রমণের পর নাদির খাঁর অধীন উপজাতির সৈন্যেরা জেনারেলের ভ্রাতা শা মহম্মদ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া গার্দ্দেজ দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গটি এখনও অবরুদ্ধ হইয়া আছে। আমীর হবিবুল্লার বিস্তর সৈন্য লোঘার উপত্যকা ও আলটিমুর গিরিপথ হইয়া অগ্রসর হইতেছে। ঐ গিরিপথ এখন আমীর হবিবুল্লার অধীন; তথা হইতে গার্দ্দেজ অঞ্চলে যাওয়া যায়। এদিকে আর এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, দুই জন শাহজাদা সর্দ্দারের নেতৃত্বে হাজরাদের একদল প্রতিনিধি কাবুলে আমীর হবিবুল্লার নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে গিয়াছে।

ইঙ্গ-মিসর সন্ধিতে উল্লাস

মুহম্মদ পাশার বিবৃতি

মিসরের রাজা ফোয়াদ ও প্রধান মন্ত্রী মুহম্মদ পাশা ইউরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মিসরে এক বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী মুহাম্মদ পাশা বলেন—ইউরোপে গিয়া মিসরীয় সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করার অভিপ্রায় আমার ছিল না। কারণ আমার ধারণা ছিল যে, এখনও সে সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত সময় আসে নাই। কিন্তু লণ্ডনে গিয়া দেখিলাম ব্যাপার অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া আমি আলোচনায় সম্মত হইলাম। কেন না—এই সুযোগ পরিত্যাগ করিলে আমি কর্ত্তব্যে ত্রুটির জন্য দায়ী হইতাম। প্রধানতঃ চারিটি শর্ত্ত মীমাংসার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সেগুলির আলোচনা করায় মুহাম্মদ পাশা বলেন—সুয়েজ খাল রক্ষা করা গুরুতর ব্যাপার। মিসরের যে সৈন্য বল আছে তাহা দ্বারা এ কাজ সম্ভবপর হইবে না। কাজেই বিদেশীর সঙ্গে এ বিষয়ে সহযোগিতা করিতে হইবে। এই ভাবিয়াই আমি সুয়েজ খাল রক্ষার ভার ইংরাজের হাতে দিতে রাজী হইয়াছি। আমার বিশ্বাস প্রস্তাবিত সন্ধি স্বাক্ষরিত হইলে ইঙ্গ-মিসরের মৈত্রী বন্ধন আরও দৃঢ় হইবে। ইহার ফলে প্রস্তাবিত সময় অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই বৃটেন সম্ভবতঃ সুয়েজ খাল রক্ষার ভার আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। মিসর প্রবাসী বৈদেশিকের কথা উত্থাপন করিয়া মুহাম্মদ পাশা বলেন,—অতঃপর মিসর বৈদেশিকের প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিবে। বৈদেশিকের স্বার্থরক্ষার জন্য এখন হইতে দ্বিগুণ চেষ্টা করা হইবে। পরিশেষে তিনি বলেন—বহুদিন ধরিয়া যে বিরোধ চলিতেছিল—এবার তাহার গৌরবময় অবসান হইল।

দূরদর্শী পাহ্‌লবী

নরওয়ের সহিত সন্ধি

তেহরানের ২৫শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, পারস্য এবং নরওয়ে এই দুই দেশের ভিতর যে অস্থায়ী সন্ধি হইয়াছিল, আগামী ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। অস্থায়ী সন্ধির মেয়াদ যাহাতে আগামী ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হয়, সে জন্য নরওয়ে পারস্যকে অনুরোধ করিয়াছেন। এদিকে স্থায়ী সন্ধি স্থাপনের কথা-বার্ত্তাও চলিতেছে।

হেজাজের সহিত সন্ধি স্বাক্ষরিত

গত ২৪শে আগষ্ট হেজাজের সহিত পারস্যের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হইবার পর হেজাজ-মিশন পারস্যের শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শাহ মিশনের প্রত্যেক সদস্যকে উপহার প্রদান করিয়াছেন এবং তাঁহাদের হস্তে হেজাজের রাজাকে দিবার জন্য একটি বহুমূল্য উপহার এবং একখানি বন্ধুত্বসূচক পত্র প্রদান করিয়াছেন। ঐদিন প্রাতে মিশন পারস্য ত্যাগ করিয়াছেন।

পারস্যের পূর্ব্ব বিভাগের মন্ত্রী খোরাসানের গভর্ণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধি

আর এক সংবাদে প্রকাশ যে, রোম নগরীতে পারস্যের যে দূত আছেন, তাঁহাকে হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত স্থায়ীভাবে সন্ধি সংস্থাপনের জন্য পারস্য গবর্ণমেণ্ট ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

শাহের সতর্কতা

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উত্তর ককেসস অঞ্চলে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যাহাতে উক্ত রোগ পারস্যে প্রবেশ করিতে না পারে, সে জন্য পারস্য সীমান্তের স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিতে আদেশ করা হইয়াছে।

প্যালেষ্টাইনে অশান্তি

আরব ও ইহুদীতে মনোমালিন্য

বায়তুল-মুকাদ্দসে আরব ও ইহুদীর মনোমালিন্য ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে শতাধিক ছোরাধারী আরব, প্রার্থনারত কতিপয় ইহুদীকে আক্রমণ করিয়া কয়েক জনকে জখম করিয়াছিল এবং ইহুদীদের প্রার্থনা পুস্তক ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল—ইহার পর হইতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ ঘনাইতে থাকে। গত দুই তিন দিন ধরিয়া জেরুজালেমের রক্তারক্তি আরম্ভ হইয়াছে। রাজপথ রক্তস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। এপর্য্যন্ত আন্দাজ ২৫০ জন লোক নিহত হইয়াছে। শহরের সর্ব্বত্র সামরিক আইন জারী হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া বিমানপোতে চড়িয়া মিসর হইতে আন্দাজ ৫০০ জন বৃটিশ সৈন্য ঘটনাস্থলে হাজির হইয়াছে। মাল্টা হইতে দুইখানি রণতরী প্যালেষ্টাইন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। ইহাতে মনে হয়, ব্যাপার তথায় গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

বহু লোক হতাহত

জেরুজালেমের ২৫শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, এখানে আরও দাঙ্গা হইয়াছে। ইহাতে ছয় জন ইহুদী এবং তিন জন আরব মারা গিয়াছে। মিসর হইতে বিমানপোতে চড়িয়া প্রায় ৫০ জন সৈন্য এখানে আসিয়াছে।

বৃটিশ পুলিসের কার্য্য

ঐ তারিখের আর একটী সংবাদে প্রকাশ যে, গত কল্য যে দাঙ্গা হইয়াছে তাহাতে ১৭ জন আরব মারা গিয়াছে। খুব অল্প সংখ্যক বৃটিশ পুলিস ফৌজ তথায় উপস্থিত ছিল। শেষ পর্য্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠার ভার তাহাদের উপরই অর্পিত হয়।

রণতরী প্রেরণ

মাল্টা হইতে "সাসেক্স" নামক ক্রুজারখানি জাফা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। পতাকাবাহী জাহাজ "বারহাম" প্রস্তুত হইয়াছে—শীঘ্রই উহা জাফা অভিমুখে যাত্রা করিবে। এদিকে আবার বিমান-পোতে বাহী জাহাজ "কারেজিয়াস" সজ্জিত হইতেছে। মাল্টা হইতে প্রেরিত বিমান বহরের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও প্যালেষ্টাইনে গমন করিবে।

সৈন্য প্রেরণ

নৌবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে,—প্যালেষ্টাইনের হাই কমিশনারের অনুরোধে অদ্যই মাল্টা হইতে "সাসেক্স" ও "বারহাম" নামক রণতরী-দ্বয় প্যালেষ্টাইন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। আলেকজেণ্ড্রিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ,—বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেল যে, এক দল সৈন্য প্যালেষ্টাইনে প্রেরিত হইতেছে।

সামরিক আইন জারী

সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। সন্ধ্যা ছয়টার পর আর কাহাকেও রাস্তায় বাহির হইতে দেওয়া হয় না। জেরুজালেম হইতে বহির্দ্দেশে যে সকল তার প্রেরণ করা হয় তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে।

বৃটিশ কর্ম্মচারী নিহত

প্যালেষ্টাইন গবর্ণমেণ্টের বৃটিশ ইমিগ্রেশন অফিসার মিঃ স্টে ইহুদীদের উপর মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে গিয়া নিহত হন। অক্সফোর্ডের দুইজন আণ্ডার গ্রাজুয়েট গুরুতরভাবে জখম হয়। হার মুম্যানকে সঙ্কটজনক অবস্থায় হাঁসপাতালে নেওয়া হয়। ইহুদীদের কতকগুলি মহল্লা এবং বিখ্যাত ডিফাকন এতিম খানা আক্রান্ত হয়; কিন্তু আক্রমণকারীরা বিতাড়িত হয়।

প্যালেষ্টাইনের প্রধান ইহুদী পুরোহিত বৃটিশ সাম্রাজ্য প্যালেষ্টাইন সোসাইটীর প্রধান ইহুদী পুরোহিত মিঃ হার্জের নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছেন—'ইহুদী সমাজ বিষম বিপন্ন, সত্বর সাহায্য পাঠান।' দাঙ্গা আরম্ভ হইবার পর ২৩ জন আরব নিহত হইয়াছে এবং আরও অনেক হাঁসপাতালে আছে। মুষ্টিমেয় বৃটিশ পুলিসের উপর শান্তি রক্ষার যত রকম ঝুঁকি পড়িয়াছে। দোকান-পাট সব বন্ধ হইয়াছে। জফার নিকটবর্ত্তী তেলাভিভে দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে, এই দাঙ্গায় একজন নিহত এবং ১৩ জন জখম হইয়াছে। জেস্‌রিল উপত্যকাতেও আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। বেইসানে ইহুদী মহল্লা বিধ্বস্ত হইয়াছে। একজন ইহুদী নিহত হইয়াছে এবং ১১ জন জখম হইয়াছে।

উড়ো জাহাজ হইতে গুলি

মিসর হইতে ৬ শত বৃটিশ সেনা জেরুজালেমে পৌঁছিয়াছে। কয়েকখানা উড়ো জাহাজ জেরুজালেমের নিকটবর্ত্তী লিফতা গ্রামের উপর গমন করে এবং ইহুদীদের উপর আক্রমণরত গ্রামবাসীদের উপর গুলি বৃষ্টি করে। সমর বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্যালেষ্টাইনের হাই কমিশনারের অনুরোধক্রমে মাল্টার বৃটিশ নৌ-পোতাধ্যক্ষ প্যালেষ্টাইনে একদল সেনা পাঠাইতে আদেশ দিয়াছেন। জার্ডান অঞ্চল হইতে যাহাতে আরবেরা জেরুজালেমে না আসিতে পারে, সেজন্য একদল সেনা এলেনবীতে পৌঁছিয়াছে।

মার্কিন ইহুদীদের প্রতিবাদ

আমেরিকার ইহুদীরা জেরুজালেমের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেক চিঠি পাঠাইয়াছে। মার্কিন গভর্ণমেণ্ট দাঙ্গার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিবার জন্য জেরুজালেমের মার্কিন দূতকে আদেশ দিয়াছেন।

পোল্যাণ্ডে চাঞ্চল্য

পোল্যাণ্ডের বহু সংখ্যক ইহুদী প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে চাঞ্চল্য হইয়া উঠিয়াছে। এবং উদাসীনতার জন্য ইংরেজের দোষ দিচ্ছে। সম্প্রতি বৃটিশ দূতাবাসের নিকটে বিক্ষোভার আন্দোলন হয়। ইহার মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যাই অধিক ছিল। পুলিস খোলা তলোয়ার লইয়া ভিড় ভাঙ্গিয়া দেয়।

মুসলমান সম্পাদকদের প্রতিবাদ

লাহোরের 'সিয়াসৎ' দিল্লীর 'আলামান' ও বোম্বাইয়ের 'ডেলী খিলাফৎ' পত্রের সম্পাদকগণ এবং সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটির সেক্রেটারিগণ সংবাদপত্রে এইরূপ এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন যে, 'শোক মন্দির' সম্বন্ধে ইহুদীদের অন্যায় ও অসঙ্গত দাবী জাতি-সঙ্ঘের অনুজ্ঞাধীন প্যালেষ্টাইনের শাসক যে ভাবে সমর্থন ও কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে সাহায্য করিতেছেন, ভারতীয় মুসলমানেরা তাহা দেখিয়া দুঃখিত। তাঁহারা আরও এইরূপ আপত্তি করিতেছেন যে, জেরুজালেম ও অন্যান্য তীর্থস্থানের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার পক্ষে মুসলমানগণের যে অধিকার ও বংশ-পরম্পরাগত দাবী ছিল, বৃটিশ সরকার ও প্যালেষ্টাইনস্থিত তাঁহাদের এজেণ্টরা তাঁহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর প্যালেষ্টাইন ও অন্যান্য দেশ তাঁহাদের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে চান। আরব বৃটিশ সরকারের ইহুদী পক্ষপাতী স্বেচ্ছাচারমূলক এই নীতির জন্য ইসলাম দেশ সমূহের বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত করিবে ও করিয়াছে। মুসলমান জনসাধারণ ইহাতে বিশেষ উত্তেজিত হইবে, তাহার ফল অগ্রাহ্য করা অথবা সামান্য মনে করা ঠিক নয়।

টালাভিভে হাঙ্গামা

নিহত আরবদিগের শবানুগমনকারী মুসলমানগণ শোভাযাত্রা হইতে বাহির হইয়া আক্রমণ করায় টালাভিভে হাঙ্গামা ঘটে। এ জন্য পুলিস গুলি চালায়। ফলে ৬ জন আরব নিহত হইয়াছে।

সিটি কাউন্সিলের বিবরণ

জেরুজালেম সিটি কাউন্সিল কর্ত্তৃক একটি বিবৃতি বাহির করা হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ যে, আরবেরা মানায়ে হুদা এবং সারহেসোদ নামক স্থানে আক্রমণ চালাইতেছে। সিটি কাউন্সিল কর্ত্তৃক পরে প্রদত্ত বিবরণে প্রকাশ যে, আরবেরা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে নূতন নূতন স্থানে নূতন করিয়া আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। টালাভিতে ৫ জন ইহুদী নিহত হইয়াছে। সিটি কাউন্সিলের বিবৃতিতে গভর্ণমেণ্টের উপর এই বলিয়া দোষারোপ করা হইয়াছে যে, ইহুদীরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে গভর্ণমেণ্ট তাহাতে বাধা দিতেছেন। অথচ আরবেরা দেশের সর্ব্বত্র আক্রমণ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বেথাপা নামক স্থানে অনেক মার্কিণবাসী বাস করে। আরবেরা সেখানে আক্রমণ করিতে গিয়া তড়িত হইয়াছে।

টালাভিতে সামরিক আইন জারী

টালাভিতে আরব-ইহুদী হাঙ্গামার জন্য সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। জাফা শহরের যে অংশে আরবেরা বাস করে, সেই অংশে কয়েকজন ইহুদী নিহত হইয়াছে।

সরকারী ইশ্‌তাহার

প্যালেষ্টাইন গবর্ণমেণ্ট এক ইশ্‌তাহার বাহির করিয়া জানাইতেছেন যে, উপস্থিত জেরুজালেম শহরে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। বৃটীশ পদাতিক সৈন্যগণ, বিমানপোত বহর এবং বর্ম্মাবৃত শকটসমূহ নগরের শান্তিরক্ষা করিতেছে। বৃটীশ পুলিস এবং স্পেশাল কনেষ্টবলগণ শহরের সর্ব্বত্র পাহারায় নিযুক্ত আছে।

হতাহতের বিবরণ

হাঙ্গামা আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত জেরুজালেম শহরের ১৪ জন ইহুদী, ১০ জন মুসলমান এবং ৩ জন খৃষ্টান নিহত হইয়াছে। ৩৭ জন ইহুদী, ২০ জন মুসলমান এবং ১ জন খৃষ্টান গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৫ জন আঘাতের ফলে মারা গিয়াছে। ৬৩ জন ইহুদী ৩২ জন মুসলমান এবং ১৬ জন খৃষ্টান সামান্যভাবে আহত হইয়াছে। উক্ত ইশ্‌তাহারে প্রকাশ যে হেব্রণ নামক স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লাজা জিলা এবং বিয়ারসেবায় শান্তি বিরাজ করিতেছে। আরবদিগের কর্ত্তৃক পুলিস ব্যারাকের উপর আক্রমণ পর্য্যুদস্ত করা হইয়াছে উহার ফলে ২ জন আরব সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে। বাইজান এবং হাদারা নামক স্থানদ্বয়েও হাঙ্গামা হইয়াছিল। সাফো নামক স্থানেও ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ওর্ডান নদীর পরবর্ত্তী সীমান্ত হইতে একদল ফৌজ আসিয়া পড়ায় এখন অবস্থা অনেকটা ভাল হইয়াছে। আম্মান নামক স্থান হইতে প্রেরিত বিমানপোত ও বর্ম্মাবৃত শকটগুলি দেশের নানাস্থানে শান্তিরক্ষা কার্য্যে সাহায্য করিতেছে।

লণ্ডনে পরামর্শ

প্যালেষ্টাইনের ভূতপূর্ব্ব হাই-কমিশনার স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল প্রেগ হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। সম্ভবতঃ প্যালেষ্টাইনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শ করা হইবে।

লর্ড রিডিংয়ের প্যালেষ্টাইন-যাত্রা

ওয়াশিংটনে এই মর্ম্মে এক সংবাদ রটিয়াছে যে, কোনও বিশেষ কার্য্য সম্পাদনের উদ্দেশ্য লইয়া লর্ড রিডিং প্যালেষ্টাইন অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

সিরিয়াতেও গোলমাল

আরবেরা প্যালেষ্টাইনে যে আক্রমণ করিতেছে, তাহার সমর্থন করিবার জন্য ২০ হাজার আরব আন্দোলন করিতে বাহির হইয়াছিল। অতঃপর দামেস্কে ইহুদীদের অঞ্চলে সৈন্যদল পাঠান হইয়াছে। সৈন্যেরা আসিয়া পড়ায় এ পর্য্যন্ত আর কোন গোলমাল হয় নাই।

শওকৎ আলীর নিকট তার

কায়রোর সিরিও প্যালেষ্টাইন কমিটি "দৈনিক খিলাফৎ" পত্রিকা এবং মওলানা শওকৎ আলীর নিকট তার করিয়া জানাইয়াছেন:—"আকসা ও ও বোরাক রোকুন্মান প্রাচীর" রক্ষা করিতে যাওয়ায় শত শত মুসলমানকে পুলিস ও ইহুদিগণ হত্যা করিয়াছে। অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, ভারতের মুসলমান ভ্রাতৃগণের সাহায্য চাই।

গত ২১শে শ্রাবণ বুধবার ৫ ঘটিকার সময় মদনপুর নিবাসী নসিরুদ্দেন শেখের ৭ বৎসর বয়সের একটী মেয়েকে একটী পাগলা শিয়ালে দংশন করে। ক্ষতস্থান হইতে অবিশ্রান্তভাবে রক্ত পড়িয়া চিৎ হইয়া যাওয়াতে স্থানীয় ডাক্তারকে আনা হইয়াছিল। ডাক্তার মহাশয় পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, মেয়েটীর পেটের ভিতরে ৭টী শিয়ালের বাচ্চা হইয়াছে। উক্ত ডাক্তারের উপদেশ মত মেয়েটীকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনা হইয়াছে।

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ১৪ই ভাদ্র ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

জিতারহো!—গত শনিবার সকাল ৮টা ৩০ মিনিট হইতে তৎপর দিবস বেলা ১১টা ১০ মিনিট অবধি মোট ২৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিট মাদ্রাসা গোল তালাবে অবিরাম সন্তরণ করিয়া হায়দ্রাবাদ ওসমানীয়া ইউনিভারসিটির ভূতপূর্ব্ব শিক্ষার্থী মিঃ শফী আহমদ যে কৃতিত্ব দেখাইলেন, তাহা ভারতের সমস্ত মুস্‌লিমের পক্ষে গৌরবের কথা সন্দেহ নাই! গত বৎসর জনৈক পার্সী উক্ত পুষ্করিণীতে ২৪ ঘণ্টা সাঁতার কাটিয়া ভারতব্যাপী যশঃ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিঃ শফী আহমদ তাঁহার সে যশঃকে ম্লান করিয়া দিয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশ যে মিঃ আহমদকে আগামী বৎসর বিলাতে পাঠাইয়া ইংলিশ প্রণালী পার হইবার চেষ্টা করিবার জন্য মহামান্য নিজাম বাহাদুরের নিকট একটী প্রস্তাব পাঠান হইবে। অবিশ্রান্ত ২৭ ঘণ্টা ধরিয়া সন্তরণ করা যে অসীম স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যের পরিচায়ক, ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। ভারতের মুস্‌লিম জাগরণের প্রথম উষায় আজ শফী আহমদ যে দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা আমরা সকলকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

স্মরণীয় দিন।—আজকাল ভারতে হিন্দুদিগের স্মরণীয় দিনের সংখ্যা এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, বৎসরের ৩৬৫ দিনে আর কুলায় না। মিঃ গান্ধি ও দেশবন্ধু দাশ হইতে ভগা, যগা পর্য্যন্ত অনেকের নামেই স্মরণীয় দিনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ঐ সকল দিনে সভা-সমিতি, বক্তৃতা-লেক্‌চার, হরতাল ইত্যাদি কত কিছুই না হইয়া থাকে। উত্তেজনা উদ্দীপনা প্রভৃতিরও অভাব দৃষ্ট হয় না। শোভা যাত্রা প্রভৃতিরও অনুষ্ঠান হয়। কাহারও নামে মামলা-মোকদ্দমা শুরু হইল, কেহ হাজতে বা জেলে গেল, আর অমনি তাহার নামে স্মরণীয় দিনের সৃষ্টি হইল। এ সকল হুজুগের কি মাথা-মুণ্ডু কোন গুরুত্ব থাকে? বিপ্লব-বাদী, আইনের শৃঙ্খলা-ধ্বংসকারী উদ্দাম যুবকগণ এই সকল দেখিয়া নানাপ্রকার আইন বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া 'নামওরি হাসেল' করিতে চায়। তাহাদের প্রশংসায় হিন্দু সংবাদ-পত্রের কলাম পূর্ণ হয়। তাহারা এক একজন দেশোদ্ধারকারী নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, জর্জ্জ ওয়াশিংটন বা গ্যারিবল্ডীর নূতন সংস্করণরূপে আবির্ভূত হয়। এই সকল কার্য্যদ্বারা ক্রমেই দেশে একটা মহা অশান্তির উদ্রেক হইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ, গোখ্‌লে, তিলক, সি, আর, দাশ প্রভৃতির ন্যায় লোকের স্মরণীয় দিন উদ্‌যাপন করিলে তাহা বেখাপ হয় না। কেহ বোমা ছুড়িয়া, কেহ বলশেভিক সাজিয়া, কেহ পুলিস বা এপ্রুভার হত্যা কিংবা হত্যার যোগাড় করিয়া বিশ্ব-বিজয়ী বীর (!) হইয়া পড়িলে সেটা কিন্তু বড়ই মারাত্মক হয়। হিন্দু দলপতিগণের এসব বিষয় চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। তিলকে তাল করিয়া তুলিলে তাহার পরিণাম ভাল হয় না।

ভেজিটেবল ঘৃত ও কর্পোরেশন।—ভেজিটেবল ঘৃত এদেশে এত অধিক পরিমাণে আমদানী হইতেছে যে, ইহাতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ঘৃতে চর্ব্বী, চীনা বাদামের তেল, মহুয়ার তেল প্রভৃতি ভেজাল দেওয়া হইত। আবার হিন্দু-ময়রা বা মিঠাইওয়ালারা চীনা বাদামের তেল দিয়া এবং নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুস্থানী মুসলমানেরা চর্ব্বী সহযোগে মিঠাই-মণ্ডা তৈয়ার করিত। এক্ষণে এই ভেজিটেবল ঘৃতের আমদানী হওয়াতে ঐ সকলের ব্যবহার অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। এই অপূর্ব্ব পদার্থটা মফঃস্বলে গিয়াও কচুরী পানার ন্যায় জড় গাড়িয়া বসিয়াছে। স্বাদ ও গন্ধহীন এই পদার্থ টা মিঠাই-মণ্ডাওয়ালাদের এবং ঘৃতে ভেজাল প্রদানকারীদের প্রধান সম্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেক আন্দোলনের পর কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র মিঃ সেনগুপ্ত এই বনস্পতি ঘৃতটাকে নির্ব্বাসিত করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছেন। গত-পূর্ব্ব বুধবার এ সম্বন্ধে কর্পোরেশনের বৈঠকে আলোচনাও হইয়াছিল। কিভাবে ঐ বৈদেশিক রাসায়নিক পদার্থটাকে কলিকাতা হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়, দেখা যাউক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাড়ওয়াড়ি ঘৃত-ব্যবসায়িগণ ভেজাল ঘৃত সম্বন্ধে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়া গঙ্গা তীরে আগুণ জ্বালিয়া হোম করিল, কয়েকটা ঘৃত ব্যবসায়ী মাড়ওয়াড়িকে তাহাদের পঞ্চায়ত হইতে মোটা রকমের জরিমানা করা গেল।

হিতে-বিপরীত।—ইহাতে মনে হইল, এইবার বুঝি কলিকাতা হইতে ভেজাল ঘৃতের অস্তিত্ব মুছিয়া যাইবে, কিন্তু হইলে কি হয়! ঘৃতের মূল্য ১।০—১॥০ হইতে ২৲—২॥০ টাকায় চড়িয়া গেল, কিছু দিন পরে দেখা গেল, যে ভেজাল—সেই ভেজাল; কিন্তু ঘৃতের মূল্য সেই যে চড়িল, আর নামিল না। এখনও ভঁয়সা ঘৃতের দর ২৲ হইতে ২।০ পর্য্যন্ত, গাওয়া ঘৃতেরও অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। আমরা ভাবিতেছি, এই ভেজিটেবল ঘৃত আপাততঃ বিতাড়িত হইলে ঘৃতের মূল্য আবার কত চড়িবে, শেষে আবার ইহা অবাধে চলিয়া যাইবে কিনা? ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন দাগাবায্‌ ব্যবসায়িগণ নূতন নূতন ফন্দি বাহির করিয়া ভেজাল জিনিষ চালাইবেই, মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও নীতি-জ্ঞান না থাকিলে তাহারা সবই করিতে পারে। কেবল আইনের "শেকেঞ্জা" দ্বারা তাহাদিগকে দোরস্ত করা যায় না। একমাত্র ভেজাল ঘৃত বিতাড়নের ব্যবস্থা করিলেই বা কি হইবে? তেলে ভেজাল, দুগ্ধে ভেজাল, ময়দা ও আটায় ভেজাল, মাখনে ভেজাল—ভেজাল কিসে নাই? এই সকল ভেজাল জিনিষ খাইয়া দেশের লোক দিন দিন নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু-পথের পথিক হইতেছে। ভণ্ড ধার্ম্মিক মাড়ওয়াড়িগণই প্রধানতঃ ব্যবসা-ক্ষেত্রে ভেজালের স্রোত প্রবাহিত করিতেছে। ভেজালের জড়-বনিয়াদ খুঁড়িয়া না ফেলিলে রক্ষা নাই। আর মোটা ঘুস্‌-রেশওতের চোটে সকল অপরাধই ধামা চাপা পড়িতেছে। আর এই ভেজাল জিনিষ বিক্রেতাদিগকে জরিমানা করিলে কোনই ফল হইবে না, ইহাদিগকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা চাই। যাহারা মানুষের জীবন লইয়া ছিনি-মিনি খেলে, তাহারা কিছুতেই দয়ার পাত্র নহে।

বায়তুল মুকাদ্দস ও ইহুদী।—আজ কয়েক বৎসর হইতে বায়তুল মুকাদ্দসের প্রসিদ্ধ ওয়েলিং ওয়াল (Wailing wall) এর অধিকার লইয়া মুসায়ী ও মুস্‌লিমদিগের মধ্যে অল্প-বিস্তর সংঘর্ষ হইয়া আসিতেছে। আজ কয়েকদিন হইতে উক্ত বিবাদ লইয়া রক্তপাত পর্য্যন্তও হইতেছে। এই ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের যে ঘোর ষড়যন্ত্র আছে, তাহা পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহ হইতে বেশ উপলব্ধি করা যায়। গত মহাযুদ্ধের পর সন্ধির শর্ত্ত অনুযায়ী যখন প্যালেষ্টাইন ইংরাজের ভাগে পড়িল, তখন তথাকার ইহুদি অধিবাসীর সংখ্যা ষাট হাজারেরও কম ছিল। তার পর, ইউরোপ হইতে দলে দলে এত বেশী ইহুদী আনিয়া তথায় ভর্ত্তি করা হইয়াছে যে, সামান্য সাত আট বৎসরের মধ্যে তথাকার ইহুদী অধিবাসীর সংখ্যা পৌণে দুই লক্ষে পরিণত হইল। বায়তুল মুকাদ্দসের বর্ত্তমান আট লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ছয় লক্ষেরও অধিক মুসলমান। ইহুদী ঔপনিবেশিকদের এই প্রকার দ্রুত জেরুজালেমে প্রবেশ দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ প্যালেষ্টাইনকে 'ইহুদি মুলুক' করিয়া তুলিবার জন্য 'আদা জল খাইয়া' লাগিয়াছেন। তদুপরি আরব ও ইহুদিদের এই প্রকার মনোমালিন্যে কোন প্রকার মীমাংসায় হস্তক্ষেপ না করিয়া ইংরাজ সরকার রণতরী, সৈন্য, কামান, বন্দুক, গোলা বারুদ, বিমানপোত, হাউটজার ইত্যাদি যুদ্ধোপকরণ সমূহ প্রচুর পরিমাণে তথায় প্রেরণ করিতেছেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমাদের আশঙ্কা আরও বৃদ্ধি হইতে চলিয়াছে। আজ যে এক এক করিয়া মুস্‌লিম তীর্থ স্থানগুলি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্পূর্ণ করতলগত হইতে চলিয়াছে, ইহার কি কোন প্রতীকার নাই?

আত্ম-হত্যার ঢেউ।—হিন্দু-নারীদিগের মধ্যে আত্ম-হত্যার বহর এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, স্মরণ করিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে হিন্দু-রমণীদিগের মধ্যে আত্ম-হত্যার সংখ্যা অনেক থাকিলেও যে দিন কুক্ষণে বালিকা স্নেহলতা কাপড়ে কেরোসিন তেল মাখাইয়া তাহাতে আগুণ ধরাইয়া আত্ম-হত্যা করিল এবং হিন্দু সংবাদ পত্রগুলি তাহার এই কার্য্যের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া তুলিল, সভা-সমিতিতে তারিফ ঘোষণা করা হইতে লাগিল, সেই দিন হইতে হিন্দু বালিকা ও তরুণী মহলে উৎসাহের বাণ ডাকিল; আত্ম হত্যা করিয়া সাধারণের প্রশংসা-ভাজন এবং বীর-নারী হইবার জন্য তাহাদের আকাঙ্ক্ষা চরমে উঠিল। সেই দিন হইতে কাপড়ে কেরোসিন তেল মাখাইয়া আত্ম-হত্যাকারিণীর সংখ্যা হুহু করিয়া বাড়িয়া চলিল। হিন্দু-শাস্ত্রেও আত্ম-হত্যা মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু হিন্দু-সমাজ আজ উহাকে একটা পুণ্যানুষ্ঠানে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। আহা! কত বালিকা ও যুবতী এইরূপ নৃশংসভাবে জীবনাহুতি প্রদান পূর্ব্বক আপনাদিগকে মহা সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছে। এই বঙ্গদেশের অর্দ্ধেক অপেক্ষা অধিক মুসলমানের বাস, সেই অনুপাতে মুস্‌লিম নারীর সংখ্যাও অধিক। আবার হিন্দু-নারিগণের অধিকাংশ শিক্ষিতা, মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষার রওশনীর অভাব। কিন্তু তাহারা কয়জন আত্ম-হত্যা করে?—বিশেষতঃ বস্ত্রে কেরোসিন তেল ঢালিয়া। মুসলমান নারী অশিক্ষিতা হইলেও জানে যে আত্ম-হত্যা করা বড়ই গোনাহের কাজ, পরকালে এজন্য দোযখে (নরকে) অসীম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে; সেই ভয়ে তাহারা আত্ম-হত্যা করিতে পরাঙ্মুখ। শত কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়াও তাহারা এই পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে, পান হইতে চুণ খসিলেই হিন্দু নারী আত্ম হত্যা করে। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, হিন্দু সমাজ এই অনিষ্টকারিতার বিষয় একবার চিন্তাও করেন না।

আর্কুহার্টের নসিহত।—গত ২৪শে আগষ্ট শনিবার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ উপাধি বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। বিশজন পুরুষ গ্রাজুয়েট ও দুইজন মহিলা গ্রাজুয়েটকে ঐ দিন উপাধি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভার্থ বিদেশে গমন করিবেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ আর্কুহার্ট বলিয়াছেন—"তোমরা বিদেশে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যাইতেছ, সেখানে গিয়া লোকের মন হইতে ভারত সম্বন্ধে কুসংস্কার দূর করাই হইবে তোমাদের কাজ। সেখানে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করিও। ভারতের কৃষি ও সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ এখনো তাহারা অবগত নহে। সময় সময় তাহা অতি মর্ম্মপীড়াদায়ক হইয়া উঠে। তোমরা সেখানকার বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক চিন্তা-নায়ক ও জননায়কের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইবে এবং তাঁদের- এই সব ভুল ধারণা দূর করিতে পারিবে।" তাঁহার উপদেশ যে খুবই সুন্দর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ কি জন্য তিনি এই প্রকার অযাচিত উপদেশ দিলেন, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। আজ ভারত সম্বন্ধে শ্বেতদ্বীপবাসীরা যে ধারণা পোষণ করিয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও কতকাংশ যে সত্য ইহা সকলেই অন্তরের সহিত স্বীকার করিবেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—"ভারতীয় ছাত্রেরা বিদেশে অবস্থান কালে সেখানকার লোক-সমাজে মিশিলে, তাহাদের ভাব, আদর্শ, চিন্তাধারা ও নূতন নূতন আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইবে। তাহা হইলেই কেবল তাহারা বিদেশ হইতে স্বদেশের জন্য মূল্যবান সম্পদ আহরণ করিয়া আনিতে পারিবে।" ইহাতে তিনি দেখাইতে চাহেন যে অনেক ভারতীয় ছাত্র বিদেশে যাইয়া যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে তাহাতে ভারত সম্বন্ধে কু-ধারণা ঐ সমস্ত দেশবাসীদের হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়। সুতরাং দেশের মধ্যে যে সমস্ত গলৎ ও কু-সংস্কার আছে, তাহা দূরীকরণ জন্য দেশের চিন্তা-নায়ক ও সমাজের ভবিষ্যৎ ছাত্রদিগের পক্ষে চেষ্টা করা বিশেষ কর্ত্তব্য নহে কি?

ধর্ম্মঘটের প্রসার।—ভারতের সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘটের বাণ ডাকিয়াছে। ইহা একটা পাশ্চাত্য দমকা হাওয়া বা অনুকরণের ফল। কয়েক বৎসর যাবৎ এদেশে ধর্ম্মঘটের এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে যে, লোকের পক্ষে তাহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা প্রধানতঃ ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে সঙ্ঘর্ষণ। কতকগুলি মতলব-বাজ লোক ফুৎকার দিয়া এই অগ্নি জ্বালিতেছে। শ্রমিকদিগের প্রতি ধনিকদিগের সহানুভূতি সম্পন্ন হওয়া চাই। তাঁহারা যখন কল-কারখানা বসাইয়া অপর্য্যাপ্ত লাভ করিতেছেন, তখন শ্রমিকদিগকেও তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত পারিশ্রমিক, থাকিবার জন্য মানুষের বাসোপযোগী গৃহ, তাহাদের সন্তানগণের শিক্ষার ব্যবস্থা, তাহাদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত ইত্যাদি করা চাই। বোম্বাই এবং আহমদাবাদ প্রভৃতি স্থানের কলওয়ালারা বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিষম বিব্রত, তথাকার অনেক কল-কারখানাওয়ালাই ক্ষতিগ্রস্ত; তার উপর শ্রমিকগণ যদি অনবরত বেতন বৃদ্ধির দাবী করিয়া কলওয়ালাদের ব্যয়ের মাত্রা বাড়ায়, তবে কল-কারখানা কিরূপে চলিতে পারে? অবশ্য বাঙ্গালার পাটকল, চটকল, কাপড়ের কল প্রভৃতিতে প্রচুর লাভ হয়, এখানে শ্রমিকদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা উচিত। এই যে কতক দিন পাটকলগুলি বন্ধ ছিল, ইহাতে পাটের কেনা-বেচা একেবারে বন্ধ থাকাতে বাঙ্গালা দেশের পাট চাষীদের মহা সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ এবং মধ্য-বঙ্গের কোন কোন কৃষকের পাটই একমাত্র সম্বল; এই পাটের বিক্রয় বন্ধ এবং মূল্য হ্রাস হওয়াতে তাহাদের পক্ষে ভাষণ ক্ষতি হইয়াছে। যে সকল শ্রমিক-ইউনিয়নের পাণ্ডারা শ্রমিকদিগের দুঃখে চক্ষের পানীতে বক্ষ ভাসাইতেছেন, নওয়াবী চালে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের জন্মভূমির কৃষকদের ক্ষতি ও বিপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের দুঃখ-দরদের এবং সহানুভূতির এত অভাব কেন? দুঃস্থ কৃষকের জন্য তাঁহাদের বুকে ব্যথা লাগে না কেন? ইহার ভিতর কি কোন রহস্য আছে?

পুলিস ও খোঁয়াড়।—কলিকাতা শহরের রাস্তায় গরু ও ছাগল চরিয়া বেড়াইলে রাস্তা বন্ধের অজুহাতে পুলিস উহা ধরিয়া খোঁয়াড়ে দেয়। খোঁয়াড়ে গরুর দরুণ ।০, ছাগলের দরুণ ৵০ এবং উহাদের খোরাকী চার্জ্জ করার নিয়ম। কিন্তু খোঁয়াড়-রক্ষক সেই স্থলে গরুর দরুণ ২৲—২॥০ এবং ছাগলের দরুণ ১৲—১।০ করিয়া আদায় করে, অথচ তাহার রসিদ দেয় না, থানায় লিখাইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হয়, তাহাতে ১৲ ও ।০ আনা জরিমানা হইয়া থাকে। সাধারণ লোকেরা ঝঞ্ঝাট বলিয়া মোকদ্দমা করিতে যায় না; সুতরাং দায়ে পড়িয়া খোঁয়াড়-ওলাকে এরূপ অতিরিক্ত চার্জ্জ দিয়া গরু ও ছাগল ছাড়াইয়া আনিতে বাধ্য হয়। ইহাতে খোঁয়াড়ওয়ালা ও পুলিসের পরস্পর ভাগাভাগী আছে কিনা আমরা জানি না। ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্টের জমি কিংবা ইম্প্রুমেণ্টের যে সকল জমি বিক্রয় হইয়া খালি পড়িয়া আছে, তাহা হইতে গরু ছাগল ধরিয়া লইবার নিয়ম নাই; কিন্তু অনেকে ঐ সকল জমি হইতেও গরু ছাগল ধরিয়া লইয়া যায়। এমন কি, বাঁধা গরুর খোঁটা তুলিয়া লইয়া যায়। কলিকাতায় খাঁটি দুগ্ধের সম্পূর্ণ অভাব; এরূপ ক্ষেত্রে ইম্প্রুভ্‌মেণ্ট ট্রাষ্ট, কর্পোরেশন বা ব্যক্তি বিশেষের খালি জমি হইতে গরু ছাগল ধরিয়া নিয়া খোঁয়াড়ে দিয়া ঐরূপ অন্যায় চার্জ্জ আদায় করা কতদূর অন্যায় ও অত্যাচারমূলক তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। রাস্তায় গরু ছাগল যথেচ্ছভাবে চরিয়া বেড়াইবে, এ কথার কেহ সমর্থন করিবে না। পাউণ্ড অর্থাৎ খোঁয়াড়ে নির্দ্দিষ্ট রেটে চার্জ্জ করিলে তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু এরূপভাবে এক-একটা গরুর দরুণ ২৲—৩৲ টাকা, এক একটা ছাগলের জন্য ১৲—১।০ বা ১॥০ আদায় করিলে কিরূপে তাহা সমর্থন করা যাইতে পারে? বরঞ্চ খোঁয়াড়ের রেট্‌ আরও কিছু বাড়াইয়া যাহাতে ন্যায্য চার্জ্জ করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। গরীবের প্রতি ঈদৃশ অত্যাচার কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে। আবার ওদিকে বড় বাজার অঞ্চলে বৃহদাকার "গোমাতা"দিগকে জন বহুল রাজ-পথে অবাধে চরিয়া বেড়াইতে ও লোকের দোকানের জিনিষ-পত্র খাইতে দেখা যায়, সেখানে কোনপ্রকার ধর-পাকড় দেখা যায়

না কেন? সেখানে বুঝি মাড়ওয়াড়ি, ভাটিয়া, সিন্ধি, কচ্ছি, লালা, শিখ প্রভৃতি জাতির মুখ দেখিয়া কর্ত্তব্য পালন করা হয়?

ভাঁড়ামীর চূড়ান্ত।—প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত কোন সত্য ঘটনাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য আজ কোন কোন হিন্দু সহযোগী যে প্রকার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা বাস্তবিকই সম্পাদকের আসনে উপবিষ্ট কোন কর্ত্তব্য জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অসঙ্গত। শুধু তাহাই নহে, তদুপরি তিনি তাঁহার স্বজাতীয় অন্য একজন সহযোগীকে 'হুমকি' দিতেও পশ্চাদ্‌পদ হন নাই। তিনি এলবার্ট হলের হিন্দু সভা সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—"আমরা এলবার্ট হলের হিন্দুসভায় উপস্থিত ছিলাম এবং "স্বচক্ষে" সব ব্যাপার দেখিয়াছি, "স্বকর্ণে" সমস্ত কথা শুনিয়াছি। আমরা 'বসুমতী'কে বলিতেছি যে, উক্ত সভায় কোন বক্তা কোন প্রকারে কোরাণকে নিন্দা করেন নাই; সুতরাং সভাপতি মহাশয়েরও কোন বক্তাকে বাধা দেওয়ার কোন প্রয়োজন হয় নাই। কোন কোন মুসলমান "হিন্দুরা কোরাণের অপমান করিয়াছে" ইত্যাদি বলিয়া যে জঘন্য মিথ্যা রটনা করিয়া বেড়াইতেছে, আমরা তাহা ঘৃণাভরে উপেক্ষা করিয়াছি।" তাহার প্রতিবাদে সহযোগী 'বসুমতী' যে নির্ভীক উত্তর প্রদান করিয়াছেন, তাহাও আমরা অন্যত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পূর্ব্বোক্ত সহযোগীর 'ঘৃণাভরে উপেক্ষা করা'র কারণ কি 'বসুমতী'র মন্তব্য পাঠে তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

চালবাজী।—ঘটনা সংঘটিত হইবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে সহযোগী নিজের 'ষ্টেটমেণ্ট' বাহির করিয়াছেন, তাহাও ন্যায় এবং সত্যের মস্তকে নির্ম্মম পদাঘাত করিয়া। এই ব্যাপার লইয়া হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় সমস্ত কাগজে বিভিন্ন ধর্ম্মলম্বীদিগের দ্বারা নানা প্রকার প্রতিবাদ প্রকাশিত হইল, তাহা সহযোগী দেখিয়াছেন কিনা জানি না। বহু প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা যাহা ইতিপূর্ব্বে কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা সভার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বেশ বুঝিতে পারা যায়। মওলবী আহমদ আলার ন্যায় স্বরাজী ও হিন্দু ঘেঁষা লোকও সভায় নির্য্যাতিত ও অপমানিত হইয়াছেন সে সভা যে একেবারেই সাম্প্রদায়িক বিষ-দুষ্ট ছিল না তাহা একথা কেহই স্বীকার করিবেন না। শুধু নারী হরণ সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ কল্পে যদি এই সভা আহূত হইয়া থাকে তাহা হইলে গেটে 'শুধু হিন্দুদের জন্য' এরূপ কথা লেখা থাকে কেন? সহযোগী ইহার সন্তোষ জনক উত্তর দিবেন কি? সহযোগী সেই সভায় স্বচক্ষে সব ব্যাপার দেখিয়াছেন ও স্বকর্ণে সব কথা শুনিয়াছেন বলিতেছেন, আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে সহযোগীর যে চক্ষু ও কর্ণ সভাতে উপস্থিত ছিল তাহা কি অন্ধ ও বধির ছিল? সহযোগীর লেখা সম্বন্ধে কোন প্রকার অপ্রীতিকর মন্তব্য করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। আজ আমরা শুধু এই বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি যে, তিনি আজ কয়েক দিন যাবৎ যে প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া কাগজ পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত উত্তর মুসলিম সমাজ দিতে জানে; কিন্তু তাহারা সে প্রকার জঘন্য মনোবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করাকে ন্যক্কার জনক বলিয়া মনে করে।

যৎকিঞ্চিৎএর উদারতা।—আমাদের কোন একজন হিন্দু সহযোগী 'প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-মুসলিমে অশান্তি' সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া লিখিয়াছেন:—"আরবেরা ধর্ম্ম বিষয়ে যে উদারতা নিজ হইতে ইহুদীদের প্রতি দেখাইতে পারে নাই, এখন মেসিনগানের মুখে বাধ্য হইয়া তাহাই হয়ত দেখাইতে হইবে। গোঁড়ামি মানুষকে এইভাবেই অধঃপতনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।" সহযোগী এই মন্তব্য করিয়া কি বলিতে চাহেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তিনি মুসলমানদিগকে যে মেসিনগানের ভয় দেখাইয়াছেন সে ভয়ে মুসলমানগণ ভীত নহে। কারণ তাহারা ধর্ম্মের জন্য নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত কোরবানী দিতে কোন সময়েও পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই। তাহার দলীল খুঁজিবার জন্য বেশীদূর যাইতে হইবে না। গত কলিকাতার শিক্ষিত হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হাঙ্গামার সময় তাঁহাদের দ্বারা গুণ্ডা আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া মুসলমানগণই বৃটিশের মেসিনগানের সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছে। তাহাতে তাহারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতার কথা বাদ দিলেও মফঃস্বলের প্রাচ্য-শিক্ষা বিবর্জ্জিত তথাকথিত গণ্ড-মূর্খদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, বঙ্গোপসাগরের বালুতটে পোনাবালিয়ার নিভৃত প্রান্তরে যে সপ্তবিংশতি জন মুজাহেদ শহিদ হইল তাহাদের মধ্যে কাহারও পৃষ্ঠে গুলি লাগে নাই। যুদ্ধে ব্যবহৃত গুলি সকলেরই বক্ষ ভেদ করিয়া পৃষ্ঠদেশ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপ বীরত্বের দৃষ্টান্ত সহযোগী তাঁহার স্বজাতীয়দের মধ্য হইতে কখনও পাইয়াছেন কি? যাহাদের বীরত্ব কেবল মাত্র শ্বেত বণিক ও রাজকর্ম্মচারীদিগের গুপ্ত-হত্যায় সীমাবদ্ধ, তাহাদের লেখনী হইতে এইরূপ ভীতিপ্রদ বাক্য যে নির্গত হইবে তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

কীটের কের্দ্দানী।—বিগত কলিকাতা কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে এক কংগ্রেসী সভায় শেরে হিন্দ্‌ মওলানা শওকৎ আলীর প্রতি হিন্দুরা জুতা ছুড়িয়া মারিয়াছিল। তিনি নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করায় 'রেজিল'-সুলভ অশ্রাব্য ভাষায় হিন্দু "ভদ্র" গুণ্ডারা তাঁকে গাল মন্দ করিয়াছিল। বোম্বাইয়ে নর-বরাহদের উপরোক্ত ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া কলিকাতার মুসলমান তরুণেরা সভা ডাকিতে চাহিয়াছিলেন। শুনিলাম কলিকাতার কোন কোন "হজরৎ মওলানা" (হিন্দুর টাকা ও বোতলের জল বিশেষ না হইলে যাঁহাদের এক দিনও চলে না) আদম্য কংগ্রেস ও কনভেনশন ইত্যাদি ছাই-ভস্মের দোহাই দিয়াই উক্ত আয়োজন পণ্ড করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের সেই গুণ্ডামী হইতেই যে হিন্দু গুণ্ডাদের স্পর্দ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে, সেদিনের আলবার্ট হলের ব্যাপার হইতে তাহা সম্যকরূপে প্রমাণিত হইল। সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা বলিতে পারি না, তবে, আলবার্ট হলের সেই সভায় স্বয়ং উপস্থিত হই নাই, হইলে তার পরিণাম যে কি হইত, আল্লাহ্‌ তায়ালাই বলিতে পারেন। কালি-কলমে দিন রাত ক্ষাত্র-বীর্য্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলেও সেই বীর্য্যের দম্ভ যে আমাদের কাছে এখনও মশা, মাছি বা ছারপোকার দম্ভের চাইতে এক রতিও বেশী নয়, তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বাস করি বলিয়াই সংযমের সীমা অতিক্রম করি নাই। সেইজন্যই মশা মারিতে যে কামানের প্রয়োজন নাই, সে কথা বারম্বার স্মরণ করিয়া অপরকেও তাহা সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দেই। মুসলমানেরা বাদশার জাত। সাত শত বৎসর যার মস্তকে বসিয়া যে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছে, ইচ্ছা করিলে এখনও সে অক্লেশেই সে সবের প্রতীকার করিতে পারে।

হেজাজ ও পারস্য।—পারস্য সরকার প্রতিবেশী হেজাজ সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়া ইসলাম-সুলভ ভ্রাতৃত্ব ও গভীর আন্তরিকতা পূর্ণ যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমান মাত্রই পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। বছর তিনেক পূর্ব্বে নিতান্ত অনৈসলামিক বলিয়া সুলতান ইব্‌নে সউদ মক্কা, মদিনা ও জিদ্দা প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে অবস্থিত বহু মহাপুরুষের রওজার উপর নির্ম্মিত বহু কোব্বা বা ইষ্টকে তৈয়ারী ছাদসমূহ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন। রসুলের 'সাহ হাদিস' এর নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া বাগদাদ, মিসর, দেমেস্কের আত্ম বিস্মৃত মুসলমান রাজন্যবর্গ মক্কা ও মদিনা প্রভৃতি স্থানের পুণ্যাত্মাদের সমাধির উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সব হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, মুসলমানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তার অতি বিষময় ফল হাতে-হাতেই ফলিয়াছিল। ভারতের দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি স্থানের ন্যায় জাজিরাতুল আরবের বহুতীর্থ স্থানেও কবর-পূজা প্রভৃতি অতি কুফ্‌রা ও শেরেকী কাজের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, পারস্যের মুসোলিনী রেজা শাহ্‌ পাহলবীর মত আদর্শ রাষ্ট্রপতিও না বুঝিয়া মাজার ধ্বংসের বাজে অজুহাতে ইব্‌নে সউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে চাহিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হিজ্‌ হাইনেস্‌ আগা খাঁ, মহারাজা মাহমুদাবাদ, মওলানা শওকত আলী ও মুহাম্মদ আলী প্রমুখ ভারতীয় নেতাগণও সুলতান ইব্‌নে সউদের বিরুদ্ধে এক উদ্দেশ্যহীন আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সুলতান ইব্‌নে সউদ কোব্‌বা সমূহের বিলোপ সাধন করিলেও মাজার সমূহের সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষা কল্পে তিনি বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। যে পারস্য-মিশন সম্প্রতি হেজাজ ভ্রমণ শেষ করিয়া পারস্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা হেজাজ সরকারের শাসন-ব্যবস্থায় যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। একমাত্র বৃটিশ-শাসিত মিসর ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান রাষ্ট্রই হেজাজ সরকারের সহিত গভীর সৌহার্দ্দ্য সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইসলাম জগতে নূতন সংহতি শক্তির উন্মেষ সাধন করিয়াছেন। আল্লা মিসর সরকারকেও সেই তৌফিক শীঘ্র দান করুন, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

হক্‌ কথা।—গত ১১ই আগষ্ট বোম্বাই শহরে প্রায় চল্লিশ হাজার মুসলমানের উপস্থিতিতে এক বিরাট জন-সভার অধিবেশন হয়। বোম্বাইয়ের বিশটি বিভিন্ন মুস্‌লিম প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত আহ্বানেই উক্ত সভার অধিবেশন হয়। সর্দ্দার সোলায়মান কাসিম মিথা উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন "মাত্র কয়েক মাস হইল ইউরোপ ও এশিয়ার বহু জন-পদ পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। 'হিন্দু-পানি' 'হিন্দু হোটেল' বা 'হিন্দু চা-খানা'—এই ধরণের বীভৎস চীৎকার এই দুর্ভাগ্য দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও শুনি নাই। যারা এতটা সঙ্কীর্ণ, নীচ-মনা ও স্বতন্ত্রবাদী আজ তারাই কিনা মুসলমানকে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বলিয়া দোষ দেয়।" তিনি আরও বলেন "দুনিয়ার মধ্যে যারা সবচেয়ে অধিক হীন-চেতা, নিজের জ্ঞাতি গোষ্ঠির প্রতি যারা সুবিচার করিতে পারে নাই, তারাই আজ কিনা তাঁর (মওলানা মোহাম্মদ আলীর) একদেশদর্শিতার দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে।" মওলানা অত্যন্ত দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, মুঞ্জি-মালব্য, কেলকার ও জয়কার প্রভৃতি যে সমস্ত 'সুখের পায়রা' দেশ, জাতি বা স্বাধীনতার নামে কোন দিন কোন দুঃখ কষ্ট করে নাই, আজ তাদের মুখেই ত্যাগ ব্রতী মুসলমান নেতাদের নিন্দার তুবড়ী ফুটিতেছে!! আমরা উত্তম রূপেই অবগত আছি যে, গত অসহযোগ আন্দোলনে যে ত্রিশ হাজার দেশবাসী কারা-বরণ করিয়াছিলেন তার অর্দ্ধেকেরও অধিক ছিলেন মুসলমান যাঁরা সরকারী চাকুরীর মোহ ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলেন, তার মধ্যেও চৌদ্দ আনাই মুসলমান। গান্ধিকে গান্ধি বানাইয়াছিল মুসলমান। এক কথায়, অসহযোগের সাফল্য পনর আনা যে মুসলমানের সাড়ার উপর নির্ভর করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ আজ সকল সঙ্কীর্ণতা ও দেশ-দ্রোহিতার বোঝার বালাই একমাত্র মুসলমানের ঘাড়েই ন্যস্ত! তবে হিন্দুর নিকট হইতে মুসলমান এর বেশী কিছু যে আশা করিতে পারে না, তা আমরা গোড়াগোড়িই বলিয়া আসিয়াছি। মওলানা পরিশেষে বলেন—Nehru report is meant to establish Hindu Domination with the help of British bayonets. এর উপর টীকা টিপ্পনী অনাবশ্যক। মওলানার স্পষ্ট সতর্ক-বাণী শ্রবণ করিয়া দেশবাসীকে সময় থাকিতে সজাগ হইতে বলিতেছি।

চিনিয়া রাখ!—কলিকাতার একদল তথা-কথিত মুস্‌লিম তরুণ বাংলার আলেম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কিছুদিন যাবৎ বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের এই বিদ্রোহ যে পরোক্ষভাবে বাংলার বুক হইতে ইস্‌লামকে নিশ্চিহ্ন করা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা আমরা বহুবার বলিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহারা মোল্লা-মওলবীদিগের নাম-নিশানা বাংলা হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য 'মোল্লা বিরোধী লীগ' নামে একটী লীগও খাড়া করিয়াছেন। মোল্লা-মওলবী দ্বারা দেশের যে কতদূর উপকার হইতেছে তাহা তাঁহারা বোধ হয় খবর রাখেন না। আজ এই মোল্লাদের প্রভাবেই যে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে মস্‌জিদের অত্যুচ্চ মিনার হইতে প্রতিদিন পাঁচবার করিয়া আল্লার মহিমা বিঘোষিত হইতেছে, এই মোল্লাদেরই প্রচেষ্টায় আজ বাংলা দেশের প্রত্যেক নিভৃত কন্দরে উচ্ছৃঙ্খলতা, ব্যভিচার ইত্যাদি পাশবিক মনোবৃত্তি সমূহ প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, এক কথায় ইস্‌লামের প্রধান পাঁচটী স্তম্ভই একমাত্র মোল্লাদের প্রচারের জন্য বাংলায় খাড়া হইয়া আছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হয়, কলিকাতার কয়েকখানি মুস্‌লিম সংবাদপত্রের ষ্টাফ হইতেই এই 'মোল্লা বিরোধী লীগের' অধিকাংশ সদস্য হইয়াছেন। ইতিমধ্যে জনৈক 'সৈয়দ' দাবীদার মোল্লা বিরোধী লীগের খ্যাতনামা সদস্য মফঃস্বলের কোন একজন প্রসিদ্ধ মুক্তারের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন "মোল্লা-বিরোধী লীগের" সভ্য হইয়াছি বলিয়া আমাকে শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হইয়াছে।" কথা যদি সত্য হয় এবং লীগের সদস্য হইতে হইলে যদি দাড়ী ফেলিতে বাধ্য হইতে হয় তবে এই লীগ যে ইস্‌লামের তথা মুস্‌লিম সমাজের কতদূর মিত্র, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন। উক্ত লীগের নিয়মাবলী এখনও আমরা দেখি নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সমস্ত ইস্‌লামী অনুষ্ঠানে যে সম্প্রদায়ের নিত্য প্রয়োজন এবং যাহা ঐ প্রাচ্য-মোহ-রোগাক্রান্ত তথাকথিক তরুণদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর নহে, সেই সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ সাধনই যদি এই লীগের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, তাঁহাদের এই ইস্‌লাম-ধ্বংসকরী প্রচেষ্টা অতীব হেয় এবং জঘন্য। দেশের মুস্‌লিম জন-সাধারণের নিকট আমাদের বিনীত আরজ যে, এই সমস্ত স্বজাতি-দ্রোহী তরুণ-দল যাহাতে সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সকলকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মরণের ফাঁদ।—'All India youth league' বা 'নিখিল ভারত যুব-সম্মিলনের' অধিবেশন সম্প্রতি এলাহাবাদে হইয়া গিয়াছে। সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরু যুব-সম্মিলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ধর্ম্মের সকল প্রকার প্রভাব হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করাই এই লীগের প্রধান কর্ত্তব্য। কেন্দ্রীয় যুব-সম্মিলনের বহু শাখা প্রশাখা ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহস্র সহস্র যুবক 'ইউথ লীগে' যোগদান করিতেছে। বাংলার সুভাষ বসু, বোম্বাইয়ের নরীম্যান, এলাহবাদের জহর লাল প্রভৃতি তরুণ হিন্দু ও পাসি নায়কগণই 'ইউথ লীগের' নেতৃত্ব করিতেছেন। ভারতের হিন্দু-মুসলমানের বর্ত্তমান বিবাদ-বিসম্বাদের দোহাই দিয়া যাঁহারা ধর্ম্ম তুলিয়া দেওয়ার পক্ষে উকালতী করেন, তাঁহাদের মধ্যে একটী বিষয় আমরা বিশেষ প্রণিধান সহকারে লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহারা প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দান করিলেও তলে তলে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিয়া হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের ষোল আনা শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করিতেছেন। বাংলার একজন তথা-কথিত ধর্ম্ম-বিরোধী তরুণ হিন্দু নেতার কথা জানি, যিনি স্বীয় স্বরাজী বন্ধু-বান্ধবদের সহযোগে গুপ্ত প্রকোষ্ঠে 'স্বরাজের' স্কীম তৈরী করিয়া কোন এক বিশ্বস্ত স্বরাজী বন্ধুর অনুগ্রহে দীর্ঘকাল অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন। বলা অনাবশ্যক, তাঁহার সেই স্কীমে ১০ কোটী মুসলমানকে পদদলিত করিয়া কিরূপে ভারতে পৌত্তলিক রাজ প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহা প্রকৃষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কোন বিশ্বস্ত সূত্রে ঐ স্কীমের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্যলাভ আমাদের ঘটিয়াছিল। লালা লাজপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার সুভাষ চন্দ্র বসু পর্য্যন্ত যাঁরা মুখে ধর্ম্ম তুলিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা জোর গলায় প্রচার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা যে প্রকৃত পক্ষে একমাত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মেরই শত্রু এবং হিন্দুয়ানীর ষোল আনা সমর্থক, সহস্র ঘটনায় আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তার পর, ধর্ম্ম জগতে যে শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিয়াছে পৃথিবীর সমুদয় শাসন-শক্তি মিলিয়া সহস্র বছরের চেষ্টায় তাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় নাই। পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি হিন্দুনেতাগণ ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তির নামে এ দেশে যে অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলা, অসংযম ও অনাচার আনিতে চাহিতেছেন, তাহাতে কি ভারতের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মনে করেন? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা খুব ভাল জিনিষ এবং তাহা লাভ করা প্রত্যেকের জন্য 'ফরজে আয়েন'। কিন্তু স্বাধীনতার নামে পাগল হইয়া আত্মহত্যা করা কোন্‌ নীতি সঙ্গত, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। নেহরু ও বসু প্রভৃতি পরিচালিত এই তথা-কথিত যুব-সম্মিলনাতে যোগ দিয়া নিজের মস্তকে নিজ হাতে কুঠারাঘাত না করিতে আজ সকলকে সাবধান করিতেছি।

'প্রবাসী' ও আমরা

—০:*:০—

(২)

নারীকে ইসলাম ধর্ম্মে যতখানি উচ্চ আসন দিয়াছে—অন্য কোন ধর্ম্মে তত উচ্চ আসন দেয় নাই। রামানন্দ বাবু মুসলমান সমাজের নেতাকে তাহাই জানেন না—মুসমলমানের নারীকে এতখানি উচ্চাসন দেওয়া সম্বন্ধে তাঁহার এতটুকু অভিজ্ঞতা রাখিবার মত উদারতা আছে কি না জানি না। বেশী কথা নয় বিবাহের সময় কন্যাকে যে 'কাবিন-নামা' লিখিয়া দেওয়া হয়, রামানন্দ বাবু যদি তাহাই একখানা পড়িয়া দেখেন তাহা হইলেই তিনি অনেক কথা বুঝিতে পারিবেন। এত কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না—বলিলাম কারণ রামানন্দ বাবু হিন্দু-মুসলমান মিলন, ভারতের স্বরাজ ইত্যাদি কথাতেও এই নারী নির্য্যাতনের কথা-পাড়িয়াছেন। মুসলমান একদিকে নারীকে যেরূপ উচ্চ সম্মান প্রদান করিয়াছে—নারী-নিগ্রহ কারীকেও তেমনি চিরকাল ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে ও তাহার অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহার সামান্য মাত্র পরিচয় আছে, তিনিই জানেন সপ্তদশ বর্ষীয় ভারত-বিজয়ী বীর যুবক মোহাম্মদ বিন্ কাসিম দাহির-কন্যার আরোপিত কল্পিত মিথ্যায় কি করিয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে ধর্ম্ম-জীবনে ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীকে কতটুকু স্থান দিয়াছে—তাহার সহিত আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে—তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় হিন্দু সমাজে নারীর স্থান বিশেষ সম্মান জনক নয়। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না, বর্ত্তমানে চলিতেছে। কিন্তু মহাভারতে হিন্দুগণ যে নারীদিগকে সতীত্বের আদর্শ মনে করেন এবং প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য মনে করেন, তাহাদিগের ভিতর কাহারও এক সঙ্গে পাঁচ স্বামী ছিল, এরূপও উল্লেখ আছে। মহাভারতে এ ধরণের আরো অনেক নজীর আছে। রামানন্দ বাবু অবশ্যই এ বিষয়ে আমাদের চাইতে ভাল জানেন। স্থানে স্থানে অশিক্ষিত মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক নারীর অসম্মান হইয়া থাকে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু রামানন্দ বাবু হিন্দু সংবাদপত্রের মারফৎ যে বর্ণনা পাইয়া থাকেন, তাহা ঠিক তদ্রূপ নয়। রামানন্দ বাবু মুসলমান সংবাদ-পত্রের ও মুসলমান জনমতের সঠিক সংবাদ রাখেন কিনা জানিনা—রাখিতে চেষ্টা করেন কিনা তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি মুসলমানকে অনেক উপদেশ দিয়াছেন—সেই জন্য আমরা বলিতে বাধ্য নারী সে হিন্দু হউক—ব্রাহ্ম হউক—যে কোন জাতির হউক সত্যিকার ভাবে নিগৃহীত হইলে, মুসলমান সেই নিগ্রহকারী দুর্ব্বৃত্তকে ক্ষমা করে না। এ সব কথা জানিয়া শুনিয়া, অন্তরে অন্তরে বুঝিয়া যদি না বুঝিবার, না জানিবার ভাণ করা হয় ও এই তথা-কথিত নারী-নিগ্রহের নামে হিন্দু মহাসভা মুসলমানের নামে যে কুৎসিত প্রোপাগাণ্ডা চালাইবে, রামানন্দবাবু তাহাতেই সাহায্য করিতে চান তাহা হইলে আমাদের আর কিছু বলিবার থাকে না। রামানন্দ বাবুর মতের ধারা অনুসরণ করিলে আমাদের এই বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা অস্বীকার করিবার ক্ষমতা কি রামানন্দ বাবুর আছে? কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। গত আলবার্ট হলের হিন্দু মহাসভার সভায় নারী-নিগ্রহ ব্যাপার লইয়া রামানন্দ বাবু হইতে আরম্ভ করিয়া কে এক সরলা দাসী মুসলমানের বিরুদ্ধে যে মনোভাবের প্রকাশ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া শুধু-সামান্য একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি; তাহাতেই রামানন্দ বাবুর প্রকৃত মনোভাব স্পষ্ট বুঝা যাইবে। যখন উত্তেজিত হাজার হিন্দু এক জন মুসলমানকে একটিমাত্র সত্য কথা বলায় চতুর্দ্দিক হইতে নির্য্যাতন করিতে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তখন কি অন্ততঃপক্ষে মনুষ্যত্বের খাতিরেও রামানন্দ বাবু সেই উদ্‌ভ্রান্ত জনতাকে শান্ত করিবার জন্য একটিমাত্র কথা বলিতে পারিয়াছিলেন না? এতটুকু মনুষ্যত্বের পরিচয়ে কি তাঁহার হিন্দুত্বের উপর 'টান' কমিয়া যাইত? হিন্দু মহাসভার মনোবৃত্তি অযথা আক্রমণ মূলক। রামানন্দ বাবু কি মনে করেন এই অযথা আক্রমণমূলক মনোবৃত্তির অনুসরণ করিয়া নারী-নিগ্রহ সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন? তিনি যদি তাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল। নারী-নিগ্রহ সম্বন্ধে অন্য কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে তাঁহার মতামত সম্বন্ধে পুনরায় একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। কারণ, সংকীর্ণতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ কোন দিনই উন্নত হইতে পারে নাই বা পারে না। হিন্দু সমাজের প্রতি তাঁহার 'প্রাণের টান' উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হউক ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু সেই 'প্রাণের টান' আতিশয্যে যদি সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামীর প্রকাশ পায় ও অন্য সমাজভুক্ত লোকের উপর বিদ্বেষমূলক আক্রমণ চলিতে থাকে তাহা হইলে সে 'প্রাণেরটানে'র যে কি পরিণতি, আশা করি রামানন্দ বাবু তাহা অবশ্যই বুঝিতে পারেন। রামানন্দ বাবুর স্ব-সমাজ-ভুক্ত না হউন ভারতের অন্যতম মনীষী ও বৈজ্ঞানিক স্যার রমণ এবিষয়ে এই সেদিনও মহীশূর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কনভোকেশন বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছেন আশা করি রামানন্দ বাবু সেই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবার অবসর পাইবেন। স্যার রমণ বলিয়াছেন—

Real culture includes within itself an appreciation not only of intellectual values but also of social virtues. A truely cultured man has no use for Dogmatisms fanaticisms or unreasoning beliefs or prejudies of any kind.

জাতীয়-সমস্যা

(মোঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি-এ, বিদ্যাবিনোদ)

হিন্দু লেখকেরা Indian অর্থাৎ ভারতবাসী বলিতে একমাত্র ভারতীয় হিন্দুগণকেই বুঝাইয়া থাকেন। যথা :—"Not one of the representatives of the Tamils, Muslims, Indians .....Britons had any fault to find with this particular proposal—(Modern Review—June 1929, Page 659—be. St. Nihal Singh). এখানে তামিল মুস্‌লিম, ভারতবাসী, ব্রিটন প্রভৃতির কথা মিঃ সিংহ উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবাসী—Indian বলিতে ভারতীয় হিন্দুগণকেই বুঝাইয়াছেন। (এই মতবাদ প্রচারের মধ্যে হিন্দুদের কি দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে তাহা আমি 'আল্‌-মুস্‌লিমে' প্রকাশিত 'স্বাধীনতার স্বরূপ' নামক প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি)। সে যাহা হউক, এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আইওয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুধীন্দ্র বসু M. A. Ph. D. কি বলেন দেখুন—"But America is going too far. If America thinks that all Indians (অর্থাৎ হিন্দু) are low down coolies, India should promptly take measures, which would be consistent with her dignity and self-respect. An insult like this should never go unchallenged. It is a disgrace, a national humiliation!" তারপর ডাঃ রবীন্দ্র নাথ ও প্রবাসী সম্পাদক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড় সাধের "বৃহত্তর ভারতে"র অন্যতম শাখা সিলোন-বাসী বৌদ্ধেরা ভারতের এই ধুতিওয়ালা হিন্দু সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন দেখুন। ১৯২৯ ইং মে সংখ্যার মডার্ণ-রিভিউর The Indian that Ceylon Wants নামক প্রবন্ধের ৫৫১ পৃষ্ঠায় Mr. St. Nihal Singh বলেন—"The Cooly and Indians are synonymous terms in Ceylon......The Indians and performance of dirty works are synonymous in the island." প্যান-হিন্দুইজ্‌মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র সিলোন, ভারতীয় হিন্দুগণকে এইভাবে অপমানিত করিয়া বড়ই অন্যায় কাজ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। নাটাল, আমেরিকা, ও সিলোনের কথা বাদ দিলেও এই ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব ও বাঙ্গলার বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতায় ধুতি চাদরের কত অপমান হইয়া থাকে, তাহা Dr. Reese এর গল্প দেখিলেই বুঝা যায়। ব্রাহ্ম শত-বার্ষিক উৎসব হইতে ফিরিয়া গিয়া Dr. Curtis W. Reese চিকাগোর Unity নামক পত্রিকায় amusing experience বলিয়া লিখিয়াছে—"I cannot however refrain from relating one interesting and amusing experience that we had in Calcutta. We had invited a young Indian (ie হিন্দু) to dinner at the hotel. He was elegantly dressed in native attire (ধুতি চাদর) upon entering the dinning room, the head waiter said—"That man cannot eat in that dress.........Leaving the dinning room we went to a restaurant nearby." (Modern Review June1929). দুনীয়ার সর্ব্বত্র ধুতি চাদর কত অপমানিত হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয় আপনারা দেখিতে পাইলেন। যে সময় বাঙ্গলার এক শ্রেণীর তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুস্‌লিম ধুতি-চাদরকে মুস্‌লিম জাতীয় পোষাক বানাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ঠিক সেই সময় শুনিয়া সুখী হইলাম, ঠেকিয়া শিখিয়া কোন কোন বাঙ্গালী হিন্দু নাকি পায়জামা পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। হে আমার জাতীয়তা-বাদী মুস্‌লিম! আপনারা যদি বিশ্ব-বাসীর নিকট কুলী বলিয়া পরিচিত না হইয়া সম্মান লাভ করিতে চান, তবে আত্মহত্যাকারী "ধুতি-আন্দোলন" পরিত্যাগ করিয়া মুস্‌লিম জাতীয় পোষাক আচকান-পায়জামা, চোগা-চাপকান পরিধান করিয়া নিজের ইস্‌লামী স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় বৈশিষ্ট রক্ষা করুন।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খান সাহেব "জাতীয় পোষাক" নামক প্রবন্ধে বাস্তবিকই বলিয়াছেন—"পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এছলাম যে কোন নীতি বা নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া দেয় নাই, একথাও সত্য নহে। এছলাম এ সম্বন্ধে যে সকল আদেশ-নিষেধ প্রবর্ত্তিত করিয়াছে, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহা হইতে নিম্নলিখিত নীতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয় :—

(১) যে পোষাক অপব্যয় সাপেক্ষ মুসলমান তাহা গ্রহণ করিবে না।

(২) যে শ্রেণীর পোষাক-পরিচ্ছদ সাধারণতঃ মানুষের মনে অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া দেয়, মুসলমানের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ।

(৩) যে শ্রেণীর পোষাক-পরিচ্ছদ ভব্যতা বা শীলতার বিঘ্ন উৎপাদন করে মুসলমানের পক্ষে তাহা বর্জ্জনীয়।

(৪) যে শ্রেণীর পোষাক-পরিচ্ছদের কল্যাণে মুসলমানকে অমুসলমানের মধ্য হইতে চিনিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, মুসলমানের পক্ষে তাহা নিষিদ্ধ।

হিন্দুস্থানের সুপ্রসিদ্ধ আলেম মওলানা আবদুল হাই (রহঃ) সাহেব মুজমাউল ফতোয়া নামক কেতাবের ৩৩০ পৃষ্ঠায় বলেন—

استفتــا سوال طريق كفر كي ترجيـــح
دينے والا مولی اور مدد دينے والا اور راضي
هونيوالا عوام و خواص ان لوگون کا شريعت
مين كيا حكم هے ؟ اور جو شخص مسلمان هو كر
دين اسلام كي طريق اور صورت اور لباس كو
نا پسند كرے - برهمــا كے طريق كے موافق
صورت اوز لباس كو پسند كرے - اور بال لمبا
بڑها كر عورتونكے موافق جوڑا باندهتے هين - اور
لباس برهما كا پهنتے هين اور پسند اوسي كو
كرتے هين - اونكے شريعت كي روسے كيا حكم هے ؟
بينوا توجروا - جواب - هو المصوب ايسا شخص
فاسق و فاجر هے - بالكه طريقه كفار كے پسند كرنے
مين خوف كفر هے و الله اعلم - حرره الراجى
عفرربه القوي ابو الحسنات محمد عبد الحي
تجاوز الله عن ذنبه الجلي و الخفى -

محمد عبد الحي
ابو الحسنات

বড়ই দুঃখের বিষয়, এক শ্রেণীর তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুস্‌লিম নেতা ও লেখক ধুতিকে মুস্‌লিম জাতীয় পোষাকে পরিণত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে একজন ইংরাজী শিক্ষিত মুস্‌লিম তরুণ ধুতির পক্ষ সমর্থন করিয়া The Muasalman পত্রে একখানি লম্বা চওড়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তার-পর, সেদিন প্রাদেশিক সংহতির নামে ধুতি-চাদরকে মুসলমানের জাতীয় পোষাক করার জন্য "খাদেম" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে এক সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হইয়াছে। "The Mussalman" ও "খাদেম" নামক সংবাদ পত্র মুস্‌লিম কাল্‌চারের বিরুদ্ধে যে ভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, ইহাতে আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি। জনাব মুজিবর রহমান সাহেব বরাবরই তথাকথিক Indian Nationalism এর তরফদারী করিয়া বড়ই গৌরব করিয়া সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এখানে একটা কথা পরিষ্কার করিয়া বলা ভাল। ভৌগলিক জাতীয়তা ও স্বাধীনতার মধ্যে অনেক প্রভেদ। আমরা স্বাধীনতাকে সমর্থন করিয়া থাকি, কিন্তু ভারতীয় ভৌগলিক জাতীয়তার বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই প্রতিবাদ করিয়া থাকি। তিনি স্যর সুরেন্দ্রনাথের সাগরিদীর আমল হইতে জাতীয়তার সত্যরতা করিয়া আসিতেছেন। সম্পাদক সাহেবের এ অভিমত ব্যক্তিগত ভাবে হইলে আমাদের বিশেষ কোন চিন্তার বিষয় ছিল না; কিন্তু তিনি কাউন্সিল নির্ব্বাচন উপলক্ষে মুস্‌লিম লীগকে চড়িয়া "মুসলমানকে" তলোয়ার ও "খাদেমকে" ঢাল বানাইয়া মুস্‌লিম-বঙ্গের শূন্য তখ্‌ত-খানি অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাই আমরা এই আত্মহত্যাকারী নীতির প্রতিবাদ করিতে বাধ্য। তিনি যে পথ দেখাইয়াছেন, সে পথ আত্ম-বিলুপ্তি ও আত্মধ্বংশের প্রশস্ত পথ। এ বিষয়ে আমরা মুস্‌লিম বঙ্গের তরফ হইতে তাঁহার নিকট একটা কৈফিয়ৎ বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি।

গত স্বাদেশিক আন্দোলনের যুগ হইতে মিঃ বিপিন চন্দ্র পাল ও The Amrita Bazar Patrika প্রমুখ হিন্দুনেতা ও সংবাদপত্র সমূহ ভারতীয় মুস্‌লিম সমাজকে জাতীয়তা-হীনতা ও প্যান-ইসলামিজমের জন্য নিন্দা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু আজ সেই হিন্দু-নেতা ও সংবাদপত্র সকল "বৃহত্তর ভারত সমিতি" গঠন করিয়া সমগ্র এসিয়া জুড়িয়া প্যান-হিন্দুইজ্‌ম্ প্রচার করিয়া ভারতীয় জাতীয়তা ও স্বাধীনতার গতিরোধ করিতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে না। যাঁহারা অল্পদিন পূর্ব্বে ভারতীয় মুস্‌লিমের সাম্প্রদায়িকতা ও প্যান-ইসলামিজ্‌মের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছেন, আজ তাঁহারাই হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িকতা ও "বৃহত্তর ভারত সমিতির" প্যান-হিন্দুইজ্‌ম এর সহায়তা করিয়া ভারতীয় স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় হইয়া পড়িয়াছেন। আজ তাঁহাদের স্বজাতীয় ভাই এর বিরুদ্ধে মিঃ পালের সেই উচ্চ ও অমৃত-বাজারের তীব্র প্রতিবাদ শুনিতে পাইতেছি না কেন? আমরা সর্ব্বদাই ভারতীয় স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছি কিন্তু যে সংকীর্ণ জাতীয়তা এক মানুষকে অপর মানুষ হইতে, এক দেশকে অপর দেশ হইতে পৃথক করিয়া রাখে, যে সংকীর্ণ ভৌগলিক জাতীয়তাকে ইউরোপীয় মনীষীরা Universal Nuisance বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, সেই মানব জাতির পরম শত্রু জাতীয়তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। যে সময় হিন্দু নেতারা "বৃহত্তর ভারত সমিতি" গঠন করিয়া বৌদ্ধ চীন, জাপান, শ্যাম ও ভারতবর্ষকে একত্র করিয়া মুসলমানগণকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, ঠিক সেই সময় আমাদের এক শ্রেণীর মুস্‌লিম নেতা হিন্দু নেতৃবর্গের চালবাজী ও খোশামুদীতে ভুলিয়া মিঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় 'ভারতীয়ত্ব' অর্থাৎ হিন্দু সভ্যতা ও কাল্‌চারের মধ্যে ইস্‌লামী স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব ডুবাইয়া ভারতবর্ষ হইতে মুস্‌লিম কাল্‌চারের নাম ও নিশানা মিটাইয়া নিজের কবর নিজেই খুদিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা হইতে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

হিন্দু দারোয়ানের হাত সাফাই

মনিবের টাকা গাফের চেষ্টা

গত পূর্ব্ব বৃহস্পতিবার রাত্রিতে প্রহ্লাদ রায় নামক জনৈক দারোয়ান বড়বাজার পুলিসের কাছে জানায় যে, হংসপুকুর রোড দিয়া যাইবার কালে পিছন হইতে কয়েকটী লোক তাহাকে ছোরার আঘাতে জখম করিয়া তাহার নিকট হইতে ৮০০০৲ টাকা লইয়া পলায়ন করে। তাহার চাল-চলন দেখিয়া পুলিসের সন্দেহের উদ্রেক হয়। তারপর তদন্ত করিয়া পুলিস জানিতে পারে যে, তাহার ঐ রিপোর্ট সম্পূর্ণ মিথ্যা; কয়েকটি লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে নিজেই ঐ টাকা সরাইয়াছে। তখন উক্ত দারোয়ানের বাড়ীতে খানাতালাশ করিয়া কিছু টাকা পাওয়া যায়। দারোয়ানের কথামত তাহার গ্রামবাসী হামিদ খাঁর বাড়ীতে তালাশীর ফলে ৬০০০৲ টাকা বাহির হয়। গিরিজা লোহার এবং কানাইলাল হালওয়াইর নিকটেও খানাতালাস করিয়া কিছু টাকা পাওয়া যায়। আসামী স্বীকার করিয়াছে যে, কয়েকজন লোকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঐ টাকা সরাইয়া সে পুলিসের কাছে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছে। ডেপুটী কমিশনার পুলিসকে এ সম্বন্ধে আরও খোঁজ লইতে বলেন।

কড়েয়া ও মুসলমান

(মুঃ মোহাঃ রিয়াজুদ্দিন আহ্‌মদ)

কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকস্থ কড়েয়া মহল্লাটা অতি বৃহৎ এবং এক সময় কেবলমাত্র মুসলমানদিগের বাসস্থান ছিল। ইহার উত্তর সীমা বেনেপুকুর ও ইউরোপীয়দিগের বিরাট গোরস্থান, দক্ষিণ সীমা চাঁপাতলা, বালিগঞ্জ ও বেগবাগান, পশ্চিম সীমা লোয়ার সার্কুলার রোড এবং পূর্ব্ব সীমা তিলজলা ও ঘুঘুডাঙ্গা। এই বিরাট ভূ-খণ্ড মফঃস্বলের একটী ক্ষুদ্র টাউনের সমান। পূর্ব্বে এখানে বহু সংখ্যক ড্রাফট্‌সম্যান, দরজী, কসাই, জাহাজী, খানসামা-খেদমতগার এবং কতক কারবারী ও ব্যবসায়ী লোক বাস করিতেন। ভূম্যধিকারী শ্রেণীরও কয়েকজন লোক ছিলেন। দত্ত পরিবার ও বিশ্বাস পরিবার এই দুইটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবার এবং অতি অল্প সংখ্যক অন্যান্য হিন্দু ও মুদী পাখালিগণ এখানে বাস করিত। ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কল্যাণে কড়েয়া আজ ধ্বংস ও মেস্‌মার হইয়া নূতন আকারে গঠিত হইতেছে। অধুনা পার্ক ষ্ট্রীট, থিয়েটার রোড্, নিউ সার্কুলার রোড্ এবং অন্যান্য অনেকগুলি নূতন রাস্তা ইহার বক্ষ ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে সম্প্রসারিত। থিয়েটার রোড্, পার্ক ষ্ট্রীট ও নিউ সার্কুলার রোডে অনেক বড় বড় হিন্দু দ্বিতল, ত্রিতল এবং চতুস্তল বাড়ী ও ম্যান্সন্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ম্যান্সন্‌গুলি প্রায় ইউরোপীয়দিগের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। য়িহুদীদিগেরও ২।১টা বড় বাড়ী তৈরী হইয়াছে। সুখের বিষয়, মুসলমানদিগের অনেক বড় লোক কড়েয়ায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন বা জমি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। নওয়াব স্যর সৈয়দ শামসুল হোদা মরহুমের প্রাসাদোপম বৃহৎ বাড়ীখানা আমিন ব্রাদার্স নামক মুসলমান সওদাগর ক্রয় করিয়া উহার আরও অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ইরানী সওদাগর খলিল শিরাজী কয়েকটা বৃহৎ বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন। হাইকোর্টের জজ সোহরাওয়ার্দ্দী সাহেব প্রায় ১ বিঘা পরিমাণ জমি এবং একখানি বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন। বঙ্গের মুস্‌লিম নেতা মওলবী এ, কে, ফজলল হক সাহেব, একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছেন, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার খান বাহাদুর মওলবী আবদুল মুমিন সাহেব "ফজল-মঞ্জিল" নামক দ্বিতল বাড়ীখানি ক্রয় করিয়াছেন। রিটায়ার্ড্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট (এবং অস্থায়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট) মওলবী সৈয়দ আবদুস্ সালেক খান বাহাদুর, আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মওলবী মোহাম্মদ আলী চৌধুরী সাহেব ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট (বর্ত্তমানে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের পার্সন্যাল এসিষ্টাণ্ট) মওলবী শামসুদ্দীন আহমদ সাহেব, রিটায়ার্ড স্কুল ইনস্পেক্টার মওলবী মতলুব আহমদ খাঁ চৌধুরী এম, এ, সাহেব, একজন সাবজজ সুন্দর ও বৃহৎ বাড়ী সকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট ডাইরেক্টর খান বাহাদুর মওলবী আহ্‌সান উল্লা এম, এ, সাহেব একখানি বাটির পত্তন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ডেন্টিষ্ট ডাক্তার আর আহমদ একখানি সুন্দর দ্বিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। হাইকোর্টের এডভোকেট মওলবী ওয়াহেদ হোসেন সাহেবের একখানি দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফরুরোখ থিয়েটার রোডের উপর এক খণ্ড জমি ক্রয় করিয়া রাখিয়াছেন। হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল সৈয়দ নসিম আলী এম, এ, বি, এল, সাহেব মওলানা হাজী মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব জমি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সী জেলের উচ্চতম কর্ম্মচারী মওঃ সেরাজুল ইস্‌লাম সাহেব, হাইকোর্টের উকীল মওলবী-সৈয়দ আতিকুল্লাহ বি, এল সাহেব ফটোগ্রাফার মুন্‌শী বশিরুদ্দিন সাহেব নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ হ্যাট ম্যার্চ্চেণ্ট ও কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মুনসী মাজ্‌হারুল হক্ সাহেবের সাবেক দুই খানি দ্বিতল বাড়ী আছে, আবার ম্যান্সন আকারে কড়েয়া রোডের উপর একখানি বৃহৎ দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মুন্‌শী খলিলর রহমান শিকদার নামক একজন ধনী মুসলমান ও মুনশী সদর আলী নামক একজন কন্‌ট্রাক্টরের কয়েকখানি দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। কাজী মোহাম্মদ ইয়াকুব একখানি বৃহৎ বাড়ীর পত্তন করিয়াছেন। শেখ আহমদের একখানি দ্বিতল বাড়ী থিয়েটার রোডের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ রাস্তায় মওঃ মোহাম্মদ হোসেন মরহুমের একখানি নব-নির্ম্মিত দ্বিতীল গৃহ আছে। মওলবী আবুল কালাম আজাদ সাহেবের ভগিনীপতি (ভূপাল রাজ্যের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী) সাহেবের চতুস্তল বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে! একজন চিকণওয়ালা ব্যবসায়ীর একখানি দ্বিতল-গৃহ নিউ সার্কুলার রোডের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনা যাইতেছে যে, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের একজিকিউটিভ মেম্বর স্যর হাজী গজনভীও কড়েয়ায় একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ফাষ্ট ডেপুটী একজিকিউটিভ অফিসার মওলভী হাজী আবদুর রশিদ খান সাহেব নিউ সার্কুলার রোড়ে বৃহৎ পার্কের উত্তর দিকে একখানি দ্বিতল বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহার পার্শ্বেই 'ইষ্টইণ্ডিয়া' রেলওয়ের প্রধান মেডিক্যাল অফিসার মেজর হাসন সোহরাওয়ার্দ্দী সাহেব একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়াছেন। ডাক্তার নূর মোহাম্মদ সাহেবের দুই খানি দ্বিতল বাড়ী, মুনশী মোহাম্মদ তাহের সাহেবের "তাহের মঞ্জিল", হাজী আবদুল গনি সাহেবের পূর্ব্ব নির্ম্মিত বাড়ী এবং নূতন দ্বিতল বাড়ীর পত্তন, ইস্‌মাইল ঝাড়ওয়ালা মরহুম এবং হাজী উলফত হোসেন মরহুমের দ্বিতল বাড়ীদ্বয় উল্লেখযোগ্য।

ইসলামীয়া কলেজের উর্দ্দূ লেকচারার ও প্রসিদ্ধ উর্দ্দূ কবি মওলবী রেজা আলী ও হসমতের বাড়ী এবং বিখ্যাত মার্চ্চেণ্ট হাজী ফজলোর রহমান মরহুমের দ্বিতল বাড়ী, দেলকোশা ষ্ট্রীটে এবং নওয়াব বদরুদ্দীন 'হায়দার' খান বাহাদুর মরহুমের ওয়াক্‌ফ্ ষ্টেটের দ্বিতল বাড়ী ও বিবি খোদায়েজা বেগমের দ্বিতল বাড়ী একর রোডে বিদ্যমান।

কটক কলেজের আরবী প্রোফেসার মওলবী মোহাম্মদ লতীফ সাহেবের পুরাতন দ্বিতল বাড়ী এবং শেখ সুবা মিঞার অর্দ্ধ সম্পন্ন দ্বিতল বাড়ী মওলবী হাফেজ আবদুল হামিদ মরহুমের ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী কড়েয়া রোডে বিরাজিত। হাজী বশির খাঁ মরহুমের একখানি এবং জসিমুদ্দীন মোল্লার একখানি দ্বিতল বাড়ীও কড়েয়া রোডের উপর আছে। হাজী এলাহী বখ্‌শ মরহুমের দ্বিতল বাড়ী গোরস্থান লেনে অবস্থিত। তদ্ব্যতীত লশ্‌করী মিঞার অর্দ্ধ-সম্পন্ন দ্বিতল বাড়ী কসাই পাড়া মহল্লায় এবং বহু সংখ্যক একতল পুরাতন বাড়ী ইতস্ততঃ আছে।

এখনও কড়েয়ায় ইমপ্রুভমেণ্টের বিস্তর জমি আছে। আমরা আশাকরি, বড় বড় মুসলমানগণ এই সুন্দর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে নূতন বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া স্থানটিকে কলিকাতার প্রধান মুসলমান পল্লীতে পরিণত করিবেন। আজকাল কড়েয়া কলিকাতার মধ্যে একটি প্রধানতম সুন্দর স্থান। বিরাট পার্কটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষে ইহা একটি উৎকৃষ্ট ভ্রমণস্থান হইবে। নিউ সার্কুলার রোড্ অতঃপর প্রিভি কাউন্সিলর পরলোকগত জজ রাইট অনারেবল্ সৈয়দ আমীর আলীর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ আমীর আলী এভিনিউ নামে অভিহিত হইবে। দক্ষিণাংশে নওয়াব শামসুল হোদা রোড বিরাজ করিতেছে। নূতন রাস্তাগুলির যাহাতে মুসলমানী নামকরণ হয়, তজ্জন্য কর্পোরেশনের মুসলমান কাউন্সিলারদিগের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। এই কড়েয়া সীমার মধ্যে ২০।২৫টী সুন্দর মসজিদ আছে। আশা করা যায়, কড়েয়া কালে "মুস্‌লিম নগরী"তে পরিণত হইবে।

এক সময় মেহেদীবাগ, তালতলা, মিস্রিগঞ্জ ও মির্জ্জাপুর যেমন সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের খাস বাসস্থান ছিল, বর্ত্তমান সময়ে কড়েয়াও সেই স্থান অধিকার করিতেছে।

স্পেনে মূর-সাম্রাজ্য

ইস্‌লাম ও প্রাগৈস্‌লামিক স্পেন

(মওলবী আবদুল কাদের)

আলেকজাণ্ডারের বিশাল বাহিনী যখন প্রাচ্যের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি বিমর্দ্দিত করিয়া ঝঞ্ঝার ন্যায় ভারতাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছিল, তখন একটি দেশ নির্ব্বিঘ্ন ও নির্ভয় রহিয়াছিল। আরবের অধিবাসীবর্গ দীনতা স্বীকার পূর্ব্বক এই দিগ্বিজয়ী বীরের নিকট দূত প্রেরণ করা প্রয়োজন মনে করে নাই। আলেকজাণ্ডার এই গর্ব্বিত আরবদিগকে তদীয় পদতলে আনয়ন করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল। তিনি যখন আরব আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকেই আক্রমণ করিয়া বসিল। "গর্ব্বিত আরবেরা" অবিজিতই রহিয়া গেল।

ইহা খৃষ্ট জন্মের তিন শত বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা। ইহার পরও প্রায় সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আরবেরা তাহাদের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল। তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল: আলেকজাণ্ডারের উত্তরাধিকারিগণ সিরিয়ায় সেলুকস বংশ এবং মিসরে টলেমী বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, রোমে অগষ্টাস 'ইম্পারেটর' উপাধি গ্রহণ করিয়া সাধারণ তন্ত্রের পরিবর্ত্তে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; কনষ্টাণ্টাইন্ বাইজেন্টিয়ামে প্রথম খৃষ্টান সম্রাট হইয়াছিলেন; বর্ব্বর বাহিনী সিজারের দূরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ পদদলিত করিয়াছিল। কিন্তু তখনও আরবেরা অবিজিত ও অনাবিষ্কৃত রহিয়া গেল— তখনও তাহাদের অভগ্ন শান্তি পূর্ব্বের ন্যায়ই অব্যাহত রহিল। সীমান্ত শহরগুলি 'সিজার' বা 'খসরুর' অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকিতে পারে। রোমানবাহিনী একাধিকবার মরুভূমিতে প্রবেশ করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কিছুই হয় নাই। চতুর্দ্দিকের মরুভূমি এবং নিজেদের সাহসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা বরাবরই আক্রমণকারীদিগকে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। পৃথিবীতে ইহারা বিদ্যমান ছিল এবং ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে যাইয়া কেহই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যতীত লাভবান হয় নাই—এই দুইটি বিষয় ব্যতীত সেই সুদূর অতীতকাল হইতে খৃষ্টীয় অব্দের সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নিভৃত জাতি সম্বন্ধে জগদ্বাসী প্রায়শঃ কিছুই জানিত না।

তৎপরে সহসা আরবদের চরিত্রে এক বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটিল। তাহারা তাহাদের নিভৃত জীবন পরিত্যাগ করিয়া মহোৎসাহে বিশ্ব-বিজয়ে বহির্গত হইল। একজন মহামানব এই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন। মহা পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ (দ) সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমে অকৃতকার্য্যতার সম্মুখীন হইলেও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুচরবর্গের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্বেই সমগ্র আরব দেশ হজরত মোহাম্মদকে (দ) রাজা ও পয়গম্বর বলিয়া মানিয়া লইল। শত শত গোত্রে বিভক্ত আরবেরা এক জাতিতে পরিণত হইয়া ধর্ম্ম ও রাজ্য বিজয়ার্থ চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া চলিল। হজরতের উত্তরাধিকারী খলীফাদের নেতৃত্বে মুস্‌লিম বাহিনী পারস্য, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিল; মধ্য এসিয়ায় অক্সাস নদীর তীর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের সৈকতভূমি পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে প্রত্যহ পঞ্চবার 'মোয়াজ্জেনের' 'আজান-ধ্বনি' শ্রুত হইতে লাগিল। অজ্ঞাত আরব জাতির দ্রুততম বিজয়-সন্দর্শনে বিস্মিত জগত কাঁপিয়া উঠিল।

মুসলিম বা সারাসেনগণ এসিয়া অতিক্রম করত ইউরোপ আক্রমণের চেষ্টা করিল। কিন্তু পূর্ব্ব-রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের চেষ্টায়—বিশেষতঃ কনষ্টাণ্টিনোপলের সুদৃঢ় নৈসর্গিক অবস্থানের দরুণ ইস্‌লাম-সন্তানদের সেই প্রয়াস ব্যর্থ হইল। এদিকে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আরবদের বিজয়-স্রোত আফ্রিকা মহাদেশের দিকে প্রবাহিত হইল; উত্তর আফ্রিকার প্রদেশ সমূহ একে একে তাহাদের অধিকারে আসিল। দীর্ঘ যুদ্ধের পর দুর্দ্ধর্ষ বার্ব্বার জাতিও তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিল; কেবল কিউটা দুর্গ তাহাদের যাবতীয় আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। ভূমধ্য-সাগরের দক্ষিণ তটের অবশিষ্টাংশের ন্যায় কিউটাও গ্রীক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কিন্তু ইহা কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে এত দূরে ছিল যে, নামতঃ সম্রাটের অধীন হইলেও ইহাকে নিকটবর্ত্তী স্পেন রাজ্যের সহায়তার উপর নির্ভর করিতে হইত। কিন্তু এই সময় কিউটার শাসনকর্ত্তা জুলিয়ান এবং স্পেন-রাজ রডারিকের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় আরবদের ইউরোপ প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল।

স্পেন তখন ভিসিগথদের শাসনাধীন ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের অবনতির সুযোগে যে সমুদয় বর্ব্বর জাতি উহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়াছিল, ভিসিগথরা তাহাদের অন্যতম। অষ্ট্রোগথেরা পূর্ব্বেই ইতালী অধিকার করিয়াছিল; আর তাহাদের জ্ঞাতি ভিসিগথরা সুয়েভি ও অন্যান্য অসভ্য জার্ম্মাণ সম্প্রদায়কে পরাজিত বা বিতাড়িত করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান প্রদেশ আইবেরিয়া বা স্পেনে আপনাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লইল। যে বিলাসিতা ও দুর্নীতি সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল, তাহারা স্পেনকেও তদ্দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতে পাইল। জগতের বহু যুদ্ধপ্রিয় জাতির ন্যায় রোমানরা যখন দেখিতে পাইল যে, তাহাদের বিজিত রাজ্যও লুণ্ঠিত ধনের অভাব নাই, তখন তাহারা যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া বিলাস ব্যসনে গা ভাসাইয়া দিল। যে সাহসী লোকেরা শান্তির সময় নিরাড়ম্বর কৃষক জীবন যাপন করিত এবং কোন সিপিও বা সিজারের পক্ষ হইতে স্বদেশ রক্ষা বা বিদেশ জয়ের আহ্বান আসিলে হল ত্যাগ করিয়া তরবারি গ্রহণ করিত, তাহারা আর সে সরল প্রকৃতির জাতি রহিল না। স্পেনে ধনবানেরা বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয় সেবায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। পান ভোজন, দ্যূতক্রীড়া এবং সর্ব্ববিধ উত্তেজনা মূলক কার্য্য ব্যতীত তাহাদের অপর কোন কর্ত্তব্য ছিল বলিয়া তাহারা মনে করিত না। সাধারণ লোকেরা ক্রীতদাস বা বাধ্যতামূলক ভূ-কর্ষণকারী ছিল। ক্রীতদাস ও শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। তাহারা যে ভূমি কর্ষণ করিত, উহা ত্যাগ করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। ভূমির হস্তান্তরের সহিত তাহারাও হস্তান্তরিত হইত। ধনী ও ক্রীতদাসদের মধ্যে আবার মধ্য শ্রেণীর নাগরিক ছিল; তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল; রাজ্যের যাবতীয় ব্যয়ভার তাহাদিগকেই বহন করিতে হইত; তাহারা কর দান করিত, আর ধনবানেরা সে অর্থ বিলাসিতায় উড়াইয়া দিত। এইরূপ নৈতিক অধঃপতিত সমাজের পক্ষে কোন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ আক্রমণকারীকে বাধা দান করা সম্ভবপর ছিল না। (ক্রমশঃ)

চেঙ্গিজ খাঁ

(এম, রজব আলী বি-এ)

এশিয়ার ইতিহাসে চেঙ্গিজ খাঁর নাম অক্ষয় স্থান লাভ করিয়াছে। চেঙ্গিজ খাঁকে লোকে তৈমুর খাঁর উপযুক্ত পূর্ব্বপুরুষ বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। তাঁহাকে রক্ত-পিপাসু, পর রাজ্য-লোলুপ ও দিগ্বিজয়ী বলিয়া জানা ছাড়া, তাঁহার মধ্যে যে কোন সদ্‌গুণ ছিল, তাহা আমাদের অনেকেরই জানা নাই। "রিয়াজতুস শাফা" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে গ্রন্থকার চেঙ্গিজ খাঁর জীবন সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। পারসী ভাষানভিজ্ঞ পাঠকগণের নিকটে চেঙ্গিজ খাঁর জীবনী একরূপ অজ্ঞাত রহিয়াছে। চেঙ্গিজ খাঁর মৃত্যুর প্রায় সার্দ্ধ তিন শতাব্দী কাল পরে মীর খাওয়ান্দ শাহ্ চেঙ্গিজ খাঁর জীবনী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যে চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

চেঙ্গিজ খাঁর জন্ম

চেঙ্গিজ খাঁর পিতার নাম পুস্থকা বাহাদুর। ইনি যখন দায়লুন বলুকুদ নামক স্থানে উপস্থিত হন, তখন তাঁহার রাণী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। এই সন্তানই উত্তর কালে চেঙ্গিজ খাঁ নামে বিখ্যাত হন।

কথিত আছে সদ্যজাত শিশুর হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিল। মুষ্টি খুলিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে খানিকটা জমাট বাধা রক্ত রহিয়াছে। তদানীন্তন জ্ঞানিগণ এসম্বন্ধে এই প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, এই শিশু উত্তর কালে অসম সাহসী ও অপরাজেয় মহাবীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবেন।

হিজরী ৫৪৯ অব্দের ২০শে জিলকদ তারিখে চেঙ্গিজ খাঁ ভূমিষ্ট হন। একদা রজনীযোগে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পান যে, তাঁহার দুই হাতে দুইখানি মুক্ত তলোয়ার। তাঁহার দুই হাত ক্রমশঃ লম্বা হইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে এক হাত পূর্ব্বদেশে, এবং অন্য হাত পশ্চিম দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িল। পরদিন প্রত্যূষে তিনি তাঁহার মাতার কাছে স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার মাতা বিদুষী ও জ্ঞানবতী রমণী ছিলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি স্বীয় ক্ষমতায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দেশগুলি অধিকার করিতে সমর্থ হইবে।" চেঙ্গিজ-জননীর এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্ত্তী কালে সত্যে পরিণত হইয়াছিল।

পৃথিবীর দিগ্বিজয়ী বীরদের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহারা শৈশবে মাতার নিকট হইতেই ভবিষ্যৎ জীবনের অসম সাহসিকতার প্রেরণা লাভ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের অশিক্ষিতা জননীরা কাল্পনিক জুজু ও বাঘের ভয় দেখাইয়া ছেলের কাঁদাকাটি থামাইয়া থাকেন। চেঙ্গিজ খাঁ বা নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর আমাদের দেশে এই জন্য জন্মগ্রহণ করেন না যে, তাঁহাদের মায়ের মত মা আমাদের দেশে নাই।

চেঙ্গিজ খাঁ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বীরত্বের যুগ। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ও শোনিত পাতের মধ্যে তিনি লালিত-পালিত হন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাদশাহ আকবরের ন্যায় তিনি নিতান্ত শৈশবকাল হইতেই নানা প্রকার বিপদাপদের মধ্যে কালযাপন করিতে থাকেন। তাঁহার বয়স যখন মাত্র তের বৎসর সেই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

দেশে তখন ঘোর অশান্তি চলিতেছিল। তৎকালে মোগল ও তাতার জাতি কোন এক রাজার শাসনাধীন ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন রাজা ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেককে খাঁ বলা হইত। তাঁহারা পরস্পরের সঙ্গে কেবল বিবাদ করিতেন। চেঙ্গিজ খাঁর পিতাও একজন খাঁ ছিলেন। সুতরাং তাঁহর মৃত্যুর পর তাঁহার তের বৎসর বয়স্ক বালক পুত্রের ধ্বংসের জন্য শত্রুরও অভাব হইল না। চেঙ্গিজ খাঁর পিতার শত্রুগণ চেঙ্গিজ খাঁকে ধ্বংস করার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়া চতুর্দ্দিক হইতে অভিমন্যুবধকারীদের ন্যায় ঘিরিয়া লইল।

ক্ষুদ্র বালক চেঙ্গিজ খাঁ বিপদের কালমেঘ দেখিয়া বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি গত-সাহস হইলেন না। যিনি ভবিষ্যতে এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের রাজাগণের বিষম ভীতির পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি বালক হইলেও বিপদরাশী দেখিয়া হতাশ হইলেন না। ভাবী চেঙ্গিজ খাঁর যোগ্য সাহসের সহিত তিনি এক একটা বিপদের সম্মুখীন লাগিলেন। কথায় বলে, Child shows the man as morning shows the day.

চেঙ্গিজ খাঁ পিতৃ শত্রুগণকে দমন করিতে না করিতেই দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণই তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তখন তিনি তাঁহার পিতার বিশিষ্ট বন্ধু আভং খাঁর শরণাপন্ন হইলেন। আভং খাঁ চেঙ্গিজ খাঁকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতে লাগিলেন। চেঙ্গিজ খাঁ বালক হইয়াও যে জ্ঞান-গভীরতা, দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞান ও আচার ব্যবহারে যেরূপ শিষ্টতার পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। আভং খাঁ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনই রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। চেঙ্গিজ খাঁ দীর্ঘ আট বৎসর কাল আভং খাঁর চাকুরী করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আভং খাঁর অনেক কিছু কাজ করিয়া দিয়াছিলেন। রাজ কার্য্য পরিচালনে ও শত্রুদমনে চেঙ্গিজ খাঁ যেরূপ অসাধারণ সদ্বিবেচনার পরিচয় দেন, তাহাতে আভং খাঁ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পদ-মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন।

চেঙ্গিজ খাঁর উপরে এইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করায় আভং খাঁর কতিপয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী চেঙ্গিজ খাঁর উপরে অতিরিক্ত মাত্রায় হিংসা-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তাহারা চেঙ্গিজ খাঁকে জব্দ করার জন্য অনেক চক্রান্ত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু খোদাতালা সহায় থাকিলে, কোন শত্রুই কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। কাজে কাজেই চেঙ্গিজ খাঁর শত্রুদের সমুদয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল।

নূতন নামকরণ

২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চেঙ্গিজ খাঁ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে তমুজিন খাঁ নামে অভিহিত করা হইত। তাঁহার চেঙ্গিজ খাঁ নাম হইবার এক চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। কথিত আছে, তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার কিছুকাল পরই তাঁহার রাজ্যে এক সাধু পুরুষের অবির্ভাব হয়। তিনি এই বলিয়া দাবী করেন যে, আধ্যাত্মিক জগতে রহস্যময় গূঢ় বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ জ্ঞান, আছে তিনি সময় সময় আকাশে গমন করেন এবং তিনি খোদাতালার একজন বিশেষ প্রিয় ও অনুগৃহীত লোক। সাধারণ মোগলদের ধারণা ছিল যে, সাধু পুরুষটী ধূসরবর্ণের ঘোড়ায় চড়িয়া খোদাতালার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আকাশে গমন করেন। তিনি অনাহারে নগ্ন দেহে আগুনের মধ্যে বা বরফের মধ্যে ক্রমাগত কয়েক দিন যাবৎ বসিয়া থাকিতে পারেন। তাহাতে তাঁহার কোনই ক্ষতি হয় না। বরং তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে আগুন শীতল হয়, বরফ গলিয়া যায়।

এই সাধু পুরুষটি একদিন চেঙ্গিজ খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, একজন লাল রঙ্গের মানুষ এক সাদা ঘোড়ার উপরে উঠিয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিয়াছেন, তুমি পুস্থকা বাহাদুরের ছেলের নিকটে যাও এবং বল যে, তাহাকে যেন অতঃপর আর কেহ তমুজিন খাঁ নামে অভিহিত না করে। আজ হইতে তাহার নাম চেঙ্গিজ খাঁ রাখা হইল। সাধু পুরুষটি আরও বলেন, খোদাতালা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, তিনি (খোদাতালা) চেঙ্গিজ খাঁকে পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশের মালিক করিবেন। গওর, নেজদ প্রভৃতী দেশগুলি তাঁহার শাসনাধীন হইবে।

চেঙ্গিজ খাঁ ভাল করিয়াই জানিতেন যে, উক্ত সাধু পুরুষটি ভণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু তিনি সময়োপযোগী নীতি অবলম্বনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়া সাধু পুরুষের কথামতে চেঙ্গিজ খাঁ নাম গ্রহণ করেন। এই শব্দটি তুর্কী ভাষাজাত। ইহার অর্থ রাজাদের রাজা বা শাহে শাহান্। এই সাধু পুরুষের কথামতে নাম গ্রহণের পর হইতেই চেঙ্গিজ খাঁর মান দেশ-বিদেশ বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। তিনি তাঁহার পিতৃ-রাজ্য সুদৃঢ় করিয়া অন্য দেশ বিজয়ে মনোনিবেশ করেন।

খাতা অধিকার

স্বজাতীয়গণকে অর্থাৎ বিরোধী মোগলদিগকে পর্য্যুদস্ত করার পর চেঙ্গিজ খাঁ চীন দেশের অন্তর্গত খাতা শহর বিজয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। খাতা শহরের খানে খানান্ চেঙ্গিজ খাঁর পূর্ব্বপুরুষগণের শত্রু ছিলেন। একদিন তিনি অমাত্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের নিকটে বলিলেন খাতার খানগণ আমার পূর্ব্বপুরুষগণের উপর অমানুষিক জুলুম অত্যাচার করিয়াছেন। খোদাতালা আমাকে সর্ব্বত্র বিজয়ী করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। এক্ষণে আমি খাতার খানদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে চাই। এই কথা শুনিয়া কর্ম্মচারিগণ সকলেই চেঙ্গিজ খাঁর কথায় সায় দিলেন। স্থির হইল যে প্রথমে খাতার শাসনকর্ত্তা আলতান খাঁর নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বশ্যতাস্বীকারের জন্য সংবাদ প্রেরণ করা হইবে। যদি তিনি বশ্যতাস্বীকার করেন মঙ্গল; নতুবা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করা হইবে।

চেঙ্গিজ খাঁ জাফর খাজা নামক জনৈক প্রাচীন রাজকর্ম্মচারীকে দূতস্বরূপ খাতার শাসনকর্ত্তার নিকটে প্রেরণ করেন। জাফর খাজা সুবক্তা ছিলেন। তাঁহাকে এই মর্ম্মে আলতান খাঁকে সংবাদ প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হইল যে, মহান্ খোদাতালার অনুগ্রহে আমার বিজয়ী সৈন্যের সুনাম সমস্ত দেশে ও নগরে প্রচারিত হইয়াছে। আপনিও হয়ত আমার সৈন্যদের প্রবল প্রতাপের কাহিনী শুনিয়া থাকিবেন। সৌভাগ্যশীল লোকমাত্রেই আমাদের অধীনতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আমাদের রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত। কোন প্রকার বিপদাপদেই আমাদের রাজ্যমূল বিনষ্ট হইবার নহে। আমরা অনেক দেশ ও শহর অধিকার করিয়াছি। সম্প্রতি তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র সদৃশ একদল সৈন্য খাতা শহরের দিকে প্রেরণ করিতেছি। আপনি আমাদের বন্ধুভাবে বা শত্রুভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। আপনি যদি স্বয়ং আসিতে না পারেন লোকজনের মারফতে রাজস্ব প্রেরণ করিয়া দিউন নতুবা যুদ্ধের দিন স্থির করিয়া দিন। খোদাতালা, কাহারও মস্তকে বিজয় মুকুট এবং কাহাকেও ভিক্ষুকবেশ পরান।

উপরোক্ত মর্ম্মে চরম পত্র (বা Ultimatum) পাইয়া খাতার খান ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পড়িলেন। তিনি অতিকষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন বহুদিন গত হয়, এযাবৎ কেহ খাতা শহর অধিকার করিতে পারে নাই। চেঙ্গিজ খাঁ আমাকে বিজিত মোগলদের শামেল করিয়াছেন। যুদ্ধ করাই যদি চেঙ্গিজ খাঁর অভিপ্রায় হয়, তবে তাহাতে কি বাধা আছে? আমি ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি।

মুলকী

হিন্দু ভদ্রলোকের অবলা পূজা

বর্ব্বরতার চরম নিদর্শন

লক্ষ্মীপুর জেলার পেংরিগোড় চা-বাগানের ৪০ বৎসর বয়স্ক ওভারশিয়ার নির্ম্মল চন্দ্র রায় চৌধুরী, একটি ১১ বৎসর বয়স্কা কুলী বালিকার উপর বলৎকার করিবার অভিযোগে লক্ষ্মীপুরের ডেপুটী কমিশনার কর্ত্তৃক ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, বালিকার পিতা উক্ত বাগানে কাজ করিত এবং ওভারশিয়ারের সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্দ্য ছিল। আসামী এই সূত্রে বালিকার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং গত ৯ই মে তারিখে সূর্য্যগ্রহণের দিনে বালিকার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহার উপর বলৎকার করে।

সার পি, সি, রায়ের দান

বিভিন্ন সৎকার্য্যে ব্যয়িত

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক সভায় সার পি, সি রায়ের দান ও আত্মত্যাগের বিষয় আলোচিত ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হয়। সেনেটের সদস্যগণ স্থির করেন, সার পি, সি, রায়ের সঞ্চিত বেতন হইতে যে তহবিল গঠন করা হইয়াছে, তাহা রসায়ন শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য এবং গবেষণা বৃত্তি স্থাপন কল্পে ব্যয় করা হইবে। সিণ্ডিকেটের সমর্থন অনুসারে সেনেট উক্ত তহবিলের টাকা নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহার করিতে মনস্থ করিয়াছেন:—ইউনিভার্সিটি কলেজের ইন-অর্গেনিক রসায়ন শাস্ত্রের লেবরেটরি বিভাগের বিস্তার জন্য ৫ হাজার; বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের সংশ্রবে একটী গবেষণা লেবরেটরীর জন্য ১০ হাজার; ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির গৃহ নির্ম্মাণ তহবিলের জন্য ১০ হাজার; এবং অবশিষ্ট অর্থ অমানত রাখিয়া উহার সুদ হইতে মাসিক ২ শত টাকা একটি গবেষণা বৃত্তির (স্কলারসিপ) জন্য ব্যয় করা হইবে।

গুপ্ত-প্রণয়ের বিষময় ফল

আর্সেনিক দ্বারা স্বামীকে হত্যা

কোহাট হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, কোনও আফ্রিদীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, এই আফ্রিদীর ২টী স্ত্রী ছিল। কিন্তু উহাদের মধ্যে অল্প বয়স্কাটীর প্রতিই স্বামী অধিকতর অনুরক্ত ছিল। এইভাবে উপেক্ষিতা হইয়া বয়স্কা স্ত্রীটির মনে বিষম ঈর্ষার সৃষ্টি হয় এবং তাহার মনে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। একদিন যখন স্বামীর প্রিয় তরুণী স্ত্রীটী গৃহে অনুপস্থিত ছিল তখন উক্ত উপেক্ষিতা পত্নী রুটীর মধ্যে আর্সেনিক বিষ মিশ্রিত করিয়া স্বামীকে খাইতে দেয়। স্বামী উহা খাইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হত্যার অভিযোগে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইলে উপেক্ষিতা রমনীটি পুলিসের নিকট এক জবানবন্দী দেয়। ইহাতে সে বলে যে, প্রতিবেশী কোনও জমিদারের নিকট হইতে উক্ত বিষ আনাইয়াছিল। উক্ত জমিদারের সহিত সে গুপ্ত-প্রণয়েও লিপ্ত ছিল।

নারী ধর্ষক কে?

মুসলমান না হিন্দু?

রঘুনন্দহুলিয়া নামক একজন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হিন্দুস্থানী যুবক সীতনী মাঝীয়ানী নামক জনৈকা একাদশ বর্ষীয়া বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচারের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। আসাম উপত্যকা জেলার সহকারী দায়রা জজ মিঃ ভী শর্ম্মার এজলাসে তাহাকে বিচারাধীন করা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গোঁমাওগাঁও থানার মোকরাইগাঁও গ্রামের সীতনী, রাণী ও খেঁদী নাম্নী তিন বালিকার সহিত কাঠ কুড়াইবার জন্য নিকটস্থ জঙ্গলে যায়। আসামী তখন ঐ জঙ্গলের নিকটই কোথায় গরু চরাইতেছিল, সে উহাদিগকে আক্রমণ করে, বালিকা তিনটী দৌড়াইয়া পলাইতে চেষ্টা করে। সীতনীর সঙ্গিনিগণ তাহার চেয়ে বয়সে বড় বলিয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হয় কিন্তু আসামী সীতনীকে ধরিয়া ফেলে এবং তাহার প্রতি অত্যাচার করে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৭৬ ধারা অনুসারে দণ্ডিত হয়। জুরীদের মধ্যে চারিজন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে। জজ আসামীকে চারি বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

পাণি-পীড়ন না নারী-পীড়ন?

কুলিনের কৌলিনত্য

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অধীনে পোনবা গ্রামনিবাসী সারদা চরণ চক্রবর্ত্তী একজন উচ্চ শিক্ষিত শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। দেশে ইহার অনেক বিষয় সম্পত্তি আছে এবং কলিকাতা নগরীতে সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া অফিসে উচ্চ বেতনে হেড ক্লার্কের কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু মা ষষ্ঠির কৃপা না হওয়ায় সারদা বাবু পুত্রমুখ দর্শন করিতে সক্ষম না হইয়া ক্রমান্বয়ে দুই বিবাহ করেন। কিন্তু একে একে তাহাদের মৃত্যু হওয়ায় তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে (অনুমান ৫৪।৫৫ বৎসর) বিক্রমপুরের (অধুনা কাশীবাসী) অনুকুল চন্দ্র গাঙ্গুলীর ১৪ বৎসর বয়স্কা সুন্দরী কন্যার পাণি-পীড়ন করিয়াছেন।

গুপ্ত-প্রণয়ে কর্ণ-কর্ত্তন

হিন্দু ভদ্রলোকের কীর্ত্তি

বালুরঘাটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে স্থানীয় ধর্ম্মরাজ বংশীর বিরুদ্ধে নারায়ণচন্দ্র গুহ নামক এক ব্যক্তি একটী মামলা রুজু করিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ ধর্ম্মরাজের বিধবা কন্যার সহিত নারায়ণ চন্দ্রের গুপ্ত-প্রণয় ছিল। নারায়ণকে খবর পাঠায় যে, নারায়ণ আসিলেই তাহার সহিত ধর্ম্মরাজের কন্যার সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে। খবর পাইয়া নারায়ণ আসিলে তাহার সহিত গহনা, পণ ইত্যাদি লইয়া এক তুমূল ঝগড়া বাধিয়া যায়। ফলে নারায়ণের ডান কানটি ধর্ম্মরাজ ছাটিয়া ফেলে। বিচার করিয়া রায় প্রদান কালে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফরুরোখ নাকি বলিয়াছিলেন—"যেমন কর্ম্ম তেমন ফল।" মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে জজের নিকট আপীল করায় দায়রা জজ পুনরায় বিচার করিবার আদেশ দিয়াছেন।

এলবার্ট হল ও কোরাণ

বসুমতীর স্পষ্ট বাণী

এলবার্ট হলের হিন্দু সভার অধিবেশনে কোনও বক্তার মুখে কোরাণ সম্বন্ধে কোনও অবমাননাকর উক্তি বাহির হয় নাই বলিয়া উক্ত পত্র আশ্বাস দিয়াছেন; কিন্তু তিনি কি হলপ করিয়া বলিতে পারেন যে, আলোচনা উপলক্ষে কোরাণের উল্লেখ পর্য্যন্ত হয় নাই? উল্লিখিত এলবার্ট হলের সভায় কোনও মহিলা বক্তৃতা করিবার সময় এমন কোন কোন কথা বলিয়াছিলেন, যাহার প্রতিবাদকল্পে মিঃ আহমদ আলি বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছিলেন, এ সংবাদ ত কলিকাতার অধিকাংশ দৈনিকেই বাহির হইয়াছিল। উক্ত সংবাদপত্রেও কি সে সংবাদ বাহির হয় নাই? উক্ত বাঙ্গালী মহিলা এমন কি বলিয়াছিলেন, যাহার জন্য মিঃ আহমদ আলি প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিলেন, সে কথাটা উক্ত পত্রের সত্যনিষ্ঠ সম্পাদক মহাশয় সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিতে পারেন কি?

নাগ-পাশে মওলানা

আফ্রিকা যাত্রা স্থগিত

গত ২৮শে আগষ্ট মওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেবের দক্ষিণ আফ্রিকায় যাত্রা করিবেন স্থির ছিল, কিন্তু আপাততঃ তাঁহাকে যাত্রা বন্ধ রাখিতে হইল। ১২টার সময় তিনি যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, এমন সময় সেক্রেটারিয়েট অফিস হইতে একজন সিপাহী ও একজন পুলিস হাবিলদার আসিয়া তাঁহাকে বোম্বাই সরকারের কি একটা নির্দ্দেশ জানাইল। ইহাতে মওলানা যারপর নাই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। প্রকাশ, বোম্বাই সরকার উক্ত নির্দ্দেশ পত্রের দ্বারা মওলানাকে জানাইয়াছেন যে, ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্ট আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে নিম্ন লিখিত কয়েকটী শর্ত্তে ইউনিয়নে প্রবেশ করিতে দিতে পারেন:—যতদিন মওলানা মোহাম্মদ আলী গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত না হন, ততদিন পর্য্যন্ত মওলানা শওকত আলি দরবান অতিক্রম করিতে পারিবেন না। দুই ভ্রাতা মিলিত হইয়া পরে অন্য দিকে যাইবেন, কিন্তু তাঁহাদের সফর কেপ্‌টাউন, কিম্বারলী, পীটার মারিজবার্গ এবং পোর্ট এলিজাবেথ প্রভৃতি স্থানে সীমাবদ্ধ থাকিবে। কেপ্‌টাউনে পৌছিয়াই মওলানাকে ২৫ পাউণ্ড জামীন স্বরূপ জমা দিতে হইবে। ঐ সকল স্থানে যাইয়া তাঁহারা মাত্র ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন, কোনও রাজনৈতিক আলোচনায় যোগদানের অধিকার তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে না। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগকে তিন সপ্তাহের অধিক কাল ইউনিয়নে থাকিতে দেওয়া হইবে না। মওলানা মোহাম্মদ আলী এই প্রকারের আদেশকে অপমান জনক মনে করিয়া ভারত সরকারের সহিত লেখা লেখি করিতেছেন।

কালের বিবর্তন

—:*:—

বিরতি, বিস্মরণ, বিলাসিতা ও বিনোদন যে মুহূর্ত্তে মুসলমানের নির্ব্বিলাস,নির্ব্বিকার জীবন আচ্ছন্ন করিয়া তাহাকে অলস ও অবসাদ-গ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের সেবাদাস করিল—যে মুহূর্ত্তে তার সাধের সাম্রাজ্যের স্বর্ণ-চূড়া সমূহ পথের কাদায় বিলুণ্ঠিত হইল ও হইতে শুরু করিল, সেদিন ভারতের এক বিজন গোরস্থানে স্তব্ধ দাঁড়াইয়া কবির কণ্ঠে শুনিয়াছিলাম—

حکومت پر زوال آیا تو پھر نام و نشان کب تک
چراغ کشتۂ محفل سے اٹھیگا دھواں کب تک

রমণীর গণ্ড-দেশের একটী কাল-তিলের কাছে যে নরাধম রাজ-শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তিন শত বেগমের মধ্যে জীবনের সকল সাধ, সকল বাসনা সকল লক্ষ্য ও সকল কর্ত্তব্য জলাঞ্জলি দিতে পারে, তার ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এ বিশ্বে যে নিঃস্বেরও অধম হইয়া জন্তু-বিশেষের মত দ্বার হইতে দ্বারান্তরে তাড়িত ও প্রহৃত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? "সত্য পথ-বিস্মরণকারী তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী বহুমানবকে ভস্মিভূত করিয়াছি"—কোরাণের এই রক্ত-সঙ্কেত সহস্র বার শ্রবণ করিয়াও হুশিয়ার হওয়াত দূরের কথা, যে হতচ্ছাড়া প্রতি পলকে প্রলয়-গুহা-তলে স্নধু তলাইয়াই চলিল, তার রক্ষা মানুষ ত দূরের কথা—স্বয়ং বিধাতারও বুঝি সাধ্যায়ত্ত নহে! ধর্ম্মের ইজ্জৎ, জাতির মান, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা—এক কথায় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অবনী তলে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই যে সকলের সেরা প্রয়োজন, মুসলমানের ঘরে জন্ম-গ্রহণ করিয়া জগতের কোন রাজ-শক্তির সামনে মাথা নত করিতে সে যে ধর্ম্মতঃ অপারগ—বিশ্বের ছায়া (shadow) মাত্রে পর্য্যবসিত আধুনিক মুসলমান কাওমুল্লার সে কল্যাণ কণ্ঠু-নাদ বহুকাল ভুলিয়া গিয়াই জিল্লতের আলামগী যামিনী বিনিদ্র পোহাইতেছে!!

যাহা কল্পনার অতীত, ধারণার বহির্ভূত, যাহা অচিন্তনীয় এবং অভাবনীয়, তাহাই আজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিয়াছে! মুসলমানের অনৈক্য, ঔদাসীন্য এবং অনস্তুভূতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া চরণের পাদুকা শিরস্ত্রাণের স্থানাধিকার করিয়াছে, পায়ের ধূলিরাশি আঁখির কাজলে পরিণত হইয়াছে, মণ্ডূকের পদাঘাতে করী-রাজ আহত ও জর্জ্জরিত হইতেছে, কেশরীর দেহের উপর মূষিকের তাণ্ডব-নৃত্য অহরহ চলিতেছে! সূর্য্য রাহুগ্রাসে পতিত দেখিয়া জোনাকী জগতের অন্ধকার নাশ করিবে বলিয়া সদম্ভ আস্ফালন করিতেছে। ক্ষুদ্র খানা-ডুবা প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে বিদ্রূপের কটাক্ষ হানিতেছে, উইএর ঢিবি এভারেষ্টের পানে চোখ ফিরাইয়া উপেক্ষার হাসি হাসিতেছে, গোলাম ময়ূর-সিংহাসনের দাবী করিয়া মনিব-পুত্রকে "ভৃত্য" নামে অভিহিত করিতেছে। নিজ অবহেলার পাপেই পৃথিবীর শাসক-জাতির শিরোভূষণ হইয়াও সে আজ সহস্র বছরের শাসিতের হাতে প্রত্যহ প্রহার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। ওবরা, ওলিদ, তারেক ও খালেদের বংশধর হইয়াও প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে সম্মার্জ্জনী লাভ করিতেছে! স্পেনের অধীন-প্রতাপ রডারিকের সাধের স্পেন-সাম্রাজ্য অধিকার মানসে যারা মুষ্টিমেয় মুজাহেদ লইয়া স্পেনের সমুদ্র কূলে জাহাজ পুড়াইয়া দিয়া সৈন্যদলের স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের সকল পথ বন্ধ করতঃ পৃথিবীর বীরত্বের ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছিল, ধরণীর শেষ সীমা অবধি অধিকার না করা পর্য্যন্ত ঘোড়ার লাগাম সংযত করিব না—এই প্রতিজ্ঞা পালনে অবিচল থাকিয়া যাহারা আফ্রিকার দাক্ষিণ্যোপকূলে সমুদ্র গর্ভে অশ্বসহ ঝম্প প্রদান করিয়াছিল, বিশ্ব-ত্রাস রোমাধিপতির ষষ্টি সহস্র শ্রেষ্ঠ বীরের সঙ্গে পাল্লা দিয়া যার ষষ্টি জন মাত্র মুজাহিদ বীর সম্মুখ-সংগ্রামে জয়মাল্য পরিয়াছিল, সপ্তদশ অশ্বারোহী যার বাঙ্গালার রাজধানী লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিয়া কুফর-স্থান অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের বুকে ইসলামের লোহিত হিলাল বায়ু তরঙ্গে হিল্লোলিত করিয়াছিল, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শূরবীর সম্রাট নেপোলিয়ান মিসরের রণ-ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় 'মমালেকের' সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়া—"এরা যদি সেনা হয়, আমি হই সেনাপতি—আর, বলি এ দুনিয়াটা আমারই, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই" বলিয়াছিলেন, আজ তাদেরই উত্তরাধিকারিত্বের দাবী-দারগণ মশা, মাছি ও ছারপোকার ভয়ে দিবসে দুনিয়াটা অন্ধকার দেখিয়া ঘরের কোণে বাতি জ্বালাইয়া কোঁপাইয়া মরিতেছে—জগতের ঘৃণ্য পদানত পৌত্তলিক জাতির গোলামীকেই সানন্দে এখতিয়ার করিয়া তাহারই অন্ধ অনুকরণে—তাহারই সাজ-সজ্জায় ও বেশ-ভূষায় সজ্জিত ও বিভূষিত হইয়া সেরা গৌরব অনুভব করিতেছে! সুদীর্ঘ আটশত বৎসরের শাসন-দণ্ডে ধরিয়া যাদের মানুষ নামের যোগ্য করিয়াছে, নেংটী ছাড়াইয়া বস্ত্র পরাইয়া এবং দুরিত দুর্গন্ধরাশি দূর করাইয়া সভ্য ও ভব্য করিয়াছে, জঙ্গল হইতে নগরে আনিয়া ওজির ও ওম্‌রাহের আসনে বসাইয়াছে—আজ তারাই তাকে প্রকাশ্য সভা সমিতিতে শত শত শ্রোতার সম্মুখে "নেড়ে যবন" আখ্যা দিয়া বড় গলায় গাল মন্দ করিতেছে। বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে যাইয়া মুসলমানের মাথায় বোমা ফেলিবার জন্য হিন্দু যুবকদিগকে আগুণের ভাষায় উত্তেজিত এবং উৎসাহিত করিতেছে! আর, সবচেয়ে মজার কথা যে, তিনি রহস্যময় আমলাতন্ত্র এই সব স্বচক্ষে দেখিয়া ও স্বকর্ণে শুনিয়াও হিন্দুদের স্বামী সত্যানন্দের মত শান্তি-ভঙ্গকারী হিন্দু বীর্য্যকে সম্প্রদায় বিদ্বেষের চিতা জ্বালাইয়া রাখিবার জন্যই যেন সহি-সালামতে চরিয়া বেড়াইতে ছাড়িয়া দিতেছেন। সত্যের একান্ত অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আজ এল্‌বার্ট হলের বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া হিন্দুরা যাহা বলিতেছে, তার শত ভাগের এক ভাগও যদি আমাদের এ নাপাক জবান হইতে ভ্রমেও কখনো বাহির হইয়া পড়িত, তবে, আলীপুরের খাস মুসাফিরখানায় আমাদের জন্য তাম-তনাওলের ব্যবস্থা হইত সুনিশ্চয়।

নিজের দোষে, নিজের ভ্রমে, নিজের 'গাফ্‌লৎ' ও ঔদাসীন্যে আজ মুসলমানের যে শোচনীয় পরিণতি ঘটিয়াছে, তার জন্য সে স্বয়ং বা তার ললাট লিখনই ষোল আনা দায়ী। সুতরাং সেজন্য হিন্দু বা 'বুরক্রেসী'কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া নিজের 'সফাই' নিজ মুখে গাহিতে গেলে, তাহাতে অন্তরের দুর্ব্বলতাই সুধু ধরা পড়িয়া যায়। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আগামী বারে বলিবার একান্ত ইচ্ছা রহিল।

জাতীয়-সমস্যা

(মোঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি-এ, বিদ্যাবিনোদ)

—:*:—

বর্ত্তমান ভারতে মুস্‌লিম-হিন্দুর মধ্যে একটা ভীষণ কাল্‌চারেল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দুরা ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করিতে গিয়া দেখিলেন যে, মুসলমানের ধর্ম্ম ও কালচার তাহার পথে এক প্রধান অন্তরায়। তাই তাঁহারা মনে করিলেন, হয় স্পেনের ন্যায় মুস্‌লিমকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিতে হইবে, না হয় সাত কোটি মুস্‌লিমকে হিন্দু সমাজের মধ্যে শুদ্ধ করিয়া গ্রাস করিয়া লইতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা মুস্‌লিমকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইতেও পারিলেন না; শুদ্ধ করিতেও পারিলেন না। বরং তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, এই সংঘর্ষের ফলে প্রতি বৎসর হাজার হাজার হিন্দু ইস্‌লামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুস্‌লিমের সংখ্যা বাড়াইয়া দিতেছে। হিন্দুরা এখন সকল দিকে নিরুপায় হইয়া ভারতবর্ষ হইতে ইস্‌লামী কাল্‌চারের নাম ও নিশানা মিটাইয়া দিবার জন্য একটা বড় রকমের প্রোপাগেণ্ডা চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু গাফিল মুস্‌লিম ভারত এখনও সেদিকে লক্ষ্য করিতেছে না। ইস্‌লামী পোষাক ছুনীয়ায় আমাদের কাল্‌চারের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বজায় রাখিবার এক প্রধান উপায়। কিন্তু মিঃ গান্ধী প্রমুখ হিন্দুনেতাগণ আচ্‌কন পায়জামার পরিবর্ত্তে ধুতির প্রচলন করিয়া আমাদের সেই স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য নষ্ট করিতে চান। প্রাদেশিক সংহতি ও জাতীয়তার নামে এক শ্রেণীর নির্ব্বোধ জাতীয়তাবাদী মুস্‌লিম আচ্‌কন-পায়জামার বদলে ধুতি প্রচলনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। ইহাতে হিন্দু সমাজের নিকট আমাদের শোচনীয় পরাজয় ও আত্ম-সমর্পণের আলামত বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই ফারসী কবির ভাষায় বড়ই দুঃখে গাহিতে ইচ্ছা হয়—"মন্ আজ কোনেগান হরগিজ ন নালম। আঁচে বা মা করদ আঁ আশ্‌না করদ॥" অর্থাৎ আমি আমার শত্রুগণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিতেছি না; আমার বন্ধুরাই আমার সহিত যাহা করিবার তাহা করিয়াছেন। আজ মুস্‌লিমের এই অধঃপতনের যুগে এক শ্রেণীর মুস্‌লিমের হিন্দু ও খৃষ্টানের চেয়ে ইসলামের অধিক অনিষ্ট সাধন করিতেছেন।

নাম জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায়। হিন্দুরা সংস্কৃত, ভারতীয় খৃষ্টানেরা ইংরাজী ও লাটিন হইতে এবং মুস্‌লিমেরা আরবী ভাষা হইতে নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। আব্দুল্লাহ, মহেন্দ্র, ও এডওয়ার্ড (Edward) প্রভৃতি নাম দেখিলেই কে কোন ধর্ম্ম ও জাতীয় লোক তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। ভারতীয় খৃষ্টানেরা ইংরেজী নাম গ্রহণ করায় (যথা—মাইকেল মধুসুদন; নিকোলাস রায় প্রভৃতি) হিন্দু সমাজ হইতে কোন উচ্চ-বাচ্য শুনা যায় না। কিন্তু মুসলমানের আরবী নামগুলি হিন্দুগণের চক্ষুর বালুকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রবাসী সম্পাদক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৩৩০ বাং প্রবাসীতে নিজেই বলিতেছেন—"ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এখনও কোন হিন্দু খৃষ্টিয়ান হইলে তাহার নাম আগা-গোড়া এমন ভাবে বদলাইয়া দেওয়া হয় যে, কেবল মাত্র নাম দেখিয়া তাহাকে ইউরোপীয় বলিয়া ভ্রম হয়।" কিন্তু নিরীহ ইস্‌লামী নামগুলি পর্য্যন্ত প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় সহ্য করিতে পারিলেন না। আচ্‌কন পায়জামা বদলাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামী নামগুলি পর্য্যন্ত মিটাইয়া দিয়া তাঁহারা সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করিতে চান। ১৩০০ বাং ভাদ্র সংখ্যার প্রবাসীর ৭০৬পৃষ্ঠায় "মুসলমানী নাম" নামক সম্পাদকীয় মন্তব্যে সুরাট হিন্দু মহাসভার সভাপতি বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'মুসলমানী নামের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বলেন—"মুসলমানের নাম প্রধানতঃ আরবী ভাষা হইতে গৃহীত হয়। কোন বাঙ্গালী-হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তাহার নাম এমন পরিবর্ত্তিত হয় যে,তাহার নাম হইতে জন্মস্থান বংশ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন অনুমান করা যায় না। অথচ এ দেশের মুসলমানী অনেক নামে ও ভারতীয় শব্দ থাকে; অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের নামে কিন্তু এরূপ ভারতীয়ত্ব থাকে না।

...ভারতীয় মুসলমানদের ও ভারতীয় ভাষা অনুযায়ী নাম রাখায় কোন বাধা নাই; এবং তাহা হইলে ইংরেজ যেমন নিজকে ইংলণ্ডীয় ভাবিয়া গৌরব বোধ করেন, ভারতীয় মুসলমানেরা যখন আপনাদিগকে ভারতীয় ভাবিয়া সেইরূপ গৌরব বোধ করিবেন, তখন তাঁহাদেরও নাম ভারতীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইবে।" কেবল মুসলমান নহে আধুনিক জীবিত হিন্দুরা পর্য্যন্ত "মুসলমানী নাম" ও উপাধি গৌরবের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহারাজ বিজয়চান্দ মাহতাব, সার যদুনাথ সরকার সি, আই, ই, সার তেজ বাহাদুর সপ্রু, "বাঙ্গালার বিপ্লব কাহিনী" লেখক হেমচন্দ্র কানুনগুই, ফকির চান্দ দাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ভারত-বিখ্যাত নামের মাহতাব,সরকার, তেজ বাহাদুর, কানুনগুই, ফকির প্রভৃতি শব্দগুলি রামানন্দ বাবুর ভাষায় খাঁটি মুসলমানী। ইহারা সকলেই ভারতবর্ষের প্রধান হিতাকাঙ্ক্ষী সেবক ও স্বরাজ-ভারতের প্রধান কর্ম্মী বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু এই সকল আরবী-ফারসী মুসলমানী নাম রামানন্দ বাবুর "ভারতীয়ত্বে"ত কোন ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিল না। পক্ষান্তরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ, রাজ-বল্লভ প্রভৃতি খাঁটি হিন্দুয়ানী ভারতীয় নাম-ধারীরাও বিদেশীর হাতে ভারতের স্বাধীনতা অর্পণ করিয়া "ভারতীয়ত্ব"এর দ্রোহিতা দেখাইতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। ভারতীয়ত্ব কেবল হিন্দুয়ানী সংস্কৃত নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। Mr, C. F. Andrews প্রমুখ ইংরেজ খৃষ্টানও ভারতের স্বাধীনতা ও বহির্ভারতীয় ভারতবাসীর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা, নওয়াব মির কাসিম, টিপু সুলতান প্রভৃতি মুস্‌লিম বাদশাহেরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়া ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। রামায়ণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত কোন হিন্দু রাজা সম্মুখ সমরে প্রাণ-ত্যাগ করিয়া প্রকৃত দেশ-হিতৈষিতা দেখাইতে পারেন নাই। বরং পরাজিত হিন্দু রাজা পুরু ও অন্যান্য হিন্দু রাজারা বিদেশী আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া ভারতের পরাধীনতার পথ খোলাসা করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁ'ছাড়া মওলানা মোহাম্মদ আলী, হেকিম আজমল খান, বদরুদ্দীন তায়েবজী, ডাঃ মোখ্‌তার আহমদ আনসারী, মওঃ আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতারা ভারতের স্বাদেশিক আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সর্বত্যাগী হইয়াছেন। তাঁহাদের সম্পূর্ণ নাম আরবী ভাষার খাঁটি মুসলমানী হইলেও তাঁহারা অন্য কাহারও চেয়ে ভারতের হিত-সাধনায় পশ্চাৎপদ নহেন। ইহারা যে কোন অংশে রামানন্দ বাবুর চেয়ে কম ভারত-হিতৈষী,তাহা অবশ্য তিনি বুকে হাত দিয়া কখন ও বলিতে পারিবেন না। ইহাতে কেবল সম্পাদকের গোঁড়ামী ও মুস্‌লিম বিদ্বেষটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ভারতীয়ত্ব" অর্থে তিনি ইস্‌লামী কাল্‌চার ও সভ্যতা মিটাইয়া দিয়া হিন্দু সভ্যতা ও কাল্‌চারের একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিতে চান। চিন্তাশীল মুস্‌লিম নেতারা এই ভারতীয়ত্ব ও হিন্দু নেতার চাণক্যী হইতে চিন্তার অনেক খোরাক সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সুতরাং এবিষয়ে অধিক ব্যাখ্যা না করিলেও পাঠকবর্গ হিন্দু mentalityর বিশেষ পরিচয় লাভ করিতে পারিবেন।

নিষ্কলঙ্ক নবী

(মওঃ মোহাঃ আবদুল বাকী কখরুল মোহাদ্দেসিন)

ইস্‌লাম ধর্ম্মে রাজনীতি কোন একটি পৃথক জিনিষ নহে, ইহা ধর্ম্মেরই এক অংশ বিশেষ। আরবে সর্ব্বতোভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াই রসুলুল্লাহ ও তাঁহার সাহাবাগণকে কত যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া শত্রুরা যখন আত্ম-সমর্পণ করিত, হজরত তাহাদের সহিত যথেষ্ট মিত্রতা স্থাপন করিয়া ইস্‌লামের রাজনৈতিক ভিত্তিকে আরও মজবুত করিতেন। যুদ্ধে বন্দ-বন্দিনীদের মধ্যে যে যে পদের তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা হইত। মসতালাক বংশের হারেসের মেয়ে হজরত জোয়ায়রিয়া ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ হিজরীতে মরায়াসি যুদ্ধে বন্দিনী অবস্থায় আনীতা হন। তিনি নিজ বংশের নেতার মেয়ে,টাকা দিয়া স্বাধীনতা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হন, রসুলুল্লাহ স্বেচ্ছায় তাঁহার কিস্তিয়া দিয়া ফেলিলে তিনি স্বাগ্রহে হজরতের পত্নীত্ব গ্রহণ করতঃ উম্মুল-মুমেনিন সম্মান লাভ করেন। এই বিবাহের খবর রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে সাহাবারা হজরত জোয়ায়রিয়ার বংশের শত শত দাস-দাসীকে শুধু এইজন্য ছাড়িয়া দেন যে, তাঁহারা উম্মুল-মুমেনিনের জ্ঞাতি। (দেখুন। আসাদুলগাবা ৫ম খণ্ড ৪২০ পৃঃ)—হারেস এই খবর পাইয়া কিছু পরে নিজেই ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সুতরাং বনি মসতালাকের ন্যায় একটী প্রবল বংশের জাতি মুসলমানদের অনিষ্টতা ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার বহুপুষ্টি হইল, নজির বংশের হয়াইর মেয়ে হজরত সফিয়ার বিবাহও ঠিক এইরূপ ভাবেই ও একই উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়, হজরত সফিয়া ইহুদীদের পরাক্রান্ত বংশ বনি নজির ও বনি কোরেজার বংশধর। তাঁহার পিতা বড় সম্মানী ও প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। তাহার পূর্ব্ব স্বামীও একজন বিখ্যাত সৈনিক ও কবি ছিলেন। খয়বর যুদ্ধে ইহুদীরা পরাজিত হইলে ইনি বন্দিণী অবস্থায় আনীত হন, হজরত সফিয়া অন্য এক সাহাবার ভাগে পড়েন। অন্যান্য সাহাবারা আপত্তি দর্শাইয়া বলেন, হজরত সফিয়া শাহাজাদী তুল্য, সুতরাং হে রসুলুল্লাহ! আপনি নিজেই ইহার পাণি-গ্রহণ করুন। হজরত ভাল মনে করিয়া ইহাই করিলেন,—

اسد الغابة ج ٥ ص ٤٩٠

হজরত ময়মুনা ও সোজায়মার মেয়ে হজরত জয়নাবের বিবাহের ঘটনাও ঠিক সেইরূপ। ফলকথা সমগ্র আরব জাতিকে একসূত্রে আবদ্ধ করতঃ শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মের ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করাই ছিল হজরত মোহাম্মদের (দঃ) একান্ত ইচ্ছা। ধর্ম্মের জন্য প্রপীড়িত ও নির্য্যাতিতের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্ত্রী-সুখ-ভোগের ইচ্ছা থাকিলে নবুয়তের দাবী করার সঙ্গে সঙ্গেই উহা মক্কাবাসীদের নিকট হইতে পাইতে পারিতেন; কারণ, তাহারা নিজেই ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কামশক্তি চরিতার্থের জন্য সুন্দরী, কুমারী স্ত্রীলোক ছাড়া আরও আমোদ-প্রমোদের দরকারী সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন। কোন কালেই শুনা যায় নাই যে, কোন এক কামুক দুই তিন দিন অনশনে থাকিয়া শুধু কতকগুলি প্রৌঢ়া বিধবাকে লইয়া কামশক্তির চরিতার্থ করিতেছে। হজরতের একমাত্র কুমারী পত্নী হজরত আয়েশা, উম্মুল-মুমেনিনদের জীবিকা নির্ব্বাহের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা শুনিয়া কাহার হৃদয় বিদীর্ণ না হয় এবং কোন নর-পিশাচ সেই সত্য-সনাতন দাম্পত্য

দুইখানি পত্র

—:০:—

জনাব সম্পাদক সাহেব—

اسلام عليكم

জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব হেজাজ হইতে ফিরিয়া আসার পর তাঁহাকে মোবারকবাদ দিয়া একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম; হজ্জের কথা প্রসঙ্গে আমি তাঁহার খেদমতে বিশ্ব মুস্‌লিম সমন্বয় (Pan-Islamism) এর কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। তিনি ইহার জবাবে যুক্তি-তর্ক-পূর্ণ যে সুন্দর পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, মুস্‌লিম-বঙ্গের অবগতির জন্য তাঁহার অনুমতি লইয়া নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কলিকাতা কন্‌ভেন্‌শনে মিঃ জিন্নাহর ন্যায্য প্রস্তাবগুলি হিন্দু নেতৃবর্গ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হওয়ার পর হইতে সমগ্র মুস্‌লিম সমাজ সমবেত ভাবে নেহরু রিপোর্ট না-মঞ্জুর করিয়াছেন। শিখেরা বহু পূর্ব্বেই নেহরু রিপোর্ট খানিকে প্রত্যাখ্যাত করিয়াছেন। এমন কি নব্য হিন্দু-দলের নেতা পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু Independence League গঠন করিয়া এবং Dominion নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া নেহরু রিপোর্টখানিকে একেবারে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। হিন্দু মহাসভা অধুনা পণ্ডিত মতিলালের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। সকলকে খুশী করিতে গিয়া তিনি সকলেরই অপ্রিয়ভাজন হইয়াছেন ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে আজ কোথাও তাঁহার স্থান নাই। তাঁহার সাধের রিপোর্টখানি "ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার" বিজ্ঞাপনে পরিণত দেখিয়া নেহরুজী একেবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু পণ্ডিত মশাই কিছুতেই দমিবার পাত্র নহেন। তিনি এখন মুস্‌লিম-সমাজ কর্ত্তৃক উক্ত রিপোর্টখানি পাশ করাইয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এখন তিনি নিজে দূরে থাকিয়া তাঁহার প্রধান সেনাপতি ডাঃ আন্‌সারীর দ্বারা—All India Muslim Nationalist Party নামে একটি অভিনব দল খাড়া করিয়াছেন। এই তথা-কথিত মুস্‌লিম জাতীয় দলের সূতিকা গৃহেই মিঃ গান্ধি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রভৃতি হিন্দু নেতৃবৃন্দ ইহাকে যে ভাবে অভিনন্দিত করিয়া ঘরে আনিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ আজ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার আসল মতলব এই যে, তিনি এই পার্টি দ্বারা রিপোর্টখানি মঞ্জুর করাইয়া সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া দিতে চান।

এই 'মুস্‌লিম নেশনালিষ্ট পার্টি' দ্বারা ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও সমন্বয়ের মূল নীতিতে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা কেবল যে ইসলামের মূল নীতির উপর আক্রমণ করা হইয়াছে, এমন নয়, মুস্‌লিম লীগ নামক একমাত্র মুস্‌লিম রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানটিকে পর্য্যন্ত ইহা ধ্বংস করিয়া দিয়া মুস্‌লিম রাজনৈতিক অস্তিত্বকে একেবারে কাহিল করিয়া দিয়াছে। লীগের কর্ত্তৃপক্ষ যে কি ভাবে এই পার্টির সহিত যোগদান করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রদেশে প্রদেশে প্রোপাগেণ্ডা চালাইবার জন্য বিভিন্ন শাখা সমিতি গঠন করা হইয়াছে এই তথাকথিত জাতীয় দলের প্রভাব বাহাতে ভারতীয় মুস্‌লিমের উপর বিস্তার লাভ করিতে না পারে, তজ্জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। সংবাদ পত্রে জাতীয় দলের প্রচারক সমিতির মধ্যে জনাব মওলানা মোঃ আকরম খাঁ সাহেবের নামও দেখা গেল। কিন্তু Principle হিসাবে মওলানা সাহেব যে আমাদের সহিত সম্পূর্ণ একমত, তাহা নিম্নের পত্রে দেখিতে পাইবেন। আশা করি, আপনি সুবিখ্যাত "আল-মুস্‌লিমে" প্রকাশ করিয়া সমাজের ধন্যবাদার্হ হইবেন।

মোহাম্মদ আহ্‌বাব চৌধুরী
দুহালীয়া (সিলহট)

মওলানা সাহেবের জওয়াব

29, Upper Circular Road, Calcutta.
২৪শে জুলাই, ২৯।

জনাব চৌধুরী ছাহেব—

ছালাম মছনুন ও অন্তরের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। আপনার পত্র যথা সময় পাইয়া বাধিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। Pan-Islamism vs. Nationalism সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, ওছুলের হিসাবে আমি আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। আমার মতে যেটাকে এখন Pan-Islamism নামে আখ্যাত বা অখ্যাত করা হইতেছে, বস্তুতঃ সেটাই Islamism ছাড়া আর কিছুই নয়। এছলামের বাহন মুসলমান জাতি—ভাষা, বর্ণ, বংশ, ব্যবসায় ও ভৌগলিক ব্যবধান নিরপেক্ষ সেই এক ও অখণ্ড মোছলমান জাতি। এই জাতির অস্তিত্ব তাহার এই অখণ্ড হওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহার জন্য দরকার জমাত-বন্দীর বা সঙ্ঘ-শক্তির। বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—মোছলেম-জগত এ শিক্ষাকে আজ ভুলিয়া বসিয়াছে ইহা পূর্ণ ধ্বংসের পূর্ব্ব লক্ষণ!

আমাদের দেশে এক দল লোকের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা এছলাম ধর্ম্ম ও মোছলেম জাতীয়তার উপর আক্রমণ করিতে সদাই উৎগ্রীব। তাহারা জাতীয়তাবাদের ছুতা ধরিয়া কথা বলে কেবল মুসলমানকে আক্রমণ করার জন্য; অন্যথায় দেশের মুক্তি-সাধনার সহিত তাহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। আসল কথা এছলামের বিপক্ষতা—তা যে ছুতায় করা যায়। তাঁহাদের সমস্ত কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে এবং নক্‌শায় ও ব্যঙ্গ-চিত্রে এছলামকে হেয় করার চেষ্টা এই সাহিত্যিক "শুদ্ধি" মোছলমান সমাজের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আমি যারপর নাই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি।

কিন্তু করি কি? একা প্রাণী, কাজের চাপে অস্থির; বার্দ্ধক্য-জনিত শারীরিক শক্তির ক্রম-বর্দ্ধমান অভাব! কেবল আকু-বাকু করিয়া মরিতেছি। তবু মনে করি, নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। বর্ত্তমানে সমাজের দরকার…ইংরেজি শিক্ষিত ধর্ম্মপ্রাণ যুবকের সেবা ও সাধনার। একদিকে আমাদের সমাজের ঘোর নিদ্রা, অন্যদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা-প্রিয় কতিপয় তরুণের বিদ্রোহ। ইহার মধ্যে থাকিয়া এছলাম ধর্ম্ম ও মোছলেম জাতীয়তাকে রক্ষা করার ভার লইতে হইবে আপনাদের। এজন্য সাধনা চাই, সঙ্ঘ-বদ্ধ হওয়া চাই। এই শ্রেণীর ধর্ম্মপ্রাণ তরুণের বাণী দিয়া মোছলেম-বঙ্গের আকাশ-বাতাসকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিতে হইবে। আপনার ন্যায় আমিও বিশ্বাস করি, সমাজের সহস্র সহস্র শিক্ষিত যুবক এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অল্প পক্ষের মত ইহারা activeও নহেন vocalও নহেন। আমি সম্প্রতি এই শ্রেণীর কয়েকজন যুবককে লইয়া একটি ক্ষুদ্র সাধক-সমাজ গঠন করিয়াছি। আমাদের মতে সর্ব্বত্র এইরূপ সঙ্ঘ গঠন করার, সকলের মধ্যে একটা Combination হওয়ার এবং আমাদের সকলের যথাসাধ্য active হওয়ার খুবই দরকার হইয়াছে। দুনিয়ার অধিকাংশ লোক শুষ্ক তৃণের মত সাময়িক বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। আমরা একটু জোর করিয়া কথা কহিতে পারিলেই বাতাস ফিরিয়া যাইবে, আর ইহারা তখন আমাদের মতের জয়জয়কার করিতে থাকিবে।

আমি বাটী আসা অবধি পীড়িত ছিলাম। সেইজন্য সময়ে উত্তর দিতে পারি নাই। আশা করি, আপনি ভাল আছেন। আপনার সশ্রদ্ধ ও মোবারকবাদ মাথায় করিয়া লইলাম। ইহাই আমার জীবনের সব চাইতে বেশী মূল্যবান সম্বল। দোয়া করুন—জীবনের শেষ দিনগুলি যেন আল্লার সত্য ধর্ম্মের ও প্রিয় নবীর উন্নতিদের সেবায় অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারি।

বশম্বদ
মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

প্রেমে কামাদি দেখিতে পায়? হজরত (দঃ) আয়েশা (রাঃ)কে বেশী ভালবাসিতেন; কিন্তু তাঁহার খোরাক-পোষাকের কি অবস্থা ছিল তাহা শুনিবেন কি? হজরত আয়েশা বলিতেছেন, "রছুলুল্লার মৃত্যু পর্য্যন্ত উপর্য্যুপরি কোন দুই দিন এরূপ হয় নাই যে রছুলুল্লাহ ও তাঁহার পত্নিগণ যবের (গমের ত দূরের কথা) রুটী খাইয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন।"

(شمائل ترمذي ص ١٩).

হজরত ইব্‌নে আব্বাস বলিতেছেন, এরূপ বহু রাত্রি গিয়াছে যে রছুলুল্লাহ (দঃ) ও তাঁহার পত্নিগণ না খাইয়া রাত্রিযাপন করিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ যবের (গমের নয়) রুটী খাইতেন।

(شمائل ترمذي ص ١٠)

হজরত আয়েশা অন্যত্র বর্ণনা করিতেছেন যে, "পর্য্যায়ক্রমে বহুদিন যাবৎ আমাদের বাড়ীতে উনুন জ্বলিত না, রছুলুল্লাহকে আনসারদের কেউ কিছু দিত তো তিনি তাহাই খাইয়া থাকিতেন।" তবে কি কিছু না থাকার জন্য তিনি না খাইয়া থাকিতেন, না না তাহা নয়। তিনি একটু ইঙ্গিত করিলেই আমোদ-প্রমোদের সমস্ত সামগ্রী মুহূর্ত্তেই হাজির হইতে পারিত। ৯ম হিজরীতে যখন মুসলমানদের অবস্থা খুবই ভাল, তখন একদিন হজরত ওমর হজরতের শয়ন পক্ষে আসিয়া দেখিলেন যে, খেজুরের পাতার মাদুরে শয়ন করিয়া পবিত্র পিঠে দাগ পড়িয়া গিয়াছে, হজরত ওমরের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, বলিলেন "হে রছুলুল্লাহ আপনি জগতের শ্রেষ্ঠ হ'য়ে আজ এই কষ্ট স্বীকার করছেন, আর কায়জার রোসরারা অত সুখ উপভোগ করছে। অনুমতি হ'ক আমরা আপনার আরামের বন্দোবস্ত করি।" উত্তর হইল 'না—না! আমি পৃথিবীর সুখ চাই না। ওমর তুমি কেন বৃথা দুঃখ কর!' (বোখারী)

এইরূপ কষ্টে ও দুঃখে দিন যাপন করিয়া যে মহামানব ১১ জন সদ্বংশোদ্ভূতা পত্নীকে,—যাঁহাদের কেহবা প্রাদেশিক রাজা ও কেহবা প্রসিদ্ধ ধনী ব্যক্তির আদরের দুলালী ছিলেন—সন্তুষ্ট করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার মহত্বের তুলনা কার সহিত হইতে পারে। একাধিক স্ত্রীর পতি হইয়া শান্তি রক্ষা করাও যে একটা মহৎ গুণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হজরতের ন্যায় অন্য একটী উপমা পৃথিবীর অন্য কোন লোকের জীবনে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা জানি না—

مرحبا سید مکی مدنی العربی
دل و جان باد فدایت چه عجب خوش لقبی
اللهم صل علیه و علی آله و ذریاته
و بارک و سلم ١٢

স্পেনে মূর-সাম্রাজ্য

[মওলবী আব্দুল কাদের]

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দীর্ঘকাল অব্যবহৃত থাকায় বিলাস-নিমগ্ন ধনীদের তরবারিতে মরিচা ধরিয়া গিয়াছিল, প্রভু-জাতির পরিবর্ত্তনে ভৃত্যদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি ছিল না। এতদপেক্ষা শোচনীয়তর অবস্থা তাহারা কল্পনা করিতেও পারিত না। মধ্যশ্রেণীর নাগরিকেরা তৎকাল-প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট ছিল; তাহাদিগকে রাজ্যের অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত। কিন্তু বিনিময়ে তাহারা কোন সুবিধা প্রাপ্ত হইত না। কাজেই ভিসিগথরা ক্রমশঃ বিনা-বাধায় স্পেনে প্রবেশ করিল।

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে সারাসিনরা যখন আটলান্টিকের বেলা-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া আন্দালুসিয়ার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিতেছিল, তখন স্পেনে গণ-শাসন দুই শতাব্দীর অধিক কালের পুরাতন হইয়া পড়িয়াছিল। গথেরা ধর্ম্মপ্রাণ খৃষ্টান ছিল সত্য, কিন্তু তাহারা পুণ্যকে পাপের ক্ষতিপূরণ বলিয়া মনে করিত। কাজেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াই তাহারা আবার পাপ-সাগরে নিমজ্জিত হইত। বস্তুতঃ তাহারা তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রোমকদের ন্যায় দুশ্চরিত্র ও নীতি-ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের শাসনকালে প্রজাবর্গের কোন উন্নতি হয় নাই। কৃষি-দাসদের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়াছিল। তাহারা শুধু ভূমি বা প্রভুর সহিত মোকররি সত্ত্বে আবদ্ধ ছিল না; প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে তাহাদের বিবাহ করিবার ক্ষমতাও ছিল না। নিকটবর্ত্তী তালুকের ক্রীতদাসগণ পরস্পরের সহিত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইলে, ভূ-স্বামীরা তাহাদের সন্তান-সন্ততিগুলিকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইত। রোমান যুগের ন্যায় মধ্য শ্রেণীর লোকদিগকে তখন করভার বহন করিতে হইত। কাজেই তাহারা দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল। ভূমি তখনও কতিপয় অভিজাতের হস্তে ছিল; দুর্ভাগ্য ক্রীতদাসের দল সে সমুদয় ভূমি কর্ষণ করিত; মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কখনও তাহাদের অবস্থার উন্নতি হইবে, তাহারা স্বপ্নেও তাহা কল্পনা করিতে পারিত না। পাদ্রীপুঙ্গবেরা "খ্রীষ্টানরা সব ভাই ভাই" বলিয়া প্রচার করিত। ভূস্বামী ধনবান হইয়া তাহারাও অভিজাতদের ন্যায় ক্রীতদাস ও কৃষি-দাসদের প্রতি তুল্য ব্যবহার করিতে লাগিল। যে ঘৃণিত পাপ-স্রোত রোমান সাম্রাজ্য ভাসাইয়া নিয়াছিল, গথেরা মনের আনন্দে তাহাতেই আকণ্ঠ নিমগ্ন হইল।

মুসলমানগণ যখন স্পেন সীমান্তের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল তখন তাহাদের এই অবস্থা। ভ্রষ্ট অভিজাতেরা সমুদয় ভূমি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিল; কৃষি-দাসের দল এই সমুদয় ভূভাগ কর্ষণ করিত; মধ্যশ্রেণীর নাগরিকদের যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পক্ষান্তরে জিব্রাল্টার প্রণালীর অপর পার্শ্বস্থিত ইসলাম সৈনিকগণের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহারা কঠোর শ্রমী, যোদ্ধা, নব-ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান, শৈশব হইতে অস্ত্রধারণে অভ্যস্ত, বিলাসিতার সহিত সম্পর্কশূন্য এবং বিধর্ম্মীর দেশ জয় ও তথায় ধর্ম্ম-প্রচারে ব্যগ্র। এইরূপ দুইটা জাতির মধ্যে যুদ্ধ বাধিলে উহার পরিণাম সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু সন্দেহের ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকুও যাহাতে না থাকে, তজ্জন্য বিশ্বাস-ঘাতকতা আসিয়া আক্রমণকারীদের সহিত যোগদান করিল।

রডারিক রাজা উইটিজাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়াছিলেন। তিনি ভালভাবেই রাজ্য শাসন আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু শীঘ্রই অর্থ ও শক্তির প্রলোভনে বশীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে দাহ্য পদার্থ স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছিল। একটামাত্র অগ্নিকণা পড়িলেই উহা প্রজ্জলিত হইয়া তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিতে পারিত। দুর্নীতি-পরায়ণ রডারিক স্বহস্তেই উহাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়াছিলেন। রাজোচিত শিষ্টাচারাদি শিক্ষা করিবার জন্য তৎকালীন সম্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগণকে রাজ-দরবারে প্রেরণ করিতেন। প্রচলিত রীত্যানুসারে কিউটার শাসনকর্ত্তা কাউণ্ট জুলিয়ান তাঁহার কন্যা ফ্লোরিণ্ডাকে টলেডোতে রডারিকের দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাউণ্ট-দুহিতা রাজ-অন্তঃপুরে থাকিয়া রাজার সহচরীগণের সহিত কাল-যাপন করিতেছিলেন। ফ্লোরিণ্ডা অতুল রূপবতী মহিলা ছিলেন। হায়! এই রূপই তাঁহার কাল হইল। তাঁহাকে নিজ কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিয়া তাঁহার সম্মান রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু রক্ষকই ভক্ষক হইল। ফ্লোরিণ্ডার রূপ-লাবণ্যে ভ্রষ্ট-চরিত্র রাজার কর্ত্তব্য-জ্ঞান ভাসিয়া গেল। কাউণ্ট-কন্যাকে রডারিকের হস্তে স্বকীয় অমূল্য সতীত্ব-রত্ন হারাইতে হইল। এই অপমান অত্যন্ত গুরুতর ছিল: কারণ ফ্লোরিণ্ডার জননী রাজা উইটিজার কন্যা ছিলেন; কাজেই ফ্লোরিণ্ডার অপমানে গথদের রাজ-শোণিতের অবমাননা হইয়াছিল। নিগৃহীতা যুবতী ভৃত্যের দ্বারা পিতার নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্র-বাহক শীতাতপ উপেক্ষা করিয়া দিবা-রাত্র চলিয়া নদ-নদী, গিরি-বন ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া নিরাপদে কিউটায় উপস্থিত হইয়া কাউণ্টের হস্তে পত্র প্রদান করিল।

জুলিয়ান যে রডারিককে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন তাহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পদচ্যুত ও সম্ভবতঃ নিহত রাজা উইটিজার সহিত তাহার আত্মীয়তা থাকাই এই ঘৃণার কারণ। স্বীয় কন্যার অপমান-বার্ত্তা শ্রবণে তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা যে কিরূপ বর্দ্ধিত হইল তাহা অবর্ণনীয়। রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়া রাজ্যের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। এই কর্ত্তব্যের অধীন হইয়াই তিনি স্বকীয় আন্তরিক ঘৃণা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু এবার তাঁহার কার্য্য-প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল। জুলিয়ান প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি আর কিছুতেই তাঁহার কন্যার সর্ব্বনাশকারীর রাজ্য-রক্ষার চেষ্টা করিবেন না; যদি সারাসিনরা স্পেন অধিকার করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহারা তাহা অধিকার করুক। তিনি তাহাদিগকে বাধা না দিয়া বরং পথ প্রদর্শন করিবেন। প্রতিহিংসানলে প্রজ্জলিত হইয়া জুলিয়ান দ্রুতপদে রডারিকের দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকস্মিক আগমনে রাজার চিত্ত সন্দেহ-দোলায় দুলিতে লাগিল। কিন্তু চতুর জুলিয়ান ঈদৃশ কৌশল সহকারে স্বীয় মনোভাব গোপন রাখিলেন যে, রাজা মনে করিলেন ফ্লোরিণ্ডা তাঁহাকে গুপ্তকথা অবগত করান নাই। রাজা জুলিয়ানের প্রতি অপ্রত্যাশিত সম্মান প্রদর্শন এবং রাজ্য-রক্ষা সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কাউণ্টের উপদেশানুসারে রডারিক তাঁহার অধীন স্পেনের উৎকৃষ্ট সৈন্যদল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। কাউণ্ট জুলিয়ান রাজ-দরবারের সর্ব্বোচ্চ সম্মান উপভোগ করিয়া স্বীয় কন্যা-সমভিব্যাহারে টলেডো হইতে প্রস্থান করিলেন। বিদায় কালে রডারিক কাউণ্টকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন তাঁহার শীকারের জন্য কতকগুলি উৎকৃষ্ট শ্যেন-পক্ষী প্রেরণ করেন। প্রত্যুত্তরে জুলিয়ান তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি তাঁহার জন্য এরূপ শ্যেন-পক্ষী আনয়ন করিবেন, যাহা তিনি স্বীয় জীবনে পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। আরব-আগমনের এরূপ গুপ্ত-সঙ্কেত প্রদান করিয়া জুলিয়ান কিউটায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ক্রমশঃ

মুলকী

আলবার্ট হলে ক্ষাত্র-বীর্য্য

(মওঃ আহমদ আলীর বিবৃতি)

গত ২২শে আগষ্ট অপরাহ্নে "নারীহরণ প্রতীকার করণোদ্দেশ্যে" যে সভা হয়, সেই সভায় প্রায় সকল বক্তাই ন্যায়াত্মায় বিচার-বিবর্জ্জিত হইয়া সমগ্রভাবে মুসলমান সমাজের প্রতি নানাবিধ কটু-উক্তি প্রয়োগ করেন। বহু বক্তা হিন্দু যুবকদিগকে মুসলমানদিগের প্রতি লাঠি, বোমা, রিভলভার প্রভৃতি প্রয়োগ করিতেও স্পষ্টভাবে প্রোৎসাহিত করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। হিন্দু-স্বামী সত্যানন্দ বলেন—বিগত পঁচিশ বৎসর যাবৎ অসংখ্য বাঙ্গালী হিন্দু যুবক স্বাধীনতার জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়া আসিতেছে, তাহারা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বোমা, রিভলভার আদি মারাত্মক অস্ত্র প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু কৈ? হিন্দু নারী-হরণকারী যবন ম্লেচ্ছ জাতির বিরুদ্ধে তাহাদের সেই সকল অস্ত্র প্রযুক্ত হইতেছে না। স্বরাজ-কিসের স্বরাজ! আর সে জন্য ইংরেজের সহিতই বা কিসের লড়াই? আগে তোমরা ঘরের শত্রু ম্লেচ্ছদিগকে নিপাত কর, তারপর স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের সহিত লড়াই করিও। নারী-হরণ করিতে মুসলমানের কোরআনে প্রোৎসাহিত করে কিনা জানি না। এইমাত্র একজন মুসলমান প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে যে, কোরআনে ঐরূপ উক্তি নাই, কিন্তু আমার কথা এই যে, কোরআনে ঐরূপ উক্তি থাকিতেও পারে নাও থাকিতে পারে, কিন্তু কোরআনে থাকুক বা না থাকুক, মুসলমানের মগজে উহা আছে। হিন্দু যুবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে গিয়া মুসলমানের সেই মগজ ঠাণ্ডা করিতে হইবে। এই বক্তার পূর্ব্বে সরলা দাসী নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোক বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন,—এই যে বাঙ্গলার নানা স্থানে মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু নারী অপহৃতা ও ধর্ষিতা হইতেছে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের মুসলমানদিগের দ্বারা তাহারা সমর্থিত ও সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার মূলে একটি কারণ আছে। আমি কোরআনে দেখিয়াছি তাহাতে একটা শ্লোক আছে, তাহার অর্থ এই যে,—"যদি কোন মুসলমান বিধর্ম্মীর নারী হরণ করিয়া মুসলমান করে, তবে তোমরা সকলে মিলিয়া সমবেত ভাবে সেই মুসলমানের সহায়তা কর এবং তাহাকে রক্ষা কর।" ইহার জন্য মুসলমান দুষ্কৃতকারিগণ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এবং জেলা হইতে জেলান্তরের মুসলমানদিগের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। এই সময় আমি দাঁড়াইয়া বলি যে—শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, আমি বিনীতভাবে আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বক্তার উক্তির অনুরূপ কোন শ্লোক কোরআনে নাই।" অমনি চতুর্দ্দিক হইতে অজস্র গালি ও কিল, ঘুষি, ছাতা উত্তোলন আরম্ভ হইল। বয়স্ক ও প্রৌঢ় ব্যক্তিরাও উহাতে যোগদান করিলেন। ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস, শ্যাম সুন্দর চক্রবর্ত্তী, বিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ৩৪ জন হিন্দু ভদ্রলোক এবং ১০।১২ জন মুসলমান যুবক মিলিয়া আমাকে দুর্ব্বৃত্তদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, জ্ঞানবৃদ্ধ সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সেই ভীষণ অবস্থার মধ্যেও আপনাপন আসন হইতে গাত্রোত্থান পর্য্যন্ত করিলেন না। এই ঘটনার প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে যখন আমি বাহিরে আসিতে উদ্যত হই, তখন কেহ বলিয়া উঠিল নেড়েটা অক্ষত দেহে ফিরিয়া গেল, কেহ বলিল Kill him উহাকে মারিয়া দেনা?" আনন্দ বাজারের মাখন সেন বলিল—মুসলমান কুকুরটাকে মারিয়া ফেল। মাখন লাল সেনের সহিত আমার দীর্ঘ দিনের সৌহার্দ্দ্য ছিল, এ জন্য আমি তাহাকে বলিলাম,—তোমার মুখ দিয়া এই প্রকার কথা বাহির হইল, তাহার উত্তরে সে কহিল,—নিশ্চয়ই তুমি কুকুর, তুমি সর্ব্বত্র কোরআন লইয়া বেড়াও। ইহার পর কিল চতুর্দ্দিক হইতে চড় ঘুষি আরম্ভ হইল! এই সময় কতিপয় মুসলমান যুবক আমাকে রক্ষা করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে আমাকে ঘিরিয়া রহিল। কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমি কয়েকবার বাধা দিয়াছিলাম; কিন্তু উহা ঠিক নয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবার পর তিনি একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করিয়া বলেন, "বঙ্গদেশে বহু দিন হইতে নারী-ধর্ষণ চলিতেছে। ধর্ষিতা নারীদের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের নারী আছেন; কিন্তু হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। পক্ষান্তরে ধর্ষণকারীদের মধ্যেও সকল সম্প্রদায়ের লোক আছে, তবে মুসলমান বেশী। যদি সকল সম্প্রদায়ের লোক মিলিয়া নারী-হরণ-পাপ দমনে সচেষ্ট হয়েন, তবেই উহা সহজে নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু অন্য সম্প্রদায়ের লোক অর্থাৎ (মুসলমান সম্প্রদায়) এতদিন এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নাই, হিন্দুরাই চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। এখন যদি অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মহৎ কার্য্যে যোগদান করেন, তবে তাহা খুবই ভাল হইবে। কিন্তু অদ্যকার সভাটি হিন্দু মহাসভার কলিকাতাস্থ শাখা সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়াছে। সুতরাং এই সভায় মাত্র হিন্দুরাই আলোচনা করিবেন।" সভাপতি এই বক্তৃতা প্রদান পূর্ব্বক উপবেশন করিলে আমি দাঁড়াইয়া বলি যে, শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, আপনার নিকট আমার একটি জিজ্ঞাস্য আছে, আপনি অনুমতি দিলে তাহা আমি নিবেদন করিতে পারি। কিন্তু সভাপতি মহাশয় বলেন "আপনি বসিয়া পড়ুন।" সেই সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক হইতে 'বসুন' 'বসুন' চিৎকার আরম্ভ হইল। সভাপতির আদেশ আমার কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্রই আমি বসিয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু তবুও কটু-কাটব্য উক্তি আসিতে ২।৪ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। ইহার পর ইসলাম ও মুসলমানদিগের সম্বন্ধে বহু গুরুতর আপত্তিজনক কথা অনেক বক্তার মুখ হইতে বাহির হইলেও আমি বা অন্য কোন মুসলমান কোন প্রকার ভাব-ভঙ্গিতেও তাহার প্রতিবাদ করি নাই। তারপর পবিত্র-কোরআনের নামে মিথ্যা প্রচার করায় বিনীতভাবে মাত্র সেই কথাটির প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। ইহার অতিরিক্ত করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কিছু বলিলে তাহা অসত্য বলা হইবে।

হাইকোর্টের লম্বা ছুটি

আড়াই মাস পরে খুলিবে

অদ্য ৬ই সেপ্টেম্বর হইতে হাইকোর্টের লম্বা ছুটি আরম্ভ হইল। ১৮ই নবেম্বর হাইকোর্ট খুলিবে। বিচারপতি ডি, এন, মিত্র এবং বিচারপতি এস, কে, ঘোষ ভেকেশন জজ নিযুক্ত হইয়াছেন।

নিঃ ভাঃ মুস্লিম শিক্ষা কনফারেন্স

ঢাকায় উদ্যোগ পর্ব্ব

নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সম্মিলনী মুসলিম্ বাঙ্গলার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাসের ২৬, ২৭ ও ২৮শে তারিখে ঢাকায় ইহার বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সম্ভবতঃ হায়দরাবাদের নওয়াব স্যর হায়দর নওয়াজ জঙ্গ বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা সাহেবকে চেয়ারম্যান করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিঃ মাহ্‌মুদ হাসান অভ্যর্থনা সমিতির সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কন্‌ফারেন্সে বাঙ্গলার বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাগুলির আলোচনা হইবে। কন্‌ফারেন্সে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিতে ভারতের খ্যাতনামা শিক্ষা-বিদ্‌গণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

বিখ্যাত মোগল পাণ্ডুলিপি

পুস্তকাকারে প্রকাশিত

মোগল পাণ্ডুলিপির মধ্যে বিখ্যাত আসতার-ই-সুহাইলী বর্ত্তমানে লণ্ডন বৃটীশ মিউজিয়ামে আছে। সেখানে উহা একটী অমূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত আছে। খুব কম ভারতবাসীরই এই অমূল্য সম্পদটী দেখিবার সুবিধা ঘটিয়াছে। ভারত ইতিহাসের একটা গৌরবময় যুগের চিত্র উহার ভিতর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অভাব শীঘ্রই পূর্ণ হইবে, কারণ ৩৬টী অত্যাশ্চর্য্য প্লেটের রং ও আকারের অবিকল নকল এবং তৎসহ পুস্তকটীর ইতিহাস, ইহার গঠনকারী ও শিল্পী এবং ইহার গল্পগুলির একটা বিবরণ দেওয়া হইবে। ইহার লেখক বৃটীশ মিউজিয়মের মিঃ জে, ভি, এস উইলকিনসন এই পুস্তকখানা যখন তাহার হস্তগত ছিল তখন উহা পাঠ করা তাঁহার এক ব্যক্তিকে মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। এই পুস্তকটীর প্রকাশের ভার নিয়াছেন বিখ্যাত শিল্পী প্রকাশক "দি ষ্টুডিও।" তাই আশা করা যায় যে, পুস্তকটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। প্রত্যেকে এই পুস্তকটী নিজের কাছে রাখিতে গৌরব অনুভব করিবে। ইহার মূল্য হইবে মোট ৬০ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক দি ষ্টুডিও লিঃ, ৪৪নং লিচেষ্টার স্কোয়ার, লণ্ডন অথবা যে কোন বিশিষ্ট পুস্তকের দোকানে পাইবেন।

সিংহ ও দত্ত দিবসের জের

১৩ জন কংগ্রেসী গ্রেফ্‌তার

গত ১১ই আগষ্ট তারিখে দক্ষিণ কলিকাতায় লাঞ্ছিত রাজবন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য সভা সমিতি ও মিছিল ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রকাশ যে, তাহাই উপলক্ষ করিয়া ১২ জন বিশিষ্ট স্বরাজীর নামে রাজদ্রোহ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। গত মঙ্গলবার দিন কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ যতীন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত ও ও বিজয়কৃষ্ণ বসু প্রমুখ ১১ জন বিশিষ্ট কংগ্রেসের কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট এক সমন জারী করিয়াছেন। মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধেও পরোয়ানা বাহির হইয়াছে, কিন্তু তিনি শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে বজবজে থাকায় এখনও গ্রেফ্‌তার হয়েন নাই।

হিন্দু ডাক্তারের কু-কীর্ত্তি

বিবাহিতা বালিকার প্রণয়

প্রফুল্ল কুমার বসু নামক এক ডাক্তার একটি বিবাহিতা বালিকাকে ফুসলাইয়া লইয়া যাইবার অপরাধে সিলেটের দায়রা জজের বিচারে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে ও ১২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে। আসামীর নামে অভিযোগ এইরূপ—সে সুনামগঞ্জে সহকারী সার্জ্জন ছিল। সে যে বাড়ীতে থাকিত সেই বাড়ীর পাশেই বাবু উমাচরণ চ্যাটার্জ্জী সপরিবারে থাকিতেন। উমাচরণ বাবুর পরিবারের সহিত আসামীর ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইয়া যায়। উমাচরণ বাবুর এক বিবাহিতা কন্যা সুধাংশুবালার একবার অসুখ হইলে পর আসামীর উপর তাহার চিকিৎসার ভার পড়ে। ঐ সময়ে আসামীর সহিত সুধাংশুবালার প্রণয় হয়। উভয়ের মধ্যে তখন চিঠি চলাচল হইতে থাকে। আসামীর চাকর রামচরণ চিঠি বাহকের কাজ করিত। সুধাংশুবালা ঐ সময় কয়েকবার আসামীর বাড়ীতে যাওয়া-আসা করে এবং আসামী তাহার ধর্ম্মনাশ করে। তার পর আসামীর পরামর্শে বালিকা একদিন আসামীর চাকর রামচরণের সঙ্গে তাহার পিতার বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। কামাখ্যা, কলিকাতা, পুরী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানে বালিকাকে লইয়া যাওয়া হয়। ১৯২০ অব্দে বালিকা আসামীর সহিত চলিয়া গিয়াছিল। তারপর ১৯২৩ অব্দে জানুয়ারী মাসে বালিকার একটি শিশুপুত্র জন্মে, ১৯২৩ অব্দে মার্চ্চ মাসে জ্যোতিষচন্দ্র সরকার নামক এক ব্যক্তির বাড়ী হইতে পুলিস বালিকাকে উদ্ধার করে। বালিকা যে সময় ধরা পড়ে সে সময় আসামীকে পাওয়া যায় না। পরে ১৯২৭ অব্দে ডিসেম্বর মাসে আসামী আদালতে আত্ম-সমর্পণ করে। জুরীরা আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন এবং দায়রা জজও জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে উপরিউক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের বিচার পতিদ্বয় আসামীর পূর্ব্বোক্ত দণ্ডই বহাল রাখিয়াছেন।

আসামে চিকিৎসা বিস্তার

ত্রৈবার্ষিক সরকারী রিপোর্ট

১৯২৮ সনে প্রকাশিত ঔষধালয়ের ত্রৈবার্ষিক রিপোর্টের উপর আসাম গভর্ণমেন্ট যে মন্তব্য করেন, তাহাতে প্রকাশ যে, হাসপাতাল ও ঔষধালয়ের সংখ্যা পূর্ব্বে ছিল ২ শত ৩৭, এখন হইয়াছে ২ শত ৫৮। এই সকল হাসপাতালে ও ঔষধালয়ে রোগীর সংখ্যা শতকরা ৫ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। মহামারী দমনের জন্য চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য-বিভাগের যোগাযোগ ঘটায় কালাজ্বর দমনের সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে শিলংএ ৪।।০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম সজ্জিত করিয়া নূতন হাসপাতাল নির্ম্মিত হইতেছে। তাহা সরকারী অনুমোদন লাভ করিয়াছে। সমাধা হইলে ইহা দ্বারা উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় ও য়ুরোপীয়-গণের চিকিৎসালাভের সুবিধা হইবে। আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সিলেটে একটি নূতন মেডিক্যাল স্কুল নির্ম্মাণ করা হইতেছে। প্রসূতি সমস্যার বিশেষ সমাধানের জন্য কায়-মনো বাক্যে চেষ্টা করা হইতেছে। নিখিল ভারত লেডী চেমসফোর্ড লীগের প্রসূতি ও শিশু মঙ্গলের একটি শাখা শিলংএ লেডী কারের নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্ত্বাবধানের ফলে ১১ হাজার ৭ শত ২০টি কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়াছে। বাহিরের রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রত্যেক ঔষধালয়েই করা হইয়াছে। জোড়হাটে ১টি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণমেন্ট ১ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয়-মঞ্জুর করিয়াছেন।

ঢাকায় মওলুদন্নবী

মধ্যনগর সিনিয়র মাদ্রাসা

উক্ত মাদ্রাসার মাননীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জনাব মওলানা শাহ মরতুজা আলী সাহেবের উদ্যোগে গত ১৯শে আগষ্ট মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল রবিবার প্রাতে ৮টায় মওলুদন্নবী উপলক্ষে উক্ত মাদ্রাসার প্রথম শিক্ষক মওলানা মকবুল আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক সভার অধিবেশন হয়। আবাল বৃদ্ধ প্রায় দুই হাজার লোক এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মাদ্রাসার শিক্ষক মওলবী, ছাত্রবৃন্দ ও অন্যান্য কতিপয় উপস্থিত ব্যক্তিগণ হজুরের (দঃ) জন্মবৃত্তান্ত কাহিনী ও সম্পূর্ণ জীবন চরিত আলোচনা করিয়া প্রাণ-স্পর্শী বক্তৃতা দানে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া ও রসুলুল্লাহর পদাঙ্কানুসরণ করে আত্ম-নির্ভর করিতে অশেষ উৎসাহিত ও উত্তেজিত করেন। পরিশেষে সভাস্থ সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণের পর অপরাহ্ন ২টার সময় সভা ভঙ্গ করা হয়।

ইডেন হোষ্টেলে ছাত্র-চাঞ্চল্য

একযোগে কলেজ বয়কট

কলিকাতার ইডেন হোষ্টেলের ছাত্রগণ তাহাদের জনৈক পরলোকগত সহপাঠীর মৃত্যুতিথি উপলক্ষে গোলযোগ করায় প্রিন্সিপাল ১৩ জন ছাত্রকে বহিষ্কার করিয়া দেন, প্রিন্সিপালের এই কার্য্যের প্রতিবাদস্বরূপে গত সোমবার দিন প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে। কোন প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, এদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের সকল ছাত্র বাহিরে দাঁড়াইয়া চারিদিক হইতে 'বয়কট' 'বয়কট' ধ্বনি করিতে থাকে, অল্প কয়েকজন ছাত্রকে কলেজে ঢুকিতে দেখা যায়, কলেজের প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান ছাত্রগণ উহাদিগকে বাহির হইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল, কয়েকজন প্রফেসার বাহির হইয়া আসিয়া ছাত্রগণকে বুঝাইয়া ক্লাসে লইবার চেষ্টা করেন, যে সমস্ত ছাত্র ক্লাসে প্রবেশ করিয়াছিল ধর্ম্মঘটী ছাত্রগণ তাহাদিগকে টিটকারী দিতেছিল। প্রিন্সিপাল বলেন যে, ইডেন হোষ্টেলের ব্যাপার লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র-ধর্ম্মঘট বাধাইবার চেষ্টা হইতেছে। সোমবার সকাল পর্য্যন্তও ছাত্রদের মধ্যে কিছুমাত্র অসন্তোষ দেখা যায় নাই, কলেজের সময়ের কিছু পূর্ব্বে কলেজ গেটে ও বেকার লেবরেটরীর বাহিরে কয়েকজন পিকেটিং কারী নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। ঐ সমস্ত পিকেটিং কারিগণ ছাত্রগণকে ধর্ম্মঘটে প্রণোদিত করে, সমস্ত দিন ধরিয়াই ক্লাস বসিয়াছে। কোন কোন ক্লাসে তৃতীয়াংশ, কোন ক্লাসে তদপেক্ষাও কম ছাত্র যোগদান করিয়াছিল। প্রিন্সিপাল বলেন, বেলা ১২টার সময় আমি ছাত্রগণকে কিছু বলিবার জন্য তাহাদিগকে লেকচার গৃহে আহ্বান করি, বক্তৃতাগৃহ ছাত্রসমূহে পূর্ণ হইয়া যায়, তাহারা বেশ ভাল ভাবেই বক্তৃতা শ্রবণ করে। ছাত্রগণ বলে যে, প্রিন্সিপাল ইডেন হোষ্টেলের ১৩ জন ছাত্রকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়ায় তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হিসাবে তাহারা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। ঐ ১৩ জন ছাত্রকে পুনরায় কলেজে গ্রহণ না করিলে তাহারা ক্লাসে যোগদান করিবে না।

প্রেসিডেন্সী কলেজে হাঙ্গামা

গতকল্য বেলা ৯টার সময় বহু সংখ্যক পিকেটিং কারী ছাত্র প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখে সমবেত হয়। ছাত্রদিগকে কলেজে যোগ না দিবার জন্য অনুরোধ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। এই সময় কলেজে যোগদানে ইচ্ছুক বহু ছাত্র কলেজের দরজায় উপস্থিত হইয়া কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে, পিকেটকারী ছাত্রগণ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করে। কলেজ বসিবার নিয়মিত ঘণ্টা বাজিয়া গেল। তখন কলেজ প্রবেশেচ্ছু ছাত্র সবেগে কলেজে প্রবেশে চেষ্টা করিল। পিকেটিং ছাত্রগণ তখন বল-প্রয়োগ আরম্ভ করিল। প্রবেশেচ্ছু ছাত্রগণও পশ্চাৎপদ হইল না। তখন কলেজের ফটকের সম্মুখে উভয়পক্ষে রীতিমত দাঙ্গা আরম্ভ হইল। ফলে উভয়পক্ষের অনেকে অল্প-বিস্তর আহত ও হইল। এই সংবাদপ্রাপ্ত মাত্র কলেজের অধ্যক্ষ কয়েকজন অধ্যাপককে সঙ্গে লইয়া নাচে নামিয়া আসলেন এবং ফটকের নিকট গিয়া জনতাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে আসতে দেখিয়া কলেজে প্রবেশ-ইচ্ছু ছাত্রগণ কলেজে প্রবেশ জন্য ফটকের নিকট উপস্থিত হইলে পুনরায় দাঙ্গা আরম্ভ হইল। চারিদিক হইতে জুতা ও ঢিল বৃষ্টি হইতে লাগিল। ঢিলের আঘাতে অধ্যক্ষ আহত হইলেন। অধ্যাপকগণ তখন অতি কষ্টে কয়েকজন ছাত্রকে কলেজ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করাইতে সমর্থ হইলেন। বেলা সাড়ে গারটার সময় কয়েকজন ছাত্র হেয়ার স্কুলের ফটক দিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করায় আবার হাঙ্গামা আরম্ভ হইল। সেখানেও পূর্ব্ববৎ ঢিল ও জুতা ছোড়াছুড়ি হইতে লাগিল। পরে পুলিশ আসিয়া হাঙ্গামা থামাইয়া দেয়।

ব্যঞ্জনে বিপত্তি

প্রহারের চোটে মৃত্যু

আসাম উপত্যকায় জেলা সমূহের সহকারী দায়রা জজ মিঃ ডি, শর্ম্মা বলরাম মেচ ও দোরাচরণ মেচ নামক দুই ব্যক্তি সোণারাম বুড়ো নামক এক ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হওয়ার জন্য এক্‌মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। বিবরণ এই যে, গত ২রা জুন তারিখে এলেনমারি গ্রামের অধিবাসিগণ কমল গোবরা নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে উৎসবে মত্ত ছিল। ভোজনের সময়ে মৃত সোণারাম আসামীদের কাছে আরও কিছু ব্যঞ্জন চায় এবং এই লইয়া কথা কাটাকাটিতে মারামারি আরম্ভ হয় ও প্রহারের ফলে সোণারাম মারা যায়।

বাঙ্গলায় ফসল

অবস্থা সুবিধা নহে

গত ২১শে আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হয়, তাহাতে বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই বৃষ্টি হইয়াছিল। আমন ধান রোপণের জন্য আরও বৃষ্টির প্রয়োজন আছে, বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। আউস ধান কাটা এবং পাট কাটা, পচান ও ধোওয়া চলিতেছে। কিন্তু উত্তর বঙ্গের কোন জিলায় পানী অভাবে পাট পচানতে বিঘ্ন ঘটিতেছে। ক্ষেত্রস্থ ফসলের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ আশা সন্তোষজনক। মুর্শিদাবাদের কাঁদি মহকুমায় জলাভাবে ক্ষেত্রস্থ ফসলের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। নদীয়া জিলার কুষ্টিয়া মহকুমায় পোকায় পাটের ক্ষতি করিতেছে। খুলনা জিলার মোল্লাহাট থানার এলাকায় পাটের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হুগলী জিলাতেও পাটের অবস্থা ভাল নহে, বিশেষতঃ আরামবাগ মহকুমায় পাটের ক্ষতি করিয়াছে।

সিন্ধুদেশে বন্যা

অবস্থা আশঙ্কাজনক

এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশের একমাত্র ডেরাইস্মাইল খাঁ শহরেই ৩০০ লোক সিন্ধুর প্রলয়ঙ্কর বন্যায় প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। শুক্কুর বাঁধ বিপন্ন হইয়াছে এবং উহা ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। যদি তাহাই হয়, তবে ১৮৮২ সালের মত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ঘটিবে এবং ডেরাগাজী খাঁ শহরটি একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। সিন্ধুদেশে যে ভয়ঙ্কর বন্যা ঘটিবার আশঙ্কা হইয়াছে, এরূপ প্রবল বন্যা আর কখনও ঘটে নাই।

ইঞ্জিনীয়ারদের প্রচেষ্টা

সিন্ধুদেশের ইঞ্জিনীয়ারগণ একটী বৈঠকে মিলিত হইলে শুক্কুর বাঁধের চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ হ্যারিসন বলেন যে, "অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। মুলতান হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ডেরাগাজী খাঁর অধিবাসিগণ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা শহর হইতে পলায়ন করিতেছে। ঐ স্থানের পানি ইতিমধ্যেই ৫৮ ফুট হইয়াছে এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই উহা ৬৬ ফুট হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কিন্তু শুক্কুর বাঁধ মাত্র ৬২ ফুট পানি রোধ করিতে পারে। গত ১৮৮২ সালের দুর্ঘটনার ফলে সমগ্র শহর ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং এই বৎসরেও সেরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। পাঞ্জাবের ইঞ্জিনীয়ারগণ প্রবল চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু বন্যার পানি দ্বারা সমগ্র জেলাটাই উৎপীড়িত হইবার সম্ভাবনা। ডেরাইসমাইলখাঁও একটি বিপজ্জনক কেন্দ্র, তথায় ৩০০ লোক পানিতে ডুবিয়া মারা গিয়াছে বলিয়া অনুমান। অন্যান্য লোক ভীত হইয়া বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। তবে নৌসেরা জেলার বন্যা কমিয়া গিয়াছে এবং পেশাওর জেলারও বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।"

অনেকগুলি গ্রাম ধ্বংস

ডেরাগাজীখাঁ বন্যার এবং বৃষ্টির পানিতে প্লাবিত হইতেছে। অনেকগুলি গ্রাম ধ্বংস হইয়াছে এবং সমগ্র শস্য-সম্পদ বিনষ্ট হইয়াছে। শুক্কুর বাঁধ রক্ষা করিবার জন্য মুলতান হইতে ইঞ্জিনীয়ারগণ ঘটনার স্থানে গমন করিয়াছেন। ওয়াজিরাবাদ এবং মনোয়ারওয়ালা ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী প্রধান রেলপথটী বন্যা-প্লাবিত হইয়াছে। ট্রেণসমূহ সোজাসুজি যাইতে পারে না, সুতরাং এই মুহূর্ত্তে ট্রেণ চলাচল অসম্ভবপর নহে।

কলিকাতার শোভাবর্দ্ধন

ঢাকুরিয়া হ্রদের আয়তন বৃদ্ধি

"এসোসিয়েটেড প্রেস" অবগত হইয়াছেন যে, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট কলিকাতা মহানগরীর শোভা সম্বর্দ্ধনার্থে সম্প্রতি সঙ্কল্প করিতেছেন যে, ঢাকুরিয়া হ্রদের আয়তন পশ্চিমদিকে রসা রোড পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া উহার চতুর্দ্দিকে রমণীয় আরাম উদ্যান ও বিহার-ভূমি দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হইবে। আর হ্রদের কিঞ্চিৎ উত্তর দিয়া রসা রোড হইতে গড়িয়া হাট রোড পর্য্যন্ত ৫০ ফুট প্রশস্ত একটি রাজপথ নির্ম্মাণ করা হইবে। সঙ্কল্পিত বিষয় কার্য্যে পরিণত হইলে একটী বিস্তীর্ণ অঞ্চল রাজপথ, পয়ঃপ্রণালী, আলোকমালা প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত হইবে এবং অবশিষ্ট স্থান গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

বিখ্যাত জুয়াচোর গ্রেফ্‌তার

কনেস্টবল ও আসামীর পলায়ন

মণিকার সাজিয়া নানিকচাঁদ নানা দেশে লোক ঠকাইয়া বেড়াইত অতঃপর সিটি পুলিস তাহাকে গ্রেফ্‌তার করে। বৃটিশ ভারত ও হায়দ্রাবাদের অনেক জিলায় সে বহু লোককে প্রতারণা করিয়াছে। জিলা পুলিসের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিবার পর তাহারা তাহাকে নন্দোরে লইয়া যায়। অতঃপর ২ জন কনেষ্টবলের হিফাজতে তাহাকে শৈলুতে পাঠান হয়। তাহারা শৈলুতে না যাইয়া হায়দ্রাবাদে যায়। শুনা যাইতেছে যে, সেখান হইতে ১ জন কনেষ্টবল ও আসামী পলায়ন করিয়াছে। দ্বিতীয় কনেষ্টবল কর্তৃপক্ষকে কোনও সংবাদ না দিয়া নান্দোরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এই ব্যাপারে তাহার সংস্রব আছে, এই সন্দেহে তাহাকে সসপেণ্ড করা হইয়াছে।

হিমালয় অভিযান

কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণ

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত প্রকাশ, গত ১৯শে আগষ্ট হইতে ২২শে আগষ্ট দুই দল জার্ম্মাণ কাঞ্চনজঙ্ঘাতে কিরূপে আরোহণ করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে জেমু গ্লেসিয়ারে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অভিযানকারীদের তিন ব্যক্তি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এই শৃঙ্গটী ১৮০০০ ফুট উচ্চ। তাহাদের সঙ্গে লেউয়া সার্প নামক একজন দারোয়ান ছিল; তাহারা এই ব্যক্তির খুব প্রশংসা করিয়াছে। তথায় তাহারা ২০শে আগষ্ট রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন ১৯০০০ ফুট পর্য্যন্ত আরোহণ করে। কিন্তু বরফের জন্য অধিকদূর আরোহণ করা কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠে। ঘন ঘন তুষার স্তূপ অতিক্রম করিয়া উঠা বিপদ-সঙ্কুল মনে করিয়া তাহারা অবতরণ করিতে সিদ্ধান্ত করিল। কিন্তু অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই তাহারা দেখিতে পাইল যে আরো কিয়দ্দূর পশ্চিমে অন্য একটী পথ আছে। সে পথে শিখ্‌ শৃঙ্গের ২২৩৬০ ফিট পর্য্যন্ত উঠা যাইবে। কিন্তু তুষার ক্ষেত্র অতিক্রম করিতে হইবে। ফ্রেসফিল্ড সিনকে শাস্তপর্ব্বত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। কিন্তু ডাঃ কেল্লাস তিন তিনবার চেষ্টা করিয়াও সিন্‌ শৃঙ্গে পৌছিতে পারে নাই। প্রত্যেক চেষ্টাই বরফে পণ্ড করিয়া দিয়াছিল। অন্য দলেও তিন জন লোক। তাহারা জেমু গ্লেসিয়াদের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া ছিল। এই জিমু নামক বরফের মাঠটি ২২০০০ ফুট উচ্চ একটি শৃঙ্গের নিম্নদেশে অবস্থিত। ঐ শৃঙ্গটী কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তরদিকের একটা বাহু। এইস্থানে তাহারা একটী খাড়াই পাহাড়ের সম্মুখে আসিয়া পড়ে। উহার উচ্চতা ৪৫০০ ফুট। খুব সুদক্ষ আরোহী ভিন্ন অন্যের সেখানে আরোহণ করা একরূপ অসম্ভব। কাজেই জিনিষ পত্র সঙ্গে লইয়া তাহারা আরোহণ করিতে পারে নাই। তদুপরি ঘন ঘন নূতন নূতন বরফস্তূপ সম্মুখে পড়ায় তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাইল না। আবহাওয়ার অবস্থা মোটের উপর মন্দ ছিল না। রাত্রে সামান্য সামান্য বৃষ্টি হইত এবং কিছু বরফও পড়িত। তা ছাড়া অন্য উপদ্রব ছিল না। দিনের বেলা আকাশ বেশ পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকিত। এরূপ আবহাওয়ায় ঘরে বেশ আরামে থাকা যায় বটে, কিন্তু পর্ব্বতে আরোহণে তেমন অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে নাই। অতঃপর আর তিন সপ্তাহের মধ্যে নূতন কোন চেষ্টা করা সম্ভবপর নহে। কর্ণেল টবিন ফিরিয়া আসিয়াছেন। তৎপরিবর্ত্তে মিঃ শেরিয়ার ৭ই আগষ্ট অভিযানকারীদের দলে যোগ দিতে যাত্রা করিয়াছেন।

মফঃস্বল

পুরস্কার ঘোষণা

সকল সম্প্রদায়ের সুযোগ

হজরতুল ইসলাম ইমাম গাযযালী প্রণীত সিরাজুস্ সালিকীন নামক বিখ্যাত পুস্তক, ঢাকা—বলিয়াদীর জমিদার খান বাহাদুর মওলবী চৌধুরী কাজিমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী সাহেব কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়া "শান্তি-সোপান" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য কলেজের ছাত্রগণকে পাঁচটী, স্কুলের ছাত্রগণকে পাঁচটী, মাদ্রাসার ছাত্রগণকে ও এতদতিরিক্ত আরও পাঁচটী বিশেষ পুরস্কার হিন্দুছাত্রগণকে প্রদান করা হইবে। প্রতি পুরস্কারের মূল্য দশ টাকা। বঙ্গের হিন্দু-মুস্লিম ছাত্র-ছাত্রী মাত্রেই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। আলোচনা বাঙ্গলা ভাষায় ফুলস্কেপ কাগজের একদিকে লিখিত হইবে; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২১ লাইন এবং ৭ পৃষ্ঠার অনধিক হইবে। আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে আলোচনা নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পৌছান আবশ্যক। পুস্তকখানি ২২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; মূল্য ২॥০ নয় সিকা, কিন্তু ছাত্রগণের জন্য অর্দ্ধ মূল্য। প্রমাণের জন্য অর্ডার কিম্বা আলোচনা স্বাক্ষরিত হওয়া আবশ্যক।

পুস্তক পাইবার ঠিকানা—

প্রাইভেট সেক্রেটারী, খান বাহাদুর, কে, এ, সিদ্দিকী, জমিদার, পোঃ বলিয়াদি (ঢাকা) অথবা বেচারামের দেউড়ী, "বলিয়াদী লজ" ঢাকা।

স্বাক্ষর—

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এম-এ, বি-এল, ডি-লিট অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়, পোঃ রমণা, ঢাকা।

নারী-হরণ

[শ্রীমতী-হিন্দু-পল্লী-গেজেট দেবী সরস্বতী]

আজকাল হিন্দু পরিচালিত প্রায় সকল পত্রিকায় মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দুনারী হরণ সংবাদ বের হচ্ছে! যে সব নারী অপহৃতা হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই আবার হিন্দু বিধবা। মুসলমান স্বধর্ম্মাবলম্বী কোন নারী হরণ করেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কচিৎ দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, কেবল হিন্দু বিধবা হরণ করে এই কথাই পুনঃ পুনঃ শুনা যায়। মুসলমান না হয় অশিক্ষিত গুণ্ডা, বদমায়েস; চুরি ডাকাতি করা তাদের স্বভাব; কিন্তু উচ্চ-শিক্ষিত নীতির বরপুত্র হিন্দুগণ কি কীর্ত্তি করে থাকেন, সে কথা সংবাদপত্র লেখকেরা প্রকাশ না করলেও আমাদের অজ্ঞাত নয়। আবশ্যক হলে আত্মীয় স্বজন কি কাণ্ড করে থাকে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ দিতেও পশ্চাদপদ নই। চোরের স্বভাব, যে ঘর অরক্ষিত পাবে সেই ঘরে চুরি করা। যদি কেউ হেঁসেলের দরওয়াজা খুলে ভাত বেড়ে রাখে, আর কোন প্রাণী সেই ভাত খেয়ে ফেলে, তবে সে ক্ষেত্রে দোষ কার? প্রাণীর না যে ভাত বেড়ে অসতর্কিত অবস্থায় ফেলে রাখে তার? প্রস্ফুটিত কুসুম-বৎ হিন্দু বিধবার রূপ-যৌবন দেখে যদি কোন লালসা-উন্মত্ত অশিক্ষিত মুসলমানের তাকে হরণ করবার বাসনা অদম্যরূপে জাগ্রত হয়ে উঠে, যদি সে নিজের ইন্দ্রিয়কে দমন করতে অসমর্থ হয়ে কোন অন্যায় কাজ করে ফেলে তবে, সে দোষ তারই কি সম্পূর্ণ? সে তো অশিক্ষিত বর্ব্বর—পশুতুল্য; তার হিতাহিত বিবেচনা শক্তি বা কতটুকু; তার দ্বারা এরূপ অপকর্ম্ম হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। কয়জন পুরুষ রূপ-যৌবনের নিকট আত্মবলি না দিয়ে সংযমী থাকতে পারে? রূপ ও যৌবনের এমনই চিত্ত গলান শক্তি আছে যে, অতি বড় জিতেন্দ্রিয় পুরুষকেও গলে জল হতে হয়,—তা আর অশিক্ষিত মুসলমানের কথা কি বলবো? মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু নারী অপমানিত, লাঞ্ছিত হচ্ছে একথা প্রকৃত হলেও উৎপীড়ক মুসলমানগণকে শুধু পুলিসের হস্তে সমর্পণ করতে পারলেই হিন্দুগণ জাতি-ধর্ম্ম রক্ষায় নিরাপদ হবেন, এ কথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারিনে। সেরূপ পন্থা তো খুবই অবলম্বন করা হয়েছে ও হচ্ছে। কিন্তু নারী-হরণের সংবাদ পূর্ব্বের ন্যায়ই সমানভাবে কাগজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হিন্দুরা জেলায় জেলায়, প্রতি মহকুমায়, এমন কি পল্লীতে পল্লীতে

মগ্‌রেব

গ্রাফ জেপেলিনের কৃতিত্ব

১২ দিনে পৃথিবী পরিভ্রমণ

যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত লেকহার্ষ্টের ২৯শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য এখানে 'গ্রাফ' জেপেলিন উপস্থিত হইয়াছে এবং অবতরণ করিয়াছে। এই বিরাটকায় জার্ম্মাণ ব্যোমপোত সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ২১ দিনে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ঘুরিয়া আসিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে আকাশ পথে উহা ১২ দিন মাত্র ছিল। অর্থাৎ বিশ্রাম সময় বাদে উহা ১২ দিনের মধ্যে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ শেষ করিয়াছে। ব্যোমপথে পৃথিবী ভ্রমণের ইতিহাসে ইহা এক নূতন কৃতিত্ব এবং জার্ম্মাণ বিমান-বিদ্যার গৌরবের পরিচায়ক।

নারী-রক্ষা সমিতি খুলছে। যেখানে সেখানে ছল-ছুতা করে মুসলমানকে জেলে দিচ্ছে, তথাপি নারী হরণ ব্যাপার কম হচ্ছে কৈ?

আমাদের বিশ্বাস, পরকে শাসন করতে যাবার অগ্রে ঘর শাসন করাই সমীচীন। সুরক্ষিত পুলিস পাহারা আছে বলে মাল পত্র খোলা জায়গায় ফেলে না রেখে ঘরে বাক্সের মধ্যে আট্‌কিয়ে রাখাই যুক্তি-সঙ্গত।

অভাবগ্রস্তের আহ্বান

মুসলমান উকিল ও ডাক্তার চাই

জেলা ২৪ পরগণা সদর আলীপুর মহকুমার অন্তর্গত বারুইপুর নামক স্থানটী বিশেষ প্রসিদ্ধ বারুইপুর থানার এলাকাধীন প্রায় ৬৬ হাজার মোসলমানের বাস আছে। এখানে থানা, সব রেজেষ্টারী অফিস, পোষ্টাফিস, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, মুনসিফ কোর্ট প্রভৃতি সরকারী আদালত সমূহ বিদ্যমান থাকিয়া বারুইপুরকে ধন্য করিতেছে। এখানে হাট ও বাজারের অভাব নাই। বারুইপুর মুনসিফ কোর্টে ২ জন হাকিম বিচার কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। উক্ত আদালতের এলাকাধীন ৪॥৫টি থানার কার্য্য হইয়া থাকে। বারুইপুর আদালতে ৪৫।৪৬ জন হিন্দু উকিল আছেন। এবং ১০।১২ জন হিন্দু ডাক্তার আছেন। ইহারা নিরীহ মোসলমান সমাজের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া চিরসুখে কাল হরণ করিতেছেন। মোসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য যে, এখানে মোটেই মোসলমান উকিল ও ডাক্তার নাই। সে জন্য মোসলমানদিগকে অনেক অসুবিধায় পতিত হইতে হয় এবং বাধ্য হইয়া হিন্দু উকিল ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। ই, বি, আর ডায়মণ্ড হারবার লক্ষিকান্তপুর লাইনের প্রধান ষ্টেশন বারুইপুর হইতে দেওয়ানি আদালত মাত্র ২।৩ মিনিটের রাস্তা। এখানকার রাস্তাঘাট প্রায়ই পাকা। তাই আমাদের স্থানীয় সর্ব্ব-সাধারণ মোসলমানের বিশেষ অনুরোধ যে যদি যদি ২।৪ জন আইনজ্ঞ মোসলমান উকিল ও বিচক্ষণ ডাক্তার এখানে আসিয়া ওকালতি ও ডাক্তারী করেন তাহলে আমরা চির-কৃতজ্ঞ-পাশে আবদ্ধ থাকিয়া খাঁটি এসলামী গণ্ডীর মধ্যে স্থিতি হওতঃ ধন্য হইতে পারি আমরা বিদেশী মোসলমান উকিল ও ডাক্তার সাহেবানকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

আরজ গোজার—

"সমগ্র বারুইপুরের মোসলমানগণের পক্ষ হইতে—

শেখ মোহাম্মদ বাহারুদ্দীন হোসেন

(অস্থায়ী সেক্রেটারী "বারুইপুর মোসলেম সেবক-সমিতি")

গ্রাম—মাদারাট, পোঃ বারুইপুর, জেলা ২৪ পরগণা।

মুখ্‌তসর

গত ১লা সেপ্টেম্বর হইতে সিমলার রিক্সা কুলীরা আংশিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

—০—

আফগান প্রিন্স মুহাম্মদ ওমর খাঁ গত সোমবার কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনে নীত হইয়াছেন।

—০—

আগামী বড়দিনের বন্ধ উপলক্ষে মান্দ্রাজে নিখিল ভারত শিক্ষক সমিতির ৫ম বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

—০—

তেহরাণের এক খবরে প্রকাশ যে, আগামী ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে তেহরাণ-বাগ্দাদের মধ্যে সপ্তাহে দুইবার করিয়া বিমান ডাক যাতায়াত করিবে।

—০—

পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর জিলার সিখনজরা গ্রামে এক বোমা বিস্ফোরণের ফলে, একজন কনষ্টেবল ও একজন জমিদার জখম হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহ ধৃত হয় নাই।

—০—

বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, নৌ-বল হ্রাস সম্পর্কে ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর কথাবার্ত্তা সন্তোষজনক ভাবে চলিতেছে। লোকের বিশ্বাস, উক্ত সমস্যা সম্পর্কে খুব শীঘ্র একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে।

—০—

আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বার্লিন নগরীতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্মিলনের ১৫শ অধিবেশন হইবে। সেই সভায় স্যর ফিরোজ শেতনা ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে যোগদান করিবেন।

—০—

কোহাট রেলপথের রেইজন ও চিক্কারকোটের মধ্যবর্ত্তী একস্থানে একটী পুলের উপর হইতে দুইখানা ইঞ্জিন ও ৫টী মাল বোঝাই গাড়ী নদীগর্ভে পতিত হওয়াতে এই লাইনে গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

—০—

লণ্ডনের ৩রা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, গতকল্য বার্মিংহামের নিকটবর্ত্তী একটি মিষ্টির দোকানে আগুন লাগিবার ফলে একটি সমগ্র পরিবার—বাপ, মা এবং ৯টি সন্তান সহ ১১ জনের প্রাণনাশ হইয়াছে।

—০—

ই, বি, রেলওয়ের কর্ম্মচারী একলিষ্টন, কেম্বেল এবং ঘুমানের বিরুদ্ধে আনীত চলন্ত ট্রেণে চুরীর মামলায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আহ্‌মদুল্লা প্রথম দুইজন আসামীকে ছয় মাস এবং বাকী একজন আসামীকে ৩ মাস সশ্রম জেলের আদেশ দিয়াছেন।

রুস-চীনের সম্মিলিত ঘোষণা

স্বাদেশিক গবর্ণমেন্টের সমর্থন

রুস ও চীনের সম্মিলিত ঘোষণার বিষয়টা কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া সোভিয়েট সরকার মত দিয়াছেন। চীন সরকারও তাহা মানিয়া লইয়াছেন। পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ ওয়াং জানাইয়াছেন,—এই পরিবর্ত্তনে চীনের কোন অসুবিধা হইবে না। তাই চীনের স্বাদেশিক সরকার সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নাগপাশে মওলানাদ্বয়

আফ্রিকাবাসীদের প্রতিবাদ

মিঃ শওকৎ আলির দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবেশ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি কঠোর শর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া তত্রত্য মুসলমান-সমাজে বিরাগ ও ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে। জোহান্সবার্গের বিশিষ্ট মুসলমানগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন রাজনৈতিক দলের নির্দ্দেশ বশতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট আলি ভাইদের তথায় প্রবেশ সম্বন্ধে এইরূপ ভিন্ন ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ শর্ত্তগুলি প্রত্যাহার করাইবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শওকত আলির প্রতিবাদ

প্রকাশ মওলানা শওকত আলির ২রা সেপ্টেম্বর ডেলাগোয়া উপসাগরে পৌছিবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকা পরিদর্শনে সরকার যে শর্ত্ত দিয়াছেন, তাহার পরিবর্ত্তন না হইলে তিনি আর অগ্রসর হইবেন না। এই সমস্যা সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর দার্বানে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার এক বৈঠক বসিবে।

জেলের সম্পত্তি নষ্ট করিবার ও জেলের বিধান ভঙ্গ করিবার অভিযোগে দিনাজপুর কারাগারের ১৫ জন বন্দী ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৮ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিল। আসামিগণের মধ্যে ৮ জন ৬ মাস ও অবশিষ্ট আসামিগণ ৭ হইতে ৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

—০—

মান্দ্রাজের এক খবরে জানা যায় যে, হনুমন্ত রাও নামক এক ব্যক্তির মৃতদেহ একটি পুকুরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। ঐ ব্যক্তি ভলকার্ট কোম্পানীর একজন কর্ম্মচারী ছিল। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে ঐ ব্যক্তি উক্ত কোম্পানীর প্রায় ২৮ হাজার টাকার তহবিল তসরূপ করিয়াছিল।

—০—

রেঙ্গুন টাইম্‌সের সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি ম্যাক খনিতে দুইটী বহুমূল্য প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানা ওজনে ১০০০ ক্যারাত, অপর খানা ৯৬ ক্যারাত। ১৯১১ সনে আর একখানা মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া গিয়াছিল। সেখানার ওজন ছিল ৫৭ ক্যারাত। উহা তিন লক্ষ টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছিল।

—০—

লাহোরের উর্দ্দু দৈনিক "জমীন্দার" পত্রের বর্ত্তমান ঋণ ৪০ হাজার টাকার উপর। ঋণ-শোধের কোন উপায় নাই, কারণ প্রতি মাসে আয় অপেক্ষা ব্যয় এক হাজার টাকার অধিক হয়। এজন্য এক দল প্রতিনিধি-স্থানীয় মুসলমান সমগ্র প্রদেশে ঘুরিয়া এমন ৫ শত লোক স্থির করিবেন, যাঁহারা মাসিক ১০ টাকা করিয়া "জমীন্দার"কে সাহায্য করিবেন।

—০—

শিলচর শহর হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তী টিলকা চা বাগানের সর্দ্দার বসন্ত যাণী রুক্মিণী নামে একটি ১১ বৎসরের শ্রমিক বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার অপরাধে দায়রা সোপর্দ হইয়াছিল। দায়রা-জজ মিঃ এজ্‌রা ৪ জন এসেসরের সর্ব্ব-বাদি-সম্মত অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত ও ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

—০—

সিমলা হইতে মুহাম্মদ ইয়াকুব যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহা 'টাইম্‌স্' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ চিঠিতে বড়লাট আরউইনের কার্য্যকাল অন্ততঃ আরও এক বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রহিয়াছে। ভারতের জন্য পরবর্ত্তী শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন কালে লর্ড আরউইন ভারতের রাজপ্রতিনিধি-পদে বিদ্যমান থাকিলে সব দিকে শৃঙ্খলা ও মৈত্রী রক্ষিত হইবে এরূপ লিখিত হইয়াছে।

—০—

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামিগণ অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করায় তাহাদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপনার্থ মিয়ানওয়ালী জেলে দাউর কাবুল সিং অনশন ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিয়াছে। এজন্য জেল বিধির ৫৫ (১), ৫৫ (৫) ধারা অনুসারে বিচারে তাহার প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান হইয়াছে। তাহার বর্ত্তমান কারাবাসকাল শেষ হইলে পর এই নূতন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

—০—

পশ্চিম লণ্ডনের করোণার বলেন, যে সকল লোক পদব্রজে গমন করে, তাহারা যথাপথ নাই অসাবধান। এজন্য তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, যে কোন পদাতিক রাজপথে আহত হইবে, তাহার জরিমানা করা হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন, যে কোন রাজপথে দুর্ঘটনায় মারা যাইবে, তাহার তদন্ত করিবার জন্য যাহা ব্যয় হইবে, তাহার বিষয় সম্পত্তি হইতে তাহা আদায় করা হইবে।

—০—

বিগত মনসা পূজার সময় বরিশাল জিলার বানরীপাড়া থানার অধীন গারখান গ্রামে এক বীভৎস কাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। অনেক ভদ্রলোকের বাড়ীতে পূজার পাঁঠা বলি দেওয়ার সময়, পাঁঠাবলি দেওয়ার পরিবর্ত্তে ঘাতক খড়্গের একই আঘাতে যে পাঁঠা ধরিয়াছিল, তাহার মুণ্ড দেহচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে। শুনা যায় ঘাতক তরল পদার্থ একটু অধিক মাত্রায় সেবন করিয়াছিল। পুলিস লোকটিকে চালান দিয়াছে।

—০—

দিনাজপুর ট্রেডিং এণ্ড ব্যাঙ্কিং কোং লিমিটেডের সেক্রেটারী ও ক্যাশিয়ার প্রিয়নাথ মৈত্র ১৬ই মার্চ্চ হইতে ২৯শে এপ্রিলের মধ্যে উক্ত কোম্পানীর ৫৭২৬১ টাকা তসরূপ করার অভিযোগে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারক আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। এই মামলায় শহরে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল।

—০—

বজবজের অয়েল ও পেট্রল শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, তেত্রাকার প্রায় ৭ হাজার শ্রমজীবি ধর্ম্মঘট করিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বর্ম্মা অয়েল ও সেল কোম্পানীর এবং অবশিষ্ট আমেরিকার ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানী ও আই বি, পি, কোম্পানীর লোক। গোলমুড়ী টিনপ্লেট কারখানার শ্রমজীবিদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করাই ধর্ম্মঘটের প্রধান কারণ। এতদ্ব্যতীত পেট্রল শ্রমিকদেরও কতকগুলি অভিযোগ আছে।

অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর সৈয়দ আবদুল লতিফ সাহেব গত সোমবার রাত্রে আহিরীপুকুর নিউ রোডস্থ তাঁহার কলিকাতা ভবনে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইঃ)।

—০—

রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অন্তর্গত আইন পরিষদের একটী কমিটীর উপর ষ্ট্যাটিউ অর্ত্তার বিবেচনার ভার আছে। স্যর মুহাম্মদ হবিবুল্লাকে এই সাব কমিটীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হইয়াছে।

—০—

বিপিনবিহারী ঘোষ কলিকাতা হইতে ১ হাজার টাকা মূল্যের ১২টি রূপার তাল কিনিয়া লইয়া ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলেন ; ঐ সময় বেতারাম দাস নামক এক ব্যক্তি হঠাৎ আসিয়া তাঁহার রূপার তালগুলি কাড়িয়া লইয়া সরিয়া পড়ে।

—০—

প্রকাশ, মেদিনীপুর জিলার পটাশপুর থানার অন্তর্গত পটেট গ্রাম নিবাসী দীনু নাটের মাতা আহারান্তে পানের সহিত দোক্তা খাইয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এত শীঘ্র মারা গিয়াছে যে, ডাক্তার ডাকিবার অবসর হয় নাই।

—০—

ভবানীপুর শম্ভুরীপাড়া রোডে মিঃ হিদায়েতুল্লা, এম, এস, সি,কে এক সান্ধ্য সম্মিলনীতে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। ইনি সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যাইতেছেন। স্যার পি, সি, রায় উক্ত সম্মিলনীর সভাপতির কার্য্য করেন।

—০—

৫ই ভাদ্রের এক খবরে প্রকাশ শ্রীনগর থানার অধীন সিংপাড়ায় খেদু বাদ্যকর তাহার গর্ভবতী স্ত্রীকে মস্তকে প্রহার করিয়া হত্যা করিয়াছে। হত্যার কারণ এখনও অজ্ঞাত। ৬ই তারিখে মুন্সীগঞ্জে মৃতদেহ শব-ব্যবচ্ছেদাগারে পরীক্ষার্থে পাঠান হইয়াছিল। আসামী হাজতে আছে।

—০—

রাধাবাই নাম্নী একটী হিন্দু মহিলা রেল ভ্রমণ কালে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর জন্য বি, বি, সি, আই, রেল কোম্পানীর নামে ১২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া একটী মামলা আনয়ন করেন। বিবাদী পক্ষ বাদিনীকে ৭ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হওয়াতে আপোষে ঐ মামলার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

—০—

কলিকাতা মুদীপাড়া লেনের মুদীপাড়া যুবক সঙ্ঘের সদস্য দেবেন্দ্রচন্দ্র পরামানিক গত শনিবার বেলা ১১টার সময় ৩০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় কয়েকজন সমবয়স্কের সহিত হাসির গল্প করিতে করিতে অতিশয় হাসিতে হাসিতে যাইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া যান ও ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

—০—

বার্লিনের ১লা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, পার্লামেণ্ট গৃহে বিস্ফোরণ হওয়ার ফলে উহার কতকগুলি জানালা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোনও জানালার নীচে কতকগুলি বিস্ফোরক দ্রব্যের সহিত এক টুকরা কাগজ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে স্বস্তিকচিহ্নের সহিত এরূপ লেখা ছিল, "জার্ম্মাণী উঠ, জাগ!"। পুলিশ মনে করিতেছে যে, উহা কোন ফ্যাসিষ্টেরই কীর্ত্তি।

—০—

লণ্ডনের ১লা সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, যাহাতে আয় অল্প এরূপ শ্রেণীর লোকেরাও যাহাতে বিমানপোতে চড়িবার সুবিধা পায়, সেরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য লণ্ডনের হ্যানিওয়ার্থ অঞ্চলে একটি নূতন বিমান পার্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই পার্কটি ২৩০ জমি লইয়া গঠিত এবং উহাতে দুইটি বিমানঘাঁটি থাকিবে। ৬০ খানা বিমানপোত এই পার্কের জমিতে অবতরণ করিতে সক্ষম হইবে।

—০—

তারারাণী নাম্নী ১০ বৎসর বয়স্কা এক বালিকা শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, দাসগুপ্তের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে যে, গত ২৪শে মে তারিখে সে তাহার নন্দ ধনেশ্বরীর অনুমতি ব্যতীত ভাত খাইয়াছিল বলিয়া ধনেশ্বরী একখণ্ড লোহা পোড়াইয়া তাহার গায়ে দাগ দিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

"রমণী সম্ভোগ বটিকা"

ধ্বজভঙ্গ, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ইন্দ্রিয় শক্তি হীনতা ও মেহ প্রমেহ গণোরিয়া রোগের একমাত্র নূতন আবিষ্কৃত মহৌষধ। যাহারা সিফিলিস গণোরিয়া বাগী বাত হইয়া ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি উৎকট ব্যাধিতে চিরদিনের শান্তি সুখে বঞ্চিত আছেন, এই ঔষধ রোগমুক্তির উপায়। এই ঔষধ সেবনে বৃদ্ধ যুবা হইবে এবং এক ঘণ্টা বীর্য্য সম্ভব থাকিবে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ভোগ্য প্রতি সপ্তাহ ১৷৹, দুই সপ্তাহ ২৷৹, প্রতি মাস ৪৷৹।

ম্যানেজার—অনাথ ঔষধালয়

১০এ, ওয়ার্ডস ইনস্‌টিটিউসন ষ্ট্রীট, রুম নং ৫০, কলিকাতা।

বাজার দর

—:০:—

পাট—

৯৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা মণ। গত বৎসর এই সময়ে দর ছিল ১১৲ হইতে ১৪৲ টাকা মণ।

সোণা, রূপা—

ইংলিশ বার	প্রতি ভরি	২১৮/০
টাঁকশালের বার	" "	২১৷০
বড়ালের বার	" "	২১৷০
চীনের পাতা	" "	২১৷০
গিনি	প্রতি খান্	১৩৸/১০
চাঁদি	প্রতি ১০০ ভরি	৫৬৲
ঐ খুচরা		৫৬৷০

ঘৃত—

শ্রী	...	...	৮১৲
মটকী	...	...	৭৫৲
ভারতী	...	...	৭১৲
খুরজা	...	...	৭৫৲
সিকেন্দ্রাবাদি	...	...	৬৪৲
লক্ষ্মী	...	...	৬৭৷০
বাঁধা সাগর	...	...	৫৮৷০

তৈল—

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটী (রাধা কৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর		২৩৷০
ঐ ১ মণের দর		২৪৸০
বিনোদ মার্ক, ঐ		২৫৲
কানপুর টিন সমেত		২৫৷০
ঘানির		২৮৲
নারিকেল তৈল		২২৲
রেড়ির তৈল		১৭৲

কেরোসিন তৈল—

আমেরিকান তৈল :

বানর		৮/০
ঐ টিন		৩৷/০
হাতী ১ গ্যালন	ডুইটিন	৫৷১০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং

২। বর্ম্মা তৈল:—

চক্র	৬৷১০	ডুইটিন
সূর্য্য	৬৷১৫	
তারা	৬৸১০	
ভিক্টোরিয়া	৫৸১০	
হাঁস	৫৸১০	
ছাগল	৬৷১০	
মুর্গী ও চাবি	৫৸১০	

আটা, ময়দা, সুজী—

সর্ব্বোৎকৃষ্ট	৭৸০
গৃহস্থালির মত	৭৸/০
বি, আটা	৭৸/০
১ নং "	৭৷০
২ নং "	৬৸০
৩ নং "	৫৷০
সুজী	৮৸০

মসলা—

হলুদি (মহলি পত্তন:)		১২৲
সুপারি (মাঝারি)		১৮৲
ঐ বড়দানা (ঐ)		১১৷০
ঐ ছোট		১৭৷০
ঐ (জাহাজী)		১৪৲
ধনিয়া		৫৲
গোল মরিচ (কানানোরী)		৬৭৷০
লবঙ্গ	সের	২৲
এলাচি (বড়)		২৬৲
ঐ (ছোট)	সের	৪৷০
সাবুদানা		৮৸৶০
এরারুট		৮৲
ধুনা (জাহাজী)		৮৲
ঐ (রেঙ্গুনী)		১৪৲
শুণ্ঠ		১৫৷০
দারুচিনি		১২৷০
কর্পূর		১৫০৲
মিশ্রী (১—২ নং)		২৮০, ১০৷০

চাউল—

পাটনাই আতপ পুরাতন	৭৲	হইতে	৭৸০
চিনি শক্কর	১০৲	"	১১৲
দাউদখানি	১০৲	"	১০৷০
বাকতুলসী	৭৲	"	৭৸০
বালাম	৬৷০	"	৬৸০
কাজলা	৪৸০	"	৪৷০
পাটনাই সিদ্ধ	৬৷০	"	৭৸০

কুদ্‌রৎ-ই-খোদা।—বঙ্গের ক্ষণ-জন্মা পুরুষ ডাক্তার মুহাম্মদ কুদ্‌রতে খোদা সাহেবকে আজ আমরা দেশ ও জাতির পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিতেছি। ইনি বীরভূম জেলার অন্তর্গত মাড়গ্রাম নামক পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তথা হইতে এম, এস, সি, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। ইস্‌লামের কৃতি-সন্তান কুদ্‌রতে খোদা সাহেবের পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন-শাস্ত্রে কোন বাঙ্গালী মুসলমান এম, এস, সি, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আরও আনন্দের বিষয় যে, তিনি উক্ত পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপর বিলাত গমন করিয়া ডি, এস, সি, ও ডি, আই, সি, পরীক্ষা সম্মানের সহিত পাশ করতঃ প্রায় চারি বৎসর পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিতে ভুলিয়াছি যে, লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ডি, এস, সি, ডিগ্রী প্রাপ্ত ভারতীয় মুসলমান একমাত্র আমাদের ডাক্তার কুদ্‌রতে খোদা সাহেব। ভাগ্যবান ডাক্তার সাহেবের স্বদেশবাসী ও স্বধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া আজ আমরাও নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। খোদা তাঁহাকে সম্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু দান করিয়া চিরদিন কওমূল মুস্‌লিমিনের খাঁটি খিদ্‌মতে কায়েম রাখুন, ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

দিন আগত ঐ।—আগামী ১০ই অক্টোবর জেনেভায় আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক কন্‌ফারেন্সের বার্ষিক অধিবেশন হইবে। কন্‌ফারেন্সটি প্রকৃত প্রস্তাবে নৌ-বিদ্যা-বিষয়ক। কারণ, নৌ-বিভাগীয় বিষয়গুলিই উক্ত কন্‌ফারেন্সে আলোচিত হইবে। আলোচ্য বিষয়—(১) জাহাজে কার্য্যকাল সম্বন্ধে আন্তর্জ্জাতিক আইন, (২) পীড়াকালে নাবিকগণকে রক্ষা ও জাহাজে আহত নাবিকগণের পদোন্নতি এবং (৪) বাণিজ্য-জাহাজের কার্য্য পরিদর্শনের ব্যবস্থা। আন্তর্জ্জাতিক বিধানানুসারে জানা যায়, নৌ-বিভাগের কার্য্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। উক্ত আইনের দ্বারা ইহাও জানিতে পারি যে, নাবিকের কার্য্য স্বভাবতঃই আন্তর্জ্জাতিক। কলের শ্রমিকদের মত জাহাজের নাবিকেরাও যে সীমাতীত কাল হইতে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া নিজেদের সর্ব্বস্ব পরের পায়ে বিলাইয়া আসিয়াছে, সে কথা আজ আর বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। নাবিক এবং বিশেষ করিয়া লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুস্‌লিম নাবিকের দুর্দ্দশার করুণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া আঁহুতে আঁখি ভরিলেও কোন প্রতীকার করিবার উপায় নাই। মৎলব বাজ হিন্দু আড়কাটী দালাল ও ফড়িয়াদের পাল্লায় পড়িয়া এই অজ্ঞ অশিক্ষিত খালাসী, সুক্কানী, লস্কর ও আগুণওয়ালা প্রভৃতির কি চরম লাঞ্ছনা ঘটিয়া থাকে, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তাহা অবগত আছেন। এই দুর্ভাগা জাহাজীদের জান-মাল, সুখ-শান্তি ও স্বাস্থ্যের প্রতি কাহারও কোন লক্ষ্য নাই। এদের শিক্ষিত করিবার জন্য কোথাও কোন বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা নাই। ইহারা অনন্তকাল অশিক্ষিত থাকিলেই যে সাম্রাজ্যবাদী ও ধনপতিদের উদ্দেশ্য সফল হইবে, তাহা বুঝিবার মত সামর্থ্যও ইহাদের একবিন্দু নাই। আগামী আন্তর্জ্জাতিক কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তারা সত্য-সত্য কি উহাদের কল্যাণের জন্যই উক্ত কন্‌ফারেন্সের আহ্বান করিতেছেন? মন্দিত মানবতার সে মুক্তির দিন সত্যই কি তবে অদূরবর্ত্তী?

চরম অশিষ্টতা—আজকাল ধর্ম্মঘটের কল্যাণে দেশ যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কার্য্য-পরম্পরায় ধর্ম্মঘট অনেকস্থলে সুফল-প্রসূ হইয়া থাকে, ইহাও অনেকে অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু বলিতে বড়ই দুঃখ হয় যে, ইদানিং কলেজ-স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে বিশেষ করিয়া হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে এই রোগ অধিক মাত্রায় সংক্রামিত হইয়াছে। ছাত্র জীবনে যত প্রকার কার্য্য দুষণীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তন্মধ্যে অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, কতকগুলি তথা-কথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্র এই সমস্ত দুর্নীতিকেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ছাত্রদিগকে সাধারণতঃ উৎসাহই দিয়া থাকেন। ছাত্রগণের তরুণ-হৃদয়ে কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা একবার ঢুকিলে, তাহা যে চিরকালের মত বদ্ধ মূল হইয়া যায়, এ কথা সকলেই অবগত আছেন এবং স্বেচ্ছাচারিতা ও অবাধ্যতার মধ্য দিয়া দেশের স্বাধীনতা আনয়ন যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহার দৃষ্টান্তও পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নহে। এই সমস্ত বিশেষ-রূপে অবগত থাকিয়াও যে দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন সংবাদ পত্র সমূহ সাধারণের সাহায্যে পরিচালিত হইয়া জনমতকে পদ-দলিত করে কেমন করিয়া তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সেদিন কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের হিন্দু ছাত্রগণ কর্ত্তৃক যে পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গেল, তাহার জন্য দায়ী যে এই সংবাদ পত্র সমূহ তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি। গুরু শব্দের অর্থই হইতেছে যিনি পূজার যোগ্য। সুতরাং তিনি যে হিন্দুদের দেবতা স্থানীয় তাহা কোন হিন্দুই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেইজন্য আমরা বলিতে বাধ্য যে, ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায় যখন দেশের পথ প্রদর্শক পদে অধিষ্ঠিত হইবে, তখন তাহাদের দ্বারা কোন মঙ্গল জনক কার্য্য ত হইবেই না, অধিকন্তু দেশের মধ্যে ঘোর বিদ্রোহ ও অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা দিবে।

ছাত্র-ধর্ম্মঘট।—পাটকল, চটকল, তেলের কারখানা ইত্যাদি নানা প্রকার কলকারখানায় ধর্ম্মঘট ট্রামওয়ে কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট, মেথর ও ধাঙড় ধর্ম্মঘট, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী-ওয়ালাদের ধর্ম্মঘট ইত্যাদি বহু ধর্ম্মঘটের সঙ্গে সম্প্রতি ছাত্র ধর্ম্মঘটও সর্ব্বত্র আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু ছাত্র-দিগের মধ্যে হঠকারিতা, বে-আদবী, অশিষ্টতা ইত্যাদি নানা প্রকার মারাত্মক দোষ প্রবেশ করিয়াছে। গত বারে সিটি কলেজের সরস্বতী পূজা লইয়া হিন্দু ছাত্রগণ ও তাহাদের পরিচালকগণ কি ঢগানই না ঢলাইল। এ ত পূজা নয় একটা পলিটিক্যাল প্রহসন; হিন্দু ছাত্রদের ধর্ম্মের গাঙ্গে যে এমন বাণ ডাকিয়াছে, ইহা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মদের কলেজে হিন্দুয়ানী পৌত্তলিকতা ঢুকাইবার জন্যই এই অন্যায় জিদ ছিল। এই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রাবাসস্থ ছাত্র-ধর্ম্মঘটের মূল কোথায়! ইহাও এতটা বে-আদবী বে-আড়াপনি, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির জীবন্ত নমুনা। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল পরম ধর্ম্মশীল পুরুষ, মিঃ ব্যারো ছাত্রদিগের অশিষ্টতা সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে তদন্ত করিয়া অনেকগুলি ছাত্রকে বোর্ডিং হইতে তাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন; পরে ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী নিরপেক্ষ নেতা, ভূতপূর্ব্ব ভাইস চ্যান্সেলার প্রবীন ডক্টর নীল রতন সরকার ও কংগ্রেসের অন্যতম কর্ণধার ডক্টর বিধান রায়কে মধ্যস্থ মানা হইলে তাঁহারা উদার ও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত ও বিচার করিয়া ১৩ জন ছাত্রকে বোর্ডিং হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন; ইহাতেও বিপ্লববাদী ছাত্রদের মন উঠিল না; তাহারা ধর্ম্মঘটটাকে আরও ব্যস্ত করিয়া তুলিল। তারপর যে সকল বুদ্ধিমান পরিণামদর্শী ছাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে যাইতে লাগিল, তাহা-দিগকে নানা প্রকারে বাধা দিতে আরম্ভ করিল। শেষ ঐ সকল ছাত্রকে পথে ঘাটে প্রহার করিতে লাগিল। যেদিন নিরীহ ছাত্রগণ যখন কলেজ প্রবেশ করিতে লাগিল, তাহাদিগকে বাধা দিতে ও প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। প্রিন্সিপাল সাহেব ও অন্যান্য প্রফেসারেরা কলেজ প্রবেশার্থী ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতে গেটের নিকট উপস্থিত হইল, এই সকল বে আদব, দুর্ব্বিনীত, অশিষ্ট ছাত্রেরা তাঁহাদের প্রতি জুতা ও ঢিল ছুড়িয়া যে মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহা ছাত্রের আদর্শ কার্য্য বটে। এতৎ সম্বন্ধে ২৩শে ভাদ্র তারিখের দৈনিক বসুমতীর কর্ত্তব্য জ্ঞান সম্বন্ধে কতিপয় ছাত্রের যে চিঠিখানা ছাপা হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলেই পূর্ব্বোক্ত "আত্ম-সম্মান-জ্ঞান সম্পন্ন" ছাত্রদিগের কার্য্যের অবৈধতা, অনিষ্টকারিতা বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। হিন্দু সংবাদপত্র গুলি সকল ক্ষেত্রেই ছাত্রদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাহাদের "হেম্মত" বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহার দুর্ভোগ পরিণামে সকলকেই ভুগিতে হইবে। ইহাই কি হিন্দু সভ্যতার উন্নত আদর্শ?

বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে:—যশোহরের ঝিনাইদহা মহকুমার অন্তর্গত বিষয়খালি গ্রামে এসেম মণ্ডলের মসজিদ ও জনৈক হিন্দু জমিদারের শরারতের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছি। মুন্‌সিফের তথা-কথিত রায়ের উপর নির্ভর করিয়া উক্ত জমিদার কিরূপে মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, সে সম্বন্ধেও অনেক কথা বলিয়াছি। সম্প্রতি সুরাটের দাবেলস্থিত 'অলি উল্লাহ ইসলামিয়া মাদ্রাসা'র ছাত্র-ভ্রাতৃগণ বাংলার গবর্ণর 'লর্ড জ্যাক্‌শনে'র নামে এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত টেলিগ্রামে তাঁহারা উল্লেখ করিয়াছেন যে,"বিষয়খালির আল্লার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া ঝিনাইদহার হিন্দু মুন্‌সিফ মুসলমানের ধর্ম্ম-প্রাণতায় যে নিদারুণ আঘাত দান করিয়াছেন এবং হিন্দু জমিদার মসজিদ ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়া ইস্‌লাম-ধ্বংসের যে প্রকাশ্য আয়োজন করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া 'দাবেল জামেয়ায়ে ইস্‌লামিয়ার' তালেবুল ইলম্‌গণ ভয়ে শিহরিয়া উঠিয়াছেন। এই অন্যায় কাজে ব্যক্তি-গতভাবে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য মাদ্রাসার ছাত্রগণ আপনাকে (গবর্ণরকে) সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাই-তেছেন।" আজ সুদূর সুরাটের আরবী-পাঠার্থী তরুণ ভ্রাতাদের মধ্যে কর্ত্তব্য-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমরা আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গীয় মুসলমানের নিদারুণ কর্ত্তব্য-হীনতার পরিচয় পাইয়া শুধু দুঃখিত নয়, বিস্মিতও হইতেছি। বঙ্গ ও আসামের 'তরুণ' নামক যে সব রঙ্গিল 'এন্টি মোল্লা লীগ' ঘটাইতে গিয়া শক্তি ও সময় ক্ষেপণ করিতেছে শ্রদ্ধানন্দ হত্যার প্রতিবাদ-স্বরূপ রাজপথে পতাকা হস্তে মিছিল বাহির করিতেছে, "কোরাণ ও মুহাম্মদ জগতের সবচেয়ে বেশী অনিষ্ট করিয়াছে" (নউঃ) বলিয়া বুক ফুলাইয়া বাহাদুরী ফলাইতেছে, সেই সব 'ফিরাউনে বে সামান'দিগকে আজ কোন প্রকৃত কাজে খুঁজিয়া পাইনা কেন? এই 'বে-হাওয়াস' গুলি কথার বেলায় নিজেদের রুস্তম বলিয়া পরিচয় দিলেও কাজের বেলায় যে কাণা গাধার চেয়ে বড় বেশী কিছু করিতে পারে না, তাহা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুরাটের তরুণ ভ্রাতাদিগকে মুবারক-বাদ জানাইয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি।

তারানাথের বাড়াবাড়ি।—'ভোট রঙ্গে' এক তারানাথ রায় চৌধুরীর আবির্ভাব হইয়াছে। তিনি 'এল্‌বার্ট হলে মুসলমান সভা' শীর্ষক এক প্রবন্ধ উদ্‌গার করিয়া অনেক কিছু আবল-তাবল বকিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে আছে—"গত বৃহস্পতিবার হিন্দু সভা নারী-নির্য্যাতনের প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে এক সভা আহ্বান করিয়া-ছিল। উক্ত সভায় মুসলমানদিগকে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল।" আমরা তারানাথ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, মুসলমানদিগকে সভায় আসিতে কোন্ উপায়ে বারণ করা হইয়াছিল? ঢোল শহরত দ্বারা, কি হ্যাণ্ড-বিল বিলি দ্বারা, কিংবা সংবাদপত্রে নোটিশ ছাপিয়া অথবা এল্‌বার্ট হলের দ্বারে দাঁড়াইয়া বারণ করা হইয়াছিল, বলিতে পারেন? অবশেষে তারানাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই—"সাত শত বৎসর বিষ-উদ্গীরণ করিয়াও যে হিন্দুকে মুসলমান লোপ করিতে পারেন নাই, এখন ইংরেজ রাজত্বেও সেই হিন্দুকে মুসলমানগণ লোপ করিতে পারিবেন না।" আমরা চৌধুরী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, সাত শত বৎসর কাল কি মুসলমানগণ হিন্দুর উপর কেবল বিষ-উদ্গীরণ করিয়াছিলেন? এমন নিরেট মিথ্যা কথা বলিতে তাঁহার একটুও লজ্জা-সঙ্কোচ বোধ হইল না? মুসলমান রাজত্বে তাঁহারা প্রধান মন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি এবং প্রধান আমীর-ওমরাহ হইতে সকল উচ্চ পদই লাভ করিয়াছিলেন। যাহা "উদার" বৃটিশ-শাসনেও তাঁহাদের কল্পনাতীত। তাঁহারা কত দেবোত্তর ও কত ব্রহ্মোত্তর জমি উপভোগ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের টোলে কত সরকারী সাহায্য প্রদত্ত হইত, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এখনও বিদ্যমান। অথচ, অকৃতজ্ঞ ও মিথ্যাবাদী তারানাথ বাবু সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়া একই নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, 'মুসলমানগণ ৭০০ বৎসর কাল হিন্দুর বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করিয়াও হিন্দুকে লোপ করিতে পারেন নাই'। যদি মুসলমানগণ—ভারতীয় মুসলমান বাদশাহ ও শাসনকর্ত্তাগণ ৭০০ বৎসর কাল হিন্দুর উপর বিষই উদ্গীরণ করিতেন, তবে কি মরক্কো, আল্‌জিরিয়া, টিউনিস, ত্রিপলী, বার্কা, মিসর, নিউবিয়া, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, তুর্কীস্তান প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারতবর্ষকেও একেবারে মুসলমান অধিবাসী-পূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারিতেন না? ভারতীয় মুসলমান সম্রাট ও বাদশাহগণ অধিকতর উদার ছিলেন, প্রায়ই আত্ম দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকিতেন। সুতরাং পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারের দিকেও তাঁহারা মনোযোগী হইতে পারেন নাই; কতক সুফী, দরবেশ, আলেম-ব্যক্তিগত ভাবে ইস্‌লাম প্রচার করিয়াও ভারতের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসীকে ইস্‌লামের পবিত্র আশ্রয়ে আনয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হিন্দুর হীন প্রয়াস।—দুই একজন বাদশাহ বা সম্রাট্ দু'দশজন হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিতে পারেন, তাহার সংখ্যা ত' সমুদ্রে শিশির-বিন্দু-বৎ। এই বাঙ্গালা দেশে স্বাধীন মুসলমান বাদশাহ এবং দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক নিয়োজিত সুবাদার বা নওয়াবগণ ৬।৭ শত বৎসর রাজত্ব বা শাসন কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, তন্মধ্যে কে কয়জন হিন্দুকে বলপূর্ব্বক মুসলমান করিয়াছেন, তারানাথ রায় চৌধুরী কি তাহা দেখাইতে পারেন? হিন্দুকে লোপ করিবার চেষ্টা মুসলমান কখনও করেন নাই; আর এখন ত তাঁহারা পরাধীন ও দুর্গতিগ্রস্ত, তাঁহারা হিন্দু বংশ লোপ করিবার কল্পনাও কখন মনে স্থান দেন না। বরং হিন্দুই মুসলমানের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য বিশেষভাবে বদ্ধপরিকর। এমন কি মুসলমানী স্থানগুলির নাম পর্য্যন্ত তাঁহারা পরিবর্ত্তন করিয়া হিন্দুয়ানী করিয়াছেন যথা:—মমিনশাহী—ময়মনসিং, আলেফ্‌শাহী—আলাপ সিং, ফতেশাহী—ফতে সিং, মীর সরা'ই—মিরেশ্বরী, শেখের নগর—শেখর নগর, সেরাজদী খাঁ—সেরাজ দীঘা, বয়তুল আওলিয়া—বেথুলিয়া, আশক লেন—অশোক লেন, খোশবাগ—ঘোষবাগ প্রভৃতি। এরূপ আরও শত শত দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। মুস্‌লিম জমীদারগণের হিন্দু দেওয়ান নায়েব প্রভৃতি ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগের জমীদারীগুলি হস্তচ্যুত করিয়া আজ তাহাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতেছেন। এ সকল কি তারানাথ বাবু অস্বীকার করিতে পারেন? আর, এ কথাও উল্লেখ যোগ্য যে, লেখক যত জন মুসলমানের নাম করিয়াছেন, যথা:—মওলবী আহমদ আলী, মওলবী সৈয়দ মজিদ বক্স বি-এল, সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী—ইহারা সকলেই জাতীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াও হিন্দুর সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ কংগ্রেস দলভুক্ত এবং কেহ কেহ কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন। সামান্য আঘাতে যে তাঁহারা বিচলিত হন নাই, একথা হিন্দু সমাজের বুঝা উচিত। হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর গুণ্ডা দ্বারাই নারীগণ ধর্ষিতা হইতেছে। অশিক্ষিতের সংখ্যা মুসলমান সমাজে বেশী বলিয়া তাহাদের দ্বারা এই অত্যাচারটা কিছু অধিক পরিমাণে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নারী-রক্ষা সমিতি যে সকল তালিকা বাহির করিতেছেন, তাহার মধ্যেও অনেক গুপ্ত রহস্য এবং ষড়যন্ত্র আছে। আমরা নারী-ধর্ষণকারীদিগকে অতি ঘৃণিত জীব বলিয়াই মনে করি। কোনও শিক্ষিত এবং দায়িত্ব জ্ঞান-সম্পন্ন মুসলমানই ঐরূপ নর-পশু-দিগের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন নহে। শিক্ষার অভাবে মানুষের মধ্যে পশু প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়; কিন্তু সেই শিক্ষার মূল ভিত্তি আদর্শ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। অনেক হিন্দু-ধর্ম্মের চাঁই বিভিন্ন মোহান্ত, গিরি, সন্ন্যাসী বা স্বামী প্রভৃতি উপাধিধারী বহু লোককে নারী-ধর্ষণের অপরাধে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

উৎসবে অগ্নিকাণ্ড

দ্বাদশ জনের শোচনীয় পরিণাম

মাদ্রাজের মায়াভারম তালুকের অন্তর্গত ত্রিবানা-পাথার হইতে এই মর্ম্মে খবর পৌছিয়াছে যে, ঐ স্থানের কোনও মুসলমানের গৃহে বিবাহ উৎসবের সময় বাতির জন্য অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে আগত অতিথিদিগের কাপড়-চোপড় ধরিয়া যায়। বিবাহ সভার সাজ-সজ্জাগুলিও আগুনে দগ্ধ হয়। আগুন বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং তাহার ফলে ১২ জন লোক পুড়িয়া মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আরও ১১ জনের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর।

সাক্ষ্য-দান ও 'মোহাম্মদী'

[আফছার উদ্দিন আহমদ]

দুনইয়াতে মজহাবী. বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদাই নানা প্রকার দলের সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা চিরন্তন প্রথা। সত্য ও হক্কানিয়েতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রত্যেক দলই অপর দলকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বী দল ধ্বংস না হউক তাহাকে সাধারণের চক্ষে নিষ্প্রভ করিবার নিমিত্ত সম্যক প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচার কার্য্য চালাইয়া থাকেন। হিন্দুস্তানের মজহাব ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে ত দলাদলি আছেই কিন্তু সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহলেও এই প্রকার দলাদলির প্রসার নিতান্ত কম নহে। যখন কংগ্রেসী ও খেলাফতী দলের সৃজিত উত্তেজনাময় তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে সমগ্র হিন্দুস্তান টল-টলায়মান, উত্তেজনা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যখন বহু সংখ্যক মুসলমান মজহাবী দলিল মোতাবেক জায়েজ-নাজায়েজ বা বৈধাবৈধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উত্তেজনা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া নানা প্রকার অনৈসলামিক বাক্যে ও কার্য্যে ব্রতী হন, তখন মুসলিম সমাজের চিন্তাশীল ও পরহেজগার আলেম সম্প্রদায় ঐ সকল মুসলমান ভ্রাতাকে গোনাহের কূপ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জমইতে ওলামায়ে হেন্দ" নাম দিয়া এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়া হিন্দুস্তানের মুসলমানদিগের রাজনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, বৈষয়িক ও মজহাবী হকুম পূর্ণ-মাত্রায় রক্ষা করিতে ব্রতী হইলেন; কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে ইসলামের দিক দিয়া যে যে দোষ ছিল এবং মুসলমানের রাজনীতি যে মজহাবে ইসলামের বাহিরে বিন্দুমাত্রও নাই, রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও আল্লা-প্রাপ্তির উপায় সমষ্টির সমাবেশই যে ইসলাম তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলে যে সকল মনীষী মুসলমান মজহাবী কার্য্য বলিয়া খেলাফত তথা কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সকলেই 'জম-ইয়তে ওলামায়ে হেন্দে' যোগদান পূর্ব্বক প্রকৃত ইসলামানুমোদিত ও শরিয়ত-সঙ্গতভাবে রাজনীতি চর্চ্চা ও মুসলমানদিগের হকুক প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহারই ফল স্বরূপ গয়া শহরে শক্তিসম্পন্ন কংগ্রেস ও সর্ব্বজন-মান্য নেতা মিঃ সি, আর, দাশ 'জমইয়তে ওলামা'র নিকট মস্তকাবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পরও বহু মুসলমান কংগ্রেসের সহিত যোগ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুর স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা ও বিদ্বেষভাব দেখিয়া সমস্ত মুসলিম দেশ-নায়কই ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য হন; কিন্তু তথাপি দুই চারিজন চুণো-পুঁটী ঐ দলে থাকিয়াই যান। কংগ্রেস, খেলাফত ও জম-ইয়তে ওলামা আন্দোলনের পরিণতিই সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট। এই নেহরু রিপোর্টে যে মুসলমানের স্বার্থ পদ-দলিত হইয়াছে এবং তাহা যে সংস্কার-সাপেক্ষ, জম-ইয়তে ওলামা ও খেলাফত কমিটী তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এ কথা হিন্দুস্থানের সমস্ত মুসলিম জন-নায়কই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণ উপলক্ষ করিয়া হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। চতুর হিন্দুগণ আপন অভীষ্ট সিদ্ধির লালসায় মুসলমানের মধ্যে প্রচার-কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কতিপয় মুসলমানকে প্রলোভন দিয়া হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা নেহরু রিপোর্ট সমর্থনের নিমিত্ত আ-প্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গদেশেও এ প্রকার প্রচারকের অভাব হয় নাই। তাঁহারা প্রথমাবধি এই প্রচার-কার্য্যের জিম্মাদারী গ্রহণ পূর্ব্বক সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া ও সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচার কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। যাঁহারা নেহরু রিপোর্ট সমর্থন করেন না, নানা কৌশলে তাঁহাদিগকে কলঙ্কিত ও হেয় প্রতিপন্ন করাই হইতেছে এই দলের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা সমাজের ও ওতনের তরক্কী ও হিতের নিমিত্ত যে কোন কার্য্য করুন না কেন ইঁহারা তাহারই দোষ-ত্রুটী প্রদর্শন করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকেন। হিন্দুস্তানের সমুদয় শ্রেষ্ঠ জন-নায়ক যাহা চিন্তা করেন, যে কার্য্য মুসলমান সমাজের হিত-জনক ও উপকারী বলিয়া বিবেচনা করেন, এই প্রচারক দল তাহার বিপরীত করিবেনই করিবেন। অধিকন্তু প্রচার করিবেন যে ঐ সকল মোয়াজ্জেজ ওলামা সম্প্রদায় ও জন-নায়কেরা পলিটিক্‌সের কিছুই বুঝেন না। জমইয়তে ওলামা যখন সর্ব্বপ্রথম নেহরু রিপোর্টের দোষ প্রদর্শন ও সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন সেই শক্তিশালী মহোপকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তি খর্ব্ব করিতে ইহারা সর্ব্বদা লিপ্ত। বোধ হয় কাহারও নিকট একথা অবিদিত নহে যে বর্ত্তমানকালে কংগ্রেসের সে প্রকার শক্তি নাই, খেলাফত কমিটীও হাবুডুবু খাইতেছে, সেই প্রকার জম ইয়তে ওলামায়ে হেন্দ হইতে সমুদয় প্রাদেশিক জম-ইয়তে ওলামা কোন প্রকারে আপন অস্তিত্ব কায়েম রাখিতেছে।

গত ১৮শ সংখ্যা 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে "এ লুকোচুরি কেন?" মন্তব্যটীও বোধ হয় ঐ প্রকার প্রচার-মূলক। কারণ জনাব মোহাম্মদী সম্পাদক ছাহেবের প্রভু মওলানা হাজী মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ছাহেব যে হজ্জ-তদন্ত কমিটীর নিকট 'কলিকাতা বন্দর হইতে হজ্জ-গমনেচ্ছু যাত্রীবাহী জাহাজ না দিয়া বোম্বাই হইতে জাহাজ প্রদান করা কর্ত্তব্য' এই মর্ম্মে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, সম্পাদক ছাহেব সে কথা কমিশন কলিকাতা উপস্থিত হইবার দিন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে তিনি যে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাও বলিতে ত্রুটী করেন নাই। এ বিষয় লইয়া সেদিন তাঁহার সহিত ছোটখাট একটু বচসাও হইয়াছিল। তখন তিনি এই বলিয়া মুরব্বিয়ানা চাল চালিয়াছিলেন যে, দুনইয়াতে মোহাদ্দেছ ফকিহ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সকলেরই মতান্তর ঘটিতেছে, ইহার জন্য ঝগড়া-বিবাদ বা কেহ কাহারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করা উচিত নহে; বরং সকলেরই স্বাধীন মত ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য ও সকলের মতই যাহাতে স্বাধীনভাবে আলোচিত হইতে পারে তাহার উপায় হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি ১৭শ সংখ্যা 'মোহাম্মদী'তে যে কতিপয় সাক্ষীর সাক্ষ্যের আলোচনা করিয়াছেন, "তন্মধ্যে মিঃ আফ্‌ছারুদ্দিন নামক একজন সরকারী লোক বলেন যে বাঙ্গালী হাজিদিগকে কলিকাতায় জাহাজে চড়িতে বাধ্য করিতে হইবে, তাহাদিগকে জরিমানা করিতে হইবে।" "ফরিদপুর রাজবাড়ীর মওলবী আফ্‌ছারুদ্দিন ব্যতীত অন্য কোন আফ্‌ছারুদ্দিন যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। আর কলিকাতায় প্রটেক্টর অব পিলগ্রীম্‌স্ বা হাজি-রক্ষক মঃ আজহার উদ্দিন আহমদ ও কোর্ট পুলিশের ডেপুটী কমিশনার মিঃ হাণ্ট্ প্রভৃতিকে কতিপয় সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা বলেন নাই। নাম পড়িতে না পারিয়া 'মোহাম্মদী'র প্রুফ রিডার ছাহেব বাছিয়া বাছিয়া "আফছারুদ্দিন" করিলেন কেন? অন্য কোন নামও ত তিনি করিতে পারিতেন? "ফরিদপুর রাজবাড়ীর মওলভী আফ্‌ছারুদ্দিন" যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা ১৬ই জুলাই তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যান ও বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বা কমিশনের সভাপতি ছাহেবের হস্তস্থিত লিখিত জবানবন্দীতে অর্থদণ্ডের বিষয় কিছুই উল্লেখ নাই। জনাব সম্পাদক ছাহেবের এ কথার উদ্দেশ্য কি ইহাই নহে যে, তাঁহার প্রভু মওলানা হাজি মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব সমুদয় সাক্ষীর বিপরীত কলিকাতা বন্দর উঠাইয়া দিয়া বোম্বাই বন্দর তলব করিলেন, সেই সাক্ষ্য সমর্থনের নিমিত্ত প্রচার কার্য্য পরিচালনা করা? সন্ত-হাজি সাহেব এই সাক্ষ্য প্রদানকালে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের উর্দ্দু ভাষা সমস্যা লইয়া কমিশনের অন্যতম মেম্বর চৌধুরী হাজি মোহাম্মদ ইছমাইল খাঁ হস্তে যে 'নাকাল' হইয়াছিলেন এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে যে দিশেহারা হইতে হইয়াছিল তাহা কি জনাব সম্পাদক ছাহেব অবগত আছেন? সন্ত-হাজি ছাহেবকে কোন্ ব্যক্তি কলিকাতা বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়া বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার নামটী এখনও প্রকাশ করিতে পারেন কি?

তৎপর জম্ইয়তে ওলামার কথা। জনাব সম্পাদক ছাহেবের অনেক কার্য্যই যখন নেহরু রিপোর্ট সমর্থনের অনুকূলে, তখন ১৮শ সংখ্যা মোহাম্মদীতে 'জম ইয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, ইহাও প্রকারমূলক কার্য্য। তিনি "পত্রান্তরে" 'জম-ইয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র সভায় উপস্থিত "অনেকগুলি লোকের নাম" পাঠ করিয়াছেন, তন্মধ্যে "দুইজন" ব্যতীত অন্য কোন লেখকের নাম যে কার্য্যকরী সংসদের মেম্বর তালিকায় পাওয়া যায় নাই, তাহা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতে পারেন কি? আর তিনি সত্য করিয়া বলিতে পারেন কি যে জম-ইয়তের জীবিত সেক্রেটারী ঐ দিনে বা ঐ মাস মধ্যে কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন? জরুরী সভা আহ্বানের যে পদ্ধতি সম্পাদক সাহেবেরা প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সভা আহ্বান করিতে তাহার কোনই ত্রুটী হয় নাই এবং সভায় যে সকল লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলই কার্য্যকরী সমিতির সভ্য; জনাব সম্পাদক ছাহেব এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন। মওলানা হাজি মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলবী মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ ও মওলবী নজির আহমদ চৌধুরী ছাহেবানের নামের পার্শ্বে লিখিত ঠিকানা ২৯ নং আপার সার্কুলার রোডে জনৈক মওলবী ছাহেব নোটীশ লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তথায় উঁহাদের দর্শনাভাবে ফেরত আসিয়াছিলেন। জমইয়তের সভাপতি হজরত মওলানা হাজি শাহ ছুফী মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী ছাহেবের পীড়া-নিবন্ধন মফঃস্বলের বহু আলেম কামেল প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত চান্দনীতে সমবেত হইয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন কোরাম পূর্ণ হইতে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। খোদার ফজলে "ফরিদপুর রাজবাড়ীর মওলবী আফছারুদ্দিনের" সাক্ষ্য হইবার নিমিত্ত কোনই "কাণ্ড কারখানা করিতে হয় নাই। হজ্জ-তদন্ত কমিটীর নিকট হইতে 'জম-ইয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র জয়েণ্ট সেক্রেটারী—এই নামে প্রশ্নাবলী আসিয়াছিল। সেই প্রশ্নসমূহের লিখিত জওয়াব প্রদান করিলে কমিশন তাঁহাকে মৌখিক সাক্ষ্যপ্রদান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। কতিপয় বৎসর যাবৎ 'জম-ইয়তে ওলামা'র জয়েণ্ট সেক্রেটারী ছাহেব স্বয়ং ও জনাব সেক্রেটারী ছাহেব কর্ত্তৃক সংগঠিত "আনছার" সম্প্রদায় হাজি ছাহেবদিগকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা কি জনাব সম্পাদক সাহেব ভুলিয়া গিয়াছেন? আশা করি, অতঃপর কোনও বিষয়ে সমালোচনা করিতে হইলে বিদ্রূপের কটাক্ষ ত্যাগ করিবেন। আর পত্রিকা হাতে আছে বলিয়াই যাহা তাহা লইয়া খোঁটাখুঁটি করা কর্ত্তব্য নহে।

উদ্ধার সাধনের জন্য গেলিক লীগ প্রতিষ্ঠিত হইল। গেলিক লীগ হইতে সিন্‌ফিন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়া আয়রলণ্ড স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল। ইহাই কেল্টিক Celtic Revival নামে বিখ্যাত।

প্রাচীন দ্রাবিড় ও বৌদ্ধ জাতির ন্যায় বহু শতাব্দি পরে আজ আবার হিন্দু সভ্যতা ও কাল্‌চারের সহিত মুসলিম কাল্‌চারের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই জীবন সংগ্রামের ফলাফল দেখিবার জন্য সমগ্র জগৎ এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। ভারতীয় হিন্দুরা আর্য্য সমাজী, শিখ, জৈন প্রভৃতির সহিত গৃহ বিবাদ আপোষে মিটমাট করিয়া এবং বৃহত্তর ভারতের নামে চীন, জাপান, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষ হইতে ইসলামী কাল্‌চার ও মুসলিম অস্তিত্বের নাম ও নিশানা মিটাইবার জন্য যে সমরায়োজন করিতেছেন, তাহা দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট

জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হইবে

রাষ্ট্র পরিষদের সদস্য মানেকজী দাদাভাই সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন। সাইমন কমিশনের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ইনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, খুব সম্ভব সাইমন কমিশন সর্ব্ব-বাদি-সম্মত রিপোর্ট দাখিল করিবেন। খুব সম্ভব প্রধান সুপারিশ হইবে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্প্রসারণ। কেন্দ্রীয় আইন সভায় সম-সাময়িকভাবে কোন নির্ব্বাচন হইবে না, প্রাদেশিক আইন সভা সমূহ হইতেই কেন্দ্রীয় সভার সদস্য নির্ব্বাচন হইবে। ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সরাসর সদস্য নির্ব্বাচন প্রথা পরিত্যক্ত হইবে দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কীয় ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কেন্দ্রীয় সাইমন কমিটির মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, ঐ কমিটীর নিকট হইতে সর্ব্ব-বাদি-সম্মত নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে না। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট শেষ হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা অক্টোবরের প্রথম ভাগে চলিয়া আসিবেন। সাইমন কমিশন জানুয়ারী মাসে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

স্পেনে মূর-সাম্রাজ্য

[মওলবী আব্দুল কাদের]

আরব জাতির স্পেন-বিজয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বীয় কর্ম্মস্থলে পৌছিয়াই জুলিয়ান রডারিকের নিকট "উৎকৃষ্ট শ্যেন পক্ষী" প্রেরণ করিবার ব্যবস্থায় বিশেষভাবে মনোযোগী হইলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার আরব শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার পূর্ব্ব-শত্রু বীরবর মূসার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার সহিত বহুবার যুদ্ধ করিয়াছি; আজ বিধির বিধানে সে শত্রুতার পরিসমাপ্তি ঘটিল; আজ হইতে আমরা পরস্পরের বন্ধু।" এই বলিয়া জুলিয়ান মুসলিম সেনাপতির নিকট শুধু যে স্বকীয় অপমান-বার্ত্তাই বিবৃত করিলেন তাহা নহে, তিনি নদী, চারণ-ভূমি, প্রাসাদ-মালা, নগরাবলী, দ্রাক্ষা ও কমলা-লেবুর উদ্যান-রাজি-পরিপূর্ণ স্পেন দেশের সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি এবং গথদের ঐশ্বর্য্যের অথচ সহায়হীনতারও এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা প্রকাশ করিয়া মূসাকে স্পেন আক্রমণে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইলেন। জুলিয়ান তাঁহাকে পথ-প্রদর্শন করিতে—এমনি কি অর্ণবযান দ্বারা সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কাউণ্টের বর্ণনা শ্রবণে মূসা চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। জুলিয়ানের শোক-বৃত্তান্ত কি প্রকৃত? তাঁহার বর্ণনা কি সত্য? উহার অভ্যন্তরে কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র নিহিত নাই ত? শত্রুর আকস্মিক মিত্রতায় বিশ্বাস কি? যদি তিনি জুলিয়ানের কথা সরলভাবে গ্রহণ করিয়া মুসলিম বাহিনীকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেন, তবে তিনি-ই কি তজ্জন্য দায়ী হইবেন না? মূসা শিহরিয়া উঠিলেন। এত বড় দায়িত্ব-ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত বলিয়া মনে হইল। তিনি খলিফার উপদেশ চাহিয়া দামেস্কে দূত প্রেরণ করিলেন। ইতোমধ্যে মূসা জুলিয়ানের বন্ধুতার সত্যতা এবং স্পেনের রাজশক্তির পরিমাণ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ৭১০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি তারেকের অধীনে ৫০০ সৈন্যের এক ক্ষুদ্র বাহিনী জুলিয়ানের অর্ণবপোতের সাহায্যে আন্দালুসিয়ার সমুদ্র তীর লুণ্ঠনার্থ প্রেরণ করিলেন। আরবেরা তখনও জলপথে ভূমধ্য সাগরে গমনাগমন করিতে অভ্যস্ত হয় নাই। সুতরাং সতর্ক মূসা অধিক সংখ্যক সৈন্যকে সামুদ্রিক সঙ্কটাধীন করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।

তারেক কৃতকার্য্যতার সহিত স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়া জুলাই মাসে আফ্রিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি স্পেনের যে স্থানে অবতরণ করেন, উহা অদ্যাপি তদীয় নামানুসারে তারেক পর্ব্বত বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার সৈন্যগণ আল্‌জেসিরাস্ লুণ্ঠন করিয়াছিল। এই সময় স্পেনের আত্ম-রক্ষা-শক্তি এবং জুলিয়ানের বিশ্বস্ততা অনুধাবন করিবার সুযোগ তাঁহার পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে ঘটিয়াছিল। তিনি দৃঢ়তার সহিত মূসাকে বলিলেন যে, কাউণ্ট জুলিয়ান স্পেনের সহায়হীনতা সম্বন্ধে যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য; আর কাউণ্ট বাস্তবিকই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। তথাপি মূসা নবাভিযান প্রেরণে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহার অন্য কারণও ছিল। কিছুতেই সমগ্র মুসলিম বাহিনীকে অজ্ঞাত বিপদের অধীন না করিবার জন্য দামেস্কের খলিফা মূসাকে এক অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। খলিফা তাঁহাকে শুধু সামান্য লুণ্ঠনাভিযান প্রেরণের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে মূসা তারেকের কৃত-কার্য্যতায় প্রোৎসাহিত হইয়া খলিফার নির্দ্দেশ অপেক্ষা এক বৃহত্তর বাহিনী প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবগত হইলেন যে, রডারিক উত্তরাঞ্চলে বাস্কদের বিদ্রোহ-দমনে ব্যাপৃত আছেন। এই সুযোগে তিনি সেনাপতি তারেককে ৭০০০ সৈন্য সহ আর একবার আন্দালুসিয়া লুণ্ঠনে গমনার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। তারেক নিজে মূর ছিলেন এবং

সাক্ষ্য-দান ও 'মোহাম্মদী'

[আফছার উদ্দিন আহমদ]

দুনইয়াতে মজহাবী. বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া সর্ব্বদাই নানা প্রকার দলের সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা চিরন্তন প্রথা। সত্য ও হক্কানিয়েতের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রত্যেক দলই অপর দলকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বী দল ধ্বংস না হউক তাহাকে সাধারণের চক্ষে নিষ্প্রভ করিবার নিমিত্ত সম্যক প্রোপাগাণ্ডা বা প্রচার কার্য্য চালাইয়া থাকেন। হিন্দুস্তানের মজহাব ও বৈষয়িক ক্ষেত্রে ত দলাদলি আছেই কিন্তু সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহলেও এই প্রকার দলাদলির প্রসার নিতান্ত কম নহে। যখন কংগ্রেসী ও খেলাফতী দলের সৃজিত উত্তেজনাময় তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে সমগ্র হিন্দুস্তান টল-টলায়মান, উত্তেজনা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে যখন বহু সংখ্যক মুসলমান মজহাবী দলিল মোতাবেক জায়েজ-নাজায়েজ বা বৈধাবৈধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উত্তেজনা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া নানা প্রকার অনৈস্‌লামিক বাক্যে ও কার্য্যে ব্রতী হন, তখন মুস্‌লিম সমাজের চিন্তাশীল ও পরহেজগার আলেম সম্প্রদায় ঐ সকল মুসলমান ভ্রাতাকে গোনাহের কূপ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জমইতে ওলামায়ে হেন্দ" নাম দিয়া এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়া হিন্দুস্তানের মুসলমানদিগের রাজনৈতিক, সমাজ-নৈতিক, বৈষয়িক ও মজহাবী হকুম পূর্ণ-মাত্রায় রক্ষা করিতে ব্রতী হইলেন; কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনে ইস্‌লামের দিক দিয়া যে যে দোষ ছিল এবং মুসলমানের রাজনীতি যে মজহাবে ইস্‌লামের বাহিরে বিন্দুমাত্রও নাই, রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও আল্লা-প্রাপ্তির উপায় সমষ্টির সমাবেশই যে ইস্‌লাম তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলে যে সকল মনীষী মুসলমান মজহাবী কার্য্য বলিয়া খেলাফত তথা কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সকলেই 'জম-ইয়তে ওলামায়ে হেন্দে' যোগদান পূর্ব্বক প্রকৃত ইস্‌লামানুমোদিত ও শরিয়ত-সঙ্গতভাবে রাজনীতি চর্চ্চা ও মুসলমানদিগের হকুক প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহারই ফল স্বরূপ গয়া শহরে শক্তিসম্পন্ন কংগ্রেস ও সর্ব্বজন-মান্য নেতা মিঃ সি, আর, দাশ 'জমইয়তে ওলামা'র নিকট মস্তকাবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার পরও বহু মুসলমান কংগ্রেসের সহিত যোগ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুর স্বার্থ-সিদ্ধির চেষ্টা ও বিদ্বেষভাব দেখিয়া সমস্ত মুস্‌লিম দেশ-নায়কই ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত কংগ্রেস ত্যাগ করিতে বাধ্য হন; কিন্তু তথাপি দুই চারিজন চুনো-পুঁটী ঐ দলে থাকিয়াই যান। কংগ্রেস, খেলাফত ও জম-ইয়তে ওলামা আন্দোলনের পরিণতিই সাইমন কমিশন ও নেহরু রিপোর্ট। এই নেহরু রিপোর্টে যে মুসলমানের স্বার্থ পদ-দলিত হইয়াছে এবং তাহা যে সংস্কার-সাপেক্ষ, জম-ইয়তে ওলামা ও খেলাফত কমিটী তাহা বিশেষ ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এ কথা হিন্দুস্তানের সমস্ত মুস্‌লিম জন-নায়কই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই কারণ উপলক্ষ করিয়া হিন্দু মুসলমানে ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। চতুর হিন্দুগণ আপন অভীষ্ট সিদ্ধির লালসায় মুসলমানের মধ্যে প্রচার-কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কতিপয় মুসলমানকে প্রলোভন দিয়া হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা নেহরু রিপোর্ট সমর্থনের নিমিত্ত আ-প্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গদেশেও এ প্রকার প্রচারকের অভাব হয় নাই। তাঁহারা প্রথমাবধি এই প্রচার-কার্য্যের জিম্মাদারী গ্রহণ পূর্ব্বক সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া ও সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচার কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। যাঁহারা নেহরু রিপোর্ট সমর্থন করেন না, নানা কৌশলে তাঁহাদিগকে কলঙ্কিত ও হেয় প্রতিপন্ন করাই হইতেছে এই দলের প্রধান কার্য্য। তাঁহারা সমাজের ও ওতনের তরক্কী ও হিতের নিমিত্ত যে কোন কার্য্য করুন না কেন ইঁহারা তাহারই দোষ-ত্রুটী প্রদর্শন করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া থাকেন। হিন্দুস্তানের সমুদয় শ্রেষ্ঠ জন-নায়ক যাহা চিন্তা করেন, যে কার্য্য মুসলমান সমাজের হিত-জনক ও উপকারী বলিয়া বিবেচনা করেন, এই প্রচারক দল তাহার বিপরীত করিবেনই করিবেন। অধিকন্তু প্রচার করিবেন যে ঐ সকল মোয়াজ্জেজ ওলামা সম্প্রদায় ও জন-নায়কেরা পলিটিক্‌সের কিছুই বুঝেন না। জমইয়তে ওলামা যখন সর্ব্বপ্রথম নেহরু রিপোর্টের দোষ প্রদর্শন ও সংশোধন প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন সেই শক্তিশালী মহোপকারী প্রতিষ্ঠানের শক্তি খর্ব্ব করিতে ইঁহারা সর্ব্বদা লিপ্ত। বোধ হয় কাহারও নিকট একথা অবিদিত নহে যে বর্ত্তমানকালে কংগ্রেসের সে প্রকার শক্তি নাই, খেলাফত কমিটীও হাবুডুবু খাইতেছে, সেই প্রকার জম ইয়তে ওলামায়ে হেন্দ হইতে সমুদয় প্রাদেশিক জম-ইয়তে ওলামা কোন প্রকারে আপন অস্তিত্ব কায়েম রাখিতেছে।

গত ১৮শ সংখ্যা 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে "এ লুকোচুরি কেন?" মন্তব্যটীও বোধ হয় ঐ প্রকার প্রচার-মূলক। কারণ জনাব মোহাম্মদী সম্পাদক ছাহেবের প্রভু মওলানা হাজী মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ছাহেব যে হজ্জ-তদন্ত কমিটীর নিকট 'কলিকাতা বন্দর হইতে হজ্জ-গমনেচ্ছু যাত্রীবাহী জাহাজ না দিয়া বোম্বাই হইতে জাহাজ প্রদান করা কর্ত্তব্য' এই মর্ম্মে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, সম্পাদক ছাহেব সে কথা কমিশন কলিকাতা উপস্থিত হইবার দিন স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তৎসম্বন্ধে তিনি যে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাও বলিতে ত্রুটী করেন নাই। এ বিষয় লইয়া সেদিন তাঁহার সহিত ছোটখাট একটু বচসাও হইয়াছিল। তখন তিনি এই বলিয়া মুরব্বিয়ানা চাল চালিয়াছিলেন যে, দুনইয়াতে মোহাদ্দেছ ফকিহ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত সকলেরই মতান্তর ঘটিতেছে, ইহার জন্য ঝগড়া-বিবাদ বা কেহ কাহারও প্রতি শত্রুতা পোষণ করা উচিত নহে; বরং সকলেরই স্বাধীন মত ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য ও সকলের মতই যাহাতে স্বাধীনভাবে আলোচিত হইতে পারে তাহার উপায় হওয়া কর্ত্তব্য। তিনি ১৭শ সংখ্যা 'মোহাম্মদী'তে যে কতিপয় সাক্ষীর সাক্ষ্যের আলোচনা করিয়াছেন, "তন্মধ্যে মিঃ আফ্‌ছারুদ্দিন নামক একজন সরকারী লোক বলেন যে বাঙ্গালী হাজ্জিদিগকে কলিকাতায় জাহাজে চড়িতে বাধ্য করিতে হইবে, তাহাদিগকে জরিমানা করিতে হইবে।" "ফরিদপুর রাজবাড়ীর মওলবী আফ্‌ছারুদ্দিন ব্যতীত অন্য কোন আফ্‌ছারুদ্দিন যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা অবগত নহি। আর কলিকাতায় প্রটেক্টর অব পিলগ্রীম্‌স্ বা হাজ্জি-রক্ষক মৌঃ আজহার উদ্দিন আহমদ ও কোর্ট পুলিশের ডেপুটী কমিশনার মিঃ হাণ্ট্ প্রভৃতিকে কতিপয় সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহই অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা বলেন নাই। নাম পড়িতে না পারিয়া 'মোহাম্মদী'র প্রুফ্ রিডার ছাহেব বাছিয়া বাছিয়া "আফছারুদ্দিন" করিলেন কেন? অন্য কোন নামও ত তিনি করিতে পারিতেন? "ফরিদপুর রাজবাড়ীর মওলভী আফ্‌ছারুদ্দিন" যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা ১৬ই জুলাই তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যান ও বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বা কমিশনের সভাপতি ছাহেবের হস্তস্থিত লিখিত জবানবন্দীতে অর্থদণ্ডের বিষয় কিছুই উল্লেখ নাই। জনাব সম্পাদক ছাহেবের এ কথার উদ্দেশ্য কি ইহাই নহে যে, তাঁহার প্রভু মওলানা হাজি মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব সমুদয় সাক্ষীর বিপরীত কলিকাতা বন্দর উঠাইয়া দিয়া বোম্বাই বন্দর তলব করিলেন, সেই সাক্ষ্য সমর্থনের নিমিত্ত প্রচার কার্য্য পরিচালনা করা? সন্ত-হাজি সাহেব এই সাক্ষ্য প্রদানকালে কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের উর্দ্দু ভাষা সমস্যা লইয়া কমিশনের অন্যতম মেম্বর চৌধুরী হাজি মোহাম্মদ ইছমাইল খাঁ হস্তে যে 'নাকাল' হইয়াছিলেন এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে যে দিশেহারা হইতে হইয়াছিল তাহা কি জনাব সম্পাদক ছাহেব অবগত আছেন? সন্ত-হাজি ছাহেবকে কোন্ ব্যক্তি কলিকাতা বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়া বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, তাহার নামটী এখনও প্রকাশ করিতে পারেন কি?

তৎপর জম্‌ইয়তে ওলামার কথা। জনাব সম্পাদক ছাহেবের অনেক কার্য্যই যখন নেহরু রিপোর্ট সমর্থনের অনুকূলে, তখন ১৮শ সংখ্যা মোহাম্মদীতে 'জম ইয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র বিষয়ে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, ইহাও প্রকারমূলক কার্য্য। তিনি "পত্রান্তরে" 'জম-ইয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র সভায় উপস্থিত "অনেকগুলি লোকের নাম" পাঠ করিয়াছেন, তন্মধ্যে "দুইজন" ব্যতীত অন্য কোন লেখকের নাম যে কার্য্যকরী সংসদের মেম্বর তালিকায় পাওয়া যায় নাই, তাহা স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতে পারেন কি? আর তিনি সত্য করিয়া বলিতে পারেন কি যে জম-ইয়তের জীবিত সেক্রেটারী ঐ দিনে বা ঐ মাস মধ্যে কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন? জরুরী সভা আহ্বানের যে পদ্ধতি সম্পাদক সাহেবেরা প্রদর্শন করিয়াছেন, এই সভা আহ্বান করিতে তাহার কোনই ত্রুটী হয় নাই এবং সভায় যে সকল লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলই কার্য্যকরী সমিতির সভ্য; জনাব সম্পাদক ছাহেব এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হউন। মওলানা হাজি মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলবী মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ ও মওলবী নজির আহমদ চৌধুরী ছাহেবানের নামের পার্শ্বে লিখিত ঠিকান, ২৯ নং আপার সার্কুলার রোডে জনৈক মওলাবী ছাহেব নোটীশ লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তথায় উঁহাদের দর্শনাভাবে ফেরত আসিয়াছিলেন। জমইয়তের সভাপতি হজরত মওলানা হাজি শাহ ছুফী মোহাম্মদ আবুবকর ছিদ্দিকী ছাহেবের পীড়া-নিবন্ধন মফঃস্বলের বহু আলেম কামেল প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত চান্দনীতে সমবেত হইয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন কোরাম পূর্ণ হইতে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। খোদার ফজলে "ফরিদপুর রাজবাড়ীর মওলবী আফছারুদ্দিনের" সাক্ষ্য হইবার নিমিত্ত কোনই "কাণ্ড কারখানা করিতে হয় নাই। হজ্জ-তদন্ত কমিটীর নিকট হইতে 'জম-ইয়তে ওলামায়ে বাঙ্গালা'র জয়েণ্ট সেক্রেটারী—এই নামে প্রশ্নাবলী আসিয়াছিল। সেই প্রশ্নসমূহের লিখিত জওয়াব প্রদান করিলে কমিশন তাঁহাকে মৌখিক সাক্ষ্যপ্রদান করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলেন। কতিপয় বৎসর যাবৎ 'জম-ইয়তে ওলামা'র জয়েণ্ট সেক্রেটারী ছাহেব স্বয়ং ও জনাব সেক্রেটারী ছাহেব কর্ত্তৃক সংগঠিত "আনছার" সম্প্রদায় হাজি ছাহেবদিগকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা কি জনাব সম্পাদক সাহেব ভুলিয়া গিয়াছেন? আশা করি, অতঃপর কোনও বিষয়ে সমালোচনা করিতে হইলে বিদ্রূপের কটাক্ষ ত্যাগ করিবেন। আর পত্রিকা হাতে আছে বলিয়াই যাহা তাহা লইয়া খোঁটাখুঁটি করা কর্ত্তব্য নহে।

উদ্ধার সাধনের জন্য গেলিক লীগ প্রতিষ্ঠিত হইল। গেলিক লীগ হইতে সিন্‌ফিন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়া আয়রলণ্ড স্বাধীনতা অর্জ্জন করিল। ইহাই কেল্টিক Celtic Revival নামে বিখ্যাত।

প্রাচীন দ্রাবিড় ও বৌদ্ধ জাতির ন্যায় বহু শতাব্দি পরে আজ আবার হিন্দু সভ্যতা ও কাল্‌চারের সহিত মুস্‌লিম কাল্‌চারের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। এই জীবন সংগ্রামের ফলাফল দেখিবার জন্য সমগ্র জগৎ এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। ভারতীয় হিন্দুরা আর্য্য সমাজী, শিখ, জৈন প্রভৃতির সহিত গৃহ বিবাদ আপোষে মিটমাট করিয়া এবং বৃহত্তর ভারতের নামে চীন, জাপান, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষ হইতে ইস্‌লামী কাল্‌চার ও মুস্‌লিম অস্তিত্বের নাম ও নিশানা মিটাইবার জন্য যে সমরায়োজন করিতেছেন, তাহা দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

সাইমন কমিশনের রিপোর্ট
জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হইবে

রাষ্ট্র পরিষদের সদস্য মানেকজী দাদাভাই সম্প্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছেন। সাইমন কমিশনের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ইনি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, খুব সম্ভব সাইমন কমিশন সর্ব্ব-বাদি-সম্মত রিপোর্ট দাখিল করিবেন। খুব সম্ভব প্রধান সুপারিশী হইবে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সম্প্রসারণ। কেন্দ্রীয় আইন সভায় সম-সাময়িকভাবে কোন নির্ব্বাচন হইবে না, প্রাদেশিক আইন সভা সমূহ হইতেই কেন্দ্রীয় সভার সদস্য নির্ব্বাচন হইবে। ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সরাসর সদস্য নির্ব্বাচন প্রথা পরিত্যক্ত হইবে দেশ রক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কীয় ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইবে না। কেন্দ্রীয় সাইমন কমিটির মধ্যে মতভেদ দেখা যায়, ঐ কমিটীর নিকট হইতে সর্ব্ব-বাদি-সম্মত নির্দ্দেশ পাওয়া যাইবে না। সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট শেষ হইয়া যাইবে এবং তাঁহারা অক্টোবরের প্রথম ভাগে চলিয়া আসিবেন। সাইমন কমিশন জানুয়ারী মাসে রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

স্পেনে মূর-সাম্রাজ্য

[মওলবী আব্দুল কাদের]

আরব জাতির স্পেন-বিজয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বীয় কর্ম্মস্থলে পৌঁছিয়াই জুলিয়ান রডারিকের নিকট "উৎকৃষ্ট শ্যেন পক্ষী" প্রেরণ করিবার ব্যবস্থায় বিশেষভাবে মনোযোগী হইলেন। তিনি উত্তর আফ্রিকার আরব শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার পূর্ব্ব-শত্রু বীরবর মূসার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার সহিত বহুবার যুদ্ধ করিয়াছি; আজ বিধির বিধানে সে শত্রুতার পরিসমাপ্তি ঘটিল; আজ হইতে আমরা পরস্পরের বন্ধু।" এই বলিয়া জুলিয়ান মুস্‌লিম সেনাপতির নিকট শুধু যে স্বকীয় অপমান-বার্ত্তাই বিবৃত করিলেন তাহা নহে, তিনি নদী, চারণ-ভূমি, প্রাসাদ-মালা, নগরাবলী, দ্রাক্ষা ও কমলা-লেবুর উদ্যান-রাজি-পরিপূর্ণ স্পেন দেশের সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি এবং গথদের ঐশ্বর্য্যের অথচ সহায়হীনতারও এক চিত্তাকর্ষক বর্ণনা প্রকাশ করিয়া মূসাকে স্পেন আক্রমণে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইলেন। জুলিয়ান তাঁহাকে পথ-প্রদর্শন করিতে—এমনি কি অর্ণবযান দ্বারা সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কাউণ্টের বর্ণনা শ্রবণে মূসা চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। জুলিয়ানের শোক-বৃত্তান্ত কি প্রকৃত? তাঁহার বর্ণনা কি সত্য? উহার অভ্যন্তরে কোন গুপ্ত ষড়যন্ত্র নিহিত নাই ত? শত্রুর আকস্মিক মিত্রতায় বিশ্বাস কি? যদি তিনি জুলিয়ানের কথা সরলভাবে গ্রহণ করিয়া মুস্‌লিম বাহিনীকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেন, তবে তিনি-ই কি তজ্জন্য দায়ী হইবেন না? মূসা শিহরিয়া উঠিলেন। এত বড় দায়িত্ব-ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত বলিয়া মনে হইল। তিনি খলিফার উপদেশ চাহিয়া দামেস্কে দূত প্রেরণ করিলেন। ইতোমধ্যে মূসা জুলিয়ানের বন্ধুতার সত্যতা এবং স্পেনের রাজশক্তির পরিমাণ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ৭১০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি তারেকের অধীনে ৫০০ সৈন্যের এক ক্ষুদ্র বাহিনী জুলিয়ানের অর্ণবপোতের সাহায্যে আন্দালুসিয়ার সমুদ্র তীর লুণ্ঠনার্থ প্রেরণ করিলেন। আরবেরা তখনও জলপথে ভূমধ্য সাগরে গমনাগমন করিতে অভ্যস্ত হয় নাই। সুতরাং সতর্ক মূসা অধিক সংখ্যক সৈন্যকে সামুদ্রিক সঙ্কটাধীন করিতে ইচ্ছুক হইলেন না।

তারেক কৃতকার্য্যতার সহিত স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়া জুলাই মাসে আফ্রিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি স্পেনের যে স্থানে অবতরণ করেন, উহা অদ্যাপি তদীয় নামানুসারে তারেক পর্ব্বত বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার সৈন্যগণ আল্‌জেসিরাস্ লুণ্ঠন করিয়াছিল। এই সময় স্পেনের আত্ম-রক্ষা-শক্তি এবং জুলিয়ানের বিশ্বস্ততা অনুধাবন করিবার সুযোগ তাঁহার পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে ঘটিয়াছিল। তিনি দৃঢ়তার সহিত মূসাকে বলিলেন যে, কাউণ্ট জুলিয়ান স্পেনের সহায়হীনতা সম্বন্ধে যে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য; আর কাউণ্ট বাস্তবিকই সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। তথাপি মূসা নবাভিযান প্রেরণে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ইহার অন্য কারণও ছিল। কিছুতেই সমগ্র মুস্‌লিম বাহিনীকে অজ্ঞাত বিপদের অধীন না করিবার জন্য দামেস্কের খলিফা মূসাকে এক অনুজ্ঞাপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। খলিফা তাঁহাকে শুধু সামান্য লুণ্ঠনাভিযান প্রেরণের ক্ষমতা দিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে মূসা তারেকের কৃত-কার্য্যতায় প্রোৎসাহিত হইয়া খলিফার নির্দ্দেশ অপেক্ষা এক বৃহত্তর বাহিনী প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবগত হইলেন যে, রডারিক উত্তরাঞ্চলে বাস্কদের বিদ্রোহ-দমনে ব্যাপৃত আছেন। এই সুযোগে তিনি সেনাপতি তারেককে ৭০০০ সৈন্য সহ আর একবার আন্দালুসিয়া লুণ্ঠনে গমনার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। তারেক নিজে মূর ছিলেন এবং

আখেরী

—:০:—

লণ্ডনে বেকারের সংখ্যা

লণ্ডনে গত ২রা সেপ্টেম্বর বেকার লোকের মোট সংখ্যা ছিল ১,১৫২,৩০০০ এই সংখ্যা পূর্ব্ব সপ্তাহ অপেক্ষা ৩৫০৩ কম এবং পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১২৭,৩৭৫ কম।

ফলস্তিনে পুলিস প্রেরণ

ফলস্তিনে পুলিসের কাজ করিবার জন্য লণ্ডনে একশত যুবক সংগৃহীত হইয়াছে। তাহারা গত ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল বেলায় চাকরী-স্থলে রওনা হইয়াছে। ফলস্তিনে যে পুলিসবাহিনী আছে, তাহারই শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহারা তথায় গমন করিতেছে। অধিকাংশ যুবকের বয়সই ২৫এর নীচে। তাহাদের মধ্যে ৭৫ জন সম্প্রতি সৈন্যদল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল। অধিকাংশই "ব্রিগেড অব গার্ডস"এ কাজ করিয়াছে।

বিমান হইতে বোমা

মুকদেনের ১০ই সেপ্টেম্বরের সরকারী ইশ্‌তাহারে প্রকাশ যে, অস্ত্র সোভিয়েট বিমানপোত হইতে বোমা নিক্ষেপের ফলে পৌত্রাচিননাইয়া শহরের রেল ষ্টেশন, টেলিগ্রাফ অফিস এবং রেডিও আড্ডা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ৪০ জন সৈন্য এবং ২০ জন রেলের কর্ম্মচারী এই ব্যাপারে হতাহত হইয়াছে।

ইরাক শাসন কর্ত্তার মৃত্যু

বাগ্‌দাদের গত ১১ই সেপ্টেম্বরের খবরে প্রকাশ যে ইরাকের হাই কমিশনার সার গিলবার্ট ক্লেটন অদ্য সন্ধ্যায় পোলো খেলিয়া আসিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। পরে এক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

১০৩ জন উলঙ্গ নর-নারী

অটোয়ার ১০ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, "প্রকৃতির সন্তান" নামক যে একদল নূতন উলঙ্গ নর-নারীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং যাহারা সেদিন পশ্চিম কানাডায় নগ্ন হইয়া প্রকাশ্য রাস্তায় শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল, কানাডা গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ১০৩ জনকে ৬ মাসের কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। বৃটিশ কলম্বিয়ার অন্তর্গত নেলসন শহরে ইহাদের দণ্ড হইয়াছে। কিছুদিন আগে ইহাদের সহকর্ম্মী ৩১ জনকে অশ্লীলতার অভিযোগে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। কামস্তাক নামক স্থানেও ইহাদের অনুচরগণের শাস্তি হইয়াছে। নাগরিকগণ বলিতেছেন যে, এই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল নর-নারীর যে সমস্ত নায়ক তাহারা যদি কানাডার আইন-কানুন মানিতে অসম্মত হয়, তবে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা উচিত। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার যে আইন করিয়াছেন, উপরোক্ত দণ্ডিত নগ্ন রমণী ও পুরুষগণ তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থ শোভাযাত্রা করিয়াছিল।

তাঁহার সৈন্যগণের অধিকাংশও মুর ছিল। প্রেরিত বাহিনী আশাতীত কার্য্য সম্পন্ন করেন। তারেক স্পেনের দক্ষিণ প্রান্তে সিংহ-শৈলে অবতরণ করিলেন। ঐ সময় হইতে ঐ স্থানে 'জেবলে তারেক বা 'তারেকের পাহাড়' নামে বিখ্যাত হইল। বর্ত্তমান জিব্রল্টার জেবলে-তারেকেরই অপভ্রংশ। তারেক কাটিয়া অধিকার করিয়া দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করিলেন। অধিকদূর না যাইতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন, সমগ্র গথ বাহিনী রডারিকের অধিনায়কতায় তাঁহার গতি-রোধ করিতে আগমন করিতেছে। গোয়াডেলেট নদীর নিকট একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে; উহা ট্রাফালগার অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী প্রণালীতে পতিত হইতেছে। সারাসেনরা এই স্রোতস্বতীর তটকে ওয়াদী বেক্কা বলিয়া থাকে। এই স্থানে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল।

—ক্রমশঃ।

মুল্‌কী

হিন্দু-নারী হরণ করে কে
—মুসলমান না হিন্দু ?

মোক্ষদা বেওয়া নাম্নী একটি স্ত্রীলোক কালীকৃষ্ণ মণ্ডলের ১৮ বৎসর বয়স্কা স্ত্রী হরিমতির কাছে প্রায়ই যাওয়া আসা করিত। কালীকৃষ্ণ একদিন বাড়ীতে ছিল না, এই সুযোগে মোক্ষদা হরিমতিকে ফুস্‌লাইয়া উলুবেড়িয়ার একটী বেশ্যালয়ে লইয়া যায়। পরে গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানার বলে মোক্ষদাকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। শিয়ালদহের পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে কালীকৃষ্ণের পক্ষ হইতে প্রফুল্ল কুমার চ্যাটার্জ্জী মোক্ষদার নামে অভিযোগ করিয়া দরখাস্ত করিয়াছেন। বিচার মুলতুবী আছে।

ব্রাহ্মণ-গুণ্ডার বাড়াবাড়ি
স্ত্রী-অঙ্গে অস্ত্রাঘাত

জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের ইজ্‌লাসে জনৈকা রমণীকে ছোরা মারার অভিযোগে বড়বাজারের দেবীপ্রসাদ ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানী শেষ হইয়া গিয়াছে। আসামী বহুকাল যাবৎ ঐ স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করিয়া আসিতেছে। অল্প কিছুদিন হয় টাকাপয়সা দেওয়া সম্বন্ধে একটা বচসা বাধিলে আসামী স্ত্রীলোকটিকে ছোরার আঘাত করে। পুলিস সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রীলোকটিকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিয়াছে। গৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে এক শত টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

হিন্দু বাগ্‌দির অবলা ভক্তি
চার বৎসরের জন্য 'শ্বশুর বাড়ী' গমন

আরাম বাগ থানার নারায়ণপুর গ্রামের বলাইচাঁদ বাগ্‌দী ও জলধরচন্দ্র বাগ্‌দী গত ২রা এপ্রিল তারিখে ঐ গ্রামের ভবানীবালা দাসী নামে এক ২২ বৎসর বয়স্কা বিধবাকে ধরিয়া জোর পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর পাড়ে লইয়া যায়। স্ত্রীলোকটি সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকিলে, প্রতিবেশী রাজেন্দ্র পণ্ডিত তাহার সাহায্য করিতে যান, কিন্তু আসামীরা তাঁহাকে প্রহার করে। এই অভিযোগে উহারা হুগলীর অতিরিক্ত দায়রা-জজের এজলাসে সোপর্দ্দ হইয়াছিল বিচারক জুরীর সর্ব্ব-বাদি-সম্মত অভিমত গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ৪ বৎসর হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

সতীনসেনের মামলা
আঠারই পর্য্যন্ত মুলতুবী

গত সোমবার বরিশালে মিঃ হাচিন্দের ইজলাসে সতীন সেন ও অপর ১০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১১০ ধারার মামলা উঠে। সতীনসেন ও হরিপদ দাস প্রায়োপবেশনের ফলে অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে আদালতে উপস্থিত করা হয় নাই। সতীন সেনের প্রায়োপবেশন পূর্ব্বের ন্যায় চলিয়াছে। গত ৪ দিবস যাবৎ জোর করিয়া খাওয়ান হইতেছে না বলিয়া শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ঐ দিন মামলা স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনায় হাইকোর্টে আবেদন করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত করা হয়। তদনুসারে আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

অসাবধান ট্রামচালক
মানুষের জীবন লইয়া ছিনি-মিনি

খিদিরপুর রোডের উপর একখানি ট্রামগাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। পিছন হইতে আর একটি ট্রামগাড়ী আসিয়া ঐ ট্রামগাড়ীর সহিত ধাক্কা লাগায়। যে গাড়ীখানি দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার বারান্দায় দুইটী লোক ছিল তাহারা ধাক্কার সময় আহত হয়। লোক দুটীকে রক্ষা করার চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু ঐ সময় আবার পূর্ব্বের গাড়ীখান চালাইয়া দিতে লোক দুইটীর আরো বেশী করিয়া আঘাত লাগে। পরে এই দুইজনই মারা গিয়াছে। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গ প্রত্যেকের তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন। আসামীদের একজনের নাম ভিখারী, আর একজনের নাম লক্ষ্মণ কাহার।

গরুজবেহ-গৃহ ধ্বংস
আহমদী সম্প্রদায়ের তার

সম্প্রতি পাঞ্জাবের অন্তর্গত কাদিয়ান নামক স্থানে মুসলমানগণের যে গো-জবেহর গৃহ আছে শিখগণ পুলিসের সম্মুখে উহা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। উহার প্রতিবাদ করার জন্য তত্রত্য মুসলমানগণ কমিশনার সাহেবের নিকট একটি ডেপুটেশন প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করেন। উদ্দেশ্য ছিল যে ডেপুটেশন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে অন্যপক্ষ যে সমস্ত মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া তাঁহার ধারণা খারাপ করিয়া দিয়াছে, উহা দূর করিয়া ন্যায় বিচার প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু কমিশনার মুসলমানের ন্যায্য দাবীর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। কলিকাতা আহমদীয়া সমিতি উহার প্রতিবাদ করিয়া পাঞ্জাবের লাটের নিকট তার করিয়াছে।

মিঃ গান্ধির মন্তব্য
'আইন অমান্যের সময় হয় নাই'

মিঃ গান্ধি কোনও এক ব্যক্তির পত্রের উত্তরে তাঁহার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন—জন-সাধারণ নিরুপদ্রবের প্রতিরোধ আরম্ভ করিবার জন্য অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু আমিই সরিয়া পড়িতেছি, একথা বলা সত্যের গুরুতর অপলাপ। আমার শর্ত্তে যাহারা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত তাহাদিগকে কি ভাবে পরিচালনা করিতে হয় তাহা আমি জানি। কিন্তু আমি সেই শর্ত্ত পূরণের কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। সেই শর্ত্ত পূরণ হইবে এই ভরসা লইয়া বাঁচিয়া আছি। আশা করি যে, ১লা জানুয়ারীর মধ্যে ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিবার পথ পাওয়া যাইবে। সর্দ্দার বল্লভ ভাইকে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার অনুমতি আমি দিয়াই রাখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার নেতৃত্ব সফল করিতে হইলে বারদৌলির মত কর্ম্মক্ষেত্র চাই। দেশে আজ কয়টা বারদৌলী আছে। সত্যাগ্রহ দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকল্পে বারদৌলীকে সাত বৎসর ধরিয়া নীরবে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু সমগ্র স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সেই বারদৌলী সম্বন্ধে সর্দ্দারজী এবং আমি উচ্চতম আশা পোষণ করি, কিন্তু এখনো বারদৌলীর সময় আসে নাই, সে নিজেই আত্ম বিপন্ন।

আলিগড় ইউনিভার্সিটী
মুহাম্মদ সুলায়মানের বিবৃতি

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ভাইস্ চ্যান্সেলার সার্ শাহ মুহাম্মদ সুলায়মানের সহিত সাক্ষাৎকারের ফলে "এসোসিয়েটেড প্রেস" এর প্রতিনিধি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে প্রামাণিক বিবরণ অবগত হইয়াছেন,তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"রহিমতুল্লা অনুসন্ধান কমিটীর" সমস্ত নির্দ্দেশই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে ; কেবলমাত্র শিক্ষক পরিবর্ত্তন সম্পর্কীয় নির্দ্দেশটি স্থায়ী ভাইস্-চ্যান্সেলারের আগমনকাল পর্য্যন্ত রহিয়াছে। এই সকল সংস্কারের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ব-প্রকার উন্নতির লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। কার্য্যকরী সমিতিতে সভ্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ৩০ জনের স্থলে ৩ জন করা হইয়াছে। সুতরাং সভ্যসংখ্যা অধিক থাকাতে পূর্ব্বে কার্য্যকরী সমিতিতে সভ্যগণের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধ ও দলাদলির ভাব ছিল, এখন তাহা দূরীভূত হইয়াছে, শিক্ষক অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের নিয়োগ ও বরখাস্ত করা তাঁহাদের শাস্তি-বিধান ও জরিমানা করা, বেতন বৃদ্ধি করা, আয়-ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর করা, ইমারতাদি নির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া ইত্যাদি সকল বিষয়েরই কর্ত্তৃত্ব কার্য্যকরী সমিতির হস্তে। এই সমিতিতে মাত্র ৩ জন সভ্য—ভাইস্-চ্যান্সেলর, প্রো ভাইস্ চ্যান্সেলার ও কোষাধ্যক্ষ। এই সকল সংস্কারসাধন বিষয়ে শিক্ষকগণও যথেষ্ট সহানুভূতি ও স্বদেশ-হিতৈষণা প্রদর্শন করিয়াছেন। গত বৎসর তাঁহারা শিক্ষাদান ও তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যে বিশেষ তৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আর কয়েক জন খ্যাতনামা অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে সাহায্যের প্রত্যাশা করা যাইতেছে, তাহা প্রাপ্ত হইলে আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হইবে।

নিজাম রাজ্যের নান্দের নামক স্থানে শিখ ও মুসলমানে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, উহারার তদন্তের জন্য বৃটিশ সরকার নিজাম সরকারের অনুরোধে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এ, এচ, কার্নিংকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

প্রাদেশিক সাইমন কমিটি
যুক্ত প্রদেশের মন্তব্য

গত ৮ই সেপ্টেম্বর যুক্ত প্রদেশের সাইমন সহযোগী সমিতির মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। মোটের উপর এই কমিটির সদস্যগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন না পাইলে কোন প্রদেশই সন্তুষ্ট হইবে না। কানাডার অনুকরণে ভারতের রাষ্ট্ররূপ নিয়ন্ত্রণের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই শাসনকর্ত্তৃত্ব থাকিবে। তবে প্রাদেশিক গবর্ণর কোন কোন স্থলে প্রয়োজন হইলে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। ছয় জন সদস্য লইয়া প্রাদেশিক শাসন-পরিষদ গঠিত হইবে। এই সমস্ত সদস্য সকল সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাদের সংযুক্ত দায়িত্ব থাকিবে এবং মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী হইবেন।

আসামের মন্তব্য

সাইমন কমিশনের নিকট আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবের নকল ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপিত হওয়ার পর আসাম প্রাদেশিক সাইমন কমিটির চেয়ারম্যান কর্ণেল স্মাইলস্ কমিটীর রিপোর্ট দাখিল করেন। একজন সদস্য ব্যতীত সকলেই একমত হইয়া রিপোর্ট দিয়াছেন। কমিটীর সদস্যগণের নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। (১) কর্ণেল স্মাইলস্ (২) রায় বাহাদুর এন, ডোরা (৩) শ্রীযুত অমরনাথ রায় (৪) মিঃ মুকুন্দ নারায়ণ বড়ুয়া (৫) মওলবী কেরামত আলী (৬) মওঃ ফরজন্দ আলী (৭) মওঃ মুনাওয়ার আলী। কমিটি সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের পক্ষপাতী—এতদ্ব্যতীত পুলিস শাসন জন-সাধারণ কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে প্রদেশে একটি মাত্র ব্যবস্থাপক সভা থাকিবে। কমিটি ২৫ বৎসর বয়স সহ সার্ব্বভৌমিক ভোটাধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাতে চা বাগান শ্রমিকদের পক্ষ হইতে যথেষ্ট প্রতিনিধি প্রেরণের সুবিধা থাকিবে। কমিটি আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে,—প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় ১০০ জন সদস্য থাকিবে। তন্মধ্যে ৯৫ জন নির্ব্বাচিত এবং ৫ জন মনোনীত হইবেন। কমিটির মতে সিলেট অথবা গোয়ালপাড়াকে বঙ্গদেশে ট্রেন্সফার করা হইবে না। কিন্তু কমিটির অন্যতম সদস্য মিঃ মুকুন্দ নারায়ণ বড়ুয়া গোয়ালপাড়া অথবা সিলেটকে বঙ্গদেশের এলাকাধীন করিতে পক্ষপাতী। অনুন্নত অঞ্চল সমূহ আসামেই থাকিবে। খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় অঞ্চলের সংস্কার সাধন হওয়া উচিত। খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় কলিকাতা হাইকোর্টের অধীন থাকিবে। কমিটি দ্বৈত-শাসনের পরিবর্ত্তে চারি জন মন্ত্রীসহ মন্ত্রীমণ্ডল সমর্থন করেন এবং ব্যবস্থাপক সভার আয়ুষ্কাল পাঁচ বৎসর হইবে।

চলচ্চিত্রে বঙ্গবালা
প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

সম্প্রতি ভবানীপুর পূর্ণ থিয়েটারে বিজয়কৃষ্ণ মজুমদারের 'বঙ্গবালা' ছায়া চিত্রে প্রদর্শিত হইতেছে। বাংলা দেশে হিন্দু-মহাসভার ও হিন্দু মহাসভার বাহিরে অন্যান্য হিন্দুগণ যাহারা আজ নারী নিগ্রহ ব্যাপার লইয়া যথেষ্ট আন্দোলন উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহাদিগকে এই 'ছায়াচিত্র' হইতে নারী-নিগ্রহ সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে অনুরোধ করি। মুসলমান অশিক্ষিত দুর্বৃত্ত হয়ত দুই একস্থানে হীন-চরিত্রের ও পাশবিকতার পরিচয় দিয়া থাকে—কিন্তু হিন্দু শিক্ষিত ও তথাকথিত সভ্যতা গর্ব্বিত যুবক যে মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, সে সম্বন্ধে যে সমস্ত হিন্দু সম্পাদক নারী-নিগ্রহ লইয়া অনবরত এক চোখা আলোচনা করেন তাঁহারা কি বলিতে চান? যাঁহাদের ধারণা—মুসলমানদের মধ্যে নারী হরণ করিবার দল আছে, তাঁহারা ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি হিন্দু সমাজই নারী নিগ্রহের ভিত্তি পত্তন রহিয়াছে। অন্য সমাজকে আক্রমণ করা কখনই উদারতার পরিচায়ক নহে—আমরা হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে এই কথা বলিতে বাধ্য হই, কারণ, প্রথমতঃ কে এই নারী নিগ্রহ কেন্দ্র করিয়া একদল হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। হয়ত নারী নিগ্রহ সম্বন্ধে মুসলমানের দায়িত্ব যে হিন্দু মহা সভার কর্ত্তাগণ যাহা ভাবে, তাহার শতাংশের একাংশ নয়—শত যুক্তি প্রমাণ দিলেও তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে চান না। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই বলিতে হয়, এই নারী নিগ্রহ আন্দোলন কারী হিন্দুদিগের মধ্যে সততার একান্তই অভাব।

মফঃস্বল

শতকরা পঁয়তাল্লিশ

তরুণ মুস্‌লিমের সাড়া

অপ্রিয় সত্য সম্বন্ধে আমাদের নীতিকারগণের সহিত তুনিয়ার অন্যান্য অনেক নীতিকারের মতভেদ আছে। আমাদের উপদেষ্টাগণ বলেন, সত্য মাত্রেই তিক্ত। সুতরাং ইহা অপ্রিয়। অপ্রিয় হইলেও সত্য বলিতে হইবে। এই উপদেশ অনুসারে আজ কয়েকটী অপ্রিয় সত্য বলিব। আশা করি চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই নিরপেক্ষ ভাবে আমাদের কথাগুলি বিচার করিবেন। আজ বাংলায় শতকরা ৬০ জন মুসলমানের বাস, সুতরাং সত্য বলিতে গেলে শতকরা সরকারী চাকুরীতে ৬০টী স্থান মুসলমানের প্রাপ্য। "মুসলমানের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি নাই", এই অজুহাত দিয়াই হিন্দু সম্প্রদায় আজ বহু যুগ হইতে শতকরা ৮০।৯০টী সরকারী চাকুরী ভোগ করিয়া আসিতেছে। মুসলমানের মধ্যে যখন যোগ্য ব্যক্তির অভাব রহিল না তখন মুসলমান তাদের ন্যায্য দাবী চাওয়ায় গবর্ণমেণ্ট শতকরা ৪৫টি চাকুরী মুসলমানকে দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তুঃখের বিষয়, এই সারকুলার গবর্ণমেণ্টের দপ্তরেই চাপা পড়িয়া রহিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন আর যোগ্য ব্যক্তির সংখ্যা অল্প নহে। না থাকিলেও শতকরা ২৫টি সরকারী চাকুরীও মুসলমানদের ভাগ্যে জুটিয়া উঠিতেছে না। কেননা স্বার্থান্বেষী হিন্দুগণ যেন আজ ওয়ারীশ সূত্রে সরকারী চাকুরী গুলির একচেটিয়া মালিক হইয়াছেন। কোন সরকারী বেসরকারী ২।৪টি পোষ্ট খালি হইলে ঘোষণা করা হয়, অর্দ্ধেক কিংবা একের তিন অংশ মুসলমান গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু কাজের বেলায় যোগ্য মুসলমান প্রার্থী থাকা স্বত্বেও হিন্দু স্বার্থান্বেষীদিগের চক্রান্তে কর্ত্তারা হিন্দুদিগেরই আব্দার রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রমাণ স্বরূপ বলিতে পারি E. B. Railwayএর সৈয়দপুর একটি বিখ্যাত আড্ডা। এখানে রেলওয়ে কোম্পানীর একটি workshop ও অনেকগুলি অফিস আছে। অফিস ও ওয়ার্ক-শপে এখানে প্রায় ৬।৭ হাজার লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। স্থানীয় অধিবাসিগণের মধ্যে এখানে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান। ইহাদের মধ্যে শতকরা বোধ হয় ৫।৬ জন মুসলমানও উক্ত অফিস সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় না। যদিও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কুলী শ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহারা প্রায় সকলেই পশ্চিম দেশীয় মুসলমান। কোন উপযুক্ত পোষ্ট খালি হইলে যোগ্য ব্যক্তি প্রার্থী থাকা স্বত্বেও হিন্দুদের পক্ষপাতিত্বে অনুপযুক্ত হিন্দুকেও নিযুক্ত করা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে এখানে D.C.S. officeএ অস্থায়ী ২টী কেরাণীর পদ খালি হয়। মুসলমান Qualified ব্যক্তি থাকা স্বত্বেও ২টী Postই হিন্দুকেই দেওয়া হইল। শুনিতে পাইলাম এবার নাকি উক্ত অফিসেই ২টী কেরাণীর পদ খালি হয় অনেক যোগ্য মুসলমান প্রার্থী থাকা স্বত্বেও এবারও ২টি Postই হিন্দু ভাইরা দখল করিয়াছেন। ইহা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের অদূরদর্শিতা নয় কি? কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার সাহেব মুসলমানদের জন্য শতকরা ৬৬টি চাকুরী দিবার জন্য সারকুলার জারী করাতে হিন্দু মহলে "গেল রাজ্য গেলমান" বলিয়া আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনাতে হিন্দু চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কি বলিতে চান। যদি মুসলমানের বেলায় এইরূপ হইত, তা'হলে হিন্দু সংবাদপত্র—মাসিক সাপ্তাহিক দৈনিক ইংরাজী ও বাংলা কাগজের চেঁচামেঁচিতে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের আসন পর্য্যন্ত টলিয়া যাইত। উপসংহারে বলিতে চাই, যদি সরকার বাহাদুর চাকুরীতে শতকরা ৪৫টি স্থান মুসলমানকে না দেন, তবে এই সারকুলারের মর্য্যাদা কি?

হিন্দুদের মনস্তুষ্টির জন্যই কি কর্ত্তারা এইরূপ করিয়া থাকেন? তাই বলি, ইংরাজী শিক্ষিত তরুণ মোস্‌লিম! তুমি তোমার ন্যায্য বুঝিয়া লও। এইরূপ বিকৃত মেণ্টালিটি ও অদ্ভুত নেশ্‌নালিটীর ব্যবসায় আর কতদিন চলিবে?

এ, কে, এস, জহীর উদ্দিন আহমদ
সৈয়দপুর (রংপুর)

সংবাদ-দাতার পত্র

সরকারী ঋণ

দক্ষিণ সিলহটে বন্যা-পীড়িত অধিবাসীদিগকে সরকার হইতে যে ঋণ দেওয়া হইতেছে, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। প্রতি পরিবারে ৫৲ এবং স্থল বিশেষে নাকি ১০৲ দেওয়া হইতেছে বা হইয়াছে। কিন্তু এই ৫৲ বা ১০৲ টাকায় এক পরিবারের চারি দিনের খোরাকও হইতেছে না। জানা যায়, বীজের জন্য নাকি ঐ টাকা দেওয়া হইতেছে। জিজ্ঞাসা করি, যাহার হালের গরু বন্যায় অনাহারে মারা গিয়াছে বা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, সে ঐ টাকা দিয়া কি করিবে।

বালিকা বিদ্যালয়

কিছু দিন হয় দক্ষিণ সিলহট বৃন্দাবনপুর মৌজায় একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ছাত্রী সংখ্যা ২২; শীঘ্রই ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা। শিক্ষয়িত্রী মহাশয়াও নাকি শিক্ষাদান কার্য্যে ও হস্ত-শিল্পে অত্যন্ত পারদর্শিনী। অল্প দিন হয় সার্কেল সব ইং মহোদয় উক্ত বিদ্যালয় পরিদর্শনক্রমে শিক্ষার অবস্থা ভাল ও শীঘ্র সাহায্য হওয়া উচিত বলিয়া নাকি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ সদনুষ্ঠানটীর দিকে দক্ষিণ সিলহট লোক্যাল বোর্ডের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

বন্যা-পীড়িত করাইয়া

দক্ষিণ সিলহট মহকুমায় এবারকার বন্যাতে চতুষ্পার্শ্বে যে পরিমাণ ক্ষতি করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। তদুপরি কলেরার তাণ্ডব-নৃত্যে আরও যে কি দশা হইয়াছে, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই ভাল জানেন। কিন্তু সরকারী কৃষি-ঋণ এ অঞ্চলে অতি অল্পই দেওয়া হইয়াছে। জানা যায় প্রতি পরিবারেই ৫৲ ও ১০৲ টাকার বেশী খুব কম লোককেই দেওয়া হইয়াছে। এই সামান্য অর্থে ৭।৮ জন বা তত্তোধিক জন-পূর্ণ পরিবারের যে কি সহায়তা হইতে পারে, তাহা অতি সহজেই অনুমেয় (?) আমরা জানিয়া সুখী হইলাম, জৈন্তা, কানাইঘাট প্রভৃতি স্থানে নাকি প্রয়োজন বিবেচনায় প্রচুর অর্থ ঋণ স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে।

লোকেল বোর্ড

কিছু দিন হয় দক্ষিণ সিলহট লোকেল বোর্ড কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণে ঠিক করিয়াছেন (ক) প্রত্যেক প্রাইমারী স্কুলের বাজে খরচ বাবত মাসিক।০ চারি আনা দিবেন। (খ) যে সকল স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক ১২৲ বেতন পাইতেছেন, সেই সকল স্কুলে অবিলম্বে প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৫৲ করা হইবে। (গ) ভবিষ্যতে প্রত্যেক প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৫৲ করা হইবে। (ঘ) ভবিষ্যতে প্রত্যেক প্রধান শিক্ষকের বেতন ১৫৲ হইতে প্রতি দুই বৎসরে ১৲ করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ২৫৲ এবং সহকারী শিক্ষকের বেতন ১২৲ হইতে প্রতি দুই বৎসরে ১৲ হিসাবে বৃদ্ধি করিয়া ১৫৲ টাকায় উন্নীত করিবেন। এই সকল সাধু প্রস্তাবের জন্য আমরা দক্ষিণ সিলহট লোকেল বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইয়া প্রস্তাব গুলি শীঘ্র শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি।

বিদ্যালয়-গৃহ

প্রায়ই দেখা যায় উপযুক্ত সময়ে ও উত্তমরূপে গ্রাম্য-বিদ্যালয়ের গৃহ মেরামত না করায় প্রত্যেক বৎসরই ঝড় তুফানে বহু সংখ্যক গৃহ ভূমিসাৎ হয়। স্কুল গৃহের অভাবে যেখানে সেখানে স্কুলের কার্য্য করায় কার্য্যের অত্যন্ত ক্ষতি ও নানা প্রকার অসুবিধা ঘটে। পল্লীগ্রামে অনেকেই দরিদ্র অথচ কেহ কেহ মনে করে শিক্ষক যখন সরকার হইতে বেতন পান, তখন তিনিই গৃহ মেরামতের কার্য্য করাইয়া লইবেন। গ্রামবাসিগণ ইহাতে মনযোগ দেয় না। সুতরাং অনেক স্থলেই অল্প বেতনভোগী শিক্ষকগণকেই বাধ্য হইয়া নিজ ব্যয়ে স্কুল-গৃহ মেরামত করাইয়া লইতে হয়। পূর্ব্বে লোকেল বোর্ড হইতে উক্ত গৃহ মেরামতের খরচ দেওয়া হইত, কিন্তু এখন আর দেওয়া হয় না। যাহাতে এখন হইতে পুনরায় স্কুল গৃহের মেরামতের খরচ দেওয়া হয়, তজ্জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের ও লোকেল বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চোরের উপদ্রব

কমলগঞ্জ থানার দারোগা বাবু হরিপদ চন্দের অক্লান্ত চেষ্টায় মধ্যে একবার এতদঞ্চলে চোরের উপদ্রব কমিয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসী-বর্গও হাঁপ্ ছাড়িয়া দারোগা বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিল। কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতে আবার চোরের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। গত ২০শে ভাদ্র রাত্রিতে (একই দিনে) ৫।৬ বাড়ীতে চুরি হইয়া গিয়াছে। অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে, দলবদ্ধ চোরের দ্বারাই এরূপ হইতেছে।

কমলগঞ্জের সব্-রেজিষ্টার

কমলগঞ্জের সব-রেজিষ্টার সাহেবকে একজন অমায়িক, চরিত্রবান, মধুর ভাষী, ন্যায় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক বলিয়া শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। তথাপি কাহার বা কাহাদের প্ররোচনায় তাঁহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ-মূলক জল্পনা কল্পনা উঠিতে শোনা যায়। স্থানীয় জন-হিতকর প্রতিষ্ঠান কয়েকটীর সদস্য-পদের ন্যায়োপযোগী দাবী মূলক সাম্প্রদায়িকতাই নাকি ইহার মূলীভূত কারণ।

রিফর্ম্মড মাদ্রাসা কন্‌ফারেন্স

নোয়াখালীতে অধিবেশন

প্রিয় শিক্ষক ভ্রাতৃবৃন্দ!

আল্লাহ্‌র ফজলে আজ কাল বঙ্গদেশে ২০,০০০ মক্তব, ৫০০ জুনিয়ার মাদ্রাসা এবং ১৯।২০টি হাই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়া মুস্‌লিম উপযোগী শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। আপনারা জানেন বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতি কয়েক বৎসর হইতে আন্দোলন করিয়া হাই স্কুল ও মধ্য ইং স্কুল সমূহের অভাব অভিযোগ দূরীভূত করিতে সমর্থ হইতেছে। কিন্তু, আমরা অলস, আমাদের কোন সঙ্ঘ নাই, চেষ্টা নাই, তাই আমাদের তুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। এইরূপ ভাবে আর কিছু দিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের পতন অনিবার্য্য। আমরা আজ তুই বৎসর যাবৎ নোয়াখালী জিলা সমিতির যোগে আমাদের অভাব অভিযোগের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়া কোন কোন বিষয় সফলকামও হইয়াছি। আশা করি বঙ্গীয় রিফর্ম্‌ড্ মাদ্রাসা শিক্ষক-সমিতি স্থাপন ও উহার দ্বারা আন্দোলন করিলে অতি শীঘ্রই সমস্ত রিফরম্‌ড্ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের গঠনমূলক উন্নতি ও শিক্ষকগণের অভাব অভিযোগ দূরীভূত হইবে। আমরা আজ তুই বৎসর যাবৎ এমন একটি সমিতি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। আজ আনন্দের সহিত আপনাদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে, ১। নোয়াখালী টাউনে বর্ত্তমান ১৯২৯ ইং সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর সোমবার বঙ্গীয় মুস্‌লিম শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত মহামান্য এসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টর বাহাদুর মিষ্টার বটম্‌লী সাহেবের সভাপতিত্বে নিখিল বঙ্গীয় রিফরম্‌ড্ মাদ্রাসা শিক্ষক কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশনের দিন নির্দ্ধারিত হইল। ২। কন্‌ফারেন্সের কার্য্যাদি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করার জন্য একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত করা হইল। ৩। ২৯শে সেপ্টেম্বর রবিবার বেলা ২টা হইতে বিষয় নির্ব্বাচন কমিটীর সভা আরম্ভ হইবে। ৪। বঙ্গের সমস্ত জুনিয়ার ও হাই মাদ্রাসার শিক্ষক মহোদয়গণকে এবং উক্ত মাদ্রাসা সমূহের পক্ষপাতী বিদ্যোৎসাহী প্রত্যেক মহোদয়কে সভায় যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। ৫। রীতিমত ডেলিগেট ফিস্ আদায় সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না থাকায়, বিশেষতঃ প্রথম বৎসর বিধায় কন্‌ফারেন্সের খরচ বঙ্গের প্রত্যেক রিফরম্‌ড্ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান হইতে নিম্নলিখিত হারে সামান্য আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতেছে। (ক) কেবল নোয়াখালী জিলার জন্য প্রত্যেক হাই মাদ্রাসা ১০৲ ও প্রত্যেক জুনিয়ার মাদ্রাসা ৫৲। (খ) বঙ্গের অন্যান্য জিলার জন্য ও প্রত্যেক হাই মাদ্রাসা (সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসা সহ) ৫৲। প্রত্যেক জুনিয়ার মাদ্রাসা ২৲। কন্‌ফারেন্সে যোগদানেচ্ছু প্রত্যেক শিক্ষক মহোদয় এবং রিফরম্‌ড্ মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষপাতী ভদ্র মহোদয়গণের জন্য কন্‌ফারেন্সের ব্যয়ে ২ দিনের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হইবে। ৬। চাঁদাগুলি অন্ততঃ ২২শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে রিসেপ্‌শন্ কমিটীর সেক্রেটারীর নিকট পৌছা চাই। ৭। কন্‌ফারেন্সে যোগদানেচ্ছু মহোদয়গণ অন্ততঃ ২২শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে রিসেপ্‌শন কমিটির সেক্রেটারীর নিকট নাম ধাম পাঠাইবেন। ৮। কাহারও কোন প্রস্তাব থাকিলে তাহা অন্ততঃ ২২শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে রিসেপ্‌শন কমিটির সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইবেন। ৯। কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধীয় যাবতীয় চিঠি-পত্রের আদান প্রদান রিসেপ্‌শন্ কমিটীর সেক্রেটারীর নিকট করিবেন।

(ক) মেহেরবানী করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ বিছানা পত্র সঙ্গে আনিবেন। (খ) নোয়াখালী প্রাতে ৭ টায় পৌছিলে আমাদের ও আপনাদের উভয়েরই সুবিধা; ঐ সময়ে পৌছিতে হইলে চাঁদপুর রাত্র ১১টার থ্রু গাড়ীতে চড়িবেন।

আপনাদেরই খাদেম—হাবিবর রহমান, চেয়ারম্যান রিসেপ্‌শন্ কমিটী। মোহাম্মদ আবদুল মালেক খাঁ, ভাইস চেয়ারম্যান ঐ এ,কে, সিরাজুদ্দিন আহ্‌মদ সেক্রেটারী ঐ আবদুল গফুর, আবদুল মজিদ, এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী, ঐ।

রাস্তার অভাব

জেলা বোর্ডের কর্ত্তব্য

আজ কয়েক বৎসর হইল, খুলনা জেলার "এলাচরে"র পাকা রাস্তা হইতে বেবদহা পর্য্যন্ত একটী ডিঃ বোর্ডের রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত রাস্তা হওয়া পর্য্যন্ত কখনও তাহার মেরামত হইতে দেখা যায় নাই। কাজেই বর্ত্তমানে রাস্তার মধ্যে মধ্যে এরূপ গর্ত্ত হইয়াছে যে, সেই স্থান অতিক্রম করিয়া বর্ষার সময় মানুষ, গরু, গাড়ী ইত্যাদি চলাচল করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, ফলে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অধিবাসীদের চলাচলের অসুবিধা হইতেছে। আশা করি খুলনা জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ এতদ্প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জনসাধারণের অসুবিধা দূরীকরণে সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন।

স্থানীয় গ্রামবাসিগণ

গার্লস্ হোম জলপাইগুড়ী

দান প্রাপ্তি-স্বীকার

(১৯২৯, ১লা জানুয়ারী হইতে)

মওঃ আকাজ উদ্দিন আহমদ পাবনা ৫৲, মওঃ মুহাঃ কাসেম চাঁদনী চক ৩৲, মওঃ মুমতাজুদ্দিন চৌধুরী গোমনাতি ২৲, মওঃ এ, এইচ, মল্লিক কালিমপং ৫৲, মওঃ বশর আলী আহমদ ধয়বত্তী ২৲, মওঃ হাফেজ আলী আহমদ শারিপাকুড়ী ৩৲, মওঃ মমতাজুদ্দিন এম, এ, মুস্‌লিম হল হইতে ১০৲, মওঃ মনসুর আলী সওদাগর জিঞ্জিরা ২৲, মওঃ মতিয়র রহমান ফুলতলা ২৲, মওঃ হাজী খাতির মামুদ দলনা ২৲, মওঃ ডাঃ ময়েজুদ্দিন সেক্রেঃ যুবক সমিতি, সিরাজগঞ্জ ২২৲, মওঃ হাজী এলাহি বকস্ কলিকাতা ২৫৲, মওঃ উজির আলী চৌধুরী চেংটী ২৲, মওঃ আর, এ, চৌধুরী শায়েস্তাগঞ্জ ১১৲, মওঃ সৈয়দ হাম্‌নাদ আলী রাজসাহী ৩৲, বিবি ফৈজান্‌নেসা ফরিদপুর ৩৲, ডাঃ এস, আহমদ বাবুগঞ্জ (১২৫২—৫৮) ১৸০, মওঃ অফিলুদ্দিন আহমদ রোয়াকুলি ২।০ "শেখ বাক্স ক্লার্ক পার্ক ষ্ট্রীট ২৲, মোট ১১৭৸/০। (ক্রমশঃ)

সৈয়দ মোহাঃ ইস্‌হাক; সহঃ সম্পাদক।

ওয়াক্‌ফ্ নামা

সিদ্দিকী সাহেবের প্রচেষ্টা

আমি আমার সমস্ত ভূ-সম্পত্তি বিগত ১৩৩৫ সনের ৫ই পৌষ মোতাবেক ইংরাজী ১৯২৮ সনের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে রেজেষ্টারী দলিল সম্পাদনে ওয়াক্‌ফ্ করিয়াছি। ঐ সম্পত্তি সদর রাজস্ব সেস্ ও মালিকানা খাজনা ইত্যাদির জন্য যাহাতে কখনও কোন প্রকারের ক্রোক নিলাম হস্তান্তর ও দান বিক্রয় ইত্যাদি হইতে না পারে, তজ্জন্য আমার বার্ষিক ৩।০ সাড়ে তিন টাকা মুনাফার গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোট সমূহের মধ্যে ১৯০০—১ সনের ২৯৫৬৭০ নং নম্বরী ১২৫০০০৲ সওয়া লক্ষ টাকার এক কিস্তা গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোট যাহা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ঢাকা ব্রাঞ্চের ১১।১০।২৩ ইংরেজী তারিখের ৩৫৫ নম্বর সেফ কাষ্টডি রসিদ মূলে ঢাকা ব্রাঞ্চে জমা আছে, তাহাও উক্ত তারিখে, ঐ একই দলিলে ওয়াক্‌ফ্ করিয়াছি।

অতএব সর্ব্ব-সাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, আমার উক্ত ভূ-সম্পত্তি ও উক্ত গভর্ণমেণ্ট প্রমিসারি নোট আমি বা আমার পরবর্ত্তী মতওল্লিগণ কেহই কোন প্রকারেই উহার উপসত্ব ভোগ করা ভিন্ন উহা দান, বিক্রয়, রেহানাবদ্ধ, হস্তান্তর ও দায়াবদ্ধ করিতে বা উহা কোন প্রকারে ক্রোক নিলাম ইত্যাদি হইতে পারিবে না ও হইবে না, যদি কোন মতওল্লি উহা রেহেনাবদ্ধ, দান, বিক্রয় বা হস্তান্তর করে তবে তাহা আইনতঃ অসিদ্ধ, পণ্ড ও বাতিল হইবে। ইতি।

বালিয়াদী, ঢাকা
সন ১৩৩৬ বাং
২৭শে ভাদ্র

খান বাহাদুর চৌধুরী কাজেমউদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী
মতওল্লি জমিদার
বালিয়াদী ওয়াক্‌ফ্ ষ্টেট্।

[illegible]

আল্-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

যতীন দাস!—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী যতীন দাস, জেলের ব্যবহারের কঠোরতা, সকল জাতীয় আসামীর আহার্য্য, বাসস্থান সম্বন্ধে একই রূপ ব্যবস্থার প্রতিবাদ স্বরূপ প্রায়োপবেশন বা অনাহারে থাকিবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। তদনুসারে প্রায় দুই মাস কাল উপবাস করিয়া গত শুক্রবার দিবাগত রাত্রিতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার মৃতদেহ বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটীর অর্থানুকূল্যে রেলযোগে কলিকাতায় আনীত হইয়াছিল; শোভা-যাত্রা বা মিছিল সহকারে হাওড়া হইতে কলিকাতার নানা রাস্তা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কালীঘাট কেওড়াতলার শ্মশানে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে। একটি মানুষের ঈদৃশ মৃত্যুতে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত। এই তরুণ সাহসী যুবক এইরূপ অনশনে আত্মহত্যা না করিয়া বাঁচিয়া থাকিলে বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইলেও মুক্তি লাভের পর নানারূপ দেশ-সেবা করিয়া অনেক কিছু করিতে পারিতেন; অনেক দণ্ডিত যুবক জেল অন্তরীণ—এমন কি দূর আন্দামান হইতে ফিরিয়া আসিয়াও আবার দেশের কাজে লাগিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা বুদ্ধিমানের মতনই কাজ করিয়াছেন। আত্মহত্যা—আত্ম-বিনাশ বা আত্মার হত্যাই বটে। সকল ধর্ম্মেই আত্মহত্যা মহাপাপ।

আত্মহত্যা।—সে আত্মহত্যা গলায় দড়ি দিয়া, গলায় ছুরি বসাইয়া, বিষপান করিয়া, রিভলভারের গুলি ছুটাইয়া, বন্দুক ফায়ার করিয়া, আগুণে বা পানীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কিংবা অনাহারে থাকিয়া—যেরূপেই হউক না কেন এরূপ ভাবের আত্মহত্যার কিছুতেই সমর্থন করা যাইতে পারে না। ইস্‌লামী ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে আত্ম-হত্যাকারী মহাপাপী; তাহার জানাজা পড়া সম্বন্ধেও মত-ভেদ আছে। হিন্দু জাতির কথা স্বতন্ত্র। যাহাদের মধ্যে "জহর ব্রত" ছিল, "সতীদাহ" ছিল, গঙ্গা-সাগরে পুত্র-কন্যা ভাসাইয়া দেওয়ার প্রথা ছিল; এরূপ ভীষণ নির্ম্মম কার্য্যকে যাহাদের ধর্ম্মের একটা অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করা হইত, তাহাদের পক্ষে যতীন দাসের ঈদৃশ মৃত্যু একটা মহা পুণ্যানুষ্ঠান। সুতরাং যতীন দাসকে দেবতা, যুগাবতার বা মহা পুরুষ আখ্যায় আখ্যায়িত করা স্বাভাবিক ব্যাপার। এই ব্যাপারে হিন্দুদিগের মধ্যে যে ভাবের বন্যা বহিয়াছে, তাহাতে ২।৪টি মুসলমানও যে ভাসিয়া যাইতেছে, ইহাই বিষম পরিতাপের বিষয়। নাম-জাদা কংগ্রেসী মুসলমান ডাক্তার কয়টির মধ্যে ডাক্তার আলমের মন্তব্য, যাহা হিন্দু সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তাহা এই "যতীনের শবাধার যে কাঁধের উপর লইয়াছিলাম, তাহা পবিত্র হইয়া গিয়াছে জানে আমি চুম্বন করিয়াছিলাম।" তাতেই দেখা যায়, ডাক্তার আলমের কাঁধ (স্কন্ধ-দেশ) এত দিন নাপাক (অপবিত্র) ছিল, যতীনের শব-স্পর্শে তাহা পাক (পবিত্র) হইয়াছে। কোনও মুসলমানের এইরূপ বিশ্বাস ও এইরূপ কার্য্য কি সঙ্গত হইতে পারে?

"যুগাবতার"।—যাহা হউক, একটা হুজুগের বাণ ডাকিয়াছে, কালে ইহার কিছুই থাকিবে না। তবে, এই ব্যাপারে মুসলমানগণের বিপথগামী হওয়াটাই সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার। তারপর খুদীরামের পাদরী হত্যা হইতে পরবর্ত্তী উকিল হত্যা, পুলিস হত্যা, গবর্ণরের ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা, গবর্ণরের প্রতি রিভলভারের ফায়ার, রাজনৈতিক দস্যুতা ও লোকজন খুন জখম ইত্যাদি কত অনর্থপাতই না হইল; হিন্দু সংবাদপত্র, হিন্দু বক্তাগণ তাহাদের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে কখনও কসুর করেন নাই; সেই প্রশংসাবাদে তাহাদের উৎসাহ-বহ্নি প্রবল রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তদনুসারে তাহারা যখন ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলিয়াছিল, কালাপানীতে গিয়াছিল; দেশের জেলখানাগুলি পূর্ণ করিয়াছিল; ইহা কি একটা হুজুগের ঢেউ নহে? তারপর, স্নেহলতার ক্যারোসিন-সিক্ত হইয়া অগ্নি-সংযোগে আত্মহত্যা; তাহার প্রশংসাবাদের এমন ভীষণ ও কঠোর ফল হইয়াছে যে, আজও দলে দলে হিন্দু বালিকা ও হিন্দু যুবতী ঐ উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া গৌরব অনুভব করিতেছে; আজ যতীন্দ্র দাসের প্রায়োপবেশনে মৃত্যু ঘটনা লইয়া সমগ্র হিন্দুস্থানের হিন্দু-মহলে যে "বিক্ষোভ" ও প্রশংসা-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে; ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে বহু অভিযুক্ত আসামীই প্রায়োপবেশন করিয়া বীর, ত্যাগী, দেশের মুখোজ্জ্বলকারী,—স্বাধীনতার অগ্রদূত প্রভৃতি গৌরবান্বিত নামে অভিহিত হইবে, এবং একটী নূতন উপসর্গের সৃষ্টি করিবে! খোদাতা'য়ালা মুসলমানদিগকে ঈদৃশ দুর্ম্মতি হইতে রক্ষা করুন।

স্বাগতম।—আজ কয়েক দিবস হইল মক্কা মুয়াজ্জমা হইতে মওঃ মুহাঃ ইসমাইল সাহেব চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কলিকাতায় তশ্‌রিফ আনিয়াছেন। গত শনিবার আমাদের কোন বিশিষ্ট প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন "আজ এই যে, দুনিয়া হইতে ইস্‌লামী লেবাস্ ও আকায়েদ একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ আমাদের ঔদাসিন্য; কোন যুক্তি নাই, কোন নজির নাই—অথচ একদল লোক দিন দিনই ইসলামের উপর আস্থা-হীন হইয়া পড়িতেছে, শুধু সৎশিক্ষার অভাবে। হেজাজাধিপতি সুলতান ইব্‌নে সউদ সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। দুনিয়ার বুকে ইস্‌লামকে সকলের আদর্শ করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহার উদ্দেশ্য।" মওঃ মুহাঃ ইসমাইল সাহেব মক্কা মুয়াজ্জমার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি পূর্ব্বে মক্কার শাসনকর্ত্তা শরীফ হুসেনের দেহ-রক্ষী ছিলেন। বর্ত্তমানে মক্কা মিউনিসিপ্যালিটীর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী। তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী ও স্পষ্টবাদী ভদ্রলোক। আমরা তাঁহার শুভাগমনে মুবারাকবাদ জানাইতেছি।

তুগলকের অভিযান।—আমরা গত কয়েকবার হইতে 'আল্-মুস্‌লিমে' যশোহর ঝিনাইদহা মহাকুমার বিষয়খালির মস্‌জিদ সম্বন্ধে বহু মন্তব্য করিয়া আসিতেছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত লিখিতে হইতেছে যে, আজ পর্য্যন্ত বাংলার মুসলিম সমাজে সে সম্বন্ধে কোন প্রকার স্পন্দন অনুভূত হইল না। একদিকে আর্য্য-সমাজী ও খৃষ্টান পাদ্‌রিগণের চতুরতা-পূর্ণ শুদ্ধি ও সংগঠন, অন্যদিকে তথাকথিত তরুণের স্বেচ্ছাচারিতায় বাঙ্গলা হইতে ইস্‌লাম চির-বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে তাহা কেহই দেখিতেছেন না ও বুঝিতেছেন না। বিষয়-খালির মস্‌জিদ ধ্বংস করিতে বিধর্ম্মীরা যে প্রকার সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, জমি-জমা সংক্রান্ত অধিকার লইয়া তাহারা এ কার্য্যে অগ্রসর হয় নাই, পরন্তু, তাহাদের এ কার্য্যের মধ্যে এক অতি বড় রাজ-নৈতিক ষড়যন্ত্র নিহিত আছে। আজ বিষয়খালির মুসলমানদিগকে একটী অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারিলে কাল তাহাদের সাহস ও স্পর্দ্ধা আরও শতগুণ বাড়িয়া যাইবে। তখন তাহারা কোন সুযোগ ও সুবিধাকেই বৃথা ব্যয়িত হইতে দিবে না। কাল বঙ্গের অন্য জেলার মুসলমানদিগকে অন্য একটী অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে চেষ্টা করিবে।

মানুষ কে?—আজ দেশময় যে স্বেচ্ছাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, দিকে দিকে শয়তানের যে তাণ্ডব নর্ত্তন দেখা যাইতেছে, ত্যাগের সহিত স্বার্থপরতার, ধর্ম্মের সহিত অধর্ম্মের, মানবের সহিত দানবের যে যুদ্ধ চলিয়াছে, তাহা প্রতিরোধের উপায় কি? দেশের মধ্যে এই নমরূদী ও ফেরাউনী অভিযানকে প্রতিহত করিবার শক্তি কোথায়? বাঙ্গলা ও আসামের সাড়ে তিন কোটী মুসলমানের মধ্যে এমন একজন শক্তিশালী পুরুষ নাই যিনি এই সমস্ত দানবকে মুখের মত শিক্ষা দিয়া দিতে পারেন। তাই আমরা বাংলা ও আসামের মুসলিম সন্তানগণের সুদৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহাদের সম্মুখে যে পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেককে উত্তীর্ণ হইতে অনুরোধ করিতেছি। কাঁচ বিনিময়ে কাঞ্চন লাভের এই অপূর্ব্ব সুযোগকে হেলায় হারাইলে চলিবে না। সাড়া দাও—এ আহ্বানে যদি তুমি প্রকৃত মানুষ হও, যদি তুমি ইসলামকে ইহ-পরকালের শক্তি রূপে স্বীকার কর। হিন্দুদের মধ্যে আজ লক্ষ সতীন সেন, লক্ষ সত্যানন্দের আবির্ভাব হইয়াছে; আর তোমরা সেই আল্লা-দত্ত বাণী "আল্লার উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা কর জয় অদূরবর্ত্তী" লাভ করিয়াও নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছ। তোমাদের এ ঘুম, এ জড়তার অবসান হইবে কবে? তোমরা কি ভুলিয়া গিয়াছ আল্লার সেই বাণী—হে মুসলমানগণ! তোমরা সত্যকে বিসর্জ্জন দিও না, মৃত্যুর সময় প্রকৃত মুস্‌লিম রূপে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে।

'স্বরাজ' ও আমরা।—পাবনার হিন্দু সহযোগী 'স্বরাজ' গত ২৪শে ভাদ্র তারিখের তাঁহার 'পাবনায় নারী নিগ্রহ' নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মুসলমানদের উপর বেশ একটু কৃপা-কটাক্ষ করিয়াছেন। প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে তিনি মুসলমানদিগকে নারী-নিগ্রহ ব্যাপারে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "আদালতে এই সংশ্রবে যে সমুদয় মোকদ্দমা উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, নির্য্যাতনকারিগণ অধিকাংশেই মুসলমান। এই পাবনা জেলার অবস্থার একটু বিশেষত্ব আছে—শতকরা প্রায় ৮০ জন অধিবাসীই এ জিলায় মুসলমান। এ অবস্থায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি নারী-নিগ্রহকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তবে, হিন্দু সম্প্রদায়ের এ জিলায় বাস করা যে অসম্ভব হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।" সহযোগীর এই মন্তব্যের কোন সারবত্তা আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি আরও বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক মোহে মুসলমান সমাজ আচ্ছন্ন……এই সাম্প্রদায়িক ভাব-বন্যায় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দুর সামান্য প্রভাবও আজ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

"সাম্প্রদায়িকতা"।—'স্বরাজ' মুসলমানদিগকে সাম্প্রদায়িকতার জন্য দায়ী করিয়াছেন। অথচ তাঁহার লেখার মধ্যে যে হিন্দুগণই সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির মূল কারণ, তাহা বেশ পরিষ্কার ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কারণ, তিনি দুর্ব্বৃত্তদিগকে মুসলমান নামে পরিচয় দিয়া জাতি-বিদ্বেষ মূলক প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন, অথচ আমরা প্রত্যেক বারই বলিয়া আসিয়াছি যে, যাহারা নারী জাতির মাতৃত্বের উপর হস্তক্ষেপ করে, তাহারা কোন সম্প্রদায়-ভুক্তই নহে। তাহাদিগকে নর-পিশাচ, কামুক ও ধর্ম্মদ্রোহী ব্যতীত হিন্দু বা মুসলমান এইরূপ কোন পর্য্যায়ভুক্ত করা উচিত নহে। ব্যভিচারী নর-নারীকে তাহার কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদানের বিধান প্রত্যেক শাস্ত্রেই আছে। কিন্তু, ইসলাম ধর্ম্মে যে সেই বিধানের একটু বিশেষত্ব আছে, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু আজকাল হিন্দু সংবাদপত্র যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশগুলিই যে একদেশদর্শী-'সংবাদের ডিপো' হইতে প্রেরিত, তাহার বহু নজির আমরা পাইয়াছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, ঐ সমস্ত সম্পাদক এই প্রকার ভুয়া সংবাদ প্রকাশ করিয়া যে দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাতে প্রত্যেক সাংবাদিকেরই অবনত মস্তক হইতে হয়।

আদর্শ কোথায়?—সহযোগী আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "ইহার প্রতীকারের জন্য হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে মুসলমান সম্প্রদায়কে অনুরোধ করিতে যাইলে কোন ফল হইবে, এরূপ আশা করা বৃথা। অনুরোধ বহু পূর্ব্ব হইতেই করা হইতেছে কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই।" তাঁহার ঐ প্রকার মন্তব্যের মূলে যে বিন্দুমাত্র সত্য নিহিত নাই, তাহা আমরা অনেকবার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। হিন্দু ভ্রাতাগণ আজ পর্য্যন্ত অবলা-আশ্রম, নারী-রক্ষা-সমিতি ইত্যাদি যতগুলি প্রতিষ্ঠান কায়েম করিয়াছেন, তাহার সমস্ত গুলিই সাম্প্রদায়িক। তাহার মধ্যে এক হিন্দু ছাড়া অন্য কোন জাতির ও ধর্ম্মের লোকের প্রবেশাধিকার নাই। বহুদিন হইতে বাঙ্গলার হিন্দুরাই মুসলমানদিগকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছে, হিন্দুদের উপদেশ মত মুসলমানেরা চলিয়া আসিয়াছে। মুসলমানেরা কোনকালেই সাম্প্রদায়িক ছিল না। কিন্তু হিন্দু সহযোগিগণ তাহাদিগকে আজ যে সাম্প্রদায়িক মোহাক্রান্ত আখ্যা দিতেছেন, ইহা তাঁহাদেরই বর্ষ-ব্যাপী আদর্শ স্থাপনের ফল। তাঁহারা তাঁহাদের অনুসরণ-কারিদিগকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন তাহারা সেইরূপই হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপে আমরা বলিতে চাই, হিন্দু নারী-ধর্ষণের প্রতীকার কল্পে এখানে এলবার্ট হলে হিন্দুরা যে সভা করিয়াছিলেন, তাহাতেও মুসলমানদিগকে যোগ দেওয়ার কোন সুযোগই দেন নাই, অধিকন্তু মুসলমানের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, হিন্দুদের এই প্রকার সভা-সমিতি সবই রাজনীতি-মূলক সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান। তাঁহারা চান, তাঁহাদের সঙ্গীকে বাদ দিয়া সমস্ত অধিকার নিজেরা লাভ করিতে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

'গের্লস্ হোম'।—জলপাইগুড়ি Girls' Home' বা বালিকা-অনাথাশ্রমের ক্রমোন্নতি দর্শনে আমরা যারপর নাই আনন্দ লাভ করিতেছি। আত্মীয় কুটুম্ব-হীনা বহু বে-ওতন বালিকাকে আশ্রয় দিবার উদ্দেশ্য লইয়াই বিদুষী-মহিলা মাননীয়া মিসেস্ খোন্দকার সাহেবার তত্ত্বাবধানে এই 'হোমে'র প্রতিষ্ঠা হয়। হোমের সহকারী সম্পাদক জনাব সৈয়দ ইস্‌হাক সাহেবের নীরব নিরলস কর্ম্ম-তৎপরতায় 'হোম' দিন দিনই দেশ ও জাতির গৌরবের বস্তু হইয়া উঠিতেছে। আজ বহু বিপন্না বে-ওয়ারিশ বালিকা সেখানে সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ পাইয়া আদর্শ জননী-ভগিনীরূপে সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন। খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতা-বাজী করিয়া জগতে কোন বড় কাজ হয় নাই, হইবেও না। যাঁরা এইরূপে লোক-লোচনের অন্তরালে নিজেকে তিলে তিলে বিলাইয়া দিয়া নামের নয়, বরং কাজের আনন্দে অগ্রসর হয়, দুনিয়াকে কিছু দিবার দাবী তাহারাই করিতে পারে। শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম যে, যে সমস্ত পঙ্গপালের উপদ্রবে আজ ভারতের মুসলমান সমাজ মাথা তুলিতে পারিতেছে না, সেই পঙ্গপালের দল নাকি 'হোমে'ও হানা দিয়া তার সর্ব্বনাশ ঘটাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। স্থানীয় মুসলমান ভ্রাতাদিগকে সময় থাকিতে সাবধান হইতে বলিতেছি। হোমের স্থায়িত্বের দিকে সকলের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

হায় আভিজাত্য!—একখানি "হামবড়া" হিন্দু সংবাদপত্র লিখিয়াছেন; মুসলমানগণ ভারতে আসিয়া অনেকটা সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে। সহযোগী সেই সভ্যতার নামগুলি উল্লেখ করিলে বুঝা যাইত সে কোন্ কোন্ সভ্যতা? আমরা ত দেখিতেছি, মুসলমান ভারতে আসিয়া হিন্দু সংস্পর্শে ইস্‌লামী উন্নত ও আদর্শ সভ্যতা অনেকটা হারাইয়াছে। তাহারা পৌত্তলিক সংস্পর্শে কবর-পূজা ও দরগা পূজা শিক্ষা করিয়াছে, জাতীয় উন্নত পোষাক ছাড়িয়া (বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে) নগ্ন মস্তকে থাকিতে ও ধুতি পরিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। ব্যভিচারে "নামজাদা" হইয়াছে, অশিষ্ট ও বে-আদব হইয়া পড়িতেছে। নমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া দিতেছে। গান-বাদ্যে মশ্‌গুল হইয়া বিলাসী ও অনাচারী হইতেছে। হিন্দুর নিকট মুসলমান কোন্ সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে, তাহা ত আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। কার্থেজের বিশ্ব-বিক্রুত সেনাপতি হানিবলের বিশ্ব-ত্রাস ও বিশ্ব-বিজয়ী সৈন্যদল ইটালীর কাপুয়া নগরে আসিয়া বিলাসী রোমক জাতির সংশ্রবে যেমন বিলাসী ব্যভিচারী হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতীয় মুসলমানগণেরও হিন্দু সংশ্রবে সেই দুর্গতি ঘটিয়াছে। রাধা-কৃষ্ণের অশ্লীল প্রেম-গীতি ও অবৈধ প্রেম-কাহিনী অবলম্বন করিয়া অন্ধ মুসলমান কবিও রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-কাহিনী লইয়া কবিতাবলী রচনা করিয়াছে, কোনও কোনও অজ্ঞ মুসলমান সাহিত্যিক তাহাদিগকে মুসলমান বৈষ্ণব কবি নামে অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দু বৈরাগী, বাউল ও কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনুকরণে মুসলমান বাউল ও নেড়ার ফকিরের দল সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা মুসলমান সমাজে মহামারী কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে। হিন্দু বৈরাগী বাউলাদির অনুকরণে মুসলমানও "গুরু ভজনা" শিক্ষা করিয়া স্বীয় পরিণীতা স্ত্রীকে গুরুর উপভোগে নিযুক্ত করিতেছে। বাউলের "কিশোরী ভজন" নামক ব্যভিচারও নেড়ার ফকীরদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এখন সেই গর্ব্বিত হিন্দু সহযোগীকে জিজ্ঞাসা করি, এই আদর্শ হিন্দু সভ্যতা (?) ব্যতীত মুসলমানগণ হিন্দুর নিকট আর কি সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে?

হিন্দু কর্ত্তৃক মুস্‌লিম-পীড়ন।—সেদিন আমরা কাশ্মীরের শতকরা ৯৫ জন মুসলমান

অধিবাসীর দুর্গতির বিষয় আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিয়াছি। আজ আর ২টী হিন্দু রেয়াসতের বিষয় আলোচনা করিতেছি। ভরতপুর একটী ছোট রেয়াসৎ। ইহার পূর্ব্বতন রাজারা মুসলমান রাজত্বের দুর্ব্বলতার সুযোগে আগরার জগদ্বিখ্যাত "তাজমহল" এবং অন্যান্য মুসলিম-কীর্ত্তির সর্ব্বনাশ করিয়া উহার অমূল্য রত্ন-রাজি চোর-দস্যুর ন্যায় অপহরণ করিয়া উহার অঙ্গহীন ও সৌন্দর্য্য নাশ করিয়াছিল, এখনও তাহাদের সে মুসলিম বিদ্বেষ দূর হয় নাই। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভরতপুর রেয়াসৎ ৩টি মসজিদ শহীদ (ধ্বংস) করিয়াছে। যোধপুরের (মাড়ওয়াড়) রাজারা দিল্লীর মুসলিম সম্রাটদিগের অনুগত আজ্ঞাবহ ও সেনাপতি ছিল। আজ সেই রেয়াসতে গরু কোরবানী ত দূরের কথা—মুসলমানদিগের ছাগল কোরবানীও বন্ধ হইয়াছে। গরু ত গো-মাতা বুঝিলাম, ছাগল কোন্ সূত্রে মাড়ওয়াড়ি রাজদিগের দেবতায় পরিণত হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ছাগ-মাংস ত হিন্দুরাও ভক্ষণ করে; সুতরাং উহার কোরবানী দিতে মুসলমানদিগকে বাধা দেওয়া হয় কেন? ইহা উৎকট মুসলিম-বিদ্বেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে মুসলমান রেয়াসৎ হায়দরাবাদ, ভূপাল, রামপুর, টঙ্ক, বাহওয়ালপুর, জুনাগড়, খয়েরপুর প্রভৃতি রাজ্যের মুসলমান অধিপতিগণ কোনও কালে হিন্দুর কোনও ধর্ম্ম-কার্য্যে কখনও বাধা প্রদান করেন নাই, বরং তাঁহাদের দেবালয়ের সংস্কারের ব্যয় সরকার হইতে দিয়াছেন। তাহাদের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন; তাহাদিগকে উপযুক্ত পরিমাণে চাকুরী দিয়াছেন। ইহা দ্বারাই হিন্দু ও মুসলমান রেয়াসৎ-গুলির তারতম্য বুঝা যাইতে পারে। এক সময় পাতিয়ালার শিখ-রেয়াসতে মুসলমানদিগেরই একাধিপত্য ছিল; বড় বড় প্রায় সকল পদেই মুসলমান ছিলেন; আজকাল সেখান হইতে মুসলমানের প্রাধান্য একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। তবু মুসলিম-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত হিন্দু সংবাদ-পত্র গুলি তাহাদের প্রতি মুসলিম-বিদ্বেষের বিভীষিকাই দেখিয়া থাকে। এমন কি, বাঙ্গলা দেশে মুষ্টিমেয় যে কয়জন মুসলমান জমিদার আছেন, তাঁহাদের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীই হিন্দু; কিন্তু হিন্দু জমিদারের কোনও উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারী নাই; আছে পেয়াদা, পাইক, মৃধা, বরকন্দাজ, লেঠেল প্রভৃতি অতি নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী।

নদী ও নগর।—সম্প্রতি বাংলার দুইটি শহর, নদ-নদী গর্ভে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের নোয়াখালী শহর ভীষণ মেঘনা নদের প্রকোপে পড়িয়া উহার অধিকাংশ কুক্ষিগত হইয়াছে অবশিষ্টাংশও প্রায় যায় যায় হইয়াছে। পূর্ব্বে শহর মেঘনা হইতে কয়েক মাইল দূরে ছিল; শহরের অর্দ্ধাংশ গ্রাস করিয়া শহরের সম্মুখে একটি বিস্তীর্ণ চর জাগিয় উঠে। আবার ঐ চর ভাঙ্গিয়া মেঘনা শহরের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইয়াছে। অন্য দিক দিয়া একটি খাল প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শহরটিকে গ্রাস করিতেছে এইত গেল নোয়াখালীর অবস্থা। পক্ষান্তরে, উত্তর বঙ্গের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর "সেরাজগঞ্জ" ব্রহ্মপুত্র ব যমুনার প্রকোপে পড়িয়া উহার কুক্ষিগত হইতেছে বাঙ্গলার প্রধান নদ-নদী ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা এবং পদ্ম এই তিনটি দ্বারাই অধিকাংশ শহর ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে রাজশাহী ব রামপুর বোয়ালিয়া, ফরিদপুর ও পাবনা পদ্মার প্রকোপে পড়িয়া উহাদের অল্পাধিক অংশ নদী-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে; অবশিষ্টাংশ রক্ষা পাইয়াছে এক সময় বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী "আকবর নগর" বা রাজমহলও পদ্মার প্রকোপে পড়িয়াছিল। ঢাক শহরের প্রাশ্চিমাংশ লালবাগ-কেল্লার পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থান বুড়ীগঙ্গার গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। বরিশাল শহরের একাংশ বরিশাল বা বিষখালী নদীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। নওয়াবী আমলের শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ ভাগীরথীর গর্ভস্থ হইয়াছে হুগলী শহরের কিয়দংশও ঐ-নদীর গর্ভস্থ হইয়াছে পদ্মার শাখা গৌরী বা গড়ই নদী কুষ্টিয়া শহরের একাংশ গ্রাস করিয়াছে। শাহজাদপুর শহরের কিয়দংশ ব্রহ্মপুত্র বা যমুনার শাখা হুরা সাগর গ্রাস করিয়াছে। বাঙ্গলার স্বাধীন মুসলমানদিগের শে রাজধানী "তাণ্ডা" শহর পদ্মাগর্ভে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হইয়াছে। উহার কিছু মাত্র চিহ্ন এক্ষণে বিদ্যমান নাই। তাণ্ডা কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহা এখনও কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। দেশ-দ্রোহী ও রাজদ্রোহী রাজা রাজ বল্লভের কীর্ত্তি-রাজি সমন্বিত "রাজ নগর" পদ্মা-গর্ভে বিলীন হওয়াতে পদ্মার ঐ অংশের নাম "কীর্ত্তিনাশা" হইয়াছে। বার ভুঞার অন্যতম স্বাধীন জমিদার চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের সাধের রাজধানী শ্রীপুরও পদ্মা বা মেঘনা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের প্রাচী রাজধানীও নদী-গর্ভে। তবেই দেখা যাইতেছে বাদশাহী আমল হইতে ব্রিটিশ আমল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা অনেকগুলি শহর বা শহরের অংশ নদ-নদীর উদর হইয়াছে। বর্ত্তমানে নোয়াখালী অথবা সেরাজগ রক্ষার কোনও উপায় দৃষ্ট হইতেছে না। চাঁদপু শহরের পুরাতন বাজারের কিছু অংশ মেঘনার গ্রাসে পতিত হইয়াছে।

TORN PAGE(S).

স্পেনে মূর-সাম্রাজ্য

[মওলবী আব্দুল কাদের]

আরব জাতির স্পেন-বিজয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কথিত আছে যে, রডারিক যুদ্ধের পূর্ব্বেই স্বীয় পরিণাম জানিতে পারিয়াছিলেন। একদা তিনি টলেডো নগরীতে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় দুই জন বৃদ্ধ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের পুরাতন ধরণে প্রস্তুত শ্বেত পরিচ্ছদের সহিত অসংখ্য চাবি ঝুলিতেছিল। আগন্তুক দ্বয় বলিল, "রাজন, প্রাচীন কালে হারকিউলেস এই প্রাচীন নগরীর সন্নিকটে একটী দৃঢ় বুরুজ নির্ম্মাণ করতঃ তন্মধ্যে কোন মন্ত্রপুত দ্রব্য রাখিয়া উহার বৃহৎ লৌহ দ্বার একটা ইস্পাত নির্ম্মিত তালায় আবদ্ধ করিয়া রাখেন। তিনি নিয়ম করিয়া যান যে, স্পেনের প্রত্যেক নবীন ভূপতিকে বুরুজের দ্বার-দেশে একটা তালা সংলগ্ন করিতে হইবে। তিনি ইহাও বলিয়া যান যে, যে ব্যক্তি বুরুজের রহস্য-ভেদের চেষ্টা করিবে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। আমরা হারকিউলেসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে বুরুজের দ্বার রক্ষা করিয়া আসিতেছি। এ যাবত কেহই দ্বার অতিক্রম করে নাই। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রাজাই হারকিউলেসের আদেশ প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি ও ঐন্দ্রজালিক বুরুজে আপনার তালা সংলগ্ন করুন।" এই বলিয়া বৃদ্ধদ্বয় প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধদের কথা শুনিয়া মন্ত্রপুত বুরুজে প্রবেশ করিবার জন্য রডারিকের অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। তাঁহার মন্ত্রী ও বিশপগণ তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, এ পর্য্যন্ত কোন সজীব মানব উহার অভ্যন্তরে গমন করেন নাই—এমন কি দুঃসাহসিক জুলিয়াস সিজারও সে চেষ্টা করিতে সাহস পান নাই। কিন্তু তাঁহাদের সাবধান-বাণী নিষ্ফল হইল। সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া রাজা তাঁহার পার্শ্বচরগণ সমভিব্যাহারে এক দিবস বুরুজের সন্নিহিত হইলেন। বহুক্ষণ পরিশ্রমের পর প্রহরীদ্বয় দীর্ঘকালের অব্যবহৃত মরিচা-পড়া তালায় চাবি প্রবেশ করাইতে সমর্থ হইল। তখন সূর্য্যাস্তের সময়। বুরুজে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন ভস্মাচ্ছাদিত পিতল মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকের মৃত্তিকায় অবিরত কষাঘাত করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজা মুহূর্ত্তের জন্য ভয়-বিহ্বল হইলেন। কিন্তু উহার বক্ষ স্থলে "আমি আমার কর্ত্তব্য সাধন করি"— এই বাক্যটা লিখিত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি সাহস সংগ্রহ করিলেন এবং তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য উহাকে দিব্য দিয়া অনুরোধ করিলেন। তখন সেই পিতল মূর্ত্তি বর্শা উত্তোলন করিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিল এবং সানুচর রডারিক উহার অধোদেশ অতিক্রম করিয়া অপার কক্ষে গমন করিলেন। এই কক্ষের মধ্য স্থলে একখানা 'টেবিল' এবং উহার উপরে একটী ক্ষুদ্র বাক্স রক্ষিত ছিল। বাক্সের উপরে লেখা ছিল "এই বাক্সেই বুরুজে রহস্য নিহিত আছে; ভূপতি ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে ইহা উন্মুক্ত হইবে না। কিন্তু সাবধান! যে উন্মোচনের বিস্ময়কর ব্যাপার অবগত হইবে; তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে।

রাজা বাক্স খুলিয়া তন্মধ্যে দুইখানা তাম্র-পাতে মোড়া একখণ্ড চামড়ার কাগজ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাহাতে ধনুক ও খড়্গধারী কতিপয় ভীষণ দর্শন অশ্বারোহীর মূর্ত্তি সজ্জিত ছিল। তাহাদের উপরে লিখিত ছিল, "হে দুঃসাহসিক ব্যক্তি, যাহারা তোমাকে সিংহাসন হইতে নিক্ষেপ করিয়া তোমার রাজ্য অধিকার করিবে, তাহাদিগকে অবলোকন কর।" তাঁহারা একদৃষ্টে চিত্রের দিকে তাকাইবা মাত্র অকস্মাৎ তাঁহাদের কর্ণ-কুহরে যুদ্ধ-ধ্বনি প্রবেশ করিল; তাঁহারা সহসা দেখিতে পাইলেন সেই অপরিচিত অশ্বারোহীদের প্রতিমূর্ত্তিগুলি সচল হইয়া উঠিয়াছে এবং চিত্রখানি একটা যুদ্ধের দৃশ্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে এক বিষম যুদ্ধ-ক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে; খৃষ্টান ও মূরগণ তথায় মরণ পণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছে। শত সহস্র ভেরীর নাদ তাঁহাদের শ্রুতি গোচর হইল। বর্শা ও তরবারির চাকচিক্য তাঁহাদের নয়ন পথে ভাসিতে লাগিল। ক্রমে খৃষ্টানরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া গেল। মূরগণ তাহাদিগকে পলায়ন

TORN PAGE(S).

অতঃপর সেই উত্তেজিত জনসঙ্ঘ সভাক্ষেত্র অধিকার করিয়া বক্তৃতা দিতে থাকে। কিন্তু সভায় বাঙ্গালী ভদ্রলোক মাত্রেই বিলের প্রতিকূলে থাকায় তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। তখন মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের মধ্যে ভীষণ কোলাহল ও বাকবিতণ্ডা হইতে থাকে। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল টাউন হলের মধ্যে শুধু গগণ-বিদারী চীৎকার ছাড়া অন্য কিছুই শুনা যায় নাই। তারপর, শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও অন্য আর এক জনের সমর্থনে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার সম্পাদক পণ্ডিত প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। অতঃপর 'হিতবাদীর' ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক অমুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যমুনাপ্রসাদ, হাইকোর্টের উকীল মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথ শেঠ, ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, 'হিতবাদীর' সহকারী সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এম, এ বি, এল, প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়া সর্দ্দা বিলের দ্বারা সমাজের যে ভীষণ ক্ষতি হইবে, তাহা সুন্দররূপে, বুঝাইয়া দেন। বক্তৃগণ সকলেই নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি উপস্থাপিত করিয়া তাহার সমর্থন করেন। (১) এই সভা সর্দ্দার বিবাহ বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এই বিল মহারাণীর ঘোষণা-বাণীর বিরোধী (২) বিবাহ ব্যাপারে এইরূপ আইন করিবার কোনই যুক্তিযুক্ত কারণ নাই, এইরূপ আইনের দ্বারা শতকরা ৭৫ জন অধিবাসীর বিশেষ কষ্ট হইবে এবং হিন্দু সমাজের যথোচিত ক্ষতি হইবে। প্রস্তাব সভাস্থ সকলেই বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করেন। কলেজ ছাত্রগণের পক্ষ হইতে বিদ্যাসাগর কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র বজেন্দ্র কিশোর পাল বিলের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বক্তাগণ সকলেই একবাক্যে বলেন যে, বাল্য বিবাহের ফলে দেশে চৈতন্য, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল; এইরূপ আইন পাশ হইলে হিন্দুর অন্তঃপুর মধ্যে পুলিশের অধিকার জন্মিবে—বালিকার বয়স নির্দ্ধারণের ভার ডাক্তারের হাতে পড়িবে। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারে আইনের আশ্রয় লওয়া কোন মতেই উচিত নহে; আমরা স্বরাজ চাই, অথচ ব্যবস্থাপক সভায় সমাজ সংস্কারের জন্য উপস্থিত হইতেছি। একজন বক্তা বলেন যে, যেদিন যতীন্দ্রনাথ দাস মারা যান, সে দিনই এই বিলের রচনাকর্ত্তা হরবিলাস সর্দ্দা ও হিন্দু সভার পাণ্ডা ঘনশ্যাম দাস বিরলা লেডী শুষ্টারের উদ্যানভোজে যোগদান করিয়াছিলেন।

হাঙ্গামার ফলে পণ্ডিত হনুমান দত্ত যোশী, চণ্ডী চরণ তর্কতীর্থ, চন্দ্রিকা দত্ত মিশ্র, বৈজনাথ পাঠক, পুনীত মিশ্র, অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, ললিতপ্রসাদ পাঠক, রাধামোহন ওঝা, তারকেশ্বর ও বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি আহত হয়েন। সভা শেষে হাতাহাতিতে পরিণত হয়, ঐ সময়ে বে-পরয়াভাবে লাঠী ও ছাতা চালান হয়। ফলে লোক জন পলাইতে আরম্ভ করে। সংস্কারকামী দলের কয়েক ব্যক্তি ২ জন পণ্ডিতের শিখা ধরিয়া টানিয়া তাঁহাদিগকে মঞ্চ হইতে উঠাইয়া দেয়। ঐ সময়ে সভায় রীতিমত মারামারি আরম্ভ হয় এবং সনাতনী দলের কয়েক ব্যক্তি নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হয়। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব, বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও মিঃ কে, সি, নিয়োগীর নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার পাঠাইয়াছেন :—

সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদের জন্য বুধবার সন্ধ্যায় কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট সভা হইয়াছিল, কিন্তু পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, ডাক্তার সুবোধ বসু, আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দু সভার লোকজন এবং শতাধিক মহিলা কর্ত্তৃক পরিচালিত কতিপয় গুণ্ডার দৌরাত্ম্যে পূর্ণ ২ ঘণ্টা কালও সভার কার্য্য চালান যায় নাই! সুভাষচন্দ্র বসু, সেনগুপ্ত, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা ও কিরণ শঙ্কর রায়ের স্বাক্ষরিত এক নোটিশ দ্বারা বুঝা যায় যে, তাহারা গুণ্ডামীর জন্য প্রস্তুত হইয়াই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত সভায় ৮ শত শ্রোতা কর্ত্তৃক উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। গুণ্ডামীর জন্য সহস্র সহস্র লোক সভা ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। আমি প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল সভাপতিত্ব করিয়াছিলাম; কিন্তু গুণ্ডামী যখন অদমনীয় বোধ হইল, তখন আমি ডাঃ খগেন্দ্রলাল সেনের উপর সভার কার্য্য পরিচালনার ভার প্রদান করিয়া সভাত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

হাজারীর সতীত্ব নাশ

হিন্দুর জঘন্য কীর্ত্তি

গোষ্ঠবিহারী, শ্যামলাল, ভানু ও মাণিক নামক ৪ ব্যক্তি হাজারী দাসীর বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তাহাকে হরণ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সোমবার আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ এস, কে, গাঙ্গুলীর এজলাসে জুরীর সাহায্যে ঐ মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। হাজারী দাসী তাহার জবানবন্দীতে বলে, গত ১৫ই মে তারিখে রাত্রিতে তাহার নিদ্রিত অবস্থায় আসামিগণ দরজা ভাঙ্গিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে পদ্মা নদীর পারে লইয়া যায়। সেখানে আসামী গোষ্ঠ ও শ্যাম তাহার সতীত্ব নষ্ট করে। মিঃ জে, এন, রায় চৌধুরী সরকার-পক্ষ এবং মেসার্স পি, এন, ব্যানার্জ্জি, বি, এম, চ্যাটার্জ্জি, এস, কে, ব্যানার্জ্জি ও এ, দাস গুপ্ত আসামীপক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

যতীন দাসের মৃত্যু

৬১ দিন অনশনের পর

লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় ধৃত যতীন্দ্রনাথ দাস ৬১ দিন অনশনের পর গত ১৩ সেপ্টেম্বর বেলা ১-৫ মিনিটের সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন তিনি লাহোর জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রতি যে দুর্ব্যবহার করা হইত, তাহার প্রতিবাদ কল্পে গত ১৩ই জুলাই অনশন ব্রত-গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুক্রবার অপরাহ্নেই কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য শহরে সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। গত রবিবার রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় পঞ্জাব মেলে তাঁহার মৃতদেহ কলিকাতায় আনা হয় ও সেই রাত্রে হাওড়া টাউন হলে রক্ষিত হয়। তৎপর দিবস পূর্ব্বাহ্ন ৬টার সময় হিন্দু শোভাযাত্রা সহযোগে বেলা ১১টার সময় কেওড়াতলা ঘাটে ভস্মীভূত করা হয়। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের কোন কোন স্থান হইতে সহানুভূতি সূচক তার ও সভা-সমিতি হওয়ার সংবাদ আসিতেছে। তবে, দুই এক দিনের মধ্যেই হুজুগ থামিয়া যাইবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস।

ইংরাজকে জুতা পিটা

প্রতিশোধে নরহত্যা

বিগত ২০শে আগষ্ট তারিখে বার্কেন হেডে ডামু ষ্টীমারের আকবর আলী নামক জনৈক লস্করকে হত্যা করায় ওল্ড বেউনী আদালতে রফি উদ্দীন নামক জনৈক খালাসীর বিচার চলিতেছিল। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীর সহিত মাত্র ৫ পাউণ্ড লইয়া আকবর আলীর বিবাদ বাঁধে এবং আকবর আলী আসামীকে ভীষণ ভাবে জুতা-পিটা করে। ইহাতে আসামী ক্রোধান্বিত হইয়া আকবর আলীর হত্যাসাধন করে। ভারতীয় হাই-কমিশনারের পক্ষে কাপ্তেন হাডেলষ্টোন সাক্ষ্য দান কালে বলেন যে, ইংরেজেরা ভারতে জুতাপিটা করা অত্যন্ত অপমানকর ব্যাপার বলিয়া মনে করে। মিঃ জষ্টিস হাউকে আসামীর প্রতি ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। তিনি রায়ে বলেন যে, যদি আসামীকে দয়া প্রদর্শন করিবার অন্য কোন উপায় থাকে, তবে যেন রাজ-করুণা প্রদর্শিত হয়।

আত্মহত্যার অভিযোগ

লীলাবতী হরণের জের

লীলাবতী নাম্নী এক বিবাহিতা বালিকাকে হরণ করিবার অভিযোগে অক্ষয় কুমার দাস হাইকোর্টের দায়রার বিচারে ৩ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। দণ্ডাদেশের পর অক্ষয় আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কতকটা আফিং সেবন করে। তজ্জন্য আত্মহত্যা করিবার অভিযোগে, তাহাকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়। আসামী অপরাধ স্বীকার করায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। উহা পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের সহিত এককালে ভোগ করিতে হইবে।

বাণিজ্য-সংক্রান্ত আয়-ব্যয়

সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ

গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সংক্রান্ত সংবাদ ও আয়-ব্যয় হিসাব বিভাগের বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯২৯ সালের আগষ্ট মাসে ভারতে সমুদ্র ও স্থলপথের বাণিজ্যবাবদ সর্ব্ব-সমেত শুল্ক আদায় (লবণ-কর বাদে) ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ঐ আয়ের পরিমাণ ইহার পূর্ব্ব মাসে ৪ কোটি ১ লক্ষ টাকা ও ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসে ৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ছিল। ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট, এই পাঁচ মাসে সংগৃহীত মোট শুল্কের পরিমাণ ২০ কোটি ৬৬ লক্ষ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরে ঐ সময়ের মোট আয়ের পরিমাণ ছিল, ১৯ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা। এই আয়ের মধ্যে আমদানী-শুল্ক হইতে আদায় ১৬ কোটী ২ লক্ষ, রপ্তানী শুল্ক হইতে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ, মোটর স্পিরিটের শুল্ক হইতে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ও কেরোসিনের শুল্ক হইতে ৪২ লক্ষ এবং ভূমি, বাণিজ্য শুল্ক ও বিবিধ দফায় ৫৮ লক্ষ টাকা। চিনি, কার্পাস সূত্র, কোরা কাপড়, মদ্য, মোটর গাড়ী, সাইকেল, নিউমাটীক টায়ার ও টিউব—এই সকলের উপর আমদানী শুল্কের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। পাট ও চাউলের উপর রপ্তানী-শুল্কের বৃদ্ধি এবং স্থল-বাণিজ্য শুল্ক ও মোটর স্পিরিট ও কেরোসিন শুল্ক হইতেও আয়ের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। অপর পক্ষে তামাক, খণিজ তৈলসমূহ, রঞ্জিত কার্পাস বস্ত্র, সূত্র এবং রেশম ও কার্পাস নিম্মিত বস্ত্র ব্যতীত অন্য প্রকারের বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত ভিন্ন ধাতুদ্রব্য, দিয়াশলাই, দিয়াশলায়ের কাঠী ও কাঠের পাত্র, ছুরি, কাঁচি, লৌহাদি নির্ম্মিত দ্রব্য, কৃত্রিম রেশমী সূত্র ও রেশমী বস্ত্রাদি, এই সকলের উপর আমদানী শুল্কের পরিমাণ হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে। ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে যে পাঁচ মাস শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত আমদানীর উপর রক্ষণনীতি-মূলক বিশেষ শুল্কের পরিমাণ প্রায় ১ কোটী ১৩ লক্ষ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সঞ্চিত দ্রব্য ভাণ্ডারের উপর স্থাপিত করের পরিমাণ (ইহার উপর ধার্য্য রক্ষণনীতি-মূলক কর সমেত) সাড়ে ২০ লক্ষ হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময়ে ঐ আয়ের পরিমাণ সওয়া ত্রিশ লক্ষ হইয়াছিল।

তালাশের ধুম

রিভলভারের জের

জলন্ধর রেলওয়ে ষ্টেশনে কংগ্রেস কর্ম্মী সীতারাম গুলীভরা রিভলভারের সহিত গ্রেপ্তার হওয়ার পর লাহোর, জলন্ধর, হুশিয়ারপুর ও লায়ালপুরে পুলিসের খানাতলাশ হইয়া গিয়াছে। পুস্তকের দোকানে খানাতলাশের পর লাহোরে যে দেবচন্দ্র নারাংকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাঁহাকে জলন্ধরে ১ হাজার টাকার জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী সুখদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মথুরাদাসকে লায়ালপুরে গ্রেপ্তার করিয়া জলন্ধরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে

ঢাকায় মুস্লিম জন-সভা

নাস্তিক দলের প্রতিবাদ

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় একটী মুস্লিম জন-সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় মিঃ কে, নাজেমুদ্দিন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বাংলায় মধ্য শিক্ষা পরিচালন জন্য কলিকাতায় কেন্দ্রীয় বোর্ড স্থাপন প্রসঙ্গে একটী প্রস্তাব এবং সম্প্রতি কোর-আণিক শিক্ষার যে ভুল ব্যাখ্যা প্রচলিত হইতেছে, তাহার বিরুদ্ধেও এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সভায় পূর্ব্ববঙ্গের মধ্য শিক্ষাপরিচালন ও সংরক্ষণ জন্য ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগ লইয়া ঢাকায় অন্য ১০টী কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করিতেও সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

বিহার-উড়িষ্যার মাতৃভাষা

শিক্ষার বাহন করিতে অসম্মত

বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান প্রধান দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের কি ভাবে উন্নতি বিধান করা যায় তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বিহার সরকার ইতঃপূর্ব্বে এক কমিটী গঠন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সরকার সেই কমিটীর রিপোর্ট সম্পর্কে তাহাদিগের অভিমত সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রকাশ, হিন্দি, উর্দ্দু ও উড়িয়া ভাষার উন্নতি বিধানের জন্য কমিটী এক বিহার ও উড়িষ্যা একাডেমী নামক যে সেন্ট্রাল বোর্ড প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, সরকার তাহাতে সম্মত আছেন, কিন্তু এই প্রকার একটা নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার পৌনঃপুনিক ব্যয়ই অন্ততঃ ৫০ হাজার টাকা এবং যতই দিন যাইবে এই ব্যয় ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এমতাবস্থায় এই প্রদেশের জনহিতকর কাজে উৎসৃষ্ট প্রাণ নেতৃবৃন্দ এই সমস্ত ব্যয় কিম্বা তাহার আংশিক ব্যয়ও বহন না করিলে সরকার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় কমিটীর এই প্রস্তাব কাজে পরিণত করিতে পারেন না। কমিটীর মতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পর্য্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কতকগুলি অসুবিধার জন্য সরকার কমিটীর এই প্রস্তাব সংপ্রতি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

ঢাকায় ইসলাম মিশন

(আমান হইতে উদ্ধৃত)

গত ১লা সেপ্টেম্বর রবিবার সকাল বেলা সাড়ে আট ঘটিকার সময় বেচারামের দেউড়ী বলিয়াদী লজে খানবাহাদুর চৌধুরী কাজেম উদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী সাহেবের আহ্বানে ঢাকার বিভিন্ন দলের কতিপয় মুসলিম নেতা একত্রিত হইয়া অবসর প্রাপ্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মওঃ আবদুল আজিজ সাহেবের বর্ত্তমান সময় ইস্লাম মিশন কায়েম করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ওয়াজ শ্রবণ করিয়াছিলেন। মওঃ সাহেবের ওয়াজ শেষ হইলে স্থানীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাক্তার মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব আরও কতকগুলি আবশ্যক বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর উপস্থিত সকলের মতে একটী "ইস্লাম মিশন সোসাইটী" স্থাপন স্থিরীকৃত হয়। ইতিপূর্ব্বে ঢাকায় ডাক্তার শহীদুল্লাহ সাহেব কর্ত্তৃক একটী আঞ্জমানে এশাআতে ইস্লাম স্থাপিত হইয়াছিল, খানবাহাদুর কাজি জহিরুল হক সাহেবের প্রস্তাবে ও মওঃ হাফেজ আবদর রজাক সাহেবের সমর্থনে পূর্ব্বের আঞ্জমনে এশাআতে ইস্লামই পুনর্গঠিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সে মতে কয়েকজন কর্ম্মকর্ত্তা ও কার্য্যকরী সমিতির সভ্য নির্ব্বাচন করতঃ যথারীতি একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে। খানবাহাদুর কাজি জহিরুল হক উক্ত সমিতির সভাপতি ও ডাঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কার্য্যকরী সমিতির সভ্যদের বার্ষিক চাঁদা অন্যূন ৩৲ টাকা এবং আজীবন সভ্য হওয়ার চাঁদা ২০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সভায় উপস্থিত লোকদের ধর্ম্ম-স্পৃহা দেখা গিয়াছিল বিশেষ করিয়া খান বাহাদুর চৌধুরী কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী সাহেবের উদ্যম এবং উৎসাহ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। সিদ্দিকী সাহেব সমিতির কার্য্যারম্ভের জন্য নগদ ১০০০৲ হাজার টাকা কোষাধ্যক্ষের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং অনেক সভ্য তাঁহাদের বার্ষিক চাঁদা সভা-স্থলেই আদায় করিয়াছিলেন। সভার পক্ষ হইতে খান বাহাদুর সাহেবের এবম্বিধ ত্যাগ ও উৎসাহের জন্য কৃতজ্ঞতা মূলক এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

সাহেব কুলিতে ঝগড়া

ছোরা বনাম রিভলভার

জাভার অন্তর্গত সৌরবায়ার ২২ষ্ট সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, আর, এ, হেমিংস নামক একজন ইংরাজ কোনও রবার-ব্যবসায়ের মধ্যে কাজ করিত, কোনও কুলীর সঙ্গে সে ঝগড়া বাঁধাইলে, উক্ত কুলী তাহাকে পিঠের মধ্যে ছোরা বসাইয়া দিয়া খুন করে। হেমিংস মাটিতে পড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহার রিভলভার দিয়া কুলীকে গুলি করে এবং কুলী গুরুতররূপে আহত হয়। হেমিংস মরিবার সময় বলে যে, সে কুলীর কোন ক্ষতি করে নাই। হেমিংসের স্ত্রী ও একটি সন্তান আছে।

মুস্লিম রমণীর কৃতিত্ব

সতীত্ব রক্ষায় আসামীকে আঘাত

ফরিদপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ঘোষের এজলাসে একটি মুসলমান স্ত্রীলোক কিরূপে দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে, তাহার এক বর্ণনা প্রদান করে। উক্ত মামলার আসামী আসামুল্লা ৩৫৪ এবং ৪৫৭ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত হইয়া ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এতদ্ব্যতীত তাহার প্রতি ৫০৲ টাকা জরিমানা অন্যথায় আরও দুই মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামুল্লা আপীল করিলে উহা অগ্রাহ্য হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ফরিয়াদী বোনাখাতুন তাহার স্বামীর অনুপস্থিতিতে একাকিনী তাহার ঘরে নিদ্রা যাইতেছিল। তাহার স্বামী গত ৩১শে ডিসেম্বর রাত্রিতে জন-মজুরী করিতে গিয়াছিল। ঘটনার দিবস রাত্রিতে ফরিয়াদী শুনিতে পায় যে, বাহির হইতে চাপাস্বরে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। বোনাখাতুন উহা আসামুল্লার কণ্ঠস্বর বলিয়া বুঝিতে পারে এবং চুপ করিয়া থাকে; কারণ, উত্তর না পাইয়া হয়ত বা সে চলিয়া যাইবে। কিন্তু আসামী বলপূর্ব্বক দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং ফরিয়াদীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা করিলে সে আসামীর পৃষ্ঠদেশে "ছেন" দিয়া আঘাত করে। আসামী প্রাণভয়ে তখন পলায়ন করিয়া যায়।

ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়

সিদ্দিকীর মহা-প্রাণতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক রিপোর্ট এইমাত্র বাহির হইল। তাহাতে প্রকাশ যে, মোট ছাত্রসংখ্যা যদিও কমিয়াছে, তথাপি মুসলমান ছাত্রসংখ্যা পূর্ব্বের চেয়ে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে, বিভিন্ন হলে ছাত্রদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক জীবনের দ্রুত উন্নতি হইতেছে। ইউনির্ভাসিটী ছাত্র-সংসদ ও ইউনির্ভাসিটী এথ্‌লেটীক ক্লাবের রিপোর্টে জানা যায় যে, ছাত্রদের মধ্যে বাস্তবিকই সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক জীবনের বিকাশলাভ করিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ২২৪টী ছাত্রের ডাক্তারী পরীক্ষা হইয়াছে। অধিকাংশের ওজনই তাহাদের লম্বার পরিমাণে কম। সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণবিকাশ-প্রাপ্ত শক্তিশালী ছেলের সংখ্যা খুবই কম। বিশ্ব-বিদ্যালয় বুলেটীন আকারে মাঝে মাঝে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মোট ১১টী বুলেটীন বাহির করিয়াছে, কিন্তু এ বৎসর একটিও বাহির করা হয় নাই। বলীয়াদীর খান বাহাদুর কাজিমুদ্দিন সিদ্দিকী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে গত জানুয়ারী মাসে ৭২৮টী পুস্তক ও ৫৮টী পাণ্ডুলিপি দান করিয়াছেন। ঢাকার নবাব মুস্লিম হলের ছাত্রবৃত্তির জন্য মোট ১০০০০৲ দান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

নর-বরাহের কীর্ত্তি

কুমারীর সৎসাহস

ব্রহ্মদেশে জনৈক শ্বেতাঙ্গের খানসামা কর্ত্তৃক তাঁহার কন্যার প্রতি পৈশাচিক অত্যাচার চেষ্টার বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ মকপালিন খনির ম্যানেজার মিঃ এ, এইচ হুইলার কোনও কার্য্য উপলক্ষে রেঙ্গুণে গমন করেন। তাঁহার পত্নী যখন একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, তখন উক্ত খানসামা কোনও সুযোগে তাঁহার প্রভুর রিভলভার হস্তগত করিয়া মিস হুইলারকে তাহার সহিত পার্শ্ববর্ত্তী বাংলায় লাইব্রেরীতে পুস্তক পরিষ্কার করিতে যাইতে অনুরোধ করে। তদনুসারে বালিকা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তথায় গমন করিলে খানসামা দরজা বন্ধ করিয়া রিভলভার দেখাইয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা করে। বালিকা সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসহ তাহার হস্তে আঘাত করায়, রিভলভার মাটিতে পড়িয়া যায়। তৎপর উহা হস্তগত করিবার জন্য উভয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয়। অবশেষে বালিকা দরজা খুলিয়া দৌড়িয়া তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করে। খানসামা রিভলভার হস্তে তাহার অনুসরণ করে; কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ দেখিয়া বাংলার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। ইতিমধ্যে বহু লোক পুলিশ ও সশস্ত্র সিপাহী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া উক্ত খানসামা এক ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজায় খিল দেয়। তৎপরে স্বীয় বক্ষঃস্থলে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করে। মিস হুইলারের শরীরের নানাস্থানে অনেক জখম হইয়াছে। কিন্তু মস্তকের একটি জখম ব্যতীত অপরগুলি গুরুতর নহে। তাহাকে চিকিৎসার্থে রেঙ্গুণে আনা হইয়াছে।

মফঃস্বল

খৃষ্টানের ইস্‌লাম গ্রহণ

জমিরুদ্দিন নামকরণ

আসাম গোয়ালপাড়ার অন্তর্গত কোচগাঁও প্রবাসী মিষ্টার সমুয়েল সোরেন সাহেব, মৎপ্রণীত "এন্দে খৃষ্টান" সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অসারত্তা ও ইস্‌লামের সত্যতা বুঝিতে পারিয়া গত ৭ই ভাদ্র শুক্রবারে দীন ইস্‌লাম কবুল করিয়াছেন। আল্লাপাক তাঁহাকে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইস্‌লামী বিশ্বাসে স্থির রাখুন। আমিন! বন্ধুগণের অনুরোধে খ্রীষ্টানী নাম ত্যাগ করিয়া মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন নাম গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ সোরেন বয়সে প্রবীণ, ডিভিনিটী কলেজে শিক্ষিত, ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত। এই নবীন ভ্রাতাকে আমরা প্রচার ক্ষেত্রে দেখিতে পাইলে সুখী হইব। ইনি একখানা বাঙ্গলা কোরাণ শরাফ চাহিয়াছেন। যদি কোন ভাই উহা আমার নিকট পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে তিনি তাহা পাইবেন।

ইস্‌লাম প্রচারক—
শেখ জমিরুদ্দীন শাস্ত্রী।
পোঃ গাঁড়াডোব—নদীয়া।

ওয়েটিং রুমের অভাব

প্যাসেঞ্জারের দুর্দ্দশার একশেষ

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে গোহাটী ব্রাঞ্চ লাইনে যমুনামুখ ষ্টেশনের মত মাল এবং প্যাসেঞ্জার এক গৌহাটি ভিন্ন অন্য কোন ষ্টেশনে দেখা যায় না। আপ্‌ ও ডাউন ট্রেনে ডেলী প্রায় ১৫০ প্যাসেঞ্জার বাৎসরিক প্রায় তিন লাখ মণ মাল লোড্‌-আন্‌ লোড হইয়া থাকে। এত আয়ের ষ্টেশনে প্যাসেঞ্জারের বসিবার স্থান পর্য্যন্ত নাই। প্রায় অধিকাংশ প্যাসেঞ্জার ১০।১২ মাইল দুরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া সিলহট্‌ কাছাড়ে যাতায়াত করিয়া থাকে। ঐ সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে ৩০ ডাউন রাত্র ১টা ২ মিনিটে ট্রেন হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রভাত পর্য্যন্ত স্ত্রী পুত্রসহ প্লাটফরমে বসিয়া থাকিতে হয়। সেই সময় তাহাদের যে কত কষ্ট হয়, ভুক্তভোগী মাত্রই বুঝিতে পারেন। ২। ষ্টেশনের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক হইতে মাল বা প্যাসেঞ্জার আসে না বলিলেও চলে। দক্ষিণে এক মাড়োয়ারী দোকান ভিন্ন সমস্তই জঙ্গল। পশ্চিমে আসামী লোকের বাস তাহারা বিশেষ যাতায়াত করে না। মাল এবং প্যাসেঞ্জারকে উত্তর এবং পূর্ব্ব দিক হইতে আসিয়া মেন লাইন ক্রস্‌ করিয়া প্রায় অর্দ্ধমাইল ঘুরিয়া ষ্টেশনে যাইতে হয়। সমস্ত ষ্টেশনের অপর দিকে মাল গুদাম থাকাতে ৩ নং লাইনে মাল গাড়া থাকে। গুদাম হইতে গাড়ীতে মাল লোড্‌ আন্‌-লোড্‌ করিতে সুবিধা হয়, কিন্তু যমুনামুখ ষ্টেশনে মেন লাইনে গুদাম থাকাতে এত অসুবিধা হয় যে,প্রত্যেক ট্রেনের টাইমে মাল লোড্‌-আন্‌ লোড্‌ বন্ধ রাখিতে হয় এবং ৩ নং লাইনে মাল গাড়ীতে মাল লোড্‌-আন্‌ লোড্‌ করাতে অনেক দেরী হইয়া থাকে। ক্রেন দ্বারা কাজ করিতে হইলে অর্দ্ধেক কাজও করা যায় না, কেবল সময় সময় ট্রেনের টাইমে মাল লোড্‌-আন্‌ লোড্‌ করিতে কুলিদের ও প্রাণ হারাইবার ভয় থাকে এবং প্যাসেঞ্জার গাড়ি হইতে নামিয়া এত ঘুরিয়া দক্ষিণের লোকাল বোর্ডের রাস্তা দিয়া না গিয়া রেলওয়ের লাইন দিয়া যাতায়াত করে। গত বৎসরে ডবকা হইতে হিলিফার আনিবার জন্য নিজ খরচে একটা রাস্তা লাইনের উত্তর দিকে করিয়াছিল, সেই রাস্তা দিয়া প্যাসেঞ্জার এবং ধান চাউলের গরুর গাড়ীও যাতায়াত করিতেছিল। হিলিফারের কাজ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তাটা রেলওয়ে কোম্পানী বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং সেই রাস্তাটা খুলিয়া দেওয়ার জন্য পাবলিক রেলওয়ের এজেন্টকে একখানা দরখাস্ত করাতে কোন ফল দর্শে নাই। অতএব, প্রার্থনা সর্ব্ব-সাধারণের সুবিধার জন্য যমুনামুখ ষ্টেশনে একখানা ওয়েটিংরুম এবং ষ্টেশনের উত্তর দিকে ফরেষ্টডিপার্টমেন্ট যে রাস্তা করিয়াছিল তাহা খুলিয়া দেওয়া হউক।

নিবেদন—মোঃ আর্শদ আলী। সেক্রেটারী
যমুনামুখ-সুর্য্যাভেলী কৃষ-কসমিতি।

সংবাদ-দাতার পত্র

আবহাওয়া

বর্ষায় উপযুক্ত পানি না হওয়াতে পাবনা শাহ্‌জাদপুরের চতুর্দ্দিকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ভীষণভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক পল্লীতে প্রতি গৃহে বহু লোক ম্যালেরিয়ার আক্রমণে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িতেছে। উপযুক্ত বর্ষা না হওয়াতে শস্তের অবস্থা বিশেষ ভাল নহে।

পাট-বিক্রেয়-সমিতি

শাহজাদপুর (নাকালিয়ায়) একটি সমবায় পাট-বিক্রয় ও সরবরাহ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ঠিক পথে পরিচালিত হইতে পারিলে এই সমিতি হইতে যে অনেক কিছু উপকার আশা করা যায় তাহা বলাই বাহুল্য। উপরি উক্ত শাহ্‌জাদপুরের সরবরাহ সমিতির আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে ও তাহার সম্পর্কে সেক্রেটারীর বিষয়ে অনেক কিছু বলা যাইতে পারে। আজ মাত্র একটা কথার উল্লেখ করিতেছি। যিনি সমিতির সেক্রেটারী তিনিই আবার সরকারী বেতনভোগী সমিতির হিসাব পরিদর্শক (auditor) বহুদিন হইতে এইরূপ বলিয়া আসিতেছে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আজ পর্য্যন্ত আকষিত হইতেছে না? সমিতির ডিরেক্টরবৃন্দ ও খান সাহেব মওলবী মোয়াজ্জম আলী খান কি এবিষয় অবহিত হওয়া প্রয়োজন মনে করেন না? রিপোর্টার।

আমাদের নিবেদন

প্রিয় শিক্ষক ভ্রাতৃবৃন্দ,

দুনীয়ার সকলেই এখন জাগ্রত, উন্নতির জন্য সকলেই কর্ত্তব্যের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রত্যেকেই আপন স্বার্থ আদায় করিয়া লইতেছে। যাহারা আমাদের মত বিছিন্ন, তাহারা উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত, তাহারাই স্বার্থ হইতে বঞ্চিত। দলকে সকলেই ভয় করে। আমাদের কোন প্রকার শক্তিশালী দল বা সমিতি নাই। এই জন্য অনেকেই আমাদের এই ১২।১৪ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত নিউ-স্কীমের বিরুদ্ধে উহাকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত তুমুল আন্দোলন চালাইতে সাহস করিয়াছে। আবার আন্দোলনের অভাবে আমরা গবর্ণমেন্ট হইতেও তেমন কিছু আশা করিতে পারিতেছি না। সুপ্ত সিংহের মুখ-গহ্বরে মুষিক কখনও ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবেশ করে না। এস, একবার সাড়া দাও। আজ আমাদিগকে কঠোর সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। নিউ-স্কীমকে বাঁচাইতে হইলে, নিজেদের অভাব-অভিযোগের প্রতীকার করিতে হইলে, আমরা আছি বলিয়া দেখাইতে হইলে, নিখিল বঙ্গীয় নিউ-স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষক-সমিতি চাই। উহারই উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় শিক্ষা বিভাগের মহামান্য ডাইরেক্টর বাহাদুর মিঃ জে, এম্‌ বটমলী বি, এ, আই, ই, এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে বর্ত্তমান ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে নোয়াখালি শহরে নিখিল বঙ্গীয় নিউ-স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষক কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশনের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। ১৯২৯ ইং সনের এই ৩০শে সেপ্টেম্বর নিউ-স্কীমের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস। ভাইগণ! পথের দুরত্ব চিন্তা করিয়া, অথবা আর্থিক দণ্ডের কথা মনে করিয়া যদি কেহ আলস্য বশতঃ এই বিরাট উৎসবে যোগদান না করেন, তবে নিউ-স্কীমের প্রতি ঘোর অন্যায় করা হইবে। যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে আপনাদের প্রত্যেকের নিকট প্রাণের আবেগ লইয়া উপস্থিত হইতাম। ভাইগণ! ৩০শে সেপ্টেম্বর অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আমরা আশাকরি অভ্যর্থনা কমিটীর সেক্রেটারীর নিবেদন অনুসারে শীঘ্রই আপনাদের নিজ নিজ চাঁদা ও নাম পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। এবং আমরা ইহাও আশা করি যে, ২৯শে সেপ্টেম্বর বিষয়-নির্ব্বাচন-কমিটীতেও আপনারা উপস্থিত থাকিবেন। কেননা সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয় ঐদিন স্থির হইবে। নিউ-স্কীম মাদ্রাসার ছাত্র এবং উক্ত স্কীম সমর্থনকারী অন্যান্য ভদ্র মহোদয়গণকেও উক্ত কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি। ইতি।

নিবেদক—
আবদুল মজিদ, সেক্রেটারী, নোয়াখালী জিলা সমিতি।
মুহাম্মদ মুস্‌লিম " ঢাকা " "
এফ্‌ ফয়েজউদ্দিন আহমদ, সেক্রেঃ ত্রিপুরা " "
মুহাম্মদ আলী মোল্লা " বাখরগঞ্জ " "
মুহাম্মদ সুলতান " ময়মনসিংহ " "

আসাম সরকার ও মুসলমান

'নিরপেক্ষতা'র নমুনা

আসাম গবর্ণমেন্টের মুস্‌লিম-প্রীতির বহু নমুনা আমরা পাইয়াছি। সর্ব্ব-সাধারণের অবগতির জন্য আজ আর একটা বিষয় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। সিলহট জিলা মুস্‌লিম-অধ্যুষিত অঞ্চল। গত ১৯২১ ইংরেজীর সেন্সাস্‌ রিপোর্ট অনুসারে এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জন মুসলমান এবং ৩৫ জন হিন্দু বাকী অন্যান্য জাতীয়। এ জিলার মুসলমানেরা শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতায় কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে। যদিও সেদিন মাত্র ইহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুগামী হইয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদলকে বেকার সমস্যার সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইয়াছে।

আসাম গভর্ণমেন্টের ১৯১৪ ইংরেজীর মার্চ্চ মাসের ৪নং সার্কুলার অনুযায়ী এখানে গভর্ণমেন্ট অফিস সমূহে মুসলমানদের প্রাপ্য চাকুরীর অনুপাত '৬২ এবং হিন্দু '৩৮; অবশ্য ইহা গভর্ণমেন্টের কাগজপত্রেই সীমাবদ্ধ। কাজের বেলায় অফিসগুলি হিন্দু কর্ম্মচারিতেই পরিপূর্ণ। উপযুক্ত মুসলমান প্রার্থীরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও তাহাতে প্রবেশ করিবার সুযোগ ও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। কারণ, মুসলমানদের কোন মুরুব্বি নাই।

অন্যান্য অফিসাদির কথা বাদ দিয়া অদ্য শুধু পাব্‌লিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেন্টের কথাই ধরা যাক। এখানে মুসলমানের কোন স্থান নাই। চাকুরীতে তাঁহাদের একটা বড় অংশ থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই বিভাগের ২০।২৫ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে একজনও মুসলমান নাই। বহু যোগ্য মুসলমান প্রার্থী অনেক চেষ্টা করিয়াও ইহাতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অনেকেই গভর্ণমেন্ট এবং প্রাইভেট অফিসাদিতে ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত কাজ করিয়াছেন কিন্তু এই বিভাগে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই, এই অজুহাতেই তাঁহাদিগের বিষয় বিবেচনা করা হয় না অথচ সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হিন্দু যুবকের জন্য ইহার গতি-পথ মুক্ত। শুধু ইহাই নহে, অস্থায়ীভাবে কোন পদ খালি পড়িলেও মুসলমান-প্রার্থী তাহাতে স্থান পান না—ইহা হিন্দুদের জন্য একচেটিয়া। এমতাবস্থায় মুসলমানরা কিরূপেই যে এই বিভাগে অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন, তাহার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইহা ছাড়া কোন কোন উপরস্থ কর্ম্মচারীর মধ্যে মুস্‌লিম-বিদ্বেষ অতি তীব্রতর ভাবে বিদ্যমান।

আমরা সসম্মানে আসাম গভর্ণমেন্টের কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এই বিভাগটী যেমন গভর্ণমেন্টের খাস বা রিজার্ভ সাব্‌জেক্ট, তেমনি ইহার কর্ম্মচারীর পদগুলিও কি হিন্দুদের জন্যই রিজার্ভ রাখা হইয়াছে?

এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের স্বদেশবাসী ও সমাজের প্রতিনিধি কাউন্সিলের মুসলমান মেম্বার সাহেবানের কোন কর্ত্তব্য আছে কিনা জানিতে চাই?

আহমদ আলী—সিলহট্‌

বিরাট ধর্ম্ম সভা

এল্‌বার্ট হলের প্রতিবাদ

বিগত ১৬ই ভাদ্র রবিবার অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত পাবনা ওয়ায়েজ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে এক মহতি সভার অধিবেশন হইয়াছে। রাজসাহী বিভাগের স্কুল সমূহের অবসর-প্রাপ্ত ২য় ইনস্পেক্টর শ্রদ্ধেয় মওলবী মোহাম্মদ সুলায়মান সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উপস্থিত লোক সংখ্যা সহস্রাধিক হইয়াছিল। কলিকাতা আঞ্জমানে আহলে হাদিসের প্রচারক মওলবী আবদুল কাদের সাহেব জাতীয় ধন ভাণ্ডার বনামে বয়তুলমাল প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অতি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রোতৃবর্গ প্রচারক সাহেবের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া এক বাক্যে বয়তুলমাল তহবিল স্থাপন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। স্থানীয় আলেমবৃন্দ মওঃ বেলায়েতুল্যা মওঃ জেল্লুর রহমান, মওঃ আবদুর রহিম এম, এ, বি, টি, ও মওঃ এম তোরাব আলী বি, এল, প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় বয়তুল মালের উপকারিতা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বিগত ২২শে আগষ্ট কলিকাতা আলবার্ট হলে হিন্দু সভা নারী হরণ ও মুসলমান সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে অত্র সভায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। ১। কলিকাতায় আলবার্টহলে হিন্দুনারী রক্ষা নামে তাঁহার সত্য সনাতন ইস্‌লামের প্রকৃত স্বরূপ না বুঝিয়াই অন্যায় বক্তৃতা ও আলোচনার দ্বারা মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরাণের অবমাননা করিয়া যেরূপ অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, অনতিবিলম্বে অত্র সভা কংগ্রেস ও গবর্ণমেন্ট বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। ২। হিন্দু বক্তাবৃন্দ অালাময়ী বক্তৃতা দ্বারা সর্ব্বসাধারণ হিন্দুদিগকে মুসলমানদিগের প্রতি যেরূপ ভাবে উত্তেজিত করিয়াছে, ও মওঃ আহমদ আলী সাহেবের ন্যায় সঙ্গত আলোচনায় তাঁহার প্রতি সে রকম আপত্তিজনক আক্রমণ করিয়াছে এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। ৩। জনাব মওলবী আহমদ আলী ও জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবানের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া অত্র সভা হিন্দুদের অন্যায় আচরণের ও সরলা দাসীর হেয় আলোচনার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছে।

মোঃ মোসলেম উদ্দিন খাঁ; দি ওয়ায়েজ মেমোরিয়াল
পাবলিক লাইব্রেরী।

মস্‌জিদ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র

সাধরণের কাছে সাহায্য প্রার্থনা

'আল্‌-মুস্‌লিমে'র পাঠকবৃন্দ সকলেই অবগত আছেন যে, গত ৩১শে জুলাই তারিখে আমাদের ঝিনাইদহের হিন্দুদিগের ষড়যন্ত্রে ও অনুরোধে ১ম মুনসিফ বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ন্যায় বিচারের মস্তকে পদাঘাত করতঃ বিষয়খালির মসজিদ ঘরখানা এক মাসের মধ্যে এসেম মণ্ডলকে ভাঙ্গিয়া লইতে অন্যথায় ১মাস পরে শ্রীশ গাঙ্গুলীকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার হুকুম দিয়াছেন। কি হৃদয় বিদারক হুকুম, মুসলমানদের এবাদত গাহ মসজিদ ঘর বিজাতি কর্ত্তৃক ভাঙ্গিয়া ফেলিবার হুকুম!! স্থানীয় অধিবাসী মুসলমানবৃন্দ একে অতি দরিদ্র, তাহাতে হিন্দু জমিদারগণের অত্যাচার ও উৎপীড়নে সর্ব্বস্বহারা। অতি কষ্টে তাহারা মোকদ্দমা জজকোর্টে আপিল করিয়াছে, মসজিদ/ঘর ধ্বংস হওয়া ও খরচার ডিগ্রীজারি হওয়া এক্ষণে স্থগিত হইয়াছে। বিজাতি ও বিধর্ম্মী দ্বারা আমাদের এবাদত গাহ ধ্বংস হইলে, শুধু আমাদের অপমান নহে, সারা বাঙ্গালার বরং সারা পৃথিবীর মুসলমানদের এবং ইসলামের অবমাননা। তাই আজ আমরা সকাতর প্রার্থনা করিতেছি, হে মুসলমান ভ্রাতাগণ! হিন্দুদিগের এই অপমান, অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারিতার হাত হইতে নিজদিগকে রক্ষা করুন। আপনাদের মসজিদ আপনারা রক্ষা না করিলে আমরা স্থানীয় লোকে আর পারিয়া উঠিতেছি না। আশা করি দুনিয়ার প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতা ভগ্নি যে যাহা পারেন মসজিদ রক্ষার্থে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে বিমুখ হইবেন না।

প্রাপ্তি-স্বীকার

১। আকবর সেখ সাং করাইপাড়া
পোঃ ছায়েড়া—২৲
২। মওলবী গোলাম সোবহান
সাং হিজলাবট, পোঃ আজইল, নদীয়া ৩৷৹
৩। ডাক্তার জি, এ, কে, এম, গোলাম রসুল
পোঃ বাঁশদহা—১৷৹
৪। মওঃ মোঃ আবদুল করিম সাহেব
সাং দুর্লভপুর, ফলহরি, যশোহর—২৷৷৹
৫। করিমবখস্‌ মিঞা, করিমপুর, যশোহর—১৲
৬। মুনশী হেরাসতুল্লা, সাঃ ভুটীয়ার গাতি,
ঝিনাই দহ—১৲
৭। এ, আহমদ ম্যানেজার, জরারী বটীকা অফিস
পোঃ ফেণী, নওয়াখালী—৫৲
৮। হাজী সেরাজুদ্দীন সাঃ পেচুলিয়া,
পোঃ মঙ্গলবাড়ী (বোস্তরা)—৫৲
৯। চৌধুরী এ, এস, রইমুদ্দীন সাঃ গ্রামগুবাটী
পোঃ কান্দীয়া (রংপুর)—১৲
১০। এম হেলালুদ্দীন, বারাইপাড়া, পোঃ গড়াগঞ্জ
যশোহর—২৲

মঃ ২৪৲

যিনি যাহা পাঠাইবেন দয়া করিয়া নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন—

উকিল মৌঃ রফিউদ্দীন বি-এ, বি-এল, ঝিনাইদহ
যশোহর।

বিনীত—স্থানীয় গরিব মুসলমানবৃন্দ।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ১১ই আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

খুবই নূতন।—যতীন দাস দেবতা, মহাত্মা, মহাপুরুষ, অবতার ইত্যাদি অনেক কিছু হইয়াছেন? তাঁহার আত্মহত্যা কার্য্যটা দেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জনে পরিণত হইয়াছে। এইবার সতীন সেনের পালা। কংগ্রেসের নেতাগণও যখন তাঁহার অনশন ব্রত ভাঙ্গাইতে পারেন নাই; হাইকোর্টের হুকুমানুসারে সামান্য ৫০০৲ টাকার জামিন দিয়াও মুক্তি পাইতে সম্মত হন নাই, তখন তাঁহারই বা জীবনের আশা কোথায়? তাঁহার বা তাঁহার দলের হঠকারিতা চরমে উঠিয়াছে। লাহোরে ও বাঙ্গলার আরও অনেকেই খাদ্য বয়কট করিয়া জীবন বিসর্জ্জনের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। রোগটা সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইল। "ভোট রঙ্গে" একজন সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন, তাঁহার আত্মীয়া একটী মহিলা ৫ দিন যাবত পারিবারিক কাজকর্ম্মে ধর্ম্মঘট অনশনে দিন যাপন করিতেছেন। নানা চেষ্টায় তাঁহার অনশন-ব্রত ভাঙ্গান যাইতেছে না। এইবার প্রায়োপবেশন-কারিণী নারিগণ পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শক্তি ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন।

হায়দরাবাদ।—হায়দরাবাদের সংবাদে প্রকাশ, হায়দরাবাদের যুবরাজ বা ভাবী নেজাম আজমজাঃ বাহাদুর মহারাজা স্যর কিষণ প্রসাদের স্থলে প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিবেন; আর অন্যতম (কনিষ্ঠ) শাহজাদাঃ পররাষ্ট্র সচিবের পদে অভিষিক্ত হইবেন। হায়দরাবাদের ইতিহাসে ইহা একটী নূতন ঘটনা। এতাবৎ কাল হায়দরাবাদে শাহী খান্দানের—নেজাম বংশের কেহই উজীরের পদ গ্রহণ করেন নাই। প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে এইরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় নাই। শুনা যায় মহামান্য ওলী আহাদ (যুবরাজ) বাহাদুর ও দ্বিতীয় শাহজাদা তাহাদের পদোপযোগী 'ওজারত' (মন্ত্রীত্ব) বিভাগের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা লাভ করিতেছেন। মহামান্য নেজাম বাহাদুর ইহা একটী উপযুক্ত ব্যবস্থাই করিয়াছেন। ভাবী নেজাম রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীত্ব পদে কিছুকাল কাজ করিলে অনেক বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করিবেন এবং ভাবী-কালে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জিত হইবে। ২য় শাহ্যাদা স্বায়ী মন্ত্রী হইলে, রাজকোষের অনেকগুলি টাকা অন্য লোকের হস্তগত হইবে না। প্রজা-সাধারণের হিত-ব্রতে তিনি বিশেষ ভাবে ব্রতী থাকিবেন।

কংগ্রেসী প্রামা।—কংগ্রেসওয়ালাদের মতি গতি দেখিয়া, আস্তে আস্তে কংগ্রেস ভক্ত বড় বড় মুসলমান লীডারগণ কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কংগ্রেসের মুসলিম-বিদ্বেষ, জাতীয় স্বার্থপরতা, চালবাজী ইত্যাদির প্রমাণ পদে পদে পাইয়াও যে সকল স্বজাতিদ্রোহী মুসলমান উহার ধামা ধরিয়াই আছে, কংগ্রেসী হিন্দু পাণ্ডাদিগের চরণ সেবা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, তাহাদের ধমনীতে যে ইস্লামের পবিত্র শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, একথা কিরূপে বুঝিব? মুসলমান এত আত্ম-সম্মান-বর্জ্জিত, এত পরপদ-লেহনকারী, এত নির্লজ্জ ও বেহায়া-বেগয়রত হইতে পারে, এ কথা স্মরণ করিতে হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হয়। সামান্য অর্থের লোভে, একটু মৌখিক সহানুভূতি লাভের লালচে, মওলবী-মওলানা উপাধী লাভের আশায় যাহারা আত্ম-বিক্রয় করিতে পারে, তাহারা কি মুসলমান নামে অভিহিত হইবার যোগ্য? যাহাদের আত্মা এত নীচ, তাহারা কি জগৎ-বরেণ্য মুসলমান? তাহারা কি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেতাবওয়ালা ও আদর্শ মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর গৌরবান্বিত উম্মত? যে সব মুসলমান বিধর্ম্মীর পদলেহনকারী ও তাহাদের ধামা-ধরা, তাহারা মুসলমান জাতির ও মুসলমান নামের কলঙ্ক।

কালা-ধলা।—ষ্টীমার 'গোশেন' গ্লাস্গো হইতে কলম্বো যাইবার পথে গত ২৩শে সেপ্টেম্বর হোলিহেডে উপনীত হইয়াছে। উক্ত ষ্টিমার খানা সমুদ্র পথে প্রবল ঝড়ের মুখে আপতিত হওয়ায় জাহাজের নাবীকেরা সমুদ্র-পীড়ায় সংঘাতিকভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন ম্যাকডোন্যাল্ড লস্কর গণকে জাহাজের কার্য্য আরম্ভ করিতে বলায় পীড়িত শয্যাশায়ী লস্করগণ জানায় যে, এখনও তাহারা আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, সুতরাং তাহারা কাজ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। ভারতীয় লস্করদের সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ লস্করগণও একই আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কর্ত্তৃপক্ষ শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে টুঁ শব্দটি না করিয়া শুধু কৃষ্ণাঙ্গদিগকে বরখাস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছিলেন। বেতন, খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা এবং কাজের দিক দিয়াও শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ লস্করদের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাহা অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। তারপর, ব্যবহারের দিক দিয়াও যদি এইরূপ সৃষ্টি-ছাড়া ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তবে এ দেশীয় দরিদ্র লস্করদের জীবন্ত-সমাধি লাভ ছাড়া অন্য কোন গতি নাই। আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি যে, সমুদয় কষ্টসাধ্য ও বিপদ সঙ্কুল কর্ত্তব্যে এই কৃষ্ণকায় নাবিকেরাই সকলের অগ্রণী হইয়া থাকে, অথচ ব্যবহারের বেলা তাহারা যেন নগণ্য কুকুর বিড়াল! ইহাই কি বৃটিশ রাজের ন্যায়-নীতির প্রকৃষ্ট নমুনা?

সত্যার্থ প্রকাশ।—কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্ব-দূত 'রিউটার' খবর দিয়াছিলেন, সুলতান ইব্নে সউদের লণ্ডনস্থিত প্রতিনিধি হাফিজ ওয়াহ্বা রিউটারের কোন প্রতিনিধির নিকট নাকি বলিয়াছিলেন যে ফলস্তিনে মুস্লিম নর-নারীদের প্রতি যে ধর্ষণ-নীতি চলিতেছে, সে সম্বন্ধে তাঁর মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই। 'রিউটারে'র প্রদত্ত এই আজব সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল, আজ সেই সন্দেহ বাস্তবে পরিণত দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভই করিয়াছি। সুলতান ইব্নে সউদের প্যান-ইস্লামিজম্ বা বিশ্ব-মুসলিম-ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে যিনি বিন্দুমাত্র অবগত আছেন, তিনিই এইরূপ সংবাদে অবিশ্বাস না করিয়া পারিবেন না। সম্প্রতি অমৃতসরের বিখ্যাত আলেম মওঃ ইস্মাইল গজনভী সুলতান ইব্নে সউদের বৈদেশিক সচিবের নিকট হইতে যে টেলিগ্রাম পাইয়াছেন, তাহাতে 'রিউটারের' সংবাদকে absolutely nonsensical বা একদম ঝুঁট বলিয়া প্রতিবাদ করা হইয়াছে। টেলিগ্রামে ইহাও বলা হইয়াছে "হেজাজ ও ফলস্তিন দুই বিভিন্ন রাজ্য হইলেও সমগ্র ইস্লাম জগতের সঙ্গে সঙ্গে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে হেজাজ-সরকারের আন্তরিক সহানুভূতি ফলস্তিনের মজলুম ভ্রাতা-ভগ্নিদের জন্য রহিয়াছে। মুসলমানদের 'রক্ষা-কবচ' স্বরূপ ইস্লামী বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বকে ত্যাগ করিয়া মুসলমান যে আত্মহত্যা করিয়াছে, ইউরোপীয় তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদের চাল-বাজীতে পড়িয়া তাহারা কি পুনরায় সেই আত্মহত্যারই অভিনয় করিবে?

কাজের মানুষ হও।—বাঙ্গলার অল্প শিক্ষিত মুসলমান যুবকই হউন, কিম্বা উচ্চ শিক্ষিত যুবকই হউন, ইহাদের মধ্যে কাজের মানুষ খুব অল্পই দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেন জীবনী-শক্তি বা জিন্দাদিলী নাই; উৎসাহ-উদ্যম নাই; কার্য্যকরী শক্তি নাই; লেখা পড়া শিখিয়া চাকুরী করিব, ওকালতী করিব, পরিবার পরিজন লইয়া সুখে থাকিব, ইহাই ইহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। ম্যাট্রিক চতুর্থ বা তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র হইতে গ্রাজুয়েট পর্য্যন্ত—পক্ষান্তরে মাদ্রাসা পড়ুয়া বা মাদ্রাসা জুনিয়র সিনিয়র ও টাইটেল্ পাস্ পর্য্যন্ত ছাত্রগণও ঐ একই দশাপন্ন। তাঁহারা মনে করেন ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার হইব, হাই স্কুলের পার্শীয়ান টীচার হইব, কিম্বা জুনিয়র সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক হইব—ইহাই তাঁহাদের উচ্চ আশা ও চরম লক্ষ্য। এই সকল চাকুরী ও নওকরী করাই যেন শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। চাকুরীই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম কামনার জিনিষ। এই খিয়ালেই বাঙ্গলার মুসলমান যুবক মাটী হইতেছেন। সহস্র সহস্র চাকুরীর উম্মিদওয়ার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আর, যাঁহারা উকীল হইবার তাঁহারা উকীল হইয়া এক এক শহরে দল পুষ্টি করিতেছেন। সদর ছাড়িয়া মহকুমার যাওয়ার 'তকলিফ'ও তাঁহারা 'বরদাশ্ত' করিতে চান্ না। অথচ মহকুমা সমূহে মুসলমান উকিলের একান্ত অভাব। একমাত্র কুমিল্লা শহরে ৫৫।৫৬ জন মুসলমান উকীল আছেন, ঢাকায়ও ২০।২২ জন থাকিতে পারেন। বগুড়া অতি ক্ষুদ্র জেলা, সেখানেও ২০।২৫ জন উকীল জড় হইয়া আছেন। ভাল কথা, কিন্তু সেই ওকালতী ব্যবসায়েই বা তাঁহাদের তেমন মনোযোগ ও শ্রম-সহিষ্ণুতা কোথায়?

ভেজাল নিরাকরণ।—কলিকাতা কর্পোরেশন খাদ্য দ্রব্যের ভেজাল নিবারণের প্রচেষ্টায় অবহিত হইয়াছেন, সুখের বিষয়। কিন্তু কেবল আইন কানুনের কড়াকড়ি দ্বারা এ রোগের প্রতীকার হইতে পারে না। লোকের মধ্যে ধর্ম্ম-জ্ঞান ও নৈতিক জ্ঞান না থাকিলে তাহারা অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জনের নূতন নূতন ফন্দি-ফেরেব বাহির করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ঘৃতে চর্ব্বি (এমন কি সাপের চর্ব্বি, ধাপায় মৃত জীব-জন্তুর গলিজ চর্ব্বি), মহুয়ার তেল, চীনাবাদামের তেল, আরও কত কি আলাই বালাই মিশান হইত, কতকটা খাঁটী ঘৃতও পাওয়া যাইত; কিছুদিন হইতে যে ভেজিটেবল ঘৃত বা বনস্পতির ঘৃত বাহির হইয়াছে, উহা আজকাল ঘৃতে খুব অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইতেছে। এমন কি উহা কলিকাতা ছাড়াইয়া মফঃস্বলেও প্রবেশ করিয়াছে। মফঃস্বলের গোয়ালাগণ ঐ অপূর্ব্ব পদার্থ (?) ঘৃতে মিশাইয়া, খাঁটী ঘৃতের 'দফা—রফা' করিয়াছে। এখন আর খাঁটী ঘৃত খুজিয়া পাওয়া যায় না। তেল সম্বন্ধেও ঐ কথা। তেলের বড় বড় কলগুলিতে তৈলাক্ত বীজ-মাত্র হইতেই তেল বাহির করিয়া, সেই বিষাক্ত পদার্থ মানুষের খাদ্যরূপে দোকান সমূহে প্রস্তুত রাখা হয়। ঘানির তেল বলিয়া যাহা বিক্রয় করা হয়, তাহাতে বাজে তৈলাক্ত বীজের নির্য্যাস কিছু কম থাকে। কলু নামক জীব-গুলি একটা বা দুইটা ঘানি গাছ রাখিয়া, লোককে ধোকা দিয়া ঐ কলের তেলই ঘানির বলিয়া বিক্রয় করে। হয়ত তাহাদের ঘানিতে ॥০ মণ বা ৬০ মণ তেল সারা দিনে তৈয়ার হয়, কিন্তু দৈনিক বিক্রয় করে ২/—৪/ মণ তেল; এত ঘানির তেল আইসে কোথা হইতে? তার পর, আটায় ভেজাল, ময়দায় ভেজাল, সুজিতে ভেজাল, দালে ভেজাল, দুধে ভেজাল, মধুতে ভেজাল, চিনিতে ভেজাল, বার্লিতে ভেজাল, এরারুটে ভেজাল—ভেজাল নাই কিসে? চাউলেও অনবরত ভেজাল—মোটা-সরুতে, নূতন-পুরাতনে ভেজাল চলিতেছে।

ভেজালে মাপকাটি।—তদ্ব্যতীত জিরা, গোলমরিচ, মৌরী, তোপমারী, ইসবগুল, সরিষা, তিল, ধনে, কালজিরে, জোয়ান প্রভৃতি জিনিষে, ছোলা প্রভৃতি শস্যে কত মাটী, কত কাঁকর, কত আবর্জ্জনা মিশান হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ বিষয়ে মাড়ওয়াড়ী ব্যবসায়িগণ সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই ধর্ম্ম-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত নীতি-জ্ঞান-হীন অর্থ-পিশাচ মরুবাসী বক-ধার্ম্মিক-রূপী ব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ের খাতিরে, অর্থোপার্জ্জনের জন্য এখন কোনও কুকার্য্য নাই, যাহা করিতে পারে না। জীব-হিংসায় বিরত বলিয়া নামধারী জৈনগণও এ বিষয়ে বিশেষ নামযাদা। সুদূর হিন্দুস্থানের বহু আড্ডা হইতে তাহারা কাঁকর, ইঁদুরের মাটী প্রভৃতি স্থানীয় লোকের দ্বারা সংগ্রহ করিয়া শস্যাদিতে মিশায়। হয়ত ১/ মণ কাঁকর বা ইঁদুরের মাটী সংগ্রহ করিতে ৵০ খরচ হয়; উহা ১০/—১৫/ মণ শস্যে মিশাইতে পারিলে তাহাদের কত লাভ হিসাব করিয়া দেখুন। ১/ মণ ছোলার দাম ৬৲—৭৲ টাকা হইলে, তাহাতে ৴২০ দুই পয়সা মূল্যের /২—/২॥০ সের কাঁকড় বা ইঁদুরের মাটী মিশাইতে পারিলে /০—।৵০ লাভ মণ প্রতি এখানেই আসিয়া গেল। সুতরাং খরিদ দামে বিক্রয় করিলেও লাভ এক প্রকার পোষাইয়া যায়। মফঃস্বলের নানা স্থানে কৃত্রিম ঘৃত তৈয়ারীর কারখানা আছে। যখন মফঃস্বলের ঘৃত কলিকাতায় আইসে, তখনও কঠোর ভাবে উহার পরীক্ষা করা উচিত। আর কৃত্রিম খাদ্য জিনিষ আমদানীকারক এবং বিক্রেতা-দিগকে কেবল মাত্র অর্থ দণ্ড করিলে কোন ফল হইবে না, উহাদের জন্য কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ইহার জন্য আইনের পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ব্যবস্থাপক সভায় তাহারও ব্যবস্থা করা বিহিত। কলিকাতার ন্যায় বৃহৎ শহরে খাঁটি দুগ্ধ পাওয়া কঠিন। এই যে কো-অপারেটিভ সোসাইটীকে কর্পোরেশন খাঁটী দুগ্ধ যোগাইবার জন্য ৫০ হাজার টাকা কিংবা তদপেক্ষাও অধিক টাকা ধার দিয়াছেন, তাঁহারা কি খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ করিতেছেন? ক্রিমতোলা দুধ, ভয়সের দুধ, বাসী দুধ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অখাঁটি দুগ্ধই তাঁহারা চালাইয়া দিতেছেন।

কর্পোরেশনের চেষ্টা।—বৈঠকখানার বাজারে রোজ যে দুগ্ধ প্রধানতঃ খুলনা লাইন হইতে আমদানী হয়, তাহা আর কো-অপারেটিভ সোসাইটীর দুগ্ধে কতটা প্রভেদ? তারপর মেড়ুয়া উড়ে দুগ্ধ-ব্যবসায়ীরা যে দুগ্ধ চতুর্দ্দিক হইতে আমদানী করে, তাহা দুগ্ধ নামে অভিহিত সাদা পানী মাত্র। উহাতে সের প্রতি এক পোয়া হইতে আধ সের পর্য্যন্ত পানী আছে অথচ তাহাও ।০—৴০ দরে সের বিক্রয় হয়। উহাতে ভয়সের দুধ অধিকাংশ শিশুর পক্ষে কি বিষম অপকারী। চা-খানা, কুলফী বরফ, ফিরনী প্রভৃতিতে এবং সাধারণ খাদ্যরূপে ইহা এবং বৈঠক খানার বাজারের আমদানী করা মহা অপকারী দুগ্ধ রোজ বোধ হয় দুই হাজার আড়াই হাজার মণ বিক্রয় হইয়া থাকে। এই দুগ্ধের দোষেই কলিকাতায় শিশু মৃত্যুর এত আধিক্য। তারপর, কলেরা, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগ ত লাগিয়াই আছে। কলিকাতার ঘোল ওয়ালাদের ঘোলের হাঁড়িগুলি অফুরন্ত। প্রথমে ঘোল ক্রয় করিয়া একবার পানী মিশায়, তারপরে যতই বিক্রয় করিতে থাকে, পথে কলের পানী ততই ঢালিতে থাকে। শেষ অবস্থায় ঘোল নামক পদার্থের কোন অস্তিত্বই উহাতে থাকে না। এই বেঈমান বেহায়ার দল অর্থো-পার্জ্জনের জন্য ধর্ম্ম-জ্ঞানে ও বিবেক-জ্ঞানে জলাঞ্জলী দেয়। যাহা হউক, কর্পোরেশনের নূতন উদ্যমের ফল কতদূর কার্য্যকরী হয় দেখা যাউক। শুনিলাম, কর্পোরেশনের খাদ্য পরীক্ষক ডাক্তার ব্যতীত স্বাধীন ব্যবসায়ী ডাক্তারদিগকে এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে, আশা করা যায়, লোকের উপকারার্থে অনেক ডাক্তারই দৈনিক ২।১ ঘণ্টা করিয়া খাটিয়া কর্পোরেশনের সাহায্য এবং দেশবাসীর উপকার করিবেন। ভেজালের জড় বুনিয়াদ পর্য্যন্ত খুঁড়িয়া ফেলা আবশ্যক। অসৎ ব্যবসায়ীদের এখন হইতে সাবধান হওয়া উচিত। ঘুষ রেশওতের ব্যাপার এই উপলক্ষে গরম না হয়। মিঠাই মুণ্ডার দোকানে ইদানীং কেবল ভেজিটিবল ঘৃতই ব্যবহৃত হইতেছে। ইহার গতি রোধ না হইলেই নয়। মুসলমানদিগের "শিরমাল" নামক উৎকৃষ্ট রুটিতেও আজ কাল ভেজিটেব্ল ঘৃত ব্যবহৃত হইতেছে; সুতরাং উহার সে উৎকৃষ্টতা আর নাই।

কংগ্রেস ও রায়ৎ।—কংগ্রেস ও স্বরাজ্য-দল এতকাল হাঁকিতে ছিলেন যে, আমরা দেশের সর্ব্ব-সাধারণের প্রতিনিধি এবং প্রজা অর্থাৎ রায়ৎ সম্প্রদায়ের প্রকৃত হিতৈষী। কিন্তু গতবারে কংগ্রেসী ও স্বরাজী দল বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রজাস্বত্ব আইন পাসের বেলায় গভর্ণমেণ্ট ও জমিদার পক্ষে ঢলিয়া পড়িয়া প্রজা অর্থাৎ রায়ৎ সাধারণের যে মহা অনিষ্টসাধন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। তাঁহারা জমিদারদিগের ধামা-ধরারূপে অতি নির্লজ্জ ভাবে দেশের মেরুদণ্ড-স্বরূপ প্রজা-সাধারণের মুণ্ডপাত করিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন নাই। কাউন্সিলে জমিদার সংখ্যা অত্যধিক, আবার কংগ্রেস এবং স্বরাজ্য-দলেও কতিপয় জমিদার আছেন; জমিদার-বৃন্দ এবং জমিদারের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষীর দল ত খুবই পুরু। জমিদার দলের সঙ্গে মাখামাখি ও 'দোস্তি-মহব্বৎ' থাকিলে আর্থিক সাহায্যের অনেকটা আশা আছে, সেইজন্যই কংগ্রেসী ও স্বরাজী-দল কাউন্সিলে প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনা কালে অতি নির্লজ্জ ভাবে প্রজা ও রায়ৎ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা ও নিমক-হারামী করিয়াছেন। কিন্তু দেশের জন-সাধারণ এমনই বোকা ও হিতাহিত-জ্ঞান-শূ

যে, এই কংগ্রেসী ও স্বরাজী-দলকেই অধিক পরিমাণে ভোট দিয়াছে। ইহার একটি কারণ আছে, বঙ্গদেশে হিন্দু কৃষকের সংখ্যা কম, সুতরাং তাহারা স্বরাজী ও জমিদারদিগকেই বেশী ভোট দিয়াছে। মুসলমান-দিগের অধিকাংশ কৃষক শ্রেণীভুক্ত; কাজেই এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাহারাই সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে। তাহারা জমিদার এবং স্বরাজী মুসলমানদিগকে খুব কম ভোটই দিয়াছে। এক্ষেত্রেও হিন্দুর বিশেষতঃ কংগ্রেসের এবং স্বরাজ্য-দলের মুস্‌লিম-বিদ্বেষের পরিচয় বিলক্ষণ পাওয়া যায়। বীরভূমের প্রোফেসার ব্যানার্জ্জী প্রজা-পক্ষ সমর্থন করিয়া স্বরাজ্য দলের কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দেশের প্রজা সাধারণ ও ভোটারগণ তাঁহার গুণের মর্য্যাদা বুঝিয়া তাঁহাকেই ভোট দিয়া কাউন্সিলের সদস্য করিয়াছেন। অন্যান্য জেলার ভোটারগণ এইরূপ সদ্বুদ্ধির পরিচয় দিলে কংগ্রেসী ও স্বরাজী দল অধিক সংখ্যক কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে পারিতেন না।

শব্দভানী বিল।—গত সোমবার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সর্দ্দার বিবাহ বিলখানি ৬৭-১৪ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। যেরূপ অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে যে ইহা নিরাপত্তে গৃহীত হইবে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষের নিম্ন-বয়স্কা বালিকার বিবাহ আইন অনুসারে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। যখন বিলখানি পাস হইয়াই যাইবে দেখা গেল, তখন কয়েকজন মুসলমান সদস্য সভা গৃহ ত্যাগ করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। আর যে সমস্ত মুস্‌লিম সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র মিঃ আবদুল মতিন চৌধুরী বিলটির বিপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। অন্যান্য মুস্‌লিম সদস্যগণ মুসলমান জনসাধারণের মতকে পদ-দলিত করিয়া দেশ-দ্রোহীতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমানে কিছু বলিবার নাই। কারণ দেশবাসী এক্ষণে তাঁহাদের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, ঐ সকল সদস্য আগামী নির্ব্বাচন-যুদ্ধে হয়ত নামিবেন না। সেই জন্যই তাঁহারা এই প্রকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। অন্যথায়, যাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে, সে নদী পার হইয়া কুমারকে কলা দেখাইতে পারে না। এই সমস্ত সমাজদ্রোহী ব্যক্তি যে নিতান্ত দয়া ও ক্ষমার পাত্র, তাহা বলাই বাহুল্য। পাশ্চাত্য মোহাক্রান্ত সমাজ-ধ্বংসকর সংস্কারকামী সদস্যবৃন্দ আজ এই বিলখানির সমর্থন করিয়া বৈদেশিক শাসনের নিকট যেরূপভাবে আত্ম-বিক্রয় করিলেন, তাহার তুলনা কোন দেশে আছে বলিয়া জানিনা।

ভবিষ্যৎ তমসাবৃত।—আজ ভারতের অধিবাসীবৃন্দ স্বাধীনতা পাইবার জন্য একদিকে যেমন সংগ্রামে লিপ্ত আছেন, অন্যদিকে আবার তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় নিতান্ত আহ্‌মকের ন্যায় সামাজিক সংস্কারের আশায় ইংরাজ সরকারের আইনের শৃঙ্খলে নিজেদিগকে আরও দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত করিতেছেন। বর্ত্তমান ভারতের পক্ষে ইহা অপেক্ষা কলঙ্কের বিষয় আর কি হইতে পারে? এই আইনে দুনিয়ার চক্ষে ইহাই প্রমাণিত হইল যে ভারতবাসী নারীর সম্মান বুঝে না—তাহাকে সম্মান করিতে জানে না। মিস্ মেয়োর উক্তি এই আইনের দ্বারাই কার্য্যতঃ না হউক আইনতঃ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বৈদেশিক শক্তি মনে করিবে যে, ভারতবাসিগণ এতদিন বিবাহের নামে অল্প-বয়স্কা বালিকাদিগের উপর নানা প্রকার অকথ্য অত্যাচার অবিচার করিয়া আসিয়াছে; যদিও ইহার মূলে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই। জগৎ চক্ষে ইহা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছি যে, এতদিন হইতে আমরা যে স্বাধীনতার দাবী করিয়া আসিতেছি, তাহার উপযুক্ত আমরা এখনও হই নাই। ইহা অপেক্ষা অবিবেচক কার্য্য আর কি হইতে পারে? তদুপরি এই বিলের কল্যাণে দেশের মধ্যে যে দুর্নীতি ও অরাজকতার সৃষ্টি হইবে, মামলা মোকদ্দমার বহর ও তথাকথিত শান্তিরক্ষী পুলিসদের অত্যাচার ও অবিচারের ঢেউ বাড়িয়া যাইবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। আজ নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এক শ্রেণীর জীব যে প্রচেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা যে নারীর অসম্ভ্রমই হইবে, তাহা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রস্তুত হও।—আজ যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া আর সময় ক্ষেপণ করা কোন মতেই সমীচীন নহে। এখন প্রত্যেক জ্ঞানী জনের উচিত, যাহাতে দেশের মধ্যে কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা অনুষ্ঠিত হইতে না পারে তাহার চেষ্টা করা। এখন দেশময় এমন তুমুল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতে হইবে যেন, মুসলমানগণ এই বিল কখনই গ্রহণ করিতে না পারে। আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, ব্যবস্থা-পরিষদের কাতপয় মুস্‌লিম সদস্য বড়লাটের নিকট এক ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। বড়লাট উক্ত ডেপুটেশনের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে বলিয়া আশা দিয়াছেন। এখন কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। আজ মুস্‌লিম-দ্রোহী কতকগুলি হিন্দু যে অনাচারের স্রোত দেশের মধ্যে বহাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে ভারতের দশ কোটী হর্য্যক্ষ-শিশুকে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ভারতের পল্লীতে পল্লীতে এই আইনের প্রতিবাদ করিয়া সভা করিতে হইবে ও সেই সভার রিপোর্ট রাজ-প্রতিনিধি এবং ভারত সচীবের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আমাদের দেখাইতে হইবে যে, শিমলা-শৈলে অবস্থান করিয়া অর্দ্ধশতাধিক দেশ দ্রোহী আরব সাগর ও বঙ্গ সাগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে বহ্নি জ্বালাইয়া দিল, তাহা সহজে নির্ব্বাপিত হইবার নহে। সেই অগ্নি যখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িবে তখন ঐ সমস্ত লোকই আবার ধ্বংস হইবার ভয়ে এই আগুন নিভাইবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। মুস্‌লিম সমাজের পক্ষে এক্ষণে এই বিলের প্রতিবাদ করা ফরজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, যদিও তাহার ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বাল্য-বিবাহ বা যুব-বিবাহের কোন প্রকার বিধি-নিষেধ নাই, তথাপি যখন তাহার সুন্নত কার্য্যে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয় তখন প্রত্যেক মুস্‌লিমের সেই অনাচারের বিরুদ্ধে সেই প্রতিবন্ধকতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হওয়া ফরজে আয়েন। যদি তুমি প্রকৃত মুসলমান হও, ইস্‌লামের প্রতি যদি তোমার বিন্দু মাত্র ভক্তি থাকে, যদি তুমি খায়রুল বাশার হজরৎ মুহাম্মদ মুস্তফার (দঃ) উম্মত হওয়ার দাবী কর, তবে ঐ শুন আঁ হজরৎ বলিতেছেন:—

من تمسك بسنتي فله اجر مياة شهيد - (حديث)

এখনও কি তুমি বধিরের ন্যায়, জড় পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া থাকিবে?

হীনতার আরোপ।—স্পেন হইতে মুসলমানদিগকে বিধ্বস্ত বা বিতাড়িত করিবার নেক খেয়াল যেদিন ইউরোপীয় খৃষ্টানদিগের মগজে প্রবেশ লাভ করিল, সেদিন মুস্‌লিম-দলনের নানাবিধ উপায় ও পন্থা আবিষ্কারেরও অভাব অনুভূত হইল না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, প্রুশিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি খৃষ্টান দেশের জ্ঞাতি গোষ্ঠিদের পরামর্শ ও প্ররোচনায় স্পেনীয় খৃষ্টান প্রজারা বিনা কারণে মস্‌জিদে ঢুকিয়া শত শত মুসলমানের চোখের উপর কোরাণকে বে-ইজ্জৎ করিল, প্রকাশ্য সভাসমিতিতে রসুলকে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করিল, মস্‌জিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনদের ধরিয়া প্রকাশ্য পথের উপর হত্যা করিল। মুসলমান বাদশাহগণ বিচার করিয়া অপরাধীদিগকে ফাঁসী দিলে তাহাদের লাশ লইয়া খৃষ্টানগণ সমগ্র ইউরোপময় ঘুরিয়া বেড়াইল, ক্রন্দন ও কোলাহলে ইউরোপীয় খ্রীষ্টান নর-নারী দিগকে মুসলমানের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। ফলস্তিনের ইহুদীরাও দেখিতেছি, মুস্‌লিম-নিধনের সেই সনাতন পন্থারই অনুসরণ করিতেছে! কয়েকদিন পূর্ব্বে ইহুদীরা ঘোষণা করিয়াছিল যে, হিব্রণে ইহুদী মুসলমানে যে মারামারি হইয়াছিল, তাহাতে মুসলমানেরা ইহুদী নিহত ব্যক্তিদের লাশগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছিল। ইহুদীদের আবেদনের ফলে গবর্ণমেণ্ট এক অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়া পনরটী মৃতদেহ কবর হইতে খুঁড়িয়া বাহির করেন। এই পনরটি মৃতদেহের মধ্যে একটির গায়েও কোনরূপ অত্যাচারের চিহ্ন পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহুদী মিথ্যাবাদীদের মিথ্যার হাঁড়ি আজ হাটের মাঝখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এ কথা সত্য যে, দুর্ভাগ্য মুসলমানের বহুদিক দিয়া পতন ঘটিলেও লাশের প্রতি অত্যাচার করিবার মত হীনতা আজও তার চরিত্রে প্রবেশ করিতে পারে নাই। গত কলিকাতা দাঙ্গার সময় দেখিয়াছি, যে পাড়াতে হিন্দুর সংখ্যা অল্প এবং মুসলমানের সংখ্যা বেশী সেখানে হিন্দুর গায়ে আঁচড়টীও লাগে নাই—কিন্তু যে পাড়ায় হিন্দুর সংখ্যা শতকরা আটানব্বই নিরানব্বই আর মুসলমানের সংখ্যা শতকরা দুই বা এক সেখানে কেহ হিন্দুদের হাত হইতে রেহাই পাইতে পারে নাই।

হিন্দু-প্রোপাগেণ্ডা।—'Indian News' নামক একখানা পাক্ষিক পত্র বিলাত হইতে প্রকাশিত হয়। এই কাগজখানা হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং, হিন্দু-প্রীতি ও সঙ্গে সঙ্গে মুস্‌লিম-বিদ্বেষই যে কাগজখানার মূলমন্ত্র হইবে, তাহা ত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সম্প্রতি নেহরু রিপোর্ট সমর্থন কারয়া উক্ত কাগজখানা অনেক আবল তাবল বকিয়াছে। কাগজের এক জায়গায় আছে—"Various other sections of Muslims have rallied to the support of the All-India demand—the Nehru Report. If the present negotiations are successful the only Muslim dissentients will be the coterie represented by the Aga Khan and Sir Muhammad Shafi. It is curious, however, that this section should receive the unstinted support of, and publicity in, the British press." অর্থাৎ ইহার মতে একমাত্র আগা খাঁ ও স্যর মুহাম্মদ শফীর "মুষ্টিমেয় বন্ধু বান্ধব" ছাড়া আর সকলই নাকি নেহরু রিপোর্টের পতাকা তলে দলে দলে সমবেত হইয়াছে। উক্ত 'ইণ্ডিয়ান নিউজ' আনুসারী, আবুল কালাম প্রভৃতি একনিষ্ঠ হিন্দু-ভক্তদের সৃষ্ট কথাকথিত মুস্‌লিম ন্যাশনেল্ পার্টির যথেষ্ট স্তুতিবাদ কারয়া বিলাতের বৃটিশ সংবাদপত্রগুলি নেহরু রিপোর্ট-বিরোধী মুসলমানদের কথা এত শুনে কেন, তাঁহাতে বিস্ময় প্রকাশ কারয়াছে। সত্যের অপলাপ কিরূপে করিতে হয় হিন্দুরাই আজ জগৎবাসীকে তাহা ভালরূপে শিক্ষা দিয়াছে। তবে, কাগজ-খানায় "মুসলমান দুর্ব্বৃত্তের নারী-হরণের" কাহিনী স্থান পাইলে 'সোনায় সোহাগা' হইত। ভারতের পনর আনা মুসলমান নেহরু রিপোর্টকে ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। যারা "মুস্‌লিম ন্যাশনেল পার্টি" গঠন করিয়াছে, তারা যে মুসলমানের কেউ নয়, জিন্নার মত সত্য-সন্ধ নেতাও তাহা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ, এই বেহায়া কাগজখানা আজ কি হীন উপায়ে সত্যের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া বিলাতের জনসাধারণকে ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে! মুসলমানের ন্যায্য দাবী-দাওয়াকে দাবাইয়া রাখিয়া আজ হিন্দুরা তা'কে কিরূপে ক্রীতদাসে পরিণত করিতে চাহিতেছে, হিন্দুর জগৎ-জোড়া ষড়যন্ত্র হইতেই তাহা স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে। মুসলমান কি এখনো দুই 'ম' কারের উপাসনাতেই লিপ্ত থাকিবে?

ভদ্র লোকই বটে।—সেদিন এলবার্ট হলের হিন্দু-সভায় হিন্দু গুণ্ডাগণ মওঃ আহমদ আলীকে গালি গালাজ করিয়াছিল, প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিল। কিন্তু হিন্দু-ব্রাহ্ম দলের কোন সংবাদ-পত্রই সে কথা স্বীকার করেন নাই, বে-মালুম হজম করিয়াছেন, ধামা চাপা দিয়াছেন, বরং সাফাই গাহিয়াছেন। আর সারদা বা সর্দ্দার বিলের প্রতিবাদ-কল্পে টাউন হলে যে সনাতনী হিন্দুদের সভা হইল, সে সভায় কাসেম বাজারের মহারাজা সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, আর পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী 'মকরর' হইয়াছিলেন প্রধান বক্তা। সেই সভা আরম্ভ হইতেই ভৌতিক কাণ্ড শুরু হইয়া গেল। ইহা যেন ছিল দক্ষ-যজ্ঞে ভূতনাথ মহাদেবের ভূত-প্রেতের তাণ্ডব লীলা!! সরদার বিলের পক্ষপাতী চরম-পন্থী যুবকদিগের সাহায্য-কারিণী ছিলেন মহিষ-মর্দ্দিনী জয়-চামুণ্ডা-রূপিণী নারী-বাহিনী। জুতা পয়জার ছুড়া হইতে লাঠি, ছাতা, ছড়ি দ্বারা প্রহার, চেয়ার ছুড়া ছুড়ি ইত্যাদি সভ্য (?) জনোচিত সর্ব্বপ্রকার মারামারির ব্যবস্থাই ছিল। বামুন পণ্ডিতের টীকি ধরিয়া টানাটানিও বাদ যায় নাই; গলায় গামছা বা চাদর লাগাইয়া টানাটানি হইয়াছিল কি না, সে রিপোর্ট সঠিক আমরা পাই নাই। সনাতনী দলের বামুন-সম্পাদিত "দৈনিক বসুমতী" ইহাকে উগ্র-পন্থী তরুণ দলের গুণ্ডামী আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন, আর তরুণ দলের নরুণ-ধারী বাজারী দল এই ক্ষেত্রে খুব বাহাদুরী দেখাইয়াছেন; দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রধান পার্ট লইয়াছিলেন ঐ বাজারী ও সংগঠনী দলের পাণ্ডাগণ। সুতরাং দুই দলের কথাই যদি সত্য হয়, তবে সমগ্র হিন্দু দলই গুণ্ডা শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে। আংশিক সত্য হইলেও গুণ্ডা উপাধী হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না। নারীদলের বাহাদুরীটা লক্ষ্য করিবার বিষয়, এইবার তাহাদের দ্বারা "ভারত-উদ্ধার" কার্য্য অতি সহজেই সম্পন্ন হইবে। কারণ, তাঁহারা আদর্শ বীরাঙ্গনা বটে।

"এক ভস্ম আর ছার, দোষ-গুণ কব কার?
এযে দুইই সমান।"

কাসেম বাজারের প্রবীণ মহারাজার এরূপ বর্ব্বর সভায় না গেলেই ভাল হইত। হিন্দু সভ্যতাও উন্নতির উচ্চ সোপানে কতদূর উঠিয়াছে, ইহা তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। বাজারী দলের পাণ্ডাগণ সেদিন মওলবী আহমদ আলী রূপী নেতৃত্বকেও তেড়ে আসিয়াছিল। সংবাদপত্র সেবী-দিগের মধ্যেও এমন বর্ব্বরতা থাকিতে পারে?

আমাদের অর্থ-সমস্যা

—:*:—

আমাদের অর্থ-সমস্যা যে সত্যসত্যই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। নবাব বাদশাহ্‌গণের আমলে নাকি আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল ছিল, ঐতিহাসিকগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের শোচনীয় আর্থিক অবস্থা দর্শনে নবাবী আমলের কাহিনীকে স্বপ্ন-কাহিনী বলিয়াই মনে হয়। আমাদের যা দরিদ্রতা, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমাদের এই মূর্ত্তিমতী দরিদ্রতা দূরীকরণের জন্য, আমাদের এই অতি ভাষণ ও অতি জটিল অর্থ সমস্যা সমাধানের জন্য এবং দেশের উন্নতি অবনতির জন্য দায়ী গবর্ণমেণ্টকে একটুও মাথা ঘামাইতে দেখা যায় না। দেশের তথাকথিত নেতা স্বরাজিগণ জমিদারদের সহিত মিলিত হইয়া দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ প্রজাগণের সর্ব্বনাশ সাধন পূর্ব্বক দেশোদ্ধারের মহা চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত আছেন! আর, আমাদের মুসলমান সমাজের তথাকথিত নেতাগণ কেহ মন্ত্রী হইয়া, কেহ মালসী সাজিয়া, সমাজের মহা হিতসাধনে (!) ব্রতী হইয়াছেন! কিন্তু আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ঐ ভাবে দেশের ও সমাজের সেবা করিতে করিতে দেশ ও সমাজ বলিতে যাহাদিগকে বুঝায়, তাহারা বাস্তবিক পক্ষে ধরাপৃষ্ঠ হইতে উৎসন্ন হইয়া যাইবে। তখন দেশের ও সমাজের হিতের জন্য আর কোন চেষ্টা করারই দরকার থাকিবে না।

ধনবৃদ্ধি ও ধন সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে অর্থাগমের বহু প্রকার উপায় আপনাপনি জুটিয়া যায়। টাকায় টাকা হয়—একথাটি অত্যন্ত সত্য কিন্তু টাকা না থাকিলেও টাকা উপার্জ্জন করা যায়, এ কথাটি সপ্রমাণ করা কঠিন নহে। আসল কথা সেদিকে লক্ষ্য ও চেষ্টা থাকা চাই। অর্থাগমের যত উপায় আছে, তন্মধ্যে বাণিজ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায়। ইহা দ্বারা রাজ্য বিস্তার, জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন প্রভৃতি কার্য্য সহজ সাধ্য হইয়া পড়ে। যাঁহারা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকেন, তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিন। যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্পর্কে কাজকর্ম্ম করিয়া খান, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা কোন কোন লোকের চাইতে সচ্ছল। তাঁহারা বিনা মূলধনেই ধন উপার্জ্জন ও ধন সঞ্চয় করিতে পারেন।

এসম্বন্ধে একটা গল্প আছে। একদিন এক গরীবের ছেলে একটা মৃত ইঁদুর হাতে করিয়া পথ চলিতেছিল। পথের পার্শ্বে এক বড় লোকের বাড়ী ছিল। বড়লোকটী তাঁহার প্রিয় বিড়ালটী লইয়া বাড়ীর ফটকে খেলা করিতেছিলেন। মৃত ইঁদুর দেখিয়া বিড়ালটী লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মিউ মিউ করিতে লাগিল। বড় লোকটী বালককে ডাকিয়া তাহার হাতের মৃত ইঁদুরটী বিড়ালকে খাইতে দিতে বলিলেন। বালকটি বিড়ালের সামনে মৃত ইঁদুর ফেলিয়া দিল। সে ইঁদুরের মূল্য বাবদ খানিকটা ময়দা পাইল।

সেই ময়দা দিয়া সে অল্প কিছু খাবার তৈয়ার করিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া তাহা বিক্রয় করিল। তাহাতে তাহার বেশ লাভ হইল। পরে সে আরও বেশী পরিমাণ খাবার তৈয়ার করিয়া পথে পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া খাবার বেচিতে লাগিল। কিছুদিন পর সে একটি দোকান খুলিয়া ফেলিল। ক্রমে ক্রমে সে ঐ অঞ্চলের এক নামজাদা কারবারী লোক বলিয়া গণ্য হইল।

কিন্তু ব্যবসায় বাণিজ্যে যেটুকু অধ্যবসায়, উদ্যম ও অভিজ্ঞতা থাকার দরকার তাহা না থাকার জন্য অনেক সময় অনেক যুবক ভয়ানকভাবে ঠকিয়া যান। ফলে তাঁহাদের অর্থসমস্যা আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়।

সমবায় সমিতি বা যৌথ কারবার অর্থ-নৈতিক সমস্যা সমাধানের এক যুগোপযোগী উপায়। এই উপায় ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে খুবই সাফল্য লাভ করিয়াছে। জাপান, তুর্কীস্তান প্রভৃতি প্রাচ্যের স্বাধীন দেশেও এই উপায়ে অর্থসমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সে চেষ্টা একেবারে বৃথা হয় নাই। কিন্তু পরাধীন ভারতে এই উপায়ে অর্থসমস্যার সমাধান হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাব আমাদের মধ্যে যতই প্রবল হইতেছে, ততই আমাদের দেশের চিন্তাশীল অর্থনীতিবিদেরা ইউরোপীয় অর্থনীতির দ্বারা আমাদের দেশের অর্থ সমস্যার জটিলতা দূরীকরণে স্থির-নিশ্চয়তা প্রকাশ করিতেছেন। এ দেশে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক বা সমবায় সমিতি স্থাপন ও তাহাদের আশাপ্রদ ক্রমোন্নতি-সাধন সম্বন্ধে সময় সময় বিশেষজ্ঞগণকে লম্বা-চওড়া লেক্‌চার দিতে দেখা যায়। তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে, সমবায় আন্দোলন দ্বারা এ দেশের অর্থ-সমস্যা চিরতরে সহজ হইয়া যাইবে। কিন্তু এতদ্দেশীয় ব্যাঙ্কের উন্নতির কথা আমরা এই হিসাবে মানিয়া লইতে পারি যে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু যাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ঐ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের উৎপাদনের পথ উহার দ্বারা রুদ্ধ হয় নাই বরং প্রশস্ত হইয়াছে। এমতাবস্থায়, ব্যাঙ্ক দ্বারা দেশের উন্নতি হইতেছে, একথা কি করিয়া বলা চলে? যাঁহারা ইউরোপীয় প্রথা মতে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ককেই অর্থ-সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া দৃঢ় ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদের শুধু এই কথাটি ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যে প্রণালী ইউরোপীয় সমাজে কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশের লোকদের পক্ষে কার্য্যকরী হওয়া সম্ভবপর কি না।

ডাঃ প্রমথ নাথ ব্যানার্জ্জি এম, এ, ডি, এস, সি, বার এ্যাট ল, মহোদয় তদ্বিরচিত A Study of Indian Economics" এর প্রথমেই এই কথাটি মানিয়া লইয়াছেন যে, অতি অল্পস্থলেই আমরা ইউরোপীয় প্রণালী ভারতবর্ষে খাপ খাওয়াইতে পারি। তবে ইউরোপীয় অর্থনীতি আমাদের দেশোপযোগী করিয়া গড়িয়া লইলে, তদ্দ্বারা উপকার আশা করা যাইতে পারে।

নানাকারণে আমাদের অর্থ-সমস্যা বর্ত্তমানে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথম কারণ, বিদেশী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এদেশের অর্থকষ্ট দূরীকরণের চেষ্টার অভাব। গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ ও এ দেশীয় লোকদের স্বার্থ এক নহে। সেইজন্য কাঁচামাল, খনিজ-সম্পদ, কৃষিজাত শস্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও এদেশের লোকেরা অভাব অনাটনের নিদারুণ নিস্পেষণে নিয়ত নিস্পেষিত হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতে যাহা জন্মে, তাহা যদি ভারতের ব্যবহারে লাগাইবার কোন ব্যবস্থা করা হইত, তবে তাহাদের অর্থ-সমস্যা, বেকার-সমস্যা, অন্ন-সমস্যা বলিয়া কোন সমস্যাই থাকিত না, তবে তাহারা দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পাইত।

আমাদের দেশের খনিজ সম্পদের পরিমাণ এখনও সঠিকভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় নাই। তবে এ যাবৎ যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে এ কথা বেশ বলা যাইতে পারে যে, এদেশ খনিজ-সম্পদে পৃথিবীর অন্য কোন দেশের চাইতে কোন অংশে খাট নহে। "Economic Geology of India নামক গ্রন্থের রচায়িতা মিঃ ভি, বল লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষ যদি অন্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিত তাহার খনিজ-সম্পদ যদি শুধু তাহারই ব্যবহারে লাগান হইত, তবে এই দেশ পৃথিবীর অন্যতম উন্নত দেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশেই প্রায় সকল প্রকার খনিজ দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এদেশের খনিজ দ্রব্যের মধ্যে পাথর কয়লার নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এখানে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাথর কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাঙ্গলা, বিহার, আসাম, মধ্য-প্রদেশ, ব্রহ্মদেশ, কাশ্মীর ও বেলুচিস্তানের খনি হইতে যথেষ্ট পরিমাণ কয়লা সংগৃহীত হয়। পাথর কয়লার ন্যায় উৎকৃষ্ট লৌহও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বরাকর, চাইবাসা, মধ্যপ্রদেশ, মহাবালেশ্বর, মালব ও মহীশূরস্থিত খনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট লৌহ প্রদান করে। আসাম, ব্রহ্মদেশ ও বেলুচিস্তানের খনিতে যথেষ্ট পেট্রোলিয়াম আছে। উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশেও ইহা কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। সল্টরেঞ্জ ও পাঞ্জাবের অন্তর্গত কোহাট জেলায় পার্ব্বত্য লবণ পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশের স্থানে স্থানে এবং হাজারীবাগ জেলায় কিয়ৎ পরিমাণে টিনও পাওয়া যায়।

আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষ বিবিধ মূল্যবান্ ধাতুর জন্য বিখ্যাত। বর্ত্তমান যুগেও ভারতে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান্ ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল মূল্যবান্ ধাতুর মধ্যে স্বর্ণই প্রধান। মহীশূরের অন্তর্গত কোলার নামক স্থান হইতে প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ সংগৃহীত হয়। হায়দরাবাদ ও অন্যান্য স্থানের খনিতেও কিছু কিছু স্বর্ণ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই নদীর কঙ্কর ধুইয়া সোণা বাহির করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। এই প্রণালীতে অবশ্য অধিক পরিমাণে স্বর্ণ লাভ করা সম্ভবপর নহে।

তাম্র ও সীসক ভারতের সকল প্রদেশেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাম্র প্রধানতঃ বাঙ্গলা দেশেই পাওয়া যায়। মধ্য প্রদেশ, রাজপুতানা, দক্ষিণ ভারত ও হিমালয় পর্ব্বত-শ্রেণীর পাদ-দেশ হইতে কিছু কিছু তাম্র সংগৃহীত হয়। কিন্তু সীসক বাঙ্গলা, মধ্য প্রদেশ, রাজপুতানা, মাদ্রাজের কর্ণাট অঞ্চলে ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কতিপয় জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। ঐ সকল স্থানে সীসার সহিত রূপা ও দস্তাও কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ ভারতে অনেক এলুমিনিয়াম আছে বলিয়া সম্প্রতি জানিতে পারা গিয়াছে।

ভারতের খনিজ-সম্পদের মধ্যে অভ্র অন্যতম। পৃথিবীতে প্রতি বৎসর যত অভ্র খরচ হয়, তাহার অর্দ্ধেকের অধিক সরবরাহ হয় ভারতবর্ষ হইতে। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত গয়া ও হাজারীবাগ জেলা এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত নেলোর জেলা অভ্র-প্রধান স্থান। মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, পান্না প্রভৃতি স্থানে হীরক, উত্তর ব্রহ্মের খনিসমূহে চুণি এবং কাশ্মীরে নীলকান্ত মণি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থানে আরও বহু প্রকার খনিজ দ্রব্য ও মূল্যবান প্রস্তরাদি পাওয়া যায়।

ম্যাজেষ্টরের দারওয়ান হত্যা

'মাকড় মারিলে ধোকর হয়'

মং-স-ইয়া ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত টেডর শহরের শহর-ম্যাজিষ্ট্রেট পিস্তলের গুলির দ্বারা জনৈক দারওয়ানকে হত্যা করিবার অপরাধে তাঁহাকে রেঙ্গুন হাইকোর্টের বিচারপতি মিয়া বুয়ের আদালতে দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। বিচারপতি ১০ হাজার টাকা হিসাবে দুইটি জামীন লইয়া খালাস দিয়াছেন। মামলার বিবরণ এই গত আগষ্ট মাসে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েকজন বন্ধুর সহিত বায়স্কোপ দেখিতে গিয়াছিলেন। টিকিট না লইয়া প্রবেশের চেষ্টা করায় দরওয়ান বাধা দেয়। গোলমালে দারওয়ান ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধাক্কা দিলে তিনি পড়িয়া যান। তারপর উঠিয়া পকেট হইতে যখন তিনি পিস্তল বাহির করিতে ছিলেন, তখন পিস্তল হইতে গুলি বাহির হইয়া দারওয়ানের তলপেটে লাগে। ফলে দারওয়ান মারা পড়ে। আসামী বলেন যে, তিনি উঠিবার সময় পশ্চাৎ হইতে কেহ তাঁহাকে ধাক্কা দেওয়ায় পিস্তল হইতে গুলী দৈবাৎ ছুটিয়া যায়। তিনি আত্ম-রক্ষার দাবীও করেন এবং বলেন যে, আসামীর পদ-মর্য্যাদা দৃষ্টে এবং তাঁহার পলায়নের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বিচারপতি উল্লিখিতভাবে জামীন মঞ্জুর করিয়াছেন।

মোহাম্মদ (দঃ)

[এম্, ইদ্রিস্ বি-এ]

হজরত, হজরত—
তের'শ বছর ঘুরে ঘুরে আজি ক্লান্ত কালের রথ,
চলে গেছ তুমি দুনিয়া ছাড়িয়া খোদার সন্নিধানে—
শোকের অনল জ্বালিয়ে গিয়েছ মুসলমানের প্রাণে।
চির দিন তরে বন্ধ হয়েছে তব কণ্ঠের সুর
কেঁদে মরে তাই উন্মাদ পারা ভেস্তের যত হুর।
হৃদি-উদ্বেগে আজো রাত জেগে আকাশের তারকারা
ভাবিছে কোথায় হারাইয়া যায় জীবনের ধ্রুব-তারা।
বিরহ-বিধুরা আরব-বধূরা আজিও কর্ণপাতি
তব কণ্ঠের বাণী শুনিবারে জাগিয়া কাটায় রাতি।
খেজুর বৃক্ষ উচ্চ করিয়া আজিও তাহার শির
আকুল চক্ষে চাহিছে, আসিবে কবে সে ধর্ম্ম-বীর
মরু-বালুকার গালিচায় বসে আজো মরু বালিকারা
তোমার বিরহ সহিতে নারিয়া কাঁদিছে পাগলপারা।
বহ্নি-শিখায় হৃদয় জ্বালিয়া আরবের মরুভূমি—
আকুল হৃদয়ে আজো চেয়ে রহে কখন আসিবে তুমি।
ওগো হজরত খোদার রসুল আল্লার প্রিয় সখা—
চলে গেছ ব'লে আর কি কখনো নাহি দিবে ওগো দেখা?
দুনিয়া বক্ষে আর কি বন্ধু আসিবেনা তুমি কভু,
তব প্রিয়তম উম্মতগণে দেখা দিবে না কি প্রভু!

হে মূর্ত্ত পবিত্রতা

আজি মনে পড়ে তব সে পূণ্য জন্ম দিনের কথা;
আজি মনে পড়ে হে নবী করিম হে প্রিয় রসুল, হায়
ধর্ম্ম প্রচার করিতে তোমার সে যাতনা মক্কায়;
বিধর্ম্মী যত তোমার জীবন হরণ করার তরে
কত অত্যাচার কত অবিচার কত নিপীড়ন করে!
চেয়েও তাহারা দেখিল না হায়! শুনিয়াও শুনিল না
বিশ্ব ভুবনে কাহার জনমে এত খোশ্‌ আলোচনা,
তোমার মধুর কণ্ঠে যখন বাজিল খোদার বাণী
হর্ষ-পুলকে মাতিল কি সুখে বিশ্ব-হৃদয়খানি
আকাশের তারা কাননের পাখী সাগরের নীল জল
সে মধুর তান শুনি পেতে কাণ হয়েছিল চঞ্চল;
সুদূর ভারত সীমান্ত হতে হিমাদ্রি গাথা তুলি'—
উচ্চ হইয়া দেখিল চাহিয়া বিস্মিত আঁখি খুলি,
আরব সাগর মাতাল হইয়া তোমার চরণ দেশে
আকুল আবেগে আছাড়ি পড়িল কী এক স্বপ্নাবেশে।
আকাশের চাঁদ চাহিল সেদিন মক্কায় নেমে এ'সে
দেখিতে ভাসিছে আল্লার বাণী কাহার কণ্ঠ দেশে।
আসমান হতে ফেরেস্তা যত বিস্ময়াকুল চিতে,
শুনিতে মধুর সে কণ্ঠ স্বর নেমে এল ধরণীতে।
ঝিকি চিক্ করি মরুভূ'র বালি চড়ি মরু সাইমুমে—
দেখিতে ছুটিল শান্তির ধারা বহে কোথা মরু ভূমে!
তের'শ বছর পরে আজি এই বাংলার কোন কবি
আকুল হৃদয়ে স্মরণ করিছে তব সে পুণ্য ছবি!
যে মধুর বাণী প্রচার করিলে জগতে, বন্ধু, তুমি—
সে বাণী রয়েছে দেহেই কেবল, অন্তর আছে ঘুমি'।
আজি এ তোমার উম্মতগণে তের'শ বছর পরে
হে প্রিয় খোদার! দেখি কি তোমার বেদনা অশ্রু ঝরে
বাহিরেতে মোরা কেহ মওলানা কেহ বা সৈয়দ জাদা
ভিতরে গোপনে ভণ্ড সবাই গণ্ড মূর্খ গাধা।
মজহাব নিয়ে আত্মকলহে রয়েছি সবাই মাতি—
মোদের দেখিলে কেহ বুঝিবে না মোরা মুস্‌লিম জাতি,
হে নবী করিম—হে প্রিয় রসুল—ওগো আল্লার প্রিয়
ইস্‌লামের আজি এ অধঃপতন কেমনে তা সহনীয়।
কত না যাতনা বেদনা সহিয়া প্রচারিলে যেই বাণী
তাহার এমন অপমান ওগো, তাহার এমন গ্লানি
কেমন করিয়া সহিয়া রয়েছ হে মহামানব সখা
এসো একবার নামিয়া আবার—দাও দাও প্রভু দেখা
যে আগুন তুমি জেলেছিলে সখা আরব-বাসীর প্রাণে
যে আগুনে সারা বিশ্ব জ্বলিল—ছুটিল আলোক পানে
সে আগুন পুনঃ আমাদের বুকে জ্বালো ওগো সখা জ্বালো
দেখাও আবার অন্ধ মোদেরে তব ধর্ম্মের আলো
হয়ত তোমার প্রিয় ধর্ম্মের আলোক-বহ্নি শিখা
ছিন্ন করিবে মোদের প্রাণের জরার কুজ্ঝটিকা,
আকুল আবেগে মাতিয়া আবার যেদিন উঠিব জাগি
হজরত—ওগো খোদার হাবিব সেই দিনটাই মাগি'।

হজরৎ মুহাম্মদের বাণী

(মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন এম, এ)

১। আল্লার গুণে গুণান্বিত হও।

২। যে নিজের জন্য বা পরের জন্য কাজ করেনা সে আল্লার পুরস্কার পাইবে না।

৩। যাথার্থ বিনয় সকল গুণের আকর।

৪। যে আল্লার প্রাণীর প্রতি এবং নিজের সন্তানের প্রতি স্নেহবান নহে আল্লা তাহার প্রতি দয়ালু হইবেন না।

৫। ভাল কাজে ক্রমাগত চেষ্টা কর।

৬। আল্লার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তি কে? যাঁহার দ্বারা তাঁহার সৃষ্টির সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মঙ্গল সাধিত হয়।

৭। মানুষের মধ্যে তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাঁহার দ্বারা সমগ্র মানবজাতি উপকৃত।

৮। সমস্ত প্রাণী আল্লার পরিবারবর্গ। তিনিই আল্লার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম যিনি আল্লার সৃষ্টির কল্যাণ করেন।

৯। যিনি আল্লার সৃষ্টির প্রতি দয়ালু, আল্লা তাঁহার প্রতি দয়ালু হইবেন। সুতরাং ভাল বা মন্দ সকল মানুষের উপর দয়া প্রকাশ কর। মন্দ ব্যক্তির উপর দয়াবান হওয়া অর্থ এই, মন্দ ব্যক্তিকে মন্দ কার্য্য হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে যাঁহারা বেহেশ্‌তে আছেন, তাঁহারা তোমার প্রতি দয়াবান হইবেন।

১০। হে আলী, নিজেকে জানিতে চেষ্টা কর।

১১। নিজেকে অত্যাচারিত করিও না, তাহা হইলে আল্লা তোমাকে শান্তি প্রদান করিবেন।

১২। কবর অনন্তের পথের প্রথম সোপান।

১৩। বেহেশ্‌ত মায়ের পায়ের নিম্নে অবস্থিত।

১৪। দারিদ্র্য আমার অহঙ্কার।

১৫। মৃত্যু একটি সাঁকো, ইহা বন্ধুকে বন্ধুর সহিত মিলিত করে।

১৬। মাতা তাঁহার শিশুর প্রতি যে প্রকার স্নেহবান, আল্লা তাঁহার সৃষ্টির প্রতি ততোধিক দয়াবান।

১৭। নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ।

১৮। যে নিজেকে জানে, সে আল্লাকে চিনে।

১৯। আল্লার উপর তুয়াক্কল রাখ, কিন্তু নিজের উষ্ট্র বাঁধিয়া রাখিও।

২০। ইস্‌লামে বৈরাগ্য নাই।

২১। তুমি কি তোমার স্ত্রীকে চাকরের মত প্রহার কর? তাহা কখনই করিওনা।

২২। দুনিয়া ও তাহার সমস্ত জিনিষ মূল্যবান। কিন্তু পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সামগ্রী হইতেছে পুণ্যবতী নারী।

২৩। তোমার স্ত্রীকে দয়ার্দ্র চিত্তে উপদেশ দিও।

২৪। তিনিই খাঁটী মুসলমান যাঁহার পরিবারবর্গ যাঁহাকে খুব পসন্দ করেন।

২৫। আইন সঙ্গত জিনিষ, যাহা আল্লা পসন্দ করেন না, তাহা হইতেছে তালাক।

২৬। পিতার খুশীতে আল্লা খুশী, পিতার বিরাগে আল্লা বেজার।

২৭। দয়া ইমানের চিহ্ন। যাহার অন্তরে দয়া নাই সে বিশ্বাসী নহে।

২৮। আমার সন্তোষের জন্য দীন ও দরিদ্রকে সেবা কর।

২৯। আল্লা তোমাকে নারীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ দেন, কেননা তাঁহারা তোমার মাতা ভগ্নি ও খালা।

৩০। যে আল্লার সহিত মিলিত হইতে ভালবাসে আল্লাও তাহার সঙ্গে মিলিত হইতে ভালবাসেন।

৩১। নারীর স্বত্ব পবিত্র। দেখিও, তাঁহাদের অধিকার যেন রক্ষিত হয়।

৩২। ধর্ম্মশীলা নারী মানুষের শ্রেষ্ঠ রত্ন।

৩৩। যাহার একদিনের ও রাত্রের খাদ্যদ্রব্য আছে, তাহার পক্ষে ভিক্ষা করা হারাম।

"আল্-মুস্‌লিম" ও মুসলমান

(কবিবর মওঃ হবিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন)

সংবাদ-পত্র জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ, একথা অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। যে জাতির সংবাদপত্রের সংখ্যা অধিক, শক্তি অধিক, প্রচার অধিক, সেই জাতি যে সেই পরিমাণে শক্তিশালী; চারিদিকের দৃষ্টান্ত অবলোকন করিলেই একথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। অন্য দেশের কথা বাদ দিলেও আমরা চোখের সম্মুখেই দেখিতেছি এই বাঙ্গালার বুকে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ হিন্দু-সমাজ সংবাদ পত্রের প্রভাবে শনৈঃ শনৈঃ কি প্রচণ্ড শক্তিতে উন্নতি মার্গে অধিরোহন করিতেছে; আর আমরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ বঙ্গীয় মুসলমান সেই সংবাদ-পত্রের অভাবে দিন দিন নির্য্যাতিত ছিন্ন ভিন্ন পর-পদপিষ্ট হইয়া দুনিয়া হইতে বিলীন হইতে চলিয়াছি।

হিন্দু-সমাজের অসংখ্য শক্তিশালী দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকাগুলির তুলনায় আমাদের নখাগ্রে গণনীয় কয়েকখানি কাগজ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। যথোচিত প্রচারের অভাবে তাহাদের টিকিয়া থাকাই কঠিন। তাহাতে এমন কি কওমী খেদ্‌মত তাহাদের নিকট হইতে আশা করা যাইতে পারে! এই সংবাদ-পত্রের প্রভাবেই একটি বিরাট দেশের কেন্দ্রে-কেন্দ্রে, পল্লীতে-পল্লীতে একই ভাবের তরঙ্গ হিল্লোলিত হইতে পারে, সেই হিল্লোলের তালে, তালে, বিরাট জাতি নূতন প্রাণে, নূতন-ভাবে মাতিয়া উঠিয়া নূতন তেজে এক লক্ষ্যে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার সুযোগ পায়, সংবাদ পত্র ব্যতীত এ কার্য্য অন্য কোনরূপেই সমাধা হইতে পারে না। অতএব, জাতির মঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই সর্ব্বাগ্রে সংবাদ-পত্রের বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বঙ্গীয় মুসলমান-সমাজে আজকাল যে কয়খানি সাপ্তাহিক পত্র বিরাজিত আছে, "আল্-মুস্‌লিম" তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প বয়স্ক! এমন কি বয়স হিসাবে এখনো ইহাকে শিশু বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই অত্যল্প সময়েই ইহার মধ্যে যে অসাধারণত্বের মহিমা, প্রধানত্বের গরিমা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিয়া অভিজ্ঞ জন-মণ্ডলী বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে ইহার দিকে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা প্রাণের শোণিত দিয়া লেখা, তাই প্রাণের মধ্যে ইহা বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি করে। ইহার ভাষার ঝঙ্কার হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে ধাক্কা দিয়া ভিতরের মৃত মানুষটিকে জাগাইয়া তুলে, মাতাইয়া তুলে, লক্ষ্যের সন্ধানে মাতোয়ারা করিয়া কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ছুটিয়া যাইতে নাচাইয়া তুলে! অথচ ইহার ভাষার সর্ব্বত্রই একটা অসাধারণ গাম্ভীর্য্য আছে। চাপল্য নাই, নীচ-জনোচিত গালাগালি নাই, সংযমের মহিমা, গাম্ভীর্য্যের গরিমা ইহার সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট।

"আল্-মুস্‌লিমে" সম্পাদকীয় মন্তব্য এত অধিক পরিমাণে থাকে যে, তদ্রূপ অন্য কোন কাগজেই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ সেগুলি এতই সারবান ও সরস যে তাহা পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া পারা যায় না। এতদ্ব্যতীত এমন সকল মূল্যবান প্রবন্ধ ইহাতে ধারাবাহিক ভাবে বরাবর প্রকাশিত হইতেছে যে, তৎসমুদয় মৃত-কল্প মুস্‌লিম-সমাজ-দেহে মৃত সঞ্জীবনীর কার্য্য করিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বহু অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল লেখক নিয়মিত ভাবে ইহাতে লেখনী পরিচালিত করিয়া থাকেন। ইস্‌লামের পূর্ণ পাবন্দ অথচ অন্ধ-স্তাবকতার ক্লেদগন্ধ হইতে পূর্ণ-নির্ম্মুক্ত এমন স্বাধীন সংবাদ-পত্র ইতিপূর্ব্বে দুই একখানি ব্যতীত মুস্‌লিম সমাজে আর বাহির হয় নাই, একথা বেশ বলা যাইতে পারে। জাতির এই জীবন-মরণ সমস্যার সময় বঙ্গীয় মুস্‌লিমের ঘরে ঘরে "আল্-মুস্‌লিম" পঠিত হওয়া দরকার।

"আল্-মুস্‌লিমে"র আকৃতি সুন্দর—রক্ষাণোপযোগী। এইরূপ বিবিধ সারবান লিখন-পূর্ণ ১২ পৃষ্ঠার কাগজ মাত্র বাৎসরিক ২॥• টাকা মূল্যে দেওয়া সহজ কথা নহে। 'আল্-মুস্‌লিম'-সম্পাদক জনাব মওলবী ফজলুল হক সেলুবর্সী সাহেবের অসাধারণ লেখনী-শক্তির পরিচয় বাঙ্গালার অভিজ্ঞ পাঠক সমাজ অবগত আছেন। একদিন ইহারই লেখনী গৌরবে "মোহাম্মদী" মুস্‌লিম-সমাজে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ভূতপূর্ব্ব 'দৈনিক নবযুগ' একদিন তাঁহারই লেখনী-গৌরবে ধন্য হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় খাঁটি মুসলমান অথচ স্বদেশগত-প্রাণ—মহাশক্তিধর লেখক যে কাগজের সম্পাদক, তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, একথা নিশ্চয়ই আশা করা যাইতে পারে। একমাত্র আর্থিক সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এতদিন 'আল্-মুস্‌লিম' মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। খোদার ফজলে সে বাধা এখন দূর হইয়াছে। কলিকাতার অন্যতম বিখ্যাত সওদাগার, সমাজের জন্য উৎসর্গিত-প্রাণ জনাব হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল সাহেব বর্ত্তমানে 'আল্-মুস্‌লিম'এর পরিচালক। তাঁহার ন্যায় দীনদার পরহেজগার ব্যক্তি আজকালকার জমানায় একান্তই দুষ্প্রাপ্য। আমি বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত আছি, উক্ত কাগজের জন্য তিনি বর্ত্তমানে স্বেচ্ছায় মাসিক প্রায় চারিশত টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতেছেন! এই উপযুক্ত সংবাদ-পত্র ব্যতীত এই মরণোন্মুখ মুসলমান সমাজের বাঁচিবার আর কোন পথ নাই, ইহা বুঝিয়াই তিনি এই বিপুল ক্ষতির বোঝা নিজ মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন! সমাজের চিন্তাশীল ভ্রাতৃগণ, একবার সাড়া দাও! সমাজের জন্য যাহাদের প্রাণ কাঁদে তাহারা কে কোথায় আছ! তোমাদের জাতীয় পতাকা-স্বরূপ এই "আল্-মুস্‌লিম" গ্রহণ করিয়া জাতীয় সমরে ঝাঁপাইয়া পড়। গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে ইহার বহুল প্রচারের জন্য বদ্ধ-পরিকর হও। ইহার সহায়তায় মৃত সমাজ-দেহে নব-জীবন সঞ্চারের জন্য সচেষ্ট হও।

সাধারণ মুমেন মুসলমানদের সহিত যেরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, তদ্ব্যতীত "আল্-মুস্‌লিমে"র সম্পাদক বা পরিচালকগণের কাহারো সহিত আমার কোনরূপই ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বা আত্মীয়তা নাই। কোন প্রকারের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বা কাহারো কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি এই কথাগুলি লিখিতেছি না। বলিতে কি, এত দিন পর্য্যন্ত "আল্-মুস্‌লিমে"র স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ায় কোন দিন কোন একটি লোককেও আমি ইহার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি নাই। কিন্তু আজ বুঝিতেছি, যে উপযুক্ত ও যথেষ্ট শক্তিশালী খোদা-পরস্ত ব্যক্তির হস্তে "আল্-মুস্‌লিমে"র পরিচালনা ভার ন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে খোদার ফজলে ইহার অকাল মৃত্যুর আর আশঙ্কা নাই, অন্ততঃ গ্রাহকগণের এক পয়সাও ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সকলকে প্রাণের সমস্ত ভাষা দিয়া অনুরোধ করিতেছি, দলে দলে "আল্-মুস্‌লিমে"র গ্রাহক হইয়া সমাজে নব-জীবন সঞ্চারের সহায়তা করুন। বাঙ্গলায় ইস্‌লামের সমক্ষে যে আসন্ন বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা হইতে ইহাকে রক্ষা করুন, সমগ্র মুস্‌লিম-সমাজকে আশু ধ্বংসের আবর্ত্ত হইতে রক্ষা করুন। ব্যবসায় হিসাবে "আল্-মুস্‌লিম"-প্রচারিত হয় নাই, ইহা দ্বারা কেহ লাভবান হইবার আশাও করেন নাই। কয়েকজন ত্যাগী দরবেশ প্রকৃতির মহাপ্রাণ ব্যক্তিই আজ নিখিল বঙ্গের সম্মুখে দেশের, সমাজের উদ্ধারের অবলম্বন স্বরূপ এই "আল্-মুস্‌লিম" হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন। বাঙ্গলার মুসলমান ভাইগণ! ইহাদের এই প্রাণান্ত সাধনাকে উপেক্ষা করিয়া—অপমান করিয়া আপনাদের সর্ব্বনাশ করিও না। সকলে অচিরে সঙ্ঘবদ্ধ হও, "আল্-মুস্‌লিম" ও অন্যান্য জাতীয় পত্রিকার সহায়তায় সমবেতভাবে আল্লাহুআকবরের বিজয়-নিনাদে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে—এই ভীষণ জাতীয় সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়।

৩৪। আল্লা এক, তিনি একত্ব ভাল বাসেন।

৩৫। হজরত মুহাম্মদ পর্দ্দান্তরালবর্ত্তিনী কুমারী হইতেও বিনয়ী ছিলেন।

৩৬। শ্রমিকের ঘর্ম্ম শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই তাহার মজুরী দাও।

৩৭। নারীকে মস্‌জিদে আসিতে নিষেধ করিওনা। কিন্তু তাহাদের গৃহই তাহাদের পক্ষে ভাল।

৩৮। তুমি কি আল্লাকে ভালবাস? আল্লার সৃষ্টিকে প্রথম ভালবাস।

৩৯। আল্লা পবিত্র। তিনি পবিত্রতাও পরিচ্ছন্নতা ভালবাসেন।

৪০। নিশ্চয়ই আল্লা প্রতিযুগে এই জাতির জন্য, ধর্ম্ম পুনরুদ্ধারের জন্য, একজন মানুষ প্রেরণ করিবেন।

জীবন্ত-সমাধি

[মওঃ আনিছোর রাহমান রঘুরামপুরী]

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পারস্যের জগদ্বিখ্যাত কবি শেখ সাদি (রহঃ) লিখিয়াছেন—

(বয়েত)—পেদার গাব্‌ কে শা'হা ও মা'দার কনিজ
দো নাছ্‌লা পেছার কায়্‌ শাওয়াদ্‌ বা তমিজ

অর্থ—পিতা রাজা, মাতা দাসী হইবেক যার
অশিষ্ট হইবে ইথে সংশয় কি তার।

(বয়েত)—জমিনে শোরা ছম্বল বর না য়্যারাদ্‌
দা রো তোখ্‌মে আমল্‌ জায়ে মাগারদী।

অর্থ—মরুভূমে তৃণ আদি জন্মেনা কখন
অনর্থক তায় বীজ ক'রোনা বপন।

(বয়েত)—আ কেবৎ গোর্গ জাদা গোর্গ শাওয়াদ্‌
গার্‌ চে বা আদমী বোজর্গ শাওয়াদ।

অর্থ—শার্দ্দূল-শাবক শেষে শার্দ্দূলই হয়
যদিও বা মানবের সহবাসে রয়।

(বয়েত)—শম্‌শের নেক্‌ আহনে বদ্‌ চুঁ কুনাদ কাছে
না কাছ্‌ তরাবয়ৎ নাশাওয়াদ্‌ এ হাকাম কাছ্‌

অর্থ—হবে কি উৎকৃষ্ট অস্ত্র নিরেট লোহায়?
অমানুষে শিক্ষা দিলে মানুষ না হয়।

প্রিয় পাঠক পাঠিকে! উপরোল্লিখিত ফারসী কবিতা গুলির অর্থে স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে, যেরূপ বীর্য্যে যাহার জন্ম, সে, সেই প্রকার গুণ প্রাপ্ত হয়। পিতা-মাতার মানসিক ভাবই সন্তান-সন্ততির প্রকৃতিতে পরিব্যক্ত হইয়া থাকে, বিকৃত বীর্য্যের জাত সন্তান কখনই উচ্চগুণ সম্পন্ন হইতে পারে না (১) স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহাদি খনিজ ধাতুর উৎপত্তির সহিত জীব-জগতের উৎপত্তির বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে। পারদ এবং গন্ধকই স্বর্ণ রৌপ্যাদি সপ্ত ধাতুর উৎপত্তির মৌলিক উপাদান (২) প্রাকৃতিক নিয়মে ভূগর্ভে পারদ ও গন্ধকের খনি জন্মে, তথায় জল সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। পারদ ও গন্ধক উভয়ে বি-মিশ্রিত হইয়া ভূগর্ভের পরিমাণিক তাপ-প্রভাবে উপরোক্ত যে কোন ধাতুতে পরিণত হয়।

ধরিতে গেলে মানুষের জন্ম সম্বন্ধেও এই নিয়মের অন্যথা হয় না, অর্থাৎ পুরুষের বীর্য্য গন্ধক সদৃশ এবং স্ত্রীর আর্ত্তব পারার ন্যায়, মাতৃ-গর্ভ একটি খনি-সাদৃশ বিশুদ্ধ পারদ ও নিখুঁত গন্ধক এবং উপযুক্ত তাপ যেমন খাঁটী স্বর্ণের উৎপত্তির মূল কারণ অবিকৃত শুক্র ও আর্ত্তব এবং পিতা-মাতার শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক উচ্চ ভাবও তেমনই সর্ব্ব সুলক্ষণ যুক্ত কথিত কাঞ্চন সন্তানের জন্মের আদি কারণ।

ইহা দ্বারাই সুন্দর উপলব্ধি হইতেছে যে, নারী ও পুরুষকে কি প্রকার সদাচারী হইতে হইবে।

কিরূপ উচ্চগুণে বিভূষিত হইতে হইবে। মূল কথা সর্ব্বদা ধর্ম্মানুগত থাকিয়া পরিণয়বদ্ধ ভার্য্যাকে সততার শিক্ষা দিয়া সদুপায়ে লব্ধ অর্থে জীবিকা সংগ্রহ করিবে। এইরূপে ভাবী সদ্বংশধর লাভে সকলকে প্রস্তুত হইতে হইবে। অন্যথা খোদাতায়ালার আদেশ লঙ্ঘন হেতু পাপ-লিপ্ত লইয়া অস্তিমের ঘোর বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। উল্লিখিত বিষয় সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সকল নর-নরী আত্মাকে কলুষ-কণ্টক পথ হইতে প্রতি-নিবৃত্ত করতঃ সাধুভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালার নিকট তাহাই প্রীতি-প্রদ, ঐরূপ ব্যক্তির ঔরসে এবং ঐরূপ মাতার গর্ভেই উপযুক্ত কর্ম্মী সন্তানের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পিতা-মাতার চরিত্রের নির্ম্মলতাই এই বাক্যের উৎকৃষ্ট প্রমাণ হজরৎ মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) জন্ম সম্বন্ধে কবি গাহিয়াছেন—

(অর্থ) তোমা হেন পুত্রদানে সময় মাতার
কুব্জ-পৃষ্ঠ ধরার, আনন্দে সোজা হয়।

(১) চিকিৎসা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, পিতা-মাতার শুক্র ও আর্ত্তব বিকৃত হইলে, অথবা উভয়ের মনোভাব বিভিন্ন মুখী হইলে, কিম্বা কুবাসনা প্ররোচিত হইয়া উভয়ে সঙ্গম করিলে, সেই সময়ের জাত সন্তান হয় বিকলাঙ্গ, নয় অধার্ম্মিক অত্যাচারী ইত্যাদি যে কোন দোষ যুক্ত হইবেই হইবে।

(২) আজায়েবল মখলুকাত নামক গ্রন্থে এইরূপই বর্ণিত আছে।

স্পেনে মুর-সাম্রাজ্য

[মওলবী আব্দুল কাদের]

আরব জাতির স্পেন-বিজয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভয়-বিহ্বল রাজা যখন অনুচরগণ সমভিব্যাহারে সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন যে, পিত্তল মূর্ত্তিটী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, দ্বার রক্ষক দ্বয়ের দেহ প্রাণহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা বাহিরে আসিবা মাত্র ভীষণ ঝঞ্ঝা উত্থিত হইল, দেখিতে না দেখিতে বুরুজ ফাটিয়া গিয়া তাহাতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং উহার প্রত্যেকটী প্রান্ত ভস্মে পরিণত হইয়া বাতাসে মিশিয়া গেল।

দৈব ঘটনা এক পক্ষকে যেমন ভীত-চকিত করিয়া দিল, অন্য পক্ষের প্রাণে তেমনি উৎসাহের সঞ্চার করিল। কথিত আছে স্বয়ং মহা-পয়গম্বর মোহাম্মদ (দঃ) আসিয়া তারেককে প্রোৎসাহিত করিলেন এবং জয় লাভের ভরসা দিলেন। এই সমুদয় কিংবদন্তী সত্য হউক বা না হউক, যে দুইটী বিজাতীয় বাহিনী গোয়াডেলেট নদীর সন্নিকটে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছিল, তাহাদের সংগ্রামের পরিণাম সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই ছিল না। ইতি মধ্যে ৫০০০ বার্ব্বার সৈন্য আসিয়া তারেকের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকিলেও তাঁহার অধীনে তখন পর্য্যন্ত মাত্র ১২০০০ সৈন্য ছিল; পক্ষান্তরে রডারিকের সৈন্য সংখ্যা অন্ততঃ ইহার ছয় গুণ ছিল। কিন্তু মুস্‌লিমগণ সাহসী, কষ্টসহ এবং সংগ্রামে অভ্যস্ত ছিল; তদুপরি তাহাদের পরিচালক একজন খ্যাতনামা বীর পুরুষ ছিলেন। আর স্পেনীয় বাহিনী ক্রীতদাসের বিশৃঙ্খল সমষ্টি; তদুপরি তাহাদের পরিচালকগণের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক অভিজাতের অভাব ছিল না। রাজা উইটিজার জ্ঞাতিবর্গ রডারিকের আহ্বানে সৈন্যদলের সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা যুদ্ধের সময় শত্রু পক্ষে যোগদান করিয়া সারাসেনদের জয়লাভে সহায়তা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে স্বদেশের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে যাইতেছিলেন, এ ধারণা তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠনোদ্দেশ্যেই স্পেনে উপস্থিত হইয়াছে; লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেই তাহারা আফ্রিকায় চলিয়া যাইবে। আর উইটিজার বংশধরগণ তাঁহাদের পূর্ব্বাধিকার পুনঃ-প্রাপ্ত হইবেন। এই ভাবিয়া তাঁহারা সে কার্য্যে অগ্রসর হইলেন, তৎকালে স্পেন দেশ অষ্ট শত বৎসরের জন্য মুস্‌লিমদের অধীনে চলিয়া গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাজা রডারিক এক অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রাতপের নিম্নদেশে স্থান গ্রহণ করিলেন। তাঁহার দীপ্ত যুদ্ধাস্ত্র এবং বিপুল বাহিনী দর্শনে মুরেরা ভগ্নোদ্যম হইয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য তারেক চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সৈন্যগণ, তোমাদের সম্মুখে শত্রু, পশ্চাতে সমুদ্র; পলায়নের পথ নাই; সাহস ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ না করিলে বাঁচিবার কোনই আশা নাই।" তাহাদের নিঃসহায় অবস্থা বুঝিয়া তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিল এবং ভীম নাদে "হে তারেক, আমরা আপনার অনুসরণ করিব" বলিয়া বিদ্যুদ্বেগে শত্রু সৈন্যের উপর আপতিত হইল। যুদ্ধ এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইল, উভয় পক্ষই যথেষ্ট রণ-কৌশল প্রদর্শন করিল; কিন্তু খৃষ্টানেরা মুরদের প্রবল তেজ সহ্য করিতে পারিল না। রাজা রডারিক তাঁহার সৈন্যগণকে বারংবার একত্র করিলেন, কিন্তু সব ব্যর্থ হইল। উইটিজার বংশধরগণ আরব পক্ষ অবলম্বন করেন। রডারিকের ভাগ্যাকাশে প্রলয় ঝঞ্ঝা উঠিল। যাহারা পারিল, পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিল; অবশিষ্ট খৃষ্টানেরা আরবদের তরবারি-মুখে জীবন বিসর্জ্জন করিল; রণভূমি খৃষ্টানদের মৃত দেহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। "আল্লাহু আকবর" রবে স্পেনের গগন-পবন পুনঃ বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

লকহার্টের "স্পেনীয় গীতি-কাব্যে" এই যুদ্ধের এক জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু রডারিকের ভাগ্য অদ্যাপি রহস্যাবৃত রহিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের পর দিবস তদীয় অশ্ব ও পাদুকা নদীতটে পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু রডারিকের দেহ ঐ সঙ্গে ছিল না। তিনি যে নদী জলে নিমগ্ন হইয়া স্রোত বেগে মহাসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্পেনীয়েরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিল না। তাহারা তাহাদের সর্ব্বশেষ গথ ভূপতিকে এক পূত রহস্যের সহিত সংযুক্ত করিল। তাহাদের কৃপায় রডারিক রাজা আর্থারের ন্যায় পৌরাণিক মুক্তিদাতার আসন লাভ করিল। তাহাদের বিশ্বাস, রাজা মহাসাগরস্থ কোন দ্বীপে অবস্থান করিয়া পাপ ক্ষয়ার্থ কৃচ্ছ্র সাধ্য কর্ম্মে স্বকীয় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহার কৃত পাপ বিধৌত হইয়া গেলে তিনি নাকি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া খৃষ্টানদিগকে আবার অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিবেন।

পারিবেন। রাগবীর ২০শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, গত ১৯২৮ সালের যে লাইসেন্স রিপোর্ট ইংলণ্ডে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায়, অন্তর্মী বৎসরের তুলনায় আলোচ্য-বর্ষে 'বিয়ার' শত করা ৫৫ ভাগ এবং স্পিরিট শতকরা ৪২ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উল্লিখিত বর্ষে ইংলণ্ড-বাসীদিগকে মদ অল্প করিয়া খাইতে দেওয়ায় বিভিন্ন অপরাধের সংখ্যা অভাবনীয়রূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ইংলণ্ডে এবং ওয়েল্‌সে মদ্যপান-জনিত অপরাধের সংখ্যা ১৭২০০০ হইতে ৫৫ হাজারে নামিয়াছে। এল্‌কোহল পানে মৃত্যুর সংখ্যা ৫০০০ হইতে ২০০০ এ আসিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে শিশুর ১২০০ হইতে ৪০০এ দাঁড়াইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মঘট ও কারখানা বন্ধের দরুণ শ্রমিকদের কাজের কামাই ১০৩৮০০০ হইতে ১০১৫৫০০০এ পরিণত হইয়াছে। সুরা-সুন্দরীর ভক্ত-অনুরক্তেরা এ সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন?

উদ্যম-হীনতা।—মানুষ শিক্ষা লাভ করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মোন্নতি ও দেশোন্নতি করিবেন, ইহাই ত শিক্ষার প্রকৃত ও মুখ্য উদ্দেশ্য। শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগেই প্রবেশ করিয়া আপনাদের বুদ্ধি-শক্তি ও কর্ম্ম-শক্তির "জওহর" দেখান আবশ্যক। আজ বঙ্গের শিক্ষিত হিন্দু যুবকগণ ঐ সকল বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া কেমন কৃতিত্ব দেখাইতেছেন! তাঁহাদের হাজার হাজার দোকান নানা শহর বন্দরে বিরাজ করিতেছে। তাঁহারা কত প্রকার শিল্পশালা ও কারখানা চালাইতেছেন। কৃষি-কলেজ ও কৃষি-বিদ্যালয় সমূহে পাস করিয়া নানা প্রকার কৃষি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। এই কলিকাতা শহরেই মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও চাঁদনী বাজার ব্যতীত মুসলমান দোকানদারের অস্তিত্ব খুব কম দৃষ্ট হয়। তাহাও শিক্ষিত যুবকের দোকান নহে, সেই সাবেকী ধরণের সামান্য শিক্ষিত মুসলমানদিগের দোকান পাট মাত্র। পক্ষান্তরে, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বহু বাজার ষ্ট্রীট, লাল বাজার, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, চীৎপুর রোড, রাধা বাজার, চীনা বাজার, হ্যারিসন রোড, সার্কুলার রোড, রসা রোড, ভবানীপুরের বিভিন্ন বড় বড় রাস্তা, বিডন ষ্ট্রীট, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, শোভাবাজার ষ্ট্রীট প্রভৃতি অসংখ্য রাস্তায় শিক্ষিত হিন্দু যুবকদিগের সহস্র সহস্র দোকান বিরাজ করিতেছে। দিন দিনই উহার সংখ্যা বাড়িতেছে। ইহা দেখিয়াও কি মুসলমান যুবকদিগের চৈতন্যোদয় হয় না? মুসলমান যুবকেরা কি চিরদিন তাস, পাশা, সতরঞ্চ এবং গল্প-গুজব লইয়াই অষ্ট প্রহর নিমগ্ন থাকিবে? মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইয়াও কি বাঁচিবার জন্য আগ্রহ জাগিবে না?

উপায় কি?—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের একজন প্রবীণ সাহিত্যিক ও সমাজ-হিতৈষী পুরুষ, মুসলমানদিগকে কৃষি-কার্য্যের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য কলিকাতার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে—৩।৪ মাইল দূরে "ধাপুত" নামক গ্রামে ১৪।১৫ বিঘা জমির যোগাড় করিয়া সংবাদ-পত্রে প্রচার করিলেন যে, অল্প শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ আসিয়া এই স্থানে কৃষি-কার্য্যে শিক্ষা করিতে পারেন। এখানে তিন শ্রেণীর জমি আছে, তরি-তরকারী চাষের উপযুক্ত উচ্চ-জমি, পাট, ইত্যাদি চাষের উপযুক্ত অপেক্ষাকৃত নীচু জমি, আর ধান চাষের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট জমি, একটা বড় পুকুরও আছে, তাহাতে মৎস্যের চাষ হইতে পারে। ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রে ঘোষণা করা হইল, একটি যুবকও সাড়া দিল না। ঐ স্থান গরু, ছাগল, এবং ভেড়া পালনের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী। ১০ টাকা বেতনের গুরু-গিরী করিবে ১৪৲।১৫৲ টাকা বেতনের মুহুরীগিরি করিবে, কিন্তু ঈদৃশ ভাবী উন্নতি জনক স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে কিছুতেই অগ্রসর হইবে না। লেখা পড়া শিখিয়া আবার চাষ বাস করিবে? কি ঘৃণা ও লজ্জার কথা!! তাতে কি মান এবং ইয্যত রক্ষা পায়? ছোট খাট দোকান দারী করিতেও সেই কথা। অথচ হিন্দু যুবকগণ কৃষি-কলেজ, কৃষি-বিদ্যালয়, সরকারী কৃষি-ক্ষেত্র প্রভৃতিতে কৃষি-বিদ্যা, গোপালন ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া কত "কৃষি ফারম" খুলিতেছেন। ডেহরী খুলিয়া দুগ্ধের ব্যবসায় চালাইতেছেন, মুর্গী এবং হংসাদির চাষ করিতেছেন, হতভাগ্য মুসলমান নিরাশার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত; অর্থাভাবে শোচনীয় দুর্গতি ভোগ করিতেছে। তাহারা কি স্যর পি, সি, রায়ের বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া দেখিতে পারে না? ইহাদের পিতা-মাতার কষ্ট দেখিয়াও কি চৈতন্যোদয় হয় না? শ্রীরামপুরের বয়ন-বিদ্যালয়ে বয়ন-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শত সহস্র হিন্দু যুবক অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতেছে, আর মুসলমান যুবক কেবল মাত্র চাকুরীর সন্ধানে রাস্তায় রাস্তায়, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও জুতা চট্‌কাইতেছে। গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া হোটেলের অন্ন গ্রাস করিতেছে, আর চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছে। এই জাতির নিকট কি কোনও আশা আছে?

মুস্‌লিম-জগৎ।—ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে এশিয়ার অন্যান্য মুসলিম-রাজ্য আপনি স্বাধীন হইয়া যাইবে—এই মামুলী 'গদ' আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এদেশ হইতে ইংরাজ জাতি বিতাড়িত হইলে প্রাচ্যের কোন মুসলমান যে একদিনও পরাধীন থাকিবে না, আমাদের কংগ্রেসী ও খিলাফতী ভ্রাতারা সে কথা খুব জোরের সঙ্গে বলিয়া থাকেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সে দিনের টাউন হল সভায় স্যর আবদর রহিমের মত সদ্বিবেচক পুরুষ ও ঝোঁকের বশে বলিয়া ফেলিয়াছেন—If we do not succeed in making this country of ours, a home of free people, it is idle for us to dream of rendering any effective help to Muslims in other parts of the world. If we Indians, Hindus and Muslims, work together for winning a political status for India we should be setting an example which would not be lost on other Asiatic nations placed in a similar plight. অর্থাৎ, তিনি বলিতে চান যে, হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা এ দেশকে বিদেশীর অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিলেই স্বাধীন-ভারতের লোক-বল ও অর্থ-বল দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য পরাধীন রাজ্যগুলিকে অনায়াসেই বিদেশীর কবল হইতে মুক্ত রাখিতে পারিবেন। আজ ভারতীয় হিন্দুগণ এবং তাঁহাদের মুষ্টিমেয় মুসলমান ভক্তগণ মিলিয়া ভারতের জন্য যে ভাবী স্বরাজের পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভারতীয় মুসলমান বিশ্বের মুসলমানকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবে, তেমন কোন ব্যবস্থা আছে বলিয়া স্যর রহিম খবর রাখেন কি? আমানুল্লা খাঁর আমলে আফ্‌গানিস্তান শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি-মার্গে আরোহণ করিতেছে বলিয়া প্রত্যহ যে সব সংবাদ এ দেশে আসিত, তাহার ফলে এ দেশীয় কংগ্রেসী হিন্দুগণ কিরূপ বিষদৃষ্ট মনোভাবের পরিচয় দিতেছিল, স্যর রহিম কি এত অল্পেতেই তাহা ভুলিয়া গেলেন?

পাগলের প্রলাপ।—আফগানিস্তানের অভূতপূর্ব্ব শক্তি-লাভের কথা শ্রবণ করিয়া সে দিন লালা লাজপৎ রায় হইতে আরম্ভ করিয়া রামা, শ্যামা, পর্য্যন্ত সকল হিন্দুই কি সঙ্কীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিয়াছিল, স্যর রহিম তাহা ভুলিয়া গেলেও, আমাদের কিন্তু তাহা চিরদিনই স্মরণ থাকিবে। কি হীন উপায়ে আফগান জুজু (Afgan Bogey)র সৃষ্টি করিয়া পণ্ডিত মালব্য, লাজপৎ রায় প্রভৃতি হিন্দু নেতাগণ শুধু বিশ কোটী হিন্দু নয়, বৃটীশকে পর্য্যন্ত কি ভাবে আফগানের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দিতে প্রাণপণে প্রকাশ পাইয়াছিল, সে কথা শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই অবগত আছেন। আফগানিস্তানের ভূতপূর্ব্ব শাসন কর্ত্তা আমানুল্লার পতনের পর যে দুই একজন কংগ্রেসী হিন্দু অথবা দুই এক খানা হিন্দু সংবাদ-পত্র যে মায়া-কান্না কাঁদিয়াছিল তাহাতেই কি রহিম সাহেব গলিয়া মোম হইয়া পড়িলেন? এক সময়ে যে আমানুল্লা ও তাঁর আফগানিস্তান হিন্দুদের নিকট ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল, আমানুল্লার পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহাই হিন্দুদের নিকট কেন যে এতটা পেয়ারা হইয়া পড়িল, তাহা বুঝিবার মত প্রজ্ঞা স্যর আবদর রহিমের মস্তিষ্কে কি এতটুকুও নাই? বেশী দূর যাইতে হইবে না—এই ফলস্তিনের ব্যাপার লইয়া আজ হিন্দুরা কি হীন উপায়ে ইহুদী তথা বৃটীশকে নির্ব্বিচারে সমর্থন করিয়া, নিরীহ আরবদিগকে দস্যু, তস্কর, খুনী ও লুঠেরা নামে অভিহিত করিয়া জগতের চোখে হেয় ও ঘৃণ্যরূপে প্রতিপন্ন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি তাহা একবারও অস্বীকার করিতে পারেন? হিন্দু ও মুষ্টিমেয় মুসলমান কংগ্রেসীদের মতে এদেশে স্বরাজ বনাম হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, বাহিরের মুসলমানদের সাহায্য করা ত দূরের কথা, ভিতরের মুসলমানদের অস্তিত্ব বজায় রাখা যে অসাধ্য হইবে, তাহা কি রহিম ও রহিম-পন্থী ভাব প্রবণেরা ভ্রমেও কখনও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ফলস্তিনের মুসলমানদের এই ঘোর দুর্দ্দিনে মিঃ গান্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া জহরলাল পর্য্যন্ত কেহ কি সহানুভূতির একটী শব্দমাত্র এ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়াছেন? অতএব, যাঁরা বলেন, ভারতে তথাকথিত স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে পৃথিবীর মুসলমান রাজ্যগুলি রাতা-রাতি আজাদ হইয়া পড়িবে, তাঁরা বাতুল বই আর কিছুই নহেন।

আমাদের অর্থ-সমস্যা

—:*:—

খনিজ-সম্পদের ন্যায় এদেশীয় কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণও পৃথিবীর অন্য কোন দেশের তুলনায় ন্যূন নহে। এ দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার জন্য এখানে গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত শস্য ও ফলমূলাদি যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে; আবার নাতিশীতোষ্ণ দেশে যে সকল শস্য ও ফলমূল জন্মে, তাহাও এদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। অগণিত তরি-তরকারী, অসংখ্য শাক্-সব্‌জি, আফিম, আম, আনারস, আলু, ইক্ষু, কলা, কলাই, কাঁটাল, কাফি, গম, গাটাপার্চ্চা, চা, জাম, জোয়ার, তামাক, তাল, তিল, তিসি, তুলা, নারিকেল, পাট, বাজ্‌রা, বেল, বিবিধ মসলা, ভুট্টা, যব, রেশম, লাক্ষা, শন, সুপারী, সরিষা, সিনকোনা প্রভৃতি শস্য ও ফল এদেশের প্রধান কৃষি-সম্পদ। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কৃষিজাত শস্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক ভারতবর্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রায় সকল প্রকার শস্যই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এতৎ সত্ত্বেও ভারত এত দরিদ্র যে, পৃথিবীর কোন সভ্যদেশ এরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন নহে।

আমাদের দেশের অন্ন-সমস্যা, বস্ত্র-সমস্যা, বেকার-সমস্যা দিন দিন ভয়ানক রকমে বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের মেরুদণ্ড কৃষক। অথচ কৃষকগণ বিদেশীয় বণিককুল এবং স্বদেশীয় জমিদার-মহাজনগণের কল্যাণে দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহাদিগকে—অর্থাৎ প্রকৃত দেশকে, ধ্বংস-মুখ হইতে রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোনই উপায় অবলম্বন করেন নাই। তাহারা যাহাতে দু'বেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায়, স্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করিতে পারে, ব্যারামে চিকিৎসিত হইতে পারে, সন্তান-সন্ততিগণকে শিক্ষিত করিতে পারে, তাহারা যাহাতে মানুষের মত জীবন ধারণ করিতে পারে, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন চেষ্টা করেন নাই—তাহাদের কোনও প্রকার সুখ-সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোনও আইন প্রণয়ন করেন নাই। তাহারা যাহাতে বিদেশীয় বণিক কুলের অনন্ত লালসা নিবৃত্তির যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত না হয়, তাহারা যাহাতে এতদ্দেশীয় জমিদার মহাজন প্রভৃতিদের সুখের উপাদানরূপে ব্যবহৃত না হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট কিছুই করেন নাই। দেশের উন্নতি বা অবনতির জন্য সেই দেশের শাসক সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ দায়ী। আমাদের বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেই দায়িত্বকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া মনে হয় না। আমাদের দেশ যদি সুইজারল্যাণ্ডের ন্যায় শুধু পাষাণময় হইত, কিম্বা বালুকা-কঙ্কর-পূর্ণ গোবি মরুভূমির ন্যায় অনুর্ব্বর ও শস্যোৎপাদনের অযোগ্য হইত, তাহা হইলে, এদেশের বর্ত্তমান শোচনীয় দারিদ্র্যের জন্য গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করা হয় ত ন্যায়সঙ্গত হইত না। কিন্তু যখন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, এই দেশের উৎপন্ন ফল-শস্যে অন্য দেশবাসীরা বাঁচিয়া যায়, অথচ এই দেশের লোক দারুণ দারিদ্র্যে নিয়ত অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, তখন স্বতঃই মনে হয় যে, গবর্ণমেণ্ট চেষ্টা করিলে, নিশ্চয়ই এ দেশের দারিদ্র্য কষ্ট দূর করিতে পারিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেখা যাইতেছে যে, ব্যবসাদারী নীতি অবলম্বন ফলে, দেশের দারিদ্র্য ও তজ্জনিত সাধারণের অসন্তোষ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক। কাহারও বাড়ীতে যদি হাঁড়ীতে ভাত থাকে, আর সেই ভাত যদি অন্য বাড়ীর লোক আসিয়া খাইয়া ফেলে এবং যাহার হাঁড়ীর ভাত, তাহার বাড়ীর সবাই যদি না-খাইয়া মরণোন্মুখ হয়, তবে অবস্থাটা কেমন হয়, ভাবিয়া দেখুন। আমাদের দেশের অবস্থাও ঠিক এইরূপ হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের দেশের বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে না—সে কল্পনা করাও সম্ভবপর নহে। ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে যখন দেশে দেশীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি জন্য, কৃষি শিল্প বাণিজ্য-রত লোকদের সুবিধার নিমিত্ত তৎকালে পরিজ্ঞাত সম্ভবপর সমুদয় উপায় অবলম্বনে তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট সকলকে সাহায্য করিতেন। দেশের ফল-শস্য, খনিজ দ্রব্য এমন ভাবে বিদেশীয়দের ভোগে ব্যবহৃত হইতে পারিত না। যদি বা কোন দেশে এ দেশীয় জিনিষ চালান হইয়া যাইত, তবে তাহাতে এ দেশের লাভই হইত—বর্ত্তমান কালের ন্যায় তদ্দ্বারা দেশের সমূহ ক্ষতি সাধিত হইত না। বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের অমনোযোগ ও ঔদাসীন্যের ফলে দেশে অসন্তোষের মাত্রা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে প্রাচুর্য্যের মধ্যে থাকিয়াও খাইতে না পাইলে, দেশের রক্ষাকর্ত্তা গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই এদিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতিহাসালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে, কোন অসন্তুষ্ট জাতিকে শাসনাধীনে রাখা কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভবপর নহে—সে গবর্ণমেণ্ট যতই শক্তিশালী হউক না কেন। আজকাল সকলেরই চক্ষু ফুটিতেছে। সকলেই স্বাধীনভাবে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ঘটনা আলোচনা করিয়া নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেকার-সমস্যা প্রবলাকার ধারণ করায় দারিদ্র্য-জনিত অসন্তোষ অতি মাত্রায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। দেশের প্রায় প্রত্যেক আন্দোলনে এই অসন্তোষের স্পষ্ট আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে। বেকার শিক্ষিত লোকেরা সেই অসন্তোষকে তীব্রতর করিয়া তুলিবার সময় ও সুযোগ পাইতেছেন। পেট পুরিয়া খাইতে পাইলেই সহজে কেহ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পোষণ করিতে সম্মত হয় না। আমাদের মনে হয় যদি গবর্ণমেণ্ট ব্যবসাদারী নীতি ত্যাগ পূর্ব্বক এই দেশের উৎপন্ন কৃষি ও খনিজ দ্রব্য এই দেশের ব্যবহারে লাগাইবার জন্য, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির নিমিত্ত বেকার-সমস্যা সমাধান উদ্দেশ্যে যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন, তবেই দেশের দারিদ্র্য, অসন্তোষ, আন্দোলন প্রভৃতি সমস্তই বিলুপ্ত হইতে থাকিবে। লোকে কথায় বলে, পেটে খেলে, পিঠে সয়। গবর্ণমেণ্টের সুবন্দোবস্তের ফলে যদি লোকে যথোপযুক্ত পরিমাণে খাইতে পায়, তবে তাহাদের জন্য কঠোর আইন করিলেও, তাহাদের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা যায় না। ক্ষুধায় কাতর লোকদিগকে কঠোর আইনের বলে শাসনাধীনে রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সামরিক ও টিকটিকি পুলিস বিভাগের যতই উৎকর্ষ সাধন করুন্ না কেন, তাহাদের গুপ্ত ও প্রকাশ্য সমিতি, চুরি, ডাকাইতি, খুন-জখম প্রভৃতির সংখ্যা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবেই থাকিবে।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ শাসন করিয়া প্রতি বৎসর অনেক টাকা লাভ করেন। তাহা বিলাতের ধন-ভাণ্ডারে প্রেরিত হয়। ঐ টাকার কিছু খরচ করিয়া এদেশের কাঁচা মালে শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণের জন্য স্থানে স্থানে কল কারখানা স্থাপন করিলে, অনেকাংশে বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের কাঁচা মাল এক প্রকার বিনা মূল্যেই চালান হয়। সেই কাঁচা মাল দিয়া বিদেশীরা যে শিল্পদ্রব্য নির্ম্মাণ করে, তাহাই আমাদের দেশে আমদানী হইয়া অবিশ্বাস্যরূপ উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। আমাদের বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট দেশের ক্ষতিকর এবম্বিধ প্রথা রহিত করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই। কেননা, ঐরূপ ক্ষতিকর প্রথা নিবারণের পূর্ব্বে এদেশের কাঁচা মালে যাহাতে এই দেশেই শিল্পদ্রব্য নির্ম্মিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা চাই। এই সকল দেশহিতকর দেশের লাভজনক কার্য্য করাই গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। দেশে শুধু বাণিজ্য বিস্তারের সুবিধার জন্য দেশ শাসন করা কোন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। এইরূপ উদ্দেশ্যশীল গবর্ণমেণ্টকে শুধু ব্যবসাদারী নীতি অবলম্বন করিতে হয়। আমাদের দেশে শিলিংয়ের মূল্য-নির্দ্ধারক যে পরিবর্ত্তনশীল এক্সচেঞ্জ আইন প্রচলিত আছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের ব্যবসাদারী নীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই নীতি অবলম্বন করিয়া দেশ শাসন করিলে, কখনই দেশের হিত সাধিত হইতে পারে না, দেশের অন্ন-সমস্যা, বেকার-সমস্যার সমাধান হইতে পারে না। বরং তদ্দ্বারা দেশের অসন্তোষের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িতেই থাকিবে। তাই দেখিতে পাই যে, আজ কাল দেশ শাসনের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনেক দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

ধন-ধান্যশালিনী ভারতের দারিদ্র্য দূরীকরণে গবর্ণমেণ্টের একঘেয়ে অবহেলা ও ঔদাসীন্য এদেশের লোকদের মনে স্বাধীনতা লাভের আবশ্যকতা-বোধ জাগাইয়া দিতেছে। ফলে, দেশবাসীর মনে ইংরাজ জাতির প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব উদিত হইতেছে। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য শাসক ও শাসিতের মধ্যে ঈদৃশ মনোভাব আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

আশ্বিনে পূর্ণ বর্ষা।—এবার ঠিক বর্ষা-কালে—আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে নিয়মিত রূপে বর্ষা হয় নাই। বাংলা ও আসামের কয়েকটী জেলায় প্রবল প্লাবণ হইলেও পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গের অনেক জেলায়ই বৃষ্টির অনেকটা অভাব ছিল। অনেক স্থলে ধান্ত রোপন ও পাট পচাইতে পানীর অভাব হইয়াছে। আবার পূর্ব্ব বঙ্গের যে সকল জেলায় কার্ত্তিক মাস এবং অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত মাঠে পানী থাকে, এবার আশ্বিন মাসেই সেই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। পানী অতি দ্রুত ভাবে নামিয়া যাইতেছে। পানীর অভাবে অনেক স্থানের আমন ধান শুকাইয়া যাইতেছে। আশ্বিন মাস হইতে প্রকৃত বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ আশ্বিন মাস শেষ ও কার্ত্তিক মাস আগত প্রায় অথচ বর্ষাকালের ন্যায় অনবরত বৃষ্টিপাত হইতেছে। কিন্তু এই বৃষ্টিটা বঙ্গের সর্ব্বত্র হইতেছে কিনা, তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই ঘন বাদলের পর ম্যালেরিয়া রাক্ষসী হয়ত করাল বদন ব্যাদান করিয়া মানুষ সংহারে প্রবৃত্ত হইবে। ওলা দেবীও বোধ হয় ছাড়িবেন না।

পাটুয়াখালির সতীন।—সম্প্রতি পাটুয়াখালি হইতে জনৈক সংবাদ-দাতা আমাদিগকে জানাইতেছেন যে, গত ২৬ সেপ্টেম্বর তারিখে পাটুয়াখালি আঞ্জামনের এক সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় সত্যাগ্রহী হিন্দু পাণ্ডা সতীন সেনের তথাকথিত অনশনব্রত, তাহার বিনাশর্ত্তে মুক্তি দান ও তাহার বিরুদ্ধে আনীত ১১০ ধারার মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়ার যে কথা বার্ত্তা চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে নিম্নের প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে। "পাটুয়াখালির মুসলমানদের এই সভা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে যে, হিন্দুদের জিদের খাতিরে সতীন্দ্রনাথ সেন ও তাহার সহকর্ম্মীদিগকে বিনাশর্ত্তে মুক্তিদান, তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত ১১০ ধারার মোকদ্দমা প্রত্যাহার করার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট যেন সতীন্দ্রনাথ সেনের ধ্বংসকারক ও ভয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদক মনোবৃত্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করেন। অধিকন্তু এই সভা পাটুয়াখালি ও অন্যান্য স্থানে তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত দুষ্কর্ম ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা গবর্ণমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।"

সহানুভূতির তরঙ্গ।—বরিশালের সতীন সেন মরণ-পথে। কিন্তু এই লোকটি চূড়ান্ত মুসলমান-বিদ্বেষী। পটুয়াখালিতে মসজিদ ব্যাপারে অনেক লীলাই করিয়াছিল। তারপর কুলকাঠির মুস্লিম হত্যাকারীর মধ্যে জাতি-বিদ্বেষের সে একজন আদর্শ পাণ্ডা। তবু আমরা তাহার মৃত্যু-কামনা করি না। আবার তাহার এরূপ ভাবে অনশন-ব্রত অবলম্বনে মৃত্যু পথের পথিক হওয়ার পক্ষপাতীও নহি। লোকটি হিন্দু হিসাবে সাহসী, বীর পুরুষ; তবে তাহার জন্য সভা-সমিতিতে দুঃখ প্রকাশের আমরা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ-বাদী। কংগ্রেসী দুই জন বক্তা সেদিন সতীন সেনের জন্য কাঁদিয়া আকুল। সে যেন মুসলমান সমাজের কতই হিত সাধন করিয়াছেন; সে যেন মুসলমানের কতই দরদী-ছিলেন। যে কংগ্রেসী দল ও স্বরাজী দল মুসলমানদিগকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করে, এই দুইটি আদর্শ মুসলমান (?) তাঁহাদের পদ-সেবা করিয়া কতই যেন কৃতার্থ হয়। কংগ্রেসের বড় বড় মুসলমান লীডার একে একে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন, আর ইহারা কংগ্রেসের বা হিন্দুদিগের ধামা ধরিয়াই আছে। যতীন দাসের লাসে কাঁধ দিয়া ইহারা গৌরবান্বিত হইয়াছে কিনা জানি না। তাঁহার চিতা ভস্ম "তবরুক" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে কিনা, সে রিপোর্টও পাই নাই।

চাটুকার সম্প্রদায়।—আজ পাটুয়াখালিতে সতীন সেনের বিরুদ্ধে উপরে লিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, আর কলিকাতার বুকে বসিয়া কতকগুলি বেঈমান হিন্দু পূজক মুসলমান তাহাকে নবী করিমের (দঃ) সহিত তুলনা করিতে যাইতেছে। গত রবিবার সতীন সেনদের 'শ্রাদ্ধ' পার্কে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য এক হিন্দু জন-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে ইস্লাম-দ্রোহী জনৈক মুসলমান (!) প্রফেসার বলে :—"পয়গম্বর মুহাম্মদ যেমন অসীম ত্যাগের মধ্যে একটা বিরাট ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যতীন্দ্রনাথ ও সতীন সেনের ত্যাগও সেইরূপ এই জাতিকে গড়িয়া তুলিবে।" এই হিন্দু পদ-লেহনকারীর উক্তি সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়াই বৃথা। উন্মাদকে কোন নীতি কথা বলিলে তাহার বিপরীত ফল ফলে, বধিরকে উপদেশ দিলেও সে শুনিতে পায় না। ইতিপূর্ব্বে সতীনসেনের সভায় উক্ত দুইজন মুসলমান বক্তৃতা করিয়া হিন্দুদের নিকট হইতে খুব বাহবা লাভ করিয়াছিলেন। তাহাই দেখিয়া বোধ হয় প্রফেসর সাহেব গত তারিখের সভায় 'তশরিফ' আনিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস আগামী ইলেকসনে মিশ্র নির্ব্বাচনের স্বপ্ন দেখিয়া বোধ হয় মিঃ প্রফেসার সদস্যপদ লাভ আশায় হিন্দুদের অঙ্গ বিশেষে জিনিষ বিশেষ মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সমস্ত বেয়াকুব বেল্লাদের কবে চৈতন্য হইবে?

ভীষণ অভিযোগ।—ঢাকার অন্তর্গত ছোট রূপসা হইতে মুহাম্মদ আকবর আলি লিখিত ইস্লামের স্বরূপ শীর্ষক একটী সংবাদ আমরা গত সপ্তাহের 'আল্-মুস্লিমে' প্রকাশ করিয়াছি। লিখক যে প্রকার বর্ণনা পাঠাইয়াছেন, উহা সত্য হইলে, ঐ অঞ্চলের মুসলমানগণের যে নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই। ইস্লামের বিধানে অতি উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়াছে :—

من قال لا اله الا الله هو دخل الجنة -

"যে ব্যক্তি (মাত্র) মুখে বলিয়াছে আল্লাহ ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করিয়াছে।" ইহার সহিত কোন শর্ত্তের সংস্রব নাই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি উপরোক্ত আল্লাহ পাকের তৌহিদ মাত্র উচ্চারণ করিল, সেই ব্যক্তি আল্লার ভালবাসা লাভ করিল ও মুসলমানের ভ্রাতা হইয়া গেল। বিশ্ব-নবী হজরত মুহাম্মদের (দঃ) প্রতি আল্লার যে বাণী সকল অবতীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে জগতে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপনেরই অধিকতর আদেশ রহিয়াছে। ঐস্লামিক ভ্রাতৃত্বের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নাই। যদি কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে অবজ্ঞা করে, তাহার সহিত ভ্রাতৃভাবে সদ্ব্যবহার করিতে না চায়, তবে নিশ্চয়ই সে আল্লার আদেশ লঙ্ঘন-হেতু গোনাহগার হইবে।

কর্ত্তব্য কি।—আমরা ঐ অঞ্চলের মুসলমান ভ্রাতাগণকে অনুরোধ করি যে, বিশ্ব-নবী হজরত মুহাম্মদ (সঃ) ঘোষণা করিয়াছেন।

انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت داعیا
ورحمة اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون -

"আমি কাহাকেও বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হই নাই; পরন্তু (লোকদিগকে সৎপথে) আহ্বান করিতে ও অনুগ্রহের নিমিত্তই আসিয়াছি" আজ যদি মুসলমানের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে তাহাদেরই এক দল লোক বিপথে চলিতে থাকে, তাহা হইলে স্থানীয় অন্যান্য মুসললান, বিশেষরূপে সমাজের আলেম সম্প্রদায় কি তজ্জন্য দায়ী এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নিকট অপ্রীতিভাজন হইবেন না? আমরা আশা করি উক্ত রূপসাবাসী খলিফাগণ ইস্লামের শরানুযায়ী কার্য্যে বাধ্য রহিলে তাহাদিগকে সমাজে লইতে তদঞ্চলের মুসলমানগণ কিঞ্চিন্মাত্রও দ্বিধা করিবেন না। প্রকৃত পক্ষে যদি তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে কোন নাজায়েজ কার্য্য থাকে, তাহা ক্রমে সংশোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক এক পক্ষের যুক্তি শ্রবণ করিয়া কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করা নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য। সেই জন্য আমরা খলিফা সম্প্রদায়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি যে, তাঁহাদের মধ্যে যদি কোন প্রকার ইসলামী শরিয়ৎ বিগর্হিত কার্য্য চলিতে থাকে, তাহা অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ করা দরকার; তাঁহারা যেন ইহাও মনে রাখেন, মিলনে ত্যাগ স্বীকার অত্যাবশ্যক। সমাজের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ আলেমগণকে এই বিষয় অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

পর্দ্দাহীনতা।—আমাদের মধ্যে একদল উচ্ছৃঙ্খল নারী পাশ্চাত্য বেহায়া নরনারীর অনুকরণে পরদা ছিঁড়িয়া মাঠে, ঘাটে, হাটে, বাজারে, রাজপথে স্বেচ্ছাচারিণীরূপে বিচরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমানদিগের সকল উন্নতির বাধাই যেন এই পরদা প্রথা। ইউরোপ মার্কিনের বর্ত্তমান সমাজ শৃঙ্খলার ধ্বংসাবস্থা তাহাদের চক্ষে পড়িতেছে না, ইহাই আশ্চর্য্য! এই বেপরদিগির প্রভাবে ইউরোপ ও আমেরিকায় অনাচার ও ব্যাভিচারের স্রোত কিরূপ প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা অনবরত সংবাদ পত্র পাঠ করিয়াও তাহাদের চৈতন্যোদয় হইতেছে না; তাহারা কি বে-পরোয়া বে-হায়া ও বে-শরম। সেখানে স্কুল-কলেজের যুবক যুবতীর মধ্যে ব্যভিচারের যে তাণ্ডব লীলা চলিতেছে, সেই ইউরোপীয় ও মার্কিণ লেখকদিগের লেখায় তাহা জ্বলন্তভাবে প্রকাশ পাইতেছে। পাদরিগণ এই অনাচারের বিরুদ্ধে অনবরত চীৎকার করিতেছেন। ইউরোপ ও আমেরিকার জারজ সন্তানের সংখ্যা অসম্ভাবিতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদল নর-নারী ত' মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়িয়া পশুত্ব 'ইখতিয়ার' করিয়াছে। তাঁহারা সম্পূর্ণ নগ্ন ও উলঙ্গ অবস্থায় বেড়াইতেছে। আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ অনুযায়ী বানরই ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া মনুষ্যাকারে পরিণত হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, আবার মানবই ক্রমশঃ বানর বা অন্য নিকৃষ্ট পশুত্বে পরিণত হইতেছে।

পাশ্চাত্য আদর্শ।—ডারউইনের মতানুবর্ত্তিগণ এক্ষেত্রে কি বলিতে চান? আমাদের এদেশে প্রথমতঃ দেশীয় খৃষ্টান এবং ব্রাহ্মগণই পাশ্চাত্যের অনুকরণে অস্বাভাবিক স্বাধীনতা প্রদান করিয়া নারীদিগকে স্বেচ্ছাচারিণী এবং বেহায়াপনির পথে অগ্রসর করিয়াছিলেন। তাহার ফলে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ শনৈঃ শনৈঃ পাদক্ষেপে পরদা ফাঁক করিয়া পর পুরুষের সঙ্গেও অসঙ্কোচে—স্বাধীনভাবে মেলা-মেশা করিতেছেন, ভ্রমণ করিতেছেন, ভগাটিয়ার সাজিয়া বক্ষঃ ফুলাইয়া পুরুষদিগকে শুরু করিতেছেন। লাঠী খেলা, তরবারি ভাঁজা, কুশ্তি-কসরত করা ইত্যাদি পুরুষোচিত সকল অনুষ্ঠানই প্রকাশ্যভাবে করিতেছেন। অবশেষে পুর-মহিলাগণ শত সহস্র বেগানা পুরুষের সম্মুখে থিয়েটারের য়্যাক্ট করিয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন। প্রাইভেট ভাবে য়্যাক্ট করিতে করিতে এক্ষণে বেশ্যা দ্বারা অভিনীত রঙ্গমঞ্চেও অভিনয় করিয়া পুরুবরূপী ভ্রমরদিগকে মুগ্ধ করিতেছেন; ঐ সকল থিয়েটারে দর্শকের ভিড় কত! আর তরুণ যুবকগণ কেমন—কত প্রাণস্পর্শী সমালোচনাই না করিতেছে। ব্যাপার কতদূর গড়াইয়াছে, ভাবিবার—খেয়াল করিবার বিষয়। আমাদের মুস্লিম নামধারী ও ধারিণী অর্ব্বাচীনা ও বেহায়া-বেহায়ী তরুণ তরুণিগণ দ্রুতগতিতে ঐ পথে ধাবিত হইতেছে। অনেক ধর্ম্মজ্ঞান শূন্য—কোরআন-হাদীসাদিতে অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্য আলো প্রাপ্ত যুবক যুবতী কোরআন হাদীসের দোহাই দিয়া পরদার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। এই বেপরদেগীর প্রভাবে ইতিপূর্ব্বে কয়েকটা সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরে যে সকল কেলেঙ্কারী হইয়া গিয়াছে তাহা স্মরণ করিতেই লজ্জায় অধোবদন হয়।

উপযুক্ত কর্ম্ম-ফল।—যে সকল নির্লজ্জ, বেহায়া ও দয়ুস প্রকৃতির মুসলমান পুরুষ স্বীয় স্ত্রী-ভগিনী-কন্যা প্রভৃতিকে পর-পুরুষের সম্মুখীন করিতে ও তাহাদের সঙ্গে বেড়াইতে, হাওয়া খাইতে অবাধ বিচরণ ও অন্যের সঙ্গে আলাপ করিতে দেয়, বা দেওয়ার পক্ষে যুক্তি তর্কের অবতারণা করে, তাহাদের আত্ম-সম্মান জ্ঞানের অস্তিত্ব আদৌ নাই। তাহাদের মানব জীবন পশু জীবনের সমতুল্য। এই ত্রয়োদশ শত বৎসর কাল মুসলমানগণ যে ভাবে কোরআন-হাদীস সম্মত পবিত্র পরদা-প্রথার অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন, যদি তাঁহারা তাহা না করিয়া পাশ্চাত্য প্রথানুসারে পরদা-প্রথার মুণ্ডপাত করিতেন, তবে এতদিন মুসলমান সমাজ ব্যভিচারে ভাসিয়া যাইত এবং লক্ষ লক্ষ জারজ (হারামী) ছেলে-মেয়েয় মুসলমান সমাজ পূর্ণ হইত। ইউরোপ হঠাৎ অসভ্যতা ও বর্ব্বরতার অধম হইতে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়াছে, সুতরাং অনেকগুলি অসভ্যতামূলক কার্য্য সভ্যতার আবরণে সজ্জিত হইয়া সমাজে দেখা দিয়াছে। পরদাহীনতা ও স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা তাহার মধ্যে একটী; আবার বর্ত্তমান ইউরোপীয় নারীদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ, নারীদিগের সুদীর্ঘ কেশ-গুচ্ছ ছাটিয়া-কাটিয়া ফেলাও একটা বিসদৃশ ব্যাপার। কামালিষ্ট তুর্কিগণ এই বর্ব্বর প্রথা অবলম্বন করিয়া মুস্লিম মনুষ্য জীবনকে বর্ব্বর জীবনে পরিণত করিয়াছে। আফগানিস্থানের রাজ্য-ভ্রষ্ট আমীর আমানুল্লাও এই পথের পথিক হইয়া স্বদেশে উৎকট সংস্কার প্রবর্ত্তনে লাগিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু খোদাতালার গজবে পড়িয়া দেশ-ত্যাগী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে আফগান আলেম এবং পীর মুর্শেদদিগের স্বধর্ম্মে দৃঢ়তা সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশে "মোল্লা উচ্ছেদকারী" যে ধর্ম্মদ্রোহী দলের আবির্ভাব হইয়াছে, হয়ত খোদার রোষে পড়িয়া তাহারাও শীঘ্রই পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিবে। যুগে যুগে এইরূপ ধর্ম্মদ্রোহী বহুদল গজাইয়া, পরিণামে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

শান্তির প্রচেষ্টা।—বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী, বিলাতের শ্রমিকদলের নায়ক মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়াছেন। গত বৎসর জুলাই মাসে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ মার্কিণ যুক্ত রাজ্যের কর্ণধার মিঃ কেলগের সহায়তায় 'কেলগ প্যাক্ট' নাম দিয়া এক যুদ্ধ-বিরতি সন্ধির খসড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন। তাহার পরই সংবাদ আসিল, ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ গোপনে গোপনে নিজেদের যুদ্ধজাহাজ অস্ত্র সস্ত্র ইত্যাদী যুদ্ধোপকরণ সমূহ দ্রুত বৃদ্ধি করিতে মনোনিবেশ করিয়াছেন; এমন কি, প্রতিদিন সংবাদ আসিতে লাগিল যে, লণ্ডনকে কি ভাবে শত্রুপক্ষীয় বিমানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। এরোপ্লেনের সহিত এরোপ্লেনের দু'একটী ছোট-খাট যুদ্ধও হইল! সেই সময়েই আমরা বলিয়াছিলাম যে 'কেলগ প্যাক্ট'কে আবরণ করিয়া, শান্তির দোহাই দিয়া, ইউরোপীয় শক্তি সমূহ স্ব স্ব স্বার্থ উদ্ধারের প্রাথমিক চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিতেছেন; আজ পুনরায় দেখিতেছি যে, বিলাতের শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের বড়কর্ত্তা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একেবারে সাগর পাড়ী দিয়াছেন। যাহা হউক এতদিন পরে যে আবার ইংরাজ সরকার তাঁহার সংহার-মনোবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর কল্যাণ কামনায় মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা খুবই সুখী হইয়াছি। যদি প্রধান মন্ত্রীর এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয়, দুনিয়ায় প্রকৃতপক্ষেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের নাম পৃথিবীর ইতিহাসে চির-জাগরূক থাকিবে, তাহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে।

স্বাধীন ও পরাধীন।—স্বাধীন আর পরাধীনে কত প্রভেদ, তাহা মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের জীবনী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সামান্য একজন খনির মজুর আজ বৃটীশ সাম্রাজ্যের কর্ণধার। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী উচ্চ-শিক্ষিত নহেন। আজ তাঁহারই অসামান্য প্রতিভা স্বাধীন দেশের মাটীতে পরিপুষ্ট হইয়া, পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-নায়ক পদে উন্নীত করিয়াছে। আর এই পর-পদ-দলিত ভারতে কত নেলসন, কত ম্যাকডোনাল্ড, কত লয়েড জর্জ্জ, কত গ্লাডষ্টোন সাধারণের অলক্ষে মহাপ্রয়াণ করিয়াছে, তাহার খবর কে রাখে। প্রতিভার সম্মান প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই আছে। কিন্তু পরাধীন ভারতে তাহা নাই। আমেরিকা ম্যাকডোনাল্ডকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য

সংবাদ-পত্র ও তরক্কী

(মওঃ মোহাঃ আফ্সার উদ্দিন আহমদ)

দুনয়ার বর্ত্তমান তরক্কী মূলে সংবাদপত্রের স্থান অতি উচ্চে। ধরাপৃষ্ঠে ইউরোপ ও আমেরিকা যে আশ্চর্য্যজনক তরক্কী লাভ করিয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদী-স্বীকার্য্য ; তাহাদের উন্নতিকর কার্য্য সমূহের মধ্যে সমাচার-পত্র-সেবা অন্যতম। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে শ্রেষ্ঠতম হইতে হীনতম, উচ্চতম হইতে নিম্নতম এবং বৃদ্ধ হইতে বালক পর্য্যন্ত সকলেই দৈনিক সমাচার-পত্র নিয়মিত পাঠ করতঃ কার্য্যকরী ও শিক্ষণীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করেন। রাত্রি প্রভাত হইল, অমনি বালক, বৃদ্ধ, যুবক, যুবতী সকলেই সংবাদপত্রের অন্বেষণে মহা ব্যস্ত ; পত্রিকা হস্তগত না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারো অন্তরে শান্তি নাই। আজ কাল হিন্দুস্থানে সংবাদপত্রের যথেষ্ট আদর ও চর্চ্চা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ উর্দ্দূ 'আখ্বারের' বিশেষ তরক্কী ও প্রচলন দৃষ্ট হয়।

সংবাদ-পত্র ব্যতীত এমন কোন দুরবীক্ষণ যন্ত্র অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা কোনও একস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক দুনয়ার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করা যায় ; অথবা ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন সুউচ্চ স্থান বা পর্ব্বত এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই, যে স্থানে আরোহণ পূর্ব্বক সমগ্র দুনয়া দৃষ্টি গোচর হয়। একমাত্র সংবাদপত্রই এ প্রকার যন্ত্র, যাহার সাহায্যে দুনয়ার অভ্যন্তরস্থ সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়া যায়। পূরাকালে বিভিন্ন দেশের অবস্থা পরিজ্ঞাত ও আশ্চর্য্য জনক ঘটনা সমূহের তথ্য অবগত হইবার জন্য দেশ পর্য্যটন ব্যতিরেকে উপায়ান্তর ছিল না ; কিন্তু অর্থব্যয়, পরিশ্রম ও কষ্ট-ভোগের পরিসীমা ছিল না ; কখনও বা জীবনের আশা বর্জ্জন করিতে হইত ; তথাপি সারা জীবন পর্য্যটন-কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও দুইবার দুই একটী দেশ ব্যতীত অধিক পর্য্যটন করিতে কেহ কখনও সমর্থ হইতেন না। আর আজ কাল অর্দ্ধ আনা মূল্যের একখানা দৈনিক আখবার ক্রয় করিলেই ঘরে বসিয়া সমস্ত দুনয়ার যাবতীয় খবর অনায়াসে অবগত হওয়া যায়।

কি রাজকার্য্য, কি ব্যবসা-বাণিজ্য, কোনও বিষয়ে স্বীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করা, দেশবাসীর অভাব অভিযোগ শাসক সম্প্রদায়ের গোচরীভূত করা, শিক্ষা-রাষ্ট্র ও অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য এবং অনুষ্ঠানের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও লোকের ভুল ধারণা সংশোধন ও অপনয়ন পূর্ব্বক সত্য ও প্রকৃত ধারণা উৎপাদন করা, এবং চাল-চলন, কর্ম্ম-পদ্ধতি, আবহাওয়া, জীবন-যাত্রা, স্বভাব চরিত্র ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি ও বিবিধ বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্ত দেশ মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টি করা ও অপর দেশ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া, অবনতির কারণ প্রদর্শন ও উন্নতির পথ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক লোককে সতর্ক করিয়া দিয়া অসামর্থ্য বর্জ্জন এবং সৎ ও প্রকৃত পথ অবলম্বনের চেষ্টা করা একমাত্র সংবাদ পত্রের কার্য্য। এই নিমিত্ত যাহারা সংবাদ-পত্রের পরিচালক, তাঁহাদের সত্য-ন্যায়-নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও দিয়ানতদারী বিষয়ে দেশ-বাসীকে নিঃসন্দেহ করা একান্ত আবশ্যক। সংবাদপত্র সম্পাদনকারীদিগের অন্তর সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশ্ব-জনীন সাম্যভাবে প্রগাঢ়রূপে উদ্বেলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ সংবাদপত্রের মধ্যে এই সমস্তের অসদ্ভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পুলিসের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যে কেবলমাত্র শহরতলী সমন্বিত কলিকাতা শহর হইতেই আঠাইশখানা দৈনিক, একাশিখানা সাপ্তাহিক, চারিখানা অর্দ্ধ সাপ্তাহিক ও তিন শত এগার খানা অন্য প্রকার সমাচার পত্র প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে মোছলমান পরিচালিত সাপ্তাহিক সাত খানা ও মাসিক তিন খানা মাত্র, তাহাও সাম্প্রদায়িক গণ্ডি ভেদ করিতে পারে নাই ; কিন্তু বঙ্গ-ভাষাভাষী মোছলমানদিগের মধ্যে মাত্র 'আল্-মুস্লিম'ই বিশ্ব-জীবন নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সাম্প্রদায়িকতার সজ্জাত্যাগ করতঃ মোছলমান সম্প্রদায়ের প্রকৃত সুহৃদ ও সহচররূপে বঙ্গীয় মোছলেম আকাশে উদিত হইয়া কঠোর ভাবে স্বীয় সাধনা সম্পাদন করিতেছে। ইহার সম্পাদক ও পরিচালক সজ্জন, নির্ভীক ন্যায়বান, সত্যসেবী ও স্পষ্টভাষী। সুতরাং আশা করা যায় যে, 'আল্ মুস্লিম' ন্যায় পথে থাকিয়া বঙ্গীয় মোছলমানদিগের সর্ব্ব-বিষয়ে প্রকৃত হিতসাধন ও তরক্কীর সুচিন্তিত পথ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবে। আমরা বিশেষ ভাবে অবগত হইতে পারিয়াছি যে 'আল্-মুস্লিম' এক্ষণে দৃঢ়ভিত্তির উপর অবস্থিত সুতরাং রহমানুর

বিচিত্র বার্ত্তা

অদ্ভুত আবিষ্কার

বিলাতের মিঃ রেজিনাল্ড মেলটন নামক এক ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হন। তিনি বাড়ী হইতে গমন কালে কন্যাকে চিঠি লিখিয়া যান, তিনি আত্মহত্যা করিবেন। তাঁহার ছেলে ইহা বিশ্বাস করেন না। মিঃ মেলটন নানা প্রকার যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি এক প্রকারের টেলিফোন আবিষ্কার করিয়াছেন উহার দ্বারা তিনি প্রেতাত্মার সহিত কথা বলিতে পারেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি এই যন্ত্র সাহায্যে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল, স্যার অলিভার জর্জ্জের সহিত সচরাচর কথাবার্ত্তা বলেন বলিয়া প্রকাশ।

বালকের স্বপ্ন

একদিন একটি ছয় বৎসরের শিশু তাহার সম্পর্কীয় ভ্রাতার মৃত্যুর কথা জানায়। সে জাগরিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সকলকে উক্ত ভ্রাতা যে স্থানে জলে ডুবিয়া ছিল সেই স্থানে লইয়া যায়।

বানরের মাংস নরের খাদ্য

শাস্ত্রে বলে অগ্নি সর্ব্বভূক। এখন দেখ্ছি মানুষও সর্ব্বভূক, সাপ, কেঁচো, জোঁক, পোকা, মাকড়, কিছুই আর রসনা তৃপ্তি হতে অব্যাহতি পাবে না। মেক্সিকো শহরে নাকি শীঘ্রই বানরের মাংস বিক্রয় হবে। একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী খাদ্যরূপে বানরের মাংস বিক্রয়ের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে অনুমতি পাইয়াছেন। তবে মাংস বিক্রয়ের স্থানে ও যেখানে উহাদিগকে হনন করা হয় উহা পরিদর্শন করা হইবে। বিক্রয়ের স্থানে কোন বিশেষ চিহ্ন রাখিতে হইবে, যাহাতে ক্রেতা উহা বানরের মাংস বলিয়া জানিতে পারে।

সুন্দরীর বহু বিয়ে

ব্রুসেলসের এক সংবাদ পত্রে প্রকাশ একটি ৪০ বৎসর বয়সের সুন্দরী বহু বিবাহের অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। তাঁর বিয়ের ইতিহাসটা সত্যই বিস্ময়-কর। তিনি মনস নগরীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে রত্নালঙ্কারের প্রতিভার একটা আসক্তি ছিল। তিনি যখনই কোন সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকের কৃপাকটাক্ষ লাভ করিতেন, তখনই তাঁর "প্রাণের রাণী" হইয়া পড়িতেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি প্যারিস মহানগরীতে যাত্রা করেন এবং তথায় এক ধন কুবেরকে বিয়ে করেন। পরে তিনি নিস্ বোম্ ম্যাড্রিও প্রভৃতি শহরে বেড়াইতে যাইতেন। তিনি একের পর একটি করিয়া ধনীকে বিয়ে করেন এবং যখন তার অর্থ ফুরায় তখন প্রেমের ভাঁটা পড়ে তিনিও সোনার শিকল কাটেন। এই ভাবে নাকি তিনি অর্দ্ধশত (!) বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। সাবাস সুন্দরী! —খুলনা বার্ত্তা

রহিম আল্লাহ তায়ালার কৃপা ও অনুগ্রহে বর্ত্তমানে 'আল্-মুস্লিমে'র স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনই কারণ নাই।

যিনি ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র-সেবী একথা সর্ব্ববাদী-সম্মত। একমাত্র তিনিই নূতন ও পুরাতন-পন্থী সম্প্রদায়কে সাধারণ মিলন-কেন্দ্রে সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি এছলামের একনিষ্ঠ খাদেম ও নামাজী মুসলমান। 'আল্-মুস্লিমে'র ভাষাও এছলাম-নীতির সম্পূর্ণ অনুকূল, কেবলমাত্র এই পত্রিকাই বহুল পরিমাণে এছলামী শব্দ ও বাক্য বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক সাধারণ সমক্ষে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। এ নিমিত্ত খালেক ও মালেক আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে কায়মনোবাক্যে দোওয়া করিতেছি, তিনি যেন 'আল মুসলিম'কে সর্ব্বতোভাবে কওমের হিত-সাধন ও তরক্কীর পথ প্রদর্শন এবং হেফাজত ও স্বার্থ রক্ষা করিতে তওফিক প্রদান করেন। বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানময় যুগে দুনয়ার সঙ্গে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, গরিমা, নীতি-প্রীতি ও কৌশলাদির সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে পা মিলাইয়া চলিতে হইলে মোছলেম ভ্রাতৃবৃন্দের গৃহে গৃহে সংবাদপত্র প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক সুতরাং আমি আশা করি, সর্ব্বশ্রেণীর মোছলমান ভ্রাতা ভগিনিগণ দলে দলে গ্রাহক হইয়া এই সাম্প্রদায়িকতা বিবর্জ্জিত কওমের সুনিপুণ খাদেম 'আল্-মুসলিম' পত্রিকার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিবেন।

মুলকী

বাল্য-বিবাহ বিল

বড়লাটের সমর্থন

গত ১লা অক্টোবর বড়লাট বাহাদুর সারদার বাল্য-বিবাহ নিরোধ বিলে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। ১৯৩০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই বিল আইনে পরিণত হইবে।

আইনের পাণ্ডুলিপি

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইন নিম্নলিখিত আকারে গৃহীত হইয়াছে :—

১। (১) এই আইনের নাম হইবে "১৯২৮ খৃষ্টাব্দের শিশু বিবাহ নিরোধক আইন।"

(২) এই আইন সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে, ব্রিটিশ বেলুচিস্তানে এবং সাঁওতাল পরগণায় প্রবর্ত্তিত হইবে।

(৩) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের ১লা তারিখ হইতে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। এই আইনের মূল বিষয়ের বা কোন কথার বিরোধী না হইলে এই আইনে—(ক) 'শিশু' শব্দের অর্থে পুরুষের বেলায় আঠার বৎসরের নিম্ন বয়স্ককে এবং নারীর বেলায় চৌদ্দ বৎসরের নিম্ন বয়স্কাকে বুঝাইবে।

(খ) যাহাদের বিবাহ হইবে তাহাদের মধ্যে কেহ শিশু থাকিলে সে বিবাহ 'শিশু-বিবাহ' বলিয়া গণ্য হইবে।

(গ) 'বিবাহের পক্ষ' বলিতে যাহাদের বিবাহ হইবে তাহাদিগকে বুঝাইবে।

(ঘ) 'নাবালক' বলিতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আঠার বৎসরের নিম্ন বয়স্কদিগকে বুঝাইবে।

৩। আঠারো বৎসরের অধিক এবং একুশ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক যে কোন পুরুষ 'শিশু-বিবাহ' করিবে, সে এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবে।

৪। একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন পুরুষ শিশু-বিবাহ করিলে একমাস পর্য্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড অথবা একহাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবে।

৫। যে কেহ কোন শিশু-বিবাহ নিষ্পন্ন করিবে, পরিচালনা করিবে অথবা তত্ত্বাবধান করিবে তাহার প্রতি একমাস পর্য্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড, এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে—যদি সে প্রমাণ করিতে পারে যে, 'এই বিবাহ শিশু-বিবাহ নহে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ ছিল' তবে সে দণ্ডিত হইবে না।

৬। (১) যে ক্ষেত্রে কোন নাবালক শিশু-বিবাহ করিবে, সেক্ষেত্রে সেই নাবালকের পিতা, অভিভাবক অথবা আইনতঃ বা বে-আইনী ভাবে রক্ষক কোন ব্যক্তি যদি সেই বিবাহে উৎসাহ দেয়, অথবা সেই বিবাহে অনুমতি দেয়, অথবা গাফ্লতি বশতঃ সেই বিবাহ বন্ধ করিতে অসমর্থ হয় তবে তাহার প্রতি একমাস পর্য্যন্ত অশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড হইতে পারিবে—

প্রকাশ থাকে যে কোন নারীই কারাদণ্ডে দণ্ডিতা হইবে না।

(২) এই ধারায় বিহিত উদ্দেশ্যে, যে ক্ষেত্রে নাবালক শিশু-বিবাহ করিবে, সেক্ষেত্রে নাবালকের রক্ষক যদি বিপরীত প্রমাণ না দিতে পারে তবে ধরিয়া লওয়া হইবে যে, সে গাফ্লতি বশতঃই এই বিবাহ বন্ধ করিতে পারে নাই।

৭। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের 'জেনারেল ক্লজেস এক্টে'র ২৫ ধারায় অথবা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬৪ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন এই আইনের তিন ধারা অনুসারে কোন আদালত কোন অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার সময় এরূপ আদেশ দিতে পারিবেন না যে, অর্থদণ্ডের টাকা আদায় না হইলে অপরাধীর কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

৮। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৯০ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, কোন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন আদালত এই আইনের কোন অপরাধের মামলা গ্রহণ অথবা বিচার করিতে পারিবেন না।

৯। যে বিবাহ সম্পর্কে অপরাধ হইবে সেই বিবাহের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে কেহ কোন অভিযোগ না করিলে কোন আদালত এই আইনের অপরাধের মামলা করিতে পারিবেন না।

১০। এই আইনানুসারে কোন আদালত যদি কোন মামলা গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২০৩ ধারা অনুসারে নালিশ ডিস্মিস্ না করেন, তবে উক্ত কার্য্যবিধির ২০২ ধারা অনুসারে সেই আদালত স্বয়ং এই অভিযোগের তদন্ত করিবেন, অথবা সেই আদালতের অধীন কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে তদন্তের আদেশ দিবেন।

১১। (১) অভিযোগকারীর জবানবন্দী গ্রহণের পর আসামীকে হাজির হইবার সময় দিবার পূর্ব্বে, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২৫০ ধারা অনুসারে যদি অভিযোগকারীকে কোন ক্ষতি পূরণ দিতে হয়, সেজন্য মুচলেকাসহ বা মুচলেকাবিহীন এক শত টাকার জামীন লিখিয়া দিতে হইবে। যদি আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট যুক্তি-সঙ্গত সময়ের মধ্যে এই জামীন না দেওয়া হয়, তবে নালিশ ডিস্মিস্ হইবে। আদালত ইচ্ছা করিলে এই জামীন না লইতেও পারিবেন, সেক্ষেত্রে জামীন না লওয়ার কারণ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(২) এই ধারা অনুসারে যে জামীন লওয়া হইবে, তাহা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ফৌজদারী কার্য্যবিধি অনুসারে গৃহীত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং উক্ত কার্য্যবিধির ৪৫ ধারা প্রযুক্ত হইবে।

অস্ত্র আইনের গণ্ডি

৭ বৎসর কারাদণ্ড

লীলা সতীরাম ওরফে বন্দেমাতরম লাহোর, জলন্ধরের ডেপুটি কমিশনার কর্ত্তৃক অস্ত্র আইন, অনুসারে ৭ বৎসরের কারাদণ্ডে (৪ বৎসরের সশ্রম ও ৩ বৎসরের বিনাশ্রম দণ্ডে) দণ্ডিত হইয়াছে। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকার করে। বন্দেমাতরমকে জলন্ধর ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে হুসিয়ারপুর রেল ষ্টেশনে গ্রেফ্তার করা হয়। মামলায় সরকার পক্ষ বলেন, তাহার পকেটে একটা ৬ নলা রিভলভার পাওয়া গিয়াছিল। জলন্ধর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য আসামীরা জামিনে মুক্ত আছে।

সাহেব বাবাজির সাজা

সুরেশ্বরীর করুণায় তিন বছর

রেঙ্গুনে ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া পরিচিত এল, ন্যাসি নামক জনৈক এংলো-ইণ্ডিয়ান ওয়াটসন ম্যাকইউয়ান কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়া ১৩ বাক্স মদ লওয়ায় ওয়েষ্টার্ণ সাব ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৩ দফা অভিযোগে দণ্ডিত হয়। প্রত্যেক অভিযোগের জন্য তিনি তাহাকে ১ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দান করেন। দণ্ডগুলি সমুদয় একযোগে কার্য্যকারী হইবে। প্রকাশ যে উক্ত ব্যক্তি এম্পায়ার হোটেলের স্বত্বাধিকারী বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়া মাল লইয়া যায়, কিন্তু টাকা দেয় নাই। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, প্রকৃত পক্ষে সে উক্ত হোটেলের মালিক নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে মন্তব্য করেন যে, এ ব্যক্তি বিবেচনাশূন্য প্রতারক। জন-সাধারণকে তাহার সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। ন্যাসি পূর্ব্বে পোর্ট কমিশনারে চাকুরী করিত এবং তাহার দৌড়ের ঘোড়া ছিল।

হিন্দু স্বামীর দুর্ব্ব্যবহার

ভদ্রলোকের নারী হরণ

নন্দরাণী দেবীকে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়ার অপরাধে রাজেন্দ্র এবং অপর দুই ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছে। হাওড়ার মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, নন্দরাণী তাঁহার আদালতে এই বলিয়া দরখাস্ত করিয়াছিল যে, তাহার স্বামী তাহার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করে সুতরাং স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া গিয়া সে নিজে জীবিকা অর্জ্জন করিবে। এই বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্ত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কিছু-দিন পরেই হাওড়া থানার দারোগা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে মেয়েটিকে আসামীরা ফুসলাইয়া লইয়া আসিয়াছে। অতঃপর আসামীদিগকে অবিলম্বে গ্রেফ্তার করিতে বলা হয়। নন্দরাণী আদালতে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, সে তাহার স্বামীর কাছে ফিরিয়া যাইবে। আসামীরা তাহাকে ফুসলাইয়া আনিয়াছে। হাওড়া হাঁসপাতালের ক্যাপ্টেন জে, এন, মুখার্জ্জী বলেন বালিকার বয়স ১৬ হইতে ১৭ বৎসরের মধ্যে।

মফঃস্বল

ইস্‌লাম-দ্রোহিতা বনাম মোল্লা-দ্রোহিতা

আলেম ও মোল্লাদিগের উপর বিষ্ঠা বমন করা আজ কাল একটা Fashion (ফ্যাশন) এর মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাংলা দেশের তথা কলিকাতা ও ঢাকার একদল ইসলামী শিক্ষা-বর্জ্জিত যুবক মনে করেন, মোল্লা ও আলেম তথা শরিয়তের বিরুদ্ধতা করিতে পারিলেই যেন সমাজের একটা বড় হিতাকাঙ্খী হওয়া গেল। এবং পবিত্র কোর-আন ও হাদিসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া মোল্লাগণকে গালি দিতে পারিলেই যেন বড় একটা "ত্রাতা" হইয়া এস্‌লামের সংস্কার করা হইল। "যারে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা" এই নীতি অবলম্বন করিয়া মোল্লাদের দোষটী বর্ণনা করিতে করিতে পবিত্র কোর-আন ও হাদিস তথা আঁ হজরতের (সাঃ) উপর এবং জগতের প্রাচীন মহা মহা সাধকগণের উপর পর্য্যন্ত অযথা কলঙ্কারোপ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আফগানিস্থানের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত এই রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার পরিণাম চিন্তা করিলে রুসিয়ার সেই নাস্তিকতার কথা মনে হয়। এঁদের এই মোল্লাদ্রোহিতাঁ তথা ইস্‌লাম দ্রোহিতা প্রকৃতপক্ষে খোদা-দ্রোহিতার নিম্নস্তর মাত্র। অধুনা কয়েক বৎসর ধরিয়া কলিকাতার কয়েক খানা সংবাদপত্র উক্ত মোল্লাদ্রোহিতার এজেন্সী লইয়া মোল্লা ও তরুণের মধ্যে বিবাদাগ্নি প্রজ্জলিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু বুদ্ধির অভাবে তাঁহারা এখনও চিন্তা করিতে পারেন নাই যে, যদি দেশের মোল্লাগণের উপর মিথ্যা কাল্পনিক দোষ দেখাইয়া তরুণ দিগকে লেলাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাংলার শত-বিচ্ছিন্ন মুস্‌লিম সমাজ যে আরও বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং দেশে যে ভীষণ বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে, তাহা এই তরুণ দলের এজেন্সি নির্ব্বাপিত করিতে পারিবেন কি? বিগত মে মাসে ঠিক যে সময় রাসিয়ায় নাস্তিক দল খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ঠিক সেই সময় কলিকাতার বুকের উপর দেশের মোল্লা-ধ্বংসের জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য এবং সেই সকল তরুণের বক্তৃতা যদি কেহ শুনিয়া থাকেন, সহজেই তিনি আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সেদিনকার সভায় মোল্লাদের বিরুদ্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া, প্রকৃত পক্ষে ইস্‌লামের নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, পোষাক পরিচ্ছদ, দাড়ী, টুপী, পায়জামা ইত্যাদির বিরুদ্ধেই তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং উগ্র স্বভাব তরুণদিগকে মোল্লাদের উপর বেশ ভাল রূপই লেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাছে দেশের শান্তি নষ্ট হয় এজন্য আমরা এদিকে গবর্ণমেন্টের তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বিগত ৩০শে জুলাই 'খাদেম' পত্রিকায় জনৈক স্ত্রীলোক লেখিকা কর্ত্তৃক "কোন্ মোল্লায় অভক্তি" প্রবন্ধে কতকগুলি গাঁজাখুরী বিষয় পীর ও আলেম কর্ত্তৃক অভিনীত হয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং অবশেষে দাড়ী প্রসঙ্গ লইয়া কলিকাতা মাদ্রাসার সেই পুরাতন ঝগড়া আবার পাকাইয়া তুলিবার বেশ খানিকটা চেষ্টা করিয়াছেন এবং দাড়ীওয়ালা পুরুষদিগকে ধাড়ী ছাগলের তুল্য করিয়া মোল্লাদের বিরুদ্ধে বেশ খানিকটা বিষ্ঠা বমন করিয়া তরুণ ভায়াদের তরুণী "ত্রাতা" সাজিয়াছেন।

আমরা বিবি সাহেবানীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, হজরত এব্রাহিম (আঃ) হইতে শেষ প্রেরিত মহা-মানব বিশ্ব-নবী আঁ হজরত (সাঃ) পর্য্যন্ত সমস্ত প্রেরিত পুরুষই, এবং হজরত আলী (রা) হইতে একাল পর্য্যন্ত সমস্ত সুধী মণ্ডলীই কি বর্ত্তমান তরুণগণের ...প্রশাহ অন্ততঃ দুইবার ক্ষুরের সদ্ব্যবহার করিতেন, না দাড়ী রাখিতেন? কোন মোল্লা মওলবীর ব্যক্তিগত দোষ থাকিতে পারে না, আমরা তাহা বলিতে চাই না। তাই বলিয়া, তার দাড়ি রাখা, নামাজ পড়া, কাছা খোলা, লম্বা কোর্ত্তা, পাগড়ী, পায়জামা, আবা, কাবা, চোগা, আম্মামা, আচার ব্যবহারকেও গরু ছাগলের সহিত তুল্য করা দুনিয়ার সমস্ত সুধী মণ্ডলীর উপর দোষারোপ নহে কি? তিনি আরও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় লইয়া তাহার সমস্ত দোষ ত্রুটী ...দের উপর চাপাইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, বিগত গান্ধী-যুগে যে শত শত মোসলেম যুবক ইংরাজি শিক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশে দেশে ভ্যাগাভণ্ড সাজিয়া সমাজের গলগ্রহ হইয়াছে এবং মোসলমান জাতি শিক্ষায় একশ বছর পিছনে পড়িয়া গিয়াছে, ইহাও কি ঠিক মোল্লাদের দোষ? আমরা ত তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিয়া জগতের উত্থান পতনের ইতিহাস ভালরূপে পড়িবার জন্য অনুরোধ করি। বিবি সাহেবানী যে মোল্লা শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা কি তাঁহাকে সেই মোল্লা শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে পারি? আমাদের মনে হয়, বিবি সাহেবানী ত দূরের কথা বাংলার তরুণ দল আরবী পার্শী অভিধান খুলিয়া এই মোল্লা শব্দের তাৎপর্য্য বাহির করিবার ক্ষমতাটুকু হইতেও চির বঞ্চিত। যে সকল তরুণ এবং যাঁহারা তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিবার এজেন্সি লইয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারাত মোল্লাদের খুবই দোষ-ত্রুটী দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কি একেবারেই নিষ্পাপ ও দোষ-শূন্য ফেরেস্তা বংশ সম্ভূত? আর যত দোষ একমাত্র মোল্লা ও আলেমগণের? তরুণের দল দেশের মোল্লা মওলবী ধ্বংস করিয়া এসলাম তথা মোসলমান সমাজের উন্নতি করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। বেশ ভাল কথা, বেশ করুন, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, তরুণ দল এস্‌লামের মূল গ্রন্থখানির ভাষা বোধগম্য করিবার কখনও সুযোগ পাইয়াছেন কি? বোধ হয় না। এসলাম জগতের বিশ লক্ষ হাদিসের সহিত তাঁহাদের কি সম্বন্ধ আছে? উসুলে হাদিস এবং মোসলেম জগতের বিরাট আরবী ও পারসী ইতিহাসগুলির সহিত তাঁহাদের সাক্ষাতের সুযোগ ঘটিয়াছে কি? উত্তরে হয়ত বলিবেন, অমুক বাবুর বা অমুক সাহেবের যৎকিঞ্চিৎ বিকৃত অনুবাদ পড়িয়াছি। মোসলেম জগতের মূল গ্রন্থগুলি পড়িবার ক্ষমতাত দূরের কথা একবার স্পর্শ করিবারও সুযোগ জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই। মাত্র এম, এ, বি, এ, বি, এল, এল, এল, বি ইত্যাদি; অনেকের আবার উক্ত ডিগ্রীও লাভ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। দুই চারিখানি ইংরাজি পুস্তক আওড়াইয়া এবং দুই চারি খানি কুৎসিৎ নাটক নভেল মুখস্থ করিয়া আর এক কামরায় উলঙ্গ তরুণীর ছবি লটকাইয়া কিংবা দু'বেলা মুখে ক্ষৌর কার্য্য সাধিত করিলে এবং অবসর মত মোল্লা-মওলবীদিগকে গালি দিলে যদি এসলামের উন্নতি হয়, তবে আমাদের এতদিন বুঝিবার ভুল হইয়াছে। আপনারা শীঘ্রই সমাজের বক্ষে নামিয়া পড়ুন এবং উক্ত প্রকারে সমাজকে গড়িয়া তুলুন। আমরা যদি নিজের ভ্রম বুঝিতে পারি, তবে আপনাদের শিষ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে চেষ্টা করিব।

আমার নব্য ভ্রাতাগণের মধ্যে যাঁহারা হয়ত খানিকটা ইংরাজি পড়িয়াছেন এবং দু'এক ডিগ্রী হাসেল করিয়াছেন, তাঁহারা কেহবা কোর্টে উকিল সাজিয়া মোকদ্দমা মামলার আড়ালে নিত্য নূতন বিবাদ সৃষ্টি করিয়া দরিদ্রগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছেন। যিনি যতবড় উকিল তাঁহাকে ততবড় এক ডাকাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর যাঁহারা ডিগ্রী লাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, তাঁহারা কেহ এই ভদ্র-মার্কা ডাকাইত মুহুরী ও থলেদার সাজিয়া মামলা ও মোকদ্দমার আড়ালে দিন-দুপুরে পরের যথাসর্ব্বস্ব ছিনিয়া তাহার কতকাংশ দ্বারা গবর্ণমেন্টের আয় বৃদ্ধি করিতেছেন, আর কতকাংশ দ্বারা দরিদ্রগণকে সুদী কর্জ্জে ফেলিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব পরের হাতে তুলিয়া দিয়া পথের ভিখারী সাজাইয়া দেশের উন্নতি করিয়া তুলিতেছেন। মধ্যে মধ্যে এই জীবগুলি আবার এস্‌লামের নেতা সাজিয়া বক্তৃতা দ্বারা এসলামের সরদার সাজিয়া থাকেন। এঁদের অন্তরে কি আছে জানি না, তবে এঁদের বাহ্যিক ভাব দেখিলে মনে হয় ইঁহারা না হিন্দু, না খ্রীষ্টান, না মুসলমান, দুনিয়ার এক অদ্ভুত জাতি। ইঁহারা হিন্দুর সঙ্গে হিন্দু, খ্রীষ্টানের সহিত খ্রীষ্টান এবং মাত্র ঈদ বকরীদে পাকা মুসল্লী সাজিয়া জগতের সামনে এই ত্রিবিধ ভাবের অভিনয় করিয়া থাকেন। আমরা ইঁহাদিগকে এস্‌লামী পোষাকের Standardএর কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? এদিকে আর একদল তরুণ চিরতরে হৃদয়ের স্বাধীনতা নামক দ্রব্যটী বিসর্জ্জন দিয়া বড় বাবু, ছোট বাবুর দরজায় দিবারাত্র গোলামীর জন্য ধর্ণা দিয়া থাকেন। ইহা কাহারও অবিদিত নহে। ইহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ দুনিয়ার কুৎসিত নাটক নভেল যাহা ইঁহারা পাঠ্য জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ফরজ স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্মের কথা বলিতে গেলে ইঁহারা তাঁহাকে কাট মোল্লা বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই সমস্ত জীবনের মধ্যে এস্‌লামের মূল স্তম্ভ নামাজ-রোজা ত দূরের কথা, পায়খানা ও পেশাব হইতে কি করিয়া শুদ্ধতা লাভ করিতে হয়, তাহাও জ্ঞাত হইবার আবশ্যকতা বোধ করেন না।

যাঁহাদের অদ্যাবধি এস্‌লামের আলেফ বর্ণটী পর্য্যন্ত শিখিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই, তাঁহারা আবার এসলামের "ত্রাতা" সাজিয়া মোল্লাদিগকে অকথ্য ভাষায় নানা প্রকারের বিষ্ঠা বমন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "Survival of the fittest" নীতি অবলম্বন করিয়া যদি তরুণ সম্প্রদায় এস্‌লামের মূল গ্রন্থগুলি আয়ত্ত করিয়া তদনুরূপ নিজকে প্রকৃত মুসলমান (পুরো মোল্লা) রূপে দেখাইতে পারেন তাহা হইলে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ অপ্রকৃত মোল্লার মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটী পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা আপনা হইতেই সংশোধিত হইবে।

শুধু মোল্লা নিন্দা করিয়া বাহাদুরী লইতে চাহিলে অবশেষে নিজেরাই ধরা পড়িবেন। মেয়েলী কথায় বলে "চালন বলে সূচ তোর গায়ে কেন ছেঁদা।" নিজে এস্‌লামের উল্‌টা চলিয়া এস্‌লামের উদ্ধার সাধন, এক অন্ধ অন্য অন্ধকে পথ দেখাইবার তুল্য নহে কি? আমার তরুণ ভায়াদের অনুরোধ করি যে, তাহারা যেন মোল্লা-নিন্দা কম করেন, অন্যথায় তাঁহাদের সমস্ত ভণ্ডামী সমাজের নিকট প্রকাশ করিলে তাঁহাদের সমুদয় দর্প চূর্ণ হইয়া যাইবে। আর চিরতরে অন্ততঃ এই বাংলা দেশ হইতে মোল্লা-দ্রোহিতার চির অবসান ঘটিবে। কারণ এই মোল্লাগণের সহিত শত্রুতা করিতে যাইয়া জগতের কত কত মহা মহা শক্তির দর্প একেবারেই চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকালের জন্য স্বর্ণাক্ষরে খোদিত হইয়া রহিয়াছে। পৃথিবীতে সর্ব্ব প্রথম মোল্লা হজরত আদমের (আঃ) বিরুদ্ধে তদীয় পুত্র মোল্লাদ্রোহী কাবিল ও তাহার দলবল শোচনীয় ভাবে ধ্বংস হইয়াছিল। তৎপর হজরত নূহের (আঃ) মোল্লাদ্রোহী পুত্র কেনান সাঙ্গোপাঙ্গো সহ মহা প্লাবনে অতল সলিলে নিমজ্জিত হইয়াছিল আর হজরত এব্রাহিমের (আঃ) সহিত মোল্লাদ্রোহী নমরুদ মূসার (আঃ) সহিত মোল্লাদ্রোহী ফেরাউণ আঁ হজরতের (সাঃ) সহিত মোল্লাদ্রোহী কোরায়েশগণ, হজরত আবুবকরের (রাঃ) সহিত মোনাফেকগণ এবং খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তীর সহিত মোল্লাদ্রোহিগণ জগতের সম্মুখে কিরূপ হীন ভাবে পরাজয় প্রাপ্ত হইয়া তাহদের মোল্লাদ্রোহীতার চিরাবসান ঘটাইয়াছে, তাহা আমরা আমাদের বর্ত্তমান মোল্লাদ্রোহিগণকে স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

বজলর রহমান দরগাহ্‌পুরী
সেক্রেটারী, আমনীয়া উলামা সমিতি
বশিরহাট

মুসলিম শিক্ষা-সমিতি, হুগলী

বৃত্তি-তালিকা

১৯২৯-৩০ ইং সনের জন্য হুগলী মুস্‌লিম শিক্ষা-সমিতির পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে তাহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত মাসিক বৃত্তি সমূহ দেওয়া হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, রীতিমত বিজ্ঞাপন দিয়াও ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কার্য্যকরী শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি সমূহ উপযুক্ত ছাত্রের অভাবে তকসীম করা যায় নাই। হুগলীর মুসলমান সমাজ এ সকল বিষয়ে কতখানি পশ্চাৎপদ ইহা তাহার জলন্ত প্রমাণ। উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে এখনও বৃত্তিসমূহ দেওয়া যাইবে। হুগলী জেলায় অধ্যয়নরত যে কোন মুসলমান ছাত্র এবং হুগলী জেলার যে কোন বাসিন্দা হইলে, যে কোন জায়গায় অধ্যয়নরত উপযুক্ত ছাত্রগণই উক্ত বৃত্তিসমূহের মোস্তাহেক। কার্য্যকরী শিক্ষায় রত কতিপয় মুসলমান ছাত্রের দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু সামাতর নিয়মানুযায়ী তাহারা মোস্তাহেক নয় বলিয়া দুঃখের সহিত সমিতি তাহাদের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করিয়াছেন।

বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম ও ঠিকানা

১। আবদুররউফ হালদার, এম-এ ক্লাস, কলিকাতা ৩৲। ২। মনসুর আহমদ, ৪র্থ বার্ষিক বি,এ, রিপন কলেজ কলিকাতা ৩৲। ৩। আবু সঈদ নুরুল ইসলাম, ৪র্থ বার্ষিক বি, এস, সি, হুগলী কলেজ ৩৲। ৪। চৌধুরী আবদুল মুহীদ, ৩য় বার্ষিক বি-এ, হুগলী কলেজ ৩৲। ৫। কে, এম হাতেম আলী ৩য় বার্ষিক হুগলী কলেজ ৪৲। ৬। কাজী মোহাম্মদ সয়ফুল্লাহ ২য় বার্ষিক আই, এস, সি, হুগলী কলেজ ৫৲। ৭। মোহাম্মদ হোসেন, ২য় বার্ষিক হুগলী কলেজ ৩৲। ৮। সৈয়দ মৎনুরুন্নবী ২য় বার্ষিক আই, এ হুগলী কলেজ ৩৲। ৯। মোহাম্মদ লুৎফুররহমান দ্বিতীয় বার্ষিক আই-এ হুগলী কলেজ ৩৲। ১০। মোহাম্মদ আহমদ ১ম বার্ষিক আই-এ হুগলী কলেজ ৩৲। ১১। মোহাম্মদ তাহাজুদ্দীন ১ম বার্ষিক আই-এ হুগলী কলেজ ৩৲। ১২। রইস উদ্দীন আহমদ ১০ শ্রেণী হুগলী মাদ্রাসা ১৲। ১৩। আহমদ আলী ১০ শ্রেণী হুগলী মাদ্রাসা ১৲। ১৪। মোহাম্মদ মোজাফ্‌ফর হোসেন ৯ম শ্রেণী হুগলী মাদ্রাসা ১৲। ১৫। আবুল ফারাজ, ৯ম শ্রেণী হুগলী মাদ্রাসা ১৲। ১৬। মোহাম্মদ মুনাওয়ার হোসেন ৮ম শ্রেণী হুগলী মাদ্রাসা ২৲। ১৭। শেখ আবদুস্‌সালাম ৭ম শ্রেণী হুগলী মাদ্রাসা ১৲। ১৮। মোহাম্মদ যশোর আলী ৭ম শ্রেণী হুগলী মাদ্রাসা ১৲। ১৯। মোহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া ৬ষ্ঠ শ্রেণী হুগলী মাদ্রাসা ১৲। ২০। সৈয়দ আবদুল ওদুদ ৫ম শ্রেণী হুগলী মাদ্রাসা ॥০। ২১। মোহাম্মদ হাসিবুস এস্‌লাম ৫ম শ্রেণী হুগলী ॥০। ২২। সেখ আবদুস্‌ সোবহান ৪র্থ শ্রেণী সেণ্টজন হাইস্কুল ব্যাণ্ডেল ২৲। ২৩। নুরুল হোসেন চৌধুরী ৪র্থ শ্রেণী হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল ২৲। ২৪। আবদুল মালেক ১ম শ্রেণী আনলী হাই স্কুল হুগলী ২৲। ২৫। কাজী আবদুস্‌সালাম ১ম শ্রেণী আনলী স্কুল ১॥০। ২৬। শেখ হাবিবুর রহমান ৬ষ্ঠ শ্রেণী বরামধুসূদন হাইস্কুল হুগলী ১॥০। ২৭। কাজী আবদুল মন্নান ৫ম শ্রেণী ধরমপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা হুগলী ১॥০। ২৮। আবদুল বসির ৪র্থ শ্রেণী নওয়াবপুর জুনিয়ার মাদ্রাসা হুগলী ১॥০। মোট ৫৮৲ আটান্ন টাকা। বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুলের লতীফুর রহমান ও শ্রীরামপুর উইভিং স্কুলের মোহাম্মদ গোলাম কাদের সমিতির পূর্ব্বতন বৃত্তিধারী ছাত্রগণ শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের সম্বন্ধে সন্তোষ জনক রিপোর্ট পাইলে তাহাদের পূর্ব্ব প্রদত্ত বৃত্তি সমূহ পুনরায় দেওয়া যাইবে। ইতি ১।১০।২৯।

সম্পাদক—এম, রহমান

প্রতিবাদ সভা

সর্দ্দা বিলের বিরুদ্ধাচরণ

বিগত ১৪ই আশ্বিন (৩০.৯।২৯ ইং) তারিখে নোয়াখালী জামে মসজিদে নোয়াখালী জিলা জমিয়তে ওলামার বিশেষ অধিবেশনে ও সর্ব্ব-সাধারণ মুসলমানগণের সম্মিলিত সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পাশ হইয়াছে

১। বিগত ১১ই আশ্বিন তারিখে স্থানীয় টাউন হলে মুস্‌লিম ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশনে নিউস্কিম মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকের সংযোগে আলেম শ্রেণীর প্রতি অবমানন-সূচক যে অভিনয় করা হইয়াছিল, তাহা শরিয়ত বিরোধী। তজ্জন্য নোয়াখালী জিলা জমিয়তে উলামা ও সর্ব্ব-সাধারণের অদ্যকার এই সভা আন্তরিক দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে, এবং উহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এই সভা আরও দুঃখ প্রকাশ করিতেছে যে, বিভাগীয় কমিশনার খানবাহাদুর এম, এ, মোমেন সাহেব সভাপতি থাকা সত্ত্বেও তিনি ইহার প্রতিবাদ করেন নাই। ২। সর্দ্দা বিবাহ-বিল ইসলাম ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী; তজ্জন্য এই সভা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। ৩। এই সভা ভারতবর্ষের সকাউন্সিল গবর্ণর জেনারেল বাহাদুর সমীপে সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা করিতেছে যে, মুসলমান সমাজকে সর্দ্দা বিবাহ বিলের আইনের গণ্ডি হইতে বাদ দেওয়া হউক।

মোহাম্মদ আখতারোজ্জমান। সেক্রেটারী
জিলা জমিয়াতে ওলামা (নোয়াখালী)

ইস্‌লাম গ্রহণ

মুসলমানের সহিত বিবাহ

ময়মনসিংহ নালিতাবাড়ী থানার অন্তর্গত নাচনমহরী নিবাসী সুশিলা বালা নাম্নী ১টী রমণী গত ভাদ্রমাসে কাকলাকুড়া নিবাসী মওঃ তমিজউদ্দিন সাহেবের হাতে স্বেচ্ছায় ইস্‌লামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহার ইস্‌লামী নাম রহিমা খাতুন রাখা হইয়াছে এবং বিষ্ণুপুর নিবাসী মুঃ নাগর আলী শেখের সহিত তাহার পরিণয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে। খোদা, নব-দীক্ষিতা ভগ্নির ইমান কায়েম রাখুন।

নিং মোহাঃ আবদুল হক,
টেঙ্গরপাড়া সিনিয়ার মাদ্রাসা।

মশ্‌রেকী

আফগানিস্তানের নূতন অধ্যায়

হবিবুল্লার কাবুল ত্যাগ

বিশিষ্ট আফগান মহলের সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে যে, গত পূর্ব্ব রবিবারে জেনারেল নাদির খাঁর ভ্রাতা শা মাহ্‌মুদ ওয়ালী কর্ত্তৃক কাবুল নগর অধিকৃত হইয়াছে। পরাচিনার হইতে ভূতপূর্ব্ব আফগান কন্‌সাল যে তার করিয়াছিলেন তাহা নাকি সত্য। কাবুলে অবশ্য একটি বেতার বার্ত্তার কেন্দ্র আছে, কিন্তু তাহা এখন অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে; তাই সহজে সংবাদ আসিতেছে না। এই জন্যই জেনারেল নাদিরের বিজয় অভিযানের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না। আরও জানা গিয়াছে যে, খোষ্টানী সৈন্যদল বিজয় গৌরবে খেদামনের দিকে নাকি যাত্রা করিয়াছে। জেনারেল নাদির খাঁর ভ্রাতাই এখন পুরাতন কাবুলের কর্ত্তা। "পাইওনিয়ারের" সংবাদ-দাতা বলেন যে, পরাচিনার হইতে তিনটী তারের সংবাদ আসিয়াছে। এই তিনটী সংবাদেই কাবুলের পতনের কথা সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু কাবুল হইতে এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ আসে নাই। এই সংবাদ ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যথারীতি সমর্থিত হয় নাই।

জালালাবাদ পতন

জালালাবাদের পতন সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে। শিনওয়ারীদের অন্যতম নেতা মুহাম্মদ আলম অস্ত্র শস্ত্র সহ ধৃত হইয়াছেন। আমীর হবিবুল্লা কর্ত্তৃক নিযুক্ত কাবুলের গবর্ণর মালিক হুসেনকে গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। ইনি প্রথমতঃ সাঁওতালি খাঁর হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। অতঃপর সামরিক কর্ম্মচারীদের পরামর্শ অনুসারে তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে।

সর্দ্দারের কাবুল প্রবেশ

জেনারেল নাদির খাঁর কাগজের একখানি অতিরিক্ত সংখ্যা বাহির হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, বিগত ৬ই অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ন ২ টায় সর্দ্দার ওয়ালি খাঁর নেতৃত্বে কাবুলের স্বাদেশীক সৈন্য-দল বিজয়-গৌরবে রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছে। অপরাহ্ন ৫।৩০ মিনিটের সময় সর্দ্দার স্বয়ং কাবুলের সিংহাসন দখল করেন। হবিবুল্লা কোথায় গিয়াছেন, কেহ তাহার সংবাদ জানে না। তাঁহার সৈন্য ও কর্ম্ম-চারীরা স্বাদেশীক সেনাদলের হস্তে বন্দী হইয়াছে।

আমানুল্লার অভিমান

"লা মার্টিন" পত্রের প্রতিনিধির নিকট আমীর আমানুল্লা এক বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। ইহার সংবাদ সম্প্রতি "টাইম্‌স্" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমীর আমানুল্লা মনে করেন যে, নাদির খাঁ তাঁহার অনুরক্ত; যদি নাদির খাঁ এবার নিজে রাজা হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি সানন্দে সম্মতি প্রদান করিবেন এবং নিজকে রোম নগরীস্থিত আফগান রাজদূত পদে নিযুক্ত দেখিলেই সুখী হইবেন।

মাজার শরীফ অধিকার

মেশেদের আফগান কন্সাল জেনারেল জানাই-তেছেন যে, নাদির খাঁর পক্ষে সর্দ্দার আবদুল হাকিম খাঁর মাজার শরীফ অধিকার করিয়াছেন। হবিবুল্লার গবর্ণর সৈয়দ হুসেন পলায়ন করিয়াছেন। চমন হইতে তার আসিয়াছে যে কাবুল হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী মোমন্দ অধিকারভুক্ত রোবাৎ দুরাণীদের হস্তগত হইয়াছে। প্রকাশ যে, আমানুল্লার ভ্রাতা আমিনজানকে গোয়েন্দা বিভাগ অবিলম্বে পেশাওর ত্যাগ করিতে আদেশ দিয়াছে। তিনি পররাষ্ট্র বিভাগে সেক্রেটারীর নিকট নিম্নলিখিত তার করিয়াছেন। উহার উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি পেশাওর ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছেন—"পূর্ব্বে একবার যখন হবিবুল্লাহ কাবুল দখল করিয়াছিলেন তখন কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে পেশাওর ত্যাগ করিতে আদেশ দেন, আমি সেই অনুসারে লাহোরে আশ্রয় গ্রহণ করি। কাবুল উদ্ধার হইয়াছে সংবাদ পাইয়া আমি এখানে ফিরিয়া আসি। তখন যদিও অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ কেন আমাকে এখান হইতে দূর করিয়া দিতে চান, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, যদি এখানে থাকা একেবারে অসম্ভব হয়, তবে আমাকে আফগানিস্তানে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হউক। আমি উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি।"

নবীন আফগানিস্তান

জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

আফগানিস্তানের পরিমাণ ফল ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার বর্গ মাইল; অধিবাসী সংখ্যা ৮০ লক্ষ। পৃথিবীর মধ্যে বর্ত্তমান সময় তুরস্ক, পারস্য, মেসের ও হায়দরাবাদের পরিমাণ ফল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আফগানিস্তান ৫ম স্থানীয়। রাজধানী কাবুলের লোক সংখ্যা ১ লক্ষ, রাজ্যের আয় ১৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। কৃষি, খনি, বন ইত্যাদি বিভাগের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ৩ কোটী টাকা আয় শীঘ্রই হইতে পারে।

সোলতান সউদের রাজ্য

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সোলতান এব্‌নে সউদ অর্থাৎ আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমানের রাজ্য পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র ছিল; তাঁহার রাজধানী ছিল আল্-রিয়াজ—একটি ক্ষুদ্র শহর। এক সময় হায়েলাধিপতি এবনে রশিদ ইহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়াছিলেন; ইহার রাজ্যের অস্তিত্বই বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তখন তুরস্কের জবরদস্ত মহামান্য গাজী সোলতান আবদুল হামিদ খান ছিলেন এবনে রশিদের পৃষ্ঠ-পোষক। তুর্কী সৈন্যগণ অনেক সময় আসিয়া তাঁহার সাহায্য করিত। স্থুল কথা, তখন দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সুযোগে আল্ রেয়াজাধিপতি এবনে সউদ তুর্কীর অধিকৃত "আল্‌হাসা" প্রদেশটী অধিকার করিয়া লয়েন। ইহাতে তাঁহার বেশ শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে হায়েল রাজ্য আক্রমণ করিয়া এবনে রশিদকে পরাজিত ও বন্দী করেন। ইহাতে এবনে রশিদের অধিকৃত বিস্তৃত ভূভাগ তাঁহার রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার রাজ্যের অধিবাসী সংখ্যা ১০ লক্ষের উপর ছিল না। অতঃপর হেজাযাধিপতি শরীফ সৈয়দ হোসেন ও তৎপুত্র আলী-বিন-হোসেনকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমগ্র হেজায্ প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। এক্ষণে তাঁহার অধিকৃত বিস্তৃত জনপদের লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ হইবে। মুসলমান জগতের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান মক্কা মোয়াজ্জমা, মদীনা, তৈয়েবা, সুপ্রসিদ্ধ বন্দর জেদ্দা, ইয়াম্বু, স্বাস্থ্যকর পরম রমণীয় শহর তায়েফ প্রভৃতি তাঁহার অধিকারভুক্ত। হাজীদিগের নিকট হইতে যে কর বা ট্যাক্স আদায় করা হয়, তাহার পরিমাণ ১ কোটি টাকার উপর। তাঁহার স্বকীয় নজদ রাজ্যের আয় অতি সামান্য; কারণ ঐ প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী ভ্রমণশীল যাযাবর বা বদ্দু। তাহারা যথানিয়মে খাজনা পত্র দেয় না। আবার বর্ত্তমানে ২টি শক্তিই প্রবল। যথা:—নজদ ও হেজাজের অধিপতি সোলতান এব্‌নে সউদ ও এমনের অধিপতি এমাম এয়াহিয়া বিন্-হামিদুদ্দিন। এমনের সৈন্যগণ তুর্কী অফিসারদিগের দ্বারা সুশিক্ষিত হইয়াছিল; আর তুর্কী গবর্ণমেণ্টের বহু তোপ, বন্দুক, বারুদ, গোলা প্রভৃতি যুদ্ধ-সম্ভার তাহাদের হস্তগত হইয়াছিল। সুতরাং এমনাধি-পতির সামরিক শক্তিও খুব প্রবল। "এমন" একটি উর্ব্বরা, শস্যশালিনী সমৃদ্ধি সম্পন্ন রাজ্য। রাজধানী "সানা"ও একটি বড় শহর এবং প্রধান বন্দর হাদিদা বিশিষ্ট বাণিজ্য স্থান। আল্ আমীরাধিপতি সৈয়দ ইদ্রিসীর বহু এলাকা এমনের এমাম দখল করিয়া আছেন। আদনের (এডেনের) উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত ইহার রাজ্য বিস্তৃত। পশ্চিম সীমা লোহিত সাগর ও পূর্ব্ব সীমা সুপ্রসিদ্ধ "হজরমুত" প্রদেশ। উক্ত সীমা আরবের বিশাল মরুভূমিও আল্ আসীর রাজ্য। দক্ষিণ সীমা বৃটিশাধিকৃত এডেন প্রদেশ ও কোনও কোনও স্থানে আরব সাগর। সোলতান এব্‌নে সউদ ইচ্ছা করিলে হাজীদিগের নিকট আদায়ী টাকার দ্বারা মক্কা, মদীনা এবং হেজায প্রদেশের বহু উন্নতি সাধন করিতে পারেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে "লা-বর্গে"র বিমানাগার পরিত্যাগ করিয়া বৈমানিক কাপ্টেন কষ্টেস্ ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে হারবিণের অগ্নিকোণে অবস্থিত "সিটার খর" শহরে অবতরণ করিয়াছেন। পিকিং হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, ক্যাপ্টেন কষ্টেস বলিতেছেন,—তিনি ছয় হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত ইটালীর বৈমানিক "ফেরারিণ" ও "ডেল—প্রেটি" ৪৬৩১ মাইল এক সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মুখতসর

মালিকদের অত্যধিক ভাড়া গ্রহণের প্রতিবাদে রেঙ্গুনের রিক্সা শ্রমিকরা গত ৮ই অক্টোবর ধর্ম্মঘট করিয়াছিল।

—০—

লর্ড আরউইন ও মাদ্রাজের ভাবী লাট লর্ড ষ্টানলী গত ১৩ই অক্টোবর তারিখে লণ্ডন হইতে ভারতে রওয়ানা হইয়াছেন।

—০—

গত ৭ই অক্টোবর রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য নবাব জাদা আশ্‌রাফুদ্দীন আহমদ পাটনার অন্তর্গত তাঁহার স্বগ্রাম বারে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইঃ)।

—০—

কলিকাতা স্কটিস চার্চ্চ কলেজ লাইব্রেরীর কাঞ্চন নামক বেহারা নৈশ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে সে আই, এ, শ্রেণীতে অধ্যয়ন করে।

—০—

গত ৭ই অক্টোবর প্রাতে করাচিতে এক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। তাহাতে ম্যারিয়ট রোডে শেঠ সুগনোমল খানচাঁদের গন্ধদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষপত্র নষ্ট হইয়া ২০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

—০—

৫ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে বিলাতী রাজকোষে ১৪৫৭০০ পাউণ্ড পাঠান হইয়াছে। ১লা এপ্রিল হইতে ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট ১০৯২৫০০০ হাজার পাউণ্ড পাঠান হইয়াছে।

—০—

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কান্‌হাইলাল গোবার "আঙ্কল শ্যাম" নামক পুস্তকের প্রচার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। "আঙ্কল শ্যাম" পুস্তকে মার্কিন সমাজের ও তাহার আচার ব্যবহারের গ্লানি করা হইয়াছে।

—০—

মানমদ হইতে জনৈক সংবাদ-দাতা 'ইভিনিং নিউজে' লিখিয়াছেন, গত ৫ই অক্টোবর সন্তরণ করিতে গিয়া ২ জন য়ুরোপীয়ানের সলিল সমাধি হইয়াছে। এক জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। আর একজনের এখন পর্য্যন্তও কোন পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

—০—

আগামী ১৯৩১ ইং সনে ভারতবর্ষের লোক গণনা আরম্ভ হইবে। এখন হইতে তাহার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। আসাম নাগা হিল্‌সের ডেপুটি কমিশনার ডাক্তার জে, এইচ, হটন সি, আই, ই, ভারত গবর্ণমেণ্টের সেন্সার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গত ১লা অক্টোবর হইতে তিনি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন।

—০—

বরিশালের উকীল চারুচন্দ্র রায়ের নাবালিকা কন্যা শোভনা রায়কে হরণ করিবার অভিযোগে দণ্ডবিধির ১২০খ, ৩৬৬ এবং ৩৭৬ ধারা অনুসারে মহিউদ্দীন আহমদ এবং হিমায়েৎউদ্দীন আহমদ নামক যে দুই ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, রায় তাঁহাদিগকে সেসনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

—০—

গত ৭ই অক্টোবর বেলা প্রায় এগারটার সময় আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের নোয়াখালি বিভাগে প্রায় ১৩ মাইলের নিকটে সোনামুড়ী ও নাথেরপুটা ষ্টেশনের ভিতরে ১২৩ নং মিক্‌স্‌ড্ গাড়ীর এঞ্জিন, দুখানা তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী ও একখানা মালগাড়ী লাইন চ্যুত হইয়াছে। লাইন পরিষ্কার করা হইতেছে। দুর্ঘটনার কারণ এখনো অজ্ঞাত।

—০—

রেঙ্গুনের ইন্‌কাম ট্যাক্সের কমিশনারের নিকট আয়ের মিথ্যা হিসাব দাখিল করিবার অপরাধে রেঙ্গুনের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কে, সি, ডি, রেড্ডিকে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন। রেড্ডি তাহার দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে। সাথী রেড্ডী নামক তাহার যে অংশীদারের ৩ মাস কারাদণ্ড হইয়াছিল, সেও আপীল করিয়াছে।

রেজিষ্টার্ড
মদনমঞ্জরী
ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲
নপুংসকত্বহারী ঘৃত
বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ একটাকা
রমণবিলাসিনী বটিকা
শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটিকার মূল্য ১৲ একটাকা
রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

বাজার দর

—:০:—

পাট—

৯৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা মণ। গত বৎসর এই সময়ে দর ছিল ১১৲ হইতে ১৪।৵০ টাকা মণ।

সোণা, রূপা—

ইংলিশ বার	প্রতি ভরি	২১৶১০
ট্যাকশালের বার	" "	২১।৶০
বড়ালের বার	" "	২১।৵০
চাঁনের পাত	" "	২১।/০
গিনি	প্রতি খান্	১৩৸৶১০
চাঁদি	প্রতি ১০০ ভরি	৫৩৶০
ঐ খুচরা		৫৩৸৶০

ঘৃত—

শ্রী	৮১৲
মটকা	৭৫৲
ভারতী	৬৯৲
খুরজা	৭৫৲
সিকেন্দ্রাবাদি	৬৪৲
লক্ষ্মী	৬৯৲
বাঁদা সাগর	৬০৲

তৈল—

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটী (রাধা কৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর		২৪৷৷০
ঐ ১ মণের দর		২৪৸০
বিনোদ মার্কা ঐ		২৫৲
কানপুর টিন সমেত		২৫।০
ঘানির		২৮৲
নারিকেল তৈল		২২৲
রেড়ির তৈল		১৭৲

কেরোসিন তৈল—

আমেরিকান তৈল:

বানর		৮/০
ঐ টিন		৬৷৷/০
হাতী ১ গ্যালন	দুইটীন	৫৶১০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোঃ

২। বর্ম্মা তৈল:—

চক্র	৬।১০	দুইটিন
সূর্য্য	৬।১৫	
তারা	৬।৶১০	
ভিক্টোরিয়া	৫৸১০	
হাঁস	৫৸১	
ছাগল	৬৷৷১০	
মুগী ও চাবি	৫৸৶১০	

আটা, ময়দা, সুজী—

সর্ব্বোৎকৃষ্ট	৮৶০
গৃহস্থালির মত	৭৸৶০
বি, আটা	৭৸৶০
১ নং "	৭।০
২ নং "	৬৸০
৩ নং "	৫।০
সুজী	৮৶০

মসলা—

হল্‌দি (মছলি পত্তন)		১১।০
সুপারি (মাঝারি)		১৯৲
ঐ বড়দানা (ঐ)		১৯।০
ঐ ছোট		১৮৲
ঐ (জাহাজী)		১৪৲
ধনিয়া		৫৲
গোল মরিচ (কানানোরী)		৭০
লবঙ্গ	সের	২৲
এলাচি (বড়)		২৬৲
ঐ (ছোট)	সের	৪।০
সাবুদানা		৮৸৶০
এরারুট		৮।০
ধুনা (জাহাজী)		৮৲
ঐ (রেঙ্গুনী)		১৩৲
সুপা		১৫।০
দারুচিনি		১২।০
কর্পূর		১৫৫৲
মিশ্রী (১—২ নং)		৯৸০, ১০।০

চাউল—

পাটনাই আতপ পুরাতন	৭৲	হইতে	৭।০
চিনি শক্কর	১০৲	"	১১৲
দাউদখানি	১২৲	"	১২।০
বাকতুলসী	৭৲	"	৭।৶০
বালাম	৬।০	"	৭।৶০
কাজলা	৪৶০	"	৫।/০
পাটনাই সিদ্ধ	৬।/০	"	৬।০

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ৮ই কার্ত্তিক, ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

ইস্‌লাম মিশন।—দেশে যারা নাম মাত্র মুসলমান অর্থাৎ মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া যারা সমস্ত কাফেরী আচার-অনুষ্ঠান অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিয়া যাইতেছে, আজ একদিকে যেমন তাহাদিগকে খাঁটী মুসলমান বানাইয়া ঘরে আনিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি খৃষ্টান-মিশন ও অতি অকথ্য শুদ্ধি-সংগঠনের নাপাক হাম্‌লা হইতেও অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া জগতের বুকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। এই উভয়বিধ কর্ত্তব্য-সাধনের উদ্দেশ্যেই ভারতীয় মুসলমানগণকে সর্ব্বাগ্রে ইস্‌লাম মিশনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে। ইস্‌লামের শক্তিশালী প্রচার-সঙ্ঘ গঠন করাই হইতেছে, মুসলমানের জীবন মরণ সমস্যা। দুঃখের বিষয়, আমাদের সারা জীবনের চীৎকার ও হা-হুতাশ সত্ত্বেও সমাজ এদিকে কর্ণপাত করাই যেন আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছে না!

ঢাকার মুজ্‌দা।—কবি গাহিয়াছেন :—

"ধরণী নিমগ্ন যবে গহন আঁধারে
আলোকের স্বপ্ন দেখা আমাদের কাজ।"

বাস্তবিক, চারিদিকের এই সূচীভেদ্য নৈরাশ্য-অন্ধকারে আশার একটু ক্ষীণ রশ্মি অবলোকন করিলেও, আমরা আনন্দে উৎফুল্ল না হইয়া পারি না। আজ প্রথমেই গৌরব-যুগের স্মৃতি-ভস্ম জাহাগীর নগরীর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ইস্‌লাম-মিশনের সুসংবাদ আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণকে না দিয়া পারিতেছি না। নোয়াখালীর মওলবী আবদুল আজিজ, মওলবী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, শামসুল্ ওলামা আবু নসর অহীদ, মওলানা হাকীম হবীবর রহমান প্রমুখ আলেম ও মনীষিগণের দ্বারাই ঢাকার ইস্‌লাম মিশনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যাঁর দানের কথা লিখিতে লিখিতে আমরা হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছি, সেই স্বনামধন্য কাজিমুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী সাহেবের অর্থানুকূল্যে মিশন হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আমরা এই মিশনের সাফল্য কামনা করিতেছি। বঙ্গের ঘরে ঘরে তৌহিদের তাজা 'পয়গাম' মন্ত্রিত ও ঝঙ্কৃত হউক, ইহাই শ্রবণ করিতে চাহিতেছি।

অনশন ভঙ্গ।—প্রথমে ত সতীন সেন মিঃ সেনগুপ্ত ও মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কংগ্রেসী ও স্বরাজী নেতৃগণের অনুরোধে অনশন-ব্রত ভঙ্গ না করিয়া, ক্রমশঃ মৃত্যু-পথের পান্থ হইতেছিল; পরে নাকি সুভাষ বাবুর অনুরোধে সেই প্রায়োপবেশন-ব্রত ভঙ্গ করিয়াছে। লোকটা যে বৃথা জীবন দান না করিয়া—দেবতা, যুগাবতার বা মহাপুরুষ হইবার লোভ সম্বরণ করিয়া জীবন রক্ষায় ব্রতী হইয়াছে, ইহা বাস্তবিকই সুখের বিষয়। প্রায়োপবেশন রোগটা যেরূপ সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলিয়া অনুমিত হয়। অনশনে মৃত্যু—আত্মহত্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আত্মহত্যা দ্বারা দেশ উদ্ধার হয় না, কাপুরুষতা মাত্র প্রকাশ পায়। কেরোসিনে বস্ত্র সিক্ত করিয়া অগ্নি-সংযোগে আত্মহত্যার মাত্রা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতেই ত মহা অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে! হিন্দু সমাজ সত্বরে এ বিষয়ে অবহিত হউন।

ক্ষাত্রবীর্য্যের গন্ডি।—গত কয়েক মাস হইতে আসানসোলে হিন্দু-মুস্‌লিমে যে কতবার দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সংবাদ-পত্র পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। গত পূজায় পুনরায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়াছে। হিন্দুরা বিজয়া দশমীর দিন মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া বাদ্যভাণ্ডসহ অগ্রসর হওয়াতে স্থানীয় মুসলমানগণ তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিল। মুস্‌লিম-সন্তানের সেই অনুরোধ উপরোধে মিছিলকারী হিন্দুদের ক্ষাত্রবীর্য্য বরং শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াই উঠিল। তাহারা আপত্তিকারীদিগকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণে প্রবৃত্ত হইল; ফলে,দাঙ্গা আরম্ভ হইল। গত অসহযোগ আন্দোলনের পর হইতেই ভারতের নানাস্থানে হিন্দুগণ মুসলমানদিগের উপর নানাভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া আসিতেছে। মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া নমাজের সময় বাদ্যভাণ্ডসহ অগ্রসর হওয়া গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, এই কলিকাতা শহরের কোন কোন স্থানেই হিন্দুগণ মস্‌জিদের সম্মুখ দিয়া গত পূজার সময় বাজনা বাজাইয়া অগ্রসর হইয়াছে।

শান্তির হাওয়া।—দুঃখের বিষয় যে মস্‌জিদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তাহাদের বাদ্যস্পৃহা শত গুণে বর্দ্ধিত হয়। ধর্ম্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয় মুসলমানের উপাসনায় যখন বাধা পড়ে তখন সে নিজকে, নিজের প্রাণ-প্রিয় ধর্ম্মকে রক্ষার জন্য প্রতিপক্ষকে নানাপ্রকার অনুরোধ ও উপরোধ করে। তাহার জন্যই তাহাকে নানা কষ্ট ভোগ করিতে হয়। আসানসোলের ব্যাপার দেখিয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, আজ আসানসোল, কাল টিটাগড়, পরশ্ব খড়্গপুর এইরূপ নিত্য নানাস্থানে মুসলমান যদি অযথা মার খাইতে থাকে, তবে কি তাহার কোন প্রতীকার গবর্ণমেন্টের দ্বারা হইবে না? আসানসোল সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতে চাই। হিন্দু সংবাদ-পত্রগুলি সকল দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইতেছে—তবে, প্রকৃত ব্যাপার শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। পরবর্ত্তী সংবাদে জানা যায়, উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃগণের চেষ্টায় শান্তি স্থাপিত হইয়াছে, ভাল কথা। উভয় সম্প্রদায়কেই যখন এদেশে বাস করিতে হইবে, তখন পরস্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে।

এইত চাই!—কুমিল্লার এক খবরে প্রকাশ, উক্ত শহরে হিন্দুদের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন শহরের সমুদয় মুসলমান অধিবাসী পূর্ণ-হরতাল প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ঐ দিন তাঁহারা তাঁহাদের সমুদয় কাজ-কর্ম্ম, দোকান-পাট বন্ধ রাখিয়াছিলেন। সে দিন শহরে একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ীও কেহ স্বচক্ষে দর্শন করে নাই। কুমিল্লার মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ দেখিয়া হৃদয় আশায় ভরিয়া উঠিতেছে। প্রতিমা দর্শন যখন মুসলমানের জন্য 'হারাম' এবং 'বুরোক্রেসী' যখন মুসলমানের নাকের উপর দিয়া সেই প্রতিমার মিছিল লইয়া যাইতে অনুমতি দান করতঃ হিন্দুর মনস্তুষ্টি লাভে সদা সচেষ্ট, তখন হরতাল পালন ব্যতীত মুসলমানের পক্ষে দ্বিতীয় পন্থা আর কি থাকিতে পারে? কুমিল্লার আত্ম-সম্মান ও আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার ঈদৃশ দৃষ্টান্ত যদি সর্ব্বত্র অনুসৃত হইত, তবে আর ভাবনার বিষয় কি ছিল? কুমিল্লার এই মহৎ দৃষ্টান্ত দর্শনে ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, নেতা-নামধারী স্বার্থ-সর্ব্বস্ব লোকদের প্রোপাগ্যাণ্ডা সত্ত্বেও ইস্‌লামের মহা অভ্যুত্থান সর্ব্বত্র সফল হইতে চলিয়াছে। আমরা কুমিল্লাবাসীদিগকে মুবারকবাদ জানাইতেছি।

ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টর।—ট্রামওয়ের ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরের মধ্যে অধিকাংশই একগুঁয়ে, স্বেচ্ছাচারী ও গোঁয়ার-গোবিন্দ। ইহাদের ঐ সকল দোষে বহু নিরীহ যাত্রীর জীবনান্ত ঘটে। অনেক সময় তাহারা প্রয়োজন হইলেও "এই স্থানে গাড়ী থামিবে" সাইন বোর্ড যুক্ত স্থানে প্রায় গাড়ী থামায় না; ইহা আমরা বহুবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ট্রাম থামাইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেও, তাহারা জোরে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া যায়। ইহাতে যাত্রীদিগের কত অসুবিধাই না হইয়া থাকে। আর ট্রাম এত অল্প সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে থামায় যে, প্যাসেঞ্জারগণ উঠিবার ও নামিবার অবসর পায় না। মজার কথা যে, ড্রাইভার ও কণ্ডাক্টরদের এই সব ব্যবহার কেবল ভারতীয় যাত্রীদের বেলায়ই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে কোন শ্বেতাঙ্গ বা শ্বেতাঙ্গীর ইশারা মাত্রই তাহারা যে কোন জায়গায় বহুক্ষণ গাড়ী থামাইয়া,অন্যান্য যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা ঘটাইয়া থাকে। কোন কোন সময় পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত দেরী করিয়াও তাহারা সাদা প্রভুদেরে গাড়ীতে চড়াইয়া থাকে। পনর আনা ভারতীয় কালা আদমী যাত্রীদের অর্থে কোম্পানী চলিলেও ব্যবহারের এইরূপ তারতম্য কেন? ট্রাম কোম্পানী এ বিষয় অবহিত না হইলে, বাস কোম্পানীগুলি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের আয়ের পথ অনেক পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া দিবে।

ঋতু পরিবর্ত্তন।—এ বৎসর আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে নিয়মিত বর্ষা না হইয়া, আশ্বিন মাস এবং কার্ত্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ণ বর্ষা হইল। এই বৃষ্টিতে আমন ধানের বিশেষ উপকার হইয়াছে। কিন্তু যে সকল জেলায় আউস ধান এখনও ক্ষেতে রহিয়াছে, সে সকল জেলায় আউস ধানের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। এ যেন-ঠিক "পাকা ধানে মই"এর ব্যবস্থা। রবিখন্দ এবং তরি-তরকারির এই বৃষ্টিতে বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। শীতকালে তরি-তরকারির বিশেষ অভাব হইবে, উহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইবারই কথা। মফঃস্বলে মৎস্যের অভাব ক্রমশঃ দূর হইতেছে। কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এখনও মৎস্যের পূর্ণ অভাব। কার্ত্তিক মাস আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রিকালে একটু শীত অনুভূত হইতেছে। মফঃস্বলের অনেক স্থলেই জ্বর ও কলেরা ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সময় লোকদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। যথা-নিয়মে কুইনাইন সেবন করিলে জ্বরের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে। কলেরা সম্বন্ধে আজ কাল টীকা দেওয়াই প্রশস্ত উপায়। এই সময় খাল, বিল, ঝিল, হাওড়, বাওড় প্রভৃতির পানি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া ঘাস, লতা, পাতা ঝাড়-জঙ্গল কচুরি পানা প্রভৃতি পচিয়া উহা দূষিত হইবে; সুতরাং পানি জ্বাল দিয়া না ফুটাইয়া পান করা কিছুতেই উচিত নহে।

কি আর বাকি?—সহযোগিণী 'বসুমতী' সংবাদ দিতেছেন "যশোহরের নওয়াপাড়া থানার মাগুরা গ্রামনিবাসী হিন্দু-মুসলমানগণ মিলিত হইয়া শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা সমাধা করিয়াছেন। গ্রামস্থ হিন্দু-মুসলমানে মিলিত হইয়া অর্থ সংগ্রহ করেন। উক্ত পূজা জমিদার বাবুর কাছারী বাটীর সম্মুখে মণ্ডপ-ঘরে হয়; পূজার সঙ্কল্পাদি জমিদার বাবুর নামে করা হয়।" মাগুরার মুসলমানগণ এত বড় 'গুনাহ্'র কাজ কিরূপে সম্পন্ন করিল, তাহা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। প্রতিমা-পূজা মুসলমানের জন্য 'শিরেক' বা অমার্জ্জনীয় মহা পাপ। উক্ত প্রতিমা পূজায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনরূপ সাহায্য করাও প্রতিমাকে সিজ্‌দা করারই তুল্য গুনাহ্। কোন একজন 'গুমরাহ' বা বিপথ-গামী মুসলমানের দ্বারা যদি এরূপ গর্হিত কাজ সম্পন্ন হইত, তবে আমরা না হয় তাহাকে উন্মাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিতাম কিন্তু, একটা গ্রামের সমুদয় মুসলমান অধিবাসী কিরূপে "দুর্গতি নাশিনী মা দুর্গের" শ্রীচরণাম্বুজে শুদ্ধি মন্ত্র গ্রহণ করিল, তাহাই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আবার 'বসুমতী'র প্রদত্ত সংবাদ যদি মিথ্যা হইত, তবে, মাগুরা গ্রামবাসিগণ নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদ করিত। আমরা যশোহরের মওলানা আহমদ আলী ইনায়েতপুরী, খুলনার মওলানা মুহাম্মদ ময়জুদ্দিন হামিদী প্রভৃতি বিখ্যাত আলেমদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত মওলানাদের মত উপযুক্ত নায়েবে নবীদের দেশে এরূপ প্রকাশ্য অনাচার সংঘটিত হইতে দেখিলে কেহই বিস্মিত না হইয়া পারে না। হিন্দুর সংস্পর্শে বাস করিয়া আজ বিশ্বের একত্ববাদী মুসলমান কিরূপে জাহান্নামের অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

বেকার মুসলমান।—আমাদের একজন প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের নিকট একদা নওয়াব বাহাদুর আবদুল লতীফ মরহুমের ভ্রাতুস্পুত্র, মাদ্রাসা আলিয়ার অন্যতম শিক্ষক মওলবী নুরোল আলম আসিয়া বলিলেন "দেখুন সাহেব! আপনারাত যুগ যুগান্তর হইতে মুসলমান যুবক ও বালকদিগকে শিক্ষার জন্য আহ্বান করিয়া আসিতেছেন; সংবাদপত্রে অনবরত প্রবন্ধাবলী লিখিয়া এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিয়া ছাত্র ও তাহাদের মুরুব্বি (অভিভাবক) দিগকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করিতে কসুর করেন নাই, তাহার ফলও যে কিছু না ফলিয়াছে, তাহা নহে। এক্ষণে শত শত গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার গ্রাজুয়েট সমাজে দৃষ্ট হইতেছে। সহস্র সহস্র ছাত্র স্কুল-কলেজে শিক্ষা লাভ করিতেছে, কিন্তু অনেকেই অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছে না। ম্যাট্রিক পর্য্যন্তই শিক্ষার শেষ সীমা। ইহাদের জীবন ধারণের এক্ষণে কোনও ব্যবস্থা করুন। সংবাদিক সাহেব বলেন, ছাত্রদিগকে কাজের মানুষ হইতে হইবে, কেবল চাকুরী লাভের জন্য সকলকেই ঘুরিয়া বেড়াইলে চলিবে না। আর ম্যাট্রিক পাস ছাত্র—চাকুরীই বা কত কি হইবে; তাহাদিগকে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিভাগে প্রবেশ করিতে হইবে। হাতে কলমে ঐ সকল কাজ করিতে হইবে। হিন্দু ছাত্রগণ ঐরূপ পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা আজকাল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় আয়ত্ব করিতেছে। মফঃস্বল হইতে নানা জিনিষ কলিকাতায় চালান দিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।

চোখ থাকিতে কাণা।—যাহা হউক, মওলবী সাহেব কিছুদিন পরে দুইটী ম্যাট্রিক পাস ছাত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের সঙ্গে প্রবীণ সাংবাদিক বা সাহিত্যিক সাহেবের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তাঁহাদের বাড়ী ফরিদপুর জেলায়, গোপালগঞ্জ মহকুমার এলাকায়। তাঁহারা বলিলেন,আমাদের দেশে মোরগ মুর্গী খুব সস্তা। আমরা উহা চালান দিতে পারি। বলা হইল, উপস্থিত তাহাই করুন। তাঁহার বিশ্বাসী পরিচিত এক ভদ্র লোকের মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে মোরগ মুর্গীর আড়ত আছে। তাঁহাদের দুই ভ্রাতাই হাইকোর্টে চাকুরী করেন। কারবারটি পৈত্রিক, উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা বিশেষ দক্ষতার সহিত আড়ত পরিচালন করেন। প্রত্যহ সিয়ালদহ ষ্টেশনে তাঁহাদের লোক উপস্থিত থাকে। আড়তের নাম বলিলেই মাল পাওয়া যায়। রেল রসিদ পরে আসিলেও ক্ষতি নাই। তাঁহার, অন্যান্য খরচ খরচা বাদ শতকরা ৩৵০ অর্থাৎ টাকায় ৴১০ দুপয়সা হিসাবে কমিশন গ্রহণ করেন মাত্র। অবশ্য পথে ২।৪টা মুর্গী মরিয়া যায় বা চুরি হয়। খরিদ দাম, খরচা ইত্যাদি আনুমানিক খতিয়ান করিয়া দেখা গেল, কম পক্ষে শতকরা ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ থাকিতে পারে। ছাত্র দুইটি মুর্গীর চালান পাঠাইবেন বলিয়া যে চলিয়া গেলেন আর কখনও মুখ দেখাইলেন না। প্রতিবারে অন্যূন এমন ১০০৲ টাকার মুর্গী ৪।৫ বার চালান দিতে পারিলে ৫০৲, ৬০৲ হইতে ৭৫৲, ৯০৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারিত। মূলধন ৩।৪ শত টাকা হইলেই যথেষ্ট ছিল। মুর্গী আসিবা মাত্র বিক্রয় হইয়া যায়। সেই দিন মনি-অর্ডার করিলে ৩ দিনের মধ্যে টাকা চালান কারী হস্তগত হইতে পারে। প্রথম মাসে ৫০৲ টাকা লাভ হইলেও প্রত্যেকে খুব কম পক্ষে ২৫৲ করিয়া লভ্যাংশ পাইতে পারিতেন। ক্রমে আয় বৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু অলস, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাহীন অকেজো ছাত্রদ্বয়ের তাহা ভাল ঠেকিল না। তবঘুরের মত চাকুরীর জন্য কত কাল ঘুরিয়াছেন, খোদাতালাই জানেন।

অদ্ভুত নিদর্শন।—আমাদের বহু বাজারের হিন্দু সহযোগিণী 'দৈনিক বসুমতী' গত ৬ই তারিখে আফগানিস্তানের বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে মং করিতে গিয়া বলিতেছেন :—"ইতিহাসে পাঠ ক যায়, পূর্ব্বকালে যখন হিন্দু-মুসলমানে সংগ্রাম হইত, তখন মুসলমানরা কোন এক ক্ষেত্রে সামনে গোরু রাখিয়া যুদ্ধ করেন। গো-হত্যার ভয়ে হিন্দুরা সম্যক সম্যক প্রকারে অস্ত্রচালনা করিতে পারেন নাই এবং মুসলমানদের অনায়াসে যুদ্ধ জয় হইয়াছিল।" এই প্রকার মন্তব্য সহযোগিণীর পক্ষে নূতন নহে। তিনি প্রায়ই ভারতের মুসলমান বাদশাহ্‌গণকে লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার মিথ্যা উক্তি করিয়া থাকেন। তিনি এই প্রকার উদ্ভট উক্তির নিদর্শন কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই। কোন সময় কাহার সহিত কাহার সংগ্রামে মুসলমানগণ এই প্রকার কা-পুরুষোচিত মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল তাহারও কোন প্রকার reference দেন নাই। তবে কি ইহা তাঁহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক

তাহ'লে কি হায় ইস্‌লামে তার
করা হয় অপমান ?
বুঝিবারে নারি ধর্ম্মের চেয়ে
মোল্লা কি গরীয়ান
মুস্‌লিমে খোদা পাঠায়েছে সারা
ধরার বাদ্‌শা করি
এ কথা বাগরা ভাবেনা তারা কি
আঁধারেতে নাই পড়ি ?
ইস্‌লামে আজি গোল্লায় দিল
এই মোল্লারা সবে
যদি বলি তাহা তাহ'লে কি হায়
কাফের হইতে হবে ?
পীর যারা মানে, তাদেরে আমরা
দোষ দিই নাক কিছু
পীর সে যে 'হাদী' মোদেরে তাঁহার
যেতে হবে পিছু পিছু
তাই ব'লে তারে 'সেজ্‌দা' করিবে
কোন্ সে মূর্খ আসি'
পুজিবে চরণ প্রতিমার সম
পিয়ে পাদোদক রাশি
মোদের সকল গোষ্ঠির চেয়ে
পীর বড় তাহা মানি'
কিন্তু খোদা ও রছুলের চেয়ে
বহু ছোট তারে জানি
শুন মুস্‌লিম, দীন কবি আজি
শুধায় 'সালাম' দিয়া
"ইংরাজী পড়া" সবারেই ডাকি'
বিপথে যায় কি নিয়া ?
তাই যদি, তবে কোথা হ'তে এল
ইকবাল আমীরালি
ইস্‌লামে যারা সেবিয়াছে নিতি
বুকের দরদ ঢালি'
মহা কবিদের চাতকের সম
তারাই ছুনিয়া দীন
ঠিক রাখিয়াছে দুইদিক হায়
থাকে নিক' উদাসীন
ইস্‌লামে কেহ চিনিয়াছে যদি
তারাই চিনেছে ঠিক্
মোল্লারা শুধু পথ-হারা হয়ে
ঘুরিছে দিগ্‌বিদিক্
মোল্লারে মোরা মাথায় রাখিব
তখনই সগৌরবে
যখন দেখিব প্রকৃত মোল্লা
হইয়াছে তারা সবে
কথায় কথায় কাফেরী ফতোয়া
করিছে না আর জারী
বিবী তালাকের যন্ত্রণা নাহি
সহে মুস্‌লিম নারী
সেদিন মিলিব এক সাথে মোরা
সকল দ্বন্দ্ব ভুলি'
হবে আওয়াজ মরুময় পথে
হৃদয় দুয়ার খুলি
ঘুচে যাবে দ্বেষ, মুছে যাবে ক্লেশ
শেষ হবে অমানিশি
হুর-পরী নভে গাহিয়া উঠিবে
মুখর করিয়া দিশি
* * *
আজি ছিন্ন বীণায় সুর বাঁধি কবি
গাহিতেছে আবাহনী,
সেই সে দিনের যবে মোরা পাব
মিলন পরশমণি।*

* কবি আমাদের পরম স্নেহাস্পদ বন্ধু। ইনি নেক-আকিদা সম্পন্ন শিক্ষিত মুসলমান। "মোল্লা" বলিতে তিনি এক শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি, স্বার্থ-সর্ব্বস্ব ও স্বল্প-শিক্ষিত ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী-দিগের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাস্তবিক, এই শ্রেণীর "নিম-মোল্লা খতরে ঈমান"এর দৌরাত্ম্যে আজ জাতি-ধর্ম্ম রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। মুসলমান যে বাদ্‌শাহের জাতি এবং শীঘ্রই যে তাহাকে পৃথিবীর লুপ্ত সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, এই নিম-মোল্লাদের কাছে তাহা যেন এক অলীক কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। কোন দাবির সম্মুখে আসিলে এই ভণ্ডের দলই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া আড়ালে গা ঢাকা দিয়া থাকে। কবি বিশেষ করিয়া এদের প্রতিই কটাক্ষ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, প্রকৃত আলেমের প্রতি আমাদের মত কবিরও অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে।
(সঃ আঃ মুঃ)।

মুস্‌লিম জাতীয়তা

(মওঃ মুহাঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি-এ.)

মুস্‌লিম-জগতে জাতীয়তার প্রভাব

প্রাচীন মানব জাতি বিভিন্ন কারণে শিশুভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরস্পরের অচেনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিশাল সমুদ্র ও উচ্চ পর্ব্বতমালা মিলন-পথের গতিরোধ করিয়া এক প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। শতাব্দির পর শতাব্দি, যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মানব জাতির ইতিহাসের ধারা এই ভাবে গড়িয়া উঠিল। এই রূপে ভৌগলিক সীমার মধ্যে থাকিয়া বিরুদ্ধ স্বার্থের সংঘর্ষে এক মানুষ অপর মানুষ হইতে যে কেবল পৃথক হইয়া পড়িল, এমন নয়, ; এক জাতি অপর জাতির, এক দেশ অপর দেশের ভীষণ শত্রু হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ শূদ্রকে হীন বলিয়া অপমান ও উৎপীড়ন করিতে লাগিল। ইরাণ ও তুরাণের ভুর্জ্জের আঘাতে সমগ্র মধ্য এসিয়া প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সমগ্র দুনীয়া জুড়িয়া একটা অ-মিলন ও রক্ত-মাখা ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পৃথিবী একটা জাগ্রত সমর-ক্ষেত্রে পরিণত হইল। দুনীয়া যখন এই উৎপীড়ন ও অত্যাচারে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল, এহেন অধঃপতন ও অন্ধকারের যুগে ইস্‌লাম মিলন ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করিয়া আরফাতের ময়দানে সমগ্র মানব জাতিকে আবার এক করিয়া দিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম, শাদা ও কালার বর্ণভেদ, তুর্কী ও কাবুলী, ইংরেজ ও বাঙ্গালীর ভেদাভেদ দূর হইয়া গেল। বিভিন্ন জাতীয়তা ইসলাম মহাসাগরে নিপতিত হইয়া একেবারে বিলীন হইয়া গেল।

বিংশ শতাব্দির প্রারম্ভ হইতে বিশেষতঃ গত ইউরোপীয় মহাসমরের অবসানের পর হইতে তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তান প্রভৃতি মুস্‌লিম দেশ সমূহে স্বাদেশিকতা (Nationalism) ভাব পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক শ্রেণীর তথাকথিত মুস্‌লিম নেতা ও সংবাদ-পত্র দেশে এই স্বাদেশিকতা-ব্যাধির বীজ ছড়াইয়া ইস্‌লামের ভিত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দিতেছেন। তুরস্কের স্বাদেশিক দলের নেতা মুস্তফা কামাল পাশাই সর্ব্বপ্রথম খিলাফত ধ্বংস করিয়া ও ইউরোপীয় অনুকরণে ভৌগলিক স্বাদেশিকতার (Geographical Nationalism) বুনিয়াদ কায়েম করিয়া ইস্‌লামের মূল নীতিতে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। কামাল পাশা ও অন্যান্য দেশের মুস্‌লিম বাদশাহগণের ইউরোপীয় অনুকরণ-প্রিয়তার বাড়াবাড়ি দেখিয়া, মুস্‌লিম জগতে যে ইহার একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া হইবে, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই পূর্ব্বে আভাষ দিয়াছিলেন। আফগান রাষ্ট্র-বিপ্লবে এই প্রতিক্রিয়ার ভাব বেশ পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তুরস্কেও আজ কামাল পাশার মিত্রেরা পর্য্যন্ত পরম শত্রু হইয়া পড়িয়াছেন। তুরস্ক, পারস্য, মিসর প্রভৃতি প্রত্যেক মুস্‌লিম দেশেই মুস্‌লিমেরা ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-বাদী সভ্যতার গ্রাস হইতে ইসলামকে রক্ষা করিবার জন্য গা-ঝাড়া দিয়া খাড়া হইয়াছেন। মুস্‌লিম-জগতে আজ একটা Principle লইয়া মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। মুস্‌লিম জগত হইতে ইউরোপীয় সভ্যতার মোহ দূর করিয়া মুস্‌লিমকে আবার সতেজ ও সজীব করিয়া তুলিতে হইবে। কামাল পাশা, বাদশাহ রেজাশাহ প্রভৃতি মুস্‌লিম জন-নায়কেরা খৃষ্টান ইউরোপের গ্রাস হইতে মুস্‌লিম দেশ সমূহের উদ্ধার সাধন করিয়া যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা ভারতীয় পরাধীন মুস্‌লিমেরা তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি ও ভারতবর্ষ হইতে খিলাফত আন্দোলন প্রভৃতি দ্বারা সাধ্যমত সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি; (যদিও আদ্‌মত পাশা প্রভৃতি তুর্কী নেতারা ভারতবর্ষের এই সাহায্যের কথা উল্লেখ করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছেন।) কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের ইউরোপীয় অনুকরণ-প্রিয়তার সমর্থন করিতে পারি না এবং করিবও না। আমরা সর্ব্বদা এই বিজাতীয় অনুকরণ-প্রিয়তার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। কোট-প্যান্ট পরিধান ও শরিয়তের বিরুদ্ধতার মধ্যেই যে উন্নতি লুক্কায়িত রহিয়াছে, একথা বলা নিছক ভুল। হজরত ওমর (রাঃ) হজরত আলী (রাঃ) ও হজরত খালিদ (রাঃ) প্রভৃতি প্রাচীন মুস্‌লিম বীরগণের কথা এখানে উল্লেখ না করিলেও, কামাল পাশারই স্বদেশবাসী ইউরোপ-বিজয়ী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ খান ও সুলতান সলিম খানের একজন সামান্য সৈনিকের নিকটেও বর্ত্তমান যুগের কামাল পাশা দাঁড়াইতে পারেন না। তাঁহারা মজ্‌হাব ও শরিয়তের পাবন্দ থাকিয়াও প্রায় অর্দ্ধ ইউরোপ দখল করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তারপর, বাদশাহ কুতুবউদ্দিন, মুহাম্মদ ঘোরী, সুলতান মাহমুদ ও আহমদ শাহ আবদালী প্রভৃতি মাথায় পাগড়ী দিয়া, লম্বা কুরতা ও ঢিলা পায়জামা পরিধান করিয়া এবং মজ্‌হাব ও শরিয়তের পাবন্দ থাকিয়া ও হজরত উলামা কেরামের মুতাবিয়ত করিয়াও যে কেবল নিজের দেশকে পৃথিবীর সহিত শাসন করিয়াছিলেন এমন নয়, বরং সমগ্র ভারতবর্ষের উপর কয়েক শতাব্দি ব্যাপীয়া বাদশাহাৎ করিয়া গিয়াছেন। ইস্‌লাম হইতে দূরে সরিয়া পড়ায় এবং আল্লাহ্ ও রছুলের মতো না হওয়াই মুস্‌লিম জগতের এই অধঃপতন ঘটিয়াছে। আজও মুস্‌লিমেরা ইমানকে মজবুত করিয়া ইস্‌লামের পাবন্দ হইলে, আবার সমগ্র দুনীয়া মুস্‌লিমের পদানত হইয়া পড়িবে। হজরত সাহাবা কেরামের (রাঃ) ইবাদতের পুরস্কার স্বরূপ তাহারা যে আখেরাতে সুখভোগ করিবেন এমন নয়, সমগ্র দুনীয়াটাকে পর্য্যন্ত আল্লাহ্ তালা তাঁহাদের অধীন করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং ইউরোপীয় অনুকরণ প্রিয়তা যে সম্পূর্ণ ভুল একথা বলাই বাহুল্য।

১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ খান কনষ্টান্টিনোপল দখল করিয়া বিজয়ী বেশে ইউরোপে প্রবেশ করেন। তারপর, তুর্কী সুলতানেরা অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, গ্রীস, রুমানীয়া প্রভৃতি দখল করিয়া প্রায় অর্দ্ধ ইউরোপ শাসন করিতে থাকেন। মিসর হইতে খিলাফতের অবসানের পর তুরস্কের সুলতানের উপর খিলাফতের দায়ীত্ব আসিয়া পড়ে এবং সে সময় হইতে তিনি সমগ্র মুস্‌লিম জগতের খলিফা স্বরূপ খৃষ্ট-জগতের আক্রমণের বিরুদ্ধে মুকাবেলা করিতেছিলেন। তুরস্ক যে কেবল মুস্‌লিম জগৎকেই রক্ষা করিয়াছিলেন, এমন নয়, সমগ্র এশিয়ার উপর ইউরোপের aggressive নীতির প্রতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। একমাত্র তুরস্কের জন্যই এতদিন এশিয়ার উপর ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব তেমন ভাবে বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। তাই ইংরেজ কবি Wordsworth এর তাহাকে বলিয়া তুরস্ককে বলিতে ইচ্ছা হয়—"Asia's bulwork against Europeans." এই জন্যই গত অষ্টাদশ শতাব্দি হইতে ইউরোপীয় খৃষ্টান-শক্তি সমূহ সমবেত ভাবে তুরস্কের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন! ইংলণ্ড ও রুসিয়ার স্থায় খৃষ্টান ইউরোপের নেতা স্বরূপ তুরস্ককে ধ্বংস করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠেন। গত উনবিংশ শতাব্দি ব্যাপিয়া তুরস্ককে ধ্বংস করাই ছিল The near eastern policyর মূল মন্ত্র। তাঁহারা গ্রীস, বুলগেরিয়া, সার্ব্বিয়া প্রভৃতির মিত্র সাজিয়া ওসমানীয়া সাম্রাজ্যের এক এক অঙ্গ কাটিয়া তাহাকে একেবারে দুর্ব্বল করিয়া ফেলেন! তুরস্কের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ চালাইয়া, তাহাকে একেবারে কাহিল করিয়া ফেলেন। এতগুলি শক্তির সহিত একা তুরস্ক লড়িবে কয়দিন। ইউরোপের ষড়যন্ত্রকারী ডিপ্লোমেটরা তুরস্কের চারিদিকে ঘিরিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা তুরস্কের কোন কোন মন্ত্রী ও সেনাপতিকে বশ করিয়া ও তুর্কী নব্য যুবকগণের মনে গয়ের-ইস্‌লামী খিলাফত ঢুকাইয়া ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। তারপর তাঁহারা Young Turk নামক তরুণ দলকে সুলতান আবদুল হামিদ সাহেবের বিরুদ্ধে উষ্কাইয়া দিয়া এক অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। আর বাহির হইতে ইউরোপের সমস্ত সংবাদপত্র এই দলকে বাহবা দিয়া উৎসাহিত করিতে থাকেন। সুলতান আবদুল হামিদ খান (রহ) ছিলেন প্রকৃত খলিফা ও ইস্‌লামের শেষ স্তম্ভ। তাঁহার কঠোর শাসনের ফলে এতদিন গয়ের ইস্‌লামী খিয়ালাত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। সুলতান আবদুল হামিদের বিরুদ্ধ-বাদীরা তাঁহার ব্যক্তিগত দোষের কথা উল্লেখ করিলেও আমরা তাঁহার ইস্‌লামের প্রতি মহব্বত ও শরীয়তের প্রতি গাবন্দির কথা কখনও ভুলিতে পারিব না। সুলতান আবদুল হামিদের পতনের পর হইতেই কামাল পাশা ও তাঁহার অনুচরেরা সুযোগ পাইয়া তুরস্কে নামাবিধ গয়ের ইস্‌লামী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন। তুর্কী খিলাফতের পতনের পূর্ব্বেও সমগ্র দুনিয়ায় খিলাফত একটা জবরদস্ত moral force ছিল। ইউরোপীয় চালবাজেরা মানবজাতিকে এরিয়ান, সেমেটিক, তুরানীয়ান, ককেশীয়ান প্রভৃতি কাল্পনিক জাতিতে বিভক্ত করিয়া ইস্‌লামী সভ্যতা ও কালচার বনাম আরব-সভ্যতার বিরুদ্ধে নব্য তুর্কীকে একেবারে মাতাইয়া তুলেন এবং ভৌগলিক জাতীয়তার বিষ প্রবেশ করাইয়া তুরস্ককে সমগ্র মুস্‌লিম-জগত হইতে পৃথক করিয়া ফেলেন। তুরস্কের অনুকরণে মিসর, পারস্য প্রভৃতি মুস্‌লিম দেশ সমূহ বিশ্ব-মুস্‌লিম ভ্রাতৃত্ব ও কেন্দ্র-শক্তি হইতে আস্তে আস্তে পৃথক হইতে থাকে। বিশ্ব-মুস্‌লিমের এই বিচ্ছেদের যুগে সুলতান ইবনে সউদ "আমি প্রথমে মুস্‌লিম, তার পর আরব" এই বাণী প্রচার করিয়া বড়ই উপকার সাধিত করিয়াছেন। তুর্কী স্বাদেশিকতা রূপ সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া আমাদের দেশেও এক শ্রেণীর তথাকথিত জাতীয়তা-বাদী নেতা—"প্রথমে ভারতবাসী ও পরে মুস্‌লিম" প্রচার করিয়া ইস্‌লামের মূলনীতিতে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। আমরা উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি —"আমরা প্রথমে মুস্‌লিম তারপর ভারতবাসী, আফগান, মিসরী প্রভৃতি যা কিছু।" সে যাহা হউক, খিলাফত ধ্বংস হওয়ায় ও ভৌগলিক জাতীয়তার মোহে মুস্‌লিম দেশ সমূহ পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া বিশ্ব-মুস্‌লিম কেন্দ্র-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় ইউরোপীয় চাল-বাজদের মনের সাধ বহু শতাব্দি পরে পূর্ণ হইয়াছে। ইউরোপের বুকের উপর হইতে আনীমণ ওজনের একটা পাথর খসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে ইউরোপীয় খৃষ্টান ও এদেশীয় হিন্দু-সংবাদপত্র সমূহের Europeanization with vengeance প্রভৃতি বিদ্রূপ ও অট্টহাসি দেখিয়া আমাদের কাটা ঘায়ে নূন দেওয়ার মত বড়ই আঘাত লাগিয়াছে।

তুরস্কের এই আধুনিক কামালী স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে না। স্বাধীনতা অনেক প্রকারের—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, কাল্‌চারের স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রভৃতি। কামাল-পাশা ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় অধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিলেও নিজের ইচ্ছায় খৃষ্টান কাল্‌চারের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া আবার ইউরোপের [illegible] পড়িয়াছেন। তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা ও কাল্‌চারের মধ্যে নিজের ইস্‌লামী স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়া দুনীয়া হইতে নিজের অস্তিত্ব মিটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। চাকচিক্যময় অসার ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার চোখ ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। কামাল পাশা যে পথে চলিয়াছেন—তাহা আত্ম-বিলুপ্তির পথ। তাহাকে প্রকৃত রাজনৈতিক আত্মহত্যা political suicide বলা যাইতে পারে। মুস্‌লিম জগতে আজ ইউরোপীয় এবং ইস্‌লামী কাল্‌চারের আদর্শের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদিগকে এই ইউরোপীয় মোহ হইতে মুক্ত হইয়া নমাজ রোজা প্রভৃতি ইস্‌লামী শরীয়তের পাবন্দ থাকিয়া এবং পোষাক-পরিচ্ছদ ও রীতি-নীতিতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া ইস্‌লামী অস্তিত্ব বজায় রাখিতে হইবে। কামাল পাশার ইউরোপীয় পোষাক-পরিচ্ছদ, রোমান বর্ণমালার প্রচলন, জুমাবারের বদলে রবিবারের বন্ধ, ইস্‌লামী শরীয়ত ও ফেকাহের বদলে সুইজারলণ্ডের দেওয়ানী আইন ও ইটালীর ফৌজদারী আইনের প্রচলন প্রভৃতি গয়ের ইস্‌লামী কার্য্য দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁহাদের যেন ইস্‌লামী কাল্‌চারের প্রতি একটা বিজাতীয় আক্রোশ রহিয়াছে। পূর্ব্ব-জগতের এই ইউরোপীয় অনুকরণপ্রিয়তা দেখিয়া Sir Denison Ross প্রমুখ নিরপেক্ষ ইংরেজ-চিন্তা নায়কেরা পর্য্যন্ত—"I am frightened at the Europeanization of the East" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। —ক্রমশঃ

গত ১৩ই অক্টোবর ৫॥ ঘটিকার সময়ে কলিকাতায় ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া রাস্তা-ঘাট পানিতে ডুবিয়া যায়। জগন্নাথ ঘাটে ঝড়ে আই, জি, কোং সাইফোনা নামক ষ্টীমারের নেভিগেশন ডেক উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে এবং দেশী নৌকারও অনেক ক্ষতি করিয়াছে। পোর্ট কমিশনারের ফেরী ঘাটের নিকট ১ খানা পানের দোকানের পার্শ্বে দুই জন লোককে ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া কিছুদূরে নিক্ষেপ করে। কোন রকমে লোক দুইটীর প্রাণে বাঁচিয়াছে বটে, কিন্তু ভয়ানক আঘাত পাইয়াছে।

স্পেনে মূর-সাম্রাজ্য

আন্দালুসিয়ার অধিবাসী

[মওলবী আবদুল কাদের]

টুরের যুদ্ধ ইউরোপে সারাসেন-বিজয়ের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল; ইহার পর তাঁহারা আর রাজ্য-বিস্তারের চিন্তা না করিয়া বিজিত রাজ্যের শাসন-সৌকার্য্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন। সার্লেমনের সংক্ষিপ্ত ও সর্ব্বনাশকর অভিযানের পরে তাহারা প্রায়শঃ নিরুপদ্রবে তিন শতাব্দী কাল পর্য্যন্ত তাহাদের নবান রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিল। ইহা সত্য যে, বহিষ্কৃত গথদের বংশধরগণ উত্তরের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আপনাদের স্বাধানতা বজায় রাখিয়াছিল এবং কালক্রমে তাহাদের প্রাচীন রাজ্যের একাংশ পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিল; কিন্তু এই সমুদয় আক্রমণ সামরিক যাতনার হেতু হইলেও একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত স্পেনের অধিকাংশের উপর মূর-রাজত্বের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই। উত্তরাঞ্চল বশীভূত করিতে, লাভ অপেক্ষা রক্তপাতের সম্ভাবনাই অধিক দেখিয়া, বিজেতারা ঐ স্থানের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং খৃষ্টানদিগকে গ্যালিসিয়া, লিওন, ক্যাষ্টাইন ও বিস্কেয়ান প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া নিজের রাজ্যের উৎকৃষ্টতর অংশ লইয়া তৃপ্ত রহিলেন। খৃষ্টানেরা মূরদিগকে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকের উষ্ণ ও উর্ব্বরা প্রদেশসমূহ উপভোগ করিতে বাধা না দিলে উত্তরের নিরানন্দ পতিত ভূমি এবং সঙ্কীর্ণ শৈল-পথ-শ্রেণী তাহাদের অধিকারে রাখিয়া দিতে বিজেতারা আপত্তির বিশেষ কোন কারণ দেখিলেন না। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীতে খৃষ্টান রাজ্য সমূহের অভিযান কাল পর্য্যন্ত সীয়েরা ডি গোয়াডে রামা নামে যে বৃহৎ পর্ব্বত শ্রেণী পর্ত্তুগালের কয়ম্বা হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে আরা গোজা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, উহাকে ও এব্রো নদীকে স্থূলতঃ খৃষ্টীয় উত্তরাঞ্চল ও মুস্‌লিম দক্ষিণাঞ্চলের সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কাজেই মূরেরা টেগাস, গোয়াডিয়ানা ও গোয়াডেল কুইভার নদীর উর্ব্বরা উপত্যকা সমূহ উপভোগ করিত; এতদ্ব্যতীত আন্দালুসিয়ার বিখ্যাত নগরাবলীও তাহাদেরই অধিকারে ছিল; এই সমুদয় নগর ঐশ্বর্য্য, বাণিজ্য ও উৎকৃষ্ট জল-বায়ুর জন্য রোমীয় শাসন কাল হইতেই প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। গোয়াডেল কুইভারের নাম-ই আরব-প্রভূত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। উহা আরবী ওয়াদীল কবীর বা 'মহানদী' শব্দের অপভ্রংশ। এই বিভাগ স্বাভাবিক ছিল; জল-বায়ুর পার্থক্যের দরুণ উভয় অংশ ভৌগোলিক ভাবে অনন্ত কাল হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। প্রবল বায়ু তীব্র শীত এবং অত্যধিক বরিপাত উত্তরাঞ্চলে লাগিয়াই আছে; ইহা উৎকৃষ্ট চারণ-ভূমি হইলেও অধিকাংশ স্থলেই কর্ষণের অযোগ্য। আফ্রিকার উষ্ণ বায়ু স্রোত আসিয়া বিরক্তি উৎপাদন করিলেও দক্ষিণাংশ স্বাস্থ্যকর, নদ-নদী-বিধৌত এবং উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্যের উপযোগী। উভয় অংশের মধ্যে একটি বিরাট মালভূমি অবস্থিত ছিল; ইহার অধিকাংশ মূরদের অধিকারে পড়িলে ইহা কতকাংশে বিবাদ-ভূমি ছিল; কাজেই তথায় বসবাস নির্ব্বিঘ্ন ছিল না। মূরেরা সৌরকর প্রিয় জাতি; তাই এই শীতল উন্নত ভূমি তাহাদের প্রীতিকর হইল না; তারেকের সহিত প্রথমে যে সমুদয় বার্ব্বার-গোত্র এদেশে আগমন করিয়াছিল, প্রধানতঃ তাহাদিগকেই এই স্থানেই বাস করিতে দেওয়া হইল; প্রকৃত আরবেরাই ইহাদিগকে এইরূপ অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। বিধির বিধি বাস্তবিকই অদ্ভুত; যাহারা নিজেদের শোণিত ক্ষয় করিয়া একটা বিরাট রাজ্য জয় করিয়াছিল, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের মধ্যে তাহাদের জীবন-যাপনের ব্যবস্থা হইল; আর যাহারা শান্তির সময় উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছিল, তাহারাই বিজয়ের ফল ভোগ করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রাকৃতিক বিভাগের ফলে মূরেরা তাহাদের বস-বাসের জন্য স্পেনের যে দুই তৃতীয়াংশ প্রাপ্ত হইল, তাহাকে আরবেরা বরাবর "আন্দালুস" বলিত; সমগ্র উপদ্বীপের সহিত ইহার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য আমরা ইহাকে "আন্দালুসিয়া" নামে অভিহিত করিব। এই স্থানে মূরেরা যে কর্দ্দোভা রাজ্য গঠন করে, তাহা মধ্যযুগের আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল; সমগ্র ইউরোপ যখন কলহ ও বর্ব্বরোচিত অজ্ঞানতা-অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, তখন একমাত্র উহাই পাশ্চাত্য জগতের সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল জ্ঞান-বর্ত্তিকা ও সভ্যতালোক ধারণ করিয়াছিল। পূর্ব্বাগত বর্ব্বর জাতি সমূহের ন্যায় মূরেরাও স্পেনে ধ্বংস ও স্বেচ্ছাচারিতার আমদানী করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করিলে সত্যের ভয়ঙ্কর অপলাপ করা হইবে। তাহা ত হয় ই নাই, বরং আরব বিজেতাগণের অধীনে আন্দালুসিয়া যেরূপ করুণা, বিজ্ঞতা ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত শাসিত হইয়াছিল, তদ্রূপ শাসননীতি প্রাপ্ত হওয়া পূর্ব্বে কখনও তাহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহারা প্রায় সোজা আরব মরুভূমি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল; বিস্ময়কর দ্রুত বিজয়ের দরুণ বৈদেশিক জাতি সমূহকে বশ করিবার কৌশল আয়ত্ত করিবার অবসরও তাহাদের ঘটে নাই বলিলেই হয়। এমতাবস্থায় কোথায় যে তাহারা তাহাদের আশ্চর্য্যজনক শাসন-প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা বলা কঠিন। তাহাদের মন্ত্রিগণের মধ্যে কেহ কেহ গ্রীক ও স্পেনবাসী ছিলেন; কিন্তু ইহাতেও সমস্যার সমাধান হয় না; কারণ এই সকল উপদেষ্টা অন্য কোনও স্থানে অনুরূপ ফল দেখাইতে পারেন নাই; স্পেনের সমুদয় শাসন-কুশল ব্যক্তিগণের বুদ্ধি-সমষ্টিও গথ শাসনকে প্রজাবর্গের জন্য 'চলন সহি' করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে মূরদের অধীনে প্রজাবর্গ মোটের উপর সন্তুষ্ট—বিজাতি ও বিধর্ম্মী রাজার অধীনে যে কোন জাতি যতদূর সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, ততদূর সন্তুষ্ট —এবং তাহারা নামতঃ নিজদিগকে যে ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করিত, সেই ধর্ম্মাবলম্বী রাজাগণের শাসনকাল অপেক্ষা অনেক অধিক সন্তুষ্ট ছিল। বস্তুতঃ যদিও পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্ম-নৈতিক গণ্ডগোল কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি প্রথমে মূরদিগকে ধর্ম্ম নিয়া প্রায় কোন ক্লেশই স্বীকার করিতে হয় নাই। স্পেনীয়েরা একাধারে পৌত্তলিক ও খৃষ্টান ছিল; কনষ্টাণ্টাইন প্রচারিত নূতন ধর্ম্মমত সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যে অতি অল্পই কার্য্যকরী হইয়াছিল। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সার সংগ্রহে তাহাদের কোন প্রয়োজন ছিল না; তাহাদের অভাব ছিল—শান্তি ও সমৃদ্ধিতে বাস করিবার ক্ষমতা। তাহাদের মূর প্রভুগণ তাহাদের এই অভাব পূরণ করিয়াছিল।

যে কোন ও অভিযান কালে রাজ্য মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন অন্ততঃ অত্যল্প সময়ের জন্যও লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিদাহ হওয়া স্বাভাবিক মূরদের স্পেন আক্রমণকালেও কোথাও কোথাও ইত্যাকার উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছিল; কিন্তু আরব শাসনকর্ত্তাগণ শীঘ্রই উহা দমন করিয়াছিলেন। সমুদয় গোলযোগ চুকিয়া গেলে প্রজাবর্গ দেখিতে পাইল যে, তাহাদের অবস্থা অন্ততঃ পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হয় নাই। আর শীঘ্রই তাহারা অনুভব করিতে আরম্ভ করিল যে, রাজ-পরিবর্ত্তনে তাহারা উপকৃত হইয়াছে। তাহাদিগকে নিজেদের আইন ও বিচারক রাখিতে অনুমতি প্রদত্ত হইল; তাহাদেরই স্বজাতির শাসনকর্ত্তাগণ জেলা সমূহের শাসনদণ্ড পরিচালনা, কর-সংগ্রহ এবং বিচারের মীমাংসা করিতে লাগিল। নাগরিকগণকে আর পূর্ব্বের ন্যায় রাজ্যের সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইত না। কেবল মাত্র 'জিজ্‌য়া' প্রদান করিলেই তাহারা সমুদয় রাজকীয় দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইত; উহার পরিমাণও সঠিক ছিল না। অবশ্য যদি তাহারা কর্ষণ-যোগ্য ভূমি রাখিত, তবে তাহাদিগকে 'খেরাজ' বা ভূমিকর প্রদান করিতে হইত। করদাতার মর্য্যাদানুসারে জিজ্‌য়ার পরিমাণ বার্ষিক ১২ হইতে ৪৮ 'দেরহাম্‌' ছিল; মাসিক কিস্তিতে আদায় করিতে হইত বলিয়া উহা পরিশোধ করাও সহজ-সাধ্য ছিল। কেবল অ-মুস্‌লিমদিগকেই জিজ্‌য়া দিতে হইত। কিন্তু ভূ-কর মুস্‌লিম-অমুস্‌লিম—প্রত্যেককেই সমভাবে প্রদান করিতে হইত, উর্ব্বরা শক্তির তার-তম্যানুসারে ভূ-করের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিত। প্রাচীন ভূস্বামী ও নাগরিকবর্গ পূর্ব্বে যে স্বত্বে ভোগ করিত, মুস্‌লিম-বিজয়ের পরেও তাহাদের সেই স্বত্ব অব্যাহত রহিল। পাদ্রিগণের এবং যে সমুদয় ভূম্যধিকারী উত্তরের পার্ব্বত্যাঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের ভূ-দাসদিগকে সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত করা হইল না; তাহারা তাহাদের নবাগত মুস্‌লিম প্রভুদিগকে উৎপন্ন শস্যের একাংশ প্রদান করিয়া, পূর্ব্ব প্রভুদের ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিল; কাজেই তাহাদের অবস্থা প্রভূত পরিমাণে উন্নত হইল; তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা অন্তর্হিত হইয়া গেল। মেরিদা, ওরিহুয়েলা প্রভৃতি নগর সমূহ বিজেতাদের নিকট হইতে বিশেষ সুবিধা-জনক শর্ত্ত প্রাপ্ত হইল; তথাকার অধিবাসীবর্গ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব প্রদান করিয়াই স্ব স্ব ভূ-সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিল। একান্ত পক্ষে, জিজ্‌য়া ভিন্ন খৃষ্টানদিগকে তাহাদের মুস্‌লিম প্রতিবেশিগণ অপেক্ষা কোন দিয়াই রাজ-সরকারে অধিক অর্থ প্রদান করিতে হইত না। এমন কি নবীন প্রভুদের নিকট হইতে তাহারা এরূপ একটা অধিকার লাভ করিল, যাহা তাহাদের গথ প্রভুগণ কখনও তাহাদিগকে প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই; তাহারা তাহাদের ভূমি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল। ধর্ম্মের জন্য য়িহুদিদের প্রতি গথদের অত্যাচারের সীমা ছিল না; তাহাদিগকে বল-পূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। কিন্তু মুস্‌লিম আমলে তাহার বিপরীত নীতি প্রবর্ত্তিত হইল। আরবরা স্পেনীয়দিগকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে যে কোন দ্রব্য বা যে কোন জীবকে উপাসনা করিবার স্বাধীনতা প্রদান করিল। জিজ্‌য়ার প্রচলন শাসক ও শাসিত উভয়ের জন্যই মঙ্গলকর ছিল। সামান্য কিছু অর্থ প্রদান করিয়া শাসিতেরা কেবল যে ধর্ম্মনৈতিক স্বাধীনতাই প্রাপ্ত হইত তাহা নহে, তাহারা রাজ্য রক্ষার অর্থাৎ সামরিক দায়িত্ব হইতেও সম্পূর্ণ অব্যাহতি লাভ করিত; পক্ষান্তরে রাজকীয় আহ্বান মাত্রই তাহাদের প্রত্যেক সমর্থ মুস্‌লিম প্রতিবেশীকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছুটিয়া যাইতে হইত। এতদ্দ্বারা রাজকোষে যে অর্থাগম হইত, কর্দ্দোভার সোলতানগণ উহাকে অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কাজেই তাঁহারা ধর্ম্ম-প্রচার দ্বারা এই আয় হ্রাস করিতে চাহিতেন না। ফল এই দাঁড়াইল যে খৃষ্টানরা তাহাদের নবীন প্রভুগণের শাসনে সন্তুষ্ট হউক এবং ফ্রাঙ্ক বা গথ শাসন অপেক্ষা তাহারা মূর শাসনকে যে অধিকতর পসন্দ করিত, এ কথা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে লাগিল। এমন কি স্পেনীয় পুরোহিতবর্গ তাহাদের ক্ষতি স্বত্বেও এই রাজ্য পরিবর্ত্তনে রাগান্বিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না। ৭৫২ খৃষ্টাব্দে কর্দ্দোভায় বেজার থিওডোর কর্ত্তৃক লিখিত প্রাচীন ইতিবৃত্তই ইহার প্রমাণ। এই ধার্ম্মিক পুরোহিত তাঁহার গ্রন্থে মূসার পুত্রের সহিত রডারিকের বিধবা পত্নীর বিবাহের ন্যায় যে ভীষণ অপবিত্র সম্পর্কের অবতারণা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে কিছু মাত্রও নিন্দাভাগী হইতে হয় নাই। কিন্তু তাহাদের নবীন প্রভুগণের শাসনে খৃষ্টানদের সন্তোষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, সমগ্র অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে একটী মাত্র ধর্ম্মনৈতিক বিদ্রোহও সংঘটিত হয় নাই।

—ক্রমশঃ

"নবী-বাণী"

[মোহাম্মদ নূরুল হক্ দশঘরী]

১। "পৃথিবীর মধ্যে যত কিছু আছে, সব চেয়ে উত্তম, জামাতের সহিত নামাজ পড়া"।

২। "নমাজ ধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ, যে ব্যক্তি নমাজ কায়েম রাখিল, সে যেন নিজের ধর্ম্মকে কায়েম রাখিল; আর যে ব্যক্তি নমাজ পাঠে বিরক্ত রহিল, সে যেন ধর্ম্মের ভিত্তিকে উৎপাটিত করিল।"

৩। "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ-শরীফ পাঠ করিবে, আল্লাতায়ালা ও তাঁহার ফেরেশ্‌তাগণ তাহাকে দশবার আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

৪। "যে ব্যক্তি জ্ঞানী লোকের সন্দর্শনে যায়, সে যেন আমাকে দর্শন করিতে যায়; আর যে ব্যক্তি জ্ঞানী লোকের সঙ্গে কর-মর্দ্দন করে, সে যেন আমার সঙ্গে কর-মর্দ্দন করে; আর যে ব্যক্তি জ্ঞানী লোকের সঙ্গে বসে, সে যেন আমার সঙ্গে বসে; আর যে ব্যক্তি সংসারে আমার সহিত বসে, আল্লাহতায়ালা পরকালে তাহাকে আমার সহিত স্বর্গে উপবিষ্ট করাইবেন।"

৫। "ঈমান কাহাকে বলে?" "অন্তঃকরণের সহিত খোদাতালাকে জানা, তাঁহার আদেশের উপর বিশ্বাস করা এবং তিনি যাহা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহার উপর আমল করা।"

৬। "যে ব্যক্তি অজু করিয়া নিদ্রিত হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই ব্যক্তি খোদাতালার নিকট শহীদ বলিয়া গণ্য হইবে।"

৭। "মেস্‌ওয়াক্ (দন্ত-মর্দ্দন) করা ভাল, কেননা উহা মুখের পবিত্রতার অংশ বিশেষ এবং খোদাতায়ালাও এইরূপ ব্যক্তিকে পসন্দ করেন।"

৮। "জোমার দিবস তিনটী জিনিষ মুসলমানের জন্য ওয়াজিব:—(ক) গোসল করা; (খ) মেস্‌ওয়াক্ করা; (গ) সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করা।"

৯। "সপ্তাহের সাত দিবসের মধ্যে জোমার দিবসই শ্রেষ্ঠ।"

১০। "রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ খোদাতায়ালার নিকট মেস্ক ও জাফরাণের সুগন্ধ হইতেও অধিক আদরণীয়।"

১১। "যদি আল্লাহতায়ালা আকাশ ও জমিকে বাক্‌শক্তি প্রদান করিতেন, তবে তাহারা প্রত্যেক রোজাদারের নিকট বেহেশ্‌তের সু-সংবাদ পৌঁছাইত।"

১২। "প্রত্যেক জিনিষেরই জাকাত আছে, শরীরের জাকাত হইতেছে রোজা রাখা।"

১৩। "প্রত্যেক জিনিষেরই নিদর্শন আছে, ঈমানের নিদর্শন হইতেছে রোজা রাখা।"

১৪। "বে-নমাজী ব্যক্তির ঈমানের কোন মূল্য নাই। আর জাকাত অনাদায়ী ব্যক্তির নমাজ খোদাতায়ালা কবুল করিবেন না।"

১৫। "যে ব্যক্তি সালাম করিবার পূর্ব্বে কথা বলিল, তাহার কথার উত্তর না দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

১৬। যে ব্যক্তি মাতা পিতাকে কষ্ট দেয়, সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তের গন্ধও পাইবে না। অর্থাৎ সে ব্যক্তি বেহেশ্‌ত যাইতে পারিবে না।"

১৭। "যদি তোমরা তোমাদের পিতামাতার সহিত ভাল ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমাদের সন্তানাদিও তোমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করিবে।"

১৮। "যে ব্যক্তি মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট রাখে, খোদাতায়ালাও তাহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, আর যে ব্যক্তি মাতা পিতাকে অসন্তুষ্ট রাখে, খোদাতায়ালাও তাহার উপর অসন্তুষ্ট থাকেন।"

১৯। "তিনটী জিনিষ বড়ই ক্ষতিজনক:—(১) বেশী খাওয়া; (২) বেশী নিদ্রা যাওয়া; (৩) বেশী কথা বলা।"

২০। "যে ব্যক্তি অতিরিক্ত খাওয়া অভ্যাস করে, সে সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। আর যে ব্যক্তি কম খাওয়া অভ্যাস করে, সে সহজে রোগাক্রান্ত হইবে না।"

২১। "অতিরিক্ত হাস্য করিলে যেন অন্তঃরণকে মারিয়া ফেলা হয়।"

২২। "যে ব্যক্তি মুসলমানের জানাজায় যোগদান করে, সে যেন পরকালকে স্মরণ করে।"

২৩। "রোগীকে দিবসের প্রথম ভাগে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।"

২৪। "সর্ব্বদা মেহমান (আগন্তুক) দিগের যত্ন করা এবং সর্ব্বদা ভাল কথা বলা প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য। নতুবা চুপ থাকা উচিত।"

২৫। "যে স্থানেই থাক না কেন খোদাতায়ালাকে স্মরণ কর, অপকারের পরিবর্ত্তে উপকার কর এবং সর্ব্বদা সকলের সহিত ভাল আচরণ কর।"

২৬। "যাহার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি দোষ আছে, সে যদি নামাজ পড়ে ও রোজা রাখে, তথাপি মোনাফিক হইয়া যাইবে। (ক) মিথ্যা কথা বলা, (খ) প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করা, (গ) বিশ্বাসঘাতকতা করা।"

২৭। "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাপ ইহাই:—(ক) শিরক করা, (খ) মাতাপিতার অবাধ্য হইয়া চলা, (গ) মিথ্যা কথা বলা।"

২৮। "যে ব্যক্তি রাগকে দমন রাখিতে পারে, খোদাতায়ালা তাহার সমস্ত পাপ মার্জ্জনা করিবেন।"

২৯। "সমস্ত কার্য্যই মনস্কামনার সহিত সম্পন্ন।"

৩০। "উপকার করার নাম ধর্ম্ম।"

৩১। "আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর ও দয়ালু হইবেন না, যে ব্যক্তি মনুষ্য সন্তানের উপর দয়ালু নহে।"

৩২। "চোগলখোর বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

৩৩। "আত্মীয়তা ধ্বংসকারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

৩৪। "অত্যাচার কিয়ামতের দিবস অন্ধকারের মত হইবে।"

৩৫। "পায়ের গিরার যে অংশ পাজামার নীচে থাকিবে সেই অংশ দোজখে যাইবে।"

৩৬। "মুসলমানত সেই ব্যক্তিই, যাহার হস্ত এবং বাক্য হইতে লোক নিরাপদ থাকে।"

৩৭। "যে ব্যক্তি বিনয় হইতে বঞ্চিত সে সমস্ত উৎকৃষ্ট কাজ হইতে বঞ্চিত।"

৩৮। "লজ্জা সব চেয়ে উত্তম।"

৩৯। "যখন তুমি লজ্জা করিবে না, তখন তোমার নিকট সমস্ত খারাপ কার্য্য এক প্রকার।"

৪০। "সমস্ত কার্য্যের মধ্যে এই কার্য্য খোদার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহা সর্ব্বদা করা যায়, যদিও তাহা কম হয়।"

৪১। "তোমাদের মধ্য হইতে সেই ব্যক্তিই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উদার।"

৪২। "দুনিয়া মুসলমানের জন্য কারাগার এবং কাফের গণের জন্য জান্নাত।" (ক্রমশঃ)

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

কৃষি-শিক্ষা ও সরকার।—ফরিদপুরের কালেক্টর সাহেব কৃষিশিক্ষার্থীকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিলে, হাতে-কলমে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ১৫ বিঘা করিয়া জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনেক হিন্দুযুবক কৃষি বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া, সেই ১৫ বিঘা হিসাবে জমি গ্রহণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইতেছে। মুসলমান ছাত্রগণ এ পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। মুসলমান ছাত্রগণ এ-বিষয়ের খোঁজ রাখেন কিনা তাহাতেও সন্দেহ। আমরা ফরিদপুর জেলার মুসলমানদিগকে এই বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক জীবিকার্জ্জনের সুযোগ লাভ করিতে অনুরোধ করি। দাসত্ব হইতে কৃষিকার্য্য ঘৃণনীয় নহে। ১৫ বিঘা জমিতে ভাল রকম চাষ-আবাদ করিলে একটী পরিবার স্বচ্ছলভাবে প্রতিপালিত হইতে পারে। ১৫ বিঘা জমিতে বিবেচনা পূর্ব্বক চাষ-আবাদ করিলে বৎসরে ১০০০—১২০০ টাকা আয় বেশ হইতে পারে। অলস ও অসহিষ্ণু মুসলমান ছাত্রগণ কি এ সুযোগ গ্রহণ করিবে না?

ধন্য বীরাঙ্গনা।—সেদিন বাংলা দেশের একজন বিশিষ্ট মুসলমান নেতার সঙ্গে আলাপ-প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম যে, বরিশালের বর্ত্তমান ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কুলকাঠির এক শহীদের সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার স্বামীর শাহাদতের "ক্ষতি-পূরণ" স্বরূপ কয়েক বিঘা জমি তাঁহাকে লাখেরাজ দান করিতে চাহিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের সেই অযাচিত অনুগ্রহের উত্তরে সেই শহীদ-জায়া তাঁহার মুখের উপর যে জবাব দান করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তিনি বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্মের জন্য অকাতরে প্রাণদান করিয়া আমার শহীদ স্বামী আজ চারিহস্ত পরিমিত গোরে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত, আর আমি সরকারী কৃপা লাভ করিয়া, সংসারে সুখে কালাতিপাত করিব? যদি তাহাই করি, তবে একদিন আল্লার নিকট মুখ দেখাইব কি বলিয়া?" যে সমাজের একজন অশিক্ষিতা পল্লী বালার মুখ হইতে এইরূপ বীরোচিত বাণী অবাধে বাহির হইয়া আসিতে পারে, সে সমাজ মরে নাই, মরিতে পারে না। আজ এই বীরাঙ্গনার নির্ভীক উক্তি বাংলার ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া, নিদ্রিত সিংহ-শিশুদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলুক, ইহাই প্রার্থনা করি।

শাইলকের বংশধর।—এদেশে কাবা আদমীদের মধ্যে সেক্সপিয়ারের শাইলকের বংশধর যে নিতান্ত কম নহে, সে কথা অধুনা দেশের আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। এই শাইলকের দল মধ্য-ভারতের কোন এক জনপদ হইতে পঙ্গপালের মত উড়িয়া আসিয়া, বিশেষ করিয়া বাংলা ও আসামের শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রে পালে পালে পড়িয়া থাকে। আসিবার সময় লোটা-কম্বল সম্বল করিয়া এদেশে উপনীত হইলেও, যাইবার বেলায় স্ফীত-ভূড়ি ও পাগড়ীর চটকে চারিদিক আলো করিয়া, যায়। সরল-বুদ্ধি মুসলমানদের সুদের ফাঁদে ফেলিয়া এবং ঋণের দায়ে জর্জ্জরিত করিয়া, ইহারা দরিদ্র সমাজের বুকের রক্ত-সম অর্থ-রাশি লুটিয়া লইয়া, কলিকাতার মত বড় বড় শহরে চারতালার উপর ছয়তালা তুলিয়া কিসে মুসলমানের সর্ব্বনাশ করা যায়, সেই চিন্তায় মুর্চ্ছিত বিভোর থাকে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় ইহারাই লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া মির্জ্জাপুরী ও বেনারসী গুণ্ডা আমদানী করতঃ অসহায় মুসলিম শিশু ও রমণীর প্রাণনাশ ঘটাইয়া থাকে। ইহারাই আবার হিন্দুদের তথাকথিত শুদ্ধি-সংগঠনে শক্তি জোগাইয়া, হিন্দু-রাজত্বের সুখ-স্বপ্ন দেখিয়া থাকে।

খোদার গজব।—এই সম্প্রদায় ধনে অদ্বিতীয় হইলেও—ভিমের গায়ে যেমনি পশম নাই, তেমনি শিক্ষা ও সদাচার বলিয়া, ইহাদের কোন বালাই নাই। নোংরামী, ছেঁচড়ামী ও বেহায়ামীর জন্য ইহারা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কলিকাতার যে পার্কে বা স্কোয়ারে এই অদ্ভুত উদ্ভিদানের আবির্ভাব হয়, আমাদের শ্বেতাঙ্গ বন্ধু ও বান্ধবীরা সেই পার্ক বা স্কোয়ার হইতে 'তওবা' 'তওবা' করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা যে ন্যায়-বিচারক, তাহা অতীতেও যেমন কেহ অস্বীকার করিতে পারে নাই, ভবিষ্যতেও তেমনি পারিবে বলিয়া সম্ভাবনা নাই। আজ এই অভিশপ্ত সম্প্রদায়ের মাথার উপর খোদার 'গজব' যেন আপতিত হইতেই আরম্ভ করিয়াছে। রেস্ বা ঘোড়ার জুয়ায় ইহারা যেমনি সিংহের ভাগ গ্রহণ করিতেছে, চরিত্র-হীনতায়ও তেমনি সকলকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। জাল-জুয়াচুরি, নারী-হরণ ও নারী-ধর্ষণ প্রভৃতি মোকদ্দমায় ইহাদের নামই সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে সকলের অগ্রে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সাদা কথায়, রোগের যে সব Symptom বা লক্ষণ দেখা দিলে মানুষের মরণ অনিবার্য্য হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে আজ সে সমস্তই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আল্লাহতায়ালা এই রক্ত-শোষক শাইলকদের সমূলে ধ্বংস করিয়া কোটি কোটি নিপীড়িত ও নিগৃহীত ভ্রাতা-ভগ্নিকে ইহাদের হাত হইতে রক্ষা করুন।

কাবুল তখ্‌তে নাদির।—আফগানিস্তানের বর্ত্তমান বিপ্লব ও সেই বিপ্লবের নায়কদের সম্বন্ধে আমরা যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম, তার মধ্যে দু'একটী ব্যতীত আর প্রায় সবগুলিই ফলিয়া গিয়াছে। আমাদের ভুলের মধ্যে নাদির খাঁকে গণতান্ত্রিক বলিয়া অভিহিত করাই সবচেয়ে বড় ভুল হইয়াছে। কাবুল সিংহাসন দখল করিয়া সেনাপতি নাদির খাঁ নিজকে বাদ্‌শাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য এ সম্বন্ধে [illegible] যে কৈফিয়ৎ দান করিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন, তাঁর দেশ প্রজাতন্ত্র-শাসনের অযোগ্য বলিয়া দেশবাসী তাঁহাকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাদ্‌শাহ হইতে বাধ্য করিয়াছে। কাবুল-বিজয়ী নাদিরের এই কৈফিয়ৎ কতটুকু সন্তোষজনক, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। গাজী হবিবুল্লা ধৃত হইয়া নাদির কর্ত্তৃক মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন বলিয়া, পেশাওরের মেওয়ার দোকান হইতে যে সব খাবা খবর এদেশে আসিতেছিল এবং যাহা লইয়া কংগ্রেসী সংবাদ-পত্রগুলি নিজ নিজ স্তম্ভ পূর্ণ করিয়া ডাল-রুটির ব্যবস্থা করিতে লাগিয়াছিল, আজ সে সবই ডাহা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, আমির হবিবুল্লা খাঁ এখনও কোহে-দামানে স্বাধীন ও স্বরাট ভাবে অবস্থান করিতেছেন এবং নাদির খাঁ তাঁহার সঙ্গে সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন!

ভক্ত-মহলে নৈরাশ্য।—নাদির খাঁর কাবুল বিজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া আমানুল্লার উম্মতানের (নউজ) দ্বারা পরিচালিত কতকগুলি খবরের কাগজ কাবুল সিংহাসনে আমানুল্লার পুনরারোহণের বহুত খুশ-খবরী ইতিমধ্যেই আমাদের দিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু এই খুশ-খবরের ঝুঁটাপন্ সত্ত্বেও আমরা বার বার বলিয়া আসিতেছি যে, একজন ইস্লাম-দ্রোহী পৌরুষহীন ব্যক্তি আফগানের মত একটা অদ্বিতীয় বীর জাতির কাণ্ডারী হইবে, ইহা যেন কল্পনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়। সেদিন আফগানিস্তানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের এক 'জির্গায়' নাদির খাঁ স্পষ্টভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি বলেন:—"গত এক বৎসর আফগানিস্তানে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, ভূতপূর্ব্ব বাদশাহ আমানুল্লার দেশপ্রীতি ও দেশসেবা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার শাসন-কালের শেষভাগে এমন কতকগুলি জাতীয়, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত ভুল করিয়াছিলেন যে, জন-সাধারণের আস্থা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছেন এবং তিনি যে আবার জাতির আস্থা-ভাজন হইবেন এমন কোন সম্ভাবনা নাই"—ইত্যাদি। নাদির খানের এই মন্তব্য শ্রবণ করিয়া আমান ভক্তদের অনেকেই যে মূর্চ্ছা যাইবেন, সে বিষয়ে বেশী সন্দেহ নাই। আসল কথা, আজ যারা পুনরায় আমানুল্লাকে কাবুল সিংহাসনে বসাইয়া "আমান কি জয়!" নাদে আকাশ বাতাস মুখরিত করিতে চায়, তারা যে অন্তরে অন্তরে ইস্লামের বিলোপ-সাধনের একান্ত পক্ষপাতী, তাহাতে সংশয়ের লেশ মাত্র নাই।

মুসলমান প্রাকিও।—আন্ওয়ার জামাল ও তালাতের হত্যাকারী "গাজী" মুস্তফা কামাল পাশা নিজের পথ অধিকতর অকণ্টকিত করিবার উদ্দেশ্যে,-নাজেম, জাবেদ, শুক্রী প্রভৃতি তুর্কীর ত্রয়োদশ রত্নকে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া, যে দিন প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত করেন, সেই দিনের সে নিদারুণ স্মৃতি আজও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি নাই। আঙ্গোরার বধ্য-ভূমিতে নির্ভীক ও নির্ব্বিকার দাঁড়াইয়া, সেই ত্রয়োদশ বীর যাহা বলিয়াছিলেন, আজ আমাদের কর্ণ-কুহরে তাহা বার বার প্রতিধ্বনিত হইয়া ঊর্দ্ধে মিলাইয়া যাইতেছে। "কামাল পাশাকে ধ্বংস করাই যদি আমাদের অভিপ্রেত হইত, তবে, বহু পূর্ব্বেই তাহা করিতে পারিতাম। সৈন্য-বিভাগ আমাদেরই হাতে ছিল, সুতরাং গুপ্ত ষড়যন্ত্রের আশ্রয় না লইয়াই, আমরা তাহা সম্পন্ন করিতে পারিতাম। আমাদের সাহায্য ব্যতীত কামাল পাশা যে আজ বিজয়-গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিতেন না, তাহাও স্থির নিশ্চিত। তবে আজ আমাদের জগৎ হইতে চির-বিদায়ের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, সেজন্য আমাদের কোন দুঃখ নাই। কিন্তু এমন একদিন আসিবে, যখন আমাদের অভাব তাঁহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে হইবে। যাক্, কামাল পাশার বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নাই। তবে, তাঁহাকে এই মাত্র বলিও যে, যাহাই তিনি করেন না কেন, তাহা যেন মুসলমান ও তুর্কি থাকিয়াই করেন।" তুর্কির কামাল পাশা হইতে ভারতের বসিরুদ্দিন ও কসিমুদ্দিন পর্য্যন্ত যিনিই কিছু 'নাম-কাম' হাসিল করুন না কেন, তিনি আর মুসলমান থাকিয়া জগতের চোখে হেয় হইতে চাহেন না। হয়, ইউরোপের নাস্তিক, নয় ভারতের পৌত্তলিক বনিয়া গিয়া একেবারে বুনিয়াদের নাম-নিশানা মিটাইয়া ফেলেন। জনাব নাদির খাঁ কি মুসলমান থাকিয়াই আজ আফগানিস্তানকে মুক্তির পথে পরিচালনা করিতে পারিবেন?

মহিলা মজলিস্।—গত ২১শে অক্টোবর পুণা শহরস্থিত 'হারুণ হলে' বোম্বাই প্রাদেশিক মুসলমান মহিলা শিক্ষা-সমিতির ষষ্ঠ অধিবেশন মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বৈঠকের শুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উদ্যম পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পর্দ্দার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াই সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। সভায় বহু ইউরোপীয় ও অ-মুসলিম মহিলাও সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভা-নেত্রী মুসাম্মাৎ মুস্তফা খান প্রথমেই মেহমান ও প্রতিনিধিদিগকে 'ইস্তিকবাল' করিয়া এক সুন্দর বক্তৃতা করেন। হার্টগ কমিটী মুসলমান বালিকাদের শিক্ষার দিকে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করায়, মিস্ মুস্তফা উক্ত কমিটীকে ধন্যবাদ দেন। তৎপর কংগ্রিস জন-নেতা আবদুল্লা হারুণ সাহেবের 'আলিয়া' সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি মুস্লিম নারী-সমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় শিক্ষাহীনতা দূর করিবার জন্য সকলকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। মুসলমান মেয়েদের জন্য অবিলম্বে একটী শিল্প-শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করে তিনি আবেদন করেন। সভা-নেত্রী স্পষ্ট বলেন যে, মুসলমান মেয়েদের শিক্ষোন্নতির অনুকূলে সরকার এযাবৎ কোন চেষ্টাই করেন নাই। সিন্ধু-প্রদেশে একটী মুস্লিম মহিলা কলেজ স্থাপনের উপর বিশেষ জোর দেন। সভানেত্রী তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে পবিত্র পর্দ্দা-প্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকলের কাছে আকুলভাবে আবেদন করেন।

শিক্ষা চাই কেন?—আমাদের জননী-ভগিনীরা সুশিক্ষার স্বর্গীয় আলোকে আলোকিতা না হইলে, আমাদের এ বিরাট জাগরণ এবং বিশ্ব-মুস্লিম-সংহতি-সাধন যে সম্ভব হইতে পারে না, সে কথা আমরা চিরদিনই বলিয়া আসিতেছি। ঘরে মা-বোন 'জেহালতের' অন্ধকারে অভিশপ্ত-জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইলে, সে গৃহ যে সুখ-শান্তি ও পবিত্রতায় ভরিয়া উঠে না, বর্ত্তমানের আলোক ও আনন্দ-হীন মুস্লিম সংসারই তার জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ। খালা, আম্মা, ফুফু, দাদী ও নানী প্রভৃতির মুখে শিশু যদি ভূত-প্রেতের গল্প না শুনিয়া জগতের বড় বড় নবী, ওলী, দরবেশ, গাজী, শহীদ, বড় বড় বীর, ফাতেহ্ ও মুজাহিদের অমর জীবন-কথা গল্পচ্ছলে শ্রবণ করিবার সুযোগ পায়, তবে ভবিষ্যতে তাহারা প্রকৃত মানুষের মত মানুষ হইয়া দেশ ও দুনিয়ার অশেষ কল্যাণ সাধন করতঃ ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি-যশঃ রাখিয়া যাইতে সক্ষম হয়। তার পর যে সব অশিক্ষিতা কু-সংস্কারাপন্না মাতা কষ্ট পাইলে, কথায় কথায় আল্লা ও রসুলকে গালি দেয়, তাদের সন্তানেরাই যে উত্তর কালে "তরুণ" আখ্যা লাভ করতঃ, খোদা ও তাঁর প্রিয় পয়গম্বরকে গাল-মন্দ করিয়া "যুগ-ধর্ম্মের" জয় ঘোষিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মেয়েদের ধাত্রী-বিদ্যা জানা না থাকার দরুণই আমাদের শিশুদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জনেরই স্বাস্থ্য বলিয়া কোন জিনিস নাই; অধিকন্তু জ্ঞানের অভাবেই প্রসূতিরা প্রথম প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাস্থ্য-সম্পদ হারাইয়া বসিয়া, গৃহ-সংসারকে অশান্তি-আগারে পরিণত করে। এই সর্ব্বনাশের স্রোত রোধ করিবার উদ্দেশ্যেই আমরা স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা এতটা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া থাকি।

সুশিক্ষা বনাম কুশিক্ষা।—পুণার মহিলা কন্‌ফারেন্সের কার্য্য-তালিকা আমরা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছি। এই অনুষ্ঠানের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে পবিত্রতা, যে সংযম, যে ধীরতা ও দূরদর্শিতার ভাব লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে সভার অনুষ্ঠাত্রীদিগকে হৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশ হইতে 'শুকরিয়া' না জানাইয়া পারিতেছি না। "তরুণ" ও "তরুণী" নামধেয় একদল 'খবীসের' শয়তানী-প্রভাব হইতে বহুদূরে থাকিয়া প্রকৃত জননী-ভগিনীরা আজ যে কর্ম্মের জগতে অস্তিত্বের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের প্রাণে নবীন আশা ও নব-উদ্দীপনার সঞ্চার হইতেছে। সভা-নেত্রী পবিত্র পর্দ্দা-প্রথার মর্য্যাদা রক্ষা-কল্পে তাঁহার মূল্যবান অভিভাষণে যে যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমরা যারপর নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, আমরা স্ত্রী-শিক্ষার শুধু সমর্থক নহি, বরং সম্পূর্ণ উপাসক। তাহা সত্ত্বেও, যে শিক্ষায় আমাদের মা-বোনদের উচ্ছৃঙ্খল করিবে, অশিষ্ট ও অসংযত করিবে, পেরী ও লণ্ডনের নৈশচারিণীদের মত নির্লজ্জ বেহায়া জন্তুতে পরিণত করিবে, সে শিক্ষাকে সহস্র সালাম! আমাদের মেয়েরা যদি সহস্র বছর অজ্ঞানতার উপাসনা করে, সেও ভাল; তথাপি আমরা তাহাদিগকে ভারতের বেহায়া-বেপর্দ্দা সম্প্রদায়ের আওরৎদের মত সেলুনে, সিনেমায়, নাট্য ও হট্ট-মন্দিরে চারিদিক গুলজার করিয়া অবস্থিতা দেখিতে পারিব না। আমরা তাঁহাদিগকে যেমন সুশিক্ষার আলোকে আলোকিতা দেখিতে চাই, তেমনি আদর্শ সতী-সাধ্বী, স্নেহময়ী জননী, পুণ্যময়ী সহ-ধর্ম্মিণী, পূত স্বভাবা ভগিনী ও সঙ্গিনীরূপেও দেখিতে চাই। সরম ও সতীত্বই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। যাহাদের রমণীদের মধ্যে এই দুই ভূষণের একান্ত অভাব, তাহারা মাতৃত্বের দাবী করে কোন্ মুখে, বুঝিতে পারি না। পুণার মুস্লিম মহিলা কন্‌ফারেন্সের পূত 'পয়গাম' শুধু ভারতের কেন, জগতের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইয়া বিপথে আওয়ান কোটি কোটি নর-নারীকে সত্য ও সংযমের পথে আগাইয়া দিক!

হায় ইলাম দীন!—'রঙ্গিলা-রসুল' নামক এক অশ্লীল গ্রন্থের লেখক রাজপালের হত্যাকারী গাজী ইলাম দীনের পিতা মিয়া তালিম দীন সেদিন লাহোরের ডেপুটী কমিশনারের কাছে এই মর্ম্মে এক আবেদন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পুত্রের প্রাণদণ্ড যখন অনিবার্য্য, তখন তাঁহাকে ফাঁসির পূর্ব্বে মিয়ানওয়ালী জেল হইতে একবার লাহোর জেলে স্থানান্তরিত করা হউক। স্থানান্তরিত করার সমুদয় ব্যয়ভার মিয়া তালিম দীন নিজে বহন করিতে চাহিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত হইলাম

শিক্ষিতের অর্থ-সমস্যা

—০:*:০—

শিক্ষিত যুবক মাত্রই চাকুরীর জন্য লালায়িত। চাকুরী ব্যতীত তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য পথ নাই। ভারতের পরাধীনতা এজন্য অনেকটা দায়ী। ভারত স্বাধীন হইলে, অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায়, এদেশেও শিক্ষিত লোকদের জন্য চাকুরী ব্যতীত অন্য অনেক পথ খোলা থাকিত। কিন্তু হতভাগ্য পরাধীন ভারতের জন্য কে কি করিবে? কাহার অতটা মাথা ব্যথা? বিদেশাগত বণিক জাতীয় শাসক সম্প্রদায়ের কাছে কোন কিছু আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শিক্ষিত লোকদের চাকুরী অন্বেষণ ব্রতকে অনেকেই নিন্দা করিয়া থাকেন। চাকুরী জিনিষটা নিতান্ত নিন্দার বিষয় না হইলেও, অতি প্রশংসার বিষয়ও নহে। কেননা, চাকুরী স্বাধীন মনুষ্যত্ব-বিকাশের এক ঘোরতর অন্তরায়। তথাপি শিক্ষিত লোকেরা তথাকথিত "পেটের দায়ে" চাকুরী অন্বেষণ-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ব্রত গ্রহণের পর বহু সাধ্য-সাধনার ফলে চাকুরী দেবীর যৎকিঞ্চিৎ অনুকম্পা ও কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিতে পারিলে, ব্রত-গ্রহণকারীর মনে দিগ্বিজয়ী মহাবীরগণের ন্যায় নবদেশাধিকার-জনিত অপার আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই চাকুরী দেবীর অনুগ্রহে "পেটের দায়"ও মেটে না। স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া, চাকুরীর নির্দ্দিষ্ট কয়েকটা টাকায় সংসার চালান যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের বুঝিবার উপায় নাই। তথাপি চাকুরী ছাড়া শিক্ষিত লোকদের গত্যন্তর নাই। অবশ্য কোন কোন স্থলে চাকুরী দ্বারা 'এবারকম ভাবে' উদরান্ন ও পরিধেয় বস্ত্রের সংস্থান হইয়া থাকে। তবে চাকুরী দ্বারা বড় জোর ব্যক্তিগত অর্থ-সমস্যার সমাধান হইতে পারে—ইহা দ্বারা দেশের বা জাতির অর্থ সমস্যা কখনই সহজ হইতে পারে না। এই হিসাবে চাকুরীকে সুদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সুদও ব্যক্তিগত ভাবে দুই একজনের অর্থ-সাচ্ছল্য আনয়ন করিতে পারে বটে; কিন্তু এতদ্দ্বারা জাতীয় অর্থ-সমস্যার কোনই কূল-কিনারা হয় না।

যাঁহারা শিক্ষিত লোকদের চাকুরী অন্বেষণ-ব্রতকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, শিক্ষিত লোকেরা ব্যবসায়-পরাঙ্মুখ, তাঁহারা চাকুরী ছাড়া আর কিছুই বুঝেন না; তাঁহারা ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, যত্রতত্র চাকুরী অন্বেষণ-জনিত হীনতা হইতে বাঁচিতে পারেন; অপিচ, ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয়ও করিতে পারেন। এই কথার মধ্যে কোন সত্যতা থাকিলেও থাকিতে পারে। তবে, ইহা অত্যন্ত স্থূল কথা যে, অভিজ্ঞতা ব্যতীত ব্যবসায় করিতে যাওয়ার ন্যায় ঝকমারী দুনিয়াতে আর নাই। ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা ব্যতীত যথোপযুক্ত অধ্যবসায় এবং ধৈর্য্যও থাকা চাই; কিন্তু তাহা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এজন্য আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, যে সকল শিক্ষিত লোক "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই নীতি-বাক্যানুসারে স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়াই, কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত হন; তাঁহাদের অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া জীবনের প্রারম্ভেই নিরুৎসাহ নিরুদ্যম ও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া পড়েন। জাতীয় অর্থ সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় আর কিছুই নাই, একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাতে কিন্তু আমাদের দেশের অর্থ-সমস্যার সমাধান না হইয়া বিদেশীর অর্থ-সমস্যারই সমাধান হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশে ব্যবসায় করার অর্থ—কাপড়, লবণ, ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় বুঝায়। এই সকল পণ্য বিদেশে প্রস্তুত হইয়া, শুধু বিক্রয়ের জন্য এদেশে আসে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যের প্রকৃত লাভ যাহা, তাহা এদেশের লোক ভোগ করিতে পারে না—বিদেশের লোক ভোগ করে। ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যে, যে পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবহার্য্য প্রত্যেকটি শিল্পদ্রব্য এদেশের লোকে তৈয়ার করিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা আপাত-দৃষ্টিতে আমাদের লাভ কিছু হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তদ্দ্বারা এদেশীয় অতি গুরুতর অর্থ সমস্যার কিছুমাত্র লাঘব হইবে না।

আমরা পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, শিল্প-দ্রব্য নির্ম্মাণের যোগ্য কাঁচা মাল এদেশে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান্। তাহা নাম মাত্র মূল্যে বিদেশে চালান হয়। অথচ তদ্দ্বারা প্রস্তুত শিল্প-দ্রব্য এদেশে অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে;—এই ভাবে দেশের সমূহ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, এদেশের লোকে স্বাবলম্বী হইলে, এদেশ জাত কাঁচা মালে শিল্প-দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া, বেশ দু'পয়সা করিতে পারে—তাহারা অলস—কাজেই তাহা করিতে পারে না—সে জন্য দায়ী কে? এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কোন দেশের বা জাতির শিল্প, বাণিজ্য ও ধর্ম্ম, সেই দেশের বা জাতির গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত কখনই উন্নতি লাভ করিতে পারে না। এদেশের শিল্প এক দিন দেশীয় রাজ-শক্তির সাহায্যে সমগ্র জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। আজ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে এদেশের শিল্প বলিতে বাস্তবিক পক্ষে কিছুই নাই। বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এদেশের শিল্পের সাহায্য করেন না, করিতে পারেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় শিল্পের সাহায্য করিলে, বিলাতের লোকেরা অনাহারে মারা পড়িবে, এদেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। তাই দেখিতে পাই যে, যদি কোন গরীব লোক সমুদ্রের পানি দিয়া লবণ তৈয়ার করিয়া খায়, তবে সে "ন্যায়-ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত" ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়; তাই দেখিতে পাই যে, যে ভারতীয় বস্ত্র শিল্প এক সময় সমগ্র জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই বস্ত্র-শিল্প আজ ইংরাজের শাসনে দেশ হইতে লুপ্ত-প্রায়, বস্ত্র-বয়নকারীরা বিলাতী কলগুলির প্রতিযোগিতার ফলে উৎসন্ন-প্রায়।

যিনি যাহাই বলুন না কেন, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই একথা স্বীকার করিবেন যে, এদেশের শিক্ষিত লোকদের জীবিকার্জ্জনের পথ নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। বর্ত্তমান সময়ে অন্ন-চিন্তা শিক্ষিত লোকদের সর্ব্বপ্রধান সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য, মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন;" কিন্তু অন্নাভাব প্রযুক্ত শিক্ষিত লোকদের দ্বারা মনুষ্যত্বের সাধনা ও জ্ঞানের আলোচনা সম্ভবপর হইতেছে না। সমাজের ও দেশের প্রতি শিক্ষিত লোকদের যে সকল কর্ত্তব্য আছে, তাহার শতাংশের একাংশও তাঁহারা পালন করিতে পারিতেছেন না। এজন্য তাঁহারা জনসাধারণের নিন্দাভাজন হইতেছেন। তাঁহারা চল্লিশ টাকা বেতনের একটা কেরাণীগিরির জন্য যত্র-তত্র ধর্ণা দিয়া পড়িয়া থাকেন বলিয়া, সকলেই তাঁহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের দুরবস্থার মূল কারণ কোথায়, তাহা সহানুভূতির সহিত বড় বেশী কেহ বিবেচনা করেন না। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বেকার সমস্যা ও অন্ন-সমস্যার তীব্রতা অনুদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। দুই একজন চিন্তাশীল লোক এসম্বন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এদেশের কাঁচা মাল দিয়া এই দেশের লোকেরা যখন শিল্প-দ্রব্য নির্ম্মাণের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করিবে, তখনই এদেশের জটিল বেকার-সমস্যা ও অর্থ-সমস্যা সরল হইয়া পড়িবে—তৎপূর্ব্বে উহা সরল হইবে না। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা যদি গবর্ণমেণ্ট চিন্তা ও পালন না করেন, তবে বেকার লোকদের আন্দোলনের ফলে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে শান্তির সহিত টিকিয়া থাকাই এক বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। শুধু আমাদের দেশে নহে, পৃথিবীর সকল দেশেই এই ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

সরদার ওমর খাঁ
পুনরায় গ্রেফ্‌তার

সর্দ্দার ওমর খাঁ একজন আফগান রাজকুমার। ইনি এলাহাবাদ হইতে পলায়ন করার ফলে, ভারত সরকার তাঁহাকেও বৃটিশ ভারতে অবস্থিত অন্যান্য আফগান রাজকুমারকে ব্রহ্মদেশে নির্ব্বাসিত করেন ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গত ২৩ অক্টোবর সকালে পুলিস তাঁহাকে পুনরায় গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার উপর এই আদেশ জারী করিয়াছিলেন যে, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাঁহাকে নিজের সম্বন্ধে কোন রাজকর্ম্মচারীর নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে। তিনি ঐ আদেশ মানিতে অসম্মত হওয়াতেই এই গ্রেফ্‌তার। সর্দ্দার ওমর খাঁ বলেন, তিনি অসুস্থ বলিয়াই উহা পারেন নাই। তিনি এখন খেডাগদের হাজতে আটক আছেন।

মুস্‌লিম জাতীয়তা

(মওঃ মুহাঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি-এ,)

সাম্প্রদায়িকতা বনাম জাতীয়তা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সংবাদপত্র মহলে এই "ভারতীয়" অর্থাৎ প্রথমে ভারতবাসী আন্দোলন বিশেষ জোরেশোরে চলিতেছিল। কিন্তু হিন্দু-মহাসভা কায়েম হওয়ার পর হইতে প্রবাসীর ভাষায়—এই "ভারতীয়ত্বের" গতি উল্টা দিকে ফিরিয়াছে। অসহযোগ-ভারতের ভূতপূর্ব্ব নেতা মিঃ গান্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া ডাঃ মুঞ্জে, মিঃ কেলকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর হিন্দু নেতা এখন "ভারতীয়ত্ব" ছাড়িয়া দিয়া, "হিন্দুত্ব" বজায় রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এতদিন হিন্দু নেতারা মুস্‌লিম সমাজের সাম্প্রদায়িকতাকে ভারতীয় স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় বলিয়া দোষী করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু ভারতীয় হিন্দুরা শিক্ষা, ধন ও জনবলে বলীয়ান হইলেও, তাঁহারা এখন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রধান পাণ্ডারূপে দাঁড়াইয়া, ভারতীয় স্বাধীনতার গতিরোধ করিয়া রহিয়াছেন। গত ১৯২৮ ইং ১৭ই জুলাইএর আহ্‌মদাবাদ বক্তৃতায় মিঃ তিলকের সুযোগ্য শিষ্য মিঃ কেল্‌কার—"Personal self-repect and religion should be dearer to us than our zeal for national independence." ঘোষণা করিয়া পণ্ডিত জওহর লালের স্বাধীনতার প্রস্তাবটি এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিলেন। মিঃ কেল্‌কার আরও বলিলেন—"I want to live as a Hindu then enjony Swaraj." মারহাট্টি বীর মিঃ কেলকার মুখে কংগ্রেস দলভুক্ত হইলেও, হিন্দু স্বাধীনতার চিত্রটি মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। তারপর, ভারতীয় মুস্‌লিমেরা কংগ্রেস ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে কোন আগ্রহ দেখান না বলিয়া, হিন্দু নেতা ও সংবাদপত্র মুস্‌লিম-সমাজকে দোষী করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু গত অসহযোগ আন্দোলনের যুগে মুস্‌লিমেরা যখন কংগ্রেসে দলে দলে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় স্বাধীনতার দাবী করিলেন, তখন সুলতান মাহমুদ ও বাদশাহ আলমগীরের বংশধরেরা কি জানি কোন্ বাহাদুর শাহকে আনিয়া, দিল্লীর তখ্‌তে বসাইয়া, আবার ভারতে মুস্‌লিম-রাজ কায়েম করিয়া ফেলেন, এই ভয়ে হিন্দু নেতারা শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন! এই ভয়ে তাঁহারা ক্রমশঃ কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি হিন্দুনেতারা কংগ্রেসকে মুস্‌লিম-পক্ষপাতিত্বের দোষ দিয়া ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী "হিন্দু-মহাসভা" কায়েম করিয়া প্রকাশ্যভাবে ভারতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধাচরণ করিতেও লজ্জা বোধ করিলেন না। হিন্দু-নেতারা ভারতীয়ত্ব বা Indianism প্রচার করিয়া ইস্‌লামী কাল্‌চার ও ধর্ম্মের নাম ও নিশানা ভারতবর্ষ হইতে একেবারে মিটাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। এখন সেদিকে অপারগ হইয়া, হিন্দুত্ব রক্ষার জন্যই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। মিঃ কেলকার হিন্দু মানসিকতার আসল চিত্রটি প্রকাশ করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজনই হইয়াছেন।

ভারতীয় স্বাদেশিকতা হইতে ক্রমশঃ নীচের দিকে নামিতে নামিতে প্রাদেশিক স্বাদেশিকতা, জিলা স্বাদেশিকতা, গ্রাম্য স্বাদেশিকতা প্রভৃতি হরেক রঙ্গের স্বাদেশিকতা উদ্ভব হইয়াছে। The Bengalee; The Punjabee প্রভৃতি সংবাদ পত্রগুলি এই প্রাদেশিকতাকে আরও জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইহার দেখাদেখি ঢাকা-প্রকাশ, যশোহর, বাঁকুড়া-দর্পণ, বরিশাল-হিতৈষী, The Sylhet chronicle বিক্রমপুর, চুঁচুড়া-প্রকাশ প্রভৃতি সংবাদপত্র গুলি বাঙ্গলার প্রাদেশিক স্বাদেশিকতাকেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বিভক্ত করিয়া রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর করিয়া দিতেছে। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, নমঃশূদ্র, পাটনী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি ও উপ-জাতিতে বিভক্ত হইয়া সে সমাজকে যে একেবারে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে, একথা হিন্দু-নেতারা নিজেই বুঝিতে পারিয়াছেন। একজন ব্রাহ্মণ, একজন কায়স্থের চিন্তাধারা নিজের গোত্র ও সম্প্রদায়কে ছাড়িয়া উপরে উঠিতে পারে না। হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ মানসিকতা ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইয়া, প্রাদেশিক স্বাদেশিকতা প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া ভারতীয় হিন্দুর চিন্তাধারাকে একেবারে সংকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। একজন শিক্ষিত হিন্দু বাঙ্গালী মুখে যত বড়ই মতবাদ ও মানবত্বই প্রচার করুন না কেন, তিনি প্রথমে বাঙ্গালী এবং তারপর ভারতবাসী বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক মুস্‌লিম নিজকে তুর্কী, বাঙ্গালী, মিসরী কাবুলী বলিয়া চিন্তা না করিয়া সমগ্র বিশ্বকে নিজের জন্মভূমি বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন এবং সমগ্র বিশ্ব-বাসীকে নিজের ভাই বলিয়া ভালবাসিতে পারেন। তাই সুদূর তুরস্ক, মরক্কো, ত্রিপলী প্রভৃতি পৃথিবীর এক প্রান্তে কোন মুস্‌লিমের উপর বিপদ পড়িলে নির্জ্জীব বাঙ্গালী মুস্‌লিমের প্রাণেও একটা হামদর্দী ও উত্তেজনা জাগিয়া উঠে। আধুনিক কোন স্বাদেশিকতাবাদী মুস্‌লিম প্রশ্ন করিতে পারেন—এই প্যান-ইস্‌লামিক আদর্শের জন্যই মুস্‌লিমের প্রাণে স্বদেশ-প্রেম জাগিয়া উঠে না। কিন্তু কোন ইতিহাসের পাঠক মুস্‌লিমের উপর এ অভিযোগ কখনও করিতে পারিবেন না। বিশ্ব-জাতীয়তার আদর্শ স্বদেশ-প্রেমের কোন ব্যাঘাত উৎপাদন করিতে পারে না। আমি ভারতবাসী ও বাঙ্গালী বলিয়া আমার নিজের গ্রাম ও জেলার প্রতি মমতা ও ভালবাসা কমিয়া যাইবে না। নিজের গ্রামের উন্নতি চিন্তা ভারতীয় উন্নতির অন্তরায় ও বাধা জন্মাইতে পারে না। বরং প্রত্যেক দেশ-সেবক যদি নিজ নিজ গ্রামের উন্নতি করিতে পারেন, তবে ভারতের উন্নতি সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যায়। কারণ নিজের গ্রাম ও জেলা ভারতের মধ্যেই অবস্থিত। ঠিক সেই ভাবে বিশ্ব-জাতীয়তা বা প্যান্ ইস্‌লামিক আদর্শ ভারতের প্রতি ভালবাসা বা ভারতীয় স্বাধীনতার পথে কোন বাধা জন্মাইতে পারে না। ইতিহাস আমাদের কথা বিশেষ সমর্থন করিয়া থাকে। নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা ও টিপু সুলতান ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, যেভাবে সম্মুখ-যুদ্ধে নিজের প্রিয় প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত কোন হিন্দু রাজা এইরূপ ভাবে ভারতের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে পারেন নাই। মওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকৎ আলী যে বড়দরের প্যান-ইস্‌লামিষ্ট, একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যেভাবে সর্ব্বস্ব-ত্যাগী হইয়াছেন, কয়জন হিন্দু নেতা এইরূপ পারিয়াছেন। মিঃ গান্ধি ও ডাঃ মুঞ্জে হইতে আলী ভাইদের ভারত-প্রেম যে কোন অংশে কম, এ কথা কেহ বুকে হাত দিয়া বলিতে সাহস করিবেন না।

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা বাঙ্গালীর জন্য, বিহার বিহারীর জন্য—প্রভৃতি একটি প্রাদেশিক আন্দোলন হিন্দু সংবাদ-পত্র মহলে বিশেষ জোরের সহিত চলিতেছে। একজন বাঙ্গালী যদি বিহারে চাকুরী পাইল না, একজন পাঞ্জাবী যদি বাঙ্গালায় আসিয়া মাথা গুঁজিবার স্থান পাইল না, তবে কানাডা, নাটাল প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবাসীকে তাড়াইয়া দেওয়া হয় বলিয়া, ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা কখনও ন্যায় সঙ্গত হইতে পারে না। একই ভারতবর্ষে বাস করিয়া, যদি এক প্রদেশবাসী অন্য প্রদেশে স্থান পাইল না, তবে বিদেশে গিয়া ভারতবাসীর স্থান পাইবার কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী হইতে পারে না। বিশ্বকবি (?) রবীন্দ্রনাথই সর্ব্ব প্রথম—

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে, যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

প্রচার করিয়া প্রাদেশিকতার বীজ বপন করেন। কেবল বাংলার মাটি, বাংলার জল পুণ্য হউক এবং কেবল বাঙ্গালীর প্রাণ এক হউক, ইহা হইতে সঙ্কীর্ণতা আর কি হইতে পারে? পাঞ্জাবের মাটি, বিহারের জল, মাদ্রাজের বায়ু ও আসামের ফলের জন্য বিশ্ব-প্রেমিকের মন কাঁদিয়া উঠিল না; ইহা বড়ই তাজ্জবের বিষয় সন্দেহ নাই। বিশ্ব-প্রেমিক ও বিশ্ব-মানবতা প্রচারক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সঙ্কীর্ণতা ও ক্ষুদ্রতা কি শোভা পায়? তারপর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" গাহিয়া এই প্রাদেশিকতাকে আরও পরিপুষ্ট করিয়া তুলেন। কয়েক বৎসর হইতে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বাঙ্গালীত্ব ও বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিবিধ সংবাদ

মগরেবী

প্রেসিডেণ্ট হত্যার চেষ্টা
হুভারের ট্রেণ আক্রমণ

গত ২৪শে অক্টোবর যে স্পেশাল ট্রেণে যুক্ত রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হুভার লুইস্‌ভাইল হইতে ওয়াশিংটনে যাইতেছিলেন, উহা নিউ আলবেনীর নিকটস্থ সিডারস্‌ ক্রসিং অতিক্রম করিবার সময় রেল লাইনের উপর এক বৃহৎ মোটরকার দেখা যায়। উহা যথাসময়ে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। উহা প্রেসিডেণ্টের ট্রেণধ্বংসের চেষ্টা বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ঐ সম্পর্কে দুই নিগ্রোকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। প্রকাশ আসামীদ্বয় স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা রেল কোম্পানীর নিকট হইতে মোটর ধ্বংসের ক্ষতি পূরণ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে, উহা রেলপথের উপর রাখিয়াছিল।

তিন তিন বার গুলি

১৮ বৎসর বয়স্ক এক বিপ্লব-পন্থী যুবক অদ্য উপর্য্যুপরি তিনবার প্রেসিডেণ্টের উপর গুলি চালাইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহাতে আহত হন নাই। প্রেসিডেণ্ট এক পশু-প্রদর্শনী হইতে তাঁহার স্ত্রী ও পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে মোটর আরোহণে গৃহে ফিরিতেছিলেন। আক্রমণকারী গ্রেফ্‌তার হইয়াছে।

নৌ-কনফারেন্স খতম
দাউদের অসাধারণ শ্রম

জেনেভার ২৬শে অক্টোবরের খবরে প্রকাশ, নাবিকেরা সপ্তাহে কত ঘণ্টা কাজ করিবে—তাহা ঠিক করিয়া দেওয়ার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। অদ্য এই আন্তর্জ্জাতিক নৌ সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে ৭৬—১৭ ভোটে এই কমিটীর রিপোর্ট গৃহীত হইয়াছে। উক্ত কমিটী মন্তব্য করিয়াছেন যে, নাবিকের কার্য্যকাল সাধারণতঃ দৈনিক ৮ ঘণ্টা এবং প্রতি সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হউক। তবে জাহাজ পরিচালনার সুবিধা এবং অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া কোন কোন স্থলে বিশেষ ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। মিঃ দাউদ বলেন,—নাবিকের কার্য্যকাল নির্দ্ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই। তবে আমি একটি সংশোধনী করিতে চাই—তাহা এই যে, বিশেষ অবস্থাধীনে বিশেষ ব্যবস্থা করিবার যে শর্ত্ত, তাহা তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, এরূপ শর্ত্ত থাকিলেই ভারতীয় নাবিকগণ বর্ত্তমান চুক্তির সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে। আলোচনার পর ২৮—৫১ ভোটে মিঃ দাউদের এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়। অতঃপর মিঃ দাউদ আর একটি প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবের মর্ম্ম এই যে, ভারতের অন্তর্গত নদ-নদী দিয়া চলাচলকারী ষ্টীমারের নাবিক কর্ম্মচারীদিগকেও দৈনিক ৮ ঘণ্টা করিয়া শ্রমের সুবিধা দেওয়া হউক। অধিবেশনের [illegible] মিঃ দাউদ প্রস্তাব করেন যে, আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈঠকগুলিতে অনেক চুক্তি ও প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; অনেকস্থলে তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। সেই সমস্ত চুক্তি ও প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করার জন্য এবার ব্যবস্থা করা হউক। আলোচনার পর এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

ডেলি ক্রনিকল ও বোমা
মানহানীর জন্য পঁচিশ হাজার

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভগৎ সিংএর পক্ষের আইন ব্যবসায়ী মিঃ আসফ আলি 'ডেলী ক্রনিকল' পত্রের বিরুদ্ধে ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী করিয়া নোটীশ দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহাও দাবী করা হইয়াছে যে, উক্ত পত্র ভগৎ সিংএর নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া ঐ বিষয় বিশেষ ও ব্যাপকভাবে জনসাধারণের গোচরার্থে আনয়ন করিবে। 'ডেলী ক্রনিকল' পত্র এই মর্ম্মে নাকি এক সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিল যে, ভগৎ সিং সরকারী সাক্ষী হইয়াছে। মিঃ আসফ আলি বলেন, ঐ মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় ভারতবর্ষে ও বিদেশে ভগৎ সিংএর সুনামের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে।

ভাঃ মুঃ লেঃ এসোসিয়েশন
লণ্ডনে বিশেষ অধিবেশন

লণ্ডনের ২৫শে অক্টোবরের খবরে জানা যায়, লণ্ডন ত্যাগের পূর্ব্বে আগা খাঁ নিখিল ভারত মুস্‌লিম লেজিস্‌লেচারস্‌ এসোসিয়েশনের এক বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। এসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেণ্ট স্যর জুলফিকার আলি খাঁ ও সেক্রেটারী ডাঃ সহ্‌রাওয়ার্দ্দী উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অধিবেশনে স্থির হয় যে, ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার সম্বন্ধে তাহাদের প্রকৃত অভিমত বিলাতের জন-সাধারণের গোচর করিবার জন্য লণ্ডনে উক্ত এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হউক।

বড় ঘরে বড় চুরি
দুইটী মূল্যবান দ্রব্য অপহৃত

লণ্ডনের ২৩শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, ইংলণ্ডের ব্রতী বালকদলের প্রধান কর্ত্তা লর্ড ব্যাডেন পোয়েলের হ্যাম্পশায়ারের অন্তর্গত গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরেরা ঘরে ঢুকিয়া ৩০০ পাউণ্ড মূল্যের একটী প্লেট এবং ম্যাফকিং নগরী রক্ষার সময় যেরূপ মেশিন গান ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেরূপ একটী মেশিন গানের 'মডেল' অপহরণ করিয়াছে। এই দুইটী মূল্যবান দ্রব্যই লর্ড ব্যাডেন পোয়েল উপহার লাভ করিয়াছিলেন। লর্ড মহোদয় মেশিন গানটী চুরি যাওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত হইয়াছেন। মাটাবেল লাণ্ডের লোকেরা ঐ কামানটী তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন। চোরেরা যখন গৃহে প্রবেশ করে তখন লর্ড ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন এবং তাঁহার একদল কুকুর, ছাড়া থাকা সত্ত্বেও, কোন সাড়া শব্দ করে নাই।

পার্লামেণ্টের অধিবেশন
তিনটি বিল সমন্ধে অলোচনা

লণ্ডনের ২৭শে অক্টোবরের খবরে প্রকাশ, আগামী মঙ্গলবার দিবস পার্লামেণ্টের পুনরধিবেশন হইবে এবং শুনা যাইতেছে, এখন হইতে বড়দিনের বন্ধ পর্য্যন্ত পার্লামেণ্টের কার্য্য পুরা দমে সম্পন্ন হইবে। প্রথমেই তিনখানি আইনের পাণ্ডুলিপির আলোচনায় মনোনিবেশ করা হইবে প্রথম বিধবাদিগের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা; দ্বিতীয়, কয়লার খনি সংক্রান্ত ব্যবস্থা; তৃতীয় বেকার বীমা আইন। মন্ত্রিগণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চঞ্চল নহেন। তাঁহারা পারলামেণ্ট বন্ধ থাকিবার কালে দেশ মধ্যে তাঁহাদিগের অবস্থা এরূপ সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের বিপক্ষীয়েরা তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবার বা বিপন্ন করিবার সুযোগ লইতে অগ্রসর হইবেন না। বিধবাদিগের বৃত্তিদান সংক্রান্ত আইনের সংশোধনসূচক কোন প্রস্তাব রক্ষণশীল দল উপস্থিত করিবেন না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করায় দেশের সকল লোক সন্তুষ্ট হইয়াছে।

পুলিসে-কম্যুনিষ্টে হাতাহাতি
মার্কিণে শ্রমিক অত্যাচার

গত ২৬শে অক্টোবর লণ্ডন শহরে মার্কিণ দূতাবাসের বহির্ভাগে শত শত শোভাযাত্রাকারী কম্যুনিষ্টের সহিত পুলিসের ঘোরতর হাতাহাতি ঘটিবার কারণ এই যে, ঐ দিন লণ্ডনের ট্রাফল্‌গার স্কোয়ারে এক কম্যুনিষ্ট সভায় এই মর্ম্মে বক্তৃতা করা হয় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কাপড়ের কলের শ্রমিকদিগের প্রতি দারুণ অত্যাচার চলিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে তথায় আইনের নামে স্যাক্কো এবং ভ্যাঞ্জেটিকে যে হত্যা করা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষাও অতি ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সূচনা হইতেছে। উক্ত শ্রমজীবিদের ভিতর ১৬ জনকে বিচারের ভাণ করিয়া বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসাইয়া প্রাণদণ্ড করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সভায় মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং মিঃ হুভারের নিন্দাসূচক এবং বৃটন, আমেরিকা, ভারত এবং অন্যান্য স্থানের রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তিদানের দাবী মূলক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। বক্তৃতা শ্রবণে সভাস্থ জনসমূহ অতিমাত্র উত্তেজিত হয়। কম্যুনিষ্টগণ শোভাযাত্রা করিয়া দলে দলে প্রস্তাবের অনুলিপি দিবার জন্য মার্কিণ দূতাবাসের উদ্দেশে গমন করে। পুলিস তাহাদিগকে দূতাবাসে প্রবেশে বাধা দিলে, হাতাহাতি আরম্ভ হয়। আধ ঘণ্টাব্যাপী ঘোরতর হাতাহাতির পর, পুলিস কম্যুনিষ্টদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হয়।

ইংলণ্ডে ঝড়-বৃষ্টি
বহুস্থান ক্ষতিগ্রস্ত

লণ্ডনের ২৫শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, গত কল্য বৃটেনের অনেক স্থানে গুরুতর ঝড় বৃষ্টি ও বন্যা হইয়া গিয়াছে। উত্তর ওয়েল্‌সে কনোয়ে অধিত্যকায় বন্যাটা অধিক হইয়াছে। শত শত একর কৃষিভূমি জলে ডুবিয়া গিয়াছে। সাপার সেতু ভাসিয়া গিয়াছে। অনেক রাস্তা জলাকীর্ণ হইয়াছে এবং বহু মেষ পানিতে ডুবিয়া গিয়াছে। ওয়েনিং নদীতে জল বৃদ্ধি হওয়ায় রেলওয়ের রাস্তা ভাসিয়া গিয়াছে এবং সে জন্য স্থানে স্থানে গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়াছে। বৃটিশ উপকূলে সমুদ্রজল কূল ছাপাইয়া অনেক স্থান ভাসাইয়া দিয়াছে। অনেক জাহাজ ডোভার প্রণালীতে আশ্রয় লইয়াছিল। ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়া বিমান পারাপার বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল।

বেকার সমস্যায় বার্ণহ্যাম
ভারতে অর্থকরী বিদ্যার দুর্দ্দশা

লণ্ডনের ২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে, অদ্য ফোক্‌ষ্টোনের একটি স্কুলে পুরস্কার বিতরণী সভায় লর্ড বার্ণহ্যাম এক বক্তৃতায় বলেন, "ভারতের অর্দ্ধেক দুর্দ্দশার কারণ হইতেছে শিক্ষার ভ্রান্ত আদর্শের জন্য। ভারতীয় শিক্ষার একমাত্র আদর্শ হইতেছে পরীক্ষায় পাস করা। এই বৃহৎ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনের কাম্য হইতেছে কেরাণীগিরি এবং এই কেরাণীগিরিই তাঁহার শিক্ষা জীবনের সমস্ত কার্য্যের মূল প্রেরণাস্বরূপ। ভারতে আজ যে সমস্ত অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মূল কারণ 'শিক্ষিত বেকারের সমস্যা', এই শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সকলেই গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইবার জন্য লালায়িত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খুব অল্প সংখ্যক লোকই সেরূপ চাকুরী পাইয়া থাকে।"

ফরাসী মন্ত্রি-সভায় গোলযোগ
নূতন মন্ত্রি-গঠনের প্রচেষ্টা

প্যারিসের ২৫শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ফরাসী গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডুমার্গ সম্প্রতি নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য মিঃ এডওয়ার্ড ডেলাডারকে আহ্বান করিয়াছেন। ইনি রেডিক্যাল সোশিয়ালিষ্ট (চরমপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী) দলের প্রেসিডেণ্ট। মিঃ ডেলাডার ইতিপূর্ব্বেও কয়েকবার মন্ত্রির কাজ করিয়াছেন। পর্য্যায়ক্রমে তিনি ঔপনিবেশিক মন্ত্রী এবং সমর সংক্রান্ত মন্ত্রির কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন।

রেডিক্যাল দলের বৈঠক

গত ২৬শে অক্টোবর ফরাসী পার্লামেণ্টের অন্তর্গত রেডিক্যাল সোশিয়ালিষ্ট দলের এক সভায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের নিমন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা করা গিয়াছে। মিঃ ডেগাডার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় স্থির হইয়াছে যে, রেডিক্যাল সোশিয়ালিষ্ট দলের পক্ষ হইতে এবার শাসন কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করা হইবে এবং একার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য সোশিয়ালিষ্ট দলকে অনুরোধ করা হইবে। রেডিক্যাল সোশিয়ালিষ্ট দলের কংগ্রেসে আর একটী উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে জাতি-সঙ্ঘের প্রতি এবং ১৯২৪ সালের জেনেভা চুক্তির প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অধিকন্তু হেগ নগরীর চুক্তি অনুসারে "ইয়ং প্লেন" অবলম্বন করিয়া মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবেন বলিয়া এই দল ঘোষণা করিয়াছেন।

শান্তির প্রয়োজন

মিঃ ডেলাডার ১৯২৪, ১৯২৫ এবং ১৯২৬ সালে ফরাসী মন্ত্রিসভার সভ্য ছিলেন। গত বৎসর হইতে তিনি রেডিক্যাল সোশিয়ালিষ্ট দলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে মিঃ হেরিয়েট দলের অধিনায়ক ছিলেন। সম্প্রতি রীমস্‌ নগরীতে এই দলের বার্ষিক কংগ্রেস হইয়া গিয়াছে। সেই কংগ্রেসের সভায় মিঃ ডেলাডার পুনরায় রেডিক্যাল সোশিয়ালিষ্ট দলের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "নূতন জগতের আর্থিক বল ইউরোপকে হুম্‌কী দেখাইতেছে। এ সময়ে সতর্ক না হইলে আর্থিক জগতে ইউরোপের আধিপত্য বিলুপ্ত হইবে। এবার ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তির দ্বারা একটা আর্থিক যুক্তরাষ্ট্র গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। বিভিন্ন দেশ যদি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শান্তির জন্য প্রস্তুত হয়, তাহা হইলেই যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে পারে।"

সোভিয়েট রুসিয়ায় গোলযোগ
ষড়যন্ত্রে পাঁচ জনের ফাঁসী

মস্কোর ২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, এরূপ ঘোষিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বতন রুস-সম্রাটের আমলের ৫ জন জেনারেলের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়াছে এবং তাঁহাদের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁহারা বর্ত্তমান সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, দেশের আত্মরক্ষার উপায় নষ্ট করা এবং বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে সুবিধা করিয়া দেওয়া প্রভৃতিতে লিপ্ত ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সোভিয়েট অস্ত্র নির্ম্মাণের সুযোগ লইয়া বিপ্লবাত্মক সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতেছিলেন। অন্যান্য আসামীদের প্রতি নানাপ্রকার কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ঘুষ খোর স্বরাষ্ট্র সচিব
বহু দিন ধরিয়া মোকদ্দমা

ওয়াশিংটনের ২৫শে অক্টোবরের খবরে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সচিব, আমেরিকান সিনেটের ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ বলিয়া বিখ্যাত মিঃ আলবার্ট ফল ঘুষ লওয়ার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাঁহার মামলার বিচার চলে। মিঃ আলবার্ট ফল বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অদ্য তিনি রোগীর চেয়ারে শয়ন করিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়াছিলেন; বিচারক রায় দেন যে, এলখিল নামক স্থানের কোন তেলের খনির বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় আসামী ১০০০০০ ডলার ঘুষ লইয়াছিলেন। বিচারের ফলে তাঁহার অপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে। তবে বিচারক মন্তব্য করিয়াছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে আসামীর এই অপরাধ মার্জ্জনা করা যাইতে পারে।

ডাক বাহী বিমান
রোমের নিকট ধ্বংস

রোমের ২৭শে অক্টোবরের সংবাদে জানা যায়, বেতার-বার্ত্তার সাহায্যে বিপদের সংবাদ দিয়া কোন বৃটীশ বিমানপোত ইটালীর উপকূলে সমুদ্রে অবতরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সমুদ্রের অবস্থা তখন ভীষণ ছিল। সেই ঝড়ের মধ্যে বিমানপোতের সন্ধান করা হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, এই বিমানপোত ভারতীয় ডাক লইয়া লণ্ডন যাত্রা করিয়াছিল।

বন্দরে বিশ্রামলাভ

লণ্ডনের ২৭শে অক্টোবরের এক খবরে জানা গেল যে, ইটালীর উপকূলে অবতরণকারী বিমান পোতখানি ভারতীয় ডাক বহন করিয়া আসিতেছিল। এখন তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিমানপোতখানি এখন ঝড়ের জন্য স্পেজীয়া বন্দরে বিশ্রাম করিতেছে।

সর্ব্ব শেষ খবর

এয়ার ওয়েজের কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন,—ভারতীয় ডাকবাহী বিমানপোতখানি রবিবার দিন ক্রয়ডনে পৌছিবার কথা ছিল। গত কল্য উহা ঝড়ের মধ্যে বিধ্বস্ত হইয়া জেনোয়া উপসাগরে পতিত হইয়াছে। চারিজন যাত্রী ও তিনজন খালাসীর মৃত্যু হইয়াছে। সাগরের অবস্থা তখন ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, বাতাসের গতি তখন ঘণ্টায় ৭০ মাইল হইয়াছিল। "সিটি অব রোম" নামক উড়ো জাহাজ হইতে বেতারবার্ত্তা প্রেরিত হয়। অতঃপর এই উড়ো জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে সাগরের মধ্যে অবতরণ করে। "কামিল্লিয়া" নামক ষ্টীমার আসিয়া ডাকবাহী বিমানপোতখানিকে স্পেজীয়া বন্দরে টানিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু ৯০ মিনিট না যাইতেই দড়ি ছিঁড়িয়া যায়। বিমানপোতখানি তখনও কোন মতে ঝড়-বৃষ্টি সহ্য করিয়া টিকিয়াছিল। উহাকে টানিয়া লইয়া যাইতে অসমর্থ হইয়া "কামিল্লিয়া" জাহাজ স্পেজীয়া বন্দরে চলিয়া যায়। ইহার কাপ্তেন অতঃপর একখানি "ডেষ্ট্রয়ার"এ চড়িয়া ঘটনাস্থলে গমন করেন, কিন্তু তিনি বিমানপোতের সন্ধান বাহির করিতে অসমর্থ হন, তখন চারিদিক হইতে সন্ধান আরম্ভ হয়। অদ্য পাইলট কাপ্তেন এল, এস, বার্টের দেহ ডামারিজিও বন্দরে ভাসিয়া আসিয়াছে। রাত্রিকালে আবার বাতাসের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহাতে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

যোগই যে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি স্বরূপ, সে কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মওলানার আশু আরোগ্য-লাভের জন্য আমরা সকলকে আল্লাহের দরগায় একান্ত মনে মোনাজাত করিতে বলিতেছি।

'বয্‌মে খিয়াল'।—ইহ', আসামের রাজধানী প্রকৃতির রম্য উপবন শিলং হইতে প্রকাশিত একখানি উচ্চাঙ্গের উর্দ্দূ 'রেসালা' বা মাসিক সাহিত্য-পত্র। তরুণ সাহিত্য-সেবী মওলবী লিয়াকৎ আলী সিদ্দিকী ও মওলবী আবু সয়ী মোহাঃ বশির সাহেবান ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিলং হইতে উর্দ্দূ মাসিক-সাহিত্য প্রচারের প্রচেষ্টা বোধ হয়, এই প্রথম। ফ্রেঞ্চ যেমন সমগ্র প্রাতীচ্যের উর্দ্দূও তেমনি সমগ্র ভারতের Lingua Franca বা সাধারণ কথ্যভাষা বলিয়া পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত ইস্‌লামী জ্ঞান-গবেষণা, ইস্‌লামী রীতি-নীতি ও আদর্শ এবং মুস্‌লিম কৃষ্টি (Culture)র দ্বারা এই সাহিত্য এতই পরিপুষ্ট হইয়া রহিয়াছে যে, বিশ্ব-সাহিত্যে আরবীর পরেই উর্দ্দূকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে! সিংহলের উপকূল হইতে আসামের সদিয়া পর্য্যন্ত ত্রিশকোটী নর-নারীর দেশকে এক সাধারণ ভাষার বাঁধনে বাঁধিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় উচ্চাকাঙ্খা সমূহ চরিতার্থ করিতে হইলে একমাত্র উর্দ্দূ ভাষাই যে অবলম্বনীয়, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। দুঃখের বিষয় যে, মিঃ গান্ধির মত লোক হিন্দুদের "অবতার" হইয়াও একমাত্র মুস্‌লিম-বিদ্বেষরূপ ব্যাধির যন্ত্রণায় উর্দ্দূর পরিবর্ত্তে 'হিন্দুস্থানী' নামক এক অদ্ভুত খোট্টাই ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা-রূপে পরিণত করিয়া জগতের কাছে হাস্যাস্পদ হইতে চাহিতেছেন। 'বয্‌মে খিয়ালে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া সন্তোষ-লাভ করিয়াছি। ভারতের অন্যান্য স্থানের ন্যায় আসাম-বঙ্গের সিলহট, কাছাড়, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়ও ইহার যথেষ্ট সমাদর হইবে বলিয়া আশা করি। জাতির বর্ত্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে 'বয্‌মে খিয়ালে'র মত উন্নত আদর্শ-পূর্ণ কাগজের প্রতি সাধারণের প্রীতির ভাব উদ্রিক্ত হইলে আমরা অধিকতর আনন্দলাভ করিব।

আল্ ফারুকের আবেদন।—গত ২রা নভেম্বর লণ্ডন হইতে বিখ্যাত নও-মুস্‌লিম ভ্রাতা লর্ড হেড্‌লী (আল্-ফারুক) খৃষ্টান, ইহুদী ও মুস্‌লিম জগৎকে উদ্দেশ্য করিয়া এক আকুল আবেদন-পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি তাহাতে উপরোক্ত তিন জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সকলে সমবেত ভাবে বল্‌শেভিজম্‌এর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা-বাদী রুশের এই চরম নাস্তিক্যপূর্ণ মতবাদকে—Senseless Utopian freak (অর্থহীন কাল্পনিক খেয়াল) এবং Ignoble soul rotting-fraud (আত্মার অপচয়কারী নিকৃষ্ট চালবাযী) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কমিউনিজম্ বা বল্‌শেভিজম্ সম্বন্ধে আমাদের ক্ষুদ্র মতামত অগণিত বার 'আল্-মুস্‌লিমে'র মারফতে ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছি। অন্যায়, অনাচার, অনিয়ম ও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার উপর ভিত্তি করিয়া কোন দেশ, জাতি, সভ্যতা বা শাসন-তন্ত্র যে গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাহা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট সত্য। মাত্র আট বৎসরের সোভিয়েট শাসনের ফলেই আজ বার কোটি নর-নারীর দেশ রুশিয়া বিদ্রোহ, বিপ্লব, খুন, দাঙ্গা, কু-শাসন, অ-শাসন, অরাজকতা ও গুপ্ত-ষড়যন্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে চলিয়াছে। তবে, বল্‌শেভিকবাদের সকল বস্তুই যে মন্দ, তাহা বলিতেছি না। কারণ, বংশ-গৌরব, অভিজাত-প্রাধান্য, যমিদারী ও মহাজনী প্রথার বিলোপ-সাধন, শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যকার পার্থক্য নাশ, ইত্যাদি প্রভৃতি সংস্কারের ভিতর দিয়া এই মতবাদ যে কার্য করিয়াছে, তাহা ইস্‌লামেরই প্রকৃত অনুশাসন। কিন্তু ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া—নারীকে সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া—ব্যভিচারের অবাধ অধিকার দান করিয়া—ধর্ম্মালয় ও ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ পুড়াইয়া এবং সর্ব্বোপরি প্রোপাগেণ্ডার যোরে সেই সব নারকীয় হাবভাব জগৎময় ছড়াইয়া তাহারা বিশ্ব-মানবের যে অকল্যাণ সাধন করিয়াছে, কিছুতেই তার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না।

মিথ্যা ওসিয়ত নামা।—বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, মাঝে মাঝে কতকগুলি ভুঁইফোড় 'অসিয়ত নামা' প্রচারিত হইয়া মুস্‌লিম সমাজকে ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে। এই সমস্ত ওসিয়ত নামায় লেখা হয়, 'এক সপ্তাহের মধ্যে সত্তর হাজার মুসলমান মরিতেছে, তার মধ্যে মাত্র কয়েক জন বেহেশ্‌তি আর সবই দোযখী। অমুক হিজরীর মধ্যে তওবার দরযা [illegible] হইয়া যাইবে, ইত্যাদি। কথার সত্যতা রক্ষ[illegible]d by [illegible]রফের খাদেম মারফত রসুলে আ[illegible]es[illegible]ী বলিয়া প্রচার করে। এবারও [illegible] an [illegible] de [illegible]প মিথ্যা ধোকাবাযী-পূর্ণ অসিয়ত-না[illegible] ইনি[illegible] হইতেছে। তাহাতে মামুলী আলোচনার পর ইহা বলা হইয়াছে, আগামী হিজরীর ১৩৫০ সনে তওবার দরযা বন্ধ হইয়া যাইবে, আকাশ বিদীর্ণ হইবে, পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে পরি[illegible] হইয়া যাইবে এবং হিজরীর ৮০ সনের মধ্যে [illegible]র-আনের অক্ষর মুছিয়া যাইবে। এইরূপ '[illegible]' নামার কোন সত্যতা যে নাই, তাহা আজ কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ভ্রমান্ধ মানুষের যাহা কিছু উপদেশ ও ওসিয়ত করিবার প্রয়োজন ছিল রসুলুল্লা জীবিত অবস্থায় তাহা সবই সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ এইরূপ 'এলহাম' যে মাঝে মাঝে হইবে পবিত্র হাদীস কোরআনে তাহার কোনই প্রমাণ নাই। কতকগুলি দুষ্ট-বুদ্ধি লোক ইসলাম ধর্ম্মকে জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ ও হেয় করিবার মৎলবে এইরূপ অভিনব ফন্দী আবিষ্কার করিয়াছে। তাহারা জগতকে দেখাইবে যে জাতির মধ্যে হাজার করা মাত্র কয়জন মরিয়া বেহেশতী হইতেছে, সে ধর্ম্মের গুরুত্ব কোথায়? এবং কতখানি অধঃপতন সে ধর্ম্মাবলম্বীর হইয়াছে। আরও মুসলমানের উদ্যম, উদ্দীপনা, সাহস, অধ্যবসায়, কর্ম্ম-শক্তি ও মনের বল কমাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে ইহাও বলা হইয়াছে যে, আর কয়ক বৎসরের মধ্যে পৃথিবী ধ্বংশ-প্রাপ্ত হইবে, আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে, ইহা দুরভিসন্ধিৎসু আর্য্য-সমাজী কিংবা খৃষ্টান মিশনারীদের যে শয়তানী প্রবঞ্চনা, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নিকে এইরূপ ওসিয়ত-নামায় বিশ্বাস না করিতে অনুরোধ করি।

প্রতিবেশীর প্রতিদান

অতীতের কোন্ এক সুদূর সুপ্রভাতে মুস্‌লিম জাতি দক্ষিণের তোরণ-দ্বার দিয়া ভারতে বিজয়ী বেশে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান এদেশে আসিয়া এদেশ-বাসীর হিত কিম্বা অহিত-সাধন করিয়াছিলেন, সে তথ্য ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। তবে, এখানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে—মানুষ হইতে শুরু করিয়া মাছ, গাছ, সাপ, শূকর, গরু, পাথর, জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য পর্য্যন্ত তেত্রিশ কোটী দেবতার দেশে মুসলমানেরাই সর্ব্বপ্রথম এক আল্লার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। 'জংনা কঙ্কর, ওংনা সঙ্কর (যত্র জীব তত্র শিব) এর জয়ধ্বনি-মুখরিত দেশে তাঁহারাই সকলের আগে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সুমধুর শাশ্বতবাণী ঘোষণা করিয়া মানুষকে সত্যের পথে—আলোকের রথে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। এদেশের আর্য্য-অনার্য্য-নির্ব্বিশেষে সকলকে লেংটী ছাড়িয়া কাপড় পরিতে, ঝোপ ঝাড় ও বন-বাদাড় ত্যাগ করিয়া নগরে বসবাস করিতে, গোসলের দ্বারা গায়ের দুরিত দুর্গন্ধ দূর করিয়া ও আতর-গোলাব মাখিয়া সুসভ্য সাজিতে—মুসলমানেরাই শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। কু-শাসন ত্যাগ করিয়া মেয্-কুর্সিতে উপবেশন করিতে, টিকি ছাড়িয়া মস্তকে তাষ ও আমামা ব্যবহার করিতে ধুতি-কৌপিন ত্যাগ করিয়া চাপকান্-চোগা পরিধান করিতে মুসলমান-প্রভুরাই প্রথম পথ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পদ্মফুল ও রক্ত-জবার দেশে বেলী, চামেলী, কেওড়া, গোলাব ও হাস্নাহেনার খুশ্‌বু আনিয়া—ধূপ-ধূনা ও গো-ময়ের দেশে মেশ্‌ক, যাফ্‌রাণের সৌরভ আনিয়া—খোল, মৃদঙ্গ ও করতালের দেশে রবাব, বেহালা, তবল তাম্বুপুরা এস্রাজ ও সেতার আনিয়া—গামছা, গাড় ও বৃক্ষ-বল্‌কলের দেশে তোষক, তাকিয়া, লেহাফ, মীরযাই, শাল, দো-শালা ও বালাপোষ আনিয়া—ঘটি, বাটী, গাড়ূ ও কমণ্ডলুর দেশে থাল্লা, পেয়ালা, কর্ঠর, বর্ত্তন, জাম, সরপোষ ও সোরাহী আনিয়া—ড়েরীর তেলের ডিবির দেশে ফানুশ, কন্দিল মশ্‌আল ও দেয়ালগীড়, আনিয়া—মুড়ি মুড়কি, ছাতু ও কলা-সিন্ধর দেশে কোরমা, কালিয়া, যর্দা মোতাঞ্জন, ফির্নি ও ফালুদা আনিয়া—খড়্গ, খাণ্ডব ও ত্রিশূলের দেশে তেগ্, তলওয়ার, কামান-বন্দুক, তীর-তবর, খঞ্জর-নেজা ও যেরাপোশ আনিয়া—বৃক্ষ-কোটর ও গিরি-গুহার পরিবর্ত্তে রংমহল, শিশ্‌মহল, তাজমহল, জুমা-মসজিদ ও মতি-মসজিদ বানাইয়া—অনিয়ম, উচ্ছৃঙ্খলা ও অবিচারের পরিবর্ত্তে আইন, আদালত, উকিল, মোখ্‌তার, দেওয়ান, দারোগা, হাকীম-হুকুম, ও পরওয়ানা ও পেয়াদার সৃষ্টি করিয়া—টোল, বটতলা ও পাঠশালার দেশে মক্তব, মাদ্রাসা, কুতুবখানা ও দারুল উলুমের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া—গো-শালা ও মহিষ-বাথানের মুলুকে—পিল্‌খানা, আস্তাবল ও বালাখানার প্রতিষ্ঠা করিয়া—এক কথায় অসভ্যতার পরিবর্ত্তে সভ্যতার সমুদয় সামান ও উপকরণ সঙ্গে করিয়া আনিয়া মুসলমানেরাই ভারতের কোটি কোটি নর-নারীকে পৃথিবীর সভ্য সমাজের সমপংক্তিতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু, মুসলমানের দুর্ব্ব দ্বিবশতঃ আট শতাব্দী পূর্ণ হইতে না হইতেই তাহাদের দুর্ব্বল হস্ত হইতে শাসন-দণ্ড খসিয়া পড়িয়া ইংরাজের করতলগত হইয়াছিল। তারপর, ইংরাজ শাসনের আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ-লাভ করিয়া হিন্দু-সম্প্রদায় শিল্প, সাহিত্য, তেজারৎ, রাজ-সেবা প্রভৃতি নানাদিক দিয়াই মুসলমানকে সহস্র যোজন পশ্চাতে ফেলিয়া এবং সম্মুখে অগ্রসর হইয়া উন্নতির সমুদয় আসন জুড়িয়া বসিয়াছিল। মুসলমান-শাসনের অধীনে আট শত বৎসরের গোলামীর ছাপ মুছিয়া ফেলিয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে কল্পিত কাব্য-কবিতা, ইতিহাস, নাটক, নভেল লিখিয়া দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল। আশ্চর্য্যের কথা, চারিদিকে গান্ধির বর্ত্তমান হিন্দু-মুস্‌লিম আঁতাতের দোহাই ফিরিবার দিনেও হিন্দুরা সে হীন প্রচেষ্টা হইতে বিন্দুমাত্রও বিরত হয় নাই। এ দিক দিয়া বাঙ্গালী হিন্দুই যে সকলকে টেক্কা মারিয়া উঠিয়াছে, তাহা উল্লেখ না করিলেও চলিতে পারে। 'কালাপাহাড়', 'বাপ্পারাও', 'রিযিয়া', 'শাহজাহান' 'দুর্গেশ-নন্দিনী' ও "রাজ-সিংহ" প্রভৃতি কত কি অভিনয়ে মুসলমানের প্রাণে আঘাতের পর আঘাত দিয়া তৃপ্তিলাভে অসমর্থ হইয়াই অধুনা 'গৈরিক-পতাকা' অভিনয় করিতেছে। সেদিন "মনোমোহন" রঙ্গমঞ্চে "গৈরিক-পতাকা'র স্মৃতি বার্ষিকী মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে [illegible] Anniversaryতে কলিকাতার অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় হিন্দুই সাগ্রহে যোগদান করিয়াছিলেন। কি করিয়া ভারতে দশকোটী মুসলমানের সত্বা একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া হিন্দু-রাজ্য স্থাপন করা সম্ভবপর, গৈরিক পতাকায় তাহা অতি স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলরূপে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "ভারতে মুসলমানদেরে সমূলে বিনষ্ট করিয়া হিন্দু-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিব" —শিবাজীর মুখ হইতে এই কথা যখন বীর-দর্পে বাহির হইতেছে, তখন সহস্র সহস্র হিন্দু-দর্শকের যুদ্ধারাব ও করতালি-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস আলোড়িত হইতেছে। হিন্দু সংবাদ ও সাময়িক পত্রগুলি সমবেত ভাবে 'গৈরিক পতাকা'র প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতেছে। হিন্দু-কংগ্রেসীরা ইহাতে নীরব সম্মতি জানাইয়া হিন্দু-রাজ্যের কল্পনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে। অথচ, আজ 'মোহাম্মদী' 'মুসলমান' প্রভৃতি হিন্দু-কৃপা-কটাক্ষ-লব্ধ কাগজগুলি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতেছে—"ইহা আপত্তি-জনক হইলেও—ইহাতে হিন্দু-সমাজের অতি অল্পাংশেরই সহানুভূতি রহিয়াছে—অধিকাংশের মোটেই নাই!" স্বার্থের কাছে মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধিকে কিরূপে পদে পদে বিসর্জ্জন দিতে পারে, এই "মুসলমান" নামের সাইন-বোর্ড-ধারী প্রাগুক্ত কাগজগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। এখন কথা এই যে, হিন্দুরা ত তাহাদের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিবেই—মুসলমানের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শিক্ষা-সভ্যতা, কর্ষণ ও কীর্ত্তি-কলাপ লইয়া তাহারাত হাসি-ঠাট্টা করিবেই। নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা, অসূর্য্যম্পশ্যা বেগম ও বাদশাহযাদী-দিগকে রঙ্গালয়ে টানিয়া আনিয়া হীন চিত্রে চিত্রিত করতঃ মনের ঝাল তাহারা ত মিটাইয়া চলিবেই। এই সমস্ত জঘন্য কার্য্য জগতের অতি ইতর ও ঘৃণ্য কাপুরুষ জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট বলিয়া তাহারা নিত্য নিয়মিত ভাবে তাহা সম্পাদন করিয়া যাইবেই। কিন্তু এত দেখিয়া ও শুনিয়াও আজ যাহারা হিন্দুর কংগ্রেসী আন্দোলনে গা ঢালিয়া দিয়া হিন্দুর শক্তি বৃদ্ধি করিতে মুসলমানকে অযাচিত ভাবে উপদেশ দেয়, তাহাদের মস্তক চূর্ণ করিবার কোন্ ব্যবস্থা সমাজ করিয়াছে, তাহা জানিতে পারি কি?

চল্‌রে তরুণ দল

(১)

চল্‌রে তরুণ দল
আঁধার নাশিয়া আলোকে আসিয়া
ইস্‌লামী 'যওক' 'শওকে' মাতিয়া
ধর্ম্মের 'আমর' নিষেধ মানিয়া
'জামাত, বাঁধিয়া চল্।

(২)

চল্‌রে তরুণ দল
'কেয্‌ব' ছাড়িয়া 'সেদ্‌ক' মানিয়া
জাতীয় পোষাক গায়েতে রাখিয়া
হৃদয়ে ঈমান আলোক জ্বালিয়া
জগৎ বিজয়ে চল্।

৩

জাগ্‌রে তরুণ দল
বিজাতি আসিয়া তোদের মারিয়া
তোদের মাথায় আঘাত হানিয়া
তোদের দখল নিতেছে কাড়িয়া
নাইকি তোদের বল?

(৪)

জাগ্‌রে তরুণ দল
বিধর্ম্মী কাটিয়া 'হমুদ'-মারিয়া
তোদেরে আজিকে রেখেছে চাপিয়া
এ ভাবে তোদের কি ফল বাঁচিয়া
বল্‌রে তরুণ দল।

(৫)

উঠ্‌রে তরুণ দল
'পলিদ' হইয়া চাকুরী মাগিয়া
এনেছিস্ তোরা এ দশা যাচিয়া
এখন কি ফল তোদের বাঁচিয়া
স্বাধীন হইতে চল্।

(৬)

উঠ্‌রে তরুণ দল
'হমুদ' জাগিয়া বিপদ নাশিয়া
করম-জীবনে পড়িছে ঝাঁপিয়া
তোরা কি সময় কাটাবি হাসিয়া
[illegible]ক জাগাতে চল্।

[illegible]

ছুট্‌রে তরুণ দল
মওলবী-মিষ্টার কলহ ছাড়িয়া
তরুণ মুল্লায় জামাত বাঁধিয়া
মেকুর কুকুর সকলে মারিয়া
জগৎ বিজয়ে চল।

(৮)

ছুট্‌রে [illegible] দল
আরব তুর্[illegible] কাবুল জাগিয়া
আ[illegible] নাচিয়া
[illegible]সিয়া গাহিয়া
স্বাধীন হইতে চল্।

(৯)

চল্‌রে তরুণ দল
কুপথ ছাড়িয়া কোরান মানিয়া
নবীর হাদিস মাথায় বহিয়া
ইস্‌লামী বল হৃদয়ে ভরিয়া
বীরের মতই চল।

(১০)

চল্‌রে তরুণ দল
খোদার উপর ভরসা রাখিয়া
যালেম কাফের দলিয়া মথিয়া
তাউস্ তখ্‌ত আবার আনিয়া
রাজার মতন চল্।

এ, কে, এম, আয়্যুব আলী
ভোলা ইস্‌লামীয়া মাদ্রাসা (বরিশাল) ৮

অধর্ম্মই অবনতির কারণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি জিজ্ঞাসা করি, হে পাশ্চাত্য-শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়, হে মোল্লা-দ্রোহী সদস্য মণ্ডলী, হে বর্ত্তমান উন্নতিকামী মুস্লিমবৃন্দ আজ তোমরা কোথায় আসিয়া উপনীত হইয়া এত আস্ফালন করিতেছ? তোমরা কি জান, তোমাদের ধর্ম্ম কি বলিতেছে? কোন পথ নির্দ্দেশ করিয়া উন্নত হইতে চলিয়াছে? তোমরা ধর্ম্মের নির্দ্দেশিত পথ হারাইয়াছ তাই আজ তোমাদের এত অধঃপতন হইয়াছে। আজ যে তোমরা পূর্ব্ব বর্ণিত আলেম বা সুধীমণ্ডলীর উপদেশ উপেক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে বলিতেছ—মোল্লা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব লোপ কর এবং মোল্লা-সংস্করণের আরবী মাদ্রাসাগুলি ভাঙ্গিয়া দাও। এখানে মোল্লা গঠিত মাদ্রাসা সম্বন্ধে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পরম দয়ালু খোদাতালার অসীম করুণায় বঙ্গদেশের মধ্যে নোয়াখালী জিলা আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও আলেমের প্রাচুর্য্য এবং দ্বীনি এলেমের শিক্ষার প্রসারতায় বিশাল বঙ্গদেশে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছে। বহু আত্ম-ত্যাগী আলেম পল্লীতে নগরীতে হাটে বাজারে বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক মাদ্রাসায় অগণিত ছাত্র তালেবুল এলেমকে অধিকাংশ স্থলে লিল্লাহ খোদা তালার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছেন। শিক্ষক পারিশ্রমিকের প্রত্যাশী হইয়া দিবা-রাত্র মাদ্রাসায় বা গৃহে পড়িয়া নাই। ছাত্রগণও এই শিক্ষার দ্বারা সংসার-জীবনে টাকা পয়সা রাশীকৃত করিবার আশায় মাদ্রাসা-গৃহে ধাবিত হয় নাই। এই নিষ্কাম শিক্ষা বাস্তবিকই অতি পবিত্র ও সর্ব্বজন-প্রশংসনীয়। এইরূপ শিক্ষার প্রচলন না থাকিলে যে আজ আমাদের দেশে মুসলমান সমাজের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আবার এইরূপ মাদ্রাসাগুলির প্রতি সদাশয় গভর্ণমেণ্টের শুভ দৃষ্টিও নাই। আর মহাত্মা মহ্‌সিনের ফাণ্ডের বৃত্তিও নাই। এইরূপ নিঃস্ব নিঃসম্বল দরিদ্র আলেম কর্ত্তৃক গঠিত মাদ্রাসাগুলিতে যে সকল আত্ম-ত্যাগী আলেম শিক্ষা দান করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত নহে কি? কোন একটি কার্য্য সুন্দর করিতে হইলে কর্ম্মিগণের প্রত্যেককে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হয়। আমাদের এই ধর্ম্ম-শিক্ষাগার মাদ্রাসাগুলির অবস্থা সম্বন্ধে কেহই অবিদিত নহেন। এক স্থলে পর্ণ কুটীর, শিক্ষোপকরণ-শূন্য অবস্থা জ্ঞাপন করে অন্য একস্থলে ছাত্রা[illegible] শিক্ষকের অভাবে মাদ্রাসায় শিক্ষায় দ[illegible] করে। আর একস্থলে প্রতিবেশীর অম[illegible]যোগিতায় মাদ্রাসা-গৃহ গো, মহিষের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। দেখিলে মনে হয়, মাদ্রাসাগুলির প্রতি দেখিবার কেহই নাই। প্রকারান্তে ইহা আমাদের সমাজের দুরবস্থা জ্ঞাপন করে। পূর্ব্ব-কথিত আলেমগণের ন্যায় আমরাও যদ্যপি আমাদের কর্ত্তব্যের অংশটি কার্য্যে পরিণত করিতাম, তাহা হইলে এই সকল মাদ্রাসা হইতে যাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিতেন তাহাদের নিকট হইতে সহস্র গুণ অধিক কাজের [illegible]তে পারিতাম। বলিতে দুঃখ হয় আ[illegible]গুলির প্রতি দেখা ত দূরের [illegible] ঐ সকল মাদ্রাসা ভাঙ্গিবা[illegible] হইয়া লাগিয়াছেন। আলেমরা কেবল ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে ফতওয়া প্রদান করে, এই হইল তাদের দোষ আর আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের ও শিক্ষিতা মহিলাদের নিকট হইতেই দেখিতেছি—হাজার হাজার রকম ফতওয়া জারি হইতেছে। কেহ কেহ যুক্তি তর্কের দ্বারা বলিতেছে, আলেমরা সুদ খাওয়া নাজায়েয বলিয়া ইস্‌লামকে ধ্বংশ করিয়াছে, সুতরাং সুদ খাওয়া জায়েয। আর কেহ কেহ বলিতেছে, কোরান হাদীস মতে গান-বাদ্য জায়েয, আলেমরা তাহাতে বাধা-প্রদান করিয়া আমোদ প্রমোদের ব্যাঘাত করিতেছে।

কোন কোন শিক্ষিত মহিলা আজ কাল সাড়া দিয়া উঠিয়াছে, আর বলিতেছে—স্ত্রীজাতিকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে উন্মুক্ত বাতাসে স্বাধীন বিহগের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে না দিয়া অবরোধ-প্রথা দ্বারা আটকাইয়া মহাপাতকী হইয়াছে। তাই তাহারা আলেমের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে। এই উন্নতির যুগে কোরান হাদিসের নানা রূপ কদর্থ করিয়া হাজার হাজার ফতওয়া দিতেছে। ইহাই কি ধর্ম্মের অবমাননা ও অধঃপতনের কারণ নয়? আজ আমরা গোলামীর নেশায় ছুটিয়াছি। গোলামীই বা আর কোথায়? বাঙ্গালা দেশে শত-করা যাটজন লোক মুসলমান, সুতরাং ষাটটি সরকারী চাকুরীই মুসলমানের প্রাপ্য। কই, আমাদের ভাগ্যে শতকরা বিশটি চাকুরীও ত জুটিতেছে না। রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া কতই ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছে। দিন দিন মুসলমান শিক্ষিত যুবকের বেকার-সমস্যা বাড়িয়া যাইতেছে। কই, হে ধর্ম্মান্ধ মুসলমান আমাদের ন্যায্য দাবী-পূরণের কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছ না? তবে আজ কেন অনর্থক এরূপ mentality নিয়া মাথা ঘামাইয়া মরিতেছ? আজ পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে আমাদের যুবকগণ নামে মাত্র মুসলমান আছে। বলিতে লজ্জা হয়, অনেকেই নামাযকে সামান্য ব্যায়াম মাত্র মনে করে। আর বিজ্ঞানের বাণীকে কোরানের বাণী হইতে যুক্তিযুক্ত মনে করে। পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে আজ নব নব ভাব গজাইয়া উঠিয়াছে। আজ তেরশ বৎসর পরে সুদ জায়েয, গান-বাদ্য জায়েয, পর্দ্দা অবৈধ প্রভৃতি ফতওয়া পাওয়া যাইতেছে। না জানি কিছু দিন পর আরও কতই দেখি, কতই শুনি। বোধ হয়, কয় দিন পর কুলটালয়ে গমন, সুরা-পান প্রভৃতিও জায়েয শুনিতে পাইব। কারণ, যখন নিজ পয়সা দিয়া কাজ করা যাইবে, তখন অবশ্য জায়েযই হইবে। আজ ভারতময় হিন্দু-মুসলমানে কাল্‌চারেল্‌ প্রতিযোগিতা চলিতেছে। যে সকল মুসলমান হিন্দু কাল্‌চারের মধ্যে আত্ম-বিলীন হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কোন সরকারী চাকুরী লাভের উদ্দেশ্যে যখন কোন শ্বেতাঙ্গ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন কি পরিয়া সাক্ষাৎ করেন? বহু স্থলে দেখা গিয়াছে, ধুতি-চাদর পরিয়া ইংরেজ প্রভুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ জিজ্ঞাসা করাত দূরের কথা, বরং বলে Go back! Go back!! ভাগো হিঁয়াসে—অর্থাৎ 'এখান হইতে দূর হও' বলিয়া হাঁকাইতে থাকে। তাই বহু চাকুরী-প্রার্থী নিজের আচ্‌কান, পায়জামা না থাকিলেও প্রতিবেশী কাহারও নিকট হইতে আচ্‌কান পায়জামা অথবা কোট প্যাণ্ট চাহিয়া লইয়া পরিধান ক[illegible] মনস্তুষ্টি বিধানার্থ সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। এখন দেখিলেন ত, ধুতি চাদর ও আচ্‌কান-পায়জামার কি গুণ? ধুতি-চাদর সরবরাহকারী ইংরেজ প্রভুরাও ধুতি-চাদর পরিহিতাবস্থায় Officeএ প্রবেশ করিতে দেখিলে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। এহেন সভ্য জাতির পোষাক-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সভ্যতা ও জাতীয়তা রক্ষা করিতে যে সকল মুসলমান উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, শত ধন্যবাদ তাদের বিদ্যা বুদ্ধির, আর শত ধন্য তাদের মস্তিষ্ক-চালনার ও স্বদেশ-সেবার। হায়! পতিত সমাজ! যে একতার অভাবে সাধের সিংহাসনটি হারাইলে এখনও কি তোমাদের সেই একতার জ্ঞানটী হইল না? তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ভাগ্যবলে একটী উচ্চ চাকুরী লাভ করেন, তাহা হইলে সেই অফিসে অন্য মুসলমান কর্ম্মচারীর প্রবেশ পথে অর্গল পড়িয়া যায়। তাহার দ্বারা সাহায্যের আশা ত দূরের কথা বরং অন্য মুসলমানকে কুকুরবৎ 'দূর দূর' করিয়া তাড়ান হয়। এমনি মুসলমানের জাতীয়তা!

মুসলমান! তোমাদের একতার অভাবে সমাজের এই কুৎসিত চিত্রটী আমরা দেখিতেছি। এই একতার অভাব মুসলমান সমাজের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। তোমাদের নিজ স্বরূপ যদি ভুলিয়া থাক, তবে প্রতিবেশিগণের একতা দেখিয়াও কি তোমাদের একতা ও জাতীয়তা ফুটিয়া উঠে না? অন্ততঃপক্ষে তিনজন মুসলমান যদি এক স্থানে একত্রিত হয়, তবে তিন জনেরই পোষাক তিন রকম হইবে। অন্যান্য উন্নত জাতির প্রতি তাকাইয়া দেখ, তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা কি সুন্দর ভাবে শোভা পাইতেছে। সমগ্র আফ্‌গান জাতি একই পোষাকে শোভিত, তাই এই ভাঙ্গা গড়ার দিনেও তাহারা স্বাধীনতা-সংগ্রাম করিতেছে। পাঞ্জাবী, শিখ, গুর্খা, রাজপুত, ইংরেজ প্রভৃতি উন্নত জাতির একজনকে দেখিয়া তাহাদের সমগ্র জাতির পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারা যায়। কেননা তাহারা যে ঋতুতে যেখানে যাউক না কেন নিজের জাতীয় পোষাক বদলায় না। কিন্তু বর্ত্তমান কালের মুসলমানকে দেখিয়া তাহাদের জাতীয় পোষাক কি, তাহা ঠিক করা মহা সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাতীয়তার এই অভাবই মুসলমান সমাজের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। কেননা যাঁহারা ধুতি সার্ট প্যাণ্ট কোট পরিধান করেন তাঁহারা সমাজের কতকগুলি লোককে খয়রাতি মোল্লা বলিয়া ঘৃণা করেন। আবার যাঁহারা লম্বা কুরতা পায়জামা ব্যবহার করেন, তাঁহারা অন্যান্য শ্রেণীকে কুকুরবৎ ঘৃণা করিয়া বলেন ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য করিয়া ইহারা কাফের হইয়া যাইতেছে। এইরূপ আত্ম-রেষারেষী হিংসা-বিদ্বেষ মুস্‌লিম সমাজের অধঃপতনের কারণ নয় কি? অতএব বলি হে মুসলিম সমাজ! তোমরা বাদশাই পোষাক আচকান পায়জামাকে ভারতীয় মুসলিমএর Uniform করিয়া ইসলামের গৌরব রক্ষা কর। নিজের জাতির মধ্যে সম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করিয়া মুসলিমের অধঃপতন ঘটাইও না। হে বঙ্গীয় মুসলিমবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে যদি জাতীয়তা থাকিত, তাহা হইলে "এলবার্ট হলে" নারী-রক্ষার ছলনা করিয়া নর-পশুরা যে বীভৎস কাণ্ড করিল, তাহাতে আড়াই কোটী মুসলমান 'টুঁ' শব্দটী করিলে না। আর ঐ যে ফলেস্তিনে আরব-ইহুদী সংঘর্ষে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান আলোড়িত হইয়া উঠিল, তোমরা তাহাতে হাঁ, হুঁ, কিছুই করিলে না। তোমাদের মধ্যে কি মুস্‌লিমের রক্ত আছে? মানুষের যেমন এক অঙ্গে দুঃখ পাইলে সমস্ত দেহে বেদনা অনুভব করে, তেমনি এই পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন মুস্‌লিমের প্রাণে আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন অন্য মুসলিমের প্রাণে যদি আঘাত না লাগে, তবে সে কিসের মুসলমান? হে পাশ্চাত্য শিক্ষায় গরীয়ান মুসলমান! আজ ত দলে দলে এম, এ বি, এ, পাস্‌ করতঃ University হইতে বাহির হইতেছ। বলত দেখি, কয়জন মরহুম সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের স্থান পূরণ করিয়াছ? আর কয়জন খাজা কামাল উদ্দিনের স্থান-পূরণের জন্য প্রস্তুত হইতেছ? না শুধু মোল্লা-দলন করিলেই তোমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে? আমি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী নহি, তবে ঐরূপ শিক্ষিতের আচার-ব্যবহারের বিরোধী। হে আমাদের ইহকাল ও পরকালের শান্তিকামী আলেম সম্প্রদায়, তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই নশ্বর জগতে তোমাদের কর্ত্তব্য কাজ কি? নবী করিম বজ্র-কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন العلماء ورثة الانبياء "আলেমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী", কিন্তু হায়! আলেমগণ তোমরা তোমাদের আপন সম্পত্তির উৎকর্ষ-সাধন করিতেছ না, দিন দিন উহা হস্তচ্যুত করিয়া মুস[illegible] অধঃপতন ঘটাইতেছ? তোমাদিগ[illegible] না কেন, তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া[illegible]হে কি? দেখ, এক "সরওয়ারে কায়েনা[illegible] তাবমোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) তৌহিদ-বাণী প্রচা[illegible]কাশ, আরবের ঘোর কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে ইস্‌লামের আলোকচ্ছটায় আলোকিত করিয়াছে [illegible] আজ তোমরা হাজার হাজার "ওয়ারেসে আম্বিয়া" জীবি[illegible] থাকা সত্বেও মুসলিমের অস্তিত্ব এ দুনিয়া হইতে মুছিয়া ফেলিবার আয়োজন চলিতেছে। বিশেষতঃ এই ভারত হইতে ইস্‌লামের নাম-নিশানা লোপ করার জন্য প্রতিবেশী হিন্দুরা "হিন্দু-মঙ্গল" নামে শুদ্ধি সংগঠন-অন্দোলন চালাইতেছে। তাহা কি তোমরা দেখিয়াও দেখিতেছ না? ইস্‌লামের এই মুমূর্ষ অবস্থায় তোমাদের কি করা কর্ত্তব্য, এইটুকু চিন্তাও কি তোমাদের মাথায় ঢুকিতেছে না? যাহা হউক, এক্ষণে মাননীয় ওলামা সমীপে বিনীত আরয্‌ করিতেছি যে আজ মুসলিমের জীবন-মরণ সমস্যায় হয়ত মহাবীর আলি (রাঃ) মহাবীর ওমর ফারুখ (রাঃ) ও খালেদে বেন-অলিদের ন্যায় সাড়া দাও, না হয় এ দুনিয়া ছাড়িয়া কোন নূতন দুনিয়া আবিষ্কার করতঃ তথায় চলিয়া যাও। বৃথা ইস্‌লাম নামের কলঙ্ক করিও না এবং হাদিস কোরাণের অমর্য্যাদা করিওনা। আবশ্যক হইয়াছে, ইস্‌লাম মিশন গঠন করিয়া ভারতের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, Propaganda চালাইয়া ইস্‌লামের তৌহিদ-বাণী নবভাবে প্রচার করতঃ ইস্‌লামের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইবে এবং পূর্ব্বে মুস্‌লিমের হৃদয়ে যেরূপ ধর্ম্ম-ভাব জাগরুক ছিল, তাহা পুনঃ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। অন্যান্য জাতির মধ্যে ইস্‌লামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া মুস্‌লিমের জাতীয় কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইবে।

হে আলেম সম্প্রদায়! তোমরা কি শোন নাই, ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান হইয়া সপ্তদশ জন মুস্‌লিম অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া গাযী বখ্‌তীয়ার খিলজি 'আল্লাহু আকবর' রবে বঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং সতর শত মুর সৈন্য পাঁচ গুণ বিধর্ম্মীকে পরাজিত করিয়া সুদূর স্পেনে ইস্‌লামের অর্দ্ধ-চন্দ্র শোভিত বিজয়-পতাকা উড়াইয়াছিলেন? কিন্তু হায়! বর্ত্তমানে আমাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নাই, আত্ম-সম্মানের প্রতি দৃষ্টি নাই। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন :—

ليس للانسان الا ما سعى

মানবের শক্তির বাহিরে কিছুই নাই। God helps those who help themselves. যাহারা নিজের চেষ্টা নিজে করে, খোদাও তাহাদের সাহায্য করেন। এই সকল অভয়-বাণী কি আমাদের উন্নতির আশা জাগাইয়া দেয় না? খোদাতালা আরও বলিয়াছেন,

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

খোদা তায়ালা ঐ জাতির অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন না সে পর্য্যন্ত, যে পর্য্যন্ত ঐ জাতি নিজে নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন না করে। কই, আমরাত আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী নই, তবে কি খোদা স্বয়ং মর্ত্ত্যে নামিয়া আমাদিগকে হাত ধরিয়া উন্নতির দশ স্তরে উঠাইয়া দিয়া যাইবেন? হে ধর্ম্মান্ধ মুসলমান! সকল কুহক ভুলিয়া ধর্ম্মকে আঁকাড়িয়া ধরিয়া উন্নতির পথে ধাবিত হও, দেখিবে, উন্নতি আপনা আপনি আসিয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে এইবার আর অধিক আলোচনা করিলাম না। বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

মোহম্মদ [illegible] কাদের
গ্রাঃ—[illegible] পোঃ—সাভার, ঢাকা।

ব্যথিতা

(মিঃ রওশন আলি)

শীতকাল। সাদিকের পরণে আজকাল পায়জামা পায়ে পশমী মোযা, তদুপরি পামশু। একখানা চেয়ারে বসিয়া কে জানে কি ভাবিতেছিল, আর মাঝে মাঝে জানালা-পথে কার যেন আগমন প্রতীক্ষায় দুই একবার বাড়ীর ভিতরের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। সাদিক টেবিলের উপর হইতে টুপিটী তুলিয়া লইয়া সদর-রাস্তার দিকে ছুটিল। সে রাস্তায় পৌছিতেই বাসের কণ্ডাক্‌টর হাঁকিল 'ভবানীপুর, খিদিরপুর, আলিপুর'। সে তাড়াতাড়ি একখানি বাসে উঠিল।

বাসখানা কতকক্ষণ চলিবার পর একটী সেতু পার হইয়া কিছুদূর দক্ষিণে যাইতেই কণ্ডাক্‌টর বলিল, 'আলিপুর'। সাদিক বাস হইতে অবতরণ করিয়া অফিসের রাস্তা ধরিল। কিন্তু অপরাপর দিনের মত আজ তাহার মনে স্ফূর্ত্তি নাই, কি যেন এক গভীর বিষাদের কাল মেঘ তাহার হৃদয়াকাশ সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। আবার তাহা হইতে কখনও কখনও ক্ষীণ প্রভায় বিদ্যুত চমকিয়া তাহার গতি-পথে বাধা জন্মাইতেছে। তাই অনেক সাবধানতা সত্বেও সে দুই একবার হোচট্‌ খাইল। কি করে, লজ্জার খাতিরে সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে বাধ্য হইল।

সে যখন অফিসে পৌছিল, তখন তাহার এক সহকর্ম্মী তাহার ঐরূপ মলিন মুখ দেখিয়া বিদ্রূপ স্বরে বলিল, কিহে ভায়া! আজ জল-খাবার স্বরূপ কিছু মিলেছে নাকি? সে একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, 'কেন গো, কি হ'য়েছে? সুরেশ—না হ'বে আর কি? বলছি পেন্‌শনের সময় হ'ল নাকি? সাদিক দূর পাগল! কেবল তিন বৎসর সার্ভিস্‌, এর মধ্যেই পেন্‌শন্‌? অধিকন্তু আমাদের এখানে পেন্‌শনের কোন নিয়মই নেই। তারপর, আমাদের মত কেরাণীর দলের ত নয়ই। তবে বাবা ঠাকুরদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ সৌভাগ্যের জোরে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ছাড়া এককালীন কিছু পেয়ে থাকেন। সুরেশ হাসিয়া বলিল—বাঃ, বাঃ, আইনের জ্ঞান যে একেবারে টন্‌টনে! আচ্ছা থাক লক্ষ্মীটি আমার, এখন কাজ করগে।

সাদিক এ হাসির অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, নিকটেই একখানা চেয়ারে বসিয়া দফ্‌তরীকে ডাকিল, 'বড়োয়া, খাতা লে আও।' দফ্‌তরী 'যো হুকুম' বলিয়া এক স্তূপ কাগজ আনিয়া তাহার সম্মুখের টেবিলের উপর রাখিল। একেত দুঃখের ভার, তার উপর

অতগুলি কাগজ পত্র দেখিয়া সাদিকের অন্তরে কেরাণী জীবনের প্রতি কেমন একটা ধিক্কার জন্মিল। কি করে, পেটের দায়—না করিলেও চলে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যমনস্ক ভাবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

সাদিক বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার পর একটী তরুণী, একখানা পানের রেকাবী হস্তে ধীর পাদ বিক্ষেপে বৈঠক-খানার ভিতরের দরযার দিকে অগ্রসর হইল। সে দরযার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পূর্ব্বের মত আজ তাহাকে কেহই আগ্রহের সুরে ডাকিল না। তখন সে নিজেই আস্তে আস্তে দরযার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি অনুতাপে দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। সে ভাবিল হায়! তাহাকে ডাকিবে কে? ঘর যে শূন্য, যেন চন্দ্র-হীন নিশার আকাশে পরিণত হইয়াছে। তাহার চক্ষু হইতে দুই ফোটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, যেন পা দুইখানি ক্রমে ক্রমে তাহাকে বহন করিতে অসমর্থ হইতে লাগিল, সে তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া বালিশে মাথা গুঁজিয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, হায়! কেন আজ তাঁর নিকট অমন অন্যায় আব্দার করলাম। আমি ত আর তেমন কচি খুকুটি নই! দেখতেই ত পাচ্ছি, যে আয়—তাতে পরিবারের ভরণ-পোষণ কঠিন। তার উপর বৃদ্ধ মাতা-পিতার ফরমায়েশ বরদারী না করলেও চলে না। এতে আমার এই অসঙ্গত আব্দার রক্ষা হবে কি করে। ভাল কাপড় নাই, নেই তাতে ক্ষতি কি? আমার ত কোন অসুবিধা বা ইয্যত রক্ষার ত্রুটি হচ্ছে না! আর ভাল গহনা নেই তার জন্যই বা কি? আমার বিধি প্রদত্ত অঙ্গের সৌষ্ঠবের কোনই বিপর্য্যয় ঘটেনি ত। না হয় অপর লোকে বলবে, 'ওদের কিছু নেই।' তা বলুগ্‌গে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। যাহা হউক, আমার যে মহা মূল্যবান অলঙ্কার গৃহে সঞ্চিত রয়েছে, তাহা কয়জন রমণীর ভাগ্যে ঘটে; স্বামী-পদ সেবাই যে স্ত্রী-ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য! পৃথিবীর বৃথা অলঙ্কারে কি লোক কখনও সুন্দর হ'তে পারে? বিশেষতঃ আমাদের মত স্ত্রীজাতির পক্ষে ত নয়ই। হায়! আমাদেরত' তবু এখনও দু বেলা দু' মুঠো অন্ন জুটছে। খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমা (রাঃ) না সাত দিন সাত রাত অনাহারে ছিলেন? তথাপি ত স্বামীর নিকট বিন্দুমাত্রও দুঃখ প্রকাশ করেননি। অদৃষ্টকে ধিক্কার দেননি! ওহো! তাঁরাও নারী,—আমরাও নারী! ধিক্ শতধিক্ আমাদের এরূপ নারী-জন্মকে। খোদা, নারী-সুলভ দুর্ব্বলতাকে অপসৃত ক'রে তুমি আমাদের হৃদয়ে বল দাও। উঃ! তাঁর মনে আজ কি কষ্টটাই না দিয়েছি। খোদা! খোদা!! অভাগিনীর এ অপরাধ কি মার্জ্জনীয় নয়? স্বামিন!! হৃদয়েশ্বর!!! দাসীর এ অপরাধ কি ভুলবে না? এইরূপে কত কাঁদিল, চোখের পানিতে বালিশ সিক্ত করিয়া দিল: কিন্তু ব্যথার কোনই শান্তি হইল না। পোড়া মন কিছুতেই স্থির হইল না।

এমন সময় ঝি ডাকিল, 'বৌবিবি, বৌবিবি!' কোন সাড়াশব্দ নাই। সে এক পা, দু'পায়ে ঘরে প্রবেশ করিল, দেখিল বৌ বিবি শুইয়া আছে। তখন সে বলিল 'হ্যাঁ গা, এত বেলা হ'ল নাইলেও না—ভাত খেলেও না, হয়েছে কি?

বৌবিবি মাথাটিকে কোন প্রকারেও স্থানচ্যুত না করিয়াই বলিল, 'না গো ভাত খাব না। তোমরা খাও গে, আমার অসুখ করেছে।' তৎপর শাশুড়ী আসিয়া ডাকিল, তাঁহাকেও ঐ জবাব। অগত্যা তাহারা স্ব স্ব কাজ সারিয়া লইল।

তারপর চারিটার সময় অফিসের ছুটী হইল। অন্যদিন কাহার ফুল্ল আননের মাধুরী-সুধা পান করিবার জন্য সমস্ত দিনেত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম ভুলিয়া সাবদিক উদ্‌ভ্রান্তের মত বাড়ীর দিকে ছুটিত, আজ যেন সেদিকে হাঁটিতে পা উঠে না। সে আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে কোন প্রকারে ক্লান্ত দেহখানি লইয়া সে বাড়ী পৌঁছিল, কিন্তু বাড়ীটা যেন সেদিন তাহার নিকট কত ভার—বিষাদময় বলিয়া বোধ হইল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে ঘরে উঠিতেই তহমিনা তাহার পা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সাদিক বলিল 'ওগো, হ'য়েছে কি?' কোন উত্তর নাই। সে একটু কুপিত স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, 'আরে, হ'য়েছে কি বল না?' তহমিনা চক্ষু মুছিয়া একটী মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি—আমি"—আবার কাঁদিল, পুনরায় চক্ষু মুছিয়া বলিল, আমি বড় অপরাধিনী—আমায় ক্ষমা কর। প্রবল ঝটিকার পর প্রকৃতি যেমন গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে, সাদিকের বেলায়ও ঠিক তেমনটিই হইল। সে একটী উষ্ণ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আচ্ছা পা ছেড়ে দাও।' তহমিনা পা ছাড়িয়া দিল। ব্যাপারটী বুঝিতে তার আর দেরী হইল না। তখন সে অপেক্ষাকৃত স্নেহের সুরে বলিল দেখ তহমিনা! স্বামী মাত্রেই স্ত্রীকে সুন্দরী দেখতে চায়, আর স্ত্রীর আবদার রক্ষা করা স্বামীর কর্ত্তব্যও বটে; কি করব দেখছ ত অবস্থাটা। যে পরিমাণ ব্যয়, তাতে আয়ে কুলায়ে উঠ্‌ছে কই। এই সময়ে আবার হৃদয়ের মর্ম্মভেদি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার বাক্‌রোধ করিয়া দিল, সে একটু দম ফেলিয়া বলিল তুমিত আর অবুঝ এমন নয়?

অঁ্যা! চোখ দু'টি যে ফুলো ফুলো, সমস্ত দিনই বুঝি কেঁদেছ? আবার মুখও যে শুক্‌নো, ভাত বুঝি খাওনি? তহমিনা কোন উত্তর ক'রল না। তখন সে একটা বার স্নেহালিঙ্গন করিয়া বলিল, এখন ভাত খাও গে, এই সময় তহমিনার অলক্ষ্যে দুই ফোঁটা অশ্রু সাদিকের চোখ হইতে গড়াইয়া পড়িল হায় দরিদ্রতা!!

"মুস্‌লিম জ্ঞান-চর্চ্চা"

[এ, কে, এস, যহীর উদ্দীন আহমদ সৈয়দী]

"যে জ্ঞানীকে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে। যে জ্ঞানার্জ্জন করে, তাহার মৃত্যু নাই। প্রত্যেক মুস্‌লিম স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্য এল্‌ম তলব করা ফরয্। যদি দরকার হয় তাহলে সুদূর চীনদেশে গিয়াও বিদ্যার্জ্জন করিবে। যে জ্ঞান অন্বেষণের জন্য গৃহত্যাগ করে, সে আল্লার পথে বিচরণ করে। জ্ঞান অর্জ্জন করিবে, ইহা মানুষকে ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা দেয়। ইহা মরুভূমির ওয়েসিস্—বন্ধু-হীনের বন্ধু। ইহা বিপদকালে শান্তি দেয়। ইহা মিত্র মধ্যে অলঙ্কার-স্বরূপ ও শত্রু-সমক্ষে বর্ম্ম স্বরূপ; সমগ্র রাত্রির এবাদত অপেক্ষা এক সায়াত জ্ঞান শিক্ষা শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতের লেখনীর মশী শহীদের শোণিত অপেক্ষা পবিত্রতর।" এইগুলি হযরত রসুলুল্লার পবিত্র বাণী।—হযরতের শিষ্যগণ তাঁহার বাণীর মর্য্যাদা কতদূর রক্ষা করিয়াছিলেন, পাঠককে তাহাই দেখাইবার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিব। যাঁহারা ইতিহাসের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে আরব-দেশ ভিন্ন দুনিয়ায় আর কোথাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয় নাই। অষ্টম শতাব্দীতে ইউরোপের মধ্যে কেবল মাত্র ইংলণ্ডে কিছু সাহিত্যের চর্চ্চা হইয়াছিল মাত্র! নবম শতাব্দীতে ফ্রান্সে কতকগুলি স্কুল খোলা হয়। অন্যদিকে মুসলমানের অধীন স্পেনে এবং আলেকজান্দ্রিয়া, কুফা ও বাগদাদের University সমূহের বিদ্যা-শিক্ষার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান শিক্ষা বিষয়ে দুনিয়ার অগ্রণী ছিলেন। আমরা দেখিতে পাই ৭৫৬ খৃঃ অঃ হইতে ৯০৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত দেড়শত বৎসর কাল তাঁহাদের বিশেষ গৌরব ও প্রতিপত্তির যুগ। উম্মিয় শাসন আরব-জাতির শিক্ষানবিশীর কাল, আব্বাসীয় শাসনের সময় তাঁহাদের শক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। উম্মিয় খলিফা-গণ অনেকেই জাতির চিন্তাধারার সহিত কোন সংস্রব রাখিতেন না। কিন্তু আব্বাসীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল।

বাস্তবিক, উম্মিয় শাসনেই জ্ঞানের প্রকৃত বুনিয়াদ পোতা হইয়াছিল। S. P. Scotts History of the Moorish Empire vol i, P. 417. খলিফা প্রথম আবদুর রহমান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"Without him the Ommeyade dynasty of the west would never have existed; and without that dynasty a large portion of the treasures of ancient learning would have been forever lost, the spirit of scientific enquiry would have been c-   -d by ecclesiastical intolerance.   es of intellectual freedom suppre   and the civilization of Europe   ded for many centuries.

"অর্থাৎ "ইনি (খলিফা আবদুর রহমান) না হইলে স্পেন দেশে ওম্মাইয়া বংশ স্থাপিত হইতে পারিত না; এবং এই বংশ স্থাপিত না হইলে প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডারের ধনরত্ন সকলই চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইত। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের অ- ও গোঁড়া মতবাদের দ্বারা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা বিনষ্ট হইয়া যাইত, জ্ঞান ও চিন্তার স্বাধীনতার আশা নির্ব্বাপিত হইত এবং ইউরোপের সভ্যতা বহু শতাব্দির জন্য পিছনে পড়িয়া যাইত। অবশ্য খলিফাগণ জ্ঞান-চর্চ্চায় রত হইলেন এবং সাহিত্যিক সভা সমিতিতে যোগদান করিতে আরম্ভ করিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও জননেতৃগণ খলিফার অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং সাম্রাজ্যের প্রত্যেক শহর রাজধানীর সহিত এবং পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছিল। কর্ডোভা, বাগদাদ এবং কাইরোর Universityতে দুনিয়ার সকল স্থান হইতে শিক্ষার্থী আগমন করিতে লাগিলেন। ইউরোপের দূর দূর প্রান্ত হইতে খৃষ্টানগণ আসিয়া মুসলমান আলেমের নিকট জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল। যে সমস্ত খৃষ্টান উত্তর-কালে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচারক ও পরিচালক হইয়াছিলেন, তাহারাও পঠদ্দশায় মুস্‌লিম ইউনিভারসিটী হইতে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন।—ক্রমশঃ।

মুলকী

সেনগুপ্তের আর এক বৎসর

তিন দণ্ড এক সঙ্গে

নয়াদিল্লীর ৩রা নভেম্বরের খবরে প্রকাশ, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিচার আজ সকালে দিল্লীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁহার এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ভয়-প্রদর্শন অর্ডিনান্সে ৬ মাস এবং ফৌযদারী সংস্কার আইনে ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে। সকল দণ্ড এক সঙ্গেই চলিবে, অর্থাৎ তাঁহাকে এক বৎসর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

ইটালীর ভূ-পর্য্যটক

সৎসাহসের পরিচয়

ডিব্রুগড়ের ২রা নবেম্বরের খবরে প্রকাশ, ইটালীর ভূ-পর্য্যটক কাপ্তান এ, জিট্টু, পদব্রজে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এসিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি ২৯শে অক্টোবর শিবসাগর হইতে ডিব্রুগড়ে আগমন করিয়াছেন। ১৯১৫ সালের জুন মাসে তিনি তাঁহার ভ্রমণ আরম্ভ করিয়াছেন। গত জুলাই মাসে তিনি আরাকানে গমন করেন এবং শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ পরিদর্শন করিয়া আসামে পৌঁছিয়াছেন। কাপ্তান জিট্টুর বয়ঃক্রম মাত্র ২৮ বৎসর এবং তিনি চমৎকার ইংরেজীতে কথা বলিতে পারেন। কাপ্তান জিট্টু, ফ্যাসিষ্ট সম্প্রদায়-ভুক্ত এবং তিনি সিনর মুসোলিনী এবং ইটালী সম্বন্ধে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করেন। সিনর মুসোলিনী সম্বন্ধে কাপ্তান জিট্টুকে জিজ্ঞাসা করিলে পর তিনি বলেন যে, মুসোলিনী ইটালীর জাতীয় সম্মানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

টাকার লোভে বেশ্যা হত্যা

অলঙ্কার সহ দুর্ব্বৃত্তের চম্পট

সম্প্রতি মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত বুধবার দুপুরের সময় কিশোরী নামক একজন লোক রাধারাণী দাসী নাম্নী এক [illegible] বাড়ীতে আসে। তার পর তারা [illegible] শুইয়া পড়ে। সন্ধ্যা হইয়া যায় তবুও তাহারা ঘরের দরযা না খুলায় বাড়ীর অন্যান্য লোকের সন্দেহ হয়। তার পর তাহারা ঘর খুলিয়া দেখে বিছানার উপর সেই স্ত্রীলোকের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে ও তাহার গায়ে যে সমস্ত অলঙ্কার ছিল, তার একখানিও নাই। কিশোরীরও কোন পাত্তা নাই। সেই সময়েই পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পুলিস অকুস্থলে আসিয়া স্ত্রীলোকটীর মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। এই সম্পর্কে পুলিসের জোর তদন্ত হইতেছে বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্তও দুর্ব্বৃত্তের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

নিবেদন

আজ প্রায় দুই বৎসর হইল, কলিকাতা-প্রবাসী ফরিদপুর জিলার কতিপয় উৎসাহী মুসলিম ছাত্রের আপ্রাণ চেষ্টায় "আঞ্জুমানে তোলাবায়ে ফরিদপুর" নামে কলিকাতায় একটী সমিতি গঠিত হয়। খোদার ফযলে আজ মাত্র দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই সমিতি আশাতিত উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত সমিতির দ্বারা কলিকাতা-প্রবাসী ফরিদপুর জিলার গরীব মেধাবী ছাত্রদিগকে সাহায্য প্রদান করা হইয়া থাকে। বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান, পীড়িতের শুশ্রূষা এবং আর্ত্তের সেবা করাই সমিতির মহৎ উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃভাব স্থাপনই সমিতির একমাত্র লক্ষ্য। কলিকাতা-প্রবাসী ফরিদপুর জিলার মুসলমান ছাত্রগণ অধিকাংশই গরীব। সুতরাং ইহাদের আর্থিক সাহায্য একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া সমিতির সভ্যবৃন্দের চেষ্টায় একটী "দরিদ্র ছাত্র-ফণ্ড" খোলা হইয়াছে। ফরিদপুর জিলার তথা বঙ্গের সমাজ হিতৈষী, ধর্ম্ম-প্রাণ মহাদয়গণকে আমরা এই বলিয়া অন্তরের বেদনা জ্ঞাপন করিতেছি যে, আপনারা আমাদের এই আহবানে সাড়া দিন এবং যাহাতে আমরা সমিতির উদ্দেশ্যকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে পারি এবং কওমের খেদমত করিতে পারি, তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিয়া সরফরায্ করুন। চিঠিপত্র এবং সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে সমিতির জয়েণ্ট সেক্রেটারী মুহাঃ আস্‌য়াদ উয্‌যামানের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

খাকসার—
কাযী আব্দুস্ সাত্তার।
(সেক্রেটারী)
মুহাঃ আস্‌য়াদ্ উয্‌যমান
৮১ নং স্মিথ্ লেন কলিকাতা,

যাক্ প্রাণ, থাক মান

তহবিল ঘাট্‌তীতে আত্মদান

নোয়াখালির ২রা নভেম্বরের খবরে প্রকাশ, নবীনচন্দ্র দে নামক ত্রিপুরা জিলার চিতোশী পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার গত ২৪শে অক্টোবর একটা পরিত্যক্ত বাড়ীতে গলায় দড়ি দিয়া আত্ম-হত্যা করিয়াছেন। প্রকাশ, ঐ দিন সকালবেলা পোষ্ট অফিসের ইনস্পেক্টর অফিসে গিয়া দেখেন পোষ্টমাষ্টার নাই। অফিসেই তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় সংবাদ পাইলেন, পোষ্টমাষ্টার গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছেন। অফিসের খাতাপত্র দেখিয়া ইনস্পেক্টর জানিতে পারেন যে, ২৩৮ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। মৃতদেহ সৎকারের জন্য পোষ্ট মাষ্টারের আত্মীয়দের কাছে পরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ছাত্রগণের বৃত্তি বন্ধ

ডিরেক্টারের সার্কুলার

বাঙ্গালোরের ১লা নবেম্বরের খবরে প্রকাশ, মহীশূর রাজ্যের স্কুল সমূহের ছাত্রগণ যদি রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্ম্মঘট করে বা ক্লাসে যোগ না দেয়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, সেই সম্পর্কে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার প্রত্যেক স্কুলে নিম্নের সার্কুলারটী জারি করিয়াছেন:—(১) রাজনৈতিক ব্যাপারে একদিন অনুপস্থিতির জন্য ৭ দিনের উপস্থিতি কর্ত্তিত হইবে। (২) ইহাতে আরও এক বৎসর একই ক্লাসে রাখিয়া দেওয়া হইবে। বৃত্তিভোগী বা অবৈতনিক কোন ছাত্র যদি ধর্ম্মঘট করে, তাহা হইলে এক মাসের জন্য তাহার বৃত্তি বাযেয়াফ্‌ৎ হইবে। একাধিক বার অপরাধ করিলে তাহার বৃত্তি বা অবৈতনিক ভাবে পড়িবার সুযোগ চিরতরে লুপ্ত হইবে।

দিনে ডাকাতি

তিন হাজার টাকা লইয়া পলায়ন

গতপূর্ব্ব বৃহস্পতিবারের শেষ রাত্রে প্রায় চারিজন লোক একখানি মোটরে করিয়া আসিয়া কলিকাতা ইণ্টালী ৪ নং ক্যানাল সাউথ্ রোডের বাড়ীর নিকটে নামে এবং মন্মথ নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে এক বালতী পানি চাহে। মন্মথ এক কাঠের গুদামের মালিক। তাহারা মন্মথকে বলে যে, মোটরে আগুন লাগিয়াছে, সেইজন্য পানির দরকার। মন্মথ সন্দেহ না করিয়া দ্বার খুলে এবং পানি আনিবার জন্য যেই ভিতরে প্রবেশ করিবে এমন সময় একজন দুর্ব্বৃত্ত তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরে এবং আর একজন ছোরা বাহির করিয়া [illegible] চাবিকাঠি চাহে। চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই [illegible] নগদে প্রায় তিন হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করে। এখন পর্য্যন্ত কেহ গ্রেফ্‌তার হয় নাই।

প্রজা-পুলিসে লড়াই

বারজন আহত

বেলগাঁওর ৩রা নভেম্বরের খবরে প্রকাশ, বেলগাঁওর নিকটবর্ত্তী কুরুন্দবাদা রাজ্যের প্রধান শহর মাধবপুরে পুলিসের সহিত প্রজাদের লড়াই হওয়ার ফলে ১২ [illegible] পুলিসের লোক আহত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ [illegible] রাজ্যের ৩২ জন পুলিস ও পার্শ্ববর্ত্তী [illegible] অতগুলি পুলিস মধ্যরাত্রে [illegible] কে গ্রেফ্‌তার করিবার উদ্দেশ্যে মাধবপুরে গমন করে। কিন্তু আসামীদিগের দর্শন পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পুলিসের সহিত স্থানীয় প্রজাদিগের সংঘর্ষ বাধিয়া গেল। পুলিসের লোকরা প্রায় ১২ বার গুলী করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল পাইল না। ঐ সময় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল এবং বৃষ্টি পড়িতেছিল। কাজেই অন্ধকারের মধ্যে পুলিস ও জনতা মিশামিশি হইয়া যায় এবং পরস্পরের ধস্তাধস্তি হইতে থাকে। ফলে ১২ জন পুলিস যখম হয়। একজন সাব ইন্‌স্পেক্টর ও ১ জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখম হইয়াছেন। বেলগাঁওয়ে এই সংবাদ পঁহুছিলে এক দল বৃটিশ পুলিস দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে যাইয়া উপস্থিত হয়। বেলগাঁওর ম্যাজিষ্ট্রেটও ঐ স্থানে যান। অতঃপর শান্তি স্থাপিত হয়। পুলিস কাহাকেও গ্রেফ্‌তার করে নাই। কয়েকমাস অতীত হইতে চলিল, মাধবপুরে চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইতেছে। সম্প্রতি রাজ্যের একটি তেঁতুল গাছ প্রজারা কাটিয়া ফেলিয়াছে এবং অনুমতি না লইয়াই একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই ব্যাপার হইতেই রাজরোষের উদ্ভব হয়।

মিঃ রাজার শাস্তি

চারিশত টাকা জরিমানা

বোম্বাইয়ে ১লা নবেম্বরের খবরে প্রকাশ, মিঃ এইচ, ডি, রাজা, প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দুইটী চার্জ্জে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং চারিশত টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। জরিমানার টাকা না দিলে প্রত্যেক চার্জ্জে তাঁহাকে আরও তিন মাস সাজা ভোগ করিতে হইবে। তাঁহার কারাদণ্ড একটীর পর একটী চলিবে বাহিরে এক বিরাট জনতা তাঁহার দণ্ডাদেশের কথা শুনিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠেন। মিঃ রাজা হাসিমুখে এই দণ্ড গ্রহণ করেন।

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট

মাড়োয়ারীর শোচনীয় পরিণাম

জামালপুরের ১লা নবেম্বরের খবরে প্রকাশ, -ায় ২০০৲ টাকা সঙ্গে লইয়া একজন মাড়োয়ারী যুবক ঘাটশিলার নিকটবর্ত্তী এক খেয়াঘাটে উপস্থিত হয়। খেয়ার মাশুল বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে সাঁতার দিয়াই সে খরস্রোতা সুবর্ণরেখা নদী অতিক্রম করিতে অগ্রসর হয়। এমন সময়ে স্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া সে জলমগ্ন হয়। পর দিবস তাহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সঙ্গের টাকার থলিয়াটি পাওয়া যায় নাই। আরও দুইজন লোক থরস্রোতা নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ধরাকে সরা-জ্ঞান

ক্ষাত্র-শক্তির পরিচয়

ময়মনসিংহের ১লা নভেম্বরের খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি এক রাত্রে কিশোরগঞ্জ এবং ভৈরবের মধ্যে আসাম-বেঙ্গল রেলের কোন ট্রেণে তিনটি যুবককে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়। ট্রেণের ভারপ্রাপ্ত গার্ড তাহাদের ট্রেণের কামরায় কোন ব্যক্তির হেফাযতে তাহাদিগকে রাখিয়া দেন। প্রকাশ, সেই যুবকগণ তাঁহাকে রিভলভারের সাহায্যে ভয় দেখাইয়া চুপ থাকিতে বলে এবং পরবর্ত্তী ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে গার্ডকে রিভলভার ও ছুরি দেখাইয়া এবং প্রহার করিয়া পলায়ন করে। আর একদিন ময়মনসিংহ এবং জামালপুরের মাঝামাঝি পিয়ারপুর নামক কোন রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ছয়জন যুবককে গ্রেফ্‌তার করিয়া ময়মনসিংহে আনয়ন করা হইয়াছে। প্রকাশ, তাহাদের নিকট রিভলভার পাওয়া গিয়াছে।

দিল্লী-পুলিসের রুদ্র-মূর্ত্তি

লাঠির ঘায়ে ১২৫কে যখম

দিল্লীর ৩০শে অক্টোবরের খবরে প্রকাশ, মিঃ জে, এম, সেনগুপ্তের গ্রেফ্‌তারে ও লাঠি-চালনার প্রতিবাদ করিবার জন্য আজ সন্ধ্যা ৬টার গান্ধী উদ্যানে একটী বড় জন-সভার অধিবেশন বসে। বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বহু সহস্র লোক সভায় ... করে। প্রায় ৫ শত কনষ্টেবল বেটন ... সভাস্থলে উপস্থিত ছিল। পরে তাহা ... স্থল ঘেরাও করে। ৩০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ ... ডাঃ বেরী বক্তৃতা করিতে উঠিলে গ্রেফ্‌তার হন। অতঃপর মিস্ নেলী সেনগুপ্তা, শিবনারায়ণ ও মিস জয়নারায়ণ গ্রেফ্‌তার হন। যে ২৫ জন স্বর্থ্য স্বেচ্ছাসেবক ডেরাডুন হইতে কংগ্রেস কার্য্যে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও গ্রেফ্‌তার হন। জমিয়তে উলামার মোহাম্মদ আমিকেও গ্রেফ্‌তার করা হয়। মোট ৩৩ জন গ্রেফ্‌তার হন। জনতাকে ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে বলা হয়; কিন্তু তাহারা প্রতিবার প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যাইতে অসম্মত হয়। ফলে পুলিস লাঠি চালায়। তাহ ... ২৫ জন গুরুতর যখম হয়। আরও ১ শ ... অল্প আঘাত পাইয়াছে।

ঢাকায় ঋণ-...

কৃষকের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ

ঢাকার ২রা নভেম্বরের খবরে প্রকাশ, পাটের মূল্য হ্রাস হওয়ায় কৃষকগণ বিপন্ন হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যের উপায়-নির্দ্ধারণ জন্য ঢাকার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, সার্কেল অফিসারগণ জিলা বোর্ডের সরকারী সভাপতি ও সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতিকে এক সভায় আহ্বান করেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, বপন-কার্য্যের সুবিধার জন্য কৃষকগণকে ঋণ-স্বরূপ বীজ-শস্য প্রদান করা উচিত। স্থির হইয়াছে, বর্ত্তমানে বীজ-শস্য অনাবশ্যক, কারণ, প্রায় সমুদয় ক্ষেত্রে চাষ হইয়াছে এবং সেগুলিতে আবাদ হইতেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে বীজ-শস্য প্রদানের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। অতঃপর স্থির হয়, আগামী ফেব্রুয়ারী, মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে বীজ-শস্য প্রদান করা আবশ্যক হইতে পারে। উপস্থিত ব্যক্তিগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমানে কৃষি-ঋণ প্রদান করা অধিকতর আবশ্যক। বিপন্ন লোকদিগকে কিরূপ সাহায্য প্রদান করা আবশ্যক, অনুসন্ধান করিয়া সে সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জিলা বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছেন। মোটামুটি ভাবে স্থির হইয়াছে যে, কেবল ঢাকা জিলার বিপন্ন ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য ১৫ লক্ষ হইতে ২০ লক্ষ টাকা আবশ্যক হইবে।

চাকুরী অমান্যে ৩০৲ টাকা

সরকারের শাস্তি

ডিব্রুগড়ের ৩রা নবেম্বরের খবরে প্রকাশ, বাবু গুণরাম দাস ১৯২২ খৃষ্টাব্দে সুপারভাইজার কানুনগোর পদে ইস্তফা দিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আগামী আদমশুমারীতে তাঁহার গ্রামে তাঁহাকে সুপারভাইজারের কাজ করিতে বলা হইয়াছিল। তিনি করিতে অস্বীকার করেন, বলেন—তিনি গভর্ণমেণ্ট সেবক নহেন, কংগ্রেসের সেবক। এজন্য তাঁহার বিরুদ্ধে আদমশুমারী আইনের ১০ এ, ধারানুসারে মামলা রুজু করা হয়। তিনি বলেন,—তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অস্বীকার বুঝায়না—তিনি শুধু তাঁহার অক্ষমতা জানাইয়াছিলেন—কাজেই ইহা বিবেচনা করা উচিত ছিল ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার ৩০৲ টাকা জরিমানা করেন।

অবৈধ আন্দোলনের পরিণাম

জেল, জরিমানা ও পদ-চ্যুতি

বেনারসের ১লা নভেম্বরের খবরে প্রকাশে, যুক্তপ্রদেশ সরকার কৈফিয়ৎ তলব করায়, গত রাত্রিতে বেনারস মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অধিবেশনে শিক্ষা বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট মিঃ রামেশ্বর সহায় সিংহকে পদচ্যুত করিবার এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবের পক্ষে মাত্র একটি ভোট বেশী হইয়াছিল। গত জুন মাসে সরকার বোর্ডকে জানাইয়াছিলেন যে, মিঃ সিংহ সরকারের বিরোধী আন্দোলনের প্রধান অংশ গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করা হউক, নতুবা প্রাথমিক শিক্ষার সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হইবে। উহার উত্তরে বোর্ড এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া সরকারের অনুরোধ পালনে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তজ্জন্য সরকার বোর্ডের নিকট কৈফিয়ৎ চাহেন। মিঃ সিংহ ৩ শত টাকা বেতন পাইতেন। অবৈধ সমিতির সদস্য হইবার অভিযোগে গত সোমবার তিনি ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

আদালতে অগ্নি-কাণ্ড

দুষ্টলোকের কার্য্য

নোয়াখালির ৩০শে অক্টোবরের খবরে প্রকাশ, গত ২২শে অ... ১ম মুন্সেফী আদালত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে সন্দেহক্রমে কতিপয় লোককে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। ১ম মুন্সেফ ও ফেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট একত্রে তদন্তে প্রবৃত্ত হয়েন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কোন দুষ্ট লোক অগ্নি-সংযোগ করিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে। গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষে এই আদালতে ১৭০০ মামলা বিচারাধীন ছিল। তন্মধ্যে মাত্র ১৪০টি আদি মামলা ও ৩৮০টি খাজনা জারির মামলার কাগজ পত্র বাঁচিয়া গিয়াছে। সে সকল দলিল নথির দহিত সংযুক্ত ছিল না, ঐ সকল একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। এই ব্যাপারে পক্ষগণের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। প্রকাশ, হাকিম উকীলদিগের এবং পক্ষগণের প্রতি এই মর্ম্মে নোটিশ দিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন পুনরায় আরযি জবাব প্রভৃতি রচনা করিয়া আদালতে দাখিল করেন।

কলিকাতায় মোটর-সংঘর্ষ

একজন শ্বেতাঙ্গ হত

মেঘনা জুট-মিলের কর্ম্মচারী মিঃ এড্‌ওয়ার্ড রে শনিবার রাত্রে লাট প্রাসাদের নিকট এক মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। মিঃ রে তাঁহার মোটরখানি পলাশী গেট দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে চালাইয়া যাইতেছিলেন। উহা ইডেন গার্ডেন রোডের মোড়ে পৌঁছিলে এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোম্পানীর মিঃ স্মাইথ-চালিত আর একখানি মোটরের সহিত ধাক্কা লাগে। মিঃ স্মাইথ পশ্চিম দিক হইতে আসিতেছিলেন। মিঃ রে তৎক্ষণাৎ মারা যান এবং মিঃ স্মাইথ মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন। মিঃ স্মাইথের মোটরে মিঃ লংফিল্ড নামে আর এক ব্যক্তি ছিলেন; তিনিও গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁহাকে চিকিৎসার্থ প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে এবং তাঁহার অবস্থা উন্নতির দিকে যাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মিঃ রে'র মোটরে মিঃ কুটি নামে আর এক ব্যক্তি ছিলেন; তিনিও আঘাত পাইয়াছেন।

স্বাধীনতার দালালী

বাদশাহ ফওয়াদের সহানুভূতি

বোম্বাইয়ের ১লা নবেম্বরের খবরে প্রকাশ, বোম্বাই "সমর-পরিষদের" সভাপতি মিঃ হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র মিশরের বাদশাহ ফুয়াদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহাত্মন্! আগামী জানুয়ারী মাসে কাইরোতে যে সভা হইবে, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য আপনি নিমন্ত্রণ পাঠাইয়াছেন। তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এখন আমরা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অক্ষম। কারণ আপনি বোধ হয় জানেন যে, বর্ত্তমানে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। তথাপি আমরা আপনার অনুষ্ঠিত সভার সাফল্য কামনা করি। এই উপলক্ষে আপনার প্রজাবৃন্দের নিকট আমাদের একটি নিবেদন জানাইতেছি। মিসরের অধিবাসীরা প্রাচীন কাল হইতে স্বদস্য, স্বাধীনতার সঙ্গীতে তাঁহাদের প্রাণ পরিপূর্ণ। তথাপি তাঁহারা আজ আমাদেরই ন্যায় সাম্রাজ্যবাদের জালে বিজড়িত। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অহিংস আন্দোলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য মিসরের অধিবাসীদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

কলিকাতায় ধর-পাকড়

বিভিন্ন স্থানে পুলিসের হানা

গত ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস উত্তর কলিকাতার কয়েক-খানি বাড়ীতে খানাতাগাশ করায় এই অঞ্চলে একটু চাঞ্চল্যভাব আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। প্রকাশ তাঁহারা প্রথমে রবীন্দ্রনাথ রায় নামক জনৈক যুবকের বাড়ীতে খানাতাগাশ করে। তখনও ভোর হয় নাই; একদল পুলিস বাড়ীর দরযায় আসিয়া ধাক্কা দিতে থাকে। শব্দ শুনিয়া বাড়ীর লোক জন আসিয়া দরযা খুলিয়া দিলে তাহারা তাহাদিগকে খানাতাগাশের একখানি পরোয়ানা দেখায়। তারপর তাহারা বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া রবীন্দ্রের খোঁজ করে। রবীন্দ্র বাড়ীতেই ছিল। সে তাহার শয়ন ঘর হইতে বাহিরে আসিলে পুলিস প্রথমে তাহার ঘরেই খানাতালাশ করে। তারপর তাহারা অন্যান্য ঘরে খানাতালাশ করিয়া কয়েকখানি পুস্তক ও কাগজ-পত্র হস্তগত করে। রবীন্দ্র এড্‌ভোকেট মিঃ কে, এন, রায়ের পুত্র। মিঃ রায় ছাত্র-সমিতির সেক্রেটারী, তাই তাহার বাড়ীতে ছাত্র সমিতির সদস্যদিগের নামের তালিকা ছিল। প্রকাশ, পুলিস নাকি রবীন্দ্রের ঘর হইতে সেই নামের তালিকাখানি লইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্র স্কটিশ চার্চ কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। পুলিস অনেকক্ষণ যাবত এই স্থানে খানাতালাশ করিয়াছে। খানাতালাস শেষ হইলে তাহারা রবীন্দ্রকে গ্রেফ্‌তার করিয়া প্রথমে স্থানীয় থানায় ... জোড়াবাগান থানায় লইয়া যায়। এই দিন পুলিস ... এলাকাধীন ঘোষ লেনের ৩৬ ... খানাতালাশ করিয়াছে। এই স্থানে ... তালাশ বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। প্রকাশ, এই স্থান হইতে পুলিস কয়েকখানি কাগজ ও সাদা গুড়িভরা কয়েকটা শিশি লইয়া গিয়াছে। এখানে কাহাকেও গ্রেফ্‌তার করা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত উত্তর ক... পাড়ার আর একখানি বাড়ীতেও পুলিস খানাতালাস করিয়াছে। প্রকাশ, সম্প্রতি কলিকাতা ও মফস্বলে ... সমস্ত রাজনৈতিক অপরাধজনক ব্যবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, সেই সম্পর্কেই নাকি এই ধরপাকড় ও খানাতালাশ হইয়াছে। গত ৩১শে অক্টোবর বেলা প্রায় ৯টার সময় একদল পুলিস আলমবাজারের কংগ্রেস ক্যাম্প ঘেরাও করিয়া ফেলে। তারপর তাহারা খানাতালাশের পরোয়ানা দেখাইয়া সেই ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকিয়া বিশেষভাবে খানাতালাশ আরম্ভ করে। বেলা প্রায় ১২টা পর্য্যন্ত এই খানাতালাশ চলে। ক্যাম্পে যে সকল স্বেচ্ছাসেবক ছিল পুলিস তাহাদিগের সকলকেই গ্রেফ্‌তার করে। তাহারা সংখ্যায় ৫০ জন ছিল। প্রকাশ, পুলিস নাকি এই স্থান হইতে স্বেচ্ছা-সেবকদিগের জিনিষ পত্র ও কংগ্রেসের কতকগুলি কাগজ লইয়া গিয়াছে। হাওড়া জিলার রামরাজাতলার পুলিস এই দুই দিন এমনভাবে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়াছে যে, তাহার ফলে এখানে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা এই স্থানের সমস্ত কংগ্রেস তাবুতে খানাতালাশ করিয়া প্রায় ১০০ শত স্বেচ্ছা-সেবককে গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, এই দিন অতি প্রত্যুষে একদল পুলিস রামরাজাতলার সমগ্র গ্রামখানাই আসিয়া ঘেরাও করে। তারপর তাহারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া এক সময়ে সেই স্থানের বিভিন্ন কংগ্রেস তাঁবুতে খানাতালাশ করে। প্রকাশ, তাহারা এই সমস্ত তাবু হইতে অনেকগুলি পুস্তক ও কাগজ-পত্র লইয়া গিয়াছে। বহুক্ষণ যাবত এখানে খানাতালাশ চলিয়াছিল।

মশারেকী

চীনে সুপ্রভাত

রাজধানী মেরামত

নানকিংএর ১লা নভেম্বরের খবরে প্রকাশ, চীনদেশে এখনও শান্তি স্থাপিত হয় নাই, গোলযোগ লাগিয়াই আছে। ইহা সত্ত্বেও স্বদেশিক গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান রাজধানা নানকিং নগরীর উন্নতি-সাধনে তৎপর হইয়াছেন। "নিকটী" নামক দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশ, নানকিং নগরীর উন্নতি বিধানের জন্য একটী কমিশন গঠিত হইয়াছে। এই কমিশনের উদ্বোধন করিতে যাইয়া চীন-গণতন্ত্রের সভাপতি চিয়াংকাইসেক্ বলিয়াছেন—"যদিও তিন বৎসর যাবৎ নানকিনে স্বদেশিক সরকারের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে এবং যদিও নূতন রাজধানী পুনর্গঠনের একটা পরিকল্পনা ইতিপূর্ব্বে তৈরী করা হইয়াছে তা সত্ত্বেও এ যাবৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এই রাজধানীকে সুন্দর নগরে পরিণত করিবার সর্ব্ব রকম প্রচেষ্টাই আমাদিগকে করিতে হইবে। পুনর্গঠন সম্পর্কে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হইতেছে অনেকগুলি গভর্ণমেণ্ট বিল্ডিং ও বৈদেশিক দূতাবাস নির্ম্মাণ। এই কাজে অবিলম্বে আত্ম-নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক। উপসংহারে তিনি ঘোষণা করেন—"এই সমস্ত গঠনমূলক কার্য্যপদ্ধতির আলোচনা যে এই বৈঠকে করা শুধু অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু এদিকে কমিশন ও সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের তীব্র মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া বর্ত্তমানে অত্যাবশ্যক।

খায়বার পাস্ রুদ্ধ

সীমান্তে গণ্ডগোল

পেশোয়ারের ১লা নভেম্বরের খবরে প্রকাশ, টীরায় বর্ত্তমানে যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহার জন্য খাইবার পাস-এ দর্শকদের জন্য রেলপথ ও আজ্ঞার পথ বন্ধ হইয়াছে। পুনরায় আদেশ জারী না হওয়া পর্য্যন্ত খাইবার গিরি-সঙ্কটের মধ্য দিয়া সকল পথই বন্ধ থাকিবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের সকল ইউরোপীয়ই রাত্রিতে ক্যাণ্টনমেণ্ট গুলির সীমানার বাহিরে যাইতে নিষিদ্ধ হইয়াছেন। পেশোয়ার জেলার একমাত্র গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ও নওশেরা মালাকান্দ রোড ব্যতীত অপর কোনও রাস্তায় কোনও ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের ভ্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই দুই রাস্তায়ও বেড়াইতে হইলে সঙ্গে একজন পুরুষ ইউরোপীয় সঙ্গী থাকা চাই—তাহাও বেলা দুইটার পর নিষিদ্ধ। ঘোড়-দৌড়ের মাঠ এবং সৈন্যবাসের সীমানার বাহিরে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে হইলে সঙ্গে একজন সশস্ত্র ইউরোপীয় সঙ্গী লইতে হইবে—এই মর্ম্মে আদেশ জারী হইয়াছে। সকাল নয়টা হইতে বৈকালে চারিটার মধ্য ছাড়া জামরুদ হইতে মাতারী পর্য্যন্ত বিশেষ কারণ ব্যতীত সকল সময়েই ক্রটিয়ার রোড বন্ধ থাকিবে। তিনটার পরে কোন ইউরোপীয় ব্যক্তিকেই আইমল চবুতরা পার হইয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। কোন ইউরোপীয় ব্যক্তি ঐ সময়ের পরে আইমল চবুতরা পার হইতে চেষ্টা করিলে তাহার গতিরোধ করিয়া তাহাকে ঐখানে রাত্রি যাপন করান হইবে।

বাঙ্গালায় কলেরার অভিযান

মৃত্যু-সংখ্যা বর্দ্ধিত

বাঙ্গালা সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগ জানাইয়াছেন —২৫শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ৪টি জিলায় কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা বাড়িয়াছে। মেদিনীপুর ১টির স্থানে ৯টি, রঙ্গপুরে ৩ স্থানে ২৬, মৈমনসিংহে ১২ স্থানে ২২ ও ত্রিপুরায় ১ স্থানে ৮ জন কলেরায় মারা গিয়াছে। ফরিদপুরে কলেরা কমিয়া গিয়াছে—পূর্ব্ব সপ্তাহে ৬টি স্থানে গত সপ্তাহে ৩টি লোক কলেরায় মারা গিয়াছে। বসন্ত রোগে বর্দ্ধমানে ১২ জন, ২৪ পরগণায় ৪ জন, হুগলী মৈমনসিংহে ৩ জন করিয়া বাঁকুড়া, হাওড়া, ... ঢাকা, ২ জন করিয়া এবং মেদিনীপুর ... মারা গিয়াছে, ত্রিপুরা ও নোয়াখালিতে ১ ... জন মারা গিয়াছে। কলিকাতায় ইনফ্লু...

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين

لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্‌-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

শিয়রে শমন।—মহামারী ম্যালেরিয়ায় আজ বাংলার শ্যামল-পল্লী কিরূপে মহা-শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে, যিনি নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি পশ্চিম-বঙ্গের জেলা সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন, তিনিই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নদী-বহুল পূর্ব্ব-বঙ্গ এতদিন এই ভীষণ ব্যাধির কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিলেও, আজ তত্রাঞ্চলের বহুস্থানে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসী ধীরে ধীরে স্বীয় মরণ-জাল বিস্তার করিয়া শক্তি ও স্বাস্থ্যের আগার পূর্ব্ব-বাংলাকেও গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। একমাত্র এই মহামারীর আক্রমণ ফলেই, বাংলা দেশের বুক হইতে প্রতি বর্ষে অন্যূন ছয় লক্ষ লোক অকালে কাল-সাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে! হিসাব করিলে দেখা যায় যে, প্রতি মিনিটে দুই জন করিয়া বঙ্গবাসী ও বাসিনী এই কাল-ব্যাধির কুক্ষিগত হইতেছে!! এতদ্ব্যতীত কত লক্ষ লক্ষ লোক যে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ-জনিত অবসাদে অবসন্ন হইয়া নিতান্ত জীবন্মৃত-রূপে কাল যাপন করিতে বাধ্য হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে? এই মহামারীর হস্ত হইতে দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ-বাসীকে রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থাই দেশের প্রচলিত শাসনতন্ত্রের দ্বারা এযাবৎ অবলম্বিত হয় নাই। বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্তার বেণ্টলীকে বহুবার রোগের কারণ নির্ণয়ের নিমিত্ত [illegible]য়া, তাঁহার দ্বারা বহুবার অনুসন্ধান [illegible] আমলাতন্ত্র এদিক দিয়া কার্য্যতঃ কিছু [illegible] নাই।

প্রতীকার কি?—যাজ বাংলার এই মহামারী যদি ইংলণ্ডে হইত, তবে সরকার কিরূপ বিচলিত হইয়া, তার আশু প্রতীকারে সর্ব্ব শক্তি নিয়োজিত করিতেন, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। 'লীগ অব নেশনস্' কর্ত্তৃক নিয়োজিত যে ম্যালেরিয়া কমিশন ভারতে আসিয়াছেন, তাঁহারা ডাক্তার বেণ্টলীকে সঙ্গে লইয়া সম্প্রতি বাংলার বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিতেছেন। দিন কয়েক পূর্ব্বে উক্ত কমিশন যশোহর জেলার কয়েকটী স্থান পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাদের মতে রেল-রাস্তার দরুণ অধুনা নদীর উপর বাঁধ দেওয়ার ফলে নদী-নালা প্রভৃতির স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। বহু নদ-নদী ইতিমধ্যেই শুকাইয়া গোচারণ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সরকার কি সর্ব্বপ্রথম দেশের রক্ত-সম অর্থের শোষণকারী রেল কোম্পানীগুলিকে শায়েস্তা করিয়া পুল-নির্ম্মাণের বর্ত্তমান পদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন? ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্বাধীন জনপদে রেল রাস্তার সংখ্যা এদেশের চেয়ে সহস্রগুণ বেশী হইলেও, সেখানে নদীর স্বাভাবিক গতি অব্যাহত রাখিয়াই কোম্পানীরা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। কমিশন এ বিষয়ে সরকারকে সুপরামর্শ দান করিলে আমরা আনন্দিতই হইব। কমিশনের মহৎ উদ্দেশ্য যাহাতে সফল হয়, সেজন্য প্রার্থনা করিতেছি। কমিশন কতদূর কি করেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি।

চাভরা হাই।—বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ চাভরা নামক স্থানে যে মধ্য ইংরাজী স্কুলটি ছিল, তাহা সম্প্রতি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে জানিয়া, আমরা বৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলাম। স্থানটি মুসলমান প্রধান হইলেও শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত পশ্চাদ্‌পদ। বলা বাহুল্য যে, স্থানীয় অধিবাসীদের শোচনীয় শিক্ষা-হীনতা দূর করিবার উদ্দেশ্যে কয়েক জন মহাপ্রাণ ব্যক্তির প্রচেষ্টার ফলেই, উক্ত হাই স্কুলটি এক সুন্দর, স্বাস্থ্যকর স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছে। দক্ষিণ চাভরার শ্রদ্ধেয় সূর্য্য কুমার মিশ্র মহাশয়, কাঠুপুরের মৌঃ মুহাম্মদ আকিলুদ্দিন, আটঘরার মওঃ নসিরুদ্দিন আহমদ প্রমুখ দেশ হিতৈষী পুরুষগণ উক্ত প্রতিষ্ঠানটী গড়িয়া তোলার কাজে যে ত্যাগ, শ্রম, শক্তি, সেবা ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া পারিতেছি না। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন মুসলমান; সুতরাং চাভরার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উপকার যে মুসলমানেরই বেশী হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এদিক দিয়া মিশ্র মহাশয় যে অসাম্প্রদায়িক উদারতার পরিচয় দিতেছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণ-যোগ্য। আশা করি, স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতাগণ যথেষ্ট সংখ্যায় ছাত্র জায়গীর দান করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে প্রতিষ্ঠানটীকে সাহায্য ও সহায়তা করিয়া দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিবেন। স্বরাজ-স্বাধীনতা প্রভৃতি বড় কথার গোড়ার কথা যে, দেশের অশিক্ষা ও অজ্ঞতা দূর করা—আশা করি, মিশ্র মহাশয়ের ন্যায় অন্যান্য স্বরাজীরাও সে সত্য উপলব্ধি করিবেন।

পাগলের প্রলাপ।—স্বরাজী দলের দূতী 'বঙ্গবাণী'র ১১ই কার্ত্তিক সংখ্যায় একটী প্রবন্ধ উদ্গারিত হইয়াছে, উহার নাম "দেশীয় রাজা আগা খাঁর প্রেম-কাহিনী"। প্রেমের কথাটা মধুর; সুতরাং, শুনিতে ভালই লাগে। জগতে প্রেম অনেকেই করে। সবটা লইয়া তেমন নাড়া চাড়া হয় না। সহযোগিনী রাজনীতির সঙ্গে প্রেম-নীতির গীত গাহিয়া বেশ রসিকতা করিয়াছেন। হিজ্ হাইনেস্ স্যার আগা খাঁর বয়স এক্ষণে ৫৪ বৎসর, আর তাঁহার নব-পরিণীতা পত্নির বয়স ২৯ বৎসর, খুব সুন্দরী বলিয়া বিখ্যাত। আগা খাঁ সাহেব বয়সে প্রবীণ হইলেও তাঁহার দেহখানি নবীন জনোচিত। তাঁহার গায় এখনও বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়ে নাই। পাত্র-পাত্রীর বয়স এমন বে-মানানসই বা কি? ইউরোপীয়ান মহিলা বলিয়া ২৯ বৎসরেও বালিকা। এদেশে হইলে তিনি ৮।১০ ছেলে মেয়ের মা হইতে পারিতেন। ইঁহার ১৬ বৎসর বয়সে যদি ৩৮ বৎসর বয়োধিক পাত্রের সহিত বিবাহ হইত, তবে কি বড় বে-মানান হইত? এমনটিত অনেক ক্ষেত্রে হইয়া থাকে। অনেক ৭০ বৎসরের হিন্দু খোকা ত' ১০।১২ বৎসরের বালিকার পাণি গ্রহণ করে। স্খলিত-দন্ত পলিত কেশ, লোল-চর্ম্ম বৃদ্ধের বালিকা ভার্য্যা অনেক স্থলেই দেখা যায়। যাহা হউক, উহা লইয়া সখী 'বঙ্গবাণী' যদি আরাম ও শান্তি বোধ করেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। এইরূপ রসিকতা দ্বারা যদি তাঁহার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, সে ত সুখের কথা। কিন্তু সহযোগিনীর কয়েকটা অস্বাভাবিক কথার প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যে বিষয়ে যাহার অভিজ্ঞতা নাই, সে বিষয়ে কিন্তু তার পরিচয় দিতে যাওয়া 'বেহুদীগি' ও ধৃষ্টতা মাত্র। 'বঙ্গবাণী' লিখিয়াছেন, 'ভারতে তিনি ৬ কোটি মুসলমানের ধর্ম্মগুরু বলিয়া পূজিত। * * * কোটি কোটি লোক তাঁহাকে মহম্মদের (দঃ) বংশধর হিসাবে নবী বলিয়া জানে।"

হিন্দুরই অবতার।—শ্রীমতী এ অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক তত্ত্ব কোথায় পাইলেন? আগা খাঁ এক সম্প্রদায়স্থ শিয়ার ধর্ম্ম-গুরু। তাঁহার মুসলমান অর্থাৎ শিয়া শিষ্যের সংখ্যা এক লক্ষও হইবে না। প্রধানতঃ খোজা সম্প্রদায়ের শিয়াগণই তাঁহার শিষ্য-শ্রেণী-ভুক্ত। মুসলমানগণ কোনও মানুষকে পূজা করেন না। হিন্দুরাই নর-পূজক। আগা খাঁর হিন্দু শিষ্যের সংখ্যাও অল্প নহে, বহু সহস্র হইবে। তাহারা তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। মুসলমানের মধ্যে "অবতার বাদ" বিষয়টিই নাই, উহা খাঁটি হিন্দুয়ানী বিশ্বাস। তার পর, কোটি কোটি লোক তাঁহাকে হজরৎ মুহাম্মদ (সঃ)এর বংশধর হিসাবে নবী বলিয়া জানে, একথাটা একেবারেই পাগলের প্রলাপ। এরূপ উক্তি সম্পূর্ণ মূর্খতার পরিচায়ক। মুসলমানগণ নবীর বংশধর এমন কি তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, আদর্শ-চরিত্র হজরত ইমাম হাসন (রাজিঃ) ও হজরত ইমাম হোসায়েন (রাজিঃ)কেও নবী বলিয়া জানেন না বা মানেন না। তাঁহারা জানেন শেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবীর পরে দুনিয়াতে আর কোনও নবী হইবেন না। সুন্নি মুসলমানগণ ত মহাবিলাসী, ফিরিঙ্গীয়ানা চালে চালিত আগা খাঁকে একজন বড়লোক মুসলমান বলিয়াই জানেন। অবশ্য আর্থিক ও পার্থিব সম্মান-সম্পদে তিনি একজন মানী লোক, ধর্ম্মের দিক্ দিয়া তাঁহার কোনও বৈশিষ্ট্য নাই। হিন্দু সংবাদ-পত্রগুলি মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া এক একটা মনগড়া উদ্ভট মন্তব্য প্রকাশ করেন, আর মনে করেন, আমি একজন জবরদস্ত "সব-জান্তা"। বাংলার কথার প্রেতাত্মারূপী "বঙ্গবাণী" হিজ্ হাইনেস স্যর আগা খাঁ সম্বন্ধে উপরোক্তরূপ "বেহুদা কালাম" পত্রস্থ করিয়া মূর্খতা ও ধৃষ্টতার পরিচয়ই দিয়াছেন। হিন্দু শ্রীমান্ ও শ্রীমতিগণ যে দিক্ দিয়াই পারুক, মুসলমানকে একটা খোঁচা দিবেই দিবে; তাঁহাদিগকে লোক চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইবেই পাইবে। ইহা কিন্তু কাপুরুষতারই পূর্ণ পরিচায়ক। আর আগা খাঁ সাহেব দেশীয় রাজাই বা কিরূপে হইলেন, ইহাত বুঝিতে পারিলাম না।

'বাজারী'র বেজায় উষ্মা।—গাজী ইলামদীনের পবিত্র মৃত দেহ লাহোরে আনিতে না দিয়া, স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্র যে অন্যায় ও অবিচারের পরিচয় দিয়াছেন, মুসলমান তাহা ভুলে নাই, তা-কিয়ামৎ যে ভুলিতে পারিবে, সে সম্ভাবনাও নাই। মিয়ান ওয়ালীর সর্ব্বশক্তিমান (?) ডেপুটি কমিশনারের এই বর্ব্বর আদেশের কথা শ্রবণ করিয়া লাহোরের জিন্দাদিল মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নিদের মধ্যে নিতান্ত স্বাভাবিক-ভাবে বিষম বিক্ষোভ ও অসন্তোষের আবির্ভাব হয়। কিন্তু লাহোরের মুসলমানদের এই ইস্‌লামী হামদর্দীর পরিচয় পাইয়া, গোল দিঘির বাজারী পত্রিকার কিরূপ গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে, বাজারীর গত ১৬ই কার্ত্তিকের সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে। বাজারী বলিতেছে:—"স্বামী শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারী আবদুর রশিদের মৃতদেহ লইয়া দিল্লীর বিরাট মুসলমান-মিছিল এবং তাহার পর দাঙ্গা-হাঙ্গামার কাহিনী অদ্যাপি অনেকে বিস্মৃত হন নাই। মুসলমান নেতাগণ মুখে ধর্ম্মের শ্লোক আওড়াইয়া, এসব কাপুরুষোচিত হত্যার নিন্দা করেন বটে, কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণের চিত্তে কাফের হত্যাকারীর প্রতি যে অনুরাগ দেখা যাইতেছে, তাহা ক্ষোভের ও দুঃখের হইলেও সত্য। এই বর্ব্বর মনোবৃত্তি—এক নিকৃষ্ট চরিত্র হত্যাকারীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার অসভ্য উল্লাস যতদিন মুসলমান সমাজে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন একশ্রেণীর এছলামী বাতিকগ্রস্ত মুসলমানের চিত্তে কাফের হত্যা করিয়া সহিদ হইবার প্রলোভন থাকিবে। সেদিনও একটী মুসলমান ডাক্তার মুঞ্জেকে আক্রমণ করিয়া সহিদ হইবার দুরাশা করিয়াছিল। হিন্দু সমাজ এই শ্রেণীর পাপের প্রতি উদাসীন থাকিয়াই ইহাকে প্রবল করিয়া তুলিতেছে"। গোল দীঘির এই বদ্ধ বাতুলটাকে আজ গালি গালাজ করিয়া মুখ অপবিত্র করিতে চাহি না।

সারমেয়-নর্ত্তন।—তবে, এই মাত্র বলিতে চাই যে, গাজী ইলামদীনের মত আত্ম-ত্যাগী আদর্শ মুস্‌লিম যুবকের প্রতি সহানুভূতি দেখাইলে, তাহা যদি "বর্ব্বর মনোবৃত্তি" হয়, তবে নিরীহ খৃষ্টান মিশনারীকে তার অসহায় পুত্র-কন্যাসহ গাড়ীর ভিতর বোমা ফেলিয়া হত্যা করার নায়ক ক্ষুদিরামকে তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে গণ্য করিলে, তাহা কোন্ মনোবৃত্তি হয়, গোল-দীঘির অর্ব্বাচীন কি তাহা বলিয়া দিবে? বে-কসুর ইউরোপীয় সওদাগর আর্নেষ্ট ডে'র হত্যাকারী গোপীমোহন সাহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে গিয়া সিরাজগঞ্জ কন্‌ফারেন্সে সমবেত হিন্দু নেতৃগণ দণ্ডায়মান হইয়া, প্রস্তাব পাশ করিলে, তাহাকে কোন সভ্য মনোবৃত্তি বলিয়া অভিহিত করিব? আমরা খুন হত্যা প্রভৃতির ঘোর বিরোধী। দুই একটা অশিষ্ট, বেয়াদব ও বেতমীজের প্রাণ নাশ করিলেই যে, ইস্‌লাম কণ্টক মুক্ত হইবে, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না বলিয়াই, ইলামদীন ও আবদুর রশিদের কার্য্যকে সমর্থন করিতে পারি না। গাজী ইলামদীন ও গাজী আবদুর রশীদের এই পন্থা নিতান্ত ভ্রান্ত হইলে আত্মোৎসর্গ, ধর্ম্মপ্রীতি ও খোদা-ভক্তি যে অতুলনীয়, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। নির্ভীক আত্মত্যাগ ও আদর্শ ইস্‌লামী জোশের জন্য এই পুণ্যাত্মাগণ চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বীরের মত বাঁচিয়া থাকিবেন। নিহত রাজপাল 'রঙ্গিলা রসুল' নামে বই লিখিয়া জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহানবী সরওরে কায়েনাৎ (দঃ)কে নর-পশুর ভাষায় গালি-গালাজ করিলে, স্বয়ং গান্ধি হইতে বাজারী পর্য্যন্ত সকলেই টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত না করিয়া, রাজপালের নীরব সমর্থনই করিয়াছিলেন। অতএব, হিন্দু নেতাদের এই মনোবৃত্তিকে শৃগাল-মনোবৃত্তি বলিলে কি অধিক বলা হইবে? ক্ষুদিরাম ও কানাইলাল যদি হিন্দুদের উপাস্য-দেবতা হয়, তবে গাজী ইলামদীন "নিকৃষ্ট চরিত্র হত্যাকারী" হইবেন কিরূপে, বাজারী ও তার জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা সেকথা জগৎকে বুঝাইয়া দিতে পারিবে কি? বাজারীর এই সারমেয়-নর্ত্তন গোল দীঘির পাড়ে আর কত কাল যে দৃষ্ট হইবে, কে তাহা বলিতে পারে?

দাড়ি-বিদ্বেষ।—মোল্লা-দলনকারী দাড়ি-বিদ্বেষী যে আগাছাগুলি মুসলমান সমাজে গজাইয়া উঠিয়াছে, এই ধর্ম্ম-দ্বেষী অকাল-কুষ্মাণ্ড দলকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহারা ইস্‌লামী 'দায়েরার' (বেষ্টনীর) মধ্যে থাকিয়া এইরূপ দানবীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছে, না দায়েরার বাহিরে থাকিয়া? যদি দায়েরার মধ্যে থাকিয়া কোরআন, হাদীস, এজ্‌মা ও কেয়াস অনুযায়ী মীমাংসা করিতে চায়, তবে আমরা তাহাদিগকে তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। যদি তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব থাকে, বীরত্ব থাকে, কোরআন-হাদীসে অধিকার থাকে, তবে, অগ্রসর হউক, আমাদের উপযুক্ত মওলবী-মওলানা ও আলেম মণ্ডলীর সম্মুখে, তাহাদের মোশ্‌তাহেদ বা গুরু-ঘাটালদিগকে লইয়া সম্মুখীন হউক, তাহাদের দর্প-দম্ভের পরীক্ষা হইবে। আর যদি ইস্‌লামী দায়েরার বাহির হইয়া কথা বলিতে চায়, তবে আমরা উহাদিগকে অসার আবর্জ্জনা বলিয়া উড়াইয়া দিব। উহাদিগের কোন কোন ধর্ম্মদ্রোহী নাকি বলিয়া থাকে, কাশ্মীরী, তীব্বতী ছাগলের বা বন্য-বর্ব্বরের ন্যায় কতকগুলি দাড়ি রাখিয়া ফল কি? আমরা বলি, তাহাদের বাপ, দাদা, চাচ্চা, ফুফা, নানা, খালু, মামু, শ্বশুর প্রভৃতির মধ্যে যাঁহারা দাড়িওয়ালা আছেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে এই প্রশ্ন করিতে পারে। তাঁহারা যদি ছাগল বা বন্য-বর্ব্বর হন, তবে ত কথাই নাই। এমন যোগ্য পুত্র, পৌত্র, ভাতিজা, ভাগিনেয় ও জামাতা প্রভৃতির প্রদত্ত গৌরবান্বিত উপাধি যাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন বা সম্মত আছেন তাঁহারা শত ধন্য!! আমরা বলি, নর হইয়া যাহারা নারী মূর্ত্তি ধারণ করে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারা একদিকে কাপুরুষ, অন্যদিকে পিতা-মাতার অযোগ্য সন্তান। দুনিয়ার সমুদয় পয়গম্বর দাড়ি রাখিতেন, পুরাকালে সাধুগণ, হিন্দুদিগের মুনি-ঋষিগণ দাড়ি রাখিতেন। আমাদের আঁ হজরত দাড়ি রাখিয়াছিলেন, দাড়ি রাখা সুন্নত; খোলাফায় রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন তাবা-তাবায়ীন, ইমাম ও মুহাদ্দেসিন, আলেম-কামেলগণ, সুফী-দরবেশগণ দাড়ি রাখিতেন এবং এখনও রাখিতেছেন, ইহা মুসলমানের গৌরবের নিদর্শন।

আবর্জ্জনার স্তূপ।—যে সকল ফিরিঙ্গী ও হিন্দুর পদাঙ্কানুসরণ ও পদ-লেহনকারী দাড়ির বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়, লেখনী সঞ্চালন করে; তাহারা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম-দ্রোহী অকাল-কুষ্মাণ্ড। তাহাদের কথার ও লেখার মূল্য এক কাণা-কড়িও নাই। তাহারা সমাজের অসার আবর্জ্জনা। যাঁহারা দাড়ি রাখেন না, অথচ উহার বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেন না, তাঁহারা সুন্নত তরক করার পাপে পাপী; কিন্তু যাহারা দাড়ির বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালনকারী বা বক্তৃতা-বাগীশ, তাহারা ঘোর পাষণ্ড, স্বজাতির কলঙ্ক। তাহাদের শয়তানী 'হরকৎ' নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। মোল্লা-দ্বেষীদিগকে জিজ্ঞাসা করি, এই মোল্লা শব্দের সংজ্ঞা কি? যদি সাহস থাকে, মোল্লা শব্দের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ কর। অবশ্য অশিক্ষিত কাট মোল্লাদিগের পক্ষপাতী আমরাও নহি। যাহারা কোরআন হাদীস, এজমা, কেয়াসের বিপরীত কথা বলে, জইফ ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে, মনগড়া উক্তির দ্বারা সাধারণকে ধোকা দেয়; তাহাদিগকে আমরাও

ঘৃণা করি। কিন্তু আলেম সমাজের শিরোভূষণ যে সকল মোল্লা-মুহাদ্দিস, তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে সকল ধর্ম্ম-জ্ঞান-হীন ফিরিঙ্গী ও হিন্দুর পদানুসরণকারী গোলামগণ "মোল্লাইজম" ধ্বংস করিতে চায়, তাহারা মুনাফেক্, আবদুল্লাহ্ বেন সাবা বা ঐ শ্রেণীর ইস্‌লাম-শত্রুদিগের দলভুক্ত। সে দিন ১নং করম হোসেন লেন—কড়েয়ায় ঐরূপ মোল্লা-বিদ্বেষী কতিপয় পেঁচকের নাকি এক সভা হইয়াছিল। ১নং করম হোসেন লেনের বাড়ীখানার নাম "তাহের মঞ্জেল"। ঐ বাড়ীর মালিক মিঃ তাহের এবং ভাড়াটে মওলবী রায়হানুদ্দীন আহমদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রথমে কিছুই জানা গেল না, পরে অনেক অনুসন্ধানে জানা গেল, ঐ বাড়ীর একটী প্রকোষ্ঠে কতিপয় মোল্লা-বিদ্বেষী একত্রিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র 'জলসা' করিয়াছিল, তন্মধ্যে লখ্‌নৌ-মলিহাবাদের একটী মওলবী নামধারীও নাকি ছিল। শুনা যায় এই লোকটি ১০।১২ বৎসরকাল মিসরে ছিল, আরবী ভাষায় ভাল অধিকার আছে; কিন্তু দাড়ি "সাফাচট্ট"। আরবী জানিলেই কি আলেম হয়? ইসায়ীদিগের মধ্যে আরবী ভাষায় বড় বড় বিদ্বান্ ও পণ্ডিত আছেন, তাই বলিয়া কি তাদের "ফত্‌ওয়া" গ্রহণ করিতে হইবে? এই পেঁচকের দল পরে এমন ভাবে কোটরে প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, আর তাহাদের অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া যায় না। গত ১৩ শত বৎসর যাবৎ এই শ্রেণীর অনেক ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-দ্বেষীর আবির্ভাব হইয়াছে; কিন্তু দুনিয়াতে তাহাদের অস্তিত্ব খুব কমই দৃষ্ট হয়।

ভারতের ভবিষ্যৎ।—দীর্ঘ চারি মাসকাল স্বদেশে কাটাইয়া ভারতের "ভাগ্য-বিধাতা" আবার ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি এদেশে শুভ পদার্পণ করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবাসীর সম্মুখে যে ঘোষণা-বাণী প্রচার করিয়াছেন, তাহার দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম লক্ষ্য কি এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট হইতে ভারতবাসী কি পরিমাণ অধিকার আশা করিতে পারে, তাহা প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। বড়লাটের দীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলে তাহার মধ্য হইতে মাত্র দুইটী কাজের কথা বাহির হইয়া আসে। প্রথমটী এই যে, বৃটীশ সরকার যে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিবেন, তাহা গত ১৯১৭ সনের শাসন-সংস্কারমূলক ঘোষণা-পত্রেই প্রকাশ করা হইয়াছে। বড়লাটের এই পয়লা নম্বর ঘোষণা হইতে ইহাই বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয় যে, গত ১৯১৭ সনে যে সমস্ত অধিকার ভারতবাসীকে প্রদত্ত হইয়াছিল, এবার তদপেক্ষা বড় বেশী কিছুই দেওয়া হইবে না। Dominion Status যে ভারতবাসীর রাজনীতি ক্ষেত্রে চরম ও পরম অধিকার, তাহা রাজপ্রতিনিধির ঘোষণায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছে। দ্বিতীয় কথা হইতেছে এই যে, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট পার্লামেণ্ট মহাসভায় পেশ হইলে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনাধিকার সম্বন্ধে ভারতীয় করদ ও মিত্র রাজন্যবর্গ, ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, বিলাতের বিভিন্ন পার্টির কর্ণধারগণ একত্রিত হইয়া একটা বৈঠকে সমবেত হইয়া ইতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন এবং পার্লামেণ্ট সে সম্বন্ধে তাঁহার বিবেচনা মত যে রায় দিবেন, তাহাই ভারতবাসীকে দ্বিতীয় কিস্তীর অধিকাররূপে প্রদত্ত হইবে।

কংগ্রেসী শর্ত্ত।—এই ঘোষণার মধ্যে আশার যে সামান্য আভাষটুকুও প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতেই লণ্ডনে অসম্ভব রকম হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। বার্কেনহেড হইতে আরম্ভ করিয়া, ভারতের ভূতপূর্ব্ব ইহুদী বড়লাট পর্য্যন্ত সকলেই সমস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা ভারতকে কোন অধিকার দান ত দূরের কথা, কোন প্রকার স্তোক বাক্যও প্রদান করিতে রাজী নহেন। বড়লাটের এই ঘোষণা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কি, তাহা নিরূপণকল্পে গত শুক্র ও শনিবারে ভারতের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ এক সমবেত মজলিসে ঠিক করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট নিম্নের শর্ত্তগুলি পূরণ করিলে, স্বরাজী, পূর্ণ স্বাধীনতা-পন্থী, ইণ্ডিপেন্‌ডেণ্ট, মডারেট প্রভৃতি সমস্ত দলই গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিবেন। শর্ত্ত তিনটী এই:—(১) রাজনৈতিক সমস্ত বন্দীকে মুক্তিদান, (২) বৈঠকে যাহাতে কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ হয় তেমন ব্যবস্থা, (৩) ভারতবাসীকে সত্বরই স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান এই তিনটি শর্ত্তই বৃটিশ সরকার মানিবেন কিনা তাহা আমরা অবগত নহি। যদি শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট এই শর্ত্তগুলি মানিয়া লন, তাহা হইলে কংগ্রেসী সদস্য গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে বাধ্য হইবেন। তখন তাঁহাদের কলিকাতা কংগ্রেসের যত গর্জ্জন যত আস্ফালন সব শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। তাঁহারা যে কংগ্রেসকে দেশের সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান বলেন, সেই কংগ্রেসকে সম্পূর্ণরূপে পদ-দলিত করিয়াই বৈঠকে যোগ দিতে যাইতেছেন। কারণ, গত কলিকাতার কংগ্রেসে মিঃ গান্ধি কর্ত্তৃক ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ও পরে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহা কিন্তু মাঠে মারা যাইতেছে।

সাম্রাজ্যবাদের চাতুর্য্য।—তাঁহারা যে ঘোষণার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া বৈঠকে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাতে পূর্ণ স্বাধীনতার নাম গন্ধও নাই। বসু-নেহরু প্যাক্‌ট ত সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গেল। কংগ্রেসের ভাবী সভাপতি তাঁহার জি, ও, সিকে ছাড়িয়া দিয়া অন্য দলে ভিড়িয়াছেন, জি, ও, স, কিন্তু শর্ত্ত-নামায় সহি করেন নাই। একদিকে বৃটীশ ভারতকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান অন্য দিকে করদ ও মিত্র-রাজ্যগুলির স্বার্থ-সংরক্ষণ এই দুইটি বিপরীত স্বার্থ লইয়া যখন শ্রমিক গবর্ণমেণ্টে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতির খসরা তৈয়ার করিতে প্রয়াস পাইতেছেন, তখন ভারতের জন-সাধারণ তাহা দ্বারা খুব বেশী কিছু আশা করিতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। তার উপর বড় লাটের শুধু এই মৌখিক ঘোষণার উপর রেডিং, বার্কেনহেড, বার্ণহাম প্রভৃতি মহারথীরা একেবারে খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছেন। বিলাতের এই প্রতিবাদ হইতে আমাদের মধ্যে একটি খারাপ ধারণার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের মতে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ভারতকে একটা কিছু দিবার আশা দিয়া ভারতের নিকট খয়ের খাঁ হইতে যাইবেন, আর বিলাতের অন্যান্য দল তাহার বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন চালাইবেন। সুতরাং ভারতের ভাগ্যে কিছুই জুটিবে না। এই সুচতুর সাম্রাজ্যবাদ-নীতির দ্বারাই ইংরাজ ভারতের অভিভাবক সাজিয়া চির কালই দুনিয়ার আর সব জাতির চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছেন। আজও তাঁহাদের সেই সাম্রাজ্যবাদ নীতির পুনরাভিনয় ছাড়া আর কিছুই হইতেছে না।

ইতিহাসে অরুচি।—জগতে ইতিহাসের জন্মদাতা মুসলমান জাতি। কিন্তু আজ বঙ্গের মুসলমান জাতির ইতিহাসে বিষম অরুচি। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর মওলবী আবদুল করিম বি-এ "ভারতবর্ষে মুসলমান জাতির ইতিবৃত্ত" নামে পাঠান রাজত্ব পর্য্যন্ত একখানি ইতিহাস লিখিয়া ২০০০ পুস্তক মুদ্রিত করেন। তদানীন্তন "ভারতী" মাসিক পত্রের সম্পাদক, বর্ত্তমান বিশ্ব-কবি (?) রবীন্দ্রনাথ ঐ ইতিহাস খানির উচ্চ সমালোচনা করেন। আরও অনেক সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্রে এই ইতিহাস খানির উচ্চদরের সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু, এই ৩০ বৎসরের মধ্যে সেই ২০০০ পুস্তক বিক্রয় হইল না। এই ত বঙ্গীয় মুসলমানদিগের ইতিহাস-প্রিয়তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। তৎপর অধ্যাপক আকরাম হুসেন এম-এ একখানি মুসলমান জগতের ইতিহাস মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহাও তেমন কাট্‌তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মুন্‌শী রিয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব প্রণীত আরব জাতির ইতিহাস বোধ হয় ২য় 'ইডিশন' হয় নাই। মক্কা ও মদীনার ইতিহাস ২।৩ ইডিশন বোধ হয় হইয়াছিল। কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত রিয়াজুদ্দীন আহমদ মরহুমের "সিরিয়া বিজয়" ও ১ম সংস্করণ মাত্র হইয়াছিল। প্রবীণ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মুন্‌শী রিয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব কৃত গ্রীস-তুরস্কের যুদ্ধ ১ম ভাগ ২ ইডিশন ও ২য় ভাগ ১ ইডিশন হইয়াছিল। অবশেষে বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ডাইরেক্টর, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য খানবাহাদুর আহসানউল্লাহ্ এম, এ, আর, এস, এ; আই, ই, এস, প্রণীত "মুস্‌লিম জগতের ইতিহাস" খানি বৃহৎ আকারে বাহির হইয়াছে; কিন্তু তাহাও আশানুরূপ বিক্রয় হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এক একখানি উপন্যাস বা নভেলের বহু সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারাই বঙ্গীয় মুসলমানদিগের ইতিহাস-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। যে জাতি ইতিহাসের 'কদর' জানে না, সে জাতি নির্জ্জীব এবং জাতীয় গৌরবে অতি হীন। পাঞ্জাব এবং হিন্দুস্থান—এমন কি, বিহার প্রদেশের মুসলমানগণও ইতিহাসের 'কদরদী'। ঐ সকল প্রদেশে উর্দ্দু ভাষায় মুসলমানদিগের ছোট বড় অসংখ্য ইতিহাস লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে এবং তদ্দেশীয় ইতিহাস-প্রিয় মুসলমানগণ তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ এবং অধ্যয়ন করিতেছেন।

মুর্দ্দা না জিন্দা।—খান বাহাদুর মওলবী জাকাউল্লা মরহুম প্রণীত ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস এক বিরাট ব্যাপার; উহা বৃহৎ বৃহৎ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। সমগ্র খণ্ডের মূল্যও বোধ হয় ১৫৲—১৬৲ কিম্বা ২০৲ টাকা ছিল; কিন্তু তাহারও ক্রেতার অভাব হয় নাই। এরূপ হিন্দুস্তানী ও পাঞ্জাবী মুসলমানদিগের মধ্যে "জিন্দা-দিলী" ও জীবনী-শক্তি আছে। বাঙ্গালার শিক্ষিত মুসলমান "বুয্‌দিল" বা "মুর্দ্দাদিল"। নভেল ও উপন্যাসের যাঁহারা একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত তাহাদের মধ্যে জীবনী-শক্তি ও জাতীয়-গৌরব জ্ঞাত হইবার "মাদ্দা" এবং স্পৃহার একান্তই অভাব, বরং এ সকল বিষয় তাহাদের মধ্যে কিছুই নাই বলিলেই চলে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে ইস্‌লামের পবিত্র শোণিতের বড়ই অভাব। কবে ইহাদের ইতিহাসের—বিশেষতঃ জাতীয় গৌরবের ইতিবৃত্ত পড়িবার আগ্রহ জন্মিবে? ইহারা যে বীর জাতির বংশধর, তাহার প্রমাণ কি? কেবল মাত্র সিদ্দিকী, ফারুকী, ওস্‌মানী, আব্বাসী, খালেদী, হাশেমী, কোরেশী, শিরাজী, আনসারী, যোবেরী—এবং গজনভী, ইউসফ্‌জী, খিলিজি, লোহানী প্রভৃতি লম্বা লম্বা উপাধিগুলি নামের সঙ্গে জুড়িয়া দিলেই হইল না। হাসানী এবং হোসেনী সৈয়দ বলিয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেই কি ইস্‌লামের এবং পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে? আরব জাতির লিখিত ইতিহাস জগতে অতুলনীয় জিনিষ। আজও ইউরোপের বিরাট বিখ্যাত লাইব্রেরী সমূহ ঐ সকল ইতিহাস দ্বারা গৌবরান্বিত। পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব ও মাহাত্ম্য যাঁহারা ভুলিয়া যান; তাঁহারা কি ইসলাম এবং পূর্ব্ব পুরুষের অযোগ্য সন্তান নহেন? তাঁহাদের নিকট কি আশা করা যাইতে পারে? তাঁহারা ত আত্ম-ভোলা-অভিশপ্ত জাতি। নাটক, নভেল, উপন্যাস, নবন্যাস পড়িতে যাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ, তাঁহাদের মানসিক শক্তি দুর্ব্বল এবং কলুষিত হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব পুরুষের সাহস, শৌর্য্য বীর্য্য, সাধনা, মহনীয় চরিত্র প্রভৃতির চিত্র যাঁহাদের মানস-পটে অঙ্কিত না হয়, তাহাদিগকে কি 'জিন্দা-কওম' (জীবিত জাতি) বলা যাইতে পারে? আর মন-মরা মৃত-কল্প জাতির নিকট কি কোন উচ্চ আশাই করা যাইতে পারে? নির্জ্জীব জড় পদার্থগুলি কোনও কাজেই লাগে না। অতএব, হে ভবিষ্যতের আশা-ভরসা স্কুল নব্য-শিক্ষিতের দল! তোমরা ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে দৃঢ়তার সহিত অগ্রসর হও। আবার পূর্ব্ব-পুরুষগণের ন্যায় সিংহ-নিনাদে গর্জ্জিয়া উঠ।

অনির্ব্বাণ দীপ-শিখা।—গত ২৭শে জামাদিয়ল আউয়ল বৃহস্পতিবার ইস্‌লামের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় দিন। সেদিন গাজী ইলামদীনের মুক্ত-আত্মা দুঃখ-দৈন্য, রোগ-শোক,জরা-মৃত্যু, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও সমাজ-দ্রোহিতা-পূর্ণ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া আল্লাহর 'আরশ' সন্নিধানে চলিয়া গিয়াছে। নিয়তির নির্ম্মম বিধানে আজ ভারতের দশকোটী মুসলমান বিদেশী ও বিধর্ম্মী রাজার করতলগত। "জন-নায়ক" ও "হজরৎ মওলানা" আখ্যাধারী এক শ্রেণীর অকথ্য আস্তাকুঁড়ের জীব আজ হিন্দু মহাসভার কল্যাণে 'কওম-ফরোশীতে' নিমগ্ন। তাই, কোটি কণ্ঠের ন্যায্য দাবী দাওয়াকে উপেক্ষা করিয়া সরকার ইলামদীনের শেষ বাসনা পূর্ণ হইতে দেন নাই। মৃতের শেষ 'ওসিয়ৎ' পূর্ণ করা ইস্‌লামের অপরিহার্য্য অঙ্গ; সুতরাং সরকার তাঁর অদ্ভুত আদেশের ফলে আজ যে প্রকাশ্যে ইস্‌লামে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহা কি তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারেন? ইলামদীনের বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর হইয়াছিল। রাজপালকে হত্যা করিবার মাত্র দুই দিবস পূর্ব্বে মামাত ভগ্নির সহিত তাঁর বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছিল। ধৃত হইবার সময় (গত মে মাসে) তাঁহার ওজন ১২৮ পাউণ্ড ছিল, আর, মৃত্যুর সময় তাহা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া ১৪০ পাউণ্ডে উঠিয়াছিল! তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ জেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি সকলকে তাঁহার জন্য দুঃখ করিতে নিষেধ করেন। তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "আমার ফাঁসী হইয়া গেলে, তোমরা এই জেলেই আমাকে গোসল করাইও, তারপর, আমার মৃতদেহ ট্রেণে করিয়া লাহোরে আনাইও। যে যে ষ্টেশনে ট্রেণ থামিবে, সেখানে তোমরা সকলে মিলিয়া কলেমা পড়িও। আমার কবরস্থান পাকা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কবরের চারিধারে প্রাচীর থাকিবে, আমার পিতা স্বহস্তে সেই প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবেন। কবরের চারিধারে চারি সারি ফুলের ট থাকিবে। কবরের উপর কোন ছাদের আবশ্যক নাই।"—ইত্যাদি। সেদিন লাহোরে পূর্ণ হরতাল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দেড়মাইলব্যাপী বৃহৎ মিছিল মুস্‌লিম গৌরবের স্মৃতি-ভস্ম লাহোরের সকল অংশ পরিভ্রমণ করিয়াছিল। মানুষ অমর নয়, পদে পদে সে মৃত্যুর অধীন; কিন্তু যে মানুষ ইলামদীনের মত—মরণের এক স্বতন্ত্র তোরণ-পথ বাহিয়া অমৃত-লোকের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে, মরণ তাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কাল তাকে ক্ষয় করিতে জানে না। সে অক্ষয়, অব্যয়, অজর, অমর এবং অজেয়!!

আগুয়ান! আগুয়ান!!

—০:*:০—

(২)

গত পূর্ব্ব সপ্তাহে আমরা আমাদের প্রধানতম সমস্যা শিক্ষা-বিষয়ে মুখবন্ধ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছি। এই সমস্যা যেমনি ব্যাপক, তেমনই জটিল ও গুরুতর বর্ত্তমানের দুঃখ দৈন্য, অশিক্ষা-অজ্ঞানতার মূর্ত্ত-বিকাশ মুসলমানের 'তালিমী মসলা' লইয়া বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে বিরাট গ্রন্থে পরিণত হয়। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জাপান, জার্ম্মাণী যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি যে সব ভাগ্যবান দেশে শতকরা নিরানব্বুই জন শিক্ষার আলোকে আলোকিত ও পুলকিত, সেখানকার চিন্তা-নায়কেরাই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় আজ অষ্টপ্রহর ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছেন। আর, যেখানে অদ্যাপি শতকরা আড়াই জনের বেশী লোক নাম স্বাক্ষর করিতে জানিলে না, সেখানকার শিক্ষা-সমস্যা কালি-কলমে সমাধান করিতে যাওয়া যে কি দুরূহ ও দুঃসাহসিক, তাহা বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাদিগকে বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। এই সমস্যার সমাধান কল্পে আমাদের যে আজীবন অবিশ্রান্ত ভাবে সংগ্রাম চালাইয়া জাতির বুক হইতে অভিশাপের জগদ্দল পাথর দূরে সরাইয়া ফেলিতে হইবে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দান করিবার ধ্বনি অধুনা চারিদিকে শ্রুত হইতেছে। ইহা যে বৃটীশ-রাজের কোন দয়ার দান নয়, বরং জগতের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের বিপুল চাপে পড়িয়াই যে শাসক জাতি শাসিতকে সাম্রাজ্যের সম-অংশীরূপে গণনা করিতে চাহিতেছেন, জগতের রাষ্ট্রীয় অবস্থায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অকপটে স্বীকার করিবেন ধ্বনি যখন উঠিয়াছে, তখন আজ না হউক, আগামী দশ বা পনর বৎসরের মধ্যে ভারতবাসী যে উক্ত স্বায়ত্ত শাসন লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবসর নাই। কিন্তু খোদা নাখাস্তা—১৯২৯ সালের মূর্খতা-ব্যাধি-জর্জ্জরিত জরাজীর্ণ মুসলমানের এই শোচনীয় অবস্থা যদি ১৯৩৯ বা ১৯৪০ সালেও বহাল থাকে, তবে স্বায়ত্ত-শাসিত হিন্দুস্তানে তাহাকে যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ও শিক্ষোন্নত সম্প্রদায়ের দারোয়ানী অথবা কোচওয়ানী করিতে হইবে, তাহা নখ-দর্পণে দেখিয়া রাখিয়াছি। আজ "হজরত মওলানা" আবুল কালাম আজাদ ও "আলী জনাব" মোক্তার আহমদ আনসারি সাহেবান হিন্দুর সঙ্গে 'সিনা বসিনা' হইয়া ভারতবর্ষকে "স্বাধীন" করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন! কিন্তু "হজরত কেবলা"দের খিদমতে করযোড়ে নিবেদন করিতেছি যে, আগামী কল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যদি ভারতবাসী স্বরাজ হাসেল করিয়া বসে, তবে, স্বয়ং ডাক্তার ও মওলানা সাহেব লাট-বেলাট, কমিশনার ও

ডেপুটী কমিশনার হইতে পারিবেন ত?—না নেহরু, মালবীয়, জয়কার ও কেল্‌কারের মুসাহেবী করিয়াই স্বরাট-জীবন ধন্য করিবেন? সুতরাং "হুজুর কেবলা"-দের কাছে আমাদের এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে আজ ভণ্ডামী ছাড়িয়া দিয়া একবার স্বরাজের পূর্ব্বে দীন-দরিদ্র, নিঃস্ব ও নিঃসম্বল দশ কোটি মুসলমানের শিক্ষা বিস্তারের দিকে খিয়াল শরীফ দান করুন। ইহাতে আপনাদের ও আমাদের উভয়েরই কল্যাণ সাধিত হইবে।

আমরা পূর্ব্ব-প্রবন্ধে খোলাখুলি ভাবে বলিয়া রাখিয়াছি যে, আগামী ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নিখিল ভারতীয় মুস্‌লিম-শিক্ষা-সমিতির যে অধিবেশন জাহাঁগীর নগরে আহূত হইয়াছে, তাহাতে শুধু কথার তুব্‌ড়ি ফুটাইলেই আমাদের এই জীবন-মরণ-সমস্যার কিছু মাত্র সমাধান হইবে না। সমগ্র ভারতের দশ কোটী মুসলমানের মধ্যে দশজন খাঁটি ঈমানদার ও শক্তিশালী পুরুষ যদি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া জাতির এই কলঙ্ক-কালিমা-লিপ্ত ললাট-দেশে জ্ঞানের বেহেশ্‌তী নূর ফুটাইয়া তুলিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন, তবে আগামী দশ বছরের মধ্যে মুসলমানও যে হিন্দুর সমকক্ষতা লাভ করিবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ, একজন অ মুসলিম পঞ্চাশ বছরে যাহা সম্পন্ন করিতে পারে না, একজন মুস্‌লিম যে তাহা অনায়াসে পাঁচ বছরেই করিতে পারে, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। মুসলমান্নের এই বিশেষত্ব-টুকু আছে বলিয়াই, মাত্র গত দশ বৎসরের মধ্যে রাজ-নীতি-ক্ষেত্রে সে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, গত অর্দ্ধ শতাব্দির চেষ্টার ফলেও হিন্দুরা সে স্থানে পৌছিতে পারে নাই। মাত্র গত দশ বছরের সাধনার ফলে ভারতের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ মুসলমানগণ যদি কংগ্রেসকে কথায় কথায় রাজ-ভক্তির প্রস্তাব-পাশ-করা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকৃত নির্ভীক ও নির্ব্বিকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, তবে আগামী দশ বছরের মধ্যে কেন যে তাহারা নিজেদের ঘরে ঘরে শিক্ষার সর্ব্বকল্যাণময় জ্যোতিঃ বিলাইতে পারিবে না, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজ ঢাকায় প্রস্তাবিত শিক্ষা-কন্‌ফারেন্সের চিন্তাশীল, মনস্বী ও মহাপ্রাণ নেতৃবৃন্দকে ইস্‌লামের এই বৈশিষ্ট্য, আত্ম-প্রত্যয়, আত্ম-মর্য্যাদা এবং আল্লার অনন্ত রহমতের কথা স্মরণ করিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে আকুল হৃদয়ে আহ্বান করিতেছি! যারা সমগ্র জগতের মূর্খতা, অজ্ঞতা, অসভ্যতা ও অমানুষিকতাকে জ্ঞানের দীপ্ত মশাল ধরিয়া দূর করিয়া দিয়াছিল, তারা যে নিজের গৃহের অন্ধকার দূর করিতে কেন এতই অপারগ হইবে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

পাঞ্জাবের শিক্ষা-মন্ত্রি স্যর ফজ্‌লে হাসান যে ভাবে কর্ম্মী-সঙ্ঘ গঠন করিয়া দিন-রাত পঞ্জাবের জন-সাধারণকে শিক্ষার আবশ্যতা সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিয়া তাহাদিগকে জ্ঞান-চর্চ্চায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও যাতে এই ভাবে একদল নিঃস্বার্থ ও নিরলস প্রচারক নিযুক্ত করিয়া মুসলমানদিগকে জাগাইয়া ও মাতাইয়া তোলা যায়, আশাকরি, ঢাকায় আগত-প্রায় শিক্ষা-মহা-সম্মিলন সে বিষয়ে একান্তই অবহিত হইবেন। আসাম ও বাংলা দেশে শিক্ষা-সমিতি বলিয়া কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নাই; সুতরাং আগামী অধিবেশনেই উক্ত দুই প্রদেশের জন্য দুইটী স্থায়ী ও শক্তিশালী প্রাদেশিক শিক্ষা-সমিতি যাহাতে গঠিত হইতে পারে, সেদিকে বাংলার মওঃ এ, কে, ফজলুল হক, মওঃ আহসানুল্লা, মওঃ কামালুদ্দিন, মওঃ কাজেমুদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী, মওঃ ফজলুর রহমান, মওঃ ওয়াজিদ আলী খাঁ পনি, মওঃ ইব্রাহিম খাঁ (অধ্যক্ষ) নওয়াব হবিবুল্লা, মওঃ আবু নসর ওহীদ, মওঃ আজিজুলহক (খান বাহাদুর) মওঃ রজিবুদ্দিন তরফদার, মওঃ ইক্রামুল হক (খান বাহাদুর), মওঃ আলিমুজ্জামান (খান বাহাদুর) মওঃ সৈয়দ নওশের আলি, মওঃ নূর আহমদ, মওঃ আবদুল মুমিন (কমিশনার), মওঃ ফজলুল কাদির (খান বাহাদুর), মওঃ মুয়াজ্জিম আলি (খান বাহাদুর) নওয়াব মুশাররফ হুসেন, মওঃ ওয়াহেদ হুসেন (এড্‌ভোকেট) কাজি জহিরুল হক (খান বাহাদুর) মওঃ আবদুল করিম (খানবাহাদুর) মওঃ মুহাম্মদ ইসমাইল (খানবাহাদুর) এবং আসামের মওঃ সাদুল্লা, মওঃ আবদুল হামিদ, মওঃ আবদুল মতিন চৌধুরী, মওঃ মুনাওর আলি, মওঃ কয়জুনূর আলি, মওঃ ফকরুদ্দিন (খান সাহেব) মওঃ কেরামত আলি মওঃ মির্জ্জা অবদুর রহমান বেগ প্রমুখ প্রতিপত্তিশালী পুরুষগণের আশুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শুধু প্রাদেশিক নয় বরং বঙ্গ ও আসামের চল্লিশটি জিলার প্রত্যেক সদরে যাহাতে জিলা-শিক্ষা-সমিতি গঠিত হয়, সেদিকেও সকলকে অবহিত হইতে বলিতেছি।

সমাজের পঙ্গুতা ঘুচাইবার জন্য যে জিনিষটার সর্ব্ব প্রথম দরকার ছিল, সেই বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা-বিলের মূলে স্বরাজী হিন্দু ও হিন্দু জমিদারদের দ্বারা কুঠারাঘাত করাইয়া সরকার মুসলমানের যে মহা সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহার ক্ষতিপূরণ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে! দেশের প্রচলিত শাসন-তন্ত্র ষোল আনা হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষা বিলের শোচনীয় পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া শুধু কপালে করাঘাত করিয়া কোন লাভ নাই। দেশের জনগণ-মনকে শিক্ষা লাভের দিকে আকুল করিয়া তুলিয়া প্রাথমিক শিক্ষার অভাব নিজেদেরই শক্তি, সামর্থ্য, নিজেদেরই চেষ্টা, উদ্যোগ ও সাধনার দ্বারা পূরণ করিয়া লইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মক্তব, মাদ্রাসা পাঠশালা, নৈশ-বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের প্রত্যেক কেন্দ্রে নব জীবনের এক বিপুল প্রবাহ বহাইয়া দিতে হইবে। আগামী ১০।১৫ বৎসরের ভিতর সমাজের একটি প্রাণীও যাহাতে জেহালতের অন্ধকারে জীবন যাপন না করে সে জন্য সমাজের প্রত্যেক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকেই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। সমাজে শিক্ষা বিস্তারের কথা লইয়া আলোচনা করিলে একদল লোক মুসলমানদের অর্থ-কৃচ্ছ্রতার দোহাই দিয়া সকল দোষ অদৃষ্টের উপর চাপাইয়া থাকে। কিন্তু, ইহা যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা আমরা বহুবার প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি। বৃথা মামলা, মোকদ্দমা, বৃথা ঝগড়া ফসাদ, বৃথা উৎসব আয়োজন করিয়া মুসলমান লক্ষ লক্ষ মুদ্রা প্রতি বৎসর পানির ন্যায় পথে ঘাটে ঢালিয়া দিতেছে! একমাত্র কলিকাতা শহরেই প্রতি বৎসর মহররমের সময় মুসলমানেরা অন্যূন দশ লক্ষ টাকা আতশ বাজীতে পোড়াইয়া ফেলিতেছে। যাদের বিড়ি তৈরী করিয়া দৈনিক টাকা বার আনা উপার্জ্জন করিতে দেখিতেছি, তারাই প্রত্যেকে অন্ততঃ দুই টাকার বাজী পোড়াইয়া মুস্‌লিম জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে! আর, শিক্ষার বেলায় "অর্থ নাই, অর্থ নাই" বলিয়া চীৎকারে চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে!! মুসলমানের অপব্যয়ের প্রকৃত চিত্র আমাদের শ্রদ্ধেয়া ভগিনী বিদুষী আনোয়ারা বেগম সমাজের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। সুতরাং সে বিষয়ে পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে যদি ধর্ম্ম শিক্ষার বিহিত ব্যবস্থা না থাকে, তবে সে শিক্ষায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। ইস্‌লাম-বিদ্বেষী হিন্দু পৌত্তলিক ও খৃষ্টান ত্রিত্ববাদীদের লিখিত ইস্‌লামের গ্লানি-পূর্ণ বই পুস্তক প্রথম হইতে নির্ব্বিচারে পড়াইয়া আমাদের ছেলে মেয়েদের বাল্যকাল হইতে ইসলাম-দ্রোহী অদ্ভুত জীবে পরিণত করিয়া আর জাতি-ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিতে পারিবনা। এ স্থলে আমরা জনাব ডাক্তার শফাত্‌ আহমদের মত মনীষীর মূল্যবান উক্তি উদ্ধৃত না করিয়া পারিতেছি না। তিনি বলেন—Unless a provision is made that the education will conform to our Traditions and harmonise with the deepest, purest, loftiest and holiest principles of our faith, the Muslim will avoid ordinary schools and keep their children in a state of illiteracy. বাস্তবিক, যে শিক্ষার দ্বারা আমাদের ছেলে মেয়েরা অতীতের অনুপম আদর্শে, উন্নত ইস্‌লামী মহিমায় এবং অতুলনীয় জাতীয় গৌরবে ভরপুর হইয়া ইস্‌লামের রওনক বৃদ্ধি করিতে না পারিবে, তেমন শিক্ষার চেয়ে অনন্ত কালের মূর্খতা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। বর্ত্তমান বিষদৃশ শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকৃত ইস্‌লামী-শিক্ষার ব্যবস্থা যাহাতে হইতে পারে, সে দিকে ঢাকার আগামী শিক্ষা-কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তবে, মুসলমান ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে প্রকৃত মুসলমান করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে স্কুল-কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহে মুসলমান শিক্ষক ও অধ্যাপকের সংখ্যা যে আরো শতগুণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে, সে বিষয় উদাসীন হইলে চলিবে না! বিধর্ম্মী অ-মুসলমান শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ কি হীন উপায়ে দিনরাত স্বীয় ধর্ম্মের মহিমা ও ইস্‌লামের অযথা নিন্দা-কুৎসা শুনাইয়া শুনাইয়া মুসলমান বালকদের কোমল হৃদয় বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা ইন্‌শাল্লাহ্‌ বারান্তরে বলিব।

আশঙ্কা

—এম, ইদ্রিস বি-এ

(আরব কবি জমণ্‌রীর ভাবাবলম্বনে)

যাত্রা পথের শিঙ্গা তোমার—
হঠাৎ বে'জে উঠ্‌বে যবে—
যখন অসীম সাগর মাঝে—
তরীটী তোর বাইতে হবে;
সম্মোহিত হৃদয় ওরে—
আশঙ্কা মোর তখন বুঝি—
আকুল হয়ে দেখ্‌বি ভয়ে—
নেই ত রে তোর একটু পুঁজি।

মুস্‌লিম-জাতীয়তা

(মওঃ মুহাঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি-এ,)

সাম্প্রদায়িকতা বনাম জাতীয়তা

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পানির নিজস্ব কোন রূপ নাই। ইহা যে পাত্রে থাকে, সেই পাত্রেরই রূপ ধারণ করে। এক শ্রেণীর হিন্দু নেতৃবৃন্দেরও সেইরূপ নিজস্ব ও স্থায়ী রাজনৈতিক অভিমত নাই। তাঁহারা সুদক্ষ ও দূরদর্শী নাবিকের ন্যায় সময় ও সুযোগ বুঝিয়া পাল তুলিয়া দিয়া নিজেদের মতলব হাসিল করিয়া থাকেন। ভারতে মুস্‌লিম বাদশাহৎ কায়েম হওয়ার পর ফারসী ভাষা শিখিয়া সমস্ত শাসন-যন্ত্রটা দখল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তারপর, ইংরেজী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাতারাতি ইংরেজী শিখিয়া আফিস আদালত গুলি দখল করিয়া ফেলিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ ও গত অসহযোগ আন্দোলনের যুগে তাঁহারা কত জল্‌দী বেশ ও সুর বদলাইয়া নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেনে, সে কথা বোধ হয়, অনেকের স্মৃতি-পটে জাগরিত আছে। বাঙ্গালী হিন্দুর চিন্তাধারা এমন সংকীর্ণ ভাবে গঠিত যে, ইহা বাঙ্গলার সীমানা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। মুখে বিশ্ব-প্রেমের বাণী প্রচার করিলেও তাঁহার হৃদয়টি খাঁটী হিন্দু বাঙ্গালীই থাকিয়া যায়। কিন্তু ডাঃ রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার হিন্দু সংবাদ-পত্রগুলি হঠাৎ একেবারে বিশ্ব-প্রেমিক ও মহামানবতা-প্রচারক হইয়া উঠিলেন! প্রবাসী, The modern Review পত্রিকায় মাসের পর মাস ব্যাপিয়া—বিশ্ব-প্রেম ও মহামানবতার প্রবন্ধ ও কবিতা পড়িতে পড়িতে আমরা হয়রাণ হইয়া গিয়াছিলাম। কাঁচা আমের ন্যায় এই কৃত্রিম ও অপরিপক্ক মহামানবতার বাণী আমাদের কাণে আসিয়া বেখাপ্পা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্ব-প্রেম তথা ইউরোপের প্রেমে একেবারে মশগুল। মজনু লায়লীর জন্য এত মশ্‌গুল হন নাই, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ইউরোপের জন্য যত হইয়াছিলেন। গত অসহযোগ আন্দোলনের যুগে যখন ভারতীয় মুস্‌লিম-হিন্দু একটা জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তখন তিনি ইউরোপ হইতে বিশ্ব-ভারতীর নামে একখানা পত্র লিখিয়া তাঁহার আশ্রম-বাসিগণকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সেই পত্র ভারতীয় সংবাদ-পত্র সমূহে প্রকাশিত হইয়া রাজনৈতিক মহলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল শেষে এমনকি মিঃ গান্ধি প্রমুখ হিন্দু নেতা পর্য্যন্ত এই সার-হীন কৃত্রিম বিশ্ব-প্রেমের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

গত অসহযোগ আন্দোলনের যুগে ভারতীয় মুসলিম নেতারা মুসলিম হিন্দু একতার নামে হিন্দু-ভারতের হাতে নিজের স্বাতন্ত্র্য একেবারে surrender করিয়া দিলেন, তখন সময় ও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা "ভারতীয়ত্ব" ও ভারতীয় জাতীয়তা প্রচার করিয়া স্পেনের ন্যায় ভারতবর্ষ হইতে ইস্‌লামী সভ্যতা ও কাল্‌চারের নাম নিশানা মিটাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। ভারতীয় মুস্‌লিমেরা তুরস্কের জন্য হামদরদী দেখাইয়াছিলেন বলিয়া হিন্দু নেতা ও সংবাদ পত্রগুলি মুস্‌লিম সমাজকে কতই নিন্দা ও তিরস্কার করিলেন। কোন কোন উৎকট জাতীয়তাবাদী হিন্দু পত্রিকা প্রস্তাব করিলেন, ভারতের মুস্‌লিমেরা যাবত আরবী ভাষায় পশ্চিম মুখী হইয়া নমাজ পড়া ত্যাগ না করিবেন, তাবৎ তাঁহাদের সহিত মিলন হইতে পারে না! হিন্দু মানসিকতার খবর পাইয়া মুস্‌লিম নেতারা হুশীয়ার হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বেগতিক দেখিয়া নিজ সমাজকে সামলাইয়া লইলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, কোন কোন একঘরে মুসলিম নেতা হিন্দু প্রেমে মশগুল হইয়া এখনও সেই পুরাতন ভারতীয় জাতীয়তা ও মুসলিম-হিন্দু একতা লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন।

ভারতে সাইমন কমিশনের আগমনের পর নেহরু রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করিয়া মুসলিম সমাজ যখন বড়ই জোর শোরের সহিত নিজের দাবী পেশ করিলেন তখন তাঁহারা থার্ম্মোমিটারের ন্যায় আবার জাতীয়তা হইতে সম্প্রদায়িকতা ধাপে একসর নামিয়া পড়িলেন। বিশ্ব-মানবতা ও জাতীয়তা প্রচারক প্রবাসী-সম্পাদক মিঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গত সুরাট হিন্দু মহাসভার অভিভাষণে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে যে উকালতী করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া অতি গম্ভীর প্রকৃতির শামসুল্‌ ওলেমা সাহেব ডাঃ সুনীতি কুমারের বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু-মনোবৃত্তির আসল চিত্র দেখাইয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৪ বাং হিলিতে হিন্দু যুবক সম্মিলনীতে বক্তৃতা প্রদান করেন—"আমার হিন্দু মনোভাব, আমার হিন্দু কাল্‌চার, আমার পিতৃপুরুষের কৃতিত্বের সঙ্গে, তাঁহাদের পুণ্য চরিত্রের সঙ্গে আমার যে নাড়ীর টান আছে, তা আমি কিছুতেই ছাড়তে পারিনে। এসবের বদলে আমি স্বাধীনতাকে তুচ্ছ মনে করি। ভাই সব, আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এরই রক্ষার জন্য।" ইহার উপর কোন টিপ্পনী অনাবশ্যক। ডাঃ সুনীতি কুমার মাত্র কয়েকটী কথার মধ্যে সমগ্র হিন্দু-সমাজের মনোবৃত্তিটা প্রতিফলিত করিয়াছেন। সুরাট হিন্দু মহাসভার সভাপতি মিঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন—"If I were asked which I would have, freedom from foreign domination, or security of honour, persons and lives of our women, won by chivalrous men and heroic women capable of selfdefence, I would say both. But if I were compelled to choose only one of the two, I would choose the latter". মিঃ কেলকার, মিঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু নেতারা ভারতের স্বাধীনতা হইতে যে হিন্দু-ধর্ম্ম ও কাল্‌চার অনেক বড় এবং স্বাধীনতা হইতে হিন্দু ধর্ম্মকে অধিকতর প্রিয় মনে করেন, একথা তাঁহারা বার বার বড়ই জোরের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্ম ও কাল্‌চারের বদলে স্বাধীনতা ত্যাগ করিতেও তাঁহারা কিছু মাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না। হিন্দু নেতাদের এই সকল স্বাধীনতা-বিরোধী উক্তির বিরুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন সংবাদ-পত্র প্রতিবাদ করিলেন না। সুতরাং সমগ্র হিন্দু-ভারতই যে এই অভিমত পোষণ করেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই সকল সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশ করিয়াও তাঁহারা পূর্ণ মাত্রায় Nationalist-ই রহিলেন; কিন্তু কোন মুস্‌লিম নেতা "প্রথমে মুসলিম, তারপর ভারতবাসী" "আমি ইসলামকে স্বাধীনতা হইতেও অধিকতর প্রিয় মনে করি" ঘোষণা করিলে সমগ্র ভারত জুড়িয়া একটা তোলপাড় চলিতে থাকে। ইহার জন্য সমগ্র হিন্দু সংবাদ-পত্রগুলি একজোট হইয়া তাঁহার উপর গালি বর্ষণ করিতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না।

সুপ্রসিদ্ধ 'হিন্দু'—(The Hindu) নামক সচিত্র সাপ্তাহিক হিন্দু-সমাজের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার চিত্র বিশ্লেষণ করিয়া বড়ই নিরপেক্ষ ভাবে বলিয়াছেন—The Mahasabha, the prime object of which, a resolution claims, is to exercise communalism as rapidly as possible from public administration of the Country passed a resolution which to proceed from a body bent upon excercising communalism seems rather curious. It asked for increased representation of the Hindus on the Panjab Police service. The terms of this resolution throw light on the psychology underlying the Sahbha's altered attlitude towards the Nehru Report and the communal problem of the country. "হিন্দু"-সম্পাদক মহাসভা-ওয়ালাদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার যে চিত্র আঁকিয়া দিয়াছেন, ইহার উপর আর কোন মন্তব্যের আবশ্যকতা নাই।

বড়লাটের ঘোষণা

ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন কথা

রাজপ্রতিনিধি বড়লাট নিম্নলিখিতরূপ যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা "অতিরিক্ত গেজেটে" গত ৩০শে অক্টোবর প্রকাশিত হইয়াছে। ঘোষণায় রাজ-প্রতিনিধি বলিয়াছেন :—আমি সবে মাত্র ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছি। সেখানে বৃটিশ সরকারের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম। ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমি সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, সম্রাটের ভারতস্থিত প্রতিনিধিরূপে আমি আমার স্বদেশবাসীকে ভারতবাসীর মনোভাব, আকাঙ্খা, উদ্বেগ ও আশা-আশঙ্কার বিষয় যতদূর সম্ভব অকপটভাবে জানাইতে বাধ্য বলিয়া মনে করি। আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালনে বৃটিশ সরকার এবং গ্রেট বৃটেনের সকল লোক ও সকল দেশের মনোভাবের জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার কর্ত্তব্য অনুযায়ী নিবেদিত সকল বিষয় শুনিবার ও সে বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করিবার জন্য তাঁহাদের উদার ও অকপট ইচ্ছা আমি দেখিতে পাই। আমি সেইরূপ আশাই করিয়াছিলাম।

যে সব বিষয়ের জন্য লোকে বিশেষ চঞ্চল হয়, সেরূপ বিষয় লইয়াই এখন সমস্যা উপস্থিত। সেই জন্য সমস্যাটা এখন সঙ্গীন। সেই কারণেই রাজনৈতিক ব্যাপারে লোকের মনোভাব উত্তেজিত হইয়া আছে যে সময় রাজনীতি-ক্ষেত্রে শান্তি বিরাজিত থাকে, সে সময় ভ্রান্ত ধারণা প্রায়ই জন্মে না, কিন্তু এখন অবস্থা অন্যরূপ থাকায় লোকের মনে ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়া থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু, এই সকল অশান্তিকর মনোভাবের পশ্চাতে ভারতের বিরাট জন-সমাজের মতামত রহিয়াছে ; তাহা মুলতঃ সম্রাটের আনুগত্যের ভাব এবং তাহা ভারতীয় জাতির সকল বিভাগের লোক, সকল ধর্ম্মাবলম্বী ও সকল রাজনৈতিকদের মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। ভারতের জন-সাধারণ কেবল চাহে, কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব বুঝিতে ও কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাদের মনোভাব বুঝাইতে। বর্ত্তমানের নানা গোলযোগের মধ্যেও আমি ঠিক আমার ঐ বিশ্বাসমতই কাজ করিয়াছি।

ভারতের ঘটনাবলীর জন্য এবং সে সকলের প্রকৃত অর্থ আংশিকভাবে অবগত থাকায় গ্রেট বৃটেনে লোকের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের অবস্থা সম্ভব হইলেও আমি সে সম্বন্ধে কখনও কোন সন্দেহ মনে স্থান দিই নাই। আমি দেখিয়াও আসিয়াছি, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে প্রতিশ্রুতি গ্রেট বৃটেন দিয়াছেন, তাহা পূর্ণমাত্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তথাকার অধিবাসীরা সম্পূর্ণ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রহিয়াছেন। উভয় দেশেরই উপর বর্ত্তমানে এক হিসাবে অভূতপূর্ব্ব দায়িত্ব বর্ত্তমান। গ্রেট বৃটেন ও ভারতের মধ্যে বুঝাপড়া সম্পূর্ণ হইয়া যাইলে সমস্ত জগতে তাহার প্রভাব এত বেশী পরিমাণে বর্ত্তিতে পারে যে, এ বিষয় সাফল্যের সমান লাভ অসাফল্যের ক্ষতি-পূরণ, অন্যত্র সম্ভব নহে। প্রধান মন্ত্রী ও ভারত-সচিবের সহিত আমার আলোচনার সময় ভারতে ঘটনাবলীর গতিই আপনা আপনি প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। ২ বৎসর পূর্ব্বে নিযুক্ত পারলামেণ্ট কমিশনের জন্য ভারতের চিন্তাধারা ও কার্য্য-পদ্ধতি কি পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে এবং সে পক্ষে কারণই বা কি ছিল, এ বিষয়ের আলোচনায় কোনও পক্ষেরই লাভের সম্ভাবনা নাই। অবস্থা ও তথ্য বর্ত্তমানে যেরূপ দেখা যাইতেছে, কাজের লোকেরা তাহা সেই ভাবেই গ্রহণ করে, যেরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, সে দিকে আর লক্ষ্য করে না।

ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির সাহায্য প্রাপ্ত হইবার পর স্যর জন সাইমনের কমিশন এখন রিপোর্ট প্রস্তুত করিতেছেন। কমিটির রিপোর্ট পার্লামেণ্টের সমক্ষে উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতের শাসন সংস্কার উদ্দেশ্যে পরে কিরূপ প্রস্তাব করা যাইবে, তাহা এখনও বলা অসম্ভব। যদি তাহা সম্ভবও হইত, তাহা হইলেও তাহা বৃটীশ সরকারের মতে সুস্পষ্টভাবে অসঙ্গত হইত। এই সম্পর্কে প্রত্যেক বৃটিশ রাজনৈতিক দল স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার অব্যাহত রাখিতে বাধ্য। এখন ভারতের বিশেষ চিন্তার এবং বৃটীশ সরকারেরও গভীর উদ্বেগের বিষয় এই যে, কমিশনের রিপোর্ট পেশ হইলে বৃটিশ ভারতের মতামত প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত লোকজনের সহযোগে বৃটীশ ভারতের শাসন-বিধির উন্নতির বিষয়ে মোটামুটী আলোচনা কি ভাবে করিতে যাওয়া হইবে। ৮ মাস কাল পূর্ব্বে তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা আমি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার কতক এ স্থলে পুনরুল্লেখ করিতেছি। আমি বলিয়াছিলাম এক পক্ষে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে যাহা সম্মতি লাভ করিতে পারে, এমন সমাধান চেষ্টার গুরুত্ব যদি পার্লামেণ্ট ক্ষুণ্ণ করে, তাহা হইলে তাহা যেমন তাহার সদস্যদের অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হইবে, তেমন অন্য পক্ষে পার্লামেণ্টকে স্বাধীনভাবে ও তাহার বিবেচনাপূর্ব্বক মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার না দিলে তাহাও লাভজনক হইবে না রাজনীতি-ক্ষেত্রের কার্য্য পদ্ধতির এই প্রধান ও অনুসরণীয় নীতির যে কোন একটী যদি আমরা ছাড়িয়া দিই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথ হইতে মধ্যপথে দূরে চলিয়া যাইব। এ বিষয়ে বৃটিশ সরকারের অভিপ্রায় যাহা আমি এইমাত্র বলিলাম, তাহার সহিত সামঞ্জস্য যুক্ত আর এক প্রকার যুক্তি তর্ক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক দিক হইতে উপস্থাপিত হইয়াছে।

সাইমন কমিশনের সভাপতি প্রধান মন্ত্রীর নিকট পত্রে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন (তাহা ইংলণ্ডে প্রকাশিত করা হইতেছে বলিয়া শুনিয়াছি) যে, ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তদন্তের সময় তিনি ও তাঁহার সহযোগিগণ ভারতের শাসন-বিধির ভবিষ্যৎ উন্নতির গতির বিষয় চিন্তা করিতে যাইয়া ভবিষ্যতে বৃটীশ ভারত ও ভারতীয় সামন্ত রাজ্য গুলির মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে, সে বিষয় স্মরণ রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়াছেন। বৃহত্তর ভারতের এই দুই অংশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের বিষয় যদ্দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে, সেই সকল উপায় ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা বিশেষ দরকার বলিয়া স্যর জন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, কমিশনের রিপোর্টে ও সরকার পরে সে সম্বন্ধে যেরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন, তাহাতে যদি এই দূরদৃষ্টি রক্ষিত হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমানে যে কার্য্য-পদ্ধতি প্রস্তাবিত হইয়াছে, সরকারের পক্ষে তাহার সংশোধন করার প্রয়োজন হইতে পারে।

সাইমন কমিশন ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটীর রিপোর্ট প্রদত্ত, বিবেচিত ও প্রকাশিত হইবার পর ও সে সম্বন্ধে জয়েণ্ট পারলামেণ্ট কমিটীর কার্য্যকালের পূর্ব্বে বৃটিশ সরকার পারলামেণ্টের নিকট যে শেষ প্রস্তাব পেশ করিবেন, তাহাতে যতদূর অধিক পরিমাণ ঐক্য সম্ভব হয়, সে জন্য এক সম্মেলন বসাইয়া বৃটীশ সরকার বৃটীশ ভারত তথা ভারতের সামন্ত-রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের সহিত পরামর্শ করিতে পাবেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানসমূহের ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত জয়েণ্ট পারলামেণ্ট কমিটির সদস্যদের পরামর্শ করার যে ব্যবস্থা ইতঃপূর্ব্বে সঙ্কল্পিত হইয়াছিল এবং স্যর জন সাইমন ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই ফেব্রুয়ারী আমার নিকট লিখিত পত্রে যাহার বিষয় উল্লেখ করেন, পাণ্ডুলিপিখানি যখন পারলামেণ্টে উপস্থিত করা হইবে, তাহার পরীক্ষার জন্য ঐ ব্যবস্থা তখনও উপযুক্ত বিবেচিত হইবে। কিন্তু পারলামেণ্ট কমিটির পরামর্শের পূর্ব্বেই কমিশনের মতে তাঁহাদের প্রস্তাবিত সম্মেলনের মত কিছু বসান উচিত।

আমি জানি, বৃটিশ সরকার সাইমন কমিশনের এই মতের সহিত সম্পূর্ণ এক মত। কারণ, বৃটিশ ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে উন্নতি বিধানের বিশেষ অনুকূল অবস্থার ও যথাসময়ে তাহার ঐ বিষয়ের আলোচনার জন্য যেমন ইচ্ছুক, তেমনই তাঁহারা কমিশনের মত বৃটিশ-ভারত ও সামন্ত-রাজ্যগুলির সম্পর্ক সংক্রান্ত সমগ্র সমস্যাটির আলোচনার গুরুত্ব বিশেষভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। বৃটীশ-নীতি কার্য্যে পরিণত করার সম্পর্কে পারলামেণ্ট পরে যে পদ্ধতিই স্থির করুন, উহার পূর্ণতা বিধানের জন্য এই সকল বিষয় বুঝাপড়া তাঁহাদের মতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ঘোষণায় বৃটীশ নীতির যে শেষ উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে ভারত যাহাতে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতে করিতে দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট পাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমশঃ উন্নতির ব্যবস্থা করার কথা বলা হইয়াছে। আমি সংপ্রতি বলিয়াছি, সম্রাটের আদেশ আমি যাঁহার নিকট প্রাপ্ত হই, তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পারলামেণ্ট যে পরিকল্পনা প্রদান করিয়াছেন, তাহার দ্বারাই বৃটীশ-ভারত তাহার উপনিবেশসমূহের মধ্যে যোগ্য স্থান অর্জ্জন করিতে পারে, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়। বৃটীশ সরকারের মন্ত্রীরাও একাধিকবার সাধারণ্যে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বৃটীশ সরকারের ইচ্ছা, কালপূর্ণ হইলে ভারতবর্ষ উপনিবেশসমূহের সমান অংশীদাররূপে সাম্রাজ্য মধ্যে তাহার স্থান গ্রহণ করিবে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন-বিধি রচনায় বৃটীশ সরকারের অভিপ্রায় সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা হইতে পারে, সে সম্বন্ধে গ্রেট বৃটেন তথা ভারতে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় বৃটীশ সরকারের পক্ষ হইতে আমি স্পষ্ট করিয়া এইরূপ জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, তাঁহাদের মতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ঘোষণায় ভারতের শাসন-বিধির যে স্বাভাবিক উন্নতির চরম অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বলিয়াই বুঝা যায়।

এই নীতি পূর্ণমাত্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ভারতের সামন্ত রাজ্যগুলিকেও তাঁহাদের যোগ্য স্থান লাভের সুযোগ দিতে হইবে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিরূপে এই উন্নতি বিধান করা হইবে, বর্ত্তমানে আমরা তাহা স্থির করিতে না পারিলেও সকল দিক হইতে ইহাই বাঞ্ছনীয় যে, বর্ত্তমানে যাহা করা হইবে, শেষ উদ্দেশ্যের সহিত তাহার যেন সামঞ্জস্য থাকে। শেষ উদ্দেশ্য অর্থে বৃটীশ ভারত অথবা সামন্ত রাজ্যগুলি সমগ্র ভারতের কোনপ্রকার একতাবিধানের জন্য যাহা আশা করিতেছেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। বৃটীশ সরকার মনে করেন ভারতের শাসন-সংস্কার-সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় নির্দ্দেশ ও ঐ উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া যাহাতে বৃহত্তর ভারতের দুইটি অংশের পরস্পর অধিক ঘনিষ্টতা স্থাপনের সমস্যা উপস্থিত না হয়, এই দুইটি সমস্যারই সুসমাধান হইতে পারে, কমিশননির্দ্দিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি অবলম্বন দ্বারা। অতএব সাইমন কমিশন ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটী তাঁহাদের রিপোর্ট প্রদান করার পর, সেগুলি প্রকাশিত হওয়া এবং বৃটিশ সরকার ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক তখন যত বিবেচনাযোগ্য বিষয় পাওয়া যাইবে, সে সকলের সহিত ঐ রিপোর্ট সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার পর তাঁহারা বৃটীশ ভারতের বিভিন্ন দল ও সম্প্রদায় এবং ভারতের সামন্ত রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অথবা একত্র—যেমন ভাবে তখন অবস্থা অনুসারে দরকার মনে হইবে, সেই ভাবে তাঁহাদের সহিত পরামর্শের জন্য নিমন্ত্রণের প্রস্তাব করিবেন তাঁহাদের লইয়া যে সম্মেলন হইবে, তাহাতে বৃটীশ ভারতের তথা নিখিল ভারতের সমস্যাসমূহের বিষয় আলোচিত হইবে। বৃটিশ সরকারের বিশেষ আশা এই যে, এই উপায় দ্বারা তাঁহারা পরে এই গুরুতর সমস্যায় পার্লামেণ্টের নিকট তাঁহাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারিবেন। বৃটিশ সরকার ঐ ভাবে যে প্রস্তাব করিবেন, তাহাতে অধিক লোকের সম্মতি পাওয়া যাইতে পারে।

আমার এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজনীয় যে, বৃটিশ সরকারের এই কার্য্যের ফলে ভারতের সকল প্রকার মতাবলম্বীরা একমত হইতে পারিবেন এবং ইহার যোগ্য উত্তর দিবেন, এ আশা আমি কত বেশী পরিমাণে করি। আমি আরও বিশ্বাস করি যে, যাঁহারা ভারতের মঙ্গল কামনা করেন, তাহারা যেখানেই থাকুন ও যিনিই হউন, সংপ্রতি ভারত ও গ্রেট বৃটেনের সম্পর্কের উপর যে অবিশ্বাসের জাল রচিত হইয়াছে, তাহারা তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া বাহির হইবার বাসনা করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমানে যে কার্য্য-পদ্ধতির প্রস্তাব করা হইতেছে, ভরতীয় রাষ্ট্র শরীরকে নিরাময় ও স্বাস্থ্যবান করিবার অকপট বাসনার ফলেই তাহা উদ্ভূত। আর এই উপায়ের গঠনমূলক রাজনীতিজ্ঞ দ্বারা এই সকল গুরু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, দেওয়ালী উৎসবে কলিকাতা শহর ও শহরতলীর নানাস্থানে প্রায় ৪০টি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ; বিডন ষ্ট্রীটে আগুনে পটকা ধরাইতে গিয়া একটি বালকের কাণ পটকা বিদীর্ণ হওয়ার ফলে উড়িয়া গিয়াছে। চিৎপুরে পটকা প্রস্তুত করিবার কালে একটি লোকের সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে। হাউইয়ের আগুনে চিৎপুরের একটি বস্তী সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়াছে। ফায়ার ব্রিগেড যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করায় ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক হয় নাই।

আখেরী

"যৌবনের ডাক" নিষিদ্ধ

বাঙ্গালা সরকার রাজদ্রোহের সন্দেহে সুভাষচন্দ্র বসুর লিখিত "যৌবনের ডাক" পুস্তক বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

নূতন বৈদ্যুতিক রেল

গত ৫ই নভেম্বর জি, আই, পি, রেলের এজেণ্ট পরামর্শ সমিতির সদস্যগণ, কর্ম্মচারিগণ ও বহু গণ্যমান্য লোকের সমক্ষে, বোম্বাই লাট কল্যাণ ও পুণার মধ্যবর্ত্তি বৈদ্যুতিক রেল লাইনের উদ্বোধন করিয়াছেন।

আজব সফর

কলিকাতা নিবাসী ২৩।৪ রায় বাগান ষ্ট্রীট হইতে সতীশচন্দ্র রায় বিনা পারিশ্রমিকে রিক্সা গাড়ী টানিয়া ও আরোহী লইয়া পাঞ্জাবের নিকটবর্ত্তি স্থানে লালমুশায় যাইবার জন্য ১০ই নভেম্বর তারিখে রওয়ানা হইবেন। ইহা এক অভিনব ভ্রমণ বটে!

কোন্-কোন্ ভাগ্যবান

শুনা যাইতেছে, বাংলায় আবার মন্ত্রী-মণ্ডল গঠনের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। কাহার কাহার ভাগ্যে এই মন্ত্রীত্বের বরমাল্য মিলিবে, সে সম্বন্ধে নানা রকমের গুজব শোনা যাইতেছে। প্রকাশ, মন্ত্রিমণ্ডল যদি গঠিত হয়, তবে দুইজন মুসলমান এবং একজন হিন্দুকে লইয়া উহা গঠিত হইবে।

জার্ম্মাণ-আমেরিকা চুক্তি

ওয়াশিংটনের ৩রা নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, "ইয়ং প্ল্যান" অনুযায়ী জার্ম্মেণী আমেরিকাকে যে ঋণ পরিশোধ করিবেন, তৎসম্পর্কে আমেরিকা ও জার্ম্মেণীর মধ্যে নূতন চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ঋণের টাকা আর কোন ইণ্টারনেশনেল ব্যাঙ্কের মারফতে শোধ দিতে হইবে না, টাকাটা তাহারা সরাসরি ওয়াশিংটনে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

ইটালীয় দূতের পুনর্ণিয়োগ

বার্লিনের ৪ঠা নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে বার্লিনের ইটালীয় দূতাবাস হইতে গুপ্ত সাঙ্কেতিক দলীল "কোনও সুন্দরীর জন্য" অন্তর্হিত হওয়ায় সাইনর মুসলিনী কাউণ্ট ম্যারেস্কটকে দূতবাস ছাড়িয়া আসিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এক্ষণে দূত প্রবরকে আবার বার্লিনে ফিরিয়া গিয়া স্বীয় কার্য্য আরম্ভ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বড় বাজারে বেশ্যা-খুন

সংপ্রতি বড় বাজার অঞ্চলে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কালাকর ষ্ট্রীটের রাজবালা নাম্নী এক বারবনিতাকে কে বা কাহারা যেন হত্যা করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে। পুলিশের তদন্তে প্রকাশ, যে রাত্রিতে এই খুন হয়, সেই রাত্রিতে কয়েকজন লোক এই স্ত্রীলোকটীর বাড়ীতে আসে। পরে, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা কথাবার্ত্তা বলে। প্রাতঃকালে বাড়ীর লোকজন ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে স্ত্রীলোকটিকে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। স্ত্রীলোকটীর কয়েকখানি অলঙ্কারও পাওয়া যাইতেছে না।

বেকার-সমস্যার সমাধান

সুকিয়া ষ্ট্রীট থানার অন্তঃপাতী রঘুনাথ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীটের নগেন্দ্রনাথ বসু ও তদীয় পত্নী স্নেহলতা দাসীকে গত মঙ্গলবার সকালবেলা তাঁহাদের শয্যাগৃহে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকাশ যে, কিছুদিন হয়, মৃত নগেন্দ্রনাথ বসুর চাকুরী ছিল না এবং তিনি চাকুরীর সন্ধানে ছিলেন। কিন্তু কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সোমবার রাত্রে নগেন্দ্রনাথ, পত্নী ও পুত্র-কন্যাগণ সহ শুইতে যান। মঙ্গলবার ভোরবেলা খগেন বাবু বা তাঁহার পত্নীকে দেখিতে পাওয়া যায় না, বেলা ৮টার সময়ও যখন তাঁহাদিগের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় নাই, তখন প্রতিবেশিগণের মনে সন্দেহ হয় এবং তাহারা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, স্বামী ও স্ত্রী পাশাপাশি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত আছে। পুলিশ আসিয়া শব-ব্যবচ্ছেদ জন্য মৃত দেহ লইয়া যায়। মৃতদেহ দুটীর নিকট এক পুরিয়া পটাশিয়াম সাইনেডের কিছু অংশ পড়িয়াছিল।

মুলকী

কলিকাতায় ভয়াবহ মৃত্যু

১৯২৭ সালের মিউনিসিপালিটির রিপোর্ট

সম্প্রতি কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্থ অফিসার ১৯২৭ সনের রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে শিশু-মৃত্যু এবং অল্প-বয়স্কা মেয়েদের মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এইরূপ ভয়াবহ শিশু মৃত্যুর কারণ স্বরূপ হেল্থ অফিসার কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে পিতা-মাতার অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং বাসস্থানের দুরবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেয়েদের মধ্যে ক্ষয়রোগে মৃত্যুসংখ্যা খুব বেশী। তাহার কারণ—অপরিমিত আহার, আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা ও তাহার উপকণ্ঠে মোট ৩৬৮২০ জন লোক মারা গিয়াছে। ইহার মধ্যে খাস কলিকাতায় ৩০,২১৬ অর্থাৎ হাজার করা ৩৩ জন এবং সংযোজিত স্থান সমূহে ৬৬০৪ জন অর্থাৎ হাজার করা ৩৯ জন লোক মারা গিয়াছে।

বিভিন্ন রোগে মৃত্যু

আলোচ্য বর্ষে মাত্র একজন লোক প্লেগে মারা গিয়াছে। কলেরায় মৃত্যু সংখ্যা ১৯২৬ সন অপেক্ষা ১৯২৭ সনে বেশী। খাস শহরে এই রোগে মারা গিয়াছে মোট ১৭৩৭। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ১০২৬, সংযোজিত অংশ সমূহে মারা গিয়াছে ৪৩৪ জন। বসন্ত রোগে মৃত্যু-সংখ্যা ২২৭৮। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ৩৭১৭, সংযোজিত অঞ্চল সমূহে এই রোগে মারা গিয়াছে ৫৮২ জন। ইনফ্লুয়েঞ্জায় খাস কলিকাতায় মারা গিয়াছে ৪৩৭ জন। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ৫১২, সংযোজিত স্থান সমূহে মারা গিয়াছে ৬৩ জন। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ৩৬।

স্ত্রী ও পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা

আলোচ্যবর্ষে স্ত্রীলোক মারা গিয়াছে মোট ১৩৭০০ জন, আর পুরুষ মারা গিয়াছে ১৬৫১৬ জন। পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা দুই গুণ বেশী কাজেই দেখা যাইতেছে, সংখ্যানুপাতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মৃত্যুহার অনেক বেশী। পুরুষদের মৃত্যুহার হাজার করা ২৬·৭, স্ত্রীলোকদের হাজার করা ৪১·২।

সম্প্রদায় হিসাবে মৃত্যুর হার

আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৃত্যুহার কিরূপ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সম্প্রদায়	জনসংখ্যা	মৃত্যুহার
হিন্দু	৬৫১৭৬৫	৩৩·৪
মুসলমান	২০৯০৬৩	৩৫·২
খৃষ্টান	২৫৫৬২	২০·৭
খৃষ্টান (দেশীয়)	১৩৫৯২	৩৩·৭
অন্যান্য	৭৮৬৬	১০·৪

বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর সংখ্যা

রোগ	শহর	উপকণ্ঠ
কলেরা	১৭৩৭	৪৩৪
বসন্ত	২২৭৮	৫২৮
হাম	১০৮	২৮
প্লেগ	১	০
আন্ত্রিক জ্বর	৭৫৫	১০২
কালাজ্বর	৪৯০	৮৯
ম্যালেরিয়া	৯৮৯	৪৭১
ইনফ্লুয়েঞ্জা	৪৩২	৬৩
অন্যান্য জ্বর	১৫৩৭	৩১১
ক্ষয়	২৬৩৪	৩৮১
শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া	৫৯৯০	১২৫৫
আঘাত	৬৫৪	১০৬
আমাশয় ও উদরাময়	২৯০৮	৯৩৭
অন্যান্য কারণে	৯৭০০	১৮০৭
মোট	৩০,২১৬	৬,৬০৪

শিশু মৃত্যুর কারণ

আলোচ্যবর্ষে দেখা যায়, খাস শহরে হাজার করা ৩৯৫টী শিশু এবং সমগ্র শহরে ৩৩২৭ জন শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। খাস শহরে শিশু মৃত্যুর মোট সংখ্যা ৪৪৮০। পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ৫৪১৬ শিশু মৃত্যুর সংখ্যা মুসলমানদের মধ্যেই বেশী ইহার প্রধান কারণ—এই সম্প্রদায়ের গরীব লোকদের অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার। ধাত্রী এবং মহিলা পরিদর্শকগণ ইহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে গেলে—ইহারা অনেক সময়েই অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে।

জন্ম-সংখ্যা

আলোচ্য বর্ষে কলিকাতায় ১৪১১৫টী শিশুর জন্ম বিবরণ রেজেষ্ট্রিকৃত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, উক্ত বর্ষে হাজার করা ১৫·৫টী শিশুর জন্ম হইয়াছে। সংযোজিত অঞ্চল সমূহের জন্ম সংখ্যা ২,৩২৫। কলিকাতায় পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ। কাজেই জন্মহার হইতে এখানকার স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা ঠিক হয় নাই।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জন্ম-হার

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংখ্যানুপাতে জন্মসংখ্যা কিরূপ তাহা নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে। এই সংখ্যা মোট জন-সংখ্যার অনুপাতে এবং স্ত্রীলোকদের জন-সংখ্যানুসারে যথাক্রমে দেওয়া গেল। হিন্দু—১৩·৬, ৫৪·০। মুসলমান ১১·৭, ৪৫·২, ফিরিঙ্গী ও এসিয়ার বাহিরের অধিবাসী—২০·৩, ৪১·৮, ভারতীয় খৃষ্টান ১৫১·১, ৩৯·৭।

ক্ষয় রোগের মৃত্যু-হার

১৯২১ সন হইতে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত ক্ষয়রোগে হাজার করা কত লোক মারা গিয়াছে—নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল :—

সন	হাজার করা
১৯২১	২·৪
১৯২২	২·৪
১৯২৩	২·৩
১৯২৪	২·৫
১৯২৫	২·৪
১৯২৬	২·৭

হিন্দু পিতার বর্ব্বরতা

কন্যা হত্যায় পুত্রের সাক্ষ্য

পিতা ছয় বৎসর বয়স্কা দুহিতাকে অনাবশ্যক ভার বিধায় হত্যা করার দরুণ এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারপতি কিং এবং স্তর গ্রিমউড কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, যুক্ত-প্রদেশে মৌপুরী জেলায় পান্নালাল (আসামী) কৃষকের কাজ করিত। ৪৬ বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার তাহার স্ত্রী মারা যায়। এই সময় তাহার একটি ছেলে ও একটি মেয়ে ছিল। ছেলেটির বয়স ১০ বৎসর এবং মেয়েটির বয়স ৬ বৎসর। জীবিকা নির্ব্বাহের কোন সংস্থান না থাকার দরুণ সে দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত। এক দিবস সন্ধ্যায় তাহারা এক বনে বিশ্রাম করিতেছিল। এই সময় আসামী মেয়েটিকে নির্দ্দয় ভাবে প্রহার করিতে থাকে। মেয়েটির নাম রামকাতুরিয়া। আসামী এরূপ নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতেছিল যে, মেয়েটির ভ্রাতা ভরত পর্য্যন্ত তাহাকে প্রহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করে। ভরত ইহা বলিতে থাকে যে, এমন কি যদি তাহারা একটি চাপাতি পায় তাহা হইলে অর্দ্ধেক সে এবং তাহার বোনটি খাইবে এবং বাকী অর্দ্ধেক পিতাকে দিবে। ইহাতেও দুর্ব্বৃত্তের প্রাণে একটুও দয়া হয় না। ফলে বালিকাটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায় এবং অজস্র রক্ত বমন করিতে থাকে। বালিকাটিকে তদবস্থায় রাখিয়া পান্নালাল ছেলের সহিত পুনরায় ভ্রমণ করিতে থাকে। অল্পক্ষণ পরেই তাহারা নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে যাইয়া দূর-সম্পর্কীয়া এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার কিছুক্ষণ পরেই সংবাদ পাওয়া যায় যে, গ্রাম্য চৌকীদার একটি অজ্ঞান বালিকাকে দ্বারে দ্বারে নিয়া তাহার পিতামাতার সন্ধান নিতেছে। ভরত তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারে যে, বালিকাটি তাহার হতভাগিনী বোনেরই হইবে এবং পিতাকে এই কথা বলে, কিন্তু পিতা তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে বলে। গভীর রাত্রিতে পিতা পুত্রকে লইয়া গ্রাম হইতে পলায়ন করে, অতঃপর রামকাতুরী কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞানলাভ করে এবং চৌকীদার ও অন্যান্যের নিকট নিষ্ঠুর পিতার কার্য্যের বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করে। ইহার পর পান্নালালের খোঁজ চলিতে থাকে ও পরে সে গ্রেপ্তার হয়। বিচার কালীন ছেলে পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। সে নিষ্ঠুর পিতার কার্য্যকে কিছুতেই ... করিতে পারে নাই।

ক্ষয়-রোগের বিস্তার

ডাঃ ঘোষের বক্তৃতা

বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিকাল ওয়ার্কসের জীবতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ এইচ, ঘোষ গত বুধবার দিন রোটারী ক্লাবে "ক্ষয় রোগে বংশ গত প্রভাব" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। নিম্নে তাহার সারাংশ দেওয়া হইল,—ক্ষয় (টিউবারকিউলেসিস্) রোগের কারণের সহিত দেশবাসীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে শুধু বৈজ্ঞানিক নয় দেশের সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণকামী মাত্রেরই এ বিষয়ে সকল তথ্য জানিয়া রাখা প্রয়োজন। পৃথিবীর বহু বড় বড় বৈজ্ঞানিক গত ৫০ বৎসরকাল এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছেন। প্রতীকারের কোন বিশেষ উপায় না থাকায় সকল দেশের বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক কর্ম্মিগণ ইহা নিবারণের ও শোধনের উপরই বিশেষ জোর দিতেছেন। কিন্তু কিভাবে এই রোগের বীজাণু অঙ্গদেহে সংক্রমিত হয়, তাহা না জানিলে রোগ নিবারণ অসম্ভব। টিউবারকিউলেসিস্ রোগের প্রসারে বংশগত প্রভাব সম্বন্ধে গত ৩৪ বৎসরে যে গবেষণা হইয়াছে, সেই বিষয়ে আমরা আজ আলোচনা করিব। ৪৭ বৎসর পূর্ব্বে রবার্ট কুক যখন টিউবারকিউলেসিসের বীজাণু আবিষ্কার করেন, তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধারণের বিশ্বাস ছিল, এই রোগ বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়। এই রোগাক্রান্ত জনক-জননীর সন্তানগণও যেভাবে আক্রান্ত হয়, তাহাতে এরূপ বিশ্বাস করা স্বাভাবিক। বীজাণু আবিষ্কৃত হওয়ার পর আর এই বিশ্বাস বিজ্ঞান-সম্মত হইতে পারে না। এখন চিকিৎসকদের ধারণা এই যে, জন্মের পর ঘরের দূষিত হাওয়া ও ধূলা নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করায় অথবা স্পৃষ্ট খাদ্য আহার করায় ক্ষয়-রোগাক্রান্ত জনক-জননীর সন্তানেরা রোগাক্রান্ত হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের নিকট ইহাতেই সন্দেহের অবসান হয় না। রোগাক্রান্তা জননীর সন্তানের ধীরে ধীরে ওজন হ্রাস পায় এবং অবশেষে বাহিক কোন কারণ না থাকাতেও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমনও দেখা গিয়াছে, রোগাক্রান্তা জননীর নিকট হইতে সন্তানকে সযত্নে দূরে রাখিবার পর সে অবশেষে একদিন ক্ষয়-রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার পরও কি ভাবে রোগ সংক্রমিত হইল তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। তার পরে থুথু ও অন্যান্য জলীয় পদার্থের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ক্ষয়-রোগের বীজাণু আছে। ইহার পরে আজ আর তিল মাত্র সংশয় নাই যে, ক্ষয়-রোগে বংশগত প্রভাব খুবই বেশী, এক্ষণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ করা যায়। এই আবিষ্কারে ক্ষয়-রোগের গবেষণা ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসিয়াছে এবং যাহা পূর্ব্বে দুর্ব্বোধ্য ছিল, তাহা আর বুঝিতে কষ্ট হয় না। এই নূতন আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আপনাদের নিকট মন্দ লাগিবে না। রবার্ট কুক ক্ষয়-রোগের যে বীজাণুর বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় এবং যে পদার্থের মধ্যে এই বীজাণু থাকে তাহা জন্তু দেহে প্রবেশ করাইলে সংক্রমিত হয়। ১৯১০ সালে ম্যিও ডি-জেনিরোর জনৈক গবেষক কর্ত্তা পুঁজ, থুথু প্রভৃতি জলীয় পদার্থের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক বীজাণু পান। ইহা অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখা যায় না, বার্কফিল্ড অথবা পাস্তুর চেম্বারলেনের ফিল্টারের ফিল্টার করিয়া পাওয়া যায়। এই ফিল্টারের ভিতর দিয়া কোন আণুবীক্ষণিক পদার্থ যাইতে পারে না। এই ফিল্টার করা পদার্থ জন্তু দেহে ইন্জেক্শন করিয়া ঐ জন্তু আক্রান্ত হয়। তখন তাহা প্লীহা, ফুস্ফুস্ অথবা লসিকাবাহী নাড়ীতে যে বীজাণু পাওয়া যায়, তাহা অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে দেখা যায়। কর্ত্তার এই আবিষ্কার সম্বন্ধে এযাবৎ আর কেহ গবেষণা করেন নাই। তারপর ১৯২২ সালে ভণ্ড্রিয়ার নামক জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া কর্ত্তার তথ্য সমর্থন করেন। আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ গবেষণার পর এখন সকলেই কৃত-নিশ্চয় হইয়া এই আণুবীক্ষণিক বীজাণু-অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের নিজেদের গবেষণাগারে কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া আমরাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। এই আবিষ্কার অনুযায়ী জন্তু-দেহে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, সম্ভবতঃ গর্ভস্থ ফুলের ভিতর দিয়া ইহা মাতার দেহ হইতে ভ্রূণদেহে সংক্রমিত হয়। বর্ত্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ষয়রোগ বিশেষজ্ঞ কামেৎ রোগাক্রান্ত জননীর গর্ভস্থ ভ্রূণ জন্মমাত্র মৃত সন্তান এবং জন্মের সপ্তাহ মধ্যে মৃত সন্তানের শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া পক্কাশয়ের লসিকাবাহী নাড়ীর মধ্যে ক্ষয়রোগের বীজাণু পাইয়াছেন। কয়েকটির দেহে কোন বীজাণু পাওয়া না গেলেও তাহার প্লীহা বা পক্কাশয়ের লসিকাবাহী নাড়ী জাল পাকাইয়া, তাহা ফিল্টার করিয়া জীবাণু বিহীন ফিল্টার করা পদার্থ গিনিপিগের দেহে ইন্জেকশন করিয়া ক্ষয়রোগ সংক্রমণের চিহ্ন পাইয়াছেন। সুতরাং কামেতের মত এই যে, অতি আণুবীক্ষণিক পদার্থ ক্ষয় রোগাক্রান্তা জননী-দেহ হইতে গর্ভ ফুল দিয়া শিশুদেহে সংক্রমিত হয় এবং বিলম্বেই হউক, অথবা শীঘ্রই হউক শিশু ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু এই রোগ সংক্রমণ সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আরও অনেক তথ্য বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারা গেলেও, রোগ নিবারণ এবং শোধন-সমস্যা তেমন জটিলই আছে। অবশ্য বিবাহ দ্বারা এই রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা না থাকিলেও, রোগাক্রান্তা নারীর সন্তানদেহে উহা সংক্রামিত হইতে পারে। এমন কি অনেক সময় বাহিরে নারীর রোগ লক্ষণ প্রকাশ না পাইলেও, এই রোগ দেহে অনেক সময় বহুদিন গুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া অনেক পরে প্রকাশ পায়। এখন পর্য্যন্ত ইহার প্রতীকারের কোন উপায় না থাকিলেও যথাসাধ্য রোগ নিবারণ করিতেই আমাদের সচেষ্ট হওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।

হুইট্‌লী কমিশনের কার্য্য

দিল্লী হইতে আজমীর যাত্রা

হুইটলী কমিশন ৪ঠা নভেম্বর দিল্লীতে স্বাস্থ্য-বিভাগের সরকারী ডাইরেক্টার মেজর ওয়েব প্রিষ্টিং ও রেলওয়ে বিভাগের কন্ট্রোলার মিঃ কুমের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী ১০ই নভেম্বর কমিশন আজমীরে গমন করিবেন। পরদিন তাঁহারা বি, বি, ও সি, আই, রেলের কারখানা এবং নিউ উইভিং ও ট্রেডিং কোম্পানীর কারখানা পরিদর্শন করিয়া রেলওয়ে কর্ম্মচারী-সঙ্ঘের জেনারল সেক্রেটারী এবং রেলওয়ে সমূহের দুইজন প্রতিনিধির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

হিন্দু গুণ্ডার নাবালিকা-পূজা

দুইজন গ্রেপ্তার একজন ফেরার

মুন্সী সদরুদ্দীন লেনের রামলক্ষণ, কাহারের নাবালিকা পত্নীকে স্বামীর হিফাজত হইতে হরণ করার অভিযোগে বেরিয়া ও মাটকোরী কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, প্রথম আসামী বালিকাকে হরণ করিয়া দ্বিতীয় আসামীর হস্তে প্রদান করে। সে পুনরায় উক্ত বালিকাকে ভোলাকাহার নামক জনৈক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করে। ভোলা ফেরার হইয়াছে। তাহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করা হইয়াছে। মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

চট্টলে যুব-জাগরণ

সভাপতির হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা

২৯শে অক্টোবর মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় মুসলিম হলে, বিভাগীয় কমিশনার খান বাহাদুর মওলবী আবদুল মুমিন সাহেবের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম মুসলিম যুবকদিগের শারীরিক ব্যায়াম চর্চা ও সাহিত্যানুশীলনের জন্য চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় মুসলিম যুবক-সমিতি গঠনের প্রচেষ্টায় এক মহতী জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় সমবেত ত্রি-সহস্রাধিক লোকের মধ্যে সহরবাসী বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি, উকীল, মোক্তার, হাকিম, সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। যথানিয়মে সমিতির গঠনমূলক কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে চট্টগ্রামের প্রধান ব্যবসায়াজীব খান বাহাদুর মওলবী সৈয়দ মকবুল হোসেন সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বি, এ, পরীক্ষার্থী সৈয়দ ইস্কান্দর আওরঙ্গজেব শারীরিক ব্যায়াম চর্চা সম্বন্ধে অত্যদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করতঃ সমবেত জনমণ্ডলীকে আনন্দিত করেন। অতঃপর সভাপতি সাহেব সমবেত জন-মণ্ডলীকে বিশেষ করিয়া যুবগণকে লক্ষ্য করতঃ তাঁহাদের ভিতরে যাহাতে সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্ব-প্রেমের উন্মেষ হয়, তজ্জন্য উর্দ্দু ভাষায় উদ্বোধন-মূলক এক অতীব হৃদয়গ্রাহী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

মগরেবী

ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ

আফ্রিকায় পুনর্যাত্রার আয়োজন

সম্রাটের পীড়ার জন্য যুবরাজ প্রিন্স-অভ্-ওয়েল্‌সের আফ্রিকা ভ্রমণে যে বাধা পড়িয়াছিল, এক্ষণে বলা যায়, তিনি তাহার সংশোধন করিবেন এবং যেখান হইতে তাঁহার ভ্রমণ বন্ধ করিয়াছিলেন, সেইখান হইতে পুনরারম্ভ করিবেন। এক্ষণে যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে যুবরাজ ৩রা জানুয়ারী তারিখে কেপ্‌টাউনে যাত্রা করিবেন এবং তথা হইতে মৃগয়ায় গমন করিবেন। তিনি এপ্রিল মাস নাগাদ ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ইটালী ও সার্ব্বিয়া

মনোমালিন্যের আশঙ্কা

বেলগ্রেডের কোনও প্রসিদ্ধ হোটেলে ইটালীর বিমান বিভাগের কর্ণেল গ্যাসোনার সহিত সার্ব্বিয়ার জনৈক অধিবাসীর বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তিকে আঘাত করে, ফলে শেষোক্ত ব্যক্তিও গ্যাসোনার মুখ-মণ্ডলে আঘাত করিয়া উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ইটালীর দূত গ্যালী ঐ সম্পর্কে সার্ব্বিয়ার পররাষ্ট্র-সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনায় উক্ত দেশের মধ্যে মনোমালিন্য আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

বিলাতে স্কাউট জাম্বুরী

অর্দ্ধ লক্ষ প্রতিনিধি

গত জুলাই মাসে বার্কেনহেডের য়্যারো পার্কে যে আন্তর্জ্জাতিক স্কাউট জাম্বুরী হয়, তাহাতে যোগদান করিবার জন্য মিঃ জ, জি, টি থণ্ডডাকাস মাদ্রাজের স্কাউট দলসহ ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে জাম্বুরী পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই একটা বড় ঘটনা। এই অনুষ্ঠানে ৭২টি দেশের ৪৫টি বিভিন্ন জাতির ৫০ হাজার স্কাউট যোগদান করিয়াছিল। ইহার একটা আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব আছে। ইহা একটা দর্শন যোগ্য ব্যাপার হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে ৯ রকম ভাষা-ভাষী ১০৮ জন বয় স্কাউট গিয়াছিল। মাদ্রাজের স্কাউটগণ অন্যান্য দেশের স্কাউটদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিল এবং স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপে রাখিবার জন্য তাহাদের নিকট হইতে অনেক জিনিষ কিনিয়াছিল ৪৫০ একর (১ একর প্রায় ৩ বিঘা) পরিমিত জায়গায় স্কাউটদের থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, মাদ্রাজের স্কাউটগণ তালপাতার ২টী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিল এবং উহা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। অপর স্কাউটগণ পাতাসমূহ স্মরণ চিহ্নরূপে লইয়া গিয়াছে। একখানি মার্কিন স্কাউট সাময়িক পত্র উক্ত কুটির দুইটির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সমগ্র স্কাউট শিবিরে নির্ম্মিত মনোহর সুদৃশ্য জিনিষ সমূহের মধ্যে কুটির দুইটী অন্যতম। জাম্বুরী কর্ত্তৃপক্ষ স্কাউটদের যে কোন সময়ে ধর্ম্ম উপাসনার জন্য ছোট ছোট বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শিবিরে একটা হাঁসপাতালও ছিল। অসুখ বা স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থার অভাব জন্য কাহারও মৃত্যু হয় নাই—কেবল একটি বয় স্কাউট "এপেণ্ডিসাইটিসে" মারা গিয়াছে, সে এই রোগ লইয়াই শিবিরে আসিয়াছিল। তাহাদের "ডেলীয়্যারো" নামে একখানি নিজস্ব সংবাদপত্র ছিল এবং প্রত্যহ প্রায় ৫০ হাজার খানা করিয়া উহা বিক্রীত হইত। স্কাউটগণের মধ্যে সুন্দর নিয়মানুবর্ত্তিতা ছিল। চীফ স্কাউটকে "লর্ড" উপাধি প্রদত্ত হইলে সকল স্কাউট ভাবিয়াছিল যে, উক্ত সম্মানে তাহারও অংশ আছে। চীফ স্কাউট মাটীতে একটি কুঠার প্রোথিত করেন; উহার অর্থ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিদ্বেষ ও হিংসার সমাধি হউক, তিনি প্রত্যেক দলের প্রধান স্কাউটকে একটী করিয়া স্বর্ণ-নির্ম্মিত তীর প্রদান করেন; উহা শান্তি ও সদিচ্ছার। প্রত্যেক স্কাউটের মধ্যে শৃঙ্খলা এত সুন্দর যে, প্রত্যেক জিনিসটী স্ব স্ব স্থানে ছিল। একমাত্র স্কাউট আন্দোলনই আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও সদিচ্ছা আনয়ন করিতে সক্ষম। যে সকল জাতি পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা আসিয়া একত্রে বাস করিয়াছে।

রুসে ধর্ম্মের উচ্ছেদ

('সময়' হইতে উদ্ধৃত)

কুসংস্কার ও অজ্ঞতার সমষ্টি হইতেছে ধর্ম্ম; এই বিবেচনায় রুষিয়ায় সকল ধর্ম্মের লোপ করা হইয়াছে। খৃষ্ট ধর্ম্মের চিহ্ন স্বরূপ বড়দিন বা খৃষ্টের জন্মদিন, গুড ফ্রাইডে, ইত্যাদি অনেক দিন লোপ করা হইয়াছে। রবিবার খৃষ্ট ধর্ম্মের স্যাবাথ ডে বা বিশ্রাম বার, ঐ দিন কোন বিষয় কর্ম্ম করিতে নাই, কেবল বিশ্রাম ও উপাসনা করিতে হয়, একারণে রবিবারকেও ছুটীর বার হিসাবে নষ্ট করা হইয়াছে। ঐ দিনও অন্য দিনের মত কাজ চলিবে। তবে সমুদয় কর্ম্মচারী ও শ্রমিকরা প্রতি ৭ দিনের কাজে দেড় দিন করিয়া ছুটী পাইবে। স্কুল প্রভৃতি সম্বন্ধেও ঐ বিধান করা হইয়াছে।

আগা খাঁর আশ্বাস-বাণী

ব্রহ্মের প্রতি সহানুভূতি

মাননীয় আগা খাঁ 'টাইমস্' পত্রে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ভারতের বড়লাট যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা যে ভারতের সহিত বৃটিশের ঘনিষ্ট যোগের অবশ্যম্ভাবী ফল, ইহা চিন্তাশীল ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই বলিবেন। তাঁহার ঘোষণায় বৃটিশ-নীতির চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে ভারতবাসীর সন্দেহ দূর হইয়াছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত শাসন-সংক্রান্ত আইনের হেতুবাদ ও তৎসংসৃষ্ট ঘোষণায় স্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে, ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন প্রবর্ত্তিত করা বৃটিশ-জাতির অভিপ্রায়, উহা একই রাজ-শক্তির অধীনে স্বরাজেরই নামান্তর। ঔপনিবেশিক শাসনাধিকার লাভ ভারতবাসীর একটী উচ্চকাঙ্ক্ষা এবং তাহা প্রাপ্তির জন্য অনেক কার্য্যকর সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। ভারতীয় নেতাদিগকে এক্ষণে সাহস, সহিষ্ণুতা ও উদারতা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং উচ্চশ্রেণীর বৃটিশ রাজনীতিকগণ তাঁহাদিগের প্রতি যে ব্যবহার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার যোগ্যতর পরিচয় দিতে হইবে। বৃটিশ ভারতের সহিত ভারতের রাজন্যগণের রাষ্ট্রের সম্বন্ধ যথারীতি স্থাপন করিতে বৃটিশের পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক। অতঃপর আগা খাঁ বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশকে বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহার সংশোধন আবশ্যক। যাহাতে ব্রহ্মদেশ বৃটিশ গণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ব্রহ্মদেশবাসী স্বদেশের শাসনকার্য্যে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ-হানি

রাজ-পুত্রের জীবন-রক্ষা

লণ্ডনের ৬ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ক্রয়ডন (লণ্ডনের প্রধান বিমান আড্ডা) হইতে আমষ্টার্ডম ও বার্লিনগামী একটী যাত্রীবাহী জার্ম্মাণ বিমানপোত মার্ডেন নামক স্থানে নীচে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। বিমানপোতের মধ্যে আগুণ লাগিয়া গিয়াছিল, পোতটি দগ্ধ হইতে হইতেই নীচে নামে। এই নিদারুণ দুর্ঘটনার ফলে ৬ জন যাত্রী পুড়িয়া মারা গিয়াছে। ২ জন যাত্রী কপালগুণে বাঁচিয়া গিয়াছেন—একজন হইতেছেন, স্কোয়ামবার্গের প্রিন্স আর্ণষ্ট এবং অপর জন হইতেছেন রাজকীয় নৌ-বাহিনীর কমাণ্ডার গ্লেন কিডষ্টোন। রাজপুত্র বিষমরূপে আহত হইয়াছেন, কমাণ্ডারের অল্প আঘাত লাগিয়াছে। এরূপ বিশ্বাস যে, গভীর কুয়াসার জন্য পোতটি একটি পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। যাত্রীরা পুড়িয়া মারা গিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আছেন—কলিকাতার পাটের ব্যবসায়ী মেসার্স জর্জ্জ হেণ্ডারসন এণ্ড কোম্পানীর ডাইরেক্টার মিঃ জে, টি, সি, মিলনে। তিনি এবং মিঃ এইচ, সি, গ্যাসপার (জর্জ্জ হেণ্ডারসন কোম্পানীর সহকারী) বার্লিনে যাইতেছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি বিবাহিত। গভীর কুয়াসার জন্য দুর্ঘটনার সময় কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। জনৈক মিস্ত্রী নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে কাজ করিতেছিল, সে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ এবং কিছু ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত আওয়াজ শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠে। সে দুর্ঘটনার স্থলে গিয়া দেখিতে পায় যে, একটি জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত দ্রব্য জ্বলিতেছে। বিমান পোতটী একটি পাহাড়ের উপরে গাছের আগায় ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া যায়। প্রিন্স আর্ণষ্ট অপূর্ব্ব ধৈর্য্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার মুখ এমনভাবে পুড়িয়া গিয়াছে যে, তাঁহাকে এক প্রকার চিনিতে পারাই মুস্কিল। তাঁহার পরিহিত পোষাক দগ্ধ হইয়া দেহের অনেকস্থল, হাত, পা পুড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি তিনি অবিচলিত চিত্তে উদ্বিগ্ন আত্মীয়দিগকে সংবাদ দানের জন্য টেলিফোন নম্বরগুলি বলিয়া যাইতে থাকেন। তিনি হাই তুলিতে তুলিতে বলেন, "আমি বিমান পোতের জানালা খুলিয়া ফেলি এবং হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া পড়ি।"

মশরেকী

জেরুজালেমে ধর্ষণ-নীতি

সংবাদ-পত্রের মুখ বন্ধ

জেরুজালেমের ৫ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, "ডাভার" নামক একটী হিব্রু দৈনিক কাগজ একটী সরকারী গুপ্ত দলিল প্রকাশ করিয়াছিল, এই জন্য কাগজের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত গুপ্ত দলীল হইতেছে পুলিশের "ব্ল্যাকলিষ্ট", (অর্থাৎ পুলিশ যে পুস্তকে রাষ্ট্রের বিরোধী অপরাধ-প্রবণ লোকদিগের তালিকা রাখে।)—এই তালিকায় আরবদিগের শ্রেষ্ঠতম ইমাম, মুস্‌লিম সুপ্রীম কাউন্সিলের সেক্রেটারি এবং ৭ জন কমিউনিষ্টের নাম ছিল।

ফলাস্তিনে "বৃটীশ বিচার"

মুসলমানের ফাঁসি

জেরুজালেমের ৬ই নভেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, সাফেদ নগরে দাঙ্গা বাধাইবার সম্পর্কে আর একজন আরবের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাহার ৩ জন সঙ্গী আসামীকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। হাইফা শহরের দাঙ্গা সম্পর্কে ৯ জন ইহুদীকে খুনের মামলায় অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গতকল্য রাত্রে পুরাতন শহরে ৩ জন ইহুদীর উপর মারপিট হইয়াছিল।

মিস্‌রী রাজনীতি

নির্ব্বাচন বর্জ্জনের সঙ্কল্প

মিসরের সম্বন্ধে ইংরাজরা যে নূতন সন্ধির প্রস্তাব দিয়াছেন, ওয়াফ্‌দ্ বা জাতীয় দল সে সম্বন্ধে কোন বিশেষ কথা বলিতেছেন না। ইহাতে লিবারাল দল মনে করিতেছেন যে, হয়ত জাতীয় দলের নেতা নাহাস্ পাশার সহিত স্যর পার্সি লোরেণের একটা রফা হইয়া গিয়াছে; সুতরাং তাঁহারা সাধারণ নির্ব্বাচনকে বর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। লিবারাল দলের নেতা হইলেন ভূতপূর্ব্ব প্রধান সচিব মুহাম্মদ মহ্‌মুদ পাশা।

চীনে খানা-জঙ্গী

কাই-শেকের বিরুদ্ধে অভিযান

শাঙ্গার আদর্শ শাসন কর্ত্তা জেনারেল ইয়েন-সি-শানের স্থানীয় প্রতিনিধি এইরূপ সংবাদ রটনা করিয়াছিল যে, জেনারেল ফেঙ্গী-উ-সিয়াং বন্দী হইয়াছেন। সম্প্রতি এই খবর মিথ্যা ও অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। একদল বিদেশী সাংবাদিক শান্সীতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন যে, উক্ত জেনারেলদ্বয় পল্লীর নিভৃত কোণে নীরবে বাস করিতেছেন এবং যুদ্ধ চালনার ভার অধীনস্থ সেনানায়কগণের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই যুদ্ধের ফলে স্যানকিংএর শান্তি নষ্ট হইয়াছে। জেনারেল ফেঙ্গী-উ-সি-য়াং ঘোষণা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু জেনেরেল ইয়েন-সি-শানের সহিত পরামর্শ করিয়া চ্যাং-কাই-শেকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হইয়াছেন।

জাপানে কম্যুনিষ্ট-দলন

আট শত পঁচিশ জন

বিগত ১৯২৮ সালের মার্চ্চ এবং ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে বহুসংখ্যক কম্যুনিষ্টকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছিল। সেই সময় গভর্ণমেণ্ট হইতে এইরূপ আদেশ প্রচার করা হইয়াছিল যে, উক্ত গ্রেফ্‌তার সম্পর্কীয় কোন সংবাদ যেন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশ করা না হয়। প্রাথমিক আদালতে ধৃত ব্যক্তিদিগের জবানবন্দী গ্রহণ শেষ হইয়াছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে সেই আদেশের প্রত্যাহার করিয়াছেন। এক্ষণে সরকারী ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সর্ব্বপ্রথমে ৮২৫ জন লোককে কম্যুনিষ্ট বলিয়া অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে, কম্যুনিষ্ট দলের সকল দলপতিকেই গ্রেফ্‌তার করিতে পারা গিয়াছে। তাহা হইলেও এখন পর্য্যন্ত কড়া পাহারা বজায় রাখা হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র-সচিব জনসাধারণের সতর্কতাসূচক ইশ্‌তাহার বাহির করিয়াছেন।

নাদিরের নব-ব্যবস্থা

শিক্ষার বিরাট আয়োজন

আফগানিস্তান হইতে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা খুব আশাপ্রদ। নাদির খাঁর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রথম ফরমানেই সামরিক এবং বে-সামরিক কর্ম্মচারীবর্গের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারিত করিয়াছেন। কর্ম্মচারীবর্গের যে সমস্ত নৈতিক অবনতির জন্য আমানুল্লার গবর্ণমেণ্টের পতন হইয়াছে, সেই সমস্ত কারণের বিষয়ে সতর্ক করিয়া অত্যন্ত কঠোর ভাবায় ফরমান জারি করা হইয়াছে। যে সমস্ত সম্পত্তি এতকাল রাজার নিজস্ব খরচের বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা নাদির খাঁর নব ব্যবস্থানুসারে রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোক্ত বিভাগ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি নূতন নিয়োগ হইয়াছে। গোলাম মুহাম্মদ খাঁ উত্তর বিভাগের প্রধান কর্ত্তা হইয়াছেন। কাবুলের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মুহাম্মদ খাঁ সরকারী কারখানা সমূহের ভার-প্রাপ্ত অফিসার হইয়াছেন। মুহাম্মদ মহ্‌সীন খাঁ আনানাখেলের প্রধান চিকিৎসক রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। আবদুল গফুর খাঁ বিচার-সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন। আফগানিস্তানের লোকদের বিশ্বাস এই যে, এই সমস্ত নিয়োগের দ্বারা দেশে নূতন ভাবের সৃষ্টি হইবে এবং শাসনকার্য্য নিপুণ ভাবে চলিবে। শিক্ষা বিভাগের পরিবর্ত্তন সাধন হইতেছে এবং শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কার্য্য-সূচী স্থির হইয়াছে। উচ্চ, মধ্য এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ নূতন ভাবে আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষিকার্য্য এবং টেলিগ্রাফ শিখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট স্কুল খুলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। সরকারী সংবাদসমূহ বলিতেছেন যে, চারুকলা শিক্ষা দেওয়া বিষয়েও গবর্ণমেণ্ট খুব উৎসাহ দিতেছেন। কাবুলের যুবকগণ জাতীয় সাহায্য কমিটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া নূতন গবর্ণমেণ্টের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় আছেন।

কারা-সংস্কার অত্যাবশ্যক

তদন্ত-সমিতির রিপোর্ট

ইতঃপূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার কয়েদীদিগের অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য এক কমিটী গঠিত হইয়াছিল; সম্প্রতি এই কমিটী তাঁহাদিগের তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। কমিটীর মতে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে পূর্ব্ব অবস্থা ও জীবন-যাত্রা-প্রণালী অনুসারে কয়েদীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা সমীচীন। পূর্ব্বে যাহাদিগের জীবন-যাত্রা-প্রণালী উচ্চধরণের ছিল, তাহাদিগকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা কর্ত্তব্য। য়ুরোপীয় কয়েদীদিগের জন্য যে প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, তাহাদিগকেও সেই প্রকার খাদ্যদ্রব্য দিতে হইবে। সরকারের ব্যয়ে এই শ্রেণীর কয়েদীরা যাহাতে সংবাদপত্র, পুস্তক, সাময়িক পত্রিকা প্রভৃতি পড়িতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অপর দুই শ্রেণীর কয়েদীদিগের জন্যও তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ভাল খাদ্য, পোষাক ও বিছানার ব্যবস্থা করিতে সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে যে সকল কয়েদী লিখিতে পড়িতে জানে, তাহাদিগকেও সংবাদপত্র দিতে বলা হইয়াছে। কমিটীর মতে য়ুরোপীয়ান কয়েদীদিগের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে, সেই সমস্ত অনাবশ্যক। সেই গুলিকে তুলিয়া দিলেই ভাল হয়। কয়েদীদিগকে তেলের ঘানিতে দেওয়ার যে নিয়ম আছে, তাহা অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে তাহাদিগের স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি হয়। ফরিদপুর জেলে কয়েদীদিগের অবস্থিতির জন্য যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির আছে, সেগুলি অত্যন্ত খারাপ। এই সমস্ত কুটীর একদিকে যেমন খুবই ক্ষুদ্র, অন্যদিকে তেমনি আবার জানালা-শূন্য। এই সমস্তের সহিত মল-মূত্রাদি ত্যাগের কোন স্থান নাই। একজন লোক কোন রকমে থাকিতে পারে, সেই ধরণের ক্ষুদ্র কুটিরের আবার একদিকে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিবার জন্য রাত্রিতে একটা পাত্র রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহা বিশেষ আপত্তিজনক ও অস্বাস্থ্যকর। অবিলম্বে সমস্ত জেলেরই এই ধরণের ক্ষুদ্র কুটিরগুলির উন্নতিবিধান করা কর্ত্তব্য। কয়েদীদিগের নিকট হইতে বিচারার্থী আসামীদিগকে পৃথকভাবে রাখা কর্ত্তব্য বলিয়াও কমিটী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েদীদিগকে যখন এক স্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহাদিগের হাতে দড়ি, শিকল কিম্বা হাতকড়ি লাগাইবার যে ব্যবস্থা আছে, কয়েদীদিগের সামাজিক পদ-মর্য্যাদা, শিক্ষা, চরিত্র প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে তাহার লোপ সাধন করা কর্ত্তব্য। বিচারার্থী আসামীদিগকে কয়েদী পাহারাওয়ালার তত্ত্বাবধানে না রাখিয়া বেতনভুক গার্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা কর্ত্তব্য।

লোক ধৃত, কতক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল, গাজী হবিবুল্লা পলায়ন করিলেন। তাঁহার প্রধান সহায় তদীয় ও ভূতপূর্ব্ব প্রধান সেনাপতি সৈয়দ হোসেন মাজার-ই-শরীফের গবর্ণরী পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

নাদিরের নৃশংসতা।—সৈয়দ হুসেন এবং গাজী পলায়ন করিলেন, কিন্তু অচিরে ধৃত হইয়া বা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া কাবুলে আনীত হইলেন, জেনারেল নাদির খাঁ প্রথমে গাজী ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের প্রতি বেশ সদ্ব্যবহার করিলেন; আতিথ্য সৎকার করিলেন, পরে হঠাৎ একদিন তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া হত্যা (শহীদ) করিলেন। নাদির খাঁর এ কাজটা ইস্‌লাম ধর্ম্ম-বিদ্বেষী স্বেচ্ছাচারী মুস্তফা কালাম পাশার কার্য্যের অনুরূপই হইল। কামাল পাশাও তাঁহার সমতুল্য বা তদপেক্ষাও উচ্চ পদস্থ ১৭।১৮ জন প্রধান প্রধান তুর্কী নেতাকে এই অপরাধে (?) ফাঁসী দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কামাল পাশাকে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। যে ইউরোপের পদানুসরণ করিয়া কামাল পাশা ইস্‌লামের ভিত্তিমূল খুঁড়িয়া ফেলিতেছেন, সে ইউরোপের কোনও শক্তি বা গণতন্ত্র এইরূপ অপরাধে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করেন না; কারাদণ্ড বা বেশী হইলে নির্ব্বাসন দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় হইয়াছে। নাদির খাঁ একজন বিখ্যাত বীরপুরুষ; গাজী হবিবুল্লাহ ও তাঁহার দলস্থ প্রধান প্রধান লোকদিগকে তিনি মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া অতীব নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছেন। গাজী একজন খাঁটি ও খোদাভক্ত মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট ছিল; কিম্বা আফগানিস্তান হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেই চলিত। গাজী, নাদির খাঁর পরিবার-বর্গের প্রতি কোনও অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া এ যাবৎ শুনা যায় নাই; আশ্রয় প্রার্থীকে বা অতিথিকে হত্যা করা—বীর পুরুষকে হত্যা করা, বীর পুরুষের কার্য্য নহে—কাপুরুষের কার্য্য। তিনি যেরূপ ভগ্ন-দেহ, তাহাতে বেশী দিন বাঁচিবার আশা কম; জীবনের শেষ ভাগে এরূপ একটা নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। তাঁহার এখন ইউরোপে বাস করার উদ্দেশ্যও রক্ষিত হয় নাই। আমরা শহীদদিগের পারলৌকিক মঙ্গল কামনা করিতেছি।

মানুষের অধিকার।—গত ৫ই নবেম্বর পাঞ্জাবের রোটক মিউনিসিপ্যালিটির এক সাধারণ সভায় স্থির হইয়াছে, জনসাধারণের জন্য প্রস্তুত কূপগুলি অনুন্নত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ব্যবহার করিতে পারিবেন। মিউনিসিপ্যালিটী অফিসের দ্বারদেশে অনুন্নত শ্রেণীর বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটীর সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া শোভাযাত্রা করিয়া শহরের রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং এক সভা করিয়া মিউনিসিপ্যালিটীকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। পাঞ্জাবের রোটক জেলায় মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আজ হিন্দুর একচেটিয়া অধিকার নষ্ট করিয়া তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটি দখল করিয়া বসিয়াছেন। রোটক মিউনিসিপ্যালিটিতে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকা কালীন কিরূপে তাঁহারা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে আল্লার দেওয়া কূপের পানি হইতে বঞ্চিত করিয়া পশুত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, উপরের ঘটনা হইতেই তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। সোজা কথায় বলিতে গেলে, এতদিন "উচ্চ শ্রেণীর" হিন্দুরাই কূপের নির্ম্মল পানি একচ্ছত্র ভাবে ব্যবহার করিয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাস্থ্য উপভোগ করিতেন, আর লক্ষ লক্ষ "নিম্নশ্রেণীর" হিন্দু হাজা মজা পুকুর, পগাড়, ডোবা, খন্দক বা খাল-বিলের পানি পান করিয়া কলেরা, জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতেন। স্বজাতীয় ও স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত কোটি কোটি নরনারীকে আজ যারা মানবের সাধারণ অধিকার হইতেও এরূপ বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তারা কোন্ মুখে "স্বরাজ" "স্বাধীনতা" বলিয়া চীৎকার করে, আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। যে ধর্ম্ম এরূপ সৃষ্টিছাড়া সঙ্কীর্ণ-নীতি প্রচার করে, তাহা কোন্ বুকে অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে শুদ্ধির জালে আবদ্ধ করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চায়, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। অগ্রে নিজে মানুষ না হইয়া মানুষের সমাজে স্থান লাভ করিবার প্রয়াস আর বামনের চাঁদ ধরিবার দুরাশা—দুই-ই প্রায় এক বস্তু।

বাজারীর বুকের পাটা।—গোলদীঘির বাজারী পত্রিকার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় গত সপ্তাহে দিয়া রাখিয়াছি। বর্ত্তমান সপ্তাহে বাজারী পুনরায় লিখিতেছে—"লাহোরের 'তবলীগ সোসাইটীর' এফ, কে, খাঁ নামক একজন মুসলমান 'ভগবদ্গীতার' একখানি সমালোচনা পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন যে, ভগবদ গীতা Immoral Book অর্থাৎ দুর্নীতি-পূর্ণ গ্রন্থ। একজন মুসলমান ভগবদ্গীতার সম্বন্ধে কি লিখিল না লিখিল তাহাতে কিছু আসে যায় না, হিন্দুরা তাহা গ্রাহ্যও করিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি কোন হিন্দু লেখক কোরাণ সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিত, তাহা হইলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুসলমানেরা হৈ চৈ বাধাইয়া দিত না কি? লেখকের নামে আদালতে মোকদ্দমা হইত, হয়ত কোন মুসলমান লেখককে খুন করিয়া 'শহিদও' হইত ইহা যে কল্পনা নয়, রঙ্গিলা-রসুলের গ্রন্থকার মহাশয় রাজপালের হত্যাকাণ্ডই তাহার প্রমাণ।" ভগবদ্ গীতার সমালোচক মিঃ এফ, কে খাঁর প্রতি হিন্দু ক্ষাত্রবীরদিগকে কিরূপ কৌশলে ক্ষেপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সুচতুর পাঠক পাঠিকা লেখার ভাব ও ভাষা হইতেই তাহা অনুধাবন করিতে পারিবেন। এ ক্ষেত্রে বাজারীকে আমরা ইহাও বলিয়া রাখিতে চাই যে, কোরাণকে "দুর্নীতি-পূর্ণ-গ্রন্থ" বলিবার মত ক্ষমতা জগতের কোন মানুষ ত দূরের কথা, দেবতারও নাই। কোরাণের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন জায়গায় Immoralityর নাম গন্ধও নাই—পক্ষান্তরে, তাহা আল্লার শাশ্বত বাণী; সুতরাং পবিত্রতার খনি স্বরূপ কোরাণের সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গ খোঁজ না রাখিয়া এত বড় কথা বলিবার মত সাহস বাজারীর কিরূপে হইল?

জেল-তদন্ত।—ফরিদপুর জেলের কয়েদীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে কিছুদিন পূর্ব্বে একটী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। উক্ত কমিটী তাঁহাদের তদন্তের ফলাফল সম্বন্ধে যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তার সংক্ষিপ্ত-সার 'মুল্‌কী' কলামে প্রকাশিত হইল। ফরিদপুর জেলের কয়েদীদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কমিটি যে সমস্ত কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তাহা যে বাঙ্গলা, আসাম তথা সমগ্র ভারতের কয়েদ-খানা সম্বন্ধেই খাটিয়া যায়, সেকথা জোর করিয়াই বলিতে পারি। যাহারা অপরাধ করে, তাহাদের সাজা হউক, উহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে, সাজা অর্থে যদি স্বাস্থ্য নাশ, ধর্ম্ম-নাশ ও জীবন-নাশ বুঝায়, তবে তার প্রতিবাদ না করিয়া পারি না। ভারতীয় কালা-আদমীদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিকেও গ্রহ-বৈগুণ্যে কারাবরণ করিতে হইলে, তাঁহাকেও সাধারণ চোর ডাকাতদের ন্যায় নিকৃষ্ট খাদ্য, নোংরা শয্যা ও জঘন্যতম ব্যবহার দিন রাত লাভ করিতে হয়। যে ব্যক্তি জীবনে কোন দিন অর্দ্ধ-সিদ্ধ কচু শাক অথবা অর্দ্ধেক ধান মিশ্রিত লবশী (আসামে 'মাড়ী') খান নাই, তাঁহাকে তাহা খাইতে বাধ্য করিলে স্বাস্থ্য কিরূপে অটুট থাকিতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অথচ, কালা আদমীর মোটর ড্রাইভার যোন যদি গরু চুরি করিয়াও জেলে পড়ে, তবে, তার জন্য এমন ভাবের খাদ্যের ব্যবস্থা হইবে, যাহা জেলের বাহিরে কখনো হয়ত তার নসীব হয় নাই। ফরিদপুরের জেল তদন্ত-সমিতি কয়েদীদের রসদ সম্বন্ধে কোন কথা জন-সাধারণে প্রকাশ করেন নাই। জেলের সশ্রম কয়েদীদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ছটাক এবং বিনাশ্রমদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ ছটাক করিয়া চাউল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ছয় ছটাক চাউলে যোল ছটাক ভাত হয়। কিন্তু, আমরা বহুবার ভাত ওজন করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহা এগার বা বার ছটাকের বেশী হয় না। জেলের উৎপন্ন কপি, শালগম, গাজর, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি যখন পাকিয়া অখাদ্য হইয়া যায়, তখনই তাহা হতভাগ্য কয়েদীদিগকে খাইতে দেওয়া হয়;—এর পূর্ব্বে নহে।

গলৎ অফুরন্ত।—কয়েদীদের পেশাব-পায়খানার যে ব্যবস্থা আছে তাহা স্মরণ করিলে এখনো শরীর শিহরিয়া উঠে। বর্ত্তমান মন্তব্যের লেখক সিলেট জেলে প্রবেশ করিয়া যে অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, তাহা লিখিতে গেলে বিরাট গ্রন্থে পরিণত হয়। লেখককে একমাত্র রাজনৈতিক কয়েদী হিসাবে আড়াই মাস কাল সিলেট জেলের সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে থাকিতে হয়। ওয়ার্ডের সম্মুখে বিস্তৃত ময়দানে বড় বড় পিপা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কয়েদীরা একসঙ্গে চার পাঁচ জন মিলিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় সেই 'টবের' ভিতর পেশাব করিয়া উষ্ট্র, খচ্চর, ঘোড়া বা বলিবর্দ্দ-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে। পয়লা দিন পেশাবের হাজত হইলে লেখকের জন্যও সেই সনাতন পন্থারই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু লেখক তাহাতে রাজী হওয়ার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয়ঃ মনে করায় বাধ্য হইয়াই নর্দ্দমায় পেশাব করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রিতে ওয়ার্ডের ভিতরে মল-মূত্র ত্যাগের যে বন্দোবস্ত আছে, তাহাও একান্ত বর্ব্বরজনোচিত। একটা সুপরিচালিত গবর্ণমেণ্ট এরূপ জঘন্য ব্যবস্থা করিয়া কিরূপে যে সভ্যতা এবং সুবিচারের নামে বড়াই করেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। রাত্রিতে কোন লোকের পায়খানার হাজত হইলে, পরদিন তাহাকে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া কাজ করিতে হয়! মার-ধর ও জুলুম-বাজীর যে সব নারকীয় অভিনয় দিনরাত চলিয়া থাকে, তদন্ত-সমিতি সে সম্বন্ধেও কোন উচ্চ-বাচ্য করেন নাই। কয়েদীদের মধ্যেই একদল লোক কর্ত্তৃপক্ষের 'নেক নজর' লাভ করিবার অভিপ্রায়ে অপর কয়েদীকে মার-ধর করিয়া "কাজ আদায়" করিয়া থাকে। ইহারা কালা পাগড়ী লাল-পাগড়ী, মেঠ, সর্দ্দার প্রভৃতি উপাধি লাভ করিয়া জেলের খান সাহেব, খান বাহাদুর ও নবাব বাহাদুরের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। ফরিদপুর জেল-তদন্ত সমিতির সদস্যগণ সকলেই হিন্দু বলিয়া আর একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। 'জেল-কোডে' কয়েদীদের নমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্য পালনের ব্যবস্থা থাকিলেও অনেক সময়ই তাহাতে বাধা প্রদত্ত হইয়া থাকে।

সাড়া দাও

—০:*:০—

বিলাতের বর্ত্তমান শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি অর্দ্ধ-স্বাধীন দেশের মত পূর্ণ-পরাধীন ভারতবর্ষকেও স্বায়ত্ত-শাসন দান করিতে ইচ্ছুক বলিয়া বড়লাট আরউইন সেদিন যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। বড়লাটের এই ঘোষণাকে অনেকে অনেক ভাবেই গ্রহণ করিয়া তার বিভিন্ন বিপরীত মুখী অর্থ ও ব্যাখ্যা দান করিতেছেন। কেহ, ইহাকে "পূর্ণ স্বাধীনতা" ব্যর্থ করিবার একটা মস্তবড় চালবাজী, আর কেহ বা ইহাকে শ্রমিক সরকারের সুবুদ্ধি ও জনমতের জয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ত্রিংশ প্রতিনিধিকে আগামী মে বা জুন মাসে বিলাতে আমন্ত্রণ করিয়া মিঃ রামজে মেক্‌ডোনাল্ড ও তাঁহার মন্ত্রী-সভা যে গোল-টেবিলের বৈঠক বসাইতে চাহিতেছেন, তাহাতেও কিছু কিছু মত-বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মিঃ সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি হঠাৎ-নেতাগণ এই আমন্ত্রণকে অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিলেও ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিক মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ এই আহ্বানে উপযুক্তরূপে সাড়া দিতে চাহিতেছেন। মিঃ জিন্নার নিজের ভাষায় বলিতে গেলে, বলিতে হয়—It undoubtedly opens up for political India an avenue for honourable co operation and to take a real hand in the moulding and framing of the future constitution of our country.

এই অধিবেশন যাতে বিলম্ব ব্যতিরেকে আহূত হয়, সেজন্য মিঃ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ড ও ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, Many a good action in lost by procrastination—অর্থাৎ বিলম্ব করিলে দুনিয়ার অধিকাংশ ভাল কাজই বরবাদ হইয়া যায়। লাট সাহেবের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই দিল্লীতে যে নেতৃ-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতেও একমাত্র বাংলার সুভাষ বসু ব্যতীত স্বরাজী, অ-স্বরাজী, সহযোগী, অ-সহযোগী, স্বাধীন, পূর্ণ-স্বাধীন, উদার-নৈতিক, অনুদার নৈতিক, স্বাদেশিক, সরকার-প্রেমিক প্রভৃতি সর্ব্বমত ও সর্ব্বদলের নেতাগণই গোল-টেবিলের বৈঠকে যোগদানের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু মৌখিক অভিমত নয়—এই মর্ম্মে সকলের স্বাক্ষর-সমন্বিত একখানা Manifesto বা ঘোষণা-পত্রও প্রচার করিয়াছেন। গত কলিকাতা কংগ্রেসে—১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী 'পূর্ণ স্বাধীনতা' ঘোষণা করিবার অঙ্গীকারে প্রস্তাব পাস করিয়া আজ যাঁরা চারিদিক ধুঁয়াটে দেখিতেছেন, তাঁরা যেমন প্রধান মন্ত্রীর এই আহ্বানকে বেহেশ্‌তের দান বলিয়া দুই হাতে লুফিয়া লইতে ছুটিয়াছেন, তেমনি, যাঁরা শান্তির সঙ্গে ধীর পদ-বিক্ষেপে রাজনৈতিক অধিকার-রূপ সোপানে পা রাখিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহিতেছেন, তাঁরাও ইহাকে এক মস্ত বড় সুযোগ মনে করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। সেই জন্য মিঃ গান্ধি হইতে আরম্ভ করিয়া তেজ বাহাদুর সপ্রু পর্য্যন্ত সকলেই ইহাতে সাগ্রহে সম্মতি দান করিয়াছেন।

বড় লাটের ঘোষণার দিন হইতে অদ্যাবধি সকল হট্ট-গোলের মধ্যে দুইটি জিনিষই যেন আমাদের মতে সকলের উপরে 'মওজ' মারিয়া উঠিয়াছে। তার প্রথমটি হইতেছে—রাউণ্ড-টেব্‌ল কন্‌ফারেন্সে যোগদানের সার্ব্বজনীন আগ্রহ এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে লণ্ডন কন্‌ফারেন্সে যোগদানের পূর্ব্বে ভারতে অনুরূপ একটী সভা আহ্বান করিয়া হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, নরম, গরম প্রভৃতি সকল দলের ও সকল মতের একটা সামঞ্জস্য সাধন। অর্থাৎ ইহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সকল দলের ও সকল মতের নেতৃগণ যদি স্বদেশ-ত্যাগের পূর্ব্বাহ্ণেই নিজেদের মত ভেদ ও মত-বৈষম্য মিটাইয়া ফেলিতে না পারেন তবে, বিলাত যাইয়া সময় ও অর্থ নষ্ট করা ব্যতীত অন্য কোন ফলোদয়ই হইবে না। নিজেদের মধ্যে এক-মত ও এক-পথ না হইতে পারিলে, সুচতুর সরকার ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ত দিবেনই না, পরন্তু, যাহা কিছু উচ্ছিষ্ট দান করিবেন, তাহাই সানন্দে গলধঃকরণ করা ব্যতীত আর কোন উপায়ই থাকিবে না। কিন্তু, ভারতের এই প্রস্তাবিত সর্ব্বদল সম্মিলন সফল হইবে বলিয়া কি কোনরূপ আশা করা যাইতে পারে? নেহরু-রিপোর্ট নামক তথা-কথিত চুক্তিতে হিন্দুরা কি হীন-উপায়ে মুসলমানের দাবী দাওয়া অস্বীকার করিয়া তাহাকে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে চিরদিন 'পেরিয়া' করিয়া রাখিবার পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন, তাহা কাহাকেও বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। শুধু তাহাই নহে, মুসলমান নামধারী কতকগুলি আত্ম-সর্ব্বস্ব লোককে লোভ দেখাইয়া উক্ত নেহরু-রিপোর্টের সমর্থক বানাইয়া "ভারতের মুসলমানেরা নেহরু-চুক্তি সমর্থন করিয়াছে" বলিয়া বিলাতের রাষ্ট্রনায়কগণ হইতে জনসাধারণকে ভুল বুঝাইতে অজস্র অর্থব্যয় ও প্রাণপণে চেষ্টা চরিত করিতেছেন। লজপৎ রায় হইতে আরম্ভ করিয়া মাড়োয়ারী সমাজের বিরলা পর্য্যন্ত অনেকেই বিলাতে যাইয়া ঈদৃশ হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন এবং আজ পর্য্যন্তও হইতেছেন।

নেহরু-রিপোর্টে মুসলমানের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া সার্দ্ধ এক বৎসর যাবত মুসলমান নেতৃবৃন্দ কান্নাকাটি করিলেও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার "দিগ্বিজয়ী" নেতা মিঃ সেনগুপ্ত পর্য্যন্ত সকলেই নিতান্ত অবজ্ঞাভরে মুসলমানের আবেদন নিবেদন ময়লার টুকরীতে ফেলিয়া দিয়া আনন্দে অট্টহাস্য করিতেছেন। সুতরাং পুনরায় সর্ব্বদল সম্মিলন আহ্বান করিয়া তর্ক-যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ফল যে পূর্ব্বেরই মত হইবে, সেবিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষাত্র-শক্তি হঠাৎ জাগিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্ম-প্রত্যয়ও যে বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রত্যহই অবলোকন করিতেছি। "জন-নায়ক" ও "হজরত-মওলানা" রূপী চোর, দস্যু ও তস্করগুলিকে টাকা দিয়া বশ করিয়া এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদিগকে বে-কায়দায় পাইয়া মাঝে মাঝে দুই একখানা মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া দিয়া "দেড়শত বৎসর পরে ক্ষাত্রবীর্য্য জাগিয়াছে" বলিয়া চীৎকারে যাহারা আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিতেছে, তাহারা যে মুসলমানকে বাদ দিয়াই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন লাভের জন্য সাগর পাড়ে ছুট দিবে, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকিতে পারেনা। অতএব, সহযোগী 'মুস্‌লিম-আউট লুকে'র মত আমরাও প্রস্তাবিত আপোস্ বৈঠকের 'কামিয়াবী' সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।

এখন স্বতঃই প্রশ্ন হইতেছে যে, বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত ভারতীয় রাউণ্ড-টেব্‌ল্ কন্‌ফারেন্সে যদি হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানের আপোস নিষ্পত্তি না হয়, তবে, মুসলমানেরা কোন্ পথ অবলম্বন করিবেন? সে ক্ষেত্রে যে মুসলমানদের বাধ্য হইয়াই নিজ দাবী দাওয়া আদায় করিয়া লইবার জন্য সরকারের সঙ্গে একাই তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইবে, তাহাত স্বতঃসিদ্ধ। মুসলমান প্রতিনিধি নিয়োগের সময় সরকার যাহাতে ধীর বুদ্ধি, নিরপেক্ষতা, ন্যায়-বিচার ও ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় দেন, সে জন্য আমরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া রাখিতেছি। ডাঃ আন্‌সারী ও মওঃ আবুল কালাম আজাদের মত লোককে সরকার যদি জোর করিয়া "মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি" সাজাইয়া বসেন, তবে মুসলমানের দাবী দাওয়া সমূহের যে জীবন্ত সমাধি হইবে, সেকথা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দেওয়ার দরকার পড়ে না। বিলাতের রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্বে দুই মুস্‌লিম লীগের আপোসের ঝগড়া মিটাইয়া ফেলা একান্ত কর্ত্তব্য। স্যর শফী ও মিঃ জিন্নার লীগের মধ্যে সকল মতভেদ ও মত পার্থক্য মিটাইয়া ফেলিয়া এখন হইতে ভালরূপে প্রস্তুত না হইলে ভবিষ্যতে কোন ফলই ফলিবে না। আমরা মুসলমান সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিদের আশু দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। আজ ভারতের দশ কোটী মুসলমানের জাতীয় জীবনে মহা সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। এই রাজনৈতিক উলট পালটের দিনে—জাতির জীবন-মরণ সমস্যার দিনে, মুসলমান যদি বর্ত্তমানেও অতীতের মত নাকে তেল ঢালিয়া ঘুমাইয়া থাকে, তবে, ধরা-পৃষ্ঠ হইতে শীঘ্রই তাহাকে ধুইয়া মুছিয়া যাইতে হইবে। আমাদের এই আর্ত্তনাদ কি অরণ্য রোদনেই পরিণত হইবে?

মুসলিম-জাতীয়তা

(মওঃ মুহাঃ আহবাব চৌধুরী বি-এ,)

সাম্প্রদায়িকতা বনাম জাতীয়তা

সে সময় হিন্দু সমাজ-পতিরা স্বাধীনতার বদলে হিন্দু ধর্ম্ম ও কাল্‌চারকে আঁকড়িয়া ধরিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন, ঠিক সেই সময় এক শ্রেণীর মুসলিম নেতা "জাতীয়তা"র নামে মোহিত হইয়া মুসলিম কালচার ও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে চিরতরে লুপ্ত হইতে চান। এক শ্রেণীর মুসলিম নেতা হিন্দু সমাজের হাতের পুতুল সাজিয়া মুসলিম সমাজের যে অনিষ্ট সাধন করিতেছেন, তাহা সংবাদপত্র পাঠকেরা অবশ্য অবগত আছেন। আর এক শ্রেণীর মুসলিম সাহিত্যিক ও লেখক অন্যদিক হইতে ইস্‌লামের উপর ভীষণ হাম্‌লা শুরু করিয়াছেন। ১৩৩৬ বাং আষাঢ় সংখ্যার "সওগাতে"র ৮৩২ পৃষ্ঠায় "তরুণের সাধনা" নামক প্রবন্ধে জনাব আবুল হুসেন এম, এ, বি, এল সাহেব বিকৃত জাতীয়তার যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা দেখিয়া মুসলিমের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি তিনি বলেন—"বর্ত্তমানের দ্বিতীয় অভিশাপ হচ্চে অতীতের অন্ধ মোহ। ...মুসলমান মনে করছে—প্রাচীন মুসলমান সভ্যতার চরমে পৌঁচেছিল। তাই ... মুসলমান চাচ্ছে প্রাচীন ইসলামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে।......আমাদের পরিদৃষ্টি পুরাতনের চশমার আবরণে আচ্ছন্ন। এবং মুসলমান তাঁর শরিয়তের বিধান অক্ষুণ্ন রাখবার জন্ত অতি মাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন,"—ইত্যাদি। এই ইস্‌লাম-বিদ্বেষ-ব্যাধি যে ভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজের মধ্যে ক্রমশঃ সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। কলেরা ও মহামারী হইতেও এই ইস্‌লাম-বিদ্বেষ ব্যাধিকে আমি অধিক ভয় করিয়া থাকি। ইহা দ্বারা সাময়িক ভাবে এক সময়ে দুই চারি শত লোক মারা যাইতে পারে, কিন্তু এই ইস্‌লাম-বিদ্বেষ ব্যাধি সমগ্র জাতিটাকে একেবারে উড়াইয়া দেয়। মুসলিম সমাজ এখনও জাগরিত হইয়া ইহা নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন না করিলে ভারতবর্ষে যে আবার স্পেনের পুনরভিনয় না হইবে, তাহা কে বলিবে?

রাষ্ট্রীয় দলাদলি মুসলিম জগতের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণ। এই দলাদলির জন্যই স্পেন হইতে মুসলিম অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত হইয়াছে। এই দলাদলিই উস্‌মানিয়া সাম্রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। ইহারই জন্ত আফগানিস্তান ভাঙ্গিয়া খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল। ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের মূলেও রাজনৈতিক দলাদলি বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবল রাষ্ট্র-জগতে নহে, আমাদের সামাজিক ও মজহবী বিষয়েও এই দলাদলি প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে একেবারে দুর্ব্বল ও কাহিল করিয়া ফেলিয়াছে। ইসলাম, জগতে একতা ও সাম্যবাদ শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হায় আজ আমরা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া ইস্‌লামের মর্য্যাদা (?) রক্ষা করিতেছি। এতই অধঃপতন ঘটিয়াছে আমাদের। ভারতীয় মুসলিমের উপর বহু বৎসর পুর্ব্বেই মৃত্যুর পরওয়ানা বাহির হইয়াছে। হজরত মিরান শাহ (রহ) সাহেবের ভাষায়—"বাজা হায় দম বদম ঘণ্টি আজব গাফ্‌লত তুমারী হায়।" প্রত্যেক দিন ভারতীয় মুসলিমের মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি হইতেছে, কিন্তু গাফিল আমরা সেদিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ করিতেছি না। আমাদের জাতীয় জীবন-প্রদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে, এখনও যদি আমরা সব দলাদলি ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না পারি, তবে কোন্ সময় যে এক দম্‌কা হাওয়ায় কখন যে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে, সেই অশুভ দিনের আশঙ্কায় কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছি। তাই মিনতি করিয়া বলিতেছি, হে আমার গাফিল মুসলিম, একটিবার নিজের ভবিষ্যতের দিকে ফিরিয়া তাকাও।

মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই সমবেতভাবে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিলেন। হিন্দুরা হাওয়া উল্টাদিকে বহিতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি ইংরেজ সরকারের সহিত মিলিত হইয়া নিজের প্রাণ রক্ষা করিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সমস্ত দায়িত্ব ও দোষ গিয়া পড়িল মুসলিমের ঘাড়ে। দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর সাহ রেঙ্গুণে নির্ব্বাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিমের সব আশা-ভরসা চিরতরে নির্ম্মূল হইয়া গেল; ভবিষ্যতের আশা-প্রদীপটী একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। ইংরেজ সরকার মুসলিমের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া ফাঁসি, হত্যা, নির্ব্বাসন দিয়া মুসলিমকে এমনভাবে ভীতি-গ্রস্থ ও কমর ভাঙ্গা করিয়া দিলেন যে বহুদিন পর্য্যন্ত মুসলমেরা আর মাথা তুলিয়া খাড়া হইতে পারিলেন না। রাজনীতি আলোচনা ত দূরের কথা Politics শব্দটাকে পর্য্যন্ত তাঁহারা ভয়ের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে হিন্দুরা যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন মুসলিমেরা সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার ফলে হিন্দুদের সঙ্গে মিশিতে আর সাহস করিলেন না। এই অবসরে গভর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হিন্দুরা সমস্ত শাসন-যন্ত্রটা দখল করিয়া ফেলিলেন। ভারতের শাসনে মুসলিমের কোন স্থান নাই। হিন্দুরা কংগ্রেসের সাহায্যে একটির পর একটী করিয়া সরকারী পদগুলি দখল করিতে লাগিলেন। মুসলমানেরা বুঝিতে পারিলেন, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নিজের দাবীগুলি জোরের সহিত পেশ করিতে না পারিলে, ব্যক্তিগত আবেদন নিবেদনে কোন ফল হইবে না। তাই, তাঁহারা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে The Muslim League এর প্রতিষ্ঠা করিলেন। দিল্লী অধিবেশনের মুসলিম লীগের সভাপতি (১৯২৬ খৃঃ) জনাব খান বাহাদুর শেখ আবদুল কাদির সাহেব লীগের পলিসি বেশ সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"The policy which had been adopted by the eminent founders of League was that, it should help the political advancement of the country along with preserving the existence of Mussalmans, as one of the most import ant Communities in India. There are many things in the Muslim League, history and literature of which the Mussalman feel justly proud and they like to maintain their great heritage at any cost. The Mussalman League has been trying to maintain the existing status of the Musalmans and at the same time to take part in advancing the general interests of the contry. The League has supported from its platform many demands made by the Congress, which it recognised as conducive to the common good, but with regard to matters on which their was any conflict of interests between Hindus and Muslims, it advocated the interests of the Mussalmans." (Page 2)

মুস্‌লিম লীগ কায়েম হওয়ার পর ইহা ভারতের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া ফেলিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই এক শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিল। লীগ, কংগ্রেসের সহিত পাল্লা দিয়া সমান ভাবে চলিতে লাগিল। লীগের শোর গোলে মুস্‌লিম সমাজ আবার জাগরিত হইয়া উঠিল, সিপাহী বিদ্রোহের পর মুস্‌লিম-রাষ্ট্রীয়-জীবনে আবার এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। এইরূপে যখন মুস্‌লিম রাষ্ট্রীয় তরণী পাল তুলিয়া নিজ গন্তব্যাভিমুখে চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় ভারতের রাজনৈতিক গগনে একখণ্ড কাল মেঘ আসিয়া দেখা দিল। ইহা ক্রমশঃ বড় হইতে হইতে সমগ্র ভারত জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল। একটা প্রবল তুফানে সমস্ত উলট্ পালট্ হইয়া গেল। খিলাফত-সমস্যা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের দুর্ঘটনা লইয়া ইংরেজ সরকারের সহিত দেশের মতান্তর ও মন্বান্তর হওয়ায় মুস্‌লিম ও হিন্দু সমবেত ভাবে অসহযোগ ঘোষণা করিলেন। এই সময় ১৯১৮ খৃঃ খিলাফত কমিটী কায়েম হইয়া সমগ্র দেশের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি, কংগ্রেসের পর্য্যন্ত পলিসি dictate করিতে লাগিল। মুস্‌লিম লীগ এতদিন দেশের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছিল। কিন্তু, অসহযোগ আন্দোলনের যুগে মুস্‌লিম লীগ কংগ্রেসের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিয়া একেবারে নীরব হইয়া পড়িল। তুরস্ক হইতে কামাল পাশা খিলাফতকে বিদায় দেওয়ার পর হইতে ভারতের খিলাফত আন্দোলনও ক্রমশঃ থামিয়া গেল। তার পর, ডাঃ কিচ্‌লুর তান্‌জিম ও মওলানা নয় রঙ্গের তবলীগ কমিটিও কিছুদিনের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে মুসলিমের কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না এক সুদীর্ঘ নিদ্রার পর স্যর আবদুররহিমের সভাপতিত্বে আলীগড়ে মুসলিম লীগ আবার জাগরিত হইল। স্যর আবদুররহিমের সুপ্রসিদ্ধ "Aligarh Bomb Shell" সমগ্র ভারতে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়া মুস্‌লিম সমাজের প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিল। এই সময় আবার সাইমন কমিশনের আগমন-বার্ত্তা লইয়া ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে বিবিধ জল্পনা-কল্পনা ও কাণাকাণি আরম্ভ হইল।

ভারতীয় মুস্‌লিমেরা খেলাফত-সমস্যার সুমীমাংসা না হওয়ায় একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তা'ছাড়া মুস্‌লিম হিন্দুর দাঙ্গা হাঙ্গামার হট্টগোলে নিজের ঘর সামলাইয়া লওয়ার জন্য অত্যন্ত অস্থির ছিলেন। এই সকল কারণে সাইমন কমিশনের আগমন সময়ে ভারতীয় মুসলিমেরা একেবারে অপ্রস্তুত ছিলেন। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড স্কিমের পূর্ব্বে ১৯১৬ খৃঃ লক্ষ্ণৌএ সমগ্র ভারতের মুস্‌লিমেরা একজোট হইয়া নিজের দাবী জোরের সহিত পেশ করিয়া যে ভাবে জয়ী হইতে পারিয়াছিলেন, এবার কিন্তু মুস্‌লিম নেতারা বিভিন্ন মতভেদের জন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ায় মুসলিমের পক্ষ হইতে একটা Constitution লইয়াও হাজির হইতে পারিলেন না। কিন্তু হিন্দু সমাজ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। মুসলিম-হিন্দু দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কংগ্রেস হইতে মুসলিমেরা ক্রমশঃ সরিয়া পড়ায় ইহা আবার সম্পূর্ণরূপে হিন্দু মহাসভার করতলগত হইয়া পড়িল। বর্ত্তমান কংগ্রেস এতই হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে ইহাকে হিন্দু সভার এক শাখা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এক দিকে হিন্দু নেতারা সাইমন কমিশনের সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা করিলেন। ইহা শুনিয়া এক শ্রেণীর তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা হিন্দু নেতাদের কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধনের অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে অগ্রসর হইলেন না। অপর দিকে এই সুযোগে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের হিন্দু নেতৃবর্গ তাড়াতাড়ি করিয়া পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এক কমিটি কায়েম করিলেন। ইহাই পরে নেহরু-কমিটি ও ইহার সিদ্ধান্ত নেহরু-রিপোর্ট নামে খ্যাত হইল। পণ্ডিত মতিলাল উক্ত কমিটির মেম্বর নির্ব্বাচনের সময় মুস্‌লিম লীগ, খেলাফত কমিটি জমিয়তুলউলামা, ভারতীয় মুসলিম সমাজ বা সংবাদপত্রের পরামর্শ বা অভিমত লওয়া দরকার মনে করিলেন না। Formal ভাবে না হইলেও সংবাদপত্রের মারফতে কোন ইশতেহার জারী করিয়া মুসলিম সমাজকে পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন না। মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক উপযুক্ত নেতা থাকা সত্ত্বেও পণ্ডিত মহাশয় নিজের খামখেয়াল মত কয়েকজন মেম্বর নিয়োগ করিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা ও হিন্দু mentalityর সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। সাইমন কমিশন নির্ব্বাচন বিষয়ে ভারতের কোন অভিমত গ্রহণ না করায়, কন্‌জারভেটিভ পার্লামেণ্ট যেমন সকলের অপ্রিয়ভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন, নেহরু কমিটি গঠন সম্বন্ধেও কংগ্রেস ও পণ্ডিত মতিলালের স্বেচ্ছাচারমূলক কার্য্য আরও অধিকতর নিন্দনীয় ও দোষনীয় হইয়াছে। সুতরাং কোন গয়রত-ওয়ালা মুসলিমই ইহাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। তা ছাড়া হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস ষড়যন্ত্র করিয়া ভারত হইতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয় অস্তিত্ব লুপ্ত করিয়া দিবার জন্ত "নেহরু রিপোর্ট" নামে যে Constitution গঠন করিলেন, ভারতীয় মুসলিম তাহা কোন মতেই গ্রহণ করিলেন না এবং কখনও যে করিবেন না, সেকথা আমরা পণ্ডিত-মহাশয়কে জানাইয়া রাখিতেছি।—ক্রমশঃ।

প্রার্থনা

[—এম, ইদ্রিস বি-এ]

(সুরা ফাতেহা অবলম্বনে)

সব তারিফের বন্যা আমার
বহুক প্রিয় তোমার পানে,—
সমগ্র মোর হৃদয় খানি
উঠুক মে'তে তোমার গানে।
ভিক্ষা ঝুলি স্কন্ধে যেন
তোমার দ্বারেই দাঁড়াই শুধু,—
সত্য সরল সঠিক পথে
চালাও মোরে চালাও বঁধু।
করুণ তোমার নয়ন তু'লে
চাইলে প্রিয় যাদের পানে,—
তাদের পথেই চালাও মোরে
মাতাও মোরে তাদের গানে।
সুপথ যারা চিন্‌ল নাকো
পড়্‌ল তোমার রোষাগ্নিতে,—
ভুলেও যেন যাইনে সখা—
পথটী তাদের সন্ধানিতে।

"বিল-সমস্যা"

(মুসাম্মাৎ হালিমুন্নেসা খানম্)

"বিধবা-বিবাহ-বিল" ও "বয়স-মিল-বিল" (বালকের সঙ্গে বালিকার, তরুণের সঙ্গে তরুণীর, প্রৌঢ়ের সঙ্গে প্রৌঢ়ার ও বৃদ্ধের সঙ্গে বৃদ্ধার বিয়ে হবার নিয়ম) হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই মঙ্গল কর। তজ্জন্য উক্ত বিল দ্বয় পাস হওয়া একান্তই দরকার। বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে—তা ("বিধবা-বিবাহ-বিল" ও "বয়স-মিল-বিল") পাস না হয়ে, কতকগুলো "বেহায়া," বিভ্রান্ত, এছ্‌লাম-ধর্ম্ম-দ্রোহী, পাপ-পথ-প্রদর্শক, বিপ্লব-সৃষ্টিকারী অমুসলমান ও কতকগুলো "বে-শরম," "গুমরাহ," এছ্‌লাম-ধর্ম্ম অনভিজ্ঞ, হিন্দুর ফেন-চাটা, আর ফেরেব্বী মুসলমান নামধারী ব্যক্তির দ্বারা, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ কর"—বিবাহ-বিল"খানা পাস হয়ে গেল।......"সহবাস-সম্মতি-বিল" খানাও পাস হবে হবে কচ্ছে। উক্ত বিল ("—বিবাহ-বিল" ও "সহবাস-সম্মতি বিল") দু'খানা একেত মহামারাত্মক ও সম্পূর্ণ এছ্‌লামী শরিয়ত বিরুদ্ধ। তার পর আবার তার ধারাগুলো পাঠ করলে বা শুনলে প্রকৃত মানুষ মাত্রকেই লজ্জায় অধোবদন হতে হয়।

সহবাস-সম্মতি-বিলের একটি ধারায় বর্ণিত আছে যে, আঠার বৎসর পূর্ণ হ'লে স্ত্রীলোক নিজ স্বামী ছাড়া অপর পুরুষকেও সহবাসের সম্মতি দিতে পারবে। অর্থাৎ (স্ত্রীলোকে স্বামী ব্যতীত) অন্য লোকের সঙ্গেও সহবাস কর্ত্তে পারবে। (বোধ হয় কাকেও বাদ দেওয়া হয়নি।......)

উহু, কি ভীষণ পাপের কথা! যে মহাপাপের কথা শুনলে প্রাণ কেঁপে উঠে, শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে যায়; যেই পাপের জন্ত ইহকালে এছ্‌লামী শরিয়তের বিধান মত কঠোর শাস্তি ভোগ কর্ত্তে হয়, যে পাপ করলে পরকালে দোজখের অনন্ত-অসীম, বর্ণনাতীত "আজাব" হতে মুক্তি লাভের আশা নেই; "সহবাস-সম্মতি-বিলে" সেই পাপেরই প্রশ্রয়! এই পাপেরই পথ-প্রদর্শন! বনাম সেই পাপেরই আগ্রহ দান!!

এছ্‌লামী শরিয়তের ব্যবস্থা—কোন স্ত্রীলোক যদি স্বামী থাকাবস্থায় অপর পুরুষের সঙ্গে "জেনা" (অবৈধ সহবাস) করে, তবে তাকে "ছঙ্গেছার" কর্ত্তে হবে। অর্থাৎ গলা পর্য্যন্ত মাটিতে পুতে মাথায় পাথর মেরে, মেরে ফেলতে হবে। আর যদি স্বামী না থাকাবস্থায় (বিয়ে না হয়ে থাকলে কিম্বা স্বামী মরে গিয়ে থাকলে) "জেনা" করে, তবে তাঁকে একশত "দুর্‌রা" * মারতে হ'বে (কষাঘাত কর্ত্তে হবে)। ইহকালে এরূপ কঠোর শাস্তি ভোগ করার পরও পরকালে দোজখের অনন্ত-অসীম, বর্ণনাতীত কঠিন শাস্তি ভোগ কর্ত্তে হবে। পুরুষের জন্তও ঐ ব্যবস্থাই! অর্থাৎ কোন পুরুষ যদি স্বীয় স্ত্রী থাকাবস্থায় অপর-স্ত্রীর সঙ্গে "জেনা" করে তবে তাঁকেও "ছঙ্গেছার" কর্ত্তে হবে (গলা পর্য্যন্ত মাটিতে পুতে পাথর মেরে, মেরে ফেলতে হবে)। আর যদি স্বীয় স্ত্রী না থাকাবস্থায় (বিয়ে না করে থাকলে কিম্বা স্বীয় স্ত্রী মরে গিয়ে থাকলে) অপর-স্ত্রীর সঙ্গে "জেনা" করে, তবে তাকেও একশত "দুর্‌রা" মারতে হ'বে।

---

* কুর্-আন শরীফে আঠার পারায় ছুরে নূরের প্রথম রুকু'তে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্টরূপেই আদেশ করেছেন যে—

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ -

"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী দু'জনের (মধ্য হ'তে) প্রত্যেককেই ১০০ এক শত "দুর্‌রা" মার।" কুর্-আন শরীফে ১০০ এক শত "দুর্‌রা"র কথা লেখা আছে। আর (সংবাদ পত্রে অবগত হলাম যে) আমাদের জনাব আক্‌রাম খাঁ ছাহেব "এলবার্ট হলে" এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে,—"ব্যভিচারীদের জন্ত মুসলমানের শাস্ত্রে ৮০ আশী 'দুর্‌রা'র ব্যবস্থা আছে। তিনি এ কথা কোন্ "কংগ্রেস-নামা"য় পেয়েছেন, না "এলবার্ট হলে" তাঁর নিকট কোন "স্বরাজী ওহী" নাজেল হয়েছিল?......জনাব খাঁ ছাহেব! যা' তা একটা লিখে ফেলে বা বলে ফেলে হয় না। এ জেলখানার "খেলাফতী তফছীর" নয় যে ب 'বে'র অর্থ "উপর" লিখলেও চলে যাবে। ب র অর্থ "উপর" কোন্ "লুগাতে" (অভিধানে) পেয়েছেন? আলীপুরী অভিধানে, না রছুল পুরী "লুগাতে"? বড়ই "আফছুছ" ও "তাজ্জুবের" বিষয় যে, খাঁ ছাহেব কংগ্রেস ও "মোহাম্মদীর" বদৌলত একজন মস্ত বড় মওলানা হয়েও কুর-আন শরীফের খবর রাখেন না। কিন্তু মনগড়া তফছীর লিখিতে নিশ্চিত সিদ্ধহস্ত।

ইহকালে এ শাস্তির পরও আবার পরকালে দোজখের ……শাস্তি……।

জিজ্ঞেস করি—এ "—বিবাহ-বিল" আইন কি যাঁরা ভোট দিয়ে পাস করিয়েছেন, কেবল তাঁ'দেরই ছেলে-মেয়ে-সন্তান-সন্ততিদের জন্য, না সর্ব্ব সাধারণের ছেলে-মেয়ে-সন্তান-সন্ততিদের জন্য ?……কাউন্সেলের মেম্বার নিযুক্ত ক'র্‌বার সময় সর্ব্বসাধারণের ভোট গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে ("—বিবাহ-বিল" পাস ক'র্‌বার সময়) কেন সর্ব্বসাধারণের ভোট নেওয়া হল না ? ইহা কি সাধারণের কাজ নয় ? এর সঙ্গে কি সাধারণের কোনই সংস্রব নেই ?……এতে বুঝা যাচ্ছে যে, (বিবাহ-বিল) আইন যাঁরা ভোট দিয়ে পাস করিয়েছেন, কেবল তাঁদেরই ছেলে-মেয়ে-সন্তান-সন্ততিদের জন্য। তবে, নিরীহ সর্ব্বসাধারণের উপর এত জুলুম কেন ? তারাত কোন চুরি-ডাকাতী…… কিছুই করে নি ! তবে কোন্ বিচারে দীর্ঘ কারাবাস ও মোটা জরিমানার ব্যবস্থা ?

"বিধবা-বিবাহ-বিল" হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের জন্য খুবই মঙ্গলকর বটে ; কিন্তু তা' (বিধবা-বিবাহ-বিল) পাস করালে অল্প সংখ্যক হিতাহত জ্ঞান শূন্য হিন্দুর সামাজিক বিধানের উপর কিছু হাত পড়ে। তাই, স্বজাতের মন রক্ষার্থেই হউক, আর জাতীয় ভাইদের ভয়েই হউক,—সারদা মশাই কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্ত্তেও সাহসী হলেন না। একদম নিরীহ মুসলমান জাতের ধর্ম্ম-বিধানের উপর "পুরা হাম্‌লা" (পূর্ণ আক্রমণ)।

যাঁরা আল্লা'র বান্দা, রাছুলের উম্মত্, খাঁটী মুস্‌লিম-সন্তান ; তাঁরা এ আক্রমণ কিছুতেই নীরবে সহ্য কর্ত্তে পার্‌বেন না। তাঁরা নির্জ্জীব নন, তাঁরা ভীরু নন ! হৃদয়ে তাঁ'দের এছলামী "জুশ্" বিদ্যমান ; এছলামই তাঁ'দের প্রাণ হ'তে প্রিয় ধন ! তাঁ'দের কাছে ধন জন অতি হেয়, প্রাণ অতি তুচ্ছ ! শরিয়ত রক্ষা করাই তাঁ'দের উপর "ফর্‌জে আইন" (অলজ্ঘনীয় কর্ত্তব্য)। তজ্জন্য তাঁ'রা নিজেকে "কুর্‌বান" কর্ত্তেও কুণ্ঠিত নহেন। "জেহাদ" কর্ত্তে প্রস্তুত ; "শহাদ" হ'তে অগ্রহান্বিত।—কাফের মর্‌দুদ্, মুনাফেক মালুউনদের কথা স্বতন্ত্র।

কে আছ কোথায় মুস্‌লিম ভাই ! কে আছ কোথায় মুস্‌লিমা বোন ! উঠ, জাগ ! একবার আঁখি মেলে চাও ; "আল্লহু আকবর রবে সাড়া দাও ! ঐ দেখ, চারিদিক হ'তে ঘন ঘটা এসে তোমার নির্ম্মল নীলিমাকাশ খানা অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্চ্ছে।

—আইনে আছে, চৌদ্দ বৎসর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হ'তে পার্‌বে ; কিন্তু পনর বছর না হ'লে স্বামীর ঘর কর্ত্তে পার্‌বে না। শুনা যাচ্ছে একটা বৎসরের জন্য নাকি পুলিশ পাহারার বন্দোবস্ত থাকবে। বেশ কথা !

"সহবাস সম্মাত বিলে" দিবা রাত্রের মধ্যে ক'বার ক'টা ক'টার সময় সহবাস কর্ত্তে পারা যা'বে, তা'র কোন কিছুর উল্লেখ আছে কি না জানিনে। যদি এরূপ কোন ধারার উল্লেখ না থেকে থাকে, তবে (এরূপ ভাবের কতকগুলো ধারা) সংযোগ ক'রে দেওয়াও একান্তই দরকার। তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ্‌বার জন্য কড়া পুলিশ-পাহারারত বন্দবস্ত কর্ত্তেই হ'বে ; (শুনা যাচ্ছে, স্ত্রী পুলিশ পাহারার বন্দবস্ত কর্‌বার কথাও নাকি চল্‌ছে) ……পুরুষ পুলিশ পাহারাদার নিযুক্ত থাকলেত আরও বিপদ ! দাঙ্গা-হাঙ্গামা হওয়ার আশঙ্কাত পুরোপুরিই বিদ্যমান ! এমন কি কারো প্রাণ হানীও ঘটতে পারে।……বুড়ো-বুড়ী পুলিশ দ্বারাত পাহারার কাজ চল্‌তেই পারে না।

(এ সুযোগে "পানাহার-বিল" "শয়ন-ভ্রমণ বিল' "প্রস্রাব-পায়খানা-বিল" ও এরূপ ধরণের আরও গোটাকতক বিল সেণ্ট্রাল কাউন্সিলে "পেশ হ'লে" বোধ হয় মন্দ হত না।)

* * * * * * * *

অনেক মুসলমানে পণের (টাকার) লালসায় ধনী বৃদ্ধের কাছে ও অনেক হিন্দু ব্রাহ্মণে কুলাকাঙ্ক্ষায় কুলীন বৃদ্ধের কাছে নব যুবতী মেয়েকে বিয়ে দিয়ে যে কিরূপ অপূর্ব্ব বীভৎস কাণ্ড ঘটাচ্ছেন "অবিচার" নাম দিয়ে তা'রই দু'খানা সমাজ-চিত্র অঙ্কিত কচ্ছি। ইন্‌শা আল্লাহ তাআলা "আল্‌মুস্‌লিমে" তাহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ কর্‌বার বাসনা রহিল।

তিনটি মুস্‌লিম শহর

[মুঃ মুহাঃ রিয়াজুদ্দিন আহমদ]

১। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে বিশ্বাস-ঘাতক ও নমক-হারাম নওয়াব মীর জাফরের মৃত্যুর পর ঘন ঘন কয়েকজন নওয়াব মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই উলট্ পালট্ ব্যাপারে কলিকাতায় ইংরেজ গবর্ণর বা রাজ-প্রতিনিধি এবং উচ্চতম ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ আপনাদের স্বার্থ খুব উদ্ধার করিয়া লয়েন। মীর জাফরের বাইজী বেগম অর্থাৎ মুন্না বেগম বা মনি বেগম এই সময় রাজনীতি-ক্ষেত্রে খুব খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। নায়েব নাজেম মোহাম্মদ রেজা খাঁ, ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের কু-নজরে পড়িয়া কর্ম্ম-চ্যুত ও কলিকাতায় নির্ব্বাসিত হন। কলিকাতার উত্তর দিকে "চীৎপুর" নামক স্থানে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ক্রমে তিনি ঐ অঞ্চলের বহু জমি হস্তগত করেন। তাঁহার বাসস্থান "চীৎপুর" বহু লোকের বাসস্থানে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ; দোকান-পাট ও হাট বাজার বসে। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় উত্তরাধিকারিগণ অন্যান্য মুসলমান বড় লোকের ন্যায় জমিগুলি ক্রমশঃ হস্তান্তর করিতে থাকেন। নওয়াব আহমদ আলী ও নওয়াব আস্‌গর আলী নামক ভ্রাতৃদ্বয়ও এই বংশেরই শেষ বংশধর এবং উভয়েই ব্যারিষ্টার ছিলেন। কিন্তু জীবনে কখনও ব্যারিষ্টারী করেন নাই ; বিলাত হইতে পাস করিয়া আসিয়াছিলেন মাত্র। ইহারা উভয়েই লোয়ার সার্কুলার রোডে—শহরতলী বাড়ীতে বাস করিতেন। ইঁহাদের এক ভ্রাতার "চারু ভিলা" নামক বৃহৎ বাড়ীখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়াছে। যে বিশাল ভূখণ্ড ইঁহাদের অধিকারে ছিল, আজ তাহা বহু কোটী টাকা মূল্যের সম্পত্তি। কাশীপুর পর্য্যন্ত এই জমিগুলি বিস্তৃত ছিল। চীৎপুরই মুসলমানদিগের প্রথম নগর।

২। শেষ মহীশূর যুদ্ধে মহামান্য গাজী টিপু সুলতান শহীদ হইলেও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অর্থাৎ তদানীন্তন ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বারটি পুত্র এবং ভ্রাতাকে মাদ্রাজের অন্তর্গত ভেলোর দুর্গে "নজর বন্দ্" অবস্থায় রাখেন। তথাকার প্রহরী—দেশীয় সৈন্যদিগকে হস্তগত করিয়া শাহজাদাগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। সেই বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আনিয়া টালিগঞ্জে রাখা হয়। টালিগঞ্জের কয়েক সহস্র বিঘা জমি লইয়া শাহজাদাদিগের ভিন্ন ভিন্ন বিশাল বাটী নির্ম্মিত ও বাগান রচিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে একটী সুন্দর নগর গড়িয়া উঠে। রসা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে শাহজাদাদিগের বাস-ভবনগুলি বিস্তৃত ছিল। গোলাম মোহাম্মদ শাহ ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অর্থশালী ছিলেন। তিনি কয়েকটী প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন, তন্মধ্যে ধর্ম্মতলার ও টালিগঞ্জের বিরাট—বিশাল মস্‌জিদ দুইটী একই আকার বিশিষ্ট। চৌরঙ্গীতে তাঁহার বহু সংখ্যক বড় বড় বাড়ী ছিল। তদ্ব্যতীত কলিকাতার অন্যান্য স্থানেও খেজেরপুরে (খিদিরপুরে)ও কতকগুলি বাড়ী ছিল। প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ মরহুম পরম ধার্ম্মিক, দাতা সুন্নী মুসলমান ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রিন্স হালিমুজ্জমান শিয়া মজহাব অবলম্বন করেন। এই হইতে ঐ বংশের অধঃপতন আরম্ভ হয় ; প্রিন্স হালিমুজ্জমানের পুত্র প্রিন্স ফর্‌রোখ্ শাহ্ প্রায় সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস করেন, এক্ষণে মস্‌জিদের ওয়াকফ্ সম্পত্তি ব্যতীত আর কোনও সম্পত্তি অবশিষ্ট নাই। প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ শাহ্ গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রচুর অর্থ দিয়া গিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা একটী বৃহৎ দাতব্য চিকিৎসালয় (চেরিটেব্‌ল্ ডিস্পেন্সারী) এবং একটী দাতব্য ভাণ্ডার চলিতেছে। এই দাতব্য ভাণ্ডার হইতে বহু দীন দরিদ্র মুসলমান মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকে। টালিগঞ্জের যে বিশাল জমিটায় "টালিগঞ্জ ক্লাব" স্থাপিত, উহাও কোন প্রিন্সের বাড়ী। সমগ্র টালিগঞ্জ একটা বৃহৎ শহরের ন্যায় বিস্তৃত ছিল। টালিগঞ্জ ফ্যামিলির কবর-স্থানটিও খুব বৃহৎ এবং অসংখ্য পাকা কবরে উহা পরিপূর্ণ। টালিগঞ্জ বৃহৎ মসজিদের সম্মুখবর্ত্তী আঙ্গিনায়ও ঐ বংশীয়দিগের কতিপয় কবর দেখিতে পাওয়া যায়। মস্‌জিদের সীমা বেষ্টনী মধ্যে একটি সুন্দর পুষ্করিণী আছে। এক্ষণে টালিগঞ্জের শাহযাদাদিগের প্রায় সমুদয় বাড়ীগুলিই হিন্দুদিগের হস্তগত হইয়াছে। শেষ সময় রহিমুদ্দীন ওস্তাগর বা রহিম ওস্তাগর মরহুম নামক টালিগঞ্জে একজন ধনী মুসলমানের আবির্ভাব হয়। তাঁহার বাড়ীখানিও রাজ-বাড়ীর ন্যায় বৃহৎ ; বহু বাগান ও পুষ্করিণী মস্‌জিদ ইত্যাদিতে পরিশোভিত ছিল, কিন্তু আত্ম-দ্বন্দ্বে তাহাও যায় যায় হইয়াছে। সাহেবযাদা সুলতান আলম মরহুম এটর্ণীগিরি করিয়া বিস্তর সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু আত্ম-দ্বন্দ্বে তাহাও যাইবার পথে। এক্ষণে টালিগঞ্জ নূতন আকারে গঠিত হইতেছে। একাংশ ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের অধীনে বস্তি ও বাগান প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া জমি বিক্রয় হইতেছে ; এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বিল্‌ডিং মস্তকোত্তলন করিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। টালিগঞ্জের নবনির্ম্মিত বৃহৎ রাজপথ ১৫০ ফুট চওড়া এবং কয়েক অংশে বিভক্ত. প্যারিসের রাজ-পথের আকারে বোধ হয় নির্ম্মিত। বজবজ রেল লাইনের টাউনের দিকের অংশটাই এইরূপ নব-ভাবে সজ্জিত। প্রিন্স গোলাম মোহাম্মদ শাহের বংশধরগণ শিয়া মতাবলম্বী বলিয়া সুন্নি মতাবলম্বীর মস্‌জিদের প্রতি সে সহানুভূতি নাই। শুনা যায়, মস্‌জিদের ওয়াকফ সম্পত্তির মাসিক আয় এখন ৪।৫ হাজার টাকা। কিন্তু মস্‌জিদ কয়টির জন্য মাসে গড়ে ৪।৫ শত টাকা খরচ হয় কিনা সন্দেহ। ধর্ম্মতলা মস্‌জিদের পশ্চিম দিকস্থ রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী দোকান ঘরগুলি এবং আরও কিছু ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কাছে বিক্রয় করিয়া নাকি মতওল্লিগণ লক্ষাধিক টাকা পাইয়াছেন। সে টাকার কি গতি হইল, জানা যায় নাই। মস্‌জিদের দরওয়ানের ঘরটী আজকাল দোকানে পরিণত হইয়াছে। বোধ হয়, উহার মাসিক ভাড়া প্রায় ১০০ টাকা হইবে। দরজায় যে কাবাব রুটী, শরবৎ ও পানের দোকান আছে, তাহার আয়ও বোধ হয় মাসিক ৫০৲ টাকার কম নহে। পূর্ব্বে এমামের বেতন ছিল ৫০৲ টাকা ; এক্ষণে বোধ হয় ৩০৲ টাকা। মোয়াজ্জিনের বেতন ১৫৲—১০৲ টাকার বেশী হইবে না। তেল বাতির খরচ মাসিক ৩০৲—৪০৲ টাকা হইতে পারে, সুতরাং মোট ব্যয় ১০০৲ টাকার বেশী বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে ওয়াকফ সম্পত্তির সদ্ব্যবহার (?) হইতেছে স্থূল কথা, মুসলমান প্রতিষ্ঠিত টালিগঞ্জ শহরটীর সঙ্গে মুসলমান বিশেষতঃ মহিশূর ফ্যামিলির সম্বন্ধ এক্ষণে খুব অল্পই আছে।

৩। মেটিয়া বুরুজ। আউধের (অযোধ্যার) শেষ বাদশাহ নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহের বিশাল রাজ্য (রোহিল খণ্ড হইতে যুক্ত প্রদেশের একাংশ লইয়া প্রায় বেনারস পর্য্যন্ত) গবর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর সর্ব্ব-গ্রাসী নীতির প্রভাবে ব্রিটীশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হয়। নওয়াবকে কলিকাতার "মুচি খোলা" নামক স্থানে আনিয়া নজর-বন্দী রূপে রাখা হইয়াছিল। তিনি মাসিক লক্ষাধিক টাকা বৃত্তি পাইতেন ; যাঁহার রাজ্যের আয় বোধ হয় ৫।৬ কোটি টাকার কম ছিল না ; তাঁহার ১২ বা ১৫ লক্ষ টাকার আয়ে কি হইতে পারে ? অনেকের বিশ্বাস, তাঁহার নিকট বিস্তর জওয়াহেরাত ছিল। তিনি মুচিখোলায় আসিয়া গঙ্গাতীরে একটী নূতন নগরের পত্তন করিলেন। অসংখ্য সৌধমালায় সজ্জিত হইয়া "মুচি খোলা"—"মেটীয়া বুরুজ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। নওয়াবের বিভিন্ন বাস-গৃহ, সঙ্গীতালয়, থিয়েটার, চিড়িয়াখানা, কবুতরখানা, ইমাম বাড়া, পুষ্পোদ্যান, ফলের বাগান প্রভৃতিতে মেটীয়া বুরুজ সুশোভিত হইল। লখ্‌নো হইতে কয়েক সহস্র লোক ও দোকানী-পসারী আসিয়া এই নব-গঠিত শহরকে লখ্‌নোয়ের এক টুক্‌রায় পরিণত করিল। তখন বহু লোক মেটিয়া বুরুজ দেখিতে যাইতেন। মেটিয়া বুরুজের শিরমাল, পরাঠা, নানাবিধ মিঠাই, হালুয়া, সুস্বাদু তামাক, আতর গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য ও নানা প্রকার শৌখিন জিনিস বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। মেটিয়া বুরুজের বাবুর্চ্চিগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট খানা পাকাইত। নওয়াব-সরকারের কয়েক সহস্র কর্ম্মচারী ছিল। নওয়াব ওয়াজিদ্ আলী শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেটিয়া বুরুজের পতন হয়। এক্ষণে নানা প্রকার কল-কারখানা ও নূতন কেতার বাড়ী-ঘরে মেটিয়া বুরুজ রূপান্তরিত। "সে কৃষ্ণও নাই, সে মথুরাও নাই।"

এইরূপে ৩টি মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত নগর কলিকাতার উপকণ্ঠে সম্পূর্ণরূপে মুসলমান প্রভাব-বর্জ্জিত হইয়াছে। এই তিনটি নগরের মুসলমানদিগের ভূ-সম্পত্তির মূল্য আজ বহু কোটি টাকা হইবে। মুসলমানগণের অপদার্থতা, অপরিণাম-দর্শিতা ও অপব্যয়িতার পরিমাণ ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতে পারে। যদি বাঙ্গলার নায়েব নাজেম মোহাম্মদ রেজা খাঁর বংশধরগণ ও মহিশূরাধীন মহাবীর গাজী টিপু সুলতানের বংশধরগণ এবং অযোধ্যাপতি নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহের সন্তান-সন্ততিগণ ভবিষ্যদ্দর্শী, বুদ্ধিমান ও মিতব্যয়ী হইতেন ; তবে উপরোক্ত ৩টি শহরের অধিকাংশ সম্পত্তি আজও তাঁহাদের হস্তগত থাকিত। কলিকাতার বিপুল বিষয় সম্পত্তিও তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইত না। আর, তাঁহাদের বহু বংশধর আজ ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন না।

আখেরী

পাদ্রীরও বিপদ

এইরূপ প্রকাশ, কতকগুলি দস্যু চীনের ওয়েইযুন কৌ নামক শহর হইতে মার্কিণের ক্রান্সিস্ ক্যান সম্প্রদায়ের কাদাচ অলরিক ক্রুটজেন নামক জনৈক পাদ্রীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। লোকের বিশ্বাস, দস্যুরা কমিউনিষ্ট দলের লোক। উহারা পাদ্রীর মুক্তির জন্য ১০ হাজার ডলার চাহিয়াছে।

যাত্রী জাহাজ লুঠ

চীনা বোম্বেটেদিগের কর্ত্তৃক বহু যাত্রীপূর্ণ কোয়াংটি নামক জাহাজ অধিকৃত হইয়াছে। বোম্বেটের দল যাত্রীরূপে ৬ই নভেম্বর তারিখে উক্ত জাহাজে উঠিয়াছিল এবং ৮ই নভেম্বর তারিখে তাহারা জাহাজ লুঠ করে। উহারা জাহাজে অবস্থিত বৈদেশিক কর্ম্মচারীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া তাহাদের টাকা কড়ি ও কাপড় চোপড় কাড়িয়া লইয়াছে।

দস্যুদের উপদ্রব

সম্প্রতি কতকগুলি দস্যু চীনের টিনসিন শহরে অবস্থিত টিনসিন এবং নিউইয়র্কের ব্রেণার ব্রাদার্শ কোম্পানীর অংশীদার য়্যারোণ ব্রেণারকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। অপহরণকারীরা মুক্তিপণ স্বরূপ ৫ লক্ষ ডলারের দাবী করিয়াছে। এইরূপ বিশ্বাস যে, ইহা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদধারী রুসীয় দস্যুদের কাজ। উহারা কিছুদিন হইতে হারটিন শহরের চতুষ্পার্শ্বে দস্যুতা করিয়া বেড়াইতেছে।

হাওড়া যক্ষ্মা হাঁসপাতাল

গতকল্য সন্ধ্যার সময় বঙ্গীয় টীউবারকিউলোসিস্ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে হাওড়া যক্ষ্মা-হাঁসপাতালের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনের ডাঃ মূর এই উৎসবে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ বেণ্টলী, ক্যাম্বেল ফরেষ্টার, রায় বাহাদুর ইউ, এন, রায় চৌধুরী এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির হেল্‌থ অফিসার ডাঃ এস, এন, মল্লিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি এবং ডাঃ বেণ্টলী যক্ষ্মারোগ নিবারণ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলে পর উৎসবের কার্য্য সমাধা হয়।

রাখে আল্লাহ মারে কে

লণ্ডনের ১১ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ইটালীর স্বনামখ্যাত ডিক্টেটর মুসলিনীকে আবার হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই পর্য্যন্ত বহুবার মুসোলিনীর উপর আক্রমণ হইয়াছে, কিন্তু এই বারের আক্রমণ অত্যন্ত দুঃসাহসিক বলিয়া প্রকাশ, মুসোলিনী তাঁহার বরাৎগুণে এইবারও বাঁচিয়া গিয়াছেন। গত ১০ই অক্টোবর এই আক্রমণ ঘটিয়াছিল, কিন্তু সংবাদটি এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি নিস্ শহর হইতে লণ্ডনের "ডেলি ক্রনিকেলের সংবাদ-দাতা এই গুপ্ত সংবাদ তারযোগে জানাইয়া দিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না এবং নানাভাবে যে সমস্ত খবর পাওয়া গিয়াছে, তাহাও পরস্পর বিরোধী, কিন্তু রোম, টুরিণ এবং মিলান হইতে যে খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে জানা যায় যে, অনেক গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সমগ্র দেশে ধরপাকড় চলিতেছে।

মুল্‌কী

যুদ্ধ-বিরতি দিবস
কলিকাতায় অনুষ্ঠান

গত সোমবার বেলা ১১-২৪ মিনিটে ১৯১৮ সনের যুদ্ধ-শান্তি দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে কলিকাতা ও কলিকাতার শহরতলীর অধিবাসীবৃন্দ দুই মিনিট কাল নীরব ও কার্য্য হইতে বিরত থাকিয়া যুদ্ধে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। গড়ের মাঠ ও কলেজ স্কোয়ারের যুদ্ধ-স্মৃতি-স্তম্ভের নিকট পুষ্পমাল্যসমূহ প্রদান করা হয়। সমস্ত রাস্তা ঘাটে কামানের শব্দ হওয়া মাত্র দুই মিনিট লোকজন ও গাড়ী-ঘোড়া চলাচল বন্ধ রাখা হয়।

ম্যালেরিয়া কমিশন
বহরমপুরে অবস্থিতি

জাতিসঙ্ঘ সমিতির সংসৃষ্ট ম্যালেরিয়া কমিশন বঙ্গের ম্যালেরিয়া-পীড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন উপলক্ষে গত ১লা নভেম্বরে নদীয়া জিলার বীরনগর গ্রাম পরিদর্শন করিয়া বঙ্গের স্বাস্থ্য-বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্তার বেন্টলিকে সঙ্গে লইয়া পরদিন প্রাতে বহরমপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দিন তাঁহারা গোবরানালায় গমন করিয়া খাল ও তৎসংসৃষ্ট কপাটকল পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আইসেন। অপরাহ্নে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফ্রেঞ্চ কমিশনকে চাএর মজলিসে নিমন্ত্রিত করেন। কিরূপে ম্যালেরিয়া দূর করা যাইতে পারে, মজলিসে তাহার আলোচনা হইয়াছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য
অক্টোবরের শুল্কের পরিমাণ

সরকারী সংবাদে প্রকাশ যে, ভারতের আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের শুল্ক ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে ৪ শত ৪১ লক্ষ টাকা আদায় হয়। সেপ্টেম্বর মাসে যে শুল্ক আদায় হয়, তাহার পরিমাণ ছিল ৪ শত ৭ লক্ষ টাকা। ১৯২৮ সালের অক্টোবর মাসে শুল্ক আদায় হয় ৪ শত ৫৬ লক্ষ টাকা। ১৯২৯ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর এই ৭ মাসের শুল্ক আদায়ের পরিমাণ হইতেছে ২ হাজার ৯ শত ২০ লক্ষ টাকা। ১৯২৮ সালের এই ৭ মাসের আদায় শুল্কের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৮ শত ৮ লক্ষ টাকা। ইহার মধ্যে আমদানী শুল্কের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ২ শত ৭৮ লক্ষ ও রপ্তানী শুল্কের ৩ শত ৩১ লক্ষ। মোটরের তৈল হইতে উৎপন্ন ১ শত ১২ লক্ষ, কেরোসিন ৫৭ লক্ষ ও বিবিধ ৮২ লক্ষ টাকা। আমদানী শুল্কের মধ্যে চিনি, মদ, সূতী কাপড়, টায়ার ও টিউব, রেলওয়ে মালমসলা, মোটর গাড়ী ও সাইকেল এবং রপ্তানী শুল্কের মধ্যে পাট, চাল ও অন্যান্য দ্রব্য হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে পক্ষান্তরে, আমদানী দ্রব্যের মধ্যে তামাক, ছিট, কার্পাস বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত, খনিজ তৈল, রেশমী বস্ত্র, ছুরি কাঁচি প্রভৃতি দ্রব্য ও নকল সিল্ক হইতে যে শুল্ক আসিত, তাহার পরিমাণ হ্রাস-প্রাপ্ত হইয়াছে।

'ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট'
ভবিষ্যতের ভরসা

গত ৭ই নবেম্বর ডেরাডুনের বন-বিভাগীয় অনুসন্ধান বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ উৎসবে বড়লাট বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, আমার বিশ্বাস, এই বিদ্যালয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের মাঝে বৃহত্তম ও পূর্ণতম। এই বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হওয়ায় ভারতবাসীরা গৌরব অনুভব করিবেন। এই উৎসবে যোগদানের সুযোগ লাভে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। বৃটিশ ভারতের প্রায় এক চতুর্থাংশ ভারতীয় বন বিভগের হস্তে রাখিয়াছে। বন-বিভাগ হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩ কোটী টাকা লাভ হইয়া থাকে। ভারতের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির পক্ষেই যে ভারতীয় বন-বিভাগ বিস্তীর্ণ সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা নহে, উহা দ্বারা ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্র গুলিরও প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতেছে। আমি মনে করি, যাঁহারা এই বিদ্যালয় স্থাপন ও উহার জন্য অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিদ্যালয়ের দ্বারা ভারতবাসীরা যে কত ভাবে উপকৃত হইবেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সাফল্য প্রদেশ গুলির সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রদেশগুলি হইতে এই বিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কার্য্যে যে সহায়তা আসিবে, তাহা ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট সাদরে গ্রহণ করিবেন। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে এই বিদ্যালয়ের কার্য্য হইতে এত উপকার পাওয়া যাইবে, যাহা আজ আমাদের অনেকেই হয়ত বুঝিতে পারিতেছেন না।

কৃষি-শিক্ষার সুব্যবস্থা
বেকার-সমস্যা সমাধানের প্রয়াস

'ফ্রী প্রেস' বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, শিক্ষা বিভাগ শীঘ্রই কৃষি-শিক্ষার জন্য একটা নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবে। ইতঃপূর্ব্বে দীঘাপতিয়ার বসন্তকুমার রায় রাজশাহিতে একটি কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপন ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আরও অনেকে অনেক অর্থ দান করিয়াছেন। এই টাকার সুদ প্রভৃতিতে এক্ষণে এই উদ্দেশ্যে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা জমা হইয়াছে। প্রকাশ, কৃষি-শিক্ষার জন্য যে নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিবার কথা হইতেছে এই টাকা হইতে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করা হইবে।

ভারতে নীলের চাষ
ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে

এ বৎসর সমগ্র ভারতে ৫৩৬০০ একর জমীতে নীলের চাষ হইয়াছে, গত বৎসর ৫৩৩০০ একর জমীতে চাষ হইয়াছিল। এ বৎসর ১০৯০০ হন্দর নীল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়, গত বৎসর ১০২০০ হন্দর নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। সমগ্র ভারতে যত নীল চাষ হয়, তাহার শতকরা ১২'২৭ ভাগ জমি বিহার ও উড়িষ্যায় অবস্থিত। এই প্রদেশে এ বৎসর ৬০০০ হাজার একর জমিতে নীলের চাষ হইয়াছে, ইহা গত বৎসর অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ অধিক। এবৎসর ঐ প্রদেশে ১০০০ হন্দর নীল উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়, গত বৎসর ৭০০ হন্দর উৎপন্ন হইয়াছিল।

হিন্দুর নারী-পূজা
প্রেমের বদলে প্রাণ-দণ্ড

লুধিয়ানার সুন্দরী চামার যুবতী ধান্নোকে হত্যা করিবার অভিযোগে জাঠ-যুবক কাপুর সিং দায়রা জজ এল, এম, ল্যয়লের নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিল। জজ তাহাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, ধান্নো তাহার স্বামীর সহিত বাস করিত। আসামী তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া গত বৎসর একদিন রাত্রিতে তাহার গৃহে প্রবেশ করে। ঐ সময়ে ধান্নোর স্বামী তথায় উপস্থিত হইয়া আসামীকে প্রহার করে এবং আসামীর বিরুদ্ধে একটি মামলা উপস্থিত করে। উক্ত মামলায় আসামী ২ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ঐ ঘটনার এক বৎসর পরে স্ত্রীলোকটি এক দিন রুটি প্রস্তুত করিতেছিল। সুযোগ পাইয়া আসামী সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রহার করে। ফলে হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়।

ঢাকা-আরিচা রেল-লাইন
জরীপের কাজ শেষ

ঢাকা-আরিচা রেলপথের জরীপ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। প্রকাশ, মিঃ হাওয়ার্ডকে ঢাকা-আরিচা রেলপথের কনষ্ট্রাকশন ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা হইয়াছে। ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ইঞ্জিনীয়ার, কনষ্ট্রাকশন ইঞ্জিনীয়ার এবং ই, বি রেলওয়ের ঢাকাস্থিত ইঞ্জিনীয়ারকে লইয়া স্থান নির্ব্বাচন কমিটী গঠিত হইয়াছে। উক্ত কমিটী ঢাকা ও আরিচার মধ্যবর্ত্তি স্থানসমূহে ষ্টেশনের স্থান নির্ব্বাচন করিবেন। অনেকের হয়তো স্মরণ থাকিতে পারে যে, বেঙ্গল চেম্বার-অব-কমার্সের প্রস্তাবে এই লাইন নির্ম্মাণের কার্য্য স্থগিত থাকে, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসিগণের আন্দোলনের ফলে পুনরায় উহার নির্ম্মাণ কার্য্য শুরু হইয়াছে। এই লাইন ঢাকা জেলার অনেক জনবহুল ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন স্থানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিবে যথা—মাণিকগঞ্জ, দশোরা ও ঘিওর। আরো প্রকাশ যে, লাইনের পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কয়েকটী মাত্র সেতু নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইবে।

বেকার-সমস্যা-সমাধান
হিন্দু যুবকের আফিম সেবন

প্রকাশ, জোড়াবাগান থানার অধীন ভগবান ব্যানার্জ্জী লেনের আশুতোষ সেন উপযুক্ত কর্ম্ম সংস্থান করিবার জন্য কিছুদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত কর্ম্ম-সংস্থান করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে তিনি জনেক ভদ্রলোকের বাটীতে গৃহ-শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন কিন্তু তথাকার বেতনে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদা বিমর্ষভাবে থাকিতেন। কোনও বন্ধুর সহিত মিশিতেন না। গত শুক্রবার অপরাহ্নে তিনি যথারীতি বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ভোজনান্তে শয়ন গৃহে গমন করেন। তিনি বাটীর লোকদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি অসুস্থ। কিছুক্ষণ পরে উক্ত গৃহে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া বাটীর অন্যান্য ব্যক্তিগণ উক্ত গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, যুবকটী যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছেন এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে কিছু আফিম সম্বলিত একটী বাক্স নিপতিত আছে। তাহারা অবিলম্বে পুলিশে সংবাদ দেওয়ায় পুলিস আসিয়া সংজ্ঞাহীন যুবকটিকে হাসপাতালে প্রেরণ করে। হাসপাতালে তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে, যুবকটী ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন। পুলিশ তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

হিন্দু মহাজন হত্যা
মুসলমান ধৃত

নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী নামে মুর্শিদাবাদ জেলার একজন লাখপতিকে হত্যা করিবার অভিযোগ সম্পর্কে একটি মামলার শুনানী চলিতেছে। ওসমান ও অপর এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছে। মৃতের পুত্র শিশির কুমার মুখার্জ্জী এম-বি তাঁহার জেরায় বলেন যে, তাঁহার পিতার মৃত্যুর ৪ দিবস পর তিনি তাঁহার পিতার হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা ও দণ্ডিত করার জন্য ১০,০০০ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানান। এই পুরস্কারের ঘোষণা সম্পর্কিত কাগজ পত্র দাখিল করিবার জন্য সেশন জজ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তলব করিয়াছিলেন। ফরিয়াদি পক্ষে মিঃ সি, কে সেন ও আসামীর পক্ষে মিঃ ডি, এম, বাগচী দাঁড়াইয়াছেন।

ছাত্রাবাসে তালাশী
রাজ বন্দীদের আড্ডায় হানা

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের খানাতালাশী পরোয়ানা অনুযায়ী কলিকাতা পুলিশ ৭১নং মীর্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের এক বোর্ডিংয়ে খানাতালাশ করিয়াছে। প্রকাশ 'ইয়ং সোশিয়ালিষ্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের' সভাপতি রাজকুমারের 'যুবকদের প্রতি নিবেদন' শীর্ষক এক লাল ইশ্‌তাহারের জন্য পুলিশ বোর্ডিংয়ের লোকদের জিনিষপত্র তালাশ করিয়াছে। উক্ত বোর্ডিংয়ে কয়েকজন ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দীও থাকে। প্রকাশ, অরুণচন্দ্র গুহ প্রমুখ যাহারা তথায় উপস্থিত ছিল না, তাহাদের বাক্স তালা ভাঙ্গিয়া খুলা হইয়াছে। খানাতালাশে কোনও ইশ্‌তাহার পাওয়া যায় নাই।

হিন্দুর একি কাণ্ড!
নাবালিকার সর্ব্বনাশ-সাধন

রাজা কাটরা হইতে লাগপতিস নামে ১৬ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকাকে স্বামীর হেফাজত হইতে চুরি করিবার অভিযোগে চান্ন খটিক ও বাবুন খটিক অভিযুক্ত হইয়াছে। আসামিগণ বালিকার স্বামীকে বলে যে, তাহারা মেয়েটীর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়, এই শর্ত্তে তাহারা মাঝে মাঝে মেয়েটীর স্বামী-গৃহে আসিত। এক দিন মেয়েটীর স্বামীর অনুপস্থিতিতে আসামিগণ আসিয়া বালিকাটীকে তাহার বাপের বাড়ী লইতেছে বলিয়া একখানা ট্যাক্সিতে লইয়া তোলে, কিন্তু তাহাকে একখানা ঘরে আনিয়া আটকাইয়া রাখে। ঐ বাড়ীর বাড়ীওয়ালার আসামীদের চাল চলন দেখিয়া সন্দেহ হয় এবং তিনি পুলিশে খবর দেন। পুলিশ চীৎপুর হইতে মেয়েটীকে উদ্ধার করে। শুনানী স্থগিত আছে।

মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী
সজ্ঞানে পরলোক গমন

কাশিমবাজারের ধার্ম্মিক ও দানশীল মহারাজা স্যর মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই সোমবার রাত্রি ১টা ২৩ মিনিটের সময় তাঁহার কালকাতা ভবনে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শৈশবেই তাঁহার উপর নানা বিপদ পতিত হয়। দুই বৎসর বয়সের সময় মাতা ও ১৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। তাঁহার মাতুলানী মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুর পর তিনি কাশিমবাজারের জমিদারীর সহিত তাঁহার মাতামহ বংশের দানশীলতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েন। তাঁহার পর হইতে ৩২ বৎসরে তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য এক কোটিরও অধিক টাকা দান করিয়াছেন!

হিন্দুর নারী-ভক্তি
গায়ে এসিড্ নিক্ষেপ

মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট দিয়া যাইবার সময় চণ্ডীদাসী নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের গায়ে এসিড নিক্ষেপের অভিযোগে রামদাস তেলী ও রামচন্দ্র নামে দুই পশ্চিমা হিন্দু অভিযুক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসী তাহার জবানবন্দীতে বলে যে, তাহার ভগ্নী অভয় দাসী বিবাহিতা বৃন্দেশ্বরী নামে এক ব্যক্তি তাহাকে লালমণির হাটে লইয়া যায়, অভয় দাসী কিছুদিন তথায় থাকিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং তাহার নিকট অবস্থান করে। অভয় কলিকাতা আসিবার কয়েকদিন পরেই বৃন্দেশ্বরী তাহার নাতি ও অপর একব্যক্তি তাহার বাড়ী আসে ও অভয় দাসীকে পুনরায় লালমণির হাটে যাইতে বলে। সাক্ষী (চণ্ডী দাসী) অভয় দাসীকে লালমণির হাট পাঠাইতে অসম্মত হয়। ইহাতে আসামীগণ চণ্ডীকে মজা দেখাইবে বলিয়া শাসাইয়া চলিয়া যায়। পরদিন সাক্ষী যখন মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল, এই সময় রামদাস তেলী ও রামচন্দ্র তাহার উপর এসিড নিক্ষেপ করে, ফলে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যায় এবং তাহাকে তখনই হাসপাতালে পাঠান হয়। স্থানীয় লোকেরা রামদাস তেলীকে গ্রেপ্তার করে। রামচন্দ্র একপাটি জুতা ফেলিয়া পলায়ন করে। পরে উভয় আসামীকেই গ্রেপ্তার করা হয়। ডেপুটী পুলিশ কমিশনার রামদাসকে বিচারার্থে প্রেরণ করেন এবং প্রমাণাভাবে রামচন্দ্রকে মুক্তি দেন।

মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য
বিভিন্ন জেলার শুমার

বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য-বিভাগে যে শেষ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়,—গত ২রা নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে—সেই সপ্তাহে বাঙ্গালার ৭টি জেলায় কলেরায় মৃত্যু-সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হাওড়া—৩৬'৪২, খুলনা ৩৮'৭০, রাজশাহী ১৭'৭২, দিনাজপুর ৩০'৪৭, বগুড়া ৫'১৩, ঢাকা ২২'২৯, এবং ত্রিপুরা ১৩'১৯। মেদিনীপুর এবং কুচবিহারে মৃত্যু সংখ্যা পূর্ব্ব সপ্তাহের ন্যায়ই আছে। নিম্নলিখিত জেলা সমূহে মৃত্যু সংখ্যা এইরূপ কমিয়াছে:—বর্দ্ধমান ১৪'৫, আসানসোল খনি অঞ্চল ১৫'৮, বীরভূম ১৫'৯, হুগলী ২২'১১, ২৪ পরগণা ৪৬'৪১, কলিকাতা ৪১'২৯, নদীয়া ৩৪৭'১২৫, মুর্শিদাবাদ ২৪'১৩, যশোহর ৮৩'৭১, পাবনা ১২'৫ এবং ফরিদপুর ৩৫'২৪, বসন্তে কলিকাতায় ও চট্টগ্রামে ২ জন করিয়া এবং মেদিনীপুর ও নোয়াখালীতে একজন করিয়া মারা গিয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতায় ৯জন করিয়া মারা গিয়াছে।

সশস্ত্র ডাকাতি
একজন হত ও ২ জন আহত

গত ৯ই নভেম্বর শেষ রাত্রিতে নোয়াখালি জিলার লক্ষ্মীপুর থানার অন্তর্গত চরবালামারা নামক স্থানে একদল ডাকাতের সহিত পুলিসের এক সংঘর্ষের ফলে একজন ডাকাত নিহত এবং উভয় পক্ষে কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত গ্রামে ডাকাতি হইবে সংবাদ পাইয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ টি, জে, ক্লার্ক চৌমহনী জুট কোম্পানীর মিঃ মেইন ও মিঃ ওয়াল্ডের সহিত একদল পুলিসসহ লক্ষ্মীপুর গমন করিয়া ডাকাইতদের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। রাত্র প্রায় ২টার সময় ডাকাতদল যখন অশ্বিনী মজুমদার নামক জনৈক মহাজনের বাড়ী লুণ্ঠন করে, তখন পুলিস দল তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া ফেলে। ডাকাইত দলে প্রায় ১২ জন লোক ছিল। তাহাদের হস্তে বর্শা, রামদা প্রভৃতি অস্ত্র ও মশাল ছিল। পুলিস দল তাহাদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গুলীবর্ষণ করে, ফলে কয়েকজন ডাকাত জখম হয়। পুলিশের কয়েকজন অল্প বিস্তর জখম হয়। অবশেষে রায়পুর থানার কুচিয়ামোড়া গ্রামের নূর মিঞা নামক জনৈক ডাকাত ধৃত হয় এবং অবশিষ্ট নৌকাযোগে পলায়ন করে। প্রকাশ, নূর মিঞা রায়পুর ও চাঁদপুর থানার কতিপয় লোককে জড়িত করিয়া এক স্বীকারোক্তি করিয়াছে। একজন ডাকাতের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে এবং আরও একজন ধৃত হইয়াছে।

তরুণের জয়-যাত্রা
"ধর্ম্ম তুলিয়া দাও"

অমৃতসরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৫০ জনেরও অধিক নেতার স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, উহার একখানি নকল কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠান হইয়াছে।—

গত ৫ই নভেম্বর তারিখের 'জমীদার' পত্রে প্রকাশিত সিটি কংগ্রেস কমিটীর নিকট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের একখানি চিঠি পাঠ করিয়া আমরা আতঙ্কিত হইয়াছি। উক্ত পত্রে তাঁহারা বলিয়াছেন, লাহোরের সারকুলার পার্কে প্রত্যহ অপরাহ্নে যে সমস্ত ধর্ম্মসভা হয়, একদল যুবক কংগ্রেসের সহিত মিলিত হইয়া একাধিকবার শান্তি ভঙ্গ করিয়াছে। তাহারা প্রকাশ্যে মওলবী পণ্ডিত তথা বেদ ও কোরাণের নিন্দা করিয়াছে। কোন কোনও যুবক বহু লোকের উপাসনায় বাধা প্রদান করিয়াছে। দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস সর্ব্বদাই ধর্ম্মমত-সহিষ্ণুতার সমর্থন করিয়া আসিতেছে। উহা কখনও কোন ধর্ম্ম কিংবা উহার ধর্ম্মগ্রন্থের নিন্দা করে নাই, ঐ যুবকদের কার্য্যে ইতিপূর্ব্বেই সংবাদপত্রে ও সভায় ভয়ের কারণ প্রকাশ করা হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ সাম্প্রদায়িকতা বর্জ্জন চেষ্টায় ঐ সমস্ত যুবকের মুখোস খুলিয়া স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা স্বদেশপ্রেম প্রচার করা দূরে থাকুক, ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা সমগ্র ভারতবাসীর বিরক্তি উৎপাদন করিবে। ঐ যুবকগণ ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের পিতার অভিভাবকত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। আরও দুঃখের বিষয় তাহাদিগকে কংগ্রেস-ভুক্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। তাহাদের ঐ সমস্ত দুষ্কার্য্য চলিতে দিলে চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে। আমরা কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে যুবকদের ঐরূপ কার্য্যের বিপদ যথাসময়ে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করিতেছি; কারণ উহা বন্ধ না করিলে পুনরায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে; উহা কংগ্রেস কিংবা দেশের হিতাকাঙ্ক্ষার কাম্য নহে।

মাতা না রাক্ষসী ?

হিন্দুর সৃষ্টি-ছাড়া কীর্ত্তি

পুলিশ স্থানীয় মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট হানা দিয়া কমলাবালা নামে ১৬ বৎসরের কম বয়স্কা একটী বালিকাকে একটী পতিতালয় হইতে উদ্ধার করিয়াছে এবং রাধারাণী ও সতীশ দে নামে দুই জন হিন্দুকে ১৬ বৎসরের কম বয়সের মেয়েকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করাইবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কমলা আদালতে এই মর্ম্মে এক বর্ণনা দান করে যে, সতীশ তাহার পিতা এবং রাধারাণী তাহার মাতা, তাহার এখনও বিবাহ হয় নাই। তাহার মাতা বাঁশতলা ষ্ট্রীটে তাহাকে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া দিয়াছে, তথায় সে গণিকা বৃত্তি করিয়া থাকে এবং থিয়েটারে অভিনয় করে। সে তাহার একজন আত্মীয় মারফৎ ডেপুটী পুলিশ কমিশনারের নিকট তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল। শুনানী স্থগিত আছে।

পুলিসের নীতি-হীনতা

আসামে কমিটি নিয়োগ

গত ৭ই নবেম্বর জোড়হাটে পুলিশ অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি স্যর আর, ভি, সাদুল্লাহ্, সম্পাদক মিঃ ভাণ্ডারের সহিত জোড়হাটে উপস্থিত হইয়া কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন। পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডেপুটী কমিশনার এবং কতিপয় স্থানীয় উকীল সাক্ষ্য দিয়াছেন। আসামের কনষ্টেবলদিগের অশিক্ষতা, নীতি-হীনতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। মিঃ কে, চালিহা, মিঃ বি, ঘোষ, মিঃ গোপেন্দ্র চৌধুরী, মিঃ বসন্ত দাস এবং মওলবী সৈয়দর রহমান কমিটির বে-সরকারী সদস্যরূপে কাজ করিতেছেন। বে-সরকারী সাক্ষিগণ কমিটিকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে বলেন যে, পুলিশ জনসাধারণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা সংশোধন হওয়া কর্ত্তব্য। কনষ্টেবলদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, উহারা জনসাধারণের ভৃত্য, মানব নহে। মিঃ চালিহার মত এই যে, লিখিতে ও পড়িতে জানে, এরূপ লোক কনেষ্টবলপদে নিযুক্ত করা উচিত। উহাদের জন্য পদোপযোগী শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি দ্বারা অবস্থার উন্নতি হইবে না। কমিটি শিবসাগর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ঐ স্থান হইতে পরে কমিটি গৌহাটিতে গমন করিবেন।

হিন্দু নর-বরাহের কীর্ত্তি

বেশ্যা-হত্যায় শাস্তি ভোগ

সপ্তদশবর্ষীয়া রমণী নন্দরাণীকে হত্যা করিবার অভিযোগে ভূতনাথ কুণ্ডু বর্দ্ধমানের অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জজ একদল জুরীর সাহায্যে উক্ত মামলার বিচার করেন। অধিকাংশ জুরীর অভিমতের সহিত জজ একমত হইতে না পারিয়া মামলাটির শেষ নিষ্পত্তির জন্য মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার মিত্র ও বিচারপতি মিষ্টার এস, কে, ঘোষ গত পূর্ব্ব বুধবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ গণিকা নন্দরাণী শহরে বাস করিত। তাহার সহিত আসামীর বিশেষ "সদ্ভাব" হওয়ায় সে নিজের ভূ-সম্পত্তিগুলি নন্দরাণীকে প্রদান করে এবং তজ্জন্য এক দলিল রেজেষ্ট্রী করিয়া তাহাকে প্রদান করে। পরে উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়ায় আসামী উহার কতকাংশ ফেরৎ চাহে, কিন্তু নন্দরাণী ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করে। সেই সময় হইতে সে আসামীকে তাহার বাটীতে গমন করিতে দেয় নাই। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর বেলা ১টার সময় নন্দরাণী স্নান করিবার অভিপ্রায়ে অপর ২ জন রমণীর সহিত ঈশানেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তি পুষ্করিণীর ঘাটে গমন করে। আসামী সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া নন্দরাণীকে জিজ্ঞাসা করে, সে আসামীকে তাহার বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে কি না। নন্দরাণী তাহাতে অসম্মতি প্রদান করায় আসামী তাহার নাক কাটিয়া দিতে চাহে। ফলে, নন্দরাণী তাহাকে গালি দেওয়ায় আসামী ছোরা প্রহারে তাহাকে আহত করে, অল্পক্ষণ পরেই নন্দরাণীর মৃত্যু হয়। হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় আসামীকে, অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মফঃস্বল

কর্ম্ম-প্রার্থী

কোন উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জি, টি, পাস ও ইংরেজী জানা হেড্‌ পণ্ডিতের আবশ্যক হইলে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। বেতন ২০্‌ ও ২৫্‌ টাকা, আহার ও বাসস্থান ফ্রি চাই।

এফ, রহমান, সাতবরিয়া স্কুল,
পোঃ কোমারভোগ; জিঃ ঢাকা।

ফেণীতে বিরাট সভা

কারী সাহেবের বক্তৃতা

বিগত ৬ই নবেম্বর মোতাবেক ২০শে কার্ত্তিক ফেনীস্থ "মার্চেণ্ট খাদেমোল ইসলাম সমিতির" কর্ম্মকর্ত্তাগণ ও স্থানীয় তেজস্বী আলেম জনাব মওলবী ইব্রাহিম সাহেবের চেষ্টায় ফেণীতে একটী মহতী সভা হয়, মুনশী আবদুল গনি চৌধুরী মোখ্‌তার সাহেব সভাপতি হন। স্থানীয় মাদ্রাসার সঃ হেড্‌ মঃ মুর আহমদ সাহেব কিছুক্ষণ ও মঃ মহাঃ ইব্রাহিম কিছুক্ষণ বক্তৃতা দেওয়ার পর বিপুল আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বক্তা ও ওয়ায়েজ কারী আজিজোররহমান সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া দীর্ঘ ৩ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত খাদেমোল ইসলাম সমিতির যাবতীয় উন্নতি বিষয়ক বাণী ও মুসলমানদের নানাবিধ অধঃপতনের কারণ ও তাহার প্রতিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়া অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

—রিপোর্টার।

সেকান্দরদী মাদ্রাসা

সেবা-সমিতি প্রতিষ্ঠা

ঢাকা সদরের অধীন সেকান্দরদী মাদ্রাসায় গত পূর্ব্ব রবিবার এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় বিশিষ্ট গণ্যমান্য ভদ্র মহোদয়গণ সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বেলা ২ টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নারায়ণগঞ্জের উকিল মওলবী সৈয়দ আবদুস্ সালাম বি, এল সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর কোর-আন পাঠ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মাদ্রাসার সুযোগ্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মওলবী মোহাম্মদ সিরাজুল হক এম, এ কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। রিপোর্টখানা সুদীর্ঘ, সুচিন্তিত ও কবিত্ব পূর্ণ হইয়াছিল। ইহাতে বুঝিবার, ভাবিবার ও শিখিবার অনেক কিছু ছিল। তৎপর ঢাকা জি, টি স্কুলের ২য় শিক্ষক মওলবী মোহাম্মদ সাদত আলী কি ভাবে কার্য্য পরিচালনা করিলে, মাদ্রাসাটী সব দিক দিয়া সাফল্য মণ্ডিত হইবে, তাহা বুঝাইয়া দেন। মাদ্রাসার মোদারেস্‌ ও ছাত্রমণ্ডলী নিয়া একটী সেবক-সমিতি গঠন করিতে পরামর্শ দেওয়া হয়। বক্তা সাহেবান ও উপস্থিত জনমণ্ডলী মধ্যে অনেকে যথাশক্তি মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে সাহায্যাদি দান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

এ, এম, কেরামত আলী
শাখপুর, দীনকুটীর, ঢাকা।

মুস্‌লিম-লীগের পুনর্গঠন

চট্টলে কর্ম্মের সাড়া

বিগত ১লা নভেম্বর রোজ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় স্থানীয় মুসলিম হলে জিলা মুসলিম লীগের পুনর্গঠন সভা মহা সমারোহে হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মওলবী মুহাম্মদ এক্রামুল হক সাহেব, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। কোরআন মজিদ পাঠের পর যথানিয়মে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মওলবী হাকিম রফিক আহ্‌মদ সাহেব স্বরচিত "জাগরণী" নামক কবিতা পাঠ করিয়া সভার উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। তৎপর মওলবী আবদুল আজিজ সাহেব স্বললিত ভাষায় লীগের পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে এবং চট্টগ্রামের জিলা লীগের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শেখ-এ-চাটগাম মওলবী মুহাম্মদ কাজেম আলী সাহেবের গুণ কীর্ত্তন করিয়া বক্তৃতা করার পর মওলবী নুরুল আফসার চৌধুরী জমিদার এম, এল, সি, সাহেবকে সভাপতি, মওলবী নুর আহ্‌মদ এম, এ, বি, এল, সাহেবকে সহকারী সভাপতি ও ক্যাশিয়ার এবং মওলবী হাকিম রফিক আহ্‌মদ সাহেবকে সম্পাদক এবং আরও বহু উল্লেখযোগ্য ভদ্র মহোদয়গণকে সহকারী সভাপতি ও সহকারী সম্পাদক করিয়া এক শক্তিশালী কমিটী গঠন করা হয়। প্রত্যেক থানা হইতে প্রতিনিধি লইয়া সুপরিচালিত ভাবে লীগের কার্য্য সম্পাদনের জন্য একটী কাউন্সিলও গঠিত হইয়াছে। সন্ধ্যা ৬টায় বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের পর সভা ভঙ্গ হয়।

ফরিদ আহ্‌মদ চৌধুরী।

বসন্ত মহামারী

কর্পোরেশনের হুঁশিয়ারী

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেল্‌থ অফিসার এসোসিয়েটেড্‌ প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, আগামী বৎসর কলিকাতায় বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা হইতেছে; উহার আক্রমণ বিশেষ তীব্র হইবে বলিয়া মনে হয়। বসন্তের টীকা দিবার জন্য কর্পোরেশনের ৬০ জন পুরুষ ও নারী কর্ম্মচারী আছে। প্রয়োজন হইলে আরও অতিরিক্ত লোক নিযুক্ত করা হইবে। কলিকাতার লোক সংখ্যা ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার, তন্মধ্যে গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৩ লক্ষ লোককে এবং ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আরও ৩ লক্ষ লোককে টীকা দেওয়া হইয়াছে।

"টিকিওয়ালা শাম্‌সুল উলামা"

সরস্বতীর বন্দনা

শুনেছি শ্রীমতী সরলা দেবী নাকি কোন সাহিত্য সম্মিলনে জনৈক মুসলমান সাহিত্যিককে বলেছিলেন, যতদিন না তোমরা তুর্কী টুপী ছাড়বে ততদিন তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিলন হ'বে না এবং সেই মুসলমান সাহিত্যিককে তাঁর তুর্কী টুপীর জন্য মাদ্রাজের প্যারিয়ার মত ব্যবহার পেতে হয়েছিল। শ্রীমতী সরলা বুদ্ধিমতী। তিনি নিশ্চয়ই মুসলমানদের বাহিরের তুর্কী টুপীর কথা বলেছিলেন না। নইলে তিনি ভেতো বাঙ্গালীকে ছেড়ে খোট্টা রুটী খোর পাঞ্জাবীকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে যাবেন কেন। মুসলমানদের মনের ইচ্ছাকেই তিনি উদ্দেশ্য করে ও কথাটা রূপকে বলেছিলেন। তিনি মুসলমানকে হিন্দুর শামিল হ'য়ে যাওয়ার জন্যে ঐ ইঙ্গিত করেছিলেন। বড়ই আক্ষেপের কথা, সম্প্রতি ঢাকার প্রিন্সিপাল শাম্‌সুল উলামা (?) আবু নসর ওহিদ এম, এ, সাহেব প্রণীত একখানি গ্রন্থে এই মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে যৎপরোনাস্তি আশান্বিত (!) হয়েছি। শ্রীমতী সরলার সঙ্গে নিশ্চয়ই শাম্‌সুল উলামা (?)র পরিচয় ছিল, নইলে অত তাড়াতাড়ি তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী সফল হ'বে কি করে? আর যে সে রকমের সফল হওয়া নয়—একেবারে কিস্তিমাৎ সাফল্য। চোগা চাপকান পরা গোঁড়া মুসলমান, আবু নসর সর্ব্ব প্রথম এই মন্ত্রে তান্ত্রিক হয়েছেন। আবু নসর সাহেবের "প্রাইমারী পাঠ" দ্বিতীয় ভাগ পড়ে আমার ইচ্ছা হয়েছে, শামসুল উলামা সাহেবকে শুদ্ধি করিয়ে স্বামী জলানন্দ নাম দিয়ে দিই। আবু নসর নাকি শামসুল উলামা, ইস্‌লামিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল এবং নূতন পদ্ধতির মাদ্রাসা পাঠ্যের বাবা। অথচ তাঁর প্রাইমারী পাঠে গদ্যের ইসলামী শব্দ, ভাব ও ভাষায় পূর্ণ। আবু নসর সাহেবের কি লজ্জা করে না যে, তাঁর প্রাইমারী পাঠে মুসলমান বালক বালিকাদের কচি সমাজে শেরেকী ঘুচিয়ে দিচ্ছেন? তাঁর এই বইয়ে দেখ্‌তে পাই, উষা রাণীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলা হ'য়েছে—

"সুপ্রভাত মোর দেখিয়া তোমায়
এস তবে পূর্ণ কর বিশ্ব মহিমায়।"

বলিহারি যাই উলামা সাহেব! মারহাবা! মারহাবা! প্রভাতে উঠে আল্লার নাম মুখ দিয়ে বেরোলো না, বেরলো উষারাণীকে পুজা করবার কথা! একেই ত বলে পলাণ্ডু-পাণ্ডিত্য!

"এস রাণী দেখা দাও বারেক আসিয়া।
সোণার মুকুট শিরে দাও দরশন
রাশি রাশি ফুল আমি করিব অর্পণ।"

অন্যত্র বহির প্রথম নিবন্ধে লিখেছেন "ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন"। লেখক যদি লিখ্‌তেন ভগবান ব্রহ্ম বৃন্দাও সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহলে আরও ভাল হতো। কোন্ মুখে লজ্জার মাথা খেয়ে শামসুল উলামা সাহেব ইহা লিখেছেন। প্রায় একশত বৎসর ধরে হিন্দুরা বাঙ্গালার মুসলমানদের জন্য পাঠ্য পুস্তক লিখেছেন অথচ তাঁরা কোন দিন কি লিখেছেন, "আল্লা তালা দুনিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন"। শামসুল উলামা ভদ্রলোক সাজিবার জন্য পানি বল্‌তে লজ্জা পান, তাই তিনি তাঁর গ্রন্থে পানির পরিবর্ত্তে জল লিখেছেন। ভাষায় ভদ্দর লোক না হলে আর কি ভদ্দর লোক হওয়া যায়? অজ্ঞ মুসলমান সমাজ না হলে এমন তরো ভণ্ডামী ও ন্যাকামী কি কেউ সহ্য কর্‌তো। মওঃ আবু নসরের ঘোলা-পরস্তীর বহর কতদূর দেখুন। গ্রন্থকার লিখেছেন "আগে কবিরা ঘুম হইতে উঠিয়াই রাজাকে স্মরণ করিতেন"। এই কথা আমাদের তৌহিদ-বাদী ছেলেদিগকে শিখান হচ্ছে। আবু নসর সাহেব স্বামী দয়ানন্দকে হার মানিয়ে দিয়েছেন গ্রন্থকার অন্যত্র লিখেছেন—

"রাম গেল বনে পরি বল্কল বসন
পশ্চাতে ছুটিল তার সুমিত্রা নন্দন"

ইহার উপর টীকা অনাবশ্যক।

মোতফাজ্জল রহমান

রাজপাট-কুল্যা পুষ্করিণী খনন

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের তাচ্ছিল্য

খুলনা জেলার অন্তর্গত মোল্লাহাট থানার অধীন রাজপাটের শামিল কুল্যা গ্রামে প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে অত্র গ্রামবাসিগণ জেলা বোর্ডকে বিনা মূল্যে পাঁচবিঘা জমি দান করিয়াছিলেন। বোর্ডের তাৎকালীন চেয়ারম্যান তথায় একটী পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। কিছুকাল পরে বোর্ড হইতে জনৈক কণ্ট্রাক্টর উক্ত পুষ্করিণী খনন-কার্য্য আরম্ভ করেন, কিন্তু দুই, তিন হস্ত পরিমিত খনিত হইলে প্রবল বর্ষায় গর্ত্ত ডুবিয়া যায়, ফলে তখনকার মত আরব্ধ কার্য্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়, উক্ত পুষ্করিণী অদ্যাবধি অর্দ্ধনিতাবস্থায় ঠিক পূর্ব্ব মতনই পড়িয়া আছে। অধিকন্তু গ্রামে জলকষ্টের অভাব মোচনার্থে আমরা জেলা বোর্ডকে উপর্য্যুপরি কয়েকখানা দরখাস্ত করিয়াছি, কিন্তু সকল আন্দোলনই ব্যর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি চিত্রা নদী মরিয়া যাওয়ায় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কোন পুকুর না থাকায় কয়েক বৎসর যাবৎ অকালে কলেরার ভীষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই দারুণ অন্ন-সমস্যার দিনে পানীয় জলেরও নিতান্ত অভাব, সুতরাং অনতিবিলম্বে ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইলে কলেরার প্রকোপ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিবে। পানীয় জলের অভাব পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত রোগের অবসান বাস্তবিকই সুদূরপরাহত। এইক্ষণ আমরা সহৃদয় চেয়ারম্যান বাহাদুরকে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন, নিজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীর অবস্থা সম্যক পরিদর্শন করিয়া পুষ্করিণী পুনঃ খনন করিতে আদেশ প্রদান করতঃ সাধারণের ধন্যবাদার্হ হন।

মুহাম্মদ ইস্‌হাক মিয়া, মোল্লাহাট, রাজপাট, খুলনা।

সর্দ্দা-বিলের প্রতিবাদ-সভা

ঢাকার অন্তর্গত

১। গ্রাম বেহুপুর,—সভাপতি জনাব মওলবী মুহাম্মদ আবদুল জলিল জানপুরী সাহেব। লোক সংখ্যা ৩০০ তিন শত। ২। গ্রাম গোহাইলবাড়ী হাটখোলা, সভাপতি জনাব মুন্সি সাজারী সাহেব। লোক সংখ্যা ৮০০ আট শত। ৩। গ্রাম তাড়ারিয়া সভাপতি জনাব ডাক্তার ইয়াকুব আলী সাহেব। লোক সংখ্যা ৮০০ আট শত। ৪। গ্রাম গাজির চট সভাপতি জনাব মওলবী আবদুল ওয়াহেদ সাহেব লোক সংখ্যা ৭০০ সাত শত। ৫। গ্রাম গোপাল বাড়ী। সভাপতি মুনশী গহু ব্যাপারী সাহেব। লোক সংখ্যা ৭০০ সাত শত। ৬। মাহনা, সভাপতি মুনশী মুহাম্মদ খবিরদ্দিন সাহেব। লোক সংখ্যা ৫০০ পাচ শত। ৭। গ্রাম শ্রীকলতলী। সভাপতি জনাব সৈয়দ গোলাম মোস্তফা রেজভ পীর সাহেব। লোক সংখ্যা ১০০০০ দশ হাজার।

ময়মনশাহীর অন্তর্গত

১। গ্রাম ভাওড়া, সভাপতি জনাব মওলবী শাহ সুফী খোন্দকার লোতফর রহমান সাহেব। লোক সংখ্যা ৭০০ সাত শত। ২। গ্রাম টাকিয়া কদমা সভাপতি জনাব ডাক্তার মওলবী খলিলার রহমান সাহেব। লোক সংখ্যা ১২০০ বার শত। ৩। গ্রাম মির্জ্জাপুর। সভাপতি জনাব মওলবী সৈয়দ কাজী আবুল মনসুর সাহেব। লোক সংখ্যা ১১০০০ এগার হাজার। ৪। গ্রাম ইচাইল। সভাপতি জনাব মওলবী মুহাম্মদ তমিজদ্দিন সাহেব। লোক সংখ্যা ৮০০ আট শত।

মগ্‌রেব

ইংলণ্ডে ঝড়-তুফান
শহর-বন্দর সলিল-মগ্ন

লণ্ডনের ১২ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, গত-কল্য সমগ্র ইংলণ্ডে আকস্মাৎ ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। এই জন্য বিপন্নদিগকে সমগ্র উপকূলভাগে উদ্ধার করিবার জন্য "জীবন-রক্ষা-তরণী"গুলি খুব ব্যস্ত ছিল। টেলিফোন্ লাইনগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়াছে ঘরের ছাদ উড়িয়া গিয়াছে এবং নদীগুলি জলপ্লাবিত হইয়াছে। উত্তর ওয়েল্‌সের শহর গ্রাম এবং রেল-লাইন সমূহ বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে। ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ৭৪ মাইল হইতে ৮৩ মাইল হইয়াছিল। বিমানপোতের কোথাও অনিষ্ট হয় নাই।

ইতর প্রাণী ধ্বংসের প্রতিবাদ
বিলাতে আন্দোলন

মিঃ ওয়ারিস্ আমীর আলী ইষ্ট ইণ্ডিয়া সভায় ভারতের ইতর প্রাণী ধ্বংস বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ইতর প্রাণী সকলের উচ্ছেদে কি বিপদ ঘটিতেছে। তিনি বলেন ১৯২০ খৃষ্টাব্দ হইতে বন্দুকের লাইসেন্সের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতেই এইরূপ ঘটিতেছে। লর্ড লয়েড, স্যর হার্কোর্ট বাটলার, স্যর উমর হায়াৎ খাঁ, স্যর রিচার্ড ডেন এবং স্যর সিসিল ওয়ালস প্রভৃতি প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের ইতর-প্রাণী রক্ষার জন্য যে এক সমিতি আছে, স্যর রিচার্ড ডেন ভারতবর্ষে তাহার একটি শাখা স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

নোবেল প্রাইজ্
জার্ম্মাণ গ্রন্থকারের বরাত

ষ্টকহলমের ১২ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মাণ গ্রন্থকার টমাস্ ম্যান ১৯২৯ সনের জন্য "নোবেল প্রাইজ" পাইয়াছেন। সাহিত্যের জন্যই তাঁহাকে বিশ্ব-জন-সম্মানিত পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। গত ১০ বৎসর ধরিয়া কে কে সাহিত্যের জন্য এই পুরস্কার পাইয়াছেন, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

১৯২০ সন	নুট হামসন।
১৯২১ „	আনাতোল ফ্রান্স।
১৯২২ „	জে, বেনাভেন্টি।
১৯২৩ „	ডব্লিউ, বি, হয়েটস্।
১৯২৪ „	ডাব্লউ, রেমণ্ট।
১৯২৫ „	জি, বি, শ।
১৯২৬ „	গ্রাসিয়া দেলেদ্দা।
১৯২৭ „	হেনরী বার্গসন।
১৯২৮ „	সাইগ্রিদ আন্ডসেট।

সাইমন রিপোর্ট ও আমরা
অধীরতা অনাবশ্যক

'হিন্দুর' লণ্ডনস্থিত সংবাদ-দাতা তারযোগে জানাইতেছেন, পার্লামেণ্ট অঞ্চলে অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি, মিঃ ম্যাকডোনাল্ড মিঃ বল্‌ডুইনের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন শ্রমিক মহলে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে যে, প্রধান মন্ত্রী যে পরিবর্ত্তন না করার কথা বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা মন্ত্রি সভার ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য প্রকাশিত হইবে, এরূপ সহজ; সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্বন্ধে সরকারের নীতি কোন্ পথে চলিবে, তাহাই কেবল উহার দ্বারা বুঝাইতেছে। তাঁহারা বলেন, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে, যখন গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হইবে, তখন সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইবে, কারণ তখন উভয় পক্ষেই পূর্ণ স্বাধীন ভাবে যে কোন প্রকার স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব উত্থাপন ও সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারিবেন এবং সে সময়ের অবস্থা অনুসারে যেরূপ নীতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় মনে হইবে, তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

মুফস্‌সল

নারায়ণগঞ্জের আসে পাশে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি এখনও কলেরার টীকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন নাই।

—০—

প্রকাশ যে, নাটোর ডাক লুট মামলা সম্পর্কে কলিকাতার সেন্‌ট্রাল কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর একজন ছাত্রকে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে।

—০—

চাঁদপুর মহকুমায় সর্ব্বত্র কলেরা রোগ বিস্তারলাভ করিতেছে। অল্পদিনের মধ্যে চাঁদপুর শহরে কয়েক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে।

—০—

কলিকাতা ও শিলং এর মধ্যে বিমান যোগে ডাক চলাচল করিবে। ঐ বিমান লাইনের জন্য দিনাজপুরে একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠার জন্য জমি লওয়া হইবে।

—০—

আগামী জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে নৌ-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ইংলণ্ডের আমন্ত্রণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সম্মিলনে যোগদানে স্বীকৃত হইয়াছেন।

—০—

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানী মাঠের ধানকাটা শেষ হইবার পর কাঁথি বেলদা রেল রাস্তা তৈয়ার সম্বন্ধে অত্যাবশ্যক অনুসন্ধান কার্য্যাদির জন্য প্রবৃত্ত হইতেছেন।

—০—

ভাগ্যকুল (ঢাকা) সাব পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টার নীলকান্ত বসু কতকগুলি ইন্‌শিওর করা চিঠি চুরি যাওয়ার অভিযোগে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। আরও তদন্ত চলিতেছে।

—০—

লাহোরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোয়ানা বলে "প্রতাপ" পত্রের স্বত্বাধিকারী কৃষ্ণের গৃহে এবং মিসেস্ ভগবতী চরণের গৃহে খানাতালাশ হয়। পুলিস কৃষ্ণের গৃহ হইতে দুইখানি ফটো এবং ২টি নোটবুক লইয়া গিয়াছে।

—০—

কমন্স সভায় কোন সভ্যের প্রশ্নোত্তরে পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সন বলেন, ভারতে কম্যুনিষ্ট মত প্রচার সম্বন্ধে যাহা করা আবশ্যক, পররাষ্ট্র দফ্‌তর এবং ভারত সচিবের দফ্‌তর তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদাই পরামর্শ করিতেছেন।

—০—

গত ২১ নবেম্বর গবর্ণমেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর ফেণী বিলনিয়া রেলওয়ে লাইন পরীক্ষা করিয়াছেন। ১লা ডিসেম্বর হইতে দিনে রাত্রিতে ৮ বার যাত্রী গাড়ী চলাচল করিবে। ট্রেণ গুলির যাতায়াতের সময় সর্ব্বসাধারণের সুবিধাজনক হয় নাই।

—০—

কলিকাতা সেন্‌ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের সুপারিন্টেডেণ্ট জানাইয়াছেন,—করাচী টেলিগ্রাফ অফিস হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, গত ১৭ই নবেম্বর বেলা তিন টার সময় বিমান ডাক করাচিতে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু উহাতে বিলাতি ডাক আসে নাই।

—০—

সেদিন স্কটল্যাণ্ডের উপকূলে যে ঝড় হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে মাছ ধরিবার নৌকাগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ঐ ঝড়ে ৩৩ হাজার জাল নষ্ট হইয়াছে, ৩৩ জন লোক মারা গিয়াছে, ২ খানি মৎস্য-পোত নষ্ট হইয়াছে এবং দেড় লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি হইয়াছে।

—০—

শোমপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তার যোগে জানাইতেছেন, ডারোগা ষ্টেশনে ১৭৪ নং ডাউন মালগাড়ী ও ১৭৭ নং আপ মালগাড়ীর একটি ইঞ্জিনের সহিত সজ্জর্ষ হয়। সাণ্টিং করিবার সময়ই এই দুর্ঘটনা হইয়াছিল। ফায়ারম্যান গালু নিহত হইয়াছে।

—০—

মিঃ সি, এস, রঙ্গ আয়ার পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও অপর ৩ জনের বিরুদ্ধে যে মানহানির অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কে মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পণ্ডিত মতিলালের পক্ষ হইতে প্রদত্ত আবেদনের বিচার করেন। আবেদনে অভিযোগ খারিজ করিয়া দিতে বলা হইয়াছে। মামলা আগামী সপ্তাহ পর্য্যন্ত মুলতুবী আছে।

—০—

গত ১৪ নবেম্বর এলাহাবাদের সিকোহাবাদ ষ্টেশনের পার্শ্বস্থিত পথ দিয়া যখন একখানা বাস রেলপথ পার হইতেছিল, সেই সময় ৭নং আপ এক্সপ্রেস ট্রেণখানা তাহার উপর যাইয়া পড়ে। ফলে বাসের ৪ জন যাত্রী নিহত ও ১ জন আহত হইয়াছে। আহত লোকদিগকে ঐ এক্সপ্রেসেই টুণ্ডলায় পাঠান হইয়াছে, ডিষ্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার তাঁহাদের চিকিৎসা করিতেছেন।

আসাম-লাট গত ১৪ই নবেম্বর প্রাতে সুনামগঞ্জে আসিয়া পৌঁছেন। স্থানীয় বন্যা সাহায্য কমিটীর সদস্যদের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। অপরাহ্ণে কয়েকজন বে-সরকারী ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

—০—

হাওড়ার বাবুলাল বেণিয়া নামক এক হিন্দু তাহার পত্নী জানকীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, তাহাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করিবার অভিযোগে, হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রিকোর্ড মহোদয়ের ইজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

—০—

ভারতের 'তরুণ সোসিয়ালিষ্ট রিপাব্লিকান সমিতি'র প্রেসিডেণ্ট রাজকুমার যুবকদের প্রতি নিবেদন করিয়া যে, লাল ইশ্‌তাহার বাহির করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্টের প্রতি উহাতে অসন্তোষের উদ্রেক হইতে পারে, এই অভিযোগে গবর্ণমেণ্ট উক্ত ইশ্‌তাহার বাজেয়াফ্‌ত করিয়াছেন।

—০—

বৃটিশ মন্ত্রিসভার নিযুক্ত সাব কমিটি ও শ্রমিক এবং মালিক প্রতিনিধিগণের দ্বিতীয় দিনের বৈঠকে এই মর্ম্মে এক আপোষ হইয়াছে যে, কয়লার খনির শ্রমিক দিগের খাটুনির সময় কমাইয়া দেওয়া হইবে। গবর্ণমেণ্টও তদনুসারে একটি আইনের খসড়া পার্লামেণ্টে পেশ করিবেন।

—০—

টিয়েনসিনের (চীন) মিঃ আরণ ব্রেণার নামক এক মার্কিন ব্যবসায়ীকে রুশ দস্যুরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার মুক্তি-মূল্য বাবদ ১ লক্ষ পাউণ্ড দাবী করিয়াছিল। দস্যুগণ এক্ষণে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে; কিন্তু ভদ্রলোক এক্ষণে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে আক্রান্ত হইয়াছেন।

—০—

সতীন সেন দিবস উপলক্ষে আহূত এলবার্ট হলের একটী সভায় বক্তৃতা দান সম্পর্কে রাজদ্রোহের অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিস গত রবিবার দিবস প্রফেসর জিতেন্দ্র লাল ব্যানার্জ্জির গৃহে যাইয়া তাঁহাকে গ্রেফ্‌তার করে। বর্ত্তমানে প্রফেসর ব্যানার্জ্জি ১০০ টাকার ব্যক্তিগত জামীনে মুক্ত আছেন।

—০—

ফরিদপুর জিলায় ছয়গাঁও গ্রামে একটি প্রকাণ্ড বোড়া সাপে একটি শৃগাল ধরে। শৃগালটি চীৎকার করায়, অপর কতকগুলি শৃগাল তথায় উপস্থিত হইয়া একযোগে সর্পটিকে আক্রমণ করে। শৃগালগুলির দংশনে সর্পটি শৃগালটিকে পরিত্যাগ করে। শৃগালগুলির দন্তাঘাতে সর্পটি নিহত হইয়াছে।

—০—

ভারত সরকারের একটি ইশ্‌তাহারে প্রকাশ, সপরিষদ বড়লাট বাহাদুর সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ গুহ এবং ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মিঃ এইচ আর, প্যাংক্রিজকে গত ১৮ই নবেম্বর হইতে আগামী ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত সময়ের নিমিত্ত কলিকাতা হাইকোর্টের এডিশনাল জজ নিযুক্ত করিয়াছেন।

—০—

নিউ হিন্দু হোষ্টেলস্থিত রাজশাহী কলেজের একজন ছাত্র ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে (রাজদ্রোহ) ধৃত হয়। প্রকাশ যে কিছুদিন পূর্ব্বে জে, এম, সেন গুপ্তের সভাপতিত্বে জলপাইগুড়িতে যে যুব-সম্মিলনী হয়, তখন সে "বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক" "সাম্রাজ্যবাদ নিপাত হউক" বলিয়া বিপ্লবাত্মক ধ্বনি করিয়াছিল।

—০—

গত ১০ই নবেম্বর অপরাহ্ণে এক গরুর সহিত হায়দরাবাদের জনৈক হিন্দু পথিকের ধাক্কা লাগায়, ভীষণ শব্দে এক বোমা বিদীর্ণ হয়। প্রকাশ উক্ত বোমাটি পথিকের পকেটে ছিল। বিস্ফোরণের ফলে পথিকের হস্তদ্বয়ের অস্থি চূর্ণ হইয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে। পুলিস ঘটনার তদন্ত করিতেছে।

—০—

'তেজ' পত্র বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন যে, গত এপ্রিল মাসে মীরাটে একটি বক্তৃতা প্রদান সম্পর্কে ডাক্তার কিচলুর নামে মামলা আনা হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত এই বিষয়টি যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল, এখন গবর্ণমেণ্ট মামলা আনা মঞ্জুর করাতে, সত্বরই ডাক্তার কিচলুকে বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত করা হইবে।

—০—

ফরাসী বৈমানিক কাপ্তেন কোষ্টেন এবং কাপ্তেন বেলণ্টি গত পূর্ব্ব রবিবার সকাল ৫-২০ মিনিটের সময় ফরাসী ইণ্ডো-চীনের অন্তর্গত হানোট হইতে যাত্রা করিয়া, ঐ দিনই অপরাহ্ণে দমদমের বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছিয়াছেন। ঐ ১২০০ মাইল নভোপথ তাঁহারা ১২ ঘণ্টায় শেষ করিয়াছেন। ঘণ্টায় ১০০ মাইল বেগে বিমান পোত চালনা করিয়াছিলেন।

—০—

যুক্ত-প্রদেশের গেজেটে প্রকাশ যে, পণ্ডিত বেণীপ্রসাদ তেওয়ারী কিছুদিন পূর্ব্বে যুক্ত প্রদেশের ডেপুটী কলেক্টার ছিলেন। তিনি কোন অসৎ কার্য্য করেন বলিয়া, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯১৫ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যে "রায় সাহেব" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন, বর্ত্তমানে সে উপাধি হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

বাজার দর

—:০:—

পাট—

৬।০ টাকা হইতে ১২ টাকা মণ। গত বৎসর এই সময়ে দর ছিল ৮ হইতে ১৩ টাকা মণ।

সোণা, রূপা—

ইংলিশ বার	প্রতি ভরি	২১৮/১০
ট্যাকশালের বার	„ „	২১৷৶০
বড়ালের বার	„ „	২১৷৶০
চীনের পাত	„ „	২১৷০
গিনি	প্রতি খান্	১৩৷৶১০
চাঁদি	প্রতি ১০০ ভরি	৫২
ঐ খুচরা		৫২৷০

ঘৃত—

শ্রী	৮০
মটকী	৭৪
ভারতী	৬৫
খুরজা	৭৪
সিকেন্দ্রাবাদি	৬৯
লক্ষ্মী	৬৯
বাঁদা সাগর	৬০৷০

তৈল—

পাইকারী — খুচরা

সরিষার তৈল খাটী (রাধা কৃষ্ণ মার্কা) এক

গাড়ীর দর	২৪৷৷০
ঐ ১ মণের দর	২৪৸০
বিনোদ মার্কা ঐ	২৫
কানপুর টিন সমেত	২৫৷০
ঘানির	২৮
নারিকেল তৈল	২২
রেড়ির তৈল	১৭

কেরোসিন তৈল—

আমেরিকান তৈল :

বানর		৮/০
ঐ টিন		৬৷৷/০
হাতী ১ গ্যালন	দুইটীন	৫৶১০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোঃ

২। বর্ম্মা তৈল :—

চক্র	৬৷১০	দুই টিন
সূর্য্য	৬৷১৫	„
তারা	৬৷৶১০	„
ভিক্টোরিয়া	৫৸১০	„
হাঁস	৫৸১০	„
ছাগল	৬৷৷১০	„
মুর্গী ও চাবি	৫৸৶১০	„

আটা, ময়দা, সুজী—

সর্ব্বোৎকৃষ্ট	৮৶০
গৃহস্থের মত্তালি	৭৸৶০
বি, আটা	৭৸৶০
১ নং „	৭৷০
২ নং „	৬৸০
৩ নং „	৫৷০
সুজী	৮৶০

মসলা—

হলদি (মছলি পত্তন)		১১৷০
সুপারি (মাঝারি)		১৮
ঐ বড়দানা (ঐ)		১৯৷০
ঐ ছোট		১৮
ঐ (জাহাজী)		১৪
ধনিয়া		৫
গোল মরিচ (কানানোরী)		৭০
লবঙ্গ	সের	২
এলাচি (বড়)		২৬
ঐ (ছোট)	সের	৪৷০
সাবুদানা		৮৸৶০
এরারুট		৮৷০
ধুনা (জাহাজী)		৮
ঐ (রেঙ্গুনী)		১৩
সুপ্মা		১৫৷০
দারুচিনি		১২৷০
কর্পূর		১৫৫
মিশ্রী (১—২ নং)		৯৸০, ১০৷০

চাউল—

পাটনাই আতপ	৭৷৶০
চিনি শকর	১১
দাউদখানি	১২৷৷০
বাকতুলসী	৭৸০
বালাম	৭৸৶০
কাজলা	৫৷৶০
পাটনাই সিদ্ধ	৬৸০

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

নূতন রেলওয়ে।—নিজাম রাজ্য অর্থাৎ সুলতানাতে আস্‌ফিয়া হায়দরাবাদে নূতন নূতন রেলওয়ে লাইনের জাল বিস্তার করা হইতেছে। সম্প্রতি ৪০ মাইল দীর্ঘ একটী লাইন খোলা হইয়াছে। হায়দরাবাদের রাজস্ব-সচিব স্যর আকবর হায়দরী ও হায়দরাবাদ ষ্টেট রেলওয়ের ডাইরেক্টর স্বহস্তে এই রেলওয়ের লাইন খুলিবার শুভানুষ্ঠান কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। "বেদার মগয্" মহামান্য নিজাম বাহাদুর রাজ্যের সকল বিভাগেরই উন্নতি-সাধনে তৎপর। খোদাতালা ইহাকে দীর্ঘজীবি করিয়া মুসলমান জাতির মুখোজ্জল করুন। ইনি একজন আদর্শ নৃপতি।

উজিরে আজম্।—পাঠকগণ বোধহয় অবগত আছেন, আফগানিস্তানের নূতন বাদশাহ নাদির খাঁর প্রধান মন্ত্রি নিযুক্ত হইয়াছেন, মওলবী আলা নওয়াব খান। ইঁহার পিতা মুন্‌শী গোলাম নবী ও চাচ্চা মিয়া মুহাম্মদ রমজান "পয়সা আখ্‌বার" আফিসে বহুকাল কেতাবতের কাজ অর্থাৎ লিথোর কপি লেখক কাতেবের কাজ করিয়াছিলেন। আলা নওয়াব খাঁ লাহোর ইসলামিয়া কলেজের একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। তুর্ক যুদ্ধের সময় (ইউরোপীয় মহাযুদ্ধকালে) ইনি হিজরৎ করিয়া আফগানিস্তানে চলিয়া যান। আজ মওলবী আলা নওয়াবের জন্য হিন্দুস্তান বিশেষতঃ পাঞ্জাবের মুসলমানগণ গৌরবান্বিত।

কামালী কারবওয়াই।—খিলাফতের উচ্ছেদকারী, ইসলামের বুনিয়াদ বিধ্বংস-কারী, নব্য-তুর্কী দলের গুরু-ঘণ্টাল, পাশ্চাত্যভাবে সম্পূর্ণ বিভোর মুস্তফা কামাল পাশা তুরস্কে বিড়াল-মাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা করিতেছেন, অতঃপর ইউরোপীয় কোনও কোনও জাতির ন্যায় ইঁদুর, ছুঁচো, ব্যাঙ, গর্দ্দভ প্রভৃতির মাংস আহার করিবার ব্যবস্থা শীঘ্রই করিতে পারেন। নব্য-তুর্কীদিগের প্রথম অভ্যুদয়কালে রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে ৮০ হাজার কুকুর মর্ম্মরা সাগরের কোনও নির্জ্জন দ্বীপে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। কামালী জামানা হইলে ঐ সময় হয়তো কুকুর মাংস ভক্ষণের আইন পাস করা হইত। চীনাদের ন্যায় সাপ, গোসাপ, গিরিগিটি, তেলাপোকা, গোবরে পোকা প্রভৃতি আহারের ব্যবস্থা করিলে মন্দ হইত না। আমাদের একদল ধর্ম্মদ্রোহীর নিকট কামাল পাশা এখনও "গাজী" এবং তাঁহারই আদর্শে মুসলমান জাতি গঠিত হওয়া চাই, কামালী দলই নাকি মুসলমানদিগের খাঁটি পথ প্রদর্শক !! মুসলমান সমাজ গোল্লায় যাইতে আর কত দিন বাকী ? এই ভারতীয় ধর্ম্মদ্রোহী মুসলমান নামধারী ব্যক্তিগণই মোল্লাদের উপর বেজায় খাপ্পা ! পাশ্চাত্যভাবে সম্পূর্ণ বিভোর—রাজ্যচ্যুত বাদশাহ আমানুল্লার নামে ইহাদের চক্ষে বন্যা বহিয়া বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে।

মুর্গীর ব্যবসায়।—মোরগ-মুর্গী অতি উপাদেয় খাদ্য-পাখী। এতকাল মুসলমান এবং খৃষ্টিয়ানগণই মোরগ-মুর্গীর মাংস ভক্ষণ করিতেন, কিন্তু ইহার পালনকারী একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়। আজকাল হিন্দুগণ এত অধিক পরিমাণে মোরগ, মুর্গী ও উহার আণ্ডা উদরসাৎ করিতেছেন যে, তজ্জন্য মোরগ, মুর্গী ও উহার ডিমের মূল্য অনেক চড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে মুর্গীর আণ্ডা পয়সায় দুইটা কিম্বা দুই পয়সায় ৩টা বিক্রয় হইত, পরে পয়সা পয়সা হয়। এক্ষণে পল্লীগ্রামেই দেড় পয়সা দুই পয়সা মূল্য হইয়াছে। কলিকাতায় তিন পয়সা, সাড়ে তিন পয়সা ও /০ আনা মূল্যে মুর্গীর আণ্ডা বিক্রয় হয়। মোরগ-মুর্গীর মূল্যও ঐ হারে বাড়িয়া গিয়াছে। যে ডেগী মোরগ-মুর্গী মফঃস্বলে টাকায় ৫টা, ৬টা ও ও বাচ্চা ১৫।১৬টা, বড় ২।৩টা পাওয়া যাইত, এক্ষণে উহার মূল্য যথাক্রমে টাকায় ২টা, ৩টা, ৫ ৬টা, ১টা বা জোড়া ১।০—১৸০ হইয়াছে। হিন্দুরা মোরগ-মুর্গী পালন করিলে উহার এবং আণ্ডার দাম এত বাড়িত না। ইহার উপর মোরগ-মুর্গীর মড়ক বা মহামারী উপস্থিত হইয়া, উহাদের বংশ ধ্বংস করিয়া দিতেছে। প্রধানতঃ ঝিমান রোগ ও চুণা হাগা এবং বসন্ত রোগেই মোরগ-মুর্গী দলে দলে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

শিক্ষিত সম্প্রদায়।—গত বৎসর ঢাকা জেলায় মোরগ-মুর্গীর এমন মড়ক লাগিয়াছিল যে, অনেকস্থান মোরগ-মুর্গী শূন্য হইয়াছিল। ঐ সকল মড়কের মোরগ-মুর্গীর মাংস খাইয়া কাকগুলিও দলে দলে মারা গিয়াছিল। মোরগ, মুর্গী, হাঁস প্রভৃতি খাদ্য-পাখীর চাষ করিয়া ইউরোপের লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। তাহাদের বড় পোলট্রি সকল আছে। নানা প্রকার যন্ত্র-পাতিও উহাতে ব্যবহৃত হয়। মোরগ-মুর্গী ও অন্যান্য পাখীর চিকিৎসারও সুবন্দোবস্ত আছে। পাখী ও আণ্ডা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নানাদিকে চালান হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সেরূপ ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। কোন কোন শিক্ষিত হিন্দু ২।১টি পোলট্রি স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা সমুদ্রে শিশির-বিন্দু বৎ। মোরগ-মুর্গীর উপরোক্ত ২টি সংক্রামক রোগ নিবারণের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে, উহা একটি লাভজনক ব্যবসায়। ইংরাজী ভাষায় এতদ্বিষয়ক বহু পুস্তক-পুস্তিকা আছে। লাহোরের সুবিখ্যাত "পয়সা আখ্‌বারের" ইডিটর মওলবী মহবুব আলম সাহেব উর্দ্দূ ভাষায় একখানি গ্রন্থ প্রণীত ও মুদ্রিত করিয়াছেন। মোরগ-মুর্গী পালনকারীদিগের জন্য উহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ধনী মুসলমানগণ ইচ্ছা করিলে, এই ব্যবসায়টি অবলম্বন করিয়া, লাভবান হইতে পারেন। সাধারণ নিয়মে মোরগ-মুর্গী পালন করিলেও বেশ লাভ হইতে পারে।

উৎসন্ন নদীয়া।—এবার নদীয়া জেলায় একদিকে যেমনি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ, অন্য দিকে তেমনি কলেরার প্রবল জোর। এই দুই রোগে দলে দলে লোক মৃত্যু-পথের পথিক হইতেছে। অশিক্ষিত পল্লীবাসিগণ প্রতীকারের কোন উপায় না দেখিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। আমাদের জানিত ত্রিপুরা জেলার এক মওলবী সাহেব মাদ্রাসা আলিয়ার জমাতে উলা পাস করিয়া,—নদীয়া জেলায় চাপড়া থানার নিকটে একটি জুনিয়র মাদ্রাসায় হেড্ মওলবী নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। এই মওলবী মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব ছিলেন একজন স্বাস্থ্য-সম্পদ-সম্পন্ন যুবক। এক বৎসর পরে দেখিলাম, তাঁহার ঘোর পরিবর্ত্তন। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তাঁহার সেই সুন্দর ও সুঠাম চেহারা আর নাই, শরীর কৃশ ও মুখ-মণ্ডল ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ১০ মাস পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। ২৫৲ টাকা বেতন ছিল, ভাল জায়গীর ছিল। খাওয়া-দাওয়ারও সুবিধা ছিল, গ্রামবাসিগণ ভক্তি শ্রদ্ধাও করিতেন, তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছিলেন না; কিন্তু কি করিবেন, প্রাণের দায়ে চলিয়া আসিতে হইয়াছে। গ্রামখানিতে ৩০০ লোকের বাস হইবে, এক বৎসরের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় ২৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। আরও বহু সংখ্যক লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত।

নিশ্চেষ্ট সরকার।—ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে রোগীদিগের জন্য কিছু কিছু কুইনাইন দেওয়া হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা কোনই ফল হয় না। এইত গেল একটা স্থানের অবস্থা। মহকুমা মেহেরপুরের সংবাদে জানিলাম, ঐ মহকুমার ইলাকায় বহু স্থানেই ম্যালেরিয়া ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক অধিবাসীদিগকে কবলিত করিতেছে। কুষ্টিয়া মহকুমার ইলাকায় কলেরা করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শত শত লোককে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছে। কুষ্টিয়া শহর এবং উহার আশ-পাশে কলেরার বিকট তাণ্ডব। ইহার প্রতীকারকল্পে কি ব্যবস্থা হইতেছে, বুঝা যাইতেছে না। নদীয়া ও যশোহর জেলার নদীগুলি স্রোত বিহীনা হওয়াতে উহার পানী দূষিত হইয়া, প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া ও কলেরার সৃষ্টি করিয়াছে। ঐ সকল ছোট ছোট নদীতে অনেক সময় মৃত মনুষ্য ও গবাদি পশু নিক্ষিপ্ত হয়, অথচ উহার পানী লোকেরা পান এবং নানা কার্য্যে ব্যবহার করিয়া থাকে। আবার নদীগুলির তটে হিন্দুদিগের মড়া পোড়ান হয়; মড়া পোড়ান কাঠ-কয়লা, মৃত ব্যক্তির কাঁথা, বালিস, বিছানা-পত্র নদীর তটে এক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা করে। ঐ পানী পান করিয়া মানুষ মৃত্যু পথের পান্থ হইবে না কেন? অধিবাসীদিগেরও এ সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

গণিমার রাস্তা।—কলিকাতার দক্ষিণে ওল্ড বালিগঞ্জ রোড ও গড়িয়াহাটা রোড হইয়া যে প্রশস্ত রাজপথ বরাবর বারুইপুর টাউন অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে, উহা হইতেই—রাজপুর নামক প্রসিদ্ধ হিন্দু অধিবাসী পূর্ণ গ্রামের নিকট একটী সঙ্কীর্ণ এবং বক্র রাস্তা মল্লিকপুর রেল ষ্টেশন হইয়া "গণিমা" পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া গাড়ী মোটর ও সাইকেল যাতায়াত করে এবং বহুলোক চলাচল করিয়া থাকে। ষ্টেশনে এবং গণিমায় যাইবার ইহাই একটী মাত্র পথ। কিন্তু এই রাস্তাটির অবস্থা অতীব শোচনীয়। রাস্তাটি বোধ হয়, এক মাইলের কিছু কম হইবে। এই পথের দুই পার্শ্বে বহু খানা, ডোবা, নালা, পুষ্করিণী প্রভৃতি রহিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়া গাড়ী এবং মোটর চলাচল করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, এক স্থানের দুই পার্শ্বেই পুষ্করিণী; গাড়ী বা মোটর একটু ভড়কাইলে আর রক্ষা নাই! গাড়ী ও মোটর চলাচল-কালে লোকের যাতায়াত করা অত্যন্ত অসুবিধা-জনক। বর্ষাকালে অসুবিধার সীমা পরিসীমা নাই। এই রাস্তাটী, বোধ হয়, ২৪ পরগণা সদর লোক্যাল বোর্ডের অধীন। যে রাস্তা দিয়া এত লোক এবং সাইকেল, গাড়ী ও মোটর যাতায়াত করে, সে রাস্তাটি আরও প্রশস্ত করিয়া ভাল রকম পাকা করিয়া দেওয়া কি উচিত নহে? লোক্যাল বোর্ডের মেম্বরগণ কি এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না? এবার ঐ রাস্তায় কিছু কিছু নূতন মাটী ফেলাতে উহা একেবারে কর্দ্দম-ময় হইয়াছে। গাড়ী ও মোটর-চাকা কাদায় আট্‌কাইয়া আরোহীদিগকে মহা বিপন্ন করে।

নারী-ধর্ষণ।—সাধারণ নারী-ধর্ষণকারীদিগের দ্বারা সাধারণ ভাবে নারী-ধর্ষণ-কার্য্য যাহা হয়, তাহা অবশ্যই অতি শোচনীয় ব্যাপার। চালবাজী ও ষড়যন্ত্রের বহির্ভূত যে সকল নারী-ধর্ষণ ও বলাৎকার খাঁটি ব্যাপার সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইতেছে, তন্মধ্যে মুসলমান নারী-ধর্ষণকারী অসভ্য বর্ব্বরদিগের কার্য্যে আমরা নিতান্তই দুঃখিত। ধর্ম্ম-জ্ঞান-বর্জ্জিত অশিক্ষিত লোকগুলিই এই দুষ্কার্য্যের নায়ক। তাহারা বিচারে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছে, ইহাতে আমরা অনুমাত্রও দুঃখিত নহি। মূর্খ লোক পশুর সমান। এই পশুদিগকে সদুপদেশ দিয়া সুপথে আনয়ন করা সমাজ-নেতা এবং ওয়ায়েজ ও বক্তাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য-কার্য্য। হিন্দু বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা না থাকা, এই সকল নারী-ধর্ষণের অন্যতম কারণ। বহু হিন্দু নারী যেরূপ নির্লজ্জ ভাবে সরু কাপড় পরিয়া (যাহা ভিজিলে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়) পুকুর, খাল বা নদীর ঘাট হইতে কলসী কক্ষে পথ অতিক্রম করে ও নিতান্ত নির্লজ্জভাবে স্নান ও জলকেলি করিয়া আসে, বে-আব্রু হইয়া অর্দ্ধ-নগ্ন অবস্থায় পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়, ইহাতে কামুক পুরুষদিগের কাম-পিপাসা বলবতী না হইয়া পারে না। অনেক স্থলে হিন্দু কামুক পুরুষ এবং গুণ্ডাগণ হিন্দু নারীর সঙ্গে—বিশেষতঃ বিধবাদিগের সঙ্গে পাপাচারে লিপ্ত হইয়া তাহাদিগকে ঘরের বাহির করে এবং পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সরিয়া পড়ে; তখন নির্ব্বোধ ও কামুক মুসলমানগণ ঐ সকল নারীকে হস্তগত করিয়া পাপাচারে প্রবৃত্ত হয়; ঐ অবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধ হিন্দু-সমাজ স্বজাতির পাপাচার গোপন রাখিয়া, মূর্খ ও বে-ওকুফ মুসলমানের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দেয়। সাক্ষী প্রমাণের অভাব হয় না। হিন্দু পুলিস কর্ম্মচারীও "নেড়ে ব্যাটা"দের জব্দ করিবার জন্য তাহাদের প্রতিকূলে রিপোর্ট প্রদানে, কলমের সদ্ব্যবহার করিতে কসুর করেন না; কাজেই হতভাগ্য মুসলমানগণ বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া কঠোর শাস্তি ভোগ করে। উহারা পাপের প্রতিফল ভোগ করিয়া থাকে।

হিন্দুর বে-পর্দ্দগী।—এরূপ ব্যভিচারীর প্রতিও আমাদের সহানুভূতি নাই। অনেক হিন্দু ভদ্রলোক বাড়ীতে মুসলমান বা নমঃশূদ্র প্রভৃতি কৃষাণ বা চাকর রাখিয়া থাকেন; পুরুষগণ চাকুরী বা ব্যবসায় উপলক্ষে বিদেশে বাস করেন। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, ঐ সকল চাকর-বাকরের সঙ্গে কেবল মাত্র বাড়ীর যুবতী বৌ-ঝিকে একাকী পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয় বা শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে নিঃসঙ্কোচে পাঠাইয়া থাকে; সঙ্গে অন্য পুরুষ, স্ত্রীলোক বা বালক-বালিকা থাকে না। তারপর, বিশাল বঙ্গদেশের ২৭২৮টি জেলায় যে সকল নারী-ধর্ষণের তালিকা বাহির হয়, এত বড় দেশের পক্ষে তাহা বড় বেশী নয়। গড়ে সপ্তাহে প্রতি জেলায় ১টি বা দুইটি ঘটনা ঘটে। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা পঁয়তাল্লিশ এবং মুসলমানের পঞ্চান্ন হইতে পারে। হিন্দু অপরাধীদিগকে অনেক স্থলেই হিন্দু গ্রামবাসিগণ ছাড়িয়া দেয়, ঘটনা গোপন করিয়া ও চাপা দিয়া থাকে। মুসলমান হইলে যে কোনও উপায়ে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়; কাজেই মুসলমান অপরাধীর সংখ্যা বেশী দেখায়। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান অপরাধীর সংখ্যা সমান সমান বা হিন্দু অপরাধীর সংখ্যাই অধিক। মুসলমান নারী-ধর্ষণকারীর সংখ্যা বেশী হউক বা কম হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তাহাদের ঐ দুষ্কার্য্যের জন্য আমরা দুঃখিত ও লজ্জিত। হিন্দু সমাজ যদি তাহাদের বিধবাদিগকে বিবাহ দেয়, আর তাহাদিগকে নির্লজ্জভাবে—বে-আবরু অবস্থায় পথে-ঘাটে চলিতে-ফিরিতে এবং নদী ও পুষ্করণীতে স্নান করিতে না দেয়, তবে ব্যভিচার স্রোত অনেকটা হ্রাস পাইতে পারে। নিজেদের সামাজিক কুপ্রথা নিবারণ না করিয়া সকল দোষই কেবল মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইলে তাহা সুবিচার-সঙ্গত হইতে পারে না।

ধর্ম্মের ষাঁড়গণ।—তার পর, ধর্ষণকারী এক বা কয়েক জন মিলিয়া একটা নারীকে হয়ত ধর্ষণ করে; পক্ষান্তরে, হিন্দু মোহান্ত, সন্ন্যাসী, সাধু, যোগী, আনন্দ বা স্বামী উপাধিধারিগণ নিজেদের আস্তানায় বসিয়া যে শত শত হিন্দু নারীর সতীত্ব নাশ করে, ধর্ম্ম শিক্ষা দানের নামে, যোগ শিক্ষার নামে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করে; হিন্দু সমাজ তাহার কি প্রতীকার করিয়াছে? সমগ্র বঙ্গদেশে যদি বৎসরে হাজার দেড় হাজার নারী ধর্ষিতা হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ধর্ম্মের ষাঁড়গুলি কর্ত্তৃক বৎসরে ৫।৭ হাজার নারীর সতীত্ব নষ্ট হইয়া থাকে। আর, হাজার হাজার হিন্দু নারী বেশ্যা, অভিনেত্রী, খেমটাওয়ালী, বৈষ্ণবী বা ঝি এবং ঘুশ্‌কীর দল পুষ্ট করিয়া থাকে, ইহা কি কম আক্ষেপের কথা! হিন্দুর অধিকাংশ তীর্থস্থান এবং বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর আড্ডা এক একটা অনাচারের পাপ-ক্ষেত্র। নবদ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া গয়া, কাশী, প্রয়াগ, শ্রীক্ষেত্র, মথুরা, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা। মন্দির, রথ প্রভৃতির গাত্রের বীভৎস চিত্রগুলিও ব্যভিচারের সমর্থক এবং পাপাচারের অনুকূল! এই সকল সামাজিক পাপানুষ্ঠান দূর করিয়া, ভিন্ন সমাজের লোকদিগের উপর দোষারোপ করা উচিত। এই সকল অনাচার ও পাপাচারের গতিরোধ করিতে পারিলে, নারী-ধর্ষণের পথ আপনা হইতেই রুদ্ধ হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে, মুসলমানদিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তৃতি লাভ করিলেও তাহাদের মধ্য হইতে নারী ধর্ষণ, ব্যভিচার প্রভৃতির পরিমাণ অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। ময়মনসিংহ—গফ্‌রগাঁও হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা মুন্‌শী নসিরুদ্দীন সাহেব আমাদিগকে বলিয়াছিলেন—"পূর্ব্বে আমাদের এই অঞ্চলে মুসলমানদিগের মধ্যে ব্যভিচার, চুরি চামারী, দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুব প্রবল ছিল। গফ্‌রগাঁও জাতীয় আদর্শ মুসলিম হাই স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর হইতে ঐ সকল কার্য্যের মাত্রা অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।" হিন্দুগণ নারী-ধর্ষণ ব্যাপারের সমগ্র দোষ মুসলমানের ঘাড়ে না চাপাইয়া, আপনাদের সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইলে তদ্দ্বারা সুফল লাভের অধিকতর সম্ভাবনা।

ব্যক্তি বিশেষের এক ডেপুটেশনের ফলে মুসলমানদের হাতে লাশ অর্পণ করা হইয়াছে। যতীন দাস, গোপী নাথ সাহার লাশ গভর্ণমেন্ট বিনা শর্ত্তে তৎক্ষণাৎ তাহাদের আত্মীয়দের হাতে দিয়াছিলেন, কিন্তু গাজী মরহুমের বেলায় এরূপ আপত্তির কারণ কি ছিল, তাহা কিছুই বুঝা যায় না। মুসলমানগণ যে নিরীহ নিঃসম্বল সহিষ্ণুতাই যে তাহাদের একমাত্র অস্ত্র এবং ইহা তাঁহারা লাশ প্রাপ্তির পর ভালভাবে প্রমাণ পরিচয় দিয়াছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের খবরে প্রকাশ, ২ লক্ষ পুরুষ ১০ হাজার পর্দ্দানশীল মহিলা গাজী প্রবরের জানাজায় শরীক ছিলেন, এরূপ জনতা লাহোর কখনো দেখে নাই—সমগ্র ভারতেও খুব কমই হইয়া থাকিবে, কিন্তু এ সত্ত্বেও একটু সামান্য বদনজমী হইতে পারে নাই। এসমস্ত দেখিয়াও কি গভর্ণমেন্ট স্বীকার করিতে রাজী নহেন যে, মুসলমান শান্তি-প্রিয় ও well organised জাতি। মরহুম গাজী প্রবরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে সীমান্ত প্রদেশের কোহাট ও পেশাওর হইতেও বহু মুসলমান লাহোর আগমন করিয়াছিলেন, ইহা দেখিয়া কলিকাতার "বাজারী" হিন্দু পত্রিকা ক্ষোভে ও দুঃখে একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, হিন্দু যুবক দিগকে মুসলমান নেতৃবৃন্দের হত্যার দিকে indirectly ইঙ্গিত করিয়াছে। ক্ষোভের কথাই বটে, সমগ্র ভারতব্যাপী দিবা নিশি হৈ চৈ করিয়াও যতীন দাশের procession এ কলিকাতার ন্যায় শহরেও ২০ হাজারের বেশী লোক জুটে নাই, আর হঠাৎ শুধু জানাযার খবর পাইয়া ২ লক্ষেরও বেশী লোকের জনতা; বিশেষতঃ লাহোরের ন্যায় শহরে বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কিন্তু "বাজারীর" জানিয়া রাখা উচিত যে, প্রথমতঃ জানাযার নমাজ পড়া পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজে কেফায়া এবং দ্বিতীয়তঃ গাজী ইলামদীনের প্রাণদান বঙ্গভঙ্গ নিবারণ, ডে হত্যা বা বৃটিশ রাজত্ব উৎপাটিত করার উদ্দেশ্যে নহে, ইহা মানব-মুকুট ৪০ কোটী মুসলমানের নয়ন-মণি মুহাম্মদ মুস্তাফা (صلعم) এর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য এবং সেই কারণেই শুধু ভারতীয় মুসলমান নহে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান গাজী ইলামদীনের ত্যাগ-স্বীকারকে স্মরণ রাখিতে বাধ্য। ধর্ম্মের জন্য প্রাণদান মুসলমানদের জন্য নূতন নহে। পৃথিবীর সকল রকম অত্যাচার ও অনাচার সহ্য করিবার ক্ষমতা রাখে, মুসলমান, কিন্তু ধর্ম্মের অবমানা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না।

باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم -
سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا -

ইস্‌লাম অন্যায় নরহত্যাকে সমর্থন করে না। এমন কি, অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে গালাগালি করাও জায়েজ রাখেনা ইহা ধ্রুব সত্য, কিন্তু নবী-নিন্দুকের শাস্তিও ইসলামী আইন অনুযায়ী বড় সাংঘাতিক। গাজী ইলামদীন জেলে থাকা কালীন ভগৎ সিংকে স্পষ্ট কথায় বলিয়াছিলেন "হিন্দু জাতির প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নাই, রাজপাল ভারতবাসীর প্রধান শত্রু ছিল বলিয়া আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি।" দেশব্যাপী হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রয়োজনীতা উপলব্ধি হইতে চলিয়াছে। এমন সময় যাহারা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-ভাব বিস্তার করিবার জন্য অন্যায়ভাবে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাহারা দেশের শত্রু নহে তো শত্রু আর কি? যদি প্রকৃতই হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বাঞ্ছনীয় হয় তবে লীডারদের উচিৎ যে তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম মুসলমান বিদ্বেষ-পূর্ণ হিন্দু-লিখিত নভেল, নাটক, পুস্তক, পুস্তিকা জ্বালাইয়া দিন, রঙ্গ-মঞ্চে ও ছায়া চিত্রে যে সব মুসলিম বিদ্বেষ ভাবাপন্ন নাটক অভিনীত হয়, তাহা আজই বন্ধ করিয়া দিন। এর চেয়ে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আর কি হইতে পারে যে এখনও রাজসিংহ, দুর্গেশ-নন্দিনীর ন্যায় নাটক ছায়া-চিত্রে প্রদর্শিত হইতেছে, শাহজাহান, দেবলাদেবী, নাদীর শাহ ইত্যাদি নাটক রঙ্গ-মঞ্চে অভিনীত হইতেছে। যে পর্য্যন্ত এ সবের প্রতীকার না হয়, প্রকৃত মিলন অসম্ভব।

গাজী ইলামদীন (রাঃ) তুমি দশ কোটী মুসলমানের চক্ষের আবরণ খুলিয়া দিয়া শাহাদাৎ বরণ করিয়া গেলে! তুমি দেখাইয়া দিলে, মুসলমান ধর্ম্মের জন্য কিরূপে হাসিতে হাসিতে মৃত্যুর পেয়ালা পান করিতে পারে, আল্লাহ্ হইতে আশীর্ব্বাদ কর, উৎপীড়িত ভারতীয় মুসলমানের শিরায় শিরায় ধর্ম্মের খুন প্রবাহিত হউক, ও পতঙ্গের ন্যায় নির্ভয়ে ধর্ম্ম-রক্ষার্থে ঝাঁপাইয়া পড়ুক। বিংশ বৎসর বয়স্ক তুমি, আজ বিংশ সহস্র বৎসরের এবাদৎ করিয়া গেলে। ভারত ধন্য হইল, প্রাণ দিয়া তুমি অমর হইলে।

اللهم ارفع درجته في اعلى العليين مع
الذين انعمت عليهم من النبيين و الصديقين
و الشهداء و الصالحين واحشرنا في زمرتهم
اجمعين و صلى الله على خاتم النبيين امام
المرسلين و رسول رب العالمين -

ইলামদীন্

(জুল্‌ফিকার বি-এ)

'ইলাম' তোমায় দিতে নারে 'ধরা'
তুমিই ধন্য 'ইলাম্‌দিন'।
হাসি মুখে প্রাণ ডালি দিলে, হেরি
স্তম্ভিত আস্‌মান্ জমিন
ভক্তিই শুধু চিনে ছিলে তুমি,
তখ্‌তের লাগি 'করোনি আশ
তুমিই ভক্ত, তাই মৃত্যুর
পরেছ রক্ত-রঙিন বাস
ভণ্ড, ষণ্ড, যারা প্রচণ্ড
লণ্ড ভণ্ড করিছে ধরা
তারাও স্তব্ধ, চমকিত হেরি
তোমার মরণ বরণ করা।
ভয় করোনিক, জয় করিয়াছ
হয় নাই ক্ষয় জীবন তব
নহ নশ্বর অজর অমর
শহীদ তোমায় বরিয়া লব।
মন্দ আমায় যে বলে বলুক
ছন্দ আমার নাচিছে সুখে
সত্য সন্ধ তুমি বীরেন্দ্র
চলিয়াছ আজ স্বরগ বুকে।
বন্দনা গায় হর্ষে আজিকে
ফিরদৌস হ'তে ফেরেশ্‌তারা
ঝল্‌সিছে তব নূরের বিভায়
হুর পরীদের নয়ন তারা
'রেজ্‌ ওয়ানে'তে চলিয়াছ তুমি
খেজান্ (১) সেথায় 'বাহার' (২) হয়ে
দেয় আবাহন, চৌদিকে তব
বেহেশ্‌তী সব পুষ্প ল'য়ে।
গাহে চিড়িয়ারা, নত হয়ে শাখী
ঢালি দেয় মেওয়া তোমার মুখে
'বাগে এরম"—সেথা রও তুমি
নাহি আর পাপ দুনিয়া বুকে
মুস্‌লিম! তুমি শোকাকুল কেন
বক্ষে ব্যথার রচিছ গাথা
"শহীদ হয়েছে" "শহীদ হয়েছে"
চেয়ে দেখ আজি তোমার ভ্রাতা
নয়নের নীর মুছে ফেল তবে
ওঠো ওঠো সবে সগৌরবে
হুঙ্কার করো হুঙ্কার করো
শঙ্কার নিশি সাঙ্গ হবে।
বাজাও ডঙ্কা কাঁপুক লঙ্কা
বানরেরা যাক দেশান্তরে
'নাজাতে'র ভেরী শুনিয়াছি মোরা
'ইলামদীনে'র কণ্ঠ-স্বরে।
'সুবে সাদেকে'র আভাষ এনেছ
সেই সে বীরের বদন জ্যোতি
'নূরনবী' লাগি জীবন দিয়েছ
চাহেনি সে হায় মুক্তা মোতি
নূতন 'খালেদ', নূতন 'তারেক'
সালাহুদ্দীন নূতন ক'রে
এসেছিল হেথা "ওরে মুস্‌লিম
'ইলাম্‌দীনের' মূর্ত্তি ধরে
চলে সে গিয়েছে বীরের মতন
মুক্তির রথ চালায়ে পথে
ব'লে গেছে সবে "নাই কোন ভয়
মুছে ফেল্ ব্যথা হৃদয় হ'তে"
ওঠ্‌রে জাগ্‌রে মুস্‌লিম তবে
ভাঙুক ঘুমের সকল নেশা
হাঁকে ভবিষ্যৎ "ধেয়ে চল্ বেগে
ঝড়ের সঙ্গে অঙ্গ মেশা"
গেয়ে চল্ গীতি বেয়ে চল্ তরী
নিয়ে চল্ ওরে মুক্তি সরে
মুস্‌লিম তুই, শৌর্য্যে অতুল
সবার শ্রেষ্ঠ ধরার পরে।

(১) খেজান্—হেমন্তকাল, (২) বাহার—বসন্ত ঋতু।

মুস্‌লিম-জাতীয়তা

(মওঃ মুহাঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি-এ,)

সাম্প্রদায়িকতা বনাম জাতীয়তা

এই নেহরু-রিপোর্ট লইয়া মুস্‌লিম সমাজ আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলেন। মিঃ জিন্নাহ্ বহু দিন পর্য্যন্ত নেহরু-রিপোর্ট সম্বন্ধে নিজের অভিমত স্থগিত রাখায়—শফী লীগ ও জিন্না লীগ নামে মুস্‌লিম লীগ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িল। মিঃ জিন্নাহ নেহরু কমিটি ও কংগ্রেসের সহিত সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি মীমাংসা করিবার জন্য বড়ই চেষ্টা করিলেন। হিন্দু মহাসভা একটা Ultimatum পাঠাইয়া কংগ্রেসকে ধমক দিলেন যে, নেহরু-রিপোর্টের একটা শব্দ বদলাইলেও তাঁহারা সমস্ত সাহায্য প্রত্যাহার করিবেন। কংগ্রেস ইহাতে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কংগ্রেস এই সময় যে মুস্‌লিম বিদ্বেষের পরিচয় দিলেন, ইহার জন্য ইহাকে Indian National না বলিয়া All India Hindu National Congress বলাই অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত। মিঃ জিন্নার ধীর পন্থা ও আপোসের চেষ্টার মধ্যে হিন্দু নেতারা দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া, তথাকথিত সর্ব্বদল সম্মিলনী মুস্‌লিম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নাহ্‌র প্রস্তাবগুলি একেবারে বাতিল করিয়া দিলেন। শিখ প্রতিনিধিরা সভা ত্যাগ করিয়া, যে দৃঢ় চিত্ততার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন; মিঃ জিন্নাহ্ সেইরূপ কিছুই করিতে পারিলেন না। ভারতীয় মুস্‌লিমের এই জীবন-মরণ-সমস্যার দিনে আমরা তাঁহার এই ধীর পন্থা ও হিন্দু খোশামুদে ভাবকে কোন দিনই পসন্দ করি নাই। সে যাহা হউক, সর্ব্বদল সম্মিলনী (All Parties Convention) মিঃ জিন্নাহ্‌র প্রস্তাবগুলি বাতিল করিয়া, যে কেবল তাঁহাকেই ব্যক্তিগত ভাবে অপমানিত করিয়াছিলেন, এমন নয়, সমগ্র মুস্‌লিম ভারত ইহাকে নিজের জাতীয় "অপমান" বলিয়া গ্রহণ করিলেন। মুস্‌লিম সমাজ যখন সর্ব্বদলের নিকট হইতে ন্যায় বিচারের কোন আশা করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা দিল্লীতে আর এক "মুস্‌লিম সর্ব্বদল সম্মিলন" গঠন করিয়া মুস্‌লিমের ন্যায্য দাবীগুলি পেশ করিবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে মিঃ জিন্নাহ্‌ও হিন্দু সমাজের নিকট হইতে নিরাশ হইয়া নেহরু-রিপোর্টের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিলেন। জনাব মুহাম্মদ ইয়াকুব এম, এল, এ সাহেব, এসেম্‌ব্লীতে নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া, যে সাহসিকতা দেখাইয়াছিলেন, তজ্জন্য আমরা মুস্‌লিম ভারতের পক্ষ হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এখন মুস্‌লিম লীগ, খিলাফত কমিটি, জমিয়তুল উলামা প্রভৃতি Recognised প্রতিষ্ঠানগুলি নেহরু-রিপোর্টকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। মিঃ জিন্নাহ্, স্যর শফি, মওলানা মুহাম্মদ আলী, জনাব মুহাম্মদ ইয়াকুব প্রমুখ সকল মতের ও সকল শ্রেণীর মুসলমান নেতা এবং সমগ্র মুস্‌লিম-ভারত সমবেতভাবে নেহরু-রিপোর্টের বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কেবলমাত্র পণ্ডিতজীর নিজস্ব দুই চারিজন সেনাপতি তাঁহার ইঙ্গিত অনুসারে পুতুলের মত খেলা করিয়া, দেশ বাসীর নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সর্ব্বদল-সম্মিলনীতে বড়ই দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার রিপোর্ট সমগ্র ভারতবাসী কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ভুল। পণ্ডিত মালব্য, স্যর তেজ বাহাদুর, ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি দুই চারিজন মধ্যপন্থী (moderate) হোমরা-চোমরা শ্রেণীর হিন্দুনেতা ইহার প্রশংসা করিলেও, হিন্দু নব্য যুবক সম্প্রদায় কখনও ইহা গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, পণ্ডিত মতিলালের নিজের পুত্র জওহরলাল Independence League গঠন করিয়া ভারতের আদর্শ—সম্পূর্ণ স্বাধীনতা (Complete Independence) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পণ্ডিত জওহরলালের Independence League মতিলালজীর আদর্শ Dominion নীতির বিরুদ্ধে দাড়াইয়া তাহার রিপোর্টকে একেবারে বাতিল করিয়া দিয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল সকল সম্প্রদায়কে খুসী করিতে গিয়া সকলেরই অপ্রিয়-ভাজন হইয়া পড়িয়াছেন। নেহরু মহাশয়ের দুরবস্থা দেখিয়া স্কুল পাঠ্য পুস্তকের সেই নির্ব্বোধ কৃষকের গল্পের কথাই আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ হইতেছে। পণ্ডিত মতিলালজীর 'পলিসি' ও কার্য্য-পদ্ধতির উপর হিন্দু মহাসভা ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। মুস্‌লিম, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বহু পূর্ব্বেই পণ্ডিতজীর হিন্দু-মানসিকতা ও কার্য্য-পদ্ধতির উপর আস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এখন তিনি কংগ্রেসের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিরপেক্ষতা দেখাইবার ভাণ করায় হিন্দু-মহাসভা, তথা হিন্দু সমাজেরও অপ্রিয়-ভাজন হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি উভয় কূল রক্ষা করিতে গিয়া, সব কিছুই হারাইলেন। এখন ভারতের রাজনৈতিক দলের কোথাও তাঁহার স্থান নাই।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর বড় সাধের রিপোর্ট খানি এখন "ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার বিজ্ঞাপনে" পরিণত হইয়াছে দেখিয়া তিনি বড়ই অস্থির হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের পণ্ডিতজী কিছুতেই দমিবার পাত্র নহেন। তিনি যে কোন উপায়েই হউক, তাঁহার রিপোর্ট খানি মুস্‌লিম সমাজ কর্ত্তৃক পাস করাইয়া লইতে চান। তাই তিনি তাঁহার জনৈক প্রধান সেনাপতিকে ধরিয়া—All India Muslim Nationalist party নামে একটি দল খাড়া করিয়াছেন। মিঃ গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল প্রভৃতি হিন্দু নেতারা যে ভাবে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, এই পার্টীর সূতিকা গৃহেই তাহাকে অভিনন্দন করিতেছেন, ইহাতে আমাদের সন্দেহটা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। ২৭শে জুলাই তারিখের Associated Press এর মারফতে এই তথাকথিত Notionalist Party এক ইশ্‌তেহার প্রকাশ করিয়া ইহার উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন—to counteract the reactionary activities of the promoters of the so called All Parties Muslim conference. দিল্লীর মুস্‌লিম সর্ব্বদল-সম্মিলনী যে আদর্শ ও প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা বিশেষ ভাবে সমর্থন করিতেছি এবং ইহাকে সমগ্র মুস্‌লিম ভারতের অভিমত বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকি। স্যর শফি ও মিঃ জিন্নাহ্‌র ব্যক্তিগত মতভেদ লইয়া আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু মুস্‌লিম লীগ ও মুস্‌লিম সর্ব্বদলের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। উভয়েই সরলভাবে মুস্‌লিম সমাজের মঙ্গল কামনা করিতেছেন। মুস্‌লিম লীগ কলিকাতা All Parties convention এ যে প্রস্তাবগুলি করিয়াছিলেন, সমগ্র মুস্‌লিম ভারত ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মূল চারিটি প্রস্তাব এই—1. That one third of the elected representatives of both houses of the central Legislature should be Mussalmans.

2. Not there should be reservation of the Punjab and Bengal in the event of adult sufferage not being established.

3. The residuary powers should rest with the provinces and not the central Legislature, emergency powers of the central Legislature to interfere with provincial Legislatures being confined to times of war or rebellion and Schedules of subjects being revised accordingly and

4. That separation of Sind should not be made to depend upon the establishment of Commonwealth.

কিন্তু Convention মুস্‌লিমের ন্যায়সঙ্গত দাবীগুলি অগ্রাহ্য করিয়া সমগ্র মুস্‌লিম ভারতকেই অপমানিত করিয়াছেন। সুতরাং মুস্‌লিমের কোন মতেই নেহেরু-কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতে পারেন না। এই তথাকথিত Muslim Nationalist party দ্বারা যে কেবল মুস্‌লিম সর্ব্বদলের কার্য্য-পদ্ধতির ব্যাঘাত জন্মিবে, এমন নয়; ইহার প্রচণ্ড আঘাতের ফলে মুস্‌লিম লীগের মৃত্যু না ঘটিলেও ইহা অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িবে। বাস্তবিক ইহা মুস্‌লিম সর্ব্বদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও ইহা মুস্‌লিম লীগের প্রস্তাবগুলিকেও একেবারে বাতিল করিয়া দিবে। হিন্দুদের আসল মৎলব—যে

অপূর্ব্ব অচিন্ত্য অসম্ভব ও অভাবনীয় জন-জাগরণ

গাজী ইলামদীনের প্রতি পাঞ্জাব-বাসীর শ্রদ্ধা নিবেদন

দুই লক্ষাধিক পুরুষ ও দশ সহস্রাধিক মহিলার জানাযায় যোগদান

গত ১৯২৯ ঈসাব্দের ৬ই এপ্রিল "রঙ্গিলা-রসুল" নামক অতি অকথ্য গ্রন্থের লেখক রাজপাল নামক লাহোর নিবাসী আর্য্য-সমাজীকে হত্যা করিয়া গাজী ইলামদীন ধৃত হন। ১০ই এপ্রিল লাহোরের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লিউইসের ইজ্‌লাসে তাঁহার বিরুদ্ধে নর-হত্যার অভিযোগ আনা হয়। সামান্য অনুসন্ধানের পর মিঃ লিউইস্ আসামীকে দায়রা সোপর্দ করেন। দায়রা জজ গত ২১শে মে আসামীকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। গত ১৫ই জুলাই লাহোর হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশই বহাল রাখেন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে প্রিভি-কাউন্সিলও তরুণ গাজী ইলামদীনের আপিল অগ্রাহ্য করেন। পয়লা নবেম্বর মরহুম ইলামদীন মিয়ানওয়ালী জেলে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেন। ফাঁসি-কাষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইয়াই তিনি তাহা সাগ্রহে চুম্বন করেন। তৎপর শ্রদ্ধার সঙ্গে ফাঁসির দড়ি স্বহস্তে কণ্ঠদেশে জড়াইয়া দেন। পাঞ্জাব সরকার গাজীর পবিত্র লাশ তাঁর আত্মীয় কুটুম্বদের হাতে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, সমগ্র ভারত জুড়িয়া আইন-অমান্য করিবার জন্য পাঞ্জাব-নেতৃবর্গ বিশেষ উদ্যোগ আয়োজন করিতে থাকেন। এই সঙ্কট জনক মুহূর্ত্তে পাঞ্জাব লাট মুস্লিম নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, গাজী ইলামদীনের লাশ তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে প্রত্যর্পিত হইবে এবং লাহোর মিয়ানী কবরস্থানের আশে পাশে কোন জায়গায় দফন করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে। পাঞ্জাব গবর্ণরের ইচ্ছানুযায়ী সৈয়দ মোরাতিব আলী শাহ, সৈয়দ মেহদী হুসেন, লাহোরের ম্যাজিষ্ট্রেট, ইলামদীনের চাচা সাহেবান ও দুইজন ডাক্তার লাহোর হইতে মিয়ানওয়ালী যাত্রা করেন। গাজীর পবিত্র লাশ কবর হইতে পুনরুত্তোলিত করিয়া একটি বাক্সের ভিতর ন্যস্ত করা হয়। তৎপর অতি সাবধানে বাক্সের ডালা বন্ধ করা হয়। সেই দিনই একখানি স্পেশাল ট্রেণে করিয়া পবিত্র দেহাবশেষ লাহোরে লইয়া আসা হয়। সারা রাস্তা জুড়িয়া এক মুসলমান পুলিস বাহিনী লাশের পাহারায় নিযুক্ত ছিল। ষ্টেশন হইতে পবিত্র লাশ একখানা মোটর লরী করিয়া 'পুঞ্ছ হাউজে' নীত হয়। সেখানে মিয়া তালিমদীন ও অন্যান্য আত্মীয়ের হাতে মৃত দেহ অর্পণ করা হয়। ভারতমান্য স্যর মুহাম্মদ শফী, সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি স্যর মুহাঃ ইকবাল, মিয়া আবদুল আজীজ, ডাঃ শুজা উদ্দিন, মওঃ গোলাম রসুল মিহ্‌র, এবং আরও বহু মুস্লিম জন-নেতা 'পুঞ্ছ হাউজে' উপস্থিত ছিলেন। সেখান হইতে লাশ চানমারী ময়দানে নীত হয়। পূর্ব্বাহ্ণ ৯ টা ১৫ মিনিটের সময় জানাযা আরম্ভ হইলে, দুই লক্ষেরও অধিক লোক শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে নমাজ-গাহে উপস্থিত হন। পর্দানশীন মহিলার সংখ্যা দশ হাজারের উপর ছিল। সেই বিরাট প্রান্তর নর-মুণ্ডের এক বৃহৎ সাগরে পরিণত হইয়াছিল। চানমারীর দেওয়ার হইতে চৌবুরুজী ও তথা হইতে বড় শরক পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূমি-খণ্ডের কোথাও তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। বহু লোক দম বন্ধ হইয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। স্যর মুহাম্মদ শফী, স্যর মুহাম্মদ ইকবাল, মিঞা আব্দুল আজীজ, মওলানা জফর আলী খান, মুহুর্মুহু মাটী হইতে সশরীরে শূন্যে উত্থিত হইতেছিলেন—প্রায়ই পা' নীচে নামাইতে অসমর্থ হইতেছিলেন। জানাযা শেষ হওয়ার পর আরও লক্ষাধিক লোক পবিত্র দেহাবশেষ শেষ বারের মত দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে ছুটিয়া আসিয়াছিল। লাশ-বহনকারীরা সম্মুখে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেন না। এই সময় স্যর ইকবাল, স্যর শফী ও মওঃ জফর আলীর উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর বহু কষ্টে শ্রুত হওয়া যায়। তাঁহারা জনতাকে একটু দূরে সরিয়া লাশকে অগ্রসর হইতে দিতে অনুরোধ করিতেছিলেন। তৎপর জনতা একটু পথ করিয়া দিলে লাশবাহীরা বড় রাস্তায় উঠেন এবং তথা হইতে ১টার সময় মিয়ানীতে পৌছেন। এই ব্যাপারে একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার এই যে, এত বড় বিশাল জনতার মধ্যে কোন রূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয় নাই। নেতাদের আদেশ সেই দুস্তর জন-সমুদ্রের সর্ব্বত্র পৌছান অসম্ভব হইলেও জনতা নিতান্ত শান্ত ভাবেই অগ্রসর হইয়াছিল। চির-সাবধান সরকার শহরের সর্ব্বত্র 'সিপাই-সন্ত্রী', লোক-লস্কর, তোপ-বন্দুক, কামান, সশস্ত্র মোটর গাড়ী, ট্যাঙ্ক প্রভৃতির বিহিত ব্যবস্থা করিয়া লাহোরকে ফ্লার্ন্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন। শাহাদতের সময় গাজীর বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর হইয়াছিল। রাজপালকে হত্যা করিবার মাত্র নয় দিন পূর্ব্বে তাঁর মামাত ভগ্নির সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়াছিল। তিনি লাহোরের কুচা চাবুক স্বারানের অধিবাসী ছিলেন। শাহাদতের পূর্ব্বে তিনি বার বার বলিয়াছেন "রাজপাল শুধু নবী-নিন্দুক নয়, সে ভারতেরও পরম শত্রু। তার নাপাক অস্তিত্ব হইতে দুনিয়াকে পবিত্র করাই আমার কর্ত্তব্য ছিল।" তিনি যখন ধৃত হন, তখন তাঁর ওজন ছিল ১২৮ পাউণ্ড, আর ফাঁসির সময় তাহা ১৪০ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। শহীদ হওয়ার আনন্দেই তিনি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভাবে একটা গৌরবময়, পুণ্যময়, ধন্য-জীবনের অবসান হইল! মিয়ানীর সেই নীরব সমাধির বক্ষ ভেদ করিয়া, আজ বিশ্বের বিয়াল্লিশ কোটী মানবের জন্য কোন্ মহা-মন্ত্রের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, কে তাহা বলিতে পারে?

"কৎলে হুসেন আসলে মে মরগে এযিদ হেয়,
ইস্‌লাম যিন্দা হোতা হেয় হর করবলাকে বাদ"

কোন প্রকারেই হউক স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া দেওয়া। যদি স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রহিত হইয়া যায়, তবে মুস্লিম স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব হিন্দু সমাজের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে। আমরা সমবেতভাবে উচ্চকণ্ঠে এই তথা-কথিত Muslim Notionalist Partyর আদর্শ ও কার্য্যাবলীর তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি এবং ইহার প্রভাব হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক মুস্লিমকে হুশিয়ার করিয়া দিতেছি।

কুঠার গাছকে বলিল, লোহার একা দোষ নহে, সে তোমার সমজাতীয় কাষ্ঠ-খণ্ডের সাহায্যেই তোমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুও ঠিক সেইভাবে নিজে পৃথক থাকিয়া এই Muslim Notionalist party দ্বারা মুস্লিম লীগ ও মুস্লিম সর্ব্বদলের আদর্শ ও কর্ম্ম-পদ্ধতিকে বাতিল করিয়া ভারতীয় মুস্লিমের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছে বর্ত্তমান ভারতে মুস্লিম লীগই একমাত্র শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। মুস্লিম লীগই একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যাহার পতাকা-তলে Loyalist, Non-co-operatories, Khilafatist, Pan-Islamist প্রভৃতি সকল মতাবলম্বী মুস্লিমই আসিয়া সমবেত হইতে পারেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ হইতে শত বাধা-বিঘ্ন ও বিপদ-আপদ অতিক্রম করিয়া লীগ মুস্লিম-সমাজের যে খিদমত করিয়া আসিতেছেন, তজ্জন্য উহা সমগ্র মুস্লিম সমাজের ধন্যবাদার্হ হওয়া উচিত। সকল বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিয়া লীগকে শক্তিশালী করিয়া তোলা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

হেকিম আজমল খান সাহেবের পরেই শীতল-ও সংযত ভাবার জন্য ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর বেশ একটা সুনাম ছিল। এই জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তাঁহার রিপোর্ট প্রকাশের সময় মুস্লিমের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত কমিটির অন্যতম মেম্বার মিঃ শোয়েব কোরেশী সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিয়া সব কথা বাহির করিয়া দিয়াছেন। নেহরু মহাশয় এখন যেন ডাঃ মুঞ্জেকেও ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়াছেন। তিনি মুস্লিম নেতৃবর্গের প্রতি যে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আন্তরিক মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি মুস্লিম রাষ্ট্রীয় সমিতিগুলিকে—Mushroom associations ও নেতৃবর্গকে—Reactionaries বলিয়াছেন। এই mushroom (বেঙের ছাতা) শব্দটি মুস্লিম সর্ব্বদলকেই ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে। যদি মুস্লিম সর্ব্বদল mushroom হইতে পারে, তবে তথাকথিত All parties convention কেও mushroom বলা যাইতে পারে এবং যে সকল হিন্দু নেতা কংগ্রেসকে হিন্দু মহাসভার দাসী বানাইতে চান, তাহাদিগকে Reactionaries বলিলে বোধ হয় কোন অত্যুক্তি হইবে না।

এই মুস্লিম পার্টির ইশ্‌তাহারে বলা হইয়াছে যে,—"The party is formed with objects to bring and promote among Muslims, the spirit of Nationalism." আমরা মুস্লিম পার্টির নেশনালিজম্ :নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় ইস্লাম কেবল ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ নহে" ইহা দুনীয়ার সর্ব্বত্র প্রচারিত। সুতরাং এই ভৌগলিক জাতীয়তার আদর্শ ইস্লামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-জাতি-সমন্বয়ের মূল নীতিতে কুঠারাঘাত করিবে। ভৌগলিক জাতীয়তা ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ দুই পৃথক জিনিষ। একের সহিত অপরের কোন সম্পর্ক নাই, কিন্তু অনেকেই জাতীয়তা ও স্বাধীনতাকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা সর্ব্বদাই ভারতীয় স্বাধীনতার আদর্শকেই সমর্থন করিয়া আসিতেছি। ইস্লাম স্বাধীনতার ধর্ম্ম। ইস্লাম এমনভাবে গঠিত যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়া উহার মজহবী আহকাম সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না। কোরআন-পাকের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্বাধীনতার আদর্শ জ্বলন্ত ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। তাই, ভারতের টিপু সুলতান, সিরাজুদ্দৌলা নওয়াব মির কাসেম, রেজাশাহ,

জগলুল পাশা, ইবনে সউদ, গাজী আবদুল করিম প্রমুখ মুস্লিম নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়া, জগতের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা ভারতীয় ভৌগলিক জাতীয়তার বিরুদ্ধে বরাবরই প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি। যে ভৌগলিক জাতীয়তা অখণ্ড-মানব জাতির মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ ও বিরোধের সৃষ্টি করিয়া থাকে, আমরা কখনও তাহাকে সমর্থন করিব না।

বিচিত্র-বার্ত্তা

('সম্মিলনী' হইতে উদ্ধৃত)

লণ্ডন শহরের সীমানার মধ্যে ১৭ শত ব্যাঙ্ক আছে।

* *

প্যারিসে সিন্ নদীর উপর একটি ভাসমান কারখানা আছে।

* *

লণ্ডনে একটি খাবারের দোকানে এক হাজার রকমের মিষ্টান্ন আছে।

* *

আজকাল আনারস পাতার আঁস কৃত্রিম রেশম তৈরীতে ব্যবহৃত হইতেছে।

* *

১৮৮৮ সনে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম একটি মহিলাকে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর করা হইয়াছিল।

* *

বিলাতে মেয়েরা আজ পর্য্যন্তও ট্যাক্সিগাড়ী চালাইতে ও ধর্ম্মযাজকের কার্য্য করিতে সুবিধা পায় নাই।

* *

গ্রেট বৃটেন হইতে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ২০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের মিষ্টি সামগ্রী বিদেশে রফ্‌তানী হয়।

* *

গত বৎসর বিলাতে যতগুলি বিবাহ রেজেষ্ট্রী হইয়াছে, তাহার মধ্যে চারি শতটী বরের বয়স ছিল ৭০ বৎসরের বেশী।

আধুনিক যুগের বিখ্যাত লেখক চার্লস ডিকেন্সের পুস্তকগুলির ২৫০ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

* *

৩৮২টী নূতন আবিষ্কারের পেটেণ্ট গ্রহণের জন্য গত বৎসর বিলাতের মেয়েরা আবেদন করিয়াছিলেন।

* *

লণ্ডন শহরে সম্প্রতি একটী ১৩ বৎসরের বিবাহিতা বালিকা তাহার ২১ বৎসর বয়স্ক স্বামীকে ডাইভোর্স করিয়াছে।

* *

বৃটনের রমণিগণ তাহাদের চুল প্রসাধন এবং দেহের বিলাসিতা করিবার জন্য প্রতি বৎসর ৬৫০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ করিয়া থাকে।

* *

রুশ দেশে সোভিয়েট সরকার কর্ত্তৃক চুম্বন নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে; এমন কি পত্রে পর্য্যন্ত চুম্বন শব্দ লিখিবার প্রথাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

* *

পাশ্চাত্য নৃত্য জাপানীদের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সেখানে ২১ বৎসরের নিম্ন বয়স্কদের মদ্য ও ধূমপান আইন করিয়া রহিত করা হইয়াছে।

* *

মানুষের মাথার চুল যদি লাল রঙের হয়, তাহা হইলে উহার সংখ্যা ৯০ হাজার, কাল হইলে, ১ লক্ষ ৩ হাজার এবং কটাশে হইলে, ১ লক্ষ ৯ হাজার হইয়া থাকে।

* *

চিকাগো শহরে এমন একটা যন্ত্র তৈরী হইয়াছে, যাহার দ্বারায় ঘণ্টায় ৪০ হাজার ইট প্রস্তুত হয়।

* *

ভূমধ্য সাগরের ষ্ট্রম্বলী আগ্নেয় গিরিটী আজ ২২ শত বৎসর অবধি সমান ভাবে অবিরত অগ্ন্যুদ্গীরণ করিতেছে।

* *

এলুমিনিয়ামের পাত এত পাতলা করা সম্ভবপর হইয়াছে যে, যাহার ৪ হাজার খানা পাত মাত্র এক ইঞ্চির বেশী পুরু হয় না।

মুলকী

হিন্দুর নারী-ভক্তি

এক নারীর দুই স্বামী

হালথু নামক এক হিন্দুর বিবাহিতা পত্নীকে বাহির করিয়া লইয়া যাইবার অভিযোগে হিলতু নামক অপর হিন্দু ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ ধারা অনুযায়ী শিয়ালদহের ২য় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, পি, দাস কর্ত্তৃক ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। উহার বিরুদ্ধে আসামী আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ জি, সি. স্তাঙ্কের ইজলাসে এক আপীল করে। শুক্রবার উহার বিচার হইয়াছে। আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনে বলে, অপহৃতা স্ত্রীলোক ফরিয়াদির পত্নী নহে; তাহার বিবাহিতা পত্নী। জজ আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ক্ষাত্র-বীর্য্যের উন্মেষ

বহু হিন্দু ধৃত

জলপাইগুড়ির প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, বসু গভর্ণর কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া রাজদ্রোহ মামলার বিচার করিবেন। এই মামলায় বীরেন্দ্র নাথ দত্ত, সুপ্রকাশ দত্ত, বিজয় হোড়, চুণিলাল বসু, শশধর কর ও ভূপতি চন্দ্র দণ্ডবিধির ১২৪ ধারায় অভিযুক্ত হইয়াছে। স্থানীয় পুলিস শশধর করের বাড়ী খানাতল্লাশ করিয়া তাহাকে গ্রেফতার করিয়াছে। বীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও সুপ্রকাশ দত্তকেও পুলিস গ্রেফ্তার করে। কিন্তু অন্য ৩ জন তখন শহরে নাই। শশধর বীরেন্দ্র ও সুপ্রকাশ ৫ শত টাকা হিসাবে জামিনে মুক্ত পাইয়াছে। আগামী ২১শে নভেম্বর মামলার শুনানী হইবে। উক্ত ৬ জন আসামীর মধ্যে ২ জন কলেজের ছাত্র, একজন স্কুলের ছাত্র।

জল-বাণিজ্যের উন্নতি

পরামর্শ সভার আয়োজন

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সিমলা অধিবেশনে স্যর জর্জ্জ রেণী ঘোষণা করেন যে, লর্ড আরউইন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে ভারত সরকারের সমুদ্র-তীরস্থ বাণিজ্য জাহাজের উন্নতির উপায় বিধানের পরামর্শের জন্য ঐ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে লইয়া এক পরামর্শ সভা বসাইতে বলিবেন। মিঃ হাজী উপকূল বাণিজ্য সম্বন্ধে যে আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার সাহায্য না লইয়াই বাণিজ্য জাহাজের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি যাহাতে করিতে পারা যায়, সভায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে, স্যর জর্জ্জ রেণী ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে বড়লাটের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছেন। সভা কোথায় বসান হইবে, কে, কে সভায় নিমন্ত্রিত হইবেন এবং সভার আলোচ্য বিষয় কি কি হইবে, এ সম্বন্ধে এখন বিবেচনা হইতেছে। সভার সিদ্ধান্ত সাধারণ যাহাতে নিঃসন্দেহভাবে গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ সভাই বসাইবার দাবী করা হইয়াছে। সিমলায় বিভিন্ন দলের নেতারা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে সভার দ্বারা কিছু উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে, সভায় যাহাতে দেশীয় জাহাজ ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিরাই অধিক পরিমাণে নিমন্ত্রিত হন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সভার সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা সন্তোষজনক না হইলে উক্ত বিভিন্ন দলের নেতারা সভায় যোগদান করিবেন না।

জাপানের কল কারখানায় যে সকল ছোট ছোট মেয়েরা কাজ করে, তাহারা মাসিক ৩ পাউণ্ড হিসাবে বেতন পায়।

* *

পৃথিবীর মধ্যে বস্ত্র শিল্পে গ্রেটবৃটেন ১ম, আমেরিকা ২য়, জাপান ৩য়, এবং চীন ৪র্থ স্থান অধিকার করিয়াছে।

* *

বিলাতের কোন মিশনারী সোসাইটীর জন্য মোটর গাড়ীর মধ্যে সম্প্রতি একটী ক্ষুদ্র গীর্জ্জা তৈরী করা হইয়াছে।

* *

আমেরিকায় ৬ কোটী ৫ লক্ষ লোকের জীবন বীমা আছে। গড়ে প্রত্যেক লোকে ৩ শত পাউণ্ড বীমা করিয়াছে।

সারদা বিবাহ-আইন

জম-ইয়তে ওলামার ঘোষণা-পত্র

—০:*:০—

দশকোটী মোছলমানের প্রবল আপত্তি সত্বেও রায় সাহেব হরবিলাস সরদা কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইয়া বড়লাট বাহাদুরের আইন-সভা ও ভারতীয় রাষ্ট্র-সমিতি কর্ত্তৃক সম্প্রতি যে বিবাহ-আইন পাশ হইয়াছে এবং সকৌন্সিল বড়লাট বাহাদুর যাহাতে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক আগামী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে কার্য্যে পরিণত ও জারী করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই আইনের বিধান মোতাবেক চৌদ্দ বৎসরের একদিন কম বয়সের কন্যা বা আঠার বৎসরের একদিন কম বয়সের পুত্রকে বিবাহ দিলে পাত্র বা পাত্রীর পিতা বা আইন-সঙ্গত কিংবা বে-আইনী গার্জ্জিয়ান, বিবাহের ঘটক, উকীল, সাক্ষী, মোল্লা, বরযাত্রি ও যাহারা সেই বিবাহে দাওয়াত খাইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই এক মাসের জন্য কারাবরণ বা হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডই ভোগ করিতে হইবে। এই বে-আইনী আইন দ্বারা মোছলমানদিগের মজহাবের উপর হস্তক্ষেপ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে; সুতরাং কোনও মোছলমানই এই অন্যায় আইন মান্য করিতে বাধ্য নহেন। অতএব সকল শ্রেণীর ও সর্ব্ব-মতের মোছলমানদিগকে অবগত করান যাইতেছে যে সর্ব্ব-ভারতীয় জম-ইয়তে ওলামার বিধান ও প্রোগ্রাম অনুযায়ী আপনারা আগামী ২৯শে নবেম্বর ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব ও শান্তিপূর্ণ হরতাল পালন পূর্ব্বক এই সরদা-বিবাহ-আইনের উপর আপন আপন নারাজি প্রকাশ করিবেন এবং সভা-সমিতি করিয়া এই আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করতঃ এই অন্যায় আইনের তুমুল প্রতিবাদ করিবেন। যে প্রস্তাব পাশ হইবে, তাহা তারযোগে বা পত্রের দ্বারা সংবাদ-পত্রেও বড়লাট সাহেব বাহাদুরের নিকট দিল্লীর ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। ইতি ১৭।১১।২৯

আফছার উদ্দিন আহমদ জয়েন্ট সেক্রেটারী মোহাম্মদ আবুবকর সভাপতি

বঙ্গীয় প্রাদেশিক জম-ইয়তে ওলামা।

যক্ষ্মা রোগের প্রতীকার

নূতন জার্ম্মাণ টিকা

বঙ্গীয় খাদ্য-পরীক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার এ, সি, রায় চৌধুরী 'ফ্রী প্রেসে'র জনৈক প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন,—যক্ষ্মারোগ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, ক্রমশঃ উহা অধিকতর বিস্তার লাভ করিতেছে। জন-সাধারণের আর্থিক ও স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত অবস্থার উপরে উক্ত রোগ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যে সকল বিষয়ের উপরে উক্ত অবস্থাগুলি নির্ভর করে, তাহা সহসা দূরীভূত করা যায় না; সুতরাং সম্ভবতঃ উক্ত পীড়ার বিস্তার বন্ধ হইবে না। অন্যান্য সংক্রামক পীড়াগুলির সহিত যক্ষ্মারোগের প্রভেদ এই যে, প্রথমে ইহার আক্রমণ বুঝিতে পারা যায় না এবং ইহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। অন্যান্য সংক্রামক পীড়াগুলি বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে, কিন্তু সেগুলি অধিক দিন স্থায়ী হয় না। যক্ষ্মারোগাক্রান্ত একটি রোগীদ্বারা বহু ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। বর্ত্তমানে এদেশে যক্ষ্মারোগাক্রান্ত বহু ব্যক্তি আছে; সুতরাং অবিলম্বে কলেরা রোগের প্রতিষেধক উপায়ের ন্যায় কোনও প্রতিষেধক উপায় অবধারিত না হইলে, উক্ত পীড়া দ্রুতভাবে বিস্তৃত হইবে। আমার মনে হয়, যক্ষ্মা-রোগের প্রতিষেধক ও নিবারক একটি উপায় আমরা অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। "টাটল টিউবার্কল ভেক্সিন" জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়াতে পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আর্থিক ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলেও, উক্ত প্রকার টিকা দ্বারা অষ্ট্রীয়াতে দুই বৎসরে মৃত্যু-সংখ্যা অর্দ্ধেক হ্রাস হইয়াছে। চিকিৎসা বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলি সর্ব্ব-বিধ যক্ষ্মারোগ নিবারণে উহার উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে আমি অবগত হইয়াছি, উক্ত ঔষধ বিশেষ উপকারী। টিকা লইবার ৩।৪ দিনের মধ্যেই জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, বমন, ক্ষুধার অভাব জ্বালা বোধ প্রভৃতি উপসর্গগুলি দূরীভূত হয় এবং ক্রমশঃ শরীর সুস্থ হইতে থাকে। এ যাবৎ এরূপ অন্য কোনও ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা এতাদৃশ অল্প সময়ের মধ্যে সকল উপসর্গ দূরীভূত হইতে পারে। অধিকতর গবেষণা ব্যতীত উক্ত প্রধান দেশে উক্ত ঔষধে শেষ ফল কিরূপ হইবে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু আশা হয়, যে ঔষধে প্রথমে এরূপ উপকার পাওয়া যায়, সু-ব্যবস্থার গুণে তাহা দ্বারা সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। যক্ষ্মারোগ যে পরিবারে দেখা দিয়াছে, এইরূপ কয়েকটি পরিবারে পরীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত ঔষধের প্রতিষেধক শক্তির বিষয় কিছুই বলা যায় না। কিন্তু অন্যান্য দেশে যেরূপ সুফলপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এদেশে সেইরূপ সুফলপ্রাপ্ত না হইবার কোনও কারণ নাই।

শর্করা ব্যবসায়ের উন্নতি

তদন্ত-সমিতি নিয়োগ

মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ চিনি আবশ্যক হয়, তাহা এই দেশেই উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া চিনির জন্য বৎসর বৎসর বিদেশে ১৬ কোটী বা তাহারও অধিক টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন বন্ধ করিতে হইবে। এই সম্পর্কে তিন কমিটির প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। গত অক্টোবর মাসের শেষ ভাগে দিল্লীতে এই চিনি কমিটীর এক অধিবেশন বসিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ভারত সরকারের বাণিজ্য-বিভাগের নিকট এই মর্ম্মে প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয় চিনি ভারতেই উৎপন্ন করা যায় কি না, সে বিষয়ে টেরিফ বোর্ডের দ্বারা তদন্ত করাইলে ভাল হয়। ভারত সরকার স্থির করেন, বোম্বাইয়ে যখন বেশী পরিমাণ আক জন্মে না, তখন বোম্বাইয়ের প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু চিনি কমিটী বোম্বাই সরকারের ঐ প্রস্তাব বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান। এই বিষয়ে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের নিকট হইতে সংপ্রতি কমিটী যে উত্তর পাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, যে সকল প্রদেশে আকের চাষ বেশী, তাহারা বোম্বাইয়ের প্রস্তাব মত টেরিফ বোর্ডের তদন্তের পক্ষপাতী। এই বিষয়ে প্রধান প্রধান প্রাদেশিক সরকার একমত হওয়ায়, চিনি কমিটী ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের নিকট চিনির ব্যবসায় সম্পর্কে টেরিফ বোর্ডের তদন্ত প্রার্থনা করেন। বাণিজ্য বিভাগ এখনও কোন কমিটীর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার আদেশ দেন নাই। ঐরূপ তদন্তের ব্যবস্থা হওয়াই বিশেষ সম্ভাবনা। সেই স্থলে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, মিঃ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ উক্ত কমিটীর একজন সদস্য।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভিক্ষ

কতিপয় লোকের মৃত্যু

উত্তর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ৫।৬টি লোকের অনাহারে মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়াছে। দেশের অভ্যন্তর ভাগের অবস্থা হৃদয়-বিদারক; কৃষকদের বীজ ধান্য নাই, গবাদি পশুর খাদ্য নাই, উচ্চ সুদেও টাকা ধার পাওয়া যায় না। সরকার যদি প্রতি কৃষককে কাণিপ্রতি ১৫।২০ টাকা ঋণ দেন, রাস্তা মেরামতি খাল-সংস্কার ইত্যাদি কাজ আরম্ভ করিয়া মজুরদিগকে কাজ দেন ও যাহারা কাজ করিতে অসমর্থ তাহাদিগকে চাউল সাহায্য দান করেন, সমস্ত প্রকার খাজনা বা ট্যাক্স মাফ করেন, তাহা হইলে এই গুরুতর সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে।

নারী-হন্তা হিন্দু-পামর

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

ভ্রাতুষ্পুত্রীকে হত্যা করিবার অভিযোগে যোগেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে ফরিদপুরের জিলা ও দায়রা জজ মিঃ এ, এন, সেনের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জুরিগণ একবাক্যে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করায়, জজ তাঁহাদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামীর ভ্রাতৃবধু সামন্য অসুস্থা হওয়ায়, সন্ধ্যাকালে ঘরের মেঝেয় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। আসামী তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত ভ্রাতৃবধু ও নীজের স্ত্রীকে একখান দা দ্বারা আহত করে। তাঁহারা চীৎকার করিয়া পলায়ন করিলে আসামী নিদ্রিতা ৩ বৎসর ৬ মাস বয়স্কা ভ্রাতৃকন্যাকে আহত করে। ফলে বালিকাটির মৃত্যু হয়। আসামী সম্পূর্ণ স্থিরভাবে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে।

মোহান্ত বাবাজীর "ব্রহ্মচর্য্য"

টিকির আড়ালে এত কেরামৎ

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার মোহান্ত গোবিন্দ রামানুজ দাস গত বৎসর ২৭শে আগষ্ট তারিখ এক ভিখারিণী বালিকার উপর পাশবিক অত্যাচার করিবার অভিযোগে মাত্র এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দণ্ডাদেশ বৃদ্ধির জন্য সরকার পক্ষ হইতে আবেদন করা হয়। বিচারপতি মিত্র রায়দান প্রসঙ্গে বলেন. তদানীন্তন আলিপুরের সেশন জজ মিঃ গালিক জুরীদের সহিত একমত হইয়া আসামীকে পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জজ জুরিগণকে চার্জ্জ বুঝাইবার সময় বলিয়াছেন যে, সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, আসামীই ন্যায়তঃ বালিকার মৃত্যুর জন্য দায়ী। বিচারপতি মিত্র বলেন,—আসামীকে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইলে, তাহাকে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে হয়। বিচারপতি এস, কে, ঘোষ দণ্ড বিষয়ে একমত হন। মোহান্তের পক্ষ হইতে যে আপীল করা হইয়াছিল, উহা অগ্রাহ্য হইয়াছে।

কংগ্রেসী মর্দ্দুদদের জেদ

শোচনীয়ভাবে পরাজিত

গত ১৩ই নবেম্বর অপরাহ্নে লাহোর মিউনিসিপ্যালিটীর সভায় বাদানুবাদের প্রবল ঝটিকা বহিয়া গিয়াছে। আগামী লাহোর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ গোপীচাঁদ এই মর্ম্মে মিউনিসিপ্যালিটীর নিকট আবেদন করিয়াছিলেন যে, আগামী কংগ্রেসে "প্রায় ২ লক্ষ লোকের" সমাগম হইবে, সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষে ২ লক্ষ লোকের জন্য পানি সরবরাহ করা কর্ত্তব্য অথবা এতদুদ্দেশ্যে খরচা বাবদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা এবং মিউনিসিপ্যালিটীর ভাণ্ডারের পানি নল ও অন্যান্য সরঞ্জাম অভ্যর্থনা সমিতির হাতে দেওয়া উচিৎ। ডাক্তার গোপীচাঁদের আবেদনে পানীয় জল বিশোধন, বহ্নি-নির্ব্বাণের বিশেষ ব্যবস্থা, কংগ্রেস প্রদর্শনীতে বালক-বালিকাদের রক্ষা এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা, বিভিন্ন স্থান হইতে প্রদর্শনীতে আনীত জিনিষগুলিকে মিউনিসিপ্যালিটীর ট্যাক্স হইতে রেহাই প্রদান সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটীকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। লাহোর মিউনিসিপ্যালিটী ঐ আবেদনখানা আইন উপদেষ্টার নিকট পাঠাইয়া দেন। আইন উপদেষ্টা এই মত দেন যে, অভ্যর্থনা সমিতিকে নিজের খরচায় উল্লিখিত প্রায় সকল ব্যবস্থাই করিয়া লইতে হইবে এবং মিউনিসিপ্যালিটীর অতিরিক্ত ব্যবস্থার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি হইতে অর্থ আদায় করা হইবে। ট্যাক্স রেহাই সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুর আবশ্যক হইবে। মিউনিসিপ্যালিটীর আইন উপদেষ্টার অভিমতের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী দলের সদস্যগণ ক্রুদ্ধভাবে আলোচনা করিতে থাকেন। ইহারা বলেন, যে সকল শর্ত্ত মিউনিসিপ্যালিটী হইতে দেওয়া হইয়াছে, সেগুলি কংগ্রেসের পক্ষে অপমানকর। সকল হিন্দু ও শিখ সদস্য আইন উপদেষ্টার মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলেও উহা অধিক সংখ্যক সদস্যের ভোটে গৃহীত হয়।

মেদিনীপুর জেল-তদন্ত

কমিটির স্পষ্ট কথা

মেদিনীপুর সেন্‌ট্রাল জেলের বে-সরকারী পরিদর্শকদিগকে লইয়া, যে স্থানীয় জেল তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটী তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। জেলের নিয়ম-কানুন পরিবর্ত্তন ও বন্দীদের অভিযোগের প্রতীকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ঐ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিটী ইউরোপীয় ও ভারতীয় কয়েদীদের মধ্যে সকল প্রকার পার্থক্য তুলিয়া দিয়া, জাতির দিক হইতে বিচার না করিয়া, সামাজিক অবস্থা হিসাবে কয়েদীর শ্রেণী বিভাগ করিতে বলিয়াছেন। কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীরা জেলের খাদ্য-ব্যবস্থার উপর বাহির হইতেও খাদ্যদ্রব্য আনাইতে পারিবেন। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েদীদের শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিবেন। তাঁহার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করা চলিবে। বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী ও ভাল সামজিক অবস্থার যে সকল কয়েদী কৃত অপরাধের গুরুত্ব জন্য বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না, এই দুই শ্রেণীর কয়েদীকেই সাধারণ কয়েদীদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রাখিতে হইবে। যে সকল অপরাধের কয়েদীরা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারিবে না, উদারভাবে বিবেচনার পর তাহা দণ্ডবিধির ধারায় বা অন্য আইনে স্পষ্ট উল্লিখিত থাকিবে। সাধারণ কয়েদীদের খাদ্যের জন্য দৈনিক লোক প্রতি ৯ আনার কম খরচ করিলে চলিবে না। বর্ত্তমানে যে পরিমাণে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে খাদ্য দিতে হইবে। বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদিগকে রাত্রিকালীন আহার্য্য এখনকার মত সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে না দিয়া রাত্রি ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে দিতে হইবে। কয়েদীদিগকে সকল পুস্তক, মাসিকপত্র ও সংবাদপত্র পড়িতে দিতে হইবে; সকল জেলে একটী করিয়া গ্রন্থাগার থাকিবে। সকল কয়েদী এক পক্ষে একবার করিয়া চিঠি লিখিতে, চিঠি পাইতে, আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারিবে; তবে তাহাদের পরিবারে কেহ পীড়িত হইলে বা কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে কয়েদীরা ঐ এক পক্ষের মধ্যে একাধিকবার ঐ অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। প্রত্যেক কয়েদীকে একটি করিয়া মশারী দিতে হইবে এবং সে পূর্ব্বে যে ভাবে জীবন যাপন করিত, সম্ভবমত তাহাকে সেই ভাবের কাজই দিতে হইবে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মঞ্জুরী ব্যতীত বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদিগকে জেলখানায় আর নূতন শাস্তি দেওয়া যাইবে না। যে প্রদেশে জেল অবস্থিত, সেই প্রদেশ হইতেই ওয়ার্ডার সংগ্রহ করিতে হইবে। কয়েদীদের সহিত ওয়ার্ডার প্রভৃতিরা কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কয়েদীরাও মানুষ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েদীরা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে তাহারা যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের সাময়িক চ্যুতির জন্য। তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্য তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করা, তাহাদের অতীত অপরাধের প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত নহে। জেলের নিয়ম-কানুন অনুসারে যতটুকু আবশ্যক হইবে, তাহারা যেন কয়েদীদের মনোভাবের ও তাহাদের বিশিষ্ট ভাব-প্রবণতার দিকে ততটুকু লক্ষ্য রাখে। জেল হইতে আদালতে আনিবার ও এক জেল হইতে আর এক জেলে লইয়া যাইবার সময়, তাহাদিগকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না। ট্রেণে যে শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে তাহারা অভ্যস্ত, সেই শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার পক্ষে আবশ্যক যথেষ্ট অর্থ তাহাদিগকে দিতে হইবে। যেরূপ খাদ্যদ্রব্য তাহারা পাইবার অধিকারী, পথে তাহাদিগকে তাহাই দিতে হইবে, এ জন্য প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ও করিতে হইবে।

'ভাইস্‌ রিগেল্‌ প্যালেস'

অগামী শীতে কার্য্য শেষ

এরূপ স্থির হইয়াছে যে, আগামী বৎসর শীতকালে দিল্লীতে নব রাজপ্রতিনিধি-প্রাসাদের প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইবে। ঐ সময়ে নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লাটের অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিবেন। আগামী ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট সফর হইতে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া সদলে নবপ্রাসাদে গমন করিবেন। প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠা উৎসবের জন্য এ কার্য্য স্থগিত থাকিবে না। নবপ্রাসাদের কতিপয় প্রকোষ্ঠ বড়লাটের অবস্থানের জন্য ২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রস্তুত রাখা হইবে।

আলিপুর জেল-তদন্ত

কয়েদীদের অভাব অভিযোগ

জেলে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় কয়েদীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকা সঙ্গত কি না এবং উহার উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক, এ সম্বন্ধে ভারত সরকার বে-সরকারী মতামত আহ্বান করিয়া বিভিন্ন স্থানীয় সরকারের নিকট এক ইশ্‌তাহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতৎ সম্পর্কে আলীপুর জেলের বে-সরকারী দর্শকগণ গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে জেলের মধ্যে এক সভা করেন। মিঃ আই, জে, কোহেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ সন্তোষ কুমার বসু এতৎসম্পর্কে ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক পত্র লিখেন। ঐ পত্রে তিনি লিখেন—ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ কয়েদীদের মধ্যে ব্যবহারের পার্থক্য থাকায় অনেক সময় বিশেষ মুশ্‌কিলে পড়িতে হয়। অনেক সময় গুরুতর অপরাধে অপরাধী শ্বেতাঙ্গ কয়েদিগণকে যে সমস্ত সুবিধা দান করা হয়, আর, উচ্চবংশ সম্ভূত শিক্ষিত ভারতবাসিগণকে তাহাদের স্বদেশ-প্রীতির জন্য গুরুতর কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অতএব আমি জাতিগত পার্থক্য একেবারে তুলিয়া দিবার জন্য সুপারিশ করি। আমার মতে কয়েদিগণকে প্রথমতঃ ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত :—(১) ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ যাহারা উচ্চভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং গুরুতর অপরাধে অপরাধী নহে। (২) যাহারা মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবন যাপনে অভ্যস্ত। যে সমস্ত কয়েদী রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী ও উচ্চভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত জাতিবর্ণ ও অপরাধের পরিমাণ নির্ব্বিশেষে উহাদিগকে প্রথম বিভাগের কয়েদী শ্রেণীতে ফেলিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টভাবে যাহারা জীবন যাপনে অভ্যস্ত সে সমস্ত রাজনৈতিক আসামিকে ২য় বিভাগের কয়েদী শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। বিলাতে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধিগণকে সর্ব্বদাই প্রথম শ্রেণীর কয়েদী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যদি এই সব সুপারিশ গৃহীত হয়, তাহা হইলে অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ সুপারিশ করিব :—(ক) সুখ ও সুবিধার পরিমাণ সম্বন্ধে, বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদের সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমরা যে সুপারিশ করিয়াছি ১ম শ্রেণীর কয়েদিগণকে ঐ সকল সুবিধা দিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে শ্বেতাঙ্গ কয়েদিগণকে যে সকল সুবিধা দেওয়া হয়, উহা তাহা অ. ক্ষা উন্নত হইবে। বর্ত্তমানে শ্বেতাঙ্গ কয়েদিগণকে যে সকল সুখ-সুবিধা দেওয়া হয়, ২য় শ্রেণীর কয়েদিগণকে ঐ সকল সুবিধা দিতে হইবে, তৃতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে বর্ত্তমানে ভারতীয়দের প্রতি যে সকল সুবিধা দেওয়া হয়, তাহার উন্নতি বিধান করিতে হইবে। (খ) কোন কয়েদীকে কোন শ্রেণীতে রাখা হইবে, বিচারের সময় ম্যাজিষ্ট্রেটই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন এবং এ বিষয়ে কয়েদীর পক্ষে আপীল করাও চলিবে। (গ) শ্বেতাঙ্গদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা পদ্ধতির সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। (ঘ) এক বিভাগের সকল কয়েদীর সুখ-সুবিধা এক হইবে। (ঙ) উচ্চশ্রেণীর কয়েদীদিগকে কেবলমাত্র লেখাপড়ার কাজে নিয়োগ করা চলিবে। ১ম ও সম্ভব হইলে ২য় শ্রেণীর কয়েদিগণকে স্পেশাল জেল সমূহে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া প্রদেশের রাজধানী সমূহে।

মৃত্যুর সমরাভিযান

নানা জিলায় মার-ধর

৯ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও বাঙ্গালার ১৪টি জিলায় কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা কলিকাতায় ২৯ হইতে ৪৮, হুগলীতে ১১ হইতে ১৭, হাওড়ায় ৪২ হইতে ৪৮, ২৪পরগণায় ৪৩ হইতে ৪৪, নদীয়ায় ১২৫ হইতে ১৪৩, মুর্শিদাবাদে ১৩ হইতে ১৮, যশোহরে ৭৪ হইতে ৯৬, খুলনায় ৭০ হইতে ৮২, রংপুরে ৪ হইতে ১২, পাবনায় ৫ হইতে ২১, মালদহে ০ হইতে ১০, ঢাকায় ২৯ হইতে ৩৯, ফরিদপুরে ২৪ হইতে ৩২, ত্রিপুরায় ১৯ হইতে ৩৬ ও নোয়াখালীতে ৮ হইতে ১৭৭ হইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে মৃত্যুসংখ্যা কমিলেও এখনও যথেষ্ট আছে। মৃত্যুসংখ্যা মেদিনীপুরে ৫৮, রাজশাহীতে ৫০ ও কুচবিহারে ২৭। বসন্তে ঢাকায় ৫, কলিকাতা ও নদীয়ায় ২ জন করিয়া এবং হুগলী, হাওড়া ও ত্রিপুরায় ১ জন করিয়া মারা গিয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতায় ১৭ জন ও হুগলীতে ১ জন মারা গিয়াছে।

মশরেকী

নাদিরের বাদশাহাত্‌

বৃটিশের স্বীকৃতি

লণ্ডন ১৫ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সন কাবুলের পররাষ্ট্র সচিবকে নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন :—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এবং কানাডা গবর্ণমেণ্ট, অষ্ট্রেলিয়া গণতন্ত্র, নিউজিল্যাণ্ড ইউনিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট এবং আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের অনুমতি ক্রমে এবং ঐ সমস্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমি সসম্মানে আপনাকে জানাইতেছি যে উল্লিখিত গবর্ণমেণ্ট সমূহ বাদসাহ মুহাম্মদ নাদির 'শা' কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে আফগানিস্তানের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহারা সরলভাবে এই আশা পোষণ করেন যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সহিত অতীতের সখ্যতা বজায় থাকিবে।

নাদিরের প্রচেষ্টা

আফগানে "সাজ সাজ" রব

আজকাল কাবুলের ঘটনা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সমস্ত সংবাদেই প্রকাশ, নাদির খাঁ তাঁহার শাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি আর্ক প্রাসাদে বাস করিতেছেন। রাজ্যের স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বিমান বাহিনীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। নানা স্থানে সৈন্য স্থাপিত হইতেছে। ওয়াজির, জাজি ও হাজারাদের লইয়া কাবুল শহরের বর্ত্তমান সৈন্য সংখ্যা ২ সহস্র। সম্প্রতি যাহারা নূতন সরকারের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছে, তন্মধ্যে কোহীস্তান হইতে সৈয়দ হোসেনের সহিত যে এক হাজার সিপাহী হাজারা শরিফে গমন করিয়াছিল, তাহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। নাদির খাঁ যে লুই জার্গা আহ্বান করিয়াছেন, উহাকে তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণের বিষয় প্রচারিত করিতে বলা হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

ইরাক-মন্ত্রীর আত্মহত্যা

"অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল"

ইরাকের প্রধান মন্ত্রি স্যর আবুল মহসিনকে গত ১৪ই নবেম্বর বন্দুকের গুলিতে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত উক্ত দুর্ঘটনার বিবরণ জানা যায় নাই। এ, মহসিন পূর্ব্বদিন যথারীতি আপনার কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি প্রাতে অফিসের কাজ করেন। অপরাহ্ণে তিনি উন্নতিকামী দলের সভায় যোগদান করেন এবং সন্ধ্যার সময় ইরাক ক্লাবে তাস খেলেন। রাত্রি ৭টার সময় বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বার্মিংহাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রের নিকট চিঠি লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উহার ২ ঘণ্টাকাল পরে অপরাপর লোক তাঁহাকে রিভলভারহস্তে দেখিতে পায়েন। তিনি বলেন, তিনি আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহারা রিভলভার কাড়িয়া লইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং রিভলভার কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলে, তিনি বারান্দায় গমন করিয়া আপনার বক্ষে গুলী করেন, তিনি তাঁহার পুত্রের নিকট আরবী ভাষায় নিম্ন চিঠি লিখিয়াছেন। প্রিয় পুত্র আলি, আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। জীবনে আমার আর আশক্তি নাই; কারণ, আমি সম্মান কিংবা আমোদ কিছুই পাই নাই। দেশ আমার সেবা চাহে; কিন্তু বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ উহাতে সম্মত নহেন। আমি নিঃসহায়। ইরাকবাসীগণ দুর্ব্বল। তাহারা আমাকে স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও বৃটিশের ভৃত্য বলিয়া মনে করে। আমার পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতি-জড়িত দেশের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকার উপহাস লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি। প্রিয় পুত্র, তোমার প্রতি আমার প্রথম অনুরোধ এই যে, তুমি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে; মাতার সেবা করিবে এবং স্বদেশ ভক্ত হইবে। আমার দ্বিতীয় অনুরোধ, তুমি রাজা ফয়সল ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সম্পূর্ণ অনুগত থাকিবে। প্রিয় পুত্র আলি, আমাকে ক্ষমা কর।

মফঃস্বল

বর্দ্ধমানের নিরপেক্ষ (?) সাপ্তাহিক

[ডাঃ মোল্লা আবদুল হাকীম]

কাণা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' রাখার প্রথা অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, বিশেষণের আড়ালে মনের পাপ ও কু-প্রবৃত্তির চাপ গোপন রাখাই এই প্রথার একমাত্র উদ্দেশ্য।

মুস্‌লিম-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত, পক্ষপাত-সর্ব্বস্ব বর্দ্ধমানের "শক্তি-পত্রিকা" এইরূপে নিরপেক্ষতার ছাপ মাথায় মারিয়া নিরপেক্ষ সাজিয়া বাজারে বাহির হইয়া থাকে। আমরা তাহার আঁতুড়ের খবরও কিছু কিছু রাখিয়া থাকি, সেই জন্মের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মুস্‌লিম-বিদ্বেষ-বিষ ছড়ান, আর, লোকের অযথা কুৎসা প্রচার করা, ইহা ভিন্ন তাহার আর কোন কাজ ও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। মুসলমানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করিয়া এবং 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' যেখানে যত পাপ, যত তাপ, যত অকাজ, যত কুকাজ সংঘটিত হউক, সব বোঝা মুসলমানের মাথায় চাপাইয়া সস্তায় 'সোয়াস্তি' লাভ করা, তাহার একমাত্র পেষা।

সম্প্রতি ১৮ই কার্ত্তিক তারিখের 'শক্তি'তে "আসানসোলের হাঙ্গামা", "আসানসোলে মুসলমান গুণ্ডামী" ও আসানসোলের উৎপাত" শীর্ষক তিনটী সম্পাদকীয় মন্তব্যে সম্পাদক পুঙ্গব সাধারণ ও বিশেষভাবে মুসলমানের বিরুদ্ধে যে বিষ উদ্গার করিয়াছেন এবং এক তরফা বিচারে এই হাঙ্গামার সকল দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইয়া যেরূপ সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ন্যায় মানসিকতা-বিশিষ্ট সম্পাদকের পক্ষেই শোভা পায়। এই যে হিন্দু-মুস্‌লিম বিচ্ছেদে দেশের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে, ভাইয়ে ভাইয়ে রেষারেষী ও দ্বেষাদ্বেষীর ফলে তৃতীয় পক্ষের সুযোগ ও সুবিধার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার জন্য প্রধানতঃ এই শ্রেণীর সংবাদ-পত্র পরিচালকেরাই দায়ী। আসানসোলের হাঙ্গামায় আমাদের নিকট প্রত্যক্ষদর্শীদের যে সকল রিপোর্ট পৌছিয়াছে, তাহা হইতে হিন্দুরাই গায়ে পড়িয়া অনর্থক মস্‌জিদের অবমাননা করিতে গিয়া, এই হাঙ্গামা বাধাইয়াছে, বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক পক্ষের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া এক তরফা বিচারে অন্য পক্ষকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক বলিয়া রায় দিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। প্রতিপক্ষের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া নিজকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে

চীনা সন্দেশ

বৃটিশের ভাত উঠিল

লণ্ডনের ১২ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, চীনের স্বাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এক চুক্তি স্থির হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে চিনকিয়াং নগরী বৃটিশ অধিকার-ভুক্ত স্থান ১৫ই নবেম্বর হইতে চীনা গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে। গত ১৮৬১ খৃঃ হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চীনাদের নিকট হইতে চিনকিয়াং নগরীর ভোগ দখল স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৫ই নবেম্বর হইতে উক্ত নগরীর উক্ত স্থানের বৃটিশ মিউনিসিপ্যাল শাসন তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং বৃটিশ নীতি রদ করা হইবে। উক্ত তারিখ হইতেই স্বাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ সরকারের দলিলের পরিবর্ত্তে চীনা নাগরিকদিগকে ভোগ দখলের অধিকার সম্বলিত দলিল প্রদান করিবেন। কিন্তু বার্ষিক কর ও রাজস্ব প্রভৃতির হার একই রকম থাকিবে। বৃটিশ বণিকগণ পূর্ব্বের মতই ব্যবসায় চালাইবেন। গত ৩১শে অক্টোবর নানকিংয়ে উভয় সরকারের মধ্যে পরামর্শের পর এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। কিয়াংসু প্রদেশের অন্তর্গত চিনকিয়াং নগরী বিখ্যাত ইয়াংসিকিয়াং নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। চীনের বর্ত্তমান রাজধানী নানকিং হইতে উহার দূরত্ব ৪৫ মাইল এবং গ্রাণ্ড ক্যানেলের সঙ্গম স্থলে উহা স্থাপিত হইয়াছে। এই নগরী চীন সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম এবং উহার লোক সংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক।

মেদিনীপুর জেল-তদন্ত

কমিটির স্পষ্ট কথা

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের বে-সরকারী পরিদর্শকদিগকে লইয়া, যে স্থানীয় জেল তদন্ত কমিটী গঠিত হইয়াছিল, সেই কমিটী তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। জেলের নিয়ম-কানুন পরিবর্ত্তন ও বন্দীদের অভিযোগের প্রতীকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ঐ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল। কমিটী ইউরোপীয় ও ভারতীয় কয়েদীদের মধ্যে সকল প্রকার পার্থক্য তুলিয়া দিয়া, জাতির দিক হইতে বিচার না করিয়া, সামাজিক অবস্থা হিসাবে কয়েদীর শ্রেণী বিভাগ করিতে বলিয়াছেন। কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীরা জেলের খাদ্য-ব্যবস্থার উপর বাহির হইতেও খাদ্যদ্রব্য আনাইতে পারিবেন। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েদীদের শ্রেণী বিভাগ করিয়া দিবেন। তাঁহার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করা চলিবে। বিশেষ শ্রেণীর কয়েদী ও ভাল সামজিক অবস্থার যে সকল কয়েদী কৃত অপরাধের গুরুত্ব জন্য বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবে না, এই দুই শ্রেণীর কয়েদীকেই সাধারণ কয়েদীদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রাখিতে হইবে। যে সকল অপরাধের কয়েদীরা বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত হইতে পারিবে না, উদারভাবে বিবেচনার পর তাহা দণ্ডবিধির ধারায় বা অন্য আইনে স্পষ্ট উল্লিখিত থাকিবে। সাধারণ কয়েদীদের খাদ্যের জন্য দৈনিক লোক প্রতি ৯ আনার কম খরচ করিলে চলিবে না। বর্ত্তমানে যে পরিমাণে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে খাদ্য দিতে হইবে। বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদিগকে রাত্রিকালীন আহার্য্য এখনকার মত সন্ধ্যা ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে না দিয়া রাত্রি ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে দিতে হইবে। কয়েদীদিগকে সকল পুস্তক, মাসিকপত্র ও সংবাদপত্র পড়িতে দিতে হইবে; সকল জেলে একটী করিয়া গ্রন্থাগার থাকিবে। সকল কয়েদী এক পক্ষে একবার করিয়া চিঠি লিখিতে, চিঠি পাইতে, আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারিবে; তবে তাহাদের পরিবারে কেহ পীড়িত হইলে বা কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে কয়েদীরা ঐ এক পক্ষের মধ্যে একাধিকবার ঐ অধিকার ভোগ করিতে পারিবে। প্রত্যেক কয়েদীকে একটি করিয়া মশারী দিতে হইবে এবং সে পূর্ব্বে যে ভাবে জীবন যাপন করিত, সম্ভবমত তাহাকে সেই ভাবের কাজই দিতে হইবে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মঞ্জুরী ব্যতীত বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদিগকে জেলখানায় আর নূতন শাস্তি দেওয়া যাইবে না। যে প্রদেশে জেল অবস্থিত, সেই প্রদেশ হইতেই ওয়ার্ডার সংগ্রহ করিতে হইবে। কয়েদীদের সহিত ওয়ার্ডার প্রভৃতিরা কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য স্কুল সমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কয়েদীরাও মানুষ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়েদীরা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে তাহারা যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের সাময়িক চ্যুতির জন্য। তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্য তাহাদিগের চরিত্র সংশোধন করা, তাহাদের অতীত অপরাধের প্রতিশোধ দিবার নিমিত্ত নহে। জেলের নিয়ম-কানুন অনুসারে যতটুকু আবশ্যক হইবে, তাহারা যেন কয়েদীদের মনোভাবের ও তাহাদের বিশিষ্ট ভাব-প্রবণতার দিকে ততটুকু লক্ষ্য রাখে। জেল হইতে আদালতে আনিবার ও এক জেল হইতে আর এক জেলে লইয়া যাইবার সময়, তাহাদিগকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, হাঁটাইয়া লইয়া যাওয়া চলিবে না। ট্রেণে যে শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে তাহারা অভ্যস্ত, সেই শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার পক্ষে আবশ্যক যথেষ্ট অর্থ তাহাদিগকে দিতে হইবে। যেরূপ খাদ্যদ্রব্য তাহারা পাইবার অধিকারী, পথে তাহাদিগকে তাহাই দিতে হইবে, এ জন্য প্রয়োজন হইলে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ও করিতে হইবে।

'ভাইস্‌ রিগেল্‌ প্যালেস'

অগামী শীতে কার্য্য শেষ

এরূপ স্থির হইয়াছে যে, আগামী বৎসর শীতকালে দিল্লীতে নব রাজপ্রতিনিধি-প্রাসাদের প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইবে। ঐ সময়ে নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠাতা লর্ড হার্ডিঞ্জ বড়লাটের অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিবেন। আগামী ২৩শে ডিসেম্বর বড়লাট সফর হইতে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া সদলে নবপ্রাসাদে গমন করিবেন। প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠা উৎসবের জন্য এ কার্য্য স্থগিত থাকিবে না। নবপ্রাসাদের কতিপয় প্রকোষ্ঠ বড়লাটের অবস্থানের জন্য ২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রস্তুত রাখা হইবে।

আলিপুর জেল-তদন্ত

কয়েদীদের অভাব অভিযোগ

জেলে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় কয়েদীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য থাকা সঙ্গত কি না এবং উহার উচ্ছেদ সাধন আবশ্যক, এ সম্বন্ধে ভারত সরকার বে-সরকারী মতামত আহ্বান করিয়া বিভিন্ন স্থানীয় সরকারের নিকট এক ইশ্‌তাহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতৎ সম্পর্কে আলীপুর জেলের বে-সরকারী দর্শকগণ গত ৩০শে অক্টোবর তারিখে জেলের মধ্যে এক সভা করেন। মিঃ আই, জে, কোহেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ সন্তোষ কুমার বসু এতৎসম্পর্কে ২৪ পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক পত্র লিখেন। ঐ পত্রে তিনি লিখেন—ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ কয়েদীদের মধ্যে ব্যবহারের পার্থক্য থাকায় অনেক সময় বিশেষ মুশ্‌কিলে পড়িতে হয়। অনেক সময় গুরুতর অপরাধে অপরাধী শ্বেতাঙ্গ কয়েদিগণকে যে সমস্ত সুবিধা দান করা হয়, আর, উচ্চবংশ সম্ভূত শিক্ষিত ভারতবাসিগণকে তাহাদের স্বদেশ-প্রীতির জন্য গুরুতর কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অতএব আমি জাতিগত পার্থক্য একেবারে তুলিয়া দিবার জন্য সুপারিশ করি। আমার মতে কয়েদিগণকে প্রথমতঃ ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা উচিত:—(১) ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ যাহারা উচ্চভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত এবং গুরুতর অপরাধে অপরাধী নহে। (২) যাহারা মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবন যাপনে অভ্যস্ত। যে সমস্ত কয়েদী রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী ও উচ্চভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত জাতিবর্ণ ও অপরাধের পরিমাণ নির্ব্বিশেষে উহাদিগকে প্রথম বিভাগের কয়েদী শ্রেণীতে ফেলিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টভাবে যাহারা জীবন যাপনে অভ্যস্ত সে সমস্ত রাজনৈতিক আসামিকে ২য় বিভাগের কয়েদী শ্রেণীভুক্ত করিতে হইবে। বিলাতে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধিগণকে সর্ব্বদাই প্রথম শ্রেণীর কয়েদী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। যদি এই সব সুপারিশ গৃহীত হয়, তাহা হইলে অপরাপর বিষয় সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ সুপারিশ করিব:—(ক) সুখ ও সুবিধার পরিমাণ সম্বন্ধে, বিশেষ শ্রেণীর কয়েদীদের সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে আমরা যে সুপারিশ করিয়াছি ১ম শ্রেণীর কয়েদিগণকে ঐ সকল সুবিধা দিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে শ্বেতাঙ্গ কয়েদিগণকে যে সকল সুবিধা দেওয়া হয়, উহা তাহা অপেক্ষা উন্নত হইবে। বর্ত্তমানে শ্বেতাঙ্গ কয়েদিগণকে যে সকল সুখ-সুবিধা দেওয়া হয়, ২য় শ্রেণীর কয়েদিগণকে ঐ সকল সুবিধা দিতে হইবে, তৃতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে বর্ত্তমানে ভারতীয়দের প্রতি যে সকল সুবিধা দেওয়া হয়, তাহার উন্নতি বিধান করিতে হইবে। (খ) কোন কয়েদীকে কোন শ্রেণীতে রাখা হইবে, বিচারের সময় ম্যাজিষ্ট্রেটই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন এবং এ বিষয়ে কয়েদীর পক্ষে আপীল করাও চলিবে। (গ) শ্বেতাঙ্গদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা পদ্ধতির সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। (ঘ) এক বিভাগের সকল কয়েদীর সুখ-সুবিধা এক হইবে। (ঙ) উচ্চশ্রেণীর কয়েদীদিগকে কেবলমাত্র লেখাপড়ার কাজে নিয়োগ করা চলিবে। ১ম ও সম্ভব হইলে ২য় শ্রেণীর কয়েদিগণকে স্পেশাল জেল সমূহে রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, বিশেষ করিয়া প্রদেশের রাজধানী সমূহে।

মৃত্যুর সমরাভিযান

নানা জিলায় মার-ধর

৯ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও বাঙ্গালার ১৪টি জিলায় কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা কলিকাতায় ২৯ হইতে ৪৮, হুগলীতে ১১ হইতে ১৭, হাওড়ায় ৪২ হইতে ৪৮, ২৪পরগণায় ৪৩ হইতে ৪৪, নদীয়ায় ১২৫ হইতে ১৪৩, মুর্শিদাবাদে ১৩ হইতে ১৮, যশোহরে ৭৪ হইতে ৯৬, খুলনায় ৭০ হইতে ৮২, রংপুরে ৪ হইতে ১২, পাবনায় ৫ হইতে ২১, মালদহে ০ হইতে ১০, ঢাকায় ২৯ হইতে ৩৯, ফরিদপুরে ২৪ হইতে ৩২, ত্রিপুরায় ১৯ হইতে ৩৬ ও নোয়াখালীতে ৮ হইতে ১৭৭ হইয়াছে। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে মৃত্যুসংখ্যা কমিলেও এখনও যথেষ্ট আছে। মৃত্যুসংখ্যা মেদিনীপুরে ৫৮, রাজশাহীতে ৫০ ও কুচবিহারে ২৭। বসন্তে ঢাকায় ৫, কলিকাতা ও নদীয়ায় ২ জন করিয়া এবং হুগলী, হাওড়া ও ত্রিপুরায় ১ জন করিয়া মারা গিয়াছে। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতায় ১৭ জন ও হুগলীতে ১ জন মারা গিয়াছে।

মশ্‌রেকী

নাদিরের বাদশাহাত্

বৃটিশের স্বীকৃতি

লণ্ডন ১৫ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্থার হেণ্ডার্সন কাবুলের পররাষ্ট্র সচিবকে নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন:—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এবং কানাডা গবর্ণমেণ্ট, অষ্ট্রেলিয়া গণতন্ত্র, নিউজিল্যাণ্ড ইউনিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট এবং আইরিশ ফ্রী ষ্টেটের অনুমতি ক্রমে এবং ঐ সমস্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমি সসম্মানে আপনাকে জানাইতেছি যে উল্লিখিত গবর্ণমেণ্ট সমূহ বাদসাহ মুহাম্মদ নাদির 'শা' কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টকে আফগানিস্তানের গবর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিতেছেন এবং তাঁহারা সরলভাবে এই আশা পোষণ করেন যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের সহিত অতীতের সখ্যতা বজায় থাকিবে।

নাদিরের প্রচেষ্টা

আফগানে "সাজ সাজ" রব

আজকাল কাবুলের ঘটনা সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সমস্ত সংবাদেই প্রকাশ, নাদির খাঁ তাঁহার শাসন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমানে তিনি আর্ক প্রাসাদে বাস করিতেছেন। রাজ্যের স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বিমান বাহিনীর ব্যবস্থা করা হইতেছে। নানা স্থানে সৈন্য স্থাপিত হইতেছে। ওয়াজির, জাজি ও হাজারাদের লইয়া কাবুল শহরের বর্ত্তমান সৈন্য সংখ্যা ২ সহস্র। সম্প্রতি যাহারা নূতন সরকারের নিকট আত্মসমর্পন করিয়াছে, তন্মধ্যে কোহীস্তান হইতে সৈয়দ হোসেনের সহিত যে এক হাজার সিপাহী হাজারা শরিফে গমন করিয়াছিল, তাহাদের নাম উল্লেখযোগ্য। নাদির খাঁ যে লুই জার্গা আহ্বান করিয়াছেন, উহাকে তাঁহার রাজ্যভার গ্রহণের বিষয় প্রচারিত করিতে বলা হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

ইরাক-মন্ত্রীর আত্মহত্যা

"অপমানের চেয়ে মৃত্যু ভাল"

ইরাকের প্রধান মন্ত্রি স্যর আবুল মহসিনকে গত ১৪ই নবেম্বর বন্দুকের গুলিতে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত উক্ত দুর্ঘটনার বিবরণ জানা যায় নাই। এ, মহসিন পূর্ব্বদিন যথারীতি আপনার কার্য্য সম্পাদন করেন। তিনি প্রাতে অফিসের কাজ করেন। অপরাহ্নে তিনি উন্নতিকামী দলের সভায় যোগদান করেন এবং সন্ধ্যার সময় ইরাক ক্লাবে তাস খেলেন। রাত্রি ৭টার সময় বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বার্মিংহাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রের নিকট চিঠী লিখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উহার ২ ঘণ্টাকাল পরে অপরাপর লোক তাঁহাকে রিভলভারহস্তে দেখিতে পায়েন। তিনি বলেন, তিনি আত্মহত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহারা রিভলভার কাড়িয়া লইতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং রিভলভার কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিলে, তিনি বারান্দায় গমন করিয়া আপনার বক্ষে গুলী করেন, তিনি তাঁহার পুত্রের নিকট আরবী ভাষায় নিম্ন চিঠি লিখিয়াছেন।

প্রিয় পুত্র আলি, আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। জীবনে আমার আর আশক্তি নাই; কারণ, আমি সম্মান কিংবা আমোদ কিছুই পাই নাই। দেশ আমার সেবা চাহে; কিন্তু বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ উহাতে সম্মত নহেন। আমি নিঃসহায়। ইরাকবাসীগণ দুর্ব্বল। তাহারা আমাকে স্বদেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক ও বৃটীশের ভৃত্য বলিয়া মনে করে। আমার পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতি-জড়িত দেশের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য সর্ব্বপ্রকার উপহাস লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছি। প্রিয় পুত্র, তোমার প্রতি আমার প্রথম অনুরোধ এই যে, তুমি কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে; মাতার সেবা করিবে এবং স্বদেশ ভক্ত হইবে। আমার দ্বিতীয় অনুরোধ, তুমি রাজা ফয়সল ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সম্পূর্ণ অনুগত থাকিবে। প্রিয় পুত্র আলি, আমাকে ক্ষমা কর।

মফঃস্বল

বর্দ্ধমানের নিরপেক্ষ (?) সাপ্তাহিক

[ডাঃ মোল্লা আবদুল হাকীম]

কাণা ছেলের নাম 'পদ্মলোচন' রাখার প্রথা অনেক দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, বিশেষণের আড়ালে মনের পাপ ও কু-প্রবৃত্তির চাপ গোপন রাখাই এই প্রথার একমাত্র উদ্দেশ্য।

মুস্‌লিম-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত, পক্ষপাত-সর্ব্বস্ব বর্দ্ধমানের "শক্তি-পত্রিকা" এইরূপে নিরপেক্ষতার ছাপ মাথায় মারিয়া নিরপেক্ষ সাজিয়া বাজারে বাহির হইয়া থাকে। আমরা তাহার আঁতুড়ের খবরও কিছু কিছু রাখিয়া থাকি, সেই জন্মের দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত মুস্‌লিম-বিদ্বেষ-বিষ ছড়ান, আর, লোকের অযথা কুৎসা প্রচার করা, ইহা ভিন্ন তাহার আর কোন কাজ ও উদ্দেশ্য আছে বলিয়া মনে হয় না। মুসলমানের বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ করিয়া এবং 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' যেখানে যত পাপ, যত তাপ, যত অকাজ, যত কুকাজ সংঘটিত হউক, সব বোঝা মুসলমানের মাথায় চাপাইয়া সস্তায় 'সোয়াস্তি' লাভ করা, তাহার একমাত্র পেশা।

সম্প্রতি ১৮ই কার্ত্তিক তারিখের 'শক্তি'তে "আসানসোলের হাঙ্গামা", "আসানসোলে মুসলমান গুণ্ডামী" ও আসানসোলের উৎপাত" শীর্ষক তিনটী সম্পাদকীয় মন্তব্যে সম্পাদক পুঙ্গব সাধারণ ও বিশেষভাবে মুসলমানের বিরুদ্ধে যে বিষ উদ্গার করিয়াছেন এবং এক তরফা বিচারে এই হাঙ্গামার সকল দোষ মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইয়া যেরূপ সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ন্যায় মানসিকতা-বিশিষ্ট সম্পাদকের পক্ষেই শোভা পায়। এই যে হিন্দু-মুস্‌লিম বিচ্ছেদে দেশের সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে, ভাইয়ে ভাইয়ে রেষারেষী ও দ্বেষাদ্বেষীর ফলে তৃতীয় পক্ষের সুযোগ ও সুবিধার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, ইহার জন্য প্রধানতঃ এই শ্রেণীর সংবাদ-পত্র পরিচালকেরাই দায়ী। আসানসোলের হাঙ্গামার আমাদের নিকট প্রত্যক্ষদর্শীদের যে সকল রিপোর্ট পৌছিয়াছে, তাহা হইতে হিন্দুরাই গায়ে পড়িয়া অনর্থক মস্‌জিদের অবমাননা করিতে গিয়া, এই হাঙ্গামা বাধাইয়াছে, বলিয়া প্রকাশ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এক পক্ষের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া এক তরফা বিচারে অন্য পক্ষকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক বলিয়া রায় দিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। প্রতিপক্ষের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া নিজকে নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। ইহাতে কিছু বিশেষত্ব আছে বলিয়া মনে

চীনা সন্দেশ

বৃটিশের ভাত উঠিল

লণ্ডনের ১২ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, চীনের স্বাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এক চুক্তি স্থির হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে চিনকিয়াং নগরী বৃটিশ অধিকার-ভুক্ত স্থান ১৫ই নবেম্বর হইতে চীনা গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রত্যার্পণ করিতে হইবে। গত ১৮৬১ খৃঃ হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চীনাদের নিকট হইতে চিনকিয়াং নগরীর ভোগ দখল স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৫ই নবেম্বর হইতে উক্ত নগরীর উক্ত স্থানের বৃটিশ মিউনিসিপ্যাল শাসন তুলিয়া দেওয়া হইবে এবং বৃটিশ নীতি রদ করা হইবে। উক্ত তারিখ হইতেই স্বাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ সরকারের দলিলের পরিবর্ত্তে চীনা নাগরিকদিগকে ভোগ দখলের অধিকার সম্বলিত দলিল প্রদান করিবেন। কিন্তু বার্ষিক কর ও রাজস্ব প্রভৃতির হার একই রকম থাকিবে। বৃটিশ বণিকগণ পূর্ব্বের মতই ব্যবসায় চালাইবেন। গত ৩১শে অক্টোবর নানকিংয়ে উভয় সরকারের মধ্যে পরামর্শের পর এই সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে। কিয়াংসু প্রদেশের অন্তর্গত চিনকিয়াং নগরী বিখ্যাত ইয়াংসিকিয়াং নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। চীনের বর্ত্তমান রাজধানী নানকিং হইতে উহার দূরত্ব ৪৫ মাইল এবং গ্রাণ্ড ক্যানেলের সঙ্গম স্থলে উহা স্থাপিত হইয়াছে। এই নগরী চীন সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম এবং উহার লোক সংখ্যা দেড় লক্ষের অধিক।

হয় না। এইরূপ ব্যাপারে উদ্দেশ্য সফল হওয়াত দূরের কথা বরং উভয়পক্ষে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া বিরোধের আগুন আরও 'দাউ দাউ' করিয়া জ্বলিয়া উঠে, দেশের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। ফলে দাসত্বের কঠিন নিগড় আরও কঠিনতর হইয়া চাপিয়া বসে। সম্পাদকের দায়িত্ব-পূর্ণ আসনে বসিয়া এই সহজ ও সরল কথাটাও যাহার বুঝিবার শক্তি নাই, তাহার হাতে লেখনীর পরিবর্ত্তে পাচনীই অধিকতর শোভনীয়।

"মুসলমানের বেদুঈন মনোভাব বিকৃত আসানসোলী হাঙ্গামা", মুসলমানের "তাতারী মন ফেনিয়া হিন্দুকে জ্বালাতন করে", "মুসলমানী বর্ব্বরতা সহিতে সহিতে হিন্দুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে", "মুসলমানের তাতারী-প্রকৃতি উৎক্ষিপ্ত হয় কেন" ইত্যাদি ইত্যাদি এরূপ অসভ্যতা ও বর্ব্বরতা-পূর্ণ মেছোহাটার উক্তি যাহার লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে, তার বাড়া বর্ব্বর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না।

"হিন্দুর শারদীয় উৎসব কোরবানীর মত হত্যার উৎসব নহে।" হায়রে, যে উৎসবে বলির পশুর অভ্রভেদী চীৎকারে গগন-পবন প্রকম্পিত হয়, সহস্র সহস্র ছিন্নমুণ্ড পশুর রক্তস্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত হইয়া যায়, উদ্যত ঘাতকের বিভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া রাবণের জিঘাংসাবৃত্তি মনে পড়ে, সেই উৎসব কিনা কোরবাণীর মত হত্যার উৎসব নহে, একেবারে সাত্বিক বৈষ্ণবী-ব্যাপার, এর বাড়া সত্যবাদিতা কি আর হইতে পারে?

সম্পাদক মুসলমানদিগকে জুজুর ভয় দেখাইতেও ছাড়েন নাই—তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দু জমিদার যদি প্রতিবিধিৎসা-পরায়ণ হইতেন, তবে বঙ্গে মুসলমানের বাস করা অসাধ্য হইত, হিন্দুজাতি যদি এই উপদ্রবের পাল্‌টা জবাবে মুসলমানকে ভাগে জমি দেওয়া বন্ধ করে, টাকা ধার দেওয়া রহিত করে, হিন্দু জমিদার তাঁহার জমিদারীতে মুসলমানের উপর অত্যাচার করেন, তবে ফল কি ভয়াবহ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়" ইত্যাদি ইত্যাদি।—হায়রে, মরা কাককে চড়কের ভয় দেখান! মহাপ্রভুদের অত্যাচারে, অনাচারে, সিংহের উপভোগে মুসলমানের আজ এই চরম দুর্দ্দশা, হিন্দু জমিদারের অত্যাচারে মুসলমান প্রজার ভিটামাটী শ্মশানে পরিণত হইতেছে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, হিন্দু কুশীদ জীবী মহাজনের জুলুমে মুসলমান খাতক সর্ব্বস্ব হারাইতেছে, হিন্দু মহাসভা ভারতের 'ম্লেচ্ছ মুচমুমান'-দিগকে ভারত ছাড়া করিবার ও হিন্দু-স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন, এর চেয়ে অত্যাচার ও অবিচারের কল্পনা আর কি হইতে পারে? এই শ্রেণীর হিন্দুর স্বরূপ চিনিতে মুসলমানের আর বাকী নাই।

পক্ষান্তরে, পূর্ব্বকথা একটু স্মরণ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, সত্য সত্যই মুসলমান তাতারী প্রকৃতির হইলে ভারতে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। হায়, যে জাতি মুসলমান শাসনকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানের নেমকে পুষ্ট ও তাহাদের অনুগ্রহে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তিতে কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহারাই আজ মুসলমানকে বর্ব্বর ও তাতারী প্রকৃতির বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, এর বাড়া বে-আদবী ও নেমক-হারামী আর কি হইতে পারে?

আমাদের শেষ কথা—যতদিন পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর হিন্দুদের মানসিকতার পরিবর্ত্তন না হইবে, যতদিন তাহারা বিদ্বেষের বিষ-বাষ্পে ভারতের বাতাস দূষিত করিতে ক্ষান্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানে মিলন আকাশ-কুসুমে পরিগণিত হইবে পক্ষান্তরে দেশের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

কাছাড় সংবাদ (আসাম)

সুরমা উপত্যকা পাঃ-কানুনগো সম্মিলনী

গত ২৭শে অক্টোবর বেলা ১ টার সময় শিলচর টাউনের অদূরবর্ত্তী সোনাই নামক বিখ্যাত নগরে "সুরমা উপত্যকা-পাটোয়ারী কানুনগো সম্মিলনীর" প্রথম অধিবেশন মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শিলচর বারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল খান সাহেব মওলবী রশিদ আলী লস্কর বি, এল, এম এল সি সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন কাছাড়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, সিলহট কাছাড়ের বহু সংখ্যক প্রতিনিধি এবং অপরাপর প্রায় এক হাজার লোক সম্মিলনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতি সাহেবের লিখিত সময়োপযোগী অভিভাষণ উদার উন্নত এবং উপযুক্ত হইয়াছিল। উপস্থিত জনগণের মধ্যে মওলবী নামওয়ার আলী বি-এল, মওলবী ওয়াজিদ আলী বি-এল, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ যোগ্য। রায় বাহাদুর বিপিন বাবু, সনৎ বাবু, মওলবী ওয়াজিদ আলী সাহেব প্রমুখ অনেকে সম্মিলনীর সাফল্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। আমরা আশা করিতেছি উল্লিখিত পাটোয়ারী ও কানুনগো সম্মিলনী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিতে পারিবে।

রাজনগর উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি

বিগত ৩রা নবেম্বর রাজনগর হাতীর হাড় মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে শ্রীকোণা চা-বাগানের ম্যানেজার বাবু রজনীকান্ত দের সভাপতিত্বে তদ্‌ অঞ্চলের জনসাধারণের এক বিরাট সভা হয়। সে সভায় বহু গণ্যমান্য আলেম, ফরিদপুর জেলার কেন্দ্রীয় খাদেমুল ইন্‌সান সমিতির সম্পাদক মওঃ আব্দুর রব, ডাঃ রূপনাথ দেব, মুহাম্মদ হুর্ম্মৎ আলী লস্কর সাহিত্য রত্ন, মিঃ হবিব আলী প্রমুখ বহু অক্লান্ত-কর্ম্মি দেশ সেবক, প্রায় পাঁচ শত কৃষক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর সভাপতি মওঃ সৈয়দ আব্দুর রব, ডাঃ রূপনাথ দাস ও মোহাঃ হুর্ম্মৎ আলী লস্কর সাহেবের কালোপযোগী বক্তৃতা সম্মিলনীতে নানাভাবে প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়াছিল। খাদিমুল ইন্‌সান সমিতির কর্ম্মীবর্গ "মানব আমরা, মহান আমরা, আমরা বিশ্ব-প্রাণ" এবং মোহাম্মদ হুর্ম্মৎ আলী সাহেব "কৃষক নির্জ্জীব আজি, কে দেখিবি আয়রে আয়, তাদেরই গ্রাসের অন্ন পরে লুঠে খায় রে খায়" সঙ্গীতটি পাঠ করিয়া মরা প্রাণে অনুভূতি জাগাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানা মূল্যবান বিষয় আলোচনার পর কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। (১) পেলেষ্টাইনে দমন নীতি ও বেলফুর ঘোষণার প্রতিবাদ (২) সর্দ্দার বাল্য বিবাহ বিলের সমর্থকদের প্রতি নিন্দা এবং প্রতিবাদ; (৩) কাবুল-জয়ী সর্দ্দার নাদির খাঁর প্রতি অভিনন্দন (৪) বন্যাপীড়িত জনের মঙ্গলার্থ কর্ত্তৃপক্ষের নেক-নজর প্রার্থনা এবং অপরাপর কতিপয় অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এম-এল্‌-সি,র পদত্যাগ

কাছাড় জিলার মুসলমান সমাজের কাউন্সিল প্রতিনিধি স্বনামখ্যাত জন-নেতা খানসাহেব মওলবী রশিদ আলী লস্কর বি, এল, এম, এল, সি, শারীরিক অসুস্থতার জন্য অসময়ে কাউন্সিলের সদস্য-পদ-ত্যাগ পত্র দাখিল করিয়াছেন। আমরা খানসাহেবের পদত্যাগের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইলাম। শুনিতেছি, বর্ত্তমানে মওলবী আরজান আলী বি-এল, মওলবী ওয়াজিদ আলী বি-এল এবং মওলবী আবদুল মতালিব এম-এ, বি, এল সাহেবানের মধ্যে নির্ব্বাচন যুদ্ধ হইবে। দেখা যাক্‌ কোথাকার পানি কোথায় গিয়া দাঁড়ায়। —রিপোর্টার।

ছেলের ডাক

শরীয়ৎ-সঙ্গত নারী-শিক্ষা

বর্ত্তমান যুগে আমাদের ভারতীয় মেয়ে মহলে শিক্ষার যে কতটুকু প্রয়োজন, তাহা এক কথায় শেষ করা যায় না। তবে তাঁহারা যাহাতে সৎশিক্ষায় শরিয়তের ভিতর থাকিয়া আপন ছেলে মেয়ের ভাল-মন্দ বিচার করিতে পারেন এবং সমাজের আদর্শরূপে গঠিত করিতে পারেন, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত। ছেলে মেয়ের উপরে মায়ের যতটুকু হাত ততটুকু বাপের নয়। মা ছেলেকে যেরূপে তৈয়ার করিবেন, ছেলে ঐ রূপেই তৈয়ার হইবে। বাপ ততখানি ভিতরের খুঁটিনাটি লইয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের বাঁচিতে হইলে চাই শিক্ষা এবং শিক্ষাটা প্রদত্ত হইবে মুসলমানী শরা-শরিয়তের ভিতর দিয়া। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে হাঁটিতে, কাসিতে, নাকিসুরে কথা বলিতে পারিলে কিংবা দু'টা সিগারেট টান দিতে পারিলেই যে আমরা শিক্ষার পরিপক্কতা মনে করি, এটা একটা ভয়ানক ভুল। আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাই "লোকটা ভারি অসভ্যের মত হাসে।" বর্ত্তমান যুগে আমর যদি কথায় কথায় পাশ্চাত্য দেশকে অনুকরণ করিতে না পারি, তবে বুঝিতে হইবে আমরা সভ্যতা শিখিতে পারি নাই। এটা বেশ দেখা যায় (Europe) ইউরোপ আমাদের চেয়ে আগে civilization অর্থাৎ সভ্যতা পায় নাই। ইউরোপ যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন আরব সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা একমাত্র খোদার মহান দান কোরান শরিফের ভিতর দিয়া। এই কোরান শরিফের ভিতর দিয়াই আমরা আমাদের লুপ্ত-সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইব। অন্যের অনুকরণে আমাদের দরকার নাই, যাঁহারা আমাদের লইয়া এত বড়, তাহাদিগকে অনুকরণ করিতে গেলে পথভ্রষ্ট হইবারই সম্ভাবনা অধিক। আজকালকার ছেলে মেয়ের প্রাথমিক শিক্ষা হইতেছে—হয় ইংরাজী, আর না হয় বাংলা। আরবী শিক্ষার প্রচলন দিন দিন যেন কমিয়া আসিতেছে। এটা কিন্তু আমরা একেবারেই লক্ষ্য করিতেছি না। ঘরে ঘরে মায়ের নিকট প্রার্থনা, মা যদি ছেলেকে ভালরূপে তৈয়ারী করিতে চাহেন, যদি আবার ইস্‌লামের লুপ্ত সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া আনিতে চাহেন, তবে আপনার সন্তান-সন্ততির প্রাথমিক শিক্ষা যেন আরবীতে হয়।

মাজিদুর রহমান
গোয়ালপাড়া (আসাম)

নারী-শিক্ষার প্রসার

'হোমে' বালিকা গ্রহণ

গার্লস্‌ হোম জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল জেলার অনাথা বালিকা ও মেধাবী দরিদ্রা ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ফ্রী আবাস ও শিক্ষাগার। হোমের বালিকারা হোম ফণ্ড হইতে অবস্থা-ভেদে খাওয়া পরা, উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা, ফ্রী বা হাফ ফ্রী পাইয়া থাকে। অনাথা ও নিরাশ্রয়া বালিকাদের ভর্ত্তি সম্বন্ধে কড়া নিয়ম নাই। যে সকল দরিদ্রা ছাত্রী সত্য করিয়া উচ্চ শিক্ষা পাইতে ইচ্ছুক এবং যাহারা লেখাপড়ায় উত্তম, তাহাদের আবেদন অগ্রগণ্য। হোমের বালিকারা কমের পক্ষে Class VI ও জেনানা ট্রেনীং পাশ করিয়া হোম ত্যাগ করিতে পারে। আগামী ডিসেম্বর মাসে কয়েকটী নূতন বালিকা গ্রহণ করা হইবে। পাঁচ বৎসরের নিম্ন বয়স্কা ও ১৬ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কা কোন বালিকাকে হোমের কন্যারূপে গ্রহণ করা হয় না। কাপড় ও পুস্তক ব্যতীত বোর্ডার ছাত্রীদের সর্ব্বসমেত মাসিক চার্জ্জ তের টাকা মাত্র। (১) বালিকা দরিদ্রা ও মেধাবী হইবে। (২) দরিদ্রা ছাত্রীরা উচ্চ প্রাইমারী পাস বা এইরূপ পড়া বা Class IV এর উপযুক্ত হইবে। (৩) বালিকা ও অভিভাবককে এগ্রিমেণ্ট নামা দিতে হয়। (৪) হোমের ছাপান ভর্ত্তি ফর্ম্মে ৩০শে নভেম্বর মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

জলপাইগুড়ি। } মিসেস্‌ এ, কে, খোন্দকার
১৪।১১।২৯ } সেক্রেটারী, গার্লস্‌ হোম।

সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদ

(এক)

বিগত ৬।১।২৯ তারিখে গোপালপুর ময়মনসিংহে স্থানীয় জনাব মওলবী খোন্দকার মুহাম্মদ উজ্জ্বল হোসেন এম, এ সাহেবের সভাপতিত্বে সর্দ্দাবিল প্রতিবাদ কল্পে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১। হরবিলাস সর্দ্দার বাল্যবিবাহ বিল মুষ্টিমেয় গভর্ণর-মুখাপেক্ষী ব্যক্তির চেষ্টায় সমগ্র দেশের জনমতের বিরুদ্ধে আইনে পরিণত হইয়াছে। এই সভা ঐ আইন কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মতামত বিশেষরূপে জানিয়া, সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। ২। এই সভা দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করিতেছে যে, এই আইন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ও তৎপরবর্ত্তী সম্রাটগণের ঘোষণাবলীর সম্পূর্ণ বিরোধী এবং ইহা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকার্য্যে বাধাদান করিতে সঙ্কল্পিত হইয়াছে। ৩। এই সভা এই বিলকে সামাজিক বিপর্য্যয়, ধর্ম্ম-বিপ্লব নৈতিক অধঃপতন ও আনুসঙ্গিক অর্থ-নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বিপ্লবের মূল স্থির করিয়া অদূর ভবিষ্যতে দেশের অবস্থার সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইতেছে। ৪। এই সভা সপরিষদ রাজ-প্রতিনিধিকে জানাইতেছে যে, এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ উভয় সম্প্রদায়কে সাধারণ ও মিলিতভাবে এই আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং তজ্জনিত সমস্যা সমূহের জন্য প্রত্যক্ষভাবে বিলের সমর্থক গভর্ণমেণ্ট ও কতিপয় ব্যক্তি দায়ী হইবেন। এই সভার নির্দ্ধারণ এই যে, আমাদের এই সময়োচিত প্রস্তাবাবলী মহামান্য ভারতীয় রাজ-প্রতিনিধি ও বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাদুরের নিকট এবং এসেম্ব্লির মাননীয় সদস্য মিঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী ও মওঃ আবদুল হালিম গজনবী সাহেবের নিকট প্রেরণ করা হউক এবং বঙ্গের সমস্ত সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করা হউক।

জনসাধারণ
গোপালপুর, ময়মনসিংহ।

(দুই)

সময়—১লা নভেম্বর, শুক্রবার।
স্থান—বিশাইদ (কালিয়াকৈর থানা, ঢাকা)
সভাপতি—হাজি হারাণ সরকার।

অত্র সভায় প্রায় ২০০ নমদাস ও ২০০ মুসলমান একত্র হইয়া ছিলেন। সভাপতি সরল ভাষায় আইনটী বুঝাইয়া দিলে সমবেত জনসঙ্ঘ তার স্বরে বলিয়া উঠিল "গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা আমাদের ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ দেওয়ার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমাদের রহিল কি? আমরা মানুষ না পশু?" সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিল "আমরা প্রাণ দিব, তথাপি ঐ আইন মানিব না। যে কোন সময়ে আমরা কন্যার বিবাহ দিব, দেখিব কে ঠেকায়?" এই সভা সর্দ্দা আইনের সমর্থক সংবাদপত্র সমূহও মেম্বরগণের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও রোষ প্রকাশ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের বিরোধীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। এই ধর্ম্মনাশা সর্দ্দা আইন বাতিল করণার্থ স্থায়ী বড়লাট মহাশয় সদনে আমাদের পক্ষ হইতে প্রার্থনা জানাইতে আবদুল হালিম গজনবী এম, এল, এ সাহেবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও প্রার্থনা জানান হউক ও সমস্ত সংবাদ-পত্র আফিসে এই সভার প্রস্তাবাবলী প্রেরিত হউক।

হারাণ সরকার, সভাপতি

(তিন)

স্থান—গোমাত্রা (কালীয়াকৈর থানা, ঢাকা)।
সময়—১লা নভেম্বর।
সভাপতি—মওঃ সমিরুদ্দিন লশ্‌কর।

গোমাত্রা, চৌধুরীর টেকা, জলঢাকা, সোপ্রাদিয়া, সাড়াবাড়ী, মাথালিয়া, কামারিয়া, কাঞ্চণপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের প্রায় ৩০০ শত হিন্দু মুসলমান সর্দ্দা আইনের প্রতিবাদ জন্য একত্র হন। সভাপতি সুন্দরভাবে আইনের দোষ প্রদর্শন করিলে সকলে উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং আইন ভঙ্গ করিয়া কন্যা বিবাহ যে কোন বয়সে দিতে বদ্ধ-পরিকর হন। এই সভা সর্দ্দা আইন সমর্থক সংবাদপত্র ও মেম্বরগণের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও রোষ প্রকাশ করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে, এবং এই ধর্ম্ম-নাশা সর্দ্দা আইন পণ্ড ও বাতিল করনার্থ স্থায়ী গভর্ণর জেনেরল মহোদয় সনে আমাদের পক্ষ হইতে প্রার্থনা জানাইতে বা অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে মওঃ আবদুল হালিম গজনবী এম, এল, এ মহোদয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান হউক এবং সমস্ত সংবাদ-পত্রে এই সভার প্রস্তাবাবলী প্রেরিত হউক।

সমিরুদ্দীন লশ কর, সভাপতি

বারুইপুরে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

'আহ্‌মদ আলী রৌপ্য মেডেল'

গত ১৬ই কার্ত্তিক জেলা ২৪ পরগণা বারুইপুর মুন্‌সিফ আদালত প্রাঙ্গণে আহ্‌মদ আলি রৌপ্য মেডেলের ফাইন্যাল প্রতিযোগিতা অতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। প্রায় ২০০০ দুই হাজারের অধিক দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। বেলা ৪-১০ মিনিটের পর বারুইপুর নবনুব পার্টির সহিত খোদার বাজার মুস্‌লিম পার্টির গজী ক্রীড়া আরম্ভ হয়। একটি গজীতে (দাঁড়িবন্দি) বারুইপুর ষ্টেশন নবসুর পার্টি জয়লাভ করেন। বিজয়ী দলকে একটী রৌপ্য মেডেল ও বিজিতদের একটী রেশমী গেঞ্জী দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। আমরা সানন্দে পুরস্কার দাতা আহ্‌মদ আলী মিয়া এবং অন্যান্য উদ্যোগী ও অক্লান্ত কর্ম্মীবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উপস্থিত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণকে যৎসামান্য জলযোগের পর সন্ধ্যা ৭টার সময় সভাপতির আদেশে সভা ভঙ্গ হয়।

শেখ মোহাম্মদ বাহারুদ্দীন হোসেন
অস্থায়ী সেক্রেটারী, বারুইপুর মুস্‌লিম সেবক-সমিতি

হয় না। এইরূপ ব্যাপারে উদ্দেশ্য সফল হওয়াত দূরের কথা বরং উভয়পক্ষে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া বিরোধের আগুন আরও 'দাউ দাউ' করিয়া জ্বলিয়া উঠে, দেশের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়। ফলে দাসত্বের কঠিন নিগড় আরও কঠিনতর হইয়া চাপিয়া বসে। সম্পাদকের দায়িত্ব-পূর্ণ আসনে বসিয়া এই সহজ ও সরল কথাটাও যাহার বুঝিবার শক্তি নাই, তাহার হাতে লেখনীর পরিবর্ত্তে পাচনীই অধিকতর শোভনীয়।

"মুসলমানের বেদুঈন মনোভাব বিকৃত আসানসোলী হাঙ্গামা", মুসলমানের "তাতারী মন ফেনিয়া হিন্দুকে জ্বালাতন করে", "মুসলমানী বর্ব্বরতা সহিতে সহিতে হিন্দুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে", "মুসলমানের তাতারী-প্রকৃতি উৎক্ষিপ্ত হয় কেন" ইত্যাদি ইত্যাদি এরূপ অসভ্যতা ও বর্ব্বরতা-পূর্ণ মেছোহাটার উক্তি যাহার লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে, তার বাড়া বর্ব্বর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না।

"হিন্দুর শারদীয় উৎসব কোরবানীর মত হত্যার উৎসব নহে।" হায়রে, যে উৎসবে বলির পশুর অভ্রভেদী চীৎকারে গগন-পবন প্রকম্পিত হয়, সহস্র সহস্র ছিন্নমুণ্ড পশুর রক্তস্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত হইয়া যায়, উদ্যত ঘাতকের বিভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া রাবণের জিঘাংসাবৃত্তি মনে পড়ে, সেই উৎসব কিনা কোরবাণীর মত হত্যার উৎসব নহে, একেবারে সাত্ত্বিক বৈষ্ণবী-ব্যাপার, এর বাড়া সত্যবাদিতা কি আর হইতে পারে?

সম্পাদক মুসলমানদিগকে জুজুর ভয় দেখাইতেও ছাড়েন নাই—তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দু জমিদার যদি প্রতিবিধিৎসা-পরায়ণ হইতেন, তবে বঙ্গে মুসলমানের বাস করা অসাধ্য হইত, হিন্দুজাতি যদি এই উপদ্রবের পাল্‌টা জবাবে মুসলমানকে ভাগে জমি দেওয়া বন্ধ করে, টাকা ধার দেওয়া রহিত করে, হিন্দু জমিদার তাঁহার জমিদারীতে মুসলমানের উপর অত্যাচার করেন, তবে ফল কি ভয়াবহ হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়" ইত্যাদি ইত্যাদি।—হায়রে, মরা কাককে চড়কের ভয় দেখান! মহাপ্রভুদের অত্যাচারে, অনাচারে, সিংহের উপভোগে মুসলমানের আজ এই চরম দুর্দ্দশা, হিন্দু জমিদারের অত্যাচারে মুসলমান প্রজার ভিটামাটী শ্মশানে পরিণত হইতেছে, ধর্ম্ম-কর্ম্ম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, হিন্দু কুশীদ জীবী মহাজনের জুলুমে মুসলমান খাতক সর্ব্বস্ব হারাইতেছে, হিন্দু মহাসভা ভারতের 'ম্লেচ্ছ মুচমুমান'-দিগকে ভারত ছাড়া করিবার ও হিন্দু-স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন, এর চেয়ে অত্যাচার ও অবিচারের কল্পনা আর কি হইতে পারে? এই শ্রেণীর হিন্দুর স্বরূপ চিনিতে মুসলমানের আর বাকী নাই।

পক্ষান্তরে পূর্ব্বকথা একটু স্মরণ করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, সত্য সত্যই মুসলমান তাতারী প্রকৃতির হইলে ভারতে হিন্দু জাতির অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। হায়, যে জাতি মুসলমান শাসনকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মুসলমানের নেমকে পুষ্ট ও তাহাদের অনুগ্রহে লালিত-পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ-শান্তিতে কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহারাই আজ মুসলমানকে বর্ব্বর ও তাতারী প্রকৃতির বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, এর বাড়া বে-আদবী ও নেমক-হারামী আর কি হইতে পারে?

আমাদের শেষ কথা—যতদিন পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর হিন্দুদের মানসিকতার পরিবর্ত্তন না হইবে, যতদিন তাহারা বিদ্বেষের বিষ-বাষ্পে ভারতের বাতাস দূষিত করিতে ক্ষান্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানে মিলন আকাশ-কুসুমে পরিগণিত হইবে পক্ষান্তরে দেশের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

কাছাড় সংবাদ (আসাম)

সুরমা উপত্যকা পাঃ-কানুনগো সম্মিলনী

গত ২৭শে অক্টোবর বেলা ১ টার সময় শিলচর টাউনের অদূরবর্ত্তী সোনাই নামক বিখ্যাত নগরে "সুরমা উপত্যকা-পাটোয়ারী কানুনগো সম্মিলনীর" প্রথম অধিবেশন মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শিলচর বারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল খান সাহেব মওলবী রশিদ আলী লস্কর বি, এল, এম এল সি সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন কাছাড়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, সিলহট কাছাড়ের বহু সংখ্যক প্রতিনিধি এবং অপরাপর প্রায় এক হাজার লোক সম্মিলনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাপতি সাহেবের লিখিত সময়োপযোগী অভিভাষণ উদার উন্নত এবং উপযুক্ত হইয়াছিল। উপস্থিত জনগণের মধ্যে মওলবী নামওয়ার আলী বি-এল, মওলবী ওয়াজিদ আলী বি-এল, প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ যোগ্য। রায় বাহাদুর বিপিন বাবু, সনৎ বাবু, মওলবী ওয়াজিদ আলী সাহেব প্রমুখ অনেকে সম্মিলনীর সাফল্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। আমরা আশা করিতেছি উল্লিখিত পাটোয়ারী ও কানুনগো সম্মিলনী উত্তরোত্তর উন্নতির পথে চলিতে পারিবে।

রাজনগর উন্নতি-বিধায়িনী সমিতি

বিগত ৩রা নবেম্বর রাজনগর হাতীর হাড় মস্‌জিদ প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে শ্রীকোণা চা-বাগানের ম্যানেজার বাবু রজনীকান্ত দেব সভাপতিত্বে তদ্‌ অঞ্চলের জনসাধারণের এক বিরাট সভা হয়। সে সভায় বহু গণ্যমান্য আলেম, ফরিদপুর জেলার কেন্দ্রীয় খাদেমুল ইনসান সমিতির সম্পাদক মওঃ আব্দুর রব, ডাঃ রূপনাথ দেব, মুহাম্মদ হুর্ম্মৎ আলী লস্কর সাহিত্য রত্ন, মিঃ হবিব আলী প্রমুখ বহু অক্লান্ত-কর্ম্মি দেশ সেবক, প্রায় পাঁচ শত কৃষক প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর সভাপতি মওঃ সৈয়দ আব্দুর রব, ডাঃ রূপনাথ দাস ও মোহাঃ হুর্ম্মৎ আলী লস্কর সাহেবের কালোপযোগী বক্তৃতা সম্মিলনীতে নানাভাবে প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়াছিল। খাদিমুল ইনসান সমিতির কর্ম্মীবর্গ "মানব আমরা, মহান আমরা, আমরা বিশ্ব-প্রাণ" এবং মোহাম্মদ হুর্ম্মৎ আলী সাহেব "কৃষক নির্জ্জীব আজি, কে দেখিবি আয়রে আয়, তাদেরই গ্রাসের অন্ন পরে লুঠে খায় রে খায়" সঙ্গীতটি পাঠ করিয়া মরা প্রাণে অনুভূতি জাগাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নানা মূল্যবান বিষয় আলোচনার পর কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। (১) পেলেষ্টাইনে দমন নীতি ও বেলফুর ঘোষণার প্রতিবাদ (২) সর্দ্দার বাল্য বিবাহ বিলের সমর্থকদের প্রতি নিন্দা এবং প্রতিবাদ; (৩) কাবুল-জয়ী সর্দ্দার নাদির খাঁর প্রতি অভিনন্দন (৪) বন্যাপীড়িত জনের মঙ্গলার্থ কর্ত্তৃপক্ষের নেক-নজর প্রার্থনা এবং অপরাপর কতিপয় অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এম-এল্‌-সি,র পদত্যাগ

কাছাড় জিলার মুসলমান সমাজের কাউন্সিল প্রতিনিধি স্বনামখ্যাত জন-নেতা খানসাহেব মওলবী রশিদ আলী লস্কর বি, এল, এম, এল, সি, শারীরিক অসুস্থতার জন্য অসময়ে কাউন্সিলের সদস্য-পদ-ত্যাগ রূপ দাখিল করিয়াছেন। আমরা খানসাহেবের পদত্যাগের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া দুঃখিত হইলাম। শুনিতেছি, বর্ত্তমানে মওলবী আরজান আলী বি-এল, মওলবী ওয়াজিদ আলী বি-এল এবং মওলবী আবদুল মত্তালিব এম-এ, বি, এল সাহেবানের মধ্যে নির্ব্বাচন যুদ্ধ হইবে। দেখা যাক্‌ কোথাকার পানি কোথায় গিয়া দাঁড়ায়। —রিপোর্টার।

ছেলের ডাক

শরীয়ৎ-সঙ্গত নারী-শিক্ষা

বর্ত্তমান যুগে আমাদের ভারতীয় মেয়ে মহলে শিক্ষার যে কতটুকু প্রয়োজন, তাহা এক কথায় শেষ করা যায় না। তবে তাঁহারা যাহাতে সৎশিক্ষায় শরিয়তের ভিতর থাকিয়া আপন ছেলে মেয়ের ভাল-মন্দ বিচার করিতে পারেন এবং সমাজের আদর্শরূপে গঠিত করিতে পারেন, তজ্জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করা উচিত। ছেলে মেয়ের উপরে মায়ের যতটুকু হাত ততটুকু বাপের নয়। মা ছেলেকে যেরূপে তৈয়ার করিবেন, ছেলে ঐ রূপেই তৈয়ার হইবে। বাপ ততখানি ভিতরের খুঁটিনাটি লইয়া থাকিতে পারেন না। আমাদের বাঁচিতে হইলে চাই শিক্ষা এবং শিক্ষাটা প্রদত্ত হইবে মুসলমানী শরা-শরিয়তের ভিতর দিয়া। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে হাঁটিতে, কাসিতে, নাকিসুরে কথা বলিতে পারিলে কিংবা দু'টা সিগারেট টান দিতে পারিলেই যে আমরা শিক্ষার পরিপক্কতা মনে করি, এটা একটা ভয়ানক ভুল। আজকাল মাঝে মাঝে শুনিতে পাই "লোকটা ভারি অসভ্যের মত হাসে।" বর্ত্তমান যুগে আমরা যদি কথায় কথায় পাশ্চাত্য দেশকে অনুকরণ করিতে না পারি, তবে বুঝিতে হইবে আমরা, সভ্যতা শিখিতে পারি নাই। এটা বেশ দেখা যায় (Europe) ইউরোপ আমাদের চেয়ে আগে civilization অর্থাৎ সভ্যতা পায় নাই। ইউরোপ যখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখন আরব সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা একমাত্র খোদার মহান দান কোরান শরিফের ভিতর দিয়া। এই কোরান শরিফের ভিতর দিয়াই আমরা আমাদের লুপ্ত-সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইব। অন্যের অনুকরণে আমাদের দরকার নাই, যাহারা আমাদের লইয়া এত বড়, তাহাদিগকে অনুকরণ করিতে গেলে পথভ্রষ্ট হইবারই সম্ভাবনা অধিক। আজকালকার ছেলে মেয়ের প্রাথমিক শিক্ষা হইতেছে—হয় ইংরাজী, আর না হয় বাংলা। আরবী শিক্ষার প্রচলন দিন দিন যেন কমিয়া আসিতেছে। এটা কিন্তু আমরা একেবারেই লক্ষ্য করিতেছি না। ঘরে ঘরে মায়ের নিকট প্রার্থনা, মা যদি ছেলেকে ভালরূপে তৈয়ারী করিতে চাহেন, যদি আবার ইসলামের লুপ্ত সৌন্দর্য্য ফিরাইয়া আনিতে চাহেন, তবে আপনার সন্তান-সন্ততির প্রাথমিক শিক্ষা যেন আরবীতে হয়।

মাজ্বিহুর রহমান
গোয়ালপাড়া (আসাম)

নারী-শিক্ষার প্রসার

'হোমে' বালিকা গ্রহণ

গার্লস্‌ হোম জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল জেলার অনাথা বালিকা ও মেধাবী দরিদ্রা ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য ফ্রী আবাস ও শিক্ষাগার। হোমের বালিকারা হোম ফণ্ড হইতে অবস্থা-ভেদে খাওয়া পরা, উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা, ফ্রী বা হাফ ফ্রী পাইয়া থাকে। অনাথা ও নিরাশ্রয়া বালিকাদের ভর্ত্তি সম্বন্ধে কড়া নিয়ম নাই। যে সকল দরিদ্রা ছাত্রী সত্য করিয়া উচ্চ শিক্ষা পাইতে ইচ্ছুক এবং যাহারা লেখাপড়ায় উত্তম, তাহাদের আবেদন অগ্রগণ্য। হোমের বালিকারা কমের পক্ষে Class VI ও অন্যান্য ট্রেনীং পাশ করিয়া হোম ত্যাগ করিতে পারে। আগামী ডিসেম্বর মাসে কয়েকটী নূতন বালিকা গ্রহণ করা হইবে। পাঁচ বৎসরের নিম্ন বয়স্কা ও ১৬ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্কা কোন বালিকাকে হোমের কন্যারূপে গ্রহণ করা হয় না। কাপড় ও পুস্তক ব্যতীত বোর্ডার ছাত্রীদের সর্ব্বসমেত মাসিক চার্জ্জ তের টাকা মাত্র। (১) বালিকা দরিদ্রা ও মেধাবী হইবে। (২) দরিদ্রা ছাত্রীরা উচ্চ প্রাইমারী পাস বা এইরূপ পড়া বা Class IV এর উপযুক্ত হইবে। (৩) বালিকা ও অভিভাবককে এগ্রিমেণ্ট নামা দিতে হয়। (৪) হোমের ছাপান ভর্ত্তি ফর্ম্মে ৩০শে নভেম্বর মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর বাছাই পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে।

জলপাইগুড়ি। } মিসেস্‌ এ, কে, খোন্দকার
১৪।১১।২৯ } সেক্রেটারী, গার্লস্‌ হোম।

সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদ

(এক)

বিগত ৬।১।২৯ তারিখে গোপালপুর ময়মনসিংহে স্থানীয় জনাব মওলবী খোন্দকার মুহাম্মদ উজ্জ্বল হোসেন এম, এ সাহেবের সভাপতিত্বে সর্দ্দাবিল প্রতিবাদ কল্পে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।

১। হরবিলাস সর্দ্দার বাল্যবিবাহ বিল মুষ্টিমেয় গভর্ণর-মুখাপেক্ষী ব্যক্তির চেষ্টায় সমগ্র দেশের জনমতের বিরুদ্ধে আইনে পরিণত হইয়াছে। এই সভা ঐ আইন কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে সমগ্র ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মতামত বিশেষরূপে জানিয়া, সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। ২। এই সভা দৃঢ়ভাবে জ্ঞাপন করিতেছে যে, এই আইন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ও তৎপরবর্ত্তী সম্রাটগণের ঘোষণাবলীর সম্পূর্ণ বিরোধী এবং ইহা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকার্য্যে বাধাদান করিতে সঙ্কল্পিত হইয়াছে। ৩। এই সভা এই বিলকে সামাজিক বিপর্য্যয়, ধর্ম্ম-বিপ্লব নৈতিক অধঃপতন ও আনুসঙ্গিক অর্থ-নৈতিক প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার বিপ্লবের মূল স্থির করিয়া অদূর ভবিষ্যতে দেশের অবস্থার সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইতেছে। ৪। এই সভা সপরিষদ রাজ-প্রতিনিধিকে জানাইতেছে যে, এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের সংখ্যা-গরিষ্ঠ উভয় সম্প্রদায়কে সাধারণ ও মিলিতভাবে এই আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং তজ্জনিত সমস্যা সমূহের জন্য প্রত্যক্ষভাবে বিলের সমর্থক গভর্ণমেন্ট ও কতিপয় ব্যক্তি দায়ী হইবেন। এই সভার নির্দ্ধারণ এই যে, আমাদের এই সময়োচিত প্রস্তাবাবলী মহামান্য ভারতীয় রাজ-প্রতিনিধি ও বঙ্গীয় গভর্ণর বাহাদুরের নিকট এবং এসেম্ব্লির মাননীয় সদস্য মিঃ ক্ষিতীশ চন্দ্র নিয়োগী ও মওঃ আবদুল হালিম গজনবী সাহেবের নিকট প্রেরণ করা হউক এবং বঙ্গের সমস্ত সংবাদ-পত্রে প্রকাশ করা হউক।

জনসাধারণ
গোপালপুর, ময়মনসিংহ।

(দুই)

সময়—১লা নভেম্বর, শুক্রবার।
স্থান—বিশাইদ (কালিয়াকৈর থানা, ঢাকা)
সভাপতি—হাজি হারাণ সরকার।

অত্র সভায় প্রায় ২০০ নমদাস ও ২০০ মুসলমান একত্র হইয়া ছিলেন। সভাপতি সরল ভাষায় আইনটী বুঝাইয়া দিলে সমবেত জনসঙ্ঘ তার স্বরে বলিয়া উঠিল "গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা আমাদের ধর্ম্মসঙ্গত বিবাহ দেওয়ার সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিলে আমাদের রহিল কি? আমরা মানুষ না পশু?" সকলে সমস্বরে বলিতে লাগিল "আমরা প্রাণ দিব, তথাপি ঐ আইন মানিব না। যে কোন সময়ে আমরা কন্যার বিবাহ দিব, দেখিব কে ঠেকায়?" এই সভা সর্দ্দা আইনের সমর্থক সংবাদপত্র সমূহও মেম্বরগণের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও রোষ প্রকাশ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের বিরোধীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে। এই ধর্ম্মনাশা সর্দ্দা আইন বাতিল করণার্থ স্থায়ী বড়লাট মহাশয় সদনে আমাদের পক্ষ হইতে প্রার্থনা জানাইতে আবদুল হালিম গজনবী এম, এল, এ সাহেবকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও প্রার্থনা জানান হউক ও সমস্ত সংবাদ-পত্র আফিসে এই সভার প্রস্তাবাবলী প্রেরিত হউক।

হারাণ সরকার, সভাপতি

(তিন)

স্থান—গোমাত্রা (কালীয়াকৈর থানা, ঢাকা)
সময়—১লা নভেম্বর।
সভাপতি—মওঃ সমিরুদ্দিন লশ্‌কর।

গোমাত্রা, চৌধুরীর টেকা, জলঢাকা, সোপ্রাদিয়া সাড়াবাড়ী, মাথালিয়া, কামারিয়া, কাঞ্চনপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের প্রায় ৩০০ শত হিন্দু মুসলমান সর্দ্দা-আইনের প্রতিবাদ জন্য একত্র হন। সভাপতি সুন্দরভাবে আইনের দোষ প্রদর্শন করিলে সকলে উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং আইন ভঙ্গ করিয়া কন্যা বিবাহ যে কোন বয়সে দিতে বদ্ধ-পরিকর হন। এই সভা সর্দ্দা আইন সমর্থক সংবাদপত্র ও মেম্বরগণের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও রোষ প্রকাশ করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে, এবং এই ধর্ম্ম-নাশা সর্দ্দা আইন পণ্ড ও বাতিল করনার্থ স্থায়ী গভর্ণর জেনেরল মহোদয় সনে আমাদের পক্ষ হইতে প্রার্থনা জানাইতে বা অন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে মওঃ আবদুল হালিম গজনবী এম, এল, এ মহোদয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানান হউক এবং সমস্ত সংবাদ-পত্রে এই সভার প্রস্তাবাবলী প্রেরিত হউক।

সমিরুদ্দীন লশ কর, সভাপতি

বারুইপুরে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা

'আহ্‌মদ আলী রৌপ্য মেডেল'

গত ১৬ই কার্ত্তিক জেলা ২৪ পরগণা বারুইপুর মুন্‌সিফ আদালত প্রাঙ্গণে আহ্‌মদ আলি রৌপ্য মেডেলের ফাইন্যাল প্রতিযোগিতা অতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। প্রায় ২০০০ দুই হাজারের অধিক দর্শকের সমাগম হইয়াছিল। বেলা ৪-১০ মিনিটের পর বারুইপুর নবনূর পার্টির সহিত খোদার বাজার মুস্‌লিম পার্টির গজী ক্রীড়া আরম্ভ হয়। একটি গজীতে (দাঁড়িবন্দি) বারুইপুর ষ্টেশন নবনূর পার্টী জয়লাভ করেন। বিজয়ী দলকে একটী রৌপ্য মেডেল ও বিজিতদের একটী রেশমী গেঞ্জী দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়। আমরা সানন্দে পুরস্কার দাতা আহ্‌মদ আলী মিয়া এবং অন্যান্য উদ্যোগী ও অক্লান্ত কর্ম্মীবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। উপস্থিত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণকে যৎসামান্য জলযোগের পর সন্ধ্যা ৭টার সময় সভাপতির আদেশে সভা ভঙ্গ হয়।

শেখ মোহাম্মদ বাহারুদ্দীন হোসেন
অস্থায়ী সেক্রেটারী, বারুইপুর মুস্‌লিম সেবক-সমিতি

মফঃস্বল

সর্দ্দাবিলের প্রতিবাদ

কাজিপাড়ায় (বগুড়া)

মওলানা আফসার উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে গত ২৭শে কার্ত্তিক এখানে এক ইস্‌লামী জলসার অধিবেশন হইয়াছিল ; অনুমান পাঁচ হাজার লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। মওলানা আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী, মওলানা আবদুল হাই ও জনাব পীর সাহেব ওয়াজ নসিহত করিয়াছিলেন। সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে সর্দ্দা বিবাহ আইনের প্রতিকূলে প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল। —রিপোর্টার।

বালিয়াকান্দিতে

"ফরিদপুর জিলায় বালিয়াকান্দি থানার পদমদী-পোড়া জুম্মা মস্‌জিদে গত ১৫ই কার্ত্তিক সারদা বিবাহ বিলের প্রতিবাদ কল্পে জুম্মাবাদ সকলেই আলোচনা করিয়া এক বাক্যে প্রকাশ করেন যে, ঐ বিল মঞ্জুর হওয়ায় সকলেই দুঃখিত। সে মতে সদাশয় বড়লাট বাহাদুরের নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, তিনি যেন এই বিল নাকচ করিয়া দেন ; নতুবা ১২ কোটী মুস্‌লিম প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করতঃ হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হইবে।" —রিপোর্টার

কচুকাটীতে (রংপুর)

মওলবী আবদুল্লাহেল কাফী সাহেবের সভাপতিত্বে গত ২২শে কার্ত্তিক এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রায় ১৪০০০ হাজার মুসলমান এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। শাহ সুফী মওলানা মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব, মওলানা আফসার উদ্দিন আহমদ ও মওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ আজিজুদ্দিন মোজতবা প্রভৃতি সাহেবান ওয়াজ নসিহত করিয়াছিলেন। সভায় সর্দ্দা বিবাহ বিলের প্রতিবাদে প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল। —সংবাদদাতা।

হরাগাছায় (রংপুর)

গত ২৫শে কার্ত্তিক প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সমবেতে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। সর্ব্ব-সম্মতিতে মওলানা হাজি রুহুল আমিন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মওলানা আফসার উদ্দিন আহমদ সাহেব প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ওয়াজ করার পর সভাপতি সাহেবের এক সুদীর্ঘ বক্তৃতার পর অপরাহ্ন পাঁচটার সময় সভা ভঙ্গ হইল। এখানেও সর্দ্দা বিবাহ বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল। —রিপোর্টার।

ঠাকুরদাসে (রংপুর)

গত ২৪শে কার্ত্তিক মওলানা হাজি মোহাম্মদ আবদুল হাই সাহেবের সভাপতিত্বে এখানে বিরাট ইস্‌লামী জলসা হইয়াছিল। প্রায় সাত হাজার মুসলমান এই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন। শাহ সুফী মওলানা মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেব, মওলানা হাজি মোহাম্মদ রুহল আমিন, মওলানা আফসার উদ্দিন আহমদ ও মওলানা আবু জাফর মোহাম্মদ আজিজুদ্দিন মোজতবা প্রভৃতি আলেম সাহেবান ওয়াজ নসিহত করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সর্দ্দা বিবাহ আইনের প্রতিকূলে প্রস্তাব পাশ করতঃ প্রেস টেলিগ্রাফ করা হইয়াছে। —সংবাদদাতা।

টেঙ্গরমারীতে (রংপুর)

বঙ্গ বিখ্যাত পীর শাহ সুফী মওলানা মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেবের আগমন উপলক্ষে গত ২১শে কার্ত্তিক এখানে এক বিরাট সভা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ নিবাসী পীর মওলানা মোহাম্মদ ইকরামুল হক সাহেব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মওলানা আফসার উদ্দিন আহমদ, মওলানা ফজলোর রহমান, মওলবী আবদুল্লাহেল কাফী ও মওলানা আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী প্রভৃতি সভায় বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। প্রায় ১৫০০০ হাজার লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে সর্দ্দা বিবাহ আইনের প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব পাশ করতঃ ভারতীয় গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের নিকট তার যোগে প্রেরণ করা হইয়াছে। —সংবাদদাতা।

আক্কেলপুরে (বগুড়া)

গত ২৬শে কার্ত্তিক অপরাহ্ন ১টার সময় এক বিরাট ইস্‌লামী জলসার অধিবেশন হইয়াছিল। অনুমান বার হাজার মুসলমান ও প্রায় পাঁচ শত হিন্দু সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে জনাব পীর সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মওলানা আফসার উদ্দিন আহমদ, মওলানা আবদুল ওয়াহেদ ফারুকী ও মওলানা হাজি আবদুল হাই প্রভৃতি সাহেবান ওয়াজ নসিহত করার পর মওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব অতি তেজোময় ভাষায় ওয়াজ নসিহত করতঃ সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মওলবী মকবুল হোসেন আক্কেলপুরী সাহেবের প্রস্তাবে সর্দ্দা বিবাহ বিলের বিরুদ্ধে একটী প্রস্তাব পাশ হয় এবং সমবেত জন মণ্ডলী আল্লাহো আকবর রবে প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন। —রিপোর্টার।

সাতকনিয়ায়

গত ১লা নবেম্বর শুক্রবার সাতকনিয়া জামে মস্‌জিদে ঐ মস্‌জিদের ইমাম মওলানা আবদুল হাকিম সাহেবের সভাপতিত্বে এক প্রতিনিধি মূলক সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ও ভবিষ্যতে এই আইন অমান্য করিবার জন্য সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ১। সর্দ্দার বাল্য বিবাহ ও গৌরের সহবাস সম্মতি বিল সম্পূর্ণ শরিয়ত বিরুদ্ধ এবং সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্টকারী ও মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা বাণীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণকারী বিধায় এই সভা ঐ আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং বিলের রচয়িতা ও সমর্থকগণের কার্য্যের প্রতি গভীর ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছে। ২। এই আইন মুসলমান সমাজের উপর প্রয়োগ না করার জন্য এই সভা সপারিষদ রাজ-প্রতিনিধি ও গভর্ণর বাহাদুরকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে।

আবদুল ফাত্তাহ্—সাতকানিয়া।

সিলহটের ওলামা

"সারদা বিল" আইনে পরিণত হওয়ায় এতদ্-অঞ্চলের মুসলমান সমাজের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গত ১২ই নবেম্বর স্থানীয় কুদরতউল্লা মস্‌জিদে শহরের ওলামা ও মস্‌জিদের ইমাম সাহেবানের এক সভা হয়। সভায় সকলই নিখিল ভারতীয় জমিয়তে ওলামার নির্দ্ধারণ অনুযায়ী, আগামী ২৯শে নবেম্বর হরতাল এবং সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া উক্ত আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন এতৎসম্পর্কে জমিয়তের নির্দ্ধারণ সকল সময়ে সকল অবস্থায় মানিয়া চলিতে এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে, সকলেই এক লিখিত ওয়াদা পত্রে দস্তখৎ করিয়া, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। সমস্ত জেলায় যাহাতে জমিয়তের নির্দ্ধারণ মতে হরতাল প্রতি-পালিত হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে।

মোহাম্মদ মোর্ত্তজা চৌধুরী। সেক্রেটারী—
আসাম প্রাদেশিক খিলাফৎ কমিটি ; সিলহট

সিলহটে

গত ৩রা অগ্রহায়ণ মোঃ ১৯শে নবেম্বর মঙ্গলবার বেলা ২ ঘটিকার সময় স্থানীয় কুদরত উল্লা মস্‌জিদে এক মহতী ইস্‌লামী সভার অধিবেশন হয়। সভায় শহরের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও আলেমবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মওলানা মোহাম্মদ আকরম সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় মওলানা আবদুল হক, মওলবী সখাওতুল আম্বিয়া ও মওলানা আব্বাস আলী সাহেবান বাল্য বিবাহ নিষেধ আইনের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা দেন এবং এই ধর্ম্মবিরোধী আইনের প্রতিবাদ স্বরূপ জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের নির্দ্দেশ মত ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার দিবস নিরুপদ্রব পূর্ণ হরতাল প্রতিপালন ও স্থানে স্থানে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন। হরতালকে সাফল্য-মণ্ডিত করণার্থ শহরে গন্যমান্য ভদ্রলোক সমবায়ে "আঞ্জমনে হিফাজতে ইস্‌লাম" নামে এক শক্তিশালী গঠিত হয়। নব গঠিত সমিতি খুব জোরে শোরে কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সফলতার খুবই আশা করা যায়।

আবুল ফজল,
মরকজীয়া মাদ্রাসা, সিলহটে।

ভূয়ারকান্দরে

বিগত শুক্রবার খুলনা জিলাস্থ ভূয়ারকান্দর জুনিয়ার মাদ্রাসার সংলগ্ন মস্‌জিদের প্রাঙ্গণে নামাজ অন্তে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সর্ব্ব-সম্মতি ক্রমে মওলবী আবদুল হক সাহেব সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। প্রথমতঃ সভাপতি সাহেব ওজস্বিনী ভাষায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মনোমুগ্ধকর উপদেশ ও সভার গুরুত্ব বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় মাদ্রাসার হেড মাষ্টার মওলবী মুহাম্মদ সায়াদাৎ আলি মিঞা সরদা বিলের অসারতা সম্বন্ধে লোক-দিগকে বুঝাইয়া দেন। তৎপর সভাপতি সাহেব গাজী ইলামদীনের ফাঁসী সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। সভাস্থ সকলে দাঁড়াইয়া মৃত্যু-বীরের মাগ্‌ফিরাৎ কামনা করিলেন। পতিত মুস্‌লিম সমাজে যুগে যুগে এইরূপ মহাপ্রাণ যুবক জন্মগ্রহণ করুক এবং ধর্ম্মের সম্মানার্থে আত্ম-বলিদান করিয়া, শহীদের অমৃত-সুধা পান করুক। এই সভা মহা-মান্য নাদীর খাঁর বিজয়ের জন্য, তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে এবং খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে পরম আরাধ্য খোদা ইস্‌লামের এইরূপ মহা বিপদকালে মুস্‌লিম জগৎ যেন শান্তিতে উন্নতি লাভ করিতে পারে।

এস, হক
ভূয়ারকান্দর—খুলনা

গফরগাঁওয়ে

বিগত ১লা অগ্রহায়ণ তারিখে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত গফরগাঁও থানার ইলাকাধীন মুন্সী বাজার ও বোর্ড স্কুল সংলগ্ন মাঠে ভাওয়ালের শ্রেষ্ঠ ওয়ায়েজ জনাব মওলবী সফিরুদ্দিন আহ্‌মদ সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট ধর্ম্ম সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে প্রায় সহস্রাধিক মুসলমান সমবেত হইয়াছিলেন। ভাওয়াল আঞ্জুমানে ইস্‌লামীয়ার সুযোগ্য সেক্রেটারী ও জজ কোর্টের উকিল মওলবী গিয়াসুদ্দিন পাঠান বি, এল, মওলবী উসমান আলী ও হাফেজ ফজলুর রহমান রণ-ভাওয়ালী প্রভৃতি সাহেবান বিবাহ ও সহবাস-সম্মতি আইনের তীব্র প্রতিবাদ, ফলুস্তিনে ইহুদী শরারত, ঋণ হইতে প্রজাগণের মুক্তির জন্য ঋণদান সমিতি স্থাপন, জাতীয় সংবাদ-পত্রের আবশ্যকতা ও স্থানীয় মুসলমানদের ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষার জন্য মুখীগ্রামে একটী আদর্শ ইস্‌লামীয়া মাদ্রাসা স্থাপন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় মাদ্রাসা ঘর ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্য প্রায় এক হাজার টাকা চাঁদা দানের ও মাসিক ৫০৲ টাকা দেওয়ার এবং মুষ্টি ভিক্ষা প্রচলনের প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর, রাত্রি ৯টায় সভাভঙ্গ হয়।

মোহাম্মদ আজমত আলী শিক্ষক
মুখী বোর্ড স্কুল। পোঃ বিরুনীয়া।

লালবাগে

লালবাগ মস্‌জিদে ২৯শে কার্ত্তিক শুক্রবার দিনাজপুর বেঙ্গল ইস্‌লাম মিশনের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শহর ও মফঃস্বলের বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত মওলানা মোহাম্মদ আবুদ্দীন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, সভাপতি সাহেবের মুখ্‌তসর বক্তৃতার পর ইস্‌লাম প্রচারক মওলবী মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ভাগবী সাহেব, মওলবী সৈয়দ আবদুল করিম ইস্‌লামবাদী সাহেব ও মওলবী মোহাম্মদ তৈমুর সাহেব সারদা বিবাহ বিল মুস্‌লিম জাতীয়তা ও ইস্‌লাম মিশনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। নিম্নের প্রস্তাবগুলি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। (১) যেহেতু সারদা বিবাদ বিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত। এই আইন পাস হওয়ায় মুসলমানের শরিয়তের উপর হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে এবং মুসলমান হৃদয়ে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। অতএব, দিনাজপুর ইস্‌লাম মিশনের এই সভা উক্ত আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। (২) এই আইন যাহাতে কার্য্যে পরিণত না হয়, বিশেষ করিয়া মুসলমান সমাজ যাহাতে ঐ আইনের কবলে না পড়ে, তজ্জন্য এই সভা ভারতের বড়লাট বাহাদুর সমীপে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছে। (৩) দিল্লী জমইয়তে ওলামায়ে হিন্দের নির্দ্দেশানুযায়ী আগামী ২৯শে নবেম্বর মোতাবেক ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার হরতাল পালন করিতে এই সভা মুসলমান সমাজকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছে। (৪) এই সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর নকল দিল্লী জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ আফিসে ও ভারতের বড়লাট বাহাদুর সমীপে ও বিভিন্ন সংবাদ-পত্র আফিসে পাঠান হউক।

রিপোর্টার—মোহাম্মদ ওজমল হক্।

একখানি পত্র

বিশ্রাম স্থান চাই

মেহেরবান

ঢাকা জেলার নরসিংহদী থানার বাবুরহাটের মালিকগণ মেহেরবানেষু—

জনাব,

আমরা বাবুরহাটের মুস্‌লিম হাটুরিয়াগণের বিনীত আরজ এই. আমরা দেশ-বিদেশ হইতে, এমন কি ২।৩ দিনের পথ দূর হইতেও উক্ত হাটে আসিয়া, ২৫।৩০ হাজার মুস্‌লিম সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে বাধ্য হই। রৌদ্রে, বৃষ্টিতে কত কষ্ট পাই। তৃষ্ণায় যেথানে সেখানে বসিয়া বিষতুল্য পানি পান করিয়া, নানাবিধ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হই। এমন কি মরণ বরণ করিতে বাধ্য হই। একটু নামাজের জায়গার অভাবে আমাদের ফরজ নামাজ অনবরত কাজা হয়, আশে পাশের মুস্‌লিম ভাইগণই বা নিত্য আর কত যাতনা ভোগ করিবেন ? এরূপ ভিক্ষুকের বেশে পরের আশ্রয় লওয়াও কত বিড়ম্বনা তা আপনাদের মত মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। অনেক সময় গাছতলায় রাত কাটাইতে হয়। গ্রাম্য হাট বলিয়া হোটেলে চলা অসম্ভব। কাজেই আমাদের জন্য একটী বিশ্রাম গৃহের স্থান আশু আবশ্যক। স্থান পাইলেই আমরা একটী সাধারণ বিশ্রামগৃহ তৈয়ার করিতে প্রস্তুত আছি। আর, মালিকগণ সর্ব্বসাধারণের সুবিধার নিমিত্ত এমন দ্রুত উন্নতিশীল জনবহুল হাটে অন্ততঃ পানীয় জলের জন্য একটী নলকূপ খনন করাইয়া, অশেষ পুণ্যের অধিকারী হইতে অনুরোধ করি। আমরা মালিকগণের নিকট হাটের পূর্ব্ব প্রান্তে ২০ হাত ২৫ হাত একখানি গৃহ উঠাইবার জায়গা ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি, মালিকগণ আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর চেষ্টার সহানুভূতি প্রদর্শন, স্থান-দান এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিয়া, দেশবাসীকে উপকৃত করিবেন। পরিশেষে জিন্দাদিল মুস্‌লিম—বিশেষ করিয়া ঐ অঞ্চলের ভাইগণের মধ্য হইতে অন্ততঃ ৫০ জন তরুণ স্বেচ্ছাসেবকের প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা আমরা চাই। ভাই তরুণ, তোমাদের প্রাণের সাড়া—যেমন সাড়া নন্‌কো অপারেশনে দিয়াছিলে—পাইলে আগামী বড়দিনের বন্ধেই এই নেককারে জরুরীয়া সমাগন করিতে হইবে। ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ নিম্ন ঠিকানায় নাম পাঠাইলে সুখী হইব।

মোঃ বদ্‌লুল হক, পশরত শাহী মাদ্রাসা
পোঃ মৌরাট, ফরিদপুর।

ইসালে সওয়াব

ত্রয়োদশ অধিবেশন

বাংলার মুসলমানের মধ্যে বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই যে, বরিশাল জেলার স্বরূপকাঠি থানার অন্তর্গত শর্ষিণার মওলানা শাহ সুফী হাজী নিসারুদ্দীন আহমদ সাহেবের বাটীস্থ ইস্‌লামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে আজ বার বৎসর যাবৎ অগ্রহায়ণ মাসের ১৪।১৫।১৬ এই তিন তারিখ ব্যাপীয়া এক বিরাট মহফিলের অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর দেশ-দেশান্তর হইতে বহু গণ্যমান্য আলেম ও নেতৃস্থানীয় মহাত্মাগণ যোগদান করিয়া থাকেন। এবৎসরও অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অধিবেশন পূর্ণ সাফল্য-মণ্ডিত করার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ উদ্যম ও আয়োজন চলিতেছে। বিশেষতঃ সমাজের স্বনামধন্য নেতা মওলবী, এ, কে, ফজলুল হক এম্, এ, বি, এল সাহেব অত্র সভায় তশ্‌রীফ আনয়ন করিবেন। সভায় প্রথমতঃ দোয়া দরুদ পাঠ করিয়া, দুনিয়ার সমস্ত মৃত ও জিন্দা রুহের উপর ইসালে সওয়াব করা হয়, তৎপর সুপ্রসিদ্ধ আলেম ও বক্তাগণ ওয়াজ নসীহত করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ এবৎসর সমাজের বর্ত্তমান অভাব অভিযোগ ও অন্যান্য জরুরী বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশ করা হইবে। অতএব, আশা করি, সর্ব্বসাধারণ মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ অগ্রহায়ণ মাসের ১৪ই তারিখেই সভায় যোগদান করিয়া সমাজের একটি মহা হিত-সাধনে দুজাহানে নেকী হাসেল করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। দ্রষ্টব্য—(১) প্রত্যেকে আবশ্যকীয় বিছানাপত্র ও সরঞ্জামাদি সঙ্গে লইয়া আসিবেন। হোটেল ও অন্যান্য জিনিষ-পত্রের দোকানের সুবন্দোবস্ত আছে। তা ছাড়া হজরত পীর সাহেবের তরফ হইতেও বৎসামান্য খোরাকীর বন্দোবস্ত হইবে। ২। যে কোন লাইনে হুলা বা কাউখালী আসিয়া বানরীপারা লাইনে শর্ষিণা ষ্টেশনে নামিয়া সামান্য দক্ষিণ দিকে পীর সাহেবের বাড়ী পৌছিতে পারিবেন।

এ, এফ, মোহাম্মদ হাশেম সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট
শর্ষিণা আই, এস, ছিনিয়র মাদ্রাসা

রিপোর্ট পাঠ করিলে, এই ভয়াবহতা বিশেষভাবে অবগত হইতে পারা যায়। ইতিমধ্যে এই মন্তব্যের লেখককে বাধ্য হইয়া মফঃস্বলের দুই এক স্থানে যাইতে হইয়াছিল, কিন্তু সেই সমস্ত স্থানের যে নিদারুণ অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে হৃদয়-তন্ত্রী শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। বহু কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যথাযোগ্য ঔষধ-পথ্য অভাবে দুনিয়া হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিতেছে; ভয়াবহ ব্যাধির সংক্রামকতা ও রোগীর সেবা-শুশ্রূষার পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার লোক এক জনও নাই। যে দুই একজন টীকাদার মফঃস্বলে গমন করেন, তাঁহারা কোন গতিকে নিজেদের ডায়রী পরিপূর্ণ করতঃ ফিরিয়া আসিয়া টি, এ, আদায় করিয়া লন।

জিজ্ঞাসা করি।—একবার এক "হজরৎ মওলানা" শ্রদ্ধানন্দের হত্যাকারী গাজী আবদুর রসিদ (রহঃ)কে "কাফের" বলিয়া হিন্দু ভাইদের 'তবিয়ৎ' বহলাইয়া ছিলেন। আর, আধুনা গাজী ইলামদীন (রহঃ)কে শহিদ বলিয়া স্বীকার করিতে ঐ মোনাফেকের দলই ইতস্ততঃ করিতেছে! কোন কোন কাগজ-ওয়ালা বে-ঈমান যতীন দাসকে "গাজী" বলিয়া ঘোষণা করিল, কাগজে বোর্ডার দিয়া বোল্ড টাইপে সংবাদ বাহির করিল। আর, গাজী ইলামদীনের বেলায় একেবারে নীরব ও নির্ব্বিকার! এই শ্রেণীর মিল্লৎ-ফরোশ মালাউন গুলিকে সমাজ আর কতকাল অন্ন বস্ত্র দিয়া লালন পালন করিবে—দুধ কলা দিয়া সাপ পোষিবে, সে কথা আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-সংশোধন-বিলের আলোচনার সময়ও ইহারাই প্রজা-শত্রু স্বরাজ্য দলের অন্যায় কার্য্যাবলীর সমর্থন করিয়া জনগণের স্বার্থের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। সমাজে শিক্ষাহীনতার সুযোগে এই ভণ্ড কাগজ-ওয়ালার দল আর কতকাল প্রভুত্ব করিবে?

"সেই ধন্য নরকুলে"।—গাজী ইলামদীনের পবিত্র লাশ দশ দিন পরে মিয়ান ওয়ালীর জেল-গোরস্থান হইতে পুনরুত্থিত হইল। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, লাশ সম্পূর্ণ সতেজ ও সজীব অবস্থায় রহিয়াছিল! লাশে কোনরূপ দুর্গন্ধ হওয়াত দূরের কথা, তাহা একেবারে অবিকৃত অবস্থায় প্রথম দিনের মতই রহিয়াছিল। পাঞ্জাবের বহু বিখ্যাত নেতা ও আলেমগণ এই দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছিলেন। যে সব কাফের-পরস্ত, বদবখ্‌ৎ ও বে-আকীদা এখনো গাজী মরহুমের শাহাদৎ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ-চিত্ত, তাহারা কি বলিতে চাহে? বিশ্বের অদ্বিতীয় শূর-বীর নেপোলিয়ঁার লাশও উনিশ বৎসর পরে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। ইউরোপে ইস্‌লামকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই যে তিনি ছাব্বিশ বৎসর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁর সে মহান উদ্দেশ্য অবগত হইয়াই যে ইউরোপের গোঁড়া খৃষ্টান শক্তিগণ সমবেতভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন, সে কথা সেণ্ট-হেলেনায় বহুবার তিনি বলিয়াছিলেন। গাজী ও শহিদের সমকক্ষ সম্মান আল্লার কাছে আর কাহারও হইতে পারে না।

চীনা বাদামের চাষ।—চীনা বাদামের চাষ একটি লাভ জনক কৃষি কার্য্য। ইহার আবশ্যকতা ও কাটতি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ অঞ্চলেই ইহার চাষ বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। বঙ্গ দেশের মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় ইহার চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। চীনা বাদাম বিদেশেও রফ্‌তানী হয় এবং এদেশেও ইহার তৈল প্রচুর পরিমাণে তৈয়ার হইয়া থাকে। পূর্ব্বে ঘৃতের সঙ্গে এই তৈল বহুল পরিমাণে ভেজাল দেওয়া হইত; আজ কাল ভেজিটেবল ঘৃত বাহির হওয়াতে ভেজাল কার্য্যে উহাই বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তার পর ইহা ভর্জ্জিত (ভাজা) অবস্থায়ও শহর বন্দরে অনেক বিক্রয় হয়। ইহার আদর দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। উচ্চ জমিতে ইহার চাষ হয়। অকর্ষণ্য কঠিন জমিতে গভীর ভাবে চাষ দিয়া ইহা বপন করিতে হয়। মাটী যত ভস্‌কা হইবে, ইহা ততই জড় ছড়াইয়া চীনা বাদামের পরিমাণ বাড়াইবে। বিঘা প্রতি ২০/—২৫/ মণ চীনা বাদাম জন্মিতে পারে। প্রতি মণ ৬৲—৭৲ দরে বিক্রয় হইলেও, বিঘা প্রতি ১২০৲ হইতে ১৭০৲ ১৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় হইবার কথা। চাষ ও বীজ ইত্যাদিতে ২৫৲—৩০৲ খরচ হইলেও ১০০ হইতে ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত নিট লাভ দাঁড়াইতে পারে। বঙ্গের বেকার-সমস্যা সমাধানের ইহা একটী প্রধান উপায়। এই শ্রেণীর উচ্চ জমির বঙ্গ দেশে অভাব নাই। অনেকের বাসগৃহের আশে-পাশে ২।১ বিঘা অকেজো জমি পড়িয়া আছে; উহা প্রথমে কোদাল দিয়া গভীর ভাবে কোপাইয়া, পরে লাঙ্গল দিয়া বেশ করিয়া চাষ ও মই দিয়া অর্থাৎ মাটীর ঢেলা ভাঙ্গিয়া ১ হাত অন্তর উচ্চ আইল করিতে হইবে। উহাতে ঐরূপ ১ হাত দূরে দূরে খুব উৎকৃষ্ট চীনা বাদাম বসাইয়া দিলেই হইল। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসেই চাষের উপযুক্ত সময়। খুব পুষ্ট বীজ হওয়া চাই, তবেই গাছগুলি সতেজ হইবে। যে স্থানে বর্ষাকালে পানি জমে, সেরূপ স্থলে ইহার চাষ ঠিক হইবে না। উদ্যমশীল কর্ম্মী যুবকগণ চীনা বাদামের চাষ করিয়া বেশ অর্থাগমের উপায় করিতে পারে। কৃষি সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠ করিয়া ইহা চাষের বিশেষ নিয়মাবলী শিক্ষা করিয়া লইলেই হইল।

অতীতের স্মৃতি।—বিগত তেরশত বৎসর যাবৎ প্যালেষ্টাইন (ফলস্তিন) মুসলমানদিগের শাসনাধীন। তাঁহারা প্যালেষ্টাইনের শাসক হইলেও শাসিত ইহুদী এবং খৃষ্টানদিগের প্রতি কখনও অত্যাচার করেন নাই। দ্বিতীয় খলিফা মহামতি হজরত ওমর ফারুক (রাজিঃ) যেরূপ শান্তির সহিত বিনা রক্তপাতে ফলস্তিন—বিশেষতঃ জেরুজেলম (বয়তুল—মুকাদ্দস্) অধিকার করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী মুসলমান খলিফা, সম্রাট, সুলতান ও শাসনকর্ত্তাগণও সেই নীতির অনুসরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তারপর উন্মত্ত খৃষ্টান সন্ন্যাসীদিগের দানবীয় উত্তেজনায় সমগ্র ইউরোপ ক্ষেপিয়া, যখন স্থল পথে ও সমুদ্রপথে প্যালেষ্টাইন এবং সমগ্র সিরিয়া আক্রমণ করিল, তখন খৃষ্টান ও মুসলমানে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া গেল। সেই যুদ্ধ সুদীর্ঘ দুই শত বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। কমবেশী দুই কোটি মনুষ্য রক্তে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন ভূমি রঞ্জিত হইয়াছিল। সেই মহাসংগ্রামে [illegible] মুসলমানগণ প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল। তাহাদের মাংস মেদ ও অস্থিপুঞ্জে সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক জনপদ, প্রত্যেক প্রান্তর, প্রত্যেক উপত্যকা ও অধিত্যকা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পঙ্গপাল-সদৃশ ইউরোপীয় খৃষ্টানগণ দলে দলে ক্ষুদ্র সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন প্রদেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। এই বর্ব্বরগণ যখন মুসলমান অধিবাসী-পূর্ণ কোন নগর বা কোন দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তখন উহার সমুদয় মুসলমান অধিবাসীকে তরবারী মুখে বা বল্লমের অগ্রে নিক্ষিপ্ত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নাই। যুবক, বৃদ্ধ, বালক, পুরুষ ও স্ত্রীলোক নির্ব্বিশেষে সকলকে হত্যা করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্মের গৌরব (?) রক্ষা করিয়াছে। পক্ষান্তরে, মুসলমানগণ খৃষ্টানদিগকে ধৃত বা বন্দী করিলে, ওরূপ দুর্দ্দান্ত দানবের ন্যায় হত্যা করে নাই। তাহাদিগকে হয় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, নয়, মুক্তিপণ গ্রহণে বা বিনা পণে ছাড়িয়া দিয়া, পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের ও বীরত্বের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। খৃষ্টানগণ অনেকবার সিরিয়ার উপকূলভাগ ও ফলস্তিন অধিকার করিলেও বিশ্ব-বিশ্রুত মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দীন আয়ুবী খৃষ্টান শক্তি সমূহকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। সেই হইতে খৃষ্টান জাতি আর সেখানে আধিপত্য জমাইতে পারে নাই।

"নিজ বাস-ভূমে পরবাসী"।—তুর্কী সুলতানদিগের পঞ্চশতাধিক বর্ষব্যাপী শাসনকালেও খৃষ্টান শক্তিপুঞ্জ সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া, সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কুক্ষণে ইউরোপীয় কুশিক্ষা-প্রাপ্ত নব্য তুর্কিগণ খিলাফত ও উসমানীয় রাজশক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া, উসমানীয়া শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল; সেই সুযোগে আজ বৃটীশসিংহ প্যালেষ্টাইনের অভিভাবক হইয়া, চির দুর্দ্দশাগ্রস্ত, ও নানা দেশ হইতে বিতাড়িত ইহুদী জাতিকে আনিয়া, প্যালেষ্টাইনে ইহুদী উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। আরবদিগের জমা-জমি ইহুদী বন্ধুগণকে দিয়া ইহুদী-পরস্তির চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইতে লাগিলেন।" বৃটিশ হাই কমিশনর ইহুদীদিগের "ধর্ম্ম-বাপ" হইয়া দাঁড়াইলেন। নির্ম্মম সুদখোর ক্রোড়পতি ইহুদীদিগের মন না যোগাইলে বৃটিশ তরণীর কর্ণধারদিগের কি খ্যাতিলাভ হইতে পারে? প্যালেষ্টাইনের ধর্ম্ম-প্রাণ আরবগণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন। ইহুদিগণ নিজ জেরুজেলম (বয়তুল মুকাদ্দস্) শহরে এবং নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রাম সমূহে উপনিবেশন স্থাপন পূর্ব্বক বিরাট অট্টালিকা ও বিশাল উদ্যানাবলীর প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। তাহাদের ত টাকার অভাব নাই; মুসলমানগণ দীন-দরিদ্র, কৃষক বা শ্রম-জীবি; কতক সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র। ইহুদীর এই নিদারুণ চালে তাহারা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। অবশেষে, এই উভয় জাতির মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া দুই পক্ষেরই বহু লোক হতাহত হইল। শাসক ইংরাজ জাতি দুর্দ্দান্ত ইহুদীদিগের পৃষ্ঠপোষক; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আরবগণ ত অপরাধী হইবেই; বিচারে আরবদিগের ফাঁসী ও কঠোর কারাদণ্ড হইতে লাগিল। বহু ধর্ম্ম-প্রাণ আরব ফাঁসী-কাষ্ঠে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। ইহুদী নিরপরাধী গো-বেচারা ছিল; তাহারা বহু খুন করিয়াও নিরপরাধ সাব্যস্ত হইল। এখন আবার আরব পল্লী সমূহ হইতে বৃটিশ শাসকগণ জরিমানা আদায় করিয়া তাহাদের শোণিত শোষণ করিতেছে। এরূপ বর্ব্বরতামূলক শাসন কতকাল চলিবে?

হেয় ঔদাসীন্য।—আজ জগতের সকল সভ্যদেশে সমুদয় জাতিই দেশ হইতে সকল প্রকার আধি-ব্যাধির উচ্ছেদ সাধনে তৎপর, আর এই দুর্ভাগ্য দেশে সর্ব্ব-প্রকার রোগ-শোক দ্বিগুণ বেগে বিস্তার লাভ করিতেছে। যে দেশে প্রতি মিনিটে দুই জন করিয়া ম্যালেরিয়ায়, প্রতি তিন মিনিটে একজন করিয়া নিউমোনিয়ায়, প্রতি চারি মিনিটে একজন করিয়া আমাশয়ে এবং একজন করিয়া যক্ষায়, প্রতি পাঁচ মিনিটে একজন করিয়া কলেরায় ও প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টায় একজন করিয়া কালাজ্বরে ইহলীলা সম্বরণ করে, সে দেশের যে আপন বলিতে এ দুনিয়ায় কেহ আছে, তাহা চিন্তাই করিতে পারি না। পঙ্গু, [illegible] দেশবাসী আজ তাহাদের এই চরম অধঃপতন হইতে কোন প্রকারে নিজদিগকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হইতেছে না। এই প্রকার মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে সোণার বাংলা যে অদূর ভবিষ্যতে জন-মানব-শূন্য মহাশ্মশানে পরিণত হইবে, তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারিবেন। দেশের কোন স্থানে সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃতি লাভ করিলে, গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী কদাচিৎ সেখানে আগমন করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু যাহাতে এই রোগ দেশের মধ্যে ঢুকিতে না পারে, সে বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে কোন প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা আমলাতন্ত্র দরকার বিবেচনা করেন না। যখন ব্যাধি প্রবলাকার ধারণ করে, তখনও প্রতিষেধক উপায় অবলম্বন করিতে, দেশের অশিক্ষিত অধিবাসীদিগকে বাধ্য করা হয় না। বৃটিশ আমলাতন্ত্রের এই প্রকার ঔদাসীন্যে বছর বছর বহু বাঙ্গালী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। পরলোক গত দেশবন্ধু দাশের কর্ম্ম-পদ্ধতিকে পদ-দলনকারী স্বরাজী পার্টিও এই অত্যধিক মৃত্যুর জন্য একদিক দিয়া দায়ী। তাঁহারা আজ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লইয়া নানা প্রকার লম্বা চওড়া বুলি আওড়াইতেছেন, কিন্তু যাহাদেরে লইয়া তাঁহাদের নেতৃত্ব, যাহাদের জন্য তাঁহাদের কল্পিত স্বরাজ বা স্বাধীনতা, তাহারাই যদি ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া যায়, তবে সে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ও স্বাধীনতায় কি লাভ? পূর্ব্বে পল্লী-সংগঠন করিয়া প্রজাপুঞ্জকে বাঁচাও, পরে অন্য কথা পাড়িও। বৃথা আস্ফালনে কোন ফল নাই।

নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন

যুবক সমিতি প্রতিষ্ঠা

বিগত ১লা নবেম্বর তারিখ হইতে গৌরীপুরের (আসাম) অন্তর্গত টিয়ামারী গ্রামে একটী নূতন নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত নৈশ-বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মুন্সী নসরুদ্দীন মিঞা চারিজন শিক্ষক দ্বারা রীতিমত স্কুলের কার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে স্কুলটি ২৪ হাত দীর্ঘ একটী টিনের চালায় হইতেছে। স্কুল ঘরটি বৃদ্ধি করিবার জন্য সেক্রেটারী এবং ম্যানেজিং কমিটির মেম্বরগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এখন স্কুলের কার্য্য যথারীতি চলিতেছে এবং শিক্ষকগণ রাত্রি এক ঘণ্টা করিয়া ট্রেনিংএর পদ্ধতি শিখিতেছেন। অল্প দিন হইল, এই নৈশ বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটী যুবক সমিতি খোলা হইয়াছে। অতএব যাহাতে এই নৈশ বিদ্যালয়টি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পায়, তজ্জন্য আমরা সরকারের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ মহরউদ্দীন, ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট
টীয়ামারী যুবক সমিতি। গৌরীপুর, আসাম

স্বরাজীর স্বরূপ

—:*:—

বঙ্গের স্বরাজী দল কি প্রকৃতির লোক, তাহা তাহাদের কার্য্য-কলাপে জাজ্বল্যমান প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। এমন ভণ্ড, চালবাজ, স্বার্থপর, দেশ-শত্রু, দেশের মেরুদণ্ড-স্বরূপ—প্রজার দুষমণ সম্প্রদায়ের যাহার পক্ষ সমর্থন করে, তাহারাও ঐ শ্রেণীর জীব বিশেষ। দাও চাঁদা, দাও টাকা, স্বরাজ রূপ অশ্ব-ডিম্ব তোমাদের হাতে দিতেছি, এই তাহাদের বোল। এমন অকাল কুষ্মাণ্ড দলের প্রতি যাহারা আস্থা স্থাপন করে, তাহারা আস্ত বোকা ও আত্মঘাতী। এই স্বরাজী দল জমীদারদিগের গোলাম, মাড়ওয়াড়ী ব্যবসায়ীদিগের দালাল বা ক্রীতদাস। আগামীতে যাহারা কৃষকদিগকে পাট [illegible] করিতে নিষেধ করিবে; এবং গর্দ্দভবৎ বক্তৃতা ছড়াইবে, তাহাদের দুইটী কাণ মলিয়া কৃষকগণ জিজ্ঞাসা করিবে যে, পাট ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে এবৎসর কত টাকা ঘুষ রেশওৎ খাইয়াছ? তোমাদের ন্যায় কপট দরদী ভণ্ড তপস্বীদিগকে আমরা খুব চিনিয়াছি। প্রজা অর্থাৎ রায়ত দলের সঙ্গে তোমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। ভোট গ্রহণ করিতে গেলে, জীব বিশেষের ন্যায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিবে। বলিবে, জমীদার ও পাট ব্যবসায়ীদিগের ভোট লইয়া তোমরা কাউন্সিলে যাও, আমাদের নিকট কেন? এমন বেহায়া-বেল্লিকদিগের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। আমরা তোমাদের স্বরূপ খুব চিনিয়াছি। তোমাদের স্বরাজ লইয়া তোমরাই ভেরেণ্ডা ভাজিতে থাক।

যে স্বরাজীদল দেশের প্রতিনিধি বলিয়া জোর গলায় দাবী করে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকটে কেবল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনেরই দাবী করে না—বরং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকে এবার ভরা হাটে তাহাদের হাঁড়ি ভাঙ্গা হইয়াছে। তাহাদের সব কেরামৎ কারসাজী জাহির হইয়া পড়িয়াছে। এবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীদলের প্রধান সভ্যর্বে গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে, জমীদার পক্ষের নিকট হইতে ঘুষ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজা-স্বত্ব আইন কাউন্সিলে পাস হইবার সময় প্রজার বিরুদ্ধে ভোট দিয়া দাগাবাজী, ফেরেববাজী, ছল, চাতুরী, বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রভৃতি স্বদেশ-ভক্তির (?) চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছিল। আবার কোনও পাটের বড় মহাজনের নিকট মোটা রকমের রেশওত, বা উৎকোচ গ্রহণ পূর্ব্বক কৃষকগণ যাহাতে পাটের চাষ না করে, তজ্জন্য মফঃস্বলের নানা স্থানে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিল। এরূপ ঘৃণিত হীন কার্য্যে যাহারা অভ্যস্ত তাহারা আবার দেশের লোকের প্রতিনিধি!! ইহাদের বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। যাহারা এত নির্লজ্জ ও বেহায়া, তাহারা চায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন; কেবল তাহাই নয়—পূর্ণ স্বাধীনতা। এই শ্রেণীর বিশ্বাস-ঘাতক ও দাগাবাজের দল যদি কোনও দেশের শাসন-যন্ত্রের পরিচালক হয়, তবে সে দেশ নিশ্চয়ই উৎসন্ন বা জাহান্নামে যাইবে। ইহাদের নৈতিক অধঃপতন দেখিয়া লজ্জা ও ঘৃণায় অধোবদন হতে হয়, কিন্তু ইহাদের মধ্যে হায়া ও শরমের কণা মাত্রও নাই। এখনও ইহারা বড়য়ানা করিয়া মাথা উঁচু করিয়া স্বাধীনতার বুলি কপ্‌চায়! ইহারা ভদ্র লোক ও শিক্ষিত লোকের কলঙ্ক। ইহারা কোন মুখে প্রজা-হিতৈষী বলিয়া পরিচয় প্রদান করে? যে সকল মুসলমান নামধারী কংগ্রেস-পন্থী ইহাদের জেন চাটিয়া কাচা খরিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করে; ইহাদের গোলামী করিয়া জাতির মুখ উজ্জল করে, তাহারা কোন্ শ্রেণীর জীব—পাঠকগণ তাহার মীমাংসা করিবেন। আবার যাহারা ইহাদের বেতনভুক গোলাম তাহারা ত মনুষ্য নামে পরিচিত হইবার সম্পূর্ণই অযোগ্য। পাঠক এই কংগ্রেসী-স্বরাজীদিগের স্বরূপ দেখিলেন ত? এখনও কি ইহাদের বাক্‌চাতুর্য্যে এবং লম্বাকীতে ভুলিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন? নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারিবেন? ইহারা যে সকল লম্বা চওড়া বুলি আওড়ায়, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন? এরূপ কপট ও বিশ্বাস-ঘাতক সম্প্রদায় যাহাদের নেতা তাহারা চির দুর্ভাগ্য মনুষ্য।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

সফল হরতাল।—আজ হইতে প্রায় সার্দ্ধ এক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আঁ-হজ্‌রৎ (দঃ) আরবের মরুময় প্রান্তরে দাঁড়াইয়া বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"তোমাদের সম্মুখে পরিণত বা অপরিণত-বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ উপস্থিত হইলে যথা নিয়মে ও যত শীঘ্র সম্ভব, তাহাদের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া দাও"। বিশ্বের ধর্ম্ম-ভীরু মুস্‌লিম সেই পাক মুখ-নিঃসৃত ঐশী আদেশকে সব সময়ে সকল অবস্থায় পালন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ ভারতে বৈদেশিক গবর্ণমেন্ট কতকগুলি 'হাম বড়া' জাহেলের সাহায্যে মুসলমানদিগের অবশ্য পালনীয় কার্য্যে বাধা দান করিতেছেন; শত উপরোধ অনুরোধ সত্ত্বেও আমলাতন্ত্র যখন ভারতের মুস্‌লিম সমাজের উপর এই বে-আইনী হস্তক্ষেপ হইতে নিরস্ত হইলেন না, তখন নিতান্ত বাধ্য হইয়া দেশের সর্ব্বজন মান্য নেতৃবৃন্দ সমস্বরে দেশবাসীকে আহ্বান করিলেন। সেই আহ্বানে যে সাড়া দেশবাসী দিয়াছে, তাহার সম্যক প্রতিধ্বনি গত ২৯শে নবেম্বর তারিখে আমরা এই কলিকাতা শহরে বসিয়া পাইয়াছি। সেদিন এই শহরের অবস্থা দেখিয়া গত অসহযোগ আন্দোলনের কথা বার বার আমাদের মনে পড়িতেছিল।

সাবাস সীমান্ত!—এই হরতাল উপলক্ষে ভারতের বহু স্থান হইতে আমরা যে খবর বার্ত্তা পাইতেছি, তাহাতে উক্ত শয়তানী বিল সম্পর্কে দেশবাসীর জনমত প্রকট ভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের পেশাওরস্থিত মুস্‌লিম ভ্রাতাদের সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া উল্লাসে বক্ষঃ ফুলিয়া উঠিতেছে! বাল্য-বিবাহ বিলের প্রতিবাদে শোভা যাত্রা বাহির করিলে সেখানকার সরকারের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠে ও মিছিলকারী মুসলমানদিগকে গ্রেফ্‌তার করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। তাঁহারা পর পর তিনটি দলকে আইন অমান্যের অজুহাতে গ্রেফ্‌তার করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন। চতুর্থ দল যখন মিছিলসহ রাজপথ অতিক্রম করিতে থাকে, তখন আমলাতন্ত্র আর তাহাদের গায়ে হাত দিতে সাহসী হন নাই। আজ ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য পেশাওরী ভ্রাতাগণ যে উদাহরণ দেশের সম্মুখে স্থাপন করিলেন, তাহাতে অনেকের জ্ঞান-চক্ষু উন্মিলিত হইবে বলিয়া আশা করি। দেশব্যাপী এই ঘোর বিক্ষোভ ও অসন্তোষ দেখিয়াও বিদেশী আমলাতন্ত্রের যদি চৈতন্যোদয় না হয়, তবে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, পরিশেষে গবর্ণমেন্টকে আরও অনেক অপ্রীতিকর অভিনয় দেখিতে হইবে এবং সেই সময় নিতান্ত শান্ত ও সুবোধ বালকের ন্যায় তাহাদের পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে"।—"বিশ্বের মুসলমান পরস্পর ভ্রাতা-ভগ্নি"—এই মহামন্ত্রের প্রভাবেই বর্ত্তমানের সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভিতরেও ইসলামের কিরণ-ঝলসিত উষা-রাজ্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। মুসলমানের ঘরে ঘরে এখনও কোরাণের সেই বীজ মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে বলিয়াই বর্ত্তমানের দুর্ভাগ্য মুসলমান বিরাট ভাবী-কালের প্রতীক্ষায় বাঁচিয়া আছে। কামাল, আমান প্রভৃতি মহারথিগণ কোরাণের এই 'ইখ্‌ওয়ান' বা সংহতি শক্তিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ইস্‌লাম জগতের যে কল্যাণ (?) সাধন করিয়াছেন, তাহা আর বলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই। সমগ্র জগতের মধ্যে একমাত্র সুলতান গাজী আবদুল আজিজ ইব্‌নে সউদ যদি আজ 'প্যান ইস্‌লামে'র রক্ত-নিশান হিজাজের মুক্ত গগন-তলে উড্ডীয়মান না রাখিতেন, তবে নেশনেলিষ্ট বা তথাকথিত জাতীয়তাবাদীদের কল্যাণে মুসলমানের সে সংহতি-শক্তি যে সাগর-জলে সমাধি লাভ করিত তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বৃটীশের যর-খরিদা ফয়সল, আবদুল্লা, ফুয়াদ প্রভৃতি তথা-কথিত আমীর ও সুলতানগণ ফলস্তিনে বৃটীশ-বর্ব্বর-নীতির প্রতিবাদে একটু টুঁ শব্দ করিতে সাহসী না হইলেও, হিজাজ কেশরী প্রকৃত সিংহের মতই বৃটিশের ধর্ষণ-নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

সার্থক হউক।—সোলতান সউদ তাঁর যোগ্য ভাষায় পঞ্চম জর্জ্জকে হুশিয়ার করিয়া দিয়া একখানি সাবধান-বাণী (Note of warning) বিলাতে প্রেরণ করিয়াছেন। ফলস্তিনের স্বজাতীয় ভ্রাতা-ভগ্নিদের এই নির্ম্মম নির্য্যাতন কোটি মরু-হর্য্যাক্ষ যে দূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অবলোকন করিতে পারে না, গাজী ইবনে সউদের পত্রে সে কথা সুস্পষ্টভাবেই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পত্রে ইহাও পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ফলস্তিনের আরব-অধিবাসীরা অতীত তুর্কি সরকারের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া মিঃ লয়েড জর্জ্জের হাতে আত্ম-সমর্পণ করার ফল স্বরূপেই আজ ঈদৃশ অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু আরবদের সহস্র অপরাধ সত্ত্বেও সমগ্র মুস্‌লিম-জগৎ তাহাদের প্রতি সহানুভূতি না দেখাইয়া পারিতেছেন না। তাহাদের জয় অদূরবর্ত্তি—তাহাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে জগতে এমন কোন শক্তি আজ পর্য্যন্ত পয়দা হয় নাই,—ইত্যাদি। সোলতানের বজ্রবাণী সার্থক ও সফল হউক এবং বিশ্বের সুপ্ত সিংহ-যূথ আবার বিশ্ব বিজয়ে বাহির হউক।

উৎসন্ন গেল!—বঙ্গদেশের বহু জেলায়ই কলেরা ভীষণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিরুপায় নিরীহ দেশবাসীকে উৎসন্ন দিতেছে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ হইতে পৌষ, মাঘ মাস পর্য্যন্ত পল্লিবাসী কৃষকগণ নূতন চাউলের ক্ষীর, পায়স, পিষ্টকাদি খাইয়া প্রধানতঃ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইত। আর, এই শীতকালে বঙ্গদেশে বহু মেলার অনুষ্ঠান হওয়াতে বহু লোক সমাগমে, এবং নানা প্রকার কদর্য্য ভাজা-ভুজা, মিঠাই-মণ্ডা খাইয়া বা অপরিস্কৃত পানি পান করিয়া কলেরায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। ঐ সকল মেলায় সমাজ ধ্বংসকারিণী পিশাচ-রূপিণী অপর্য্যাপ্ত বেশ্যার আমদানী এবং জুয়াখেলার আড্ডা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, খোদাতায়ালার ভীষণ গজবও নাজেল হইত। মেলার মালিকগণ মেলা জমাইবার জন্য এই সকল পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন; এই সকল মেলা হইতে ভীষণ কলেরা, কদর্য্য উপদংশ, মারাত্মক প্রমেহ প্রভৃতি রোগ দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। এবার আশ্বিন মাস হইতেই কলেরা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বহুলোক কবলিত করিতেছে। সম্মুখেই প্রায় ৩ মাস কাল আছে। এই সময় মধ্যে কিরূপ ধ্বংসকর ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে, তাহা আল্লাহ তালাই জানেন। মেলা সমূহে যাহাতে বেশ্যার আমদানী ও জুয়ার আড্ডা প্রতিষ্ঠিত না হয়, গবর্ণমেন্ট পক্ষে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

মুক্তার চাষ।—ঢাকা জেলার পশ্চিমাংশে—মাণিকগঞ্জ মহকুমার এলাকায় সুতালড়ীর ক্ষুদ্র নদী বা নদী শাখায় ইতিপূর্ব্বে প্রচুর মূল্যবান্ মুক্তা জন্মিত। স্থানীয় লোকেরা উহার মর্য্যাদা বুঝিত না। পশ্চিম দেশের ডুবুরীরা সন্ধান পাইয়া ফাল্গুন, চৈত্র মাসে তথায় যাইয়া ঝিনুক উত্তোলন পূর্ব্বক মুক্তা সংগ্রহ করিত এবং তদ্দ্বারা প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত। পরে দেশীয় বেদেরা সন্ধান পাইয়া শুক্তি উত্তোলন পূর্ব্বক মুক্তা সংগ্রহ করিতে থাকে; সেই হইতে ডুবুরীদিগের আগমন বন্ধ হয়। অবশেষে স্থানীয় অধিবাসিগণ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া শুক্তি উত্তোলন এবং মুক্তা সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে পাইকারগণ যাইয়া সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিত; এবং মুক্তা ব্যবসায়ী জওহরী দিগের নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিত। কয়েক বৎসর যাবৎ পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে সুতালড়ার ক্ষুদ্র নদী শাখার অধিকাংশ উহার কুক্ষিগত হওয়াতে, ঐ ক্ষুদ্র নদী মুখে পালি জমিয়া ইহার মুখ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় আর ঝিনুক ও মুক্তা জন্মে না শুনা যায়। এই মুক্তা উত্তোলন করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে কেহ কেহ সহস্রাধিক টাকাও লাভ করিয়াছিল, দু'শ, পাঁচ'শ টাকা অনেকেই পাইয়াছিল। আর ৫০৲, ৬০৲, ৭০৲, ৮০৲, ১০০৲ টাকা যে কোনও লোকের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তবু তাহারা উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্ত হয় নাই। সুচতুর পাইকারগণ ঠকাইয়া অল্প মূল্যেই তাহা নিয়াছে।

রত্ন-প্রসূ বঙ্গ।—আমাদের জানিত একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা মুক্তা চিনিতেন, তিনি ১৫৲ টাকায় ১ জোড়া মুক্তা ক্রয় করিয়াছিলেন; জওহরিগণ উহার মূল্য ১৫০৲ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়াছিল, আর ১৲ মূল্যে খরিদ একটি মুক্তার মূল্য অবধারিত হইয়াছিল ৪০০৲ টাকা। তাঁহার নিকট ১ কৌটা ছোট-বড় মুক্তা ছিল; উহার মূল্য অনুমান করা হইত ১০০০৲—১২০০৲ টাকা। একবার চোর ঘরে সিঁদ কাটিয়া অন্যান্য অলঙ্কার পত্র ও মূল্যবান্ জিনিষের সঙ্গে ঐ মুক্তাগুলি চুরি করিয়া লইয়া যায়। তিনি এখনও ঐ মুক্তাগুলির জন্য আক্ষেপ করিয়া থাকেন। সুতালড়ী নদীর অতি নিকটেই তাঁহার পিতৃ ভবন ছিল। বঙ্গদেশের মধ্যে ময়মনশাহী জেলার অনেকগুলি নদী ও ঝিলে মুক্তা পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলার একটি ক্ষুদ্র নদীতেও মুক্তা পাওয়া যায় বলিয়া বেদেগণ বলিয়া থাকে। বিভিন্ন জেলার নদী, বিল, হাওড়, বাওড় প্রভৃতির ঝিনুকগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আরও মুক্তার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ঢাকা জেলার বিখ্যাত আড়িয়াল বিলের অংশ বিশেষেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুক্তা পাওয়া যাইত। আজকাল ঐ সকল স্থানের পানি শুকাইয়া গিয়াছে। সুতালড়ি নদীতে টিক্‌টিকির ডিম অপেক্ষা বড় এবং সুডৌল মুক্তাও অনেক পাওয়া গিয়াছে। ঝিনুকের মুখের সম্মুখে একটী করিয়া উৎকৃষ্ট মুক্তা প্রায় জন্মিত; পেটের অর্থাৎ মধ্যভাগে মাঝারি রকমের একাধিক মুক্তা পাওয়া যাইত। পশ্চাদ্দিকের মুক্তা নাকি অপকৃষ্ট হইত। রত্ন-প্রসবিনী বঙ্গদেশ বাস্তবিকই রত্ন-গর্ভা ছিল। ময়মনসিংহ জেলাবাসী আমাদের জানিত এক ভদ্রলোক মুক্তা ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

'পীস্'।—ইহা একখানি খাঁটি ইসলামী ভাবের উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্র। ঢাকা, মুস্‌লিম-হল হইতে জনাব মওলবী মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ এম-এ, বি, এল পি, এইচ, ডি, ডি, লিট্, সাহেব কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়। পাঞ্জাব হইতে 'লাইট', সিঙ্গাপুর হইতে 'মুস্‌লিম', সিলোন হইতে 'ক্রিসেণ্ট', লণ্ডন হইতে 'ইস্‌লামিক রিভিউ', আমেরিকা হইতে 'সান্ রাইজ' প্রভৃতি ইসলামী ভাবের যে সমস্ত ইংরাজী 'ম্যাগাযিন' প্রকাশিত হইয়া ইস্‌লামের বিশ্বোজ্জল মহিমা ও অত্যুন্নত গরিমা জগতের চক্ষে পুনরায় উঁচু করিয়া ধরিতেছে, এতদিন বাংলা দেশে সেই ধরণের কোন সাময়িক পত্রের একান্তই অভাব ছিল। মওলবী শহিদুল্লাহ সাহেব তিন কোটী বাঙ্গালী মুসলমানের সেই দারুণ অভাব দূর করিয়া দিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ নিয়মিত লেখনী চালনা করিয়া Peaceকে সুখপাঠ্য ও সময়োপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার প্রত্যেকটি প্রবন্ধ জ্ঞান-গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও পবিত্রতার খনি স্বরূপ। সম্পাদক সাহেবের মত আলেম ও মনীষী ব্যক্তি বাংলা ত দূরের কথা, সমগ্র ভারতের মধ্যেই অতি অল্প সংখ্যক আছেন। শুধু 'ইল্‌মিয়তের' দিক দিয়া নয়, একান্ত ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও আদর্শ জীবন-যাপনের দিক দিয়াও মওলবী মওসুফের মত কৃতী পুরুষ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। Peace এর মত কাগজেরও যথেষ্ট সংখ্যক গ্রাহক নাই শুনিয়া আমরা বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইলাম। ইহাতে সমাজের মুর্দ্দাদিলীরই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। Peace এর বার্ষিক মূল্য সাধারণের জন্য সোয়া দুই টাকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঁচসিকা মাত্র। আমরা সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

চক্ষু দান।—প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে বোম্বাই নগরে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর বাৎসরিক অধিবেশন হয়। সভার কাজ মগ্‌রিবের নামাজের কিছুকাল পূর্ব্বে আরম্ভ হয়। বলা বাহুল্য, সভায় দর্শক, প্রতিনিধি ও সদস্য হিসাবে বহু মুসলমানও উপস্থিত ছিলেন। মগ্‌রিবের নামাজের জন্য সভার কার্য্য কয়েক মিনিট স্থগিত রাখিতে তাঁহারা অনুরোধ করেন। কংগ্রেসের হিন্দুসদস্যগণ ইহাতে সমবেত ভাবে প্রতিবাদ করেন। এই লইয়া সভায় তুমুল বাক-বিতণ্ডা আরম্ভ হয়। "কংগ্রেস মুসলমানদের ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান নয়"—ইত্যাদি বলিয়া হিন্দুসদস্যগণ মুসলমানদিগকে প্রকাশ্য সভায় অবমানিত করেন। তৎপরে সভাপতি ভোট গ্রহণ করিলে, অধিকাংশ হিন্দু-ভোটে মুসলমানগণ হারিয়া গিয়া সকলে সমবেত ভাবে সভা ত্যাগ (walk out) করিতে বাধ্য হন। এই বিষয় লইয়া মেসার্স গান্ধি, নেহরু প্রভৃতি হিন্দু কংগ্রেসী নেতাগণ বোম্বাই কংগ্রেসের হিন্দু কর্ত্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও, তাঁহারা নিজেদের কৃতকর্ম্মের জন্য মুসলমানদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন নাই বা অনুতপ্ত হয়েন নাই। হিন্দুদের আচার ব্যবহার দেখিয়া ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, তাহারা তাহাদের "জাতীয় মহাসমিতি" কংগ্রেস হইতে মুসলমানদিগকে 'অর্দ্ধচন্দ্র' দিয়া তাড়াইয়া দিয়া ভারতে হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতেই দৃঢ়সঙ্কল্প। যে সব কংগ্রেস-প্রেমিক মুসলমান এখনও হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগে "স্বরাজ" লাভ করিবার পক্ষপাতী, বোম্বাইয়ের ঘটনায় তাহাদের চোখের পরদা সরিয়া গেলেই মঙ্গল। মুসলমানেরা কি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম-লীগকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে এখনও অবহিত হইবে না?

খেজুরে গুড়।—বিহার প্রদেশের মুঙ্গের জেলায় প্রচুর তাল ও খেজুর দৃষ্ট হয়। ধান ক্ষেত্রের আলিগুলি পর্য্যন্ত তাল ও খেজুর গাছে পূর্ণ। সে দেশে তাড়ি বাহির করা ব্যতীত ঐ সকল গাছের দ্বারা অন্য কোনও উদ্দেশ্যই সাধিত হয় না। তাড়িখোর বিহারিগণ প্রচুর পরিমাণে তাড়ি পান করিয়া থাকে। যদি কয়েকজন মিলিয়া দুচার হাজার তাল ও খেজুর গাছ স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বন্দোবস্ত লইয়া ঐ সকল গাছ হইতে রস বাহির এবং তদ্দ্বারা গুড় তৈয়ার করাইতে পারে, তবে মূলধনের অন্ততঃ দ্বিগুণ লাভ হইতে পারে। ১০০০ খেজুর গাছের জন্য ১০ জন গাছী বা পাসী[illegible], এবং মজুর ৫ জন হইলেই যথেষ্ট। পাসীদের বেতন ২৫৲ করিয়া হইলে মাসে ২৫০৲ টাকা; এবং মজুরদের বেতন ১৫৲ টাকা করিয়া হইলে মাসিক ৭৫৲ টাকা। এই ৩২৫৲ টাকা এবং অন্যান্য খরচ ১৭৫৲ টাকা ধরিলে ৫০০৲ টাকা হয়; কিন্তু ঐ দেশের গাছগুলি যেরূপ সবল ও পরিপুষ্ট তাহাতে প্রত্যেক গাছ হইতে দৈনিক খুব কম পক্ষে /৴০ হিসাবে গুড় হইতে পারে, সুতরাং ১০০ গাছে ১৷০ ও ১০০০ গাছে ১২৷০ মণ গুড় হইবার কথা। উহার মূল্য গড়ে ৭৲ টাকা হিসাবে ধরিলেও মাসে পালা ১৫ দিন বাদ দিলে ১৫ দিন রস পাওয়া যাইবে। সুতরাং মাসিক ১৫ দিনে ১৩০০৲ টাকার গুড় হইতে পারে।

লাভের ব্যবসায়।—খুব কম পক্ষে অগ্রহায়ণ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ৩ মাস এই কাজ চলিবার কথা। বরং ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত ৪ মাস চলাই সম্ভবপর। খরচ পড়িবে কার্ত্তিক হইতে ৫ মাস; সুতরাং ৫ মাসে খরচ—২৫০০৲ টাকা, আর আয় ৪ মাসে ১৩০০৲ হিসাবে ৫২০০৲ টাকা। এই হিসাবে দ্বিগুণের উপর লাভ দাঁড়ায়। ২০০০৲ হইলেই চলিতে পারে। লোকদিগের রাহা খরচ ও এক মাসের খোরাকী এবং বেতনাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র হইলেই চলে। ২য় মাস হইতে গুড় তৈয়ার এবং বিক্রয় হইতে থাকিবে। ৪ জন লোক ৪০০৲ টাকা করিয়া মূলধন যোগাড় করিয়া ৪ মাসে প্রত্যেকে ন্যূনকল্পে ৫০০৲ টাকা লাভ পাইতে পারে। ইহা একটী ছোট পরিবারের যেমন তেমন করিয়া এক বৎসরের খরচ। আবার ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ৪ মাস কাল তালের গুড় তৈয়ার করিলে ৫০০ গাছে গড়ে দৈনিক গাছ প্রতি /১৷ হিঃ ১২৷০ মণ, মাসে ৩৭২৷০ ও ৪ মাসে ১৪৫০ মণ গুড় হইতে পারে। উহার মণ ৭৲ হিসাবে ধরিলে ১০১৫০৲ টাকা হয়। খরচ পাসী ২০ জন মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে ৬০০৲ টাকা, মজুর ৬ জন ১০০৲ টাকা, অন্যান্য খরচ মাসিক খুব বেশীর ভাগ ৩০০৲

টাকা ধরিলে ১০০০৲ টাকা হইবে। ৫ মাসের খরচ ৫০০০৲ টাকা; আয় ১০০০০৲ টাকা ধরিলে ইহাতে ৫০০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। আরও ঘাট্‌তি পড়তি, লোক জনের যাতায়াত খরচ বাদ দিয়া ৩০০০৲ টাকা আয় হইলেও প্রত্যেকে ৬০০৲ হিসাবে লাভ পাইতে পারেন।

"জানহ সন্ধান"।—এই কার্য্যে গাছ-কাটা ছেনী বা দা, গাছে পাতিবার জন্য মাটীর ঘড়া, রস জ্বাল দেওয়ার বড় বড় পাতিল প্রভৃতি কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু বাঙ্গলা দেশ হইতে লইয়া যাইতে হয়। ইহাতে বিস্তর ঝঞ্ঝাট আছে। কিন্তু বিনা ঝঞ্ঝাটে অর্থ উপার্জ্জন করা যায় না। এই দুই প্রকার গুড়ের মধ্যে খেজুরের গুড়ের মূল্য কিছু হইতে পারে। কিন্তু তালের গুড়ের মূল্য উহা অপেক্ষা কম হইবে না। তালের পাটালীই সুবিধা এবং লাভ জনক। প্রথম প্রথম গুড় বাহির হইলে খুব উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়। খেজুরের নলেন গুড় প্রথম প্রথম কলিকাতায় চালান দিতে পারিলে খুব বেশী মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। ২০৲—২৫৲ টাকা মণ হইতে ক্রমে কমিয়া ৮৲—১০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। এই সময়ের গুড় বিশেষ লাভজনক। খেজুর ও তালের বাগান যতদুর সম্ভব রেল ষ্টেশনের কাছে হওয়া চাই। খেজুর গাছ কাটিবার গাছী বা পাসী ফরিদপুর জেলা, ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমা বা নওয়াবগঞ্জ থানা, বরিশাল জেলার উত্তরাংশ হইতে যোগাড় করা চাই। নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় নাকি ভাল গাছী আছে। যশোহর, খুলনা, ২৪ পরগণা ও নদীয়ার কোন কোন অংশে খেজুর গাছ প্রচুর হইলেও গাছিগণ গাছ কাটিতে সুদক্ষ নহে। তাহারা এমন ভাবে গর্ত্ত করিয়া গাছ কাটে যে, ২।৩ বৎসরের মধ্যেই গাছগুলির দফা রফা হয়। সুতরাং এই সকল স্থানের গাছী লইয়া ব্যবসায়ে সুবিধা হইবে না। ২৪ পরগণার টাকি ও বশিরহাটের লোকেরা উৎকৃষ্ট পাটালী গুড় তৈয়ার করিতে পারে। ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত লেছরাগঞ্জ থানায় "হাজারী গুড়" নামক অতি উৎকৃষ্ট সাদা গুড় তৈয়ার হয়।

তালের পাটালী।—২৪ পরগণার—ডায়মণ্ডহারবারের এলাকায়, মগরাহাট ও জয়নগর অঞ্চলে এবং হাওড়া জেলার কতক স্থানে তালের পাটালী তৈয়ারী হয়। অন্য স্থানের লোক উহা জানে না। সুতরাং উহার জন্য ঐ সকল স্থান হইতে উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিতে হইবে। উহাদের বেতন অত্যধিক মাসিক ৩০৲ টাকা হইয়াছে খোরাকী সহ আরও কিছু বেশীও হইতে পারে। দুইটি ব্যবসায়ে বেশীর ভাগ ২৫০০ হাজার টাকা মূলধন খাটাইলে ৫ জন অংশীদার প্রত্যেকে বৎসরে খুব কম করিয়া অন্ততঃ ৭।৮ শত টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারে। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলায় প্রচুর তালগাছ দৃষ্ট হয়। তালগাছে উঠা নামা বিশেষ অসুবিধা ও কষ্টকর। বড় গাছ হইলে বাঁশ বাঁধিয়া চড়িতে হয়। কলিকাতার নিকট "পাসী" নামধেয় এক শ্রেণীর নীচ জাতীয় হিন্দু তালগাছে চড়িতে খুব দক্ষ। তাহারা অতি উচ্চ তালগাছ সমূহে অবলীলাক্রমে উঠা নামা করিয়া থাকে। ইহাদের কতকগুলি লোক যোগাড় করিতে পারিলে তাল গাছ কাটা ও রস নামাইতে সুবিধা হয়। যাহারা অধ্যবসায়শীল, পরিশ্রমী, কর্ম্মঠ, দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহারা কয়েকজন মিলিয়া এই ব্যবসায় অবাধে করিতে পারেন। চেষ্টা করিলে ২৪ পরগণা জেলায় অনেক খেজুর গাছ খাজনা করিয়া লইতে পারা যায়। খেজুর গাছ ও তাল গাছের খাজনা সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। সম্ভবতঃ মুঙ্গের জেলায় ১০০ গাছ ১০৲—১২৲ টাকা খাজনায় পাওয়া যাইতে পারে। যদি কাহারও এ ব্যবসায়ে মন আকৃষ্ট হয়, তবে, বেহারের মুঙ্গের, ভাগলপুর, পাটনা প্রভৃতি জেলায় গিয়া তাল ও খেজুর গাছের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। এ বৎসর খেজুর গাছের সময় গিয়াছে, তাল গাছের বন্দোবস্ত করিবার জন্য পূরা ৩ মাসের সময় আছে।

রুস্ ও রেজাআলি।—লীগ অব নেশন্‌সের ভারতীয় প্রতিনিধি সৈয়দ রেজা আলি গত ২৯শে নবেম্বর বোম্বাই পৌঁচিয়াছেন। সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ কালে তিনি বলিয়াছেন,—"রুসের বর্ত্তমান সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের আমলে সেদেশে বহু সংখ্যক স্কুল ও মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জন-সাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য যথাসাধ্য যত্ন লওয়া হইতেছে। গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ব অনুমতি ব্যতীত সেখানে কোন জন-সভার অধিবেশন হইতে পারে না। রুষিয়ার বর্ত্তমান শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত গলৎ হইতেছে এই যে, সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য গবর্ণমেণ্টের হাতে রহিয়াছে। ফলে, ব্যবসা-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের উৎসাহ উদ্যম বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে"। মিঃ রেজা আলি উপসংহারে বলেন যে, রুসিয়ার বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষাদান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে। নর-নারীর মধ্যে বিবাহ-বন্ধন সেখানে আর পবিত্র প্রথা বলিয়া পরিগণিত হয় না। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা সাধারণ সম্পত্তিতে পরিগণিত হইয়াছে, ইত্যাদি। চরম স্বেচ্ছাচার মূলক জার-শাসনের চির-অবসান করিয়া নিকোলাই লেনিন যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বহু দিক দিয়া প্রশংসনীয় হইলেও, তাহার মধ্যে ধর্ম্ম, নীতি, শ্লীলতা ও সংযমের বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য অভিযান আছে, তার তীব্র নিন্দা না করিয়া পারি না। নীতি-ধর্ম্মের ভিত্তি ছাড়া মানুষের রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতি কোন প্রাসাদই যে গড়িয়া উঠিতে পারে না, জগতের ইতিহাস তাহা সমস্বরে ঘোষণা করিতেছে। নিকোলাই লেনিন হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও এই যে রুস-কর্ত্তৃপক্ষ সেদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে গিয়া পদে পদে অসমর্থ হইতেছেন, আমাদের মতে, তাহার মূল কারণ—ধর্ম্ম ও নীতির প্রতি শোচনীয় উপেক্ষা প্রদর্শন।

পানাহ্ চাই।—বাংলার কম্যুনিষ্ট দলের নেতা মিঃ মুজাফফর মীবাট ষড়যন্ত্রের মামলায় আসামীরূপে সেদিন বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা দেশের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। সেদিন স্থানীয় আদালত গৃহে দাঁড়াইয়া তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "আমার জাতি কি, তাহা আমি জানি না, আমার কোন ধর্ম্মমত নাই, ধর্ম্মে বিশ্বাসও আমার নাই" ইত্যাদি। আজ নিতান্ত আক্ষেপের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, এই মিঃ মুজাফ্‌ফরকে যেদিন আমরা সহকর্ম্মী রূপে পাইয়াছিলাম, সেদিন তাঁর ভাব-গতিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। অর্থাৎ সে সময়ে তিনি একজন খাঁটি ইমানদার নামাজী মুসলমান ছিলেন; কিন্তু এর পরই রুসের কতিপয় ভ্রান্ত লেখকের নাস্তিক্য-পূর্ণ পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করিয়া, ধর্ম্মই যে জগতের সমস্ত অকল্যাণের মূল-উৎস—এই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং এই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি তাঁহার দলের মুখপত্র—অধুনা-বিলুপ্ত "গণবাণী"তে ইস্‌লামের বিরুদ্ধে 'ক্রুজেড' ঘোষণা করেন। রুসের কম্যুনিষ্ট নামধারী গোমরাহ্ দল ন্যায়, নীতি, সদাচার—এক কথায় মজহাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া শুধু যে রুসের বার কোটী নর-নারীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তা নয়, তাহারা মিঃ মুজাফ্‌ফরের মত জগতের কোটি কোটি তরুণের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া বসিয়াছে। মাতৃ-জাতিকে তার অমূল্য সতীত্ব ও মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিতা করিয়া এবং তাহাদেরে নিকৃষ্ট হায়ওয়ানের জীবন যাপন করিতে বাধ্য করিয়া, এই যে সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি (?) তাহার মোহ হইতে খোদাতায়ালা পৃথিবীকে রক্ষা করুন।

হিন্দু না মুস্‌লিম?—লাহোরের ডি, এস, পি, মিঃ সণ্ডার্সকে হত্যা করা সম্পর্কে ধৃত যতীন দাস প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁর জন্য কন্যা-কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের (এবং হিন্দুর 'যর-খরিদা' বহু মুসলমানেরও) অন্যূন তিন হাজার সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রায় দুই মাস ধরিয়া দিন রাত অবিশ্রান্ত ঢোল পিটিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত কিছু করা সত্ত্বেও কলিকাতার মত বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহরেও যতীন-মিছিলে দশ হাজারের বেশী লোক জমা হইল না! পক্ষান্তরে, গাজী ইলামদীনের জানাযায় দুই লক্ষের এবং দফনে পাঁচ লক্ষেরও অধিক মুসলমান সমবেত হইয়া বীরের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন!! 'আনন্দ-বাজার' 'বসুমতী' প্রভৃতি হিন্দু সমাজের নামজাদা মুখ-পত্র গুলিও একথা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতে মুস্‌লিম-রাজত্বের সুদীর্ঘ এক হাজার বৎসরের ইতিহাসে—কোন রাজা, বাদশাহ, সম্রাট বা পীর-দরবেশের জন্যও জানাযাতে পাঁচ লক্ষ লোকের সমাবেশের কথা কেহ কখনো শুনে নাই বা কল্পনা করে নাই। এই সামান্য ঘটনা হইতে ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরাধীন ভারতকে যদি স্বাধীন ও স্বরাট করিয়া বিশ্বের স্বাধীন জাতি-সমূহের সম-পংক্তিতে দাঁড় করান সম্ভব হয়, তবে, তাহা এক মাত্র দশ কোটি সিংহ-সন্তানকে দিয়াই হইতে পারে। হিন্দু মহাসভার নিয়মিত বৃত্তি ভোগ করিয়া আজ যে সমস্ত লোক 'আঁতাতে'র বুলি কপচায়, তাহারা যে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী, লাহোরের সেদিনের সেই ব্যাপার হইতেই তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ইচ্ছা করিলে এবং কোন প্রকৃত নেতা (born leader of man) নিজের মধ্যে পাইলে এখনো যাহারা হেলায় বিশ্ব-বিজয় করিতে পারে, হিন্দুর সাহায্য ব্যতীত স্বরাজরূপ অশ্ব-ডিম্ব লাভ করিতে তারাই নাকি অপারগ—এই "মতবাদ" যাহারা প্রচার করিয়া বেড়ায়, তাদের চুরি ও ঘুষখোরী ধরিয়া দেওয়ার মত মানুষ কি এদেশে একজনও জন্মায় নাই?

সুবহ উম্মিদ

—০:*:০—

সর্দ্দা-বিলের "ব-দওলত" কতকগুলি ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিদ্বেষী, পাশ্চাত্য খিয়াল-সম্পন্ন তরুণকে চিনিতে পারা যাইতেছে। গত শুক্রবারে কলিকাতায় মুসলমানদিগের 'কাময়্যাব' (সাফল্য-মণ্ডিত) হরতাল হইল; কেল্লার মাঠে—মনুমেণ্টের সান্নিধ্যে প্রায় এক লক্ষ মুসলমান মিলিয়া এক বিরাট সভার অধিবেশন করিলেন, স্বনাম-খ্যাত পণ্ডিত সদ্য বিলাত হইতে প্রত্যাগত, কেন্দ্রীয় সাইমন কমিশনের অন্যতম সদস্য, ইউরোপে খ্যাতনামা বিবিধ ভাষাবিদ্ ডাক্তার আবদুল্লাহ সহ্‌রওয়ার্দ্দী সাহেব ঐ সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মূল সভা ব্যতীত আরও বহু খণ্ড সভা হইয়াছিল; কেবল কলিকাতায় নহে—ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এইরূপ সভা আহূত হইয়াছিল; এতদ্বারা সর্দ্দা বিল যে মুসলমানদিগের দিন ও মযহাবের খিলাফ, তাহা অভ্রান্তরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ আলেম ফাজেল এই ঘৃণিত বিলের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন। কেবল তাহাই নয়, পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষিত ধীর গম্ভীর জননায়কগণও এই ইস্‌লাম ধর্ম্ম-বিগর্হিত আইনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী। ইহা দেখিয়াও কতকগুলি কোরআন হাদীসে ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ 'হামবড়া—বাচাল চূড়ামণি' এক একটা ক্ষুদ্র সভা বা বৈঠকখানায় 'মজলিস' করিয়া সর্দ্দা আইনের সমর্থন করিতেছে। সূর্য্য বা চন্দ্রের সম্মুখে যেন খদ্যোতের আলো বিস্তার; হস্তীর সম্মুখে যেন মশার গুন্-গুনানী। কলিকাতার কোন কোন আস্তাবলে বা আস্তাকুঁড়ে এইরূপ দু' এক মজলিস হইয়াছিল। কোন এক ডিগ্‌বাজী খোর সভাপতি রূপে এই সভায় নাকি সভাপতিত্ব করিয়া, এক বক্তৃতা ঝাড়িয়াছিলেন। কয়েকটা বা দুচার গণ্ডা যুবকের হাত তালি তাহাতে হয়ত পড়িয়া থাকিবে। এই সকল ধর্ম্ম-জ্ঞান শূন্য সমাজের আবর্জ্জনা গুলিকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের কোর-আন হাদীসে বা ইজমা কিয়াসে কতদূর অধিকার আছে। যদি তোমাদের এই সকল বিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতা না থাকে, তবে এই সকল বিষয়ে কথা বলিবার বা মন্তব্য প্রকাশের কি অধিকার আছে? তোমাদের এসব অনধিকার চর্চ্চা কেন? আমরা ত জানি, পাশ্চাত্য খিয়াল-পূর্ণ কতকগুলি ভ্রান্ত লোক মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ও সামাজিক বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য উদ্দামতার পরিচয় দিতেছে। সর্দ্দার বিল পাস হইলে নাকি খুব মোটা-তাজা ছেলে-মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবী জয় করিবে। বিগত তের শত বৎসর মুসলমানগণ যে এরূপ আইনের আবশ্যকতা কখনও অনুভব করেন নাই; তাহাদের মধ্যে বাল্য-বিবাহ এবং যুবতী-বিবাহ সবই প্রচলিত ছিল; অন্যান্য প্রাচীন জাতি সম্বন্ধেও সেই কথা; অথচ তাঁহাদের বীরদর্পে সমগ্র পৃথিবী প্রকম্পিত হইত। বালিকা বিবাহের ফল স্বরূপ সন্তানগণ তরবারি বা বল্লম হস্তে, কি তীর নিক্ষেপণে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হইত; আর আজ যন্ত্র বিজ্ঞানের যুগে একটা হিজড়া বা নপুংসক বা একটী নারীও বন্দুক, রিভলভার বা বোমা ছুড়িয়া বহু লোককে যমালয়ে পাঠাইতে পারে। এখন বাহুবলের কোন মূল্যই নাই।

যে সকল অজ্ঞ অকাল কুষ্মাণ্ড সর্দ্দা-আইনের সমর্থন করে, তাহারা দেশের অবস্থা কিছুমাত্র অবগত নহে। বাঙ্গলা দেশের মধ্যে বাকরগঞ্জ জেলার লোক সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী বীর পুরুষ; সীমান্তের পাঠানের ন্যায় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তৎপর। খুন করিতে বা খুন হইতে পশ্চাৎপদ নহে। সেই বাকরগঞ্জ বা বরিশাল জেলায় বাল্য-বিবাহের বিশেষ প্রাবল্য। বাল্য বিবাহ-জাত সন্তানেরাই সাহসে, বল-বীর্য্যে বঙ্গ দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অনার্য্য নমঃশূদ্র বাঙ্গলা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বীর জাতি। তাহাদের লাঠী ও শড়কির নিকট আজও ধাড়া-বিবাহজাত পাশ্চাত্য খিয়াল-সম্পন্ন ননীর পুতুলগণ তিষ্ঠিতে পারিবে না। ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর, বিনোদপুর প্রভৃতি স্থানের মুসলমান লাঠিয়ালগণ অপরাজেয়। ঢাকা জেলার মান্দারগুলি নিবাসী লাঠিয়ালগণের বীর দর্পে একদিন বড়বড় জমিদারগণ প্রকম্পিত হইতেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল বাল্য-বিবাহ-জাত সন্তান। বঙ্গের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বান শ্রমজীবি, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিকদিগের মধ্যেও অধিকাংশ বালিকা-মায়ের সন্তান ছিলেন। তাই বলিয়া ঋতুর পূর্ব্বে স্বামী-সঙ্গমে এই সকল শারীরিক ও মানসিক বল সম্পন্ন-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল না। আর তাহা হইতেও পারে না। গ্রীষ্ম-প্রধান ভারতবর্ষে ১১ বৎসর হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে বালিকারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। আবার বর্ত্তমান যুগে যুবক যুবতীর অবাধ মেলামেশা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, কামোদ্দীপক নানা প্রকার অভিনয় ও দৃশ্য দর্শন, নাটক নভেল পাঠ ইত্যাদি ব্যাপারে অল্প বয়সে বালিকাদিগের যৌবনোদ্গম হয়। সুতরাং ১২।১৩ বৎসরের বালিকাগণ পূর্ণ যুবতী হইয়া থাকে; এবং সন্তান ধারণের ক্ষমতা লাভ করে। তাহাদিগকে ১৫।১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আইনের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া অবিবাহিতা অবস্থায় রাখা কি মহা বিপজ্জনক ব্যাপার নহে? ১৪ বৎসর বয়সে বাধ্যতামূলক বিবাহ হইলে সেই বিবাহের যোগাড়যন্ত্র করিতে ১৮।২০ বৎসর পার হইয়া যাইবে, ইহা কতবড় বিরক্তি-জনক। যে পাশ্চাত্য দেশে বিবাহের পূর্ব্বে যুবতীদিগের মধ্যে শতকরা ৩৫।৩০টা জারজ-সন্তান জন্মে বা ভ্রূণ হত্যা হয়, সেই দেশের অনুকরণ করিতে যাহারা চায়, তাহাদের ন্যায় নির্ব্বোধ ও বোকা এবং ধর্ম্ম-দ্রোহী ও সমাজ-দ্রোহী আর কে আছে? বিশেষতঃ ইহা মুসলমানদিগের সম্পূর্ণ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার। তথাকথিত স্বরাজ-পন্থী পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন উচ্চ ও মধ্যম রকমের শিক্ষিত দলই এই ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মারাত্মক সর্দ্দা-বিলের পক্ষপাতী। তাহাদের মধ্যে যদি লজ্জা শরম এবং ধর্ম্ম-জ্ঞান ও জাতীয় ভাবের কণা মাত্রও থাকিত, তবে পাশ্চাত্যের বিষাক্ত ভাবাপন্ন বর্ব্বর প্রথা স্ব-সমাজের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে ঈদৃশ বেহায়াপনের আশ্রয় লওয়া হইত না। হয় ত ইহার পরেই চার বিবাহ বিরোধী বিল কাউন্সিলে উপস্থিত হইবে, এবং মার্কা মারা ধর্ম্মের বিরোধী দল কর্ত্তৃক, তাহাও অবাধে পাস হইয়া যাইবে। তাই বলিয়া আমরা কেবলই বাল্য বিবাহের সমর্থন করিতেছি না। আর, শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাল্য বিবাহ এবং বহু বিবাহ আপনা হইতেই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাল্য-বিবাহ নাই বলিলেই চলে। অবস্থার চাপে বাল্য-বিবাহ কার্য্য প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না। অবশ্য সাধারণ সমাজে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত আছে। তাহারা বাধ্য হইয়া তাহা করিয়া থাকে। ১০।১২ বৎসরের বালিকা-বধু ঘরে আসিয়া সাংসারিক কাজে পরিপক্কতা লাভ করিবে; ঘর লেপিতে, উঠান ঝাঁটাইতে, হাঁড়ি-বাসন মাজিতে, বস্ত্রাদি ধৌত করিতে, ধান সিদ্ধ করিতে ও শুকাইতে, ঢেঁকিতে চাউল তৈয়ার করিতে, পাক শাক করিতে অভ্যস্ত হইয়া শ্বশুর শাশুড়ীর সংসারে তাহাদের সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করিতে অভ্যস্ত হইবে। স্বামী-সেবা শিখিবে; প্রেম

নব বরষের আজান

(—প্রতিভা বন্দোপাধ্যায়)

প্রতণ বরষ-অমানিশিথিনী কাটিল বুঝিবা ঐ
অরুণ-আলোকে তরুণের দল আসিল আজিকে কই!—
যুগের বেলাল নিশি-শেষে গায়, "জাগরে মোর্দ্দা কওম"
আর না ঘুমাও, আস্‌সালাতো খায়রুম্ মিনান্নাওম্।"!
'আজান ডাকে যে নিদ্রাতুরার বুকের দুয়ারে ঠেলি,'
জাগে না আজিও মনের মানব, দেখে না নয়ন মেলি' ॥
দীর্ঘ-বরষ নিশিথিনী খুলে আঁধার নেকাব ঐ,
মোয়াজ্জিনের জাগৃহী গানে তরুণেরা আসে কই?—

জীর্ণ যা' সব মিথ্যার বাণী আবর্জ্জনার স্তূপে
করিল লুপ্ত চক্রনেমির ভয়াল আঁধার কূপে।
কে করে অবাই আঁধিশয়তানে বাঁধিয়া আলোক যুরে!
অরুণ-আলোকে হজরত হাসে, কুসুম-গন্ধধূপে ॥
দীর্ঘ-বরষ-নিশিথিনী খুলে আঁধার নেকাব ঐ
তরুণ-বিহগ-বাউল-চারণ গান ধরে আজ কই?

*   *   *   *

যুগ-বেলালের গান শুনি' সবে জাগিয়া হাঁটিছে আজ,
কুসুম-শয়ন-তন্দ্রা-অলস-নয়ন খুলিতে লাজ?
গাহি চলা গান চলিছে বিশ্ব নতুন দেশের পানে,
কহে "জাগৃহী মনের মানব" পশে না কি তব কাণে?
দীর্ঘ-বরষ--নিশিথিনী খুলে আঁধার নেকাব ঐ
জীবনের পথে হ'য়ো না খঞ্জ, খঞ্জর ধর কই?

নতুন-বরষ-মিনারে উঠিয়া হাঁকিছে মোয়াজ্জিন,
"জেগেছে রুসিয়া, তুর্কী, কাবুল, জেগেছে নিঁদালু চীন
বিশ্ব-তোরণে মরণের বেশে হ'য়ে মুসাফির দীন"
প্রসাদ-ভিক্ষু হব কি আমরা? নহিক এমত হীন!"
মোয়াজ্জিনের জাগৃহী গান অরুণ কিরণে ঐ
দিকে দিকে যায় নিঁদের নয়নে; জাগিছ
তোমরা কই?*

* "মোয়াজ্জিন" হইতে উদ্ধৃত।

কার্য্যে মজবুত হইবে, ইহা সাধারণ—বিশেষতঃ কৃষক সমাজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সর্দ্দা-বিলে এই সকল সুযোগের মূলে কুঠারাঘাত হইবে। ইস্‌লামের ধর্ম্ম ও সামাজিক নিয়ম স্বতন্ত্র জিনিষ নহে, সুতরাং ইহাতে রাজার বা শাসন-বিভাগের হস্তক্ষেপ করা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। আর, যে প্রথা দিন দিন আপনা হইতেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ করা যুক্তির দিক দিয়াও ত সম্পূর্ণ অসঙ্গত। বাধ্যতামূলক নিম্ন শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে বাল্য বিবাহ আপনা হইতেই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

গত সফল হরতাল হইতে বার বার ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতের দশ কোটি মুসলমানের মধ্যে মাত্র দুই চারি শত ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট বিপথ-গামী ব্যক্তি ব্যতীত আর সকলে সমবেত ভাবে এই সর্ব্বনাশী বিলের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে ও করিতে থাকিবে। আমাদের সুশিক্ষিতা, সমুন্নতা জননী-ভগিনীগণও যে এই অন্যায় আইনের 'মুখালিফ' শত শত ঘটনার মধ্য হইতে একটি মাত্র এস্থলে উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। গত শুক্রবার স্থানীয় কাটুয়া কুঠি মহল্লায় মহীশূর রাজপরিবারের মাননীয়া মুসাম্মাৎ জাহানারা বেগম সাহেবের সভা-নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক সম্ভ্রান্ত মহিলার সভাতেও বিলের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ ও প্রতিবাদ করা হইয়াছে। সত্য বলিতে কি, গত হরতাল উপলক্ষে এত অধিক চিঠি পত্র ও টেলিগ্রাম আমাদের হস্তগত হইয়াছে ও হইতেছে যে, তাহা প্রকাশ করিতে গেলে, ২।৩ সপ্তাহ ধরিয়া "আল্-মুস্‌লিমে" আর কোন বিষয়ের 'গুঞ্জায়িশ' থাকিবে না। এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি প্রচলিত শাসন-তন্ত্রের চৈতন্যোদয় না হয়, তবে আর যে কিসে হইবে, শাসন-সংযত কণ্ঠে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারিতেছি না।

"বিল-সমস্যা"র প্রতিবাদ

[মওঃ মুহাম্মদ আকরম খাঁ]

প্রিয় সম্পাদক সাহেব, তস্‌লিম্!

বিগত ২৯শে কার্ত্তিক তারিখের 'আল-মুস্‌লিম' পত্রে মুসাম্মাৎ হাসিমুন্নেসা খানম ছাহেবার "বিল সমস্যা" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পাদ-টিকায় আমার উপর মিথ্যা দোষারোপ করা হইয়াছে। এই দোষারোপটি কোরাণের একটা স্পষ্ট আদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া, প্রকৃত ব্যাপারটা আপনার পাঠকগণকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

আপনার লেখিকা বলিতেছেন:—"ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী দু'জনের (মধ্য হতে) প্রত্যেককেই একশত দুর্‌রা মার। কোরাণ শরীফে একশত দুর্‌রার কথা লেখা আছে। আর (সংবাদ পত্রে অবগত হলাম যে) আমাদের জনাব আক্‌রাম খাঁ ছাহেব এলবার্ট হলে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে,—'ব্যভিচারীদের জন্য মুসলমানের শাস্ত্রে ৮০ দুর্‌রার ব্যবস্থা আছে।' তিনি এ ফৎওয়া কোন কংগ্রেস্ নামায় পেয়েছেন, না এলবার্ট হলে তাঁর নিকট কোন স্বরাজী ওহী নাজেল হয়েছিল?"

ইহার উত্তরে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, "ব্যভিচারীদের জন্য মুসলমানের শাস্ত্রে ৮০ দুর্‌রার ব্যবস্থা আছে" এরূপ কথা আমি এলবার্ট হলের বক্তৃতায় বা অন্য কোন স্থানে বলি নাই। আমার প্রতি এই দোষারোপটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। অনেকেই জানেন, এলবার্ট হলের সভায় আমি মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলাম এবং বহু সংবাদ-পত্রে তাহা সে সময় উদ্ধৃতও হইয়াছিল। সে অভিভাষণে আমি যাহা বলিয়াছিলাম, ১৪ই ভাদ্র তারিখের "মোহাম্মদী" হইতে তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ৮০ দোর্‌রার শাস্তি সম্বন্ধে আমি বলিয়াছিলাম:—"সতীত্ব হানি করা ত দূরের কথা, কেহ কোন নারীর চরিত্রের প্রতি অপবাদ দিলে, তাহার প্রতি ৮০ কষাঘাতের ব্যবস্থা, আর জীবনে কোন অবস্থায় তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না বলিয়া হুকুম।" আমি বলিয়াছি, নারী-চরিত্রের প্রতি অপবাদ রটনাকারীদিগের দণ্ডের কথা। কিন্তু আমাকে গালাগালি দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য লেখিকা তাহাকে ব্যভিচারীদের দণ্ডের ব্যবস্থায় পরিণত করিয়া লইয়াছেন। ব্যভিচার আর নারীর অপবাদ রটনা, এই দুইটা এক অপরাধ নহে; সুতরাং তাহার দণ্ডও এক হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, অন্যের প্রতি আক্রমণ করার সময়, লেখিকা এই অতি মোটা কথাটা ভাবিয়া দেখার সুযোগ পান নাই। তিনি ছুরা নূরের যে আয়ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ব্যভিচারের দণ্ড একশত দোর্‌রা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, খুব ঠিক কথা। কিন্তু আমি ত' ব্যভিচারের দণ্ডের কথা বলি নাই। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার 'ফৎওয়া' আমি আল্লার কেতাবুম্-মুবিনে প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতি আছমানী অহি রূপে নাজেল হইয়াছিল। তাঁহার উদ্ধৃত ব্যভিচারের দণ্ড সংক্রান্ত আদেশ ছুরা নূরের ২য় আয়তে বর্ণিত হইয়াছে, আর আমার কথিত অপবাদ রটনার দণ্ডের আদেশ ঐ ছুরার ৪র্থ আয়তেই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ বলিতেছেন:—"এবং যাহারা মহিলাগণের (চরিত্রের) প্রতি অপবাদ প্রদান করে, তৎপর চারিজন সাক্ষী উপস্থাপিত না করে, তাহাদিগকে ৮০ দোর্‌রা মারিবে, আর তাহাদের সাক্ষ্য তোমরা কখনই গ্রহণ করিবে না, বস্তুতঃ তাহারাই ত' হইতেছে অনাচারী।"* ফলতঃ বিধর্ম্মীয় আক্রমণ হইতে কোর-আনের মহিমাকে অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে আমি কোর-আনের উপদেশই অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, ইহাই আমার অপরাধ।

ইহার পর মাননীয় খানম ছাহেবা যে ভাষায় যে রুচির পরিচয় দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি কোন আলোচনা করিতে চাহি না। একজন ভদ্র মহিলার নাম করণে এই প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার লেখা পড়িয়া মনে হয়, আরবী সাহিত্যে ও কোর-আনের এলেম সম্বন্ধেও তাঁহার যথেষ্ট বুৎপত্তি আছে। সুতরাং এই সুশিক্ষিতা ভদ্র মহিলার ঐ সকল মন্তব্য লইয়া আলোচনা করা আমি সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। খোদার ফজলে ঐ শ্রেণীর আক্রমণগুলির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করার মতি বা আবশ্যকতা আমার কখনও হয় নাই।

* ভুল ছাপার ভয়ে আরবীর অনুবাদ মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।—লেখক।

মুস্‌লিম-জাতীয়তা

(মওঃ মুহাঃ আহবাব চৌধুরী বি-এ,)

সাম্প্রদায়িকতা বনাম জাতীয়তা

তারপর, কংগ্রেসের কথা। কেহ কেহ আমাদিগকে কংগ্রেসে প্রবেশের বিরোধী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন। তাই, এ বিষয়ে সকলের সন্দেহ দূর করা উচিত। কংগ্রেস কেবল হিন্দুর নয়, ইহা মুস্‌লিম হিন্দু উভয়েরই। পূর্ব্বে কংগ্রেস ভারতীয় "জাতীয়তার" মুখোস পরিয়া, কেবল মাত্র হিন্দু-স্বার্থ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন এবং কংগ্রেসের নামে মুস্‌লিম স্বার্থের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা তা প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে ও ইহার বাহিরে—সমগ্র দুনিয়ায়, ইহাই ভারতবাসীর অভিমত বলিয়া প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু গত অসহযোগ আন্দোলনের যুগে মুস্‌লিমেরা দলে দলে কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া, ইহা সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়া ফেলিলেন। তখন ইউরোপ ও আমেরিকায় কংগ্রেসের মারফতে ভারতের নামে হিন্দু-স্বার্থের খাস্তামাল চালাইয়া প্রতারণা করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। তখন হিন্দু নেতারা কংগ্রেসে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখা কঠিন হইয়াছে দেখিয়া, ক্রমশঃ ইহা হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন এবং হিন্দু মহাসভা কায়েম করিয়া সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুস্‌লিম-হিন্দু দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে মুস্‌লিমেরা কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়ায় ইহা আবার হিন্দু নেতৃবর্গের করতলগত ও হিন্দু মহাসভার ফরমাবরদার হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেস মুস্‌লিমের দখলে থাকিলে এক শ্রেণীর হিন্দু নেতা ও All parties Convention মুস্‌লিমের বিরুদ্ধে এত প্রোপাগেণ্ডা করিবার সুযোগ পাইতেন না। কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া মুস্‌লিমেরা বড়ই অদূরদর্শিতার কাজ করিতেছেন। সুতরাং আবার কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া, যাহাতে উহাকে সম্পূর্ণ মুস্‌লিম কংগ্রেসে পরিণত করিতে পারি, তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। কংগ্রেসে প্রবেশ করিলেও মুস্‌লিম স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। কেবল ভাত খাইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না; নিজের শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য গুশ্‌ত, হালুওয়া, দুধ প্রভৃতি অনেক প্রকারের খাদ্য খাইতে হয়। ঠিক সেইরূপ কংগ্রেসকে খাইয়া আমাদের জাতীয় জীবন বাঁচিতে পারে না। নিজের জাতীয় জীবনের পুষ্টি সাধন ও মুস্‌লিম স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য, মুস্‌লিম লীগ, খিলাফত কমিটি, জমিয়তুল উলামা, তান্‌জিম, তবলীগ, সাহিত্য সম্মিলনী প্রভৃতি বিভিন্ন মুখী প্রতিষ্ঠানেরও বিশেষ দরকার। আমাদের ইস্‌লামী স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যাহাতে আমরা সকলের উপরে মাথা উঁচু করিয়া সমগ্র ভারতে আবার মুস্‌লিম ভারতের আদর্শ খাড়া করিতে পারি, তজ্জন্য সকলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

সাইমন এখনও শেষ রিপোর্ট দাখিল করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর যে নেহরু-রিপোর্ট প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। এমন অবস্থায় ভারতীয় মুস্‌লিমের রাষ্ট্রীয় জীবনের Turning point এর সময় নিজের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নেহরু-রিপোর্ট আলোচনা করিতে বিশেষ সতর্কতার সহিত অগ্রসর হওয়া উচিত। সমগ্র হিন্দু-ভারত এক জোট হইয়া, সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া দিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিয়াছেন। স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বাতিল হইয়া গেলে যে মুস্‌লিম রাষ্ট্রীয় জীবনও সঙ্গে সঙ্গে একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইবে তাহা বার বার উল্লেখ করিয়া পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিতে চাই না। বাঙ্গালা দেশে মুস্‌লিমের সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও করপোরেশনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ চিনিয়া লইতে পারা যায়। এই দুই প্রতিষ্ঠান দেখিলে বুঝা যায় যেন বাঙ্গলায় মুস্‌লিমের কোন অস্তিত্ব নাই। সাইমন কেন্দ্র-সমিতির সভাপতি স্যর শঙ্কর নায়ার ও তাঁহার হিন্দু সহযোগিরা স্যর জুল্‌ফিকার আলী খান ও ডাঃ সহ্‌রওয়ার্দ্দী প্রমুখ ভারতের নেতৃ-স্থানীয় দুই জন মুস্‌লিম সভ্যের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া, যে উৎকৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা দেখিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি। তারপর, লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা ডাঃ রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, এইচ, ডি অধ্যাপনা-চিন্তা ত্যাগ করিয়া মাইনরিটি সমস্যার (minority problem) সমাধান তথা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া দিবার জন্য পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া ও বক্তৃতা দিয়া প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে কিছু দিন পূর্ব্বে এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডাঃ শাফাত আহমদ M. A. D. Litt, সাহেব মুস্‌লিম স্বার্থ-রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হিন্দু সভ্য ও হিন্দু সংবাদপত্রগুলি, তাঁহার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত জুড়িয়া একটা তোলপাড় শুরু করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাঃ রাধা কুমুদ যে শিক্ষা বিভাগের আইন অমান্য করিয়া প্রকাশ্য ভাবে সাম্প্রদায়িক কোন্দলে নামিয়া পড়িলেন, ইহার জন্য কেহ উচ্চ-বাচ্য করিলেন না। ইহা হইতে বড় দরের Communalism আর কি হইতে পারে। তিনি ১৯২৯ ইং আগষ্ট সংখ্যার The Modern review নামক পত্রিকার ১২৩ পৃষ্ঠায় 'লীগ অব্ নেশন্‌সে'র সন্ধি-পত্রের নজির ও দলিল সহ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, ইউরোপ যখন সংখ্যা-লঘিষ্ঠ জাতির জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেন নাই, তখন লীগের তথাকথিত সভ্য হিসাবে ভারতের পক্ষে তাহা মানিয়া লওয়া উচিত, ইত্যাদি। অর্থাৎ তিনি পরে সোজা যুক্তি বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, মুস্‌লিমের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া দিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক আইনে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া অধ্যাপক রাধা কুমুদের যথেষ্ট খ্যাতি আছে, কিন্তু তিনি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কত বড় Blunder করিয়া বসিলেন, তাহাও ত একবার তলাইয়া দেখিলেন না!

দুনিয়ার সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসিত পরাধীন দেশ। লীগ অব্ নেশন্‌স্ গঠিত হওয়ার পর ভোটাধিক্য ও নিজের শক্তি বড়াইবার জন্য League of Nations এর তথাকথিত সভারূপে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ভোট দিবার ভারতের কোন অধিকার নাই। ইংলণ্ডের আদেশ মত উঠা-বসাই তাহার কাজ। ভারত গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামতই উক্ত মেম্বার nominated হইয়া থাকেন। কংগ্রেস অথবা ভারতীয় Legislative Assembly তাঁহাকে নির্ব্বাচন করেন নাই। তাই এই তথাকথিত মেম্বারকে ভারতবর্ষ নিজের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করে নাই। তাছাড়া এই Minorities Guarantee Treaties—ইউরোপের ১। আলবেনিয়া, ২। অষ্ট্রিয়া, ৩। বুলগেরিয়া, ৪। এশটনিয়া, ৫। ফিনল্যাণ্ড, ৬। গ্রীস, ৭। হাঙ্গেরী, ৮। লেটভিয়া, ৯। লিথুনিয়া ১০। মেমেল, ১১। পোলাণ্ড, ১২। রোমানিয়া, ১৩। সার্ব্ব, ১৪। আপার সাইলেশিয়া, ১৫। জেক শ্লাবকিয়া, ১৬। তুর্কী—এই ষোলটি ছোট ছোট রাজ্যের মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা প্রমুখ বড় বড় States গুলি এ সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করেন নাই। ডাঃ রাধা কুমুদ ১২৮ পৃষ্ঠায় নিজেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "The British Delegate Viscount Cecil, took the point that the Minority treaties concerned only the new States and those which had their territories modified after the Peace Conference at Paris of 1919." ইংলণ্ড যখন উক্ত Minority treaties এ স্বাক্ষর করেন নাই, তখন এই হিসাবেও উক্ত সন্ধিপত্রের আইন-কানুন কোন মতেই ভারতের উপর প্রয়োগ হইতে পারে না। কিন্তু ডাক্তার রাধাকুমুদ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া আন্তর্জ্জাতিক আইন অমান্য করতঃ জবরদস্তী করিয়া, উহা ভারতবর্ষে চালাইয়া, মুস্‌লিমের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য মিটাইয়া দিবার জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া দিতে চান। ইহা হইতে অন্যায় জুলুম ও অবিচার আর কি হইতে পারে? কথা প্রসঙ্গে আমি অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। আশা করি, পাঠক সাহেবান আমার এই বাচালতার জন্য বে-আদবী মাফ করবেন। হিন্দু নেতারা ও লেখকেরা স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বাতিল করিয়া দিয়া ভারতবর্ষ হইতে আমাদের স্বাতন্ত্র্য ও ইস্‌লামী অস্তিত্ব মিটাইয়া দিবার জন্য চারিদিক হইতে ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগেণ্ডা চালাইয়া কি ভীষণ হাম্‌লা শুরু করিয়াছেন, ইহার একটী নমুনা দেখাইবার জন্য এক সুদীর্ঘ কথা লিখিলাম। ইহার সহিত যে কেবল রাজনৈতিক সমস্যা জড়িত আছে,

এমন নয়; বরং ভারত হইতে ইস্‌লামকে একেবারে মিটাইয়া দিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা চলিতেছে। এ রাংশটি আমি "আল্-মুস্‌লিমে" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ" নামক প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি। কিন্তু হায়! আমাদের ভারতীয় মুস্‌লিমেরা এখনও নিজের আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিলেন না।

সে যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তাঁহার সাধের রিপোর্টখানি মুস্‌লিম সমাজ কর্ত্তৃক পাস্ করাইয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হিন্দু নেতারা কলিকাতা কনভেনশনে রুদ্রমূর্ত্তি দেখাইয়া ধমক দিয়া মুস্‌লিম সমাজকে শাসন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। মুস্‌লিমেরা দিল্লীতে সর্ব্বদল সম্মিলনীর (Muslim All Parties Conference) আহ্বান করিয়া কনভেনশনকে একেবারে উড়াইয়া দিলেন। ইহার পর তাঁহারা কয়েক জন মুস্‌লিম নেতাকে বশ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু মিঃ জিন্নাহ, স্যর শফী, জনাব মুহাম্মদ ইয়াকুব ও মওলানা মুহাম্মদ আলী নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ায় বিশেষ কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না! তাই এখন হিন্দু নেতারা রুদ্র মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া মুস্‌লিম নেতৃবৃন্দকে হাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিঃ গান্ধি গত ১১ই আগষ্ট (১৯২৯) তারিখে বোম্বে গিয়া মিঃ জিন্নাহ্ ও আলী ভাইগণের সহিত গোপনীয়ভাবে সাক্ষাৎ করিয়া (secret intervew) করিয়া আসিলেন! তাঁহারা যত বড়ই নেতা হউন না কেন, আমরা Principle হিসাবে এই সকল গোপনীয় আলোচনার একান্ত বিরোধী। আমরা ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি! এই সকল সম্প্রদায়িক সমস্যা প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশ্য সভায় আলোচনা হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা না করিয়া রোমান্ জুলীয়েটের গোপনীয় প্রেমালাপের ন্যায় মিঃ গান্ধি মিঃ জিন্নাকে কি কাণমন্ত্র শুনাইয়া আসিলেন, সে রহস্য আমরা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমাদের এই জীবন-মরণ সমস্যাগুলি মীমাংসার সময় জনসাধারণের অভিমত প্রকাশ করিবার প্রত্যেকেরই স্বায্য অধিকার আছে। মিঃ জিন্নাহ্ অথবা মিঃ গান্ধিকে ইহা মীমাংসা করিবার জন্য আমরা প্রতিনিধি নিযুক্ত করি নাই। সুতরাং প্রকাশ্য সভায় ভারতীয় মুস্‌লিমের অভিমত না লইয়া ব্যক্তিগত ভাবে এই সকল সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিবার মিঃ জিন্নাহ্ ও আলী ভাইগণের কোন অধিকার নাই। এই গণ-তন্ত্রের যুগে নেতৃবৃন্দের এই স্বেচ্ছাচার-মূলক কার্য্যের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। তা ছাড়া মিঃ গান্ধির মহাত্মা বলিয়া সর্ব্বত্র একটা সুনাম থাকিলে ও আমরা তাঁহার এই গোপনীয় সাক্ষাতের কথা শুনিলে স্বভাবতঃই বড় ভীত হইয়া পড়ি। অসহযোগ আন্দোলনের আমলের পূর্ব্বা মউহমের ভারতের তৎকালীন রাজ প্রতিনিধি লর্ড রিডিং এর সহিত মিঃ গান্ধির গোপনীয় সাক্ষাতের পর হইতেই অসহযোগ আন্দোলন হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় এবং মুস্‌লিম ও হিন্দুর মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর ঘটিয়া এক নূতন সাম্প্রদায়িক সমস্যার সৃষ্টি হয়। মিঃ জিন্নাহ্ ও আলী ভাইগণের সহিত গোপনীয় সাক্ষাতের পর মুস্‌লিম রাষ্ট্রীয় জীবনের গতি যে কোন্ দিকে ফিরিবে, তাহা আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে বলা সম্ভবপর নহে। নেহরু-রিপোর্ট সম্বন্ধে এই গোপনীয় সাক্ষাতের ফলাফল সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে মিঃ জিন্নাহ্ ও আলী ভাইগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। প্রকৃত আমরা ভারতীয় মুস্‌লিমেরা তাঁহাদের উপর কখনও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিবনা! কলিকাতা কনভেনশনের পর কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া মওলানা মুহাম্মদ আলী দিল্লী মুস্‌লিম সর্ব্বদলে স্যর শফির সঙ্গে যোগদান করিয়া, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রভৃতি সবই সমর্থন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কিছু দিন পরে বোম্বে মুস্‌লিম-হিন্দু হাঙ্গামার কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দান কালে তিনিই ঘোষণা করিলেন যে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনই এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মূলে বর্ত্তমান। এই সকল inconsistancyর মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য নিহিত আছে কিনা, বলিতে পারি না। এই একটি মাত্র কথা দ্বারা আমাদের জাতীয় জীবনের এই নাজুক সময়ে তিনি মুস্‌লিম সমাজের কত বড় অনিষ্ট করিলেন, তাহাও একবার খেয়াল করিলেন না। তারপর মিঃ জিন্নাহ্ কনভেনশনে অপমানিত হইয়াও মুস্‌লিম লীগ পরিচালনায় যে দুর্ব্বলতা দেখাইলেন, তাহা আমরা কখনও সমর্থন করিতে পারি নাই। আমরা মিঃ জিন্নাহ্‌র গভীর রাষ্ট্র জ্ঞানের অনেক প্রশংসা করিলেও তাঁহার এই দুর্ব্বলতা ও হিন্দু 'ধুস কুন-নীতি'র কখনও সমর্থন করি না। তাঁহার ব্যক্তিগত ভাবে যে কোন অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন; তাঁহাদিগকে আটকাইয়া রাখিবার আমাদের কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় মুস্‌লিম সমাজের অভিমত গ্রহণ না করিয়া নকল প্রতিনিধি সাজিয়া মুস্‌লিম-ভারতের পক্ষে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিতেছি। আর হিন্দু নেতৃবৃন্দকে আমরা জানাইয়া রাখিতেছি—আমরা কখনও তাঁহাদের এই চালবাজীর ফাঁদে পড়িব না। আমরা কখনও তাঁহাদের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত অথবা মিষ্ট কথার প্রলোভনে পড়িয়া আমাদের জাতীয় স্বার্থ ত্যাগ করিব না। যে কোন উপায়েই আমরা সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন রক্ষা করিতে চাই। হিন্দুরা যদি মুস্‌লিমের সহিত নেহরু রিপোর্ট সম্বন্ধে আপোষে মীমাংসা করিতে চান, তবে যেন দিল্লী সর্ব্বদল সম্মিলনীর সব প্রস্তাবগুলিই সমগ্র ভাবে গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন, সিন্ধু প্রদেশকে পৃথক করা প্রভৃতি বিষয়ের একটি শব্দ বদলাইতে চাহিলেও আমরা কিছুতেই সম্মত হইব না।

—ক্রমশঃ

মুলকী

মানুষ ও পশুর নব-যৌবন

ডাঃ ভরোনফের বিবৃতি

মানুষ এবং পশুকে নব-যৌবন দান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রচেষ্টা দ্বারা যিনি পৃথিবী বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই বৈজ্ঞানিক প্রবর ডাক্তার ভরোনফ ভারত গবর্ণমেন্টের আমন্ত্রণে ভারতে আসিতেছেন। তিনি কলম্বোতে পৌঁছিয়াছেন, সেখান হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া পশুকে নব-জীবন দান সম্পর্কে উপদেশ দিবেন। জনৈক সংবাদ-পত্র প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন:—আমার কাজ দুইভাগে বিভক্ত—মানুষের উপর অস্ত্রোপচার এবং পশুর উপর অস্ত্রোপচার। জনসাধারণের আগ্রহ সাধারণতঃ মানুষের সম্পর্কে বেশী; কিন্তু আমার কাজের প্রকৃত উপকারিতা হইতেছে পশুর সম্পর্কেই। একটি জন্তুনাম্বের কথা ধরা যাউক—অর্থাৎ যখন বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন উহার ইন্দ্রিয় গ্রাস অক্ষম হইয়া যায়। সেই সময় একটি অল্প বয়স্ক পশুর দেহ হইতে পেশী লইয়া, উক্ত বৃদ্ধ জন্তুর দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল—তৎক্ষণাৎ অশ্বটি উহার শুক্র-যৌবন ফিরিয়া পাইল এবং পুনরায় বলিষ্ঠ, সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল, এই প্রকারে অশ্বটির জনন শক্তি ফিরিয়া আসিল। সেই শক্তি যে, ইহার যৌবনের শক্তির মতই সমপ্রবল হইল, এমন নহে, অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই প্রকারে আমরা পশুদিগের জীবনীশক্তি নিশ্চিতরূপে বাড়াইয়া দিতে পারি। ইহা দ্বারা যে অর্থনৈতিক লাভ হইবে, তাহার তুলনা নাই। গৃহপালিত যে কোন জীব-জন্তু সম্পর্কেই এই নিয়ম খাটে। আমরা এখন পর্য্যন্ত কোন ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হই নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আমার ছাত্র সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে। মানুষের সম্পর্কে সাফল্যের কথা এই মুহূর্ত্তে নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এই পরীক্ষা মাত্র ১০ বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এখনও মানুষের জীবনীশক্তি নিশ্চিতরূপে বাড়াইয়া দিতে পারি নাই। তবে সেরূপ আভাষ পাইতেছি বটে এবং আগামী ১০ বৎসরের মধ্যে আমরা একটা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত পাইব। মানুষ বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে, তাহার দেহে রোগজীবাণুর আক্রমণ আর সহ্য হয় না, কাজেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু বলিষ্ঠ দেহে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ খুব সহজ। আমি যে অস্ত্রোপচার ক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছি, তাহাতে শরীরের মাংস-তন্তু সকল সবল এবং পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয় এবং এই প্রকারে মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়। মানুষের দেহে বানরের গ্রন্থি প্রবেশ করাইলে, উহার আকৃতি মানুষের মত হইবে বলিয়া, লোকের যে ধারণা আছে, তাহা অত্যন্ত হাস্যকর। বানরের গ্রন্থি না হইলেই যে চলিবে না, তাহা নহে, তবে অন্য পশুর চেয়ে উহার সুবিধাজনক। কারণ মানুষের সহিত উহার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য আছে। সম্ভব হইলে ও প্রয়োজন হইলে, অনেক মানুষের গ্রন্থিও অল্প জরাজীর্ণ দেহে প্রবেশ করাইয়া বৃদ্ধকে নব-যৌবন দিতে পারি। ১৯২৭ সালে বুডাপেস্ত নগরীতে পশু সংক্রান্ত কংগ্রেসে আমি বলিয়াছিলাম যে, শিশুদের দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া আমি নূতন প্রতিভাসম্পন্ন একটি জাতি প্রস্তুত করিতে পারিব। সেই কথাটার কিঞ্চিৎ অপব্যাখ্যা হইয়াছে। প্রতিভা কেহ সৃষ্টি করিতে পারে না, উহা স্বভাবজাত। আমার আবিষ্কার হইতেছে এই যে, ৮ কিম্বা ১০ মাস বয়সের সময় শিশুদের দেহে যদি আমার প্রক্রিয়া অনুযায়ী অস্ত্রোপচার করা যায়, তবে উহাদের মানসিক ও শারীরিক শক্তি অনেক বৃদ্ধি পাইবে। কারণ মস্তিষ্ক তাহার খোরাক শরীর যোগায়; ক্রমে এমন সময় আসে, যখন শরীর মস্তিষ্ককে আর খাদ্য দিতে পারে না। অনেক বুদ্ধিমান ছেলের ক্ষেত্রে এরূপ দেখা গিয়াছে। প্রথম বয়সে তাহারা যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দেয়, পরে সেই শক্তি তাহারা হারাইয়া ফেলে। এই জন্য অনেক প্রতিভা অকালে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং একটি অতিরিক্ত গ্রন্থি যদি শৈশব হইতেই মানুষের মস্তিষ্কের দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া যায়, তবে মস্তিষ্ক শরীর হইতে প্রচুর খাদ্য পাইতে পারে এবং এই প্রকারে তাহার প্রতিভা বজায় থাকিতে পারে।

হিন্দু ব্যবসায়ী আক্রান্ত

পুত্রের জন্য নিজে জখম

ভূপাল রাজ্যের এক হিন্দু ব্যবসায়ী ও খাদিকর্ম্মী কুমার ঠিঠন দাস কিভাবে মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার এক বিবরণ 'হিন্দুস্থান টাইম্‌সে' প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, কুমার ঠিঠন দাস তাহার দুইটী পুত্রসহ গাড়ীতে চড়িয়া যাইতেছিল। এই সময় কয়েকজন মুসলমান নাকি তাহাকে আক্রমণ করে। কুমার পুত্রদ্বয়কে রক্ষা করিতে যাইয়া গুরুতর ভাবে আহত হয়। হিন্দু-ভক্ত ডাঃ আনসারী যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন।

মোহান্তের প্রেমলীলা

সরস্বতী উদ্ধার না ডাকাতি?

ডাকাতি করিবার অভিযোগে বগুড়ার সেশন জজের বিচারে কৈলাস নিয়োগী ও রামচন্দ্র দাস ৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। প্রকাশ যে, মধ্য কাকুলী গ্রামে একটি আশ্রম আছে। রে, গোস্বামী ঐ আশ্রমের কর্ত্তা। ঐ আশ্রমে বিভিন্ন বয়সের বহু স্ত্রীলোক বাস করে, বিভিন্ন স্থান হইতে ঐ সকল স্ত্রীলোক সংগ্রহ করিয়া আনা হইত। প্রতিবেশিগণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করে। গত বৎসর ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ১৫ জন লোক আশ্রমে চড়াও করে এবং গোস্বামীকে আহত করিয়া ১০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি হস্তগত করে; পুলিস গ্রামের ১৪টি যুবককে গ্রেফতার করে। আসামী পক্ষের কথা এই যে, আশ্রমে ডাকাতি করা হয় নাই। গ্রামের সম্ভ্রান্ত ঘরের সরস্বতী নাম্নী একটি বালিকাকে আশ্রম হইতে উদ্ধার করিতে যাওয়ায়, এই মামলার সূত্রপাত হইয়াছে। গোস্বামী স্বীকার করে যে, ডাকাতেরা চলিয়া যাইবার সময় তাহাকে ভয় দেখাইয়া ছিল যে, যদি এই ভাবে গ্রামের লোকদিগকে খারাপ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে খুন করা হইবে। হাইকোর্টে জামীন মঞ্জুর ও আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে।

ডার্ব্বির টাকা লইয়া মামলা

তিন নম্বর মোকদ্দমা রুজু

সের সিং নামক আসানসোলের জনৈক লোক ডার্ব্বির টিকিট কিনিয়া চৌদ্দ লক্ষ টাকা পাইয়াছে, বলিয়া ঘোষণা করে এবং লছমনারায়ণ ও তাহার পুত্রকে উক্ত টাকা আদায় করার অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত করে। ইহাদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়। সম্প্রতি অভিযোগকারীর সহিত আসামী পক্ষের একটি আপোষ নিষ্পত্তি হওয়ায়, ইহাদের দুইজনের বিরুদ্ধে আনীত মামলা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে! শুধু জিতেন্দ্র নাথ সেন নামক জনৈক লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করা হয় নাই। সের সিং জিতেন্দ্র নাথের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনিয়াছে। এদিকে ভগৎ সিং নামক জনৈক কণ্ট্রাক্টর উক্ত টাকার দাবী করিয়া অপর একটী মামলা রুজু করিয়াছে। ভগৎ সিং পুরস্কারের টাকার এক চতুর্থাংশ পাইবে, সের সিংহের সহিত তাহার এই বন্দোবস্ত চলে। আগামী ৬ই এবং ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে যথাক্রমে এই দুইটী মামলার শুনানী হইবে।

মাদ্রাজী বালকের বীরত্ব

ব্যাঘ্র-কবল-হইতে-পিতামহীকে উদ্ধার

আট বৎসর বয়স্ক একটী বালক কিরূপে ব্যাঘ্রের কবল হইতে তাহার বৃদ্ধা পিতামহীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার বীরত্বপূর্ণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বালকের পিতামহী ভিজাগাপটমের এক বাঁশবনে ব্যাঘ্রের কবলে পতিত হয়। তখন বালকটি তাহার পিতামহীকে রক্ষা করে। প্রকাশ, বালকটি ব্যাঘ্রটির প্রতি অনবরত সূক্ষ্মাগ্র পাথরসমূহ নিক্ষেপ করিতে থাকে। ফলে ব্যাঘ্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। অবশ্য ইহার পর কয়েকদিন মাত্র বৃদ্ধাটী বাঁচিয়াছিল। ভিজাগাপটমের এজেন্ট বালকটিকে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

হিন্দু দম্পতির স্বরূপ

পত্নীর জন্য কোর্টে গমন

বালুরাম নামক জনৈক মিঠাই-বিক্রেতা ব্রাহ্মণ তাহার স্ত্রীকে লইয়া শিবঠাকুরের লেনে বাস করিত। মুগাই এবং শুকদেব নামক দুই ব্যক্তি সেই বাড়ীর অন্য ভাড়াটিয়া ছিল। কিছুদিন যাবৎ বালুরাম লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল যে, ঐ দুই ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সঙ্গে অশ্লীল ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। একদিন সে তাহার গৃহে প্রবেশ করিতেই দেখিতে পায় যে, ঐ দুই ব্যক্তি ঐ ঘরের মধ্যে তাহার স্ত্রীর পাশে বেশ সন্তোষ-সূচক অবস্থায় বসিয়া আছে। বালুরাম দৌড়িয়া গিয়া তাদের এরূপ আচরণের কৈফিয়ৎ চাহিলে, তাহারা একটুও সন্ত্রস্ত না হইয়া, তাহাকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। ইহার পর তাহারা ব্রাহ্মণের স্ত্রীর সহিত সেই বাড়াতে বাস করিতে থাকে। অনেক চেষ্টা করিয়াও ব্রাহ্মণ আর সেই ঘরে ঢুকিতে পারে নাই। বালুরাম কোর্টে নালিস করিয়া, তাহার স্ত্রীকে কোর্টে আনাইবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করে। কিন্তু তাহার স্ত্রী বলে যে, বালুরাম তাহার উপর খারাপ ব্যবহার করিত। কাজেই সে আর তাহার কাছে যাইবে না। মামলার শুনানি মুলতুবি আছে।

ব্রাহ্মণ বাড়িয়ায় দুর্ভিক্ষ

পাঁচ হাজার আর্ত্ত নর-নারী

৫০০০ হাজার বুভুক্ষিত কৃষক শহরে সমবেত হয়। ইহারা ১০ হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তি গ্রাম সমূহ হইতে আসিয়াছিল। ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর মলিন বিশুষ্ক মুখে অনাহারের তীব্র জ্বালা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বেলা ১ টার সময় ইহারা স্থানীয় কালীবাড়ীতে সমবেত হয় এবং তথা হইতে মহকুমা হাকিমের ইজলাসের দিকে যাইতে থাকে। মহকুমা হাকিম উপস্থিত না থাকায় ইহারা সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সকাশে উপস্থিত হইয়া, কৃষিঋণ ও সাহায্যের আবেদন জানায়। সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট অবিলম্বে সাহায্য করিবেন, আশ্বাস দেওয়ায় তাহারা প্রত্যাবর্ত্তন করে ও স্থানীয় "চিত্তরঞ্জন স্বদেশিক প্রতিষ্ঠানে" সমবেত হয়। তথায় এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। বিভিন্ন বক্তা সভায় বক্তৃতা দান করেন। মিহির বাবু বক্তৃতা প্রসঙ্গে সকলকে দৃঢ়-সঙ্কল্প ও একতাবদ্ধ থাকিতে অনুরোধ করেন এবং বুঝাইয়া দেন যে, তাহা হইলেই সরকার উপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া যায় যে, মহকুমা হাকিম প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তখন সমস্ত লোক তাঁহার বাংলার দিকে যাইতে থাকে। মহকুমা হাকিমের নিকট যাইয়া, তাহারা নিজেদের দুর্দ্দশার এক মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা প্রদান করে। মহকুমা হাকিম স্বচক্ষে এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের চিত্র দেখিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেন যে, অবিলম্বে ইহাদের সাহায্য করা প্রয়োজন। তিনি তখন ঘোষণা করেন যে, ৭ দিনের মধ্যেই প্রত্যেক পরিবারকে অন্ততঃ ৪০ টাকা করিয়া ঋণদান করা হইবে। অনশন-ক্লিষ্ট ৫০০০ লোক তখন রাত্রি ৭টার সময় মহকুমা হাকিমের কুঠি পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া, গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতে থাকে। উহাদের অনেকে ২০ মাইল দূর হইতেও আসিয়াছিল। ইহাদের দুঃখে শহরের সকলেরই প্রাণ বিগলিত হয়। মোক্তার লাইব্রেরী ইহাদের জলযোগের জন্য ৫০, টাকা দেন। ঐ টাকা হইতে উহাদিগকে চিড়া, বাতাসা ও বিস্কুট কিনিয়া দেওয়া হয়। রাত্রি ৮ টার উহারা শহর পরিত্যাগ করে।

"মানুষ আমরা নহি ত' মেষ"

ভারত-ব্যাপী বিপুল উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা

ধর্ম্ম-দ্রোহীদের প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার

কলিকাতায়

সর্দ্দা আইনের প্রতিবাদস্বরূপ কলিকাতার মুসলমানগণ গত শুক্রবার হরতাল পালন করিয়াছেন। চাঁদনী, নূতনবাজার, লোয়ার চিৎপুর রোড্, বেন্টিক ষ্ট্রীট, বড়বাজার, খিদিরপুর, সিয়ালদহ, মেছুয়া বাজার, তাঁতিবাগান, ধাঙড় বাজার, ঠনঠনিয়া, কলুটোলা, মুর্গীহাটা, চিনাবাজার, কড়েয়া প্রভৃতি সমস্ত স্থানের মুসলমানদিগের দোকানগুলি বন্ধ ছিল। বাজারে ও রাস্তার সন্ধিস্থলে অনেক পুলিস কনষ্টেবল মুতায়িন রাখা হইয়াছিল,কিন্তু কোনরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটে নাই। কলিকাতার বিভিন্ন মুসলমান-প্রধান পল্লী হইতে পত্র-পতাকা শোভিত অসংখ্য শোভাযাত্রা জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ময়দানে সমবেত হয়। ৪৭নং রিপণ ষ্ট্রীটের 'ইসলামী ভিমুখানা' হইতে 'তিযবুল্লাহ' দলের একটী সুন্দর শোভাযাত্রা মল্ল-বীর মওঃ মুহাঃ আমির সিলৃহটী, ফজলুল হক সেলবর্ষী প্রমুখ ব্যক্তিগণের নেতৃত্বে ময়দানে উপস্থিত হয়। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় অক্টারলোনি মনুমেন্টের নিকটস্থ ময়দানে লক্ষ লোকের এক বিরাট সভা হয়; মূল সভা বাদেও সেই স্থানে আরও এগারটি অতিরিক্ত সভা করিতে হইয়াছিল। ইহা ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কতিপয় সভার অধিবেশন হইয়াছে। সকল সভাতেই সর্দ্দা আইনের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, উক্ত আইন ইসলাম-ধর্ম্মবিধির প্রতিকূল, সুতরাং উহা মুসলমানদিগের গ্রহণীয় হইতে পারে না। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল মুসলমান সভ্য সর্দ্দা আইনের অনুকূলে ভোট দিয়াছিলেন, সভায় তাঁহাদের নিন্দা করা হয়। গবর্ণমেণ্টকে এই অনুরোধ করা হয় যে, মুসলমানদিগকে যেন সর্দ্দা আইন হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ডাঃ আবদুল্লা সহ্‌রওয়ার্দ্দী সর্ব্বপ্রধান সভায় সভাপতির কার্য্য করেন। অনেক হিন্দুও সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে ডাঃ সহ্‌রওয়ার্দ্দী সাইমন কমিশনের সম্পর্কে ইংলণ্ডে গমনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, বাধা উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও দেশের ও সম্প্রদায়ের কল্যাণে তিনি সাইমন কমিশনের সহিত একযোগে কাজ করিয়াছেন! সভায়ও তিনি ঐ উদ্দেশ্য লইয়াই উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, গভর্ণমেণ্ট দেশে শান্তিস্থাপন চাহেন না। তিনি এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী লইয়া দেশে যখন একটা দারুণ অসন্তোষ প্রকাশ পায়, তখন গভর্ণমেণ্ট হিন্দু ও মুসলমানদিগের উপর সর্দ্দা বিলের বোমা নিক্ষেপ করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন! ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর এই সর্ব্ব প্রথম ভারতবাসীদের ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করা হইল। যে সকল মুসলমান সদস্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্দ্দা বিলের সমর্থন করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদিগকে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি-রূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। কেন না, তাঁহারা মুসলমান জনমতের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছেন। ঐ সকল সদস্যদের মধ্যে যদি কেহ মনে করেন যে, তাঁহার পিছনে মুসলমান জনমত রহিয়াছে, তবে তিনি পদত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার নির্ব্বাচিত হওয়ার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। ঐরূপ সদস্য যদি মুসলমানগণ কর্ত্তৃক পুনর্ব্বার নির্ব্বাচিত হন, তবে অবশ্যই বক্তা সর্দ্দা আইনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবেন। বক্তা এই মত প্রকাশ করেন যে, গভর্ণমেণ্ট এই প্রথম-বার হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-বিধির বিরুদ্ধাচরণ করিলেন। বক্তা আরও বলেন, আমি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার উপর নির্ভর করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টকে ও রাজ-প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তাঁহারা বলুন যে, মহারাণীর ঘোষণা-বাণী কি অব্যাহত রহিয়াছে? মহারাণীর ঘোষণা-বাণীই ভারতে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি; ১৯২৯ সালে ঐ ঘোষণার বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম কাজ করা হইল। ইহার পর বক্তা বলেন, ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইলে সর্দ্দা বিল কোথায় ভাসিয়া যাইবে! আমাদের কতটা শক্তি আছে, ইহার উপরই সব নির্ভর করিতেছে। আমাদের যদি শক্তি না থাকে, তবে সর্দ্দা বিল কেন, তদপেক্ষা অনেক মন্দ বিষয়ের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ও সামাজিক বিধিগুলি ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। তবে "মস্তের আইন এ দেশে প্রবর্ত্তিত হউক না কেন? ধর্ম্ম, বিবাহ-পদ্ধতি সব উচ্ছন্ন হইয়া যাউক!" কাবুলের দৃষ্টান্ত দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট কি কিছুই শিক্ষালাভ করেন নাই? গভর্ণমেণ্টের ইহা বুঝা উচিত, জন-সাধারণ শিক্ষিত না হইলে ঐরূপ আইনের আবশ্যকতা থাকিতে পারে না। আমীর আমানুল্লার উদ্দেশ্য সাধু ছিল, কিন্তু উহা দ্বারা আফগানিস্তানের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। নিম্নলিখিত মর্ম্মে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়:—কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের মুসলমানগণ প্রকাশ্যভাবে সম্মিলিত হইয়া, মুসলমানদিগের উপর সর্দ্দা আইনের প্রয়োগ সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রতিবাদ করিতেছেন। এই সভার মত এই যে, উক্ত আইন শরিয়তের অনুযায়ী নহে। সর্দ্দা আইন করিয়া গভর্ণমেণ্ট মুসলমানদিগের ব্যক্তিগত ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিধি বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকার নীতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন। যে সকল মুসলমান সদস্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সর্দ্দা আইন সমর্থন করিয়াছেন, এই সভা তাঁহাদিগের কার্য্যের নিন্দা করিতেছে। এই সভা আশা করে যে, অতি শীঘ্র মুসলমানদিগকে সর্দ্দা আইন হইতে বাদ দেওয়া হইবে। যত দিন পর্য্যন্ত মুসলমানদিগকে সর্দ্দা আইন হইতে বাদ দেওয়া না হয়, ততদিন সর্দ্দা আইন প্রচলিত করা হইবে না বলিয়া, এই সভা আশা করিতেছে।

বোম্বাইয়ে

বোম্বাইয়ে গোশ্‌ত্ পাওয়া যায় নাই, ফলে অধিবাসীদিগকে কেবল মৎস্যেই পরিতৃপ্ত থাকিতে হয়। তজ্জন্য মৎস্য ব্যবসায়িগণ উচ্চ দরে মৎস্য বিক্রয় করিয়াছে। মুসলমান পল্লীতে হরতাল হইয়াছে।

এলাহাবাদে

সর্দ্দা আইনে অসন্তোষ জ্ঞাপনের জন্য এলাহাবাদের মুসলমান ব্যবসায়িগণ হরতাল করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজে

সর্দ্দা আইনের প্রতিবাদে মাদ্রাজের মুসলমানগণ হরতাল করিয়াছিল। গোডাউন ষ্ট্রীট, চীনাবাজার, বন্দর ষ্ট্রীট, ট্রিপ্লকেন ও অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের সমস্ত দোকান সারাদিন বন্ধ ছিল।

রেঙ্গুণে

কেন্দ্রীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের আদেশ অনুসারে ব্রহ্মের জমিয়তে উলামা রেঙ্গুণে মুসলমানদের হরতাল ও জন-সভার ব্যবস্থা করেন। মুসলমানদের দোকান-পাট ও কাজ-কারবার সমস্ত দিন বন্ধ ছিল। ঠিকা গাড়ীর মালিক অধিকাংশই মুসলমান; সে জন্য গাড়ী এ দিন একেবারেই চলে নাই। বেলা ৩টার সময় ঈদগাহ্ বাগানে এক জন-সভা বসে। সভায় সর্দ্দা আইনকে শরিয়তের আদেশের উপর বিশেষ হস্তক্ষেপ বলিয়া প্রকাশ ও উহার নিন্দা করা হইয়াছে।

ঢাকায়

সর্দ্দা আইনের প্রতিবাদে এখানে সমস্ত দিন হরতাল পালন করা হয়। শহরের সর্ব্বত্র গাড়ী ও মালপত্র চালান বন্ধ ছিল। তবে স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত খোলা ছিল। পুরাণ পল্টনের মাঠে অপরাহ্ণে এক বিরাট সভা বসে। সভায় সর্দ্দা আইনের নিন্দা করিয়া ও উহার প্রত্যাহার প্রার্থনা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নারায়ণগঞ্জে

এখানে সর্দ্দা আইনের প্রতিবাদে হরতাল হইয়াছিল। সকল মুসলমানের ও অধিকাংশ হিন্দুর দোকান বন্ধ ছিল। মাছের বাজার একেবারে বন্ধ ছিল। কেবল বাস ও নৌকা চলিয়াছিল এবং স্কুল ও আফিস বন্ধ ছিল না।

লাহোরে

সর্দ্দা আইনের প্রতিবাদ করিবার জন্য মুসলমানরা হরতাল পালন করিয়াছিলেন। শহরে মুসলমানদের দোকান-পাট সব বন্ধ ছিল।

পাটনায়

সর্দ্দা আইনের প্রতিবাদের জন্য মুসলমানগণ হরতাল করিয়াছিলেন। শহরের মুসলমানদের দোকানগুলি বন্ধ ছিল এবং নানাস্থানের প্রতিবাদ সভায় মুসলমানগণকে উক্ত আইন হইতে রেহাই দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

শাহ্‌বাজপুরে

গত ১লা নবেম্বর শাহ্‌বাজপুর গ্রামে তাহার পারিপার্শ্বিক বামনাবহ, জাঙ্গালীয়াপাড়া, মহরাবহ, বেলাবহ, চাঙ্গার, পাকুল্যা, চন্দনটেকী, বেগুনবাড়ী, কান্দাপাড়া গ্রামসমূহের হিন্দু-মুসলমান প্রায় ৫০০০ লোক সমবেত হইয়া উক্ত আইনের প্রতিবাদ-কল্পে এক সভা আহ্বান করেন।

বড় রংপুরে

রংপুর কোতয়ালী থানার ইলাকাধীন মৌজে বড় রংপুর ঘোড়া শহীদ পীর সাহেবের মাজার শরীফের মাঠে মাহিগঞ্জ জালালিয়া জুনিয়ার মাদ্রাসার সুযোগ্য মওলবী শাহ মোবারক আলী সাহেবের সভাপতিত্বে সর্দ্দা বিবাহ বিলের একটী বিরাট প্রতিবাদ সভা হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত জনগণের সংখ্যা অনুমান ১৫০০ শত হইবে।

নিশ্চিন্তপুরে

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত নিশ্চিন্তপুর বালিকা স্কুল প্রাঙ্গণে জনাব মওলবী ওহাবতুল্যা এম্-এ সাহেবের সভাপতিত্বে সর্দ্দা বিবাহ বিলের একটী বিরাট প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় ন্যূন-কল্পে ২০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল।

ভবানীগঞ্জে

গত ১৪।১১।২৯ ইং তারিখে নোয়াখালী জেলার ভবানীগঞ্জ কারামতিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ধোলাকালি নিবাসী জনাব মওলানা আবুবকর মুহাম্মদ সিদ্দিক সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জন-সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কাউরাটে

গত ৬ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ময়মনসিংহের কাউরাট মসজিদ প্রাঙ্গণে সর্দ্দা বিবাহ বিলের প্রতিবাদ কল্পে এক বিরাট জন-সভার অধিবেশন হয়। সভার লোক সংখ্যা ২০০০ হাজারের অধিক হইয়াছিল। সভায় সর্দ্দা বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হইয়াছিল।

আশাশুনিতে

২৯শে নবেম্বর শুক্রবার সমস্ত দিবস-ব্যাপী হরতাল প্রতিপালনের পর বেলা ২ ঘটিকায় (জুম্মাবাদ), খুলনা জেলার অধীন আশাশুনি থানার অন্তর্গত গোদাঁড়া গ্রামে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছে। উক্ত সভায় গোদাঁড়া নিবাসী মুন্সী বাশের আলী সরদার সাহেব সভাপতি ছিলেন। গোবরদাঁড়ি নিবাসী মওলবী মুহাম্মদ গোলাম রব্বানি সাহেব উক্ত সভায় ওজস্বিনী ভাষায় কোরাণ হাদিস অনুযায়ী বাল্য বিবাহের উপকার ও অনুপকার, বার্দ্ধক্য বিবাহের উপকার ও অপকার সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় প্রায় ৫ হাজার লোক যোগদান করিয়াছিল। সকলেই একবাক্যে মত প্রকাশ করিয়াছে যে "আমরা সর্দ্দা বিবাহ আইন চাই না।"

সন্তোষপুরে

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ রোজ শনিবার রংপুরের অন্তর্গত সন্তোষপুর নামক স্থানে সরদা বিবাহ বিলের প্রতিবাদে একটী বিরাট সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় সকলেই হাত তুলিয়া সরদা বিলের প্রতিবাদ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজন হইলে আইন অমান্য করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

বগুড়ায়

বিগত ২৮শে কার্ত্তিক দক্ষিণ বগুড়া খাদিমুল ইসলাম সমিতির উদ্যোগে জোড়া সিনিয়র মাদ্রাসা-প্রাঙ্গণে সরদার বিবাহ আইনের প্রতিবাদমূলক একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ২০১২২ খানি গ্রামের হিন্দু-মুসলমান উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সরদা বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হইয়াছে।

মগ্‌রাহাটে

বিগত ২৭।১১।২৯ তারিখ ২৪ পরগণার মগ্‌রাহাটের বাজারে হিন্দু ও মুসলমানের সরদা আইনের প্রতিবাদ জন্য বহু জন-পূর্ণ এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সরদা বিলের প্রতিবাদ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

হাজিগঞ্জে

গত শুক্রবার হাজিগঞ্জ বাজারে সম্পূর্ণ দিবস হরতাল করিয়া, জুম্মার নামাজের বাদ স্থানীয় বড় মসজিদে মওঃ মুহাম্মদ খলিল জৌনপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জন-সভা হয়। সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে সরদা বিলের প্রতিবাদ-মূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সিমলাবাড়ীতে

অত্র সভায় প্রায় ৭০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। সভাপতি বিলের সম্বন্ধে জন-সাধারণকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়ার পর, সরদা বিলের প্রতিকূলে তিনটী প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়।

বল্লমঝাড়ে

গত ২৯শে নবেম্বর শুক্রবার বল্লমঝাড় মসজিদ কমিটির পক্ষ হইতে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদ করিয়া, প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাণীবন্দরে

জমিয়তে ওলামার নির্দ্দেশ মত গত ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত রাণীবন্দর নসরৎপুর নূতনহাটে মুহাম্মদ মনিরুদ্দী আনওয়ারী সাহেবের সভাপতিত্বে পার্শ্ববর্ত্তী ১৮।১৯ খানি গ্রামের মুসলমান ও হিন্দু অনূন ৬০০০ হাজার লোকের সমাগমে সর্দ্দার বিবাহ আইনের একটী বিরাট প্রতিবাদ সভা হইয়া গিয়াছে। ঐ দিন হরতাল উপলক্ষে স্থানীয় হাট বাজার বন্ধ ছিল। এ জিলার প্রসিদ্ধ বিন্নাকুড়ী ও ভূবিরবন্দর প্রভৃতি স্থানের হাটগুলিও বন্ধ হইয়াছিল।

"বঙ্গবাসী"র দুর্ভাগ্য

বিশিষ্ট অধ্যাপকের মৃত্যু

বঙ্গবাসী কলেজের প্রথিত-যশা ছাত্র-প্রিয় হাস্য-রসিক ইংরাজী ভাষায় কৃতী অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইহজগতে নাই। গত ২৯শে নবেম্বর সকাল ৭ টার সময় তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স ৬১ বৎসর হইয়াছিল। কিছুদিন হইতেই তিনি বাত প্রভৃতি রোগে বিশেষভাবে ভুগিতেছিলেন। তিনি একমাত্র পুত্র সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, এক কন্যা, কয়েকটি পৌত্র-পৌত্রী,দৌহিত্র-দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন।

বর্ব্বর হিন্দু শিক্ষক

স্ত্রীকে দা দিয়া হত্যা

সিরাজগঞ্জের হরিশাবাধবাটী হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রাধাচরণ সাহা বি, এ, নিউমোনিয়া ও অন্যান্য রোগে ভুগিতেছিল এবং ছিবুকাল যাবৎ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন ছিল। সে প্রায় সারিয়া উঠিয়াছিল, এমন সময় একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। গত ২৬শে নবেম্বর রাত্রিতে সে তাহার স্ত্রীর নিকট ভাত চাহে। স্ত্রী পরদিন ভাত রাঁধিয়া দিবার আশ্বাস দিয়া রাখে। পরদিন তাহার স্ত্রী যখন রান্না করিতেছিল, সেই সময় সে একটা ডাব কাটিতে বসে; কিন্তু নিজে কাটিতে না পারিয়া, স্ত্রীকে তাহা কাটিয়া দিতে বলে। স্ত্রী তাহাকে প্রথমে ভাত ও পরে ডাব খাইতে বলে। ইহাতে রাধাচরণ তাহার স্ত্রীর মুখে দা দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে থাকে। মোট ৯টা আঘাত করে। প্রথম আঘাতেই স্ত্রীলোকটির চুয়াল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সে আর চীৎকার করিতে পারে নাই। পর পর কয়েকটি আঘাতের ফলে স্ত্রীলোকটি সেইখানেই মারা যায়। সে সময় তাহার কোলে শিশু সন্তান ছিল। আসামীকে ভুলিতে করিয়া আদালতে আনা হয়, তখন সে আদালতে বলিয়াছে, যেরূপ শাস্তি দেওয়া আদালত যোগ্য মনে করেন, সেইরূপ শাস্তিই তাহাকে দেওয়া হউক। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের সময় রাধাচরণ প্রকৃতিস্থ ছিল কি না, সে জন্য ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য তাহাকে পাবনা পাঠান হইয়াছে।

মুস্‌লিম-জাতীয়তা

(মওঃ মুহাঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি-এ,)

'প্যান্‌-ইস্‌লামিজম্‌'এর কথা

গত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে প্যান্‌-ইসলামিক ভীতির (Pan Islamic Peril) জন্ম হয়। তখন ভারতীয় মুস্‌লিম রাজ্য-হারা হইয়া ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন; পারস্যকে লইয়া ইংলণ্ড ও রুসিয়া ভাগ-বাটোয়ারা করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন; বিশাল উস্‌মানিয়া সাম্রাজ্য হইতে গ্রীস, সার্ব্বিয়া প্রভৃতি কর্ত্তিত হইয়া একেবারে কাহিল ও পঙ্গু হইয়া পড়িলেন। মুস্‌লিম জগতের চারিদিকই অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল; কোথাও আশার আলোক দেখা গেল না। মুস্‌লিম বিশ্ব সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ায় ও খিলাফতের কেন্দ্র-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় মুস্‌লিম দেশ সমূহের মধ্যে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও একতার বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। মুস্‌লিম জগতের এই অধঃপতনের চিত্র দেখিয়া একজনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দুনিয়ার সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া মুস্‌লিমকে জাগাইবার চেষ্টা করিলেন। এই সুপ্রসিদ্ধ আলেম কর্ম্মবীরের নাম—সৈয়দ জামাল উদ্দীন আল্‌-আফগান। তাঁহার কোন সৈন্য-সামন্ত ছিল না। সহায়-সম্বল-হীন ফকিরের ন্যায় মুস্‌লিম জগতে বেড়াইতে লাগিলেন। হজরত জামাল উদ্দিনের আজাদীর 'রবাব' শুনিয়া মুস্‌লিম জগতের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। ইউরোপ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

জামাল উদ্দীন বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করিলেন—মুসলমানের প্রাণ-শক্তি কোর-আনের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে—যেখানে দুনিয়ার সকল দেশের সকল গোত্রের মুসলমানকে পরস্পরের ভাই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সকলের দুঃখ বিপদকে নিজের দুঃখ বিপদ মনে করিয়া সকলে সমবেত ভাবে তার প্রতীকারের জন্য আত্মদান করিবে, অন্যথায় তাহারা সকলে ধ্বংস হইয়া যাইবে—ইস্‌লামের সমস্ত শিক্ষার ভিতরে ও বাহিরে তিনি এই শিক্ষা দর্শন করিলেন। তারপর দুনিয়ার মুস্‌লিম রাজ্যগুলির দিকে তাকাইয়া দেখিলেন—তাহারা কেহই কাহারও খবর রাখে না, অন্যের বিপদ ও ধ্বংস-চিত্র দেখিয়া তাহারা একটুও বিচলিত হয় না। ইস্‌লামের সে সহানুভূতি তাহারা হারাইয়া বসিয়াছে, ইস্‌লামী জাতীয়তার মেরু-দণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই তিনি বিভিন্ন দেশের মুসলমানদিগকে জাগ্রত করিতে, তাহাদিগের মধ্যে এই অবস্থার অনুভূতি জাগাইয়া তুলিতে এবং সমবেত ভাবে তাহার প্রতীকারের জন্য বিশ্ব-মুস্‌লিমকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিতে কৃত-সংকল্প হইলেন এবং পর্ব্বত পরিমাণ বাধা-বিঘ্নকে পায়ে ঠেলিয়া তাহাদিগের বধির কর্ণ-কুহরে তিনি একতা, সম্মিলন ও সহানুভূতির মুক্তি-মন্ত্র ঘোষণা করিলেন।"

জামাল উদ্দিনের এই বাণী মুস্‌লিম জগতের এবং এসিয়ার চিন্তা-নায়কগণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও সমস্ত ইউরোপ তাহা দ্বারা বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং নিজেদের অনন্ত শয়তানা শক্তি ও দুষ্ট প্রতিভার সহায় করিয়া তাহারা জামাল উদ্দিনের সাধনাকে বিফল করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। প্যান্‌-ইস্‌লামিজ্‌মের নামে এ দেশে আজও সময় ও অসময় যে সব বাচালতা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা ইউরোপের প্রচার ও প্রোপাগেণ্ডার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।"
(মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ; মাসিক মোহাম্মদী)

হজরত জামাল উদ্দিনের এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বাণীর মধ্যে কোন নূতনত্ব ছিল না। প্যান্‌-ইস্‌লামিজ্‌মের নাম যদি বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও সমন্বয় হয়, তবে আজ তেরশত বৎসরের অধিক কাল যাবত ইস্‌লাম এই একতা ও মহামানবতার আদর্শ প্রচার করিয়া সমগ্র মানব জাতিকে এক মহা মিলনের দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। মুস্‌লিমের জুমা ও ঈদের নমাজ ও হজ্জ দ্বারা প্রতি সপ্তাহ ও বৎসরে মহামানবতার সেই উচ্চ আদর্শ মানব জাতিকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। আরবী হইতে অনূদিত সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী কবিতা—Abu Bin Adamও সেই বিশ্ব প্রেমের কথা প্রচার করিতেছে। বহু শতাব্দী হজরত সাদী (রহঃ) মানবতার উচ্চ শৈল-শিখরে দাঁড়াইয়া জগতবাসীকে শুনাইলেন—"বনি আদম আজায়ে এক দিগরান্দ্‌। কে দর আফরিনশ্‌ যে এক জওহরান্দ।"—মানব সন্তান একজন অপরের শরীরের অংশ বিশেষ, কেননা সৃষ্টিতে সকলের উৎপত্তি স্থান এক। কিন্তু ইউরোপীয় সংবাদপত্রগুলি সত্য মিথ্যা বিবেচনা না করিয়া প্যান্‌-ইস্‌লামিজমের নাম দিয়া মুস্‌লিম-জগতের বিরুদ্ধে যে ভীষণ প্রোপাগেণ্ডা আরম্ভ করিয়াছেন, ইহার কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই মনগড়া ভীতি-প্রচারের মধ্যে একটা বড় রকমের দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে। তাঁহারা মুস্‌লিম জগৎ ও এসিয়াকে চিরকালের জন্য পদানত করিয়া রাখিবার জন্য নব-জাগরিত এসিয়ার বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চান। তাঁহারা কত প্রকারের লীগ ও সমিতি গঠন করিয়া এসিয়া আফ্রিকা তথা সমগ্র দুনিয়ার অ-শ্বেত জাতি সমূহকে চির শৃঙ্খলিত করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র করিতেছেন, ইহার বিরুদ্ধে কোন ন্যায়বান ইউরোপীয় রাজনীতিক প্রতিবাদ করিলেন না।

এতদিন যাবত ইউরোপীয় খৃষ্টানেরা এসিয়া ও আফ্রিকার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বিশেষভাবে অবগত আছেন, ঘুমন্ত মুস্‌লিম জগতের জাগরণ ও উত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপের সমস্ত শান-শওকত লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই জন্যই তাঁহারা মুস্‌লিম জগতের জাগরণকে এত ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাছাড়া ইউরোপ আরও জানে যে, এসিয়া আহার না যোগাইলে ইউরোপের উনানে আগুন জ্বলিবে না। এশিয়ার কাঁচা মাল ও খরিদার না হইলে ইউরোপের বড় বড় ইমারত ও কারখানাগুলি এক দিনে বন্ধ হইয়া যাইবে। অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া, ইউরোপ এসিয়ার নব-জাগরণে আরও আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। যে দিন পারস্য রাজ অগণিত সৈন্য লইয়া এসিয়ার সীমানা অতিক্রম করতঃ তৎকালীন সুসভ্য গ্রীসকে পরাজিত করিয়া আসিলেন, সে দিনের কথা এখনও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। স্পেন ও অর্দ্ধ ফ্রান্সের উপর প্রায় নয় শত বৎসর রাজত্ব করিয়া মুস্‌লিমেরা অন্ধকার মধ্য-যুগের ইউরোপকে যে সভ্যতা শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, নিরপেক্ষ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা এখনও সেজন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া থাকেন। তারপর, মুস্‌লিম তুর্কি সুলতানেরা ভিয়েনা পর্য্যন্ত খৃষ্টান রাজগণকে খেদাইয়া লইয়া গিয়া পাঁচ শত বৎসরের অধিক কাল যাবত অর্দ্ধ ইউরোপ পর্য্যন্ত প্রবল প্রতাপে বাদশাহাত করিয়া আসিলেন, সে অপমানের কথা এখনও তাঁহারা ভুলিতে পারেন নাই। এই জন্যই খৃষ্টান লেখক ও শক্তিরা বরাবরই তুর্কীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিয়াছেন। ইহার প্রতিশোধ লইবার সময় ও সুযোগের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বহু দিনের সাধনা ও ষড়যন্ত্রের পর তুর্কি সাম্রাজ্যকে ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের মনের সাধ পূর্ণ হইয়াছে। সমবেত খৃষ্টান শক্তিকে সুলতান সলাহুদ্দীন পরাজিত করিয়া যে পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, দুনিয়া এখনও তাহা বিস্ময়ে স্মরণ করিয়া থাকে। প্রাচীন ইতিহাসের কথা বাদ দিলেও ক্ষুদ্র জাপান বিশালকায় রুসিয়াকে পরাজিত করিয়া এমন কি অসভ্য (?) আফগান ও Sick man তুর্কি প্রবল ইউরোপীয় শক্তিকে পরাজিত করিয়া, যে সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র জগত বিস্ময় ও হর্ষে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

এই নব-জাগরিত মুস্‌লিম জাতিকে চির-পদানত করিয়া রাখিবার জন্য ইউরোপীয় রাজনৈতিকেরা বহু গবেষণার পর দুইটি জিনিষ বাহির করিলেন—খিলাফত ও হজ্জ। বিশাল মুস্‌লিম সাম্রাজ্য ও খিলাফতের কেন্দ্র-শক্তি ভাঙ্গিয়াও তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন খিলাফতের কেন্দ্র-শক্তি ভাঙ্গিয়া গেলেও, হজ্জের মধ্যে এখনও সেই বিশ্ব-মুস্‌লিম শক্তির আগুন জ্বলিতেছে। এই আগুনকে চির-নির্ব্বাপিত করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা বিবিধ ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগেণ্ডা করিতে লাগিলেন। তুরস্ক, মিসর প্রভৃতি মুস্‌লিম দেশ সমূহ এই যে ক্রমশঃ হজ্জ হইতে সরিয়া পড়িতেছেন, ইহার ভিতরেও যে কোন গুপ্ত হস্তের কারসাজি লুক্কায়িত না আছে, তাহা কে বলিতে পারে?

বর্ত্তমান জগতে ইস্‌লাম ও খৃষ্টান শক্তির মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে। হিন্দু ও ইহুদী জাতির কোন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব নাই। বৌদ্ধ, চীন ও জাপান ইউরোপীয় কাল্‌চার ও সভ্যতার মধ্যে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়াছে। কেবল রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়া নহে; কাল্‌চার ও সভ্যতার দিক দিয়াও দুনিয়ার মধ্যে একমাত্র ইস্‌লামই খৃষ্টান-ইউরোপের অগ্রসর-নীতির বিরুদ্ধে সগৌরবে গতি রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। ধর্ম্ম প্রচার ক্ষেত্রেও খৃষ্টান মিশনারীরা মুস্‌লিমের সহিত হারিয়া গিয়া পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছেন। এসিয়া ও আফ্রিকার সর্ব্বত্র ইস্‌লামী কাল্‌চার ও সভ্যতার সহিত খৃষ্টানী সভ্যতা টক্কর খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। খৃষ্টান মিশনারীরা আফ্রিকায় কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়াও নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন। মুস্‌লিমেরা একবার তলোয়ারের জোরে ইউরোপ দখল ও শাসন করিয়া নিজের শান-শওকত দেখাইয়াছিলেন, আর আজ এই অধঃপতনের যুগেও ইস্‌লাম আবার ধর্ম্মের দিক দিয়া ক্রমশঃ ইউরোপ ও আমেরিকাকে দখল করিতেছেন। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ The Truth নামক পত্রিকা ও মিঃ বার্ণাডশ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে দুনিয়া হইতে আর সব ধর্ম্ম মিটিয়া গিয়া জগতের মধ্যে একমাত্র ইস্‌লামই টিকিয়া থাকিবে। এই সব ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া খৃষ্টান মিশনারী ও রাজনীতিকেরা রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, কাল্‌চার সব দিকেই দুনিয়া হইতে ইস্‌লামের নাম নিশানা মিটাইয়া দিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিয়াছেন। তাই মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সাহেব বাস্তবিকই বলিয়াছেন—"যে টাকে এখন Pan Islamism নামে আখ্যাত বা অখ্যাত করা হইতেছে, বস্তুতঃ সেটাই Islamism ছাড়া কিছুই নয়"। ১৩২৬ বাং কার্ত্তিক সংখ্যার বঙ্গীয় মুস্‌লিম সহিত্য পত্রিকার ২৪১ পৃষ্ঠায় জনাব মুজাফ্‌ফর আহমদ বলেন—"ইংরাজী ভাষাকে বাদ দিলে বিশ্বময় বিস্তৃতি কিম্বা মানব জাতির ভাগ্য-নিয়ন্ত্রনের জন্য একমাত্র আরবী ভাষাই আর সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়াছে। দুইটি ধর্ম্ম জগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করিবার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া আসিতেছে—খৃষ্ট ধর্ম্ম ও ইস্‌লাম। দুইটী জাতি কৃষ্ণ মহাদেশে (আফ্রিকায়) অধিকার লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে—এংলো স্যাক্সন ও আরব। উপনিবেশ স্থাপন ও প্রচারের ভিত্তির উপর বিশ্বময় বিস্তৃতির জন্য দুইটী ভাষা যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া প্রতিযোগিতা করিয়া আসিয়াছে—ইংরাজী ও আরবী। আজ প্রায় সাত কোটী লোকের মাতৃ ভাষা আরবী এবং ততোধিক লোক কোরআনের ভাষায় কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছে, কেননা তাহারা মুসলমান। পূর্ব্বাকাশ উষার রক্তিমচ্ছটায় চিত্রিত হওয়ার পূর্ব্বেই ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জে কোরআনের প্রথম অধ্যায়ের আবৃত্তি হইয়া থাকে। তারপর, পিকিনের মুসলমানগণের নমাজে ও সমস্ত চৈনিক ভূখণ্ডে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত হয়। ইহা হিমালয়ের অন্তর্দ্দেশ ও পামীরের মালভূমিতেও পরিশ্রুত হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে পারস্যবাসিগণ এই আরবী শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া থাকে। তৎপর সমগ্র আরব উপদ্বীপে বিশ্বাসীদিগের প্রতি নমাজের জন্য মোয়াজ্জিনের উচ্চ আজান ধ্বনী উত্থিত হয়। আবার 'আল্লাহো আকবর' ধ্বনিত হয় নীল নদের জলরাশির উপর। তারপর এই আরবী বাক্যটী পশ্চিমাভিমুখে ক্রমশঃ সুদান, সাহারা ও বার্ব্বর-রাজ্য সমূহকে প্রতিধ্বনিত করিয়া পরিশেষে মরোক্কোর মসজিদ সমূহে বিলীন হইয়া যায়।"

—ক্রমশঃ

হজরত মুহাম্মদের উপদেশ

(—এম, ইদ্রিস্‌ বি, এ)

(১)
পণ্ডিত জনের মসী
শহীদের খুন হ'তে বহুগুণ পবিত্রতর বেশী।

(২)
এক ঘণ্টার জ্ঞান-চর্চ্চার মূল্য—
খোদা-প্রার্থীর সারা রজনীর উপসনা সমতুল্য।

(৩)
উদর পূর্ণ ক'রে—
আহার করে যে পরম তৃপ্তি ভরে—
দেখে না চাহিয়া পড়শীদের যে উপবাসে মুখ ম্লান—
—সে নহে মুসলমান।

(৪)
রান্না করিতে গিয়া—
তরকারী পাক করিও একটু বেশী ক'রে ঝোল্‌ দিয়া;
পাড়া পড়শীরে কিছু—
দিতে গিয়ে যেন নাহি হয় শির নীচু;

(৫)
বিদ্যানুসন্ধানে—
যাও, যদ্যপি যেতে হয় তব দূর চীন দেশ পানে।

(৬)
নারীদের প্রতি যত অধিকার
পুরুষ জাতির আছে,—
তত অধিকার নারীদেরও আছে
পুরুষগণের কাছে।

(৭)
মানুষের প্রতি নয় যে জন সদয়,
খোদাও সদয় কভু তার প্রতি নয়।

(৮)
তোমাদের কন্যাদেরে ন্যায্য হক্‌ হতে,—
প্রবঞ্চিত করিও না কভু কোন মতে।

মুলকী

ভরতপুরে ডাকাতি

স্ত্রীলোকদিগকে নির্য্যাতন

গত শনিবার রাত্রিতে ভরতপুর থানার অধীন গোপগ্রাম প্রসাদপুরের কালীপদ দের বাড়ীতে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতেরা নগদে এবং গহনাপত্রে ২৫ হাজার টাকা লুঠ করিয়া লইয়াছে। প্রকাশ, ঐ দিন রাত্রিতে ১৫।১৬ জন ডাকাত তলোয়ার, লাঠি, প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মশাল জ্বালিয়া কালীপদের বাড়ীতে হানা দেয়। ডাকাতেরা বাড়ীর তিন জন স্ত্রীলোকের গাত্র হইতে চুড়ি, বালা, ইয়াররিং প্রভৃতি বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লয়, কালীপদর স্ত্রী বাড়ীর টাকা পয়সার সন্ধান দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করে। ইত্যবসরে কালীপদ খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া লোকজন ডাকিতে যায়। কিন্তু গ্রামবাসীরা আসিবার পূর্ব্বেই ডাকাতেরা পলায়ন করে। পুলিস এই সম্পর্কে গোষ্ঠ ঘোষ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

টাঙ্গাইলে ডাকাতি

৩৫০০্‌ অপহৃত

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত গোপালপুর নামক স্থানে একটি ভীষণ ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতগণ নগদ টাকা ও গহনায় প্রায় ৩৫০০ টাকা লইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, গত ২৬শে নবেম্বর রাত্রে প্রায় ২০ জন ডাকাত লাঠি ছোরা ও মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাবু প্রসন্নকুমার চ্যাটার্জ্জির বাড়ী আক্রমণ করিয়া প্রসন্ন বাবুর নিকট লোহার সিন্দুকের চাবি চাহিয়াছিল। প্রসন্ন বাবু চাবি প্রদান করিতে অস্বীকার করিলে দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাকে এরূপভাবে আঘাত করে যে, প্রসন্ন বাবুর গলদেশের হাড় ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রসন্ন বাবুর স্ত্রী চীৎকার করিয়া প্রতিবেশিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, কিন্তু প্রতিবেশীরা আসিয়া সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই দুর্ব্বৃত্তগণ নগদ ১৫০০্‌ টাকা ও ২০০০ টাকার গহনা লইয়া পলায়ন করে। পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

শাহ্‌ ওয়ালীর সম্বর্দ্ধনা

নয়া দিল্লীতে বিপুল জনতা

কাবুল বিজয়ী যোদ্ধা শাহ্‌ ওয়ালী খান গত ৭ই ডিসেম্বর সকালবেলা জি, আই, পি বোম্বাই মেলে দিল্লী অতিক্রম করেন। দিল্লীর বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ষ্টেশনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই ষ্টেশনে বহু লোক জমায়েৎ হয়। ট্রেণ ষ্টেশনে পৌঁছিবা মাত্রই জনসাধারণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দেয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অগ্রে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে থাকে। কাবুল বিজয়ী প্রসিদ্ধ যোদ্ধাকে একবার দেখিবার নিমিত্ত প্রত্যেকেই ব্যগ্র হইয়া উঠে। মওলানা মুহাম্মদ আলী, মওলানা কিফায়েত আলী ও অন্যান্য মুসলমান নেতাগণ শাহ্‌ ওয়ালী খানকে ষ্টেশনে মাল্য দ্বারা ভূষিত করেন। তিনি কাবুলের স্বাধীনতা ও শান্তি রক্ষার জন্য এবং ইস্‌লামের সেবার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন সে সমস্তের প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে এক অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। শাহ্‌ ওয়ালী খান প্লাটফর্ম্মে অবতরণ করিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, এক নাতি-দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। জনমণ্ডলীর উৎসাহ ও আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে ট্রেণ ষ্টেশন পরিত্যাগ করে। সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট শাহ্‌ ওয়ালী খান প্রকাশ করিয়াছেন যে,—আফগানিস্তানের শান্তির জন্য আমানুল্লার সিংহাসনে আরোহণ করা উচিত নহে। নাদির খান অবশ্য মন্ত্রিমণ্ডলের একটী দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিতে আমানুল্লাহ্‌কে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমানুল্লা উহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

সত্যার্থ প্রকাশ

লাহোর ষ্টেশনে যখন ট্রেণ পৌঁছে, তখন তথায়ও খুব জনতা হইয়াছিল। ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্ম টিকেট বিক্রী করা বন্ধ হইয়াছিল। ট্রেণ ষ্টেশনে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরিমিত সময় অপেক্ষা করে এবং শাহ্‌ ওয়ালী খান মোটর যোগে নার্সিং হোম গমন করিয়া, তাঁহার পীড়িত ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখেন। ষ্টেশনে শাহ্‌ ওয়ালী খানের অনুপস্থিতিতে ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লার বৃদ্ধ চাচা এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন "আমানুল্লা অত্যন্ত ভীরু ছিল এবং রাজপরিবারস্থ সকলকে শত্রুর হস্তে অত্যন্ত নিঃসহায় ভাবে রাখিয়া, নিজের জীবন রক্ষা করিবার জন্য পলায়ন করে। আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ যে, আজ নাদির খান দেশকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আল্লাহ্‌ নাদির খান এবং যোদ্ধা শাহ্‌ ওয়ালী খানকে দীর্ঘজীবি করুন।" ভূতপূর্ব্ব রাজা আমানুল্লার বৃদ্ধা চাচী ইসলামী পর্দায় সজ্জিতা ছিলেন।

tion by the Indian Muhammedans of the Sultan of Turkey as their Khalif is a new thing, a creation of the last fifty years, the result of the growth of political Pan-Islamic movement and there is no historical basis for the claims, that the Khilafat implies any temporal allegiance on the part of Indian Muslims to the Sultan of Turky. (Responsible govt. page—) এই সকল কথা ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে আমাদেরই ইংরেজি শিক্ষিতেরা পর্য্যন্ত এই প্রোপাগেণ্ডায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন। যথা :—আলীগড়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সৈয়দ তোফায়েল আহমদ সাহেব Responsible govt. নামক পুস্তকের ১১৮ পৃষ্ঠায় বলেন—"As a matter of fact, connection with Turkey was for the first time, established at the instance of the English Government," কংগ্রেস ও খিলাফত কন্‌ফারেন্সের সাবেক সভাপতি মওঃ আবুল কালাম আযাদ সমগ্র ভারতের মধ্যে খিলাফত সমস্যার একজন authority তিনি "মোসায়েলে খিলাফত" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ১২৪ পৃষ্ঠায়—"মুসলমানানে হিন্দ আওর খিলাফতে ইসমলিয়া" নাম দিয়া এক পৃথক অধ্যায়ে দলীলসহ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতে ইংরাজী শাসন কায়েম হওয়ার বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই তুরস্কের উস্‌মানিয়া খিলাফত, বাগ্‌দাদ ও মিসরের আব্বাসীয়া খিলাফতের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন।

হজরত রসুলে করিমের (দঃ) পর দারুল খিলাফত মদীনা হইতে দামেস্ক ;—দামেস্ক হইতে বাগ্‌দাদ —বাগ্‌দাদ হইতে মিসর—এবং মিসর হইতে তুরস্কে পরিবর্ত্তিত হয়। সিন্ধুরাজ দাহিরকে শাস্তি দিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম প্রেরিত হন। তিনি সিন্ধুদেশ দখল করিয়া ইহাকে খিলাফত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, এবং এই সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষ খিলাফতের শাসনাধীনে আসে। এই রাজত্ব বেশী দিন টিকে নাই। তারপর, পাঠান বাদশাহ মুহাম্মদ ঘোরীর সময় যখন ভারতে মুস্‌লিম বাদশাহাত কায়েম হয়, তখনও তাঁহারা আমীরুল মুমেনীন খলিফার বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি খলিফার প্রতিনিধি হিসাবেই শাসনকার্য্য চালাইতেন এবং খলিফার দরবার হইতে শাসন করিবার সনদ না আসা পর্য্যন্ত নিজে অথবা দেশের প্রজামণ্ডলী তাঁহাকে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী বলিয়া মনে করিতেন না। ইস্‌লামে এক খলিফার শাসনকালে অন্য কাহারও দাবী গ্রাহ্য হইতে পারে না। একজনের শাসনকালে অন্য কোন জাল দাবীদার খিলাফতের দাবী করিলে, ইস্‌লামী শরিয়ত ইহার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বনিউম্মিয়ার পর আব্বাসিয়া খিলাফত হইতে আরম্ভ করিয়া উসমানীয়া খিলাফতের শেষ পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে খিলাফত লইয়া আর কোন ঝগড়া-ঝাঁটি হয় নাই। একজন খলিফা ছাড়া আর কেহই খিলাফতের দাবী করেন নাই। দিল্লী ও নিশাপুরের এবং গজনীর কোন কোন প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ্‌ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিলেও তিনি খলিফার শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া চলিতেন।

যতদিন পর্য্যন্ত বাগ্‌দাদের আব্বাসিয়া খিলাফত কায়েম ছিল, একাদশ শতাব্দি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের মুস্‌লিম বাদশাহেরা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ৬৩০ হিং ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে তাতারীদের অত্যাচারের পর বাগ্‌দাদ হইতে দারুল খিলাফত মিটিয়া যাওয়ার পর, আব্বাসীয়া বংশের এক শাখা মিসরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তথায় খিলাফত স্থায়ীভাবে কায়েম হয়। মিসরে খিলাফতের কেন্দ্র-শক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও মুস্‌লিম জগতের বিভিন্ন দেশের বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্ত্তারা খলিফার আদেশ ও বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিল্লীর বাদশাহ্‌ সুলতান মুহাম্মদ তোগলকের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত ও গর্ব্বিত স্বাধীন বাদশাহ ছিলেন বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনিও মিসরের খলিফার بندۂ ترین همه بندگان সমস্ত দাসের নিকৃষ্টতম দাস বলিয়া গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ মিসর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত এবং আধুনিক যুগের ন্যায় সেকালে যাতায়াতেরও তেমন কোন সুবিধা ছিল না। সুপ্রসিদ্ধ ফারসী ইতিহাস 'তারিখে বেরুনী'তে تاریخ برونی আছে—

امیرالمؤمنین خلیفه را بندۂ ترین همه
بندگان بود - و بے امر و بے فرمان او دست
در آمور او الامری نه زد

(মসায়েলে খিলাফত পৃষ্ঠা—১২৪ ; Journal of the Asiatic society page 460)

অর্থাৎ তিনি আমীরুল মুমিনীন খলিফার সমস্ত দাসের নিকৃষ্টতম দাস ছিলেন এবং তাঁহার আদেশ ও ফরমান ব্যতীত তিনি শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না।

"তারিখে বেরুনী" সুলতান ফিরোজ শাহের গুণ বর্ণনা করিয়া ৫৯৮ পৃষ্ঠায় বলেন—

درمدت شش سال دو کرت از امیر
المؤمنین منشور از لوالامری و خلعت
شاهی و لواء سلطنت بدو رسید

অর্থাৎ "ছয় বৎসরে কিরাতে আমীরুল মুমিনীনের নিকট হইতে শাসনের সনদ, শাহী খিলাত, বাদশাহী নিশান তাঁহার নিকট আসিয়া পৌছিল।"

পাঠান-রাজের অবসানের পর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। মিসরী খিলাফতের শেষ যুগে ভারতে মোগল রাজত্বের আরম্ভ হয়। যে সময় বাদশাহ বাবর ভারতে নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করিতেছিলেন, সে সময় মিসরের শেষ আব্বাসীয় খলিফা মতওক্কেল তুরস্কের সুলতান সেলিম খানের নিকট বয়েত করিয়া, খিলাফতের সমস্ত ভার তাঁহার হাতে অর্পণ করেন। সুলতান সেলিম খানের পর হইতে উস্‌মানিয়া সুলতানেরা মুস্‌লিম-জগত কর্ত্তৃক খলিফা বলিয়া স্বীকৃত হন। মোগল বাদশাহেরা প্রবল-প্রতাপান্বিত হইলেও তাঁহারা তুরস্কের উস্‌মানিয়া খিলাফতের কোন বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই এবং তাঁহাকেই খলিফা মানিয়া চলিয়াছেন। সম্রাট শাহ্‌জাহান বা আলমগীর হজ্জে গমন করিলে, আরফাতের ময়দানে অন্য এক সাধারণ মুস্‌লিমের ন্যায় খলিফার নায়েবের নিকট হইতে তুরস্ক সুলতানের নামে খোত্‌বা শুনিতে হইত।

হজরত মওলানা শাহ ওলীউল্লাহ্‌ একজন কামিল ও আলেম ছিলেন। সমগ্র মুস্‌লিম-জগত তাঁহাকে মুজাদ্দিদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ১১৭৪ হিজরীতে ইন্তেকাল ফরমান। তাঁহার সময়ে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য কায়েম ছিল। সে যুগে আহমদ শাহ্‌ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি تفهمات الهیه নামক কিতাবে তুরস্কের সুলতান সম্বন্ধে বলেন ;—

از زمان سلطان سلیم خان که در اوائیل
سنه الف بود - اکثر بلاد عرب و مصر و شام
تحت تصرف سلاطین روم اند - و خدمت
حرمین الشریفین زاد هما الله شرفا و کرمته
و امارت موسم و ریاست حجاج و اهتمام
معامل و قوافل بر ایشان استقرار یافت
و به همین جهت بر منابر عرب و شام خصوصاً
حرمین شریفین هریکے از ایشان به لقب
امیر المؤمنین مذکور است -

(মসায়েলে খিলাফত)

কেবল ভারতবর্ষ নহে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের স্বাধীন মুস্‌লিম বাদশাহেরা খলিফার আদেশ মান্য করিয়া চলিতেন। যখন সুলতান সেলিম খান মুস্‌লিম-জগতের খলিফা বলিয়া স্বীকৃত হন ; সেই সময় ভারতে মোগল বংশ, পারস্যে সফুরিয়া বংশ ; এয়মনে জয়দিয়া বংশ এবং আভ্যন্তরীণ আরবে অনেক ছোট ছোট স্বাধীন রাজা ছিলেন। কিন্তু সকলেই তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও ভারতীয় মুস্‌লিমেরা তুরস্কের সুলতানকে খলিফা বলিয়া মানিয়া চলিতেন ; এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ও তুরস্কের সুলতানকে সমগ্র মুস্‌লিম জগতের খলিফা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। গত অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগে ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে যুদ্ধ ঘটে। ইংরাজেরা তুরস্কের খলিফার নিকট হইতে এক অনুরোধ পত্র আনাইয়া টিপু সুলতানকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পত্রখানা টিপু সুলতানের নিকট পাঠাইয়া Lord Mornington লিখিয়াছিলেন—"I now forward it to your Highness. You will read and consider it with the respectful attention it demands.' (Responsible note Page—117) এই পত্র পাইয়া টিপু সুলতান ফরাসীকে সাহায্য করিতে বিরত হইয়াছিলেন। তারপর, গত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তুরস্কের সুলতান আবদুল মজিদ খানের নিকট হইতে এক পত্র আনাইয়া উত্তেজিত ভারতীয় মুস্‌লিমকে শান্ত করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে রুস-তুরস্ক যুদ্ধের সময় ইংরেজেরা ভারতবর্ষ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তুরস্কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা গেল যে, সেনাপতি মুহাম্মদ বিন্‌ কাসিমের যুগ হইতেই খিলাফতের সহিত ভারতের সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল। এখন ইউরোপীয় রাজনীতিকেরা বিবিধ প্রকারের প্রোপাগেণ্ডা চালাইয়া বিশ্ব-মুস্‌লিম কেন্দ্র শক্তিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

তৎকালীন খিলাফত সাম্রাজ্যকে আধুনিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও শাসন-পদ্ধতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এশিয়ার আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, প্রভৃতি ; ইউরোপের—স্পেন, ফ্রান্স, গ্রীস, সার্ব্বিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি ; আফ্রিকার—মিসর, ত্রিপলি, মরক্কো প্রভৃতি সমগ্র দুনিয়া জুড়িয়া খিলাফতের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এমন কি, কোন কোন ইউরোপীয় প্রত্ন-তত্ত্ব-বিদ্‌ প্রমাণ করিয়াছেন যে, কলম্বসের অনেক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা মুস্‌লিম কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আধুনিক যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকায় বিস্তৃত হইয়াছে। ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌ (U. S. A.) বহু পূর্ব্বেই সাবালক হইয়া ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্ত হইয়া, স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছেন। আয়র্লণ্ড Free State বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার বৈদেশিক শাসন পলিসি ইংলণ্ডের হাতে থাকিলেও আভ্যন্তরীণ শাসনে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলা যাইতে পারে। বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শাসন-পদ্ধতির কমী বেশী দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ ও স্কট্‌লণ্ডের উপর যেরূপ সাক্ষাৎ ভাবে শাসন করেন, কানাডার উপর তেমন পারেন না ; তবুও ভারতবর্ষ, আয়র্লণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি নিজকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের (Common wealth of British Empire) অন্তর্ভুক্ত ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে কেন্দ্র-শক্তি বলিয়া মানিয়া চলেন এবং ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ্জকে নিজের সম্রাট বলিয়া স্বীকার করেন। —ক্রমশঃ

সাহিত্যে "চুণ ও কালি"

(মহাকবি যুল্‌ফিকার)

আজকাল তরুণ সাহিত্যে আবির্ভাব হয়েছে এক শ্রেণীর তরুণের, সাহিত্যে স্বৈরাচার কামনা করেন তাঁরা সবাই। তাঁদের পিছনে লেগে গিয়েছেন আমাদের 'শনিদেবী' আর কাজে কাজেই সাহিত্যের আবর্জ্জনাগুলি ধরা পড়ে যাচ্ছে এই 'শনিদেবী'র ছাঁকনীর মধ্যে। ভুলই হ'ক আর যাই হ'ক্‌ এসবের ভিতর একটা উদ্দেশ্য নিহিত আছে আমাদের তথাকথিত তরুণদের। সেটা হচ্ছে "Art for Art's sake," সাহিত্যে ঠিক এম্‌নি করে স্বৈরাচার কামনা করলেও সাহিত্য-রাণীর গালে চূণকালি দিবার মত ধৃষ্টতা আজ পর্য্যন্ত অর্জ্জন করতে পারেন নি' উপরিউক্ত তরুণেরা। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়, একজন প্রবীণ হিন্দু সাহিত্যিক আমাদের তরুণদের স্বৈরাচারকেও ডিঙ্গিয়ে একদমসে মহাকবি হ'য়ে গিয়েছেন। মুসলমান সমাজকে শিক্ষা (?) দিবার উদ্দেশ্যে তিনি "মহাকবি কপিঞ্জল" নামে "উত্তম পুরুষ লিখিত ভূমিকা সমেত" প্রকাশ করেছেন একটী "অমর ও অনবদ্য" কাব্য। তাঁর কাব্যটীর নাম-করণ করেছেন তিনি "চুণ ও কালি।" এই মহাকাব্যটীর মাধুর্য্য বর্দ্ধনের জন্য মহাকবি "কপিঞ্জল" পুঙ্গবটী লুঙ্গী, নামাজ প্রভৃতি নিয়েও ঠাট্টা তামাসা করতে ছাড়েন নি' ; যার পথ দেখিয়েছিলেন তাঁদের গুরু "বঙ্কিম" "নবীন" "দ্বিজেন" প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা। আমরাও বলি ঠিক্‌ই করেছেন তিনি। "মহাজনগতসঃ পন্থাঃ"।—বঙ্কিম নবীন ইত্যাদি মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ না করলে কি মহাকবি হওয়া যায় ? তাঁর পুস্তকটীকে চণ্ডালের হাড় দিয়ে পুড়িয়ে কর্ম্মনাশার জলে নিক্ষেপ করার পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হ'তে পারা যেত ; কিন্তু "জায়ে গুল্‌ গুল্‌ বাশ্‌ ও জায়ে খার্‌ খার্‌"—ফুলের স্থলে ফুল, কাঁটার স্থলে কাঁটা" হওয়াই মুসলমানের রীতি। বাইবেলে 'গস্‌পেল্‌' উক্তি—"Whoever smitest thou on the right cheek, turn to him the left also, কল্পনার বাজারে এইরূপ ফাঁকা আওয়াজের কিছু দর থাকলেও এ ফতোয়া কখন দিতে পারে না বাস্তব জগতের কর্ম্ম-ধারা, তাই এই নীতি ইস্‌লামের রীতি নয়। তবু অনেক সময় মুসলমান "সর্ব্বংসহা" তাই তাকে আক্রমণ না করেছে এমন অমুসলমান ত নাইই। আবার মিত্র সেজে মুসলমানের বন্ধুর ছদ্মবেশে তার সর্ব্বনাশ করে গিয়েছে যে, কতজন, তা বলে শেষ করতে পারা যায় না। সুতরাং সেদিক থেকে বাদ দিয়ে দেখলেও সাধারণ ভাবে পুস্তকটী সম্বন্ধে আপত্তি আছে খুব বেশী। এমন অমানুষী করতে পারে মানুষ তা যায় না ধারণা করা স্বপ্নেও। সবচেয়ে বেশী আপত্তি, সাহিত্যের পবিত্র আসর কলঙ্কিত করেছে এই "কপিঞ্জল" বর্ব্বরটী। পাড়াগাঁয়ের ঝুমুর ও কবির গানের চাইতেও জঘন্য এই ইতরটীর ছড়াগুলি যা স্থান পেয়েছে তাঁর মহাকাব্যটিতে। Robert Southy বলেছেন, এই শ্রেণীর লেখকদের জন্য They commit sins into their very hearts and souls and make others rot while themselves are rotting" এটা বাস্তবিকই সত্য। এই শ্রেণীর লেখকেরা কেবল নিজের্দের অমানুষীর পরিচয় দিয়ে ক্ষান্ত হননা, তাঁদের লেখাগুলি দেশের ও সমাজের অনিষ্ট সাধন করে থাকে অনেক। বিশেষ করে এই জীবটি নানা কাগজপুত্রে কল্পিত নাম দিয়ে মুসলমানদের আক্রমণ করে আস্‌ছে বরাবরই। মুসলমানেরা "কামড়ের বদলে কামড়" না দিয়ে এতদিন চুপ করেই ছিলেন, কিন্তু এই চুপ করে থাকাকেই এই জীবটি মনে করে পরাজয় স্বীকার করা। তাই এই সব বই লিখে সে আত্ম-প্রসাদ লাভ করছে, বসে বসে পাড়া গাঁয়ের কূপে। তাঁকে আমরা Challenge করছি; তিনি নেমে আসুন এবার তাঁর স্বরূপ নিয়ে। কাপুরুষের মত ঘেরার ভিতর ঘোরা ফেরা করা আর কতদিন চল্‌বে ? সম্মুখ যুদ্ধেই লেগে পড়া যাক্‌ না, সাহিত্য আসরে একবার। যাক্‌ এখন বক্তব্য তাঁর চুণ ও কালি" সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা কর'বে এই যুল্‌ফিকার মহাকাব, দরকার হলে—মহাপ্রভুটির স্বরূপও প্রকাশ করতে একটুও দ্বিধা বোধ করবে না সে।

১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য।

"চুণ ও কালি—
গ্রন্থকার—মহাকবি কপিঞ্জল"
সব প্রথমেই—

গ্রন্থকার লিখ্‌ছেন "আমার চুণ ও কালি সকলের জন্য নহে, উপযুক্ত পাত্রের জন্য।" বলি চুণ ও কালি মাখবার মত উপযুক্ত পাত্র কবি কপিঞ্জলের তুল্য আর কে আছে ? এখেন ঠাকুর কবির বংধুপের দন্ত :—

"হাউই বলিছে মোর কি সাহস ভাই
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই
কবি বলে তার গায়ে লাগে নাক কিছু
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোর পিছু পিছু"

আমরাও ঠিক্‌ ঠাকুর কবির সুরে বলি—

কপিঞ্জল বলে মোর আছে কত গুণ
দেবতার গালে আমি দেই কালি, চুণ
কবি বলে মূর্খ তোর এই ছিল ভালে
চুণ, কালি লাগে আসি তোর দুটী গালে।"

"চুণ-কালির" কবি এবার তার মহাকাব্যটীর নাম করণ সম্বন্ধে লিখেছেন কয়টী সরস কথা—"আমার এ মহাকাব্যের নাম হুল ও মধু রাখিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার কজন বন্ধু জুটিয়াছিলেন নিতান্ত অরসিক, বলিলেন এ চুণ ও কালি, হুল ও মধু নহে"।

আমরা বলি কবির বন্ধুও নাম বল্‌তে পারেন নি ঠিক। সেটা বলেছে কলিকাতা শহরের প্রিভি-কাউন্সিলের জনৈক সভ্য (মেথর মহাশয়) সে নামটী কিন্তু বেশ খাটবে—'মল ও মূত্র"। এবার কবির কপিঞ্জল নামটী বিশ্লেষণ করা যাক্‌ একটুখানিক। নামটীর প্রথম দুটী অক্ষর কিন্তু বেশ ঠিক আছে যথা 'কপি' অর্থাৎ বানর আর দুটী শেষের অক্ষর যেন যোগ করা হয়েছে বেখরুরৎ। এ সম্বন্ধেও কবির ভাষায় বলা যাক্‌—

কবি কভু ন'স্‌ শোন্‌ কপিঞ্জল
তুই যেরে কপিবর
বাঙ্গালা ছাড়িয়া কিস্কিন্ধ্যা চল্‌
সেথায় তোদের ঘর

(২য় দৃশ্য)

পুস্তকের ভূমিকা সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখ্‌ছেন "উত্তম পুরুষ লিখিত ভূমিকা"। ঠিক কথা, যে লোক এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে পারে, সে উত্তম না হ'য়ে যায় কি করে ? চোরের কাছে চুরী করার চাইতে উত্তম কাজ আর কি আছে ? সে হিসাবে যে বইখানির ভূমিকা লিখে দিয়েছে সে মন্দ পুরুষ নয় কখনই। নেপথ্যে—উত্তম্‌ উত্তম্‌ উ-ত্ত-ম। পুস্তকের উৎসর্গে গ্রন্থকার লিখ্‌ছেন—"আমার পরম প্রেমাস্পদ পঞ্চম শ্যালক মহাশয়কে উপহার দিলাম"। মেছোহাটার ভাষার উত্তর নাই। দুঃখের বিষয়, এই সব হীন ও নীচচেতা ইতরেরাও মানুষের চামড়া গায়ে দিয়ে চলা-ফেরা করে থাকে সাহিত্যের পবিত্র আসরে। —ক্রমশঃ

'আত্ম-চরিত'

(এস্‌. এ, মজিদ)

মানদাদেবীর 'আত্মচরিতের' নাম 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় পাঠ করি। পুস্তকটির প্রতি আমার যে হীন ধারণা ছিল, পুস্তকটীর আগা-গোড়া পাঠের সুযোগ পাইয়া তাহার অপনোদন হইল। অধুনা-লুপ্ত 'প্রদীপ' নামক মাসিক পত্রে কোন বিদুষী বহু পূর্ব্বে দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন "কি কুক্ষণেই না বঙ্গদেশে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রচলন হইয়াছিল, যাহার কল্যাণে বঙ্গ-ললনাদের বক্ষ-বসনান্তরালে অবাধে বায়ু খেলিবার প্রশ্রয় পায়।" ছেলেবেলায় এই দুঃখের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। তখন যাহা কিছু নূতন ও চমকপ্রদ, তাহাই ভাল বলিয়া বোধ হইত। ভিতর তলাইয়া দেখিবার ক্ষমতা ছিল না। এই 'আত্মচরিত' পাঠে বহুদিনের সেই মলিন স্মৃতি-কণা জাগিয়া উঠিয়াছে। রুগ্ন, কর্ম্ম-ক্লিষ্ট কলেবরেও দুই কলম লিখিতে প্রবৃত্তি হইল। হুজুগ-প্রিয়, একদেশ-দর্শী, সংস্কারে অতি মাত্রায় আসক্ত 'আনন্দবাজার' সম্পাদক যদিও উহাকে মিস মেয়োর উক্তির চেয়ে আরও অধিক জঘন্য বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন; (মেয়োর উক্তি পড়ি নাই বলিয়া, তুলনা বুঝিলাম না) তথাপি আমার মতে ইহার স্থান অতি উচ্চে। সেদিনকার এলবার্ট হলের নারী-রক্ষা সমিতির আলোচ্য বিষয়ের বক্তৃতা হইতেও অনেক উচ্চে। গ্রন্থে আলোচিত ২।১টী বিষয়ে যদিও আমার মতভেদ আছে, তথাপি চাক্ষুষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে, আমি বলিতে বাধ্য যে, ইহার অনাবিল ঘটনাবলী অতিরঞ্জিত নহে—ইহা উপন্যাস নহে—বাস্তব। অধুনা যুগ-পরিবর্ত্তনের এই মহাসঙ্কটের দিনে লেখিকার এই শ্রেণীর মনের বল, স্বাধীন ও নির্ভীক আলোচনা খুবই প্রশংসনীয়। ইহাতে কুটিলতা ও হীন মানসিকতার লেশমাত্র পাইলাম না। সমাজে এই শ্রেণীর ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে। এই বিলাতী স্রোত যে, পারস্পর্য্যিক ভ্রাতা-ভগিনীদের গা ভাসাইয়া আধুনিক স্ত্রী শিক্ষার অভিনব সংস্কার পন্থী মুক্তিকামীদের কল্যাণে মুসলমান সমাজের অন্তঃপুরে দ্রুত প্রবাহিত হইয়া, পবিত্র ইস্‌লামের পূত হেরেম পূতিগন্ধে ভরপুর করিয়া তুলিতেছে, তাহার এক বাস্তব চিত্রের কিয়দংশ ১৯২০ ইং সনে মৎপ্রণীত "সোফিয়া" নামধেয় বৃহৎ গল্প বহিতে বিশেষরূপে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাই। সমাজে এই শ্রেণীর দুর্নীতির স্রোত প্রতিহত করাই ছিল, আমার আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু তৎকালে অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকই "স্ত্রী শিক্ষার মুণ্ডপাত করা হইল—স্ত্রী স্বাধীনতার প্রগতির মূলে কুঠারাঘাত করা হইল" বলিয়া, উপদেশে ও শ্লেষে আমাকে বিরত রাখেন। তখন আমার বয়স মাত্র একুশ। ৯।১০ বৎসর বয়স হইতে অসংখ্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, এমন কি ২।১ জন পাশ্চাত্য দেশবাসীর সঙ্গে নানা স্তরে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম বলিয়া, আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি ও স্বাধীনতা বনাম বর্ব্বরতা ও পশুত্বের যে হলাহল স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলাম. তাহার ভবিষ্যৎ তীব্র বিষময় ফল চিন্তা করিয়া, বিচলিত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু উক্ত কারণে গতিরুদ্ধ পথে পাদক্ষেপে অসমর্থ হইতে হইয়াছিল। তখন আমার সাহসেরও যথেষ্ট অভাব ছিল। যে কয়টি শিক্ষিতা মেয়ের প্রধান উপকরণ দিয়াছিলাম, তাহাদের কেহ কেহ এক্ষণে কলিকাতার কোন বিখ্যাত থিয়েটারে আছে; আর, একটী মুসলমান মেয়ে সংসারের ঘূর্ণিপাকে নানা ভাবে আবর্ত্তিত হইয়া, অদ্যাপি কুমিল্লা নগরীর এক প্রান্তে অবিবাহিতাভাবে অনুতাপদগ্ধ ও অর্দ্ধমৃতবৎ জীবন যাপন করিতেছে বলিয়া শুনা যায়।

'আত্মচরিতে' অভিভাবক, সমাজের ঔদাসিন্য শিক্ষার বাহন, নাটক, নভেল, আধুনিক সাহিত্য, অবাধ মেলামেশা, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার অভাব, ভদ্র নামধারী অর্থশালীর চরিত্রহীনতা, আশ্রম, মঠ, সংস্কার-পন্থী ও সমাজ সেবীদের ভণ্ডামী ইত্যাদি যে সকল মূল্যবান বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে—অন্ধ সমাজ তাহা অবহিত হইয়া মুক্তির পথ অন্বেষণ করিবে কি? সংস্কার-পন্থী মোল্লাদ্রোহী সওগাতী মুসলমান ও সংস্কার-ব্রজ-বন্যায় ওতপ্রোত আনন্দ বাজার সম্পাদক, সরদা বিলের সমর্থনকারীদল এই সকল গলৎ সম্বন্ধে কি বলিতে চান?

দেশের ও সমাজের উন্নতির এবং মুক্তির পথে যে সকল অন্তরায় গুপ্তভাবে বিরাজমান এই নারী সরল ভাবে শুভ লগ্নে সেই সকল সমাজের সম্মুখে চলচ্চিত্রের ন্যায় ধরিয়া দিয়া যে মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন. তজ্জন্য সমাজের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে কাহারও কোন আপত্তি আছে কি?

প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তিকে এই পুস্তকটী পাঠ করিয়া, যৎকর্ত্তব্য সম্পাদনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে অনুরোধ করিয়া আজ ক্ষান্ত রহিলাম বারান্তরে এই সকল দোষ-ত্রুটী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে বাসনা রহিল।

মুস্‌লিম-সর্ব্বদল

কলিকাতায় অধিবেশন

৩ নং ওয়েলেস্‌লী ফার্ষ্ট লেন,
কলিকাতা
১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৯ সাল।

বেরাদরানে ইস্‌লাম !

আজ বাংলার মুসলমানের নিজেদের অবস্থা এবং মতামত সম্বন্ধে আশু বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আশা করি, এ বিষয়ে আপনারা আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। যে সব বিষয়ে মুসলসমাজ প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা বহুদিন হইতে ধারাবাহিকরূপে চলিয়া আসিতেছে। মুসলমানদিগকে সমবেত ভাবে ঐ সমস্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনায় লিপ্ত হইয়া, আজ যাহাতে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, শীঘ্রই সে মতে বিহিত ব্যবস্থা করা উচিত। এতদিন আমরা আমাদের মতামত সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে পারি নাই, আমাদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারি নাই, সে জন্যই অতীতে আমরা এত ক্ষতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের এই জড়-ভাবের দরুণ কেবল যে মুস্‌লিম সম্প্রদায়েরই অনিষ্ট হইয়াছে—তাহা নয়, তাহার ফলে সমগ্র ভারতেরই অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ভারতের মধ্যে আমাদের প্রদেশই সব চেয়ে বেশী মুসলমানের বাস, সুতরাং এই প্রদেশের স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সুশৃঙ্খল ভাবে গড়িয়া তোলাই আমাদের ন্যায় অন্যান্য প্রদেশের মুস্‌লিম ভ্রাতাদেরও অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা যদি এ বিষয়ে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাই, তবে, আমাদের কাজের মূল্যাবধারণ করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। মুসলমানের স্বত্ব ও স্বার্থের দিকে ক্রমশঃই যে কম মনোযোগ প্রদান করা হইতেছে, প্রত্যহ তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আজ মুসলমান যদি নিজেদের মতভেদ সমূহ সাগর জলে ডুবাইয়া দিয়া সঙ্ঘবদ্ধ না হয় এবং নিজেদের অস্তিত্বের পরিচয় দিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে, তাহাদের দাবী-দাওয়ার প্রতি কেহ যে কোন দৃষ্টি প্রদান করিবে না, তাহা দিবালোকের মত স্পষ্ট সত্য। সুতরাং এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। আমি আজ সতর্কতা-সূচক সঙ্কেত চিহ্ন দেখাইয়া আপনাদেরে হুঁসিয়ার করিয়া দিতে চাহিতেছি। আমার বিশ্বাস, এই সঙ্কেতের উদ্দেশ্য আপনারা নিজে নিজেই সম্যক বুঝিতে পারিবেন। গত বৎসর কলিকাতায় আহূত মুস্‌লিম-সর্ব্বদল-সম্মিলনে একটি স্থায়ী সর্ব্বদল-কমিটি নিয়োজিত হইয়া, আমাকে তাহার সভাপতি করা হইয়াছিল। এই সাহসেই আগামী ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর (১৯২৯) কলিকাতায় আহূত সর্ব্বদল-মুস্‌লিম-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। প্রস্তাবিত সম্মিলনে "সর্দ্দা বিল", ইসলামের পবিত্র তীর্থস্থান সমূহ, বঙ্গীয় সংশোধিত প্রজাস্বত্ব আইন, বড়লাটের ঘোষণাবাণী গোল টেবিল বৈঠক, শাসন-সংস্কারে মুসলমানের অবস্থা এবং মুস্‌লিম স্বার্থজনিত অন্যান্য অনেক দরকারী বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হইবে। উক্ত কন্‌ফারেন্সে মুসলমানদের একটী প্রতিনিধিত্ব-মূলক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়া বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় তাহার শাখা সমিতি স্থাপন করতঃ মুসলমানদের স্বত্ব ও স্বার্থ সমূহ সংরক্ষণের সুব্যবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। **আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে মুসলমানের জীবন-মরণ-সমস্যা রূপে গ্রহণ করিবেন।** বর্ত্তমানে মুসলমান সমাজের জাতীয় জীবনে এমন এক সন্ধিক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করিতে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমাদের কন্‌ফারেন্সের কাল পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতএব, সে সম্বন্ধেও আমরা আলোচনা করিতে সমর্থ হইব। সকল দিক হইতে বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, সেণ্ট্রাল কমিটীর রিপোর্ট আমাদের স্বার্থের ষোল আনা বিরোধী; আমরা যদি নিজেদের পায়ে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষায় অবহিত না হই, তবে, আমাদের ধ্বংসই অনিবার্য্য। আমাদের অদৃষ্টের শেষ মীমাংসার মুহূর্ত্ত উপস্থিত। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে আজ আমাদের সুশিক্ষা হউক। আমরা চিরদিনই সুযোগ হারাইয়া অসময়ে সচেতন হইয়াছি। রাজনীতি ক্ষেত্রে আমাদের জীবন-মরণের মহা সমস্যা শীঘ্রই মীমাংসিত হইবে। আমরা যদি আমাদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার অনুকূলে অদৃষ্টের মীমাংসা করিতে অসমর্থ হই, তবে, বহুকাল পর্য্যন্ত বহু অন্যায় ও অসঙ্গত আইন-কানুনের নাগপাশে আমাদের আবদ্ধ থাকিতে হইবে।

আশা করি, অপনারা দয়া করিয়া কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবেন, বিভিন্ন লার বিভিন্ন মুস্‌লিম-প্রতিষ্ঠান হইতে যাহাতে অধিক সংখ্যক দর্শক ও প্রতিনিধি সভায় যোগদান করেন, আশা করি তাহার চেষ্টাও আপনারা করিবেন। ডেলিগেট ফিঃ মাত্র ২৲ দুই টাকা ধার্য্য হইল। মেহেরবাণী করিয়া আপনাদের স্ব-স্ব আগমন-সংবাদ পূর্ব্বাহ্নেই আমাকে তারযোগে জানাইবেন। আহার ও বাসস্থান সম্বন্ধে আপনাদের অভিমত জানিলে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।

আপনাদের ইস্‌লামী ভ্রাতা
হোসেন শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দ্দী।

জাতীয়তার অভাব

(এ, কে, এস, জহীর উদ্দীন আহমদ সৈয়দী)

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, জাতীয়তার অভাবই আমাদের উন্নতি পথের প্রধান অন্তরায় এবং অবনতির মূলীভূত কারণ। আমাদের আজ সমাজ নাই, সমিতি নাই, জাতীয়তা নাই, আমরা আজ নেতা ছাড়া, অর্থ ছাড়া, জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেক-হারা এক অভিনব জাতিতে পরিণত হইয়াছি। আমাদের না আছে অর্থ, না আছে শিক্ষা-সভ্যতা, না আছে গোলায় ধান, না আছে ক্ষেতে শস্য, না আছে হস্তে বল, না আছে সিন্দুকে টাকা, না আছে মাথায় বুদ্ধি, না আছে বুকে উৎসাহ, না আছে ধর্ম্মে উদ্যম, যাহা কিছু মনুষ্য জীবনের উপাদেয় বস্তু, তার কিছুই নাই। তবে আছে কি? তার পরিবর্ত্তে আছে হিংসা, দ্বেষ, গ্লানি, জাল, জুয়াচুরী, মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা, নানা প্রকার নেশা ব্যবহার, উৎকোচ গ্রহণ, ব্যবসায়ে ভেল ও দাগাবাজী, পর-পীড়ন, স্বজাতীয় ভ্রাতার শোণিত শোষণ, চুরি-চামারী, দস্যুতা ও পরানিষ্ট-সাধন ইত্যাদি যত প্রকার পাপকার্য্য ও পাপানুষ্ঠান আছে, তৎসমস্তই আমাদের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া সমাজকে অন্তঃসার-শূন্য, দুর্ব্বল ও বিশৃঙ্খল করিয়া দিন দিন জাতীয় অধঃপতন ঘটাইতেছে। কোন্ পাপ-কর্ম্মের ফলে আমরা এই দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি, একটু চিন্তা করিলেই মোটামুটিভাবে বুঝা যায়, ধর্ম্ম-কর্ম্মে উদাসীনতা আমাদের পতনের মূল অন্তরায়। আমরা যদি ইস্‌লামের বিধি-ব্যবস্থাগুলি ঠিকভাবে প্রতিপালন করিতাম, তাহা হইলে, আজ আমাদের এরূপ শোচনীয় অধঃপতন কখনই সম্ভবপর হইত না। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, পুত্রকন্যাদের এলেম শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক পিতামাতার ফরজ (অবশ্য কর্ত্তব্য) এবং ধর্ম্মের ব্যবস্থা; কিন্তু কয়জনে আমরা সে ফরজ আদায় করিয়া থাকি। যদি তাহা করিতাম, তাহা হইলে কি সমাজে অধিক সংখ্যক গণ্ডমূর্খ থাকিত? আমাদের হজরত সারওয়ারে কায়েনাতের সেই পূতবাণী:—"তলবুল এলমে ফারিজাতুন আল্লা কুল্লো মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন" অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী উভয়ের প্রতি এলেম (বিদ্যা) শিক্ষা করা ফরজ (অবশ্য কর্ত্তব্য)। আমরা যদি তাঁর এই মহাবাণী পালন করিতাম, তাহা হইলে, আমরা এমন হেয় লাঞ্ছিত হইতাম না। সেদিন মাত্র আমাদের রাজত্ব গিয়াছে, ইহুদী, পারসিক হিন্দু প্রভৃতি সম্প্রদায়েরা আমাদের বহু শতাব্দি পূর্ব্বে রাজ্য হারা হইয়াছে, কিন্তু বাংলার মুসলমানের মত দীনহীন তারা নয়। আমাদের ধর্ম্মের বিধিব্যবস্থার মধ্যে যে মিলনের ব্যবস্থা আছে, অন্য কোন জাতির ধর্ম্মে তার বিন্দু পরিমাণও নাই। জাকাত ও ফেৎরার মধ্যে যে জাতীয়তা ও হামদর্দ্দীর ইঙ্গিত আছে, তা যদি বুঝিতাম তা হইলে কি বিজাতীয়ের ক্রীড়া-পুতুল হইয়া থাকিতাম। আমরা জাতীয়তা রক্ষা করিতে কেহই শিখিলাম না। স্বজাতির দোকান পার্শ্বে থাকা সত্ত্বেও, আমরা বিজাতির দোকান হইতে জিনিষ-পত্র ক্রয় করি। উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত চাকুরিয়ার জাতীয় সহানুভূতি আরও ভয়ঙ্কর। হিন্দু একজন উঁচু দরের চাকুরিয়া হইলে তাহার গোষ্টিশুদ্ধ এমন কি, অনেক সময় শালা-সম্বন্ধির পর্য্যন্ত চাকুরীর জন্য কর্ত্তৃপক্ষের উমেদারী করিয়া থাকেন, কিন্তু মুসলমান তাহার বিপরীত, স্বজাতি তাহার নিকট চাকুরীর জন্য শত উমেদারী করিলেও মুসলমান তাহার জন্য সুপারিশ করিবে না। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইহার একমাত্র কারণ—আমি অফিসের একজন বড়বাবু, আমার স্বজাতি আসিয়া পাছে আমার স্বার্থে ব্যাঘাত জন্মায় এই আশঙ্কায় তাহার কথায় কর্ণপাত করি না। শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা আজকাল আর অল্প নহে, অনেক সময় মুরব্বি নাই বলিয়া তাহারা যে আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাহার একমাত্র কারণ জাতীয় সহানুভূতির অভাব। মুরব্বি কি প্রত্যেক হিন্দুর আছে আর মুসলমানের নাই? আমরা মুসলমান ডাক্তারকে ডাকি না, যেখানে মুসলমানের ডাক্তার আছে, সেখানে তাকে বাদ দিয়া হিন্দু ডাক্তার অনিয়া রোগের চিকিৎসা করি। মুসলমান উকীল মোক্তার ও মুহুরী থাকিতে হিন্দু উকীল মোক্তার ও মুহুরীর পায়ে তৈল দিয়া মোকদ্দমা চালাই। মুসলমানের মিষ্টান্নের দোকান থাকিতে হিন্দুর দোকানে মিঠাই খাই ও তাহার গ্লাস ছুঁইলে অপমানিত হই, তবুও আমাদের লজ্জা নাই। এই প্রকার ছোট বড় সব প্রকার কাজেই আমরা জাতীয়তার গলায় কুঠারাঘাত করিতেছি। হিন্দুদিগকে মুসলমান দোকানদারেরা অল্প মূল্যে জিনিষ দিলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইবে না। ইংরেজগণ স্বজাতীয় দোকান হইতে এক টাকার জিনিষ দশ টাকায় ক্রয় করিবেন, তথাপি অন্য ভারতীয় দোকানে কিনিবেন না। কোন একটী বড় মিটিংএ জনৈক স্কটল্যাণ্ড দেশীয় একজন সাহেব উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার পকেটে একটি বড় ঘড়ি ছিল, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, সাহেব! এরূপ ঘড়ি কেন ব্যবহার করেন, আজকাল ইহার চেয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর ফ্যাশানেবল ঘড়ি বাজারে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বলিলেন,—"My country does not produce a better one" অর্থাৎ আমাদের দেশে এর চেয়ে উত্তম ঘড়ি প্রস্তুত হয় না। তিনি ভারতবর্ষে চাকুরী করিতেন, আর, তাঁর জুতা ঘড়ি তিনি তার সাত সমুদ্র তের নদীর পারের দেশ হইতে ক্রয় করিতেন। প্রকৃত জাতীয়তা আর কাহাকে বলে। একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়, ঐ জাতীয়তাই তাঁহাদিগকে এত বড় করিয়া তুলিয়াছে।

—ক্রমশঃ

ইস্‌লামের বিশেষত্ব

(মওঃ কাজী শরফুল আনাম বি, এ,)

মহামানব হজরত মুহাম্মদ (দঃ) জগতকে যে ইসলাম এনে দিয়েছেন, তা অনেক দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। এই বিশিষ্ট নতুনত্বই হ'ল ইস্‌লামের সর্ব্ব-প্রধান গৌরবের বিষয়। প্রাগ্-ইস্‌লামী আর কোন ধর্ম্মেই সেগুলির নাম-গন্ধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। আজ আমরা তারই মধ্যকার একটী নিয়ে একটু আলোচনা কর্‌ব।

আজ পর্য্যন্ত জগতে যে কয়টী প্রধান ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাদের শিক্ষা দীক্ষা, মূল-নীতি ও অনুশাসন গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যে, অ-ইসলাম সকল ধর্ম্মেরই চিন্তার ধারা যেন একই জায়গায় গিয়ে মিশেছে। সকল ধর্ম্মেই মানুষের জীবনকে দুইটী স্বতন্ত্র ও পরস্পর-বিরোধী অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। একটীর নাম দেওয়া হয়েছে সাংসারিক জীবন ও অপরটার ধর্ম্ম-জীবন। উচ্চাদের ধার্ম্মিক হ'তে হ'লে একমাত্র ইসলাম ছাড়া সংসার বেষ্টনীর মধ্যে থেকে উহা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সব ধর্ম্মগুলি একমত, আর এই মূল নীতিই ছিল দ্বিন ইস্‌লামের পূর্ব্বে সকল ধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা ও মেরুদণ্ড বিশেষ। হিন্দুর সংসার-ত্যাগী যোগী ঋষির জীবন, বৌদ্ধের নির্ব্বাণ-লাভাকাঙ্ক্ষী ভিক্ষু-জীবন, আর খৃষ্টানের 'ধনিদের জন্য স্বর্গ নয়' রূপ অনুষ্ঠান ও শিক্ষা যথাক্রমে আজও আমাদের সেই মতবাদের সন্ধান বলে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের মধ্যে সংশ্লিষ্ট থেকে, সংসারের লাভ ক্ষতি খতিয়ে ব্যবসায়, বাণিজ্য বা চাকুরি ইত্যাদি নিয়ে থাকলে ধর্ম্ম তথা খোদার সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভ কর্‌তে পারে না। দ্বিন্ চাও তো দুনিয়া ছাড় আর দুনিয়া চাও তো দ্বিনের আশা ত্যাগ কর—ইহাই ছিল ইস্‌লামের পূর্ব্বে সকল ধর্ম্মের সার উপদেশ।

আরবের নিরক্ষর নবী এই সর্ব্ব-বাদী-সম্মত মতবাদ ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটা মজার সামঞ্জস্য এনে ধর্‌লেন। এই নতুন বার্ত্তাটী যেমনি সহজ ও সর্ব্বজন-প্রিয়, তেমনি workable ও practical তিনি বল্‌লেন, হে সংসারী ভোগি! পরকালের সুখে তোমার হতাশ হওয়ার কোন দরকার নেই। ইস্‌লামের নিকট সংসার ও ধর্ম্ম অভিন্ন; ধর্ম্মের দ্বারাই তুমি সাংসারিক উন্নতি লাভ করতে পারবে। আর সাংসারিক কর্ম্মই তোমার ধর্ম্ম-জীবনকে পরিপূর্ণতার (perfection) দিকে নিয়ে যাবে। ইস্‌লাম আর কিছুই চায় না, চায় শুধু তোমার অবনত মস্তক, চায় শুধু খোদার আদেশ ও নিদেশের সামুনে তোমার আন্তরিক সততাপূর্ণ সত্যিকার অধীনতা। ইস্‌লাম মানুষের জীবনের নীতি এমনই পাকা হাতে বেঁধে দিলে যে, যদি সে নিয়মের "সাহ-রাহ" দিয়ে নিজের জীবনের সকল ছোট বড় কাজ চালিয়ে নিয়ে যায়, তা হ'লে সে সংসারের যে কাজই করুক না কেন, তাতেই পুণ্য তাতেই সওয়াব পাবে: তাতেই ইহকাল ও পরকালে খোদার সন্তুষ্টি ও বেহেশ্‌তের সুখ তার হস্তগত হবে। সংসার ত্যাগ করে ধর্ম্ম আহরণ করা খোদার অভিপ্রেত নয়; ঘোর সংসারী হ'য়ে পরম ধার্ম্মিক হওয়া, হ'ল ইস্‌লামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম-পরায়ণতা। আবার সবার চেয়ে মজার ব্যাপার এই যে, অতি সামান্য সামান্য কাজ—যার মধ্যে কেহ কস্মিন কালেও ধর্ম্মের নাম গন্ধ পায়নি, ইস্‌লাম তাতেও সওয়াব আছে বলে ব্যবস্থা দিলে। স্বামী সোহাগ-ভরে এক গ্রাস খাবার স্ত্রীর মুখে তুলে দিল, ইস্‌লামের বিধানে ইহাও পুণ্যময়। এমন আজগুবি সওয়াবের 'হরির লুট' আর কোন ধর্ম্ম দেখাতে পারে কি? ইস্‌লামের আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসীকে সওয়াব দিয়ে মালামাল 'নেহাল' করে দিতে সর্ব্বদাই হাত উঁচিয়ে বসে আছেন—মানুষ যদি তার দৈনন্দিন সকল কাজ শুধু একটু খোদার আদেশ নিদেশের কষ্টি-পাথরে ঘ'ষে নিয়ে করে। এই প্রসঙ্গে ইস্‌লাম-জগতের সর্ব্বোজ্জ্বল নক্ষত্র হজরত ওমর ফারুকের সম্বন্ধে একটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ক'রে থাকতে পারলুম না। কোন একজন ধর্ম্ম-ভীরু মুসলমান সম্বন্ধে জনৈক ভদ্রলোক হজরত ওমরকে বল্‌লেন যে, অমুক লোক একজন খাঁটি ও পাকা মুসলমান, কারণ তিনি "কায়েম উল-লায়ল ও সায়েম-উদ্-দহর"। কিন্তু যখন হজরত ওমরের প্রশ্নে ইহাই প্রমাণিত হ'ল যে, সেই ভদ্রলোক তথা-কথিত খাঁটি ও পাকা মুসলমানের প্রতিবেশী নন, যখন একত্রে দেশ-ভ্রমণে সুখ ও দুঃখের অংশ নেননি, বা সাংসারিক আবশ্যক-হেতু কখন পরস্পরের মধ্যে খাদান-প্রদানও হয়নি, তখন হজরত ওমর জলদ-গম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, "ওগো, খাঁটি মুসলমান শুধু রাত জেগে নামাজ পড়লে ও বার মাস রোজা রাখলেই হওয়া যায় না, সে বড় কঠিন কাজ। তিনি মস্ত বড় আবেদ হতে পারেন, মস্ত বড় জাহেদ হতে

মশরেকী

"ইনি কি তিনি"?

জার-পুত্রের ইরাক গমন

বাগ্দাদের ২০শে ডিসেম্বরের খবরে প্রকাশ, ইরাক পুলিস সুইমানিয়াতে এক জন রুস যুবককে গ্রেফ্তার করে। ইনি নাকি পারস্য-রাজ্য হইতে প্রবেশাধিকার পত্র না লইয়া ইরাকে গমন করিয়াছেন। গ্রেফ্তারের পর যুবক রুসিয়ার ভূতপূর্ব্ব জারের এক মাত্র পুত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন। এই সংবাদে বাগ্দাদের রুস সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জারের পুত্র জীবিত থাকিলে, তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ২৫ বৎসর হওয়া উচিত। কিন্তু এই যুবকের বয়স ২০ বৎসরের অধিক বলিয়া অনুমান হয় না। পুলিস প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা অবধারণ করিতে পারে নাই।

মিসরে নির্ব্বাচন

স্বাদেশিক দলের সাফল্য

উত্তর-মিসরের বেইরুতে নির্ব্বাচন উপলক্ষে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহাতে দুই ব্যক্তি মারা গিয়াছে। অন্যত্র ছোট-খাট রকমের দাঙ্গা হইয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বেকার সাধারণ নির্ব্বাচনের তুলনায় এবারের নির্ব্বাচন শান্তভাবে সম্পন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। যদিও এখন পর্য্যন্ত নির্ব্বাচনের ফলাফল জানিতে পারা যায় নাই, তথাপি ওয়াফদী দল যে জয়লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুই শত বত্রিশটি আসনের জন্য এক শত দুইজন ওয়াফদী এবং তিন জন স্বাধীন দলস্থ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ওয়াফদ্গিগণ ইঙ্গ-মিসর সন্ধির নির্ব্বাচনের বিচার্য্য বিষয়রূপে উপস্থিত করিতে অসম্মত হওয়ায়, উদারনীতিকগণ নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ওয়াফদিগণ সকল নির্ব্বাচনেই জয়লাভ করিতেছেন।

অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিক চাঞ্চল্য

ষাট জন হতাহত

সিডনীর ১৬ই ডিসেম্বরে সংবাদে প্রকাশ যে, রথবারি কয়লার খনির ৪ হাজার শ্রমিক অদ্য সকালে পুলিসদিগকে বিষমরূপে আক্রমণ করে। ফলে পুলিস রিভলবারের গুলি চালায়, ৩ জন শ্রমিক আহত হয়। শ্রমিকদিগের ইট ছুড়িবার ফলে অনেক পুলিস আহত হয়। পুলিসের গুলি করার ফলে, শ্রমিকদিগের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তাহারা ক্ষিপ্ত এবং মরিয়া হইয়া পুনঃ পুনঃ পুলিস বাহিনীকে আক্রমণ করিতে থাকে। ২০ মিনিট ধরিয়া এই লড়াই চলিতে থাকে। পরে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গা আবার দেখা দেয় এবং শ্রমিকেরা জোর করিয়া খনিতে প্রবেশের চেষ্টা করে। নিউ সাউথ্ ওয়েলস্ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঃ ব্যাডিলি শ্রমিকদিগকে শান্ত করিতে গিয়া, হাঙ্গামার ফলে আহত হন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, ১ জন শ্রমিক নিহত ও ৯ জন গুরুতররূপে আহত এবং ৪৫ জন সামান্য আহত হইয়াছে। এই গোলমালে ৬ জন পুলিসও আহত হইয়াছে। বস্তুতঃ দেখা যাইতেছে যে, শ্রমিকেরা কয়লার খনিটি দখল করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে যে এত সুনিশ্চিত বাধা পাইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নে আশা করে নাই। খনি-বিভাগের মন্ত্রি মিঃ চ্যাফি বলিতেছেন যে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা ব্যতীত অন্য কোন সমস্যা নাই। সিড্নী ও নিউক্যাসল্ হইতে বহু পুলিস খনি অঞ্চলে প্রেরিত হইয়াছে। শালিশী আদালত হইতে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী হইয়াছে যে, আগামী কল্য দ্বিপ্রহরে সিডনী শহরে বিবদমান দলদিগের একটি সভায় হাজির হইতে হইবে। অষ্ট্রেলিয়ার নূতন শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রি মিঃ স্কালিন্ অদ্য সকালে খনির শ্রমিক নেতাদের নিকট এই মর্ম্মে অনুরোধ করিয়া এক তার প্রেরণ করিয়াছেন যে, শ্রমিকেরা যেন খনির নিকট হইতে সরিয়া যায় এবং আর গোলমাল না বাধায়। শ্রমিক নেতাগণ এই তারের উত্তরে প্রধান মন্ত্রিকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা উক্ত অনুরোধ পালন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

চীনে রাষ্ট্র-গোলযোগ

বিদ্রোহী নেতার আত্মহত্যা ও ফাঁসী

নানকিংয়ের ১৫ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ক্যাণ্টন হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইতেছে যে, ক্যাণ্টনে স্বাদেশিক গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সৈন্য বিদ্রোহ করিয়া যুদ্ধ বাধাইয়াছিল, তাহাদের নায়ক ১২ই তারিখ আত্মহত্যা করিয়াছেন। তিনি ক্যাণ্টন দখল করিতে গিয়া, গবর্ণমেণ্ট সৈন্যদলের হস্তে পরাজিত হওয়ায়, তিনি ঐ কার্য্য করিয়াছেন। স্বাদেশিক গবর্ণমেণ্ট তাহার মৃতদেহকে ফাঁসি দিয়াছেন।

নূতন নৌ আইন

নানকিংয়ের ১৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, শাসন-পরিষদে একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছে, যাহাতে চীনকে তাহার দেশমধ্যস্থ ও উপকূলস্থ পোতচালন অধিকার পুনঃপ্রদত্ত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে চীন সমুদ্রে যে সকল বিদেশীয় পোত পরিচালিত হয়, সে সমস্ত চীন সরকার এক বৎসরের মধ্যে হস্তগত করিবেন। এই উপলক্ষে ইহা বলা প্রয়োজন যে, চায়না ষ্টিম শিপ কোম্পানীর ৩১ খানি জাহাজ চীনের নদীবক্ষে ও উপকূলে গতিবিধি করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত চীনের উপকূলে ও ইয়াংসী নদীতে অনেক ছোট ছোট জাহাজ পণ্য বহন করিয়া থাকে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সংখ্যা ছিল ১৬৭,১৪৬ খানি এবং ঐ বৎসরে ১২৮,২০২,৬২৫ টন পণ্য বহন করিয়াছিল। এই সকল জাহাজের মধ্যে ৩৬,৯৩৭ খানি ছিল বৃটীশ, ২৭,২৬১ খানি জাপানী ৫৬০৮ খানি মার্কিণ।

ছিন্ন মুণ্ডের বীভৎস দৃশ্য

টকিয়োর ১৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, হার্ব্বিন হইতে চীন-রুস সীমান্তস্থিত মাঞ্চুলি নগরীতে যাইবার পথে পেকিঙ্গো ষ্টেশনে বৃটীশ, ফরাসী, জাপানী জার্ম্মাণী এবং আমেরিকান দূতগণ প্রাচীরে বিলম্বিত বহু ছিন্নমুণ্ডের এক বীভৎস দৃশ্য দেখিতে পান। বৈদেশিক রাজদূতগণ মাঞ্চুলি শহরের অবস্থা দেখিবার জন্য গমন করিতেছিলেন। যে সমস্ত চীন লুটতরাজের অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছিল, ঐ সমস্ত ছিন্নমুণ্ড সেই সব হতভাগ্য দিগেরই। রাজদূতগণ নিজেরাই এক্ষণে একটু মুশ্কিলে পড়িয়াছেন, কারণ তত্রত্য চীনা সেনানায়ক তাহাদিগকে মিনটুনো পর্য্যন্ত যাইতে দিতে চাহিতেছেন বটে, কিন্তু খিঙ্গান পর্ব্বতের অপর পারে তাঁহাদের নিরাপদ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন না।

বিদ্রোহীদের পরাজয়

হঙ্কোংয়ের ১৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, চীনের "লাল-পল্টন" (বিদ্রোহী বাহিনী) গত শুক্রবার দিন হাইহে নামকস্থানে হানা দিয়াছিল। এই স্থানটী হঙ্কোং হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। আক্রমণের ফলে গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত সৈন্যদল বিতাড়িত হয়। "লাল পল্টনের" সৈন্যেরা খুব নিয়মিত সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল এবং তাহারা যথেচ্ছ লুঠ-তরাজ করে নাই। তাহারা অনেক লোককে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে রেভারেণ্ড স্যাডি ও রেভারেণ্ড লিভসলি নামক দুইজন খৃষ্টান পাদ্রী আছেন। ইহাদের মুক্তির জন্য অনেক টাকা দাবী করা হইয়াছে।

রুস-চীন বিবাদ নিষ্পত্তি

মস্কো হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, রুস প্রতিনিধি মঃ সিমানোভস্কি এবং চীনের প্রতিনিধি টাই-যু-সেং এই দুই জনে মিলিয়া এক চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, চায়নিজ ইষ্টার্ণ রেলপথে এবং মাঞ্চুরিয়া ও সোভিয়েট সুদূর প্রাচ্য দেশের চীন ও রুসের যে সমস্ত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান আছে তৎসমস্ত স্থলেই পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে। ইতিমধ্যে উভয় পক্ষের সৈন্য প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিতে হইবে। অতঃপর আগামী ২৫শে জানুয়ারী তারিখে মস্কো নগরীতে রুস-চীন সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সেই সভায় সমস্ত বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসা করা হইবে।

রুস-তুর্কী সন্ধি

উভয় পক্ষের স্বাক্ষর

১৯২৫ সালে প্যারিস নগরীতে তুরস্ক ও রুসিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের জন্য এক চুক্তির কথা স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই চুক্তির পুনঃসংস্কার করা হইয়াছে। আঙ্গোরাতে রুসিয়া ও তুরস্কের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া নূতন করিয়া সেই বন্ধুত্বসূচক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। উভয় দেশের প্রতিনিধিরূপে মুস্তফা কামাল পাশা ও কারাখান উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া কথাবার্ত্তা হয়। এই আলোচনার গুরুত্ব খুব বেশী বলিয়া সকলেই মনে করিতেছেন।

বাদ্শাহ্ নাদির খাঁ

নূতন স্কুল প্রতিষ্ঠা

বাদশাহ নাদির খাঁ বাগ-ই-আমুনী হোটেল নামক বাড়ীখানি স্কুলরূপে ব্যবহার করিবার জন্য শিক্ষা-মন্ত্রিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। শোর বাজারের পীর স্কুল উদ্বোধন উপলক্ষে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, তিনি বৈদেশিক ভাষার বিরোধী নহেন, পক্ষান্তরে বিদেশীয়গণের চাতুরী হইতে যুবকদিগকে সামলাইবার জন্য উহা একান্ত আবশ্যক। তিনি যুবকদের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনযাপন প্রণালীতে তাহারা যেন অভ্যস্ত না হয়। প্রকৃত আফগান যে, সে কাফেরদের আচার-ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধর্ম্মান্ধতা হইতে কখনও মুক্ত হইবে না। লক্ষ্য হইবে, ইস্লামের উন্নতির জন্য সেবা এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

সম্পত্তি ফেরৎ

কাবুলে তুষারপাত হইতে থাকায় অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। সেই জন্য বাদশাহ নাদীর খাঁ সৈন্য-বাহিনীর পরিচ্ছদের জন্য এক লক্ষ কাবুলী মুদ্রা মঞ্জুর করিয়াছেন। গাজী হবিবুল্লার প্রভুত্ব মানিয়া লইতে অসম্মত হওয়ায়, যে সব সম্পত্তি বাজেয়াফ্ত হইয়াছিল, বাদ্শাহ নাদির খাঁ তাহা পূর্ব্বের মালিকগণকে ফিরাইয়া দিবার হুকুম দিয়াছেন।

নাদিরকে সমর্থন

নাদির খাঁকে আফগানিস্তানের রাজা বলিয়া বৃটিশ ও সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে তার পাঠাইয়াছেন আফগান গবর্ণমেণ্ট ... তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বড়লাট লর্ড আরউইন কাবুলস্থ বৃটীশ দূতাবাসে ভূতপূর্ব্ব প্রাচ্য সেক্রেটারী খাঁ বাহাদুর শেখ মহবুব আলি খাঁকে রাজনৈতিক বিভাগের জন্য মনোনীত করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গোলযোগ

ইউরোপীয়দিগের গুলি চালনা

কেপ টাউনের ১৬ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, "দিঙ্গান দিবসের উৎসব" উপলক্ষে পোচেফষ্টরুম নামক স্থানে দেশীয়দিগের এক সভা হইয়াছিল। এই সভায় ইউরোপীয়গণ রিভলভারের গুলি ছুড়িয়া তিন জন দেশীয় লোককে আহত করে। একজনের আঘাত খুব সাঙ্ঘাতিক। এতদ্ব্যতীত "দিঙ্গান উৎসবে" আর কোন গোলযোগ হয় নাই। কেপটাউনে আন্দোলনকারিগণ জেনারেল স্মাট্স্ এবং জেনারেল হার্জ্জগের এক কুশ পুত্তলিকা দগ্ধ করে। ১৮৮৮ খৃঃ বুয়রগণ দেশীয়দিগের শক্তিশালী নায়ক দিঙ্গানকে যে দিন পরাজিত করিয়াছিল, সেই দিবসের স্মরণ উপলক্ষেই এই বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সুদানে বিদ্রোহ

দলপতি গ্রেফ্তার

খার্তুমের ২০শে ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ টালোদি ও নিউবা পাহাড়ের পার্ব্বত্য জাতিদের প্রধান দলপতি বন্দী হইয়াছেন। ইনি সুদানের সরকারী কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইতে রাজী নহেন। এই দলপতির নাম লোকাপী। সুদানের পুলিস ও রক্ষীবাহিনী সম্মিলিত হইয়া তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিয়াছে। এই ঘটনার পরদিন পার্ব্বত্য জাতিরা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। তাহারা সরকারী বাহিনীর উপর গুলিবর্ষণ করে। ইহার ফলে একজন সৈন্য খুন হইয়াছে। স্বয়ং কম্যাণ্ডার জখম হইয়াছেন। ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। তবে এখন অনেকটা শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

অগ্র-গামী ইরাণ

প্রধান মন্ত্রির ইন্তেকাল

তিহরাণের ১৭ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, পারস্যে ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রি সৈয়দ এস, দৌল্লা পাঁচ মাস কাল রোগে ভুগিয়া অদ্য ইন্তেকাল করিয়াছেন। (ইঃ)

পারস্যে জাপানের দূত

অদ্য জাপানের নূতন দূত এখানে আসিয়া শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সনদ তাঁহার নিকট দাখিল করিয়াছিলেন।

হিজাযে পারস্যের দূত

গত বসন্ত ঋতুতে একটি বিশেষ দৌত্যে মীর্জ্জা হবিবুল্লা খাঁ হোভেদা আমীন উল্-মুল্ক হিজাযে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি তথায় পারস্যের রাজনৈতিক প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত হইলেন।

নাইগেরিয়ায় দাঙ্গা

বহু লোক হতাহত

নাইগেরিয়ায় যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গেল, তাহাতে ২০ জন অধিবাসী মারা গিয়াছে। উত্তেজিত জনতা ভীষণ গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া লুটপাট আরম্ভ করিয়াছিল। এমন সময় পশ্চিম আফ্রিকার সীমান্ত বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই ব্যাপার বেশী দূর গড়াইতে পারে নাই। দাঙ্গাকারীরা মাল গুদাম ও রেলষ্টেশন ইত্যাদি আক্রমণ করিয়াছিল। ইহারা সৈন্যের হস্ত হইতে রিভলভার কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিল। এই অবস্থায় বাধ্য হইয়া সরকারী সৈন্য গুলিবর্ষণ করে। অতঃপর জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। আহতের সংখ্যা এখনও অজ্ঞাত। সৈন্যদলের মধ্যেও কয়েকজন আহত হইয়াছে। এখন শান্তি স্থাপিত হইয়াছে; আর গোলমাল নাই। কর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, অবস্থা গুরুতর হইয়াছিল। এই অবস্থায় গুলি করা ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় ছিল না।

(পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদ)

পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত নাইগেরিয়া প্রদেশের ওপোকা এবং আবা শহরে এক ভীষণ দাঙ্গা ও গোলযোগ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে ৪৫ জন দেশীয় স্ত্রী-পুরুষ নিহত হইয়াছে। নিহতদিগের মধ্যে ১২ জন স্ত্রীলোক আছে। প্রকাশ যে, ঐ স্ত্রীলোকগণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এক আন্দোলনে প্ররোচনা দেয় এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ ও কোষাগার আক্রমণ করে। দেখা যাইতেছে ... গুলি চালাইবার জন্য সৈন্যদিগকে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সেই আদেশের মর্ম্ম তাহারা ভুল বুঝিয়া জনতা মধ্যেই গুলি চালায়; ফলে ৪৫ জন নরনারী জীবন হারাইয়াছে। এরূপ বিশ্বাস যে, গোলমাল বাধিবার মূল কারণ হইতেছে, উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস এবং ফলে কর-বৃদ্ধির আশঙ্কা।

ফ্রাঙ্কফোর্টে হাঙ্গামা

বহু চেষ্টায় শান্তি স্থাপিত

গত পূর্ব্ব বুধবার সন্ধ্যার সময় সিটি হলের নিকটে ফ্রাঙ্কফোর্ট মিউনিসিপ্যালিটী বড়দিনে বেকার লোকগণকে সাহায্য দান বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তথায় জনতা, শোভাযাত্রা ও চীৎকার প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের মনোভাব প্রকাশ করিতেছিল। পুলিস রিভলভারের সাহায্যে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। কিন্তু সমস্ত রাত্রি দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতে থাকে। জনতা দোকান পাট লুঠ করিতে চেষ্টা করে। রাস্তায় জানালা ও ঘরের ছাদ হইতে পুলিসের উপর প্রস্তরখণ্ড বর্ষিত হয়। পুলিস ও দাঙ্গাকারীর বহু ব্যক্তি জখম হইয়াছে। ৩৩ জনকে গ্রেফ্তার করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে সিটি কাউন্সিলের এক সভায় বেকার লোকদের সাহায্যের জন্য ১০ লক্ষ মার্ক মঞ্জুর করা হয়। শেষ রাত্রিতে সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়।

আটলাণ্টিকে প্রবল ঝড়

জার্ম্মাণ জাহাজ বিপন্ন

নিউ ইয়র্কের ১৫ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, বিলাতে জার্ম্মাণ যাত্রী জাহাজ 'ব্রেমেন' প্রায় তিনদিন বিলম্বে অদ্য কুয়াসার মধ্যে টলিতে টলিতে বন্দরে পৌছিয়াছে। আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে যে ঝড় হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলে উক্ত জাহাজ এবং পঞ্চাশ জন যাত্রীর খুব দুর্দ্দশা হইয়াছিল। ইহারা গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। "ব্রেমেনে"র ক্যাপ্টেন বলিতেছেন যে, আটলাণ্টিক সমুদ্র অতিক্রম করিতে তিনি আর কখনও এত কষ্ট অনুভব করেন নাই। তিনবার তিনি জাহাজকে ঝড়ের মুখে ছাড়িয়া দিয়া থামাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চের্ বুর্গ হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত সমস্ত সমুদ্র পথে ক্রুদ্ধ তরঙ্গরাজিকে শান্ত করিবার জন্য তৈল ঢালিতে হইয়াছিল। ক্ষৌরকারের দোকানে বসিয়া জনৈক মার্কিণ যাত্রী ক্ষৌরী হইতেছিলেন, কিন্তু ঝড়ের প্রবল ঝাপটায় ফলে তিনি চেয়ার হইতে ছিট্কাইয়া পড়িয়া যান এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষৌরকারও খোলা ক্ষুর সহ তাঁহার উপর পতিত হয়। ফলে দুই জনই আহত হন। এদিকে লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ যে, কয়েকদিন ঝড়-বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের পর গত ১৪ ডিসেম্বর এমন ভয়ঙ্কর গরম পড়িয়াছিল যে, গত ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের পর এরূপ উত্তাপ আর লণ্ডনে অনুভূত হয় নাই।

إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ১২ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

খাদ্দিমুল্ কওম।—নাম ও যশের ভিখারী নয়, স্তুতি ও স্তাবকতার পূজারী নয়, ইসতেকবাল ও অভিনন্দনের মুখাপেক্ষী নয়, নীরব ও নিঃস্বার্থ যে বীরসাধক—তাঁহাকে সহস্রবার সালাম করি! জাতির জগৎ-জোড়া দুর্দ্দিনে যিনি তাহাকে প্রলয়-পয়োধির ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ বক্ষ হইতে উদ্ধার করিয়া গৌরবের গগন-চুম্বী গিরি-শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান, তিনি অর্থের সেবায়ত নন, খ্যাতির উপাসক নন, 'গরজের' ক্রীতদাস নন—তিনি নাম-যশঃ, ভয়-ভাতি, লোভ ও লালসা-বিবর্জ্জিত ত্যাগ-বুদ্ধ পুরুষ-প্রধান। মুস্লিম-আকাশেরই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, বগুড়ার গৌরব স্থল, সুপণ্ডিত ও সুবক্তা মওলানা আব্দুল হামিদ খাঁ সাহেবকে আমরা [illegible] পর্য্যায়ভুক্ত করিতে পারি। ভূসম্পত্তির আকর্ষণ, পদ-মর্য্যাদার মোহ, ভবিষ্যতের সুখ-শান্তির সোণালি স্বপ্ন এ সবই অবলীলাক্রমে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি আসামের অস্বাস্থ্যকর বন-জঙ্গলে যে ভাবে, ধীরে-মন্থরে সুন্দর স্বাস্থ্যকর মুস্লিম-উপনিবেশ গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহা দেখিলে, সে নাম-হীন কর্ম্ম-বীরের প্রতি হৃদয় ভক্তি-রসে সিক্ত না হইয়া পারে না।

কর্ম্মের আহ্বান।—গত অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ-ভঙ্গে জম্মুদের পাহাড় হইতে ঘোড়হাটের শৈলসীমা পর্য্যন্ত ওতপ্রোত হইলে, মওঃ আবদুল হামিদ সেই তরঙ্গ মুখে গা ভাসাইয়া দেন। তৎপর, তিনি ভারতে হতাশ হইয়া, ভারতের বাহিরে মুক্তির সন্ধানে জীবনের প্রায় সাতটী বর্ষ নানা অবস্থার ভিতর দিয়া অতিবাহিত করেন। এই সময় ইরাক, আরব, শাম, ফলস্তিন ও মিসর প্রভৃতি মুস্লিম-অধ্যুসিত দেশ সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া ভ্রমণ করেন। ইহার পর, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া উত্তর বঙ্গের কোন এক বিখ্যাত জমিদারের কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন ও তাঁরই ষ্টেটের ম্যানেজাররূপে কার্য্য করেন। কিন্তু অন্তহারা আকাশের নীচে, সীমাহারা প্রান্তরের মাঝে ও দিশেহারা তটিনার কূলে দিনরাত খাটিয়া খাটিয়া যারা গ্রামের অন্ন, গায়ের বস্ত্র, সুখের নিদান ও স্বাস্থ্যের উপাদান সংগ্রহে অক্ষম থাকিয়া ধরার অভিশাপ-রূপেই চিরদিন বাঁচিয়া আছে, সেই দুর্ভাগ্য চাষী ও মজুরের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া—একাত্ম হইয়া তাদেরই সুখ-দুঃখের সমভাগী হইতে যাঁর অন্তরের ইচ্ছা, হৃদয়ের কামনা,—ঐশ্বর্য্যের মায়া-রজ্জুরাশি তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবে কয় দিন? তাই, আসামের বন-বাদাড়কে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লইয়া হামিদ খাঁ কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

বঙ্গ আসাম সভা।—ধুবড়ীর বড়ুয়া আখ্যাধারী মুস্লিম-বিদ্বেষী এক হিন্দু রাজার শত প্রকারের ষড়যন্ত্রজাল ভেদ করিয়া, অ-মুস্লিমের সৃষ্ট অশেষবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অজ্ঞ, অশিক্ষিত স্বজাতীয়দের সহস্র প্রকারের উপেক্ষা ও ঔদাসিন্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, আজ তিনি সেই কুফর-স্তানে ইসলামের যে বিজয়-ঝাণ্ডা সু-প্রোথিত করিলেন, তাহার প্রভাব ভারতের সুদূর সীমা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আজ মওলানা আবদুল হামিদের আহ্বানে উত্তর ও মধ্য ভারতের আলিম ও নেতৃবৃন্দ দুর্গম আসামে সমবেত হইয়া মুসলমানের মুক্তি-পথ-নির্দ্ধারণে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে জানিতে পারিলাম যে, হামিদ খাঁর মাত্র তিন বৎসরের সাধনায় ধুবড়ীর আট লক্ষ মুসলমানের মধ্য হইতে মামলা মোকদ্দমা, কলহ-বিবাদ, অপব্যয়-অতিব্যয়, অশিক্ষা-অনাচার প্রভৃতি দূরে সরিয়া গিয়াছে। ইস্লামী ভ্রাতৃভাবের অমিয়-ধারায় ওতপ্রোত হইয়া সেই আট লক্ষ ভ্রাতা-ভগ্নি এক অপূর্ব্বজীবনের সন্ধানে মাতোয়ারা হইয়া ছুটিয়াছে! গত বৎসর ভানানীর চরে আহূত বঙ্গ আসাম মুস্লিম কন্‌ফারেন্সে প্রায় লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল। আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই মাঘের সভায় লোক সংখ্যা যে উহার দ্বিগুণ হইবে, তেমন আশা করিবার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। মওলানা হামিদের চেষ্টায় সেখানে বহু স্কুল, মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং আরও বহু প্রতিষ্ঠিত হইবার পথে আসিয়াছে। আগামী মাঘের কন্‌ফারেন্সে লাঠি, অসি, কুশ্‌তি, দৌড় প্রভৃতিরও বিহিত ব্যবস্থা হইয়াছে শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমরা মালিকে দুজাহানের দরগায় কন্‌ফারেন্সের ষোল আনা সাফল্য কামনা করিতেছি।

হাঁসপাতালের খাদ্য।—প্রায় প্রত্যেক হাঁসপাতালেই উৎকৃষ্ট খাদ্য-দ্রব্য ও দুগ্ধাদি সরবরাহ করিবার জন্য বিশেষ তাকিদ আছে, কিন্তু সেই খাদ্য দ্রব্য ও দুগ্ধাদি কন্ট্রাক্টর, কর্ম্মচারীবৃন্দ, ভাণ্ডারী বাবুর্চ্চি প্রভৃতির হাত দিয়া ঘুরিয়া যখন রোগীর নিকট পৌঁছে; তখন আসল দ্রব্য কিছুই থাকে না। উহা ছাড়া মাছ-গুশ্‌ৎ, তরি-তরকারি, সাগু-বার্লি অতি নিকৃষ্ট অবস্থায় দৃষ্ট হয়; খাঁটি দুগ্ধ অর্দ্ধেক পানি বা দুই-তৃতীয়াংশ পানি মিশ্রিত হইয়া রোগীর নিকটস্থ হয়। আমরা শুনিয়াছি, কোনও কোনও [illegible] বাহিরে বিক্রয় করা হইয়া থাকে। কর্ম্মচারীদিগের সাহসের বাহাদুরী বলিতে হয়। উচ্চতম কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা না করিলে, এই সকল অনাচারের গতি রোধ হইবে না। যে সকল হৃদয়-হীন, নীতি-শূন্য লোক রোগীদিগের খাদ্য-দ্রব্য আত্মসাৎ করে, কৃত্রিমতার ব্যবস্থা করে, তাহারা নরাকার পশু বিশেষ। ইহাদিগকে ধরিয়া আদর্শ শাস্তি দেওয়া উচিত। ইহাদিগকে জরিমানা বা সসপেণ্ড প্রভৃতি করিলে কিছুই হইবে না, ইহাদিগকে কেবল মাত্র চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিলেও চলিবে না। বরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিয়া কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হজরত শোর-বাজার।—পেশাওর হইতে আগত ২২শে ডিসেম্বরের তারের সংবাদে জানা যায়, আমীর নাদির খাঁন "বাগে আম্‌নী হোটেল" নামক সরকারী বৃহৎ বাড়ীখানি বিদ্যালয়-রূপে ব্যবহার করিবার জন্য শিক্ষা মন্ত্রিকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। শোর বাজারের হজরত (বিখ্যাত পীর) সাহেব বিদ্যালয় উদ্বোধন উপলক্ষে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেন, তিনি বৈদেশিক ভাষার বিরোধী নহেন। পক্ষান্তরে, বিদেশীয়দিগের চাতুরী হইতে যুবকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য উহা (বিদেশীয় ভাষা) শিক্ষা একান্ত আবশ্যক। তিনি যুবকদিগের পাশ্চাত্য শিক্ষার বেশ পক্ষপাতী; কিন্তু পাশ্চাত্য জীবন যাপন প্রণালীতে, (চাল-চলনে—আহার-বিহারে) তাঁহারা যেন অভ্যস্ত না হয়। প্রকৃত মুসলমানগণের ত ইহাই মত। যে ব্যক্তি প্রকৃত আফগান, সে কাফেরদের আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম বিশ্বাস হইতে কখনও মুক্ত হইবে না। তাহার লক্ষ্য হইবে ইস্লামের উন্নতির জন্য সেবা ও কাফেরের (তাহাদের ধর্ম্মাচার ও সাধারণ আচার ব্যবহারের) বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ও বিদ্বেষ। হজরত শোর-বাজার সাহেব বহু লক্ষ আফগানের পীর ও মুরশিদ, তিনি স্বীয় পদ-মর্য্যাদানুরূপ বক্তৃতাই প্রদান করিয়াছেন। আমীর নাদির খান হজরৎকে শিক্ষা-বিভাগের মন্ত্রি করিয়া প্রকৃত রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনৈতিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

গার্লস-হোম।—জলপাইগুড়ির গার্লস হোম সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। সেই 'হোম' আজ তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে দেখিয়া, আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। 'হোমের সেক্রেটারী মাননীয়া মিসেস্ এ, কে, খোন্দকার সাহেবা 'হোমে'র ১৯২৮ সনের যে বিস্তৃত রিপোর্ট আমাদের নামে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। উক্ত কার্য্য-বিবরণী অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া, প্রকাশ করিতে পারিলাম না; সেজন্য আমরা দুঃখিত। জলপাইগুড়ির সদাশয় ভদ্রলোক ও সদাশয়া মহিলাগণ আজ 'হোমের' প্রতি যে অনুকূল দৃষ্টি প্রদান করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রশস্ত অন্তঃকরণেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ইচ্ছা থাকিলে, নিতান্ত নিঃসম্বল হইয়াও যে, দুনিয়ায় অনেক বৃহৎ জিনিষের পত্তন করা যায়, এক কপর্দ্দক হাতে না লইয়াও যে, বহু জন-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, জলপাইগুড়ির 'গার্লস হোম' ও তাহার প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস্ খোন্দকার ইহার প্রকৃষ্ট উপমা-স্থল। 'হোমের' প্রতি দেশবাসী ও বাসিনীদের অধিকতর কৃপাদৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া 'হোম' আরও শত শত অনাথা, অসহায়ার যোগ্য আশ্রয়-স্থলে পরিণত হইয়া, দুস্থ সমাজের বিরাট অভাব পূর্ণ করুক, ইহাই আমরা দেখিতে চাই। আজ যে সব মহানুভব দাতা ও মহানুভবা দাত্রী অকাতরে অর্থ সাহায্য দান করিয়া 'গার্লস হোমকে' সুস্থ ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদিগকে অন্তরের অন্তস্তল হইতে অজস্র ধন্যবাদ দিতেছি। বাংলা ও আসামের প্রত্যেক জেলার সদরে এইরূপ প্রতিষ্ঠান অন্ততঃ একটি করিয়া দেখিতে চাহিতেছি।

দারুণ শীত।—১লা পৌষ হইতে এদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে শীত আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যেও মাঝে মাঝে শীত কম পড়িয়াছে। ১৭ই পৌষ হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় এবং কলিকাতায় বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হওয়ায়, খুব কড়া শীত অনুভূত হইতেছে। লোকে শীতে জড় সড় হইয়া পড়িতেছে। শীতকালে [illegible] অত্যধিক শীত বস্ত্র-হীন গরীবের পক্ষে অসহ্য। বড়লোকেরা নানা প্রকার মূল্যবান পশমী শীত বস্ত্র দ্বারা শীত নিবারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু গরীবের ছেঁড়া কম্বল বা ছেঁড়া কাঁথাও জুটে না। দেশে জ্বালানী কাষ্ঠের যেরূপ অভাব হইয়াছে, তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া শীত নিবারণেরও উপায় নাই। আহা! এবার সিলহট, কাছাড় ও ত্রিপুরা জেলার বন্যাপ্লাবিত গ্রামগুলির দরিদ্র ও নিঃসম্বল অধিবাসিগণের কতই না দুর্দ্দশা! ধনী বড় লোকেরা যদি কৃপা দৃষ্টি না করেন, তবে তাহাদের উদরান্নের ব্যবস্থা হইতে পারে না। গবর্ণমেন্টের অকিঞ্চিৎকর সাহায্যে কিছুই হইতেছে না; এবার লাহোর কংগ্রেসে ডেলিগেটগণ পাঞ্জাবী শীতের প্রভাব বেশ অনুভব করিতে পারিবেন। কংগ্রেসের বৃত্তিভোগী যে সকল মুসলমান পাণ্ডা লাহোর কংগ্রেসে যাইবেন, তাঁহারা শীত বস্ত্রের উপযুক্তরূপ বন্দোবস্ত করিতে না পারিলে বড়ই বিপন্ন হইবেন। কংগ্রেস হইতে কম্বল বা লেপের ব্যবস্থা না হইলে তাঁহারা কাঁপিতে কাঁপিতে মৃতকল্প হইবেন। কেবল রাহা খরচ পাইয়াই কি পোষাইবে? তেতুলিয়ার হাশেমী বোধহয় এবার কংগ্রেসের ছায়া মাড়াইবেন না। শীতের দুর্ভোগও ভুগিবেন না। তাঁহার কর্পোরেশনী ভাইটী নাকি শীতের ভয়ে লাহোর যাইতে তত ইচ্ছুক নহেন।

মস্‌জিদ্ ধ্বংস।—ইলিয়ট রোড ও রয়েড্ ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থল ছাড়াইয়া একটু পশ্চিম দিকে—রাস্তার উত্তর পার্শ্বে একটি মসজিদ ছিল, এই মস্‌জিদের ওয়াকুফ্ করা অনেক সম্পত্তি আছে। ঐ মস্‌জিদটি টাটু শাহের মস্‌জিদ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। বিহার প্রদেশ-বাসী কোনও নামযাদা আইন ব্যবসায়ী উহার মতওল্লী ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ উহার উপস্বত্ব এখনও পরমানন্দে ভোগ করিতেছেন। কিছু দিন হইল, মতওল্লীদিগের মনুষ্যত্ব ও মুসলমানত্বের প্রভাবে মস্‌জিদটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; এক্ষণে উহা ইট ও রাবিশের ঢেঁড়ি মাত্র। মতওল্লিগণ উহা পুনঃ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক মনে করেন না। কিন্তু মস্‌জিদের ওয়াকুফ্ করা সম্পত্তিগুলি উপভোগ করিতে একটুও অরুচি নাই। মস্‌জিদের পার্শ্বেই একটি ক্ষুদ্র দোতলা গৃহ বে-মেরামত অবস্থায় ছিল, তাহা মেরামত করিয়া ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। উহা মেরামত না করাইলে যে, ভাড়া আদায় হইয়, তাঁহাদের উদর পূর্ত্তির ব্যবস্থা হইবে না। পবিত্র মস্‌জিদের উপর দিয়া লোক যাতায়াত করিয়া থাকে। এই উদর-সর্ব্বস্ব নালায়েক মতওল্লিকে বা মতওল্লিদিগকে মুসলমান সমাজ যে আদালতের সাহায্যে সায়েস্তা করিতেছেন না, ইহা বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়! যাহারা মস্‌জিদের সম্মান করিতে জানে না, মস্‌জিদের প্রচুর সম্পত্তি থাকিতেও উহা ভূমিসাৎ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়াও দেখে না, তাহারা কোন্ শ্রেণীর মুসলমান? তাহারা কি মুসলমান জাতির কলঙ্ক নহে? আমরা মুসলমান মাত্রকেই ঐ মস্‌জিদটির দুর্দ্দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করিতেছি। একটি কমিটি গঠন করিয়া চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক ঐ নালায়েক মতওল্লীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করা একান্তই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি।

কৃষক সাবধান।—তোমাদের ক্ষেতের ধান ঘরে পঁহুছিয়াছে বা পঁহুছিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে একদল লুঠেরাও তোমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইহারা হাঁড়িপাতিলওয়ালা, মুড়িমুড়কিওয়ালা, নানা প্রকার খেলনা ও বাজে মনভুলানো জিনিষওয়ালা, গুড়ওয়ালা, পানওয়ালা প্রভৃতি। ইহারা নগদ পয়সায় জিনিষ কিনে না। তোমাদের অবোধ ও হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য নারীদিগকে ভুলাইয়া দুপয়সার হাঁড়ির বদলে ১ সের ধান গ্রহণ করিবে। ।৷০ সের মুড়ি লইয়া ২ সের ধান দিবে! ৵০ আনার মিঠাই মণ্ডা লইয়া, ১৷০ সের ২ সের ধান দিতে ইতস্তত করিবে না। ৫ পয়সার খেলনা বা তাগা-তাবিজ লইয়া ৷০ সের বা ৮০ ধান দিয়া কতই না আনন্দ অনুভব করিবে। অর্থাৎ নগদ পয়সা স্থলে ৩।৪ গুণ ধান দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এইরূপে বঙ্গ দেশের লক্ষ লক্ষ টাকার ধান ঐ সকল লুঠেরা দল কৌশলে হস্তগত করিয়া থাকে। এ ক্ষতিটা বড় সাধারণ নহে। অপরিণামদর্শী কৃষকেরা এবিষয়টা খেয়াল করেন না; স্ত্রীলোকদিগকে সাবধানও করেনা; ঐ সকল জিনিষ হাটে বাজারে ক্রয় করিলে নগদ মূল্যে সিকি দামে খরিদ করিতে পারে। কিন্তু নগদ পয়সা না দিয়া ধানের বিনিময়ে গ্রহণ করে বলিয়া খুব সুবিধাই মনে করিয়া থাকে। ১টা ফেরিয়ালা ঐ উপায়ে দৈনিক ১৲ হইতে ২৲ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে। যখন ধান না থাকে, তখন চাউলের বিনিময়েও ঐ সকল জিনিষ খরিদ করিয়া থাকে। নগদ পয়সা দিতে হয়না বলিয়া তাহারা মনে করে—ইহা পরম লাভ! শিক্ষিত লোকদিগের উচিত, তাঁহারা সরলচেতা, অপরিণামদর্শী কৃষক ও কৃষক নারীদিগকে এবিষয়ে সাবধান করিয়া দেন।

কয়েদীর কথা।—আসামের জেল তদন্ত-সমিতি বহু বিবেচনার পর কয়েদী ও হাজতীদের মধ্যে ব্যবহার এবং শ্রেণী-বিভাগের তারতম্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের তদন্ত-বিবরণীতে সুপারিশ করিয়াছেন। শ্বেত ও অ-শ্বেত অপরাধীদের মধ্যে ব্যবহারের যে অন্যায় ও অসঙ্গত তারতম্য রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বাংশে তুলিয়া দিবার জন্য সমিতি প্রথমেই স্বীয় মন্তব্যে জোর দিয়াছেন। সমিতি ইহাও বলিয়াছেন যে, কয়েদীদের নিজ নিজ সাংসারিক জীবন যাপনের দিক হইতে বিবেচনা করিয়াই, তাহাদের Classification বা শ্রেণী-বিভাগ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। পঞ্জাব কারা-অনুসন্ধান কমিটিও উপরোক্ত মর্ম্মে মন্তব্য করিয়াছেন। আসাম কমিটি পঞ্জাব কমিটির অনুকরণে সাধারণ অপরাধীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। (ক) যাঁহাদের নৈতিক অথবা চারিত্রিক অবস্থা হীন নয়, যাঁহাদের শিক্ষা, সামাজিক অবস্থা ও আচার-ব্যবহার উন্নত ধরণের, যাঁহাদের অপরাধের মধ্যে কোনরূপ নীচতা, নির্দ্দয়তা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা নাই, যাঁহাদের অপরাধের মূলে উত্তেজনা অথবা অপরের সম্পত্তির উপর অন্যায় আক্রমণের ভাব নাই, যাঁহাদের অপরাধের সঙ্গে কোন দৈহিক শক্তির সম্পর্ক নাই; অথবা যাঁহারা উপরোক্ত অপরাধ সমূহে অন্যকে প্রকাশ্য ভাবে প্ররোচিত করেন নাই—তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া কমিটি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (খ) ইউরোপীয়, ফিরিঙ্গী, উচ্চ ও মধ্যও শ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে যাহারা প্রথম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য নয়, তাহাদিগকে কমিটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (গ) উপরোক্ত দুই শ্রেণী ব্যতীত আর সকলকেই কমিটি তৃতীয় শ্রেণীর অপরাধীর পর্য্যায়-ভুক্ত করিয়াছেন। আসাম ও পঞ্জাব উভয় কমিটি উপরোক্ত কয়েদীদের শ্রেণী-বিভাগের ভার বিচারকের উপর ন্যস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আসাম ও পঞ্জাব কমিটির অভিমত আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি। আশাকরি, সরকার এই সব

মফঃস্বল

সর্দ্দা বিলের প্রতিবাদ

গৌরীপুরে

বিগত ২৩ ও ২৪শে নবেম্বর ২৯ইং আসাম গৌরীপুর "মাদ্রাসা মদিনা তুল উলুম" এর প্রাঙ্গনে নিখিল গোয়ালপাড়া জেলা মুস্লিম শিক্ষা-সমিতি ও তঞ্জীমে ইস্লামের বাৎসরিক অধিবেশন, ১ম দিন মওলানা মুহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইস্লামাবাদী সাহেব এবং ২য় দিন ধুবড়ীর প্রসিদ্ধ নেতা, সমাজ-হিতৈষী মওলবী মুহাম্মদ আবুয়াল মজিদ জিয়াউস্ শাম্স্ বি, এল, এম, এল, সি, সাহেবের সভাপতিত্বে মহা ধুমধামের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা ও আসামের বিখ্যাত আলেম, নেতা ও বক্তাগণ অনেকেই যোগদান করিয়া নিজ নিজ ওয়াজ ও বক্তৃতাদ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মোহিত করিয়াছিলেন। সভায় হিন্দু ও মুসলমানে প্রায় ১৫ পনর হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল সভায় নিম্নের প্রস্তাবগুলি পাস হইয়াছে। (ক) মুস্লিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষ সমীপে জানাইয়া প্রতীকার কল্পে মাদ্রাসা মদিনাতুল উলুমের প্রধান শিক্ষক মওলানা আবু আহাদ মুহাম্মদ নুরল হক চৌধুরী সাহেব সেক্রেটারী (১) মওঃ গিয়াসউদ্দীন আহমদ বি, এল, (২) মওঃ শাহাবুদ্দীন আহ্মদ বি, এল, জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং অন্যান্য একস্অফিশিও সভ্য ও জিলার শিক্ষিত ১৫০ দেড় শত সভ্য লইয়া সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা সহকারে "গোয়ালপাড়া জিলার মুস্লিম শিক্ষা সমিতি" নামে একটী শক্তিশালী স্থায়ী সমিতি গঠিত হইয়াছে। (খ) ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া বিধি-সঙ্গত উপায়ে ধর্ম্মপ্রচার, সমাজে একতা স্থাপন এবং আর্থিক ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় উন্নতি কল্পে (১) ভাষাণী মাদ্রাসার সেক্রেটারী মওলানা মুহাম্মদ আবদুল হামিদ খাঁ সেক্রেটারী (২) মাদ্রাসা মদিনাতুল উলুমের প্রধান শিক্ষক মওলানা আবু আসাদ মুহাম্মদ নুরল হক চৌধুরী (৩) মওঃ গিয়াসউদ্দীন বি, এল, (৪) মওঃ শাহাবুদ্দীন আহমদ বি, এল, জয়েন্ট সেক্রেটারী এবং অন্যান্য একস্অফিশিও সভ্য ও জিলার ২০০ দুই শত সভ্য লইয়া সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা সহকারে "গোয়ালপাড়া জিলা তঞ্জীম কমিটি" গঠিত হইয়াছে। উভয় সমিতির স্থায়ী সভাপতি মওঃ মুহাম্মদ আবুয়াল মজিদ জিয়াউস্ শাম্স্ বি, এল, এম, এল, সি, এবং হেড্ অফিস গৌরীপুর থাকিবে। (গ) সর্দ্দা বাল্য-বিবাহ-নিরোধ ও সহবাস সম্মতি আইন সর্ব্ব ধর্ম্ম বিরোধী এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা বাণীর ঘোর প্রতিকূল বিধায় হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে উক্ত আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং অচিরেই ইহা রহিত করিবার নিমিত্ত ভারত গভর্ণমেণ্ট সমীপে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছে। নিখিল ভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের ঘোষণানুযায়ী যাহাতে ২৯শে নবেম্বর সর্ব্বত্র হরতাল করতঃ উক্ত আইনের প্রতিবাদ করা হয়, সে নিমিত্ত সকলকে অনুরোধ করা হইতেছে। —রিপোর্টার

পীর সাহেবের ইশ্‌তাহার

সর্দ্দা বিবাহ বিল সম্বন্ধে মওলানা, মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী সাহেব—সভাপতি জমিয়তে উলামায়ে বাঙ্গালা, নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রচার করিতেছেন। আমি সর্ব্বদাই ইস্লাম ও মুসলমানদিগের তরক্কী ও হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বৃটিশ গবর্ণমেন্টের খায়ের-খাহ, সুতরাং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য ঘোষণা করিতেছি যে, ইস্লামের সমস্ত কার্য্যই কোরান হাদিস ও শরিয়তের বিধানানুসারে মীমাংসিত হইয়াছে। কখনও ভোটের দ্বারা মীমাংসিত হইতে পারে না। আল্লাহ ও রসুল মুসলমানদিগের জন্য যে সমস্ত কার্য্য করণীয় বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ই ধর্ম্মের কার্য্য। কোরান শরিফে সুরা নূরে আল্লাহ মুসলমানদিগকে বিবাহ করিতে আদেশ করিয়াছেন। হয্‌রত বিবাহকে অর্দ্ধ ধর্ম্ম ও অর্দ্ধ ইমান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন; বিবাহও মুসলমানের ধর্ম্ম কার্য্য মধ্যে পরিগণিত, বিশেষতঃ বাল্য বিবাহ যখন শরিয়তে নিষিদ্ধ নহে এবং যখন শরিয়তে বিবাহের বয়স নির্দ্ধারিত হয় নাই, তখন বিবাহ সম্বন্ধে যে কোন ব্যাপার শরিয়তের বিধান ব্যতীত কখনই ভোটের দ্বারা নিষ্পত্তি হইতে পারে না; এ প্রকার করিলে প্রকাশ্যভাবে মুয্‌হাবের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়। অতএব, মুসলমানদিগকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত না করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেন্টকে উপদেশ দিতেছি। যাঁহারা সর্দ্দা বিলকে শরিয়ত-সঙ্গত বলিয়া মত দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি মুসলমান বলিয়া মনে করি না। (স্বাঃ) মোহাম্মদ আবুবকর

গৌরীপুর টাউনে

বিগত ২৯শে নবেম্বর ২৯ ইং নিখিল ভারতীয় জমিয়তে উলামার ঘোষণানুযায়ী আসাম গৌরীপুর টাউনে হরতাল করতঃ অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কালাজ্বর হাঁসপাতালের সম্মুখস্থ মাঠে মওঃ খবিরুদ্দিন আহ্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক বিরাট সভা হয়। স্থানীয় মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মওলানা আবু আসাদ মুহাম্মদ নূরুল হক চৌধুরী সাহেব সর্দ্দা আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া কোরান ও হাদিস দ্বারা ইহা ধর্ম্ম-বিরোধী প্রমাণ করেন এবং সর্ব্ব ধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করেন। উক্ত আইন রদ করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করেন। অন্যথায় সার্ব্বজনীন আইন অমান্য করার প্রস্তাব আনয়ন করেন। স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু প্রতিবাদ করিলে, মওলানা সাহেব ইহার যথাযথ "মুখবন্ধ" উত্তর প্রদান করেন। পরে "আমরা ইহা চাই না" এই উচ্চ ধ্বনির মধ্যে প্রস্তাবটি পাস হয়।

মোমতাযুদ্দীন আহমদ—অধ্যাপক, মাদ্রাসা মদিনা-তুল উলুম। গৌরীপুর—আসাম।

মাজাইল গ্রামে

গত ৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার যশোহর মাগুরা মাজাইল গ্রামে জুনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মওলবী মুহাঃ মুজাফ্‌ফর উদ্দীনের সভাপতিত্বে মাদ্রাসার উন্নতি কল্পে এক বিরাট ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় মওলবী মুহাম্মদ আবদুল আযিযের প্রস্তাবে ও মওলানা আযিযুর রহমান সাহেবের অনুমোদনে ও সর্ব্ব-সম্মতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, সর্দ্দার ধাড়ী বিবাহ ও গৌরের সহবাস সম্মতির আইন প্রত্যাহার করা হউক কিংবা মুসলমানদিগকে এই অন্যায় আইনের কবল হইতে দূরে রাখা হউক। মুসলমান কিছুতেই এই বে-আইনী আইন মানিতে প্রস্তুত নহে। —রিপোর্টার

ঝিনাইদহে

গত ৭ই অগ্রহায়ণ ঝিনাইদহ মাদ্রাসায় এক মহতী ধর্ম্ম সভা আহূত হয়। তাহাতে মহারাণীর প্রতিশ্রুতির ও আমাদের কোরআন হাদিসের খিলাফ সর্দ্দার ধাড়ী বিবাহ আইনের তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে। শীঘ্র এই না-জায়েয্ আইন স্থগিত করা হউক। অন্যথায় এই অন্যায় আইনের নাগপাশ হইতে আমাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হউক। —রিপোর্টার

তালতলায়

বিগত ৫ই পৌষ শুক্রবারে বাদ জোমা তালতলা হবিবপুর কলামনখালীর মুসল্লীবর্গ লইয়া এই বীভৎস সর্দ্দা আইনের তীব্র প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

—রিপোর্টার

কেদারপুর হাটখোলায় (ময়মনসিংহ)

কেদারপুর বাজারে সমস্ত দিন সম্পূর্ণরূপে হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেই শান্তি ও নিরুপদ্রবভাবে হরতাল প্রতিপালন করে। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। অনুমাণ ৫.৭ শত হিন্দু-মুসলমান উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় সর্দ্দার বে-আইনী আইনের জন্য অত্যন্ত দুঃখ, ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করিয়া বড়লাট এর নিকট উক্ত আইন রহিত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব পাস্ করেন। —রিপোর্টার

নওয়াপাড়ায়

বিগত ১লা পৌষ সোমবার ২৪ পরগণা জেলার অধীন বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত নওয়াপাড়া—নারায়ণ পুর গ্রামে স্থানীয় অক্লান্ত কর্ম্মী মওলবী মুহাম্মদ গুলাম রহমান সাহেবের উদ্যোগে একটী বিরাট ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হয়। সভায় অনুমান ৮ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমরা কখনও সর্দ্দা বিবাহ আইন মানিয়া চলিব না, তাহাতে যদি কারাবরণ করিতে হয়, শ্রেয়ঃ! সর্দ্দা মহাশয়ের বিবাহ বিল ইস্লাম ধর্ম্মের এবং শান্তি বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সভা উক্ত বিলের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে।

আফিলুদ্দিন আহমদ, কাম্বপুরী।

ষাঁড়ের লড়াই

দাঙ্গায় পরিণত

গত ২রা পৌষ সিলহট জেলার ধরমপাশা থানার ইলাকাধীন চকপাড়া ও ধরমপাশার মধ্যে ষাড়ের লড়াইয়ের প্রতিযোগীতা হয়। দেখিতে দেখিতে অনাহূত বা রবাহূতভাবে ৪।৫ শত লোক দর্শক হিসাবে মাঠে উপস্থিত হয়। বোধহয়, একটী সদনুষ্ঠান উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়াও এত লোক উপস্থিত করা সম্ভব হইত না। যাহা হউক লড়াইয়ের ফলে চকপাড়ার অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ষাঁড়টী প্রাণ হারায়। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষে হাঙ্গামা বাধিয়া ৫।৬ জন লোক আহত হইয়া, কেহ কেহ সুনামগঞ্জ হাঁসপাতালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং ধরম-পাশার একটি আহত মুসলমান ইতিমধ্যেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। খোদাতালা কবে এই হতভাগ্য সমাজে জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া সর্ব্বপ্রকার মুনাফিকী ও বিদাতী অনুষ্ঠান হইতে পরহিজ রাখিবেন?

—রিপোর্টার

গলৎ কোথায়?

জাতীয় সংবাদ-পত্র

দরিদ্রের অর্থে পরিপুষ্ট ভূম্যধিকারীদের ছেলে মেয়েদের কদাপি গ্রাসাচ্ছাদন ও অপরিমিত ভোগ-বিলাসের অভাব হয় না বলিয়া, বিদ্যাশিক্ষা তাহাদের ভাগ্যে বিরল। এমন কি, অনেকেই পৈতৃক গদীতে উপবিষ্ট অবস্থায় শিক্ষার অভাবে অনেক বিড়ম্বনা ভোগ করিতে দেখা যায়। এমতাবস্থায় বাহ্য জগতের সংবাদ রাখা ত দূরের কথা, নিজের বিষয় সম্পত্তিও ভাল করিয়া চালাইয়া উঠিতে অসমর্থ। সুশিক্ষার অভাবে পারিপার্শ্বিকগণের কুসংস্কার ও কদাচার সহজেই তাদের অনুকরণীয় হইয়া, অনেক স্থলেই দরিদ্র প্রজার সর্ব্বনাশের মূল হইয়া দাঁড়ায়। যদিও কেহ ভাগ্যগুণে বিদ্যাশিক্ষা করে, তথাপি সংসার ক্ষেত্রে কুসংসর্গ দোষে তাহাদের সমস্ত জ্ঞান-গরীমা শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। অনেকের আবার ভুল ধারণা যে, প্রজাকুলে শিক্ষার বিস্তার হইতে দিলে, পাছে তাহাদের স্বীয় মর্য্যাদা ও অন্যায় প্রাধান্য অক্ষুন্ন থাকিবে না। কিন্তু তাহাদের জানা উচিত যে, মূর্খ সমাজের নেতা হওয়ার চেয়ে সুধী সমাজের অধস্তন পদ গ্রহণ করাও শ্রেয়ঃ। এক্ষেত্রে দুহালীয়ার জমীদার সাহেবের সেই জ্ঞান-গরীমা যে আজও অক্ষুন্ন রহিয়াছে, এমন কি, তিনি যে অগাধ পরিশ্রম সহকারে দিনের পর দিন গভীর গবেষণা পূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়া সিল্হটবাসীর তথা সমস্ত বাঙ্গলার মুসলমান সমাজের মুখপত্র "আল-মুস্লিমের" পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই গৌরবের বিষয় এবং ইহা জমীদার কুলের আদর্শ হওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন নবীন "আল-মুস্লিম" যেভাবে নিপুণ হস্তের মূল্যবান সারগর্ভ প্রবন্ধাদিতে সজ্জিত হইয়া নিয়মিত ভাবে সমাজের খিদ্‌মতে হাযির হইতেছে, উহা আরও অধিক গৌরবের বিষয়। এহেন কাগজ যদি সমাজে বিপুল পরিমাণে আদৃত না হয়, তবে, দুঃখ রাখিবার আর স্থান থাকে না। খোদাতালা সমাজের অন্ধতা মোচনান্তে "আল্-মুস্লিমের" দীর্ঘায়ু দান করুন এবং সম্পাদকের ঈমান ও এই প্রকার সত্যতা ও নিভিকতা কায়িম রাখুন, এই প্রার্থনা। কোন হিন্দুকে ভুলেও কখনও কোন মুসলমান পরিচালিত কাগজের গ্রাহক হইতে দেখা যা না। আর শত শত মুসলমান আপন জাতীয় কাগজ ফেলিয়া, হিন্দু কাগজের পুষ্টি সাধন করিতেছে, ইহাই এখানে পরিতাপের বিষয়। প্রথমে নিজের আত্মীয় স্বজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে অপরকে দেখা হইতেছে—ইস্লামের নীতি। এস, এ, মজীদ।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুর্ভিক্ষ

খাদিমুল ইন্সান সমিতির নিবেদন

সকলেই অবগত আছেন, ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার হিন্দু-মুসলমান কৃষকবর্গের অবস্থা কি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এই মহকুমার উত্তরাংশই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত। অধিকাংশ কৃষকেরই দৈনিক এমন কি, এক বেলারও আহারোপযোগী অন্নের সংস্থান নাই। বিধবা, এতীম, মজুর ও কৃষকদের অনেকেই কখনও কখনও দুই তিন দিন অন্তর অর্দ্ধাহার করিয়া, কেবা কচু, লাউ ও কলা গাছের শাঁস (থোঁড়) সিদ্ধ খাইয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতে কাটাইতে কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে। এই দারুণ শীতের প্রবল প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করা ত দূরের কথা, এমন কি, পরণের কাপড় পর্য্যন্ত নাই। এক দিকে অসহ্য অন্ন কষ্ট, অন্যদিকে শীতের কষ্ট ক্রমশঃই বিপন্ন বুভুক্ষুগণকে দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করিয়া ফেলিতেছে বলিয়া, তাহারা বিবিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অশেষ যাতনা ভোগ করিতেছে। কেহবা ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। অনেক বিশিষ্ট বিশিষ্ট পরিবার উপবাস থাকিয়া গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন; কিন্তু লজ্জায় কাহারও নিকট হাত পাতিতেছেন না। দেশময় দারুণ হাহাকার উত্থিত হইয়া, ত্রিপুরার গগন-পবন ব্যথা-ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। কোথাও বা অন্নের অভাবে মাতা-পিতা স্ব স্ব সন্তান-সন্ততি ফেলিয়া, পথে-পথে, দ্বারে-দ্বারে, ঘুরিয়া নিজ নিজ উদরান্নের সংস্থান করিতে বৃথা প্রয়াস পাইতেছে। অধিকাংশ স্থানেই আউশ ধান (বর্ষাল), আমন ধান (রোয়াচে) ও পাট হয় নাই। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে সামান্য দুই হাত বা উহার কম লম্বা যে পাট হইয়াছিল, তাহাও বিগত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম-বন্যার অবাধ প্রবাহে একেবারে তলাইয়া গিয়াছিল। আগামী চৈতালী ফসল (রবিশস্য) কিছুই হইবে না। এদেশে কেবল সরিষা ব্যতীত আর কোনও রবিশস্য আদৌ হয় না। অতএব আগামী বৎসর অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর এই দুর্ভিক্ষ থাকিবে বলিয়া মনে হইতেছে। তবে স্থানে স্থানে আবার কৃষকদের কাহারও কাহারও যে সমস্ত অল্প-বিস্তর উচ্চভূমি আছে, উহাতে বোরো ধান বপন করিয়া, কেহ কেহ অল্প-স্বল্প ধান পাইলেও পাইতে পারে; কিন্তু বিরাট কৃষক ও মজুর সমাজের যে কোনরূপ আশা ও উপায় নাই। অতএব এই হতভাগ্যদিগকে দীর্ঘকাল যাবত বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেই হইবে। তাই এ কার্য্যে বিরাট ও বিপুল অর্থ-ভাণ্ডারের একান্ত প্রয়োজন। ফরিদ-পুরের "কেন্দ্রীয় খাদিমুল ইন্সান সমিতি" (মাসিক "মোয়াজ্জিন" পত্রিকার পরিচালক সমিতি) ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত নাসিরনগর থানার অন্তর্গত চাতলপাড়ে সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়া, যথাশক্তি নিরন্নকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র-দান, রোগীকে পথ্য ও অর্থ দান করিতেছে এবং ক্রমশঃই ইন্সান সমিতির সাহায্য কেন্দ্র বিস্তার লাভ করিতেছে। এক দিকে প্রত্যহই ব্যয়ের মাত্রা দ্বিগুণ বাড়িতেছে, অন্যদিকে তহবিল একেবারে নিঃশেষ হইয়াছে। তাই কর্ত্তব্যের দায়িত্বে ইন্সান সমিতি পুনরায় নবীন উদ্যমে ও নূতন উৎসাহে বুক বাঁধিয়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নিপীড়িত মানবতার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। সম্মুখে অনন্ত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। কিন্তু পিছনে আমাদের দেশের ও দশের সাহায্য ও সহানুভূতি কোথায়? এই বিরাট ব্যয়-বহুল কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবার শক্তি আমরা দেশের, দশের ও সমাজের নিকট হইতে পাইতে আশা করি। অতএব, জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ ও কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠানের সমীপে আমাদের আকুল আবেদন এই, উক্ত অনাহার-ক্লিষ্ট ও বস্ত্রহীন হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভগ্নিগণকে দীর্ঘকাল যাবত বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, সহস্র সহস্র টাকা ও কাপড়ের একান্ত প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা ও কাপড় সংগ্রহ একমাত্র দেশের ও সমাজের দয়ার দানের উপর নির্ভর করিতেছে। তাই আশা করি, প্রত্যেকেই দেশ-বিদেশ হইতে যথাশক্তি অর্থ ও বস্ত্র পাঠাইয়া দিয়া, এই মহা পুণ্য-কার্য্যের অংশী হইবেন ও মানব-জীবন সার্থক করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিবেন। অর্থ ও বস্ত্রাদি নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

সেক্রেটারী—ফরিদপুর খাদিমুল ইনসান রিলিফ কেম্প, পোঃ ও ষ্টীমার ষ্টেশন, চাতলপাড়—ত্রিপুরা।

আল্-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ১৯শে পৌষ, ১৩৩৬ সাল।

সম্পাদকীয়

'মুবারক'।—আগামী ২৬শে পৌষ (৯ই শাবান) শুক্রবার 'আল্-মুস্‌লিম' দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিবে। জগতের সাধারণ নিয়মে—পয়লা বৎসরে নানা দিক দিয়াই আমাদের বহুবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। বহুবার বহু বিষয়ে আমাদের সদাশয় ও সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদিগকে বহু ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। তবে, দ্বিতীয় বর্ষের 'আল্-মুস্‌লিমকে' নানা দিক্ দিয়া সুপাঠ্য, সমুন্নত ও সুনিয়মিত করিবার উদ্দেশ্যে যথাশক্তি তোড়-জোড় আরম্ভ হইয়াছে। নূতন টাইপ, নূতন ব্লক, নূতন কালি-কাগজের যথাযোগ্য যোগাড়-যন্ত্র হইতেছে। সম্পাদকীয় বিভাগকে অধিকতর, শক্তি-সম্পন্ন করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে বিহিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 'আল্-মুস্‌লিমে'র বর্ত্তমান বৃহৎ আকারের তুলনায় আড়াই টাকা মূল্য-নির্দ্ধারণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। কিন্তু গ্রাহক ও গ্রাহিকাদের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্বিতীয় বর্ষের মূল্যও প্রথম বর্ষের অনুরূপ—আড়াই টাকাই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। আল্লার ইচ্ছায় 'আল্-মুস্‌লিম' যে আজ দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, সে কথা ইতিপূর্ব্বেও বহুবার বলা হইয়াছে।

বিশেষ সংখ্যা।—আগামী ২৬শে পৌষের 'আল্-মুস্‌লিম'কে Anniversary Issue বা বিশেষ সংখ্যা-রূপে প্রকাশ করা হইতেছে। মুস্‌লিম-বঙ্গের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, সন্দর্ভ, গল্প, উপন্যাস ও রচনা-সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া, উক্ত বিশেষ সংখ্যা বঙ্গ-আসামের কুটিরে, প্রাসাদে 'নওরোজার' নব-রূপ ও নব-রস লইয়া হাযীর হইতেছে। বহু বিদুষী মহিলাও বিশেষ-সংখ্যায় লেখা দিয়া 'আল্-মুস্‌লিম'কে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিতে সহায়তা করিতেছেন। বিশেষ-সংখ্যা রঙ্গিন সুদৃশ্য কালীতে বৃহৎ 'সাইজে' বাহির হইতেছে। আজ ভারতে তথা জগতে মুসলমানের বাঁচা-মরার মহা সমস্যা আসিয়া 'দরপেশ' হইয়াছে।—অনাগত দীর্ঘ ভবিষ্যতের জন্য ইহাই তাহার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের মহা মুহূর্ত্ত! এই জাতীয় যুগ-বিবর্ত্তনের মহা সন্ধিক্ষণে কওমের নিঃস্বার্থ সেবক, নির্ভীক সহচর, নিষ্কাম সুহৃদ ও নিঃসঙ্গের সাথী—'আল্-মুস্‌লিম'কে সকল দিক দিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তি-সম্পন্ন করিয়া বাঁচাইয়া রাখা দেশের প্রত্যেক যিন্দাদিল্ ভ্রাতা ও ভগিনীর সেরা কর্ত্তব্য নহে কি?

অদ্ভুত গ্রাহক।—'আল্-মুস্‌লিম' চালাইয়া ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার ইচ্ছা যে আমাদের আদৌ নাই—সে কথা আমরা আমাদের চিঠি-পত্রে, আবেদনে অথবা সম্পাদকীয় মন্তব্যে অসংখ্যবার উল্লেখ করিয়া রাখিয়াছি। দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রিক, সামাজিক, ধর্ম্ম-নৈতিক ও অর্থ-নৈতিক পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের প্রভাতে 'আল্-মুস্‌লিমের' স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মতামত চা'র কোটি বঙ্গভাষা-ভাষী মুস্‌লিম ভ্রাতা-ভগ্নিদের নিকট অচিরে পৌছাইয়া দেওয়া অবশ্য করণীয় বলিয়া মনে করিতেছি। প্রধানতঃ সেই মহদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াই আমরা 'আল্-মুস্‌লিমে'র গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য বঙ্গ, আসাম ও ব্রহ্মদেশের, কোটি কোটি আল্লার বন্দা ও উম্মতে নববীকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। একদিকে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, শাসিত, শিক্ষা-বর্জ্জিত দশ কোটি মুসলমান—গভীর ঘুম-ঘোরে নিমগ্ন, আর অন্য দিকে শিক্ষা-দীক্ষা-দীপ্ত জাগ্রত, জীবন্ত, সুদৃঢ় সংহত হিন্দু সমাজ মুসলমানের অস্তিত্ব লোপ করিয়া ভারতে নিছক হিন্দু-রাজ্য স্থাপন করিতে গুপ্ত ও প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—এক দিকে, হিন্দু নেতাদের ত্যাগ ও সেবা, অন্যদিকে মুসলমান নেতাদের জাল, জুয়াচুরি, রেশওৎ-খুরী ও কওম ফরোশীর প্রবল স্পৃহা। জাতির এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে প্রকৃত দরদী ও হিতৈষী স্বাধীন-সংবাদপত্রের আবশ্যকতা যে কত, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই আমরা আসাম, বাংলা ও ব্রহ্মদেশের স্বজাতীয় এবং স্বধর্ম্মাবলম্বী ভাই বোনদের নিকট 'আল্-মুস্‌লিমে'র জন্য অন্ততঃ দশ সহস্র গ্রাহক ও গ্রাহিকা চাহিয়া আকুল প্রাণে প্রার্থনা জানাইতেছি।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।—রায় সাহেব হরবিলাস সর্দ্দা কি কুক্ষণেই না ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে বাল্য-বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিয়াছিলেন! উক্ত আইনটি পাস ও গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুরী-কৃত হওয়ার ফলে, আজ দেশের মধ্যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোর অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে। সম্প্রতি বিহার ব্যবস্থাপক সভায় সর্দ্দার দেখাদেখি পশু-রক্ষা আইন নামে আর একটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত হইয়াছে। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে, মুস্‌লিম সমাজকে আইনের বলে শরিয়ত-সম্মত কার্য্য হইতে জোর করিয়া নিবৃত্তি রাখা। মুসলমানগণ যাহাতে আর গো-কোরবাণী করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই যে এ আইন কার্য্যকরী হইবে, তাহা বলাই নিষ্প্রোয়জন। সরকার পক্ষ হইতে নাকি এই আইন গৃহীত হইবার জন্য রীতিমত প্রোপাগ্যাণ্ডা চলিতেছে। বিহার ও উৎকল প্রদেশের সমস্ত মিউনিসিপ্যালিটিই নাকি উক্ত পাণ্ডুলিপিকে সমর্থন করিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে, যে প্রদেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ১২ জন, সেখানে যে এই আইন নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

ক্যাটল্‌স্ এক্‌ট।—সর্দ্দা আইন পরিষদে গৃহীত হওয়ার সময়েই আমরা বলিয়াছিলাম, ব্যক্তিগত হিসাবে আমরা বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধ-বাদী হইলেও শরিয়তের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার কাহাকেও দিতে রাযি নহি। একবার যদি কেহ ইস্‌লামের কোন এক ক্ষুদ্র বিধানের উপর হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হয়, তবে ভবিষ্যতে যে সে এক এক করিয়া শরিয়তের সমুদয় বিধানের উপরই হামলা শুরু করিবে, সে সত্য বিহার ও উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত Cattles Act বা পশু-রক্ষা আইন হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। শতকরা ৭৫ জন অধিবাসীর চেষ্টায় ও বৈদেশিক সরকারের সহযোগিতায় এই পর-পদানত মুস্‌লিম-ভারত হইতে যে একদিন না একদিন ইস্‌লামের পাঁচ আরকানও উঠিয়া যাইতে পারে, সে রূপ আশঙ্কা করা একেবারেই অন্যায় নহে। যে সকল অকাল-কুষ্মাণ্ড সর্দ্দা আইনকে সমর্থন করিয়া, এতদিন কংগ্রেস ও আমলাতন্ত্রের নিকট হইতে বাহ্‌বা লাভ করিয়া আসিতেছিল, তাহারা বিহার-উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার পশু-রক্ষা আইন সম্বন্ধে এখন কি বলিতে চাহে। ইস্‌লামের প্রাথমিক যুগে প্রাতঃস্মরণীয় মুজাহিদগণ ধর্ম্মের ইয্‌যৎ রক্ষার্থে অবলীলাক্রমে নিজেদের জীবনাহুতি দিয়া আসিয়াছেন, আর ভারতের মুস্‌লিম সমাজ এখনও ঘুম-ঘোরে নিমগ্ন থাকিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন।

হিন্দু-মেণ্টালিটি।—গত কলিকাতা কংগ্রেসে মিঃ গান্ধি কর্ত্তৃক আনীত ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসন না পাইলে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে আইন অমান্যের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন মালবীয়া, মুঞ্জে, কেল্‌কার ইত্যাদি হিন্দু মহাসভার পাণ্ডাগণ কংগ্রেসের বড় বড় লিডার-রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। আর এবার লাহোর কংগ্রেসে যখন মিঃ গান্ধি কর্ত্তৃক বর্জ্জন ও পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব আনীত হয়, সেই সময় উপরোক্ত হিন্দু নেতাগণই তাহার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহাদেরই বিশিষ্ট সহকর্ম্মী জয়কার বোম্বাই হইতে লাহোরে কেল্‌কার ও প্রয়াগী পণ্ডিতকে তারযোগে জানাইয়াছেন. "আহাহা! আমি আপনাদের পাশে দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে পারিলাম না; যেমন কানপুর কংগ্রেসে করিয়াছিলাম। আপনারা শেষ পর্য্যন্ত যুঝিয়া যাউন।" এই সমস্ত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী নেতাই কাউন্সিল ও এসেম্ব্লীর সদস্যপদ লাভ ব্যতীত এক চরণও সম্মুখে বাড়াইতে চান না। তথাপি কংগ্রেসে তাঁহাদের আসন অতি উচ্চে। এই স্বার্থ-সর্ব্বস্ব ভণ্ডদিগকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিতে দেখি বলিয়াই সেই কংগ্রেসের উপর আমাদের এতটা অনাস্থা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রয়াগী পণ্ডিতের এই প্রকার মতানৈক্যের ভিতরে কংগ্রেস-নায়কের কোন প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক ষড়যন্ত্র আছে কিনা, কে জানে?

ঋণ ও মুসলমান।—কানপুর উলামা কন্‌ফারেন্সের সভাপতি-রূপে মওলানা মুহাম্মদ আলি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতীয় মুসলমানদের অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা স্থানলাভ করিয়াছিল। তিনি বলেন, মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকেরা শুধু যে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের দয়ার উপর নির্ভর করে? তাহা নয়, তাহারা তাহাদের রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতিসমূহও সাগ্রহে অনুকরণ করে। মওলানার মূল্যবান উক্তির সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত না হইয়া পারিতেছিনা। জগতের বর্ত্তমান সভ্যতার গতি উপরোক্ত জমিদার ও মহাজনদের দ্বারাই নিত্য নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং আজকার দিনে যে জাতি বা সম্প্রদায় আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী করে, তাহার ধ্বংস একান্তই স্বাভাবিক। গত একপুরুষের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের কয়েকশত কোটি টাকার বিষয়-সম্পত্তি যে অ-মুস্‌লিমের হাতে অতর্কিতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অর্থাভাবের দরুণ আজ কিরূপে মুসলমানের অতীত মনুষ্যত্ব ও দৈহিক সামর্থ্য দ্রুত-গতিতে হ্রাস পাইতেছে, পক্ষান্তরে, ভারতীয় অ-মুস্‌লিমেরা মুসলমানের সেই সব লুপ্ত সম্পদ অর্জ্জন করিয়া জগৎকে তাক্ লাগাইয়া দিতেছে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই তাহা নিত্য অবলোকন করিতেছেন। মাত্র ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন হিন্দু মহাজন তাহার মুসলমান খাতককে "তুই" বলিতেও সাহসী হয় নাই, কিন্তু আজ সেই হিন্দুই তাহাকে যত্রতত্র 'বাপান্ত' করিয়া—এমন কি মাঝে মাঝে ধরিয়া বেদম-প্রহার পর্য্যন্ত করিতেছে!

উলামার ঔদাসিন্য।—প্রাগুক্ত শ্রেণীর শোচনীয় দুঃখ-দৈন্য হইতে মুসলমানকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং সরওয়ারে কায়েনাৎ হজরৎ রসূলে করিম (দঃ) আল্লার কাছে আকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, আজ যাঁরা নিজেদেরে হজরত রসূলুল্লা (দঃ)র প্রতিনিধি অথবা উত্তরাধিকারী বলিয়া দাবী করেন, তাঁদের মধ্যে হাজার করা নয় শত নিরানব্বুই জনই সমাজের অপব্যয়-রূপ মারাত্মক ব্যাধি দূরীকরণে একান্ত উদাসীন। আমাদের পীর মুর্শিদ হজরৎ মওলানারা দিনরাত বেহেশ্‌ত-দুজখের বয়ান শুনাইয়া, তাঁহাদের কোটি কোটি চেলা-চামুণ্ডাকে সশরীরে স্বর্গে পাঠাইলেও তাহাদিগকে অপব্যয় ও অতিব্যয় হইতে নিরস্ত হইতে, বৃথা মামলা মোকদ্দমা ও ব্যয় বহুল আমোদ উৎসব হইতে দূরে অবস্থান করিতে এবং হিন্দু মহাজনের নিকট হইতে সুদী ঋণ করিয়া পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত না হইতে, তাঁহারা ভ্রমেও কখনও আদেশ বা উপদেশ দান করেন না। বার বার নিরাশ হইয়াও পুনরায় আশা করিতেছি যে, মওলানা মুহাম্মদ আলির বজ্র বিষাণ শ্রবণ করিয়া আমাদের কুম্ভকর্ণ আলিম সমাজ খাবে গাফ্‌লৎ হইতে বেদার হইয়া উঠিবেন। আমাদের আলিম সমাজের একটী কথা মনে রাখা বিশেষ দরকার! তাঁহারা যদি তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকদিগকে ঋণ ও অপব্যয়ের করাল কবল হইতে উদ্ধার না করেন, তবে অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদেরও স্ব স্ব জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সমাজে যদি মানুষই না থাকিল, তবে তাঁহারা পীরি-মুরিদী ফলাইবেন কাহাদের লইয়া, সে কথাটি বারেক তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? জীবনে কোন উচ্চ লক্ষ্য না থাকিলেও, অন্ততঃ অস্তিত্ব রক্ষার গরজে আজ আমাদের আলিম সমাজের এ বিষয়ে সজাগ ও সচেষ্ট হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

একটু তলাইয়া দেখ।—পাঞ্জাবের লাহোর নগরে নিখিল ভারতীয় আর্য্য মহিলা সমিতির অধিবেশনে শ্রীমতী বিদ্যাবতী যে জ্ঞান-গর্ভ ও প্রাণ মাতান বক্তৃতা দান করিয়াছেন, যদি সম্ভব হইত, তাহার প্রত্যেকটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পাঠক ও পাঠিকাদিগকে উপহার দিবার ইচ্ছা ছিল। প্রথমেই তিনি হিন্দু-মুস্‌লিম অনৈক্যের কথা উল্লেখ করিয়া আর্য্য-সমাজীয়দিগকে সেজন্য যথোচিত ভৎসনা করেন। তিনি ভারতীয় রাজনীতিকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, হিন্দু-মুস্‌লিম-একতাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, ভারতের কল্যাণ কামনায় তাঁহারা যাহা কিছু করিবেন, তাহাই অরণ্যে-রোদনে পরিণত হইবে। তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কে অধিকতর উদারতা ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে অনুরোধ করেন। শ্রীমতী বিদ্যাবতী বলেন যে, মুসলমানেরা গো-কোরবানী বা গো-যবেহ্ করিলে তাহা দেখিয়া হিন্দুদের বিচলিত হওয়া নেহাতই অন্যায়। হিন্দু সমাজের মধ্যে ইস্‌লামী শরিয়তের অনুকরণে তালাকের জন্য আইন প্রণয়ন করিতেও তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দেন। প্রাগুক্ত মহিলার সরল ও স্পষ্ট উক্তি হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইতেছে যে, মুখে স্বীকার না করিলেও হিন্দুরা আজ ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, ইস্‌লামের সর্ব্বকল্যাণময় শান্তিপ্রদ আশ্রয়ে ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছে। আজ যদি হিন্দু রমণীরা বিদুষী বিদ্যার্থীর অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করিয়া, নিজ নিজ ছেলে মেয়েদের ইস্‌লাম-বিদ্বেষের আওতায় না বাড়াইয়া ইস্‌লামের প্রতি শ্রদ্ধাশীলরূপে গড়িয়া তুলিতেন; তবে, তাহা যে, জন্মভূমির সেবার তালিকায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজ কি আমাদের এই অপ্রিয় কথাগুলি একটু তলাইয়া দেখিবার অবসর পাইবেন?

দস্যুদের কীর্ত্তি।—২৪ পরগণার কোনও গ্রামবাসিনী চমৎকারিণীর বয়স যখন ৬ বৎসর তখন মহেন্দ্র হালদারের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর সে শ্বশুর বাড়ীতেই বাস করিতে থাকে। তাহার বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন শ্বশুরের অস্বাভাবিক আচরণের জন্য সে শ্বশুর বাড়ী ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সেই অস্বাভাবিক আচরণটা যে কি, তাহা প্রকাশ নাই। অতঃপর চমৎকারিণী মহিষমারী গ্রামে তাহার মাতার সহিত বাস করিতে থাকে। শ্বশুর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গত বৈশাখ মাসে শরৎ গাইনের কন্যার সঙ্গে মহেন্দ্রের আর একটী বিবাহ দেয়। তৎপর গত আগষ্ট মাসে নূতন শ্বশুর শরৎ গাইনকে সঙ্গে লইয়া, মহেন্দ্র চমৎকারিণীকে গৃহে লইয়া যাইবার জন্য মহিষমারীতে শাশুড়ীর নিকট যায়; মাতাও কন্যাকে বিদায় করিতে রাযী হইয়া, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই গমন করিতে থাকে। কিছুদূর গমন করিলে মহেন্দ্র চমৎকারিণীর মাতাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া বাড়ীতে পাঠাইয়া দেয়; তৎপর কিছুদূর গমন করিয়া, মহেন্দ্র উহার ১মা স্ত্রী চমৎকারিণীকে নূতন শ্বশুরের কবলে ফেলিয়া অন্যদিকে সরিয়া পড়ে। মহেন্দ্রের ফিরিয়া আসিবার জন্য শরৎ গাইন কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে। তারপর, সে চমৎকারিণীকে লইয়া অন্যপথে গমন পূর্ব্বক এক নির্জ্জন বাগানে গিয়া তাহাকে বলৎকার করিতে চেষ্টা পায়। চমৎকারিণীর চীৎকারে চতুর্দ্দিক হইতে অনেকগুলি লোক আসিয়া, ঐ নরপশুর কবল হইতে উহাকে রক্ষা করে। এই ব্যাপারটী ঘটিয়াছিল হরিনারায়ণপুর নামক গ্রামে। ইহা মহিষমারী ও মহেন্দ্রের বাসস্থানের মধ্যস্থলে অবস্থিত। চমৎকারিণী বলিয়াছে যে, তাহার স্বামী মহেন্দ্র এই ব্যাপারে তাহার নূতন শ্বশুর শরৎকে সাহায্য করিয়াছিল। মহেন্দ্র যখন শরতের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে, তখন স্বীয় পূর্ব্ব স্ত্রী চমৎকারিণীকে শ্বশুরের উপভোগের জন্য নিযুক্ত না করিলে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে কিসে? এমন নর পশুর অস্তিত্ব বোধ হয় অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বিচারে সকল রহস্যই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইবে।

মৎস্যাভাব। বাঙ্গালা দেশে দিন দিন মৎস্যের দারুণ অভাব দৃষ্ট হইতেছে। প্রতি বৎসর কলিকাতায় শীতকালে মফঃস্বল হইতে রেলযোগে প্রচুর মৎস্য আমদানী হয়। এবার ঐ আমদানী মৎস্যের পরিমাণ একেত কম; তাহাতে কতকগুলি বড় বড় মৎস্য ব্যবসায়ী মৎস্যের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া রাখাতে বাজারে মৎস্যের মূল্য অত্যন্ত চড়া। বর্ত্তমানে ইলিশ মৎস্য ৮০—৮৶০, পাঙ্গাস ও সিলন মাছ ॥৵০—৮০, রুই কাতল মৃগেল মাছ ৮০—৮৶০ কৈ মাছ ১৲—১।০, মাগুর ১।০—১॥০, ভেট্‌কি মাছ ৮০—৮৶০, পারসা, ভাঙ্গন, ট্যাংরা মাছেরও ঐ দর। গল্‌দা চিংড়ি ৮০ আনার নীচে নামে না। বোয়াল, শাল, শোল ॥০ হইতে ॥৵০—॥৶০ সের। কলি

কাতার সাধারণ মুসলমানগণ প্রধানতঃ গো-মাংস অধিক পরিমাণে ভোজন করেন। ।৵০ হইতে ।৶০ আনার মধ্যে উৎকৃষ্ট গোমাংস পাওয়া যায়। সাধারণ গো মাংস বা বল্লার মাংস ৶০ হইতে ।/০ পর্য্যন্ত সের। কলেজা—গোর্দ্দা—জিভ্—মগজ প্রভৃতি পূর্ব্বের তুলনায় দুর্ম্মূল্য হইলেও, মৎস্যের তুলনায় সুলভ। ৷৹—৷৵০ আনায় একটা বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট জিভ্ এবং ৵ মূল্যে একটা মগজ পাওয়া যায়। মৎস্যের মূল্যের তুলনায় ইহা খুব সুলভই বলিতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিংড়ি মাছ ও পুঁটি মাছের সের ।৵০ হইতে ৷০ আনা পর্য্যন্ত। কতকগুলি গো-পণ্ডিত কলিকাতায় গো-বধ বন্ধ করিতে চায়। কলিকাতায় গো-মাংস বিক্রয় বন্ধ হইলে মৎস্যের মূল্য দ্বিগুণ চড়িবে; তখন মামাদের মহলে হাহাকার উপস্থিত হইবে। চাচারা কেবলমাত্র মৎস্য খাওয়া আরম্ভ করিলে, সাধারণ শ্রেণীর মামাদের অদৃষ্টে মৎস্য জুটিবে না, তখন তাহারা কেবলমাত্র শাক, পাতা, ডাঁটা, শাকের মূল, ঘাস, তৃণ, দূর্ব্বা প্রভৃতি খাইতে বাধ্য হইবে। অবশ্য কলিকাতায় যে কখনও গরু যবেহ্ এবং গো মাংস খাওয়া বন্ধ হইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যে সকল বিকৃত-মস্তিষ্ক হিন্দু ঐরূপ প্রস্তাব করে, তাহারা পাগল না ছাগল, তাহাই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। খাদ্যদ্রব্য খাইলে উহা হ্রাস হয় না, হিন্দু গো-রক্ষার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু বঙ্গদেশে প্রকৃত গো-পালনকারী ও গো-রক্ষক কাহারা? হিন্দুগণই দেশের গো-নাশক, ইহা আমরা ইতিপূর্ব্বে অকাট্য প্রমাণের সঙ্গে প্রতিপন্ন করিয়াছি।

শেষ প্রয়াস।—মওলানা মুহাম্মদ আলি পুনরায় দুরন্ত বহুমূত্র-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁর চিকিৎসকেরা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। বিশ্রামের অভাবে তাঁহার [illegible]

[illegible] ব্রতী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার আ[illegible]নের এক জায়গায় বলিয়াছেন—"The All Parties Convention and Conference, have admitted the existence of the British Government and the vested interests of the capitalists as factors to be considered in determining the future constitution of India, but they have ingnored the existence of the Muslim minority and the great minority of the untouchables who, though counted as Hindus for purposes of census, are treated as less than human beings by the Hindu community. অর্থাৎ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী গঠনের কাজে কলওয়ালা ও মহাজনদের গচ্ছিত মূলধন সমূহ সম্পর্কে সর্ব্বদল কন্‌ভেনশন ও কন্‌ফারেন্স বৃটিশের অস্তিত্ব স্বীকারে একান্ত অবহিত হইলেও, তাঁহারা মুসলমানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে একেবারেই অসম্মত। তাঁহারা হিন্দু "অস্পৃশ্যদিগকে" আদম-শুমারীর সময় স্বজাতীয় বলিয়া মানিয়া লইলেও, ব্যবহারের বেলায় কুকুর বিড়ালের চেয়েও হীন করিয়া দেখিয়া থাকেন। ত্যাগ, শক্তি, সাহস স্বদেশ-ভক্তি ও স্বজাতি-প্রীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে মওলানা মুহাম্মদ আলীর মত পুরুষ-সিংহ মুসলমান সমাজ ত দূরের কথা, মেসার্স তিলক, গান্ধি ও সি, আর, দাশ এই দু-তিনজন ব্যতীত হিন্দু সমাজেও অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেস এবং খিলাফৎ কনফারেন্সেরও ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। আজ রোগ শয্যা হইতে তিনি যে কল্যাণের বাণী সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন, আশাকরি, তাহা মাঠে মারা যাইবে না। সত্য বলিতে কি, অতীতের মত বর্ত্তমানেও যদি হিন্দু নেতারা বিরূপ মনোভাবের পরিচয় দিয়া মুসলমানের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, তবে হিন্দু-মুসলমানের শোণিত-সমুদ্রের ভিতর দিয়া ভারতে যে নবীন যুগের পত্তন হইবে, তাহাকে ইসলামী-যুগ বলিলে, কিছু বেশী বলা হইবে না।

ছাত্র সমাজ।—লাহোর কংগ্রেস-প্রদর্শনীর উদ্বোধনী বক্তৃতায় স্যর পি, সি, রায় লাহোরের ছাত্র সমাজের প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। তিনি বলেন যে, তাহারা পিতামাতার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ ইউরোপীয় খানা-পিনা, ইউরোপীয় সাজ-পোষাক ও ইউরোপীয় অশ্লীল আমোদ-প্রমোদে পানির মত ঢালিয়া দিয়া, নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশকেও রসাতলে দিতে বসিয়াছে। স্যর পি, সি, রায় নাকি লাহোরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মুখে শুনিয়াছেন, (ক) লাহোরের প্রত্যেক কলেজ ষ্টুডেণ্ট মাসে একশত হইতে তিনশত টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করে, (খ) নাট্যাভিনয় ও চলচ্চিত্রসমূহে প্রত্যহ নিয়মিত যোগদান করে, (গ) ইউরোপীয় দোকান হইতে রোজই বিলাস-দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে, (ঘ) পাশ্চাত্যবাসীদের অনুকরণে খানা খায় ও পোষাক পরে, (ঙ) পিতা-মাতাকে মিছামিছি পত্র লিখিয়া প্রতারিত করিয়া টাকা আনে, (চ) ইউরোপীয় অধ্যাপকদের দ্বারা তাহারা এসব কাজে প্রত্যহ উৎসাহ লাভ করে, (ছ) সিগারেটও সুরা পান করিয়া স্বাস্থ্য নাশ করে, ইত্যাদি। পঞ্জাবের ক্যানাল্ ডিষ্ট্রীক্টের অশিক্ষিত অর্থশালী কৃষকদের ছেলেরাই নাকি উপরোক্ত দোষসমূহের জন্য পৌণে ষোল আনা দায়ী। ডাক্তার রায় লাহোর সম্বন্ধে যাহা বলিলেন, তাহা যে কলিকাতা সম্বন্ধেও অনেকদিক দিয়া খাটিয়া যায়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে আমরা তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। বাংলার মফঃস্বলের যে সকল সঙ্গতিপন্ন অশিক্ষিত অভিভাবক (বিশেষ করিয়া মুসলমান) নিজেদের ছেলে-পিলেদের কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য পাঠাইয়া থাকেন, সেই ছেলেপিলেরাও যে সীমাতিরিক্ত বাবুগিরী, নির্লজ্জ বিলাসব্যসন, দূষণীয় আমোদ-প্রমোদাসক্তি এবং সর্ব্বোপরি নাস্তিক্য, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার পঙ্কিল-প্রবাহে গা' ভাসাইয়া দেয়, তেমন বহু ঘটনাও প্রত্যহ আমাদের [illegible]হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় যে, মুসলমান [illegible] সঙ্গে দিনরাত [illegible]

[illegible] করিতেছে, [illegible] বিলাতীয়ানাকে পদভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বদেশের হাব-ভাব ও চাল-চলনকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিতেছে, ঘরে ঘরে পূজার্চ্চনার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতেছে, আর—মুসলমান যুবকেরা হায়া-শরমের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া কালা সাহেব বা মেটে ফিরিঙ্গী সাজিয়া গর্ব্বানুভব করিতেছে।

কোন্ পথে।—একদিন এক শীতের সন্ধ্যায় আমরা স্থানীয় আউটরাম-ঘাটে বসিয়াছিলাম; এমন সময়, ধুতি-কোট ও ঘড়ি-ছড়ি সুশোভিত বিশ-বাইশ বৎসর বয়স্ক দুইটি যুবক ও তের-চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক একটি বালক আসিয়া আমাদের পার্শ্বে একই বেঞ্চে উপবেশন করে। প্রথম দৃষ্টিতে আমরা তাহাদিগকে অমুসলমান বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু অল্প পরেই একজন অপর জনকে নাম ধরিয়া ডাকায় তাহারা যে মুসলমানের সন্তান, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। বেশ-ভূষায় ইহাদিগকে বেশ অবস্থাশালী লোকের সন্তান বলিয়াই মনে হইতেছিল। আউটরাম-ঘাটস্থিত 'প্যাণ্টুন'এর দোতালায় যে রাস্তোরাঁ বা বিশ্রামাগারটি রহিয়াছে, তাহাতে যাইয়া চা পান করিবার অভিপ্রায় দলের বালকটি প্রকাশ করে। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুবকটি তাহাতে বাধা দিয়া বলে "চা খেয়ে কি হবে, এক গ্লাস 'বিয়ার' খেয়ে নিলে শরীর উষ্ণ হবে, মনেও স্ফূর্ত্তি আস্‌বে।" বালকটি হয়ত নেশার ভয়ে মদ্যপানে আপত্তি করায়, বড় দুইটী তাহাকে বার বার বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, 'ব্রাণ্ডি' 'হুইস্কি' প্রভৃতির দ্বারা মাতলামী আসলেও 'বিয়ারে' তেমন কিছু হয় না। তাহা দ্বারা একদিকে যেমন স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, অন্য দিকে কর্ম্ম-শক্তিও অনেক গুণে বাড়িয়া যায়, ইত্যাদি। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমাদেরে পাশে রাখিয়াই তাহারা মদ্যপান ও অন্যান্য অনেক অবান্তর বিষয়ের আলোচনা অবাধে করিতেছিল। এর পরই সেই তিন বন্ধু 'রাস্তোরাঁ'তে ঢুকিয়া কি লীলা খেলা করিয়াছিলেন, আমরা আড়াল হইতে সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে স্থানীয় কোন এক মুসলমান ছাত্রাবাসে গমন করিয়া, সেই তিন শ্রীমানের মধ্যে দুই জনকে দেখিয়া-

ঘরমুখী হও

—:•:•:—

কবিতায়, কল্পনায়, নাটকে, নভেলে, ইতিহাসে, উপাখ্যানে হিন্দু চিরকাল হিন্দু-ভারতের আলেখ্যই অঙ্কিত করিয়াছে। ধ্যানে, ধারণায়, জ্ঞানে, গবেষণায়, স্বপনে, সাধনায় সে ভারত-জাতির যে Chart তৈরী করিয়াছে, তাহাতে দশ কোটি মুসলমানের স্থান নাই। ভারতের রাজনীতির আঙ্গিনায় কালী, দুর্গা, শিব ও শঙ্করের সাকার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করতঃ সে তার নিছক হিন্দু-রাজ্য স্থাপনের পথ নিরঙ্কুশ করিয়া নির্ভয়ে সম্মুখের পথে অগ্রসর হইয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে খাঁটি পৌত্তলিকতার রূপ দিয়া বিলাত ফেরৎ সিভিলিয়ান হিন্দু—এই যে এতকাল ধরিয়া বৃটিশ-বিতাড়নের 'খাব' দেখিয়াছে, তাহাতে বিদেশীর সঙ্গে সঙ্গে বিধর্ম্মী মুসলমানের লুপ্তি-প্রয়াসও প্রচ্ছন্ন ভাবে স্থান লাভ করিয়াছে। গত বঙ্গ-ভঙ্গ-রহিত আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া হালের শুদ্ধি, সংগঠন, আশ্রম, আখ্ড়া, কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সের নিত্ত নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপে প্রত্যহ সেই লুপ্তি-প্রয়াস প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। গত খিলাফৎ আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, যে কংগ্রেস বা স্বাদেশিক মহাসভা সরকারের শ্রীচরণে আবেদন-নিবেদনের অর্ঘ্য-বহনকারী—রাজভক্তি প্রকাশের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বড় বেশী কিছু ছিল না—খিলাফতের 'জেহাদী জোশে' অনুপ্রাণিত মুস্‌লিম রাষ্ট্র-নায়কগণ যে ধামাধরা কংগ্রেসকে প্রকৃত রাষ্ট্র-নৈতিক নির্ভীক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া, জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই কংগ্রেস ও তাহার কৃতঘ্ন হিন্দু কর্ণধারগণ মুসলমানের সম্বন্ধ ও সহযোগ ব্যতিরেকে "স্বাধীনতা" লাভ করিতে অধুনা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। নেহরু-রিপোর্ট নামক ভাবী হিন্দু রাজত্বের যে খসড়া তৈরী করিয়া আজ তাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, সেই রিপোর্টকে কংগ্রেসের মূল ভিত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহারা হিন্দু-কংগ্রেস হইতে মুসলমানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দুই হাতে মুছিয়া ফেলিয়াছেন। ডাক্তার ও মওলানা উপাধি-ধারী যে কয়জন [illegible] হিন্দু-মহাসভার সীমার মধ্যে থাকিয়া, চরম দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতেছেন, আসলে তাঁহাদের কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়া, হিন্দু এবং আমাদের মত স্বাধীন মতের মুসলমান ভ্রমেও কখনো কল্পনা করিতে পারে না। ভারতে একচ্ছত্র হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন-প্রয়াসী কংগ্রেস ও হিন্দুর ধামাধরা নাম মাত্র মুসলমান নেতাদের খাসা চিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়া, ভারতীয় শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুখপত্র Statesman যাহা বলিয়াছেন, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' বলেন—Mr. Gandhi wants to be absolutely impartial and as he is not going to tolerate the Indian Princes and Zamindars he sees no reason to tolerate the Moslems and other who had the audacity to deny the supremacy of the Congress. Dr. Ansari, Maulana Abul Kalam Azad and half a dozen other loyal Mussalmans are earnestly pleading for mercy for their co-religionists, but the President of Congress is yet as firm as a rock.

ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন হইতে

ছিলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, "শ্রীমানেরা দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করিবার উদ্দেশ্যে কলেজে বিদ্যাভ্যাস নামক তপস্যায় নিশিদিন নিমগ্ন রহিয়াছেন"। অজ্ঞ-অশিক্ষিত অভিভাবকদের রক্তসম অর্থ-রাশী আনিয়া এইরূপ কত যে, শহরে শুঁড়িখানা ও গণিকালয়ে অবিরত ঢালিয়া দিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে। আজ স্যর পি, সি, রায়ের দৃষ্টিতে যাহা ধরা দিয়াছে, মুসলমান সমাজের বড় বড় হিতৈষী ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের খিয়াল শরীফে তাহা বিন্দুমাত্রও প্রবেশ লাভ করে নাই!! উপরোক্ত শ্রেণীর নধর ননীর পুতুলেরাই বাপের শ্মশ্রু ধরিয়া বিদ্রূপ করিতে, আল্লা রসুলকে গালি দিয়া নাস্তিক্যের মহিমা ঘোষণা করিতে, ইসলামের বিধি-ব্যবস্থায় সহস্র প্রকারের "গলৎ" দেখিয়া পৌত্তলিকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে একান্ত প্রবণতা দেখাইয়া থাকেন। এই ধ্বংসের স্রোতরোধ করিবার মত মানুষ কি এ সমাজে এখনও আগমন করিবেন না?

মুস্‌লিম-জাতীয়তা

(মওঃ মুহাঃ আহ্‌বাব চৌধুরী বি-এ,)

'প্যান্-ইস্‌লামিজম্'এর কথা

প্রাচীন যুগে আধুনিক যুগের ন্যায় যাতায়াত ও সংবাদ আদান প্রদানের কোন সুবিধা ছিল না। তথাপি খলিফা সমগ্র মুস্‌লিম জগতের উপর যেরূপ দক্ষতার সহিত শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সমগ্র মুস্‌লিম জগতকে একটি শরীর ও ইহার বিভিন্ন প্রদেশকে ইহার অংশ বিশেষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। সর্ব্বত্র সমান ভাবে শাসন-কার্য্য চালনা করা সম্ভবপর ছিল না। খিলাফতের কেন্দ্র-শক্তি দুর্ব্বল হইয়া যাওয়ার পর ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের বাদশাহেরা স্বাধীনভাবে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করিলেও সকলেই মুস্‌লিম জগতের খলিফাকে আমীরুল মুমিনীন ও খাদিমুল হেরেমেইন ও শরিফেইন বলিয়া মান্য করিতেন ও তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিতেন।

আজ কাল হিন্দু সংবাদপত্র-মহলে Asiatic federation, Pan-Asianism, Pan-Hinduism ও Greater India প্রভৃতি অনেক নূতন নূতন আন্দোলন ও সমিতির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেরই উদ্দেশ্য এক—প্যান-হিন্দুত্ব প্রচার করা। ভারতীয় স্বাদেশিকতার নাম দিয়া হিন্দু নেতারা যেমনি হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন; তেমনি Pan Asianism এর ছদ্মবেশের ভিতরে Pan-Hinduism প্রচার করিতেছেন। আমাদের এক শ্রেণীর মুস্‌লিম নেতা ভারতীয় স্বাদেশিকতার নেশায় মশগুল হইয়া এখনও গ্রামোফনের রেকর্ডের মত হিন্দুদের প্রচারিত মতবাদের অনুসরণ করিতেছেন। তথাকথিত প্যান-এশিয়ানিজমের ফাঁদে যাহাতে কেহ পড়িতে না পারেন, তজ্জন্য আমি ইহার প্রকৃত স্বরূপ দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্যান এশিয়ানিজম্ ও বৃহত্তর ভারত আন্দোলন প্রভৃতি যে আগা গোড়া একটা হিন্দু প্রতিষ্ঠান, ইহা তাহাদের কার্য্যাবলী দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। Greater India Societyর ইশ্‌তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে—To induce the public to provide scholarships [illegible] আজ মুসলমানকে ষোল আনা রূপে বর্জ্জন করিয়াই যে হিন্দুরা [illegible] সে কথা একান্ত অভ্রান্তরূপে বুঝিতে পারিয়াও মোহ-মুগ্ধ মুস্‌লিম নেতা কোন্ যুক্তি, তর্ক ও বিশ্বাসের বলে এখনও হিন্দুদের মন পাইবার আশায় বসিয়া আছেন, তাহা আমরা কোন মতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। মুসলমান নেতাদের এই সৃষ্টি-ছাড়া মনোভাব অবলোকনে আমরা হাসিব কি কাঁদিব—তাহা স্থির করিতে একান্তই অক্ষম হইতেছি। স্যর শফীর মত শাল-প্রাংশু (stalwart) পাঞ্জাবী নেতাও পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের মত ইস্‌লামের পরিচিহ্নিত পরমারিকে পত্র লিখিয়া আপোসের জন্য অশ্রু-জল বহাইয়া মরিতেছেন। বর্ত্তমান ভারতের অদ্বিতীয় রাজনীতি-বিশারদ মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নার মত শক্তিমান পুরুষও হিন্দুর দ্বারে উপনীত হইয়া হিন্দুর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছেন। ভারতের সর্ব্বাগ্রণী প্রদেশ পাঞ্জাবের মুস্‌লিম নেতাদের সম্মিলিত Manifesto বা ঘোষণা-পত্রের মধ্যেও সেই দয়া-ভিক্ষার সুরই 'সুস্বরে' বাজিয়া উঠিয়াছে। মর্দ্দ-ই-খুদা মোহাম্মদ আলীর Appeal বা আবেদনের ছত্রে ছত্রেও হিন্দুর সেই কৃপা-কটাক্ষ-লাভের ফরিয়াদই উত্থিত হইয়াছে। পণ্ডিত মতিলালের নামে বোম্বাইয়ের 'মুস্‌লিম কংগ্রেস পার্টির' নেতা ও 'বোম্বে ক্রনিকেলে'র সুযোগ্য সম্পাদক মিঃ আবদুল্লা ব্রেলবী লিখিত পত্রে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দীনতা ও হীনতায় অপর সকল আপোস্-কামীর মিলন-প্রার্থনাকে বহুদূর ছাড়াইয়া চলিয়াছে। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে সময় মুসলমান নেতারা হিন্দুর পদ স্পর্শ করিয়া হিন্দুর একটি কৃপা-কটাক্ষের জন্য এত লালায়িত রহিয়াছেন, ঠিক সেই সময় হিন্দুরা নিজের ঘর সামলাইয়া লইয়া ক্ষিপ্র গতিতে লক্ষ্যের দেশে অগ্রসর হইতেছেন! বিলাতের বর্ত্তমান হিন্দু-ভক্ত শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের আহ্বানে আগামী 'গোল-টেবিলে' যোগ দিয়া তাঁহারা যে নিজেদের আকাঙ্খিত হিন্দু-রাজ হাতে হাতে পাইয়া যাইবেন—সে লালসা আজ হিন্দু নেতাদিকে অধিকতর আত্ম-প্রত্যয় ও আত্ম-বিশ্বাস-বান করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের কণ্ঠ যতই ক্ষীণ হউক, বাহু যতই বলহীন হউক, শক্তি যতই তুচ্ছ ও নগণ্য হউক—আজ আমরা দুই বাহু ঊর্দ্ধে বাড়াইয়া উচ্চ উদাত্ত স্বরে মুসলমান নেতাদিগকে বারংবার বলিব—ফিরিয়া এস! এখনো সময় আছে—ফিরিয়া এস। মাদ্রাজের প্রবীণ জন-নায়ক প্রকৃত অবস্থা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আকুল প্রাণে ডাকিয়াছেন—"ফিরিয়া এস।" আমরা তাঁরই কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া পুনরায় বলিতেছি, সময় থাকিতে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া এস!!

অন্যায় আক্রমণ হইয়াছে, সেই আক্রমণ হইতে মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম্মবিধির মর্য্যাদা রক্ষা। নিখিল জগৎ মুসলমান সমাজ কর্ত্তৃক গঠিত সম্মিলনের দ্বারাই প্রথম সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইতে পারে। বড়লাটের ঘোষণা সম্পর্কীয় দ্বিতীয় সমস্যাটী শেষোক্ত সমস্যা অর্থাৎ সর্দ্দা আইনের ফলে উদ্ভূত সমস্যার নিকট নগণ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মুসলমান সদস্যগণ এই আইনের বিরুদ্ধে যতপ্রকার সারবান যুক্তি-তর্ক উপস্থিত করা যাইতে পারে, তাহা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন মাত্র হইয়াছে। উক্ত পরিষদে সংখ্যায় অধিক অ-মুসলমানগণের ভোটে সংখ্যাল্প মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগত অধিকার পদ-দলিত করা হইয়াছে। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিগণ বড়লাটের নিকট গিয়া সর্দ্দা আইনের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সকলই বৃথা হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ! সর্দ্দা আইন সম্বন্ধে রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমরা সম্পাদন করিয়াছি। এই আইন সম্বন্ধে আল্লার নিকট আমাদের যাহা কর্ত্তব্য, এক্ষণে তাহা আমাদিগকে সমাপন করিতে হইবে। মুসলমানের নিকট ধর্ম্ম-বিধির মর্য্যাদা ও গৌরবরক্ষার জন্য কোন যত্নই, কোন আত্মত্যাগই কঠোর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। তবে আশার কথা এই যে, অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সর্দ্দা আইন বিচ্ছিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়কে একীভূত করিয়াছে, ইহাই সুখ ও সান্ত্বনার বিষয়। বড়লাটের ঘোষণা যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সকলপ্রকার রাজনৈতিক মতাবলম্বী মুসলমান আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। এক্ষণে সর্দ্দা আইন তাঁহাদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা এখন তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। মুসলমানগণ চিরদিনই অ-মুসলমানদিগের সহিত সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। সর্দ্দা আইনে মুসলমানগণ সেই সহযোগিতার উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, সর্দ্দা আইনের দ্বারা সেই ঘোষণা পত্র অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। [illegible] বিল বৈঠকেও মুসল- [illegible] পুনরাবৃত্তি হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? সেখানেও অ-মুসলমানগণ তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে সংখ্যাল্প মুসলমানদিগকে পদে পদে নিগৃহীত করিতে পারিবে। প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে যে সকল মুসলমানকে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা হইবে, তাঁহারা হয়ত ঐহিক বিষয়ে মর্য্যাদাপন্ন হইতে পারেন; তাই বলিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে মুসলমানগণ তাঁহাদের অধীনতা কিছুতেই স্বীকার করিবে না।

উলামা কনফারেন্স

মওলানা মুহাম্মদ আলির সভাপতিত্বে গত ২৩শে ডিসেম্বর কানপুর উলামা কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। ভারতীয় মুসলমানগণের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, রাজনীতি সম্পর্কে মুসলমানগণ বৈদেশিক সরকার অথবা বৃহত্তর সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত। মুসলমান কৃষক ও শ্রমিকগণ অ-মুসলমান ধনিক ভূস্বামী ও মহাজনগণের অধীন। মুসলমানগণের শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা ও পুনরায় সজ্ঞবদ্ধ হওয়া মুসলমানগণের কর্ত্তব্য। নেহরু রিপোর্টের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, রিপোর্টের দুইটী বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃহত্তর সম্প্রদায় শাসকের আসনলাভ করিবে, ভারতের ইতিহাসে এরূপ বিধান এই প্রথম। সর্ব্বত্রই হিন্দুগণ সংখ্যায় অধিক, কেবল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় রাজনৈতিক অধিকার উক্ত প্রদেশে প্রদত্ত হয় নাই। সিন্ধু প্রদেশেও মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ সিন্ধু প্রদেশকে পৃথক প্রদেশে পরিণত করা যায় না। সিন্ধু কি জন্য চিরদিন গুজরাট ও মহারাষ্ট্র প্রদেশের নিকট অর্থ সাহায্য গ্রহণ করিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। নেহরু রিপোর্টের প্রস্তাবিত হিন্দুরাজ তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। অনন্তর সভায় ১২টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তন্মধ্যে কলিকাতা সমস্যা, নেহরু রিপোর্ট ও গোল টেবিল বৈঠক সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবই প্রধান।

শফী ও মালবীয়া

মহাসভাই সকল অনিষ্টের মূল

স্যর মুহাম্মদ শফী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের উদ্দেশ্যে যে খোলা চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—সম্প্রতি মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে ইংলণ্ডের মহাসভায় এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি মহাসভায় সর্ব্ব-বাদি-সম্মতভাবে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার বাণী প্রচার করা হইয়াছে। প্রস্তাব প্রসঙ্গে মহাসভায় সকল দলের প্রতিনিধিগণ যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতাগুলি ভারতবাসীদিগের প্রতি বৃটনের অধিবাসিগণের সদিচ্ছার পরিচায়ক। বিশেষতঃ উক্ত প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারত-সচিব যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার লাভের পথে অগ্রসর করিবার পক্ষে বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা ও আগ্রহশীলতার অকাট্য প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে। ভারতকে সেই লক্ষ্যে উপনীত করিবার সম্বন্ধে শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। উপরে যে সকল কথা লিখিত হইল, সে সম্বন্ধে আপনি আমার সহিত যে সম্পূর্ণ একমত হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আপনি যে বিশেষ আগ্রহের সহিত সচিবের বক্তৃতাটি পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আপনি অবশ্য উক্ত বক্তৃতা পাঠ করিয়া ভারত সচিবের উদ্দেশ্যের আন্তরিকতা এবং ভারতের শাসন প্রণালীগত উক্তিতে তাঁহার সহানুভূতির অকৃত্রিমতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার অক্ষরে অক্ষরে সেই আন্তরিকতা সু-পরিস্ফুট হইয়া আছে। আমার সামান্য বুদ্ধিতে মনে হয় যে, ভারত সচিবের বক্তৃতার সার কথা শেষ অনুচ্ছেদ নিহিত আছে। সেই অনুচ্ছেদে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে ভারতে প্রবল মতভেদ বিদ্যমান এবং তাহাই ভারতের উন্নতির পথে বিষম বিঘ্নস্বরূপ। ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়, আমরা ইংলণ্ডবাসীরা সে সমস্যার সমাধান করিতে পারিব না। আমার একান্ত আশা যে, যখন গোল টেবিল বৈঠক বসাইবার সময় উপস্থিত হইবে, তাহার পূর্ব্বেই ভারতবাসিগণ তাঁহাদের ভিতর যে সকল মতভেদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ আছে [illegible] উক্ত বৈঠকে যেন যোগদান করেন। বড়লাটের সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইবার পর আমি এবং মিঃ এম, এ, জিন্না নিখিল ভারত মুস্লিম লীগের দুই বিভিন্ন শাখার প্রতিনিধিস্বরূপে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করি যে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সমস্যার সু-সমাধানের উপরই প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এই দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, আমরা উভয়ে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সমস্যার সমাধানের অভিপ্রায়ে উক্ত দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া আমাদের নিজেদের ভিতর এক গোল টেবিল বৈঠক বসাইবার উদ্দেশ্যে এক আবেদন পত্র প্রচার করিয়াছিলাম। আমাদের বন্ধু অকৃত্রিম দেশ-প্রেমিক স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রুও উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া দুইখানি বর্ণনা-পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। আবেদন-পত্র এবং বর্ণনা-পত্র প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে, যদি আমরা উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরকার বিরোধ মীমাংসা করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ একতাবদ্ধ ভাবে ইংলণ্ডের প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকে বৃটিশ প্রতিনিধিদিগের সম্মুখীন হইতে পারিব, সেইরূপ করিতে পারিলে আমরা আমাদের জন্মভূমির প্রকৃত মঙ্গলসাধনে সমর্থ হইব। আপনি নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার প্রাণস্বরূপ। আমাদের আশা ছিল যে, আপনি দেশের মঙ্গলজনক এই আবেদনে যোগদান করিবেন। আপনি এ বিষয়ে কেন যে এতদিন পর্য্যন্ত নীরব আছেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমি চিরদিনই স্পষ্ট কথা বলিতে অভ্যস্ত। আমার ধারণা এই যে, প্রকৃত দেশ-প্রেমিকগণ হিন্দু-মুসলমান বিরোধ-সমস্যার মীমাংসার জন্য এত দিন পর্য্যন্ত যে সকল চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, আপনার হিন্দু মহাসভার কঠোর অনমনীয়তার জন্যই তাহা ব্যর্থ হইতেছে না। এ ধারণা কেবল আমারই নহে, প্রত্যুত ভারতীয় মুসলমানগণের প্রায় সকলেরই এইরূপ ধারণা। প্রস্তাবিত গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সমস্যা সন্তোষজনক সমাধানের দ্বারা আপনি তাঁহাদের সেই ধারণা যে ভ্রান্তিপূর্ণ, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন। ভারত সচিব যথার্থই বলিয়াছেন যে, ভারতকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার পক্ষে ইংলণ্ডে কোন মতদ্বৈধ নাই। মতভেদ এবং মনোমালিন্য যাহা আছে, তাহা ভারতেই আছে। ভারতবাসীদিগের ভিতরকার মত-বিরোধ মীমাংসার সাধ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নাই। সেই মীমাংসার ভার সম্পূর্ণরূপে আমাদের উপরই ন্যস্ত আছে। দিল্লী, সিমলা প্রভৃতি স্থানে এতদুদ্দেশ্যে যে সকল বড় বড় সম্মিলন হইয়াছিল, সেইরূপ বড় বড় সম্মিলনে এই সমস্যার সমাধান হইবার সম্ভাবনা নাই। মিঃ গান্ধি, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, আপনি, স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু, স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, মিঃ জিন্না এবং আমি এইরূপ কয়েকজন নির্ব্বাচিত লোক পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা সম্পন্নভাবে খোলা প্রাণে মিলিত হইয়া উক্ত সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য চেষ্টা করি, তাহা হইলেই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে। মুসলমানদের ভিতর যে মতভেদ আছে, তাহা মিটাইয়া ফেলিয়া হিন্দু-মুসলমান বিরোধের আশু মীমাংসা একান্তই আবশ্যক হইয়াছে। ভারতের এই সন্ধিক্ষণে ঐরূপ মীমাংসায় অণুমাত্র বিলম্ব করা উচিত নহে। একতাই উন্নতির মূল—বিচ্ছেদই অধঃপতনের কারণ। আশা করি, আমার এই সাগ্রহ আবেদন অরণ্যে-রোদনে পর্য্যবসিত হইবে না।

ইংরাজ মহিলার ইস্‌লাম-গ্রহণ

জেল ওয়াডারের সহিত বিবাহ

সিন্ধুদেশের নারা জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লুকিসের ১৯ বৎসর বয়ীয়া তরুণী কন্যা কিছুদিন আগে হায়দ্রাবাদে তাঁহার বাড়ী হইতে নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, উক্ত যুবতী মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, তাঁহারই পিতার তরুণ ও সুদর্শন কর্ম্মচারীকে বিবাহ করিয়াছেন। এই কর্ম্মচারী এক্ষণে নারা জেলে ওয়ার্ডারের কার্য করিতেছেন।

"বড় ঘরের বড় কথা"

ম্যানেজারে ম্যানেজারে মামলা

[illegible] ম্যানেজার এবং 'বোম্বাই সমাচার' নামক স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক মিঃ সোরাবজি কাপাটিয়ালকে বোম্বে ক্রনিকেলের সহকারী সম্পাদক মিঃ পিকেল কে গুরুতররূপে আহত করার অভিযোগে পুলিস গত শনিবার গ্রেফ্‌তার করিয়াছে। মিঃ কাপাটিয়াল মিঃ পিকেলকে কার্য্যত্যাগ করিবার জন্য নোটিশ দিয়াছিলেন। তিন দিন পূর্ব্বে তিনি আসামীর নিকট গমন করিয়া, তাঁহার বেতনের দাবী করেন। তাঁহার নাকি অনেক বেতন বাকী পড়িয়াছিল। প্রকাশ, তিনি বেতন চাহিবা মাত্র ম্যানেজার লোকজন আনিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেন। ইহাতে তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। এই সংবাদে সংবাদিক মহলে অতিশয় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আসামীকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। —বঙ্গবাণী

জুয়াচোর হিন্দু যুবক

দরোগা সাজিয়া ঘুষ গ্রহণ

নিজেকে সহকারী দারোগা বলিয়া পরিচয় দিয়া ৪ টাকা ঘুষ আদায়ের অভিযোগে কান্দি থানার শৈলেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি নামে এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হইয়াছে। প্রকাশ যে, সে ঐ গ্রামের মন্নু মিয়া নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট যাইয়া বলে যে, সে কান্দি থানার সহকারী দারোগা মিঃ বি, ঘোষ এবং মহকুমা হাকিম তাহাকে এই গ্রামের কয়েকজন বদমায়েস লোককে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। সে মহকুমা হাকিমের লেখা পরোয়ানা বলিয়া হাবিব শেখ ও হৃষিকেশ মণ্ডলের নামে দুইখানা গ্রেফ্‌তারী পরোয়ানা দেখাইয়া গ্রাম্য চৌকীদারের সহায়তায় উক্ত দুইজন লোককে গ্রেফ্‌তার করে। হবিব শেখের অসুস্থতা বিধায় গ্রাম্য লোকদের অনুরোধে ২ টাকা লইয়া তাহাকে জামীনে খালাস দেয়। তারপর গ্রাম্য পঞ্চায়েতের নিকট হইতেও দুইটি টাকা ধার লইয়া চলিয়া যায়, যাইবার সময় আসামিগণকে থানায় লইয়া যাইতে বলিয়া যায়। চৌকিদার পরদিন ধৃত ব্যক্তিগণকে থানায় লইয়া গেলে, সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন অনুসন্ধানক্রমে শৈলেশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জিকে গ্রেফ্‌তার করে।

কৃষ্ণের লীলা-খেলা

শ্বেতাঙ্গ অভিযুক্ত

বোম্বাইয়ের বৈষ্ণব ছাত্র পরিষদের সম্পাদক বল্লভদাস, শ্যামজী স্বাহনাকিয়া, চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের ইজলাসে, সুরাট মিশন প্রেসের মিঃ জে, রোজার্স এর বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে এক অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, আসামী "চন্দ্রলীলা" নামক একখানি গুজরাটি পুস্তকে হিন্দুদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিয়া লিখিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ দেবিগণের সহিত অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করিতেন। ফরিয়াদী বলিয়াছেন যে, আসামীর এই উক্তিদ্বারা তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের ধর্ম্মভাবে আঘাত করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে সমন করিবার আদেশ দিয়াছেন।

মডারেট সম্মিলন

ধুমধামে সম্পন্ন

গত ২৯শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে ভারতের মডারেট উদারনৈতিক (লিবারেল) দলের বার্ষিক অধিবেশনে স্যর ফেরোজ শেথনা সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"বৃটিশ প্রভুত্ব আর বজায় রাখা অসম্ভব। অসম্ভব—তাহার কারণ এই যে, উহা বৃটিশের প্রকৃত স্বার্থের বিরোধী; অসম্ভব—কারণ জাগ্রত ভারত ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে এবং যতদিন পর্য্যন্ত এই বিরোধের অবসান না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত বিদ্রোহ বজায় রাখিতে বাধ্য; অসম্ভব—কারণ বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি ইহার বিরুদ্ধে; সুতরাং ভারতের স্বাদেশিক ইচ্ছা যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং বৃটিশ জাতির উপর বলবৎ থাকিবে এবং তাঁহারা যে উহা অগ্রাহ্য করিয়া আত্মহত্যা করিবেন না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

পাবনায় ভুতের আসর

দুই দুইটি শিশু উধাও

পাবনার বেলকুচী থানার অন্তর্গত গোলাইখালি গ্রামে কিছুদিন পূর্ব্বে এক আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে, ঐ স্থানের খ্যাতনামা পণ্ডিত বামিনী ভূষণের মধ্যমা কন্যার ২ বৎসর বয়সের পুত্রকে হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে পাওয়া যায় না। তখন সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করা হয়, তবুও পুত্রকে সে রাত্রিতে পাওয়া যায় না। পরদিন প্রাতঃকালে দেখা গেল [illegible] বাড়ীর [illegible] পুষ্করিণীর [illegible] মৃত অবস্থায় শিশুটী মাটীতে পোতা আছে। ইহার কিছুদিন পর, পুনরায় পণ্ডিত মহাশয়ের ৮।৯ মাস বয়স্ক এক নাতিনীকে বেলা দ্বিপ্রহরের পর হঠাৎ পাওয়া যায় না। শিশুটিকে রক্ষিত ঘরের মধ্যে বিছানায় শোয়াইয়া রাখা হইয়াছিল। বহু অনুসন্ধানের পর দেখা গেল, বাটীর উত্তর দিকস্থ এক কাটা ডোবায় মেয়েটী মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই দুর্ঘটনায় গ্রামে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব ঘটনাকে অনেকেই শত্রুতা সাধন বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। দ্বিতীয় ঘটনা হওয়ার পর সকলেই ইহাকে ভৌতিক ঘটনা বলিয়া স্থির ধারণা করিতেছে। পণ্ডিত মহাশয় অনেক জায়গা হইতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভুতের ওঝা আনিয়া নানারূপ মাঙ্গলিক কার্য্য (!) করাইতেছেন।

ভীষণ প্রতিহিংসা

হিন্দুর চরম পৈশাচিকতা

আলিপুর পুলিসে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, ক্যানিং থানার ইলাকাধীনে এক শিশুহত্যা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দুর্ব্বৃত্তরা তারামণি নাম্নী জনৈকা বিধবার ক্রোড় হইতে একটি শিশুটিকে চুরি করিয়া আনিয়া কোন নদীতে ফেলিয়া দেয়। বিধবা শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া ঘুমাইতেছিল, সেই অবস্থায় কে বা কাহারা সেখানে ঢুকিয়া, সেই শিশুকে চুরি করিয়া আনে। সম্প্রতি একটা খালের মধ্যে জনৈক শিশুর অস্থি পাওয়া গিয়াছে। সেইগুলির পরীক্ষা করায়, তাহা সেই অপহৃতা শিশুর বলিয়া সন্দেহ হয়। ফলে এই সম্পর্কে দীননাথ ও মেঘনাদ নামক দুইজন লোককে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে একজন অপরাধ স্বীকার করিয়াছে বলিয়াও প্রকাশ। মেঘনাদ নাকি পুলিসকে বলিয়াছে, "বিধবার সহিত দীননাথের সহিত শত্রুতা ছিল। সেই শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে তাহার শিশু সন্তানকে চুরি করিয়াছিল। আমি তাহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলাম। শিশুটী হঠাৎ হাত হইতে পড়িয়া যাওয়ায়, সে মরিয়া গিয়াছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল; তাই তাহাকে নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল।"

পরিচালক—ডাক্তার মোহাম্মদ ফাজেল

Registered No. C-1685

মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ-প্রণীত

রাজর্ষি এবরাহিম

সম্পূর্ণ নূতন—অনাস্বাদিত—অনাঘ্রাত চমকপ্রদ তাপস জীবনী। রাজর্ষি এবরাহিম আদহামের অলৌকিক জীবন-কথা পাঠে পুলকিত ও বিস্ময়াপ্লুত হউন জীবন সার্থক হইবে। স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধা মূল্য ১॥০ টাকা।

ইসলামিক পাবলিশিং হাউস—১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অল্প বয়সে চুল উঠা,—অল্প বয়সে চুল পাকা নিবারণ করিতে কবিরত্নের দাশরথি কবিরত্নের

কেতকীকুসুম তৈল

মূল্য ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।০ আনা, তিন শিশি ২॥০ টাকা মাশুল ৸০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন

২ নং দাঁর লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

আফিস—৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আল-মুসলিম

'AL-MUSLIM'
47, Ripon Street, CALCUTTA.

বার্ষিক মূল্য ভারতে ২॥০ ও বিদেশে ৫৲ টাকা | সম্পাদক—ফযলুল হক্ সেলবর্সী | প্রতি সংখ্যা ৴১৫ তিন পয়সা মাত্র

২য় বর্ষ | ১৯শে আষাঢ় শুক্রবার, ১৩৩৭ সাল; ৪ঠা জুলাই, ১৯৩০ ইং; ৭ই শফর, ১৩৪৯ হিজরী | ২৩শ সংখ্যা

LIFETIME GUARANTEE

WORLDS' GREATEST

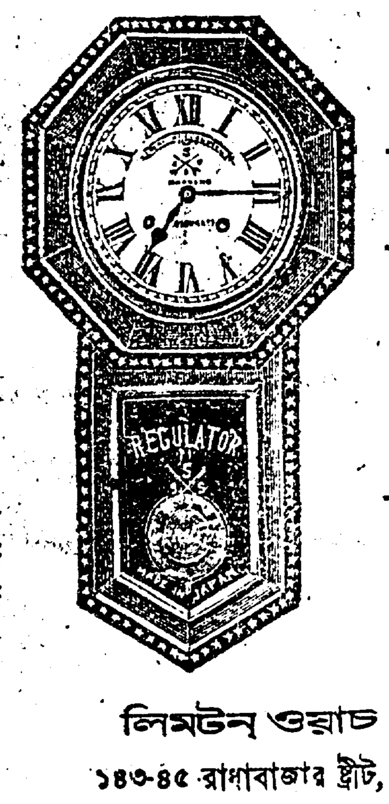

৮ ইঞ্চি ডায়েল ১৪৲ ১০ ইঞ্চি ডায়েল ১৭৲

মফঃস্বলের অর্ডারের সহিত অন্ততঃ ৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশন ও নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিবেন।

লিমটন ওয়াচ কোং
১৪৩-৪৫ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পোঃ বক্স ২০৭৬।

LIMTON WATCH Co.
143-45 Radhabazar Street, Calcutta.
POST BOX 2076.

পিত্তশূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।

হাজী আহ্‌মদ আলী সাহেবের

শূলসুধা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত নং ১৪৭০

পিত্তশূল, অম্লশূল, কলিজা দরদ ও কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত পেটের বেদনায় "শূলসুধা" সেবন করিয়া চিরকালের জন্য রোগমুক্ত হউন সপ্তাহ সেবনে বেদনা আরোগ্য হয়। পক্ষকাল সেবনে শরীরে নবশক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। আর পুনরাক্রমণ করে না।

মূল্য বড় কৌটা ১৸৵০, ছোট ৸০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

জীবন-সুধা

যৌবনোচিত স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাইয়া যাহারা হতাশে ম্রিয়মান হইয়াছেন, স্বপ্নদোষ, পাঁচড়া, রক্তদুষ্টি ও কুৎসিত রোগে ভুগিয়া যাহারা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তাহারা অবিলম্বে "জীবনসুধা" সেবন করুন। অচিরে রোগমুক্ত হইয়া শরীরে নব রক্তকণার আধিক্যে গণ্ডদেশে লাল আভা ধারণ করিবে। ফলতঃ ইহা অমোঘ শক্তিশালী টনিক ও সর্ব্বোত্তম সালসা। মূল্য বড় বোতল ।৵০ টাকা ও ছোট বোতল ২৸০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

ডাঃ জে, আহ্‌মদ এস, এ, এস

শূলসুধা ঔষধালয়
পোঃ রমনা, ঢাকা।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সুন্দর ক্যাটালগ পাঠান হয়

পঞ্চাশ বৎসরেও যুবা!

কেন হইবে না? ইহা কেবলমাত্র স্নায়ু ও শিরার উপর নির্ভর করে। উত্তম লোহিত রক্তবিন্দু পেশীসমূহে আহার সরবরাহ করে অথচ শিরাগুলিকে প্রশস্ত করে না।

যদি আপনি নিজকে বৃদ্ধ মনে করেন বা শীঘ্র ক্লান্তি বোধ করেন ইহার কারণ আছে। আপনার রক্তকে পুনঃসংস্করণ করা আবশ্যক।

আপনি দিনকতক 'আয়রণ জেলয়েডস্' ব্যবহার করুন

ইহা আপনার মত অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার করিলে আপনি সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করিবেন, আপনার গতি সহজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, আপনার ধমনীতে রক্তকণাগুলি সতেজে প্রবাহিত হইবে। এবং পেশীসমূহ সুদৃঢ় হইবে। ইহা দ্বারা আপনি জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

ক্ষীণ রক্তকণা আশাপ্রদ ফল দেয় না। উত্তম রক্তলাভ করিতে চেষ্টা করুন। ইহা অতি অল্পদামে এবং সহজেই পাওয়া যাইতে পারে, আয়রণ, জেলয়েডস্' সকল ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ১ শিশি ঔষধ মাত্র ১৲ টাকা এবং ৪০ দিনের ব্যবহারের জন্য পুরা একটি বোতলের দাম ২৸০ মাত্র।

২এ নং 'আয়রণ জেলয়েডস্' লইবেন।

কর্ম্ম-খালি

দি ভানুগাছ ফিশারী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী লিমিটেডের অবশিষ্ট সেয়ার বিক্রয়ের জন্য উচ্চ কমিশনে বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ এজেণ্ট আবশ্যক। মাছের চাষ যে, সর্ব্বাপেক্ষা লাভ ও অল্প ব্যয় জনক ব্যবসা তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ৴৫ পয়সার একটী পোনা ৩ বৎসর পরে ৪৲ কি ৫৲ মূল্যের একটী প্রকাণ্ড মাছে পরিণত হয়। এজেণ্টগণও অদূর ভবিষ্যতে বশশ্বী হইবেন। ৩ বৎসর পরেই কোং লভ্যাংশ ঘোষণা করিবেন বলিয়া আশা।

আলহাফেজ এজেন্সী, (ম্যানেজিং এজেণ্ট) মুন্সী বাজার। শ্রীহট্ট।

শুভসংবাদ

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ, ট্রেডমার্কা, লেবেল ইত্যাদি গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করিতে হইলে ও নানাবিধ ব্লক, রবার ষ্ট্যাম্প, পিতলের শীল ইত্যাদি আবশ্যক হইলে দি ষ্টার কমার্শিয়াল এজেন্সী ১০ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে—

শিল্প রত্ন-মালা, টোট্‌কা চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা, দম্পতি বিজ্ঞান ভাগ্য পরীক্ষা ইত্যাদি প্রায় সহস্র প্রকার মূল্যবান ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত "স্বাস্থ্য ও শিল্প" বই লিখিলেই পাঠাই।

বেঙ্গল লেবরেটরী,
১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্লীহারি

সেবনে যেরূপ দুরারোগ্য ও চিকিৎসকের অসাধ্য কঠিন প্লীহা হউক না কেন সারিবেই সারিবে মূল্য ১৲ টাকা বিফলে ফেরৎ দিব। রোগীর বয়স লিখুন মাশুল ।৵০ মাহ্‌বুব এণ্ড কোং, (এল) পোঃ খিলগাঁও ঢাকা।

জনাব মওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী প্রণীত গ্রন্থাবলী

৫৫। **আনওয়ারাল মাসায়েল**:—হইতে মোছলমানের অবশ্য প্রয়োজনীয়, নিত্য-পালনীয় ঈমান, নামাজ প্রভৃতি বিষয়ের বিষদ মছলাসমূহ আছে। ৸০ বার আনা।

৫৬। **ঐ দ্বিতীয় ভাগ**:—ইহাতে রোজা, ফেরো হজ্জ, জাকাত, কোরবাণী, জবহ, দুগ্ধ পান ইত্যাদি বহু বিষয়ের মসলা মাসায়েল আছে। ।৵০ ছয় আনা।

৫৭। **তাবিজের কেতাব**:—অজস্র তাবিজ, দোওয়া, তদবির ইহাতে আছে। ইহা চারি খণ্ডে শেষ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড ।৵০ ছয় আনা।

৫৮। **খোৎবাহ**:—মূল আরবী, খোৎবাহসমূহ ও তাহার সঠিক বঙ্গানুবাদ। ।৵০ সাত আনা।

৫৯। **জাতীয় কল্যাণ**:—সুমধুর কবিতা-পুস্তক। জাতির উন্নতি, অবনতি অতীত-স্মৃতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ উদ্দীপনাময়ী কবিতায় লিখিত। মূল্য ।০ চারি আনা।

৬০। **ধূমপানের অপকারিতা**:—ধূমপান নিষিদ্ধ হইবার শাস্ত্রীয় দলীল ও ডাক্তারী মতসমূহ। ৵০ দুই আনা।

হামিদীয়া লাইব্রেরী
হামিদপুর, পোঃ কলারোয়া, খুলনা।

The 1930
WILLYS SIX TRUCK
গতির উৎকর্ষতা সতত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে

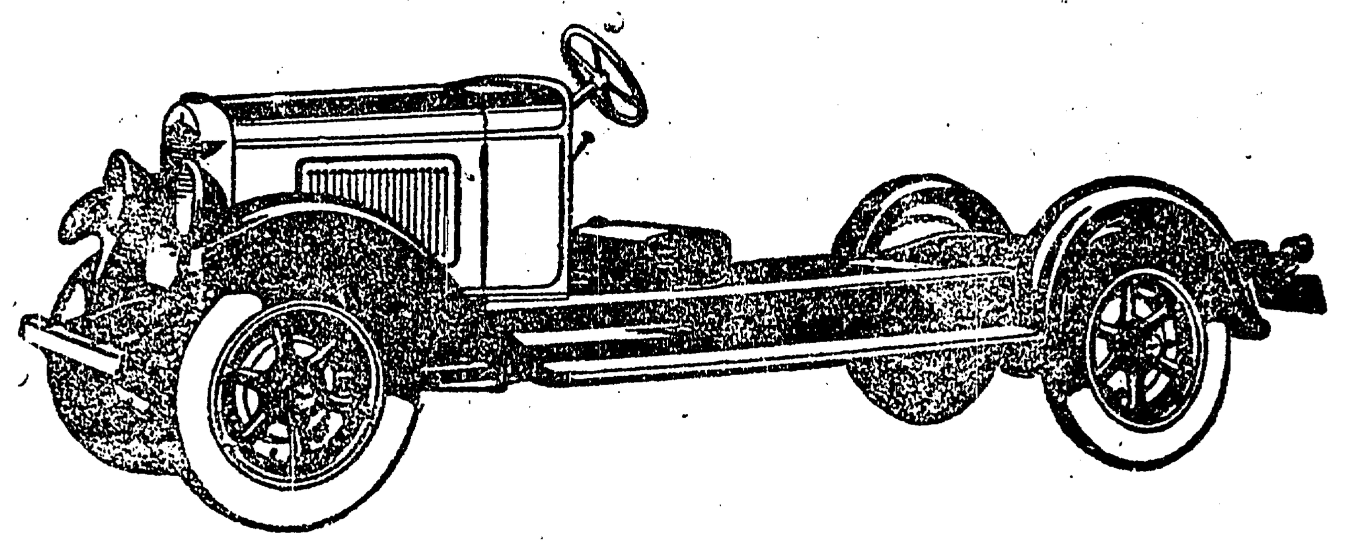

"উইলিজ সিক্স টাকের" এঞ্জিন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আশাতিরিক্ত কার্য্যক্ষম। ইহা ৪টী "হুইল ব্রেক" ও ৪টী "ফরওয়ার্ড স্পীড ট্রান্সমিশন" যুক্ত বলিয়া এদেশের কাদা, বালি ও কঙ্করময় স্থানে অতি সহজে ও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চালান যায়।

কেবল তাহাই নহে, ইহা এমন সুকৌশলে প্রস্তুত যে, অঙ্গুলীর মৃদু চাপে মুহূর্ত্তে থামান ও চালান যায়।

সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ও পৌঁছান খরচসহ মূল্য ৩০০০ টাকা। মাসিক কিস্তিতেও বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয়।

ক্যাপ্টেন ই, জে হুপার ... শিলং
জি, মোল্লা এণ্ড সন্স ... ... নওগাঁও
যতীন্দ্রনাথ জানা ... কনটাই, মেদিনীপুর
সুধা সিং ... ... গয়ারকাটা, জলপাইগুড়ি
নির্মলচন্দ্র ঘোষ এণ্ড সন্স ...... ভোলা
এম, এ, খালেক এণ্ড সন্স ... আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম।
জি, শর্ম্মা ... মৌলবী বাজার দক্ষিণ শ্রীহট্ট।

G. McKENZIE and Company (1919) Ltd.

ডি, সি, মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স ... মালদহ
মৈত্র এণ্ড কোং ... ... রংপুর
ফেভারিট মটর হাউস ... ... ফরিদপুর
কমলা মটর ওয়ার্কস্ ... ... কিশোরগঞ্জ
ব্রিটিশ মটর ট্র্যান্সপোর্ট ... দার্জ্জিলিং।
যশোহর মটর ইণ্ডাষ্ট্রি ওয়ার্কস্ ... যশোহর।

প্রদর্শনী-গৃহ (শো রুম) ১৮, এ, পার্ক ষ্ট্রীট, অফিস ও কারখানা ২০৮ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সৈয়দানী হাফেজা খাতুন ও বঙ্গ-বিখ্যাত সাহিত্যরথী মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রণীত

মোস্লেম-পাকপ্রণালী

দ্বিতীয় ভাগ।

সত্বরে গ্রহণ করিয়া রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা করুন।

যে মোস্লেম-পাক প্রণালী ২য় ভাগের জন্য গ্রাহক ও পাঠকগণ উৎগ্রীব হইয়া আশা-পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, উহা অতি বৃহৎ—৪২০ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইল। এই খণ্ডে ২য় অধ্যায় হইতে পরিশিষ্ট সহ ২২টি অধ্যায়ে কত অসংখ্য প্রকারের পাক-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন পাঠে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। এই প্রহোল্লিখিত ২৩টি উচ্চ শ্রেণীর জিনিষ যথা-নিয়মে পাক করিতে পারিলে পুস্তকের মূল্য উসুল হইয়া যাইবে। ২য় অধ্যায়—খনির প্রকরণ ৫ প্রকার, ৩য় অধ্যায় রুটি, বাকরখানি, শিরমাল ও কুলিচাঃ প্রকরণ ৮৮ প্রকার, ৪র্থ অধ্যায় পরাটা প্রকরণ ১২ প্রকার, ৫ম অধ্যায় ছমুছাঃ প্রকরণ ১৬ প্রকার, ৬ষ্ঠ অধ্যায় পুরি প্রকরণ ২৫ প্রকার, ৭ম অধ্যায় তরকারী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, অষ্টম অধ্যায় ছালন প্রকরণ, ৫০ প্রকার, ৯ম অধ্যায় ভাজা-ভাজি ও পাক প্রকরণ, ১৮ প্রকার, ১০ম অধ্যায় বড়ি-বড়া ফুলুরি প্রকরণ, ২২ প্রকার, একাদশ অধ্যায় এখ্নি প্রকরণ, ১১ প্রকার, ১২শ অধ্যায় দাল প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৩শ অধ্যায়, ক্ষীর, ফিরনী ও ফালুদা প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৪শ অধ্যায় গুলগুলাঃ প্রকরণ; ১০ প্রকার, ১৫শ অধ্যায় হালুয়া প্রকরণ ৭ প্রকার, ১৬শ অধ্যায় মরদাঃ ও মলিদাঃ প্রকরণ, ৬ প্রকার, ১৭শ অধ্যায় মিঠাই প্রকরণ, ৫৮ প্রকার, ১৮শ অধ্যায় মালাই, দৈ, মাখন, ঘৃত, মালাই প্রকরণ, ৯ প্রকার, ১৯শ অধ্যায় চাটনী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, ২০শ অধ্যায় রোব ও জেলি প্রকরণ, ৬ প্রকার, ২১শ অধ্যায় আচার প্রকরণ ৪৮ প্রকার, ২২শ অধ্যায় বিবিধ প্রকরণ ২৭ প্রকার, পরিশিষ্ট বা ২৩শ অধ্যায় মোরব্বা প্রকরণ, ১৫ প্রকার।

বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রশংসিত ও সাদরে গৃহীত, মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে সুন্দর বিলাতি বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ২৷৴০।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্লামীয় আর্ট প্রেস, ১৩৮ নং কড়েয়া রোড ও আল্-মুসলিম বুক ডিপো, ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারী মোহাঃ আবদুল জব্বার প্রণীত

বেহেশ্‌তের সোপান

ইহকালে সুখ-শান্তি এবং পরকালে বেহেশ্‌ত যাহাদের কাম্য এই পুস্তক খানা তাহাদের প্রত্যেকেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কোরান-হাদিছ অবলম্বনে লিখিত এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় আর নাই। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কারীউল-কোরান

ঘরে বসিয়া নজেহ ছহি কোরান পাঠ বা কেরাৎ শিখিয়া কারী হইতে চাহিলে এই পুস্তক খানা পড়ুন। বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরে লিখিত। ডিরেক্টর কর্ত্তৃক প্রাইজ লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত। মূল্য ৷৴০ আনা মাত্র।

ঠিকানা:—
কারী এম, এ, জব্বার,
নুর মঞ্জিল পোঃ ম্যমনগর, ঢাকা।

ইস্লামীয়া লোহার আড়ৎ

লোহার গুদাম ৭০ নং হরিমোহন বসু রোড, হাওড়া।

দর

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৩৭৩
Tele.—Iron Sarif Cal.

অন্যান্য লৌহ বিক্রেতা অপেক্ষা মফঃস্বলবাসীর সুবিধার জন্য ইমারতের যাবতীয় লৌহ সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। বিলাতী, জার্ম্মাণী ও টাটা হইতে—

লোহার কড়ি, বরগা, এঙ্গেল, ঢেউটিন, প্লেনটিন

পাটি, গারডে, বল্টু ও স্ক্রু আমদানী করিয়া থাকি ঢালাই পিলার, রেলিং ব্রাকেট আর্চ, রেন পাইপ, ফিটিংস ইত্যাদি প্রস্তুত করি। অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে তিন দিনের মধ্যে অতি যত্ন সহকারে জিনিষ সরবরাহ করি

শরীফ এণ্ড ফ্রেণ্ডস—৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

যাবতীয় ধাতু দৌর্ব্বল্য ও অম্ল-অজীর্ণে—

জীবনশক্তি

মূল্য ২৲ টাকা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ইহা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত করে এবং প্রাণে নূতন স্ফূর্ত্তি আনয়ন করতঃ দীর্ঘকাল রতিশক্তি রক্ষায় সহায়তা করে। নিয়মিত ৩ শিশি সেবন করিলে মানুষকে কন্দর্প সদৃশ রূপবান করে। বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠানো হয়।

প্রস্তুতকারক—ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মেসী, ১০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর
কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

বঙ্গানুবাদ শরেহ-বেকায়া ১'২ খণ্ড (একত্রে)	৩৲
ঐ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম খণ্ড (একত্রে)	৪৷০
বাহরুল ওলুম তরজমা সিদ্দিকুল মছায়েল	৩৲
নৌলুদে সিদ্দিকুল ওয়ায়েজিন ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড	১৸০
উর্দ্দু হইতে বঙ্গানুবাদ খোলাছাতল মছায়েল	১৲
বাংলা তরজমা আরবি-পাঞ্জসূরা ২০৪ পৃষ্ঠা	১৲
কেরায়েতোল্ কোরআন (জিয়াতকারি চিত্রসহ)	৷০
বিশুদ্ধ গোলেবকাওলী ৷০ বিশুদ্ধ হাতেম তাই	১৷০
মহামান্য মহাবীর হজরত আলির জীবনী ১ম ২য়	২৷০
পঞ্চাশ বাগান চারিয়ারী কাছাছুল আম্বিয়াপাক	২৷০
পঞ্চাশ বাগান আলেফ লায়লার কেচ্ছা পাকা	৫৷০
চৌধুরী কন্যা উপন্যাস	১৷০
মহাসমাধির কঠোর শাস্তি	১৷০
প্রণয়সিন্ধু বা আত্মাহুতীর	১৷০
এসলামী দায় ভাগ	৷৴০
রদ্দে তাজিয়া যন্ত্র।	

হাজি আফাজদ্দিন-আহমদ,
৩৩৭।২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বেগম বিলাশ মালিশ

ধ্বজভঙ্গ রোগে তীব্র যাতনায় যাহাদের ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, শিথিল সরু, ও বক্র বা আগা মোটা গোড়া চিকণ হইয়াছে। ইহা তাহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। মূল্য ১০ পাঁচ সিকা মাত্র। মাশুলাদি ৸৴০। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা:—
বেগম বন্ধু অফিস:—
চাটার্জ্জী ফার্ম্মেসী
১৮নং ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা।

স্বর্ণ ঘটিত

ধাতুপুষ্টি সালসা

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজেষ্টারীকৃত

এই সালসার এত আদর কেন? ইহা সকল সময় এবং সকল ঋতুতে সেবনীয়। অনেক বড় বড় ডাক্তারদের চেষ্টায় এই সালসা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে এক সঙ্গে দুই রকম ঔষধ মিশান হইয়াছে—রক্তপুষ্টি ও ধাতুপুষ্টি। যদি গর্ম্মি, পারা বা পূঁজ ধাতুর বিষ শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া রক্তকে জবাফুলের ন্যায় লাল করিবে। আর যাহাদের কোনরূপ বিষ শরীরের ভিতর নাই অথচ ধাতু দুর্ব্বল ও জলের ন্যায় তরল—কিছুদিন এই সালসা সেবন করিলে তাহা মাখনের মত গাঢ় করিবে। এবং ধাতু-দৌর্ব্বল্য, প্রমেহ, মেহ ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় ধাতু-রোগ আরোগ্য করিয়া মনে এক অভিনব আনন্দ আনিয়া দিবে। মূল্য প্রতি বোতল ২৸০ দুই টাকা বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জীবন-দায়িনী।

ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩৩।২, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—যদি আপনি ব্যবসায়ী—

হন তাহা হইলে আল-মুসলিমে বিজ্ঞাপন দিয়া একবার ভাগ্য পরীক্ষা করুন। পত্র লিখিলেই দর জানাইয়া থাকি:—

ম্যানেজার—আল্-মুস্‌লিম
৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কর্ম্মখালি

রাধানগর সিনিয়র মাদ্রাসার জন্য ৩ জন বি, এ, পাস গ্রাজুয়েট, ১ জন এছলামিক আই, এ, ১ জন হাই মাদ্রাসা পাস শিক্ষকের দরকার। বেতন যথাক্রমে ৫০, ৪৭, ৪৫, ৩৫, ২২, বয়স, বাসস্থান ও আই এ ও বি,এ,র সাবজেক্টএর সুপারিশ পত্রসহ সত্বরই দরখাস্ত করুন জায়গীর দেওয়া যাইবে। মোহাম্মদ হোসেন প্রফেসর, রংপুর কলেজ সেক্রেটারী, মাদ্রাসা, পোঃ রাধানগর রংপুর।

WANTED Candidates desiring to serve in Government, Railway and Canal Departments. Full particulars and Railway Fare Certificate on 2 annas stamp. Apply to:—Imperial Telegraph College, Nai Sarak, Delhi.

মানসিকতার বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু প্রপ্যাগাণ্ডা তথা ভারতের সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন স্বার্থ-বিজড়িত এবং সেই জন্য ক্ষণস্থায়ী। বয়কট বা বর্জ্জন-নীতি তাহারা সেই সময় প্রথম আবিষ্কার করেন। তারপর দ্বিতীয় দফা দেখা দেয় বিগত নন্‌-কো-অপারেশনের সময়। তখন অবশ্য কুটীর শিল্পের উদ্ধার হেতু সামান্য রকম যত্ন লওয়া হইয়াছিল এবং তাহাতে যে কিছু সুফল ফলিয়াছিল না তাহা নহে। কিন্তু যখন হিন্দু স্যাঙাদের মনোবাসনা ষোল আনা পূর্ণ হইল তখন তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন পূর্ব্বক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পদলেহনে প্রবৃত্ত হয়। তখন দেশের দরিদ্র অধিবাসী যে কতদূর ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। তাহারা দরিদ্রদের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য নূতন প্রজাস্বত্ব আইন ও সর্দ্দা আইনের প্রবর্ত্তন করিয়া যে কতদূর ক্ষতি করিয়াছে, তাহা দেশের প্রত্যেক প্রাণী বিশেষরূপ অবগত আছে। তাই আমরা পূর্ব্বাহ্নেই সাবধান করিতেছি যে, সেই গুণ্ড, কাপুরুষ, প্রতারক, স্বার্থপর হীনরুচি-সম্পন্ন হিন্দু পাণ্ডাদের কথায় ভুলিয়া যেন নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন না করেন। বিশেষতঃ আমরা মুসলমান সম্প্রদায়কে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পূর্ব্ব বিষয় বৈভব ও হিন্দু কর্ত্তৃক মুসলমান নিপীড়ন স্মরণ করিয়া শয়তানের ফেরেব হইতে নিজের স্বার্থ ইত্যাদি মহফুয রাখেন। তাঁহারা বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ সত্য ঢাকার ব্যাপার স্মরণ করিয়া যেন নিজেদের স্বত্ব বজায় রাখিতে সচেষ্ট হন। এ "বয়কট" মেয়াদ গোল টেবিল বৈঠক পর্য্যন্ত। তৎপর ইহার অস্তিত্ব আর ভারতে দৃষ্ট হইবে না। তাহার প্রমাণ—এখনই তাহারা গোল টেবিল বৈঠকে যাইবার জন্য নানা প্রকারে নাকি কান্না শুরু করিয়া দিয়াছে। তাই আবার বলি—মুস্‌লিম সাবধান!

আরবে দমন-নীতি।—ফলস্তিন বা প্যালেষ্টাইন অতি পবিত্র ভূমি; ইহা খোদাতালার অতি প্রিয়স্থান। সহস্র সহস্র পয়গম্বর (আলঃ) এর লীলা-নিকেতন ও তাঁহাদের পবিত্র সমাধি পরম্পরায় উহা সমাচ্ছন্ন। গ্রন্থধারী প্রধান প্রধান পয়গম্বরগণ এই পবিত্র ভূ-খণ্ডেই চির-নিদ্রায় অভিভূত আছেন। বনি ইস্রাইলের প্রায় সমুদয় নবী এই স্থানের পবিত্র মৃত্তিকায় মিশিয়া রহিয়াছেন। বয়তুল মোকদ্দসের পবিত্র উপাসনালয়, পবিত্র কাবা-গৃহের পরেই গৌরবান্বিত। ইহা য়িহুদী, খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান এই তিনটী কেতাবী জাতিরই মহা তীর্থ-স্থান। মুস্‌লিম-প্রভাবের সময়—দ্বিতীয় খলিফা হয্‌রত ওমর ফারুক (রাযিঃ) এর খিলাফৎ কালে ইহা মুসলমানদিগের দ্বারা বিজিত এবং ইস্‌লামী গণ-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সেই হইতে ইহা মুসলমানদিগেরই শাসনাধীনে আছে; মাঝে ক্রুসেডের সময় একাধিকবার খৃষ্টীয়ানদিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে এই পবিত্র ভূমি তুর্কীদিগের অধিকারচ্যুত হইয়া, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিভাবকতায় শাসিত হইতেছে। মুস্‌লিম আধিপত্যকালে য়িহুদী ও খৃষ্টীয়ানগণ এখানে স্বাধীনভাবে আপনাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে পারিতেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে য়িহুদিগণ খৃষ্টীয়ান রাজশক্তি সমূহ দ্বারা উৎপীড়িত ও নির্য্যাতিত হইয়া কোথাও একটুমাত্র আশ্রয় স্থান পাইতেছিল না; তখন উদার তুর্কী গবর্ণমেণ্ট ও মহামান্য ওস্‌মানীয় খলিফা ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন—নিজের বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ইংরেজ জাতি ইহাদের এমন দরদী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন যে, ফলস্তিনে য়িহুদীদিগের একটা উপনিবেশ স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলস্তিনের প্রধান অধিবাসী আরবগণের স্বার্থ হানী করিয়া নানা দেশের য়িহুদী দিগকে এখানে বসবাস করান হইতেছে। ইহা লইয়া আরব ও য়িহুদীদিগের মধ্যে অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে।

'বেলফুরের' ফেরেবী।—ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ য়িহুদীদিগের পক্ষ সমর্থন পূর্ব্বক আরবদিগের উপর কঠোর নিপীড়ন করিতে কসুর করেন নাই। ইংলণ্ডের কুট-রাজনীতিজ্ঞ পরলোকগত লর্ড বেলফুর য়িহুদীদিগের প্রতি বড়ই সহানুভূতি সম্পন্ন দরদী ছিলেন। তাঁহার অনর্থকরী ঘোষণাপত্র দ্বারা ফলস্তিনের আরবদিগের সর্ব্বনাশ সাধন হইয়াছিল। এই ফলস্তিনে ইতিমধ্যে য়িহুদী সংখ্যা কি পরিমাণে বাড়িয়াছে, ১৯২২ ও ১৯২৮ সালের আদম-শুমারীর দ্বারা প্রিয় পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। ১৮২২ সালের আদম শুমারী (থার্কে আর্দ্দন স্বতন্ত্র করিবার পর) ৭ লক্ষ ৫২ হাজার ছিল, তন্মধ্যে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫ শত ৮; য়িহুদী ৮৩ হাজার ৮ শত; খৃষ্টান ছিল ৭১ হাজার ৪ শত ৬২। অন্যান্য জাতি ৭৬১৭। ১৯২৮ সালের ১লা জুলাই তারিখে যে আদম-শুমারী গৃহীত হয়, ঐ সময় ফলস্তিনের লোক সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮ শত ৪৭; তন্মধ্যে মুসলমান ৬ লক্ষ ৬০ হাজার ৯ শত ৮০; য়িহুদী ছিল ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫০৪, খৃষ্টান ৭৮ হাজার ৪ শত ৬৩; অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক ৮ হাজার ৮ শত ৮০। য়িহুদিগণ বলিতেছে, এ সময় আমাদের লোক সংখ্যা ১ লক্ষ ৮০ হাজারের কম নাই; সুতরাং তাহাদের সংখ্যা এই কয় বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে: আর মুসলমান সংখ্যা বাড়িয়াছে ৭১৪৭২। ক্রোড়পতি য়িহুদী ধনিগণ অতি উচ্চ মূল্যে যমীন খরিদ করিয়া আরবদিগকে কোণ-ঠেসা করিতেছে। তাহাদের গগনস্পর্শী অত্যুচ্চ অট্টালিকা রাজি, আর গরীব আরবদিগের সাধারণ পর্ণশালা, মাটীর ঘর ও সাধারণ ইমারত। য়িহুদী ধনিগণের ধাক্কায় গরীব আরবগণ কতকাল তিষ্টিয়া থাকিতে পারিবে? অভিভাবক ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অতঃপর য়িহুদিদের আগমন-স্রোত বন্ধ করিতে প্রয়াস পাওয়াতে, ইংলণ্ড ও অন্যান্য দেশের য়িহুদিগণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়াছে।

আদর্শ মুস্‌লিম কোথায়?—ঘোর তমসাবৃত অমা-রজনীতে প্রচণ্ড বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিশাল তরঙ্গায়িত বারিধি-বক্ষে যেমন প্রকৃত শিক্ষিত কর্ণধার অভাবে সুবৃহৎ জল-যানও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অতল জলধিতলে নিমজ্জিত ও চির-সমাধিপ্রাপ্ত হয়, —আজ ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় তদ্রূপ বিষম বিপদ-সাগরে পতিত হইয়া প্রকৃত পরিচালকের অভাবে কাতর নয়নে পরম কৃপানিধান আল্লাহ তালার রহমতের বারি-বর্ষণ আশায় আগ্রহান্বিত হইয়া বসিয়া আছে। প্রতিবেশী হিন্দু নেতৃবৃন্দের পর পর নানা বিপদ আপদের সম্মুখে বক্ষ বিস্তার ও সঙ্গে সঙ্গে কারাবরণ দেখিলে মনে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ জাগিয়া উঠে। হায় মুস্‌লিম! তোমরাই নাকি বিশ্ব-বিজয়ী সেকেন্দার, অমিত বিক্রমশালী সালাহ-উদ্দিন, ত্যাগের মূর্ত্ত প্রতীক সিদ্দিক ও ওমর এবং প্রকৃত সত্যধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, মহামান্বিত বীরকেশরী রিপু-জয়ী মুস্‌লিম সম্রাট হয্‌রত মুহাম্মদ (দঃ) এর বংশধর? এক সময়ে যাঁহাদের প্রাণ কামানের শব্দ শ্রবণে আনন্দে নৃত্য করিত, অসির ঝন্‌ঝনানিতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রত্যেক শিরায় শিরায় 'খুন' টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিত, সমর-বাদ্য শ্রবণে প্রিয়ার কোমল পরশ কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইত, 'নকিবে'র ভেরীবাদন শ্রবণে স্ত্রী স্বামীকে, মাতা পুত্রকে, ভগ্নি ভ্রাতাকে, সমর সাজে সজ্জিত করিয়া সানন্দে রণাভিমুখে প্রেরণ করিত, এবং অশ্বের প্রতি পাদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহাদের মাতা, ভগ্নি, স্ত্রীর হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, আজ তাঁহারাই হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থপরতা দোষে কলুষিত হইয়া এই যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রণয়িনীর অঞ্চল-আড়ালে লুক্কায়িত। হা দুর্দ্দৈব! তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাদের চালক কি মোটেই নাই? আছে। আজ এই আলোক পুলকময় যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের মনে পড়িতেছে সেই বঙ্গের সুসন্তান মুস্‌লিমকুল-তিলক স্যর আবদুর রহিমের কথা।

আদর্শ নেতাই বটে।—যিনি একদিন ধর্ম্মের জন্য সমাজের জন্য ও স্বজাতির জন্য স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যাঁহার ইঙ্গিতমাত্র সমগ্র বাঙ্গালার কোটি কোটি মুস্‌লিম সন্তান ধর্ম্মের জন্য, দেশের জন্য, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আজ তিনি কোথায়? বর্ত্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতে এপর্য্যন্ত তাঁহার কোন প্রকার প্রাণের আকুল স্পন্দন অনুভব করিতে না পারিয়া আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার বিহার-উড়িষ্যা মুস্‌লিম সম্মেলনের সভাপতিরূপে অভিভাষণ প্রাপ্তে আমরা মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন:—"Some thoughtless men among us by constantly talking of safe-guards and protection and little else have created an impression that the Mussalmans of India have no policy of their own to put forward for the country and are but a lot of selfish, short-sighted opportunists. I want you to join with me in dispelling such false and unjust impressions." আমরা চিরদিন বৃটীশ অন্নে পুষ্ট আবদুর রহিমের নিকট যে এই প্রকার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইব, তাহা অপ্রত্যাশিত নয়। কেননা সমগ্র বাঙ্গালার প্রতিনিধিবর্গ যখন তাঁহাকে শীর্ষস্থানীয়রূপে 'শেরে-বাঙ্গলা' করিয়া প্রজা পার্টির একমাত্র কর্ণধার পদে বরণ করিয়া সারা বাঙ্গলার মুস্‌লিমের মান, ইয্‌যত তাঁহার করে অর্পণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি মুস্‌লিম সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কপট হিন্দুর প্রতারণা জালে জড়িত হইয়া মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের প্রয়াস পাইয়া যে কি প্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহা স্মরণেও ঘৃণায়, ক্ষোভে ম্রিয়মান হইতে হয়। তিনি তখন স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতার বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া স্বকীয় সমাজের প্রতি অভিমান করিয়া বিহারে 'হেজ্‌রত' করেন। কিন্তু বাঙ্গলার চির দরিদ্র মুষ্টিমেয় প্রকৃত মুস্‌লিম-সন্তান নানা নির্য্যাতন অম্লান বদনে সহ্য করিয়াও নিজের গৃহেই টিকিয়া আছেন। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী স্যর আব্দার রহিম দীন মুস্‌লিমের করুণ মূর্ত্তিখানি অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া পাটনায় অর্থাগমের সুবিধা করিয়া লইয়াছেন। কাজেই তাঁর মুখেই ঐ প্রকার বাণী শোভা পায়। আদর্শ নেতাই বটে!

প্রকৃত মানুষ হও।—ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত, ধন-লিপ্সু, বহুদর্শী রাজনীতিক স্যর রহিম বিহারে থাকিয়া যে পুনরায় চালবাজি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি। তাঁহার বাক্যচ্ছটায় হিন্দু-প্রীতি যে ভাবে চতুষ্পার্শ্বে বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হইবারই কথা। তিনি বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মুস্‌লিম কর্ম্মীবৃন্দের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন তাঁহারা স্বার্থপরতা দোষে কলুষিত এবং সেই জন্যই তিনি বিহার ও উড়িষ্যার মুস্‌লিমবৃন্দকে তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিতে আকুল আহ্বান জানাইয়াছেন। বাঙ্গলার কাঙ্গাল মুসলমান বোধ হয় আর তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিবেন না, তাই উড়ে মেড়া ইত্যাদির মস্তকে হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক তাঁহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা অবগত হইলাম যে, আগামী গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত সদস্যবর্গ মাসিক দেড় শত পাউণ্ড অর্থাৎ সোয়া হাজার টাকা ভাতা পাইবেন এবং বিলাতে অবস্থানকালে রাহা খরচ বাবদ দৈনিক ২৯ টাকা পাইবেন। এই রৌপ্য চাক্তির মোহে ও ভারতের জীর্ণ শীর্ণ দীন কৃষকের বুকের রক্তের বিনিময়ে বিলাত ভ্রমণটাও বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। আমাদের স্বনাম ধন্য শ্রীমানও কি সেই মোহে মোহাচ্ছন্ন হইয়া অকুল পাথারে খাবি খাইতেছেন? তাঁহার বদন নিঃসৃত বাণীতে কতকটা তাহাই প্রমাণিত হয়। কেননা যে সাইমন কমিশন ভারতীয় মুস্‌লিমের যাবতীয় দাবী উপেক্ষা করিয়া সম্পূর্ণভাবে বৃটিশের সর্ব্ব প্রকার সুখ সুবিধার দিকে শ্যেন দৃষ্টি রাখিয়া ও হিন্দুদের মনস্তুষ্টি বিধানে প্রয়াস পাইয়া রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন, তিনি প্রকারান্তরে তাহা সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতের মুসলমান চিরদিন গাফ্‌লাতের নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে না। তাঁহার ন্যায় সুচতুর কপট রাজনৈতিকের অভাবে তাহারা আর মুহ্যমান হইবে না। আজ হিন্দু সম্প্রদায় ঢাকায় যেভাবে মুস্‌লিম নির্য্যাতনের তাণ্ডব-লীলা আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে তাঁহার ন্যায় পক্ক বুদ্ধিসম্পন্ন বঙ্গ-মুস্‌লিম সন্তানের প্রাণে আঘাত লাগা অস্বাভাবিক নয়। তিনি বাঙ্গলাকে এক কালে কালের বিস্মৃতি-গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছেন। আমরা তাই পূর্ব্বাহ্নেই তাঁহাকে সতর্ক করিতেছি যে যদি তিনি খাঁটি গোঁড়া মুস্‌লিম সন্তানরূপে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতঃ দেশের ও মুস্‌লিম সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার দাবী দাওয়া কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দান পূর্ব্বক যাইতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে সাদরে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থলে নিহিত গভীর প্রীতি-আসনে বসাইব।

দু-মুখোই বটে!—সীমান্তের হিন্দুগণ কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য এবং খেলাফৎ কমিটির সাহায্যে উক্ত মুসলমান অর্থাৎ প্রধানতঃ পাঠানদিগকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া মহা-বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। তুরংজয়ির হাজী সাহেব, আফ্রিদি জাতি, মোহামন্দ জাতি, প্রভৃতি সীমান্তস্থিত পরাক্রান্ত পার্ব্বত্য জাতিগণের, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান চালবাজ হিন্দুদিগেরই ষড়যন্ত্র, যোগাড় যন্ত্র এবং প্রচারের ফল। মিঃ গান্ধির অস্বাভাবিক অহিংস ও আইন অমান্য-নীতি, প্রকটমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। আর এই বিপ্লবে মুসলমানগণই জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্‌ হইতেছে। পেশোয়ারে সৈন্যদিগের গুলী বর্ষণে মুসলমানগণই অধিকাংশ নিহত হইয়াছে; বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপেও দলে দলে মুসলমান মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। চালবাজ হিন্দুদিগের দুই দিকেই লাভ। ইংরেজ মরিলে বা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল হইলে যেমন হিন্দুদিগের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, মুসলমানের নিপাত সাধন হইলেও তাহাদের তেমনই আনন্দ ও উল্লাসের কারণ। একদিকে তাহারা সীমান্তবাসী মুসলমানদিগকে কপট ভাবে ভাই ভাই বলিয়া তাহাদের দ্বারা আপনাদের স্বার্থ সাধন করিয়া লইতেছে; পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টের নিকট এই আবেদন করিয়াছে যে, সীমান্ত প্রদেশের পাঠানগণ অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, অদম্য ও অত্যাচারী; তাহারা শান্তি-নাশক; সুতরাং তাহাদিগকে কোনও রাজ-নৈতিক সুবিধা এবং শাসন-সংস্কারের সুযোগ যেন দেওয়া না হয়। এমন দুমুখো জাতির উপর যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহারা নিতান্তই বিকৃত মস্তিষ্ক, বোকা, বর্ব্বর এবং স্বজাতিদ্রোহী। হিন্দুদিগের ন্যায় কপট ভণ্ড কাপুরুষদিগের নিকট মুসলমানগণ কি কখনও কোনরূপ সুফলের আশা করিতে পারে? ইহারা ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানের অস্তিত্ব মুছিয়া ফেলিবার জন্যই একান্ত সমুৎসুক। ইহারা মুসলমান দিগের পক্ষে ভীষণ কাল-সর্প অপেক্ষাও ভয়াবহ। সীমান্তের হিন্দুদিগের চালবাযী ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়াও কি হিন্দু প্রেমিক অপদার্থ মুসলমানদিগের চৈতন্য সম্পাদিত হইবে না?

গুণ্ডার ডিপো।—হিন্দুগণ আপনাদিগকে নিতান্ত নিরীহ ভাল মানুষটি প্রতিপন্ন করিয়া মুসলমানদিগকে গোঁড়ার গোবিন্দ গুণ্ডা শ্রেণীভুক্ত বলিয়া প্রচার করে; অথচ তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন নামে অভিহিত দুর্দ্ধর্ষ ও দুর্দ্দান্ত গুণ্ডার অভাব নাই। সংগঠনী গুণ্ডা, ভদ্র-মার্কা গুণ্ডা, স্বরাজী গুণ্ডা, খদ্দর-পোষ কংগ্রেসী গুণ্ডা, প্রচণ্ড স্বরাজী গুণ্ডা, মহাবীর দলস্থ গুণ্ডা, বাবু গুণ্ডা, ছাত্র গুণ্ডা, ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকারের গুণ্ডাই বিদ্যমান। তার উপর ভাড়াটিয়া গুণ্ডা, দারোয়ান গুণ্ডা, গাড়োয়ান গুণ্ডা প্রভৃতি নানাবিধ গুণ্ডা ত' আছেই। বিগত মহর্‌রমের সময় রাজশাহীতে মুসলমানদিগের যে বিরাট শোভাযাত্রা (মিছিল) বাহির হইয়াছিল, তাহা নিরুপদ্রব শোক-সূচক শোভাযাত্রা হইলেও হিন্দুগণ পাঁচ স্থান হইতে পাঁচটি বড় লোকের বাড়ী হইতে এই শোভাযাত্রার উপর ইষ্টক ও প্রস্তর বর্ষণ করিয়াছে। দুরাচার কাপুরুষদিগের এই ঘৃণিত কার্য্যে ২০।২৫ হাজার মুসলমানের বিরাট মিছিল একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই। ইহা তাহাদের নিজেদের এবং তাহাদিগের উপযুক্ত নেতা এবং পরিচালকদিগের যোগ্যতা ও চেষ্টা-সহিষ্ণুতার সবিশেষ পরিচায়ক। যদি এই বিরাট জনসঙ্ঘ হিন্দুদিগের শয়তানী কার্য্যে উত্তেজিত হইয়া প্রস্তর ও ইষ্টক নিক্ষেপকারীদিগকে ধৃত করিবার জন্য যে সকল বাড়ী হইতে উহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ঐ সকল বাড়ীতে ধাওয়া করিত, বা প্রবেশ করিয়া সেই কাপুরুষদিগকে ধৃত করিতে প্রয়াস পাইত, তবে কি অনর্থপাতই না হইত! ইহাদের ইষ্টক বর্ষণের ফলে একজন মুসলমান গুরুতররূপে আহত হইয়া হাঁসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। একটা গুণ্ডা সঙ্গে সঙ্গেই নাকি ধরা পড়িয়াছে, এইত ব্যাপার। ঢাকায় মুসলমানদিগের শবানুগমনকারী মিছিলও হিন্দু-গুণ্ডাগণ এইরূপ ইষ্টক বর্ষণ করিয়া ভীষণ দাবানলের সৃষ্টি করিয়াছিল; অথচ তাহাদের পক্ষীয় মিথ্যাবাদী সংবাদ পত্রগুলি হিন্দুদিগকে নিরীহ নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিতান্ত বেহায়া বেল্লিকের ন্যায় ওকালতী করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না। ইহারা স্বরাজ লাভ করিলে যে মুসলমানের কি দুর্গতি হইবে, বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়।

সাইমনি মাকাল

——০:*:০——

সুদূর সাগর-পার হইতে স্যর জন সাইমন ও আরও ছয় জন শ্বেতাঙ্গ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ ও আলোচনা করিতে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুদীর্ঘ তদন্তের ফল দুইখানি রিপোর্টে বিশদভাবে বিবৃত করিয়া জন সমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। কমিশন গঠনের প্রারম্ভে ভারতের নেতৃবৃন্দ তথা সমগ্র ভারতবাসী যে অশঙ্কায় আপত্তি উত্থাপন করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, কমিশনে ভারতবাসীকে স্থান দান করা হউক, আজ সে আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। সাইমন রিপোর্টে এদেশের কোন সম্প্রদায়ের লোকই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। কমিশন ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা, দেশীয় রাজ্য এবং হিন্দু-মুসলিম প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়া রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ সীমান্তবাসী উপজাতি-বৃন্দ আবহমান কাল পর্য্যন্ত সীমান্তে উপদ্রব সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহাতে ভারতের শাসন সম্বন্ধে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তেমন মনে হয় না। তাহারা বর্ত্তমানে যে প্রকার শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, গরিমায় উন্নত হইয়াছে তাহাতে বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি তাহাদের পক্ষে অপমানজনক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? পক্ষান্তরে সীমান্ত প্রদেশ যে ভাবে জনৈক চিফ-কমিশনার কর্ত্তৃক শাসন কার্য্য পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে কমিশন প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অন্যায়। কেননা যদিও একটী শাসন-পরিষদ গঠন করা হইবে, তথাপি চিফ কমিশনারকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ক্ষমতা পরিচালনের জন্য ক্ষমতা দেওয়ার সোপারিশ করা হইয়াছে। তার পর, কমিশন যে ভাবে কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা নিন্দনীয় ত বটেই, অধিকন্তু ভারতীয় মুসলমানদের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা সমূলে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কেননা কমিশন সোপারিশ করিয়াছেন যে প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যগণ নির্ব্বাচন করতঃ কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। এই প্রকার গঠিত পরিষদকে কমিশন 'ফেডারেল এসেম্ব্লি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রকার নির্ব্বাচনের কারণ নির্ণয়ে বলিয়াছেন যে 'দিল্লী বহুৎ দূর' অতঃপর জন সাধারণ ঠিকভাবে নির্ব্বাচন করিতে পারিবে না। তাঁহাদের এই কথার যে কোনই মূল্য নাই, তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন। যদিও কমিশন বর্ত্তমান পরিষদের কার্য্য প্রণালী ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা পূর্ব্ব-প্রচলিত বিধান সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। ইহাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের যে কি স্বার্থহানি ঘটিয়াছে, পরে বিবৃত করিতেছি। বিগত মর্লি-মিণ্টো সংস্কার দ্বারা ভারতে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তাহাতে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অভাব অভিযোগ কাউন্সিল ও এসেম্ব্লিতে পেশ করতঃ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে ক্ষমতাবান ছিলেন। কিন্তু কমিশন পরোক্ষ ভাবে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন উঠাইয়া দিবার জন্য সোপারিশ করিয়াছেন। এ ব্যবস্থা কেবল পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার জন্যই করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, যদি পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার মুসলমান সম্প্রদায়, হিন্দু, শিখ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সহিত আপোস্ নিষ্পত্তির দ্বারা মিশ্র-নির্ব্বাচনে বাধ্য হন তাহা হইলে অন্যান্য কয়েকটী প্রদেশে অর্থাৎ বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি প্রদেশের নির্ব্বাচন পূর্ব্ববৎ থাকিবে। ইহাতে কমিশন যে এক-দেশদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেননা অন্যান্য প্রদেশগুলিতে হিন্দু সংখ্যাধিক্য থাকাতে তথায় সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন অক্ষুণ্ণ থাকিবে; কিন্তু পাঞ্জাব ও বাঙ্গলায় মুসলমান সংখ্যা শতকরা ৫৭ জন থাকায়, ও তাহারা সংখ্যানুপাতিক সদস্য নির্ব্বাচনে দাবী করায় তাহাদের প্রতি উল্টা ব্যবস্থার অবতারণা করা হইয়াছে। এই স্থানে কমিশন গান্ধি প্রপ্যাগাণ্ডায় ভীত হইয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের মনস্তুষ্টি বিধানের জন্যই যে এই প্রকার একটা অন্যায় অত্যাচার তথা অবিচার মূলক পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। কমিশন রিপোর্টের প্রথম খণ্ডে ভারতীয় মুসলিম জাতির বিষয় উল্লেখ করতঃ প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই সেই দিন মাত্র তাঁহারা স্বীয় রাজত্ব বৃটিশের হস্তে উঠাইয়া দিয়াছে, অতএব তাহাদিগকে উপেক্ষা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তার পর মুহূর্ত্তেই মুসলিমের সর্ব্ব প্রকার দাবী উপেক্ষা করিয়া স্বৈরাচারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যদি মিশ্র-নির্ব্বাচন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে কি প্রাদেশিক কাউন্সিল কি ফেডারেল এসেম্ব্লি সকল স্থানেই মুসলমানের নাম গন্ধ মাত্র থাকিবে না? তখন প্রতিহিংসা পরায়ণ তথাকথিত স্বাধীনতা-কামী হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদিগকে জাঁতায় পিষিয়া বধ করিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। তারপর যদি ফেডারেল এসেম্ব্লি গঠিত হয়, তাহা হইলে ভারতের দীন হীন কাঙ্গাল প্রজা মণ্ডলীর প্রতিনিধি কোন ক্রমেই তথায় যাইতে পারিবে না। কেননা তখন যে যত বড় দল গঠন করিতে ও পরিপুষ্ট করিতে পারিবে—এককথায় চাঁদি জুতিকার যত অধিক সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে—এসিমব্লি তাহার তত ক্রীত হইয়া থাকিবে। তাই আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে বাধ্য যে, স্যর জন সাইমন এদেশে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত শুভাগমন করিয়াছিলেন না—বরং চির অশান্তিময় দাবাগ্নির লেলিহান জিহ্বার উপর ইন্ধন যোগাইতে আসিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতে বৃটিশ ক্ষমতা চির অক্ষুণ্ণ ও সুদৃঢ় করিবার জন্য ভারতে কমিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু ভারতে যে ৩০ লক্ষ প্রবাসী ইংরেজ আছে, তাহাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা ও ভারতে বৃটিশ বাণিজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী একচেটিয়া আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখাই যে বৃটিশ সরকারের ঐকান্তিক বাসনা ও তৎপ্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়াই রিপোর্ট রচিত হইয়াছে, তাহা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহাদের রিপোর্ট দৃষ্টে বিশেষ রূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ভারত-শাসন সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে ও বৃটিশ সৈন্য ভারতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা না করিলে ভারত অদূর ভবিষ্যতে বিষম অরাজকতার লীলা নিকেতন হইয়া পড়িবে ও বহিরাক্রমণের প্রশস্ত পথ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহাদের চিন্তা করা কর্ত্তব্য ছিল যে, যে কোন মুহূর্ত্তে ভারত সর্ব্বপ্রকার বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জনে সর্ব্বদ সক্ষম। শুধু একবার নয় বহুবার তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারত এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। যে ভাবে বড়লাটের হস্ত হইতে সামরিক বিভাগ খাস বৃটিশ সরকারের অধীনে লওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা দেশের পক্ষে বিশেষতঃ বড়লাটের পক্ষে বিশেষ অপমান-জনক সন্দেহ নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে বৃটিশ সরকার তাঁহার প্রতিনিধি বড়লাটের উপরও সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। তারপর, যে ভাবে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যগণের কার্য্য-কলাপ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাও সর্ব্বথা নিন্দনীয়, কেননা প্রজা সাধারণের প্রতিনিধিরূপে সদস্যগণের পরিষদে কোনই ক্ষমতা নাই। লাটকে এরকম ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে যে তিনি প্রদত্ত ক্ষমতা বলে পরিষদের যে কোন মন্তব্য অনায়াসে উপেক্ষা করতঃ স্বীয় ক্ষমতা জারি করিতে পারিবেন। অতএব এক্ষেত্রে আমরা বলিতে চাই যে, অনাবশ্যক একটা পরিষদ গঠন করতঃ নিছক খরচ বৃদ্ধি করিয়া ভারতকে অধিকতর ঋণ-জালে জর্জ্জরিত না করাই ভাল। যেখানে কেবলমাত্র লাটের দ্বারা সর্ব্ব প্রকার কর্ম্ম পরিচালনা হইতে পারে, সেখানে পরিষদ গঠন করা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে বরং ভারতে বৃটিশ শক্তি আরও সুদৃঢ় থাকিবে। কমিশন দ্বৈত-শাসন ধ্বংস করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মন্ত্রি সভার প্রতি সমস্ত হস্তান্তর বিষয় গুলির ভার অর্পণ করিতে সোপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের এ প্রস্তাবও ব্যর্থ হইয়াছে। কেননা পক্ষান্তরে ব্যবস্থা-পরিষদের মন্ত্রিগণের ক্ষমতা এত দূর হ্রাস করিয়া লাটের ক্ষমতা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে যে, তাহাতে স্বাধীন ভাবে সুচারুরূপে মন্ত্রি-সভার কার্য্য পরিচালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতে ভারত-সরকার, বৃটিশ-সরকার এবং জন-সাধারণের নিকট দায়ী আছেন, কিন্তু কমিশন সোপারিশ করিয়াছেন যে ভবিষ্যতে জন-সাধারণের নিকট আর দায়ী থাকিতে হইবে না। ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায় না যে, বৃটিশ জাতি ভারতের রাজনীতি-বিষয়ক ক্রমোন্নতি সাধন পূর্ব্বক ভারতীয়দিগকে দায়িত্ব-মূলক শাসন সংরক্ষণে উপযুক্ত শক্তি অর্জ্জন করিতে দিতে ইচ্ছুক নন। তার পর ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রি-মণ্ডল গঠন করিতে লাটকে সরাসরি ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কোন কারণে যাহাতে মন্ত্রি-মণ্ডল ভঙ্গ হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে। কোনও মন্ত্রি-মণ্ডলীর প্রতি ব্যবস্থাপক সভার অনাস্থা হইলে তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভার হস্ত হইতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, পক্ষান্তরে মন্ত্রি-মণ্ডলি ব্যবস্থাপক সভা হইতে কতেকটা পৃথক হওয়ায় কোনও মন্ত্রি তাঁহার অধীনস্থ কোনও বিভাগ সম্বন্ধে কোনও কার্য্য করিলে লাট তাহা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন। দেশে কিম্বা ব্যবস্থাপক সভায় যাহার অধিক সংখ্যক সমর্থক আছে, তাঁহাকেই মন্ত্রি-মণ্ডল গঠনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন দল হইতে লোক নির্ব্বাচন করা কম বিঘ্ন-জনক পন্থা। যদি নির্ব্বিবাদে শান্তিতে সুশৃঙ্খলরূপে শাসন-নিয়ন্ত্রণ করিবার বাসনা কমিশনারগণের হৃদয়ে জাগরিত থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রস্তাব করা কর্ত্তব্য ছিল যে, যে স্থানে মুসলমান সংখ্যায় অল্প সেখানে অন্ততঃ একজন মুসলমান মন্ত্রি গ্রহণ করা হইবে। ব্যবস্থাপক সভার নিকট সরকার দায়ি না হইলে, বিস্তৃত নির্ব্বাচনাধিকার বর্দ্ধিত ব্যবস্থাপক সভার কোন মূল্য থাকিবে না। কমিশনারগণের একটু বিশেষরূপ চিন্তা করা কর্ত্তব্য ছিল যে, শাসন-প্রণালী যত সরল হয় উহা কার্য্যে পরিণত করাও ততই সহজ। কিন্তু তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের পতনের ভয়ে—তথা গান্ধি প্রপ্যাগাণ্ডার ভয়ে—এত অভিভূত এবং দায়িত্ব-মূলক শাসন-পরিচালন সম্বন্ধে ভারতীয় ক্ষমতার অবিশ্বাস দ্বারা এত অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা লাটের হস্তে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন। ভারতীয় মুসলমানদের দাবী সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, কিন্তু এস্থলে আরও কিছু উল্লেখ না করিয়া আমরা পারিতেছি না, কেননা কমিশনার কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট সমর্থিত হইয়াছে বটে, পক্ষান্তরে নেহেরু রিপোর্টের উপরে অত্যন্ত অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে। যদি আগামী গোল টেবিল বৈঠকে নেহেরু রিপোর্ট সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করা হয়, তাহা হইলে পাঞ্জাব ও বঙ্গীয় মুসলমানদের সকল আশা ভরসা যে, অতল জলধিতে সমাধি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই আমরা উপসংহারে বলিতেছি যে, কমিশনারগণ যেরূপ একদেশ-দর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে গোল টেবিল বৈঠকে বিশেষ কিছু যে সুবিধা হইবে না, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এখন আমরা বড় লাটকে জানাইতেছি যে, তিনি প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাগণের রিপোর্ট গ্রহণ পূর্ব্বক যে সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য প্রেরণ করিবেন, তাহাতে যেন মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবীগুলি সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হয়। এ বিষয়ে আমরা পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার গবর্ণরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এখন আমরা আমাদের সমাজের নেতৃ মণ্ডলীকে—তথা দেশবাসীকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা অনতিবিলম্বে এ বিষয়ের প্রতিকারের জন্য প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে তুমুল আন্দোলনের দ্বারা যাহাতে আগামী গোল টেবিল বৈঠকে আমাদের পূর্ণ দাবী সংরক্ষিত হয় তাহার জন্য সচেষ্ট হন। সমাজের সমস্ত মনিষীবৃন্দ যদিও সাইমন রিপোর্টের নিন্দাবাদ করিয়াছেন তথাপি আমাদের আশঙ্কা আছে যে, তাঁহারা গোল টেবিল বৈঠকে যাইয়া বিলাতী হাওয়ায় ও বিলাতী খানায় মশ্‌গুল হইয়া নিজ নিজ সত্বাকে রাঙ্গা পায়ে বিক্রয় করিয়া না আসেন।

ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি

বহু বাড়ী পতন

করাচির ২৮শে জুনের খবরে প্রকাশ, গতকল্য করাচিতে ২ দফা ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—একবার বেলা ৪টার সময় আর একবার ১০টার সময় প্রায় ২ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে শহরের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। বিজলী প্রবাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শহরের কোন কোন অংশ ও গোরা-নিবাস সারারাত্রি অন্ধকারে কাটিয়াছে। অদ্য সকালে দেখা যায় যে, রাস্তার স্থানে স্থানে ভগ্ন সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, শহরের নিম্ন অংশগুলি জলে ভাসিয়া গিয়াছে।

"নারী-নিগ্রহ"

(মওঃ মোঃ আহবাব চৌধুরী বি-এ)

আজ কাল বাঙ্গলা দেশে নারী নিগ্রহ ও নারী হরণ লইয়া একটা ভীষণ তোলপাড় শুরু হইয়াছে। ইহার ঢেউ বাঙ্গালার সীমানা অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ আলোড়িত করিতেছে। এই সাম্প্রদায়িক হট্টগোলের যুগে প্রকৃত দোষ গুণ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। তাই আমি সম্প্রদায় বিশেষের উপর দোষারোপ না করিয়া বাঙ্গালার পাঠক সমাজকে আদালতের পদে বরণ করিলাম। আমি একটির পর একটী করিয়া আপনাদের সম্মুখে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতেছি। আপনারা আগাগোড়া ধীর, স্থির ভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিবেন প্রকৃত দোষী কে? ন্যায় ও সত্যের দিক দিয়া, সুবিচারের দিক দিয়া আপনারা মীমাংসা করিবেন, বাঙ্গলার নারী নিগ্রহ ও নারী হরণের জন্য প্রকৃত দোষী কে—হিন্দু না মুসলমান? অন্ধকার রজনীতে যেমন কয়েকটি তারকা নিজের আলোর দ্বারা পথভ্রষ্ট পথিকের রাস্তা দেখাইয়া দেয়, ঠিক সেই ভাবে যে সময় বাঙ্গালার হিন্দু সমাজ ও সংবাদপত্র সমবেত ভাবে তথাকথিত নারী হরণ আন্দোলন চালনা করিয়া বাঙ্গলার মুসলিমকে ইহার জন্য দোষী ও দায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সময় মুসলিম-বিদ্বেষ পূর্ণ হিন্দু সমাজের মধ্যেও এমন দুই চারিজন সত্যিকার পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায়, যাঁহারা ন্যায়ের খাতিরে নিজের সমাজের বিরুদ্ধে সত্য ঘোষণা করিয়া এক উজ্জ্বল আদর্শ রক্ষা করিলেন। এমন কি যে সকল হিন্দু সংবাদ-পত্র ও নেতারা তথাকথিত নারী হরণ আন্দোলন চালাইয়া দেশে একটা নূতন উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারাও বিবেকের তাড়নায় বাধ্য হইয়া সত্য কথাটি ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে সকল হিন্দু-নেতা জগৎ-শেঠী নীতির অনুসরণ করিয়া নারী হরণের ধোয়া ধরিয়া ভারতের স্বাধীনতার গতিকে ফিরাইয়া দিলেন, আমরা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিকে কোন মতেই প্রশংসা করিতে পারি না। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে নওয়াব সিরাজ উদ্দৌলা যখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে জগৎ শেঠ প্রমুখ এক শ্রেণীর হিন্দু নেতা গোপনভাবে মন্ত্রণা করিয়া এই নারী-হরণ ও নারী-নিগ্রহের বাহানা দেখাইয়া লর্ড ক্লাইভের সহিত যোগদান করিয়া বিদেশীর হাতে বাঙ্গালার স্বাধীনতা চিরতরে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। মুসলিমের উপর বিজাতীয় আক্রোশ মিটাইতে গিয়া কাপুরুষের ন্যায় তাঁহারা যে লৌহ শৃঙ্খল পরিয়াছিলেন, এখনও সেই প্রেমের নাগপাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিতেছেন না। আজ বহু বৎসর পরে যাঁহারা জগৎশেঠ ও রাজবল্লভের পুনরভিনয় করিয়া দেশের স্বাধীনতার গতি ফিরাইয়া দিলেন, তাঁহাদের নাম যে ভারতের ভবিষ্যত ইতিহাসে চির কলঙ্কিত হইয়া থাকিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

গত অসহযোগ আন্দোলনের শেষ যুগে বাঙ্গলা দেশে এই নারী-হরণ আন্দোলন জন্ম গ্রহণ করে। এতদিন ধরিয়া হিন্দু সাংবাদিকেরা, ভারতীয় মুস্‌লিমেরা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগদান করেন না বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু গত অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের যুগে মুসলিমেরা কংগ্রেস ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিয়া ফেলিলেন। কংগ্রেসের পলিসিকে তাঁহারা dictate করিতে লাগিলেন। ভারতীয় মুস্‌লিমের এই অগ্রসর নীতি দেখিয়া হিন্দু নেতারা একেবারে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, ভারতের ভূতপূর্ব্ব বাদশাহের জাত শেষে কি জানি আবার দিল্লীতে মুসলিম রাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, এই ভয়ে হিন্দু নেতারা একেবারে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, ডাঃ মুঞ্জে, মিঃ কেলকার প্রমুখ হিন্দু নেতাগণ কংগ্রেসকে মুসলিম পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতির দোষ দিয়া কংগ্রেস হইতে পৃথক হইয়া "হিন্দু মহাসভা" নামে এক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ভারতীয় স্বাধীনতার গতিরোধ করিতেও কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেন না। হিন্দু জাতির স্বার্থরক্ষা করাই তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং কি ভাবে ভারতীয় রাষ্ট্র হইতে মুস্‌লিমকে বিতাড়িত করা যায়, ইহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে মিঃ গান্ধি, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু প্রমুখ কয়েকজন

হিন্দু নেতা নিরপেক্ষতা ও জাতীয়তা রক্ষার চেষ্টা করিলেও পরে তাঁহারা সকলেই চুপ হইয়া গেলেন। এখন ভারতবর্ষ মুসলিম ও হিন্দু এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া "হিন্দু-মুসলিম একতা" নামক প্রহসন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় হিন্দু সমাজ অনেক জাতি ও উপ-জাতিতে বিভক্ত হইয়া একেবারে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। জাতিভেদ (Caste system) ও অস্পৃশ্যতা হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। তাঁহারা ভারতে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া দেখিলেন, সাম্যবাদী ও সঙ্ঘবদ্ধ মুসলিম জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করা চাই। তাই জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্র, সনাতনী ও নব্য-পন্থী প্রভৃতির মধ্যে জাতি বিচারের তর্ক ও রেষারেষি আরও বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া চালাক হিন্দু নেতারা এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে সৈন্য ও জন-সাধারণকে উত্তেজিত করিয়া রাখার জন্য মধ্যে মধ্যে লোমহর্ষক মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা হইত। এক শ্রেণীর হিন্দু নেতা ভারতীয় মুসলিমের বিরুদ্ধে হিন্দু জন-সাধারণকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখার জন্য সংবাদ-পত্রের মারফতে সময় সময় এক একটা উত্তেজনা পূর্ণ প্রোপাগেণ্ডা চালাইয়া রাজনৈতিক বাজারকে সরগরম করিয়া রাখেন। বিদেশী গভর্ণমেন্টের চাপে পড়িয়া এবং ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ ও বন্যা প্রভৃতিতে ভুগিতে ভুগিতে মুসলিম ও হিন্দু জন-সাধারণের স্বভাবতঃ ঝগড়া-বিবাদ করিয়া একটা নূতন উৎপাত সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি নাই। বিশেষতঃ বহু শতাব্দীব্যাপী একত্র বাস করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিবেশী-সুলভ সম্প্রীতির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। Dr Taylor তাঁহার Topography of Dacca নামক পুস্তকের নবম অধ্যায়ের ২৫৭ পৃষ্ঠায় মুসলিম-হিন্দু সম্প্রীতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন:—(Published in the early part of Nineteenth century and in 1839 A. C.)—"Religious quarrels between Hindus and Mohammedans are of rare occurrence. These two classes live in perfect peace and concord and a majority of individuals belonging to them have ever overcome their prejudices, so far as to smoke from the same Huka" তা ছাড়া মুসলিম বাদশাহগণের উদার ব্যবহার ও ন্যায়-পরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া ভারতীয় হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম্ম ও কালচারের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিন্দু প্রজারা এমন কি বিদ্রোহী প্রজা শিবাজী পর্য্যন্ত আকবর বাদশাহকে জগৎগুরু আখ্যা দিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতি সুলতান গিয়াসুদ্দিনকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন—

"প্রভু গিয়াসউদ্দিন সুলতান।"

বিজয়গুপ্ত পদ্মপুরাণে বলেন—

"সনাতন হুসেন শাহ নৃপতি তিলক।"

কবীন্দ্র মহাভারতে বলেন—

"নৃপতি হুসেন শাহ হয় মহামতি।"

যশোরাজ খান বলেন—"শ্রীযুত হুসেন, জগত ভূষণ, সে হি তাইর স্বজন।"

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে মুসলিম প্রীতির ভাব কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা উপরোক্ত কবিতা পাঠ করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। হিন্দু জনসাধারণ মুসলিমকেই ভারতের সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী মনে করিতেন। তাই গত সিপাহী বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭ খৃঃ অঃ) হিন্দু সৈন্যেরাও "বাহাদুর শাহ কী জয়" ঘোষণা করিয়া শেষ মোগল সম্রাটকে দিল্লীর তখ্‌তে বসাইয়াছিলেন। হিমু, বীরবল, টোডরমল, মোহনলাল প্রভৃতি অনেক হাজার হিন্দু সেনাপতিরা তাঁহাদের মুসলিম বাদশাহগণের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়া জগতের ইতিহাসে প্রভু-ভক্তির যে উজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু হায়! আজ তাঁহাদের বংশধরেরা বিদেশী ঐতিহাসিকের কথায় ভুলিয়া বিশ্ব-বিজয়ী ও ন্যায়-বীর মুসলিমকে "গুণ্ডার জাত" বলিয়া উহার প্রতিদান করিতেছেন। ইহা হইতে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

মুসলিম-হিন্দু সমস্যার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার মূলে বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের ভেদনীতি (Policy of Divide and Rule) কাজ করিতেছে। পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত করিয়াও তখন তাহারা হিন্দু সম্প্রদায়কে বশ করিয়া এদেশে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮৪৩ খৃঃ অঃ ভারতের বড়লাট Lord Ellinborough ডিউক অভ্ ওয়েলিংটনের নিকট একখানা পত্রে লিখিয়াছেন—I cannot close my eyes to the belief that race (the Muslim) is fundamentally hostile to us and therefore our true policy is to conciliate the Hindus." এই একটী মাত্র কথায়ই ভারতীয় শাসন-নীতির আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে এবং এখনও সেই ভেদনীতি পূর্ণ মাত্রায় কাজ করিতেছে। সিপাহী বিদ্রোহের দুই বৎসর পরে বোম্বায়ের গভর্ণর Lord Elphinstone ১৮৫৯ খৃঃ অঃ ১৪ই মে তারিখের এক বিবরণী পত্রে লিখিয়াছেন:—"Divide Et Impera was the old Roman Motto and it should be ours." এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খৃষ্টান মিশনারী ও লর্ড এলফিন্‌ষ্টোন, টড প্রমুখ এক শ্রেণীর তথাকথিত ঐতিহাসিক ও পাঠ্য-পুস্তক লেখক সাহিত্যের ভিতর দিয়া ভারতের সর্ব্বত্র মুসলিম বিদ্বেষ প্রচার করিতে লাগিলেন। টডের রাজস্থানের সমালোচনা করিয়া 'প্রবাসী' সম্পাদক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'প্রবাসীর' সম্পাদকীয় মন্তব্যে নিরপেক্ষ ভাবে লিখিয়াছিলেন "—হিন্দু মুসলমানের বৈরভাব জন্মাইবার ও জাগাইয়া রাখিবার একটি প্রধান কারণ এই গ্রন্থখানি। আমরা যেমন এই গ্রন্থ পড়িয়া এবং এই গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বহু কাব্য উপন্যাস, নাটকে হিন্দু মুসলমানের অতীত ঝগড়া জাগাইয়া রাখি, ইংরেজেরা তেমন করিয়া কোন গ্রন্থের সাহায্যে এংলো স্যাক্সন ও নর্ম্মানের ইংরেজের ও স্কচের এবং রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টান্টের ঝগড়া জাগাইয়া রাখেন না।" এই ভেদনীতিই অবশেষে জয়লাভ করিল। এহেন টডের (Col. Tod) রাজস্থান অবলম্বন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম গ্রেজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম বিদ্বেষপূর্ণ উপন্যাস লিখিয়া সোনার বাঙ্গলায় সর্ব্ব প্রথম মুসলিম বিদ্বেষের দুন্দুভি বাজাইলেন। ইহার অনুকরণে আনন্দ বাজার, The Amrita Bazar প্রবাসী, Modern Review প্রভৃতি যোগদান করিয়া ভারতের রাষ্ট্রীয় আবহাওয়াকে একেবারে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। হিন্দু মহাসভার নেতারাও ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া সাম্প্রদায়িক আন্দোলনটীকে একেবারে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। তাই Responsible Government নামক পুস্তকের ৫৫ পৃষ্ঠায় সৈয়দ তোফায়েল আহ্‌মদ সাহেব বাস্তবিকই বলেন:—

'As a matter of fact the party having this policy ultimately succeeded and gradually the communal dissentions reached their culminating point.

—ক্রমশঃ

চট্টগ্রাম বিপ্লবের জের

অনন্ত সিংহের আত্ম-সমর্পণ

চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলার অন্যতম পলাতক আসামী অনন্ত কুমার সিংহ, যাহার জন্য সরকার ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, সে ২৮শে জুন শনিবার অপরাহ্নে কলিকাতা লর্ড সিন্‌হা রোডের গোয়েন্দা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলা ২রা জুলাই পর্য্যন্ত মুলতুবী ছিল। শুনানীর দিন অভিযোগ-পত্র পেশ করা হইয়াছে বলিয়া অনুমান। স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালে ও জেলের মধ্যে মামলার বিচার হয়। ট্রাইবুনালের সদস্য কে কে হইবেন তাহা এখনও ঘোষণা করা হয় নাই। যে সকল আসামী জামিনে খালাস পাইয়াছে, তাহারা মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হয়। তিনি এইরূপ আদেশ দিয়াছেন যে, মামলা মুলতুবী থাকিবার সময় প্রত্যেক দিন কেবীর আসামীগিকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে না; তাহাদিগকে ডাকিলে তাহারা উপস্থিত হইবে। বর্ত্তমানে জেলে যে সকল বিচারাধীন আসামী আছে, তাহাদের সংখ্যা ৩০। তন্মধ্যে আসামী অনন্ত সিংহের পিতা উকিল মিঃ গোপালচন্দ্র সিংহই বয়সে প্রবীণ। যে সকল আসামীর নামে হুলিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহাদের প্রথম তালিকায় যাহার নাম ছিল, এমন একটী বালককে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সম্পর্কিত সংশোধিত তালিকায় তাহার নাম নাই। উক্ত আসামীদের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। এখনও রাত্রিতে চট্টগ্রামের প্রধান প্রধান রাজপথে সাজোয়া গাড়ী পাহারা দিয়া থাকে। রাত্রি ১০টার পর ও ভোর ৫টার পূর্ব্বে বাড়ীর বাহির হওয়া সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা এখনও বর্ত্তমান আছে। গত ৬ই মে কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারায় যে আদেশ জারী করা হয়, তাহা এখনও বলবৎ আছে।

সত্যের জয়

(গল্প)

[—সিদ্দিকী]

রবিবার। অপরাহ্নকাল। অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের ক্ষীণ আলোক তখনো মিটি মিটি জ্বলিয়া দিবাকরের বিদায় সম্ভাষণ জানাইতেছে। সহসা কে যেন সেই ম্রিয়মান আলোকটুকু অনন্ত-নীলিমার গর্ভে বিলুপ্ত করিয়া প্রকৃতির রক্ত-রাগ-রঞ্জিত গাত্রে একখানি অন্ধকার যবনিকা টানিয়া দিল। এই সময় অদূরে মুসলমান পল্লীস্থিত মস্‌জিদ-প্রাঙ্গন হইতে মুয়াযযিন কণ্ঠের সুধা নিস্যন্দিনী স্বর-লহরীর অমিয় ঝলক মারুত হিল্লোলে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধর্ম্মপ্রাণ মুসল্লীবৃন্দকে আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত করিবার জন্য স্বর্গীয় আহ্বান ঘোষণ করিয়া গেল। মগরিবের নামায সমাধান্তে মনোহর পুরের প্রসিদ্ধ দানবীর যমীদার মওলবী শামসুদ্দিন সাহেব স্বীয় কর্ম্মচারী সহ বৈঠকখানার একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া যমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যে লিপ্ত আছেন, তখন একটু রাত্রি হইয়াছে, পৌর্ণমাসী চন্দ্রের সুধা-ধবলিত কিরণে সমগ্র ধরাতল উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে। মলয় সমীরণ নানা প্রকার প্রস্ফুটিত পুষ্পের প্রাণ মাতানো সৌরভ সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া জীব শরীরে কি এক অননুভূতপূর্ব্ব স্নেহের হস্ত বুলাইয়া যাইতেছে। নিকটস্থ আম্র কুঞ্জে লুক্কায়িত একটী বিরহ শোক-সন্তপ্ত পাপিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া বিরহীর ব্যাকুল প্রাণে কি এক আকুল উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিতেছে। এমন সময় হঠাৎ একটী দোহারা যুবক তথায় উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "এই কি যমিদার শামসুদ্দিন সাহেবের বাড়ী?"

"হাঁ মহাশয়" বলিয়া যমীদার সাহেব আগন্তককে বসিতে বলিয়া তাহার আগমনোদ্দেশ্য ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

আগন্তুক কহিল, "মহাশয়, আপনার সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও আপনার পুত্র আনোয়ার মিঞার সহিত আমার বিশেষ সৌহৃদ্য আছে, তিনি যে হোষ্টেলে থাকিয়া কলিকাতায় পড়েন তাহারই একটী পার্শ্বে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে আমি সপরিবারে বাস করিয়া "ভিন্‌স্যান" কোম্পানীর ঔষধের "ক্যান্‌ভাস্" করিয়া থাকি। এই গ্রামে কয়েকটী জিনিষের অর্ডার ছিল তাই আসিয়াছিলাম, শুনিলাম আপনার পুত্র বাড়ী আছেন। তাই দেখা করিতে আসিয়াছি, এখন তিনি বাড়ী ত?

"আছে" বলিয়া যমিদার সাহেব অতি কোমল ও স্নেহ মাখা স্বরে ডাকিলেন "আনোয়ার! বাবা আনোয়ার! দেখত এদিকে কে আসিয়াছেন"? বলিতে বলিতে একটী স্বর্ণ-প্রতিম নধর বালক সর্ব্বাঙ্গে কি এক অপার্থিব মাধুরী লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। এবং কহিল "এই যে বিনয় বাবু? কখন এলেন? ভাল ত?"

উভয়ের কুশল আদান প্রদানের পর বিনয় বাবু কহিল, আপনি কবে কলিকাতায় ফিরিবেন?

আনোয়ার। কল্য ভোরের ট্রেনে যাইব, কাল আমাদের মাদ্রাসা খুলিবে।

বিনয়। আমিও তাই যাইব, এক সঙ্গে যাওয়া যাইবে।

যমিদার সাহেব ও তৎপুত্র আনোয়ারের আগ্রহাতিশয্যে বিনয় বাবুকে সেই রাত্রিতে সেই খানেই থাকিতে হইল।

প্রভাত হইল। আনোয়ার প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া কলিকাতায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। যথা সময় পিতা-মাতার কদমবুসি ও দোওয়া গ্রহণ করিয়া আনোয়ার বিনয় বাবু সহ কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল। স্নেহময়ী মাতা পুত্রকে বিদায় দিয়া বিরলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পাঠক! আনোয়ার ও বিনয় বাবু কলিকাতায় যাইতে থাকুন, আসুন এই অবসরে আমরা যমিদার শামসুদ্দিন সাহেবের কিছু পরিচয় গ্রহণ করি।

(১)

মনোহর পুর একটী গণ্ড গ্রাম। এই স্থানে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বাস। বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানে হিন্দুর প্রভাব খুবই কম। যমিদার শামসুদ্দিন সাহেব অত্র গ্রামের মেরুদণ্ড স্বরূপ, তাঁহার মত স্বদেশ-ভক্ত, স্বজাতি হিতৈষী ও দানশীল ব্যক্তি খুবই কম দৃষ্ট হয়। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গ্রামে একটী আদর্শ জুনিয়ার মাদ্রাসা, একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটী পাকা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সমাজের নানাবিধ সদানুষ্ঠানে তাঁহার প্রত্যক্ষ সাহায্য ও সহানুভূতি পরিদৃষ্ট হয়। যমিদার সাহেবের এক মাত্র পুত্র আনোয়ারুল ইসলাম স্থানীয় জুনিয়ার মাদ্রাসা হইতে পাস করিয়া কলিকাতা মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করে। তাহার ন্যায় সুশীল ও চরিত্রবান ছাত্র অতি বিরল। প্রত্যেক বৎসরেই সে ক্লাশের প্রথম পুরস্কার "গুড কণ্ডাক্টে"র দরুণ পুরস্কার ইত্যাদি বহু Prize লাভ করিয়া থাকে। তজ্জন্য মাদ্রাসার শিক্ষক বৃন্দ এমন কি ইউরোপীয়ান বৃদ্ধ প্রিন্সিপাল তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিয়া থাকেন।

আনোয়ার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। পিতার অগাধ সম্পত্তি ও বিপুল বৈভবের একমাত্র অধিকারী। কলিকাতায় পড়িবার জন্য প্রতি মাসে যমিদার সাহেব একশত করিয়া টাকা পাঠাইয়া থাকেন। শহরে ছেলের কোন প্রকার অসুবিধা ও কষ্ট না হয় তজ্জন্য তিনি সঙ্গে একটী চাকরও দিয়াছেন। কি করিয়া বিনয় বাবুর সহিত আনোয়ারের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে—একটি অনন্যস্থ চরিত্রবান মুসলমান যমিদার পুত্রের সহিত হিন্দু যুবকের বন্ধুত্ব কি ভাবে হইল তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

যথা সময়ে বাষ্পীয় শকট ভীম বেগে ছুটিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপনীত হইল। বন্ধুদ্বয় গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বাসাভিমুখে চলিলেন। কলিকাতার রাজ পথ। গাড়ী ও জনস্রোতের মধ্য দিয়া বন্ধুদ্বয় চলিয়াছেন। কিয়দ্দুর যাইয়া বিনয় অতি কোমল কণ্ঠে বলিল, ভাই! আনোয়ার! তোমার বালক সুলভ সরলতায় মুগ্ধ হইয়া বাস্তবিকই আমি তোমাকে আন্তরিক ভালবাসি। এবং আমি তোমাকে আপন জন মনে করিয়া আমার বাড়ীর মধ্যে—যথেচ্ছা ভ্রমণের অধিকার তোমাকে দিয়াছি। মনে করি তোমার দ্বারা কস্মিনকালেও আমার কোন ক্ষতি হইবে না। বিশেষ তুমি যে লোকের ছেলে...তুমি সে দিন আমার কাছে ব্যাগটী চাহিলে, আমি তখনই উহা বাহির করিয়া দিলাম, উহার মধ্যে কি ছিল না ছিল দেখিবার অবসর আমার হয় নাই, আর দেখিবই বা কেন? তুমিত আর হারানো পলানো নহে?

আনোয়ার। হেঁয়ালী পরিত্যাগ করিয়া আসল কথা বলুন না?

বিনয়। বলি শুন। তুমি ব্যাগটী লইয়া বাড়ী আসিলে আমার মনে পড়িল উহার মধ্যে কোম্পানীর আদায় ৫০০ শত টাকার ৫০ কেতা নোট রহিয়াছে। তোমার দ্বারা আমার কোন অনিষ্ট হইবে না তা' আমি বিশেষ ভাবে জানি। টাকাগুলি নিশ্চয়ই তুমি পাইয়াছ। তা' যদি তুমি খরচ করিয়া থাক, যখন হাতে আসে দিও। আর এ কথা তোমাদের বাড়ী যাইয়া বলি নাই, এই জন্য যে হয়তো তোমার পিতা মনে করিবেন, বেটা ছোট লোকের ছেলে। হ'সই না ভুলিয়া টাকাগুলি আনিয়াছে তা' আবার লইবার জন্য পাছে পাছে ছুটিয়াছে।

আনোয়ার। না, বিনয় বাবু আপনার ভুল হইতেছে ব্যাগের মধ্যে ত' আমি কিছুই পাই নাই বিশেষতঃ উহা দিবার সময় আপনার সাবভ্যান্ট উহা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া দেখিয়াছিল, বোধ হয় আপনার ভুল হইতেছে। আমার টাকার কি অভাব আছে যে আপনার ৫০০ টাকা গাফ করিব?

বিনয়। টাকা দেখিলে কত সাধু পুরুষের মন টলিয়া যায়। আর ত' তুমি? সত্যি করিয়া বলছি যদি সহজে তুমি টাকাগুলি বাহির করে না দেও তবে আমি তোমাকে পুলিসে ধরাইয়া দিব।

আনোয়ার। তা' দিন ধরায়ে, পুলিস ফুলিস আমি ভয় করি না। গুণাহ করিলে ভোগ আছে, গুণাহ করেনি তার ভয় কি?

তবে "মজা দেখাচ্ছি চাঁদ" বলিয়া বিনয় নিকটস্থ একজন পুলিসকে ডাকিয়া কহিল "এই আমার ব্যাগ চোর ধরা পড়িয়াছে, এই বালক আমার ব্যাগ চুরি করিয়াছিল," বলা বাহুল্য তখনো আনোয়ারের হাতে ব্যাগটী ছিল। বালক আনোয়ার পুলিসের নির্ম্মম হস্তে পড়িয়া থানায় নীত হইল।

প্রিয় পাঠক, নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় আমরা এতক্ষণ বিনয়ের বিশেষ কোন পরিচয় গ্রহণ করিতে পারি নাই, বালক আনোয়ারকে কিছুক্ষণ থানায় রাখিয়া আসুন আমরা বিনয় বাবুর কিছু পরিচয় গ্রহণ করি।

(আগামী বারে সমাপ্ত)

গৃহিণী-সহায়

('সম্মিলনী' হইতে উদ্ধৃত)

ডুইসের পানিতে এক কাচ্চা লবণ মিশাইয়া সেই পানি দিয়া পা ধুইলে পায়ের চলিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

* * *

যতক্ষণ সম্ভব, চুল খুলিয়া অর্থাৎ বেণী এলাইয়া দিলে চুল বৃদ্ধি পায়, চুল বান্ধা থাকিলে চুলের গোড়ায় হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং চুল উঠিয়া যায়। এলো চুল অতি শীঘ্র দীর্ঘ হইয়া উঠে ও গোছে বাড়ে।

* * *

পুস্তকের কালির দাগ উঠাইতে হইলে একটু অক্‌জালিক এসিড গরম পানিতে গুলিয়া উহা কোমল তুলি দ্বারা যেখানে কালি লাগিয়াছে সেই স্থানে লাগাইয়া দিলে কালির দাগ উঠিয়া যায়।

* * *

লেবুর রস সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকারক। কিন্তু লেবুকে যথেষ্ট পানির সহিত ব্যবহার করা উচিৎ, নচেৎ গাত্র চর্ম্মে ঘন লেবুর রস বা খালি লেবুর রস দিলে চর্ম্ম হরিদ্রাভ হইয়া যায়।

* * *

রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে ইষদুষ্ণ পানিতে সাবান বা বেসন দিয়া মুখ ধুইয়া শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া তাহাতে সামান্য "কোল্ড ক্রীম" দিয়া মুখ মুছিয়া শয়ন করিলে মুখশ্রী বৃদ্ধি হয়।

* * *

প্রচুর পানি পান করিলে দেহের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ পাতলা ছিপ ছিপে শরীর বিশিষ্টা কৃশাঙ্গীদের ঐ জন্য ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমাদের শরীর ধারণের জন্য কম পক্ষে ১৮ ছটাক পানির আবশ্যক। অনেক মহিলা অতি অল্প পানিই পান করেন, ফলে তাহাদের রং ময়লা এবং শরীর কৃশ হয়। ক্রমে ক্রমে পানীয় জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিলে রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া যথাযোগ্য ঘর্ম্ম এবং মল মূত্রাদি দ্বারা শরীরস্থ আবর্জ্জনা রাশি বহির্গত হইয়া শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। অন্ততঃ সারাদিন ১॥ সের পানি পান করা উচিত।

* * *

শিশুদের ঔষধ সেবন করাইবার সময় চামচের সরু মুখটি জীবের উপর না চাপিয়া টাকরার উপর লাগাইয়া ধরিলে শিশু ঔষধ ফেলিয়া দিতে অথবা ঔষধ কণ্ঠনালী পথে গমনে বাধা জন্মাইতে পারে না।

* * *

দাগী ফলকে যদি চুণের পানির দ্বারা ভিজাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে ইহার দোষ নষ্ট হইয়া টাট্‌কা থাকে।

* * *

মাথায় অলিভ অয়েল মালিশ করিলে মরা মাস ও খুস্কী হয় না।

* * *

ডিম যদি কেবল এক মিনিটকাল ফুটন্ত পানিতে ডুবাইয়া তুলিয়া রাখা যায় তাহা হইলে উহা মাসাধিককাল ভাল থাকে।

* * *

নূতন কাচের গ্লাস যদি ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ১২ ঘণ্টা কাল শীতল পানিতে ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে ব্যবহার করিবার সময় অতি সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না।

* * *

মাথার চুল পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিবার পর কয়েক ফোটা অলিভ অয়েল ঘসিয়া দিলে আঠা হয় না অথচ চুল দেখিতে উজ্জ্বল হয়।

বাঙ্গালার মৃত্যুর তালিকা

সংক্রামক ব্যাধির হ্রাস

কলিকাতার ২৮শে জুনের খবরে প্রকাশ, সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের বিবরণীতে গত ২১শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত জিলাগুলিতে কলেরা-রোগে মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—আসানসোল খনি উপনিবেশ ৪ হইতে ৯, বাঁকুড়া ৭ হইতে ১৫, হাওড়া ১৫ হইতে ১৭ দিনাজপুর ১৮ হইতে ২৪, জলপাইগুড়ী ৯, মালদহ ৮, চট্টগ্রামে ২০। নিম্নলিখিত জিলাগুলিতে কলেরারোগে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে;—বর্দ্ধমান ৯৯ হইতে ১৫ ২৪ পরগণা ২৪ হইতে ৯, নদীয়া ৩৮ হইতে ৬। বসন্তরোগে কলিকাতায় ২৯, বর্দ্ধমানে ১৪, ২৪ পরগণায় ৯, ময়মনসিংহে ৮, হাওড়ায় ৭, নদীয়ায় ৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অভিমত

(মওলবী আবদুল হামিদ বি-এ)

শিশুদের মোস্তফা।—কবি শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস্ আলী সাহেব প্রণীত। প্রকাশক— মোহাম্মদ ফায়েল্ এণ্ড সন্স; প্রাপ্তিস্থান—ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, ১৩৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাগজ ছাপা ও বাঁধা সমস্তই উত্তম। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী সাইজ—১২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র। অন্যান্য বইয়ের তুলনায় মূল্য যথা সম্ভব সুলভ হয়েছে বলতে হ'বে।

গ্রন্থকার কারও অপরিচিত নন। বাংলার সাহিত্য পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই তাঁর লেখা কিছু না কিছু পড়ে থাকবেন। জাতীয় কল্যাণে অনুপ্রাণিত হয়ে— মুসলিম সমাজকে খাঁটী ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলবার আগ্রহ নিয়েই যে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে নেমেছেন তা তাঁর লেখা সামান্য একটু পড়লে সহজেই বুঝতে পারা যায়। (চারদিককার প্রবল অনৈস্‌লামিকতার প্রভাবের মধ্যে পড়ে যে সময় বহু মুসলমান সাহিত্যিক ডুবে যেতে বসেছেন—আত্ম-সম্মান হারিয়ে ফেলছেন —নিজের স্বত্বাকে বিস্মৃত হচ্ছেন, ঠিক সেই সময় সাহিত্যকে ইসলামী রূপ-রস-গন্ধে ভরপুর করে তুলতে যাওয়া কি সামান্য বুকের বল? তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য বাংলার মুসলিম সমাজ তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারে না।)

আলোচ্য পুস্তক শিশুদের মোস্তফাতে তাঁর সে প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ রূপেই ফুটে উঠেছে। আমাদের শেষ নবী হয্‌রত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর চেয়ে বড় আদর্শ দুনিয়ায় আর একটীও আসে নি। (আসবেই বা কোথা থেকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করলে ত!) সুতরাং তাঁর প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কাজ, জীবনের প্রত্যেক ঘটনা মানুষ মাত্রেরই আদর্শ। আমরা যখন চার দিকের শক্ত বিপদ-জালে জড়িয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ি, তখন সেই মহা মানবের অনুরূপ অবস্থায় নিজেদের অবস্থিত দেখে প্রাণে এক অজ্ঞাত সাহস অনুভব করি—আশার এক মোহিন রাগিণী শুনতে পাই। যখন প্রবল শত্রুর হাতে পড়ে সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলি— জীবন-যুদ্ধে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে যাই, সেই সঙ্কট সময়ে কর্ত্তব্য স্থির করবার জন্য—প্রাণের লুপ্ত শান্তি ফিরে পাবার আশায় আমরা মহা নবীর দরবারে দৌড়ে যাই। আবার যখন বিপদ সমুদ্রের আবর্ত্তে পড়ে সহজ পন্থায় বা বিনা ক্লেশে উদ্ধার লাভের বাসনায় বিবেক ও ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেবার জন্যে প্রলুব্ধ হই তখন সেই মহা পুরুষের নিষেধ বাণী শুনেই আমরা বাহান্নামের পথ থেকে ফিরে আসি। পুত্ররূপে, পিতা রূপে, স্বামী রূপে, শ্বশুর রূপে কেমন করে ঘর সংসার করতে হবে, তা হয্‌রতই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব কার সঙ্গে আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা দরকার—কত খানি দায়িত্ব-কর্ত্তব্য সে সবই আমরা হয্‌রতের কাছ থেকে শিখে নিয়েছি। মোট কথা, আমাদের জীবনের প্রত্যেক অবস্থায়— প্রত্যেক স্তরে হয্‌রতই আমাদের পরিচালক। আর হজরতের নির্দ্দেশিত পথটাই হচ্ছে আলোকে ভরা মুক্তির আর অন্যগুলি ঘোর তমসাচ্ছন্ন অশান্তির।

সেই মহা পুরুষের ঘটনা-বহুল জীবনীর পবিত্র আদর্শ লেখক আমাদের ছেলে-মেয়েদের সুকোমল হৃদয়ে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা পেয়েছেন, তাঁর এ উদ্যম যে ব্যর্থ হবে না তা আমরা জোর গলায়ও বলতে পারি। সুকোমল মতি শিশু-হৃদয়ে এই আদর্শের চিত্র একবার অঙ্কিত হয়ে গেলে দূর ভবিষ্যতে কোনদিন তার রেখা মুছে যাবে না। এই মনস্তত্ত্ব অবলম্বন করে লেখক সাহেব তাঁর শিশুদের মোস্তফা আমাদের ছেলে মেয়েদের উপহার দিয়েছেন। দেশের এই দুর্দ্দশার দিনে তাঁর এই দানকে কোন দিক দিয়ে সামান্য মনে করা যায় না।

লেখক সাহেব তাঁর বক্তব্য বিষয়গুলি বোঝাতে যে কায়দার অবতরণা করেছেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের একটা নূতন দ্বার মুক্ত হয়েছে বলতে হবে। এমন মুন্সীয়ানা কোথাও দেখেছি বলে আমাদের মনে হয় না। ভাষা শিশুদেরই উপযুক্ত হয়েছে। তাঁর বর্ণনা পড়ে মনে হয় যেন তিনি একদল শিশুকে ডেকে এনে ঠিক সামনে বসিয়েছেন। (আর যেন নিজে আরব দেশে গিয়ে নিজের চোখে হয্‌রতকে তওল্লাদ হতে দেখেছেন, আবার হয্‌রতকে, কোন প্রিয় সাহাবার মতই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর জীবনের প্রত্যেক কার্য্য-কলাপ স্বচক্ষে দেখে এসে তাঁর সেই ছোট্ট বন্ধুদের সামনে সে গুলি বয়ান করছেন।) বইখানা যেন একটা নির্দ্দোষ ফটোচিত্র পরিস্কার ঝরঝরে।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি বইখানা শিশুদের উপাদেয় পাঠ্য হয়েছে। যে ছেলেমেয়ে একবার এখানা পড়বে হয্‌রতের পবিত্র আদর্শ তাদের মনে সারা জীবন প্রস্তর খোদিতের ন্যায় অঙ্কিত হয়ে থাকবে আবিলতা, অনৈস্‌লামিকতা তাদের আর কোন দিন স্পর্শ করতে পারবে না—তারা প্রকৃত মানুষ হবে আমাদের জাতীয় কলঙ্ক মোচন করবে। আমরা লেখক সাহেবের "শিশুদের সিদ্দিক" খানা দেখবার প্রতীক্ষায় রইলুম।

মুল্‌কী

কলিকাতায় ভূমিকম্প

গভীর রাত্রে ভীষণ আতঙ্ক

গত বুধবার রাত্রি ৩টা বাজিবার ৩ মিনিট পূর্ব্বে কলিকাতায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পনের বেগ ৩ মিনিটকাল স্থায়ী হয় এবং ক্রমে মন্দীভূত হইয়া প্রায় ৪ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। ভূমিকম্প আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে প্রকৃতি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে। এরূপ বেগবান আন্দোলায়িত কম্পন বহুকাল কলিকাতায় অনুভব করা যায় নাই।

ওয়ার্কিং কমিটীর স্বরূপ

বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা

সিমলার ৩০শে জুনের খবরে প্রকাশ, এলাহাবাদে ভারতীয় স্বাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও সম্পাদক ডাঃ সৈয়দ মহ্‌মূদের গ্রেপ্তার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা স্থির করেন। ভারত সরকার নিম্নলিখিত ইশ্‌তাহার জারি করিয়াছেন, যুক্তপ্রদেশ সরকার ভারত সরকারের সহিত বিশেষ ভাবে পরামর্শ করিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধক আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর ওয়ার্কিং কমিটীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা মাসাধিককাল যাবৎ ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক অনুসৃত পন্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত আইন অমান্য আন্দোলনের সাধারণ উদ্দেশ্য কর্ত্তৃপক্ষকে সাধারণ ভাবে, অগ্রাহ্য করিবার ভাব সৃষ্টি এবং সর্ব্বশেষে শাসন-যন্ত্র অচল করিয়া সরকারকে রাজনৈতিক দাবী গ্রহণে বাধ্য করা। আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় লবণ আইন অমান্য বিষয়ে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল। উহা সরকারের রাজস্বের বিশেষ ক্ষতিজনক নহে বলিয়া উহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে। কিন্তু ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা উহাদের উদ্যোক্তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় অর্থাৎ অরাজকতা ও আইন কানুন অগ্রাহ্যের ভাব সৃষ্টি হয় মিঃ গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর ওয়ার্কিং কমিটী ক্রমশঃ সমগ্র আন্দোলন পরিচালনের প্রধান হইতে প্রধানতর অংশ গ্রহণ করেন। মে মাসের প্রায় মধ্য ভাগে ওয়ার্কিং কমিটী আইন অমান্য আন্দোলনে শক্তি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করেন। কমিটী কোন কোনও প্রদেশে কোন কোনও কর না দিয়া ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিয়া ঐ সমস্ত প্রদেশকে ঐ আন্দোলন চালাইবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করেন। তদ্ব্যতীত উক্ত কমিটী স্পষ্টতঃ ভীতি-প্রদর্শনমূলক পদ্ধতিতে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ সমস্ত প্রস্তাবে আইন অমান্য আন্দোলন বিশেষ প্রবল হয়। জুন মাসের প্রথমভাগে ওয়ার্কিং কমিটী সরকারের প্রতি আরও অধিকতর তাচ্ছিল্য এবং আইন অমান্যকারীদিগের পক্ষে উৎসাহজনক আর এক দফা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জন সাধারণকে ভীতি-প্রদর্শন, বে-আইনী প্ররোচনা নিবারক অর্ডিনান্সদ্বয় অমান্য, দ্বিগুণ তেজে মদ, বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটীং এবং ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরও প্রবল ও ব্যাপক করিতে অনুরোধ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক বিষয় এই যে, ওয়ার্কিং কমিটী পুলিস ও সৈন্যদলকে আইন অমান্য আন্দোলন নিবারণে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন না করিতে অনুরোধ করিয়া এক আবেদন প্রকাশিত করেন। তাঁহারা কেবল ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, পরন্তু তাঁহারা উহা সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঠাইবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহাদিগকে উহা অনূদিত করিয়া পুলিস ও সৈন্যদলের ভিতর বিতরণের অনুরোধ করেন। কমিটীর উপদেশ অনুযায়ী বিতরণ, উক্ত প্রস্তাবের সমস্ত অনুলিপি সম্প্রতি আইন দ্বারা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। উল্লিখিতরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ২।১৮ রয়াল গাড়োয়াল রাইফেল দলের বিদ্রোহী সৈন্যদের প্রকাশ্যে সুখ্যাতি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির কার্য্যে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা শাসনযন্ত্র ধ্বংস দ্বারা বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ভারতের শান্ত ও আইনমান্যকারী অধিবাসীদের প্রতি সরকারের যে দায়িত্ব আছে, তদনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির ঐ সমস্ত কার্য্যে আর উপেক্ষা প্রদর্শন করা অসম্ভব। কমিটীর পরিচালিত আন্দোলন ক্রমশঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ হিংসার দিকে পরিচালিত হইতেছে, ইতিপূর্ব্বেই ইহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গলার মেদিনীপুর জিলায় যে গুরুতর হাঙ্গামায় পুলিস দল আক্রান্ত এবং অনেক সাব ইন্‌স্পেক্টর নৃশংসভাবে নিহত হয়, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ উহার আয়োজন করিয়াছিল। বহু স্থান ব্যাপিয়া জনরব প্রচারিত হইয়াছিল যে, বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনুমান হয় যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক উত্তর পশ্চিম সীমান্তের অপর পার্শ্ববর্ত্তী জাতিসমূহকে বৃটিশ ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে ক্রমাগত প্রচার কার্য্য চালান হইয়াছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী রাজনৈতিক বিষয়ের প্রতিবাদে সাধারণ পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সুস্পষ্ট, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, কমিটি শাসন-যন্ত্র ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। এমতাবস্থায় সরকারের পক্ষে উক্ত কমিটী বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা ব্যতীত অপর কোনও পন্থা নাই।

ষ্টেশন মাষ্টারের বিশ্বাস ঘাতকতা

ছয় মাস শ্রীঘর বাস

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এ, এল, বর্ম্মা নামক হাওড়ার জনৈক টিকেট মাষ্টার হাওড়া হইতে পুরী, রাঁচি ও অন্যান্য কতিপয় স্থানের জন্য কতকগুলি টিকেট সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল টিকেটের মূল্য প্রায় ৫০০ শত টাকা। হাওড়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, সি, সেনের বিচারে আসামীর প্রতি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

সেক্রেটারীর তহবিল তসরুফাত

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা

জামালপুরের ২৯শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুর মহকুমার সাবডিবিশনাল অফিসার উক্ত স্থানের লোন অফিসের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী নন্দকিশোর সেনের বিরুদ্ধে তহবিল তসরুফের অপরাধে দণ্ডবিধির ৪০৮ এবং ৪৭৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করিয়াছিলেন। আসামী গতকল্য আদালতে হাযির হওয়াতে তাহাকে যামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ প্রকাশ, উক্ত লোন অফিসের ডিরেক্টাররা যত টাকার তহবিল ভাঙ্গা হইয়াছে, তাহার ভিতর হইতে ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ঢাকার অবস্থা

অগ্নি এখনো নিভে নাই

ঢাকার ২৪শে জুনের খবরে প্রকাশ, গতপূর্ব্ব রবিবার দিন তিনজন হিন্দু ছোরার দ্বারা আহত হয়। তাহাদের একজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। মুসলমানগণ লোকটিকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ দাবী করে, কিন্তু অল্পকাল পরেই জানা যায়, সে ব্যক্তি হিন্দু। গতকল্য একজন মুসলমানও ছুরিকাঘাতে শহিদ হইয়াছে। পূর্ব্ব দিন বাজারের যমীদার ও ব্যাঙ্কার চারুদাস বাবুর বাটীতে খানাতালাশ হইয়াছে। পুলিস তাঁহার পুত্রকে অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আগের দিন চারু বাবু বে-সরকারী তদন্ত কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিয়াছেন। গতকল্য মুসলমানগণ গৌরমল করের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেটদের আদেশ দিয়াছেন যে, পুলিসকে না জানাইয়া তাঁহারা যেন কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা-ঘটিত মামলার বিচার না করেন। আদালত এবং পথ এখনও জনশূন্য দোকানগুলি এখনও বন্ধ রহিয়াছে। সরকারী তদন্ত কমিটীর সভ্য, বিচারপতি, আসামী এবং মিঃ সাক্সী অদ্য অপরাহ্নে কায়েতটুলী পরিদর্শন করেন। অদ্য রাধিকা মোহন সাহা, রাধাগোবিন্দ শীল, নবাবগঞ্জের নারায়ণ চন্দ্র সাহা, ডাক্তার চন্দ্রকুমার নন্দী, সুধীরকুমার রায় এবং বিপিন বিহারী দাশগুপ্ত আসামী কমিটীতে সাক্ষ্য দান করেন। বে-সরকারী কমিটী অদ্য ঢাকা ত্যাগ করিতেছেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন। ঢাকার ২৮শে জুনের খবরে প্রকাশ, ঢাকা শান্তি কমিটী লোকের মন হইতে আতঙ্ক দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও শহরবাসীরা সন্তুষ্ট হইতে পরিতেছে না। শহরের রাস্তাগুলি এখন জনশূন্য হইয়া রহিয়াছে। শহরের কোন কোন স্থানে অদ্য সকালে কয়েকটী দোকান খুলিয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যাহ্নকালেই সেগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শহরবাসীরা নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতে সাহস পাইতেছেন না। জুন মাসের মধ্যভাগে স্কুলগুলি খুলিত কিন্তু হাঙ্গামার জন্য গ্রীষ্মাবকাশ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও অন্যান্য কলেজ গুলি জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে খুলিবে বলিয়া এখনও স্থির আছে। নূতন বর্ষে কলেজ সমূহে ভর্ত্তি ছাত্র একরূপ নাই বলিলেই চলে। হাঙ্গামার সময় যাঁহারা ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও ফিরেন নাই। গত ২৩শে জুন তারিখে জিলা বোর্ডের সাধারণ সভা বসিয়াছিল কিন্তু সদস্য-সংখ্যা অত্যল্প হওয়ায় সভার কার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছে। ঢাকায় পল্লীবাসীরা সাহস করিয়া শহরে আসিতে পরিতেছেন না। আদালতে উকিল মোখ্‌তার উপস্থিত হইতেছেন বটে, কিন্তু কোন মক্কেল নাই।

গৃহিণী-সহায়

('সম্মিলনী' হইতে উদ্ধৃত)

ডুইসের পানিতে এক কাচ্চা লবণ মিশাইয়া সেই পানি দিয়া পা ধুইলে পায়ের চলিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

* * *

যতক্ষণ সম্ভব, চুল খুলিয়া অর্থাৎ বেণী এলাইয়া দিলে চুল বৃদ্ধি পায়, চুল বান্ধা থাকিলে চুলের গোড়ায় হাওয়া প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং চুল উঠিয়া যায়। এলো চুল অতি শীঘ্র দীর্ঘ হইয়া উঠে ও গোছে বাড়ে।

* * *

পুস্তকের কালির দাগ উঠাইতে হইলে একটু অকৃজালিক এসিড গরম পানিতে গুলিয়া উহা কোমল তুলি দ্বারা যেখানে কালি লাগিয়াছে সেই স্থানে লাগাইয়া দিলে কালির দাগ উঠিয়া যায়।

* * *

লেবুর রস সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকারক। কিন্তু লেবুকে যথেষ্ট পানির সহিত ব্যবহার করা উচিৎ, নচেৎ গাত্র চর্ম্মে ঘন লেবুর রস বা খালি লেবুর রস দিলে চর্ম্ম হরিদ্রাভ হইয়া যায়।

* * *

রাত্রে শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে ইষদুষ্ণ পানিতে সাবান বা বেসন দিয়া মুখ ধুইয়া শুষ্ক তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া তাহাতে সামান্য "কোল্ড ক্রীম" দিয়া মুখ মুছিয়া শয়ন করিলে মুখশ্রী বৃদ্ধি হয়।

* * *

প্রচুর পানি পান করিলে দেহের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ পাতলা ছিপ ছিপে শরীর বিশিষ্টা কৃশাঙ্গীদের ঐ জন্য ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আমাদের শরীর ধারণের জন্য কম পক্ষে ১৮ ছটাক পানির আবশ্যক। অনেক মহিলা অতি অল্প পানিই পান করেন, ফলে তাহাদের রং ময়লা এবং শরীর কৃশ হয়। ক্রমে ক্রমে পানীয় জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিলে রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া যথাযোগ্য ঘর্ম্ম এবং মল মূত্রাদি দ্বারা শরীরস্থ আবর্জ্জনা রাশি বহির্গত হইয়া শরীরকে হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ করে। অন্ততঃ সারাদিন ১॥ সের পানি পান করা উচিত।

* * *

শিশুদের ঔষধ সেবন করাইবার সময় চামচের মুখটি জীবের উপর না চাপিয়া টাকরার উপর লাগাইয়া ধরিলে শিশু ঔষধ ফেলিয়া দিতে অথবা ঔষধ কণ্ঠনালী পথে গমনে বাধা জন্মাইতে পারে না।

* * *

দাগী ফলকে যদি চুণের পানির দ্বারা ভিজাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে ইহার দোষ নষ্ট হইয়া টাট্‌কা থাকে।

* * *

মাথায় অলিভ অয়েল মালিশ করিলে মরা মাস ও খুস্কী হয় না।

* * *

ডিম যদি কেবল এক মিনিটকাল ফুটন্ত পানিতে ডুবাইয়া তুলিয়া রাখা যায় তাহা হইলে উহা মাসাধিককাল ভাল থাকে।

* * *

নূতন কাচের গ্লাস যদি ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ১২ ঘণ্টা কাল শীতল পানিতে ডুবাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে ব্যবহার করিবার সময় অতি সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না।

* * *

মাথার চুল পরিষ্কার করিয়া ধৌত করিবার পর কয়েক ফোটা অলিভ অয়েল ঘসিয়া দিলে আঠা হয় না অথচ চুল দেখিতে উজ্জ্বল হয়।

বাঙ্গালার মৃত্যুর তালিকা

সংক্রামক ব্যাধির হ্রাস

কলিকাতার ২৮শে জুনের খবরে প্রকাশ, সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের বিবরণীতে গত ২১শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশের নিম্নলিখিত জিলাগুলিতে কলেরা-রোগে মৃত্যু-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে,—আসানসোল খনি উপনিবেশ ৪ হইতে ৯, বাঁকুড়া ৭ হইতে ১৫, হাওড়া ১৫ হইতে ১৭ দিনাজপুর ১৮ হইতে ২৪, জলপাইগুড়ী ৯, মালদহ ৮, চট্টগ্রামে ২০। নিম্নলিখিত জিলাগুলিতে কলেরারোগে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস হইয়াছে;—বর্দ্ধমান ৯৯ হইতে ১৫ ২৪ পরগণা ২৪ হইতে ৯, নদীয়া ৩৮ হইতে ৬। বসন্তরোগে কলিকাতায় ২৯, বর্দ্ধমানে ১৪, ২৪ পরগণায় ৯, ময়মনসিংহে ৮, হাওড়ায় ৭, নদীয়ায় ৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অভিমত

(মওলবী আবদুল হামিদ বি-এ)

শিশুদের মোস্তফা।—কবি শেখ মোহাম্মদ ইদ্‌রিস্ আলী সাহেব প্রণীত। প্রকাশক—মোহাম্মদ ফায়েল্ এণ্ড সন্স; প্রাপ্তিস্থান—ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, ১৩৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাগজ ছাপা ও বাঁধা সমস্তই উত্তম। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী সাইজ—১২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র। অন্যান্য বইয়ের তুলনায় মূল্য যথা সম্ভব সুলভ হয়েছে বলতে হ'বে।

গ্রন্থকার কারও অপরিচিত নন। বাংলার সাহিত্য পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই তাঁর লেখা কিছু না কিছু পড়ে থাকবেন। জাতীয় কল্যাণে অনুপ্রাণিত হয়ে—মুসলিম সমাজকে খাঁটী ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলবার আগ্রহ নিয়েই যে তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে নেমেছেন তা তাঁর লেখা সামান্য একটু পড়লে সহজেই বুঝতে পারা যায়। (চারদিককার প্রবল অনৈস্‌লামিকতার প্রভাবের মধ্যে পড়ে যে সময় বহু মুসলমান সাহিত্যিক ডুবে যেতে বসেছেন—আত্ম-সম্মান হারিয়ে ফেলছেন—নিজের স্বত্বাকে বিস্মৃত হচ্ছেন, ঠিক সেই সময় সাহিত্যকে ইসলামী রূপ-রস-গন্ধে ভরপুর করে তুলতে যাওয়া কি সামান্য বুকের বল? তাঁর এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য বাংলার মুসলিম সমাজ তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়ে পারে না।)

আলোচ্য পুস্তক শিশুদের মোস্তফাতে তাঁর সে প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ রূপেই ফুটে উঠেছে। আমাদের শেষ নবী হয্‌রত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর চেয়ে বড় আদর্শ দুনিয়ায় আর একটীও আসে নি। (আসবেই বা কোথা থেকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করলে ত!) সুতরাং তাঁর প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কাজ, জীবনের প্রত্যেক ঘটনা মানুষ মাত্রেরই আদর্শ। আমরা যখন চার দিকের শক্ত বিপদ-জালে জড়িয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়ি, তখন সেই মহা মানবের অনুরূপ অবস্থায় নিজেদের অবস্থিত দেখে প্রাণে এক অজ্ঞাত সাহস অনুভব করি—আশার এক মোহিন রাগিণী শুনতে পাই। যখন প্রবল শত্রুর হাতে পড়ে সর্ব্বস্ব হারিয়ে ফেলি—জীবন-যুদ্ধে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে যাই, সেই সঙ্কট সময়ে কর্ত্তব্য স্থির করবার জন্য—প্রাণের লুপ্ত শান্তি ফিরে পাবার আশায় আমরা মহা নবীর দরবারে দৌড়ে যাই। আবার যখন বিপদ সমুদ্রের আবর্ত্তে পড়ে সহজ পন্থায় বা বিনা ক্লেশে উদ্ধার লাভের বাসনায় বিবেক ও ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দেবার জন্যে প্রলুব্ধ হই তখন সেই মহা পুরুষের নিষেধ বাণী শুনেই আমরা বাহান্নামের পথ থেকে ফিরে আসি। পুত্ররূপে, পিতা রূপে, স্বামী রূপে, শ্বশুর রূপে কেমন করে ঘর সংসার করতে হবে, তা হয্‌রতই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধব কার সঙ্গে আমাদের কিরূপ ব্যবহার করা দরকার—কত খানি দায়িত্ব-কর্ত্তব্য সে সবই আমরা হয্‌রতের কাছ থেকে শিখে নিয়েছি। মোট কথা, আমাদের জীবনের প্রত্যেক অবস্থায়—প্রত্যেক স্তরে হয্‌রতই আমাদের পরিচালক। আর হজরতের নির্দ্দেশিত পথটীই হচ্ছে আলোকে ভরা মুক্তির আর অন্যগুলি ঘোর তমসাচ্ছন্ন অশান্তির।

সেই মহা পুরুষের ঘটনা-বহুল জীবনীর পবিত্র আদর্শ লেখক আমাদের ছেলে-মেয়েদের সুকোমল হৃদয়ে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা পেয়েছেন, তাঁর এ উদ্যম যে ব্যর্থ হবে না তা আমরা জোর গলায়ও বলতে পারি। সুকোমল মতি শিশু-হৃদয়ে এই আদর্শের চিত্র একবার অঙ্কিত হয়ে গেলে দূর ভবিষ্যতে কোনদিন তার রেখা মুছে যাবে না। এই মনস্তত্ত্ব অবলম্বন করে লেখক সাহেব তাঁর শিশুদের মোস্তফা আমাদের ছেলে মেয়েদের উপহার দিয়েছেন। দেশের এই দুর্দ্দশার দিনে তাঁর এই দানকে কোন দিক দিয়ে সামান্য মনে করা যায় না।

লেখক সাহেব তাঁর বক্তব্য বিষয়গুলি বোঝাতে যে কায়দার অবতরণা করেছেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের একটা নুতন দ্বার মুক্ত হয়েছে বলতে হবে। এমন মুন্সীয়ানা কোথাও দেখেছি বলে আমাদের মনে হয় না। ভাষা শিশুদেরই উপযুক্ত হয়েছে। তাঁর বর্ণনা পড়ে মনে হয় যেন তিনি একদল শিশুকে ডেকে এনে ঠিক সামনে বসিয়েছেন। (আর যেন নিজে আরব দেশে গিয়ে নিজের চোখে হয্‌রতকে তওল্লাদ হতে দেখেছেন, আবার হয্‌রতকে, কোন প্রিয় সাহাবার মতই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর জীবনের প্রত্যেক কার্য্য-কলাপ স্বচক্ষে দেখে এসে তাঁর সেই ছোট্ট বন্ধুদের সামনে সে গুলি বয়ান করছেন।) বইখানা যেন একটা নির্দ্দোষ ফটোচিত্র পরিস্কার ঝরঝরে।

আমরা মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি বইখানা শিশুদের উপাদেয় পাঠ্য হয়েছে। যে ছেলেমেয়ে একবার এখানা পড়বে হয্‌রতের পবিত্র আদর্শ তাদের মনে সারা জীবন প্রস্তর খোদিতের ন্যায় অঙ্কিত হয়ে থাকবে আবিলতা, অনৈসলামিকতা তাদের আর কোন দিন স্পর্শ করতে পারবে না—তারা প্রকৃত মানুষ হবে আমাদের জাতীয় কলঙ্ক মোচন করবে। আমরা লেখক সাহেবের "শিশুদের সিদ্দিক" খানা দেখবার প্রতীক্ষায় রইলুম।

মুল্‌কী

কলিকাতায় ভূমিকম্প

গভীর রাত্রে ভীষণ আতঙ্ক

গত বুধবার রাত্রি ৩টা বাজিবার ৩ মিনিট পূর্ব্বে কলিকাতায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পনের বেগ ৩ মিনিটকাল স্থায়ী হয় এবং ক্রমে মন্দীভূত হইয়া প্রায় ৪ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। ভূমিকম্প আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে প্রকৃতি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে। এরূপ বেগবান আন্দোলায়িত কম্পন বহুকাল কলিকাতায় অনুভব করা যায় নাই।

ওয়ার্কিং কমিটীর স্বরূপ

বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা

সিমলার ৩০শে জুনের খবরে প্রকাশ, এলাহাবাদে ভারতীয় স্বাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও সম্পাদক ডাঃ সৈয়দ মহ্‌মুদের গ্রেপ্তার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা স্থির করেন। ভারত সরকার নিম্নলিখিত ইশ্‌তাহার জারি করিয়াছেন, যুক্তপ্রদেশ সরকার ভারত সরকারের সহিত বিশেষ ভাবে পরামর্শ করিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধক আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর ওয়ার্কিং কমিটীকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা মাসাধিককাল যাবৎ ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক অনুসৃত পন্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত আইন অমান্য আন্দোলনের সাধারণ উদ্দেশ্য কর্ত্তৃপক্ষকে সাধারণ ভাবে, অগ্রাহ্য করিবার ভাব সৃষ্টি এবং সর্ব্বশেষে শাসন-যন্ত্র অচল করিয়া সরকারকে রাজনীতিক দাবী গ্রহণে বাধ্য করা। আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় লবণ আইন অমান্য বিষয়ে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল। উহা সরকারের রাজস্বের বিশেষ ক্ষতিজনক নহে বলিয়া উহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় নহে। কিন্তু ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা উহাদের উদ্যোক্তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় অর্থাৎ অরাজকতা ও আইন কানুন অগ্রাহ্যের ভাব সৃষ্টি হয় মিঃ গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর ওয়ার্কিং কমিটী ক্রমশঃ সমগ্র আন্দোলন পরিচালনের প্রধান হইতে প্রধানতর অংশ গ্রহণ করেন। মে মাসের প্রায় মধ্য ভাগে ওয়ার্কিং কমিটী আইন অমান্য আন্দোলনে শক্তি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করেন। কমিটী কোন কোনও প্রদেশে কোন কোনও কর না দিয়া ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিয়া ঐ সমস্ত প্রদেশকে ঐ আন্দোলন চালাইবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করেন। তদ্ব্যতীত উক্ত কমিটী স্পষ্টতঃ ভীতি-প্রদর্শনমূলক পদ্ধতিতে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ঐ সমস্ত প্রস্তাবে আইন অমান্য আন্দোলন বিশেষ প্রবল হয়। জুন মাসের প্রথমভাগে ওয়ার্কিং কমিটী সরকারের প্রতি আরও অধিকতর তাচ্ছিল্য এবং আইন অমান্যকারীদিগের পক্ষে উৎসাহজনক আর এক দফা প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জন সাধারণকে ভীতি-প্রদর্শন, বে-আইনী প্ররোচনা নিবারক অর্ডিনান্সদ্বয় অমান্য, দ্বিগুণ তেজে মদ, বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটীং এবং ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরও প্রবল ও ব্যাপক করিতে অনুরোধ করা হয়। উক্ত প্রস্তাব সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিপদজনক বিষয় এই যে, ওয়ার্কিং কমিটী পুলিস ও সৈন্যদলকে আইন অমান্য আন্দোলন নিবারণে তাহাদের কর্ত্তব্য পালন না করিতে অনুরোধ করিয়া এক আবেদন প্রকাশিত করেন। তাঁহারা কেবল ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, পরন্তু তাঁহারা উহা সমস্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট পাঠাইবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহাদিগকে উহা অনূদিত করিয়া পুলিস ও সৈন্যদলের ভিতর বিতরণের অনুরোধ করেন। কমিটীর উপদেশ অনুযায়ী বিতরণ, উক্ত প্রস্তাবের সমস্ত অনুলিপি সম্প্রতি আইন দ্বারা বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। উল্লিখিতরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ২।১৮ রয়াল গাড়োয়াল রাইফেল দলের বিদ্রোহী সৈন্যদের প্রকাশ্যে সুখ্যাতি করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির কার্য্যে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা শাসনযন্ত্র ধ্বংস দ্বারা বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ভারতের শান্ত ও আইনমান্যকারী অধিবাসীদের প্রতি সরকারের যে দায়িত্ব আছে, তদনুযায়ী ওয়ার্কিং কমিটির ঐ সমস্ত কার্য্যে আর উপেক্ষা প্রদর্শন করা অসম্ভব। কমিটীর পরিচালিত আন্দোলন ক্রমশঃ শৃঙ্খলাবদ্ধ হিংসার দিকে পরিচালিত হইতেছে, ইতিপূর্ব্বেই ইহার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা গিয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গলার মেদিনীপুর জিলায় যে গুরুতর হাঙ্গামায় পুলিস দল আক্রান্ত এবং জনৈক সাব ইন্‌স্পেক্টর নৃশংসভাবে নিহত হয়, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকগণ উহার আয়োজন করিয়াছিল। বহু স্থান ব্যাপিয়া জনরব প্রচারিত হইয়াছিল যে, বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনুমান হয় যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক উত্তর পশ্চিম সীমান্তের অপর পার্শ্ববর্ত্তী জাতিসমূহকে বৃটিশ ভারত আক্রমণে প্ররোচিত করিবার জন্য তাহাদের মধ্যে ক্রমাগত প্রচার কার্য্য চালান হইয়াছে। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটী রাজনীতিক বিষয়ের প্রতিবাদে সাধারণ পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা সর্ব্বতোভাবে সুস্পষ্ট, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, কমিটি শাসন-যন্ত্র ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। এমতাবস্থায় সরকারের পক্ষে উক্ত কমিটী বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা ব্যতীত অপর কোনও পন্থা নাই।

ষ্টেশন মাষ্টারের বিশ্বাস ঘাতকতা

ছয় মাস শ্রীঘর বাস

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এ, এল, বর্ম্মা নামক হাওড়ার জনৈক টিকেট মাষ্টার হাওড়া হইতে পুরী, রাঁচি ও অন্যান্য কতিপয় স্থানের জন্য কতকগুলি টিকেট সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ঐ সকল টিকেটের মূল্য প্রায় ৫০০ শত টাকা। হাওড়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, সি, সেনের বিচারে আসামীর প্রতি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

সেক্রেটারীর তহবিল তসরুফাত

গ্রেপ্তারী পরোয়ানা

জামালপুরের ২৯শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, ময়মনসিংহ জেলায় জামালপুর মহকুমার সাবডিবিশনাল অফিসার উক্ত স্থানের লোন অফিসের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী নন্দকিশোর সেনের বিরুদ্ধে তহবিল তসরুফের অপরাধে দণ্ডবিধির ৪০৮ এবং ৪৭৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করিয়াছিলেন। আসামী গতকল্য আদালতে হাযির হওয়াতে তাহাকে যামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ প্রকাশ, উক্ত লোন অফিসের ডিরেক্টাররা যত টাকার তহবিল ভাঙ্গা হইয়াছে, তাহার ভিতর হইতে ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ঢাকার অবস্থা

অগ্নি এখনো নিভে নাই

ঢাকার ২৪শে জুনের খবরে প্রকাশ, গতপূর্ব্ব রবিবার দিন তিনজন হিন্দু ছোরার দ্বারা আহত হয়। তাহাদের একজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। মুসলমানগণ লোকটিকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করিয়া তাহার মৃতদেহ দাবী করে, কিন্তু অল্পকাল পরেই জানা যায় সে ব্যক্তি হিন্দু। গতকল্য একজন মুসলমানও ছুরিকাঘাতে শহিদ হইয়াছে। পূর্ব্ব দিন বাজারের যমীদার ও ব্যাঙ্কার চারুদাস বাবুর বাটীতে খানাতালাশ হইয়াছে। পুলিস তাঁহার পুত্রকে অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আগের দিন চারু বাবু বে-সরকারী তদন্ত কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিয়াছেন। গতকল্য মুসলমানগণ গৌরমল করের বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেটদের আদেশ দিয়াছেন যে, পুলিসকে না জানাইয়া তাঁহারা যেন কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা-ঘটিত মামলার বিচার না করেন। আদালত এবং পথ এখনও জনশূন্য দোকানগুলি এখনও বন্ধ রহিয়াছে। সরকারী তদন্ত কমিটীর সভ্য, বিচারপতি, আসামী এবং মিঃ সাক্ষী অদ্য অপরাহ্নে কায়েতটুলী পরিদর্শন করেন। অদ্য রাধিকা মোহন সাহা, রাধাগোবিন্দ শীল, নবাবগঞ্জের নারায়ণ চন্দ্র সাহা, ডাক্তার চন্দ্রকুমার নন্দী, সুধীরকুমার রায় এবং বিপিন বিহারী দাশগুপ্ত আসামী কমিটীতে সাক্ষ্য দান করেন। বে-সরকারী কমিটী অদ্য ঢাকা ত্যাগ করিতেছেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহারা ফিরিয়া আসিবেন। ঢাকার ২৮শে জুনের খবরে প্রকাশ, ঢাকা শান্তি কমিটী লোকের মন হইতে আতঙ্ক দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে ও শহরবাসীরা সন্তুষ্ট হইতে পরিতেছে না। শহরের রাস্তাগুলি এখন জনশূন্য হইয়া রহিয়াছে। শহরের কোন কোন স্থানে অদ্য সকালে কয়েকটী দোকান খুলিয়াছিল বটে, কিন্তু মধ্যাহ্নকালেই সেগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শহরবাসীরা নির্ব্বিঘ্নে বিচরণ করিতে সাহস পাইতেছেন না। জুন মাসের মধ্যভাগে স্কুলগুলি খুলিত কিন্তু হাঙ্গামার জন্য গ্রীষ্মাবকাশ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও অন্যান্য কলেজগুলি জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে খুলিবে বলিয়া এখনও স্থির আছে। নূতন বর্ষে কলেজ সমূহে ভর্ত্তি ছাত্র একরূপ নাই বলিলেই চলে। হাঙ্গামার সময় যাঁহারা ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও ফিরেন নাই। গত ২৩শে জুন তারিখে জিলা বোর্ডের সাধারণ সভা বসিয়াছিল কিন্তু সদস্য-সংখ্যা অত্যল্প হওয়ায় সভার কার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছে। ঢাকায় পল্লীবাসীরা সাহস করিয়া শহরে আসিতে পরিতেছেন না। আদালতে উকিল মোখ্‌তার উপস্থিত হইতেছেন বটে, কিন্তু কোন মক্কেল নাই।

গভর্ণরের রক্ত চক্ষু

বহু সমিতির উপর হুম্‌কী

লাহোরের ২০শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, সপারিষদ গভর্ণর ঘোষণা করিয়াছেন, নিম্নলিখিত সভা সমিতিগুলি "শান্তি শৃঙ্খলা" রক্ষায় বাধা দেয় ও সাধারণের শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে বে-আইনী বলিয়া সাব্যস্ত হইল; (১) পাঞ্জাব প্রাদেশিক "সমর-পরিষদ" (২) অমৃতসর জিলা 'সমর-পরিষদ', (৩) পাঞ্জাব প্রাদেশিক সত্যাগ্রহ কমিটী, (৪) পাঞ্জাব প্রাদেশিক নওজোয়ান ভারত-সভা, (৫) পাঞ্জাব প্রাদেশিক নওজোয়ান ভারত সভা কমিটি, (৬) পাঞ্জাবের সকল নওজোয়ান ভারত সভা, (৭) লাহোরস্থিত কর্ম্মী-শিক্ষা কলেজ ওরফে ওয়ার্কার্শ হোম।

চোরের থলিয়াদার

যেমন কর্ম্ম তেমন ফল

বাঁকুড়ার ২৯শে জুনের খবরে প্রকাশ, ভগবৎ নায়ক ও কটকের জনৈক উকিলের মুহুরী রঙ্গধর বেনৃরিয়া চোরাই মাল রাখিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১১ ধারা অনুসারে স্থানীয় অতিরিক্ত সেশন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। সেশন জজ ভগবৎ নায়কের প্রতি ছয় বৎসর ও রঙ্গধরের প্রতি আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রঙ্গধরের প্রতি এক হাজার টাকা জরিমানারও হুকুম হইয়াছে। জরিমানার টাকা অনাদায়ে তাহাকে আরও নয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের গোকুলদাস মাড়োয়ারীর দোকান হইতে দুই হাজার টাকার সিল্কের কাপড় ও একটা সোনার ঘড়ী অপহৃত হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে আসামীদ্বয়কে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

রেঙ্গুণ জেল লণ্ড ভণ্ড

সরকারী তদন্তের মর্ম্ম

রেঙ্গুনের ২৫শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, সরকারী ইশ্‌তাহারে প্রকাশ যে, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জেল হাঙ্গামা সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করিবেন। ইশ্‌তাহারে হাঙ্গামা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, গত কল্য বৈকাল ৩-১৫ মিনিটের সময় জেল-শাখা ছাপাখানা হইতে একখানি মোটর লরী জেলের পশ্চিম দিকস্থ পশ্চাদ্ভাগের ফটক দিয়া বাহিরে যাইতেছিল ঐ ফটকের ভিতরে ২টি ছোট ছোট ফটক আছে। প্রথমে একটি ছোট ফটক খুলিয়া লরীখানিকে বাহির করা হয়। লরীখানি ফটক অতিক্রম করিতেছে, এমন সময়ে জেলের মাঠে যে কয়েদীরা কাজ করিতেছিল তাহাদের মধ্যে কয়েক জন ছুটিয়া আসিয়া শাস্ত্রী পাহারাকে আক্রমণ করে এই পাহারার নিকট চাবি থাকে। কয়েদীরা তৎপরে বলপূর্ব্বক ২টি ছোট ফটকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রবেশ করে এবং চাবি খুলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠে ও একেবারে গার্ডের ঘরে চলিয়া যায় এ চাবি তাহারা ইতোপূর্ব্বে উক্ত পাহারাদারের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিল। উপরে যাইয়া কয়েদীরা প্রহরীকে পরাস্ত করিয়া ৫টি রাইফল ও ৩৫ বোরের উপযোগী টোটা সংগ্রহ করে। তৎপরে উহারা নামিয়া আসিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইতোমধ্যে এলার্ম বাজিয়া উঠায় বাহিরের ফটকে ওয়ার্ডার ও সেনাগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছিল কয়েদীরা অগত্যা ব্যর্থ প্রযত্ন হইয়া আইসে এবং সকল কয়েদীকে উদ্দেশ করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। অতঃপর প্রায় সকল কয়েদীই যন্ত্রপাতি লইয়া ছুটিয়া আইসে এবং জেল ছাপাখানায় প্রবেশ করে। পুলিস অগত্যা গুলী চালাইতে বাধ্য হয় অবশেষে কয়েদীরা হাতিয়ার গুলী ফেলিয়া দেয়। কয়েদীদের মধ্যে ২৫ জন হত হইয়াছে এবং ৫৮ জন আহত হইয়াছে। আহতদিগের মধ্যে ৩ জন পরে মারা গিয়াছে, কথিত শাস্ত্রী পাহারা প্রহারের ফলে মারা গিয়াছে, মোটর লরী চালকও মারা গিয়াছে, ৭ জন ওয়ার্ডার আহত হইয়াছে, ১ জন হাবিলদার, ১ জন সিপাহী ও একজন সেনা পুলিস আহত হইয়াছে। কয়েদীদের গুলীতে ১ জন সেনা পুলিস ও ১টি ঘোড়া মারা গিয়াছে।

কলিকাতায় কলেরা ব্যাধি

মেলার সহিত উহার সম্পর্ক

গত ৩০শে জুন কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ স্বাস্থ্য-বিভাগের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার কে, এস, রায় জানাইয়াছেন—কুম্ভ মেলার পর কলিকাতা শহরে সংক্রামকভাবে কলেরা রোগের যে প্রসার হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার নিবৃত্তি হইয়াছে। মেলার সহিত উক্ত রোগের সংক্রামকতার যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে ইহা সত্য বলিয়া স্বিরীকৃত হইয়াছে। আবার পুরীর রথযাত্রার মেলার পর কলিকাতায় কলেরা রোগের পুনরায় আবির্ভাবের আশঙ্কা করা যাইতেছে। এ জন্য এই শহরের অধিবাসীদিগকে সকল বিষয়ে বিশেষতঃ খাদ্য ও পানীয় সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। পাছে শহরে উক্ত রোগের প্রসার বৃদ্ধি পায়, সে জন্য কর্পোরেশন, যে বাড়ীতে উক্ত রোগের আবির্ভাবের সংবাদ পাইবেন, তৎপরতার সহিত সেই বাড়ীটি সংশোধনের উপায় অবলম্বন করিবেন। কোন বাড়ীতে কলেরা রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে অবিলম্বে সেই বাড়ী যে ওয়ার্ডে অবস্থিত, সেই ওয়ার্ডের হেলথ অফিসারকে টেলিফোনযোগে যেন সংবাদ দেওয়া হয়। এবিষয়ে ডাক্তাররাও যেন কর্পোরেশনের সাহায্য করেন। তাঁহাদের চিকিৎসাধীন রোগীর সংবাদ যেন সত্বর হেল্‌থ অফিসারকে জানান হয়।

এইবার রুই কাত্‌লা

একে একে নিভেছে "দেউটী"

এলাহাবাদের ৩০শে জুনের খবরে প্রকাশ যে, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গ্রেপ্তার দণ্ডবিধির ১১৭ ধারা অনুসারে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাকে নাইনী সেন্‌ট্রাল জেলে পাঠান হইয়াছে। পণ্ডিত মতিলালের কক্ষে খানাতালাশ করা হইয়াছে। কংগ্রেস অফিসের দ্বার শীলমোহর করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অদ্য প্রাতঃকালে ডাঃ সৈয়দ মাহ্‌মুদও এলাহাবাদের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ মোবারক কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন। কালেক্টর মিঃ বমফোর্ড এবং ডেপুটী পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ স্বার্থওয়েটও ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিদ্বয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৭ ধারা অনুযায়ী কি অপরাধ করিয়াছেন তাহা ওয়ারেন্টে উল্লেখ করা হয় নাই; সম্ভবতঃ কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এলাহাবাদের ৩০শে জুনের খবরে প্রকাশ, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য মওঃ আবুল কালাম আযাদ কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পথে গত রাত্রিতে পাটনায় ধৃত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

শ্যালিকার উপর পাশবিকতা

মানুষ না জানোয়ার ?

খেপোটী নামক কক্সবাজারের একজন মগ্ চট্টগ্রামের সেশন জজের এজলাসে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ জুরী আসামীকে নিরপরাধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু জজ তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছিলেন। গত ২৭শে জুন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, মান্যবর মিঃ চারুচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ প্যাটারসনের এজলাসে এই সম্পর্কে এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, আসামী তাহার স্ত্রীর ভগিনীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাকে জামীনে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে সে তাহার শাশুড়ী ও তাহার মেয়েকে এই বলিয়া শাসায় যে, তাহার বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার না করা হইলে তাহাদিগের বিশেষ ক্ষতি করা হইবে। তারপর একদিন রবিবার আসামী সেই বাড়ীতে আসিয়া হাযির হয় ও তাহার মেতুয়া নাম্নী একজন শালীকে ও তাহার ৫ বৎসর বয়স্ক একটি ছেলেকে গুরুতরভাবে আহত করিয়া সরিয়া পড়ে। অতঃপর পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেয়। মামলা মুলতুবী রহিয়াছে।

পিকেটারের তওবা

মায়ের নাম বাবাজী

বস্ত্র-ব্যসায়িগণকে উৎপীড়ন ও গাঁইটের বিদেশী বস্ত্র লইয়া দাহ করিবার জন্য মহিলা পিকেটারগণকে প্রদান করিবার অভিযোগে বিহারী লাল বর্ম্ম জোড়া বাগানের অতিরিক্ত চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর নাসিরউদ্দীন আহমদের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ২০ টাকা অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ করেন, জরিমানার টাকা অনাদায়ে ঐ দিনের মত আদালতের কার্য্য বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে আটক রাখা হইবে। আসামী কালীচরণ দাস ভবানী প্রসাদ ও সদাসুখ আর কখনও উক্ত আন্দোলনে কোনও অংশ গ্রহণ করিবে না, এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

ভীষণ ট্রেণ দুর্ঘটনা

দার্জ্জিলিং মেলের সহিত সংঘর্ষ

গত ২৪শে জুন দার্জ্জিলিং হিমালয় রেল লাইনে মহানদীর নিকট এক ভীষণ ট্রেণ-দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে ১ জনের মৃত্যু ও ২০ জন আহত হইয়াছে। মহানদী ষ্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে লাইনের বাঁকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ডাউন মেল নির্দ্ধারিত সময়েই কারসিয়ং অতিক্রম করিয়া যায় তার পর কিছুদূরে ইহা যখন লাইনের বাঁক ঘুরিতে থাকে সেই সময় আর একটা ট্রেণ তার উপরে গিয়া পড়ে। ফলে এমন একটা ভীষণ সংঘর্ষ হয় যে, তাহাতে পার্শ্বেল ভ্যান, একখানি তৃতীয় শ্রেণীর বগী গাড়ী ও মেল ট্রেণের একখানি প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর সম্মুখ দিকটা একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর বগী গাড়ীখানি একেবারে ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছিল। যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদিগের অনেকেই এই গাড়ীতে ছিল। ঘটনার অল্পক্ষণ পরেই তাহাদিগকে কারসিয়াং হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। ৪জন আহত লোকদিগের মধ্যে অনেকেই রেল বিভাগের কর্ম্মচারী ডি, এচ, লাইনের এসিষ্ট্যাণ্ট ট্রাফিক্ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ গিরীশচন্দ্র গুহ গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছেন। যে লোকটি মারা গিয়াছে, তাহাকে একটা জানালার মধ্য দিয়া ঝুলিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল

সংবাদপত্র-সেবীর দুর্দ্দিন

প্রতিবাদকল্পে সভা

গত রবিবারে কলিকাতা আলবার্ট হলে ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সমিতির (বঙ্গীয় শাখা) এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সরলা দেবী চৌধুরাণী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নিম্ন লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

(১) প্রেস অর্ডিনান্স প্রযুক্ত হওয়ায় বাঙ্গালার ছাপাখানাগুলির স্বার্থ যাহাতে রক্ষা পায়, সে বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিবার জন্য সদস্যগণসহ একটা সাব কমিটি গঠিত হইল।

(২) ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সমিতির (বঙ্গীয় শাখা কার্য্যকরী) এই সভা সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে প্রেরিত তার ও রেজেষ্ট্রীকৃত সংবাদপত্র প্রেরণের ডাকব্যয় বৃদ্ধি করিবার জন্য ডাক ও তার বিভাগের ডাইরেক্টর যে প্রস্তাব করিয়াছেন, ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছেন, যেহেতু এতদ্দ্বারা প্রেস অর্ডিনান্স কর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ সংবাদপত্রসমূহের উপর আরও ক্ষতিভার আরোপিত হইতেছে। এই কমিটি মনে করেন যে, উক্ত প্রস্তাব হইতে লোকের মনে এইরূপ সন্দেহ হইবে, কর্ত্তৃপক্ষ রাজনৈতিক কারণে সংবাদ বিতরণ ও সংবাদপত্র প্রচার নিরোধ করিতে চাহেন, অর্থনৈতিক ব্যাপার অবান্তর কথা মাত্র এবং এই প্রস্তাব প্রেস অর্ডিনান্সের পরিপূরক। ডাকবাহিত পার্শ্বেলের মাশুল ও ডাকটিকেটযুক্ত খামের মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিষদের সদস্যগণের অভিপ্রায় ও দেশবাসীর অভিপ্রায়ের প্রতিকূলতাচরণ করিতেছে, যেহেতু এতদ্দ্বারা সাহিত্য প্রচার ও ছাত্রদিগের জন্য পুস্তক প্রেরণ বাধা পাইবে এবং করদাতাদের করভার আরও বাড়িয়া যাইবে। বর্ত্তমানে যে মাশুল ধার্য্য আছে, তাহাই অতিরিক্ত; সুতরাং এই কমিটী ডাক-কর্ত্তৃপক্ষের এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন এবং ঐ প্রস্তাব উঠাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। (৩) এই সমিতির বাৎসরিক সভা জুলাই মাসের ৩য় সপ্তাহে আহূত হইবে।

মগরেব

'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রতিষ্ঠা

সম্রাট কর্ত্তৃক উদ্বোধন

লণ্ডনের ২৭শে জুনের খবরে প্রকাশ, ৮ই জুলাই তারিখে ইণ্ডিয়া হাউস প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইবে। স্যর অতুল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তদুপলক্ষে সম্রাট দম্পতিকে প্রবেশ পথে অভ্যর্থনা করিবেন। রাজবংশের লোকের মধ্যে কেবল ডিউক অভ-কনট উপস্থিত থাকিবেন। মিঃ বেন মন্ত্রিস্বরূপে উপস্থিত থাকিবেন, মিঃ বেকার সম্রাটকে দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবার জন্য সোনার চাবি দিবেন, স্যাণ্ডহার্ষ্ট হইতে শিক্ষানবীশ ভারতীয় সেনানী সকল আসিয়া কুচকাওয়াজ দেখাইবেন। ৪৫০ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবেন। স্যর অতুল চন্দ্র সম্রাটকে অভিনন্দন করিয়া বক্তৃতা করিবেন এবং সম্রাট তাহার প্রত্যুত্তর দিবেন।

বলিভিয়ায় বিদ্রোহ

পুলিস-নাগরিক সঙ্ঘর্ষ

লণ্ডনের ২৩শে জুনের খবরে প্রকাশ লা পাজ বুয়েনোস আয়ার্শ হইতে তারে সংবাদ অসিয়াছে যে বলভিয়ায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে সৈন্য সম্প্রদায় গভর্ণমেন্টকে উচ্ছিন্ন করিয়াছে এবং প্রেসিডেন্ট দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে রোমাঞ্চকর ঘটনা সকল ঘটিয়াছে। পুলিস নাগরিকদিগকে হত্যা করায় সৈন্য সম্প্রদায় যার-পর নাই ক্রোধোদ্দীপ্ত হয় এবং পুলিসকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছে। ইহার ফলে বহু লোক নিহত ও আহত হইয়াছে। সৈন্যগণ মন্ত্রিদিগকে গভর্ণমেন্টের ইমারতে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। প্রেসিডেন্ট সর্ব্ব প্রথমে যুক্ত-রাষ্ট্রের দূতাবাসে আশ্রয় লইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সকলেই মনে করিতেছে, তিনি দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্টের নাম সেনর হার্ণাণ্ডো সাইলেন, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গত বৎসর যখন তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হয় প্রেসিডেন্ট সাইলেন যাহাতে আবার নির্ব্বাচিত না হন সে জন্য নিয়মতন্ত্র স্থগিত রাখেন এবং তাঁহার বিরোধী পক্ষের অনেকগুলি গণ্যমান্য গণতান্ত্রিক লোককে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি আপনার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, সম্প্রতি যে সীমান্ত বিরোধ হয়, তদুপলক্ষে যুদ্ধের সম্ভাবনা অতিরঞ্জিত করিয়া বিবৃত করিয়াছিলেন।

বীরাঙ্গনার দুঃসাহস

গান্ধীর গালে চড়্

বিলাতের 'ইভ্‌নিং নিউজ' পত্রে এক "মেম সাহেব" ভারতের বর্ত্তমান অশান্তি দমনের এক সহজ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি নাকি এমন ইংরাজের বংশে জন্মিয়াছেন, যাঁহারা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতে উপস্থিত ছিলেন। আর তিনি স্বয়ং ডায়ার-ওডায়ারের আমলে পাঞ্জাবের বাসিন্দা ছিলেন, শহর হইতে দূরে একাকিনী ১৫।১৬ জন খানসামা খিদমৎগার লইয়া বাস করিতেন। সেই অগ্নি যুগেও তাঁহার দাপটে নাকি চাকর-বাকরেরা শায়েস্তা ছিল। একবার তাঁহারা খুব হাঙ্গামার সময়ে বিদ্রোহের উদ্যোগ করিয়াছিল। অমনি সেই বীরাঙ্গনা খানসামার গালে এক চড়্ বসাইয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গে চাকরেরা শায়েস্তা হইয়া যায়। এখন মেম সাহেব বলিতেছেন, তাঁহাকে যদি কিছুদিন ভারত শাসন করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলেই তিনি অতি সহজেই বর্ত্তমান বিদ্রোহ দমন করিতে পারেন। তিনি 'মিষ্টার গান্ধির' গালে বিরাশি ওজনের এক চড়্ বসাইয়া দিলেই সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, ইহাই তাঁহার ধারণা। ইহা ত অতি সুন্দর ও সহজ ব্যবস্থা। সরকার এত ১৪৪ ও অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া এত লাঠি বেটন চালাইয়া, এত মার্শাল ল জারি করিয়া যাহা করিতে পারিতেছেন না, এই গৌরাঙ্গ কামিনী তাহা যদি এত সহজেই সম্পন্ন করিতে পারেন, তবে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে একদিন দেশ শাসনের ভার দিয়াই দেখুন না!

(বসুমতী হইতে)

সুখবর

পেশোয়ারের ২৪শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, গত দুইদিনে কয়েকটি সৈন্যদল হরিচাঁদ, বাদরাখা এবং টৌপি গ্রামে হামা দিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—o—

কৃষ্ণনগরের ২৪শে জুনের খবরে প্রকাশ, গত রাত্রীতে উকীল মিঃ গিরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর নিকট বোমা ফাটে। নিকটস্থিত একটা ৯ বৎসরের বালকের বাম বাহু আহত হয়। তদন্ত চলিতেছে।

—o—

কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া পুলিস সোমবার রাত্রিতে আপার চীৎপুর রোডের এক বাড়ীতে খানাতালাশ করিয়া প্রায় ১২ হাজার টাকা মূল্যের অর্দ্ধমণ আফিং পাইয়াছে এবং একজন কুলীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

—o—

হাওড়া ষ্টেশনে গোয়েন্দা পুলিস সাজিয়া কাশীনাথ তেওয়ারী নামক ১ ব্যক্তি জনৈক যাত্রীর নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিল। হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, সেন বিচারে আসামীকে ৪ মাসের জন্য সশ্রম দারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

—•—

ঢাকার নরসিংদী থানার অন্তঃপাতী পাঁচদোনা ইউনিয়ানে আসমান্দীরচর নিবাসী মদন ধরের ২৬ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা গত ৩রা মার্চ্চ সোমবার রাত্রে অনুমান ১২টার সময় কাপড়ে কেরোসীন দিয়া আগুন ধরাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া "হিন্দু বৈধব্যের" কঠোরতার হাত হইতে নিজকে মুক্ত করিল।

—o—

পেশোয়ারের ২৫শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, হাজীর লস্কর এত দিন যে স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া তাহারা নানা দলে বিভক্ত হইয়া স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। একদল সৈন্যবাহিনী আজ দরগাই গ্রাম ঘেরাও করিয়া বিনা বাধায় পনের জনকে গ্রেপ্তার করে।

—o—

নোয়াখালির ২৪শে জুনের খবরে প্রকাশ, সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে গত ২১শে জুন পূর্ব্বাহ্ন ১১টা হইতে সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত সোনাইমুড়ীর নিকটবর্ত্তী বুজরা, কালুয়াই প্রভৃতি গ্রামগুলির উপর দিয়া ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা চলিয়া গিয়াছে। ফলে অনেক বাড়ীঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। বহু টাকার ক্ষতি হইয়াছে। একজন লোক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে, তাহার একখানি পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ

আগামী অধিবেশনের খসড়া

সিমলার ২৬শে জুনের খবরে প্রকাশ, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনের কার্য্যতালিকা সম্বন্ধে এখনও পর্য্যন্ত শেষ মীমাংসা হয় নাই। তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, শেষ মুহূর্ত্তে যদি কাজের বেশী চাপাচাপি না পড়ে, তাহা হইলে আগামী ১৭ই জুলাই তারিখে উক্ত পরিষদের অধিবেশন হইবে। এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আগামী ৭ই এবং ৮ই জুলাই তারিখে নেগোসিয়েবল ইনষ্ট্রুমেণ্ট আইন, বল আইন এবং ট্যাক্স সংগ্রহ সম্পর্কীয় আইন নামে এই ৩খানি আইন, সভায় উপস্থিত করা হইবে। উহাদের সম্বন্ধে কোন বাদানুবাদ হইবার সম্ভাবনা নাই। খুব সম্ভব পরিষদের এইবারকার অধিবেশনে বারাণসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে রাজা অন্নমানিয়া চেটীর প্রদত্ত দান গ্রহণ সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্রবিল পরিষদে উপস্থাপিত করা হইবে। আগামী ৯ই জুলাই তারিখে পরিষদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন হইবে। ঐ দিন বড়লাট উভয় পরিষদকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিবেন। আগামী ১০ই ১১ই এবং ১২ই জুলাই তারিখে গোল টেবিল বৈঠকের ব্যয় মঞ্জুর সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। ১৪ই জুলাই তারিখে আইন সম্পর্কীয় কাজগুলি শেষ হইবে, ১৫ই ১৬ই এবং ১৭ই জুলাই তারিখে বে-সরকারী বিল ও প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। ডাক বিভাগে বারবার যে ঘাটতি হইতেছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল সংবাদপত্রে তারের সংবাদের খবর, সংবাদপত্রে ব্যবহৃত ডাক টিকিটের মূল্য, পার্শ্বেলের হার এবং খামের মূল্য বৃদ্ধির জন্য পরিষদে ইঙ্গিত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি বলেন উক্ত বিভাগে ব্যয় কমাইবার কোন উপায় নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন ঘাটতি নিবারণের কোন উপায় নাই।

টাঙ্গাইলের ২৪শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, আলওয়ারের জনৈক মুসলমানের বাড়ীতে একটি বোমা ফাটিয়াছে। ফলে ৪ জন লোক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে। এই বোমাটী এই স্থানেই তৈয়ারী হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে পুলিসের জোর তদন্ত হইতেছে।

—o—

সিমলার ৩০শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, রাজকীয় বিমান বাহিনীর একখানি বিমান পোত সম্প্রতি আফগানিস্থানের অন্তর্গত বামুয়ান নামক স্থানে অবতরণ করিতে বাধ্য হয়। সংস্কারের জন্য উহা মোটর লরীতে পেশোয়ার বিমান অবতরণ স্থানে আনয়ন করা হইয়াছে।

—o—

বাগদাদের ২৩শে জুনের খবরে প্রকাশ, অদ্য প্রাতে আমীর ফয়সল বিমানারোহণে আলেকজান্দ্রা যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে য়ুরোপ যাত্রা করিবেন। তাহার চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে তথায় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কয়েকমাস থাকিবেন, তৎপরে কিছুদিনের জন্য বৃটেনেও যাইবেন।

—o—

জেনিভার ২৭শে জুনের খবরে প্রকাশ, আন্তর্জ্জাতিক শ্রমসম্মেলনে ডাক্তার পরাঞ্জপে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে জানাইয়াছেন যে খনি সমূহের জন্য ৭৸০ ঘণ্টা খাটুনির যে চুক্তি হইতেছে, তিনি তাহা সমর্থন করিবেন। কারণ যে সকল দেশ আন্তর্জ্জাতিক মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন, ভারতবর্ষ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম।

—o—

চুবরাজপুরের ২৪শে জুনের খবরে প্রকাশ, গান্ধী-টুপীধারী একটী ছাত্রকে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রহার করেন। ইহার প্রতিবাদ কল্পে গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইবার দিন সকল ছাত্রই গান্ধীটুপী ধারণ করিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। বিদ্যালয় খুলিলে দুয়ারে এক নোটিশ দেখা যায়, পঞ্চাশ জন ছাত্রকে বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

—o—

দিল্লীর ২৮শে জুনের খবরে প্রকাশ, আগামী ১৩ই জুলাই তারিখে সিমলায় মুস্লিম লিগের এক সভা আহুত হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশের তথা সমগ্র ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার ও সাইমন রিপোর্টের আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এই সভাধিবেশন হইতেছে। উক্ত সভায় আগামী বর্ষের বাৎসরিক সভার স্থান ও কাল নির্ণীত হইবে এবং সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবে।

—o—

১৩ই জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালায় মৌসুমী বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায়, প্রায় সর্ব্বত্রই বারিপাত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের অংশবিশেষে খুব ভারি বৃষ্টি হইয়াছিল পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে আমনধানের জন্য আরও বৃষ্টির প্রয়োজন। পশ্চিম বঙ্গে পাট ও অন্যান্য ভাদুই ফসলের ক্ষেত্র নিংড়ান চলিতেছে, ক্ষেত্রস্থ ফসল বেশ বৃদ্ধি পাইতেছে।

—•—

পেশোয়ারের ২৯শে জুনের খবরে প্রকাশ, গত শুক্রবার বাব নামক স্থানে টিরা আফ্রিদিদের এক যীর্গার অধিবেশন হইয়াছিল। উহাতে পেশোয়ার আক্রমণের জন্য পুনরায় এক অভিযান পাঠাইবার সম্পর্কে অসংবদ্ধ আলোচনা হইয়াছে। কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। স্বাবী, মার্দ্দান ও মালাকন্দে সৈন্যদের গতিবিধির ফল সন্তোষজনক হইয়াছে।

ই, বি, আর, টাইম্ টেব্‌ল

কলিকাতা

		ছাড়িবার সময়		পৌছিবার সময়
দার্জ্জিলিং মেল	বিঃ	৮টা ৫৪ মিঃ	সকাল	৭টা ১৯মিঃ
আসাম	,,	,, ১,, ৩০ ,,	বিকাল	১টা ১৫মিঃ
চিটাগাং	,, সকাল	৭,, ৩৫ ,,	,,	৭,, ৫৪ ,,
ঢাকা	,, বিকাল	১০,, ২৪ ,,	সকাল	৫ ,, ৩৯ ,,
বরিশাল এক্সপ্রেস	,,	২ ,, ৪০ ,,	,,	১০ ,, ৩৪ ,,
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার	,,	৭ ,, ০ ,,	,,	১০ .. ৪৪ ,,
সিরাজগঞ্জ	,,	৮ ,, ১৪ ,,	,,	৭ ,, ২৪ ,,
সান্তাহার	,,	৩ ,, ৩৪ ,,		....
সিলিগুড়ি	,,	৯ ,, ৫৪ ,,	,,	৬ ,, ৯ ,,
পার্ব্বতীপুর	সকাল	১১ ,, ১৪ ,,	,,	৪ ,, ০ ,,
কাটিহার	বিঃ	২ ,, ৫০ ,,	,,	৬ ,, ৫৪ ,,
,,	,,	১০ ,, ৫৪ ,,	বিকাল	২ ,, ৫৯ ,,
আমনুরা	,,	৯ ,, ৪ ,,	সকাল	৫ ,, ৪ ,,
খুলনা	,,	৯ ,, ১৪ ,,	,,	৫ ,, ৪৯ ,,
,,	সকাল	৫ ,, ৫ ,,	বিকাল	৪ ,, ১৯ ,,
,,	,,	৯ ,, ৩০ ,,	,,	১০ ,, ৪ ,,
দিল্লী এক্সপ্রেস (ভায়া ই, আই, আর)	বিকাল	১০ ,, ১৪ ,,	সকাল	৬ ,, ১৪ ,,
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল	৬ .. ১ ,,	বিকাল	১ ,, ৫৪ ,,

বিজ্ঞাপন

নূতন বাটী বিক্রয়

ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্স্পেক্টর মওলবী মতলুব আহ্মদ চৌধুরী মরহুমের নব-নির্ম্মিত দ্বিতল বাড়ীখানি বিক্রয় হইবে। কড়েয়ায় একটি নূতন রাস্তার উত্তর পার্শ্বে সাহেবী কেতায় এই সুন্দর বাড়ীখানি অবস্থিত। কোনও মোসলমান বড়লোক এই বাড়ীখানি ক্রয় করিলে বড় ভাল হয়। অতি উৎকৃষ্ট হাওয়াদার বাড়ী। "আল্-মুস্লিম" আফিসে পত্র লিখুন। মাত্র দুই বৎসর হইল বাড়ীখানি নির্ম্মিত হইয়াছে।

রেজিষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী
ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দুর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০বটীপূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲
নপুংসকত্বারী ঘৃত
বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দুর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা
রমণবিলাসিনী বটিকা
শক্তিধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটি কার মূল্য ১৲ এক টাকা
রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

রয়াল "এডিসোয়ান" ল্যাম্প

আপনার বাড়ীতে
দীপ্তসূর্য্যের আলোকচ্ছটা প্রদান করিবে

বৈদ্যুতিক আলোক
সূর্য্যকিরণে
পরিণত

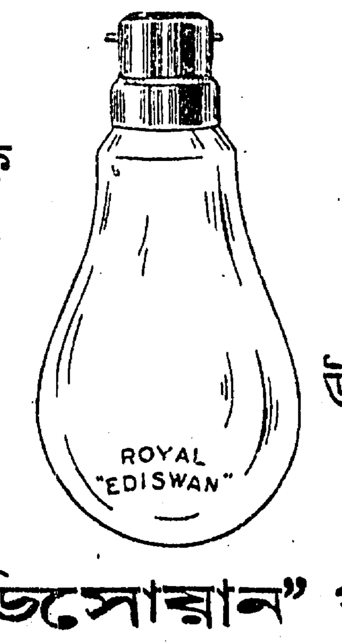

মিতব্যয়িতার
সহিত
উজ্জ্বল আলোক প্রাপ্তি

রয়াল "এডিসোয়ান" পার্ল ল্যাম্প
স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক প্রদান করিবে
উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতের একমাত্র এজেণ্টস
Balmer Lawrie & Co., Ltd.

১০৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৫ নং গ্রেহাম রোড, বোম্বে।

5/120

বাজার দর

—:o:—

পাট—

আমদানী ৩৫০০/ মণ রপ্তানী ৪৮২৫/ মজুত ৩৮১৭০৫ গত বর্ষে এই সময় মজুত ৩৯৭৮৮/ মণ পাটের দর পাঁচ মণ পাকা গাঁইট ৩৯৲—৪২৲।

সোণা, রূপা—

ইংলিশ বার	প্রতি ভরি	২১৸৶০
ট্যাকশালের বার	„ „	২১।৶০
বড়ালের বার	„ „	২১৷৵০
চীনের পাত	„ „	২১৷৴০
গিনি	প্রতি খান্	১৩৸৶১০
চাঁদি	প্রতি ১০০ ভরি	৪৬৷০
ঐ খুচরা		৪৬৸০

ঘৃত—

শ্রী	...	...	৭৬৲
মটকা	...	...	৭১৲
ভারতী	...	...	৬৯৲
খুরজা	...	...	৭০৲
সিকেন্দ্রাবাদী	...	...	৬৮৲
লক্ষ্মী	...	...	৬৮৷০
বাঁদা সাগর	...	...	৬৯৷০

তৈল—

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটী (রাধা-কৃষ্ণ মার্কা)		এক
গাড়ীর দর		২১৷০
ঐ ১ মণের দর		২২৷০
বিনোদ মার্কা ঐ		২১৸০
কানপুর টিন সমেত		২৩৲—২৪৲
ঘানির		২৮৲
নারিকেল তৈল		১৯৲—২০৲
রেড়ির তৈল		১৫৷০—১৬৲

কেরোসিন তৈল—

আমেরিকান তৈল :—

বানর		৮৴০
ঐ টিন		৮৷৴০
হাতী ১ গ্যালন	দুই টীন	৬৷৵০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোঃ

২। বর্ম্মা তৈল :—

চক্র	৬৷৶০	দুই টিন
সূর্য্য	৬৷৶০	„
তারা	৬৷৶০	„
ভিক্টোরিয়া	৫৸৶০	„
হাঁস	৫৸১০	„
ছাগল	৫৷১০	„
মুগী ও চাবি	৫৸৶১০	„

আটা, ময়দা, সুজী—

সর্ব্বোৎকৃষ্ট	৬৷৵০
গৃহস্থের	৬৵০
বি, আটা	৬৷৶০
এস নং „	৫৸০
২ নং „	৫৸৶০
৩ নং „	৪৶০
সুজী	৬৷৶০

মসলা—

লবণ	১০০/ মণ	১২৯৸৶০
হলুদি (মছলি পত্তন:)		১৩৷০
সুপারি (মাঝারি)		১৯৲
ঐ বড়দানা (ঐ)		১৮৷০
ঐ ছোট		১৮৲
ঐ (জাহাজী)		১২৲—১৪৲
ধনিয়া		৫৲—৭৷০
গোল মরিচ (কানানোর)		৩০৷০
লবঙ্গ	সের	১৷০
এলাচি (বড়)	মণ	২১৷০
ঐ (ছোট)	সের	৪৲
সাগুদানা	মণ	৮৷৵০
এরারুট		৮৷০
ধুনা (জাহাজী)		৬৷০—৮৲
ঐ (রেঙ্গুনী)		১২৷০
শুণ্ঠ		১৩৷০
দারুচিনি		১১৷০
কর্পূর		১২৭৲
মিছরি (১—২ নং)		৮৷০—৯৷০

চাউল—

পাটনাই আতপ	৬৷০—৬৷৶০
চিনিশকর	৮৷০—৯৲
দাউদখানি	৮৲—৮৷৶০
বাকতুলসী	৬৷০—৭৷০
বালাম	৬৷৶০—৭৲
কাজলা	৪৲—৪৷৶০
পাটনাই সিদ্ধ	৫৷৶০—৫৸০
নাগরা	৫৲—৫৷০

সন্তার তিন অবস্থা

যদি জানেন ত

মার্কোজোন

লইবেন

কারণ হাইড্রোজেন পারোক্সাইডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট—মার্কোজোন।

ইহার পরিবর্ত্তে অন্য হাইড্রোজেন পারোক্সাইড লইবেন না দোখয়া লইবেন উহাতে

MERCKOZONE

লেখা আছে কি না।

মার্কোজোন—সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগে ব্যবহৃত হয়

মার্কোজোন—কুল্লি করিতে প্রয়োজন হয়

মার্কোজোন—ব্রণ মেছেতার অমোঘ ঔষধ

মার্কোজোন—নখের শুভ্রতা ও উজ্জ্বল্যদেয়

মার্কোজোন—জামা কাপড়ের দাগ তুলিতে অদ্বিতীয়

মার্কোজোন—হস্তি দন্তের দ্রব্যাদি পরিষ্কার করে

মার্কোজোন পূর্ণ বীর্য ১২ মাত্রাযুক্ত হাইড্রোজেন পারোক্সাইড। ইহার বিশুদ্ধতা ও শক্তির জন্য আমরা দায়ী থাকি।

৪, ১০ ও ২০ আউন্স পেটেণ্ট বোতলে বিক্রয় হয়

সকল ডাক্তারখানায়ই পাওয়া যায়

কেবল মাত্র ই, মার্ক ডার্ম্মষ্ট্যাড হেসি, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৪৭।২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা

এখানে জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। ২ বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস এবং তিন বৎসরে এইচ, এম, বি, উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩৲ টাকা।

ইহার সংলগ্ন ডিসপেন্সারিতে /৫, ৵১০ দরে ঔষধ এবং বাজার দরে অত্যন্ত দ্রব্য পাওয়া যায়। কলেজে নূতন আউট ডোর ডিসপেন্সারী খোলা হইয়াছে ও তাহা কলেজের সিনিয়ার ষ্টুডেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য—ডাক্তার এস খান, এম্‌,ডি, (আমেরিকান) ৪৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন। প্রাইভেট পরীক্ষা লওয়া হয়।

"হানাফী"র তেজস্বী সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব প্রণীত

প্রতিদান

একটী সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চশিক্ষিতা সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু যুবতীর সহিত জনৈক সদ্বংশজ, চরিত্রবান, তেজস্বী ও মহৎহৃদয় মুসলমান যুবকের অপ্রত্যাশিত সম্মিলনের মধুর চিত্র। ইহা বিষের বিষের ব'টী নহে—বরং পবিত্র প্রেমের অমিয়-পেয়ালা! যদি অমৃত-নিস্যন্দিনী প্রেমের স্বর্গীয় সুধা-ধারা পানে বিভোর হইতে চাহেন, তবে "প্রতিদান" পাঠ করুন; মূল্য ॥০ আনা।

আলেম সাহিত্যিক

মৌলবী মোহাম্মদ মোজফ্‌ফরুদ্দীন প্রণীত—

গোলেগোল

মনোরম সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। পাঠে কৌতূহলোদ্দীপ্ত হইবেন এবং আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইবেন। চরিত্রগুলি উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত, মধুর ভাষায় চরিত্রিত। সুদৃশ্য সিল্ক বাঁধাই মূল্য ১৷০ দেড় টাকা॥

মৌলবী মোহাম্মদ আলা হাসান সাহেব-সঙ্কলিত

শেষ নবী

যে অমূল্য গ্রন্থের অদর্শন প্রচার বন্ধে মোসলেম সমাজ উদ্‌গ্রীব-উৎকণ্ঠিত ছিলেন, ঘন ঘন পত্র লিখিয়াও নিরাশ হইতেছিলেন—সেই হজরত রসুলে করিমের জীবনী ও ধর্ম্মনীতি বর্দ্ধিত আকারে—প্রবন্ধ সম্ভারে পুনঃ-মুদ্রিত হইয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া মুসলমান রসুলোল্লার অনুসরণ করুন। সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ১৷০ মাত্র।

কবিবর মৌলবী শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের গ্রন্থাবলী

"আলমগীর"

ইতিহাসের সত্যতা এবং উপন্যাসের মাধুরী এই পুস্তকে একাধারে বিরাজিত বিধর্ম্মী লেখকগণ উক্ত মহান সম্রাটের সম্বন্ধে যে সমস্ত অলীক কলঙ্ক প্রচার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তৎসমুদয় সম্যক বিদূরিত হইবে। মূল্য ১৸০।

সাদির কালাম

শেখ সাদির শতাধিক বয়াত এবং সুললিত কবিতার বঙ্গানুবাদ। মাদ্রাসা মক্তবের ছাত্রগণের মুখস্থ করিবার একান্ত উপযোগী। মূল্য ।৵০ আনা।

গুলিস্তাঁর গল্প

মহাকবি সাদীর বিশ্ব-বিখ্যাত গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ। ৭৫টী অতুলনীয় গল্প; প্রত্যেক গল্প আনন্দ ও উপদেশের অমিয় নির্ঝর। তৎসহ প্রায় দুই শত সুনীতিপূর্ণ পারসী বয়াত ও তাহাদের সুললিত কবিতার অনুবাদ। ১৯৬ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৲ মাত্র।

শিশু-মহলে খুশীর তুফান—

আনন্দ কোলাহল পুলক-প্রবাহ

কবি শেখ মোঃ ইদ্রিস আলী সাহেব প্রণীত—

শিশুদের মোস্তফা

যদি আপনি আপনার ছেলে-মেয়েদিগকে উন্নত করিতে চাহেন, জ্ঞানী, মানী ও বুদ্ধিমান দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের বুকের মধ্যে ধর্ম্মের মহা মানিক স্থাপন করিতে সাধ রাখেন, তবে মানুষের সেরা মানুষ, আল্লাহতায়ালার প্রিয় বন্ধু, পয়গম্বরদিগের মাথার তাজ মহা নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মজতবা (সঃ) এর পুণ্যময় জীবন-কথা "শিশুদের মোস্তফা" পাঠ করিতে দিন। ইহার ভাষা কবিতার চেয়ে ও মধুর, ঘটনা বিবরণ গল্পের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, ভাবধারা যার পর নাই পবিত্র, করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কেবল ছেলে মেয়ে কেন, ইহা পড়িতে পড়িতে প্রবীণ প্রবীণা ও তন্ময় হইয়া পড়িবেন। হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) এর সাধনা খোদা-প্রেম উন্নত বাৎসল্য দেখিয়া নিজেকে ভুলিয়া যাইবেন। সেই সরওয়ারে কায়েনাতের পূত জীবন-কথা জ্ঞাত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। তিনি মানুষ ছিলেন কি, ফেরেশ্‌তা ছিলেন, ভাবিয়া দিশা করিতে পারিবেন না। মূল্যবান কাগজে সুচারু ছাপা ও মনোজ্ঞ বাঁধাই! মূল্য ॥০ আনা।

মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স ১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ, হাই, এণ্ড কোং

'ক্রোম' ও উজ্জ্বল 'কীড্‌' প্রভৃতি উন্নত ধরণের চামড়া ও জুতার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম-বিক্রেতা এবং সাধারণ অর্ডার সরবরাহকারী।—উক্ত বিখ্যাত কোম্পানি মালের আমদানী রপ্তানী নিয়মে করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা বহু জিনিস-পত্র সঞ্চিত রাখেন। লিখিত মালগুলিও বর্ত্তমানে র ভাণ্ডারে মৌজুদ রহিয়াছে:-

[illegible], কটা ও খয়ের রঙের ক্রোম্ চর্ম্ম।

[illegible], কটা ও ঘন-কটা রঙের উজ্জ্বল [illegible]

[illegible] বর্ণের মখমল-চর্ম্ম।

[illegible] (ভেড়ার) 'বাক্' চর্ম্ম।

[illegible] ও 'ছাগের' বার্ণিশ করা চর্ম্ম।

[illegible]জী ও কাবুলী ভেড়ার এবং মাদ্রাজী [illegible]

[illegible]গো-মহিষের ক্রোম্ ও বার্নিশ করা গোড়া-[illegible]র্ম্ম।

৮। কাল ও কটা বর্ণের নানাবিধ প্যাটেণ্ট-চর্ম্ম

৯। বিভিন্ন রঙের 'সিউড' চর্ম্ম।

হেড্ অফিস :—৩৩।১, বেনেপুকুর রোড

ব্রাঞ্চ :—২৯।১ বেনেপুকুর রোড

কলিকাতা।

টেলি :—"আন্ ফোর্সিন।"

দৈবপ্রাপ্ত

ধবল রোগের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন খোদার মর্জ্জিতে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। বহু পরীক্ষিত ও [illegible] পত্র আছে। মূল্য ২।০ আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি

ম্যানেজার হানাফী

৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাহির হইল! বাহির হইল!

ঈদ-অল-আযহার অপূর্ব্ব সওগাত

হারামণি

একখণ্ড নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিবেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপরিচিত, জনপ্রিয় সুলেখক

মওলবী মুহম্মদ মন্‌সুর্‌উদ্দিন এম-এ

সাহেবের প্রথম পুস্তক

হারামণি

অনিন্দ্য-সুন্দর প্রচ্ছদ-পট বিভূষিত

অভিনব ভূমিকা সম্বলিত।

মূল্য বাঁধাই ১৸১০ মাত্র, অর্থাৎ পাঁচসিকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আপনি কি ধাতু-সম্বন্ধীয় রোগে ভুগিতেছেন?

তবে অবিলম্বে

ডাঃ উীনের সেক্স-ডিলাইট

ব্যবহার করুন

যাঁহাদের শুক্র জলবৎ তরল, ধারণা-শক্তি মাত্রই নাই, এমন যাঁহারা সহবাস সুখে বঞ্চিত যাঁহাদের প্রস্রাবের সহিত এমন কি বাহ্যে বসিয়া কোঁথ দিলে সরু সুতার ন্যায় শুক্র নির্গত হয় এবং সামান্য উত্তেজনায় বীর্য্যপাত হয়, যাঁহাদের পুরুষাঙ্গ দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া পড়ায় যাঁহারা স্ত্রীসহবাসে অক্ষম, অথবা সহবাসের পূর্ব্বেই যাঁহাদের বীর্য্য-স্খলন হইয়া যায়, এমন যাঁহারা সদাই মনমরা, কার্য্যে স্ফূর্ত্তিহীন, তাঁহাদের পক্ষে এই মহৌষধ অমৃততুল্য। বৃথা আড়ম্বর করিতে চাহি না। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার আশ্চর্য্য ফল বুঝিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত ইহা সেবনে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বীর্য্যস্তম্ভন অর্থাৎ এমসাক হইয়া স্ত্রীর মনে আনন্দ দান করে। ইহা বৃদ্ধকেও যুবার ন্যায় ক্ষমতা দান করে। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা, ৩ শিশি ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। অর্ডারকালীন এই কাগজের নাম উল্লেখ করিবেন

প্রাপ্তিস্থান—দি গ্লোব লেবরেটরী

১১নং মার্কেট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাইজ, লাইব্রেরী এবং নভেল বহি

পাক পাঞ্জাতনের জীবনী	৪৷০	কোর-আন-শরীফের উপদেশ	৸০
হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর বিস্তৃত জীবনী	২৲	খোদা প্রাপ্তি তত্ত্ব	২৲
আদর্শ মানব (হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ	১৲	দরবেশ কাহিনী	১৷০
হজরত ফাতেমা যোহরার জীবনী	১৲	ভাগ্য লিপি	২৲
হজরত হাসান হোসেনের জীবনী	২৲	মরুর কুসুম	৷১০
চারি আস্‌হাবের জীবনী	২৷০	সতী মহিমা	৷০
হজরত বড় পীরের জীবনী	১৷০	পরলোক দর্শন	৸৵০
মেশ্‌কাত জান্নাত বঙ্গানুবাদ	॥০	স্বর্গীয় আনন্দ	৸৵০
মসায়েলে ইস্‌লাম	১৷০	জরিনা	৸০
ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও নামাজ শিক্ষা	।৵০	তুর্কী বীর	৸০
মজ্‌মুয়ে ওয়াজ শরীফ ১ম	১৷০	সংসারে পয়সা সার	৸০
ঐ " ২য়	১৷০	খোস গল্প	৸০
		বেহেশ্‌তের অলঙ্কার	২৲

মনিরুদ্দিন আহম্মদ এণ্ড সন্স

"মোস্‌লেম লাইব্রেরী" ঢাকা

Printed and Published by Fazlul Huq Selbersi at The Islamia Printing House, 47 Ripon Street, Calcutta.

৩য় সংস্করণ নূতন সংস্করণ !!

সৌভাগ্য স্পর্শমণি

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মওলবী মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলি মরহুম কর্ত্তৃক পণ্ডিত রাজ মহাত্মা ইমাম গাজ্জালী সাহেবের পারসী গ্রন্থ 'কিমিয়া সা'আদৎ' এর ইহা সরল বঙ্গানুবাদ। ইহাতে মানবোচিত গুণার্জ্জনের পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বিশ্বের সমুদয় জ্ঞান একাধারে সমাবেশ করা হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসানীতি ও রাজনীতির স্থচিন্তিত ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা আছে? ইহা সার্থক নামা —স্পর্শমণির ন্যায় ইহার উপদেশ সাহায্যে মানব স্বীয় কুপ্রবৃত্তি দূর করিয়া দেবত্বগুণে ভূষিত হইতে সক্ষম হয়।

পুস্তকের বিশেষত্ব—ইসলাম ধর্ম্ম ও নীতি আলোচিত হইলেও ইহাতে সাম্প্রদায়িক বা বিজাতীয় বিদ্বেষের লেশমাত্র নাই। ইহা বিশুদ্ধ সরল ভাষায় লিখিত এবং টিকা টিপ্পনী যোগে এমন সহজবোধ্য যে, অল্প শিক্ষিতা মহিলাগণও বেশ বুঝিতে পারেন। মোস্‌লেম জগতের আদর্শ ও বরেণ্য মহাত্মাগণের সাধু জীবনের ঘটনাবলী ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় উদাহরণস্থলে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকের এক খণ্ডের অভাবে অন্য খণ্ড পাঠে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

পুস্তকের আদর ও মূল্য—বেঙ্গলী বঙ্গবাসী প্রভৃতি হিন্দু সংবাদপত্রে এই পুস্তক উচ্চ প্রশংসিত। ইহা সংক্ষিপ্ত অনুবাদ নহে—সুচিন্তিত টিকায় পরিপূর্ণ। তাই পারসী মূল গ্রন্থ থাকা সত্ত্বেও বঙ্গানুবাদক সাহেবের সুলিখিত সম্পাদকতার জন্য তাঁহার অনুমতিক্রমে 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' আসামী ভাষায় 'পরমার্থ দর্পণ' নামে বহির হইতেছে। ইমাম সাহেবের জীবনীসহ ইহা প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত আটখণ্ডে চুয়াল্লিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। (ক) দর্শন-পুস্তক (তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে চারি অধ্যায়) ১৲ টাকা, (খ) এবাদৎ পুস্তক (দশ অধ্যায়ে নামাজ, রোজা, হজ্ব ইত্যাদি) ১৷৹ আনা (গ) ব্যবহার পুস্তক ১ম ভাগ ১৲ টাকা (ঘ) ঐ শেষ ভাগ ১৲ (দশ অধ্যায়ে পানাহার, বিবাহ, উপার্জ্জন সঙ্গমাদি ইত্যাদির বিধি বিবরণ) (ঙ) বিনাশন পুস্তক ১ম ভাগ ১৷৹ টাকা (চ) ঐ শেষ ভাগ ১৷৹ টাকা (দশ অধ্যায়ে বহুভাষণ, ধনাসক্তি ইত্যাদির ক্ষতিকর প্রভাব ও তাহাদের দূরীকরণের উপায়) (ছ) পরিত্রাণ পুস্তক ১ম ভাগ ২৲ টাকা (যন্ত্রস্থ), (জ) ঐ শেষ ভাগ ২৲ টাকা (যন্ত্রস্থ), (দশ অধ্যায়ে মানবের সদগুণার্জ্জনের উপায়), সমগ্র আট খণ্ড গ্রন্থের মূল্য সডাক ১২৶৹ আনা স্থলে সডাক ৮৸৵৹ আট টাকা দশ আনা। এক্ষণে সাড়ে পাঁচ টাকা (অথবা যে কোন খণ্ডের পুরা মূল্য) মনিঅর্ডার যোগে অগ্রিম পাঠাইলে বিনা মাশুলে রেজিষ্টারি পার্শেলে মুদ্রিত ছয়খণ্ড বই (অথবা প্রার্থিত পুস্তক খণ্ড পাঠান হয়। পত্র লিখিলে নমুনা খণ্ড সৌভাগ্য স্পর্শমণি' এক কপি নমুনা স্বরূপ বিয়ারিং ডাকে 'উপহারের নিয়মাবলী সহ পাঠান হয়।

গ্রন্থকারের অন্য পুস্তক দুগ্ধ সরোবর—(দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹ আনা, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তন্নিবারণের উপায় মনোহর গল্পচ্ছলে বর্ণিত। ইহার এক খণ্ড পুত্র-কন্যার হাতে দেউন।)

তালিমে নামাজ—মুনশী জোবেদ আলী (দ্বিতীয় সংস্করণ) নামাজ, রোজা ইত্যাদির নিয়ম ও অন্যান্য বিবরণপূর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বহি। ১৬৫ পৃষ্ঠা একখণ্ড বালক-বালিকার জন্য ক্রয় করুন। মূল্য ।৹ আনা।

ঠিকানা—মির্জ্জা মোহাম্মদ ইয়াকুব।
কোচিনর পুস্তকবীথি—পোঃ রাজশাহী

যক্ষ্মা ও হাঁপানি—রোগে কেহ হতাশ হইবেন না। রেজেষ্টারীকৃত ভাওয়ালের মৃত রাজকুমারের পুনর্জ্জীবনদাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগা প্রদত্ত "এজমোভাইনা" সেবনে সহস্র সহস্র হাঁপানিও যক্ষ্মা (থাইসিস) রোগী আরোগ্য হইতেছে। এক দিনেই উপশম। ফলের জন্য গ্যারান্টি। ১ শিশি ২৷৹ টাকা।

ডব্লিউ ডাই এণ্ড কোং (আ) পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

টাকায় টাকা লাভ। রোগীর অশেষ উপকার। ব্যবসায়ীর চূড়ান্ত লাভ।

কেরামতী ঔষধালয়।

তাহিরপুর (বেঙ্গল)

স্থাপিত সন ১৩০০ সাল। ইং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ।

কলিকাতা, ঢাকা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের ন্যায় শুধু বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ও ছবির চাটুকতা নাই। বহু পরীক্ষিত ও সদ্যফলপ্রদ ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে প্রস্তুত হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় ও চিঠিপত্রাদি গোপনে রাখা হয়। এজেণ্ট ও পাইকারকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। ঔষধের মূল্য ছাড়াও ডাকমাশুল ও প্যাকিং আদি খরচ গ্রাহকের অতিরিক্ত লাগে। কিন্তু ঔষধের সমস্ত মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে যাবতীয় খরচ আমরাই বহন করি। আমাদের নিকট কোনরূপ প্রতারণা নাই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"আসল আবেহায়াত":—নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক ইউনানী মহৌষধ ১২৫ প্রকার রোগে হাতে হাতে ফল। অনুপানের কোন হাঙ্গামা নাই। 'মকরধ্বজ'ও ইহার নিকট হার মানিয়াছে। সেবনে বাঁধাধরা নিয়ম বা কষ্ট নাই। ইহা দীর্ঘ স্থায়ী ঔষধ। কচি শিশু, গর্ভবতী, বৃদ্ধ দুর্ব্বল সকলেই নিঃসন্দেহে সেবন করিতে পারে। মূল্য বড় শিশি ২৲ টাকা। ১২ শিশি ১৮৲ টাকা। ছোট শিশি ৷৷৹ আনা। ১২ শিশি ৪৷৷৹ টাকা।

"হোসেন সুধা":—সর্ব্বপ্রকার দাদ, কাউর, চুলকানী, পাঁচড়া, পামা পাকুই, আংচার, যে কোন রকম ঘা, ইত্যাদি সকল রকম চর্ম্মরোগই বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় দুইদিনে নিশ্চয় আরোগ্য। কাপড়ে দাগ লাগেনা বা কোন দুর্গন্ধ হয়না। মূল ১ প্যাক /৹ এক আনা। ১২ প্যাক ৷৷৹ আনা। ২৫ প্যাক ৸৵৹ আনা। ১০০ প্যাক ৩৲ টাকা। এক হাজার ২৫৲ টাকা। উক্ত সমুদয় গুণযুক্ত 'সুধা মলম' ১ কৌটা ৵৹ তিন আনা। ১২ কৌটা ১৷৷৹ টাকা। ১০০ কৌটা ১০৲ টাকা।

"হব্বে আজম":—সর্ব্বপ্রকার নূতন পুরাতন প্রমেহ, ধাতুদোষ, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, বহুমূত্র, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, পুরুষত্বহীনতা বা নামর্দ্দমী প্রভৃতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। তিন দিনেই ফল বুঝা যায়। রোগ খুব কঠিন ও পুরাতন হইলেও তিন সপ্তাহের বেশী ঔষধ সেবন করিতে হয় না। ইহা অধিকন্তু উৎকৃষ্ট বাজীকরণ, রসায়ণ, শুক্রবৃদ্ধিকারকও গাঢ়কারক এবং বীর্য্যস্তম্ভকারক। মূল্য (৩ সপ্তাহের ঔষধ) ১ শিশি ১০৲ টাকা স্থলে ২৷৷৹ আড়াই টাকা। ১২ শিশি ২৫৲ টাকা।

"ইউনানী যৌবনবাহার তৈল":—সর্ব্বপ্রকার শিররোগের মহাসুগন্ধি কেশ তৈল ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ, শ্লেষ্মা, সান্নিক, সান্নিপাত ইত্যাদি যে কোন কারণে উৎপন্ন মাথার দোষ অল্প সময়ে আরোগ্য হয়। চুলউঠা; মরামাস, খুস্কী; অকালে চুল পাকা; টাক প্রভৃতি ভাল হয়। বাজারে ইহার মত পরম উপকারী তৈল একটীও নাই বলিলেই হয়। মাথায় লাগান মাত্র আরাম মিলে। ইহা একাধারে ঔষধ ও সৌখীন বিলাস সামগ্রী। মূল্য বড় শিশি ১৲ টাকা। ১২ শিশি ৯৲ টাকা। ছোট শিশি ৷৷৹ আনা। ১২ শিশি ৪৲ টাকা।

যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ 'সুরমা মামিরা' ১ শিশি ৵৹ দুই আনা। ১২ শিশি ১৷৹ আনা

হোব্বেশ্শাফা ঃ—নূতন বা পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ। ১ বড়ীতেই জ্বর যায়। জ্বর খুব কঠিন ও পুরাতন হইলেও ৩ বড়ীর বেশী একটা রোগীর লাগেনা। ইহাতে কুইনাইন নাই। জ্বরে পৃথক জোলাপ দিতে হয়না। এই ঔষধেই দাস্ত খোলাসা হইয়া জ্বর যায়। সেবনে কষ্ট নাই। কারণ, ঔষধের কোনই স্বাদ নাই। মূল্য ১ বড়ী /৹ এক আনা। ২৫ বড়ী ৸৹ আনা, ১০০ বড়ী ২৷৷৹ টাকা। এক হাজার ২০৲ টাকা।

'মহাশক্তি':—নূতন; পুরাতন সর্ব্বপ্রকার বাত ও বেদনার মহৌষধ। একবার লাগান মাত্র আরাম বুঝা যায়। মূল্য ১ শিশি ৷৷৵৹ আনা ১২ শিশি ৫৲ টাকা।

কয়েকটী অতুলনীয় মহৌষধ

১। "অর্শহর গুটীকা" অর্শ রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ।
২। "শ্বেতকুষ্ঠ গুটিকা" শ্বেতকুষ্ঠের অদ্বিতীয়—
৩। "বিরেচক বটীকা" মৃদু বিরেচক ঔষধ।
প্রত্যেক কৌটার মূল্য

আনা

৪। 'মনিমঞ্জন' দাঁত নিরাপদ রাখিতে ও দাঁতের পীড়া নষ্ট করিতে পরীক্ষিত।
৫। "মনিমলম" সর্ব্বপ্রকার দদ্রু রোগের মহৌষধ।
প্রতি কৌটার মূল্য

আনা

মানবের শরীর নষ্ট হয় কেন ও উহার উন্নতি করিবার উপদেশযুক্ত গ্রন্থ "কামশাস্ত্র" ঠিকানা সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়—২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শান্তি তৈল

যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

প্রাপ্তি স্থান :—

হাকিম মৌলবী মোহাম্মদ আলবাহার হোসায়ন,

ইউনানী মেডিকেল হল, পোঃ আটুরিয়া, ২৪ পরগণা।

বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ

নামাজগড়—বগুড়া

এখানে জানুয়ারী ও জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। এক বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস, ও এইচ, এম, বি, উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩৲ ও ৪৲ টাকা। বিশেষ বিবরণের জন্য /৹ আনা টিকিটসহ প্রিন্সিপাল—"বগুড়া হোমিওপ্যাথিক কলেজ" নামাজ গড়, বগুড়ায় পত্র লিখুন প্রাইভেট পরীক্ষাও লওয়া হয়।

অদ্ভুত

রতি শক্তি

ফকিরী দ্রব্যগুণ ও মালিশ

বিফলে মূল্য নিশ্চয় ফেরৎ

চূর্ণ—ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক। ইহাতে মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি দূর করিয়া জলের ন্যায় তরল শুক্র গাঢ় করে। এক পেকেট ১৷৹ আনা।

মালিশ—পুরুষত্বহীনতার অমোঘ অস্ত্র। ইহাতে শিথিল, খর্ব্ব ইন্দ্রিয় সতেজ সুদৃঢ় ও বৃদ্ধি হয়। মালিশ ১ শিশি ১৲ টাকা।

শাহী বটী ১ নং—ইহা মেধা স্মৃতি ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ও ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, অবসাদ প্রভৃতি দূর করিয়া অসীম শক্তি প্রদান করে ও রতি-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করে। ১ কৌটা ২৲।

এমচাক বটি ২ নং—ইহা সেবনে মুহূর্ত্তে শরীর উত্তেজিত হইয়া বহুক্ষণ ব্যাপী বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ১ কৌটা ১৲ টাকা।

হাকিম মৌলবী কাজী আফাজ উল্লা।
২৬৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিফলে ৫০৲ দণ্ড দিব

এ, বি, সাহেবের জগদ্বিখ্যাত ও বহু প্রশংসিত এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী কৃত "কৃমিকুঠারী" ১ মাত্রা সেবনেই ১ ঘণ্টায় সর্ব্ব প্রকার কৃমি মলের সহিত বহির্গত হয় পৃথক জোলাপের দরকার করে না। প্রতি পুরিয়া ।৹ আনা ডজন ২৲ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বহু এজেণ্ট আবশ্যক।

এ, বি, সাহেব এণ্ড কোং
হাতিবান্ধা—ময়মনসিংহ

সচিত্র পয়গম্বর

বঙ্গবিখ্যাত খানবাহাদুর মরহুম মৌঃ তসলিমুদ্দিন আহমদ বি, এল, এর শেষ মহান দান।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারক, ইস্‌লাম সাম্রাজ্য সংস্থাপক এবং আদর্শ মানব হজরত মোহাম্মদের সম্পূর্ণ জীবন চরিত। কোরআন, তফসীর এবং হাদিস অবলম্বনে বহু নূতন বিষয়সহ ৫ খানি মনোমুগ্ধকর হাফটোন সুচিত্রে ভূষিত, উত্তম ছাপা ও বাঁধাই, মূল্য ১৷৷৹ মাত্র।

হজরত ওমর (সৈয়দ আব্দুর রউফ) ২৲
সাহাবিয়া (খানবাহাদুর তসলিমুদ্দীন) ১৷৷৹
প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা (ঐ ২য় সংস্করণ) ৷৷৵৹
সম্রাট ছালাহ উদ্দীন (মৌঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল—সাদত কলেজ) ১৲
বাদশাহ বাবর (ঐ ঐ) ৷৷৹
গুল দাস্তা (মিঃ ওয়াজেদ আলী, বার এট-ল)
তাপসী রাবেয়া (মৌঃ সৈয়দ এমদাদ আলী)
হাফেজা (ঐ ঐ)
ইস্‌লাম ও বহুবিবাহ (কিদওয়াই ও কাদেরী)
ইস্‌লাম ও পর্দ্দা (ঐ ঐ)

মোসলেম-পাকপ্রণালী

১ম ভাগ ১৷৷৹ ২য় ভাগ

মোসলমানদিগের সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট পোলাও, কোর্ম্মা, কালিয়া, কোফ্তা, দো-পেয়াযাঃ, বিরিয়ানী, বরদা, আশ, হরিষা, খিচুড়ি, সিরমল, পারাঠা, বাকেরখানি, ফিরনি, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, আচার, চাটনি আদি শতশত প্রকার পাকশিক্ষার অদ্বিতীয় গ্রন্থ। উত্তম ছাপাও উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী

ইস্‌লামিয়া আর্ট প্রেস,
১৩৮ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা

চিরজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া

গনোরিয়া

সাতদিনে আরোগ্য করা হয়
অনারোগ্যে মূল্য ফেরত
মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা
ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩৩।৯, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, জানবাজার, কলিকাতা

পরিচালক—হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল

Registered No. C-1685

মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ প্রণীত

রাজর্ষি এবরাহিম

সম্পূর্ণ নূতন—অনাস্বাদিত—অনাঘ্রাত চমকপ্রদ তাপস জীবনী। রাজর্ষি এবরাহিম আদহামের অলৌকিক জীবন-কথা পাঠে পুলকিত ও বিস্ময়াপ্লুত হউন জীবন সার্থক হইবে। স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধা মূল্য ১।০ টাকা।

ইস্‌লামিক পাবলিশিং হাউস—১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অল্প বয়সে চুল উঠা—অল্প বয়সে চুল পাকা নিবারণ করিতে কবিরত্নের দাশরথি কেতকীকুসুম তৈল

মূল্য ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।০ আনা, তিন শিশি ২॥০ টাকা মাশুল ৷৵০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন
২ নং হীর লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

আফিস—
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

আল-মুসলিম

'AL-MUSLIM'
47, Ripon Street,
CALCUTTA.

বার্ষিক মূল্য ভারতে ২॥০ ও বিদেশে ৫৲ টাকা	সম্পাদক—ফজলুল হক সেলবর্সী	প্রতি সংখ্যা ৴১৫ তিন পয়সা মাত্র

২য় বর্ষ	২৬শে আষাঢ় শুক্রবার, ১৩৩৭ সাল; ১১ই জুলাই, ১৯৩০ ইং; ১৪ই শফর, ১৩৪৯ হিজরী	২৩শ সংখ্যা

LIFETIME GUARANTEE

WORLDS' GREATEST

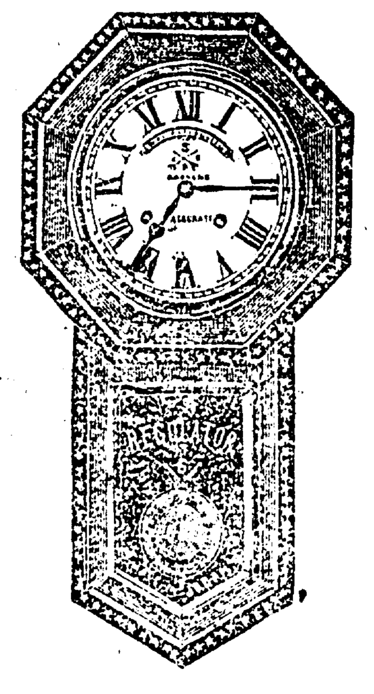

৮ ইঞ্চি ডায়েল ১৪৲ ১০ ইঞ্চি ডায়েল ১৭৲

মফঃস্বলের অর্ডারের সহিত অন্ততঃ ৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশন ও নাম, ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিবেন।

লিমটন ওয়াচ কোং
১৪৩-৪৫ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পোঃ বক্স ২০৭৬।

LIMTON WATCH Co.
143-45 Radhabazar Street, Calcutta.
POST BOX 2076.

পিত্তশূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ!

হাজী আহ্‌মদ আলী সাহেবের

শূলসুধা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত নং ১৪৭০

পিত্তশূল, অম্লশূল, কলিজা দরদ ও কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত পেটের বেদনায় "শূলসুধা" সেবন করিয়া চিরকালের জন্য রোগমুক্ত হউন সপ্তাহ সেবনে বেদনা আরোগ্য হয়। পক্ষকাল সেবনে শরীরে নবশক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। আর পুনরাক্রমণ করে না।

মূল্য বড় কৌটা ১৷৵০, ছোট ৷৵০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

জীবন-সুধা

যৌবনোচিত স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাইয়া যাহারা হতাশে ম্রিয়মান হইয়াছেন, খুজলী, পাঁচড়া, রক্তদুষ্টি ও কুৎসিত রোগে ভুগিয়া যাহারা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তাহারা অবিলম্বে "জীবনসুধা" সেবন করুন। অচিরে রোগমুক্ত হইয়া শরীরে নব রক্তকণার আধিক্যে গণ্ডদেশ লাল আভা ধারণ করিবে। ফলতঃ ইহা অমোঘ শক্তিশালী টনিক ও সর্ব্বোত্তম সালসা। মূল্য বড় বোতল ৩৷০ টাকা ও ছোট বোতল ২৷০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

ডাঃ জে, আহ্‌মদ এস, এ, এস

শূলসুধা ঔষধালয়
পোঃ রমনা, ঢাকা।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সুন্দর ক্যাটালগ পাঠান হয়

শিশুগণ

সম্বন্ধে পিতামাতাগণ তাঁহাদের দায়িত্ব বিস্মৃত হইতে পারেন না

বালক-বালিকাগণের সহরে সুখে ও আনন্দে কাল কাটান উচিত, গ্রামে আরও তাহাদের আনন্দের বিকাশ পাওয়া আবশ্যক। আপনার সন্তানগণ সুখে লালিত পালিত হইতেছে, সুখাদ্য পাইতেছে, এবং অশনে বসনে সুসজ্জিত থাকিয়া ও যদি তাহারা বিমর্ষ ও ক্লিষ্টভাবে দিনাতিপাত করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ইহার একটি গূঢ় কারণ আছে। আপনি কি লক্ষ্য করিয়াছেন যে তাহাদিগের রক্ত বেশ পরিষ্কার আছে?

সর্ব্বসাধারণের উপকারী ১নং 'আয়রণ জেলয়েডস্' শিশুদিগের জন্য কিছুদিন ব্যবহার করিলে সুফল দান করিবে, কারণ, ইহাতে অসুস্থতা দূর করিয়া পূর্ণ স্বাস্থ্যবান্ করিবে।

লৌহই লোহিত রক্তকণা সৃষ্টি করিতে প্রধান উপকরণ; এবং শরীর-গঠনোপযোগী লৌহ আপনার দেহস্থিত রক্ত মধ্যে অতি শীঘ্র কার্য্যকারী ও স্থায়ীভাবে প্রধান করিতে 'আয়রণ জেলয়েডস্'ই অদ্বিতীয়।

'আয়রণ জেলয়েডস্' বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত, ইহাতে প্রাণিজাত কোনও দ্রব্য নাই, অধিকন্তু ইহা প্রস্তুত কালের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত হস্তদ্বারা স্পর্শ করা হয় নাই।

বাজারে সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। ১৪ দিনের ব্যবহারোপযোগী ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা। ৪০ দিনের পুরা একটী বড় বোতলের মূল্য ২৷০ মাত্র।

যক্ষ্মা ও হাঁপানি—রোগে কেহ হতাশ হইবেন না। রেঙ্গুন ষ্টারীকৃত ডাক্তারের মত রাজকুমারের পুনর্জ্জীবনদাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগা প্রদত্ত "এজমোভাইনা" সেবনে সহস্র সহস্র হাঁপানিও যক্ষ্মা (থাইসিস) রোগী আরোগ্য হইতেছে। এক দিনেই উপশম। ফলের জন্য গ্যারাণ্টি। ১ শিশি ২॥০ টাকা।

ডব্লিউ ডাই এণ্ড কোং (।) পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শুভসংবাদ

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ, ট্রেডমার্কা, লেবেল ইত্যাদি গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করিতে হইলে ও নানাবিধ ব্লক, রবার ষ্ট্যাম্প, পিতলের নাম ইত্যাদি আবশ্যক হইলে দি ষ্টার ব্যুমার্সিয়াল এজেন্সী ১০ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে—

শিশু চিকিৎসা, টোটকা চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা, দম্পতি বিজ্ঞান ভাগ্য পরীক্ষা ইত্যাদি প্রায় সহস্র প্রকার মূল্যবান ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত "স্বাস্থ্য ও শিল্প" বই লিখিলেই পাঠাই।

বেঙ্গল লেবরেটরী,
১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্লীহারি সেবনে যেরূপ দুরারোগ্য ও চিকিৎসকের অসাধ্য কঠিন প্লীহা হউক না কেন সারিবেই সারিবে মূল্য ১৲ টাকা বিফলে ফেরৎ দিব। রোগীর বয়স লিখুন মাশুল ৷৵০ মাহ্‌বুব এণ্ড কোং, (এল) পোঃ বিলগাঁও ঢাকা।

জনাব মওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী প্রণীত গ্রন্থাবলী

৫৫। **আনওয়ারাল মাসায়েল**:—হইতে মোছলমানের অবশ্য প্রয়োজনীয়, নিত্য-পালনীয় ঈমান, নামাজ প্রভৃতি বিষয়ের বিবদ মছলাসমূহ আছে। ৷০ বার আনা।

৫৬। **ঐ দ্বিতীয় ভাগ**:—ইহাতে রোজা, হেৎরা হজ্জ, জাকাত, কোরবাণী, জবেহ, দুগ্ধ পান ইত্যাদি বহু বিষয়ের মসলা মাসায়েল আছে। ৷৵০ ছয় আনা।

৫৭। **তাবিজের কেতাব**:—অজস্র তাবিজ, দোওয়া, তদবির ইহাতে আছে। ইহা চারি খণ্ডে শেষ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড ৷৵০ ছয় আনা।

৫৮। **খোৎবাহ**:—মূল আরবী, খোৎবাহসমূহ ও তাহার সঠিক বঙ্গানুবাদ। ।৵০ সাত আনা।

৫৯। **জাতীয় কল্যাণ**:—সুমধুর কবিতা-পুস্তক। জাতির উন্নতি, অবনতি অতীত-স্মৃতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ উদ্দীপনাময়ী কবিতায় লিখিত। মূল্য ।০ চারি আনা।

৬০। **ধূমপানের অপকারিতা**:—ধূমপান নিষিদ্ধ হইবার শাস্ত্রীয় দলীল ও ডাক্তারী মতসমূহ। ৵০ দুই আনা।

হামিদীয়া লাইব্রেরী
হামিদপুর, পোঃ কলারোয়া, খুলনা।

সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যের বিনিময়ে

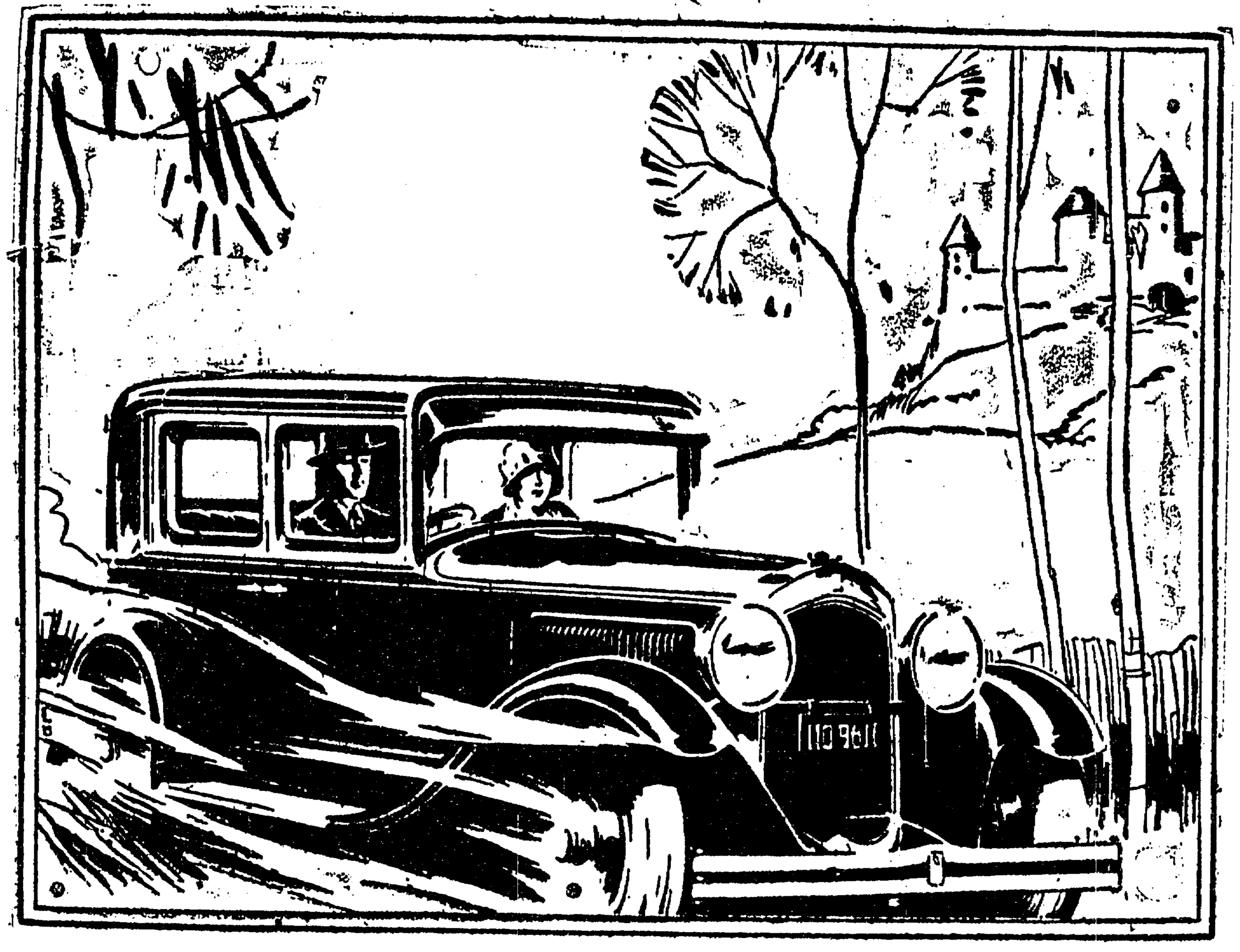

আপনার পুরাণ গাড়ী উপযুক্ত মূল্যে লইয়া নূতন গাড়ী মাসিক কিস্তিতে দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

"হুইপেট" সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ পৌছান মূল্য—টুরিং কার ২,৬৯৫৲ টাকা, রোডষ্টার ২,৮৯৫৲, সাডন ৩,৩৫০৲

কেবল তাহাই নহে, ইহা এমন সুকৌশলে প্রস্তুত যে, অঙ্গুলীর মৃদু চাপে মুহূর্ত্তে থামান ও চালান যায়।

ক্যাপ্টেন ই, জে হপার ... শিলং
জি, মোল্লা এণ্ড সন্স ... ... নওগাঁও
যতীন্দ্রনাথ জানা ... কন্টাই, মেদিনীপুর
সুখা সিং ... ... গয়ারকাট্টা, জলপাইগুড়ি
নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ এণ্ড সন্স ...... ভোলা
এম, এ, খালেক এণ্ড সন্স ... আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম।
জি, শর্ম্মা ... মৌলবী বাজার দক্ষিণ শ্রীহট্ট।

G. McKENZIE and Company (1919) Ltd.

ডি, সি, মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স ... মালদহ
মৈত্র এণ্ড কোং ... ... রংপুর
ফেবারিট্ মটর হাউস ... ... ফরিদপুর
কমলা মটর ওয়ার্কস্ ... ... কিশোরগঞ্জ
ব্রিটীশ মটর ট্র্যান্সপোর্ট ... দার্জ্জিলিং।
যশোহর মটর ইণ্ডাস্ট্রি ওয়ার্কস্ ... যশোহর।

প্রদর্শনী-গৃহ (শো রুম) ১৮এ, পার্ক ষ্ট্রীট,
অফিস ও কারখানা ২০৮ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

কারী মোহাঃ আবদুল জব্বার প্রণীত

বেহেশ্‌তের সোপান

ইহকালে সুখ-শান্তি এবং পরকালে বেহেশ্‌ত যাহাদের কাম্য এই পুস্তক খানা তাহাদের প্রত্যেকেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কোরান-হাদিছ অবলম্বনে লিখিত এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় আর নাই। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কারীউল-কোরান

ঘরে বসিয়া নজেহ ছহি কোরান পাঠ বা কেরাৎ শিখিয়া কারী হইতে চাহিলে এই পুস্তক খানা পড়ুন। বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরে লিখিত। ডিরেক্টর কর্ত্তৃক প্রাইজ লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ঠিকানা:—
কারী এম, এ, জব্বার,
নুর মঞ্জিল পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।

বেগম বিলাশ মালিশ

ধ্বজভঙ্গ রোগে তীব্র যাতনায় যাহাদের ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, শিথিল সরু, ও বক্র বা আগা মোটা গোড়া চিকণ হইয়াছে। ইহা তাহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ কল্পদ্রুম। মূল্য ১৲ পাঁচ সিকা মাত্র। মাশুলাদি ৮৵০। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা:—
বেগম বন্ধু অফিস:—
চাটার্জ্জী ফার্ম্মেসী
১৮নং ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন

"তিন বড়ীতে জর পালায়" রেজেষ্ট্রী "নূতন বড়ী" করা দেশব্যাপি ম্যালেরিয়ার যম।

পথ্যের বিচার নাই। জর আরাম হইলে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৮০ বার আনা ৩ কৌটা ২৲ ডাকমাশুল ৵০ আনা।"

ডাঃ এস আহম্মদ এণ্ড কোং
দি মোসলেম মেডিকেল হল
শালবাড়ী, পোঃ মহেশপুর, রাজসাহী।

ইস্‌লামীয়া লোহার আড়ৎ

লোহার গুদাম ৭০ নং হরিমোহন বসু রোড, হাওড়া।

দর

টেলিফোন নং বড়বাজার ২০৭৩
Tele.—Iron Sarif Cal.

অন্যান্য লৌহ বিক্রেতা অপেক্ষা মফঃস্বলবাসীর সুবিধার জন্য ইমারতের যাবতীয় লৌহ সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। বিলাতী, জার্ম্মানী ও টাটা হইতে—

লোহার কড়ি, বরগা, এঙ্গেল, ঢেউটিন, প্লেনটিন

পাটি, গারদে, বল্টু ও ক্রু আমদানী করিয়া থাকি চালাই পিপার, রেলিং ব্রাকেট আর্চ, রেন পাইপ, ফিটিংস ইত্যাদি প্রস্তুত করি। অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে তিন দিনের মধ্যে অতি যত্ন সহকারে জিনিষ সরবরাহ করি

শরীফ এণ্ড ফ্রেণ্ডস—৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

যাবতীয় ধাতু দৌর্ব্বল্যে ও অম্ল-অজীর্ণে—

জীবনশক্তি

মূল্য ২৲ টাকা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ইহা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত করে এবং প্রাণে নূতন স্ফূর্ত্তি আনয়ন করতঃ দীর্ঘকাল রতিশক্তি রক্ষায় সহায়তা করে। নিয়মিত ৩ শিশি সেবন করিলে মানুষকে কন্দর্প সদৃশ রূপবান করে। বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠানো হয়।

প্রস্তুতকারক—ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মেসী, ১০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বর্ণ ঘটিত

ধাতুপুষ্টি সালসা

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজেষ্টারীকৃত

এই সালসার এত আদর কেন? ইহা সকল সময় এবং সকল ঋতুতে সেবনীয়। অনেক বড় বড় ডাক্তারদের চেষ্টায় এই সালসা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে এক সঙ্গে দুই রকম ঔষধ মিশান হইয়াছে—রক্তপুষ্টি ও ধাতুপুষ্টি। যদি গর্ম্মি, পারা বা পুঞ্জ ধাতুর বিষ শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া রক্তকে জবাফুলের ন্যায় লাল করিবে। আর যাহাদের কোনরূপ বিষ শরীরের ভিতর নাই অথচ ধাতু দুর্ব্বল ও জলের ন্যায় তরল—কিছুদিন এই সালসা সেবন করিলে তাহা মাখনের মত গাঢ় করিবে। এবং ধাতু-দৌর্ব্বল্য, প্রমেহ, মেহ ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় ধাতু-রোগ আরোগ্য করিয়া মনে এক অভিনব আনন্দ আনিয়া দিবে। মূল্য প্রতি বোতল ২৷০ দুই টাকা বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জীবন-দায়িনী।

ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩০।১, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সৈয়দানী হাফেজা খাতুন ও বঙ্গ-বিখ্যাত সাহিত্যরথী মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ প্রণীত

মোস্‌লেম-পাকপ্রণালী

দ্বিতীয় ভাগ।

সত্বরে গ্রহণ করিয়া রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা করুন।

যে মোসলেম-পাক প্রণালী ২য় ভাগের জন্য গ্রাহক ও পাঠকগণ উৎগ্রীব হইয়া আশা-পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, উহা অতি বৃহৎ—৪২০ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইল। এই খণ্ডে ২য় অধ্যায় হইতে পরিশিষ্ট সহ ২২টি অধ্যায়ে কত অসংখ্য প্রকারের পাক-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন পাঠে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থোল্লিখিত ২০টি উচ্চ শ্রেণীর জিনিষ যথা-নিয়মে পাক করিতে পারিলে পুস্তকের মূল্য উসুল হইয়া যাইবে। ২য় অধ্যায়—খনির প্রকরণ ৫ প্রকার, ৩য় অধ্যায় রুটি, বাকরখানি, শিরমাল ও কুলিচাঃ প্রকরণ ৮৮ প্রকার, ৪র্থ অধ্যায় পরাটা প্রকরণ ১২ প্রকার, ৫ম অধ্যায় ছহুছাঃ প্রকরণ ১৬ প্রকার, ৬ষ্ঠ অধ্যায় পুরি প্রকরণ ২৫ প্রকার, ৭ম অধ্যায় তরকারী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, অষ্টম অধ্যায় ছালন প্রকরণ, ৫০ প্রকার, ৯ম অধ্যায় ভাজা-ভাজি ও পাক প্রকরণ, ১৮ প্রকার, ১০ম অধ্যায় বড়ি-বড়া ফুলুরি প্রকরণ, ২২ প্রকার, একাদশ অধ্যায় এখ্‌নি প্রকরণ, ১১ প্রকার, ১২শ অধ্যায় দাল প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৩শ অধ্যায়, ক্ষীর, ফিরনী ও ফালুদা প্রকরণ, ২০ প্রকার, ১৪শ অধ্যায় গুলগুলাঃ প্রকরণ; ১০ প্রকার, ১৫শ অধ্যায় হালুয়া প্রকরণ ৭ প্রকার, ১৬শ অধ্যায় বরফী ও মলিদাঃ প্রকরণ, ৬ প্রকার, ১৭শ অধ্যায় মিঠাই প্রকরণ, ৫৮ প্রকার, ১৮শ অধ্যায় মালাই, দৈ, মাখন, ঘৃত, মালাই প্রকরণ, ৯ প্রকার, ১৯শ অধ্যায় চাটনী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, ২০শ অধ্যায় রোব ও জেলি প্রকরণ, ৬ প্রকার, ২১শ অধ্যায় আচার প্রকরণ ৪৮ প্রকার, ২২শ অধ্যায় বিবিধ প্রকরণ ২৭ প্রকার, পরিশিষ্ট বা ২৩শ অধ্যায় মোরব্বা প্রকরণ, ১৫ প্রকার।

বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রশংসিত ও সাদরে গৃহীত, মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে সুন্দর বিলাতি বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ২।৵০।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্‌লামীয় আর্ট প্রেস,
১৩৮ নং করেয়া রোড ও আল্-মুস্‌লিম বুক ডিপো,
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

বঙ্গানুবাদ শরেহ্-বেকায়া ১।২ খণ্ড (একত্রে)	৩৲
ঐ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম খণ্ড (একত্রে)	৪॥০
বাহরুল ওলুম তরজমা সিদ্দিকল মছায়েল	৩৲
গৌহরে সিদ্দিকল ওয়ায়েজিন ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড ১৸০	
উর্দ্দূ হইতে বঙ্গানুবাদ খোলাছাতল মছায়েল	৯৲
বাংলা তরজমা আরবি পাঞ্জসুরা ২০৪ পৃষ্ঠা	১৲
কেরায়েতোল্ কোরআন (জিয়াতলকারি চিত্রসহ)	৸০
বিশুদ্ধ গোলেবকাওলী ॥০ বিশুদ্ধ হাতেম তাই	১৷০
মহামান্য মহাবীর হজরত আলির জীবনী ১ম ২য়	২৷০
পঞ্চাশ বাসাম চারিয়ারী কাছাছল আম্বিয়াপাক	২৷০
পঞ্চাশ বালাম আলেফ লায়লার কেচ্ছা পাক	৫॥০
চৌধুরী কন্যা উপন্যাস	১৷০
মহাসমাধির কঠোর শাস্ত	১৷০
প্রণয়সিন্ধু বা আত্মত্যাগবীর	১৷০
এসলামী দায় ভাগ	৵০
রঙ্গে তাজিয়া যন্ত্রস্থ।	

হাজি আফাজদ্দিন-আহমদ;
৩৩।১২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

—যদি আপনি ব্যবসায়ী—

তবে তাহা হইলে আল-মুস্‌লিমে বিজ্ঞাপন দিয়া একবার ভাগ্য পরীক্ষা করুন। পত্র লিখিলেই দর জানাইয়া থাকি:—

ম্যানেজার—আল্-মুস্‌লিম
৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

WANTED Candidates desiring to serve in Government, Railway and Canal Departments. Full particulars and Railway Fare Certificate on 2 annas stamp. Apply to:—Imperial Telegraph College, Nai Sar, Delhi.

মফঃস্বল

নিরুদ্দেশ

আমার আত্মীয় বাবু মিঞা ওরফে আবদুর রউফ খোন্দকার পিতামৃত সমির হোছেন খন্দকার বয়স অনুমান ১৪।১৫ বৎসর বর্ণ কাল পাতলা চেহারা সাকিন রামপুর থানা গোবিন্দগঞ্জ জিলা রংপুর আজ প্রায় ২ বৎসর হইল নিরুদ্দেশ। প্রকাশ যে উক্ত থানার অন্তর্গত মহিমাগঞ্জ গ্রাম হইতে জনৈক মওলবী সাহেব তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। তাহার আত্মীয় স্বজন শোকাকুল এবং মাতা মরণাপন্না। নিম্নঠিকানায় তাহার সন্ধান দিতে পারিলে বড়ই বাধিত হইব ও পুরস্কৃত করিব।

মীর্যা তমিযউদ্দিন বেগ
মোখ্‌তার—বগুড়া।

ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন

কাজের প্রস্তাব গৃহিত

জেলা দিনাজপুরের অধীন পোরষা থানার অন্তর্গত তিসলা বোর্ড স্কুল প্রাঙ্গনে মুন্‌শী মফিরুদ্দিন আহমদ ও মুন্‌শী আবদুর-রহিম মিঞা সাহেবের যত্ন ও চেষ্টায় বিগত ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রোয মঙ্গলবার বেলা ৪টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামবাসিগণ সভায় যোগদান করতঃ সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মুন্‌শী মফিরুদ্দিন আহমদ সাহেবের প্রস্তাবে ও মুন্‌শী গিয়াসুদ্দিন আহমদ সাহেবের সমর্থনে তিস্‌লা চক নিবাসী ধন মহম্মদ মণ্ডল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করেন। সভায় বক্তা ছিলেন জনাব মওলবী দেওয়ান শামসুদ্দিন আহমদ নীতপুরী সাহেব ও কুষ্টিয়া মজমপুর নিবাসী জনাব মওলবী সাহ সৈয়দ মহম্মদ আবদুর রহমান খান সাহেব। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সমর্থিত ও গৃহিত হইয়াছে।

প্রস্তাবাবলী

১। মিঃ গান্ধির স্বাধীনতা ঘোষণার পর যে নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহের নামে, উপদ্রবযুক্ত অসত্যাগ্রহ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এই সভা মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে তাহা হইতে পৃথক থাকিতে অনুরোধ করিতেছে। ২। মিঃ গান্ধীর প্রধান প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস হইতে পণ্ডিত মালব্যের প্রস্তাবে যে বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই সভা মুসলানদিগকে তাহা হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করতঃ কংগ্রেসী ভলন্টিয়ারদের পিকেটিং উপেক্ষা করিয়া যাহার যাহা সুবিধা হয় তাহা ক্রয় করিতে জ্ঞাপন করিতেছে। ৩। মিঃ গান্ধী ও তাহার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান হইতে যে ঘোর অনিষ্টকারিতা ও বিপ্লব মূলক আইন অমান্য আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই সভা ভারতীয় তথা কথিত মুসলমান ভাইদিগকে গোল টেবিলের অধিবেশন পর্য্যন্ত বিরত থাকিতে একান্ত অনুরোধ করিতেছে।

মুন্‌শী আবদুল গফুর মিঞা, সাং চাচোহার
থানা পোরসা, জেলা দিনাজপুর।

নব জাগরণের তরঙ্গ

পল্লী-মঙ্গল সমিতি

জেলা খুলনা মহাকুমা সাতক্ষীরা থানা তালার অন্তঃপাতী সরুলিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের মোসলেম পল্লী সকল বহু কাল ধরিয়া আলস্য নিদ্রায় কালাতিপাত করিতেছে। তাহাদের এই মোহ নিদ্রা যে আর ভঙ্গ হইবে বলিয়া আশা ছিল না। অতীব আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে, স্বজাতী বৎসল প্রজা হিতৈষী সরুলিয়ার বর্ত্তমান যমিদার মওলবী আবদুল বারি ও তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মওলবী হেমায়েত উল্লা সাহেব দ্বয়ের এবং কতিপয় শিক্ষিত লোকের প্রচেষ্টায় "মুসলিম পল্লী মঙ্গল", নামক একটি সমিতির কেন্দ্র গঠিত হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্র হইতে শাখা প্রশাখা প্রত্যহ প্রত্যেক গ্রামের মুসলিম পল্লী সমূহে বিস্তারিত হইয়া পড়িতেছে। এবং জাগরণের সাড়া দিতেছে। ইহাতে বহু গ্রামের মুসলিম যুবক যোগদান করিয়া সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। পরম করুণাময় আল্লাহ তালার দরগায় এই মোনাজাত করিতেছি "হে ত্রাণকর্ত্তা আল্লাহ পাক! তুমি এই সমিতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিও। ইহার দ্বারা তোমার মনোনীত ইসলামের বান্দাসকলকে উদ্ধার করিও!! আমীন!

খাদেমুল ইসলাম—
মীর মোহম্মদ আমযাদ আলী
সাং খোরদ, পোঃ সরুলিয়া কাশীপুর, (খুলনা)

সাহায্য প্রার্থনা

মাদ্রসা-গৃহ বিপন্ন

মহোদয়গণ! গত প্রবল ঝড়ে বনয়াসজুর মাদ্রাসার ঘরখানা উড়িয়া গিয়াছে ও বৃষ্টির পানিতে দেওয়ালটী পড়িয়া যাইতেছে। উক্ত ঘরখানা করগেট টীনদ্বারা মেরামত করিতে প্রায় ৬।৭ শত টাকার দরকার, স্থানীয় লোক নেহায়েত গরীব। এ নিমিত্ত সকলের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, আপনারা দয়া করিয়া এই দরিদ্র সমাজের শিক্ষা বিস্তারের জন্য উক্ত মাদ্রাসার ঘর মেরামত করিতে যথাশক্তি সাহায্য মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি। মওঃ নসিরুদ্দীন আহমদ কাসেমী সেক্রেটারী বারাকপুর জুনিয়র মাদ্রাসা পোঃ বলরামপুর, জেলা রাজসাহী।

মুসলেম যুবক ও ছাত্রদের প্রতি

(কাযী আযহার হোসেন)

আমাদের বঙ্গীয় মুসলেম ছাত্র বা যুবক-বৃন্দের জীবন শুধু লেখা পড়ার জন্য, অনেকের এইরূপ ধারণা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ছাত্র জীবন সংসারের বা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার একটী পথ। এই পথ দ্বারা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আসা যায়। যাঁহারা ছাত্র জীবনে যত পাকা হইয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তত পাকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনেক সময় যাহারা গল্প-গুজব, তামাসা ও খেলায় সময় কাটান। তাঁহারা কিছু অংশ যদি বাচাইয়া কিসে সমাজের, দেশের ও দশের মঙ্গল হয় তাহার বিষয় চিন্তা করেন, তাহা হইলে সমাজের অনেক উপকার সাধিত হয়। যাঁহাদের লেখার ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যদি সমাজের কোথায় গলদ, কি করিয়া সমাজের লোক অধঃপাতে যাইতেছে, তাহা দেখাইয়া দুই এক খানি প্রবন্ধ লেখেন তাহা হইলে নানা ধোকাবাযী হইতে আমাদের সমাজ সাবধান হইয়া সত্য পথ বাছিয়া লইতে পারে। আমার মনে হয় তাহাতে তাঁহাদের অধিক সময় নষ্ট হয় না। আর অবসর মত অর্থাৎ স্কুল, কলেজ বন্ধ হইলে বাড়ীতে আসিয়া নিজ 'পরিবারবর্গের ও বিভিন্ন পল্লীতে যাইয়া পল্লী-সমাজ গঠন করিয়া তাহাদের মধ্যে চরিত্র গঠন ও অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করেন তাহা হইলে এই ঘুমন্ত সিংহ-সাবকগুলি অচিরে বিধর্ম্মীর করাল কবল হইতে মুক্তি পাইবার প্রয়াশ পাইতে পারে। বেশী দিনের কথানয়, গত পৌণে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যে জাতিকে বিধর্ম্মীরা দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বলিয়া নিজ স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নীকে উপঢৌকন দিয়া ধর্ম্ম ও জীবন সার্থক মনে করিত, আজ সেই বিজাতিরা এই নিদ্রিত সিংহ-শাবক গুলিকে অযোগ্যতার দোহাই দিয়া হেয় প্রতিপন্ন করিয়া অনবরতঃ নির্য্যাতন করিতেছে। উদাহরণ দিয়া বলিতে গেলে সরকারী ও বে-সরকারী চাকুরী, করপোরেশন, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদি যাবতীয় কেন্দ্র গুলি এক চেটিয়া ভাবে তাহারা দখল করিয়া আছে। ইহা ব্যতীত শ্রদ্ধানন্দের শুদ্ধি আন্দোলন, হিন্দু মহাসভা গঠন, ডাঃ মুঞ্জের, পণ্ডিত মালব্যের, মিঃ কেলকারের ও ঢাকায় প্রতুল গাঙ্গুলির বক্তৃতা লাঠির দ্বারা ভারতের বুক হইতে মুসলমানদিগকে নির্ম্মূল করা। স্বার্থপর হিন্দুদের সিঃ আর দাসের বেঙ্গল প্যাক্ট ছিন্ন করা, মসজিদ অবমাননা করা, কুলকাটির ধর্ম্ম-প্রাণ মুসলমানদের জীবন লইয়া ছিনি মিনি খেলা, বিচার বিভীষণ, ঢাকার দাঙ্গা ইত্যাদি আর কত বলিব, এই যে দিনের পর দিন বিধর্ম্মীরা প্রতীক্ষণ নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া মুসলমান সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেছে ইহার গতিরোধ করিবে কে? আমাদের নেতারাত স্বার্থান্ধ। কেহ কংগ্রেস বনাম হিন্দু মহাসভার টাকায় বশীভূত, কেহ টাকার চাকচিক্য দেখিয়া নিজ সংবাদ পত্রে দুই এক কলম লিখিয়া পক্ষ সমর্থন করিয়া মহাসভার ধামা উচু করিয়া ধরিতেছে, আবার কেহ ব্যক্তিত্ব লইয়া ডিগ্‌বাজি খেলিতেছে। এই যে বাংলার ধর্ম্ম-প্রাণ মুসলিম সমাজ বিধর্ম্মীর নিষ্পেষণে আজ সিন্ধু-তীরে দণ্ডায়মান হইয়াছে ইহার প্রতিবিধান করিবে কে? ইহার প্রতিবিধান করিবার অভিভাবক একমাত্র বাংলার যুবক বা ছাত্র সম্প্রদায় ভাই যুবক; জাতীয় এই ঘোর দুর্দ্দিনে তোমরাই একমাত্র ভবিষ্যৎ। তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া কর্ত্তব্য পথে ঝাঁপিয়া পড়, সমস্ত জাতিটাকে খোঁচা মারিয়া জাগাইয়া তোল, সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতীয় দল গঠন কর, ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত কর।

চেয়ে দেখ তোমাদের সম্মুখে ভীষণ কর্ত্তব্য। একদিকে জাতীয় উত্থান—অন্যদিকে জাতীয় পতন। হয় অগ্রসর হইয়া নবযুগের সঞ্চার কর—না হয় সিন্ধুর অতল তলে স্ব স্ব সমাধি বরণ করিয়া পরম শান্তিতে ঘুমাও।

জাতির প্রাণে সাড়া

ফওজে ইস্‌লাম

গত ১০ই আষাঢ় (১৩৩৭) বুধবার দিবস অপরাহ্নে মওঃ কাযী মহীউদ্দিন আহ্‌মদ্‌ সাহেবের সভাপতিত্বে সপ্তগ্রাম ইস্‌লামিয়া সমাজ-সংস্কার সমিতির প্রথম অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনে দেড় সহস্রাধিক লোক যোগদান করিয়াছিলেন এবং নিস্তব্ধতার সহিত সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ শ্রবণ করিয়াছিলেন। সমিতি কর্ত্তৃক মনোনীত স্থায়ী সভাপতি মওঃ মোশাররফ্‌ হোসেন সাহেব ও সহকারী সভাপতি মওঃ রমযান আলি বিশ্বাস সাহেবদ্বয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতার পর সর্ব্বসমক্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের প্রস্তাব করা হয় এবং উহা উপস্থিত জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়। ১। হিন্দুর সহিত অসহযোগ। হিন্দুর মযুর দেওয়া, হিন্দুর দোকানে পণ্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা, হিন্দুর প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা, হিন্দুর সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখা ইত্যাদি বর্জ্জন এবং এই সমস্ত অভাব পুরণ জন্য মুসলমানগণের দোকান ইত্যাদি প্রস্তুত করণ। ২। শিক্ষা। প্রত্যেক গ্রামের কৃষিজীবি লোকেরা যাহাতে শিক্ষা করিতে পারেন, তাহার জন্য প্রত্যেক গ্রামে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং যাহাতে দেশের যুবকেরা শারীরিক ব্যায়াম, কুস্তিখেলা, লাঠি খেলা, মুগুর ভাঁজা ইত্যাদি ক্রীড়া শিক্ষা করিতে পারেন, তাহার বিশেষরূপ ব্যবস্থা করা। ৩। ফওজে ইস্‌লাম-বাহিনী গঠন। প্রত্যেক গ্রামে একদল ভলান্টীয়ার-বাহিনী গঠন করা এবং যাহাতে অন্য কোন জাতি কর্ত্তৃক অথবা সমাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত নিজের জাতিকে রক্ষা করা যায়, তাহার জন্য উক্ত বাহিনীগুলিকে সুশিক্ষিত করা। ৪। গ্রাম্য বিচার। যাহাতে ছোট ছোট বিবাদগুলি গ্রামেই মীমাংসা হয় তাহার ব্যবস্থা করা। ৫। নারী-নির্য্যাতন নিবারণ। যাহাতে কোন জাতি কর্ত্তৃক, কোন সমাজ কর্ত্তৃক অথবা কোন লোক কর্ত্তৃক নারী নির্য্যাতন না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা।

ইতি পূর্ব্বেই প্রত্যেক গ্রামে একদল ফওজে ইস্‌লাম বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। অতঃপর উক্ত বাহিনীর কমাণ্ডার ইন্‌ চিফ মিঃ গোলাম রহমান বিশ্বাসের নেতৃত্বে প্রায় দুই শতাধিক ইস্‌লামিয়া ফওজ এবং উক্ত অধিবেশনের লোকসমূহ অধিবেশনের স্থান আলাইপুর গ্রামের জুমা মসজিদের নিকট হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা বহির্গত করেন। শোভাযাত্রা সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ ও আল্লাহো আকবার জয় ইস্‌লামের জয়ধ্বনি করিতে করিতে পুনরায় জুমা মস্‌জিদের নিকট আসিয়া মিছিল ভঙ্গ করেন এবং মগরেবের নামায পড়িতে মনোনিবেশ করেন। মগরেবের নামায সমাপনান্তে সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া আল্লাহো আকবার জয় ইসলামের জয় ইত্যাদি রবে আকাশ প্রকম্পিত করিয়া সে দিনকার মত সভার কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

মোঃ ইমান আলি ও মোঃ ছাককার আলি গাইন
সেক্রেটারী
সপ্তগ্রাম ইস্‌লামিয়া সমাজ সংস্কার সমিতি
পোঃ মদনপুর, জেঃ নদীয়া।

মদনপুর আলোচনা সমিতি

বিগত ৩।৬।৩০ তারিখে ময়মনসিংহের মদনপুর সুলতানিয়া মাদ্রাসা-প্রাঙ্গণে কুনিহাটী নিবাসী জনাব মুনশী মহব্বত খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে স্থানীয় মুসলমানদের এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় মিঃ গান্ধীর বর্ত্তমান আন্দোলনে মুসলমানদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বিগত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া মুসলমানদের যে ভয়ানক ক্ষতি হয় তাহার ইতিহাস বিবৃত করা হয়। এবং হিন্দুদের বর্ত্তমান আন্দোলনের উদ্দেশ্য, প্রকৃত পক্ষে মুসলিমদলন ও ইহাতে যোগ দিলে যে মুসলমানদের পরিণাম অতি ভয়াবহ সর্ব্বনাশজনক, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। সভায় নিম্নলিখিত বক্তাগণ বক্তৃতা প্রদান করেন। মওলবী নাজেমুদ্দীন আহমদ, মওলবী ফযরউদ্দিন শাহ "মদনপুরী", মওলবী সৈয়দ মফিযুদ্দিন আহমদ, মওলবী সিরাজউদ্দিন পণ্ডিত, মওঃ আফতাবউদ্দিন শাহ ফকির, মওঃ মাহিদউদ্দিন, মওলবী মিরাশ উদ্দিন ফকির, মওলবী মনসুর আলি। উপরোক্ত বক্তাগণের বক্তৃতা সম্পূর্ণ হইলে সুপ্রসিদ্ধ বক্তা মওঃ নুরুল হোসেন "কাশিমপুরী" সাহেব হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষ ও মুসলমানদের সর্ব্বনাশ সাধনে তাহাদের চক্রান্ত জালের বিষয় বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়া দিয়া মুসলমানদিগকে সাবধান করিয়া দেন। তৎপর মাগ্‌রিবের নামাযান্তে সভা ভঙ্গ হয়, উক্ত সভায় প্রায় ৫০০ শত লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বিনীত—
মুঃ ইঞ্জিল মিঞা মদনপুরী।

খোলা চিঠি

কৃষকের আর্ত্তনাদ

জনাব সম্পাদক সাহেব মহিমার্ণবেষু—

বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণ বিশেষভাবে অবগত হইয়াছেন যে, আপনি ইসলাম সমাজের একজন পৃষ্ঠ-পোষক। বর্ত্তমান সময়ে স্বরাজ লইয়া যে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। উক্ত দলে মুসলমানগণ সম্পূর্ণভাবে যোগ না দেওয়ায় মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়কে যেরূপ বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। আমি ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা ইত্যাদি কয়েক জিলায় ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে, মুসলমান ভ্রাতাগণের মধ্যে শতকরা ৯৯জনই ঋণী। এই ঋণের মহাজন সকলেই হিন্দু। টাকার সুদ প্রতি মাসে প্রতি টাকায় /০ এক আনা হইতে তিন আনা পর্য্যন্ত হার হইয়াছে। এত বেশী সুদের টাকা কর্‌য্‌ করিয়া পাটের দর কমিয়া যাওয়ায় বাজে জিনিষের দর বেশী হওয়ায় ও অধিক সুদের টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া শতকরা ৪০জন লোককে এইবার দেশ ছাড়িয়া আসাম যাইতে হইবে। একেত সুদের হার বেশী, আবার স্বরাজী দলে মুসলমানগণ যোগ না দেওয়ায় এই রাক্ষস স্বরূপ মহাজনগণ—গরীব মুসলমানগণকে দেশ ছাড়াইবার যোগাড় করিয়াছে। মুসলমানগণ চিরদিনই গরীব, আরও টাকার সুদ বেশী থাকায় জোত-যমীন যাহা আছে তাহা দ্বারা, কেবল খাজনাদি দেওয়া আর শরীরের রক্ত পানি করিয়া মহাজনের টাকার সুদ ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারে না। ছেলে মেয়ের কিম্বা স্ত্রীর একখানা কাপড় ভিন্ন পেটের ভাত জোটে না। তাই বলি, জনাব সম্পাদক সাহেব। যদি নিরীহ ইসলাম সমাজের পৃষ্ঠ-পোষক হইয়াই থাকেন, তবে টাকার সুদের রেট কো:-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নিয়মে একটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়া এই কম সুদের আইন পাস করাইয়া নিরীহ সমাজের উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিবেন। মুসলমানগণ সকলেই মূর্খ, সর্ব্বদা সমাজের নেতার মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। "সাহেব" কলিকাতায় বাস করেন, পাড়াগাঁয়ের লোকের কান্না কাটি শুনে কে? গ্রামে এইরূপ ষড়যন্ত্র হইতেছে, যে সকল মুসলমান হিন্দুর সহিত স্বরাজে যোগ না দিবে তাহারা হিন্দু হইতে কোন সাহায্য পাইবে না। আর অনেক স্থানে এই রকম হইতেছে এইবার যাহার নিকট যে টাকা পাওনা আছে, তাহা তাহারা আদালতের আশ্রয়ে আদায় করিয়া নিবে। অতএব সুদের রেট-আইন যদি আপনার চেষ্টায় পাস হইয়া যায়, তাহা হইলে ইসলাম সমাজ পরম দয়ালু খোদাতালার নিকট দোয়া করিবে। নিবেদন ইতি—১৩৩৭ সন ১৫ই আষাঢ়।

নিবেদক—
আবদুল হামিদ খাঁ
পোঃ বরমী, গ্রাম নিগুয়ারী
জিঃ ঢাকা।

জাতীয়তা ও জাতীয় পোষাক

ভাবিবার বিষয়

বাংলা ও আসামের মুসলিম ছাত্র সমাজের জাতীয়তার অধঃপতন সম্বন্ধে জনাব মওলবী মহম্মদ আহ্‌বাব চৌধুরী সাহেব যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া হৃদয়বান ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অশ্রুপাত না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। আমাদের ভবিষ্যত আশা ভরসার স্থল প্রিয় মুসলিম তরুণ বন্ধুগণ এবং খাস্‌ করিয়া সরলপ্রাণ ছাত্র বন্ধুগণ। আশা করি তাঁহারা এ অমূল্য বাণীর সার্থকতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়া নিজ নিজ জীবনকে নিজের জাতীয়তার আদর্শে গড়িয়া তুলিতে কৃত সঙ্কল্প হইবেন। তিনি ঐ একই প্রবন্ধে এবং জনাব মওলবী রজব আলী সাহেব "জাতীয় পোষাক" নামক প্রবন্ধে বাংলার মুসলমানগণকে আসকান, পা'জামা পরিয়া খাঁটি মুসলমান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশের প্রকৃত প্রাণ ঐ মুসলমানদেরই শতকরা ৮৫ জন দীন কৃষক মা বাপের কথা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। তাহারা যে কিরূপে দিন রাত মাঠে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া আসকান পায়জামা পরিয়া খাঁটি মুসলমান সাজিবে তাহার পন্থা তাঁহারা বাতলাইয়া দেন নাই। এ সম্বন্ধে আমার আরজ এই যে, যাহাদের কায়িক পরিশ্রম করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয় তাহাদের পক্ষে নামাযের উপযোগী করিয়া হাফপেন্ট এবং তৎসঙ্গে গায়ে কনুইয়ের ঢাকিয়া এক একটি আঙ্গরাখা বা নিমা পরিধান করিলেই সুবিধা হইবে। বৃষ্টি বাদলের দিনে কাদা রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করিতে অথবা মাঠে কাজ করিতে কোনই অসুবিধা হইবে না। সমাজের সুধীবৃন্দের খেদমতে আমার এই আরয যেন তাঁহারা কথাগুলি ভাবিয়া দেখেন। (জনৈক পল্লীবাসী)

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল।

সম্পাদকীয়

গ্রাহকগণের প্রতি।—বড়ই দুঃখের বিষয় মফঃস্বলের বহু গ্রাহক 'অল্-মুসলিমের ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতি গ্রস্থ করিতেছেন, বর্ষ শেষ হইলে আমাদের 'তাগিদ পত্র' পাইবা মাত্র হয় মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠান উচিত কিংবা পত্র দ্বারা আগামী বর্ষের গ্রাহক না থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করা বিধেয়। অন্তথায় আমরা তাঁহাদের নামে কাগজ ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হই। যাহারা মনি অর্ডার যোগে টাকা না পাঠান কিংবা পত্র না লেখেন, মৌনাবলম্বন সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া আমরা, তাহাদের নামে ভিঃ পিঃ করি, ইহা সত্বেও কেন যে তাহারা নির্ভীক স্পষ্টবাদী ও সমাজের এক নিষ্ঠ খাদেম 'আল্-মুসলিমের' ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া ইহাকে ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপন্ন করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহা হউক এখন হইতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাকিদ পত্র পাইবা মাত্র স্ব স্ব দেয় চাঁদা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইয়া কিংবা ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়া এই জাতীয় পত্রিকাটীকে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা।—ইস্লাম বিশ্ব ধর্ম্ম। বিশ্ব মানবতার ভিত্তির উপর ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। মুস্লিম জাতি বলিতে দুনিয়ার বিয়াল্লিশ কোটী নরনারীকে বুঝাইয়া থাকে। ইউরোপের ভৌগোলিক Nationalism বা ঘৃণ্য সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার অনুকরণে ভারতীয় পৌত্তলিকগণ এদেশে যে, "জাতি" গড়িতে চাহিতেছেন তাহার ফল বিষময় বলিয়া মনে করি, এবং সেই জন্যই ঈদৃশ "জাতীয়তার" তীব্র প্রতিবাদ করি। ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফ্রান্স প্রভৃতি সকলেই খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারা সকলেই এক যিশু ও এক বাইবেলের ভক্ত বলিয়া দাবী করিলেও ইংরাজ, জার্ম্মান, ফরাসী, রুসিয়া ইতালী, ইহারা প্রত্যেকেই এক অপরকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণা করিয়া থাকে। যেহেতু তাহারা প্রত্যেকেই মনে করে যে, তাহাদের স্ব স্ব Nationalism বা ভৌগোলিক স্বাদেশিকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইউরোপের আদর্শের অন্ধ উপাসক ভারতীয় হিন্দুগণের দেখাদেখি আজ এই অকথ্য স্বাদেশিকতার বীজ মুসলমানের মধ্যে যে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন বটে!

কত ক্রেরামত জান রে বান্দা।—আজ যে বিরাট বিশ্ব জাতির একাংশ বলিয়া আমরা গৌরব করি সেই বিয়াল্লিশ কোটী ভ্রাতা ভগ্নি পৃথিবীর সকল অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় কূপ মণ্ডুপদের অনুকরণে বৈদেশিক দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুস্লিম ভ্রাতা ভগ্নিদের কোনরূপ অভাব অসুবিধা সৃষ্টি করা যে কোন মুস্লিম সন্তানের কর্ত্তব্য নহে; বরং হিন্দুর কোন 'যর খরিদা' খান্নাসের কাজ, সে কথা আমরা 'আল্-মুসলিমের' মারফতে আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে 'রাম খাঁর কাগজ আমাদের উপর বেজায় চটিয়া গিয়া আবল তাবল বকিয়াছে। বকিবারই কথা বটে! হিন্দু 'হেঁসেলে' এত সব লবশ্রী, লাবড়া খিচুড়ী, ডালপুরী প্রভৃতি উদরে পুরিয়া এখনো যিনি অজীর্ণ রোগে ছট্ফট্ করিতেছেন, তাহার মুখ হইতে এইরূপ উদ্গার যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহা না বলিলেও চলিতে পারে। শ্রী রাম খাঁর জানিয়া রাখা উচিত যে আজ ভারতীয় হিন্দুগণের ঘুষের অর্থে মুসলমানের যতগুলি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে তন্মধ্যে ইসলামের উদার বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের স্থলে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতাকে স্থাপন করার দুরভিসন্ধিই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান। রাম খাঁর শুদ্ধি হইবার আর কতদিন বাকী?

আন্দোলন ও ছাত্র-সমাজ।—অধুনা রাশি রাশি বিপদ-জাল জড়িত মুসলিম সমাজে দৈনন্দিন নূতন বিপদ দেখা দিয়া হতভাগ্য সমাজকে মুহ্যমান করিয়া ফেলিতেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আরও নিত্য নূতন বিপদ আপদের বিষয় ভাবিয়া আমরা অধিকতর ভয়ে ভীত হইতেছি। হিন্দু-সংগঠন, হিন্দু-কংগ্রেস, মহাবীর-দল, হিন্দু-মহাসভা ইত্যাদি বহুমুখী মুসলিম দলন প্রতিষ্ঠান যে ভারতের মুসলমানদিগকে কি ভাবে নির্য্যাতিত, নিপীড়িত করিতেছে এবং কি ভাবে যে তাহারা মুসলমানকে প্রকাশ্য ও গুপ্ত ভাবে হত্যা করিতেছে তাহা পেশোয়ার, ঢাকা ইত্যাদির ব্যাপার স্মরণ করিলেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। বহুদিন হইতে নিকৃষ্ট-মনা প্রতারকের দল ভারত হইতে মুসলিমের নাম চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার জন্য যে প্রকার ষড়-যন্ত্র-জাল বিস্তার করতঃ প্রপ্যাগাণ্ডা চালাইতেছে তাহা সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তাহাদের এই প্রকার হীন প্রচেষ্টা যে কোথায়ও সফল হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন হিন্দুর অন্নভোজী ভাড়াটিয়া মুসলমান যে এত নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, অত্যাচার পাদ্য-অর্ঘ মনে করিয়া সযত্নে শিরে ধারণ করতঃ তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কারণ আছে। তাহাদের স্বরূপ, প্রকৃতি, রুচি আমরা বহুবার পাঠক পাঠিকা মহোদয়গণকে জানাইয়াছি। তাহাদের নূতন প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে স্কুল, কলেজ বয়কটের দ্বারা দরিদ্র মুসলিমের সর্ব্বনাশ সাধন করা।

বিদ্যালয় বয়কট।—সম্প্রতি কলিকাতা এলবার্ট হলে বাসন্তী দেবীর সভানেতৃত্বে 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির' এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অতঃপর বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য সারা বঙ্গের ছাত্রগণ স্কুল, কলেজ ইত্যাদি বর্জ্জন করিবে। আমরা ইহা শ্রবন মাত্র শিহরিয়া উঠিয়াছি। কেননা আমরা সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে কুচক্রী হিন্দুগণ প্রত্যেক আন্দোলনের সময় নিরীহ, সরল বিশ্বাসী, অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে লেলাইয়া দিয়া পরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক সরকারের সহিত সহযোগিতা করতঃ মুসলমানদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। বিগত অসহযোগ (নন্-কোঃ) আন্দোলনের সময় সুচতুর হিন্দু পাণ্ডাগণ নানা প্রকার জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তখন বহু অশিক্ষিত কৃষিজীবি পিতার অপরিণামদর্শী ধুরন্ধর সন্তানগণ স্কুল, কলেজ পরিত্যাগ করতঃ জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া আদ্য, মধ্য ইত্যাদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহু বেকারের সৃষ্টি করিয়াছে ও পিতার গলগ্রহ হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এবারও যে রকম হিন্দু প্রপ্যাগাণ্ডা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বাস্তবিকই আমরা চিন্তিত হইয়াছি যে, অপরিণামদর্শী অর্ব্বাচীন মুসলিম তরুণের দল হিন্দুদের চক্রান্তে পড়িয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবে।

অভিভাবকের কর্ত্তব্য।—সমগ্র বঙ্গের মুসলিম অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন অশিক্ষিত। তাহাদের সন্তানগণ নানা প্রকার দুঃখ দৈন্যের ভিতর দিয়া কেহ মেট্রিক, কেহ আই এ সৌভাগ্য বশতঃ কেহ বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সুকুমার মতি, সরল হৃদয়, সংসারানভিজ্ঞ তরুণ সম্প্রদায় বৃথা হুজুগে মাতিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করিলে যে কতদূর ক্ষতি সাধিত হইবে তাহা তাহারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। দুঃখ, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশের অভিভাবকবর্গের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল 'ওয়ারেস্' বৃন্দ যদি কুহক মন্ত্রণায় ভুলিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন, তাহাতে যে কেবল তাঁহারাই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে তাহা নহে, বরং তদ্দারা সমাজের জীবনী-শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। কেননা রাজনীতি, সমাজনীতি ও দেশনীতি বিশেষতঃ হিন্দু মনোবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পক্ষান্তরে আমাদের দীন সমাজে সে রকম 'অর্গানাইজেসন' না থাকার দরুণ তাঁহাদের বিপথগামী হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা সেই জন্য বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রমণ্ডলীকে সতর্ক করিতেছি যে তাহারা যেন ভ্রম-পথে পরিচালিত হইয়া ভবিষ্যতে অনুতপ্তের ভাগী না হন। এই সঙ্গে আমরা বঙ্গের মুসলমান ছাত্রদের মাতা-পিতা, অভিভাবক ইত্যাদিকে এতদ্বারা সতর্ক করিতেছি যে, তাঁহারা যেন নিজেদের সন্তানদের উপর কড়া নযর রাখেন এবং সেই অপগণ্ড বালকদের কথায় ভুলিয়া স্কুল, কলেজ পরিত্যাগ করিতে উৎসাহ না দেন। যদি সে রকম কোন সমস্যার উদ্ভব হয় তাহা হইলে স্থানীয় কোন বিশিষ্ট শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোককে বা কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন।

মার্কিন ও মিনিল্লা।—আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র এক আজব দেশ। সেখানের নরনারী গুলি যে কোন্ প্রকৃতির মানুষ, তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত বটে! আজ শুনা গেল কোন মার্কিন বাসী বা বাসিনী গলা উঁচু করিয়া বলিতেছে, 'গান্ধী পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ'। আবার কাল শুনা গেল 'রবীন্দ্র নাথই প্রাচ্যের পায়গম্বর' (Prophet) নিতান্ত খেয়ালের বশে কখনো কোন আমেরিকা বাসী ভারতের তথা কথিত স্বাধীনতা আন্দোলনে মৌখিক সহানুভূতির তুবড়ী ফুটাইলে এদেশের বহু স্বদেশ প্রেমিক বা প্রেমিকা আনন্দে আত্ম-হারা হয়েন। বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে ভারতের দাসত্ব শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হইল বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কিন্তু এই শ্রেণীর অবিমৃষ্যকারীদের বুঝিয়া দেখা উচিত যে, ফরাসী মার্কিন প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি নামে গণ-তন্ত্রবাদী হইলেও আসলে তাহারা বৃটিশের চেয়ে এক তিলও কম সাম্রাজ্য-পিপাসু নহে। সোয়া-কোটি মুসলিম অধিবাসীর দেশ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যেদিন মার্কিনের করতলগত হয় সেদিন ফিলিপাইন বাসীকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিবার প্রতিশ্রুতি বার বার প্রদান করিলেও আজ মার্কিন সরকার তার দাসত্বের নিগড় সুদৃঢ় করিতেই সদা সচেষ্ট।

সব শিয়ালের এক রা'।—মিসর ও সুদানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দান করিলে বৃটিশের প্রাচ্য দেশীয় অধিকার সমূহ যেমন অক্ষুন্ন রাখা দুরূহ হইয়া পড়ে। তেমন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা দান করিলে এসিয়ার সামুদ্রিক শক্তি পরিচালনে বঞ্চিত হইবে বলিয়াই মার্কিন সরকার আশঙ্কা করে। তদুপরি মার্কিন ও জাপান সরকারের মধ্যে বর্ত্তমান ক্রম-বর্দ্ধনশীল সন্দেহ ও শত্রুতা সাধনের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও মার্কিন সরকার যে ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জকে স্বাধীন স্বরাট রূপে দেখিতে পারেন নাই, তাহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টই সত্য। যে ফিলিপাইনের রাজধানী 'মেনিল্লা'কে প্রাচ্য বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র রূপে পরিণত করিয়া আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র এত বাহাদুরী কলাইতেছে তাহার তিরোধান সে কিরূপে সহ্য করিতে পারে? তবে মাল্টা, মিসর, শাম, ইরাক, ফিলিপাইন প্রভৃতি পরাধীন ও অর্দ্ধাধীন মুসলিম জনপদ সমূহে আজ মুক্তির যে অদম্য স্পৃহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে পিষিয়া মারিবার মত শক্তি মানুষের আয়ত্বাধীনে নহে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

অগ্নি-পরীক্ষা।—স্যর জন সাইমনের নেতৃত্বাধীনে 'ষ্টেটউটারী কমিশন' গত বৎসর ভারত পরিদর্শনে পদার্পণ করিলে হিন্দুরা তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দুদের তালে তাল দিতে গিয়া ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় কমিশন বর্জ্জনে বিরত রহিয়াছিলেন। শুধু বিরতই বা বলি কেন, মুসলমানগণ কমিশনকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া, তাহার অনুসন্ধানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আজ সেই হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া উক্ত কমিশন মুসলমানের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আমরা শুধু বিস্মিত নহি, ভারতের মুসলিমের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিতও হইয়া পড়িয়াছি, আমরা মিঃ জিন্নাহর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে চাহি যে, সাইমন অনুসন্ধান সমিতির তথা কথিত সুপারেশ নামাকে সিন্ধু-সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতঃ আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সমূহ অর্জ্জন করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে। হিন্দুর ভয়ে ভীত বৃটিশ সরকার রাউণ্ড টেবিলে আমাদের দাবী সমূহ সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হইলে মুসলমান সমাজকে সরকারের বিরুদ্ধে অবিচলিত চরণে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। খোদা না খাস্তা সেইরূপ অবস্থার উদয় হইলে মুসলমানকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে অর্থাৎ হিন্দু কংগ্রেসের সঙ্গে বর্ত্তমান বর্জ্জন নীতি বহাল রাখিয়াই সরকারের বিরুদ্ধে সমর ডঙ্কা বাজাইতে হইবে।

ওয়াক্ফ ষ্টেট।—ওমর সরকার মরহুমের বিরাট ওয়াকফ্ ষ্টেটের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার কম নহে; অনেকে ১৫।১৬ লক্ষ টাকা অনুমান করেন। ওমর সরকার মরহুমের মৃত্যুর পর তাঁহার ভগিনী এই ওয়াকফ ষ্টেটকে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া স্বীয় স্বামীর আত্মীয় স্বজনদিগকে এবং কথঞ্চিৎ সরকার মওসুফের ওয়ারেস্দিগকে বিলাইয়া দিয়া শান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সরকার মরহুম বিধবা ও নিঃসন্তান ভগিনীর হাতে এই শর্ত্তে ষ্টেট দিয়াছিলেন, যে তাঁহার নাতিটি বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে সে-ই ষ্টেটের মতওল্লী হইবে। মহা-প্রাণ হাফেয্ ফতেহ্ নসীব সাহেব ওমর সরকার মরহুমের নাত্নী জামাই। যখন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ওয়াকফ ষ্টেটটির ধ্বংস-সাধন পূর্ব্বক ভাগ বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন এবং মুন্শী আবদুর রব্ ওরফে খোকা মিঞা (নামটি ঠিক কিনা বলিতে পারি না) রাতারাতি বড় লোক হইয়া, ইহা আমাদের বেরাদারে ইউসফ-রূপী হিন্দুদিগের নিকট বিক্রয় করিতে এবং লংলীজ দিতে ও তদ্দ্বারা নওয়াবী চাল ও বেহদ বাবুগিরিতে "যেন্দেগী বসর" করিতে লাগিলেন। টাকার মাল পয়সায় বিক্রয় হইয়া যাইতে লাগিল; গরু মরিলে যেমন গৃধিনী শকুনি বা শৃগাল কুকুরগণ উহার মাংস ছেঁড়াছেঁড়ি করিয়া ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করে, একদল হিন্দুও সেইরূপ মুসলমানের ওয়াকফ্ সম্পত্তির গন্ধ পাইলে উহা সহজে হস্তগত করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে। তাহারা জানে যে, মুসলমানের ওয়াকফ সম্পত্তি ও হিন্দুর দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্যরূপে হস্তান্তর হইতে পারে না; দলিল দস্তখত দেখিয়াও তাহারা ইহা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু লোভ ও স্বার্থ বড় বালাই। এই দুর্জ্জয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা মুসলমানের "কারে খায়েরে" প্রদত্ত ওয়াকফ সম্পত্তি সামান্য মূল্যে ক্রয় বা সুদীর্ঘকালের জন্য লীজ গ্রহণ করে; সেই লীজই কালে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী বর্গের চিরন্তন অধিকারে চলিয়া যায়।

সাধনার জয়।—এইরূপ ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের কোটী কোটী টাকা মূল্যের ওয়াকফ সম্পত্তি হিন্দুদিগের উদরস্থ হইয়াছে। যখন জুম্মান মিস্ত্রি মরহুম ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ওমর সরকার মরহুমের বিরাট ওয়াকফ ষ্টেট এইরূপে ভূত-প্রেতের তাণ্ডব লীলায় খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল, ওয়াকফের প্রধান অবলম্বন মসজেদটী বে-রওনক হইয়া পড়িল, তখন মহা-প্রাণ হাফেয্ ফতেহ্ নসীব সাহেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি নিঃসম্বল, কি করিতে পারেন, কোথায় তাঁহার শ্যালক এই বিরাট ষ্টেটের মতওল্লী হইবেন, তৎ-পরিবর্তে সেই বালক পথের ভিখারী হইতে চলিল। বৃদ্ধা দাদী তাঁহার জন্য সামান্য বৃত্তির বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। হাফেয্ সাহেব কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। নানা প্রকারে যোগাড়-যন্ত্র করিয়া ওয়াকফ-ষ্টেট-গ্রহিতা এবং উহার ক্রেতা ও লীজ গ্রহিতাদিগের নামে আলীপুরের সাবজজ কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করিলেন। তিনি ত' নিঃসম্বল—মুসলমানদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। কোনও কোনও মুসলমান উকিল ব্যারিষ্টারও কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিলেন। হাফেয্ সাহেবের কষ্ট ও দৌড় দাপট দেখিয়া অবাক হইতে হইত! আলীপুর সবজজ কোর্টে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। বহু দিন মোকদ্দমা চলিবার পর কর্ত্তব্যপরায়ণ সুবিচারক সবজজ ওয়াকফের অনুকূলে ডিক্রী দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক মোকদ্দমা নিম্নকোর্ট ও হাইকোর্টে চলিতে লাগিল। অর্থাভাবে পুরুষ-সিংহ হাফেয্ সাহেব কি ভীষণ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এক দিকে ওয়াকফ সম্পত্তি-গ্রাসকারী হিন্দুর সাহায্যে পরিপুষ্ট প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, অন্যদিকে উহার ক্রেতা ও লীজ গ্রহণকারী লক্ষপতি হিন্দুর দল; তাহাদের অর্থ এবং যোগাড়ের কিছুই অভাব ছিল না। বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার তাহাদের পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু খোদাতালা ন্যায়ের সমর্থনকারী বহু বিচারক সত্য এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন।

আল্‌-মুস্‌লিম

শুক্রবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল।

সম্পাদকীয়

গ্রাহকগণের প্রতি।—বড়ই দুঃখের বিষয় মফঃস্বলের বহু গ্রাহক 'অল্‌-মুসলিমের ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতি গ্রস্থ করিতেছেন, বর্ষ শেষ হইলে আমাদের 'তাগিদ পত্র' পাইবা মাত্র হয় মনিঅর্ডার করিয়া টাকা পাঠান উচিত কিংবা পত্র দ্বারা আগামী বর্ষের গ্রাহক না থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করা বিধেয়। অন্তথায় আমরা তাঁহাদের নামে কাগজ ভিঃ পিঃ করিতে বাধ্য হই। যাহারা মনি অর্ডার যোগে টাকা না পাঠান কিংবা পত্র না লেখেন, মৌনাবলম্বন সম্মতির লক্ষণ মনে করিয়া আমরা, তাহাদের নামে ভিঃ পিঃ করি, ইহা সত্বেও কেন যে তাহারা নির্ভীক স্পষ্টবাদী ও সমাজের এক নিষ্ঠ খাদেম 'আল্‌-মুসলিমের' ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া ইহাকে ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপন্ন করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহা হউক এখন হইতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাকিদ পত্র পাইবা মাত্র স্ব স্ব দেয় চাঁদা মনি অর্ডার যোগে পাঠাইয়া কিংবা ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিয়া এই জাতীয় পত্রিকাটীকে বাঁচাইয়া রাখিবেন।

সংকীর্ণ স্বাদেশিকতা।—ইস্‌লাম বিশ্ব ধর্ম্ম। বিশ্ব মানবতার ভিত্তির উপর ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। মুস্‌লিম জাতি বলিতে দুনিয়ার বিয়াল্লিশ কোটী নরনারীকে বুঝাইয়া থাকে। ইউরোপের ভৌগোলিক Nationalism বা ঘৃণ্য সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার অনুকরণে ভারতীয় পৌত্তলিকগণ এদেশে যে, "জাতি" গড়িতে চাহিতেছে, তাহার ফল বিষময় বলিয়া মনে করি, এবং সেই জন্যই ঈদৃশ "জাতীয়তার" তীব্র প্রতিবাদ করি। ইংরাজ, জার্ম্মাণ, ফ্রান্স প্রভৃতি সকলেই খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহারা সকলেই এক যিশু ও এক বাইবেলের ভক্ত বলিয়া দাবী করিলেও ইংরাজ, জার্ম্মান, ফরাসী, রুসিয়া ইতালী, ইহারা প্রত্যেকেই এক অপরকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণা করিয়া থাকে। যেহেতু তাহারা প্রত্যেকেই মনে করে যে, তাহাদের স্ব স্ব Nationalism বা ভৌগোলিক স্বাদেশিকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইউরোপের আদর্শের অন্ধ উপাসক ভারতীয় হিন্দুগণের দেখাদেখি আজ এই অকথ্য স্বাদেশিকতার বীজ মুসলমানের মধ্যে যে কিরূপে প্রবেশ লাভ করিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন বটে!

কত কেরামত জান রে বান্দা।—আজ যে বিরাট বিশ্ব জাতির একাংশ বলিয়া আমরা গৌরব করি সেই বিয়াল্লিশ কোটী ভ্রাতা ভগ্নি পৃথিবীর সকল অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় কূপ মণ্ডুপদের অনুকরণে বৈদেশিক দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুস্‌লিম ভ্রাতা ভগ্নিদের কোনরূপ অভাব অসুবিধা সৃষ্টি করা যে কোন মুস্‌লিম সন্তানের কর্ত্তব্য নহে; বরং হিন্দুর কোন 'যর খরিদা' খান্নাসের কাজ, সে কথা আমরা 'আল্‌-মুসলিমের' মারফতে আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাতে 'রাম খাঁর কাগজ আমাদের উপর বেজায় চটিয়া গিয়া আবল তাবল বকিয়াছে। বকিবারই কথা বটে! হিন্দু 'হেঁসেলে' এত সব লবশ্রী, লাবড়া খিচুড়ী, ডালপুরী প্রভৃতি উদরে পুরিয়া এখনো যিনি অজীর্ণ রোগে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, তাহার মুখ হইতে এইরূপ উদ্‌গার যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহা না বলিলেও চলিতে পারে। শ্রী রাম খাঁর জানিয়া রাখা উচিত যে আজ ভারতীয় হিন্দুগণের ঘুষের অর্থে মুসলমানের যতগুলি সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে তন্মধ্যে ইসলামের উদার বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের স্থলে সংকীর্ণ স্বাদেশিকতাকে স্থাপন করার দুরভিসন্ধিই হইতেছে সর্ব্বপ্রধান। রাম খাঁর শুদ্ধি হইবার আর কতদিন বাকী?

আন্দোলন ও ছাত্র-সমাজ।—অধুনা রাশি রাশি বিপদ-জাল জড়িত মুসলিম সমাজে দৈনন্দিন নূতন বিপদ দেখা দিয়া হতভাগ্য সমাজকে মূহ্যমান করিয়া ফেলিতেছে। ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আরও নিত্য নূতন বিপদ আপদের বিষয় ভাবিয়া আমরা অধিকতর ভয়ে ভীত হইতেছি। হিন্দু-সংগঠন, হিন্দু-কংগ্রেস, মহাবীর-দল, হিন্দু-মহাসভা ইত্যাদি বহুমুখী মুস্‌লিম দলন প্রতিষ্ঠান যে ভারতের মুসলমানদিগকে কি ভাবে নির্য্যাতিত, নিপীড়িত করিতেছে এবং কি ভাবে যে তাহারা মুসলমানকে প্রকাশ্য ও গুপ্ত ভাবে হত্যা করিতেছে তাহা পেশোয়ার, ঢাকা ইত্যাদির ব্যাপার স্মরণ করিলেই বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। বহু-দিন হইতে নিকৃষ্ট-মনা প্রতারকের দল ভারত হইতে মুসলিমের নাম চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার জন্য যে প্রকার ষড়-যন্ত্র-জাল বিস্তার করতঃ প্রপ্যাগাণ্ডা চালাইতেছে তাহা সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। তাহাদের এই প্রকার হীন প্রচেষ্টা যে কোথায়ও সফল হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। তবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন হিন্দুর অন্নভোজী ভাড়াটিয়া মুসলমান যে এত নিগ্রহ, লাঞ্ছনা, অত্যাচার পাদ্য-অর্ঘ মনে করিয়া সযত্নে শিরে ধারণ করতঃ তাহাদের সহিত যোগদান করিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কারণ আছে। তাহাদের স্বরূপ, প্রকৃতি, রুচি আমরা বহুবার পাঠক পাঠিকা মহোদয়-গণকে জানাইয়াছি। তাহাদের নূতন প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে স্কুল, কলেজ বয়কটের দ্বারা দরিদ্র মুসলিমের সর্ব্বনাশ সাধন করা।

বিদ্যালয় বয়কট।—সম্প্রতি কলিকাতা এলবার্ট হলে বাসন্তী দেবীর সভানেতৃত্বে 'নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির' এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে অতঃপর বর্ত্তমান আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য সারা বঙ্গের ছাত্রগণ স্কুল, কলেজ ইত্যাদি বর্জ্জন করিবে। আমরা ইহা শ্রবন মাত্র শিহরিয়া উঠিয়াছি। কেননা আমরা সেই স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে কুচক্রী হিন্দুগণ প্রত্যেক আন্দোলনের সময় নিরীহ, সরল বিশ্বাসী, অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে লেলাইয়া দিয়া পরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্ব্বক সরকারের সহিত সহযোগিতা করতঃ মুসলমানদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। বিগত অসহযোগ (নন্‌-কোঃ) আন্দোলনের সময় সুচতুর হিন্দু পাণ্ডাগণ নানা প্রকার জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। তখন বহু অশিক্ষিত কৃষিজীবি পিতার অপরিণামদর্শী ধূরন্ধর সন্তানগণ স্কুল, কলেজ পরিত্যাগ করতঃ জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া আদ্য, মধ্য ইত্যাদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহু বেকারের সৃষ্টি করিয়াছে ও পিতার গলগ্রহ হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এবারও যে রকম হিন্দু প্রপ্যাগাণ্ডা আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বাস্তবিকই আমরা চিন্তিত হইয়াছি যে, অপরিণামদর্শী অর্ব্বাচীন মুসলিম তরুণের দল হিন্দুদের চক্রান্তে পড়িয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করিবে।

অভিভাবকের কর্ত্তব্য।—সমগ্র বঙ্গের মুসলিম অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে শতকরা ৯৫ জন অশিক্ষিত। তাহাদের সন্তানগণ নানা প্রকার দুঃখ দৈন্যের ভিতর দিয়া কেহ মেট্রিক, কেহ আই এ সৌভাগ্য বশতঃ কেহ বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সুকুমার মতি, সরল হৃদয়, সংসারানভিজ্ঞ তরুণ সম্প্রদায় বৃথা হুজুগে মাতিয়া নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করিলে যে কতদূর ক্ষতি সাধিত হইবে তাহা তাহারা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। দুঃখ, দৈন্য, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশের অভিভাবক-বর্গের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল 'ওয়ারেস' বৃন্দ যদি কুহক মন্ত্রণায় ভুলিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করেন, তাহাতে যে কেবল তাঁহারাই ক্ষতিগ্রস্থ হইবে তাহা নহে, বরং তদ্দ্বারা সমাজের জীবনী-শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে। কেননা রাজনীতি, সমাজনীতি ও দেশনীতি বিশেষতঃ হিন্দু মনোবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। পক্ষান্তরে আমাদের দীন সমাজে সে রকম 'অর্গানাইজেসন' না থাকার দরুণ তাঁহাদের বিপথগামী হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা সেই জন্য বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রমণ্ডলীকে সতর্ক করিতেছি যে তাহারা যেন ভ্রম-পথে পরিচালিত হইয়া ভবিষ্যতে অনুতপ্তের ভাগী না হন। এই সঙ্গে আমরা বঙ্গের মুসলমান ছাত্রদের মাতা-পিতা, অভিভাবক ইত্যাদিকে এতদ্বারা সতর্ক করিতেছি যে, তাঁহারা যেন নিজেদের সন্তানদের উপর কড়া নযর রাখেন এবং সেই অপগণ্ড বালকদের কথায় ভুলিয়া স্কুল, কলেজ পরিত্যাগ করিতে উৎসাহ না দেন। যদি সে রকম কোন সমস্যার উদ্ভব হয় তাহা হইলে স্থানীয় কোন বিশিষ্ট শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোককে বা কোন আলেমকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করেন।

মার্কিন ও মেনিল্লা।—আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র এক আজব দেশ। সেখানের নরনারী গুলি যে কোন্‌ প্রকৃতির মানুষ, তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত বটে! আজ শুনা গেল কোন মার্কিন বাসী বা বাসিনী গলা উঁচু করিয়া বলিতেছে, 'গান্ধী পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ'! আবার কাল শুনা গেল 'রবীন্দ্র নাথই প্রাচ্যের পায়গম্বর' (Prophet) নিতান্ত খেয়ালের বশে কখনো কোন আমেরিকা বাসী ভারতের তথা কথিত স্বাধীনতা আন্দোলনে মৌখিক সহানুভূতির তুবড়ী ফুটাইলে এদেশের বহু স্বদেশ প্রেমিক বা প্রেমিকা আনন্দে আত্ম-হারা হয়েন। বৈদেশিক শক্তির সাহায্যে ভারতের দাসত্ব শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হইল বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কিন্তু এই শ্রেণীর অবিমৃষ্যকারীদের বুঝিয়া দেখা উচিত যে, ফরাসী মার্কিন প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি নামে গণ-তন্ত্রবাদী হইলেও আসলে তাহারা বৃটিশের চেয়ে এক তিলও কম সাম্রাজ্য-পিপাসু নহে। সোয়া-কোটি মুসলিম অধিবাসীর দেশ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যেদিন মার্কিনের করতলগত হয় সেদিন ফিলিপাইন বাসীকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার দিবার প্রতিশ্রুতি বার বার প্রদান করিলেও আজ মার্কিন সরকার তার দাসত্বের নিগড় সুদৃঢ় করিতেই সদা সচেষ্ট।

সব শিয়ালের এক রা'।—মিসর ও সুদানে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দান করিলে বৃটিশের প্রাচ্য দেশীয় অধিকার সমূহ যেমন অক্ষুন্ন রাখা দুরূহ হইয়া পড়ে। তেমন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতা দান করিলে এসিয়ার সামুদ্রিক শক্তি পরিচালনে বঞ্চিত হইবে বলিয়াই মার্কিন সরকার আশঙ্কা করে। তদুপরি মার্কিন ও জাপান সরকারের মধ্যে বর্ত্তমান ক্রম-বর্দ্ধনশীল সন্দেহ ও শত্রুতা সাধনের দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও মার্কিন সরকার যে ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জকে স্বাধীন স্বরাট রূপে দেখিতে পারেন নাই, তাহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টই সত্য। যে ফিলিপাইনের রাজধানী 'মেনিল্লা'কে প্রাচ্য বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র রূপে পরিণত করিয়া আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র এত বাহাদুরী ফলাইতেছে তাহার তিরোধান সে কিরূপে সহ্য করিতে পারে? তবে মাল্‌টা, মিসর, শাম, ইরাক, ফিলিপাইন প্রভৃতি পরাধীন ও অর্দ্ধাধীন মুসলিম জনপদ সমূহে আজ মুক্তির যে অদম্য স্পৃহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহাকে পিষিয়া মারিবার মত শক্তি মানুষের আয়ত্বাধীনে নহে বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

অগ্নি-পরীক্ষা।—স্যর জন সাইমনের নেতৃত্বাধীনে 'ষ্টেটউটারী কমিশন' গত বৎসর ভারত পরিদর্শনে পদার্পণ করিলে হিন্দুরা তাহাকে বর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দুদের তালে তাল দিতে গিয়া ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় কমিশন বর্জ্জনে বিরত রহিয়াছিলেন। শুধু বিরতই বা বলি কেন, মুসলমানগণ কমিশনকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া, তাহার অনুসন্ধানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আজ সেই হিন্দুদিগকে সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া উক্ত কমিশন মুসলমানের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে আমরা শুধু বিস্মিত নহি, ভারতের মুসলিমের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিতও হইয়া পড়িয়াছি, আমরা মিঃ জিন্নাহর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে চাহি যে, সাইমন অনুসন্ধান সমিতির তথা কথিত সুপারেশ নামাকে সিন্ধু-সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতঃ আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার সমূহ অর্জ্জন করিবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে। হিন্দুর ভয়ে ভীত বৃটিশ সরকার রাউণ্ড টেবিলে আমাদের দাবী সমূহ সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হইলে মুসলমান সমাজকে সরকারের বিরুদ্ধে অবিচলিত চরণে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। খোদা না খাস্তা সেইরূপ অবস্থার উদয় হইলে মুসলমানকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে অর্থাৎ হিন্দু কংগ্রেসের সঙ্গে বর্ত্তমান বর্জ্জন নীতি বহাল রাখিয়াই সরকারের বিরুদ্ধে সমর ডঙ্কা বাজাইতে হইবে।

ওয়াকফ্‌ ষ্টেট।—ওমর সরকার মরহুমের বিরাট ওয়াকফ্‌ ষ্টেটের মূল্য ১০ লক্ষ টাকার কম নহে; অনেকে ১৫।১৬ লক্ষ টাকা অনুমান করেন। ওমর সরকার মরহুমের মৃত্যুর পর তাঁহার ভগিনী এই ওয়াকৃফ ষ্টেটকে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া স্বীয় স্বামীর আত্মীয় স্বজনদিগকে এবং কথঞ্চিৎ সরকার মওসুফের ওয়ারেস্‌দিগকে বিলাইয়া দিয়া শান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করেন। সরকার মরহুম বিধবা ও নিঃসন্তান ভগিনীর হাতে এই শর্ত্তে ষ্টেট দিয়াছিলেন, যে তাঁহার নাতিটি বয়-প্রাপ্ত হইলে সে-ই ষ্টেটের মতওল্লী হইবে। মহা-প্রাণ হাফেয্‌ ফতেহ্‌ নসীব সাহেব ওমর সরকার মরহুমের নাত্‌নী জামাই। যখন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ওয়াকৃফ ষ্টেটটির ধ্বংস-সাধন পূর্ব্বক ভাগ বণ্টন করিয়া দিতে লাগিলেন এবং মুনশী আবদুর রব্‌ ওরফে খোকা মিঞা (নামটি ঠিক কিনা বলিতে পারি না) রাতারাতি বড় লোক হইয়া, ইহা আমাদের বেরাদারে ইউসফ-রূপী হিন্দুদিগের নিকট বিক্রয় করিতে এবং লংলীজ দিতে ও তদ্দ্বারা নওয়াবী চাল ও বেহদ বাবুগিরিতে "বেন্দেগী বসর" করিতে লাগিলেন। টাকার মাল পয়সায় বিক্রয় হইয়া যাইতে লাগিল; গরু মরিলে যেমন গৃধিনী শকুনি বা শৃগাল কুকুরগণ উহার মাংস ছেঁড়াছেঁড়ি করিয়া ভক্ষণ করিতে চেষ্টা করে, একদল হিন্দুও সেইরূপ মুসলমানের ওয়াকৃফ্‌ সম্পত্তির গন্ধ পাইলে উহা সহজে হস্তগত করিবার জন্য পাগল হইয়া উঠে। তাহারা জানে যে, মুসলমানের ওয়াকৃফ সম্পত্তি ও হিন্দুর দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্যরূপে হস্তান্তর হইতে পারে না; দলিল দস্তখত দেখিয়াও তাহারা ইহা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু লোভ ও স্বার্থ বড় বালাই। এই দুর্জ্জয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা মুসলমানের "কারে খায়েরে" প্রদত্ত ওয়াকৃফ সম্পত্তি সামান্য মূল্যে ক্রয় বা সুদীর্ঘকালের জন্য লীজ গ্রহণ করে; সেই লীজই কালে তাহাদের উত্তরাধিকারী বর্গের চিরন্তন অধিকারে চলিয়া যায়।

সান্ত্বনার জন্য।—এইরূপ ভারতবর্ষের—বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের কোটী কোটী টাকা মূল্যের ওয়াকৃফ সম্পত্তি হিন্দুদিগের উদরস্থ হইয়াছে। যখন জুম্মান মিস্ত্রি মরহুম ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ওমর সরকার মরহুমের বিরাট ওয়াকৃফ ষ্টেট এইরূপে ভুত-প্রেতের তাণ্ডব লীলায় খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল, ওয়াকৃফের প্রধান অবলম্বন মসজেদটী বে-রওনক হইয়া পড়িল, তখন মহা-প্রাণ হাফেয্‌ ফতেহ্‌ নসীব সাহেবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি নিঃসম্বল, কি করিতে পারেন, কোথায় তাঁহার শ্যালক এই বিরাট ষ্টেটের মতওল্লী হইবেন, তৎ-পরিবর্ত্তে সেই বালক পথের ভিখারী হইতে চলিল। বৃদ্ধা দাদী তাঁহার জন্য সামান্য বৃত্তির বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। হাফেয্‌ সাহেব কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। নানা প্রকারে যোগাড়-যন্ত্র করিয়া ওয়াকৃফ-ষ্টেট-গ্রহিতা এবং উহার ক্রেতা ও লীজ গ্রহিতাদিগের নামে আলীপুরের সাবজজ কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করিলেন। তিনি ত' নিঃসম্বল—মুসলমানদিগের নিকট হইতে কিছু কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া মোকদ্দমা চালাইতে লাগিলেন। কোনও কোনও মুসলমান উকিল ব্যারিষ্টারও কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিলেন। হাফেয্‌ সাহেবের কষ্ট ও দৌড় দাপট দেখিয়া অবাক হইতে হইত! আলীপুর সবজজ কোর্টে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। বহু দিন মোকদ্দমা চলিবার পর কর্ত্তব্যপরায়ণ সুবিচারক সবজজ ওয়াকৃফের অনুকূলে ডিক্রী দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক মোকদ্দমা নিম্নকোর্ট ও হাইকোর্টে চলিতে লাগিল। অর্থাভাবে পুরুষ-সিংহ হাফেয্‌ সাহেব কি ভীষণ কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। এক দিকে ওয়াকৃফ সম্পত্তি-গ্রাসকারী হিন্দুর সাহায্যে পরিপুষ্ট প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, অন্যদিকে উহার ক্রেতা ও লীজ গ্রহণকারী লক্ষপতি হিন্দুর দল; তাহাদের অর্থ এবং যোগাড়ের কিছুই অভাব ছিল না। বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার তাহাদের পক্ষে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু খোদাতালা ন্যায়ের সমর্থনকারী বহু বিচারকও সত্য এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন।

সাহায্য চাই।—সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লবওজের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রের অভাব হয় নাই। সেই মোকদ্দমার বিচার হাইকোর্টে চলিতেছিল; অল্পদিন হইল প্রধান বিচারপতি ও অন্যতম বিচারপতি মাননীয় মন্মথ নাথ মুখার্জ্জি এই মোকদ্দমার বিচার শেষ করিয়া ওয়াক্ফের সাপক্ষে রায় দিয়াছেন। এক্ষণে ষ্টেট দখলের জন্য মোকদ্দমা করিতে হইবে তজ্জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কপর্দ্দক শূন্য পুরুষ সিংহ হাফেয্ সাহেব কোথা হইতে অর্থের যোগাড় করিবেন? সহৃদয় মুসলমানগণ অর্থ সাহায্য করিয়া এই জাতীয় স্বার্থরক্ষায় বদ্ধপরিকর হউন। বলা বাহুল্য, মোকদ্দমা চলিবার অবস্থায় ওমর সরকার মরহুমের দৌহিত্রটী অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাতে মোকদ্দমায় আবার নূতন গোল বাধিয়াছিল। খোদার ফয্লে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি একপ্রকার কাটিয়া গিয়াছে। অতঃপর শেষ যোগাড় ষ্টেটের দখল মাত্র! ক্রেতা ও লীজ গ্রহণকারী হিন্দুদিগের মধ্যে আর্ত্তনাদ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে ভুক্ত জিনিষ গলায় আঙ্গুল দিয়া বাহির করা হইবে। শুনা যায়, প্রতিবাদী পক্ষের প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করিবার পথও বন্ধ হইয়াছে। সে পথ থাকিলে তজ্জন্যও ওয়াক্ফের পক্ষ হইতে ৫।৬ হাজার টাকার আবশ্যক। হাফেয ফতেহ্ নসীব সাহেবের ন্যায় দুর্জ্জয় সাহসী; যেন্দাদেল পুরুষ-সিংহ মুসলমান সমাজে আর দু'দশ জন থাকিলে, এ পতিত জাতির বিপুল ওয়াক্ফ সম্পত্তি সমূহ রক্ষার যথাবিহিত উপায় হইত।

ঋণ ও হিন্দু মহাজন।—সমগ্র বঙ্গের শতকরা পঞ্চান্ন জন মুসলমানের মধ্যে বোধ হয় শতকরা পঞ্চাশ জনই হিন্দু মহাজনের কবলে ঋণ-জালে জড়িত। মুসলমান ক্রমে ক্রমে এইভাবে ঋণগ্রস্থ হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয় জগতের বিকৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অজন্মা, দুর্ভিক্ষ, আকস্মিক দৈব দুর্ঘটনা জনিত প্লাবন ও বিকট বিলাসিতাই ইহার প্রকৃষ্ট কারণ। তারপর ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি হ্রাস পাওয়া সত্বেও ফসলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য যমিদারের খাজনা বৃদ্ধিও এই ঋণের অন্যতম কারণ। মুসলমান ধর্ম্মে সুদ গ্রহণ করা 'জায়েয' না থাকায় প্রয়োজন বশতঃ দরিদ্র মুসলমানগণকে হিন্দু মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। মহাজনগণ অতি বর্দ্ধিত হারে ঋণ দান করিয়া ৩,৪ বৎসরের পরে খাতকের সমস্ত সম্পত্তি নালাম বিক্রয়ের দ্বারা আদালতে ডিক্রী করতঃ ঋণী মুসলমানকে সর্ব্বস্বান্ত করে। এমন বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে মাত্র পঁচিশ টাকা করয্ দিয়া পাঁচশত টাকার দাবীতে খাতকের সর্ব্বস্ব মহাজন কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই সুদের হার নিয়মিত ভাবে সীমাবদ্ধ কারবার জন্য কয়েকবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় ব্যবস্থাপক সভায় ঋণদানকারী হিন্দু মহাজনের সংখ্যা সদস্যরূপে বেশী থাকায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ইহার ফলে মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে হীন হইতে হীনতর অবস্থায় পরিণত হইতেছে। পক্ষান্তরে হিন্দুগণ ক্রমশঃ অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। ইহার কি প্রতিকার নাই?

হিন্দু-মানসিকতা।—ইদানীন্তন সমগ্র ভারতে যে মুক্তির ভেঁপু চলিতেছে, তাহাতে ভারতীয় মুসলিমের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িতেছে কেননা আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দুর নিকট ঋণ-জালে জর্জ্জরিত। বর্ত্তমান আন্দোলনে মুসলমান যোগদান না করাতে হিন্দুগণ ঋণাবদ্ধ মুসলমানদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা মফঃস্বল হইতে প্রায়ই রিপোর্ট পাইতেছি যে হিন্দু মহাজনগণ তাহাদের মুসলমান খাতকদের উপর টাকা আদায়ের ছলে নানা প্রকার নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। হিন্দুগণ সর্ব্বদাই ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে বহুবার আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। এই নিপীড়িত মুসলমানদের রক্ষা কল্পে এক খোদাতালার রহমত ভিন্ন আর কোন গত্যন্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা পুনরায় এ সম্বন্ধে সরকারের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি যে এমন একটী আইন প্রণয়ন করা হউক যাহাতে মহাজন খাতকের নিকট হইতে আসলের বেশী সুদ লইতে পারিবে না। মুসলমান চিরকাল সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছে, অথচ তাহাদের রক্ষা-কল্পে এ পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক কোন পন্থার অনুসরণ করিতে দেখা যায় নাই। আমরা সরকারকে জানাইতে চাই যে ধৈর্য্যেরও সীমা আছে।

সমবায় সমিতি।—ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় সমগ্র ভারতে সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে বঙ্গের অধিকাংশ গ্রামেই সমবায় সমিতি গঠিত ও সুচারুরূপে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। সমবায় বা কো-অপারেটিভ সমিতির সুদের হার অত্যন্ত কম হওয়ায় বহু স্থানে সমিতির মেম্বরগণ বেশ লাভবান হইতেছেন। কিন্তু আমরা বিশেষরূপ জানি যে সমবায় সমিতি গঠিত হওয়ায় হিন্দু মহাজনগণের সমূহ ক্ষতি হওয়ায় তাহারা গ্রাম্য নিরীহ মুসলমানদিগকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সমিতির মেম্বর হইতে বিরত করিতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক যে, কোন প্রকার চেষ্টা করা হইতেছে না তাহা নহে। বেঙ্গল-কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেসন সোসাইটী কর্ত্তৃক নানা প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি আমাদের একটী বিষয় বলিবার আছে যে, ঠিক যে নিয়মে প্রোপ্যাগাণ্ডা চলিতেছে তাহা সম্যক কার্য্যকরী নহে। স্থায়ী সমিতিতে লেকচার দেওয়ার চেয়ে যে সমস্ত গ্রামে মোটেই সমিতি গঠিত হয় নাই সেই সমস্ত গ্রামে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতার দ্বারা সকলের হৃদয় আকর্ষণ করতঃ নিত্য নূতন সমিতিগঠন করা কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে আমরা অক্লান্ত কর্ম্মী পুরুষ সিংহ রেজিষ্ট্রার মিঃ জে এম, মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি অতঃপর মুস্লিম সমাজের প্রতি আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁহারা প্রতি গ্রামে গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করতঃ হিন্দু মহাজনের কবল হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন। গ্রামের প্রত্যেকেই এই সমিতির মেম্বর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা মুসলমান সমাজকে ঋণ-জালে জর্জ্জরিত হইয়া সমস্ত সম্পত্তি হিন্দু সমাজের হস্তে উঠাইয়া দিয়া জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। সমবায় সমিতি যদি ভাল না হইত তাহা হইলে আমরা এই প্রকার উপদেশ দিতাম না। যদি মুসলমান ভবিষ্যতে অঋণী হইতে আশা করেন তাহা হইলে এই সমবায় সমিতির সহায়তায় সম্ভব হইবে। নতুবা যে তিমিরে সে তিমিরে।

নূতন জমিয়তে ওলামা।—কংগ্রেস-পন্থী জমিয়তে ওলামার সভাপতি মুফ্তি কেফায়তুল্লাহ্ সাহেব ও মওঃ আহমদ সয়ীদ সাহেব গোড়া হইতেই কংগ্রেস-ভক্ত। মাঝে তাঁহাদের সেই কংগ্রেস-ভক্তিতে কিঞ্চিৎ ভাটা পড়িয়াছিল। আবার তাঁহাদের ভাঙ্গা গাঙ্গে জোয়ার আসিয়াছে—বাণ ডাকিয়াছে। ইহার ভিতর যে কি গূঢ় রহস্য আছে, তাহা খোদাওয়ান্দ করিমই জানেন। কিন্তু লোকে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলিয়া থাকেন। উপরোক্ত দুই মাওলানার কার্য্য কলাপে ও তাঁহাদের কতিপয় চেলা-চামুণ্ডার বেতাল হরকতে জমিয়তের অন্যান্য আলেমগণ নূতন জমিয়তে ওলামার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। গত ২৫শে জুন যুক্ত-প্রদেশের বদায়ুন শহরে ইহার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভারত-বিখ্যাত আলেম ও ওয়ায়েয্ জনাব মওলানা শাহ্ সোলায়মান সাহেব ফুল্ওয়ারী (পাটনা) সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ বলিয়া সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সভার সঙ্গে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। স্বনামখ্যাত আলেম মওলানা আবদুল মাজেদ বদায়ুনী সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জমিয়তে ওলামায়ে সুবে বেহারে এই সমিতির প্রথম এজলাস বসিবে। আমাদের বাঙ্গালার জমিয়তে ওলামাও এই নব-গঠিত জমিয়তে ওলামার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিবেন বলিয়া আশা করি। ইহার সভাপতি বঙ্গের হাদী ও পীর জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী সাহেবের যে বক্তৃতা গত সপ্তাহে "আল্-মুস্লিমে" বাহির হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার সম্পূর্ণ মতামত প্রকাশ পাইয়াছে। পথ-ভ্রষ্ট পূর্ব্বতন জমিয়তে ওলামার সঙ্গে ইহাদের কোনই সম্বন্ধ নাই। খোদা এই নব-গঠিত জমিয়তে ওলামাকে জয়যুক্ত করুন।

গাঁয়ে মানে না আপনি ......।—মওলবী আবুল কালাম আযাদ কংগ্রেসের একজন চেলা, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কংগ্রেসের গুণ-কীর্ত্তন করা, মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের দলভুক্ত করিতে চেষ্টা পাওয়া, যেখানে হিন্দু-মুসলমানের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়, সে স্থলে সকল দোষ মুসলমানের ঘাড়ে ন্যস্ত করা, ইহাই তাঁহার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। এই কাজে তিনি হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নওয়াবী ঠাটে বেড়াইয়া বেড়ান। একবার পেশাওরে গিয়া নিজের কের্দ্দানী ফলাইতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন; গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সেখানে যাইতে দেন নাই; গেলে হয়ত একটা নূতন বিভ্রাট ঘটিত। কলিকাতায় তাঁহার কারামত সকলেই অনুভব করিয়াছেন। সেদিন মুসলমান কাউন্সিলারদের সঙ্গে কংগ্রেস-ওয়ালাদের মিট্মাট্ করিতে যাইয়া ডাক্তার বিধান রায়ের নিকট 'থোঁতা মুখ ভোঁতা' করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মোড়লী করিবার জন্য সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঢাকায় কি তাঁহার মতন মুসলমান নেতা আর কেহ নাই? এইবার কংগ্রেসী মওলানা বাঙ্গালা দেশে নিজের বোযর্গী যাহের করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন। ঢাকায়ও তিনি মুসলমানদিগেরই আঠার আনা দোষ দেখিয়া থাকিবেন। তিনি হিন্দুর মুখে ঝাল খাইয়া থাকেন; সুতরাং হিন্দুর—বিশেষতঃ হিন্দু কংগ্রেসের গুণ-গানে পঞ্চমুখ। কিন্তু মুসলমানগণ তাঁহার ন্যায় মোড়লদিগকে খুব চিনিয়া রাখিয়াছেন। মুসলমান আইন অমান্য করে, মুসলমান হরতাল করে, মুসলমানগণ পিকেটিং করে, মুসলমান সরকারকে খাযানা ও ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে, এই কংগ্রেসী মওলানা তাহাই দেখিতে চান। তাঁহার নিকটে এ বিষয়ের ফতোয়ারও অভাব নাই। মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে ঐ সকল কাজে যোগ না দেওয়াতে, তাহারা ইস্লামের 'দায়েরা' হইতে খারেজ্ হইয়া গিয়াছে, ঈদের নামাযের খোত্বায়—স্কোয়ার মাঠে এবার তিনি এইরূপ হাদীস্ আওড়াইয়াই স্বীয় ময্হাবী এলেমের পরিচয় দিয়াছেন। ঢাকায় তাঁহার মোড়ল-গিরি খাটিতেছে না।

বগুড়ার "প্রজা-সভা"।—কংগ্রেসী মুসলমান দল 'ঝোপ বুঝিয়া কোপ' মারিতে বেশ মযবুৎ। কংগ্রেসী হিন্দু পাণ্ডারা প্রজাস্বত্ব আইন পাসকালে, বঙ্গীয় কাউন্সিলে, ময়মনসিংহের মহারাজার নিকট ঘুস খাইয়া, বঙ্গীয় প্রজা-সাধারণের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। ঐ সময় কংগ্রেসী দলের মুসলমানগণ আম্তা আম্তা করিয়া পাশ কাটাইয়াছেন এবং এমন ভাব দেখাইয়াছেন যে, এ বিষয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহাদের কোন সহানুভূতি নাই। এখন তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কিছু সময় অতীত হইয়া যাওয়াতে লোকের মন হইতে কংগ্রেসের ঐ দুষ্কার্য্যের ভাবটা অনেক শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; তাই তাঁহারা বগুড়ায় প্রজা-সভার নামে জন-সাধারণকে ধোকা দিবার বেশ সুযোগ লাভ করিয়াছেন। ময়মনসিংহের কাউন্সিলার শাহ আবদুল হামিদকে আমরা একজন যথার্থ প্রজা-হিতৈষী বলিয়া মনে করিতাম; এবার বগুড়ার প্রজা-সভায় তিনি সভাপতির পদে বরিত হইয়া কংগ্রেস প্রীতির বেশ পরিচয় দিয়াছেন। যে কংগ্রেসী দল বঙ্গীয় প্রজা-সাধারণের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে; যমীদারের ঘুস্-রেশওত খাইয়া তাহাদের মুণ্ডপাত করিয়াছে, প্রজা-প্রতিনিধি নামে আত্ম-পরিচয় দিয়া যাহারা সেই হিন্দু কংগ্রেসের গুণ-গান করিতে পারে, মুসলমানদিগকে উহাতে যোগ দিতে অনুরোধ করিতে পারে, তাহারা কোন্ শ্রেণীর মুসলমান, আমরা তাহা ভাবিয়া কুল-কেনারা পাই না। যে হিন্দু কংগ্রেস মুসলমানের সর্ব্বনিম্ন দাবীটুকুও পূর্ণ করিতে চায় না—পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছে, সেই কংগ্রেসের লেজুড় ধরিয়া যাহারা এখনও থাকে, তাহারা কিরূপ সমাজ হিতৈষী ও কওমের খায়েরখা, তাহা কি তাহারা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারে? যে কংগ্রেসীদিগের স্বার্থপরতা, মুস্লিম-বিদ্বেষ, মুসলমান জাতিকে ভারতবর্ষ হইতে উচ্ছেদ-সাধনের দৃঢ়-সঙ্কল্প সর্ব্বজন বিদিত, সেই কংগ্রেসের দাসত্ব-নিগড়ে যাহারা আবদ্ধ হইতে চায়, তাহারা কোন্ শ্রেণীর মোনাফেক মুসলমান, তাহা সত্যই আমরা বুঝিতে অক্ষম।

হুশিয়ার মুস্লিম!—যে কংগ্রেসের ভাব-ভঙ্গী ও কার্য্য-কলাপ দেখিয়া বঙ্গ শার্দ্দুল মওলবী এ, কে, ফয্লুল হক, মহা-শক্তিশালী পুরুষ-কেশরী আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মহা-তেজস্বী মওলানা হসরত মোহানী, মওলানা আযাদ সোবহানী, মওলানা শফি দাউদী, শেঠ ইয়াকুব হাসান, মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ডাক্তার আন্সারী প্রমুখ রাজনীতিক ধুরন্ধরগণ হিন্দু কংগ্রেসের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুস্লিম বিদ্বেষী হিন্দু কংগ্রেসের যে সকল মুসলমান এখনও ধামা ধরিয়া আছে, তাহাদের বুদ্ধির তারিফ করিতে হয়। যাহারা কংগ্রেসের 'ওযিফা খার'—বৃত্তিভোগী, তাহাদের কথা না বলাই ভাল। বগুড়ার কংগ্রেসী প্রজা-সভার পাণ্ডাগণ আবার ফরিদপুরের প্রজা-সভার নিন্দাবাদ করিয়া খুব বাহাদুরী ফলাইয়াছে। যে শক্তিবান্ পুরুষ—নদীয়ার খান বাহাদুর মওলবী আযিযল হক্ বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রজা-স্বত্ব বিলের আলোচনা কালে প্রজাপক্ষে মহা বিজ্ঞতা সহকারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলেন, তিনি ছিলেন ফরিদপুর প্রজা-সভার সভাপতি। সেই প্রজা-সভার বিরুদ্ধে যাহারা মত প্রকাশ করে, তাহারা নিতান্তই দায়িত্বজ্ঞান হীন নির্লজ্জ-বেহায়া। প্রজা পক্ষের নেতৃত্ব করিতে কি তাহাদের একটুও লজ্জা-শরম হয় না? স্বার্থ বড় বালাই; নাম কিনিবার স্পৃহাটা বড়ই মারাত্মক ব্যাধি। এই শ্রেণীর স্বার্থপর লোকের দ্বারাই বঙ্গের মুসলিম-স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল। মীর জাফর, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রাজা রায় দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ, ইয়ার লতীফ খাঁ ইত্যাদির নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলা যাইবে না। এইরূপে মীর হবিবের নামও চিরস্মরণীয়। হিন্দু কংগ্রেস-গত-প্রাণ স্বজাতি-দ্রোহী মুসলমানগণ লজ্জার মাথা খাইয়া এখনও মুসলমানদিগের সর্ব্বনাশ করিবার কৌশল-জাল বিস্তার করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিতেছে না, ইহা জাতীয় কলঙ্কের বিশেষ পরিচায়ক। বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃগণ এই সকল কপট ও মোনাফেক্ মুসলমানদিগের ধোকায় পড়িয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ করিবেন না। তাহাদের চেক্না চেক্না কথায় ভুলিয়া আপনাদের পায়ে আপনারা কুড়াল মারিবেন না। কংগ্রেসী হিন্দুদিগের অতীত কার্য্যাবলী সম্বন্ধে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। জমিয়তে ওলামার বিপথগামী কতিপয় আলেমের কথায় কেহ কর্ণপাত করিবেন না।

ভীষণ ভূমি-কম্পন।—গত ৩রা জুলাইয়ের গভীর রজনী। প্রকৃতি নিঝুম ও নিস্তব্ধ। সমস্ত দিনের ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহখানি লইয়া চরাচর অকাতরে ঘুমাইতেছে—সহসা পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল! বৃক্ষ, লতা, গৃহ অট্টালিকা ঘোর নিশাখোর মাতালের ন্যায়—দুলিতে লাগিল। নদ, নদী, জলাশয়, পুষ্করিণীতে প্রবল তরঙ্গ উঠিল। প্রকৃতির ঈদৃশ ভাব বিপর্য্যয়ে লোকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু দিশাহারা! ক্ষিপ্রগতিতে গৃহ হইতে নামিয়া লোকে ময়দান পানে ছুটিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের নীরব নিস্তব্ধ ধরণীর বুকে প্রলয় কালীন ভীতি-কোলাহল জাগিয়া উঠিল। তক্বির ও আযানের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইল। প্রতি মুহূর্ত্তে লোকে প্রাণের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইতেছিল। বায়স-কুলের কর্কশ রব, সারমেয়র ঘেউ ঘেউ শব্দ মানুষের ব্যাকুল প্রাণে কি এক গভীর আতঙ্ক জাগাইয়া তুলিল। রহমানের রহিম আল্লাহ তায়ালার অসীম কৃপায় এইভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, মাত্র তিন মিনিট পরে প্রকৃতির রুদ্র-মূর্ত্তি শান্তরূপ ধারণ করিল; কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে লোকের যে কি মহা অনিষ্ট সাধিত হইল তাহা নিতান্তই অপরিপূরক। গত ১৮৯৭ সালের বাঙ্গালা—আসামের ভীষণ ভূমি-কম্পের পর এইরূপ ভূমি-কম্প আর হয় নাই। আসামের পর্ব্বতাঞ্চল হইতে প্রথমেই এই কম্পন উত্থিত হইয়া বাঙ্গালা, আসাম ও রেঙ্গুনের সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। বিভিন্ন স্থানের বহু দালান অট্টালিকা অল্প বিস্তর ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াছে। সুখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন জীব হানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে এই যে ভূমি কম্পনের ধ্বংস লীলা সাধিত হইল ইহাতে শিক্ষার দিক দিয়া দেখিতে গেলে অনেক কিছুর পরিচয় পাওয়া যায়, বিপদে না পড়িলে লোকে সৃষ্টি-কর্ত্তাকে স্মরণ করে না। দুনিয়ার মোহে ডুবিয়া যখন লোকে খোদাকে ভুলিয়া যায় তখনই তাহাদের এই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহাদের উপর এইরূপ নৈসর্গিক বিপদপাত হইয়া থাকে। গত কম্পনের রজনীতে এমনো হইতে পারে, কত লোকে কতভাবে পাপ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, কত আমোদ প্রমোদ কিম্বা আত্ম-পরিতৃপ্তির প্রহসন চলিতেছিল, সহসা প্রবল কম্পনে মেদিনী আলোড়িত হইলে লোকের সে ভাব কোথায় দূরীভূত হইয়া গেল! অতি নাস্তিক, অতি খোদা-দ্রোহী, অতি ধর্ম্ম-দ্রোহী হইলেও তখন প্রত্যেকের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল, খোদা বাঁচাও! "ভগবান রক্ষা কর!!" কোন বৈজ্ঞানিক, কোন রসায়নিকের বুদ্ধি গবেষণা তখন কার্য্যকরী হয় নাই। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও যে সমস্ত মূর্খ নাস্তিকের দল খোদা নাই বলিয়া আস্ফালন করে, বলিহারি তাহাদের বুদ্ধি ও যুক্তিবত্তায়!!

রক্তের মূল্য

—:•:—

আজ ভারতীয় কমিনা সংগঠনী আর্য্য জাতির আস্পর্দ্ধা ও সাহস কতদূর চরমে উঠিয়াছে—ধরাকে সরা মনে করিয়া আজ যে তাহারা কতদূর দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতেছে—সনাতন ইসলামের বিশ্ব-জনীন ভাব-ধারাকে ধরাপৃষ্ঠ হইতে মিটাইয়া দিবার জন্য কত ভাবে সেই বদ্ বখ্‌তের দল অন্যায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া স্বীয় জাতি-সুলভ হীন রুচির পরিচয় দিতেছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক হইয়া পড়ে। আমরাও আমাদের আত্ম-মর্য্যাদা ও জাতিগত গাম্ভীর্য্য ক্ষুণ্ন হইবার আশঙ্কায় সেই সমস্ত অপ্রিয় বিষয়ের আলোচনা করা সমীচীন বিবেচনা করি না। কিন্তু মুগুর কুকুর অন্থায়ী না হইলে পদে পদে আক্রান্ত ও দংশিত হইবার আশঙ্কা। শুধু পদাঘাত করিয়া উপেক্ষা অবহেলার দূরে সরাইয়া দেওয়ার যুগ এ নহে। মাঝে মাঝে তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিবার জন্য প্রচুর 'নোড়া' ও যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। সম্প্রতি দিল্লীর ৭ই জুন তারিখের 'আল্-আমান' নামক পত্রে কংগ্রেসী হিন্দু দুরাচারগণের নারকীয় শয়তানী লীলার যে মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া ধৈর্য্য রাখা একেবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। চক্ষু দিয়া প্রতিহিংসার তীব্র অনল বিচ্ছুরিত হয় রক্ত-পাগল মুসলমানের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলিয়া যায়। পত্রে প্রকাশ—মথুরা জেলার কুছি কোলান নামক স্থানে গত ২৮শে মে হিন্দু কংগ্রেস কমিটীর এক অধিবেশন হয়। কংগ্রেস, মুসলিম দলনের একটী যন্ত্রবিশেষ মনে করিয়া স্থানীয় সংখ্যা লঘিষ্ঠ মুসলমান তাহাতে যোগ দিতে অস্বীকার করেন বলিয়া দুর্দ্দান্ত হিন্দু নরাধমগুলি তাহাদের উপর বিষম ক্ষেপিয়া উঠে; এবং তাহাদিগকে নানা ভাবে অপদস্থ ও নির্য্যাতন করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। তথাকার বিপ্লবপন্থী হিন্দুগণ শান্ত ও নিরীহ মুসলমানদিগকে আরও জানাইয়া দেয় যে, যদি মুসলমানগণ কংগ্রেসে যোগ দিয়া তাহাদের ক্রীতদাস হইয়া থাকিতে রাযী না হয় তবে স্বধর্ম্ম লইয়া তাহাদিগকে এদেশে নিরাপদে নির্ব্বিঘ্নে বাস করা কখনই সম্ভবপর হইবে না। আজ মুসলমান সমাজ যে ভাবে কংগ্রেস তথা হিন্দুর সহযোগিতার প্রতিকূল পথে চলিয়াছে, হিন্দুর বিষ নয়নে পড়িয়া তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। সুতরাং এখন হইতে হয় মুসলমানকে কংগ্রেসের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে নচেৎ আরবের পথ দেখিতে হইবে।" সুখের বিষয় হিন্দুগণের এই ফাঁকা আওয়াজ ও ভূয়া আস্ফালনে তথাকার সংখ্যার মুসলমানগণের অন্তরে কোনরূপ ভীতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহারা হিন্দুদিগের এই অন্যায় চালবাযী বুঝিতে পারিয়া উহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষার নয়রে দেখিতে থাকেন।

সে দিন শুক্রবার। মুসলমানের পবিত্রতম জুমা' নামায পড়িবার দিন। হিন্দুগণও সেইদিন হরতাল ঘোষণা করিয়াছিল। প্রাগুক্ত কুছি কোলানের মুসলমানগণ হরতালে যোগ না দিয়া সম্পূর্ণ পৃথক থাকে, এবং জুমার নামাযের ওয়াক্ত হইলে, তাঁহারা সুসজ্জিত অবস্থায় স্থানীয় জামে মসজিদে নামায পড়িতে যান। হিন্দুগণ দেখিল তাহাদের দানবোচিত মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইহাই সুবর্ণ সুযোগ। তাই তাহারা বৃহৎ বৃহৎ কয়েকটী দলে বিভক্ত হইয়া একদল মুসলমানের বাড়ী ঘর লুণ্ঠন করিতে গৃহের আসবাব পত্রাদি বিনষ্ট করিতে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে অপর দল মুসলমানের দোকান পাঠ লুঠ করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শক্তিশালী দল স্থানীয় জামে মসজিদে যাইয়া আল্লাহর উপাসনারত মুসলমানকে সরোষে বলে "ইহা হিন্দুর দেশ, এখানে তোমাদের নামায, রোযা ও আযান দিবার কোনই অধিকার নাই।" এই বলিয়া সেই পশু-প্রকৃতি হিন্দু দুর্ব্বৃত্তরা শান্ত শিষ্ট ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র মুসলমানগণের উপর নানা প্রকার অত্যাচার ও নিপীড়ন করিতে থাকে। পবিত্রতম আল্লাহর ঘরে কোন প্রকার বিভ্রাট সৃষ্টি করা মহা পাপ মনে করিয়া নামাযরত মুসলমানগণ হিন্দুদিগের এই অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। ইহাতে ক্ষান্ত না হইয়া দুরাচার কাফেরগণ মস্‌জিদে ঢুকিয়া মস্‌জিদের বিছানা পত্র ঝাড়ী লণ্ঠন ভাঙ্গিয়া চুর্ণ বিচূর্ণ করে, এবং মুসলমানের প্রাণ সর্ব্বস্ব আল্লাহর পবিত্র কোরআনের অবমাননা করিতে থাকে। মসজিদের উপস্থিত মুসলমানগণ এই নারকীয় দৃশ্য দেখিয়া নিতান্ত অধীরভাবে হিন্দু নরাধমগণের কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইলে দুর্ব্বৃত্তগণ সুতীক্ষ্ণ 'বর্শা'ঘাতে একজন ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানকে শহীদ করিয়া ফেলে। মুসলমান! আর কি চাও! যে জাতির লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতায়ালা কোরআনে ঘোষণা করিয়াছেন—

انما المشركون نجس - فلا يقربوا المسجد الحرام-

মুসরিক জাতি ঘোর নাপাক, তাহারা এই মসজিদে হেরামে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রিয় পাঠক! সেই ঘোর অপবিত্র জাতি ক্ষাত্র শক্তির বলে আজ ভারতীয় মুসলিম জাতির পবিত্রতম মসজিদগুলি কি অন্যায়ভাবে অবমাননা করিতেছে! এই পাপ দৃশ্য দেখিবার মত সহ্য ধৈর্য্য কি মুসলমানের আছে? দুনিয়ার বুকে একটীও মুসলমান বাঁচিয়া থাকিতে কাফেরের এরূপ দুর্নীতির চরম অভিনয় হইতে দেখা জাতির পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্ক ব্যতীত আর কি বলা যায়? মুসলিম-অরি রাজপাল কিংবা শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করিলে হিন্দু জগতে এক মহা শোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সমস্ত হিন্দু দণ্ডায়মান হইয়াছিল। আর কথায় কথায় কাফেরগণ নিরীহ মুসলমানের রক্তে নিজের পাপ হস্ত রঞ্জিত করিতেছে। আল্লাহর উপাসনায় রত মুসলমানের উপর লাঠি সড়কী চালাইয়া চরম বর্ব্বরতার পরিচয় দিতেছে। শাসন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হতভাগ্য মুসলমানের রক্তের কি কোন মূল্য নাই? থাকিলে ইহার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা কি করিয়া থাকেন?

পাঠক! প্রাগুক্ত কছি কোলান গ্রামের দুর্দ্দান্ত হিন্দু জাতির আর এক নব্য বর্ব্বরতার কাহিনী শুনিবার জন্য প্রস্তুত হউন। সেই দুর্দ্দর্ষ মাতালের দল মসজিদ আক্রমণ করিয়া মুসলমানকে শহিদ করিয়া—মুসলমানের ঘর বাড়ী দোকান পাট লুট করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। তার পরও যে অপূর্ব্ব পাশবিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া 'আল্-মুস্লিমের' পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিতে চাহি না। তবে এইটুকু না বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে যে, সেই সমস্ত ইবলিশের দল মুসলমান পল্লীর অন্তঃপুরে ঢুকিয়া সরম-ভয়ে-সঙ্কুচিত পর্দ্দানশীন মুসলিম মহিলার পবিত্র গাত্র হইতে বলপূর্ব্বক গহনা অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইয়া যে পাশবিকতার পরিচয় দিয়াছে তাহা স্মরণ করিতেও ঘৃণা ও সরমে মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। স্ত্রী, কন্যা, মা, ভগিনী লইয়া যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা যে কখনই অসূর্য্যম্পশ্যা পুর-বাসিনীর উপর বিলোল কটাক্ষপাত করিতে পারে না। পাপিষ্ঠদের উক্ত শয়তানী লীলা দেখিয়া আমাদের সেই ধারণা দূর হইল।

পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন এক জাতির বাস চলে না। আবহমান কাল হইতে নানা শ্রেণীর লোক এক স্থানে পাশা পাশি বাস করিয়া আসিতেছে। শক্তিশালী শাসন দণ্ডের অতুল প্রতাপে তাহাদের মধ্যে কখন কোন গুরুতর দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই। 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' শাসন কর্ত্তার প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় পৌণে দুইশ' বৎসর রাজত্ব করিতে না করিতে বৃটিশ শক্তির মধ্যে যে শিথিলতা আসিয়া গিয়াছে, তাহারই দরুণ আজ তাহাদিগকে ভারত হইতে নাকে খৎ দিয়া শ্বেত দ্বীপে পলায়ন করিবার উপক্রম হইয়াছে। মায়ের দুই ছেলেটি সকল আদর সোহাগ একচেটীয়া উপভোগ করিবে, আর শান্ত-শিষ্ট ছেলেটি কিছুই পাইবে না ইহা কোন্ দেশীয় নিয়ম? একই দেশে বাস করিয়া একই বৃটিশ সরকারের অধীনে থাকিয়া হিন্দু সকল সময় মুসলমানের ঘাড় মটকাইয়া রক্ত পান করিবে, আর সরকার চুপটি করিয়া খেলা দেখিবে, ইহা কোন্ দেশের আইন? যে সরকারের সহযোগিতা করিতে যাইয়া মুসলমান হিন্দুর হস্তে নানা প্রকার বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছে, সেই অকৃতজ্ঞ সরকার মুসলমানের প্রতি ভুলিয়াও লক্ষ্য করেন না! উপসংহারে শক্তের ভক্ত ও নরমের যম সকলকে বলিয়া রাখিতে চাই, তাহাদের এইরূপ অবিমৃষ্যকারিতা এবং পক্ষপাতিত্বের দরুণ অদূর ভবিষ্যতে যে মহা বিপ্লবাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, সপ্ত সমুদ্রের সলিল দ্বারাও তাহা নির্ব্বাপিত করা কখনই সম্ভবপর হইবে না। ভরসা করি এখন হইতে সরকার অনাচার দমনে অবহিত হইবেন নচেৎ এক ঘনীভূত বিপদরাশি তাহাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিবে।

"নারী-নিগ্রহ"

(মওঃ মোঃ আহবাব চৌধুরী বি-এ)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতীয় হিন্দু নেতা ও সাংবাদিকেরা স্বরাজ স্বাধীনতা প্রভৃতি বড় বড় শব্দ আওড়াইয়া থাকে এবং নাটকীয় অভিনয়ের সুরে বয়কট, অসহযোগ প্রভৃতি ধমক দিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিজের ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক মতলব হাসিল করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা বরাবরই বিদেশী শাসন যন্ত্রের হাতের পুতুল সাজিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিয়া ভারতের স্বাধীনতার গতি উল্টা দিকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধে রাজবল্লভ, জগৎশেট প্রভৃতি লর্ড ক্লাইভের সহিত মিলিত হইয়া নওয়াব সিরাজ উদ্দৌলাকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলা তথা ভারতের পরাধীনতা গ্রহণ করিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু নেতারা সব দোষ মুসলিমের ঘাড়ে চাপাইয়া সরকার বাহাদুরের সহিত যোগদান করিয়া মুসলিমের সর্ব্বনাশ সাধন করিলেন। কংগ্রেসী নেতারা সাইমন কমিশনকে বয়কটের ধমক দিলে ও গোল টেবিল বৈঠকের কথা শুনিয়া এখন হইতেই অনেক অসহযোগ নেতার জিহ্বা হইতে টস্ টস্ করিয়া পানি পড়িতেছে। হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহ প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু মিস মেয়োর Mother India প্রচারিত হওয়ার পর হিন্দু সমাজে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বাল্য বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে বলিবার অনেক কথা আছে, কিন্তু, Principle হিসাবে আইন করিয়া নিজের পারিবারিক ও ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতাটুকু গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। হিন্দু নেতারা Unhappy India, Father India প্রভৃতি লিখিয়া মুখে মিস মেয়োর প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা আমেরিকা বাসিনীর কুহক মন্ত্রে ভুলিয়া ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সর্দ্দা বিল পাশ করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত শেষ স্বাধীনতা পর্য্যন্ত পরের হাতে অর্পণ করিয়া যে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিলেন, ইহার পরিণাম ফল কি ভয়াবহ হইবে তাহা অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ভারতের হিন্দুরা অনেকেই শান্তি-প্রিয়। তাহারা সাধারণতঃ মুসলমানের সহিত ঝগড়া বিবাদ করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু এক শ্রেণীর হিন্দু সাংবাদিক ও নেতারা জনসাধারণকে সতরঞ্চ খেলার বড়ের ন্যায় ব্যবহার করিয়া আফগান জুজু, গো কোরবানী ও নারী হরণ প্রভৃতি লোম-হর্ষন মিথ্যা প্রোপাগেণ্ডা দ্বারা উত্তেজিত করিয়া নিজের ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। জনসাধারণকে একটা হুজুগে মাতাইয়া নেতৃত্ব করা বড়ই সহজ কাজ। আফগান জুজুর ভয় অশিক্ষিত সমাজে কার্য্যকরী হয় না দেখিয়া তাহারা সময় ও সুযোগ বুঝিয়া নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। গো-কোরবানী ও নারী হরণ হইল হিন্দু জনসাধারণকে উত্তেজিত করিবার প্রধান war cry। "গো-মাতা"র নাম করিয়া কতজন কাউন্সিলে প্রবেশ করিলেন, সাম্প্রদায়িকতার পুরস্কার স্বরূপ টাকার তোড়া বখ্‌শিস পাইলেন। গো-আন্দোলন থামিতে না থামিতে এখন আবার তথাকথিত নারীহরণ আন্দোলনে সমগ্র বাঙ্গলা দেশটা কাঁপিয়া উঠিয়াছে। মহাসভা কোম্পানী, নারীরক্ষা কার্ম্মেসী হইতে নারী হরণ বটিকা খাওয়াইয়া সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার করিতেছে। যাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশে খামাখা একটা উৎপাত বাড়াইতে চান তাহাদের কাজকে প্রকৃত দেশ হিতৈষিকতা বলা যায় কিনা বিশেষ সন্দেহের বিষয়।

তাই মওলভী মোহাম্মদ আকরম খাঁ গত ৯ই ভাদ্রের এলবার্ট হলের সভাপতির অভিভাষণে বাস্তবিকই বলেন—"এই শ্রেণীর আন্দোলন গুলির সাধারণ ধারা এই যে, ন্যায়ের, সত্যের ও যুক্তি প্রমাণের কোন ধার এখানে কেহ ধারিতে চায় না। অধিকন্তু প্রকাশ্যতঃ যে বিষয়কে লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করিয়া আন্দোলনের সৃষ্টি করা হয়, বস্তুতঃ সেটা হয় একটা উপলক্ষ, আর তার প্রকৃত লক্ষ্য হয় অন্য কিছু। এই প্রকারে গো রক্ষার নাম করিয়া দেশে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করা হয়, এবং এই কপট মনোভাবের জন্য তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়। এই আন্দোলনের নায়কেরা গোরক্ষার জন্য যতটা লালায়িত ছিলেন, তাহার চাইতে অনেক বেশী আগ্রহান্বিত ছিলেন—গো-রক্ষাকে উপলক্ষ করিয়া নিম্ন স্তরের হিন্দুদিগকে সম্মোহিত করিয়া রাখিতে। তাহাদিগকে সন্মবদ্ধ করিয়া নিজেদের অস্ত্ররূপে মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে। কোন কোন গো-হত্যা ব্যবসায়ী মহাজনের ব্যবসার বুদ্ধিরও যে ইহার মধ্যে কোন অংশ ছিল না, একথাও জোর করিয়া বলা যাইতে পারে না। আজ আমাকে অনেক দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বর্ত্তমান এই নারী রক্ষা আন্দোলনটি মূলতঃ ঐ গো-রক্ষা আন্দোলনের একটা সংস্কৃত সংস্করণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

"নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গের ন্যায় হিন্দু সাংবাদিকেরা মুসলিম সমাজের উপর নিজের যিদ মিটাইতে গিয়া পরোক্ষভাবে যে নিজের স্বজাতীয় নারী জাতিরই অপবাদ দিতেছেন, সে কথাটা তাহারা একবার তলাইয়া দেখিলেন না। হিন্দু সংবাদপত্রে ক্রমাগত এই নারীহরণ সংবাদ পড়িতে ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা ভারতীয় হিন্দু সমাজের উপর কি ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন তাহা Mother India, Daughters of India; India, As I saw it, গ্রন্থ পড়িলেই বুঝা যায়। বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড লিটন বাঙ্গালার তথাকথিত নারী হরণ প্রসঙ্গে ঢাকার এক বক্তৃতায় বলেন:—

"The thing that has distressed me more than anything else since I came to India is to find that mere hatred of authority can drive Indian men to induce Indian women to invent offences against their own honour merely to bring discredit upon Indian police men" বাঙ্গলার লাট বাহাদুর যাহা বলিয়াছেন, সত্য মিথ্যা বিবেচনা না করিয়া এক শ্রেণীর হিন্দু নেতা মুসলিম সমাজকে দুর্ণামগ্রস্ত করিবার জন্য যে ভাবে প্রোপাগেণ্ডা করিতেছেন, তাহা সকলেই জানে। এই বিংশ শতাব্দির সভ্যতার যুগে তোপ-কামানের চেয়েও আন্তর্জ্জাতিক জনমতের মূল্য অনেক বেশী। এই প্রোপাগেণ্ডার জোরেই আমেরিকাকে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে নামাইয়া মিত্র শক্তি গত ইউরোপীয় মহা যুদ্ধে জয় লাভ করেন। ইহার সারবত্তা বুঝিতে পারিয়াই হিন্দু বঙ্গের অন্যতম নেতা মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু গত রঙ্গপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর অভিভাষণে এই প্রোপাগেণ্ডার কাজ চালাইবার জন্য বিশেষ ভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর সুবিখ্যাত লেখক Victor Mogens এর ভাষায় বড়ই দুঃখে বলিতে ইচ্ছা হয় "Propaganda became synonymous with lying and that with concious and wicked lies as well as other devils. Never has false morality recorded such triemphs, never has hatred and contempt mixed with such refinement of hypocrisy and that to such an extent, never was concious lies used so systemetically as a political weapon." তারপর তিনি আর ও বলেন—"The four p's in the superscription—politics, propaganda, press and public form together as an organic whole. The path of politics to the public passes through press propaganda" (Modern review)। জার্ম্মাণ লেখকের উপরোক্ত মন্তব্যগুলি বর্ত্তমান হিন্দু প্রপাগেণ্ডার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায়। গত অর্দ্ধ শতাব্দির অধিক কাল যাবত হিন্দু সাংবাদিক ও সাহিত্যিকেরা, নাট্যকার ও উপন্যাসিকেরা মুসলিম বঙ্গের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রপাগেণ্ডা চালাইয়া—"used so systemetically as a political weapon" নিজের মতলব হাসিল করিয়া লইতেছেন। বাঙ্গালার হিন্দু সাংবাদিকগণের এই নারী হরণ সংবাদ পড়িতে পড়িতে বাঙ্গালার বাহিরে অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুরাও ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া পড়িতেছেন। এমন কি ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীরা পর্য্যন্ত ক্রমশঃ মুসলিমের উপর বিদ্বেষিত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহারা এই সকল মিথ্যা প্রপাগেণ্ডা পড়িতে পড়িতে স্কুল কলেজের এক শ্রেণীর তরুণ মুসলিমেরা ইসলামে

আস্থাহীন হইয়া ক্রমশঃ মুসলিম বিদ্বেষী হইয়া পড়িতেছেন। কামান হইতে কলমকে আমি বেশী ভয় করি। কামান দ্বারা সাময়িক ভাবে দুই চারি শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়; কিন্তু গায়ের ইসলামী বদ সাহিত্য যুগ যুগান্ত ব্যাপিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে একেবারে ইসলাম বদ্বেষী করিয়া তুলিতেছে।

এতদিন পর্য্যন্ত খৃষ্টান মিশনারী ও আর্য্য সমাজীরা ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা দুর্ণাম প্রচার ও প্রপ্যাগেণ্ডার কাজ একচেটিয়া ভাবে করিয়া আসিতেছিলেন। এখন সকলের দেখা দেখি একত্ববাদী ব্রাহ্ম সমাজের একদল লোকও ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইএর ময়দানে নামিয়াছেন দেখিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। সমগ্র বাঙ্গলা তথা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্ম নেতারাই নিরপেক্ষ ভাবে মুসলিম সমাজের পক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের পর হিন্দু মহাসভা গঠিত হওয়া অবধি ইহারা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও ক্রমশঃ ইসলাম বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ কংগ্রেসী হিন্দু নেতা ও বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ কলিকাতা ব্রাহ্ম সিটি কলেজের রাম মোহন রায় হোষ্টেলে যখন ঘোর যবরদস্তী করিয়া মূর্ত্তি পূজা প্রচলনের চেষ্টা করিয়া মুষ্টিমেয় ব্রাহ্ম সমাজীকে গলা টিপিয়া শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করিতেছিলেন, যখন ডাঃ রবীন্দ্রনাথ, মিঃ রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্ম নেতারা কাতর কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ও হিন্দু সমাজের মন ভিজাইতে পারিতেছিল না, যখন উত্তেজিত পৌত্তলিক হিন্দু বঙ্গ প্রাচীন বৌদ্ধ জাতির ন্যায় একত্ববাদী ব্রাহ্ম সমাজের নাম ও নিশানা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন; ব্রাহ্ম সমাজের জীবন-মরণ সমস্যায় এই কঠিন দুর্দ্দিনে Principle হিসাবে বাঙ্গলার সমগ্র মুসলিম সমাজ ও মুসলিম সংবাদপত্র সমূহ একজোট হইয়া মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মের সহায়রূপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু হায়, অতি অল্প সময় পরে সে কথা ভুলিয়া গিয়া প্রবাসী সম্পাদক ও ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা মিঃ রমানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুরাট হিন্দু মহসভার অভিভাষণে নারী-হরণ প্রভৃতির মিথ্যা অপবাদ দিয়া মুসলিম সমাজের উপর মনের ঝাল মিটাইয়া কৃতজ্ঞতার প্রতিদান করিয়া আসিলেন। মুসলিম সংবাদ পত্র সমূহে চার দিক হইতে ইহার প্রতিবাদ ও পাল্টা আক্রমণ হওয়ায় Modern Review সম্পাদক মহাশয় এক নুতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। নিরপেক্ষতা দেখাইবার ভাণ করিয়া এক শ্রেণীর ছদ্মবেশী লেখকের দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেছেন। ১৯২৯ ইং গত সেপ্টেম্বর সংখ্যার "মডার্ণ রিভিউ" নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় Politicus নামক একজন ছদ্মবেশী লেখক 'A Book on Non-India Muslim Mentality' প্রবন্ধে বিশ্ব-মুসলিম সমাজকে গালাগালি করিয়া যে হীন মানসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। (ক্রমশঃ)

মটর-মালিকের অত্যাচার
কর্ত্তৃপক্ষের কৃপা-দৃষ্টি

গৌহাটী শিলং রাস্তায় মটর চালাইবার ও মাল পত্র আনা নেওয়া করিবার কন্‌ট্রাক্ট থাকা বশতঃ খাসিয়া কৃষকগণ পাহাড়ের গায় যে গোল আলু উৎপন্ন করে, তাহা মাটীর দরে বিক্রয় করিতে হয় এবং তাহাদিগকে গৌহাটীর বাজার হইতে ২৲-২॥০ বেশী দিয়া চাউল ইত্যাদি খরিদ করিতে হয়। মটর বাসে চেরাপুঞ্জি হইতে শিলং ৩৩ মাইলের ভাড়া জনপ্রতি ১৲ টাকা। ডিমাপুর হইতে মনিপুর ১৩৪ মাইলের ভাড়া ২৲ দুই টাকা কিন্তু সেইরূপ যাত্রীর জন্য গৌহাটী শিলং রাস্তায় শিলং হইতে নংপো ৩৩ মাইলের ভাড়া ৭৸০ সাত টাকা বার আনা। কন্‌ট্রাক্টরগণ ইচ্ছা মত আলুর ভাড়া কম বেশী করিয়া থাকে। কলিকাতা, পাটনা, বেনারস ইত্যাদি স্থানে দর বেশী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলুর ভাড়া এক টাকা থেকে তিন টাকায় পরিণত হয়। এই প্রকারে হাজার হাজার দরিদ্র কৃষকগণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হইতেছে, তাহার প্রতিকারার্থে আসাম কাউন্সিলারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

(জনৈক ভুক্তভোগী)

সত্যের জন্ম
(গল্প)

[—সিদ্দিকী]

(৩)

যশোহর জেলার এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কূলে বিনয় কুমার মিত্রের জন্ম। বিনয় গ্রাম্য স্কুল হইতে মাইনর পাশ করিয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে পর অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গাঘাতে তাহার মস্তিষ্ক একদম বিগড়াইয়া যায়। সে পড়া ছাড়িয়া দিয়া গান্ধী মার্কা টুপী ও খদ্দর পরিয়া ভদ্দর সাজিয়া ভবঘুরের মত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। বলা বাহুল্য এই জন্য তাহার পিতা তাহাকে আদৌ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। পড়া ছাড়িয়া এইরূপ ঘোর উচ্ছৃঙ্খল ভাবে থাকা বিনয়ের বৃদ্ধ পিতা মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি বহুবার তাহাকে স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া আবার পড়িবার জন্য আদেশ করেন, কিন্তু বিনয় পিতার কথা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বদেশী হুজুগে একদম মাতিয়া যায়। ফলে পিতার ঘোর অপ্রীতিভাজন হইয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত হয় এবং সেই অবধি বিনয় কতকগুলি বখাটে যুবকগণের সহিত মিশিয়া নানা স্থানে ঘুরিতে থাকে। কাল সহকারে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল অগ্নি নিভিয়া গেল। স্বদেশী হুজুগে মাতোয়ারা পাণ্ডাগণ কেহ জেলে যাইয়া কেহ পুনরায় অফিস আদালত, স্কুল কলেজে, ঢুকিয়া আপনাদের সাময়িক লাফালাফির তাণ্ডব অভিনয় শেষ করিল; বিনয়ের এখন দুই কূলই গেল। গৃহে স্থান নাই, স্বদেশী আন্দোলনের গতি প্রায়ই প্রশমিত হইয়াছে বলিয়া তাহার মত ভলান্টিয়ারকে আর কে স্থান দেয়। যাহা হউক অনেক চেষ্টা চরিত্রের পর কোন বন্ধুর সাহায্যে বিনয় কলিকাতার —কোংর মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ক্যাসভাণ্ডারের চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া আপাততঃ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, বিনয় কলিকাতার এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে সে নিজে ও সঙ্গে একজন লছমন নামক উড়িয়া ভৃত্য সহ বাস করে। নানা কারণে যমিদার পুত্র আনোয়ারের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় ও ভালবাসা হইয়া গিয়াছে।

সেদিন ইদলফেতরের ছুটী হইলে বাড়ী আসিবার সময় আনোয়ার বিশেষ প্রয়োজনে বিনয়ের নিকট হইতে একটী সুটকেশ চাহিয়া আনিয়াছিল। সুটকেশটি লইয়া আনোয়ার বাড়ী আসিলে বিনয়ের মনে কি এক জঘন্য প্রকৃতির শয়তানী খেয়াল আসিয়া জুটিল। কাল সর্প হাজারো দুধ কলা দিয়া পুষিলেও সুযোগ পাইলে সে যেমন দংশন করিতে চাহে। হৃদয়হীন বিনয়ের অন্তরে তদরূপ কি এক দুর্দ্দমনী জিঘাংসা বৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়া তাহাকে বন্ধুবধে অনুপ্রাণিত করিল। সে মনে করিল "ইহাই আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্নের সুবর্ণ সুযোগ। সুতরাং ইহা হেলায় পরিত্যাগ করে কোন্ নির্ব্বোধ? আনোয়ার আমার কে, যে তাহার সর্ব্বনাশ করিতে আমার বুক কাঁপিবে? বিশেষতঃ সুযোগ বুঝিয়া মুসলমানের সর্ব্বনাশ সাধন করাইতো আমাদের ধর্ম্মের প্রধান ব্রত। যবন ম্লেচ্ছগুলিকে দুনিয়ায় বাড়িতে দিলে আর কি উপায় আছে?" সুতরাং নানা প্রকার অমানুষিক চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে তাহার পাশব হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল! সে তখনই যাইয়া থানায় এযাহার করিল, "কল্য রাত্রিতে আমার একটী মূল্যবান সুটকেশ চুরি গিয়াছে। তাহার মধ্যে ৫০০৲ টাকা কোংর আদায় ৫০ কেতা নোট ও একটী মূল্যবান হীরার অঙ্গুরী ছিল। ব্যাগের উপরে 'বিনয়' শব্দটী লেখা আছে।" পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহার অভিযোগটী গ্রহণ করিয়া তাহা তদন্তের ভার লইলেন।

(৪)

চৈত্র মাসের নবীন উষা। আকাশ গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন। অভিমানিনী নব বধুর ন্যায় প্রকৃতি গম্ভীর ও নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে প্রকৃতির ঈদৃশ নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া উদাস বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের প্রাগুক্ত যমিদার শামসুদ্দিন সাহেব ফজরের নামায পড়িয়া বৈঠক খানায় বসিয়া কোরআন তেলাওত করিতেছেন, এমন সময় কতিপয় লাল পাগড়ীধারী পুলিশ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহাশয় এই কি যমিদার শামসুদ্দিন সাহেবের বাড়ী?" এমন অসময় একদল পুলিশের আগমন দেখিয়া কি এক অজ্ঞাত কারণে যমিদার সাহেবের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দুরু দুরু বক্ষে কহিলেন "হাঁ মহাশয়। আমারই নাম শামসুদ্দিন, কি বলুন?" পুলিশের দারোগা ভদ্রলোকটী বলিলেন, আপনার পুত্রের নাম কি আনোয়ারুল ইসলাম? "হাঁ মহাশয় কেন, তাহার কি হয়েছে?" "কিছুই নহে, চুরির অভিযোগে সে আপাততঃ হাজতে রহিয়াছে। সেদিন কলিকাতা হইতে জনৈক লোকের একটী ব্যাগ চুরি করিয়া আনিয়াছে, তাহার মধ্যে ৫০০৲ টাকার নোট ও একটী মূল্যবান অঙ্গুরী ছিল, ব্যাগটি তাহার নিকট পাওয়া গিয়াছে, টাকা বা অঙ্গুরী পাওয়া যায় নাই, বোধ হয় সে তাহা বাড়ীতে রাখিয়া গিয়াছে, আমরা তাই থানাতালাশ করিতে আসিয়াছি।"

সহসা সন্মুখে ভীষণ বজ্র পতনের শব্দ হইলে প্রান্তরবাসী নিরাশ্রয় পথিকের প্রাণে যে কি অননুভূত পূর্ব্ব আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, পুলিসের কথায় যমিদার শামসুদ্দিন সাহেবের অন্তরে তদরূপ এক মহা ভীতির সঞ্চার হইল, তাহার চতুর্দ্দিকের ভূমিখণ্ড যেন চক্রের মত ঘুরপাক খাইতে লাগিল, তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "সেকি মহাশয়, আ—মা—র ছেলে চুরির দায়ে ধরা পড়িয়াছে? ইহা যে বড় অদ্ভূত কথা? আমার এই অগাধ সম্পত্তি অতুল বৈভবের একমাত্র উত্তরাধিকারী যে সে, দুনিয়ায় তাহার কি অভাব আছে? মাসে মাসে আমি তাহার পড়ার খরচের জন্য ১০০৲ টাকা পাঠাইয়া থাকি সুতরাং কি অভাবে সে এই কুকর্ম্ম করিবে? বিশেষতঃ তাহার মত চরিত্রবান ছেলে খুবই অল্প দৃষ্ট হয়! নিশ্চয় ইহার মধ্যে কোন কুচক্রীর পৈশাচিক ষড়যন্ত্র নিহিত রহিয়াছে।"

বিদ্যুৎবেগে এই সংবাদ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। স্নেহময়ী আনোয়ার-জননীর অন্তরে এই অশুভ সংবাদ শুনিয়া যে কি নিদারুণ তীক্ষ্ণ শেল বিদ্ধ হইল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। "হা খোদা আমার কি হইল" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া তিনি ভূতলে লুণ্ঠিত হইলেন।

*

যমিদার সাহেব কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন "দারোগা বাবু! আমার পুত্রের দ্বারা এইরূপ অন্যায় কার্য্য হইয়াছে বলিয়া কখনই বিশ্বাস হয় না, বাদীর সেই টাকা আমি দিয়া দিতেছি তাহা লইয়া আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দিন।" দারোগা বাবু বলিলেন, যে আমাদের হাত নহে, স্বয়ং পুলিসের বড় সাহেবের আদেশে আমরা আসিয়াছি, সুতরাং নির্ব্বিঘ্নে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতে দিন।

"থানাতালাশ করিয়া ত কিছু পাবেনই না, বরং আমার গলে ছুরিকা আঘাত করিয়া যাওয়া হইবে।"

"কি করিব জনাব! বড় কর্ত্তার আদেশ কি করিয়া লঙ্ঘন করি!"

তখন একজন কনেষ্টবল উঠিয়া আসিয়া যমিদার সাহেবকে ডাকিয়া বাহিরে লইয়া গেল এবং অতি মৃদুস্বরে কহিল, "আপনি বড় বাবুকে কিছু—— স্বীকার করুন, আপনার থানাতালাশির গোল মিটিয়া যাইবে। তখনই রফা হইল দারোগা বাবুকে ১০০৲ শত টাকা ও প্রত্যেক কনষ্টেবলকে ১৫৲ টাকা করিয়া দিতে হইবে। পুলিস ধুরন্ধরগণ এই অযাচিত রজত মুদ্রার বিনিময়ে আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন।

* * *

আজ আদালতে বালক আনোয়ারুল ইসলামের মোকদ্দমার দিন। যমিদার সাহেব কলিকাতায় আসিয়াছেন। যমিদার সাহেবের জামাতা মওলবী হেদায়াৎ হোসেন, হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল এবং তাঁহার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় মওলবী জা'ফর সাদেক একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার, তাঁহারা এই মোকদ্দমা পরিচালনের ভার লইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় আসামীর ডাক পড়িল। আনোয়ার আসামীর কাঠগড়ায় নীত হইল। বিচারক একজন বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গ। একটি অনুপম রূপলাবণ্যময় দ্বাদশ বর্ষীয় বালককে আসামীর কাঠগড়ায় দেখিয়া বিচারক কহিলেন "এই বালক কি চোর?" বালকটীর মুখ মণ্ডলের অপার্থিব সরলতার অপরূপচ্ছটা দেখিয়া বিচারক মুগ্ধ হইলেন। বিচার আরম্ভ হইল, যমিদার সাহেব মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও হেড মাষ্টার সাহেবের নিকট হইতে পূর্ব্বে আনোয়ারের চরিত্র সম্বন্ধে একখানি সাটিফিকেট সংগ্রহ করিয়াছেন। প্রিন্সিপাল সাহেব আনোয়ারের সদ্গুণ রাশির উল্লেখ করিয়া একখানি উচ্চ-রঙ্গের সার্টিফিকেট দিয়াছেন, মাদ্রাসার ছাত্রগণের মধ্যে এই বালক যে সর্ব্বাপেক্ষা সুধীর, চরিত্রবান ও মেধাবী তাহা উল্লেখ করিতে তিনি ভুলেন নাই। তিনি আরও লিখিয়াছেন, এই বালক একদিন মাদ্রাসায় আসিতে পথিমধ্যে একছড়া অতি মুল্যবান মুক্তার হার কুড়াইয়া পাইয়াছিল, সে উহা তখনই আনিয়া তাহাদের নিকট দিয়া দেয়—তাহারা নানা বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকৃত লোক বাহির করিয়া সেই অপহৃত হারগাছটি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং এই বালকটির দ্বারা এইরূপ অন্যায় কার্য্য হওয়া নিতান্তই অস্বাভাবিক।" সাটিফিকেটখানি বিচারকের সন্মুখে রক্ষিত হইল। আসামী পক্ষের সুযোগ্য ব্যারিষ্টার সাহেব আনোয়ারের সদ্গুণরাশি ও বাদীর আনুপূর্ব্বিক চরিত্র সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়া এক সুদীর্ঘ ও মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করিলেন।

বিচারক তখন বাদীর আয় ব্যয়ের হিসাব ও ৫০০৲ টাকা সে কোথা হইতে কিভাবে ব্যাগে রাখিয়াছিল তাহার তালিকা চাহিলেন। বাদী ইহার সন্তোষজনক উত্তর বা হিসাব দিতে পারিল না। বিশেষতঃ কলিকাতায় ৫০৲ টাকা বেতনে চাকুরী করিয়া ৫০০৲ টাকা সঞ্চয় করা অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ কোম্পানীর টাকা বলিয়াছে, তাহাও হিসাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহা বাদীর মিথ্যা ও জুয়াচুরীর এক ভীষণ ষড়-যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নহে।

হাজার হইলেও ইংরাজ জাতি ন্যায়ের পূজা করিয়া থাকেন। বিচারক এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া আসামীকে বেকসুর খালাস দিলেন এবং এইরূপ শঠতা পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগের কারণে শ্রীমান বিনয়ের তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

ফলতঃ সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী

মুলকী
পুলিস বাহিনী বৃদ্ধি
সরকারের দাবী

রাঁচীর ৩রা জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ রিজার্ভ পুলিসের চারিশত লোক ও তদনুসঙ্গিক কর্ম্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য সরকার ১২৫১৬ টাকার অতিরিক্ত ব্যয়ের যে দাবী করিয়াছিলেন বিহার ব্যবস্থাপক সভা তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন স্বপক্ষে ৪০ বিপক্ষে ৫০ ভোট হইয়াছিল শ্রীনন্দন প্রসাদ, মহেশ্বর প্রসাদ শ্যামনন্দন রাজন্দরী সিং এবং শধনবাদ শর্ম্মা এই দাবীতে আপত্তি ও বিহাপুরে পুলিসের আচরণের সমালোচনা করেন, উপরন্তু নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্যও অনুরোধ করা হইয়াছিল। দেওয়ান বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণ মহাপত্র, এবং বশিষ্ট নারায়ণ সিং দাবী সমর্থন করেন। পুলিসের ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ সোয়েন বলেন এই প্রদেশের পুলিস বাহিনীর সংখ্যা ভয়ানক অল্প সে সংখ্যা বৃদ্ধি না করিলে বর্ত্তমানে রাজ-নৈতিক অবস্থার প্রতীকার করা অসম্ভব। আইন অমান্য আন্দোলনের সার কথা হিংসা। এই কথার সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য তিনি কতক গুলি উদাহরণ উপস্থিত করেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন প্রকার বল প্রকাশ না করিয়া একটা ক্ষুদ্র পুলিস ফৌয কি করিয়া বিরাট বে-আইনী জনতাকে বিতাড়িত করিতে পারে। পুলিসের জন্যই আজ সকলের ধন-প্রাণ নিরাপদ রহিয়াছে, পুলিসই দেশকে অরাজকতার হাত হইতে রক্ষা করিতেছে। সরকার পক্ষ হইতে মাননীয় মিঃ ত্রিবকল বলেন, উপরোক্ত দাবী বিশেষ প্রয়োজনে করা হইয়াছে। দুরূহ অবস্থার মধ্যেও পুলিস যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছে। যুরোপের নানা দেশেও পুলিসের আক্রমণের কথা শুনা যায়। সম্প্রতি উৎকলে পুলিস বারম্বার জনতাকে আক্রমণ করিয়াছিল যদি এখন হইতে তাহারা আইন ভঙ্গের চেষ্টায় বাধা না দেয়, তবে পরে এই বিশৃঙ্খল দমন করিতে তাহাদের অধিকতর বল প্রয়োগ করিতে হইবে। জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য কাউন্সিল আরও কুড়ি হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

ভূমি কম্পের তাণ্ডব লীলা !

চারিদিকে মহা বিভ্রাট !

আসাম লণ্ড ভণ্ড ; লোকের মনে মহা ত্রাস !

বহু গ্রাম ও অট্টালিকা ধ্বংস-পথে ।

কলিকাতা, আলিপুর মান-মন্দিরের ডাঃ এস, এন, সেন ৩রা জুলাইর ভূমিকম্পনের সম্পর্কে নিম্ন লিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন,—৩রা জুলাই প্রাতে ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় ২টা ৩০ মিনিটে একটা (সম্ভবতঃ পরস্পরের খুব কাছাকাছি দুইটা হইবে) ভূমিকম্প অনুভূত হয় এবং উহা প্রায় ২ মিনিট কাল স্থায়ী হয়। এই ভূমিকম্পের সহিত একটা বেশ স্পষ্ট গুরুগুর শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। আলিপুর মান-মন্দিরে ভূ-কম্পনের গতি, বেগ ইত্যাদি পরিমাপ করিবার জন্য যে সিসমোগ্রাফ যন্ত্র আছে, কম্পনের ধাক্কায় তাহা বিকল হইয়া যায়। কাজেই কম্পনের আরম্ভ ব্যতীত আর কিছু সে যন্ত্রে ধরা পড়ে নাই। সে জন্য কোথা হইতে ভূ-কম্প আরম্ভ হয়, তাহার দূরত্ব আলিপুর যন্ত্রসাহায্যে জানা যায় নাই। বোম্বাইয়ের মান-মন্দির হইতে যেরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, সম্ভবঃ পশ্চিম আসামেই ভূ-কম্পের আরম্ভ হয়। সেখানে কম্পন খুব জোরে হইয়া থাকিবে। আসাম ও বাঙ্গলার নানা মান-মন্দিরের বিবরণ হইতে এই অনুমান সমর্থিত হয়। গৌহাটী ও শিলংএর সংবাদ বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ,—আজ প্রাতে ভূমিকম্প হয়, তাহার ফলে ই, বি, রেলের মিটার গেজ লাইনের বহু বিভাগ হইতে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে. অনেক সেতু ও স্থানে স্থানে রেলপথের ক্ষতি হইয়াছে। গোলকগঞ্জ, ধুবড়ী ও গোলকগঞ্জ-আমিনগাঁও শাখা ব্যতীত সকল অঞ্চলেই বেগ কমাইয়া ট্রেণ চালান হইতেছে। ধুবড়ী অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় ট্রেণ বদলী করিয়া যাতায়াত করা চলিতেছে। ঐ অঞ্চল পরীক্ষিত ও তথায় ক্ষতির পরিমাণ স্থিরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ট্রেণ চলিবে না। আশা করা যাইতেছে, আগামী কল্য হইতে আবার ট্রেণ সকল চলিবে। টেলিগ্রাম যাতায়াতে বাধা পড়িতে থাকায় সকল স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করা কঠিন। গোহাটীর ৩রা জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় ২টা ২৬ মিনিট হইতে ৫টা ৪৫ মিনিট মধ্যে ৯ বার বিষম ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উহাতে বহু বাড়ী যথম হইয়া গিয়াছে। টেলিগ্রামের সকল তারের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। প্রথম কম্পনটা ৪ মিনিটকাল স্থায়ী হইয়াছিল, উহাতে অনেক আহত হয়। এখনও মৃদু মৃদু কম্পন অনুভূত হইতেছে। ২টা ৩৬ মিনিটের সময় প্রবল বেগে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। পরে আরও কয়বার কম্পন হয়। প্রত্যেক এক মিনিট অন্তরে অপেক্ষাকৃত কম জোরে কম্পন হইয়াছিল। এরূপ আর পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। বোম্বাই মান-মন্দিরের পরবর্ত্তী বিবরণে প্রকাশ, ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় ৫টা ৩৫ মিনিটে পূর্ব্ব স্থান হইতে উৎপন্ন অল্প বেগ বিশিষ্ট আর একটা কম্পন তথায় অনুভূত হয়। আলিপুরের যন্ত্র ঠিক করা হইয়াছে ; আবার উহাতে কাজ চলিতেছে। পুণার ৩রা জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, ৩রা জুলাই বৃহস্পতিবার ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সময় ২টা ৩৮ মিনিটে একটা বিশেষ বেগবান ভূ-কম্প বোম্বাইয়ের যন্ত্রে অনুভূত হয় ; উহার উৎপত্তিস্থান প্রায় ১১৭০ মাইল দূরে, কেন্দ্র পশ্চিম আসামে। তাহার পর ৪টা ৫৩ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) মিনিটের সময় আর একটা অল্প জোরের কম্পন উক্ত যন্ত্রে অনুভূত হয়। উহার কেন্দ্রও উক্ত স্থানে। ৩রা জুলাই প্রাতে প্রায় ৬টার সময় সিরাজগঞ্জবাসীরা ৩ মিনিটকাল স্থায়ী কয়টা প্রবল ভূমিকম্প অনুভব করেন। এই কম্পনের পূর্ব্বে প্রবল বৃষ্টি হয় ও খুব ঝড় বহে। পরে এক ঘণ্টার মধ্যে আবার ৩টা অল্প অল্প ধাক্কা অনুভূত হয়। প্রাতে ৬টা ২০ মিনিটের সময় অল্পক্ষণ স্থায়ী আর একটা জোর ধাক্কা পাওয়া যায়। কাহারও সম্পত্তির কোন ক্ষতি হইয়াছে অথবা কেহ নিহত হইয়াছে কি না, সে সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। সলাপ ও অন্যান্য স্থানেও এরূপ জোর কম্পন অনুভূত হয়। সে সব স্থানেও কোন ক্ষতি বা কেহ হতাহত হয় নাই। ৩রা জুলাই প্রত্যুষে প্রায় ৩টার সময় ভূমিকম্পনের জন্য সমগ্র ময়মনসিংহে, একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়। কম্পন খুব জোরে না হইলেও প্রায় ২ মিনিটকাল স্থায়ী হইয়াছিল। গুরুতর আহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু কম্পনের বেগ অনুভূত হইতেছে। গত বুধবার রাত্রিতে ভূমিকম্প হওয়ায় কলিকাতা হাই-কোর্ট-ভবনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। প্রবেশপথের উপরিস্থিত গোম্বজের চূড়া ভীষণভাবে ফাটিয়াছে ; অন্যূন ৫ ইঞ্চি ফাটল হইয়াছে। দালানের বিশেষতঃ বিচারপতিগণের বসিবার দালানের খিলানগুলি অত্যন্ত কাঁপিয়াছিল, সেগুলিও ফাটিয়াছে। সংবাদদাতাগণের ঘরের ঠিক উপরিভাগে বাটীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণের উপর তলার কার্ণিশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে ! হুগলির ইতিহাস প্রসিদ্ধ ইমামবাড়া মসজিদের কতকটা স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চুচুড়ার আদালত ঘরগুলির স্থানে স্থানে ফাটল ধরিয়াছে। চন্দননগরে প্রায় তিন মিনিট ধরিয়া কম্পন চলিয়াছিল। কোন ক্ষতির সংবাদপাওয়া যায় নাই। রংপুরের, ৩রা জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, শেষ রাত্রে প্রায় ২.৩৩ মিনিটের সময় (ষ্ট্যাণ্ডার্ড) এক ভীষণ ভূমিকম্পে শহরটী কাঁপিয়া উঠে। এই কম্পন প্রায় তিন মিনিট কাল চলিয়াছিল, মোহান্ত গোঁসাই মহারাজের প্রাসাদ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। টাউন হল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, দেওয়ানী আদালত প্রভৃতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। শহরের অন্যান্য প্রায় সকল দালানের অল্পাধিক ক্ষতি হইয়াছে। বহু লোক ভীষণভাবে আহত হইয়াছে অনেকে আশ্চর্য্যরূপে বাঁচিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে কম্পন অনুভূত হইয়াছে। শহরময় ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে। আদালত ও স্কুল কলেজ ছুটি হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এ যাবৎ কোন জীবন নাশের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্প যদিও ইহা অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল তথাপি আঘাতের পরিমাণ সে ভূমিকম্প হইতে কোন অংশে কম নহে। মহাজন্সের মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী প্রসন্নকুমার বাসাউতের দ্বিতল দালান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গৃহের বহুলোক গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে। শহরের প্রায় সকল কূপই আবর্জ্জনায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাঠে, রাস্তায়, স্থানে স্থানে ফাটল ধরিয়াছে, এবং সেই ফাটল হইতে প্রচুর পরিমাণে আবর্জ্জনা পূর্ণ পানি কাদা বাহির হইয়াছে।

ধুবড়ীর ৭ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ মফঃস্বল হইতে এখনও ভূমিকম্প সম্পর্কে যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা বড়ই আশঙ্কাপ্রদ। তাহাতে জানা যায়, ভূমিকম্পে মফঃস্বলে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ধুবড়ী শহর হইতে প্রায় ৫০ মাইল উত্তর দিকে সখী পাহাড় নামক একটা পাহাড় আছে সম্প্রতি এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ভূমিকম্পে সেই পাহাড় ফাটিয়া গিয়াছে। ধুবড়ীর ৮০ মাইল উত্তরদিকে কাঁচুগাঁও নামক একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামখানি বসিয়া গিয়াছে বলিয়াও এক হৃদকম্পকারী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত সংবাদের সত্যাসত্য অবশ্য এখন পর্য্যন্তও নির্দ্ধারিত হয় নাই। আই ও তিস্তা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই ভূমিকম্পের প্রথম সূচনা হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। তারপর ক্রমে ইহা সমগ্র ধুবড়ী মহকুমা ও গোয়ালপাড়া, বড়পেটা ও কুড়িগ্রাম মহাকুমার কতকাংশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত স্থানে এখন পর্য্যন্ত ও সামান্য কম্পন অনুভূত হইতেছে। তবে সেই কম্পন অনেকক্ষণ অন্তরে অন্তরে অল্প সময় স্থায়ী হইতেছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহাতে ধন-সম্পত্তির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। হরেন্দ্রনারায়ণ থিয়েটার, ট্রেজারি বিল্ডিং ও ম্যাচ ফ্যাক্টরীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ইহাতে আনুমানিক প্রায় তিন লক্ষ টাকার অনিষ্ট হইয়াছে গতকল্য সন্ধ্যার সময় তারের লাইন ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এই ব্যবপারে কোথায় কোন জীবননাশ হইয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এখন পর্য্যন্ত এই অঞ্চলে মোট ১১২ বার কম্পন অনুভূত হইয়াছে।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

কতিপয় যাত্রী আহত

হুগলীর ৪ঠা জুলাইর খবরে প্রকাশ, গত রাত্রি ৮ টা ৩০ মিনিটের সময় ৬১ নং মিক্সড ট্রেনখানি বলগনপুর ও হোগল হট্টী শাখার মধ্যে লাইনচ্যুত হয়। তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি কামরা, একটি ব্রেক-ভ্যান ও অন্য একটি বগি উল্টাইয়া যায়। তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরা ও এঞ্জিন সংযুক্ত কয়লার গাড়ী লাইনের বাহিরে গিয়া পড়ে। ইলেকট্রিক ও টেলিগ্রাফ ইন্‌স্পেক্টর ও তিনজন যাত্রী আহত হইয়াছেন। দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে। ১১ ঘণ্টার মধ্যে এই পথে আবার ট্রেণ যাতায়াত শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যাত্রীদের স্থানান্তরিত করা হইতেছে।

রেল লাইন ক্ষতিগ্রস্থ

ট্রেণ চলাচল বন্ধ

কলিকাতার ৪ঠা জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, অদ্য অপরাহ্নে রংপুরের অন্তর্গত লালমনিরহাটের ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট হইতে ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের হেড্ আফিসে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, সরভোগ এবং বিজ্‌নীর মধ্যবর্ত্তী রাস্তা ও পুল সমূহের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে অন্ততঃ দুইদিন পথ ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত বরাবর ট্রেণ চলাচলের সম্ভাবনা নাই। আপ্ লাইনে সপ্তগ্রাম ও ডাউন লাইনে বিজনীর পরে যাত্রী প্রেরণ ও মালবহন একেবারে বন্ধ রাখিতে হইবে। গোলকগঞ্জের পরে মাল প্রেরণ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল মাত্র সকাল ৭-১৫ মিনিটে যে যাত্রী গাড়ী লালমনিরহাট ছাড়ে এবং সকাল ৮.৫৫ মিনিটে যে গাড়ী আমিনগাঁও ছাড়ে উহা লালমনিরহাট, সপ্তগ্রাম, আমিনগাঁও এবং সরভোগ যাতায়াত করিবে।

বাণিজ্য সংরক্ষণ বিল

মিঃ হাজীর পদত্যাগ

বোম্বাইয়ের ৪ঠা জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ মিঃ হাজী ১৭ই তারিখে পদত্যাগ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন ! কিন্তু ঐ সময়ে পদত্যাগ করিলে তৎপদে উপনির্ব্বাচন হইতে পারিত, এই হেতু তিনি প্রায় ১ পক্ষ পরে পদত্যাগ করিবেন। পদত্যাগ জ্ঞাপন করিয়া তিনি বড় লাটের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহার বর্ণনা প্রদত্ত হইল—"আমার নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ভোটারদের ইচ্ছাক্রমে শুধু যে আমি পদত্যাগ করিয়াছি তাহা নহে, মৎরচিত উপকুল বাণিজ্য বিল সম্পর্কিত ব্যাপারে আমার পদত্যাগের কারণ ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাহি যে, এই বিল ভারতের অর্থনীতি ও বাণিজ্যগত উন্নতির এক মাত্র সোপান বলিয়া দেশবাসী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, অথচ সেই বিলের প্রতি সরকার ওতপ্রোতভাবে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের জনমত এই বিলের পোষকতা করিয়াছেন। ভারতের কোন বণিক সম্প্রদায় এই বিলের প্রতিবন্ধকতা করেন নাই। অধিকন্তু সকলেই এই বিলের সমর্থন করিয়াছেন। তৎপরে মিঃ হাজী আরও বলিতেছেন "ভারতীয় সমুদ্র বাণিজ্য কমিটীও এই বিলের মূলনীতির সহিত একমত। সে গেল ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের কথা ঐ বৎসরে সরকার কর্ত্তৃক উক্ত কমিটীর গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটীর ৬ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন বিলের নীতি সমর্থন করিয়াছিলেন। ৬ জন সদস্যের মধ্যে ৩ জন ভারতীয় ও ৩ জন বৃটিশ সদস্য ছিলেন। সমর্থনকারী ২ জন বৃটিশ সদস্যের মধ্যে একজন লণ্ডনের অন্যতম বিশেষজ্ঞ স্বাতন্ত্রবাদী, আর একজন যিনি উক্ত কমিটীর সভাপতি ছিলেন, তিনি রয়্যাল ইণ্ডিয়ান মেরিনের তৎকালিন ডাইরেক্টর ছিলেন। এই সকল বিশেষজ্ঞ বিলের পোষকতা করিলেও সরকার ব্যবস্থাপক সভায় প্রকাশ্য ভাবেও সিলেক্ট কমিটীতে এই বিল ব্যর্থ করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। উক্ত সিলেক্ট কমিটীতে অধিকাংশ সদস্য এই বিলের সমর্থন করেন, বলা বাহুল্য ভারতীয় সদস্যগণ সকলেই একবাক্যে এই বিল সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব য়ুরোপীয় বণিকগণের প্রতিনিধিদের সহিত একমত হইয়া ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বাণিজ্য সচিব শুধু বৃটিশ পোতাধিকারীদের স্বার্থ দেখিয়া বিচার করিয়াছেন। বাণিজ্য-সচিব যে দুইটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ঐ কারণের উত্তর দেওয়া এই পত্রে সম্ভব নহে। তবে অন্যত্র দেখান গিয়াছে এই কারণ দুইটী ভিত্তিহীন। "আমি বেশ বলিতে পারি যে, এই বিরোধিতা করিবার সরকারের যে কোন কারণই থাকুক না কেন তাহার মূলে যে, বৃটিশ পোতাধিকারীদের সুবিধার কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে হেতু ইহারা বহু বৎসর ধরিয়া এই বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে।

ময়মনসিংহে অর্ডিনান্স

সরকারী ইস্তাহার

কলিকাতার ৩০শে জুনের খবরে প্রকাশ, সপারিষদ বঙ্গের গভর্ণর ঘোষণা করিয়া জানাইতেছেন যে, ১৯৩০ সালের অবৈধ উত্তেজনা সংক্রান্ত অর্ডিনান্সের (১৯৩০ সালের ৬ অর্ডিনান্স) ২ ধারার ২ উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বঙ্গদেশের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জিলায় অবৈধ উত্তেজনা সংক্রান্ত অর্ডিনান্স জারী করা হইল। তিনি উক্ত ঘোষণার দ্বারা ইহাও জানাইতেছেন যে, ১৮৭০ সালের গ্রাম্য চৌকিদারী আইন এবং ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসন আইন অনুসারে চৌকিদারদের বেতন এবং তাহাদের সাজ সরঞ্জামের ব্যয় সরকারকে দেয় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

নেহরু মাহমুদের কারাদণ্ড

ছয় মাস শ্রীঘর বাস

এলাহাবাদের ১লা জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, নিখিল ভারত কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ ৬ মাস হিসাবে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এলাহাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য থাকিবার কালীন ৪ঠা ও ৭ই জুনের মধ্যে উক্ত কমিটিতে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিবার অপরাধে তাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন। পণ্ডিত মতিলাল ও ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ কেহই প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। অদ্য মধ্যাহ্নে এলাহাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বমফোর্ড নাইনী সেন্ট্রাল জেলে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও ডাঃ সৈয়দ মাহমুদের বিচার করিয়াছেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের কতিপয় আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও ব্যবহারাজীব তথায় উপস্থিত ছিলেন। আসামীদ্বয়কে বেঞ্চে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। সরকারী উকীল সৈয়দ মওজুদ আলি তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করেন। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মেসারারস সাক্ষ্যে বলেন, তিনি যুক্তপ্রদেশ সরকারের চীফ সেক্রেটারী কর্ত্তৃক অভিযোগপত্র দাখিল করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ওয়ারেণ্ট পাইয়া কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটীর অফিস, আনন্দভবন ও স্বরাজভবনে খানাতল্লাস করেন। সাক্ষী খানাতল্লাসীতে প্রাপ্ত কতকগুলি কাগজ পত্র দাখিল করিয়া পণ্ডিত মতিলালের স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। সি, আই, ডি, ইনস্পেক্টার মনোমোহন সিংহ সাক্ষ্যে বলেন, তিনি গত ১২ই জুন তারিখে একখানি চিঠি এবং ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের একখণ্ড অনুলিপি আটক করিয়াছিলেন। সাক্ষী কোন কোনও কাগজে ডাঃ সৈয়দ মাহমুদের স্বাক্ষর সনাক্ত করেন। দুইজন পুলিস সাক্ষী জুন মাসের প্রথম ভাগে আসামীদ্বয়ের এলাহাবাদে উপস্থিতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। সি, আই, ডি পুলিসের ডেঁপুটী ইনস্পেক্টার জেনারেল মিঃ উইলিয়ামসন সাক্ষ্যে বলেন, তিনি যুক্তপ্রদেশেও ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন আইন বিস্তৃত করিবার জন্য ৩০শে জুন তারিখে সরকারের নিকট হইতে আদেশ পাইয়াছিলেন। সরকারী উকীল ৪ঠা হইতে ৭ই জুন তারিখের মধ্যে ওয়ার্কিং কমিটী কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে কতকগুলি কাগজপত্র এবং 'লীডার' নামক সংবাদপত্রের ৭ই জুন তারিখের সংখ্যা দাখিল করেন। উক্ত সংবাদপত্রে ওয়ার্কিং কমিটীতে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকারী উকীল আরও বলেন, আসামীদ্বয় উক্ত প্রস্তাবসমূহ খামে পুরিয়া বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তাবসমূহে দেশবাসীকে অর্ডিনান্স তিনটী অমান্য করিতে বলা হইয়াছে। আসামীদ্বয় সভাপতি ও সম্পাদকরূপে উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে কিংবা কোনও বিবৃতিতে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হয়েন। ডাঃ সৈয়দ মাহমুদও ঐরূপ করেন। আলোচ্য স্থলে ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন আইন প্রযোজ্য কিনা তৎসম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা হইবার পর ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত দুইটি অভিযোগ গঠন করেন,—

(১) আসামীদ্বয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী নামক বে-আইনী সমিতির সদস্য; ইহা ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন আইনের ১৭ (১) ধারা অনুযায়ী অপরাধ। (২) তাঁহারা ৪ঠা ও ৭ই জুনের মধ্যে এলাহাবাদে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরূপে 'লীডার' পত্রের ১২ই জুন সংখ্যায় প্রকাশিত ২নং প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক অর্ডিনান্স অমান্য অপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তা করিয়াছেন। উহা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৯ ধারার অপরাধ। উভয় আসামীই আত্মপক্ষ সমর্থন, জেরা কিংবা সাক্ষী উপস্থিত করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য প্রস্থান করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি আসামীদ্বয়ের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেক অভিযোগে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। উভয় দণ্ড একসঙ্গে চলিবে।

মগ্রেবী

বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতা

ল্যাঙ্কাসায়ারের নূতন পন্থা

লণ্ডনের ৪ঠা জুলাইর খবরে প্রকাশ, বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য ১৯২৯ সালে যে ইকনমিক এড্ভাইসারী কাউন্সিল কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহার সভাপতি ছিলেন প্রথমে মিঃ উইলিয়ম গ্রেহাম, তাহার পর মিঃ ক্লাইন্স উহার সভাপতিত্ব করেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ব্যয় হ্রাস ও দ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য ধনী ও শ্রমিকগণের মধ্য হইতে একযোগে কাজ করা একান্ত আবশ্যক, অন্যথায় ল্যাঙ্কাসায়ার রপ্তানী হ্রাস রোধ করিতে ও তাহার দ্রুত বাণিজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইবে না, রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সমস্যা অতীব সঙ্গীন, অবিলম্বে ইহার ব্যবস্থা করা দরকার। কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বস্ত্রের দর সস্তা করিবার জন্য মূল্যবান আমেরিকান তুলা ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ভারতীয় তুলা ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। ইহা ছাড়া স্বয়ং-চালিত তাঁত প্রভৃতি কতকগুলি যন্ত্র ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন। কমিটী প্রস্তাব করিয়াছেন যে, সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত এক বা একাধিক মিশন প্রেরণ করা দরকার এবং মিশনের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহায্য করা উচিত। ভারতে তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানী বহুল পরিমাণে কমিয়া যাওয়ার কারণ ভারতে তুলাজাত দ্রব্যের উৎপন্ন বৃদ্ধি এবং আংশিক-ভাবে জাপানী প্রতিযোগিতা। রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে ভারতের বাহিরে ল্যাঙ্কাসায়ারের দুর্দ্দমনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেছে জাপান। জাপানের তুলাজাতদ্রব্যই বর্ত্তমান প্রাচ্যের বাজারে প্রধানতঃ রপ্তানী হয়। শুধু তাহাই নয় আরও দূরবর্ত্তী দেশ সমূহে, যথা, পূর্ব্ব-আফ্রিকায় রপ্তানী হয়। সস্তায় কাপড় তৈয়ার করিবার জন্য জাপানীরা ভারতীয় তুলা যথেষ্ট ব্যবহার করে এবং এই সস্তার জন্যই তাহারা প্রাচ্যের বাজার সম্বন্ধে বৃটিশ পণ্যকে হটাইয়া দিয়াছে। ল্যাঙ্কাসায়ার ভারতবর্ষ হইতে তুলা ক্রয় করে না বলিয়া ভারতীয় তুলা আমেরিকান তুলা অপেক্ষা দামে অনেক কম।

বিলাতে ভারতের কথা

স্বায়ত্বশাসনে আতঙ্ক

লণ্ডনের ৪ঠা জুলাইর খবরে প্রকাশ, ভারতবর্ষের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যে যাহাতে সকল বিষয়ে প্রকৃত সমাচার প্রকাশিত হয়, দেশ নিরাপদে থাকে, অপক্ষপাতে ন্যায় বিচার হয় এবং যাহাতে রাজ-কার্য্যে যথোপযুক্ত পরিমাণে বৃটিশ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতে থাকে, সেই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ইণ্ডিয়া এম্পায়ার সোসাইটী নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রকাশ্য ভাবে ক্যাক্সটন হলে তাহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষে লর্ড সামার সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না, কেবল রাজ-নৈতিক সম্প্রদায় ও ভারতবর্ষ লইয়া যাহারা আন্দোলন করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের সহিত চুক্তি করিয়া। ইংলণ্ডের কোন কোন লোক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া তাহার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, কিম্বা কোন বে-সরকারী বা আধা সরকারী ঘোষণাতে আবদ্ধ হইয়া করিলেও চলিবে না। এ বিষয়ে পার্লামেণ্টকে সম্পূর্ণ বন্ধন-মুক্ত হইয়া কাজ করিতে হইবে। পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষের প্রতি ও বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রতি উহার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবেন, যদি বর্ত্তমান রাজ-নৈতিক প্রণালী অব্যাহত রাখেন, এবং সেরূপ করিবার কোন সঙ্গত কারণ প্রদর্শন না করেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব অবগত হইয়া লর্ড ব্রেণ্টফোর্ড বড়ই চিন্তিত হইয়া পত্রে লিখিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, জনরবে যাহা শুনা যাইতেছে, ভারত গভর্ণমেণ্ট সাইমন রিপোর্টের নির্দ্ধারণ উপেক্ষা করিয়া গোল টেবিল বৈঠক কর্ত্তৃক ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করাইবেন! লর্ড মেষ্টন এম্পায়ার সোসাইটীতে এক পত্র লিখিয়া বলিয়াছেন, সাইমন কমিশনের প্রস্তাবে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সদাশয়তার সহিত সমর্থিত হইতেছে। তবে সেই সঙ্গে রাজ-নৈতিক নির্ব্বিঘ্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে রিপোর্টকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই আক্রমণের পশ্চাতে বিপ্লববাদী দলের হস্ত যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আক্রমণ নিবারিত না হইলে, ভারতবর্ষে আমাদিগের কার্য্যের যে ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে তাহা বিপন্ন হইবে এবং ভারতবাসীর সুখ শান্তিও সেইরূপ বিপন্ন হইবে।

মুখ্তসর

কলিকাতায় ৫ই জুলাইর খবরে প্রকাশ কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ যে, ভীতি প্রদর্শন নিবারণ অর্ডিন্যান্সে (১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৫নং অর্ডিন্যান্স) ১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ হাবড়া ও বর্দ্ধমান জিলায় প্রযুক্ত হইল।

—০—

বোম্বাইয়ে ১লা জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ শোলাপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অদ্য শোলাপুর হইতে সামরিক আইন প্রত্যাহার করিয়াছেন কিন্তু সোলাপুরের সীমার মধ্যে ২ মাসকাল কংগ্রেসের পতাকা প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে এক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

—০—

পেশোয়ারের ২০শে জুনের খবরে প্রকাশ সীমান্তে উপজাতিদের অঞ্চলে অবস্থা সাধারণতঃ ভাল দেখা যাইতেছে তুরানগায়ীর হাজী শান্তিপূর্ণ ব্যবস্থার ফলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। কুমার সীমান্তে এই প্রথম কিছু আন্দোলন দেখা যাইতেছে। প্রদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। চারসাড্ডা অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রাম হইতে সৈন্যদের সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

—০—

লণ্ডনের ৩০শে জুনের খবরে প্রকাশ কলোন হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ১১ বৎসর পরে রাণ্টন প্রদেশ হইতে অদ্য রাত্রিতে ফ্রান্সের শেষ সৈন্য বিদায় লইল। ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্য এবং অধিবাসীদিগের পরাধীনতা হইতে মুক্তি-ঘোষণার জন্য রাইনল্যাণ্ডবাসীরা উৎসবের আয়োজন করিতেছে। আগামী ১২ই জুলাই হইতে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ সপ্তাহ কালের জন্য রাইনল্যাণ্ডে সফর করিবেন।

—০—

রামকৃষ্ণপুরের ধান চাউলের ধনী ব্যবসায়ী রাজেন্দ্রনাথ খাঁ চন্দননগর হইতে তাহার লরীতে ফিরিবার সময় এক দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লরীখানা পালি পাঁচঘরার (হাওড়া) নিকট একটা গাছে ধাক্কা খাইয়া উল্‌টিয়া পড়ে। গাড়ীতে অন্য যাহারা ছিল তাহারা সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। রাজেন্দ্র খাঁই ভীষণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে।

—০—

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ১লা জুলাইর সংবাদে প্রকাশ গত ১০।১২ দিন যাবৎ অবিরত বারিধারা বর্ষিত হওয়ায় পানি এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার উত্তরাংশে ধান্য ও পাটের ক্ষেত্রগুলি পানিতে ভরিয়া গিয়াছে। নিম্নভূমির শস্য একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে গত বৎসর এই অঞ্চলে যে ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে তাহার কুফল লোক এখনও ভোগ করিতেছে। তদুপরি আবার এ বৎসরেও এই উৎপাত। পাটের চাষ নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, বহু লোকের অনশনে কাল কাটাইতে হইবে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

ই, বি, আর, টাইম্ টেব্‌ল

কলিকাতা

		ছাড়িবার সময়		পৌঁছিবার সময়
দার্জ্জিলিং মেল	বিঃ	৮টা ৫৪ মিঃ	সকাল	৭টা ৯মিঃ
আসাম	„	„ ১,, ৩০ ,,	বিকাল	১টা ১৫মিঃ
চিটাগাং	„ সকাল	৭,, ৩৫ ,,	„	৭,, ২৪ ,,
ঢাকা	„ বিকাল	১০,, ২৪ ,,	সকাল	৫,, ৩৯ ,,
বরিশাল এক্সপ্রেস	,,	২,, ৪০ ,,	„	১০,, ৩৪ ,,
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার	„	৭,, ০ ,,	„	১০,, ৪৪ ,,
সিরাজগঞ্জ	„	৮,, ১৪ ,,	„	৭,, ২৪ ,,
সান্তাহার	„	৩,, ৩৪ ,,		....
সিলিগুড়ি	„	৯,, ৫৪ ,,	„	৬,, ১ ,,
পার্ব্বতীপুর	সকাল	১১,, ১৪ ,,	„	৪,, ১ ,,
কাটিহার	বিঃ	২,, ৫০ ,,	„	৬,, ৫১ ,,
„	„	১০,, ৫৪ ,,	বিকাল	২,, ৫৪ ,,
আমনুরা	„	৯,, ৪ ,,	সকাল	৫,, ৪ ,,
খুলনা	„	৯,, ১৪ ,,	„	৫,, ৪১ ,,
„	সকাল	৫,, ৫ ,,	বিকাল	১০,, ৪ ,,
„	„	৯,, ৩০ ,,	„	৪,, ১৯ ,,
দিল্লী এক্সপ্রেস (ভায়া ই, আই, আর)	বিকাল	১০,, ১৪ ,,	সকাল	৬,, ১৪ ,,
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল	৯,, ৫৪ ,,	বিকাল	৯,, ১ ,,

বিজ্ঞাপন

নূতন বাটী বিক্রয়

ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মওলবী মতলুব আহ্‌মদ চৌধুরী মরহুমের নব-নির্ম্মিত দ্বিতল বাড়ীখানি বিক্রয় হইবে। কড়েয়ায় একটি নূতন রাস্তার উত্তর পার্শ্বে সাহেবী কেতায় এই সুন্দর বাড়ীখানি অবস্থিত। কোনও মোসলমান বড়লোক এই বাড়ীখানি ক্রয় করিলে বড় ভাল হয়। অতি উৎকৃষ্ট হাওয়াদার বাড়ী। "আল্-মুস্‌লিম" আফিসে পত্র লিখুন। মাত্র দুই বৎসর হইল বাড়ীখানি নির্ম্মিত হইয়াছে।

রেজিষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী
ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০ বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲
নপুংসকত্বারী ঘৃত
বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্প সময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা
রমণবিলাসিনী বটিকা
শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটি কার মূল্য ১৲ একটাকা
রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

করোগেট ঢেউ টিন

ডবল ক্রাউন মার্কা

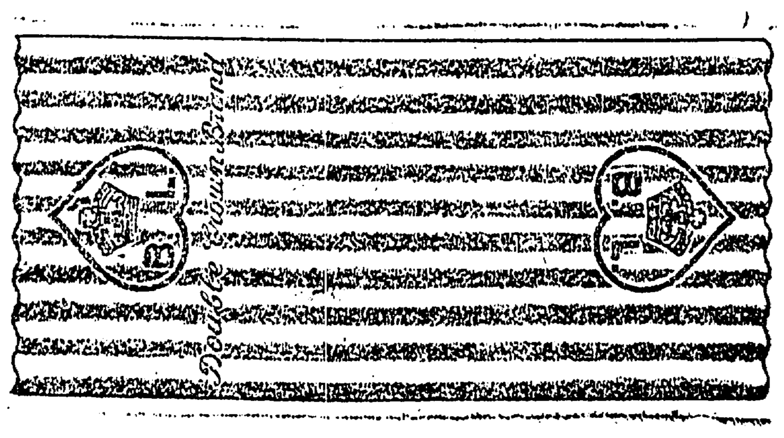

করোগেট ঢেউ টিন দীর্ঘকাল স্থায়ী কিসে? যে টিন উৎকৃষ্ট দস্তা দ্বারা উত্তমরূপে হল (ঝালাই) করা হয় তাহাই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বি, এল, ডবল ক্রাউন করোগেট টিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ষ্টীলের উপর উৎকৃষ্ট খাঁটি দস্তা মণ্ডিত (হল) করা হয়। একবার ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

Balmer Lawrie & Co., Ltd.

১০৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫ নং গ্রেহাম রোড, বোম্বে।

13/122

বাজার দর

—:০:—

পাট—

আমদানী ১০,০০০৲ মণ রপ্তানী ৭০০০৲ মজুত ৩৫৫০০০৲ গত বর্ষে এই সময় মজুত ৩০৮০০০৲ মণ পাটের দর পাঁচ মণ পাকা গাঁইট ৪৪।০।

সোণা, রূপা—

ইংলিশ বার	প্রতি ভরি	২১৸৶০
ট্যাকশালের বার	„ „	২১৷৶০
বড়ালের বার	„ „	২১।০
চীনের পাত	„ „	২১৶০
গিনি	প্রতি খান্	১৩৸৶১০
চাঁদি	প্রতি ১০০ ভরি	৪৫৷৶০
ঐ খুচরা		৪৬৶০

ঘৃত—

শ্রী	...	...	৮০৲
মটকা	...	...	৭৫৲
ভারতী	...	...	৭৩৲
খুরজা	...	...	৭৪৲
সিকেন্দ্রাবাদী	...	...	৭১৲
লক্ষ্মী	...	...	৭২।০
বাঁদা সাগর	...	...	৬৯।০

তৈল—

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটী (রাধা-কৃষ্ণ মার্কা) এক		
গাড়ীর দর		২১।০
ঐ ১ মণের দর		২২।০
বিনোদ মার্কা ঐ		২০৸০
কানপুর টিন সমেত		২৩৲—২৫৲
ঘানির		২৮৲
নারিকেল তৈল		১৯৲—২০৲
রেড়ির তৈল		১৫৷৷০—১৬৲

কেরোসিন তৈল—

আমেরিকান তৈল :—

বানর		৮৶০
ঐ টিন		৮৷৶০
হাতী ১ গ্যালন	দুই টিন	৬৷৶০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোঃ

২। বর্ম্মা তৈল :—

চক্র	৬।৶০	দুই টিন
সূর্য্য	৬।৶০	„
তারা	৬।৶০	„
ভিক্টোরিয়া	৫৸৶০	„
হাঁস	৫৸১০	„
ছাগল	৫৷৷১০	„
মুর্গী ও চাবি	৫৸৶১০	„

আটা, ময়দা, সুজী—

সর্ব্বোৎকৃষ্ট	৬৷৶০
গৃহস্থের	৬৶০
বি, আটা	৬৷৶০
এস নং „	৫৸০
২ নং „	৫৸৶০
৩ নং „	৪৶০
সুজী	৬৷৶০

মসলা—

লবণ	১০০৲ মণ	১২৩৸৶০
হলুদি (মছলি পত্তন)		১০।০
সুপারি (মাঝারি)		১৭।০
ঐ বড়দানা (ঐ)		১৮।০
ঐ ছোট		১৮৲
ঐ (জাহাজী)		১২৲—১৪৲
ধনিয়া		৫৲—৭।০
গোল মরিচ (কানানোরী)		৬০।০
লবঙ্গ	সের	১।০
এলাচি (বড়)	মণ	২১।০
ঐ (ছোট)	সের	৪৲
সাগুদানা	মণ	৮৷৶০
এরারুট		৮।৶০
ধুনা (জাহাজী)		৬।০—৮৲
ঐ (রেঙ্গুনী)		১২।০
সুর্ম্মা		১৬।০
দারুচিনি		১১।০
কর্পূর		১২৭৲
মিছরি (১—২ নং)		৮।০—৯।০

চাউল—

পাটনাই আতপ	৬।০—৬৷৶০
চিনিশক্কর	৮।০—৯৲
দাউদখানি	৮৲—৮৷৶০
বাকতুলসী	৬।০—৭।০
বালাম	৬৷৶০—৭৲
কাজলা	৪৲—৪৷৶০
পাটনাই সিদ্ধ	৫।৶০—৫৸০
নাগরা	৫৲—৫।০

মা র্কো জো ন

(হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড ১২ ভাগ। মার্ক)

শক্তি স্থায়িত্ব ও বিশুদ্ধতার প্রতিশব্দ

আধুনিক বিজ্ঞানে হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া পরিচিত। ক্ষত এবং ঘা প্রভৃতি চিকিৎসায় ইহার বিষ প্রতিষেধক ও বীজানু ধ্বংসকারক ক্ষমতা ইহাকে অমূল্য করিয়াছে। মুখ ধুইবার সুময় ব্যবহার করিলে গলঃক্ষত ও ফুসফুসের রোগ হইতে পারে না। ইহাতে দাঁত সাদা ও পরিষ্কার থাকে। ইহা দিয়া কম্প্রেস করিলে ফুস্কুড়ি প্রভৃতি দূর হয়। ইহা নখগুলিকে সাদা করে; দাগ নষ্ট করে ও মলিন স্থানগুলিকে উজ্জ্বল করে। ইহা ছাড়া শত শত কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ, শক্তিশালী ও স্থায়ী না হ'লে না ব্যবহার করার চেয়ে ব্যবহার করাও খারাপ।

মার্কোজোনই চাহিবেন এবং আপনি এমন জিনিষ পাবেন—যাহার উপর সর্ব্বদাই বিশ্বাস করা চলে। বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার জন্য ২৬০ বৎসরেরও অধিক সুনামযুক্ত খ্যাতনামা ঔষধ প্রস্তুতকারক কর্ত্তৃক ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।

৪ আউন্স, ১০ আউন্স এবং ২০ আউন্স পেটেণ্ট বোতলে

MERCKOZONE

সমস্ত ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

কেবল মাত্র ই, মার্ক ডার্মষ্ট্যাড্ হেসি, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

রহমানীয়া ইউনানী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

নুরজাহানী হালওয়া

ইহা বাদাম, পেস্তা, আখরোট ইত্যাদ মেওয়াজাত ও ডিম, জাফরান, মৃগনাভী এবং অন্যান্য বহু বলকর দ্রব্য সংযোগে প্রস্তুত একটী পুষ্টিকর সুস্বাদু হালুয়া। শীঘ্র নষ্ট হয় না। শিশু ও বালককে রোজ অল্প মাত্রায় খাওয়াইলে শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলশালী হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তি সেবনে যৌবনোচিত শক্তি লাভ করে। ইন্দ্রিয়ের অবসাদ দূর করে, পূর্ব্বকালে আমির ওমরাহগণ ইহা সেবনে যুব-শক্তি লাভ করিতেন। মূল্য প্রতি সের ৮ আট টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

আনিছ-মিক্‌শ্চার

বিশ বৎসরের পরীক্ষিত এই মিক্‌শ্চার সর্ব্ব জ্বরঘ্ন বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইতেছে। বহু প্রশংসাপত্র নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত হইতেছি। মূল্য প্রতি ৮ আউন্স শিশি ৸০ বার আনা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

পোঃ কলারোয়া, হামিদপুর, খুলনা নিবাসী বঙ্গ বিখ্যাত সুবক্তা, এসলাম প্রচারক মওলানা মোয়েজ্জুদ্দীন হামিদী সাহেব লিখিয়াছেন:—

আমি মুক্ত কণ্ঠে আপনার আনিছ মিক্‌শ্চারের জয় ঘোষণা করিতেছি। আমি স্বয়ং একটী বহুদিনের জীর্ণরোগীর নিমিত্ত এক শিশি আনাইয়া ব্যবহার করাইয়া আশ্চর্য্য জনক ফল লাভ করিয়াছি রোগী এখন বেশ সুস্থ ও সবল হইয়াছে। সকলকে আনিছ মিক্‌শ্চার ঘরে রাখিতে পরামর্শ দিতেছি।

রহমানী লবণ

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, চুয়া ঢেকুর উঠা ও অম্ল নাশে ইহা অদ্বিতীয়, এই লবণ আমার সুনামী ত্রিদোষের একটী যোগ। উদর পুরিয়া আহারের পর এক মাত্রা সেবনে কিছুক্ষণ পরই ক্ষুধার উদ্রেক হয়। মূল্য ।॥০ আনা মাত্র। মাশুলাদি পৃথক।

ব্রাঞ্চ—   হেকীম—মোহাম্মাদ আনিছোর রাহমান।

৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।   পোঃ রঘুরামপুর, জেলা রাজশাহী—

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৪৭।২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা

এখানে জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। ২ বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস এবং তিন বৎসরে এইচ, এম, বি, উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩, টাকা।

ইহার সংলগ্ন ডিসপেন্সারিতে ৴৫, ৵১০ দরে ঔষধ এবং বাজার দরে অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। কলেজে নূতন আউট ডোর ডিসপেন্সারী খোলা হইয়াছে ও তাহা কলেজের সিনিয়ার ষ্টুডেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য—ডাক্তার এস খান, এম ডি, (আমেরিকান) ৪৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন। প্রাইভেট পরীক্ষা লওয়া হয়।

বাংলার জনপ্রিয় কবি, খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ও বহু পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক—

শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী সাহেবের দুইখানি উপাদেয় গ্রন্থ

মর্ম্ম-বীণা

নবযুগের উত্থান-গতি, বঙ্গ-মোস্‌লেমের প্রাণের ঝঙ্কার, অন্তরের বাণী, হৃদয়ের গাঁথা। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার দুন্দুভি-নিনাদ, জাতীয় জাগরণের অনল-প্রেরণা, স্বজাতি প্রেমের নর্ম্মদা প্রপাত। ইহা পাঠের শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করে, জাতীয় উম্মাদনায় উত্তেজিত করিয়া অসাড় অবসাদগ্রস্ত দেহে তেজ সঞ্চার করিয়া দেয়। ছাপা, বাঁধা ও কাগজ সমস্তই উত্তম, মূল্য ৷৷০ আনা।

মুক্তি-বীণা

মুক্তি-বাণার প্রত্যেক পত্রে প্রত্যেক ছত্রে মুক্তির দুন্দুভি-নিনাদ, জেহাদের লাল-নিশান, শহীদের রুদ্র ভেরী শুনিতে ও দেখিতে পাইবেন। উত্থান রহিত রোগীও ইহার ঝঙ্কার শুনিলে স্থির থাকিতে পারিবেন না। জাতায় উদ্দীপনায় চঞ্চল হইয়া স্বজাতির কল্যাণে জীবনোৎসর্গ করিতে চাহিবেন। সুন্দর এণ্টিক কাগজে সুচারু ছাপা ও মনোজ্ঞ বাঁধা মূল্য ৷৷৵০ আনা মাত্র।

মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স, ১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

এ, হাই, এণ্ড কোং

'ক্রোম' ও উজ্জ্বল 'কীড্' প্রভৃতি উন্নত ধরণের চামড়া ও জুতার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম-বিক্রেতা এবং সাধারণ অর্ডার সরবরাহকারী।—উক্ত বিখ্যাত কোম্পানি মালের আমদানী রপ্তানী যথানিয়মে করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা গুদামে বহু জিনিস-পত্র সঞ্চিত রাখেন।

নিম্নলিখিত মালগুলিও বর্ত্তমানে কোম্পানির ভাণ্ডারে মৌজুদ রহিয়াছে:-

১। কাল, কটা ও খয়ের রঙের ক্রোম্ চর্ম্ম।

২। কাল, কটা ও ঘন-কটা রঙের উজ্জ্বল ছাগ-চর্ম্ম

৩। বিভিন্ন বর্ণের মখমল-চর্ম্ম।

৪। (ক্রোম্ ভেড়ার) 'বাক্' চর্ম্ম।

৫। বাছুর ও 'ছুড়ে'র বার্ণিশ করা চর্ম্ম।

৬। মাদ্রাজী ও কাবুলী ভেড়ার এবং মাদ্রাজী গরুর চর্ম্ম।

৭। গো-মহিষের ক্রোম্ ও বার্ণিশ করা গোড়ালির চর্ম্ম।

৮। কাল ও কটা বর্ণের নানাবিধ প্যাটেণ্ট-চর্ম্ম

৯। বিভিন্ন রঙের 'সিউড' চর্ম্ম।

হেড্ অফিস:—৩৩।১, বেনেপুকুর রোড

ব্রাঞ্চ:—২৯।১ বেনেপুকুর রোড

কলিকাতা।

টেলি:—"আন্ ফোর্সিন।"

দৈবপ্রাপ্ত

ধবল রোগের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন যোগার ফজলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। বহু পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসা পত্র আছে। মূল্য ২৷০ আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি

ম্যানেজার হানাফী

৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাহির হইল!   বাহির হইল!

ঈদ-অল-আযহার অপূর্ব্ব সওগাত

হারামণি

একখণ্ড নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিবেন।

বাঙ্গলা সাহিত্যে সুপরিচিত, জনপ্রিয় সুলেখক

মওলবী মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন এম-এ

সাহেবের প্রথম পুস্তক

হারামণি

অনিন্দ্য-সুন্দর প্রচ্ছদ-পট বিভূষিত

অভিনব ভূমিকা সম্বলিত।

মূল্য বাঁধাই ১৸১০ মাত্র, অবাঁধা পাঁচসিকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাইজ, লাইব্রেরী এবং নভেল বহি

পাক পাঞ্জাতনের জীবনী	৪৷৷০	কোর-আন-শরীফের উপদেশ	৸০
হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর বিস্তৃত, জীবনী	২,	খোদা প্রাপ্তি তত্ত্ব	২,
আদর্শ মানব (হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ	১,	দরবেশ কাহিনী	১৷০
হজরত ফাতেমা জোহরার জীবনী	১,	ভাগ্য লিপি	২,
হজরত হাসান হোসেনের জীবনী	২,	মরুর কুসুম	১০
চারি আসহাবের জীবনী	২৷৷০	সতী মহিমা	১০
হজরত বড় পীরের জীবনী	১৷৷০	পরলোক দর্শন	৸০
মেশ্‌কাত শরীফ বঙ্গানুবাদ		স্বর্গীয় আনন্দ	৸০
মসায়েলে ইসলাম	১৷৷০	জরিনা	৮০
ইসলাম ধর্ম্ম ও নামাজ শিক্ষা	৸০	তুর্কী বীর	৮০
মজমুয়ে ওয়াজ শরীফ ১ম	১৷৷০	সংসারে পয়সা সার	৮০
ঐ ঐ ২য়	১৷৷০	খোস গল্প	৮০
		বেহেশতের অলঙ্কার	৮০

Printed and Published by Fazlul Huq Selbersi at The Islamia Printing

"হানাফী"র তেজস্বী সম্পাদক মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম সাহেব প্রণীত

প্রীতিদান

একটী সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চশিক্ষিতা সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু যুবতীর সহিত জনৈক সম্ভ্রান্ত, চরিত্রবান, তেজস্বী ও মহৎহৃদয় মুসলমান যুবকের অপ্রত্যাশিত সম্মিলনের মধুর চিত্র। ইহা বিদ্বেষ-বিষের বাটী নহে—বরং পবিত্র প্রেমের অমিয়-পেয়ালা! যদি অমৃত-নিস্যন্দিনী প্রেমের স্বর্গীয় সুধা-ধারা পানে বিভোর হইতে চাহেন, তবে "প্রীতিদান" পাঠ করুন; মূল্য ৷৷০ আনা।

আলেম সাহিত্যিক মৌলবী মোহাম্মদ মোজফফারুদ্দীন প্রণীত—

পান্সেগোল

মনোরম সমাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস। পাঠে কৌতূহলোদ্দীপ্ত হইবেন এবং আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইবেন। চরিত্রগুলি উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত, মধুর ভাষায় চরিত্রিত। সুদৃশ্য সিল্ক বাঁধাই মূল্য ১৷০ দেড় টাকা।

মৌলবী মোহাম্মদ আলা হাসান সাহেব-সঙ্কলিত

শেষ নবী

যে অমূল্য গ্রন্থের অল্পদিন প্রচার বন্ধে মোসলেম সমাজ উদ্‌গ্রীব-উৎকণ্ঠিত ছিলেন, ঘন ঘন পত্র লিখিয়াও নিরাশ হইতেছিলেন—সেই হজরত রসুলে করিমের জীবনী ও ধর্ম্মনীতি বর্দ্ধিত আকারে—প্রবন্ধ সম্ভারে পুনঃ-মুদ্রিত হইয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িয়া সুন্নতে রসুলোল্লার অনুসরণ করুন। সুদৃশ্য বাঁধাই মূল্য ১৷০ মাত্র।

কবিবর মৌলবী শেখ হবিবর রহমান-সাহিত্যরত্নের গ্রন্থাবলী

"আলমগীর"

ইতিহাসের সত্যতা এবং উপন্যাসের মাধুরী এই পুস্তকে একাধারে বিরাজিত বিধর্ম্মী লেখকগণ উক্ত মহান সম্রাটের সম্বন্ধে যে সমস্ত অলীক কলঙ্ক প্রচার করিয়াছে, এই পুস্তক পাঠে তৎসমুদয় সম্যক বিদূরিত হইবে। মূল্য ১৮০।

সাদির কালাম

শেখ সাদির শতাধিক বয়াত এবং সুললিত কবিতার বঙ্গানুবাদ। মাদ্রাসা মক্তবের ছাত্রগণের মুখস্থ করিবার একান্ত উপযোগী। মূল্য ৵০ আনা।

গুলিস্তাঁর গল্প

মহাকবি সাদীর বিশ্ব-বিখ্যাত গুলিস্তাঁর বঙ্গানুবাদ। ৭৫টী অতুলনীয় গল্প; প্রত্যেক গল্প আনন্দ ও উপদেশের অমিয় নির্ঝর। তৎসহ প্রায় দুই শত সুনীতিপূর্ণ পারসী বয়াত ও তাহাদের সুললিত কবিতায় অনুবাদ। ১৯৬ পৃষ্ঠা উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ৯ মাত্র।

শিশু-মহলে খুশীর তুফান—
আনন্দ-কোলাহল পুলক-প্রবাহ
কবি শেখ মোঃ ইদরিস আলী সাহেব প্রণীত—

শিশুদের মোস্তফা

যদি আপনি আপনার ছেলে-মেয়েদিগকে উন্নত করিতে চাহেন, জ্ঞানী, মানী ও বুদ্ধিমান দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের বুকের মধ্যে ধর্ম্মের মহা মানিক স্থাপন করিতে সাধ রাখেন, তবে মানুষের সেরা মানুষ, আল্লাহতায়ালার প্রিয় বন্ধু, পয়গম্বরগণের মাথার তাজ মহা নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মজতবা (সঃ) এর পুণ্যময় জীবন-কথা "শিশুদের মোস্তফা" পাঠ করিতে দিন। ইহার ভাষা কবিতার চেয়েও মধুর, ঘটনা বিবরণ গল্পের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, ভাবধারা যার পর নাই পবিত্র, করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কেবল ছেলে মেয়ে কেন, ইহা পড়িতে পড়িতে প্রবীণ প্রবীণা ও তন্ময় হইয়া পড়িবেন। হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) এর সাধনা খোদা-প্রেম উন্নত বাৎসল্য দেখিয়া নিজেকে ভুলিয়া যাইবেন। সেই সরওয়ারে কায়েনাতের পূত জীবন-কথা জ্ঞাত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন; তিনি মানুষ ছিলেন কি, ফেরেশ্‌তা ছিলেন, ভাবিয়া দিশা করিতে পারিবেন না। মূল্যবান কাগজে সুচারু ছাপা ও মনোজ্ঞ বাঁধাই। মূল্য ৷৷০ আনা।

মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স
১৩৯ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টাকায় টাকা লাভ। রোগীর অশেষ উপকার। ব্যবসায়ীর চূড়ান্ত লাভ।

কেরামতী ঔষধালয়।

তাহিরপুর (বেঙ্গল)

স্থাপিত সন ১৩০০ সাল। ইং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ।

কলিকাতা, ঢাকা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের ন্যায় শুধু বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ও ছবির চাটুকতা নাই। বহু পরীক্ষিত ও সত্বফলপ্রদ ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে প্রস্তুত হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় ও চিঠিপত্রাদি গোপনে রাখা হয়। এজেণ্ট ও পাইকারকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। ঔষধের মূল্য ছাড়াও ডাকমাশুল ও প্যাকিং আদি খরচ গ্রাহকের অতিরিক্ত লাগে। কিন্তু ঔষধের সমস্ত মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে যাবতীয় খরচ আমরাই বহন করি। আমাদের নিকট কোনরূপ প্রতারণা নাই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"আসল আবেহায়াত":—নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক ইউনানী মহৌষধ ১২৫ প্রকার রোগে হাতে হাতে ফল। অনুপানের কোন হাঙ্গামা নাই। 'মকরধ্বজ'ও ইহার নিকট হার মানিয়াছে। সেবনে বাঁধাধরা নিয়ম বা কষ্ট নাই। ইহা দীর্ঘ স্থায়ী ঔষধ। কচি শিশু, গর্ভবতী, বৃদ্ধ দুর্ব্বল সকলেই নিঃসন্দেহে সেবন করিতে পারে। মূল্য বড় শিশি ২৲ টাকা। ১২ শিশি ১৮৲ টাকা। ছোট শিশি ৷৷০ আনা। ১২ শিশি ৪৷৷০ টাকা।

"হোসেন সুধা":—সর্ব্বপ্রকার দাদ, কাউর, চুলকানী, পাঁচড়া, পামা, পাঁচুই, আংচার, যে কোন রকম ঘা, ইত্যাদি সকল রকম চর্ম্মরোগেই বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় দুইদিনে নিশ্চয় আরোগ্য। কাপড়ে দাগ লাগেনা বা কোন দুর্গন্ধ হয়না। মূল্য ১ প্যাক ৵০ এক আনা। ১২ প্যাক ৷৷০ আনা। ২৫ প্যাক ৸৵০ আনা। ১০০ প্যাক ৩৲ টাকা। এক হাজার ২৫৲ টাকা। উক্ত সমুদয় গুণযুক্ত 'সুধা মলম' ১ কৌটা ৵০ তিন আনা। ১২ কৌটা ১৷৷০ টাকা। ১০০ কৌটা ১০৲ টাকা।

"হুব্বে আজম":—সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন প্রমেহ, ধাতুদোষ, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, বহুমূত্র, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্র মেহ, পুরুষত্বহীনতা বা নামর্দ্দগী প্রভৃতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। তিন দিনেই ফল বুঝা যায়। রোগ খুব কঠিন ও পুরাতন হইলেও তিন সপ্তাহের বেশী ঔষধ সেবন করিতে হয় না। ইহা অধিকন্তু উৎকৃষ্ট বাজীকরণ, রসায়ণ, শুক্রবৃদ্ধিকারক ও গাঢ়কারক এবং বীর্য্যস্তম্ভকারক। মূল্য (৩ সপ্তাহের ঔষধ) ১ শিশি ১০৲ টাকা স্থলে ২৷৷০ আড়াই টাকা। ১২ শিশি ২৫৲ টাকা।

"ইউনানী যৌবনবাহার তৈল":—সর্ব্বপ্রকার শিররোগের মহাসুগন্ধি কেশ তৈল ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ, শ্লেষ্মা, সান্নিক, সান্নিপাত ইত্যাদি যে কোন কারণে উৎপন্ন মাথার দোষ অল্প সময়ে আরোগ্য হয়। চুলউঠা; মরামাস, খুস্কী; অকালে চুল পাকা; টাক প্রভৃতি ভাল হয়। বাজারে ইহার মত পরম উপকারী তৈল একটীও নাই বলিলেই হয়। মাথায় লাগান মাত্র আরাম মিলে। ইহা একাধারে ঔষধ ও সৌখীন বিলাস সামগ্রী। মূল্য বড় শিশি ১৲ টাকা। ১২ শিশি ৯৲ টাকা। ছোট শিশি ৷০ আনা। ১২ শিশি ৪৲ টাকা।

যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ 'সুরমা মামিরা' ১ শিশি ৵০ দুই আনা। ১২ শিশি ১৵০ আনা

হোব্বেশাফা:—নূতন বা পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ। ১ বড়ীতেই জ্বর যায়। জ্বর খুব কঠিন ও পুরাতন হইলেও ৩ বড়ীর বেশী একটা রোগীর লাগেনা। ইহাতে কুইনাইন নাই। জ্বরে পৃথক জোলাপ দিতে হয়না। এই ঔষধেই দাস্ত খোলাসা হইয়া জ্বর যায়। সেবনে কষ্ট নাই। কারণ, ঔষধের কোনই স্বাদ নাই। মূল্য ১ বড়ী ৵০ এক আনা। ২৫ বড়ী ৸০ আনা, ১০০ বড়ী ২৷৷০ টাকা। এক হাজার ২০৲ টাকা।

'মহাশক্তি':—নূতন; পুরাতন সর্ব্বপ্রকার বাত ও বেদনার মহৌষধ। একবার লাগান মাত্র আরাম বুঝা যায়। মূল্য ১ শিশি ৷৷৵০ আনা ১২ শিশি ৫৲ টাকা।

কয়েকটী অতুলনীয় মহৌষধ

১। "অর্শহর গুটীকা" অর্শ রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ।
২। "শ্বেতকুষ্ঠ গুটীকা" শ্বেতকুষ্ঠের অদ্বিতীয়—
৩। "বিরেচক বটীকা" মৃদু বিরেচক ঔষধ।
প্রত্যেক কৌটার মূল্য

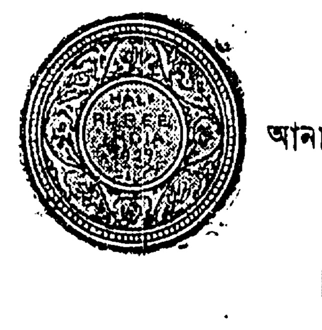

আনা

৪। 'মনিমঞ্জন' দাঁত নিরাপদ রাখিতে ও দাঁতের পীড়া নষ্ট করিতে পরীক্ষিত।
৫। "মনিমলম" সর্ব্বপ্রকার দদ্রু রোগের মহৌষধ
প্রতি কৌটার মূল্য

আনা

মানবের শরীর নষ্ট হয় কেন ও উহার উন্নতি করিবার উপদেশযুক্ত গ্রন্থ "কামশাস্ত্র" ঠিকানা সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়—২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শান্তিতৈল

যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

প্রাপ্তি স্থান :—

হাকিম মৌলবী মোহাম্মদ আলবাহার হোসায়ন,

ইউনানী মেডিকেল হল, পোঃ আর্টুরিয়া, ২৪ পরগণা।

বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ

নামাজগড়—বগুড়া

এখানে জানুয়ারী ও জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। এক বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস, ও এইচ, এম, বি, উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩৲ ও ৪৲ টাকা। বিশেষ বিবরণের জন্য ৵০ আনা টিকিটসহ প্রিন্সিপাল—"বগুড়া হোমিওপ্যাথিক কলেজ" নামাজ গড়, বগুড়ায়। পত্র লিখুন প্রাইভেট পরীক্ষাও লওয়া হয়।

অদ্ভুত রতিশক্তি

ফকিরী দ্রব্যগুণ ও মালিশ

বিফলে মূল্য নিশ্চয় ফেরৎ

চূর্ণ—ইহা রক্ত পরিস্কারক ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক ইহাতে মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি দূর করিয়া জলের ন্যায় তরল শুক্র গাঢ় করে। এক পেকেট ১৷০ আনা।

মালিশ—পুরুষত্বহীনতার অমোঘ অস্ত্র। ইহাতে শিথিল, খর্ব্ব ইন্দ্রিয় সতেজ সুদৃঢ় ও বৃদ্ধি হয়। মালিশ ১ শিশি ১৲ টাকা।

শাহী বটী ১ নং—ইহা মেধা স্মৃতি ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ও ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, অবসাদ প্রভৃতি দূর করিয়া অসীম শক্তি প্রদান করে ও রতি-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করে। ১ কৌটা ২৲।

এমচাক বটি ২ নং—ইহা সেবনে মুহূর্ত্তে শরীর উত্তেজিত হইয়া বহুক্ষণ ব্যাপী বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ১ কৌটা ১৲ টাকা।

হাকিম মৌলবী কাজী আফাজ উল্লা
২৭০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিফলে ৫০৲ দণ্ড দিব

এ, বি, সাহেবের জগদ্বিখ্যাত ও বহু প্রশংসিত এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী কৃত "কৃমিকুঠার" ১ মাত্রা সেবনেই ১ ঘণ্টায় সর্ব্ব প্রকার কৃমি মলের সহিত বহির্গত হয় পৃথক জোলাপের দরকার করে না। প্রতি পুরিয়া ।০ আনা ডজন ২৲ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বহু এজেণ্ট আবশ্যক।

এ, বি, সাহেব এণ্ড কোং
হাতিবান্ধা—ময়মনসিংহ।

ছোট পয়গম্বর

বঙ্গবিখ্যাত খানবাহাদুর মরহুম মৌঃ তসলিমুদ্দিন আহমদ বি, এল, এর শেষ মহান দান।

ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারক, ইসলাম সাম্রাজ্য সংস্থাপক এবং আদর্শ মানব হজরত মোহাম্মদের সম্পূর্ণ জীবন চরিত। কোরআন, তফসীর এবং হাদিস অবলম্বনে বহু নূতন বিষয়সহ ৫ খানি মনোমুগ্ধকর হাফটোন ছবিতে ভূষিত, উত্তম ছাপা ও বাঁধাই, মূল্য ১৷০ মাত্র।

হজরত ওমর (সৈয়দ আব্দুর রউফ)	২৲
সাহাবিয়া (খানবাহাদুর তসলিমুদ্দীন)	১৷০
প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা (ঐ ২য় সংস্করণ)	৸০
সম্রাট ছালাহ উদ্দীন (মোঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল—সাদত কলেজ)	১৲
বাদশাহ বাবর (ঐ ঐ)	১৲
গুলদাস্তা (মিঃ ওয়াজেদ আলী, বার এট-ল)	৸০
স্থপদী রাবেয়া (মোঃ সৈয়দ এমদাদ আলী)	৸০
হাফেজা (ঐ ঐ)	৸০
ইসলাম ও বহুবিবাহ (কিদওয়াই ও আব্দুল কাদের)	
ইসলাম ও পর্দ্দা (ঐ ঐ)	

মোসলেম-পাকপ্রণালী

১ম ভাগ ১৷০ ২য় ভাগ ২৲

মোসলমানদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নত প্রণালীর পোলাও, কোর্ম্মা, কালিয়া, কোফ্‌তা, কাবাব, দো-পেয়াজা, বিরিয়ানী, বরদা, আশ, কবুলী, হরিরা, হরিষা, খিচুড়ি, সিরমল, পারাঠা, বাকেরখানি, ক্ষীর, ফিরনি, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, আচার, চাটনী, মোরব্বা আদি শতশত প্রকার পাকশিক্ষার অদ্বিতীয় ও অমূল্য গ্রন্থ। উত্তম ছাপা ও উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী বাঁধাই

ইস্‌লামিয়া আর্ট প্রেস,
১৩৮ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা

চিরজীবনের গ্যারান্টি দিয়া

গনোরিয়া

সাতদিনে আরোগ্য করা হয়
অনারোগ্যে মূল্য ফেরত
মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা
ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩৩/৯, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, জানবাজার, কলিকাতা

পরিচালক—হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল

Registered No. C-1683

মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ -প্রণীত

রাজর্ষি এবরাহিম

সম্পূর্ণ নুতন—অনাস্বাদিত—অনাঘ্রাত চমকপ্রদ তাপস জীবনী। রাজর্ষি এবরাহিম আদহামের অলৌকিক জীবন-কথা পাঠে পুলকিত ও বিস্ময়াপ্লুত হউন জীবন সার্থক হইবে। স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধা মূল্য ১॥০ টাকা।

ইসলামিক পাবলিশিং হাউস—
১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

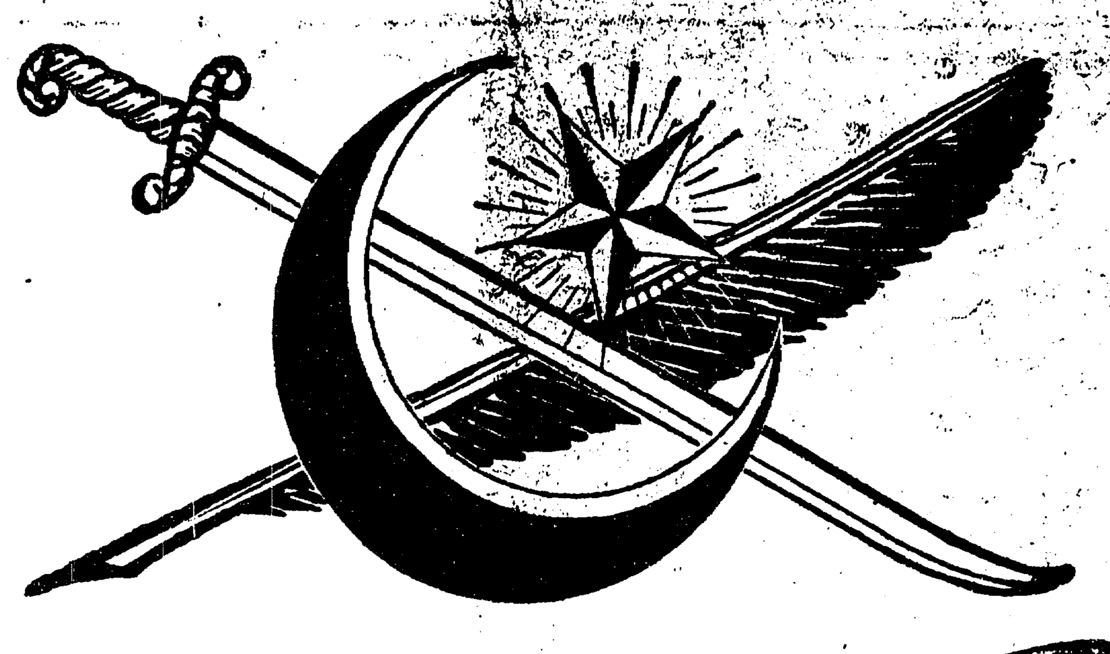

অল্প বয়সে চুল উঠা,—
অল্প বয়সে চুল পাকা
নিবারণ করিতে কবিরাজের
দাশরথি
কেতকীকুসুম তৈল

মূল্য ১॥ এক টাকা মাশুল ।০ আনা, তিন শিশি ২॥০ টাকা মাশুল ৸০ আনা।
কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন
২ নং ষ্টার লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

আফিস—
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

আল-মুসলিম

'AL-MUSLIM
47, Ripon Street,
CALCUTTA

বার্ষিক মূল্য
ভারতে ২৷০ ও বিদেশে ৫৲ টাকা

সম্পাদক—ফজলুল হক সেলবর্সী

প্রতি সংখ্যা
৵১৫ তিন পয়সা মাত্র

২য় বর্ষ | ২রা শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৭ সাল; ১৮ই জুলাই, ১৯৩০ ইং; ২১শে শফর, ১৩৪৯ হিজরী | ২৮শে সংখ্যা

LIFETIME GUARANTEE
WORLDS' GREATEST
GENUINE
ACCURATE.

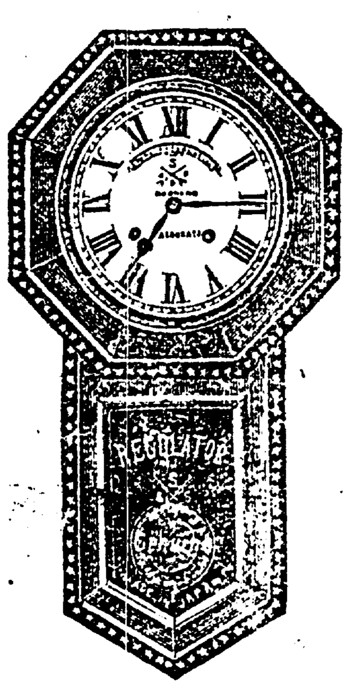

৮ ইঞ্চি ডায়েল ১৪৲ ১০ ইঞ্চি ডায়েল ১৭৲

মফঃস্বলের অর্ডারের সহিত অন্ততঃ ৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশন ও নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিবেন।

লিমটন ওয়াচ কোং
১৪৩-৪৫ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পোঃ বক্স ২০৭৬।

LIMTON WATCH Co.
143-45 Radhabazar Street, Calcutta.
POST BOX 2076.

পিত্তশূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ!
হাজী আহ্‌মদ্ আলী সাহেবের

শূলসুধা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত নং ১৪৭০

পিত্তশূল, অম্লশূল, কলিজা দরদ ও কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত পেটের বেদনায় "শূলসুধা" সেবন করিয়া চিরকালের জন্য রোগমুক্ত হউন সপ্তাহ সেবনে বেদনা আরোগ্য হয়। পক্ষকাল সেবনে শরীরে নবশক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। আর পুনরাক্রমণ করে না।

মূল্য বড় কৌটা ৲১৸০, ছোট ৸০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

জীবন-সুধা

যৌবনোচিত স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাইয়া যাহারা হতাশে ম্রিয়মান হইয়াছেন, খুজলী, পাঁচড়া, রক্তদুষ্ট ও কুৎসিত রোগে ভুগিয় যাহারা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তাহারা অবিলম্বে "জীবনসুধা" সেবন করুন। অচিরে রোগমুক্ত হইয়া শরীরে নব রক্তকণার আধিক্যে গণ্ডদেশ লাল আভা ধারণ করিবে। ফলতঃ ইহা অমোঘ শক্তিশালী টনিক ও সর্বোত্তম সালসা। মূল্য বড় বোতল ৪৷০ টাকা ও ছোট বোতল ২৷০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—
ডাঃ জে, আহ্‌মদ্ এস, এ, এস
শূলসুধা ঔষধালয়
পোঃ রমনা, ঢাকা।
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সুন্দর ক্যাটালগ পাঠান হয়

—দুর্ব্বলতা—

যদি আপনি অতিশীঘ্র ক্লান্তিবোধ করেন, সামান্য কারণে হতাশ হন, শক্তি ও উদ্যমের অভাব বোধ করেন, কিম্বা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অনুভব করেন অথবা আপনার মেজাজ খিট্‌খিটে হইয়া থাকে—সম্ভবতঃ ইহার জন্য আপনি স্বয়ং দায়ী। কারণ, আপনি ইহার প্রতিকারে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন হইয়া ইহার একমাত্র ঔষধ 'আয়রণ জেল্লয়েডস্' গ্রহণ করেন নাই। 'আয়রণ জেল্লয়েডস্' সেবনে আপনার দেহমধ্যে টাটকা ও সতেজ রক্তকণা সৃষ্ট হইলে এই উপসর্গগুলিকে দমন করিতে পারিবে।

প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই ২ নং 'আয়রণ জেল্লয়েডস্' মধ্যে মধ্যে সেবন করিয়া তাঁহার দেহস্থিত রক্ত পরিষ্কার ও সতেজ রাখা আবশ্যক করে।

প্রত্যেক পুরুষেরই জানা উচিত যে 'আয়রণ জেল্লয়েডস্' ২ এ নং ব্যবহার করিলে প্রভূত উপকার সাধিত হয়। কর্ম্মক্ষেত্রে অতিমমাত্রায় পরিশ্রমহেতু, কিম্বা অত্যধিক আমোদ প্রমোদে যে শক্তির অপচয় ঘটে, তাহা পূর্ণ করিতে ইহা বিশেষ সাহায্য করে।

শিশু, বালক ও যুবতীদিগের যখন দেহ অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পায়, অত্যধিক পাঠ হেতু বা অন্য কোনও কারণে তাহাদিগের শক্তি ক্ষয় হইতেছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ১নং 'আয়রণ জেল্লয়েডস' ব্যবহার করিলে যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক বৈলক্ষণ্য দূর হইয়া পুনরায় পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবেন।

কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে একমাত্র 'আয়রণ জেল্লয়েডস্'ই ব্যবহার করিতে হইবে, কারণ অন্য প্রকার লৌহ সংঘটিত ঔষধ এত সুন্দর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত হয় না এবং এত শীঘ্র রক্ত মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

১৪ দিনের উপযোগী ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা। পুরা একটী বোতল (৪০ দিনের জন্য) ২৷০ মাত্র।

প্লীহারি সেবনে যেরূপ দুরারোগ্য ও চিকিৎসকের অসাধ্য কঠিন প্লীহা হউক না কেন সারিবেই সারিবে মূল্য ১৲ টাকা বিফলে ফেরৎ দিব। রোগীর বয়স লিখুন মাশুল ।৵০ মাহবুব এণ্ড কোং, (এল) পোঃ খিলগাঁও ঢাকা।

শুভ সংবাদ

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ, ট্রেডমার্কা, লেবেল ইত্যাদি গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করিতে হইলে ও নানাবিধ ব্লক, রবার ষ্ট্যাম্প, পিতলের শীল ইত্যাদি আবশ্যক হইলে দি ষ্টার কমার্শিয়াল এজেন্সী ১০ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে—

শিল্প মন্ত্রশিক্ষা, টোট্‌কা চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা, দম্পতি বিজ্ঞান, ভাগ্য পরীক্ষা ইত্যাদি প্রায় সহস্র প্রকার মূল্যবান ও নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত "স্বাস্থ্য ও শিল্প" বই লিখিলেই পাঠাই।

বেঙ্গল লেবরেটরী,
১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

যক্ষ্মা ও হাঁপানি—রোগে কেহ হতাশ হইবেন না। রেজেষ্টারীকৃত ভাওয়ালের মৃত রাজকুমারের পুনর্জ্জীবনদাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগা প্রদত্ত "এজমোভাইনা" সেবনে সহস্র সহস্র হাঁপানি ও যক্ষ্মা (থাইসিস) রোগী আরোগ্য হইতেছে। এক দিনেই উপশম। ফলের জন্য গ্যারাণ্টি। ১ শিশি ২॥০ টাকা।
ডব্লিউ ডাই এণ্ড কোং পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

জনাব মওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী প্রণীত গ্রন্থাবলী

৫। **আনওয়ারাল মাসায়েল** :—হইতে মোছলমানের অবশ্য প্রয়োজনীয়, নিত্য-পালনীয় ঈমান, নামাজ প্রভৃতি বিষয়ের বিষয় মছলাসমূহ আছে। ৷০ চারি আনা।

৬। **ঐ দ্বিতীয় ভাগ** :—ইহাতে রোজা, হেফায় হজ্জ, জাকাত, কোরবাণী, জবেহ, দুগ্ধ পান ইত্যাদি বহু বিষয়ের মসলা মাসায়েল আছে। ৶০ ছয় আনা।

৭। **তাবিজের কেতাব** :—অজস্র তাবিজ, দোওয়া, তদবির ইহাতে আছে। ইহা চারি খণ্ডে শেষ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড ৶০ ছয় আনা।

৮। **খোৎবাহ** :—মূল আরবী, খোৎবাহসমূহ ও তাহার সঠিক বঙ্গানুবাদ। ৷৶০ সাত আনা।

৯। **জাতীয় কল্যাণ** :—সুমধুর কবিতা-পুস্তক। জাতির উন্নতি, অবনতি অতীত-স্মৃতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ উদ্দীপনাময়ী কবিতায় লিখিত। মূল্য ৷০ চারি আনা।

১০। **ধূমপানের অপকারিতা** :—ধূমপান নিষিদ্ধ হইবার শাস্ত্রীয় দলীল ও ডাক্তারী মতসমূহ। ৵৹ দুই আনা।

হামিদীয়া লাইব্রেরী
হামিদপুর, পোঃ কলারোয়া, খুলনা।

The 1930 WILLYS SIX TRUCK

গতির উৎকর্ষতা সতত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে

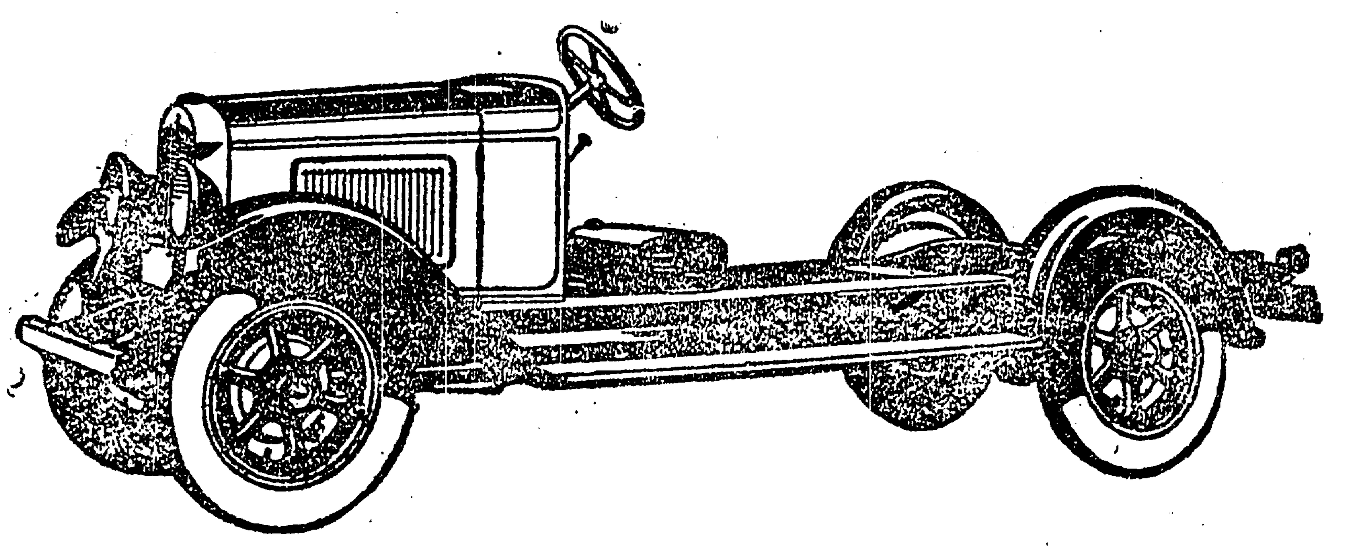

"উইলিজ্ সিক্স ট্রাকের" এঞ্জিন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আশাতিরিক্ত কার্য্যক্ষম। ইহা ৪টী "হুইল ব্রেক" ও ৪টী "ফরওয়ার্ড স্পীড ট্রান্সমিশন" যুক্ত বলিয়া এদেশের কাদা, বালি ও কঙ্করময় স্থানে অতি সহজে ও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চালান যায়।

কেবল তাহাই নহে, ইহা এমন সুকৌশলে প্রস্তুত যে, অঙ্গুলীর মৃদু চাপে মুহূর্ত্তে থামান ও চালান যায়।

সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ও পৌছান খরচসহ মূল্য ৩০০০৲ টাকা। মাসিক কিস্তিতেও বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয়।

ক্যাপ্টেন ই, জে হুপার ... শিলং
জি, মোল্লা এণ্ড সন্স ... ... নওগাঁও
যতীন্দ্রনাথ জানা ... কন্টাই, মেদিনীপুর
সুখা সিং ... ... গয়ারকাট্টা, জলপাইগুড়ি
নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ এণ্ড সন্স ...... ভোলা
এম, এ, খালেক এণ্ড সন্স ... আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম।
জি, শর্ম্মা ... মৌলবী বাজার দক্ষিণ শ্রীহট্ট।

G. McKENZIE and Company (1919) Ltd.

ডি, সি, মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স ... মালদহ
মৈত্র এণ্ড কোং ... ... রংপুর
ফেভারিট মটর হাউস ... ... ফরিদপুর
কমলা মটর ওয়ার্কস্ ... ... কিশোরগঞ্জ
ব্রিটিশ মটর ট্রান্সপোর্ট ... দার্জ্জিলিং।
যশোহর মটর ইণ্ডাস্ট্রি ওয়ার্কস্ ... যশোহর।

প্রদর্শনী-গৃহ (শো রুম) ১৮এ, পার্ক ষ্ট্রীট,

অফিস্ ও কারখানা ২০৮ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সৈয়দানী হাফেজা খাতুন ও বঙ্গ-বিখ্যাত সাহিত্যরথী মুন্‌শী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ প্রণীত

মোস্‌লেম-পাকপ্রণালী

দ্বিতীয় ভাগ।

সত্বরে গ্রহণ করিয়া রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা করুন।

যে মোস্‌লেম-পাক প্রণালী ২য় ভাগের জন্য গ্রাহক ও পাঠকগণ উৎগ্রীব হইয়া আশা-পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, উহা অতি বৃহৎ—৪২০ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইল। এই খণ্ডে ২য় অধ্যায় হইতে পরিশিষ্ট সহ ২২টি অধ্যায়ে কত অসংখ্য প্রকারের পাক-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন পাঠে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থোল্লিখিত ২৷৩টি উচ্চ শ্রেণীর জিনিষ যথা-নিয়মে পাক করিতে পারিলে পুস্তকের মূল্য উসুল হইয়া যাইবে। ২য় অধ্যায়—খনির প্রকরণ ৫ প্রকার, ৩য় অধ্যায় রুটি, বাকরখানি, শিরমাল ও কুলিচাঃ প্রকরণ ৮৮ প্রকার, ৪র্থ অধ্যায় পরাটা প্রকরণ ১২ প্রকার, ৫ম অধ্যায় ছমুছাঃ প্রকরণ ১৬ প্রকার, ৬ষ্ঠ অধ্যায় পুরি প্রকরণ ২৫ প্রকার, ৭ম অধ্যায় তরকারী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, অষ্টম অধ্যায় ছালন প্রকরণ, ৫০ প্রকার, ৯ম অধ্যায় ভাজা-ভাজি ও পাক প্রকরণ, ১৮ প্রকার, ১০ম অধ্যায় বড়ি-বড়া ফুলুরি প্রকরণ, ২২ প্রকার; একাদশ অধ্যায় এখ্‌নি প্রকরণ, ১১ প্রকার, ১২শ অধ্যায় দাল প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৩শ অধ্যায় ক্ষীর, ফিরনী ও ফালুদা প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৪শ অধ্যায় গুলগুলাঃ প্রকরণ; ১০ প্রকার, ১৫শ অধ্যায় হালুয়া প্রকরণ ৭ প্রকার, ১৬শ অধ্যায় যরদাঃ ও মলিদাঃ প্রকরণ, ৬ প্রকার, ১৭শ অধ্যায় মিঠাই প্রকরণ, ৫৮ প্রকার, ১৮শ অধ্যায় মালাই, দৈ, মাখন, ঘৃত, মালাই প্রকরণ, ৯ প্রকার, ১৯শ অধ্যায় চাটনী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, ২০শ অধ্যায় রোব ও জেলি প্রকরণ, ৬ প্রকার, ২১শ অধ্যায় আচার প্রকরণ ৪৮ প্রকার, ২২শ অধ্যায় বিবিধ প্রকরণ ২৭ প্রকার, পরিশিষ্ট বা ২৩শ অধ্যায় মোরব্বা প্রকরণ, ১৫ প্রকার।

বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রশংসিত ও সাদরে গৃহীত, মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে সুন্দর বিলাতি বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ২৷৵০।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্‌লামীয় আর্ট প্রেস,
১৩৮ নং করেয়া রোড ও আল্-মুস্‌লিম বুক ডিপো,
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারী মোহাঃ আবদুল জব্বার প্রণীত

বেহেশ্‌তের সোপান

ইহকালে সুখ-শান্তি এবং পরকালে বেহেশ্‌ত যাহাদের কাম্য এই পুস্তক খানা তাহাদের প্রত্যেকেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কোরান-হাদিছ অবলম্বনে লিখিত এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় আর নাই। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কারীউল-কোরান

ঘরে বসিয়া নজেহ ছহি কোরান পাঠ বা কেরাৎ শিখিয়া কারী হইতে চাহিলে এই পুস্তক খানা পড়ুন। বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরে লিখিত। ডিরেক্টর কর্ত্তৃক প্রাইজ লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র।

ঠিকানা:—
কারী এম, এ, জব্বার,
নুর মঞ্জিল পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।

ইস্‌লামীয়া লোহার আড়ৎ

লোহার গুদাম ৭০ নং হরিমোহন বসু রোড, হাওড়া।
টেলিফোন নং বড়বাজার ২০৭৩
Tele.—Iron Sarif Cal.

দর

অন্যান্য লৌহ বিক্রেতা অপেক্ষা মফঃস্বলবাসীর সুবিধার জন্য ইমারতের যাবতীয় লৌহ সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। বিলাতী, জার্ম্মাণী ও টাটা হইতে—

লোহার কড়ি, বরগা, এঙ্গেল, ঢেউটিন, প্লেনটিন

পাটি, গারদে, বল্টু ও স্ক্রু আমদানী করিয়া থাকি চালাই পিলার, রেলিং ব্রাকেট আর্চ, রেন পাইপ, ফিটিংস ইত্যাদি প্রস্তুত করি। অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে তিন দিনের মধ্যে অতি যত্ন সহকারে জিনিষ সরবরাহ করি

শরীফ এণ্ড ফ্রেণ্ডস—৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

যাবতীয় ধাতু দৌর্ব্বল্য ও অম্ল-অজীর্ণে—

জীবনশক্তি

মূল্য ২৲ টাকা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ইহা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত করে এবং প্রাণে নূতন স্ফূর্ত্তি আনয়ন করত দীর্ঘকাল রতিশক্তি রক্ষায় সহায়তা করে। নিয়মিত ৩ শিশি সেবন করিলে মানুষকে কন্দর্প সদৃশ রূপবান করে। বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠান হয়।

প্রস্তুতকারক—ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মেসী, ১০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

বঙ্গানুবাদ শরেহ্-বেকায়া ১।২ খণ্ড (একত্রে)	৩৲
ঐ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম খণ্ড (একত্রে)	৪৷৷০
বাহরুল ওলুম তরজমা সিদ্দিকল মছায়েল	৩৲
মৌলুদে সিদ্দিকল ওয়ায়েজিন ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড	১৷৵০
উর্দ্দু হইতে বঙ্গানুবাদ খোলাছাতল মছায়েল	১৲
বাংলা তরজমা আরবি পাঞ্জসুরা ২০৪ পৃষ্ঠা	১৲
কেরায়েতোল্ কোর্আন (জিয়াতলকারি চিত্রসহ)	৷০
বিশুদ্ধ গোলেবকাওলী ৷৷০ বিশুদ্ধ হাতেম তাই	৸০
মহামান্য মহাবীর হজরত আলির জীবনী ১ম ২য়	২৷৷০
পঞ্চাশ বালাম চারিয়ারী কাছাছল আম্বিয়াপাক	৯৷৷০
পঞ্চাশ বালাম আলেফ লায়লার কেচ্ছা পাকা	৫৷৷০
চৌধুরী কন্যা উপন্যাস	১৷৷০
মহাসমাধির কঠোর শাস্তি	১৷৷০
প্রণয়সিন্ধু বা আম্বাজিবীর	১৷০
এসলামী দায় ভাগ	৶০
রদ্দে তাজিয়া	৶০

হাজি আফাজদ্দিন আহমদ;
৩৩৭।২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বেগম বিলাশ মালিশ

ধ্বজভঙ্গ রোগে তীব্র যাতনায় যাহাদের ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, শিথিল সরু, ও বক্র বা আগা মোটা গোড়া চিকণ হইয়াছে। ইহা তাহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা মাত্র। মাশুলাদি ৷৵০। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা:—
বেগম বন্ধু অফিস:—
চাটার্জ্জী ফার্ম্মেসী
১৮নং ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা।

স্বর্ণ ঘটিত

ধাতুপুষ্টি সালসা

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজেষ্টারীকৃত

এই সালসার এত আদর কেন? ইহা সকল সময় এবং সকল ঋতুতে সেবনীয়। অনেক বড় বড় ডাক্তারদের চেষ্টায় এই সালসা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে এক সঙ্গে দুই রকম ঔষধ মিশান হইয়াছে—**রক্তপুষ্টি ও ধাতুপুষ্টি**। যদি গর্ম্মি, পারা বা পুঞ্জ ধাতুর বিষ শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া রক্তকে জবাফুলের ন্যায় লাল করিবে। আর যাহাদের কোনরূপ বিষ শরীরের ভিতর নাই অথচ ধাতু দুর্ব্বল ও জলের ন্যায় তরল—কিছুদিন এই সালসা সেবন করিলে তাহা মাখনের মত গাঢ় করিবে। এবং ধাতু-দৌর্ব্বল্য, প্রমেহ, মেহ ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় ধাতু-রোগ আরোগ্য করিয়া মনে এক অভিনব আনন্দ আনিয়া দিবে। মূল্য প্রতি বোতল ২৷০ দুই টাকা বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জীবন-দায়িনী।

ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩৩।২, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—যদি আপনি ব্যবসায়ী—

হন তাহা হইলে আল-মুসলিমে বিজ্ঞাপন দিয়া একবার ভাগ্য পরীক্ষা করুন। পত্র লিখিলেই দর জানিতে পারিবেন।
থাকি:—

ম্যানেজার—আল্-মুস্‌লিম
৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"তিন বড়ীতে জ্বর পালায়" রেজেষ্ট্রী "নুতন বড়ী" করা দেশব্যাপি ম্যালেরিয়ার যম।

পথ্যের বিচার নাই। জ্বর আরাম হইলে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৫০ বার আনা ৩ কৌটা ২৲ ডাকমাশুল ৷৵০ আনা।"

ডাঃ এস আহমদ এণ্ড কোং
দি মোস্‌লেম মেডিকেল হল
শালবাড়ী, পোঃ মহেশপুর, রাজসাহী।

WANTED Candidates desiring to serve in Government, Railway and Canal Departments. Full particulars and Railway Fare Certificate on 2 annas stamp. Apply to:—Imperial Telegraph College, Nai Sarak Delhi.

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ২রা শ্রাবণ, ১৩৩৭ সাল।

সম্পাদকীয়

ঢাকায় মুস্লিম 'বয়কট'।—প্রাতঃস্মরণীয় নবাব সলিমুল্লাহর সাধের ভূমি মুস্লিম-বঙ্গের অন্যতম জনপদ, ঢাকা নগরীতে সুদীর্ঘ কয়েক মাস ব্যাপী দানবগণের যে তাণ্ডব-লীলা চলিয়াছে—খুন-খারাবি, লুঠ-ডাকাতি ও অগ্নি-কাণ্ডের যে শয়তানী অভিনয় হইয়া গিয়াছে, তাহারই ফলে আজ ঢাকার মুসলমান সম্পূর্ণ উৎসন্নের পথে যাইতে বসিয়াছে। একেত প্রতিদ্বন্দ্বিগণের সহিত অবিশ্রান্ত সংগ্রামে তাহাদের সকল শক্তি ব্যয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার সেই সমস্ত দুরাচারগণের বর্জ্জন নীতি তাহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। "মাছ না পাইয়া ছিপে কামড়" নীতি অবলম্বনে ঢাকার নিরীহ মুসলমানদিগকে আরও খর্ব্ব করিবার মানসে, তাহাদের সহিত আলাপ, পরিচয়, ক্রয়, বিক্রয় এমন কি মুসলমান গাড়োয়ান ও মিস্ত্রির দ্বারা তাহারা কাজ কর্ম্ম, একদম 'বয়কট' করিয়াছে, ঢাকার 'শান্তি' কমিটীর হিন্দু সদস্যগণ প্রকারান্তে সংগঠনী দুরাচারগণের এই পাশবিক কার্য্য-কলাপ সমর্থন করিয়াই চলিতেছে।

বিপন্নের উদ্ধার।—ঢাকার মুসলমানগণের একমাত্র পেশা ব্যবসায় বানিজ্য। বিগত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহারা অনেকেই গৃহ শূন্য, সহায়-সম্পদ ও বিত্ত হারা হইয়া পথের ভিখারীতে পরিণত হইয়াছেন, তদুপরি এই বর্জ্জন নীতিতে তাহাদের সকল দিক দিয়া ব্যবসা-বানিজ্য বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, তাহাদের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। বাহির হইতে তাহাদের খাদ্য-দ্রব্য আমদানী হইতে পারিতেছে না। এই অবস্থায়, তাহারা যে কি শোচনীয় দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। এতদ্-সম্পর্কে ঢাকার বর্ত্তমান নবাব খাজা হবিবুল্লাহ সাহেবের একখানি নিবেদন পত্র স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। তিনি ঢাকার বিপন্ন মুসলমানদিগের দারুণ দুর্গতির করুণ কাহিনী বিবৃতি করিয়া জনসাধারণের সাহায্য ও কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বিপন্নের সাহায্য করা মুসলমান ধর্ম্মের একমাত্র ব্রত। সুতরাং এ হেন সুযোগে বাঙ্গলার প্রত্যেক ভ্রাতা ভগ্নিকে ঢাকা মুসলিম বিপন্নগণের সাহায্যকল্পে যথাসাধ্য দান খয়রাত করিয়া দো-জাহানের নেকী হাসেল করিবেন। আপনাদেরই মুখ পানে ঢাকার সহস্র সহস্র বুভুক্ষ নরনারী কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

ম্যালেরিয়ার অভিযান।—বর্ষা আসিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্য সহচর ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর সহস্র জিঘাংসা প্রবৃত্তি লইয়া বাঙ্গালার সোনার ক্ষেতে শ্মশান রচনা করিবার জন্য ছুটিয়াছে। দীর্ঘ তিন চারি মাস বঙ্গ-পল্লীর সহস্র সহস্র হতভাগ্য নর নারীকে কঙ্কালসার করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর মুখে তুলিয়া দিতে শাণিত অস্ত্র লইয়া ম্যালেরিয়ার বিজয় অভিযান চলিয়াছে। কত লোককে কাঁদাইয়া কত লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া, কত সধবার সীমান্তের রেখা মুছাইয়া, কত মায়ের প্রাণের ধন কাড়িয়া লইয়াও সর্ব্বগ্রাসী ম্যালেরিয়ার উদর পূর্ত্তি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? মারাত্মক ম্যালেরিয়া দৈত্য আজ বাঙ্গালার বুকে যতখানি অধিকার ও আধিপত্য জন্মাইয়া লইয়াছে, এইরূপ অন্য কোন দেশে লইতে পারিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়না। খুলনা, যশোহর, নদীয়া ও পশ্চিম পরগণা আজ ত ম্যালেরিয়ার ডিপো। এই সমস্ত জিলার পল্লীতে পল্লীতে, হাট বাজারে ভ্রমণ করিলে যে দৃশ্য দেখা যাইবে, তাহা ভুলিবার নহে।

মরণ-পথে।—ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে পড়িয়া কত গৃহ মানব শূন্য অবস্থায় খালি বুকে থাকিয়া শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে, কত লোক জীর্ণ, শীর্ণ ও কঙ্কালসার অবস্থায় থাকিয়া মরণের দ্বারে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছে। কোটরগত চক্ষু, জালার ন্যায় বৃহৎ উদর, রক্ত-হীন বিবর্ণ দেহ ও অস্থি চর্ম্ম সার পদদ্বয় বিশিষ্ট অভিশপ্ত জীবগুলিকে দেখিলে করুণার রসে মন-প্রাণ না গলিয়া যায় এইরূপ পাষণ্ড দুনিয়ায় খুবই কম আছে। ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, হায় এই সেই সোনার দেশ! এই সেই রত্ন-প্রসু বঙ্গভূমি! যেখানকার অধিবাসীরা পল্লীর উন্মুক্ত বাতাসে বনের পাখীর মত মনের আনন্দে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াইত! অটুট স্বাস্থ্য ও নিরবচ্ছিন্ন সুখ শান্তি লইয়া যাহাদের জীবন যাপন হইত—আজ কোন পাপে তাহাদের ঈদৃশ দশা—পলকে পলকে আজ তাহারা মরন পথে অগ্রসর হইতেছে—আজরাইলের করাল মূর্ত্তি সতত তাহাদের নয়ন সম্মুখে পৈশাচিক ভাবে নৃত্য করিতেছে, পরিধানে বস্ত্র নাই, পেটে অন্ন নাই, ঘরের চালে খড় নাই, তার উপর অবিরাম মৃত্যুর বিভীষিকা।

কচুরী পানা।—দেশে আজ যে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বসন্ত কলেরার মহা প্রকোপ সৃষ্ট হইয়া দেশকে বিজন অরণ্যে পরিণত করিতে বসিয়াছে, তাহার কারণ কি? কেন ঝাঁকে ঝাঁকে লোক প্রতি বৎসর প্রাগুক্ত সংক্রামক ব্যাধির করাল কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইতেছে? ইহার প্রথম কারণ বিশুদ্ধ পানি ও আলোক বাতাসের অভাব। কচুরীপানায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে খাল, বিল, পুকুর, নদী ইহাদের দ্বারা ভরিয়া উঠিয়াছে, এমন কি অনেক স্রোতস্বতী নদীর স্রোত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এইরূপ বন জঙ্গল সমাকীর্ণ আবদ্ধ পানিতে মশা মাছি ও নানা বিষধর প্রাণীর জন্ম হইয়া লোকের স্বাস্থ্য নাশের প্রধান অস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হতভাগ্য পল্লীবাসী সেই সমস্ত কচুরীপানায় পরিপূর্ণ খানা ডোবার দূষিত পানি পান করিয়া নানা সংক্রামক ব্যাধির করাল করলে নিপতিত হইতে বাধ্য হয়, তার উপর রেল লাইনের কল্যাণে পানি নিকাশের পথ চিরতরে রুদ্ধ হওয়ায় লোকের প্রাণহানির পথ আরো সুগম করিতেছে! দ্বিতীয় চিকিৎসার অভাব। দরিদ্রতার কঠোর নিষ্পেষনে, কিংবা পল্লীগ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে সুচিকিৎসিত হইতে না পারিয়া অসহায় পল্লীবাসীকে উৎসন্নের পথে যাইতে হইতেছে।

বাঁচিবার উপায়।—মরণোন্মুখ জাতিকে ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইবার উপায় কি? কোন সুসভ্য স্বাধীন দেশ হইলে বোধহয় ম্যালেরিয়া রাক্ষসীকে তাড়াইবার জন্য কত না ফিকির কৌশল অবলম্বিত হইত, অজস্র অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া ইহার প্রতিকারের বিহিত ব্যবস্থা হইত, কিন্তু "বাঙ্গালী মানুষ নয়, উড়ে এক জন্তু" বিশেষের জীবনের কি কোন মূল্য আছে? ম্যালেরিয়ায় মর—না খাইয়া মর তাহাতে কাহার 'কলা কাটা যাইবে?' রো'দে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া খাটিতে খাটিতে কয়লা হইয়া যাও, আর সেই শোণিত বিনিময় শ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা যমিদার মহাজনের পায়ে "জল-তুলসী" দাও ইহাই ত শাসক ও শোষক সম্প্রদায়ের চরম লক্ষ্য, সুতরাং এখন পরের পানে না চাহিয়া নিজেরাই আত্ম-রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। নিকটস্থ খানা ডোবার কচুরী পানার বুনিয়াদ ধ্বংস করিয়া ম্যালেরিয়ার বাসা ভাঙ্গিতে হইবে। কুইনাইন ম্যালেরিয়ার প্রধান প্রতিশেধক ঔষধ। বর্ষার প্রারম্ভ হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ অন্যূন সিকি রতি পরিমাণ কুইনাইন খাইতে পারিলে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ময়লা, পানি জমিয়া যাহাতে মাছি, মশা, সৃষ্টি হইতে না পারে তদ্প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। রাত্রিতে কদাচ বিনা মশারিতে শুইতে নাই। সন্ধ্যার আগে ধূপ ধুনা পুড়াইয়া মশা তাড়াইতে হইবে। খাদ্যের দিক দিয়াও বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মিঃ জিন্নার সত্যবাণী।—রাজনীতি-বিশারদ মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্না মহোদয় সেদিন সর্ব্বদল-সম্মিলন সভায় অতি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় সমগ্র মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে আমি এই বলিয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি যে, আমি যাহা মীমাংসা করিব, আমার সমাজ তাহা মানিয়া লইবে। কিন্তু হিন্দু সমাজের পক্ষ হইতে কেহ সেরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন কি? হিন্দু-নেতাগণ ইহার কোনও উত্তর দিতে পারেন নাই। মিঃ জিন্নার ১৪ দফা প্রস্তাব লইয়া হিন্দু নেতৃদল বড়ই বিভ্রাটে পড়িয়াছেন। ঐ প্রস্তাবগুলি তাঁহারা মানিয়া না লইলে হিন্দু মুসলমানে মিলন হইতে পারেনা। হিন্দু যতদিন কেবল নিজের কোলেই ঝোল টানিবেন, আপনাদের পক্ষ হইতে সিংহের ভাগ বসাইবেন, কপটতা ও ভণ্ডামী পরিত্যাগ না করিবেন, সরলভাবে মুসলমানদিগকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ না করিবেন, ততদিন উভয়পক্ষে কোনই মীমাংসা হইতে পারেনা। বেগতিক দেখিয়া হিন্দু নেতৃমণ্ডলী সর্ব্বদল-সম্মিলনের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি রাখিয়াছেন।

ব্যবস্থা পারিষদের সভাপতি।—অগণিত বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া মওলভী মোহম্মদ ইয়াকুব সাহেব ভারতীয় ব্যবস্থা-পারিষদের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত নির্ব্বাচনে ডাঃ নন্দলাল প্রধান তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তালার অসীম কৃপায় তিনি জয়যুক্ত হইয়াছেন। ভারতীয় ব্যবস্থা-পারিষদে এই হিন্দুর বিষম মুস্লিম-দলন-যুগে, মুসলমান, প্রেসিডেণ্ট পদে নির্ব্বাচিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। যোগ্য-পদে যোগ্য ব্যক্তির নির্ব্বাচন আনন্দের বিষয় বটে। তাঁহার নির্ব্বাচনে সমগ্র মুস্লিম সমাজ তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ জানাইতেছে। আশা করি তিনি অতি দক্ষতার সহিত তাঁহার কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক জগৎকে দেখাইবেন যে, ভারতে যে কোন প্রকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে, কার্য্য আঞ্জাম করিতে মুসলমান সর্ব্বদা সক্ষম। নির্ব্বাচন ব্যাপারে মওলভী ইয়াকুব ৭৮ ভোট ও ডাঃ নন্দলাল মাত্র ২২টী ভোট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি অধিকতর যোগ্যতর ব্যক্তি, নতুবা ভোটের পার্থক্য এত বেশী হইত না। আমরা আল্লাহতালার নিকট তাঁহার দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়।—বর্ত্তমান বাঙ্গালায় যে মুস্লিম-দলন কত আকারে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহা স্মরণেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। স্বার্থান্বেষী ভণ্ড মোনাফেক হিন্দুর দল স্বাধীনতার ভেল্কি বাযির অবতারণা করিয়া নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করতঃ নিরীহ দরিদ্র মুসলমানদিগের নানা ভাবে ক্ষতি করিতেছে। অধিকাংশ নিঃস্ব দরিদ্র মুস্লিম সন্তান নানা বিপদ, আপদ, অভাব, অনাটনের ভিতর দিয়া কায়ক্লেশে আইন (বি, এল,) পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু প্রোপ্যাগাণ্ডার 'চাপরে' পড়িয়া তাঁহাদের সকল আশা ভরসা সমূলে বিনষ্ট হইল। এবার নয় শত ছাত্র এই পরীক্ষা দিবার জন্য কলিকাতা কেন্দ্রে 'ফিস্' দাখিল করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ একজনকেও পরীক্ষা দিতে দেন নাই। ইহা যে কেবল মাত্র 'পিকেটার'দেরই দোষ তাহা আমরা বলিতে পারি না। কেননা যদি বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিতেন তাহা হইলে পরীক্ষায় গমনেচ্ছুক মুস্লিম ছাত্রবৃন্দকে অনায়াসে 'হলে' গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমরা জানি যে বোর্ডের অধিকাংশ মেম্বরই স্বরাজী হিন্দু। হিন্দু পরীক্ষার্থিগণ বর্ত্তমান আন্দোলনে মাতিয়া পরীক্ষার জন্য তৈয়ার না হওয়ায় তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই এই প্রকারে দরিদ্র মুসলমান-ছাত্রদের সমূহ ক্ষতি সাধন করিলেন।

ভাইস্-চ্যান্সেলারের কীর্ত্তি।—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত জনৈক সাগর পারের ভদ্র মহোদয়ের বর্ত্তমান কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব ঠিক করিতে পারিতেছি না। তিনিও যে একজন ঝুনো 'স্বরাজিষ্ট' তাহা তাঁহার ছাত্রগণের প্রতি ইশ্‌তাহার ও পরবর্ত্তী পরীক্ষা-বিভ্রাটে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি 'চোরকে বলেন চুরি করিতে এবং গৃহস্থকে বলেন সজাগ থাকিতে'। তিনি একদিকে পরীক্ষার্থীদিগকে পরীক্ষা দিবার জন্য আহ্বান করেন এবং অপর দিকে দরজা বন্ধ রাখিয়া 'পিকেটার' লেলাইয়া দেন বাধা দিতে। ইহা হিন্দু পলিটিক্স্‌এর উজ্জ্বল নমুনা তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে নিজে কিম্বা পুলিসের সাহায্যে পরীক্ষায় গমনেচ্ছুকগণকে 'হলে' গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই কার্য্যের ভিতরে তাঁহার কি স্বার্থ নিহিত আছে তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই প্রকার একটা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার তাঁহার ন্যায় অবিবেচকের হস্তে ন্যস্ত থাকা যে কতদূর অন্যায় তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি হিন্দু-প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, তাহা হইলে পরীক্ষার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে নোটিশ দিয়া দিন পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই ভাল হইত। সংক্রামক ব্যারামের প্রাদুর্ভাবে অনেক সময় পরীক্ষার তারিখ পরিবর্ত্তন আমরা দেখিয়াছি। এক্ষেত্রে তাহা না করিয়া ছাত্রদের দ্বারা আন্দোলনের সমর্থন করাইয়া বৃটিশ সরকারকে দেখান হইয়াছে যে, ভারতের জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বর্ত্তমান আন্দোলন সমর্থন করে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমরা জানিতে চাই যে, মুসলমান পরীক্ষার্থিগণ কি জন্য 'হলে' ঢুকিতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। ইহাতে কি প্রমাণ হইতেছে না যে, মুসলমান এ আন্দোলন সমর্থন করে না?

নিজাম ও সেবাদল শাখা।—সম্প্রতি হায়দরাবাদের মাননীয় নিজাম বাহাদুর এক ফর্ম্মান যারি করতঃ সেবাদল শাখাগুলি বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হায়দরাবাদকে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভাব হইতে রক্ষা করা। তাঁহার উদ্দেশ্য যে, মহৎ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মিঃ গান্ধির মোহিনী শক্তি-প্রভাবে ভারতের অধিকাংশ যায়গায় অশান্তির দাবানল ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে যে কত নিরীহ জন-সাধারণ বৃথা নির্য্যাতন ভোগ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অশিক্ষিত জনসাধারণ হুজুগে মাতিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হইয়াছে। অতএব এই প্রকার একটা অনর্থপাত হইতে দেশকে রক্ষা করা, তাঁহার মত ন্যায়বান নরপতির উপযুক্ত কর্ম্ম। নিজাম বাহাদুর সংবাদপত্র রেজিষ্টারীর ভার রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারীর উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। তারপর শাসন পারিষদের সদস্যগণ, কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যাঁহারা এই অশান্তির সৃষ্টি করিতেছেন তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য নিজাম বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে গেলে নিজাম বাহাদুরেরর কর্ত্তব্য যে, যত সত্বর হয় ঐ প্রকার দুষ্ট প্রকৃতির লোকদিগকে নির্ব্বাসন করেন। তাঁহার এই ফরমান সময়োপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই।

বলিহারি ভায়া।—সাম্য, প্রীতি, ভালবাসা, বিশ্ব-জনীন-ভ্রাতৃত্ব, সরলতা, পবিত্রতা ও ন্যায়ের মূর্ত্ত-প্রতীক বিশ্ব-বিজয়ী মুস্লিম জাতির উপর অযথা কলঙ্ক আরোপণ করতঃ বৃটিশ সরকারের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করা বেহায়া, শয়তান ভিন্ন আর কেহ সাহস করিবে না। সম্প্রতি কোনও বেল্লিক, সংবাদপত্রে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছে যে, "সম্ভ্রান্ত মুস্লিম রমণী মদের দোকানে পিকেটিং করিবার সময় গ্রেপ্তার হইয়া কারাবরণ করিয়াছে।" ইহার চেয়ে কপটতা আর কি হইতে পারে? যে ইস্‌লাম পবিত্র কোরাণের ভিতর দিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, মাতৃ-জাতিকে সর্ব্বদা পর্দ্দায় রাখা অবশ্য করণীয় কার্য্য অর্থাৎ ফরয—আল্লাহ তালার এই সত্য কঠোর বাণীর মর্য্যাদা ও স্বীয় ইয্‌যত বজায় রাখিবার জন্য যে মুসলিম রমণী স্বেচ্ছায় অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইতে পারে, আজ তাহারাই কিনা বেণী দুলাইয়া খোলা মুখে খোলা বুকে প্রকাশ্য বাজারে পিকেটিং করিতেছে? তারপর যে নাম দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ 'লুকোমানী' ইহা কখনও মুসলমান মহিলার নাম হইতে পারে না। যাহা হউক আমরা সেই বেল্লিক সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, তোমাদের বহু ভাড়াটিয়া ম্যাওলানা লম্বা লম্বা বেতন ও সেকেণ্ড ক্লাশ রাহাখরচ লইতেছে, একবার তাহাদের দিকে দৃষ্টিকরতঃ তাহাদের সহধর্ম্মিণী ও মা, ভগিনীকে পিকেটিংএর আসরে নামাও দেখি! তোমাদের হুকুম অমান্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, অতএব 'বুলেটিন্' ইশু করা মাত্র তাহারা তাহাদের মা, ভগ্নি, স্ত্রীকে আসরে নামাইতে বাধ্য হইবে, কেননা তোমাদের

ভ্রাতাদের মা, ভগ্নিরা পিকেটিং, লবণ আইন অমান্য ইত্যাদি করিতেছেন। কাজেই ম্যাওলানা পুঙ্গবরাও যখন মুস্লিম সমাজের ত্রাতা বলিয়া দাবী করিয়া থাকে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা জগতে আদর্শ মানব চরিত্র গঠন করিতে অগ্রসর হইবে। নির্লজ্জের ধৃষ্টতা দেখিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় যে!

সর্দ্দা-বিবাহ-বিল।—হরবিলাস সরদারের অত্যাচার-মূলক বিবাহ-বিল সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বে-সরকারী ভাবে মিঃ গৌর একটী ও মিঃ গজনভী একটী সংশোধন বিলের অবতারনা করিয়াছিলেন। পরিষদের বৈঠকে উক্ত বিলের সম্পর্কে প্রশ্ন করায়, সরকার পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে যে, বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠান হইয়াছে, অতএব প্রাদেশিক সরকারের মতামতের উপর এখন উক্ত বিলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ইতিমধ্যে রোটাকের জনৈক মুসলমান এই আইন ভঙ্গ করাতে পনর দিন অশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন, কিন্তু কমিশনার উক্ত ব্যক্তিকে মুক্তিদান করিয়াছেন। এই মারাত্মক চরিত্র-নাশা, ধর্ম্মে আঘাতকারী বিল পাশ করিবার সময় যে ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান তীব্র আন্দোলন করিয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট তাহা উপেক্ষা করিয়া মুষ্টিমেয় সংস্কার পন্থীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই বিলটী পাশ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বাপরই বলিয়া আসিতেছি, যে বিল মুস্লিম ধর্ম্মে আঘাত করে এবং যাহা দ্বারা অন্তঃপুরের স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হরণ করা হয়, তাহা কখনও টিকিয়া থাকিতে পারে না। যাহা হউক, আমরা এখন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে পূর্ব্বাহ্নেই সতর্ক করিতেছি যে, তাঁহারা যেন পুনরায় এই বিলের সমর্থন করিয়া দেশময় ব্যভিচারের পথ সুগম করিয়া না দেন; যাহাতে বিলটী প্রত্যাহৃত হয় তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবেন। বিশেষতঃ আমরা মুসলমান সভ্যগণকে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা এ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হউন যেন বিল পাশ হইতে না পারে।

আইন অমান্যে জনমত।—হিন্দু কংগ্রেস তথা মিঃ গান্ধি প্রবর্ত্তিত 'সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স' তথা নিরুপদ্রব আইন অমান্যের বিষময় ফল ভারতের কোন কোন অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান কর্ত্তৃক বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত হইয়াছে। এই মারাত্মক পন্থার অনুসরণ করিলে যে, দেশ অশান্তির লীলা নিকেতন হইয়া দস্যু, তস্কর ও গুণ্ডা উপদ্রবের বিস্তৃতিলাভ করিবে তাহা গয়ার জনসাধারণ বিশেষরূপ বুঝিতে পারিয়াছে। তাই তাহারা 'কংগ্রেস ও গান্ধীর আইন অমান্য হইতে দেশকে বাঁচাও, নামক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছে। রায় বাহাদুর কাশীনাথ, রাম অনুগ্রহ নারায়ণ সিং, মহম্মদ সালাম ও মহম্মদ সিদ্দিক প্রভৃতি জননায়কগণ এই পুস্তিকা প্রনয়ণ করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি কংগ্রেসের এই আন্দোলন—হরতাল, বয়কট, পিকেটিং ইত্যাদি হুজুগ ও বে-আইনী খাম-খেয়ালী বন্ধ না হয় তাহা হইলে দেশ অশান্তি বিপ্লবের ক্রীড়া ভূমিতে পরিণত হইবে, তাহাতে দেশের নিরীহ অধিবাসীবৃন্দের ধন-প্রাণ বিনষ্ট হইতে থাকিবে। আবার মীরাটের নিখিল ভারত অনুন্নত সম্প্রদায়ের এক কনফারেন্সে বর্ত্তমান আন্দোলন ও আইন অমান্যের তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে ও সর্ব্ব স্থলেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক সুখবরের ঝুঁটাও ভাল যে, অনুন্নত সম্প্রদায় জাগিয়াছে ইহা হইতে কি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় না যে বর্ত্তমান আন্দোলন কেবলমাত্র উচ্চ শিক্ষা-প্রাপ্ত উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইতেছে। জাতির যাহারা Back Bone বা মেরুদণ্ড তাহারাই ইহা হইতে দূরে থাকিতেছে। মিঃ গান্ধি ও তাহার চেলা চামুণ্ডাগণ কি নিজেরাই স্বরাজলাভ করিতে চান তবে তাঁহাদের ভাবা উচিত যে ভবিতব্যের হাত এড়াইবার উপায় নাই।

গোল টেবিল বৈঠক।—দেশব্যাপী যে প্রকাশ্য হত্যা, গুপ্ত হত্যা, রাহাযানি, ডাকাতি ও বিপ্লবের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, ইহার শেষ পরিণাম যে কি তাহা এক মাত্র খোদাতালাই জানেন। সুচতুর হিন্দুগণ অহিংসার নামে যে হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছে, তাহা স্বাধীনতা-কামী জাতির পক্ষে যে কতদূর অবমাননাকর ও নৈরাশ্যজনক তাহা সাধারণ জ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। তাহারা এই প্রকার গর্হিত কার্য্য দ্বারা তাহাদের প্রকৃত মানসিকতার (?) পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। নানা প্রকার হীন প্রচেষ্টা দ্বারা মুসলমানদিগকে কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিবার যে বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহাও যে দেশের স্বাধীনতার পরিপন্থী, তাহা তাহারা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়াছে। আজ সেই জন্যই তাহারা সর্ব্বদল সম্মেলনের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে এবং মুসলমানের সহিত পাশাপাশি ভাবে গোল টেবিলে যোগদান করিবার জন্য সচেষ্ট। তাঁহাদের এখন একান্ত ইচ্ছা যে মিঃ গান্ধী প্রমুখ হিন্দু-নেতাগনকে নিমন্ত্রন করা হউক, নতুবা বৈঠক সাফল্য মণ্ডিত হইবে না। কিন্তু বৃটিশ ও ভারত গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টাক্ষরেই ঘোষণা করিয়াছেন যে মিঃ গান্ধির তথাকথিত আইন অমান্য আন্দোলন ও বিপ্লবের মুলচ্ছেদ না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহাদিগকে নিমন্ত্রন করা হইবে না। বাস্তবিক পক্ষে এই আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বারা দেশে যে অনর্থ-পাত হইয়াছে তাহা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ নিরীহ অজ্ঞ মুসলমানদের ক্ষতি হইয়াছে সব চেয়ে বেশী। পক্ষান্তরে মিঃ গান্ধী তাঁহার কয়েকটী শর্ত্তের দাবী করিয়াছেন, যদি সেই দাবীগুলি গভর্ণমেণ্ট পূরণ করেন তাহা হইলে আন্দোলন বন্ধ হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্ব শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হইবে। বৃটীশ অত্যন্ত শেয়ানা কাজেই "কালা" ফাঁদে পা দিতে রাজি হইতেছে না। আমরা সেই কালা-ধলার বাক্ যুদ্ধের পরিণাম দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিলাম।

খবরদার বেতমিয ??—সমাজ-সেবার মুখোস পরিয়া ললাটে ত্রিপুণ্ডক রক্ত-তিলক কাটিয়া বাজারে দোকান সাজাইয়া স্বকীয় উদর পূরণ, সম্পত্তি গঠন যাহার বংশগত ব্যবসা, মুস্‌লিমকে পীরের ন্যায় উপদেশ দিয়া সর্ব্বনাশের পথ পরিস্কার করা তাহার পক্ষেই শোভা পায়। যাহার শরীরের অস্থি, মজ্জা, শিরা উপশিরা এমন কি প্রতি লোমকূপ হইতে হিন্দু প্রদত্ত অন্ন গ্রহণের ঘ্রাণ পাওয়া যায় তাহার মুখেই শোভা পায় "মুসলমানকে কংগ্রেসে যোগদান করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।" হিন্দু দেবতা নারায়ণের ন্যায় ভক্তের তথা প্রতিপালকের পদাঘাত বক্ষে ধারণ করিয়া যাহারা নিজকে গৌরবান্বিত মনে করে এবং তাহা গর্ব্বের সহিত জন-সমাজে প্রচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না তাহাদের মুখেই শোভা পায় মুসলমান কংগ্রেসে যোগদান না করিলে তাহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। তাহারা দুনিয়ার সমস্ত খবর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইয়াদ রাখেন, কেননা, মিঃ জিন্না, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, মওলানা আযাদ সোভানী, মওলানা শফি দাউদি ইত্যাদি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবকগুলি কি কারণে যে কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন তাহা তাঁহারা খবর রাখেন না বা শরমে, ভয়ে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিতে পারেন না, পাছে প্রভু অসন্তোষ হন ও বৃত্তিটী বন্ধ হইয়া যায়। তাই বলি বাঙ্গালার মুসলমান মিথ্যার বেশাতীপূর্ণ হিন্দু অন্নে পুষ্ট কংগ্রেস বেতন ভোগী দোকানদারের ফেরেবে পতিত হইয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিও না। কংগ্রেস হিন্দুদিগের একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান মাত্র। তাহাতে মুসলমানদের কোন সংস্রব নাই। অতএব শয়তানের কুহকে পড়িয়া ভ্রমপথে পরিচালিত হইওনা। আমরা সহযোগীকে বলিতেছি খবরদার এই প্রকার মিথ্যার অবতারণা করিয়া নিরীহ মুসলমানদিগের সর্ব্বনাশ করিওনা। নচেৎ আমরা মুখে প্রজ্জলিত অগ্নির লাগামের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইব এবং হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া দিব।

মিসরের অন্তর্বিদ্রোহ।—আদি সভ্যতার লীলা-নিকেতন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদর্শ ভূমি মিসর আজ স্বাধীনতার নামে অন্তর্বিদ্রোহে পরিপূর্ণ। যাহাদের আদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর লোক আজ সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত, আজ তাহারাই স্বয়ং পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্য লালায়িত। এই সেদিন মাত্র মহাবীর, উন্মত্ত স্বদেশ-প্রেমিক, স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সেবক গাযী জগলুল পাশা মিসরবাসীর প্রাণে যে নবজাগরণের পুলক স্পন্দন দান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই আদর্শে গঠিত নাহাস পাশা আজ কালের কুটীল গতি প্রবাহে জাতির এই মহা দুর্দ্দিনে সদলবলে পদত্যাগ করেন। বাদশাহ ফওয়াদ একটুও চিন্তা করেন নাই যে মিসর জাতীয় দলের একমাত্র নেতা নাহাস পাশা এই সেদিন মাত্র স্বাধীনতার জন্য লণ্ডনে কত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিলেন। হইতে পারে আইন প্রণয়নে তাঁহার মতভেদ হইয়াছে, তাই বলিয়া হঠাৎ তাঁহার এস্তাফা মঞ্জুর করা কর্ত্তব্য ছিল না। তাঁহার মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিবার পর ইসমাইল সিদ্দিক পাশা তাঁহার স্থান দখল করেন। কিন্তু তাহার ফল উল্টা দাঁড়াইয়াছে। উভয়ের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষের সূচনা হইয়াছে। ইহা যে জাতীয় উন্নতির অন্তরায়, তাহা কি বাদশাহ ফওয়াদ ও দেশবাসী বুঝিতে পারিয়াছেন? আশঙ্কা করা যাইতেছে যে বাদশাহ পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিবেন। তাহা যে সম্পূর্ণ গর্হিত কার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। জাতীয় দলের সহিত সরকারের একটা আপোষ মীমাংসা হইলে সমূহ ক্ষতির কারণ, সন্দেহ নাই। মিসর যদি সম্মিলিত ভাবে কার্য্য করিত তাহা হইলে অতি সহজে সমস্ত জটীল ব্যাপারের সুমীমাংসা হইত। ইঙ্গ-মিসর সন্ধি ফাসিয়া যাওয়াতেই যে এই প্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নিরাকরণ করিবার জন্য দলাদলি ভুলিয়া পরস্পর একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য। নতুবা মিসর চির পরাধীনতা নিগড়ে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইবে। তবে আমরা খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যে মিসরবাসী পুন্য-শ্লোক জগলুলের স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একযোগে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য প্রাণপাত করিবেন।

লোনা ইলিশের ব্যবসায়।—বঙ্গ দেশের নদ নদী সমূহে যে পরিমাণ ইলিশ মাছ পূর্ব্বে জন্মিত, এখন তাহার অর্দ্ধেকও জন্মে কিনা সন্দেহ। অনেকের মতে নদ নদী সমূহে অতিরিক্ত ষ্টীমার চলাচলের জন্য ইলিশ মাছ ও অন্যান্য মাছের সংখ্যা অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা আড়িয়লখাঁ, ধলেশ্বরী, বিসখালি, কচা, ইলিসা, কালাবদর, মধুমতী, বলেশ্বর প্রভৃতি নদ নদীতে এত অধিক পরিমাণে ইলিশ মাছ জন্মিত যে, প্রতি হালি (৪টায় এক হালি) ইলিশ মাছ /০ এক আনা মূল্যে বিক্রয় হইতেও দেখা গিয়াছে। ২।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ৵০—।০ আনায় হালি বিক্রয় হইত। আজ কাল ॥০—৸৹ আনায় হালিও খুব কম দেখা যায়। ৪ বৎসর পূর্ব্বে একবার বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ।০ আনায় হালি ও হুগলী নদী অর্থাৎ ভাগীরথী বা গঙ্গায়, বজবজ এবং উলুবেড়িয়া অঞ্চলে ।/০—।৵০ আনায় হালি বিক্রয় হইয়াছিল। গত বৎসর ইলিশ মাছ খুব কম জন্মিয়াছিল। এ বৎসর ইলিস মাছের আমদানী কলিকাতায় কিছু বেশী দেখা যাইতেছে। কলিকাতায় টাকায় ২।৩টা ইলিশ মাছ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, আড়িয়লখাঁ, ধলেশ্বরী, বিশখালী, কচা, ইলিশা প্রভৃতি নদ-নদীতে টাকায় ৫।৬টা ইলিশ মাছ পাওয়ার সম্ভাবনা। গড়ে ৵০—।০ মূল্যে বৃহদাকার ইলিশ মাছ পাওয়া অসম্ভব নহে—যাহার ওজন ১৷০ কিংবা ১৷৷০ হইবে। এই হিসাবে ১০০ ইলিশ মাছের ১৮৸০ হইতে ২৫৲ পর্য্যন্ত আর ঐ ১০০ ইলিশ মাছের ওজন গড়ে ৩।০ মণের কম হইবে না। উহা লবণাক্তন অর্থাৎ লোণা করিতে গড়ে /৷০ হিসাবে ।২॥০ সের লবণ লাগিবে, যাহার মূল্য ৸৵০০৸৵০ আনা মাত্র। উহার জন্য ১০টা হাঁড়ি (পাতিল) এর মূল্য ৵০ হিসাবে ১।০, উহার কাটাই খরচ ৩৲ পরিমাণ। সুতরাং ৩।০/মণ মৎস্যে খরচ পড়িল ২৫৲+১৲+১।০+৩৲=৩১।০ টাকা। অন্যান্য বাজে খরচ ৩৲ ধরিলে ৩৫৲ টাকার বেশী কিছুতেই হইবে না। সুতরাং প্রতি মণে ১০৲ পড়্‌তা পড়িতে পারে। ৩।০ মণ মৎস্যে ।০ দশ সের ডিম বাহির হইলে তাহার মূল্য অন্যূন ১০৲ হওয়া চাই। কলিকাতায় আজকাল ১৲ হিসাবে প্রতি সের লোণা ইলিশ মাছ বিক্রয় হয়। সে হিসাবে প্রতি মণের মূল্য ৪০৲ টাকা।

গোলামীর আকাঙ্ক্ষা।—পাইকারী দর ২৫৲ মণ ধরিলেও এই ৩।০ মণ লোণা ইলিশ মাছ ৮১॥০ টাকা বিক্রয় হইতে পারে। যদি রেল-ভাড়া ও অন্যান্য খরচসহ ৪০৲ টাকাও হয়, তবু ১০০ ইলিশ মাছে ৪১॥ টাকা লাভ হইবার কথা। দ্বিগুণ লাভ হওয়াতে ত কোন সন্দেহই নাই। এইরূপ ১০০০ মৎস্য লোণা করিলে খুব কমপক্ষে ৪০০৲ লাভ হইতে পারে। অর্থাৎ ৪০০৲ মূলধনে ৪০০৲ টাকা, ১০০০৲ মূলধনে ১০০০৲ লাভ হওয়া সুনিশ্চিত। যদি ৪জন বা ৮ জন কর্ম্মী-যুবক ১০০০৲ মূলধন লইয়া কাজ করেন, তবে গড়ে ৬ মাসে ১০০০৲ লাভ করিতে পারেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। যদি কোনও মূলধন-ওয়ালাকে সিকি লাভ দেওয়ার বন্দোবস্তে ৪।৫ হাজার টাকা লইয়া ব্যবসা চালান যায়, তবে মূলধনওয়ালা ১০০০৲—১২০০৲ টাকা এবং কর্ম্মিগণ ৩০০০৲—৩২৫০৲ টাকা লাভ পাইতে পারেন। ইহা কি সামান্য লাভ-জনক ব্যবসায়? ইলিশ-প্রধান কোনও বৃহৎ নদীর তটে কারখানা স্থাপন করা উচিত। মাছ কাটায় কতিপয় সুদক্ষ লোক বেতন দিয়া নিযুক্ত করিলে খরচ আরও কম পড়িতে পারে। লোণা ইলিশ মাছের মণ পাইকারী হিসাবে ৩০৲ টাকা হইতে ৪০৲ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ডিমের মণ বিক্রয় হয় ৫০৲ হইতে ৬০৲ পর্য্যন্ত। যে সকল তরুণ যুবক ২৫৲—৩০৲ টাকার চাকুরীর জন্য নিঃসহায় ওমেদওয়ার রূপে ছুটাছুটি করে, অনেক বড় লোকের দ্বারে ধন্না দেয়, ঈদৃশ লাভজনক ব্যবসায়ের দিকে কি তাঁহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না? কেহ কেহ কলিকাতায় ইহার আড়ত স্থাপন করিয়াও লাভবান্ হইতে পারেন। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, বহু মুসলমান যুবক ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করিয়া বা না করিয়াই চাকুরীর জন্য ছুটাছুটি করে। অথচ শতকরা ৮০জন চাকুরী-প্রার্থীরই চাকুরী হয় না। ঐ সকল নিঃসহায় ওমেদওয়ার যে ভবিষ্যতে কি বিপদে পতিত হয়, তাহাদের সংসার-জীবন যে কি বিড়ম্বনাময় হইয়া পড়ে, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে; প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। অলসতা, ধৈর্য্য-হীনতা, চাকুরী-প্রিয়তা বা গোলামীর আকাঙ্ক্ষা মুসলমান জাতিকে মাটী করিয়া দিয়াছে। এই সকল মারাত্মক দোষ পরিহার না করিলে বঙ্গীয় মুসলমান জাতি অচিরে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।

মুস্‌লিম-কন্‌ফারেন্স।—সিমলার ৭ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ নিখিল ভারত মুস্‌লিম কন্‌ফারেন্সের কার্য্যকরী সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আগামী আগষ্টের মধ্যভাগে লাহোরে কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইবে। তাহাতে মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে যে উক্ত সম্মিলনীতে মওলানা মোহাম্মদ আলী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন, কিন্তু অসুস্থতা-নিবন্ধন যদি তিনি সভায় যোগদান করিতে না পারেন তাহা হইলে মওলানা শওকত আলী সাহেব সভাপতিত্ব করিবেন। বর্ত্তমান ভারতের রাজনীতিক গোলযোগের সময় নিখিল ভারত মুস্‌লিম কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন একান্ত দরকার এবং আগামী গোলটেবিল বৈঠকে যাহাতে মুসলমানদের দাবী সর্ব্বথা গৃহীত হয় তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান হিন্দু কংগ্রেসী দল যে প্রকার প্রতারণার জাল বিস্তার করতঃ ভারতীয় মুসলিমের নাম নেশানার বিলোপ সাধন করতঃ নিছক-হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছে, তাহাতে দেশময় তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করতঃ ইহার প্রতিরোধ করা কর্ত্তব্য। কার্য্যকরী সমিতি যে গোল টেবিল বৈঠকে অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান সভ্য গ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন পূর্ব্বক ভারত সরকারকে জানাইতেছি যে বৈঠকে একতৃতীয়াংশ মুসলমান সভ্যের দাবী যেন পূরণ করা হয়। বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় যে সাইমন রিপোর্টের কূট-কৌশল জাল দ্বারা মুস্‌লিম সভ্যের সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে, মুস্‌লিম সম্মিলনীর কার্য্যকরী সমিতি তাহারও নিন্দা করিয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন প্রনালী এবং সমর-বিভাগ সংরক্ষণ সম্পর্কে কমিশন যে সোপারিশ করিয়াছেন কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটী তাহা নৈরাশ্যজনক বলিয়া মনে করেন এবং সমর বিভাগ ভারত গভর্ণমেন্টের অধীন রাখিয়া মুসলমানদিগকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হউক বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন। উপসংহারে লাহোরের নিখিল-ভারত-মুস্‌লিম সম্মিলনীর কার্য্য সাফল্য মণ্ডিত করবার জন্য কার্য্যকরী সমিতি পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন এবং সভায়ই পনর হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা অবশিষ্ট টাকার জন্য মুস্‌লিম সমাজে আপীল করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক মুসলমানেরই আকুল ভাবে সাড়া দেওয়া দরকার।

"শাণিত-কৃপাণ"

—০:*:০—

অধুনা বাঙ্গালার বাজারে 'বর্জ্জন-নীতির' একটা মহারব পড়িয়া গিয়াছে। কতকগুলি হুজুগ-প্রিয় উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতী নিজেদের ক্ষণিক চিত্ত-বিকার চরিতার্থ করিবার জন্য পিকেটিংএর লাগাম ধরিয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে। অবশ্য এ বিষয়ে তাহাদের বড় 'কাৎলা'গণের হাত যে ষোল আনারূপেই আছে, তাহা আমরা বুকে হাত দিয়া যোর পূর্ব্বক বলিতে পারি। ইংরাজ জাতিকে "হাতে না মারিয়া ভা'তে মারিবার" যে অভিনব ফন্দি আবিষ্কৃত হইয়াছে—বিলাতি দেশের বিলাতী জিনিষ 'বয়কট' করিয়া, তাহাদিগকে কাবু করিবার জন্য যে অমোঘ ঔষধ প্রয়োগ করা হইতেছে, তাহার মূলে যে কতকটা হীন মানসিকতা নিহিত নাই, তাহা তাহাদের কার্য্যকলাপ ও মনোবৃত্তি দেখিয়া কোন সূতিকা গৃহের নবজাত শিশুও বিশ্বাস করিতে পারিবে কি? কথাটি আরও খোলাসা করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হইবে যে, আজ ভারতের সংগঠনী হিন্দুজাতি, বিলাতী বস্ত্র, সিগারেট, মদ্য ও লবণ প্রভৃতি জিনিষের বয়কট সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া প্রকারান্তে মুসলমানকেই বধ্য ও পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য 'আদাজল' খাইয়া লাগিয়া গিয়াছে। যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সতত খুশী ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে জাতি অহোরাত্র "ইষ্ট দেবেং" পূজা করিতেছে I have the Honour to be sir, your most obedient Servant রূপে দাসত্বের মলিন চাপরাশ বুকে আঁটিয়া অফিস আদালতে সরকারী কল কারখানায় সগৌরবে প্রবেশ করিতেছে, এখনো যাহারা একটা অতি জঘন্যতম সরকারী চাকুরী খালি হইলে লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে লোক তাহা অধিকার করিবার জন্য ঘোর প্রতিযোগিতা সমরে অবতীর্ণ হয়, বিলাতী বর্জ্জন তাহাদের কোন্ কার্য্য সিদ্ধির শাণিত কৃপাণ, সুখের বিষয় তাহা দেশবাসীর বুঝিতে বাকি নাই।

হিন্দু জাতি দেখিল, বিলাতী জিনিষ বয়কট করিতে যাইয়া হিতে বিপরীত হইল—উদ্দেশ্য সিদ্ধির মুখে ছাই পড়িল—মুসলমানকে বধ করিবার সোনার স্বপ্ন টুটিল, পক্ষান্তরে সুলভে বিলাতী জিনিষ কিনিয়া মুসলমানগণ মযা করিয়া খাইতেছে, সুতরাং তাহাদের সকল চেষ্টা ও উদ্যম মাঠে মারা গেল যে! তাই আজ বিষাক্ত মনোবৃত্তি সম্পন্ন হিন্দু জাতি মুসলিম দলনের আর এক নম্বর কৌশল জাল বিস্তার করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। শিক্ষাই মানবের উন্নতির প্রধান অবলম্বন। মুসলমান ধীরে ধীরে শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মুসলমান যুবক শহর মফঃস্বল হইতে কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া সরকারী চাকুরীতে নানা ফাসাদ জন্মাইতেছে, তাই মুসলমানের সেই ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ করিবার জন্য আজ হিন্দু দুরাচারগণের স্কুল বর্জ্জন-নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। কিছু দিন পূর্ব্বে অসহযোগ আন্দোলনের দিনে এমনি ভাবে তাহারা স্কুল বয়কট করিয়া মুসলমানদিগকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অন্যূন অর্দ্ধ শতাব্দীর পিছনে ফেলিয়াছে কিন্তু তাহাতেও তাহারা পরিতৃপ্ত হইতে পারে নাই। তাই আজ পুনরায় কংগ্রেস পন্থী হিন্দু ছোক্‌রার দল স্কুল, কলেজে মহা-উল্লাসে পিকেটীং চালাইয়া ভবিষ্যতের আশা ভরসার স্কুল অধ্যয়ন রত ছাত্রদিগের মাথা খাইবার যোগাড় করিতেছে। ফলে অনেক স্কুল, কলেজ ও আইনের পরীক্ষা সুদীর্ঘ কালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গরীবের পদে পদে বিঘ্ন ও বিপদ। স্কুল, কলেজ বয়কটে হিন্দুর কি ক্ষতি হইবে? তাহারা শিক্ষা ক্ষেত্রে যতদুর অগ্রসর হইয়াছে আর এক শ' বৎসর না পড়িলেও তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের—দুর্ভিক্ষ আদৌ হইবে না। সরকারী চাকুরীগুলি অধিকার করিবার মত লোকের অভাব ঘটিবে না, কিন্তু যত মরণ হতভাগ্য মুসলমানের।

দীন, দরিদ্র, সহায় সম্পদ হীন মুসলমান ছাত্র কত কষ্ট, কত কায়-ক্লেশ ভোগ করিয়া কত লোকের হাত পা' ধরিয়া পড়ার সুযোগ করিয়া লইতেছিল, কিন্তু হায়! স্কুল, কলেজ বয়কটের ঘোর অশনিপাতে তাহাদের দুর্দ্দমনীয় আশা আকাঙ্খা সমূলে বিনষ্ট হইতে চলিল!

স্কুল, কলেজ মানব সমাজের একটী প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান, ইহার দ্বারা শুধু যে, অর্থাগমের পথ সুপ্রশস্ত হয়, তাহা নহে, বরং বিবিধ বিষয় জ্ঞান লাভ করিয়া মানুষ নামের সার্থকতা বজায় হইয়া থাকে। সুতরাং স্কুল, কলেজগুলিকে 'কালাপানি'তে দিয়া জ্ঞানান্বেষণের পথ রুদ্ধ করতঃ বেকার সমস্যার উৎকর্ষ সাধন পূর্ব্বক দেশে চোর ডাকাত ও গুণ্ডার, সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেয়ে অধিক অদূরদর্শিতা ও পাপজনক কার্য্য আমরা আর কিছুই দেখি না। বৃটিশ জাতিকে কায়েদার ফাঁদে ফেলিবার বহু উপায় আছে, রাজত্ব বা মাতব্বরগিরি চালাইবার এক মাত্র যন্ত্র অধীনস্থ সহকারী। কর্ম্মী না হইলে কোন কর্ম্মই সমাধা হইতে পারে না। আজ ভারতের মাটিতে ভারতবাসীর দ্বারাই বৃটিশ জাতি স্বীয় হুকুমাৎ চালাইতেছে, আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বাস কেন গরমপন্থীগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন সরকারী চাকুরীগুলি ছাড়—অফিস আদালতে যাইও না, দেখিবে রাতা-রাতি বাছাধনরা পাততাড়ি গুটাইয়া জাহাজে উঠিবে। কিন্তু তাহা না করিয়া নিজের নাক কটিয়া পরের যাত্রা করিয়া দিবার মানে কি? বোধ হয় মুসলিম জুজুর ভয়ই ইহার কারণ। চাকুরী ছাড়িয়া দিলে যদি মুসলমানগণ তাহা দখল করিয়া বসে! 'মারিব মাছ, ছুঁইব না পানি' যাহাদের চরম লক্ষ্য—এখনো যাহারা প্রভাতে উঠিয়া চাকুরী বজায় থাকিবার জন্য ষোড়শোপচারে "নারায়ণের"পূজা করে, এখনো অর্দ্ধ-সিদ্ধ ভাত মুখে গুঁজিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে অফিসে ঢুকিয়া শ্বেত জাতি দেখিলে (তা শ্বেত হনুমান হউক না কেন) মিলিটারী কায়দায় লম্বা সেলাম ঠুকিয়া আত্মার চরিতার্থ লাভ করাকে পূর্ব্ব জন্মের ফল মনে করিয়া থাকে, এখনো সাদা বুটের কোমল পরশ 'ড্যাম', 'সোয়ার' প্রভৃতি মিষ্ট বুলী যাহারা স্বর্গীয় সম্পদ মনে করিয়া চরিতার্থ হয় তাহারা কোন নম্বরের Nationalist বা স্বাদেশিক, প্রিয় পাঠকগণই বিচার করুন।

এই প্রসঙ্গে আমরা মুসলমান সমাজের বিশিষ্ট নেতা ও শক্তিশালী সমাজপতিকে সাদরে জিজ্ঞাসা করি, মুসলমান সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধার জাতির আশা-ভরসার একমাত্র মেরুদণ্ড মুসলিম ছাত্র সমাজ, হিন্দুর প্ররোচনায় পড়িয়া স্কুল, কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্বংসের অনুকূল স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্য তাঁহারা কি উপায় অবলম্বন করিতেছেন? ইহার আশু প্রতিকারের জন্য বজ্র-হস্তে সমর প্রাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া না পড়িলে ভবিষ্যতে মুসলমান সমাজের যে কি শোচনীয় দশা হইবে, তাহা ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ভরসা করি মুসলমান নেতাগণ আমাদের এই কথাগুলি ধীর স্থির ভাবে ভাবিয়া দেখিয়া ইহার বিহিত প্রতিকারের জন্য অগ্রসর হইবেন।

উপসংহারে বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, ঢাকার মুসলমানের মধ্যে এখনো প্রাণ-শক্তি আছে, এখনো তাঁহারা দেশের, দশের ও জাতির উন্নতির জন্য আপ্রাণ যত্ন চেষ্টা করিয়া জাতির জীবনী শক্তিকে বজায় রাখিতেছেন। স্কুল, কলেজ 'বয়কট' উপলক্ষে মুসলমান সমাজের মধ্যে যে দারুণ বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আজ বাঙ্গালার একমাত্র ঢাকাবাসীর প্রাণেই সমধিক আঘাত লাগিয়াছে। সম্প্রতি আমরা শুনিয়া পরম সুখী হইলাম যে গত ১৪ই জুলাই রবিবার, ডাক্তার মোঃ শহিদুল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে ঢাকায় বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্র সমিতির একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। হিন্দুর ষড়-যন্ত্র মূলক "স্কুল বয়কটের" কুহক জাল হইতে যাহাতে বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমাজ আত্ম-রক্ষা করিয়া চলিতে পারে—সাময়িক চাঞ্চল্য ও চিত্ত-বিকার জনিত অসংযমের বশীভূত হইয়া হিন্দু ছাত্রের সহিত বয়কট-নীতির সমর্থন ও পরিগ্রহণ পূর্ব্বক যাহাতে তাহারা আপন পায়ে কুড়ালি আঘাত না করে, উক্ত সভা বাঙ্গালার সর্ব্ব-শ্রেণীর মুসলিম ছাত্রদিগকে সাবধান হইতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা আরও বলেন, এই বর্জ্জন-নীতি মুসলিম-দলনের যে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র তাহা সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। আমরা ভরসা করি, সমগ্র বাঙ্গালী মুসলমান ঢাকার মুসলমানগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই অনাচারী বর্জ্জন-নীতির ঐন্দ্রজালিক ফাঁদ হইতে বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্র-সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি করিবেন। হিন্দুর উচ্ছিষ্ট-ভোজী আমাদের শিয়ালদহের সহযোগী এ সম্বন্ধে কি বলেন?

"নারী-নিগ্রহ"

(মওঃ মোঃ আহবাব চৌধুরী বি-এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আনন্দ বাজার পত্রিকা ও প্রবাসী নামক দৈনিক ও মাসিক-পত্র নারী হরণ আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়া বিশেষ খ্যাতি (?) অর্জ্জন করিয়াছেন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে গ্রাহক সংগ্রহের জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা—"নবযুগের মন্ত্রের উদ্গাতা, স্বরাজের বাণী প্রচারক" বলিয়া ঘোষণা করিয়া নিজের ঢাক নিজেই বাজাইয়া থাকেন। তাহারা দিনের পর দিন, ও মাসের পর মাস ব্যাপিয়া কিভাবে মুসলিম বিদ্বেষ বিষ উদ্গিরণ করিয়া থাকেন, তাহা সংবাদপত্র পাঠকেরা অবগত আছেন। সুতরাং হিন্দু-সমাজের মুখপত্র 'আনন্দ বাজারের' কথা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এহেন আনন্দবাজার পত্রিকা হিন্দু-সমাজে নারী-নিগ্রহের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। হিন্দু-সমাজে নারী নিগ্রহ সম্বন্ধে তিনি কি বলেন দেখুন। ১৩৩৪ বাং বৈশাখ সংখ্যায় মাতৃ-মন্দিরের ২১ পৃষ্ঠায় সম্পাদক অক্ষয়কুমার নন্দী আনন্দ বাজার পত্রিকা হইতে "নারীর অপমান" শীর্ষক প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া বলেন—"স্বামী বিবেকানন্দ লিখিয়াছিলেন, হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই এত উচ্চনাদে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দু ধর্ম্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতার গলায় পা দেয়, জগতের আর কোন্ ধর্ম্ম এরূপ করে না। কোন ধর্ম্ম, কোন্ সভ্যতা হিন্দু ধর্ম্মের চেয়ে নারীকে মর্য্যাদা দিয়াছে? কিন্তু হইলে কি হয়, ব্যবহারিক জগতে নারীকে নানাভাবে নির্য্যাতন ও পদদলিত করিবার পৈশাচিক বিধান, হিন্দু-ধর্ম্মের ধ্বজাধারীরাই দিয়াছে।" "অতি মাত্রার উচ্চ আদর্শ জাতিকে দুর্ব্বল করে, পৈশাচিক অত্যাচারীও করিয়া তোলে—নারীর প্রতি হিন্দুদের ব্যবহার তাহার প্রমাণ। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে সতীত্বের আদর্শের খাতিরে বিধবাদিগকে জীয়ন্তে পোড়াইয়া মারা হইত। এই নারী হত্যা নিবারণের চেষ্টা করিয়া রাজা রামমোহন যথেষ্ট নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, বহু সহস্র হিন্দু—"বিধবাদিগকে পোড়াইয়া না মারিলে হিন্দু-ধর্ম্ম লোপ পাইবে "বলিয়া ইংরেজ দরবারে দরখাস্ত করিয়াছিল।"

"বাঙ্গলার সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরে কন্যার জন্ম নিরানন্দের কারণ। কিশোরী কুমারীদের অন্ততঃ একশত তথাকথিত শিক্ষিত প্রগলভ যুবকগণের নিকট রূপের পরীক্ষা না দিলে বিবাহের সম্ভাবনা নাই। 'মেয়ে দেখার' অপমান কত নিদারুণ কেহ বোঝে না। তার পর বিবাহের আশায় হতাশ হইয়া মেয়ে দেখার অপমান জর্জ্জরিতা হতভাগিনী কেরোসিন তৈলে অগ্নি সংযোগ করিয়া কেন আত্মহত্যা করে—কেহ দেখে না! এ হেন ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্রী যদি ভাগ্য দোষে বিধবা হয়—তাহার অপমান ও নির্য্যাতন চরমে পৌছে; ক্রীতদাসী অপেক্ষাও অধম ও হীন হইয়া তাহার জীবন যাপন করিতে হয়, অথবা তাহাকে সর্ব্ব প্রকার আশ্রয় হইতে বঞ্চিতা হইয়া পথের ভিখারিণী সাজিতে হইবে।" "যে সমস্ত হিন্দু নারী কাশী, বৃন্দাবন, নবদ্বীপে আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছে—তাহাদের জীবনের করুণ কাহিনী কেহ শুনিয়াছে কি? যে মাতৃত্ব হিন্দুর চরম আদর্শ, লক্ষ লক্ষ নারী পৈশাচিক প্রথার পীড়নে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিতা। লাম্পট্যে, ব্যাভিচারে, ভ্রূণহত্যায় হিন্দু সমাজ বিষাক্ত হইয়াছে। কি পল্লী, কি নগর, সর্ব্বত্র অসহায়া পরিত্যক্তা হিন্দু কুলনারিগণ হিন্দু সমাজের পাশবিক নিষ্ঠুরতার জীবন্ত নিদর্শন রূপে বিরাজিত—অথচ সমগ্র সমাজ অবিচলিত উদাসীন।" "বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ এই পাপে ডুবিয়া গেল—অপমানিতা, নারীর দীর্ঘশ্বাসে বাঙ্গালীর সংসারের সমস্ত সুখ পুড়িয়া ক্ষার হইয়া গিয়াছে!" "নারিগণ যেখানে নিরানন্দে অবস্থিতি করেন, সেখানে দেবতারা বিমুখ" মনু মহারাজের এই বাণী বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের ইতর ভদ্র সকলে মিলিয়া প্রমাণ করিয়াছে।" "আজ হিন্দু সমাজকে অধঃপতনের পঙ্ক শয্যা হইতে তুলিতে হইলে, অপমানিতা নারীর অশ্রুজল মুছাইতে হইবে। বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে নারীর দুঃখ অপমান অমর্য্যাদার সকল কথা লইয়া লেখা যায় না—যাহার হৃদয় আছে তিনিই অনুভব করিতেছেন, যাহার চক্ষু আছে তিনিই দেখিতেছেন। কেবল পিশাচ প্রকৃতি ভণ্ডগণ সতীত্ব আর বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের লম্বা লম্বা কথা আওড়াইয়া প্রত্যক্ষ সত্যকে অস্বীকার করিতেছে। সমাজ মনের এই কদর্য্য কুষ্ঠ ব্যাধি দূর করিতে একদল শক্তিমান হৃদয়বান ব্যক্তির প্রয়োজন।" (আনন্দবাজার) আগুনকে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা যায় না। সত্যকেও সেইরূপ মিথ্যার আবরণে ঢাকিয়া রাখা সম্ভবপর নহে। সত্যের ঢাক একদিন না একদিন আপনা আপনি বাজিয়া উঠে। "প্রবাসী" সম্পাদক এতদিন নারী হরণের দোষ একা মুসলিমের ঘাড়ে চাপাইয়া একটা রাজনৈতিক প্রপ্যাগেণ্ডা চালাইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু বিবেকের তাড়নায় বাধ্য হইয়া সম্পাদক মহাশয় নিজেই সব বিষয় স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন। সুরাট হিন্দু সভার সভাপতি ও আল্‌বার্ট হলের হিন্দু নারী হরণ সভার সভাপতি প্রবাসী সম্পাদক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৬ বাং ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীর ২৬৯ পৃষ্ঠায় "বঙ্গে নারী নিগ্রহ ও নারী হরণ" নামক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলেন—"বঙ্গে নারী নির্য্যাতন চলিতেছে। যে সব কারণে বঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা হয় ইহা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। আমরা হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে থাকিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। এই জন্য এই সমাজ সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। ইহার প্রতি আমাদের প্রাণের টান আছে। এই জন্য ইহার কল্যাণার্থ ইহার দোষ দেখাইবার অধিকার আমাদের আছে। অন্তঃপুরে বঙ্গ নারীর দুর্দ্দশা সম্বন্ধে যাহা বলিব তাহা হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে সত্য।" "বঙ্গের অনেক অন্তঃপুরে বালিকা ও যুবতী বধুর প্রতি কঠোর এবং কোন কোন স্থলে নিষ্ঠুর ব্যবহার দীর্ঘকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অন্তঃপুরে সধবা বধু ছাড়া বিধবার উপরও দুর্ব্যবহার হইয়া থাকে। কতরকমে এই অত্যাচার এবং কখন কখন প্রাণবধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, তাহা সংবাদপত্রের পাঠকেরা জানেন। জঘন্যতম অত্যাচার, বধুকে নিজেদের অর্থাগমের জন্য পাপকার্য্যে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করা অন্ততঃ একটা ঘটনা আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে।" (প্রবাসী ভাদ্র ১৩৩৬ বাং) উপরোক্ত মন্তব্যগুলি কোন মিস, মিয়ো লেখেন নাই। নারী হরণ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা ও সুরাট হিন্দুমহাসভার বিনি মুসলিমের বিরুদ্ধে যিদ মিটাইতে গিয়া পরাধীনতা গ্রহণ করিতে রাযী হইয়াছেন, সেই রামানন্দ বাবুই লিখিয়াছেন! সুতরাং কেহই উহা উড়াইয়া দিতে পারিবেন না। রামানন্দ বাবুর প্রশ্নের উত্তরে তথাকথিত নারীরক্ষা সমিতির পরিচালকেরা কি বলিতে চান আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি। প্রবাসীর ব্রাহ্ম সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ্য ভাবে হিন্দু সমাজের নারী জাতির উপর একটা বড় রকমের অপবাদ দিয়াছেন, তাহা এই—"বধুকে নিজেদের অর্থাগমের জন্য পাপকার্য্যে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করা এরূপ একটা ঘটনা আদালতে প্রমাণিত হইয়াছে।" ইহার সত্য মিথ্যার কথা আমরা জানিনা। প্রমাণের ভার রামানন্দ বাবুর উপর রহিল। সুতরাং মুসলিম সমাজের উপর গোস্বা না করিয়া যিনি হিন্দু নারীর উপর প্রকাশ্যভাবে অপবাদ দিতে পারেন, এইরূপ সম্পাদকের উপর আলবার্ট হলে আর এক হিন্দু জনসভা আহ্বান করিয়া নিন্দাসূচক (Vote of Censure) প্রস্তাব পাশ করা নারীরক্ষা সমিতির একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা যদি তাহারা না করেন, তবে বলিব তাহাদের এক চোখ। কেবল মুসলমানকে দোষী দেখেন, আর স্বধর্ম্মীয় হিন্দুর বেলায় চোখ মুদিয়া থাকেন।

প্রাচীন হিন্দু ভারতে নারীত্ব ও নৈতিক জীবনের যে আদর্শ ছিল, আধুনিক সভ্যতার মাপ কাঠিতে আমরা কোন মতেই উহার প্রশংসা করিতে পারি না। সেই প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ নির্ম্মল চন্দ্র পাল এম, এ, বি, এল মহাশয় বলেন—"At an early stage of the Indian civilization also, women could be bought and sold like ordinary moveable and inmoveable properties. In Chapter 12 Verse 53 of the Narada

হাজ্বরোল আসোয়াদ

[মওঃ কফিল উদ্দিন আখোন্দ]

মহাত্মা হযরত এব্রাহিম (দঃ) বিশ্ব স্রষ্টার আদেশানুসারে একমাত্র নিরাকার খোদাতালার উপাসনার্থ পবিত্র কাবা মসজেদ নির্ম্মাণ করেন। কাবা মসজেদের এক কোণে হজ্বরোল আসোয়াদ নামক একটী বেহেশ্‌তী প্রস্তর যুগ যুগান্ত হইতে হজ যাত্রীগণের সাদর চুম্বন গ্রহণ করতঃ তাঁহাদের চির অভ্যাসগত চরিত্রের গুপ্ত অভিলষিত সৎ ও অসৎ ভাবগুলি বিকাশ করিয়া তার বিশেষত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। হাজরোল আসোয়াদ চুম্বনে হাজী সাহেবানের স্বভাবের মূলে আন্তরিক আকাঙ্খিত যে ভাব লুক্কায়িত থাকে, তাহা পরিস্ফুট হইয়া দীন ইসলামের হিত অহিতের দিকে অধিকতর ঝুঁকিয়া পড়ে। স্বভাবের মূলে সৎ-ভাব থাকিলে তাহার সৎ ভাবই স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায়। আর স্বভাবের মূলে অসৎ ভাব বিদ্যমান থাকিলে তাহা প্রকাশ হইয়া অধিকতর অসৎ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যে, যে প্রকৃতির লোক তাহার সেই প্রকৃতিই প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। ইহাই হাজরোল আসোয়াদের বিশেষত্ব। হাজরোল আসোয়াদের এই তাৎপর্য্যে সৎ ভাবাপন্ন হাজী সাহেবান চিরদিনই দীন ইসলামের খেদমতে আত্ম-নিয়োগ করিয়া থাকেন। অসৎ ভাবাপন্ন হাজী সাহেবান আবহমান কাল হইতে দীন ইসলামকে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর করিয়া দিয়া সনাতন ইসলামের শৃঙ্খলা পূর্ণ শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণে সমাজে দৈনন্দিন কুপ্রথা প্রচলনের সহায়তায় সমাজকে নাসারা ও পৌত্তলিক ভাবাপন্ন করতঃ জাহান্নামের দরজায় পৌঁছাইয়া নিজে, নিষ্পাপ আরফার ডিক্রীধারী হাজী উপাধিতে ভূষিত হইয়া পবিত্র তীর্থ ভ্রমণের বহুদর্শিতা ঘোষণা করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগে হিন্দু বংশোদ্ভূত জনৈক মক্কা ফেরতা বহুদর্শী মওলানা হাজী সাহেবের পুরুষানুক্রমিক অভিলষিত যে আকাঙ্খা, রক্ত মাংসে জড়িত ছিল খোদাদত্ত পবিত্র হাজরোল আসোয়াদ চুম্বনের মাধুর্য্যে ইসলাম ধ্বংসকারী চির সঞ্চিত মনোবৃত্তি গোপন রাখার অসমর্থতায় শরিয়তের নীতিপূর্ণ বিধান সমূহের মস্তকে পদাঘাত করতঃ দীন ইসলামের কণ্টক স্বরূপ গান, বাজনা, সুদ, পাশ্চাত্য অনুকরণে নারী জাতির অবাধ অধিকার, চিত্রকলা ইত্যাদি বিষয়ের অযৌক্তিক আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। গান বাজনার আমোদ আহ্লাদের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনের নিমিত্ত মদ ও নর্ত্তকী জায়েযের ফতুয়া লিখিয়া পাশ্চাত্য পন্থী মুসলিম ভ্রাতাদের আশীর্ব্বাদ ও সাদর সম্ভাষণ গ্রহণে উদগ্রীব হইয়া গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা হইতে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় ইসলাম ও চিত্রকলা নামক প্রবন্ধে চিত্র বা মূর্ত্তি ব্যবহার সমাজে জায়েয করার অভিমতে অনেক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া ইসলামের বিশিষ্টতা বিনষ্ট করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ইসলাম জগতের আদর্শ আরব ভূমিকে বা দুনীয়ার শহর পল্লীতে ভণ্ড ধার্ম্মিক-প্রবর স্বার্থান্বেষী ব্যবসাদার মওলবী মওলানার প্রতিমূর্ত্তি ছাড়া নির্ম্মল চরিত্র খোদা-প্রেমিক সাহাবাগণ হইতে আরম্ভ করিয়া মওলবী মওলানা মহাদ্দেস, অলি-আল্লা, দরবেশ ফকিরের কোন মূর্ত্তি লেখক দেখাইতে পারেন কি? ইসলাম প্রবর্ত্তক আখেরী পয়গম্বর হযরত রসুলে করিমের কোন প্রতিমূর্ত্তি আপনার দপ্তরে আছে কি? বলিতে পারেন হযরতের যামানায় চিত্রকলা ছিলনা; কিন্তু কাবা গৃহের বিতাড়িত ৩৬০ মূর্ত্তির বণিজরহাম বংশীয় এসাফ ও লায়লা নামক দুই জন প্রতাপশালী লোকের প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান থাকা সত্বেও এযুক্তি তাঁর কাছে পরাস্ত মানিবে কি? বাদশা, নবাব, আমির, ওমরাহ উকিল, মোখতার, ব্যারিষ্টার ও ধন-মদে মত্ত সুখ-বিলাসী আল্লার বান্দা এবং স্বার্থান্ধ মওলবী মওলানাদের আদর্শের উপর পবিত্র ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবে কি? মওলানা হাজী সাহেবের স্বভাবগত শরিয়ত ধ্বংসকারী আলোচনা প্রবৃত্তির মধ্যে বহুদিন হইতে ইসলামে চিত্রকলা প্রবর্ত্তনের আকাঙ্খিত নমুনা তাঁর সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠাগুলি কলঙ্কিত করিয়া লোকচক্ষে দৃষ্ট হইতেছিল। কিন্তু হাজ্বরোল আসোয়াদ চুম্বনের পরই তাঁর সঞ্চিত গুপ্ত প্রবৃত্তি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রবন্ধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ করতঃ ইসলামের কতকগুলি সরল বিশ্বাসী অদূরদর্শী নিরীহ মানব সন্তানকে শয়তানী দাজ্জালী ফেরেবে ফেলিয়া ঘরে ঘরে মূর্ত্তি পূজার সাহায্যার্থে তাঁর প্রকাশিত বিজাতীয় চর্ব্বিত চর্ব্বণকারী স্বার্থান্ধ পত্রিকার প্রতিপত্তি লাভের লালসায় এসলামের সৌজন্য বিলুপ্ত করিবার কামনায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। ইসলাম ধর্ম্ম-গুরু হযরত রসুলে করিম বলিয়াছেন "এক শ্রেণীর আলেমদের মধ্য হইতে আল্লার অভিশপ্ত আবাযিলের সেবক, ইসলাম ধ্বংসকারী দাজ্জাল, ইমানের বরখেলাফ অলৌকিক দৃশ্য লইয়া দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত হইবে।" দাজ্জাল আবির্ভাবের আর বাকী কি? বহুরূপী দাজ্জালের দল ক্রমে ক্রমে শরিয়তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া গান, বাজনা, সুদ, পাশ্চাত্য অনুকরণে নারী জাতির অবাধ অধিকার, চিত্রকলা, তারপর আস্তে আস্তে মূর্ত্তি পূজা জায়েয করতঃ দোযখ বেহেশ্‌ত তাঁদের কালী কলমে সীমাবদ্ধ রাখিয়া আল্লা রসুলের অস্তিত্ব দুনিয়া হইতে মুছিয়া ফেলিয়া এসলামের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিলেই দাজ্জালী লীলার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হইবে। মুসলমান মনে রাখিও, দার্জ্জালের সঙ্গে সঙ্গেই আবার প্রচণ্ড প্রতাপশালী ইসলাম সংস্কারক এমাম মেহেদীর আবির্ভাব অনিবার্য্য। পবিত্র কোরান সাক্ষ্য দিতেছেন, "যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয়, সেইরূপ সত্যের আবির্ভাবে মিথ্যা দূরীভূত হইবে।" সরল বিশ্ববাসী আত্ম-ভোলা মুসলমান! সময় থাকিতে সত্যের অনুসন্ধানে ব্রতী হও। হযরত রসুলে করিমের প্রবর্ত্তিত শরিয়ত এবং আলেম, ওলামা, মহাদ্দেস, অলি-আল্লা, দরবেশ গওস; কুতব ইত্যাদি খোদা পরস্তী মহাত্মাদের মহান আদর্শ ত্যাগ করিয়া হাদিসের মনসুখ (বাতিল) অংশের সমালোচনার প্রতি আস্থা-স্থাপন ও যাহারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সমাজের জঘন্য পরিত্যক্ত এবং অনিষ্টকারক মতকে বলবৎ রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, সেরূপ মোনাফেক লেখকের প্রবন্ধ পাঠে দার্জ্জালী লীলার সমর্থনে অমূল্য ইমানকে রসাতলে দিয়া জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করিবেন না। শরিয়তের গরলোদ্গীরণকারী মওলানাদের ইন্দ্রজাল সদৃশ প্রবন্ধ ও ফতুয়া অনুমোদনের পূর্ব্বে চিন্তা করিয়া দেখা দরকার যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী খোদা প্রেমিক এসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠাতা মনীষিগণ কোন পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন, নিজকে সেই পথের সন্ধান করিয়া চলিতে হইবে। নতুবা রোযে হাসরে পরম কারুনিক খোদাতায়ালার নিকট লজ্জিত ও স্বর্গীয় সুধা হইতে বঞ্চিত হইয়া জাহান্নমের প্রজ্জ্বলিত অনলকুণ্ডে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। হযরতের জীবনী আলোচনায় জানা যায় নির্ম্মল চরিত্র খোদা ভক্ত ধার্ম্মিক মহাপুরুষগণের অসীম আত্ম-ত্যাগের ফলে এসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতে অজ্ঞাত এসলামই প্রকৃত সত্য সনাতন ধর্ম্মরূপে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং জগতের সমস্ত জাতিই এসলামের অনুকরণকে সাদরে গ্রহণ করিতে সমুৎসাহিত হইয়াছেন। এসলাম চিরদিনই সজীব থাকিবে। সজীবতা হারাইবে সেইদিন, যেদিন 'আল্লা রসুলের পবিত্র বাণী ভুলিয়া বিধর্ম্মী ও পাশ্চাত্য ঘেঁসা মওলানাদের অদ্ভুত ফতুয়ার পয়রবীতে মুসলমান নিমগ্ন হইবে।" যাহা হউক আমাদের অদ্ভুত খেয়ালী কুসংস্কারক মওলানা হাজী সাহেবের পবিত্র মক্কা যেয়ারতের পূর্ব্বে তাহার মনোগত আভ্যন্তরিক প্রকৃত স্বরূপ সমাজ চিনিতে না পারিয়া ভক্তি অর্ঘ দিতে কম করেন নাই। পবিত্র হাজ্জারোল আসোয়াদের বিশিষ্টতায় তাঁর অন্তরাত্মা প্রকৃত আচরণ বিকীর্ণ করিয়া মুসলমানকে সাবধান করিতেছে, মুসলমান! "তোমরা কদাপি শরিয়তের বিরুদ্ধবাদী ব্যবসায়ী মোনাফেক হাজী মওলানা সাহেবের খামখেয়ালী প্রবন্ধের অনুকরণে পবিত্র আত্মাকে কলুষিত করিয়া জাহান্নামের জন্য প্রস্তুত হইও না এবং অর্থ গৃধ্নু মওলানা সাহেবের ব্যবসায় বাকচাতুরী আসর জমকানো ইসলামের শরিয়ত নিষিদ্ধ ইমান ধ্বংসকারী প্রবন্ধসমূহ ও হরবেরঙএর চিত্র সম্বলিত পত্রিকাগুলি ক্রয় করিয়া অর্থের অপব্যবহার করিও না।" মহাত্মা শেখ সাদী বলিয়াছেন "যে তফসির কারক রুটীর পরিবর্ত্তে এলেম ও আদবকে বিক্রয় করে তাহারাই এসলাম ধ্বংসকারী।" বর্ত্তমান যুগে ইসলামের মর্য্যাদা-রক্ষাকারী শরিয়তপন্থী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'আল্-মুসলিম' 'হানাফি' ও মাসিক 'শরিয়তে ইসলাম'কে সঞ্জীবিত রাখিতে পারিলে ইসলাম কখনই বিপন্ন হইবে না বরং দার্জ্জালী লীলা বিলুপ্ত হইয়া সত্য সনাতন এসলামে শরিয়তের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে এবং সত্যসত্যই এসলামকে দুনিয়ার বুকে সজীব রাখিয়া মুসলমানের অন্তরাত্মাকে শয়তানের মায়াজাল হইতে জয়যুক্ত করিতে পারিবে। সরল বিশ্বাসী মুসলমান ভ্রাতাগণ! ঘরে ঘরে এবং আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের নিকট উপরোক্ত শরিয়তপন্থী সংবাদপত্রগুলির বহুল প্রচার করতঃ পরম কারুনিক আল্লাহতায়ালার মনোনীত ও তাহার প্রেরিত হবিব রসুলে করিমের প্রচারিত দীন এসলামকে জাগ্রত রাখিতে জীবন উৎসর্গ করুণ।

Dharma shastra we read.:—"The issue of those women who have been purchased for a price belongs to the begetter, but when nothing has been paid for a woman, her offspring belongs to her legitimate husband." প্রাচীন হিন্দু-ভারতের বিবাহ পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া অধ্যাপক মহাশয় আরও বলেন—"The Asura form of marraige among the ancient Hindus was nothing but a sale of the daughter by the father." বৈদিক যুগকে হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে সাধারণতঃ সত্যযুগ বা golden age বলিয়া অভিহিত করা হয়। সেই বৈদিক হিন্দু সভ্যতার আদর্শ দেখিলে আমাদিগকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। ১৩৩৬ বাং শ্রাবণ সংখ্যার ভারতবর্ষে "ঋগ্বেদে সভ্যতা" নামক প্রবন্ধে মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ মহাশয় (২৮৯ পৃষ্ঠায়) বলেন :—

নিযুক্তি

রাজা এসদস্যু বলিতেছেন—

অস্মাক মত্র পিতর স্ত আসন্‌ৎ সপ্ত ঋষয়ো
দৌর্গহে বধ্যমানে।
ত আসজন্ত এসদস্যু মস্যা ইন্দ্রং ন বৃত্রতুর
মর্ধদেব্‌ম্‌॥
৪ম, ৪ অনু ১০ সু ৮ ঋক।

মনুসংহিতা ৯ম অধ্যায় ৫৯শ শ্লোকে বলেন—
দেবরাদ্বা সপিণ্ডাদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ নিযুক্তয়
প্রজে প্সিতাধি গন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ো।"

নির্ম্মল দেব মহাশয় ইহার অনুবাদ করিয়া বলেন—"নিজ স্বামী দ্বারা সন্তানোৎপত্তি না হইলে, স্ত্রী সম্যক নিযুক্তা হইয়া তাহার দেবর কিম্বা অন্য কোন সপিণ্ড দ্বারা ইপ্সিত তনয় লাভ করিবে।" আমরা সংস্কৃত জানিনা এবং পাণ্ডিত্যের কোন দাবীও করি না। মাসিক পত্র দেখিয়া হিন্দু লেখকগণের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাই যদি বাস্তবিক বৈদিক যুগের আদর্শ হয়, তবে এমন সভ্যতার স্পর্শ হইতে আমরা সহস্র মাইল দূরে চলিয়া যাইতে চাই। (ক্রমশঃ)

কাফী কোম্পানীর সম্বর্দ্ধনা (?)

প্রথম নম্বর পুরস্কার

ফরিদপুরের ৯ই জুলায়ের সংবাদে প্রকাশ, দিনাজপুরের মওলবী কাফী এবং মওলবী শামসুদ্দীন ফরিদপুর যাইতেছিলেন। রাজবাড়ী ষ্টেশনে তাঁহাদের ১৪৪ ধারা অনুসারে একটি নোটিশ দিয়া ফরিদপুর যাইতে এবং সভায় উপস্থিত থাকিতে নিষেধ করা হয়। উক্ত আদেশ অমান্য করায়, দুইজন নেতাকেই শিবরামপুরে গ্রেপ্তার করিয়া মোটরে তুলিয়া পুলিসের পাহারায় পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট লইয়া যাওয়া হয়। সেখান হইতে তাঁহাদের মহকুমা হাকিমের নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মহকুমা হাকিম তাঁহাদের সভায় উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়া বলেন সেখানে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। প্রায় ৪টার সময় তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার পর টাউন হলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখেন ময়দানে লাঠিধারী তিনশত মুসলমান দাঁড়াইয়া আছে, প্রকাশ, মওলবী আবদুল্লাহিল কাফী, মওলবী শামসুদ্দিন, যালালুদ্দীন হাসেমী এবং যমিদার মোয়াজ্জম আলী চৌধুরী তাহাদের হস্তে ভীষণ প্রহৃত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া মহকুমা হাকিম পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত হইয়া জনতাকে শান্ত করতঃ তাহাদিগকে রক্ষা করেন।

মুলকী

মযার ডাকাতি

ঠগীর পুনরভিনয়

রাজশাহীর ৮ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ যে, খরখরি নামক স্থানে লথি নামক একজনের বাটীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাকালে প্রথমে ৩ জন লোক যাইয়া কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর লথির সহিত তাস খেলিতে থাকে। তাহার পর অন্যান্য ডাকাত অবাধে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার দিয়া দেয়। অতঃপর তাহারা মেয়েদের নিকট চাবি আদায় করিয়া মূল্যবান জিনিষপত্র লইয়া সরিয়া পড়ে। আমগাছিতে একজন ধনীর বাটী আক্রান্ত হয়। ২জন ডাকাত গ্রামবাসীদের বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়াছে।

নিযামের নূতন ফরমান

সেবাদল শাখা বে-আইনী

সেকেন্দ্রাবাদের ৭ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, দুষ্ট রাজনীতির প্রভাব হইতে হায়দরাবাদকে মুক্ত করিতে নিজাম বাহাদুর এক ফরমান বাহির করিয়াছেন। এই ফরমানে তিনি সেবাদলের সমস্ত শাখা বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পুলিসের কড়া নযর এই সবের উপর ঠিক পড়িয়াছে। খবরের কাগজ রেজিষ্টার করা বা প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়ার ভার পলিটিক্যাল সেক্রেটারীর বিচার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে নির্ব্বাসিত করারও কথা হইয়াছে। নিজামের ফরমান এ সম্পর্কে শীঘ্রই বাহির হইবে।

কৃষি উপযোগী যমি

বন্দোবস্ত দিতে প্রস্তুত

মধ্য ভারতে চিত্রকূটের নিকটে অতি মনোরম স্বাস্থ্যকর স্থানে কৃষির উপযোগী অনেক যমী বিনা মূল্যে ইযারা পাওয়া যাইতে পারে। উৎসাহী বাঙ্গালী যুবকগণ তথায় যাইলে সহজেই জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। কয়েক শত টাকা মূলধন লইয়া অল্প পরিমাণে কাজ আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহা বাড়াইলে পরে ধনী হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। ডাক্তার ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায় চিত্রকূট সেবাশ্রম, চিত্রকূট পোঃ জিলা বান্দা—এই ঠীকানায় পত্র লিখিলে ঐ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে। ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইলে তিনি তথাকার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন।

মন্ত্রীর সুবুদ্ধি

কুটীর শিল্পে যত্নবান

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শিল্প-বিভাগের মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর ফারুকী বলেন, শিল্প বিভাগের কাজ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, যথা—অনুসন্ধান কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শিল্প শিক্ষা, গ্রামে শিল্প দ্রব্য প্রদর্শন ইত্যাদি। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট উদ্যোগী হইয়াছেন। সমবায় নীতিতে কাজ করিবার চেষ্টা চলিতেছে কলিকাতা সমবায় দোকানকে ৫০ হাজার টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহারা ছোট কুটীর শিল্পকে সাহায্য করিবেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য দিবার জন্য কাউন্সিলের আগামী অধিবেশনে একটী বিল উপস্থিত করা হইবে। শিল্প বিভাগে যে মোট ৮ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা খরচ হইবে তন্মধ্যে ৫লক্ষ৮৪ হাজার টাকাই যাইবে শিল্প শিক্ষার জন্য। কুটীর শিল্পের যে সকল বস্ত্র তৈয়ার হয় তাহা যাহাতে বিক্রয় হয় গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্য চেষ্টিত হইবেন।

যেমন কাজ তেমন সাজা

অবৈধ প্ররোচনার মযা

১৯৩০ অব্দের অবৈধ প্ররোচনা অর্ডিনান্সের ২ ধারার (২) উপধারাবলে সপারিষদ গভর্ণর ঘোষণা করিতেছেন যে, বাঙ্গালা সরকারের গত ১৬ই জুন তারিখে ঘোষিত ৮০৪ পি, ডি, আখ্যা ইশ্‌তাহার অনুসারে কথিত অঞ্চলে ১৮৬১ অব্দের পুলিস আইনের ১৫ ধারা মতে উপর্য্যুক্ত (১) ধারাক্রমে বিঘোষিত অঞ্চলে অতিরিক্ত পুলিস সংরক্ষণের জন্য যে খরচা ব্যয় হইবে, ঐ ব্যয় কথিত অঞ্চল হইতে আদায় করা হইবে। ১৯৩০ অব্দের ৮ই জুলাই তারিখের ইশ্‌তাহারে প্রচারিত হইয়াছে যে, ১৯৩০ অব্দের অবৈধ প্ররোচনা অর্ডিনান্সের বলে সপারিষদ গভর্ণর ঘোষণা করিতেছেন যে, হুগলী জিলার অন্তঃপাতী আরামবাগ মহকুমা এই অর্ডিনান্সের অধীনস্থ অঞ্চল বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তিনি আরও ঘোষণা করিতেছেন যে, উক্ত অর্ডিনান্সের ২ ধারার (৩) উপধারা মতে উক্ত বিঘোষিত অঞ্চলে ১৯১৯ অব্দের বাঙ্গালা গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনের ৩১ ধারা মতে ধার্য্য কর আদায় করা হইবে।

এইবার আইনের খাতায় হাত

প্রথম আসামী দণ্ডিত

লাহোরের ৮ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ সর্দ্দা আইনের বলে এই প্রথম দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইল রোটাকের ফকিরা মিরাম নামক জনৈক মুসলমান তাহার ৭ বৎসর বয়স্ক পুত্রের সহিত কর্ণাল জিলার লোলার নামক এক ব্যক্তির কন্যার সহিত সাদি দিয়াছে। গ্রামের মোড়লের নিষেধ সে নাকি শুনে নাই। রোটাকের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জামান মেদী খাঁর বিচারে আসামীর প্রতি ১৫ দিনের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আসামী আইন জানিত না বলিয়াছিল।

বড় লাটের ঘোষণা

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত

৯ই জুলাই তারিখের অতিরিক্ত কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত ইশ্‌তাহার ঘোষিত হইয়াছে। নোটীশ নং ১০০১৮ পি ৮ই জুলাই ১৯৩০। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের অবৈধ প্ররোচনা অর্ডিনান্সের ২ ধারার (২) উপধারা মতে বড়লাট ঘোষণা করিতেছেন যে বর্দ্ধমান জিলায় এই অর্ডিনান্স প্রযুক্ত হইল এবং উক্ত অঞ্চল অতঃপর অর্ডিনান্সের অধিকৃত এলাকা বলিয়া পরিগণিত হইবে। উক্ত অর্ডিনান্সের ২ ধারার (৩) উপধারা মতে তিনি আরও ঘোষণা করিতেছেন যে উক্ত অঞ্চলে গ্রাম্য চৌকিদারী আইনের ১৮৭০ অব্দের ৬ আইন মতে চৌকিদারদিগের বেতন ও পোষাক পরিচ্ছদ এবং বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইনে (১৯১৯) অব্দের ৫ আইন ৩৭ ধারা মতে যে ব্যয় ধার্য্য হইবে উহা কথিত অঞ্চলে দেয় হইবে।

পুলিস জনতায় সংঘর্ষ

দুইজন আহত

বর্দ্ধমানের ৮ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ গত ৫ই জুলাই তারিখে ৩ শত গ্রামবাসী ১০ জন পুলিসকে ঘেরাও করে। তাহারা ছড়ি ও লাঠি হস্তে পুলিস দলকে আক্রমণ করে। পুলিসের কয়জন কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামার সম্পর্কে মণ্ডেশ্বর থানার লোকজনকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কালনা হইতে যাইতেছিল। ৩ জন কনষ্টেবল কোনরূপ পলাইয়া নিকটবর্ত্তী থানায় যায় ও বন্দুক লইয়া আসে। তারপর তাহারা গুলী চালাইয়া অন্যান্য কনষ্টেবলদের উদ্ধার করে। ২ জন গ্রামবাসী আহত হয়। পরে জনৈক কনষ্টেবল এই সংবাদ থানায় দিতে যাইবার সময় গ্রামবাসী কর্ত্তৃক ধৃত ও প্রহৃত হয়। তাহারা তাহাকে আটকাইয়া রাখে। অতঃপর কোন কংগ্রেস নেতার নির্দ্দেশ অনুসারে নাকি তাহাকে পদত্যাগ পত্রে জোর করিয়া নাম সহি করাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

ভারতে তামাক উৎপন্ন

বুড়ীর হাটে নূতন উদ্যম

সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে যত তামাকের পাতা উৎপন্ন হয়, শতকরা ৯০ ভাগ হয় এক ভারতবর্ষে। পৃথিবীতে যত তামাক উৎপন্ন হয়, ভারতে তার শতকরা ২০ ভাগ উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় একশত কোটি পাউণ্ড তামাক পাতা উৎপন্ন হয়; কিন্তু ইহা সত্বেও ভারতের রপ্তানি ব্যবসা মোটেই আশাজনক নহে। গত বৎসর ভারতবর্ষে ২৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ভার্জিনিয়া তামাক এবং ২ কোটি ২০ লক্ষ টাকার সিগারেট আমদানী হইয়াছে। সিগারেট প্রস্তুত করিবার পক্ষে ভারতবর্ষজাত তামাক উপযোগী নহে। পাইপে ধূমপান করিবার জন্য যে তামাক ব্যবহৃত হয় তাহাই প্রধানতঃ ভারতবর্ষের তামাকপাতা হইতে প্রস্তুত হয়। সিগারেটের বেশী প্রচলন হওয়ায় পাইপের তামাক বা চুরুটের চাহিদা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। ইহাতে ভারতের রপ্তানি ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। সিগারেটের উপযোগী ভাল তামাকপাতা উৎপাদনের জন্য বাঙ্গলার বুড়ীর হাটে পরীক্ষা কার্য্য চলিতেছে।

ভারতে চা উৎপন্ন

কাট্‌তি বাড়াইবার চেষ্টা

ভারতে চায়ের কাট্‌তি বাড়াইবার জন্য টি-সেস্‌ কমিটী প্রথমে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিত। দুই বৎসর আগে আরও ২৫ হাজার টাকা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। ১৯২৯ সনে বরাদ্দ দাঁড়ায় পৌনে সাত লক্ষ ১৯৩০ সনে কিন্তু এই বরাদ্দ বাড়াইয়া পৌনে আট লক্ষ করা হইয়াছে। রেলওয়ে ষ্টেশনে ষ্টেশনে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চায়ের কাট্‌তি বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে। বর্ম্মা মুল্লুকে রীতিমত প্রচারক দল পাঠান হইয়াছে। বার্ম্মাবাসীর ইতিপূর্ব্বেই চায়ের নেশা ধরিয়াছে। এই নেশায় আরও মশগুল করিবার জন্য কমিটি এখন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। গরীব মানুষও যাহাতে চা-খোর হইতে পারে সেই জন্য ছোট প্যাকেটে করিয়া সস্তায় চা বিক্রয় করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। মোট কথা, কমিটি বেশ বুঝিতে পারিয়াছে, এত বড় ভারতবর্ষের লোকদিগকে চা-খোর করিতে পারা যায়, তাহা হইলে শ্বেতাঙ্গ চা-করদিগকে আর দেশ বিদেশে বাজার ঢুড়িয়া অস্থির হইতে হইবে না।

এইবার টনক নড়িল

কর্ত্তাগণের বাহাদুরী

সিমলার ১১ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থা পারিষদের কতিপয় মুসলমান সদস্য—মিঃ ফযল রাহিমতুল্লা, মওলবী মহম্মদ ইয়াকুব, মিঃ এ, এচ, গজনবী, ডাঃ এ, সারোয়ার্দ্দী, মিঞা শাহ নওয়াজ, নবাব মহম্মদ ইসমাইল, মওলানা শফী দাউদী, সৈয়দ মুর্ত্তাযা ও শেখ আবদুল্লা হারুন, স্যর জর্জ্জ শুষ্টার ও মিঃ এচ, জি, হেগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সরকারী চাকুরীতে মুসলমানদের অংশ সম্বন্ধে আলোচনা করেন তাঁহারা অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, নূতন চাকুরীর মোট এক-তৃতীয়াংশ মুসলমানদের ও অপর এক-তৃতীয়াংশ অন্য সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের দেওয়া দরকার। মুসলমান প্রতিনিধিদিগকে লিখিত আবেদন জানাইতে বলা হইয়াছে।

ডাক লুটের মামলা

পুরস্কার ঘোষণা

মুন্সীগঞ্জের ৮ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, গত ২রা জুন মূলচরে ১ হাজার টাকা লুঠ ও এক পোষ্টাল ক্যাশ ওভারসিয়ারের গুরুতর মারপিট এবং ২০শে জুন তারিখে জৈনসারে একজন ডাক হরকরা খুন হওয়ায় প্রত্যেক লাইনে এক জনের স্থানে দুইজন ডাক হরকরা নিযুক্ত হইয়াছে। যে সকল দুর্বৃত্ত ঐ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট তাহাদের সন্ধান দিবার জন্য বাঙ্গলা ও আসাম সার্কেলের পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল ২৫০ টাকা ও ৫০০ টাকা ঘোষণা করিয়াছেন। কাহারও সন্ধান দিবার ফলে যদি দুর্বৃত্তগণ ধৃত ও দণ্ডিত হয় তবেই সে ঐ পুরস্কার পাইবে। যাহাতে সাধ্য পক্ষে রাত্রে ডাক বহন করিতে না হয়, তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, ওভারসিয়ারদের দ্বারা ক্যাশ পাঠানোর ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইবে। নোটসমূহ অর্দ্ধেক কাটিয়া সাধারণ ডাকে পাঠান হইবে।

প্রতারকের কারাদণ্ড

বিশ্বাসঘাতকতার ফল

মেসার্শ বার্ণ এণ্ড কোম্পানীকে ৭০ হাজার টাকা সম্পর্কে প্রতারিত করিবার অভিযোগে উক্ত কোম্পানীর লেজার ক্লার্ক কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় এবং জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ও যুগলকিশোর রায় নামক অপর দুই ব্যক্তি হাইকোর্টের দায়রায় অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে জাল ও ষড়যন্ত্র করার অভিযোগও ছিল। মঙ্গলবার বিচারপতি এস, কে ঘোষের এজলাসে বিশেষ জুরীর সাহায্যে ঐ মামলার বিচার হইয়াছে। জুরিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে কৃষ্ণধন ও জিতেন্দ্রকে দোষী সাব্যস্ত করায় বিচারপতি তাহাদের প্রতি যথাক্রমে ৪ বৎসর ও ৩॥০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করেন। জুরিগণ যুগলকিশোরকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্দ্দোষ বলায় তাহাকে খালাস দেওয়া হয়। মিঃ এ, কে, বসু, মিঃ জি, গুপ্তের সহিত সরকারপক্ষ এবং মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জি কৃষ্ণধনের, মিঃ আর, রায় জিতেন্দ্রনাথের ও মিঃ এম, মিত্র যুগলকিশোরের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

মোটরের বিজয় অভিযান

পেট্রল চাহিদা ক্রম-বর্দ্ধন

১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত গোটা বৃটিশ ভারতে রেজেষ্টারীকৃত নানা প্রকার মোটরযানের সংখ্যা মোট ১৭২৬৮০ খানি দাঁড়াইয়াছিল। দেশীয় রাজ্য সমূহের মোটরগাড়ীর সংখ্যা ইহাতে ধরা হয় নাই। এই সমস্ত গাড়ীর মধ্যে মোটর গাড়ীর সংখ্যা ১১৬,৬২৫ খানি; মোটরলরী প্রভৃতি ভারী গাড়ীর সংখ্যা ৩০,১৮১ খানি। ১৯২৮-২৯ সনের মত এত মোটরযান ভারতে আর কখনও আমদানী হয় নাই। ১৯১৩-২৪ সনে মোটর যান আমদানী হয় ২,৮৮০ খানি; কিন্তু ১৯২৮-২৯ সনের আমদানীর সংখ্যা ১৯-৫৬৭ খানি। ১৯২৭-২৮ সনের আমদানী মোটরযানের মূল্য ৪,২১ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ ১৯২৭-২৮ সনের চেয়ে ৩০০০ বেশী। আলোচ্য সনে ভারী যাত্রী-বাহী মোটর বাস এবং মোটর লরী আমদানী হইয়াছে ১২৭৯০ খানি। এই সংখ্যা ১৯২৬-২৭ সনের প্রায় দ্বিগুণ এবং ১৯২৭-২৮ সনের দেড়গুণ; ১৯১৮-২৯ সনে এই জাতীয় মোটরযান আমদানির মূল্য ২১৬॥ লক্ষ টাকা। পেট্রল বিক্রয়ও খুব বাড়িয়া গিয়াছে। বিগত দশ বৎসরের তুলনায় আলোচ্য সনে পেট্রল ক্রয়ের পরিমাণ ১১০ লক্ষ গ্যালন হইতে একেবারে ৬২০ লক্ষ গ্যালনে পৌঁছিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, বৃটিশ ভারতে মোটরযোগে গমনাগমন এবং মাল চলাচলের রেওয়াজ কিরূপ বাড়িতেছে।

ভারত-সুইডেন প্রতিযোগিতা

তার্পিণ ব্যবসায়ে ভাটা

আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশে তার্পিণ ও রঞ্জন তৈয়ারী করিবার কারখানা আছে। তথাকার জঙ্গলের গাছ হইতে ইহা বাহির করা হয়। গত বৎসর তথায় প্রায় ত্রিশ হাজার মণ রঞ্জন তৈয়ার হইয়াছে। ইহার কাট্‌তি প্রচুর। ইহাতে ভারত অর্থশালী হইতেছে। কুমাউনের অধিবাসীরা এই ব্যবসায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। বঙ্গদেশে নীলের চাষ, যেমন কৃত্রিম নীল তৈয়ারী হওয়ায় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তেমনি সুইডেনের কৃত্রিম তার্পিণের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতের তার্পিণের ব্যবসা বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই কৃত্রিম তার্পিণে যুক্ত প্রদেশের এই ব্যবসার অত্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে।

পুলিসের ডাণ্ডাবাযী

জনতার পৃষ্ঠ প্রদর্শন

মাদ্রাজের ৯ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ ভেলোর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, মাদ্রাজ গুড়িয়ামে তাড়ির দোকানে পিকেটিং করিবার অপরাধে ৬ জন কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রেপ্তার হইলে স্থানীয় তালুক আফিসে এক জনতা হয় এবং ঐ জনতার সহিত পুলিসের সংঘর্ষ বাধে প্রকাশ, প্রথমে পুলিস ঐ জনতাকে লাঠী দ্বারা আক্রমণ করে। কিন্তু যখন তাহারা স্থানীয় জেলের দরজা ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে তখন পুলিস উহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয় ইহাতে কোন ফল না হওয়ায় পুলিসকে গুলী চালাইতে হয়। ফলে একজন নিহত এবং বহু ব্যক্তি আহত হয়। ইহার পর জনতা তাড়ির দোকানগুলির দিকে অগ্রসর হয় এবং ঐগুলিতে আগুন ধরাইয়া দেয় এই সংবাদ পাওয়া মাত্র পুলিস সাহেব রিজার্ভ সৈন্য লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। এই সম্পর্কে যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল বিচারে তাহাদের প্রত্যেকের এক বৎসর করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

মুস্‌লিম লীগের অধিবেশন

মুসলমানের দাবী

সিমলার ১৩ই জুলাইর খবরে প্রকাশ, অদ্য মিঃ এম, এ, জিন্নার সভাপতিত্বে নিখিল ভারত মুস্‌লিম লীগ কাউন্সিলের এক অধিবেশন হয়। সাইমন রিপোর্ট, গোল টেবিল বৈঠক ও সীমান্তের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কাউন্সিলে আরও স্থির হয় যে, আগামী ১৬ই ও ১৭ই আগষ্ট লক্ষ্ণৌয়ে লীগের আগামী অধিবেশন হইবে। উহার সভাপতির নাম শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। মিঃ শাহ মহম্মদ এহয়াহ, মিঃ মাহমুদ সারওয়ার্দ্দী, ডাঃ যিয়াউদ্দীন, শেঠলালা শওকত আলি, হাজি আবদুল্লা হারুণ, মিঃ ফিরোয খাঁ নুন, রাজা গজনফর আলি, নবাব মহম্মদ ইসমাইল, খাঁ আবদুল কাদের সাদেক, মওলবী সৈয়দ মুর্ত্তযা, নবাব সার আবদুল কায়েম, মিয়া শাহ নওয়ায, ডাঃ মুফতি, মহম্মদ সালিক ও স্যর জুলফিকার আলি খাঁ। কাউন্সিলে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে,—(১) নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল এই সঙ্কট কালে আইন অমান্য আন্দোলন চলার প্রতিবাদ করেন, উহা দেশের স্বার্থের পক্ষে বিপজ্জনক; সেই হেতু কংগ্রেসকে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিতে এবং গোল টেবিল বৈঠকের জন্য উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টকে সমুদয় দমনমূলক আইন প্রত্যাহার ও রাজ-নৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী পূরণ করিতে অনুরোধ করিতেছে। (২) কাউন্সিলের বিবেচনায় সাইমন কমিশন, সাইমন কমিশনের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার অসন্তোষজনক হইয়াছে। ফেডারেল শাসন পদ্ধতির নীতি কাটখিল সমর্থন করিলেও নির্ব্বাচক মণ্ডলী ও অপর বিষয় সম্বন্ধে মুসলমানদের দাবী সন্তোষজনক ভাবে পূরণ করা হয় নাই। যে শাসন ব্যবস্থায় সন্তোষজনক ভাবে ঐ সকল দাবীর পূরণ করা হইবে না, তাহা ভারতের মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য হইবে না। (৩) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বর্ত্তমান গুরুতর অবস্থার প্রতি কাউন্সিল গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। পেশোয়ার তদন্ত কমিটির দুই বিচারকের মধ্যে একটি বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় এবং সাইমন কমিশন ঐ প্রদেশ সম্পর্কে অপর্য্যাপ্ত শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করায় অবস্থা আরও কঠিন হইয়াছে। ঐ প্রদেশে শান্তি ও সদ্ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ দুর্ঘটনা রোধ করিবার জন্য নেতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য এই কাউন্সিল গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছে।

প্রেসিডেণ্ট পদে ইয়াকুব

নন্দলালের বেয়াদবী

সিমলার ৯ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, ডেপুটী প্রেসিডেণ্ট মওলবী মহম্মদ ইয়াকুব অদ্য ভারতীয় ব্যবস্থা পারিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তিনি ৭৮ ভোট লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ ডাক্তার নন্দলাল মাত্র ২২টি ভোট পাইয়াছেন। নূতন সভ্যদের শপথ গ্রহণ করা হইলে মিঃ ইয়াকুব মিঃ জিন্নাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া চলিয়া যান। মিঃ জিন্না নির্ব্বাচন বিধি পাঠ করিতে যাইতেই ডাক্তার নন্দলাল ব্যবস্থাসম্পর্কীয় কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া গোলযোগ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন। মিঃ জিন্না কিম্বা সভাগৃহের আর কেহ ইহা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বারম্বার চুপ কর, চুপ কর শব্দে ডাক্তার নন্দলাল চুপ করিতে বাধ্য হন।

কিশোরগঞ্জে সংঘর্ষ

৯ জন আহত

কিশোরগঞ্জের ১৩ই জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, শুক্রবার সন্ধ্যা হইতে কিশোরগঞ্জ মহকুমার চণ্ডীপাশা, নারিয়ান্দী, নিশ্চিন্তপুর, কুমারপুর জঙ্গলিয়া, কালিয়াচাপরা, লইখা, মির্জ্জাপুর, আইনগাজী, পাকুণ্ডিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী আরও কয়েকটি গ্রামে হিন্দু গুণ্ডাগণ কর্ত্তৃক লুঠ-তরাজ আরম্ভ হইয়াছে। জঙ্গলিয়া গ্রামে প্রতিপত্তিশালী হিন্দু যমীদার কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহার পুত্র নিহত হইবার পর গুলী চালান হয় এবং তাহার ফলে ৮।৯ জন গুণ্ডা নিহত হয় ইহার পর তাঁহার বাড়ীর সমুদয় ৯ জন হিন্দু পুরুষই (কৃষ্ণ বাবু ও অবসরপ্রাপ্ত মোক্তার হরপ্রসাদ রায় সহ) নির্ম্মমভাবে নিহত হন। বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ যে, বাড়ীতে আশ্রয় নিয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে গুণ্ডাগণ আগুন ধরাইয়া দেয় গত কল্য সন্ধ্যায় গুলীর আঘাতে ও অন্য অস্ত্রে সাংঘাতিকভাবে আহত মাত্র ২ জন স্ত্রীলোক এখানে আনীত হইয়াছে। ময়মনসিংহ হইতে ৭৫ জন সশস্ত্র সৈন্য আসিয়াছে।

ভীষণ সশস্ত্র ডাকাতি

ষোল হাজার টাকা উধাও

দিল্লীর ৭ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ গত রাত্রিতে দিল্লীর একজন বিশিষ্ট নাগরিক, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শেঠ লক্ষ্মীনারায়ণ গাড়োড়িয়ার দোকানে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, রাত্রি প্রায় ১০টার সময় শহরের জন-বহুল অঞ্চলে ক্লক টাওয়ারের নিকট শেঠজীর স্বদেশী ষ্টোরে ৫ জন যুবক প্রবেশ করে। তন্মধ্যে ২ জন দেখিতে বাঙ্গালীর ও একজন শিখের মত। ঘটনাস্থল প্রধান থানা হইতে এক ফার্লং-এর মধ্যে। যুবকরা পিস্তল দেখাইয়া ষ্টোরের কেশিয়ারকে লোহার সিন্দুকের চাবি দিতে বলে। কেশিয়ার তাহা করিলে তাহারা সিন্দুক খুলিয়া নোট, নগদ টাকা ও খুচরায় ১৬ হাজার ১ শত টাকা লইয়া প্রস্থান করে। তাহারা টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়াছিল। সিন্দুকে বহু সহস্র টাকার গহনা থাকিলেও যুবকরা তাহাতে হাত দেয় নাই। দোকানের কেহ কোনরূপ সোর গোল করিবার চেষ্টা করিলে তাহারা তাহাকে খুন করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। প্রকাশ, ডাকাতরা চলিয়া গেলেই ষ্টোরের কর্ম্মচারীরা চীৎকার করিয়া লোকজন জড় করে। লোকজন আসিতে দেখিয়া ডাকাতরা কয়টা গুলী ছুড়ে ও সেরূপে পথ পরিষ্কার করিয়া লয়। তাহারা তার পর একখানা মটরে উঠিয়া চলিয়া যায়। মটরখানা কুইন্স গার্ডেনে অপেক্ষা করিতেছিল। বাবু গাড়োড়িয়ার নিকট অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তিনি ইতঃপূর্ব্বে দুইখানা পত্র পান। তাহাতে "ভারত মাতার সেবা"র জন্য তাঁহার নিকট ২ হাজার টাকা ধার চাওয়া হয়। প্রথম পত্রখানা প্রধান থানার নিকটবর্ত্তী খালসা হোটেল হইতে আসে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় পত্র আসে নয়া দিল্লীর পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীটস্থ কোন মন্দির হইতে। উভয় পত্রেই স্বাক্ষরের স্থলে লেখা ছিল—"বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হউক।" প্রকাশ, পত্র লেখকরা দলভুক্ত লোক; তাহারা দেশের সেবায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছে। পত্রে লেখা ছিল যদি আমরা জয়লাভ করি, তবে আপনার টাকা সুদ সমেত ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। নতুবা টাকা ফেরৎ পাওয়ার আশা আপনাকে ত্যাগ করিতে হইবে। আমরা ভারতের জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; তাহার তুলনায় আপনার ঐ অর্থ অকিঞ্চিৎকর। প্রকাশ, ঐ দলের একজন যুবক ছাত্র, নাম বিশ্বম্ভর দয়াল, বাবু গাড়োড়িয়া তাহাকে বৃত্তি দিতেন। বাবু গাড়োড়িয়া একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী; গত মাসে বিদেশী বস্ত্রের দোকানে যে পিকেটিং হয়, তাহাতে তাঁহার সহধর্ম্মিনী অন্যতম নেত্রী ছিলেন। মিঃ গান্ধী দিল্লীতে তাঁহার বাটীতে অবস্থান করেন। এই ঘটনায় দিল্লীতে হুলস্থুল পাড়িয়া গিয়াছে। পুলিস তদন্ত করিতেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

মুখতসর

ওয়েলিংটনের ৮ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সার যোসেফ জর্জ্জ ওয়ার্ড পরলোক গমন করিয়াছেন।

—o—

কুমিল্লার ৭ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ স্থানীয় জিলা স্কুলের ৪ জন ছাত্র গভর্নমেন্ট মিছিলে যোগদান করার প্রধান শিক্ষক তাহাদিগকে এক বৎসরের জন্য স্কুল হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন।

—o—

হবিগঞ্জের ৪ঠা জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, হবিগঞ্জ লোক্যালবোর্ড স্থির করিয়াছেন, বানিয়াচং পুলিস থানার অধীন কোনও স্থানে তাঁহারা শীঘ্রই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদান প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবেন।

—o—

প্যারিসের ৫ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ 'পেতি পারিসিয়ে' নামক পত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, বুর্বোশীয় ডন লুইয়ের সহিত প্রিন্সেস এমেলিদে ব্রগলীর বিবাহ হইয়াছে। বরের বয়স ৪০ বৎসর এবং পাত্রীর বয়স ৭৩ বৎসর।

—o—

তিহরানের ১ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ পারস্য মজ্‌লিসে স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমান অহেরিজম শহরের চতুর্দ্দিকে একটী প্রকাণ্ড নগরী নির্ম্মাণ করা হইবে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে ভবিষ্যতে ভূমিকম্প হইলে এই প্রস্তাবিত সহরে ক্ষতি হইবে।

—o—

কনষ্টান্টিনোপালের ৬ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, তুর্কী সৈন্যগণ বোমানিক্ষেপকারী বিমানপোতসহ পারস্য সীমান্তে বিদ্রোহী আক্রমণকারী কুর্দ্দদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে ও অশ্বচালনা ও লক্ষ্যভেদে বিশেষ পারদর্শী হওয়ায় তাহারা দুর্দ্দমনীয় তাহারা তুর্কীদের তিনটী বিমানপোতকে গুলীদ্বারা ভূতলে পতিত করিয়াছে।

—o—

লাহোরের ৮ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ লাহোর হইতে ২০ মাইল দূরবর্ত্তি রাজাজঙ্গ নামক পল্লীতে রাস্তার ধারে একটি ঠেলা গাড়ীতে পুলীস মারাত্মক রকমের ৫টি বোমা পাইয়াছে। কোন একটী লোক আসিয়া নাকি পুলিসের নিকট সন্ধান দেয়। পুলিস তদনুসারে ঐ স্থানে যাইয়া উত্তমরূপে বোমা গুলী উদ্ধার করে।

—o—

মেদিনীপুরের ১০ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ সম্প্রতি মেদিনীপুর সহরের উপকণ্ঠে নাড়াজোলের রাজপ্রাসাদের সান্নিধ্যে একটা বাস দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। একখানি বাস উল্টাইয়া পড়িয়া যাওয়ায় দুইজন লোক মারা গিয়াছে ও বহু লোক আহত হইয়াছে। আহত লোকদিগের মধ্যে একজনের অবস্থা সঙ্কটজনক।

—o—

গত রবিবার দ্বিপ্রহরে কলিকাতা পার্ক সার্কাসের ট্রাম ডিপোর নিকট একটা বোমা ফাটিয়া যায়। ফলে একখানি কুড়েঘরের চাল একেবারে উড়িয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে এই অঞ্চলে বিষম চাঞ্চল্যভাব আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। পুলিস ২ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদিগের হাযত-বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে।

—•—

হ্যাঙ্কোর ৭ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ চীনের বলসেভিকগণ ই-উ-চু অধিকার করিয়াছে। তাহারা আমেরিকার কামান বাহী জাহাজের উপর গুলী বর্ষণ করিয়াছিল। বৃটিশ জাহাজের উপর গুলী করিতেও তাহারা ছাড়ে নাই। ইহাতে একজন নিহত এবং দুইজন আহত হইয়াছে। পিকিনস্থিত যুক্তরাজ্যের দূত, চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইতেছেন।

—o—

বগুড়ার ৮ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ গত রাত্রিতে স্থানীয় জেল হইতে ৭ জন কয়েদী পলায়ন করিয়াছিল। তাহারা বহু প্রকোষ্ঠ এবং ওয়ার্ডের দরজা ভাঙ্গিয়া জেলের প্রাচীর টপ্‌কাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ইহাতে একজন ওয়ার্ডার এবং একজন কনেষ্টবল আহত হইয়াছিল। পরদিন সকালে একজন পলাতক আসামী ধরা পড়িয়াছে। এ পর্য্যন্ত আর কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

—o—

বালনের ১০ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, সাইলেসিয়ার অন্তর্গত হসরফ নামক স্থানে কয়লার খনিতে ভীষণ বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে বহুলোক মারা গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ৬৭টি মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ৫৭ জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। এখনও যাহারা খনির গর্ভে রহিয়াছে তাহাদিগকে বাঁচান যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

—o—

সুরাটের ৮ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, ন্যাশনাল প্রেসের নিকট ২০০০৲ টাকার জামিন চাওয়া হইয়াছে। "সুদর্শন" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা উক্ত প্রেস হইতে প্রকাশিত হইত। সম্ভবতঃ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইবে।

—•—

লণ্ডনের ১০ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ "রয়টার" জানিতে পারিয়াছেন—সাইমন কমিশনের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী মিঃ আর, এইচ, এ, কার্টারকে গোল টেবিল বৈঠকের সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইণ্ডিয়া অফিসের কর্ম্মচারী মিঃ এস, জি, গ্রিষ্ট ইহার সহকারী হইবেন।

—o—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এক বিশেষ সভায় স্থির হইয়াছে পিকেটিং প্রভৃতির জন্য ১৪ই জুলাই ইণ্টারমিডিয়েট আইন পরীক্ষা আরম্ভ হইবে না। আগামী ২৮শে জুলাই হইতে এই পরীক্ষা গৃহীত হইবে। আইনের শেষ পরীক্ষা যে দিন আরম্ভ হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল সেই দিনই আরম্ভ হইবে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করা হইবে না।

—o—

রঙ্গপুরবাসী কৃষককুলের ভীষণ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। কচুর পাতা সিদ্ধ পাটের পাতা খাইয়া ক্ষুধা তাড়নার সহ্য করিতে না পারিয়া জীবনান্ত হইতেছে। অনেক স্থান হইতে এরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। চুরি ডাকাতির সংখ্যা এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে ভাবিলে আরবের মরুভূমি মধ্যস্থিত অসহায় গৃহস্থ ও পথিকের কথা মনে পড়ে। ধন, প্রাণ, মান, ইয্‌যত আজ আর পল্লীতে নিরাপদ নহে।

—o—

গত ১ই জুলাই শিয়ালদহ ষ্টেশনে দুইজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ তাহাদের কাছে একটা বোমা পাওয়া গিয়াছে। তাহারা বরিশাল এক্সপ্রেস হইতে অবতরণ করিলেই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ তাহাদের সঙ্গে ট্রাঙ্ক ছিল। সেই ট্রাঙ্কের মধ্যে বোমা পাওয়া গিয়াছে এ সম্পর্কে আরও জোর তদন্ত হইতেছে। ধৃত যুবক দুই-জনের প্রতি হাযতবাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—o—

ষ্টকহলমের ৮ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ ২৭টি দেশ হইতে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি এবার আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। ষ্টকহলমে ৫ম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। প্যালেষ্টাইন, মিসর ও ভারতবর্ষের প্রতিনিধিও এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। জনৈক ফরাসী প্রতিনিধি তাঁহার বক্তৃতায় আমষ্টার্ডম কংগ্রেস হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল কাজ হইয়াছে তাহার বিবরণ প্রদান করেন।

—o—

মুন্সীগঞ্জের ৯ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ ঢাকার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হাডসন যখন সশস্ত্র পুলিস লইয়া সমস্ত মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় খানাতালাশ ও গ্রেপ্তার করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময় শুক্রবার রাত্রে টাঙ্গীবাড়ী থানার অন্তর্গত কামারখাড়ার টেলিগ্রাফ লাইন আবার হিন্দু দুর্‌বৃত্তগণ কাটিয়া দেয় এবং তাহার ফলে ঘাম্বিয়া দীঘির-পাড়, ভরহর এবং লৌহজঙ্গের টেলিগ্রাফ আফিসারগুলির কাজ দুইদিনের জন্য বন্ধ থাকে।

ই, বি, আর, টাইম্ টেব্‌ল

কলিকাতা

			ছাড়িবার সময়		পৌছিবার সময়
দার্জ্জিলিং মেল		বিঃ	৮টা ৫৪ মিঃ	সকাল	৭টা ৯মিঃ
আসাম	,,	,,	১,, ৩০ ,,	বিকাল	১টা ১৫মিঃ
চিটাগাং	,,	সকাল	৭,, ৩৫ ,,	,,	৭,, ২৪ ,,
ঢাকা	,,	বিকাল	১০,, ২৪ ,,	সকাল	৫ ,, ৩৯ ,,
বরিশাল এক্সপ্রেস	,,		২ ,, ৪০ ,,	,,	১০ ,, ৩৪ ,,
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার	,,		৭ ,, ০ ,,	,,	১০ .. ৪৪ ,,
সিরাজগঞ্জ	,,		৮ ,, ১৪ ,,	,,	৭ ,, ২৪ ,,
সান্তাহার	,,		৩ ,, ৩৪ ,,		....
সিলিগুড়ি	,,		৯ ,, ৫৪ ,,	,,	৬ ,, ১ ,,
পার্ব্বতীপুর		সকাল	১১ ,, ১৪ ,,	,,	৪ ,, ৯ ,,
কাটিহার		বিঃ	২ ,, ৫০ ,,	,,	৬ ,, ৫১ ,,
,,		,,	১০ ,, ৫৪ ,,	বিকাল	২ ,, ৫৪ ,,
আমনুরা		,,	৯ ,, ৪ ,,	সকাল	৫ ,, ৪ ,,
খুলনা		,,	৯ ,, ১৪ ,,	,,	৫ ,, ৪১ ,,
,,		সকাল	৫ ,, ৫ ,,	বিকাল	১০ ,, ৪ ,,
,,		,,	৯ ,, ৩০ ,,	,,	৪ ,, ১১ ,,
দিল্লী এক্সপ্রেস (ভায়া ই, আই, আর)			বিকাল ১০ ,, ১৪ ,,	সকাল	৬ ,' ১৪ ,,
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস			সকাল ১ ,, ৫৪ ,,	বিকাল	৬ .. ১ ,,

শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক

শিবপুর মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আই-এ বা ম্যাট্রিক পাশ একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং ৪র্থ ৫ম শ্রেণীর বালিকা দিগের আরবী, উর্দ্দু ও বাংলা উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ একজন ২য় শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী। ২৫শে জুলাইয়ের মধ্যে প্রশংসা পত্র সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

মুন্‌শী জামাল উদ্দিন মোল্লা
৪২৭নং জি, টি, রোড, শিবপুর (হাওড়া)।

বিজ্ঞাপন

নূতন বাটী বিক্রয়

ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মওলবী মতলুব আহ্‌মদ চৌধুরী মরহুমের নব-নির্ম্মিত দ্বিতল বাড়ীখানি বিক্রয় হইবে। কড়েয়ায় একটি নূতন রাস্তার উত্তর পার্শ্বে সাহেবী কেতায় এই সুন্দর বাড়ীখানি অবস্থিত। কোনও মোসলমান বড়লোক এই বাড়ীখানি ক্রয় করিলে বড় ভাল হয়। অতি উৎকৃষ্ট হাওয়াদার বাড়ী। "আল্-মুস্‌লিম" আফিসে পত্র লিখুন। মাত্র দুই বৎসর হইল বাড়ীখানি নির্ম্মিত হইয়াছে।

রেজিষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী
ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধিকরে ৪০বটিপূর্ণ কৌটারমূল্য ১৲
নপুংসকত্বারী ঘৃত
বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২তোলা কৌটারমূল্য ১৲এক টাকা
রমণবিলাসিনী বটিকা
শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটিকার মূল্য ১৲এক টাকা
রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

Lister
লিষ্টার

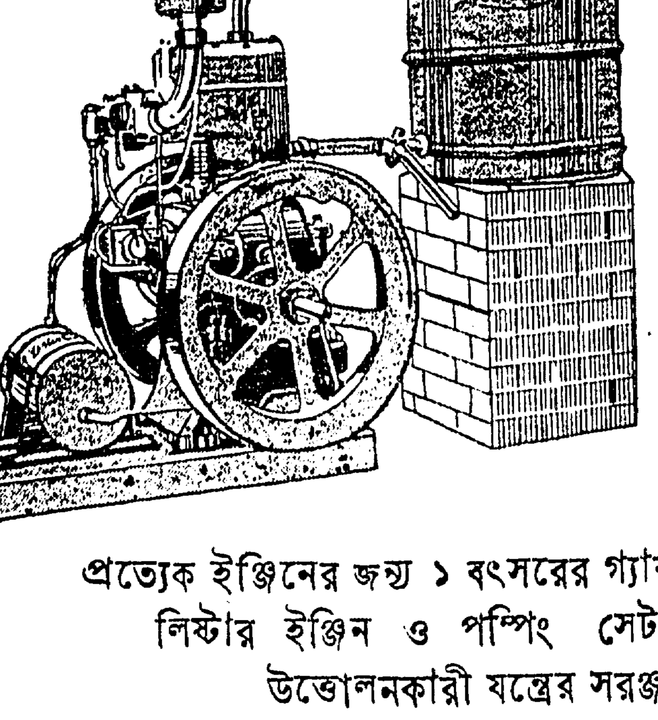

কেরোসিন অয়েল ইঞ্জিনস্
অতি কম খরচায় বাজারে প্রচলিত অন্যতম অয়েল ইঞ্জিন
(তৈল দ্বারা পরিচালিত ইঞ্জিন)
দৃঢ় গঠন, আধুনিক রচনা কৌশল, সহজে চালান যায়!
প্রত্যেক ইঞ্জিনের জন্য ১ বৎসরের গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়।
লিষ্টার ইঞ্জিন ও পম্পিং সেটস্ (জলাদি উত্তোলনকারী যন্ত্রের সরঞ্জাম)
ইহার সচিত্র দ্রব্য তালিকা
একমাত্র প্রতিনিধিগণ (সোল এজেণ্টস্)
Balmer Lawrie & Co., Ltd.
১০৩ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫ নং গ্রেহাম রোড, বম্বে।
নিকট হইতে পাওয়া যায় 12/143

বাজার দর

—:o:—

পাট—

আমদানী ৫০০৲ মণ রপ্তানী ১৩৫০০৲ মজুত ৩ ৪০০০৲ গত বর্ষে এই সময় মজুত ৩০৮০০০৲ মণ পাটের দর পাঁচ মণ পাকা গাঁইট ৬৮।০।

সোণা, রূপা—

ইংলিশ বার	প্রতি তরি	২১৸৶০
ট্যাকশালের বার	„ „	২১।৶০
বড়ালের বার	„ „	২১।৴০
চীনের পাত	„ „	২১।০
গিনি	প্রতি খান্	১৩৸১০
চাঁদি	প্রতি ১০০ তরি	৪৬৸৶০
ঐ খুচরা		৫৫।৴০

ঘৃত—

শ্রী	...	...	৮০৲
মটকা	...	...	৭৫৲
ভারতী	...	...	৭৩৲
খুরজা	...	...	৭৪৲
সিকেন্দ্রাবাদী	...	...	৭১৲
লক্ষ্মী	...	...	৭২।০
বাঁদা সাগর	...	...	৬৯।০

তৈল—

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাঁটি (রাধা-কৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর		২০।০
ঐ ১ মণের দর		২১৲
বিনোদ মার্কা ঐ		২১।০
কানপুর টিন সমেত		২১৲—২২৲
ঘানির		২০৲
নারিকেল তৈল		১৮৲—১৮৷০
রেড়ির তৈল		১৩৲—১৩৲

কেরোসিন তৈল—

আমেরিকান তৈল :—

বানর		৮৴০
ঐ টিন		৬।৶০
হাতী ১ গ্যালন	দুই টীন	৬৷৶০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোঃ

২। বর্ম্মা তৈল :—

চক্র	৬।৶০	দুই টিন
সূর্য্য	৬।৶০	„
তারা	৬।৶০	„
ভিক্টোরিয়া	৫৸৶০	„
হাঁস	৫৸১০	„
ছাগল	৫॥১০	„
মুর্গী ও চাবি	৫৸৶১০	

আটা, ময়দা, সুজী—

সর্ব্বোৎকৃষ্ট	৬।৴০
গৃহস্থের	৬৴০
বি, আটা	৬।৴০
এস নং „	৫৸০
২ নং „	৫৸৶০
৩ নং „	৪৶০
সুজী	৬।৶০

মসলা—

লবণ	১০০৲ মণ	১২৯৸৶০
হলুদি (মছলি পত্তন)		১০॥০
সুপারি (মাঝারি)		১৭॥০
ঐ বড়দানা (ঐ)		১৮॥০
ঐ ছোট		১৮৲
ঐ (জাহাজী)		১২৲—১৪৲
ধনিয়া		৫৲—৫।০
গোল মরিচ (কানানোরী)		৬০॥০
লবঙ্গ	সের	১।০
এলাচি (বড়)	মণ	২১॥০
ঐ (ছোট)	সের	৪৲
সাগুদানা	মণ	৮।০
এরারুট		৮।৶০
ধুনা (জাহাজী)		৬।০—৭৲
ঐ (রেঙ্গুনী)		১২॥০
সুর্ম্মা		১৬।০
দারুচিনি		১১॥০
কর্পূর		১২৭৲
মিছরি (১—২ নং)		৮।০—৯।০

চাউল—

পাটনাই আতপ	৬।০—৬।৶০
চিনিশক্কর	৮।০—৯৲
দাউদখানি	৮৲—৮॥৶০
বাকতুলসী	৬।০—৭।০
বালাম	৬।৶০—৭৲
কাজলা	৪৲—৪।৶০
পাটনাই সিদ্ধ	৫।৶০—৫৸০
নাগরা	৫৲—৫।০

সুযশঃ—

কোন কারখানার সুযশঃ প্রতিষ্ঠা করা যেমন শক্ত, সুযশঃ হারানও তেমনি সহজ, সুতরাং বিখ্যাত কারখানার সুনাম অতি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে হয় এবং সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার আগ্রহ কারখানায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রীতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত।

মার্কের কারখানা ২৬০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতায় সারা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় গৌরব বাণী হইয়াছে।

মার্কোজোন

হাইড্রোজেন পারোক্সাইড (১২ ভাগ) এর প্রসিদ্ধ মার্ক ব্র্যাণ্ডএর প্রত্যেক বোতলেই এই সুযশঃ বিদ্যমান আছে।

"মার্ক ব্র্যাণ্ড হাইড্রোজেন পারোক্সাইড" চাহিলে যাহাতে ক্রেতা অন্য কোন নিকৃষ্ট জিনিষ দ্বারা প্রতারিত না হয়েন, এই জন্য ইহাতে "মার্কোজোন" কথাটি লিখিত আছে!

যে সকল ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পারোক্সাইড ব্যবহৃত হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে মার্কোজোনের ন্যায় দ্বিতীয় ঔষধ আর নাই। "মার্কোজন"ই ব্যবহার করিবেন—এবং ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন যে, আপনি বিখ্যাত "মার্কোজোন"ই পাইলেন কি না।

MERCKOZONE

৪, ১০ ও ২০ আউন্সের পেটেণ্ট বোতলে পাওয়া যায়।

আপনার পরিচিত সকল ঔষধালয়ে পাইবেন।

কেবল মাত্র ই, মার্ক ডার্ম্মষ্ট্যাড্ হেসি, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৪৭।২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা

এখানে জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। ২ বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস এবং তিন বৎসরে এইচ, এম, বি, উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩, টাকা।

ইহার সংলগ্ন ডিসপেন্সারিতে /৫, /১০ দরে ঔষধ এবং বাজার দরে অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। কলেজে নূতন আউট ডোর ডিসপেন্সারী খোলা হইয়াছে ও তাহা কলেজের সিনিয়ার ষ্টুডেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য—ডাক্তার এস খান, এম ডি, (আমেরিকান) ৪৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন। প্রাইভেট পরীক্ষা লওয়া হয়।

এ, হাই, এণ্ড কোং

'ক্রোম' ও উজ্জ্বল 'কীড্' প্রভৃতি উন্নত ধরণের চামড়া ও জুতার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম-বিক্রেতা এবং সাধারণ অর্ডার সরবরাহকারী।—উক্ত বিখ্যাত কোম্পানি মালের আমদানী রপ্তানী যথানিয়মে করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা গুদামে বহু জিনিস-পত্র সঞ্চিত রাখেন।

নিম্নলিখিত মালগুলিও বর্ত্তমানে কোম্পানির ভাণ্ডারে মৌজুদ রহিয়াছে:-

১। কাল, কটা ও খয়ের রঙের ক্রোম্ চর্ম্ম।
২। কাল, কটা ও বন-কটা রঙের উজ্জ্বল ছাগ-চর্ম্ম
৩। বিভিন্ন বর্ণের মখমল-চর্ম্ম।
৪। (ক্রোম্ ভেড়ার) 'বাফ্' চর্ম্ম।
৫। বাছুর ও 'ছুড়ে'র বার্ণিশ করা চর্ম্ম।
৬। মাদ্রাজী ও কাবুলী ভেড়ার এবং মাদ্রাজী গরুর চর্ম্ম।
৭। গো-মহিষের ক্রোম্ ও বার্ণিশ করা গোড়ালির চর্ম্ম।
৮। কাল ও কটা বর্ণের নানাবিধ প্যাটেণ্ট-চর্ম্ম
৯। বিভিন্ন রঙের 'সিউড' চর্ম্ম।

হেড্ অফিস:—৩৩।১, বেনেপুকুর রোড
ব্রাঞ্চ:—২৯।১ বেনেপুকুর রোড
কলিকাতা।

টেলি:—"আন্ কোর্সিন।"

দৈবপ্রাপ্ত
ধবল রোগের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতি রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন বা খোদার ফজলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবেন। বহু পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসা পত্র আছে। মূল্য ২১০ আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি
ম্যানেজার হানাফী
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫ম বর্ষ আরম্ভ হইল

শরিয়তে এস্‌লাম

খৃষ্টানী-তিমির, শুদ্ধির কুহেলিকা, বেদয়াতি-জুলমৎ এবং উচ্ছৃঙ্খল তরুণের ভ্রান্ত-মতবাদ অবদান করিয়া এসলামী জাতীয়তা ও শরিয়তের পূর্ণ প্রতিধ্বনি—"শরিয়তে-এস্‌লাম" গত পাঁচ বৎসর হইতে প্রতিমাসে সুনিয়মিত ভাবে সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতেছে। কোরআন, হাদীস, তফছীর, ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞান এসলামী রীতি নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রকৃত উন্নতির অক্লান্ত প্রচারক—"শরিয়তে এস্‌লাম" পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ফুরফুরার মহামান্য জনাব পীর সাহেবের "ওছীওৎ-নামা" এবং মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব প্রমুখাৎ দেশমান্য আলেম বৃন্দের লেখনী নিঃসৃত অমৃতময়ী প্রবন্ধ সম্ভারে সজ্জিত হইয়া "শরিয়তে-এস্‌লাম" মোসলেম সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। অসত্যের তমসায় সত্যের চির-দীপ্ত মশাল—"শরিয়তে-এসলামের" সাহায্যে পথ দেখিয়া লউন। বার্ষিক মূল্য মাত্র ১, এক টাকা। ভিঃ পিতে ১।০ সিকা।

ম্যানেজার—শরিয়তে এস্‌লাম,
১৩নং গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট (চাঁদনী), কলিকাতা।

ডাঃ ওয়াই, এ, খাঁর

অমৃত মঞ্জরী

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, পেটের কামড়, পেটে ব্যথা, পেটে বায়ু জমা, বুকজ্বালা করা, অম্লশূল, পিত্তশূল, শ্বাসশূল, লিভার ফোলা, লিভারে বেদনা, স্রাব, সূতিকা, গ্রহণী, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণজনিত মাথাধরা, অনিদ্রা, কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার অমৃত-মঞ্জরী নাম সার্থক কিনা বুঝিতে পারিবেন। বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ডজন ৪।০ আনা, মাঃ স্বতন্ত্র।

ভিগর

ধাতু-দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, মেহ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগের সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা স্নায়ুমণ্ডলী সুদৃঢ় করিয়া জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্মরণশক্তি ও মেধা বৃদ্ধি করে। বাজীকরণে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। সুস্থ শরীরে নিয়মিত ব্যবহার করিলে শত শত নারী গমনেও দুর্ব্বলতা বোধ হয় না। যাহারা অনিয়মিত বীর্য্যক্ষয় করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন, অথবা মনের শত সহস্র বাসনা কামনা থাকা সত্ত্বেও বার্দ্ধক্য-জনিত তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছেন না তাহাদের নিকট আমাদের অনুরোধ ডাঃ ওয়াই, এ, খাঁর ভিগর ১ শিশি ব্যবহার করিয়া দেখুন। প্রথম দিন ব্যবহারেই ফল বুঝিতে পারিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৮০, ৩ শিশি ৪৮০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

সিফিলিস কিওর

(গর্ম্মিঘায়ের সদ্য ফলপ্রদ মলম)

ইহা ব্যবহারে যে কোন প্রকারের ও যতদিনের পুরাতন দূষিত গর্ম্মি হউক ৪ দিনে আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১।০ আনা ৩ শিশি ৪৲, মাঃ স্বতন্ত্র।

ডেণ্টালীন

দাঁত ফোলা দাঁতে যন্ত্রণা হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্ত-রোগের অব্যর্থ মহৌষধ মূল্য প্রতি শিশি ৫০ আনা ডজন ৩।০ মাঃ স্বতন্ত্র।

দদ্রুভঞ্জরী ঃ—ইহাতে সর্ব্ববিধ দাদ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি কৌটা।০ আনা, ৩ কৌটা ॥৵০ আনা ডজন ২।০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

ইচ্ছা ভেদী ঃ—ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিয়া ২।১ বার দাস্ত হয়। ইহাতে শরীরে দুর্ব্বলতা অথবা অন্য কোনপ্রকার গ্লানি উৎপন্ন হইতে দেয় না। মূল্য প্রতি কৌটা।০ আনা. ডজন ৪।০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

সোল এজেণ্ট—এস, ডি, খান এণ্ড ব্রাদার্স
মেডিসিন টিকিট এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স
শোভাবাজার ষ্টোর—(অ) ১৫৫ অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমাদের হোমিওপ্যাথিক বিভাগে আমেরিকা হইতে আনীত টাট্‌কা ও খাঁটি ঔষধ। /৫ ও /১০ ড্রাম বিক্রয় হয়। শিশি, কর্ক যাবতীয় ডাক্তারী বই ও যন্ত্র সর্ব্বদা মজুত থাকে। আশা করি মুসলমান ভাইয়েরা আমাদের এই আয়োজন ব্যর্থ হইতে দিবেন না।

ফরিদপুরের কেন্দ্রীয় খাদেমুল-ইনসান্ সমিতির মুখপত্র

মোয়াজ্জিন

বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রাণ তরুণ মোসলেম সমাজের আদর্শ সাহিত্য পত্রিকা। "মোয়াজ্জিন" সাম্য, মৈত্রী ও প্রেম শান্তির সুমহান মিনারে দাঁড়াইয়া সমগ্র মানব জাতিকে মিলন ও মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছে। দেশের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ও কবিবৃন্দ মোয়াজ্জিনের নিয়মিত লেখক। দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। বার্ষিক মূল্য ২, দুই টাকা।

ম্যানেজার—"মোয়াজ্জিন"—ফরিদপুর।

প্রাইজ, লাইব্রেরী এবং নভেল বহি

পাক পাঞ্জাতনের জীবনী	৪।০	কোর-আন-শরীফের উপদেশ	৵০
হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর বিস্তৃত জীবনী	২৲	খোদা প্রাপ্তি তত্ত্ব	২৲
আদর্শ মানব (হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ	১৲	দরবেশ কাহিনী	১।০
হজরোত ফাতেমা যোহরার জীবনী	১৲	ভাগ্য লিপি	২৲
হজরত হাসান হোসেনের জীবনী	২৲	মরুর কুসুম	১০
চারি আস্‌হাবের জীবনী	২।০	সতী মহিমা	১০
হজরত বড় পীরের জীবনী	১।০	পরলোক দর্শন	৸৵০
মেশ্‌কাত্‌ জান্নাত বঙ্গানুবাদ	॥০	স্বর্গীয় আনন্দ	৸৵০
মসায়েলে ইস্‌লাম	১।০	জরিনা	৸০
ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও নামাজ শিক্ষা	৵০	তুর্কী বীর	৸০
মজ্‌মুয়ে ওয়াজ শরীফ ১ম	১।০	সংসারে পয়সা সার	৸০
ঐ " " ২য়	১।০	খোস গল্প	৸০
		বেহেশ্‌তের অলঙ্কার	৸০

মনিরুদ্দিন আহমদ এণ্ড সন্স
"মোসলেম লাইব্রেরী" ঢাকা

Printed and Published by Fazlul Huq Selbersi at The Islamia Printing House, 47 Ripon Street, Calcutta.

আপনি কি ধাতু-সম্বন্ধীয় রোগে ভুগিতেছেন ?
তবে অবিলম্বে

ডাঃ উঁনের সেক্স-ডিলাইট

ব্যবহার করুন

যাঁহাদের শুক্র জলবৎ তরল, ধারণা-শক্তি মাত্রই নাই, এজন্য যাঁহারা সহবাস সুখে বঞ্চিত যাঁহাদের প্রস্রাবের সহিত এমন কি বাহ্যে বসিয়া কোঁথ দিলে সরু সুতার ন্যায় শুক্র নির্গত হয় এবং সামান্য উত্তেজনায় বীর্য্যপাত হয়, যাঁহাদের পুরুষাঙ্গ দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া পড়ায় যাঁহারা স্ত্রীসহবাসে অক্ষম অথবা সহবাসের পূর্ব্বেই যাঁহাদের বীর্য্য-স্খলন হইয়া যায়, এজন্য যাঁহারা সদাই মনমরা, কার্য্যে স্ফূর্ত্তিহীন, তাঁহাদের পক্ষে এই মহৌষধ অমৃততুল্য। বৃথা আড়ম্বর করিতে চাহি না। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার আশ্চর্য্য ফল বুঝিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত ইহা সেবনে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বীর্য্যস্তম্ভন অর্থাৎ এমসাক হইয়া স্ত্রীর মনে আনন্দ দান করে। ইহা বৃদ্ধকেও যুবার ন্যায় ক্ষমতা দান করে। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২, টাকা, ৩ শিশি ৫, টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। অর্ডারকালীন এই কাগজের নাম উল্লেখ করিবেন

প্রাপ্তিস্থান—দি গ্লোব লেবরেটরী
১১নং মার্কেট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টাকায় টাকা লাভ। রোগীর অশেষ উপকার। ব্যবসায়ীর চূড়ান্ত লাভ।

কেরামতী ঔষধালয়।

তাহিরপুর (বেঙ্গল)
স্থাপিত সন ১৩০০ সাল। ইং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ।

কলিকাতা, ঢাকা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের ন্যায় শুধু বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ও ছবির চাটুকতা নাই। বহু পরীক্ষিত ও সন্তোষজনক ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে প্রস্তুত হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় ও চিঠিপত্রাদি গোপনে রাখা হয়। এজেন্ট ও পাইকারকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। ঔষধের মূল্য ছাড়াও ডাকমাশুল ও প্যাকিং আদি খরচ গ্রাহকের অতিরিক্ত লাগে। কিন্তু ঔষধের সমস্ত মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে যাবতীয় খরচ আমরাই বহন করি। আমাদের নিকট কোনরূপ প্রতারণা নাই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"আসল আবেহায়াত" :—নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক ইউনানী মহৌষধ ১২৫ প্রকার রোগে হাতে হাতে ফল। অনুপানের কোন হাঙ্গামা নাই। 'মকরধ্বজ'ও ইহার নিকট হার মানিয়াছে। সেবনে বাঁধাধরা নিয়ম বা কষ্ট নাই। ইহা দীর্ঘ স্থায়ী ঔষধ। কচি শিশু, গর্ভবতী, বৃদ্ধ দুর্ব্বল সকলেই নিঃসন্দেহে সেবন করিতে পারে। মূল্য বড় শিশি ২, টাকা। ১২ শিশি ১৮, টাকা। ছোট শিশি ৷৹ আনা। ১২ শিশি ৩৷৷৹ টাকা।

"হোসেন সুধা" :—সর্ব্বপ্রকার দাদ, কাউর, চুলকানী, পাঁচড়া, পামা, পাকুই, আচার, যে কোন রকম ঘা, ইত্যাদি সকল রকম চর্ম্মরোগেই বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় দুইদিনে নিশ্চয় আরোগ্য। কাপড়ে দাগ লাগেনা বা কোন দুর্গন্ধ হয়না। মূল ১ প্যাক /৹ এক আনা। ১২ প্যাক ৷৹ আনা। ২৫ প্যাক ৸৶৹ আনা। ১০০ প্যাক ৩, টাকা। এক হাজার ২৫, টাকা। উক্ত মলমের গুণযুক্ত 'সুধা মলম' ১ কৌটা ৶৹ তিন আনা। ১২ কৌটা ১৷৹ টাকা। ১০০ কৌটা ১০, টাকা।

"হব্বে আজম" :—সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন প্রমেহ, ধাতুদোষ, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাব, বহুমূত্র, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, পুরুষত্বহীনতা বা নামর্দ্দী প্রভৃতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। তিন দিনেই ফল বুঝা যায়। রোগ খুব কঠিন ও পুরাতন হইলেও তিন সপ্তাহের বেশী ঔষধ সেবন করিতে হয় না। ইহা অধিকন্তু উৎকৃষ্ট বাজীকরণ, রসায়ণ, শুক্রবৃদ্ধিকারক ও গাঢ়কারক এবং বীর্য্যস্তম্ভকারক। মূল্য (৩ সপ্তাহের ঔষধ) ১ শিশি ১০, টাকা স্থলে ২৷৹ আড়াই টাকা। ১২ শিশি ২৫, টাকা।

"ইউনানী যৌবনবাহার তৈল" :—সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগের মহাসুগন্ধি কেশ তৈল ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ, শ্লেষ্মা, সান্নিক, সান্নিপাত ইত্যাদি যে কোন কারণে উৎপন্ন মাথার দোষ অল্প সময়ে আরোগ্য হয়। চুলউঠা, মরামাস, খুস্কী, অকালে চুল পাকা, টাক প্রভৃতি ভাল হয়। বাজারে ইহার মত গরম উপকারী তৈল একটীও নাই বলিলেই হয়। মাথায় লাগান মাত্র আরাম মিলে। ইহা একাধারে ঔষধ ও সৌখীন বিলাস সামগ্রী। মূল্য বড় শিশি ১, টাকা। ১২ শিশি ৯, টাকা। ছোট শিশি ৷৹ আনা। ১২ শিশি ৪, টাকা।

যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ "সুরমা নামিরা" ১ শিশি ৶৹ দুই আনা। ১২ শিশি ১০৹ আনা

হোব্বেবোখার ঃ—নূতন বা পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ। ১ বড়ীতেই জ্বর যায়। জ্বর খুব কঠিন ও পুরাতন হইলেও ৩ বড়ীর বেশী একটা রোগীর লাগেনা। ইহাতে কুইনাইন নাই। জ্বরে পৃথক জোলাপ দিতে হয়না। এই ঔষধেই দাস্ত খোলাসা হইয়া জ্বর যায়। সেবনে কষ্ট নাই। কারণ, ঔষধের কোনই স্বাদ নাই। মূল্য ১ বড়ী /৹ এক আনা। ২৫ বড়ী ৸৹ আনা, ১০০ বড়ী ২৷৹ টাকা। এক হাজার ২০, টাকা।

'মহাশক্তি' :—নূতন; পুরাতন সর্ব্বপ্রকার বাত ও বেদনার মহৌষধ। একবার লাগান মাত্র আরাম বুঝা যায়। মূল্য ১ শিশি ৷৶৹ আনা ১২ শিশি ৫, টাকা।

বিফলে ৫০, দণ্ড দিব

এ, বি, সাহেবের জগদ্বিখ্যাত ও বহু প্রশংসিত এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী কৃত "কৃমিকুঠার" ১ মাত্রা সেবনেই ১ ঘণ্টায় সর্ব্ব প্রকার কৃমি মলের সহিত বহির্গত হয় পৃথক জোলাপের দরকার করে না। প্রতি পুরিয়া /৹ আনা ডজন ২, ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বহু এজেন্ট আবশ্যক।

এ, বি, সাহেব এণ্ড কোং
হাতিবান্ধা—ময়মনসিংহ।

অদ্ভুত

রতি শক্তি

ফকিরী দ্রব্যগুণ ও মালিশ

বিফলে মূল্য নিশ্চয় ফেরৎ

চূর্ণ—ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক ইহাতে মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি দূর করিয়া জলের ন্যায় তরল শুক্র গাঢ় করে। এক পেকেট ১৷৹ আনা।

মালিশ—পুরুষত্বহীনতার অমোঘ অস্ত্র। ইহাতে শিথিল, খর্ব্ব ইন্দ্রিয় সতেজ সুদৃঢ় ও বৃদ্ধি হয়। মালিশ ১ শিশি ১, টাকা।

শাহী বটী ১ নং—ইহা মেধা স্মৃতি ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ও ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, অবসাদ প্রভৃতি দূর করিয়া অসীম শক্তি প্রদান করে ও রতি-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করে। ১ কৌটা ২, ।

এমচাক বটি ২ নং—ইহা সেবনে মুহূর্ত্তে শরীর উত্তেজিত হইয়া বহুক্ষণ ব্যাপী বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ১ কৌটা ২, টাকা।

হাকিম মৌলবী কাজী আফাজ উল্লা
২৬৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিরজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়

গনোরিয়া

সাতদিনে আরোগ্য করা হয়
অনারোগ্যে মূল্য ফেরত
মূল্য প্রতি শিশি ২, টাকা
ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩৩১, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, জানবাজার, কলিকাতা

কর্ম্ম-খালি

দি ভানুগাছ ফ্রিশারী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী লিমিটেডের অবশিষ্ট সেয়ার বিক্রয়ের জন্য উচ্চ কমিশনে বিশ্বস্ত কর্ম্মঠ এজেন্ট আবশ্যক। মাছের চাষ যে, সর্ব্বাপেক্ষা লাভ ও অল্প ব্যয় জনক ব্যবসা তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ৫ পয়সার একটী পোনা ৩ বৎসর পরে ৪, কি ৫, মূল্যের একটা প্রকাণ্ড মাছে পরিণত হয়। এজেন্টগণও অদূর ভবিষ্যতে বখরী হইবেন। ৩ বৎসর পরেই কোং লভ্যাংশ ঘোষণা করিবেন বলিয়া আশা।

আলহাকেজ এজেন্সী, (ম্যানেজিং এজেন্টস্) মুন্সী বাজার। শ্রীহট্ট।

পয়গম্বর

বঙ্গবিখ্যাত খানবাহাদুর মরহুম মৌঃ তসলিমুদ্দিন আহমদ বি, এল, এর শেষ মহান দান।

ইস্লাম ধর্ম্ম প্রচারক, ইস্লাম সাম্রাজ্য সংস্থাপক এবং আদর্শ মানব হজরত মোহাম্মদের সম্পূর্ণ জীবন চরিত। কোরআন, তফসীর এবং হাদিস অবলম্বনে বহু নূতন বিষয়সহ ৫ খানি মনোমুগ্ধকর হাফটোন ছবিতে ভূষিত, উত্তম ছাপা ও বাঁধাই, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

হজরত ওমর (সৈয়দ আব্দুর রউফ)	১৷৹
সাহাবিয়া (খানবাহাদুর তমলিমুদ্দীন)	১৷৹
প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা (ঐ ২য় সংস্করণ)	৷৶৹
সম্রাট ছালাহ উদ্দীন (মৌঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল—সা'দত কলেজ)	১
বাদশাহ বাবর (ঐ ঐ)	৷৹
গুল্‌দাস্তা (মিঃ ওয়াজেদ আলী, বার এট-ল)	১
তাপসী রাবেয়া (মৌঃ সৈয়দ এমদাদ আলী)	৸৹
হাফেজা (ঐ ঐ)	৸৹
ইস্লাম ও বহুবিবাহ (কিদওয়াই ও আব্দুল কাদেরী)	•
ইস্লাম ও পর্দ্দা (ঐ ঐ)	•

কয়েকটী অতুলনীয় মহৌষধ

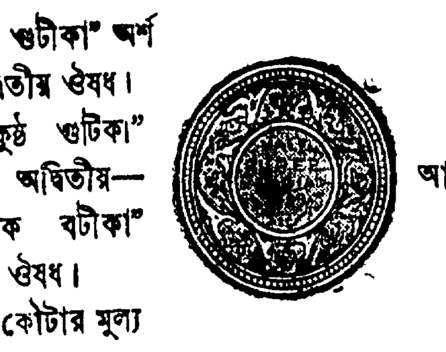

১। "অর্শহর গুটিকা" অর্শ রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ।
২। "শ্বেতকুষ্ঠ গুটিকা" শ্বেতকুষ্ঠের অদ্বিতীয়—
৩। "বিরেচক বটিকা" মৃদু বিরেচক ঔষধ।
প্রত্যেক কৌটার মূল্য আনা

৪। "মনিমঞ্জন" দাঁত নিরাপদ রাখিতে ও দাঁতের পীড়া নষ্ট করিতে পরীক্ষিত।
৫। "মনিমলম" সর্ব্বপ্রকার দদ্রু রোগের মহৌষধ।
প্রতি কৌটার মূল্য আনা

মানবের শরীর নষ্ট হয় কেন ও উহার উন্নতি করিবার উপদেশযুক্ত গ্রন্থ "কামশাস্ত্র" ঠিকানা সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়—২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শিশুদের মোস্তফা

যদি আপনি আপনার ছেলে-মেয়েদিগকে উন্নত করিতে চাহেন, জ্ঞানী, মানী ও বুদ্ধিমান দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের বুকের মধ্যে ধর্ম্মের মহা মানিক স্থাপন করিতে সাধ রাখেন, তবে মানুষের সেরা মানুষ, আল্লাহতাআলার প্রিয় বন্ধু, পয়গম্বরদিগের মাথার তাজ মহা নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মজতবা (সঃ) এর পুণ্যময় জীবন-কথা "শিশুদের মোস্তফা" পাঠ করিতে দিন। ইহার ভাষা কবিতার চেয়ে ও মধুর, ঘটনা বিবরণ গল্পের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, ভাবধারা যার পর নাই পবিত্র, করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কেবল ছেলে মেয়ে কেন, ইহা পড়িতে পড়িতে প্রবীণ প্রবীণা ও তন্ময় হইয়া পড়িবেন। হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) এর সাধনা খোদা-প্রেম উন্নত বাৎসল্য দেখিয়া নিজেকে ভুলিয়া যাইবেন। সেই সরওয়ার কায়েনাতের পূত জীবন-কথা জ্ঞাত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। তিনি মানুষ ছিলেন কি, ফেরেশতা ছিলেন, ভাবিয়া দিশা করিতে পারিবেন না। মূল্যবান কাগজে সুচারু ছাপা ও মনোজ্ঞ বাঁধাই। মূল্য ৷৹ আনা।

মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স
১৩৯ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মোসলেম-পাকপ্রণালী

১ম ভাগ ১৷৹ ২য় ভাগ ২,

মোসলমানদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নত প্রণালীর পোলাও, কোর্ম্মা, কালিয়া, কোফ্‌তা, কাবাব, দো-পেয়াযা, বিরিয়ানী, যরদা, আশ, কবুলী, হরিরা, হরিয়া, খিচুড়ি, সিরমল, পারাঠা, বাকেরখানি, ক্ষীর, ফিরনি, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, আচার, চাটনী, মোরব্বা আদি শতশত প্রকার পাকশিক্ষার অদ্বিতীয় ও অমূল্য গ্রন্থ। উত্তম ছাপায় উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী বাঁধাই

ইস্লামিয়া আর্ট প্রেস,
১৩৮ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা

শান্তিতৈল

যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

প্রাপ্তি স্থান :—
হাকিম মৌলবী মোহাম্মদ আলবাহার হোসায়ন,
ইউনানী মেডিকেল হল, পোঃ আটুরিয়া, ২৪ পরগণা।

বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ

নামাজগড়—বগুড়া

এখানে জানুয়ারী ও জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। এক বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস, ও এইচ, এম, বি, উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩, ও ৪, টাকা। বিশেষ বিবরণের জন্য /৹ আনা টিকিটসহ প্রিন্সিপাল—"বগুড়া হোমিওপ্যাথিক কলেজ" নামাজ গড়, বগুড়ায় পত্র লিখুন প্রাইভেট পরীক্ষাও লওয়া হয়।

পরিচালক—হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল

[Registered No. C-1685

আল-মুসলিম

আফিস—
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

'AL MUSLIM
47, Ripon Street,
CALCUTTA.

বার্ষিক মূল্য
ভারতে ২।০ ও বিদেশে ৫৲ টাকা

সম্পাদক—ফজলুল হক সেলবর্সী

প্রতি সংখ্যা
৴৫ তিন পয়সা মাত্র

২য় বর্ষ | ৯ই শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৭ সাল ; ২৫শে জুলাই, ১৯৩০ ইং ; ২৮শে শফর, ১৩৪৯ হিজরী | ২৬শ সংখ্যা

মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ-প্রণীত

রাজর্ষি এবরাহিম

সম্পূর্ণ নূতন—অনাস্বাদিত—অনাঘ্রাত চমকপ্রদ তাপস জীবনী। রাজর্ষি এবরাহিম আদহামের অলৌকিক জীবন-কথা পাঠে পুলকিত ও বিস্ময়াপ্লুত হউন জীবন সার্থক হইবে। স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধা মূল্য ১।০ টাকা।

ইসলামিক পাবলিশিং হাউস—
১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অল্প বয়সে চুল পাকা
নিবারণ করিতে কবিরাজের
দাশরথি
কেতকীকুসুম তৈল

মূল্য ১ শিশি ৸০ এক টাকা মাশুল ।৵০ আনা, তিন শিশি ২৷০ টাকা মাশুল ৷৵০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন
২ নং ৰাঁর লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

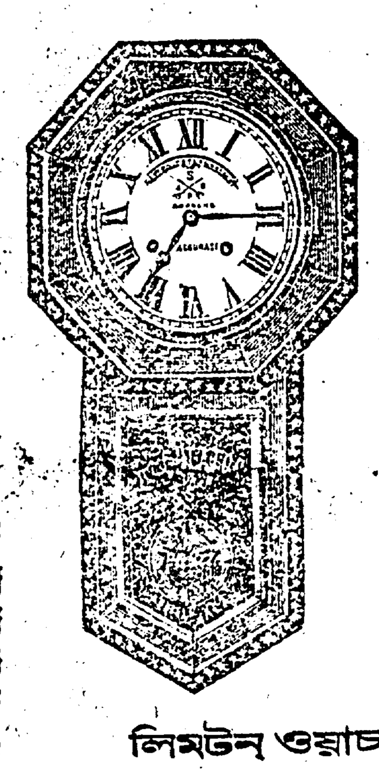

LIFETIME GUARANTEE
WORLDS' GREATEST
GENUINE
ACCURATE.

৮ ইঞ্চি ডায়েল ১৪৲ ১০ ইঞ্চি ডায়েল ১৭৲

মফঃস্বলের অর্ডারের সহিত অন্ততঃ ৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশন ও নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিবেন।

লিমটন ওয়াচ কোং
১৪৩-৪৫ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পোঃ বক্স ২০৭৬।

LIMTON WATCH Co.
148-45 Radhabazar Street, Calcutta.
POST BOX 2076.

লৌহের মত কঠিন
স্নায়ুমণ্ডলী

লৌহই রক্তের প্রাণ, এবং রক্তই দেহের জীবনস্বরূপ। সতেজ লোহিত রক্তকণাই স্নায়ুমণ্ডলীকে আহার সরবরাহ করে, কিন্তু দুর্ব্বল ও বিবর্ণ রক্ত ইহার বিপরীত কার্য্য করে। এই জন্যই যাহার অদম্য সাহস, কার্য্যকুশলতা, তৎপরতা ও ধৈর্য্যগুণ আছে, প্রবাদবাক্যে বলে 'লোকটা যেন লৌহের ভীম'। যখনই রক্ত মধ্যে লৌহের অভাব ঘটিবে তখনই সাধারণতঃ দেখা যায় যে মানব দুর্ব্বল, ভীরু, উৎসাহহীন ও চঞ্চলচিত্ত হইয়াছে।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, রক্ত চলাচলের মৃদুমন্দ গতি, অলসতা প্রভৃতি এবং নিস্তেজরক্ত-সম্ভূত যাবতীয় উপসর্গে 'আয়রণ জেলয়েডস্'ই বিশেষ উপকারী।

ইহা সেবন করিলে লৌহ দেহস্থিত রক্ত মধ্যে অতি শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে।

'আয়রণ জেলয়েডস্'চারি বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়। ১নং শিশুদিগের জন্য। ২নং স্ত্রীলোকদিগের জন্য। ২এ নং কেবলমাত্র পুরুষদিগের জন্য। ৩নং অধিকতর তেজস্কর।

ইহা বাজারে সকল প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। ১৪ দিনের ঔষধ মাত্র ১৲ টাকা। একটী পুরা বোতল (৪০ দিনের উপযোগী) ২৷০ মাত্র।

শুভ সংবাদ

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ, ট্রেডমার্ক, লেবেল ইত্যাদি গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করিতে হইলে ও নানাবিধ ব্লক, রবার ষ্ট্যাম্প, পিতলের শীল ইত্যাদি আবশ্যক হইলে দি ষ্টার কমার্শিয়াল এজেন্সী ১০ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে—

শিল্প রত্ন-মালা, টোট্কা চিকিৎসা, পশু চিকিৎসা, বসায়ন-বিজ্ঞান ভাগ্য পরীক্ষা ইত্যাদি প্রায় সহস্র প্রকার মুনাফার শিল্প, প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বলিত "স্বাস্থ্য ও শিল্প" বই লিখিলেই পাঠাই।

বেঙ্গল লেবরেটরী,
১নং অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

যক্ষ্মা ও হাঁপানি—রোগে কেহ হতাশ হইবেন না। রেজেষ্টারীকৃত ভাণ্ডারের মৃত রাজকুমারের পুনর্জ্জীবনদাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগা প্রদত্ত "এক্সমোডাইনা" সেবনে সহস্র সহস্র হাঁপানিও যক্ষ্মা (থাইসিস) রোগী আরোগ্য হইতেছে। এক দিনেই উপশম। ফলের জন্য গ্যারান্টি। ১ শিশি ২৷০ টাকা। ভট্টাই ভাই এণ্ড কোং, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

জনাব মওলানা মোয়েজুদ্দীন হামিদী প্রণীত গ্রন্থাবলী

৫৫। আনওয়ারাল মাসায়েল :—হইতে মোছলমানের অবশ্য প্রয়োজনীয়, নিত্য-পালনীয় ঈমান, নামাজ প্রভৃতি বিষয়ের বিবর মছলাসমূহ আছে। ৮০ বার আনা।

৫৬। ঐ দ্বিতীয় ভাগ :—ইহাতে রোজা, ফেৎরা, হজ্জ, জাকাত, কোরবাণী, জবেহ, দুগ্ধ পান ইত্যাদি বহু বিষয়ের মস্লা মাসায়েল আছে। ।৶০ ছয় আনা।

৫৭। তাবিজের কেতাব :—অজস্র তাবিজ, দোওয়া, তদবির ইহাতে আছে। ইহা চারি খণ্ডে শেষ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড ।৶০ ছয় আনা।

৫৮। খোৎবাহ :—মূল আরবী, খোৎবাহসমূহ ও তাহার সঠিক বঙ্গানুবাদ। ।৶০ সাত আনা।

৫৯। জাতীয় কল্যাণ :—সুমধুর কবিতা-পুস্তক। জাতির উন্নতি, অবনতি অতীত-স্মৃতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ উদ্দীপনাময়ী কবিতায় লিখিত। মূল্য ।০ চারি আনা।

৬০। ধূমপানের অপকারিতা :—ধূমপান নিষিদ্ধ হইবার শাস্ত্রীয় দলীল ও ডাক্তারী মতসমূহ। ৵০ দুই আনা।

হামিদীয়া লাইব্রেরী
হামিদপুর, পোঃ কলারোয়া, খুলনা

পিত্তশূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।
হাজী আহ্মদ্ আলী সাহেবের

শূলসুধা

গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত নং ১৪৭০

পিত্তশূল, অম্লশূল, কলিজা দরদ ও কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত পেটের বেদনায় "শূলসুধা" সেবন করিয়া চিরকালের জন্য রোগমুক্ত হউন সপ্তাহ সেবনে বেদনা আরোগ্য হয়। পক্ষকাল সেবনে শরীরে নবশক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। আর পুনরাক্রমণ করে না।

মূল্য বড় কৌটা ১৷৵০, ছোট ৸০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

জীবন-সুধা

যৌবনোচিত স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাইয়া যাহারা হতাশে ম্রিয়মান হইয়াছেন, খুজলী, পাঁচড়া, রক্তদুষ্ট ও কুৎসিত রোগে ভুগিয়া যাহারা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তাহারা অবিলম্বে "জীবনসুধা" সেবন করুন। অচিরে রোগমুক্ত হইয়া শরীরে নব রক্তকণার আধিক্যে গণ্ডদেশ লাল আভা ধারণ করিবে। ফলতঃ ইহা অমোঘ শক্তিশালী টনিক ও সর্ব্বোত্তম সালসা। মূল্য বড় বোতল ৸৵০ টাকা ও ছোট বোতল ২৸০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

ডাঃ জে, আহ্মদ্ এস, এ, এস

শূলসুধা ঔষধালয়
পোঃ রমনা, ঢাকা।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সুন্দর ক্যাটালগ পাঠান হয়

কর্ম্ম-খালি

দি ভানুগাছ কিশোরী এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী লিমিটেডের অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য উচ্চ কমিশনে বিশ্বস্ত ও কর্ম্মঠ এজেণ্ট আবশ্যক। মাছের চাষ যে, সর্ব্বাপেক্ষা লাভ ও অল্প ব্যয় জনক ব্যবসা তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ৫ পয়সার একটী পোনা ৩ বৎসর পরে ৪৲ কি ৫৲ মূল্যের একটী প্রকাণ্ড মাছে পরিণত হয়। এজেণ্টগণও অদূর ভবিষ্যতে যশস্বী হইবেন। ৩ বৎসর পরেই কোং লভ্যাংশ ঘোষণা করিবেন বলিয়া আশা।

আলহাজেজ এজেন্সী, (ম্যানেজিং এজেণ্টস) মুন্সী বাজার। শ্রীহট্ট।

সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যের বিনিময়ে

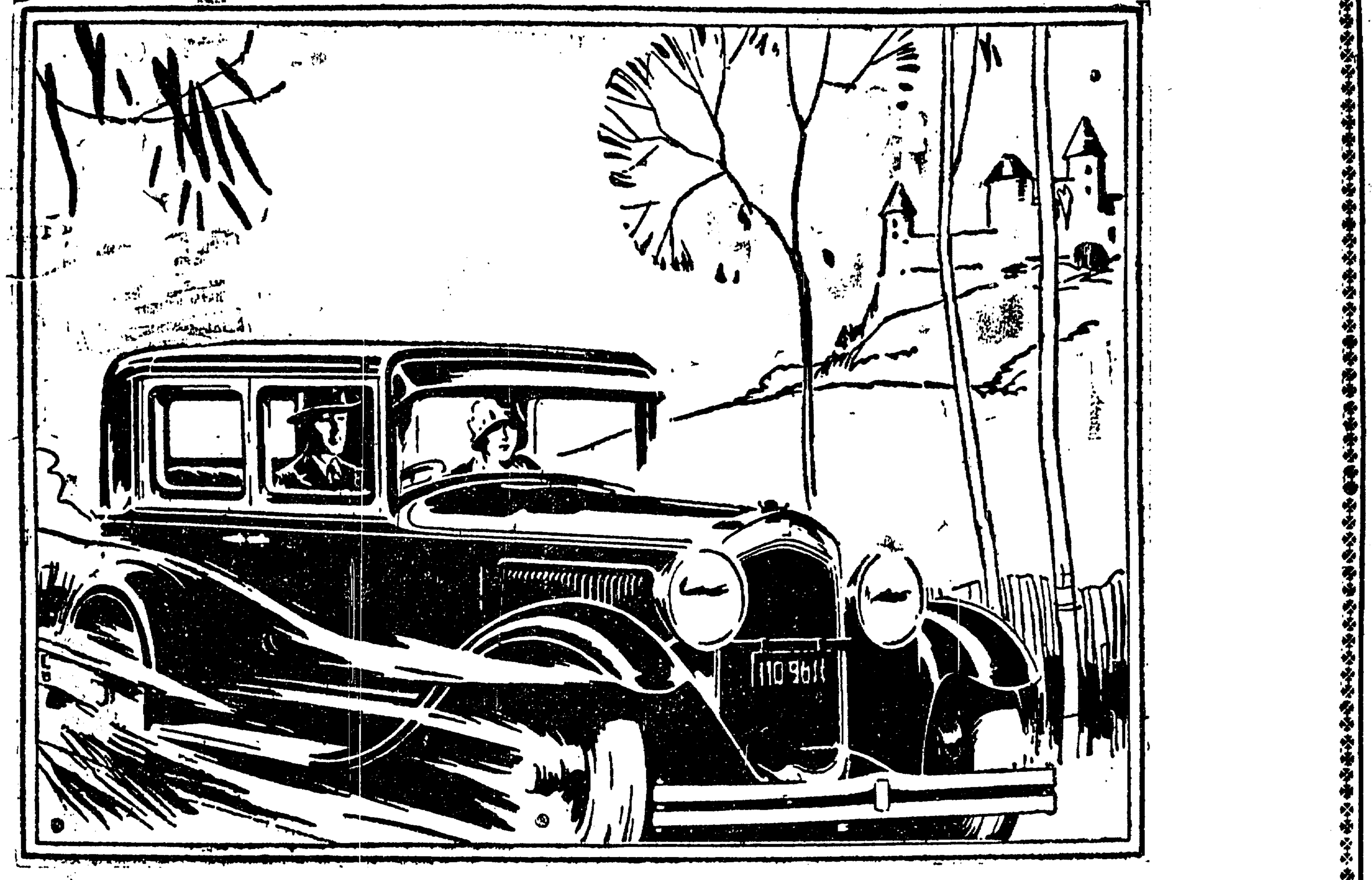

আপনার পুরাণ গাড়ী উপযুক্ত মূল্যে লইয়া নূতন গাড়ী মাসিক কিস্তিতে দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

"হুইপেট" সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ পৌঁছান মূল্য—টুরিং কার ২,৬৯৫৲ টাকা, রোডষ্টার ২,৮৯৫৲, সাডন ৩,৩৫০৲

কেবল তাহাই নহে, ইহা এমন সুকৌশলে প্রস্তুত যে, অঙ্গুলীর মৃদু চাপে মুহূর্ত্তে থামান ও চালান যায়।

ক্যাপ্টেন ই, জে হুপার ... শিলং
জি, মোল্লা এণ্ড সন্স ... ... নওগাঁও
যতীন্দ্রনাথ জানা ... কন্‌টাই, মেদিনীপুর
সুথা সিং ... ... গয়ারকাট্টা, জলপাইগুড়ি
নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ এণ্ড সন্স ...... ভোলা
এম, এ, খালেক এণ্ড সন্স ... আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম।
জি, শর্ম্মা ... মৌলবী বাজার দক্ষিণ শ্রীহট্ট।

G. McKENZIE and Company (1919) Ltd.

ডি, সি, মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স ... মালদহ
মৈত্র এণ্ড কোং ... ... রংপুর
ফেভারিট্‌ মটর হাউস ... ... ফরিদপুর
কমলা মটর ওয়ার্কস্ ... ... কিশোরগঞ্জ
ব্রিটীশ মটর ট্র্যান্সপোর্ট ... দার্জ্জিলিং।
যশোহর মটর ইণ্ডাসটি ওয়ার্কস্ ... যশোহর।

প্রদর্শনী-গৃহ (শো রুম) ২৮এ, পার্ক ষ্ট্রীট,
অফিস ও কারখানা ২০৮ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সৈয়দানী হাফেজা খাতুন ও বঙ্গ-বিখ্যাত সাহিত্যরথী মুন্‌শী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ প্রণীত

মোস্‌লেম-পাকপ্রণালী

দ্বিতীয় ভাগ।

সত্বরে গ্রহণ করিয়া রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা করুন।

যে মোস্‌লেম-পাক প্রণালী ২য় ভাগের জন্য গ্রাহক ও পাঠকগণ উৎগ্রীব হইয়া আশা-পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, উহা অতি বৃহৎ—৪২০ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইল। এই খণ্ডে ২য় অধ্যায় হইতে পরিশিষ্ট সহ ২২টি অধ্যায়ে কত অসংখ্য প্রকারের পাক-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন পাঠে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থোল্লিখিত ২।৩টি উচ্চ শ্রেণীর জিনিষ যথা-নিয়মে পাক করিতে পারিলে পুস্তকের মূল্য উসুল হইয়া যাইবে। ২য় অধ্যায়—খনির প্রকরণ ৫ প্রকার, ৩য় অধ্যায় রুটি, বাকরখানি, শিরমাল ও কুলিচাঃ প্রকরণ ৮৮ প্রকার, ৪র্থ অধ্যায় পরাটা প্রকরণ ১২ প্রকার, ৫ম অধ্যায় ছমুছাঃ প্রকরণ ১৬ প্রকার, ৬ষ্ঠ অধ্যায় পুরি প্রকরণ ২৫ প্রকার, ৭ম অধ্যায় তরকারী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, অষ্টম অধ্যায় ছালন প্রকরণ, ৫০ প্রকার, ৯ম অধ্যায় ভাজা-ভাজি ও পাক প্রকরণ, ১৮ প্রকার, ১০ম অধ্যায় বড়ি-বড়া ফুলুরি প্রকরণ, ২৫ প্রকার, একাদশ অধ্যায় এখ্‌নি প্রকরণ, ১১ প্রকার, ১২শ অধ্যায় দাল প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৩শ অধ্যায় ক্ষীর, ফিরনী ও ফালুদা প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৪শ অধ্যায় গুলগুলাঃ প্রকরণ; ১০ প্রকার, ১৫শ অধ্যায় হালুয়া প্রকরণ ৭ প্রকার, ১৬শ অধ্যায় বরদাঃ ও মলিদাঃ প্রকরণ, ৬ প্রকার, ১৭শ অধ্যায় মিঠাই প্রকরণ, ৫৮ প্রকার, ১৮শ অধ্যায় মালাই, দৈ, মাখন, ঘৃত, মালাই প্রকরণ, ৯ প্রকার, ১৯শ অধ্যায় চাটনী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, ২০শ অধ্যায় রোব ও জেলি প্রকরণ, ৬ প্রকার, ২১শ অধ্যায় আচার প্রকরণ ৪৮ প্রকার, ২২শ অধ্যায় বিবিধ প্রকরণ, ২৭ প্রকার, পরিশিষ্ট বা ২৩শ অধ্যায় মোরব্বা প্রকরণ, ১৫ প্রকার।

বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রশংসিত ও সাদরে গৃহীত, মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে সুন্দর বিলাতি বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ২।৵০।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্‌লামীয় আর্ট প্রেস,
১৩৮ নং কড়েয়া রোড ও আল্-মুস্‌লিম বুক ডিপো,
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারী মোহাঃ আবদুল জব্বার প্রণীত

বেহেশ্‌তের সোপান

ইহকালে সুখ-শান্তি এবং পরকালে বেহেশ্‌ত যাহাদের কাম্য এই পুস্তক খানা তাহাদের প্রত্যেকেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কোরান-হাদিছ অবলম্বনে লিখিত এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় আর নাই। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কারীউল-কোরান

ঘরে বসিয়া নিজে ২ ছহি কোরান পাঠ বা কেরাৎ শিখিয়া কারী হইতে চাহিলে এই পুস্তক খানা পড়ুন। বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরে লিখিত। ডিরেক্টর কর্ত্তৃক প্রাইজ লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত। মূল্য ।৷০ আনা মাত্র।

ঠিকানা :—
কারী এম, এ, জব্বার,
নূর মঞ্জিল পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।

ইস্‌লামীয়া লোহার আড়ৎ

লোহার গুদাম ৭০ নং হরিমোহন বসু রোড, হাওড়া।

দর

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৩৭৩
Tele.—Iron Sarif Cal.

অন্যান্য লৌহ বিক্রেতা অপেক্ষা মফঃস্বলবাসীর সুবিধার জন্য ইমারতের যাবতীয় লৌহ সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। বিলাতী, জার্ম্মাণী ও টাটা হইতে—

লোহার কড়ি, বরগা, এঙ্গেল, ঢেউটিন, প্লেনটিন

পাটি, গারদে, বল্টু ও স্ক্রু আমদানী করিয়া থাকি ঢালাই পিলার, রেলিং ব্রাকেট আর্চ্চ, রেন পাইপ, ফিটিংস ইত্যাদি প্রস্তুত করি। অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে তিন দিনের মধ্যে অতি যত্ন সহকারে জিনিষ সরবরাহ করি

শরীফ এণ্ড ফ্রেণ্ডস—৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

যাবতীয় ধাতু দৌর্ব্বল্য ও অম্ল-অজীর্ণে—

জীবনশক্তি

মূল্য ২৲ টাকা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ইহা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত করে এবং প্রাণে নূতন স্ফূর্ত্তি আনয়ন করতঃ দীর্ঘকাল রতিশক্তি রক্ষায় সহায়তা করে। নিয়মিত ৩ শিশি সেবন করিলে মানুষকে কন্দর্প সদৃশ রূপবান করে। বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠানো হয়।

প্রস্তুতকারক—ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মেসী, ১০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

বঙ্গানুবাদ শরেহ্-বেকায়া ১।২ খণ্ড (একত্রে)	৩৲
ঐ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম খণ্ড (একত্রে)	৪৷৷০
বাহরুল ওলুম তরজমা সিদ্দিকল মছায়েল	৩৲
মৌলুদে সিদ্দিকল ওয়ায়েজিন ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড	১৸০
উর্দ্দ হইতে বঙ্গানুবাদ খোলাছাতল মছায়েল	১৲
বাংলা তরজমা আরবি পাঞ্জসুরা ২০৪ পৃষ্ঠা	১৲
কেরায়েতোল্ কোর্‌আন (জিন্নাতলকারি চিত্রসহ)	৷৷০
বিশুদ্ধ গোলেবকাওলী ৷৷০ বিশুদ্ধ হাতেম তাই	১০
মহামান্য মহাবীর হজরত খালির জীবনী ১ম ২য়	২৷৷০
পঞ্চাশ বালাম চারিয়ারী কাছাছল আম্বিয়াপাক	৯৷৷০
পঞ্চাশ বালাম আলেফ লায়লার কেচ্ছা পাকা	৫৷৷০
চৌধুরী কন্যা উপন্যাস	১৷৷০
মহাসমাধির কঠোর শাস্তি	১৷৷০
প্রণয়সিন্ধু বা আত্মজীবনী	১০
এসলামী দায় ভাগ	৷০
রদ্দে তাজিয়া	৵০

হাজি আফাজদ্দিন-আহমদ।
৩৩৭।২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বেগম বিলাশ মালিশ

ধ্বজভঙ্গ রোগে তীব্র যাতনায় যাঁহাদের ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, শিথিল সঙ্ক, ও বক্র বা আগা মোটা গোড়া চিকণ হইয়াছে। ইহা তাহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র। মাশুলাদি ৷৵০। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা :—
বেগম বন্ধু অফিস :—
চাটার্জ্জী ফার্ম্মেসী
১৮নং ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা।

স্বর্ণ ঘটিত

ধাতুপুষ্টি সালসা

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজেষ্টারীকৃত

এই সালসার এত আদর কেন? ইহা সকল সময় এবং সকল ঋতুতে সেবনীয়। অনেক বড় বড় ডাক্তারদের চেষ্টায় এই সালসা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে এক সঙ্গে দুই রকম ঔষধ মিশান হইয়াছে—রক্তপুষ্টি ও ধাতুপুষ্টি। যদি গর্ম্মি, পারা বা পূজ ধাতুর বিষ শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া রক্তকে জবাফুলের ন্যায় লাল করিবে। আর যাহাদের কোনরূপ বিষ শরীরের ভিতর নাই অথচ ধাতু দুর্ব্বল ও জলের ন্যায় তরল—কিছুদিন এই সালসা সেবন করিলে তাহা মাখনের মত গাঢ় করিবে। এবং ধাতু-দৌর্ব্বল্য, প্রমেহ, মেহ ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় ধাতু-রোগ আরোগ্য করিয়া মনে এক অভিনব আনন্দ আনিয়া দিবে। মূল্য প্রতি বোতল ২৸০ দুই টাকা বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জীবন-দায়িনী।

ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩৩।৯, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—যদি আপনি ব্যবসায়ী—

হন তাহা হইলে আল-মুসলিমে বিজ্ঞাপন দিয়া একবার ভাগ্য পরীক্ষা করুন। পত্র লিখিলেই দর জানাইয়া থাকি :—

ম্যানেজার—আল্-মুস্‌লিম
৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"তিন বড়ীতে জ্বর পালায়" রেজেষ্ট্রী "নূতন বড়ী" করা দেশব্যাপি ম্যালেরিয়ার যম।

পথ্যের বিচার নাই। জ্বর আরাম হইলে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৸০ বার আনা ৩ কৌটা ২৲ ডাকমাশুল ।৵০ আনা।"

ডাঃ এস আহমদ এণ্ড কোং
দি মোসলেম মেডিকেল হল
শালবাড়ী, পোঃ মহেশপুর, রাজসাহী।

WANTED Candidates desiring to serve in Government, Railway and Canal Departments. Full particulars and Railway Fare Certificate on 2 annas stamp. Apply to :—Imperial Telegraph College, Nai Sarak Delhi.

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ৯ই শ্রাবণ, ১৩৩৭ সাল।

সম্পাদকীয়

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—শহর, মফঃস্বল হইতে বহু প্রবন্ধ, রিপোর্ট, গল্প, কবিতা 'আল্-মুস্লিমে' প্রকাশের জন্য আসিয়া থাকে। আমাদের principle এর প্রতিকূল অথবা কাহারও প্রতি কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ না হইলে উহা আমরা প্রায়ই পত্রস্থ করিয়া থাকি, তবে রাশি রাশি প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিবার জন্য সময় সাপেক্ষ। ভরসা করি লেখকগণ ধৈর্য্য হারা হইবেন না। খোদার ফজলে সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে একমাত্র 'আল্-মুস্লিম'ই নানা প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প সপ্তাহে নিয়মিত বাহির হইয়া থাকে। লেখকগণের নিকট আমাদের প্রার্থনা তাঁহারা যেন প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিবার সময় এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করিয়া লেখেন, এবং উহা সম্পাদক 'আল্-মুস্লিম' নামে পাঠাইয়া দেন। রিপোর্ট, কবিতা ও প্রবন্ধ আদি যথাসাধ্য সংক্ষেপে লেখা কর্ত্তব্য; কারণ অনেক ভাল প্রবন্ধ, কবিতাদি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় কাগজে স্থান দান করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। আশা করি লেখকগণ এ-বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

পার্থক্য কোথায়?—বিশ্ব-জোড়া রাজ্য, দেশ, সহায় সম্পত্তি শিক্ষা ও প্রাধান্য হারা হইয়া যুগ যুগান্তর হইতে মুসলমান ধন, জন ও ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হিন্দুর পাশেই বাস করিয়া আসিতেছে। গগন চুম্বী সুবিস্তৃত প্রাসাদের পার্শ্বে সহায় সম্পদ হীন, জীর্ণ, শীর্ণ পর্ণ-কুটীর বাসীর বসবাস যে কতদূর অসুবিধা জনক ও বিড়ম্বনাময় তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যকে বুঝান সম্ভবপর নহে। কত অত্যাচার নিপীড়ন, কত দুর্ব্ব্যবহার কত কর্কশ বাক্য কত কঠোরতা বেচারা 'গরীব'কে সতত নীরবে সহ্য করিতে হয়। ধনী ও গরীবের পুত্র কন্যা ক্রীড়া কৌতুহল স্থলেও যদি ধনী পুত্র গরীবের ছেলেকে আঘাত করে, তাহা হইলেও দোষ গরীবের, কেন সে তাহার সহিত খেলিতে আসিয়াছে। আজ ভারতে মুসলমান ও হিন্দু পাশাপাশি বাস করিতেছে। হিন্দু যমিদার মুসলমান প্রজা, হিন্দু মহাজন মুসলমান খাতক, হিন্দু ধনী মুসলমান নিঃস্ব। হিন্দু শিক্ষিত আর মুসলমান অশিক্ষিত। সুতরাং চারিদিক দিয়া আজ ভারতীয় হিন্দু উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ়—হতভাগ্য মুসলমান তাহাদের ঘরের দুয়ারের একজন দীন হীন প্রতিবেশী।

উপেক্ষার চাহনি।—শক্তিহীন গরীবের প্রতি প্রবলের উপেক্ষা অনাদর অত্যাচার নিপীড়ন চিরদিনই স্বাভাবিক। গরীবের সম্পত্তি গ্রাস, গরীবের সর্ব্বস্ব হরণ—গরীবের স্বার্থ অধিকারকে সর্ব্বদিক দিয়া ক্ষুণ্ণ করা ধনী সম্প্রদায়ের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। ঘরের দুয়ারের গরীবের পুত্রটী অর্থাভাবে চিকিৎসিত হইতে না পারিয়া, কালের কুটীল আঘাতে বসন্তের ঝরা ফুলের ন্যায় শুখাইয়া মরিতেছে। বাড়ীর পার্শ্বের ধন-কুবের তুমি! দশটী টাকা তোমার নিকট দুই দিনের জন্য বিনা সুদে হাওলাত পাওয়া যায় না! রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করিয়া, হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর সুদিন আসিল—যমিতে কিছু ফসল জন্মিল—দীর্ঘ দিনের অনাহার অনশনের তীব্র জ্বালা সহ্য করিবার পর দুই দিন পুত্র কলত্র লইয়া সুখে কাল কাটাইতে পারিবে বলিয়া গরীবের প্রাণ উৎফুল্ল হইল,—তুমি যমিদার মহাজনরূপে বেচারার সর্ব্বস্ব শোষণ না করিয়া ছাড়িলে না। গরীবের দুঃখ কষ্টই সার হইল। তোমরা গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, তোমাদেরই পাড়ার দরিদ্র মুসলমানগণ ঈদের দিনে সাত জনে একটী গরু কোরবানী করিয়া ধর্ম্ম-নীতি পালন করিলে অমনি তোমাদের টনক নড়িয়া উঠিল। আর যাবে কোথা? তখনই বেচারাদিগকে যব্দ করিবার জন্য তোমাদের পাড়ায় বিরাট Assembly বসিয়া গেল।

ধৈর্য্যের সীমা।—আজ বাঙ্গলার স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ—হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ লাগিয়াই আছে। এইরূপ হীন দাঙ্গা হাঙ্গামা কোন সম্প্রদায়ের কোন লোকের নিকট যে আদৌ অনুমোদনীয় নহে, তাহা না বলিলেও চলে, দাঙ্গা হাঙ্গামায় কত প্রাণ অকালে বিনষ্ট হইতেছে, কত লোক জেলকারাগারের রুদ্ধ বায়ুতে পচিয়া মরিতেছে, কত জনের কত ধন সম্পত্তি উৎসন্ন যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই তাহা হইলেও জিজ্ঞাসা হইতে পারে এইরূপ অবৈধ দাঙ্গা হাঙ্গামা ও লুট তরাজ হইবার কারণ কি? ধৈর্য্য ও সহ্যের একটী সীমা আছে, মানুষ নানা অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করিতে করিতে তিক্ত হইয়া উঠিলে, তখন আর তাহাদের সহ্য ও ধৈর্য্য রক্ষার ক্ষমতা থাকে না। ন্যায়ের বিরুদ্ধে মন প্রাণ আপনিই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। এতকাল মুসলমান, হিন্দু কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত দলিত মথিত হইয়া আসিতেছে। তাহারা প্রস্তুত হইয়া প্রহার করে নাই, লাঞ্ছিত হইয়াছে তবু ধৈর্য্যহারা হয় নাই, কিন্তু আজ মরিয়া হইয়া মুসলমান, তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ শান্তি প্রিয়তার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে বাধ্য হইতেছে, আঘাতের প্রতিঘাত দিবার জন্য তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, চিরদিন পদতলে পিষ্ট থাকিতে কে ইচ্ছা করে? ঢাকা কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যদিও মুসলমান অত্যাধিক উন্মত্ততার পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের স্কন্ধে সকল দোষ চাপাইলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

সত্যের অপলাপ।—কারণ প্রথমেই হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অতিষ্ঠ হইয়া—হিন্দু গুণ্ডার পাশবিক ব্যবহারে মর্ম্মাহত ও জর্জ্জরিত হইয়া মুসলমান একটু শক্ত ভাবে দণ্ডায়মান হইলে অমনিই সংঘর্ষ বাধিয়া যায়, তখন দোষ পড়ে মুসলমান "গুণ্ডার" উপর। কিশোরগঞ্জ হাঙ্গামার প্রসঙ্গে বলিতে যাইয়া নির্লজ্জ শ্রীমতী 'বসুমতী' যে অদূরদর্শিতা ও অ-বিবেকী কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাহা শ্রীমতীর ন্যায় বাজারী পত্রিকার মুখে শোভা পায় বটে! শ্রীমতী বলেন,—"ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ অধিক দূর নহে। ঢাকার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে যাইয়া প'ড়িতে অধিক বিলম্ব হইতে পারে না। ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জের মুসলমান গুণ্ডারা নিশ্চয়ই শুনিয়াছে যে, ঢাকাই গুণ্ডারা হিন্দুদের ঘরবাড়ী লুট করিয়া বেশ দু'পয়সা পাইয়াছে, দল বাধিয়া ডাকাতী ও লুটতরাজ করিতে পারিলে,—আর পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে হয় না। এরূপ অবস্থায় যাহারা অকর্ম্মণ্য, শ্রমবিমুখ এবং গুণ্ডা প্রকৃতির, তাহারা যে দল বাধিয়া লুটতরাজ আরম্ভ করিবে, তাহার বিস্ময়ের বিষয় কি হইতে পারে?"—বসুমতীর মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মূলে অর্থ-সমস্যার ঘৃণিত আকাঙ্ক্ষা নিহিত রহিয়াছে। বলিহারী যুক্ত! মুসলমান অবৈধ উপায় অর্থোপার্জ্জন করার মুখে দৈনিক দুইশত বার করিয়া পদাঘাত করিয়া থাকে।

মুস্লিম-দলন।—সংগঠনী হিন্দু সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত মুস্লিম-দলন রূপ চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ প্রথমে যশোহর জেলার অন্তর্গত বন্ধবিলায় আরম্ভ হওয়ায় তথাকার মুসলমান অধিবাসীবৃন্দকে যে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে তাহা সংবাদ পত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু তথাকার মুসলিম অধিবাসীবৃন্দ তাহাদের (হিন্দু) চাতুরী বুঝিতে পারিয়া স্ব স্ব দেয় ট্যাক্স আদায় দিয়া ধ্বংসের মুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গলায় তাহারা আর ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন চালাইতে পারিবে না বলিয়াই আমাদের ধরণা ছিল কিন্তু তাহারা পুনরায় মেদিনীপুর জেলায় ও অন্যান্য অনেক জায়গায় ট্যাক্স বন্ধ করিয়া নিরীহ মুসলমানদের সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া দিতেছে। সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রামনগর থানার অন্তর্গত বারঙ্গা গ্রামের ১২টি মুসলমানের মাল ক্রোক করা হইয়াছে। মুসলমানগণ যে কেন তাহাদের কথায় ভুলিয়া এই প্রকার সর্ব্বনাশসূচক কার্য্যে বাধ্য হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। যাহা হউক তথাকার অধিবাসীবৃন্দকে পুনরায় সতর্ক করিয়া দিতেছি যে চৌকিদারী ট্যাক্সের সহিত স্বাধীনতার কোন সংস্রব নাই। কি বৃটিশের অধীনে কি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বসময়ে চৌকীদারী ট্যাক্স দিতেই হইবে। অতএব তাহাদের কর্ত্তব্য যে অনতিবিলম্বে স্ব স্ব দেয় ট্যাক্স আদায় দেয়।

কিশোরগঞ্জ।—গত ১৪ই জুলাই ময়মনসিং জিলার কিশোরগঞ্জ মহকুমায় কয়েক দিন ব্যাপী একটী ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা অধিকাংশ মুসলমান হইলেও তাহারা দারুণ নিঃস্ব এবং কৃষি কার্য্যের দ্বারাই অধিকাংশের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তাহাদের যমিদার হিন্দু মহাজন হিন্দু। দায়ে পড়িয়া তাহারা উচ্চ সুদে হিন্দু মহাজনের নিকট হইতে টাকা করয্ করিয়া থাকে। হৃদয়-হীন সুদখোর মহাজনগণও মুসলমানকে টাকা হাওলাত দিয়া সুদে আসলে বহু টাকা দাবী করতঃ তাহাদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কিশোরগঞ্জের এইরূপ একজন নিরীহ কৃষক কোন এক নাপিত মহাজনের নিকট কিছু টাকা ধারিত। চক্রবৃদ্ধি অনুসারে তাহার সুদ বাড়িতে বাড়িতে ২৫০৲ টাকায় পরিণত হয়। বেচারা খাতক এবং তাহার স্বপক্ষের লোক ৯৭৲ টাকা নগদে লইয়া উক্ত দলিলখানি ফেরৎ দিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন বলা বাহুল্য আসল টাকা অপেক্ষা উহা তখনো বহু গুণে বেশী ছিল। সুদখোর নাপিত তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলে কৃষক সম্প্রদায় মহা চটিয়া যায়, এবং তাহারা যোর পূর্ব্বক নাপিতের নিকট হইতে দলিল পত্রাদি কাড়িয়া লইয়া যায়। এই অজুহাতে হিন্দু মুসলমানদের সহিত ভীষণ সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে। শুনিতে পাওয়া যায়, মুসলমানগণ নাকি বহু হিন্দুর বাড়ী লুট-তরাজ করিয়াছে এবং একজন হিন্দু মহাজনকে সবংশে নিধন করিয়া গৃহে অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ১০ জন হিন্দু ও ১ জন মুসলমান হত এবং বহু আহত হইয়াছে এবং প্রায় ৩৫ জন গেরেফ্তার হইয়াছে।

দোষ কাহার?—কোন কিছুর আনুপূর্ব্বিক ঘটনা অবগত না হইয়া নিজের মতামত প্রকাশ করা কিংবা কাহারো উপর দোষ চাপান বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। কোন কোন ভ্রমান্ধ এবং ঘোর অদূরদর্শি সাংবাদিক ইহাকে অতি রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ মূলক ভাবে যত দোষ মুসলমানের উপর চাপাইয়া দিতেছেন। আবার কেহ কেহ অর্থ নৈতিকের স্বপ্নও দেখিতেছেন। দাঙ্গা হাঙ্গামা কোন শান্তি প্রিয় সম্ভ্রান্ত লোকের কার্য্য নহে—এবং অযথা জীবন লইয়া খেলা করা ইসলাম আদৌ অনুমোদন করে না বরং ইহার প্রতিকূলে তীব্র ভাবে সমালোচনা করিয়াছে। তবুও মুসলমানগণ হিন্দুর উপর কেন আক্রমণ করিয়া থাকে? ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, হিন্দু যমিদার মহাজনের অন্যায় যুলুম অত্যাচার—হিন্দুগণ কর্ত্তৃক মুসলমানের সর্ব্ববিধ দাবী অধিকার ক্ষুণ্ণ, তাহাদের দ্বারা মুসলমানের ধর্ম্ম কর্ম্মে অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং হিন্দুর অপূর্ব্ব দাম্ভিকতা ইহার প্রকৃষ্ট কারণ। মুসলমান গায়ে পড়িয়া কোন স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না। বরং নানা যুলুম নিপীড়ন সহ্য করিতে করিতে মুসলমান মরিয়া হইয়া, এখন প্রতিঘাতের চেষ্টা করিতেছে। হিন্দু যমিদার ও সুদখোর মহাজন যেরূপ ভাবে দেশে নিষ্পেষণ যন্ত্র চালাইতেছে, যেভাবে দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ কৃষক সম্প্রদায়ের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাদিগকে মারিবার জোগাড় করিতেছে, মাঝে মাঝে তাহার প্রতিকারের জন্য দণ্ডায়মান না হইলে বাঙ্গালার পল্লী রাজ্য 'শ্মশানে' পরিণত হইবে। এক শ্রেণী লোকের বুকের তাজা খুনে অপর শ্রেণী ভূঁড়ি মোটা করিবে, মানবতার দিক দিয়া তাহা কি সমর্থনীয়? মানুষ হইয়া যাহারা মানুষের উপর কৃপা কণা বিতরণ করিতে শিখে নাই; বরং ঘোর হিংস্র পশুর মত মানুষের গায়ের মাংস কাটিয়া খাইতেছে, তাহারা কোন শ্রেণীর নর-পশু?

মিসরের অবস্থা।—মিসরের অন্তঃবিদ্রোহের সংবাদ ইতিপূর্ব্বে পাঠক মহোদয়গণের সমীপে পেশ করিয়াছি। এই সামান্য একটু ঘরোয়া বিবাদের সূচনায়ই আমাদের মঙ্গলাকাঙ্খী (?) অভিভাবকেরা মিসরের ভাবী অমঙ্গল দেখিয়া অনন্ত চিন্তায় কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া মিসরে রণতরী প্রেরণ করিয়াছেন। যাহা হউক মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের প্রাণ যে এত সত্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল তাহাও সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু চতুর চুড়ামণি মহাপ্রভুদের আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, মিসরের এই ঘরোয়া বিবাদের কারণ কি? এবং নাহাস পাশাই বা কি জন্য মিসর-সরকারের বৈরিতা সাধনে তৎপর? যে নাহাস পাশা মিসরের স্বাধীনতার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার আজ এ দশা কেন? বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি নাহাস্ পাশার ন্যায়ানুমোদিত যুক্তিসঙ্গত শর্ত্তগুলি গ্রহণপূর্ব্বক মিসরের পূর্ণস্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতেন তাহা হইলে আজ এই গোলযোগের সূচনা হইত না। যাহা হউক সিদ্কী পাশা বৃটিশকে উপযুক্ত জবাব দিয়াছেন যে, যে সামান্য গোলযোগের সূচনা হইয়াছিল তাহা তিরোহিত হইয়াছে আর বৃটীশ রণপোতের দরকার নাই। সিদ্কি পাশা আরও বলিয়াছেন রণপোত পাঠালে বৃটিশ কর্ত্তৃক মিসরের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। ইহাতে অনেক বিলাতী পত্র ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা নূতন মন্ত্রী সিদ্কী পাশার এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ হইয়াছি। আশা করি তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

বুদ্ধির ভুল।—মিঃ গান্ধি একজন কল্পনা-প্রিয় খাম-খেয়ালী লোক। তিনি এমন অনেক কার্য্য করেন, যে সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ভাবনা আদৌ ভাবেন না। কিন্তু তিনি একথা বেশ বুঝিয়া নিয়াছেন যে, তিনি যখন হিন্দু সমাজের "মহাত্মা" উপাধীর সঙ্গে সঙ্গে "যুগাবতার" হইয়া পড়িয়াছেন, তখন পৌত্তলিক, দেব-ভক্ত বা অবতার-বাদী হিন্দুগণ তাঁহার সকল প্রস্তাব, সকল কথাই শিরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লইবে। তিনি দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বলিলে হিন্দু সমাজ তাহাই বেদ-বাক্য স্বরূপ গ্রহণ করিবে। তাঁহার উক্তির উচিত্যানুচিত্য লইয়া বিচার করিবে না। তিনি সর্ব্ব প্রথমে অতি অস্বাভাবিক ভাবে আইন বিরুদ্ধ, লবণ তৈয়ারী ও লবণ বিক্রয় ব্যাপারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, হিন্দু সমাজের এক বিরাট অংশ তাঁহার সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার পদানুসরণ করিল। যে কোনও রাজা, বাদশাহ বা শাসক সম্প্রদায়ই আপনাদের প্রবর্ত্তিত আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে বাধ্য। দুর্ব্বল-চেতা ভারত গবর্ণমেণ্ট অঙ্কুরেই এই বিষ বৃক্ষের মূলোৎপাটন না করিয়া, এই দলকে কেবলই প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে হঠাৎ সুপ্তোত্থিত হইয়া আর এই আইন অমান্যকারী দলকে বাগ মানাইতে পারিতেছেন না। লাঠি সোটা, বন্দুক-বেয়নেটে কিছুতেই কূল-কেনারা হইতেছে না। রক্ত-বীজের ন্যায় নূতন নূতন দলের সৃষ্টি হইতেছে। কংগ্রেস এবং স্বরাজ্যদলের সমুদয় বড় বড় পাণ্ডা, ২য় এবং ৩য় শ্রেণীর পাণ্ডা জেলবাসী হইলেও বহু বেকার-বেরোজার দল, বহু ছোকরা-চেবেজার দল, বহু স্কুল-কলেজের বখাটে ছাত্রের দল, হুজুগ-প্রিয় যুবকের দল, বেকার ভবঘুরের দল, সুবিধাবাদী ক্ষমতা প্রিয় লোকের দল, সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের মডারেট দলও গান্ধি আন্দোলনে যোগ দিতেছে।

আত্ম-পরিতৃপ্তি।—তাহারা প্রকাশ্যে আইন অমান্য ব্যাপারে যোগ না দিলেও ঐ দলের সমর্থন করিতেছে। কেবল তাহাই নয়, যে সকল হিন্দু মিঃ গান্ধির এই কার্য্যের বিরুদ্ধবাদী, তাহারাও লোক-লজ্জার ভয়ে, সামাজিক শাসনের ভয়ে, চক্ষু-লজ্জার খাতিরে, স্বজাতির আবেদন আবদারে ক্রমে ঐ দিকে গড়াইতেছে। কিন্তু পরীক্ষা হইতেছে এই ক্ষেত্রে উকীল-মোখ্তার-ব্যারিষ্টার, তাঁহাদের মুহুরী-কেরাণী ও বাবুর দলের, আর চাকুরী প্রিয় হিন্দুর। যতই বা হউক না কেন? তাঁহারা নিজের ব্যবসায়ে অটল আছেন। মুসলমান ২।১ জন উকীল এই দলে যোগ দিয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু স্বার্থপর হিন্দুর দল এক্ষেত্রে অটল ও অচল। তাঁহারা 'চাম্ড়ি গেলেও দাম্ড়ি' ছাড়িতে রাযী নহেন। আইন ব্যবসায়ীর দল মওক্কেলের শোণিত পানে কি বিরত থাকিতে পারেন? আর তাঁহাদের প্রধান শিকার অশিক্ষিত, অবোধ ভোলা-ভালা মুসলমানের দল। "নেড়ে"দিগকে যেদিক্ দিয়া কাবু করা যায়, তাহাতেই স্বার্থসিদ্ধি, তাহাতেই জাতীয় কল্যাণ সাধন। এই যে গান্ধিজীর প্রবর্ত্তিত আইন অমান্য ধুয়ায় দেশের অশিক্ষিত কাণ্ডজ্ঞান-হীনের দল। আইনের "বরখেলাফ কার রওয়াই" করিতে বসিয়াছে; খাজানা-ট্যাক্স প্রভৃতি বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে; ইহা একটা

ভীষণ মারাত্মক ব্যাপার নহে? হিন্দু সংবাদ-পত্র সমূহ দ্বারা আইন অমান্যের টাট্‌কা সংবাদগুলি নানা অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া অনবরত সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে। হিন্দু বক্তা বক্তৃতা যোগে বা ম্যাজিক লণ্ঠন যোগে তাহা নরনারীর মধ্যে অনবরত ঘোষণা করিতেছে। এমন কি, নারীদিগকেও এমন মাতাইয়া তুলিয়াছে যে, আর তাহারা বাগ মানিতেছে না। নারীদিগের পিকেটিং বড়ই মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল পুরনারী নহে—বাজারের বেশ্যা-বারাঙ্গনাদিগের মধ্যেও পিকেটিংএর বাণ ডাকিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সে ব্যবসায়েরও সুবিধা হইতেছে তাহা না বলিলেও চলে। বহু নিত্য নূতন নাগর তাহাদের সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়া আত্ম-শুদ্ধি করিতেছে। অনেক স্থলে পুর-মহিলা-দিগের সঙ্গেও তাহারা বেশ মেলা-মেশা করিতেছে।

নৈতিক আদর্শ।—হিন্দুদিগের এই নৈতিক আদর্শ কি উন্নত? নরনারীর এই অবাধ মিলন ও ঘেঁষা-ঘেঁষিকালে কোন রঙ্গ দেখাইবে, ইউরোপ ও আমেরিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়" বর্ত্তমান হিন্দু সাধারণ ইউরোপীয়া অস্বাভাবিক স্বাধীনা ও স্বেচ্ছাচারিণী নারীদিগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাই দেখাইতেছে। এই সকল ব্যাপারে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতেছে। দেশে বাণিজ্য-ব্যবসায় মাটী হইতে চলিয়াছে। চতুর্দ্দিকে পৈশাচিক বিকট তাণ্ডব। ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া কতক এই আন্দোলনে যোগ দিবে—হৈ চৈ করিবে, কতক তাস-পাশায় মশ্‌গুল হইবে; কতক পড়া-শুনা হইতে চিরবিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক বকাটে বেল্লিকের দল বৃদ্ধি করিবে। মুসলমান ছাত্রগণ গত আন্দোলনে পড়া-শুনা ত্যাগ করিয়া হাজারে হাজারে মাটী হইয়াছে। এবারে তাহাদের মতি গতি তেমনটি না হইলেও, স্কুল-কলেজগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়াতে পড়া-শুনা এবং পরীক্ষা বন্ধ হওয়াতে নিরুপায় হইয়া বিদ্যালয়ের নিকট হইতে—পড়া-শুনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। হিন্দু ছাত্রগুলি মধু-চক্রের মৌমাছির ন্যায় কিছুদিন পরেই আবার ফিরিয়া চাকে বসিবে; কিন্তু মুসলমান ছাত্রের তাহা ঘটিয়া উঠিবেনা। মুসলমান ভাব-প্রবণ বা কপট মোনাফেক—স্বার্থপর নহে; তাহারা একবার যাহাতে গড়াইয়া পড়ে, তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হয় না। গতবার খেলাফতের সংশ্রব থাকাতে আরবী মাদ্রাসার ছাত্রগণও মাদ্রাসা বয়কট করিয়াছিল, এবার তাহা হয় নাই; হইবার আশঙ্কাও নাই।

পাগলামির পরাকাষ্ঠা।—কলিকাতায় ইসলামীয়া কলেজটি থাকাতে মুসলমান ছাত্রদিগের অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। ওদিকে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজেও অনেক মুসলমান ছাত্র থাকাতে, আপাততঃ এই গোলমাল হইতে রেহাই পাইতেছে। কিন্তু ফলে সেখানেও ভূত-প্রেতের বিরাট তাণ্ডব আরম্ভ হয়, কিনা কে বলিতে পারে? পড়ুয়া ছাত্রদের একটি বৎসর মারা গেলে কত ক্ষতি!! খরচ অভাবে অনেককেই এই স্থান হইতে—কলেজের নিকট হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। গান্ধিজী কতবার ভারতবাসীকে স্বরাজ দেওয়াইলেন। এবার ত সোজা-সুজি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বে-আইনী লবণ তৈয়ার করিতে সমুদ্র তীরে ধাওয়া করিলেন। এই কার্য্যে অসাফল্য হইলে সমুদ্রে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জনের আভাসও দিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি স্বীয় সঙ্কল্পে সফলকামও হইলেন না, সমুদ্রে ডুবিয়াও সলিল-সমাধি প্রাপ্ত হইলেন না; পুণার যারবেদা জেলে খোশ্ মেজাযে বহাল তবিয়তে বিরাজ করিতেছেন। আর শৌচাগারে বসিয়া গীতা-পাঠ বা মুখস্থ করিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেলা-চামুণ্ডাদিগকেও ঐরূপ করিতে উপদেশ দিতেছেন। এইবার পায়খানাগুলি ধর্ম্ম-শিক্ষাগারে পরিণত হইবে! ইতিপূর্ব্বে কোনও ধর্ম্মবীর বা ধর্ম্ম-নেতা শৌচাগারে বসিয়া ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করেন নাই। মিঃ গান্ধির অনেক কাজই পাগ্‌লামীর পরিচায়ক। তাড়ির গতিরোধ করিবার জন্য তালগাছ ও খেজুর গাছের ধ্বংস-সাধন—বিকৃত মস্তিষ্ক লোক না হইলে কি এমন উৎকট ব্যবস্থা করিতে পারে? হয়ত কালে মাদক দ্রব্য সেবনকারী লোকদিগের মুণ্ডু কাটিয়া ফেলার ব্যবস্থা করিলেও করিতে পারেন; কারণ, মানুষের জীবনও থাকিবে না; মাদক দ্রব্যও সেবন করিবে না। মিঃ গান্ধি খুব জানিতেন যে, অসহযোগ ও আইন অমান্য কার্য্য অহিংসভাবে হইতে পারে না। উহার শেষ পরিণতি হিংসা। কার্য্যতঃ তাহাই হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলতা।—এক চৌরি-চৌরার খুন-খারাবীতে গান্ধিজী কয়েকদিন উপবাস-ব্রত অবলম্বন করিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছিলেন; এবার যে কত চৌরি-চৌরার পুনরভিনয় হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা অসাধ্য। পেশাওরে, বোম্বাইতে, শোলাপুরে, মেদিনীপুরে উৎকট হিংসার প্রভাবে রক্ত-গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছে, চট্টগ্রামের ব্যাপারত বিষম রোমাঞ্চকর। ইহাই মিঃ গান্ধির অহিংস নীতির চরম ফল। আইন অমান্য ব্যাপারটাই হিংসামূলক, আবার বিলাতী-বর্জ্জন ব্যাপারটাও হিংসারই পরিচায়ক। হিন্দু সমাজের কংগ্রেসী-স্বরাজী ব্যতীত মডারেট দল, স্বাধীন দল, স্বতন্ত্র দল এবং আরও কত কি দল আজ কাল গান্ধি মতের অনুসরণ করেন। তাঁহার ভুল ভ্রান্তি, বাচালতা, পাগ্‌লামী প্রভৃতি বিষয়ের সমর্থন করিতেও লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হন না। গান্ধি আন্দোলন এখন একটা বিরাট হুজুগের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশাল হিন্দু সমাজ গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়াছে; ইহা এখন একটা ফ্যাশনে পরিণত হইয়াছে। আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। বে-আইনী লবণ প্রস্তুত ও লবণ বিক্রয়ের স্রোত বন্ধ হইয়াছে। কোথাও কোথাও সমুদ্র-তটে সাধারণ লোকেরা কিছু-কিঞ্চিৎ অপকৃষ্ট ও কদর্য্য লবণ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছে। গান্ধিজীর লবণ গোলা আক্রমণরূপ দস্যুতারও গতিরোধ হইয়াছে। অবশ্য মদ, গাঁজা, তাড়ির কেনা-বেচা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে; ইহা ভাল কথা। কিন্তু বলপূর্ব্বক অর্থাৎ পিকেটিং করিয়া কেনা-বেচা বন্ধ করিলে তাহার ফল স্থায়ী হইতে পারে না। লোকদিগকে বুঝাইয়া শুঝাইয়া—সদুপদেশ দিয়া মাদক দ্রব্য সেবনে বিরত করিতে পারিলে তাহার ফল স্থায়ী হইতে পারে। তবু একাজটা মন্দের ভাল। খাজানা ও ট্যাক্স বন্ধ করান পুরা রাজদ্রোহিতা। দুনিয়ার কোনও গবর্ণমেণ্টই প্রজাকৃত এই অবমাননা ও শাসন শৃঙ্খলার বিপরীতাচরণ সহ্য করিতে পারেন না। একজন ক্ষুদ্র যমীদারের প্রজা যদি তাঁহার আদেশ অমান্য করে, তবে সে যমীদার যতদূর সম্ভব, সেই আদেশ অবহেলাকারী প্রজাকে দমন ও শায়েস্তা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পান। আর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্যায় এক প্রবল পরাক্রান্ত গবর্ণমেণ্ট খাজানা ও ট্যাক্স আদায় বন্ধের অন্যায় আচরণ সহ্য করিবেন—কোনও প্রতিকার করিবেন না—ইহা একেবারেই অসম্ভব। ভাই মুসলমান! তোমরা এরূপ বেহুদা কাজে কোনওক্রমেই আত্ম-নিয়োগ করিও না।

প্রাথমিক শিক্ষা বিল।—চির-নিদ্রিত বাঙ্গালার মুসলমানদের দুঃখ দৈন্য ও নির্য্যাতন দর্শনে মনে যতটা আক্ষেপ না হয় তদপেক্ষা শতগুণ অধিক দুঃখ হয়, তাহাদের অশিক্ষা জনিত কুফল দর্শনে। অশিক্ষিত মানব যে মানুষ পদবাচ্য হইতে পারে না তাহার একমাত্র কারণ তাহারা হালাল, হারাম ভাল, মন্দ বিচার করিবার শক্তি হইতে বঞ্চিত থাকে। তাই মুসলমানের জন্য লেখা পড়া শিক্ষা করা ফরয্। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে আমাদের মুসলিম সমাজের অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জুজুর ন্যায় ভয় করিয়া সন্তান সন্ততিকে তাহা হইতে সর্ব্বদা দূরে রাখে। এমনও দেখা গিয়াছে যে কোন গ্রামে মক্তব বা পাঠশালা স্থাপন করিয়া অশিক্ষিত পিতার নিকট তদীয় পুত্রকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বলিলে সে শিক্ষককে নানা প্রকার নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। যাহা হউক এই প্রকার বাধা বিঘ্ন দূরীভূত করিয়া যাহাতে সমভাবে প্রত্যেকের সন্তানগণ বিনা বেতনে অন্ততঃ পক্ষে প্রাইমারী শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা চলিতেছিল। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা বিল একবার আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, কিন্তু নানা প্রকার মতদ্বৈধতায় অর্থাৎ শিক্ষা করের ভাগ বাটোয়ারা সম্পর্কে যমিদারের সহিত প্রজার মতানৈক্য ঘটায় উক্ত বিল পাশ হয় নাই। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় খাজা নাযিমুদ্দিন সাহেব পুনরায় একখানা নূতন বিল সঙ্কলণ করিয়াছেন তাহা কাউন্সিলের আগামী বৈঠকে আলোচিত হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা করবিল।—সাধারণ কথায় বলে "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভানে", এখানেও দেখিতেছি সেই ব্যাপারই চলিতেছে। বঙ্গের দীন-হীন দুর্ভিক্ষ ও বন্যা প্রপীড়িত কৃষকের ভাগ্যে পুনরায় নব-দণ্ডের ব্যবস্থা দেখিয়া আমরা চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। যাহাদের দু'বেলা পেটে অন্ন জুটে না; ম্যালিরিয়ার দারুণ আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত এমন কি সামান্য মূল্যের সরকারী কুইনাইন কিনিতে অক্ষম, লজ্জা ও শীতাদি নিবারণের নিমিত্ত বস্ত্র ক্রয় করিতে পারে না, তাহাদের সন্তানদিগকে শিক্ষাদান প্রসঙ্গে সেই নির্জীব নিরীহ আধমরা কঙ্কালের উপর পুনরায় এত অধিক মাত্রায় করভার চাপাইয়া দেওয়ার চেয়ে তাহাদিগকে একদিনে কলে পিষিয়া মারিয়া ফেলান বরং ভাল। যাঁহারা গগন-চুম্বি ত্রিতল হর্ম্মে সর্ব্বদা বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায়ও অস্বস্তি অনুভব করিয়া থাকেন, পাঁড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত অনাহারে জর্জ্জরিত প্রজাকুলের রক্ত শোষণ করিয়া বিলাস ভ্রমণ ও যমিদারী ঠাট, বাট সর্ব্বদা বজায় রাখিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই মত-প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না যে মোট পাঁ'চ পয়সা শিক্ষা করের মধ্যে সাড়ে তিন পয়সা প্রজা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে। কিন্তু যে দশশালা বন্দোবস্তের পর হইতে যমিদারের খাজানা বৃদ্ধি না হইলেও প্রজারা সময়ে সময়ে খাজানা বৃদ্ধি দিয়া আসিতেছে ও যাহারা দেশে বন্যা ও অজন্মা হেতু প্রকৃত খাজানা ও পথকর না দিতে পারায় ঋণজালে জড়িত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী আজ তাহাদের স্কন্ধেই পুনরায় গুরুভার দিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। দরিদ্রের রক্ষাকর্ত্তা এক আল্লাহ ভিন্ন আর কেহ নাই। দীন কৃষককুল যমিদারকে খাজনার সহিত যে পথকর বাবদ দুই পয়সা হইতে এক আনা পর্য্যন্ত দিয়া থাকে তাহাই তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর। পুনরায় তাহার সহিত আরও সাড়ে তিন পয়সা যোগ হইতে যাইতেছে। আমদের মতে প্রস্তাবিত পাঁচ পয়সার মধ্যে প্রজার ভাগ্যে আড়াই পয়সা ও অপর আড়াই পয়সা যমিদারের ভাগে দেওয়া হউক। তাহা হইলে সাপও মরিবে এবং লাঠিও ভাঙ্গিবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা কমিটী।—আমরা আবহমানকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে প্রাইমারী শিক্ষা পরিচালনের ভার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। তাহাতে কার্য্য যে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না তাহা বলা যায় না। তবে অর্থ-কৃচ্ছতা প্রযুক্ত সময়ে সময়ে ডিঃ বিঃ বোর্ডকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু যখন অর্থ-সচ্ছলতার পথ সুগম হইতে যাইতেছে তখনই ইহার পরিচালনার ভার স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট লইতে প্রস্তুত হইতেছেন। কেন? দেশের লোক এতদিন যে কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিল এখন তাহারা হঠাৎ রাতারাতি অনুপযুক্ত হইয়া পড়িল কিসে? আমরা এ নীতির সমর্থন করিতে পারিতেছি না। প্রাথমিক শিক্ষা কমিটী সম্পূর্ণ সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা গঠিত হইলে গভর্ণমেণ্টের একটা উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে বটে, অর্থাৎ প্রজার রক্ত শোষণ পূর্ব্বক কতকগুলি লোককে প্রতিপালন করা হইবে, কিন্তু তাহাতে যে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি লাভ করিবে বা সকলেই সময়োচিত উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে তাহা আমাদের মনে হয় না। আমাদের ধারণা যে যদি গভর্ণমেণ্ট প্রচলিত নিয়ম বহাল রাখিয়া ইহাদের কার্য্য পুরাপুরিভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত লোক নিয়োগ করেন ও প্রত্যেক সার্কেলের সার্কেল অফিসারকে তাঁহার অধীনস্থ প্রেসিডেণ্ট দিগের সহায়তায় যাহাতে সকলে সৎ ও উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করেন তাহাই সুফলপ্রদ হইবে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক প্রেসিডেণ্ট প্রত্যেক মাসে অধীনস্থ বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শণ করতঃ সার্কেল অফিসারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং প্রত্যেক সার্কেল অফিসার বৎসরে অন্ততঃ দুই বার প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন এবং প্রেসিডেণ্টদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া ডিঃ বিঃ চেয়ারম্যানের নিকট রিপোর্ট দিবেন। আমাদের বিশ্বাস এই নিয়মে শিক্ষা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে।

মুক্তির সন্ধান!

ভারতের রাজনৈতিক গগনের ঘন ঘটাপূর্ণ মসীমলিন মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জনে বায়ু ব্যোম প্রকম্পিত করিয়া যে জটিল সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে, তাহা বৃটিশাধিকার ভারতে ইতঃপূর্ব্বে পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। সময়ে সময়ে শাসন সংক্রান্ত সামান্য পরিবর্ত্তনে যদিও অস্থায়ী আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল, তাহা ব্যুরোক্রেশীর প্রবল বাত্যাঘাতে ও সুচতুর স্বার্থান্বেষী হিন্দু সম্প্রদায়ের কূট-নীতি প্রভাবে দীর্ঘ দিন চলিতে পারে নাই। সার্দ্ধ শত বর্ষ ব্যাপী বৃটিশাধিকারের ভিতর ইহাই সু-শৃঙ্খলা পূর্ণ সুদীর্ঘ মুক্তি আন্দোলন। তবে তাই বলিয়া ইহাকে সম্পূর্ণরূপে নিরুপদ্রব ও নিয়মিত বলিলে ভ্রম হয়, কেন না, মাঝে, মাঝে, শৃঙ্খলার বাঁধ ভাঙ্গিয়া বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় মুক্তি কামী নেতৃবৃন্দকে অনেকাংশে বেগ পাইতে হইতেছে। বিষয়টী যে প্রকার ব্যাপক ভাব ধারণ করিয়াছিল তাহাতে অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে মিঃ গান্ধি প্রবর্ত্তিত শেষ উদ্যম 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স' বৃটিশের মৃত্যুবাণরূপে ভারতের স্বায়ত্ব শাসন তথা স্বাধীনতা আনয়ন করিবে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাহার বিপরীত ফল দৃষ্ট হইতেছে। সাইমন কমিশন ভারতীয় কংগ্রেস তথা চরমপন্থীদল কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হওয়ায়, মধ্যপন্থী হিন্দু নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়া যে অশ্ব ডিম্ব প্রসব করিয়াছে তাহাতে কোন সম্প্রদায়ের কোন দলই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই বরং "দিয়েছিলে যাহা, নিয়ে নিলে তাহা" গীতটী গাহিতে গাহিতে মধ্যপন্থীরা শ্বেত পদে ভক্তি অর্ঘ্য পূর্ণ শ্বেত-পদ্ম প্রদানে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছে। কেননা কমিশন স্বাধীনতা সিকায় রাখিয়া বিগত মর্লি-মিণ্টো সংস্কারের প্রদত্ত ক্ষমতার হ্রাস করিয়াছে। ইতিমধ্যে কুট রাজনীতিক হিন্দু মধ্য পন্থিদল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া শ্বেতদ্বীপে ও ভারতে সমভাবে 'গৌরিশঙ্করের' অর্থাৎ শ্বেত মহেশ্বরের মনস্তুটি বিধানে বিপুল আয়োজন আরম্ভ করিয়া হস্তস্খলিত ঘুড়ির ন্যায় ঘুরপাক খাইতেছে। নির্ব্বানোন্মুখ দীপ শিখার ন্যায় এখনও স্বাধীনতাস্পৃহা তাহাদের মানস পটে জ্বলিতেছে যে আগামী গোল-টেবিল বৈঠকে যদি প্রভুদের কৃপা-কণা প্রাপ্তে মনঃবাসনা কথঞ্চিৎ পূর্ণ হয়। কিন্তু স্বাধীনতার সমস্ত আশা ভরসা আজ জলধির অতল সলিলে সমাধি প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে, কেননা বর্ত্তমান সময়ে "স্বাধীনতা" সমরের পরিপন্থী জুটিয়াছে ভারতের নৃপতিবৃন্দ, মুসলিম সম্প্রদায়, সংখ্যাল্প ও অনুন্নত সম্প্রদায় এবং বিলাতের রক্ষণশীল ও উদার নৈতিক দল। ভারতের অরিকুল উপেক্ষনীয় হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া বিলাতী বস্ত্র 'বয়কটে' ত্রাসের সঞ্চার করিয়া বিলাতী অরি উপেক্ষার যোগ্য নহে। পক্ষান্তরে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দ সর্ব্বোতভাবে সাইমন রিপোর্ট সমর্থন করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আবার বিলাতের তিনটী অর্থাৎ রক্ষণশীল, উদার নৈতিক ও শ্রমিক দলই উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে। আর বৈঠকের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন স্বয়ং মিঃ ম্যাকডোনাল্ড এবং মিঃ বেন তাঁহার পৃষ্ঠ পোষক রূপে উপস্থিত থাকিবেন। তবেই ত সোনায় সোহাগা! আবার রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন মিঃ বলডুইন, ও স্যার অষ্টিন চ্যাম্বারলেন এবং উদার নৈতিক দলের প্রতিনিধি সম্বন্ধে যদিও সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় নাই তথাপি আশা করা যায় যে লর্ড রিডিং মনোনীত হইবেন, অধিকন্তু স্যার জন সাইমন ও যাইতে পারেন। যাহা "রটে, কতেকটা বটে" হইয়া পড়ে তাহা হইলে মণি কাঞ্চনের তথা "ঘৃত-মধু-চিনির" সংযোগে ভারতের ভাগ্য বিপর্য্যয় যে কি ভাবে ঘটিবে তাহা সহজেই অনুমেয়। তখন হিন্দু সম্প্রদায়ের হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠা ও মুসলমানদের শূন্যোদ্যান নির্ম্মাণ আরব্যোপন্যাসের 'আল ন্যাসকারের' স্বপ্নে পরিণত হইবে। কেননা সে দিন পার্লামেণ্টে ভারতীয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করার অপরাধে মিঃ ব্রেকওয়ে ও মিঃ বেকেট্ সসপেণ্ড হইয়াছেন অতএব সেই সমস্ত প্রভুদের মস্তিষ্ক প্রসূত কূটনীতি প্রসাধন লাভে যে ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমান কতটা সুযোগ সুবিধা পাইবে তাগ

নিঃসন্দেহচিত্তে বলা যাইতে পারে। সুতরাং এই প্রকার পুর্ব্বাপর ঘটনা বিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া আমরা ইতিপুর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি যে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করতঃ উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্ব্বক মুসলমানের স্বার্থ বজায় রাখিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা ইতিপুর্ব্বে জানাইয়াছি যে লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। সুখবরের মুখ্‌টাও ভাল। যাহা হউক ঠিক এই জটিল সমস্যা পূর্ণ তাণ্ড্য নিয়ন্ত্রণের সময় মাননীয় ডাঃ শাফায়াৎ আহমদ খান সাহেবের সারগর্ভ নীতিপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠে আমরা সন্তুষ্ট লাভ করিলাম। তাঁহার এই সময়োপযোগী উপদেশ বাণীর মর্য্যাদা রক্ষা করা মুসলিম সমাজের একান্ত কর্ত্তব্য। পক্ষান্তরে মুনো রাজনৈতিক মিঃ জিন্না-সর্ব্বদল সম্মেলন ও মুসলিম কনফারেন্স ইত্যাদির ভিতর যে ভাবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ মানসে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে কালক্ষেপ না করিয়া প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর আকুল প্রাণে সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পাঞ্জাব ও বাঙ্গলায় মুসলিমের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৩৩ ও ৫৪ কিন্তু কোন গৃহস্থের বাড়ীতে হালের গরু যেমন ৫টী থাকিলে আর ৮টী থাকে অকর্ম্মা, এখানে বাঙ্গালার মুসলিমের অবস্থাও তাহাই দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ইহারা এতই পশ্চাৎপদ যে অধ্যয়নরত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে শতকরা ১৩ জন মাত্র মুসলমান দৃষ্টিগোচর হয়। বাঙ্গালার প্রতি প্রতিষ্ঠানের ভিতর এই প্রকার নৈরাশ্য ব্যঞ্জক অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তাই ডাঃ শাফায়াৎ আহম্মদ বলেন :—

A glance at the census of Bengal for 1921 will show that the Hindus own the bulk of land, and occupy most of the posts in the administration. It is no exaggeration to state that in those spheres which count most in modern times—in education, administration, commerce and industry—they are very backward indeed. Again ninety-one per cent of the Muslims of Bengal in the grip of the money-lender. They are born in debt, live in debt, and die in debt.

আজ বঙ্গীয় মুসলেমের শতকরা ৯১ জন লোক ঋণ দায়ে জড়িত হইয়া হিন্দুর নিকট মস্তক বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছে। ইহা মুসলিমের উন্নতি পথের কতদুর অন্তরায় তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এই ত গেল বাঙ্গালীর অবস্থা, তবে পাঞ্জাবের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত কিন্তু পুনরায় অন্য ৬টী প্রদেশের দিকে দৃষ্টি করিলে তথায় মুসলিমের অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কেননা যুক্ত প্রদেশে শতকরা ১৪·২৮, মাদ্রাজ ৬·৭ মধ্য প্রদেশ ও বেরার ৫·৫৫, বম্বে ১৯·৭ বিহার ও উড়িষ্যা ১১·৫০, আসামে ২৮·২৯ জন মুসলমান। তার জন সাইমন ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ এই সকল বিষয় বিশেষ রূপ পর্য্যাবেক্ষণ করিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। যে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার মুসলমান যদি মিশ্র নির্ব্বাচন সমর্থন করে, তাহা হইলে অপরাপর ৬টী প্রদেশের পুর্ব্ব ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। কিন্তু ইহা যে মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষে কতটা ক্ষতিজনক তাহা ডাঃ শাফায়াৎ আহম্মদ অনুমান করিতে অক্ষম, তাই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে 'সাম্প্রদায়িক' বিষয় ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চিন্তা করা কর্ত্তব্য ছিল যে Communalism ত্যাগ দ্বারা মুসলিম Safe guard কিসে সম্ভবে। মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সহিত এমন কোন ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ নয় যাহার জন্য তাহারা মুসলমানের স্বার্থ-রক্ষার জন্য বারেকের তরে কৃপা-কটাক্ষ করিবে। জাতি বিশেষের 'সাম্প্রদায়িকতা' বাদ দিলে তাহার অস্তিত্ব কোথায়; সাম্প্রদায়িকতার ভিতর দিয়া জাতীয়তা গঠন সম্ভবপর ইহা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। তিনি পুনরায় লিখিয়াছেন :—

"The experience of the last eight years has convinced the Muslims of the absolute necessity of safeguards for their community. They feel that unless their interests are effectively protected, they will disappear from the civic life of India, their culture will be forgotten, their religious rights will be in danger, the education of their children will be seriously affected and their economic and political existence will be exposed to imminent risks. These fears may be groundless," উপরোক্ত বাক্যাবলী যে প্রকৃত সত্য, তাহা কে না স্বীকার করিবে! আজ যদি হিন্দু সম্প্রদায় হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে আগামী কল্য ভারতীয় মুসলিমের অবস্থা কি হইবে তাহা দর্পণে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবির ন্যায় উজ্জ্বল রহিয়াছে। আগামী গোলটেবিল বৈঠকে অশান্তি সৃষ্টিকারী নেতাদিগকে যে নিমন্ত্রণ করা হইবে না তাহা খোলাখুলি ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাই মিঃ জয়াকর কোম্পানী মিঃ গান্ধীর সহিত পরামর্শ করিয়া আইন অমান্য ও বর্জ্জন নীতি পরিহার করা যায় কি না তজ্জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা আরও বুঝিতে পারিয়াছেন যে বিলাতের রক্ষণশীল দল ও উদার নৈতিক দলের মিলিত শক্তির দ্বারা শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের সংস্থ আশা পণ্ড হইবে। বাস্তবিকই অবস্থা যাহা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে ভারতীয়দের হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠার সাংস্বপ্ন সাংস্কাল সমুপস্থিত। মিঃ জয়াকরের সহিত পরামর্শে যদি মিঃ গান্ধী ও মিঃ জওহর কোং আইন অমান্য ইত্যাদি অস্থায়ী কালের জন্যও বন্ধ করেন; তাহা হইলেই তাহাদের সর্ব্ব প্রকার সমরায়োজন কবির কল্পনা, সাংবাদিকের কাগজের পৃষ্ঠায় ও মহিলা পিকেটারের জীবন-হানিতে নিবদ্ধ হইয়া পড়িবে। আমরা এ কথা বহু বার বলিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক আমরা এখন নিজের ঘর সামলানের জন্য বলিতেছি যে যাহাতে গোল টেবিল বৈঠকে এক তৃতীয়াংশ মুসলিম সভ্য যাইতে পারে তাহার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি এখন হইতে বিলাতে বসিয়া বৃটিশ জাতির কর্ণকুহরে যে মুসলিম বিদ্বেষের গরল-সুধা ঢালিতেছে, কালক্ষেপ না করিয়া তাহার প্রতিকারার্থ সচেষ্ট হইয়া যাহাতে হিন্দুদের মুসলিম-দলন প্রপাগেণ্ডা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দু সম্প্রদায় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে আইন অমান্য ইত্যাদি বন্ধ করিয়া সদলবলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য যাইবে তাহার পুর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রাণে ইহা সতত জাগরুক যে চরমপন্থীদল বৈঠকে যাইতে না পারিলে মুসলিম প্রাধান্য সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকিবে। ইতিপুর্ব্বেই কোন সংবাদপত্রের মারফতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে এ দেশের হিন্দুদের ধারণা যে বৈঠক, গোলটেবিল বৈঠক না হইয়া ইহা "Cresent" Conference এ পরিণত হইবে। কাজেই তাহারা কখনও মুসলমানের প্রাধান্য স্বীকার করিতে কিছুতেই রাজি হইবে না। আমরা সেইজন্য উপসংহারে আমাদের সমাজের নেতৃবৃন্দকে সাদর আহ্বান করিতেছি যে, তাঁহারা দলাদলি ভুলিয়া একতাবদ্ধভাবে বৈঠকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হউন। দলাদলি করিয়া নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিবেন না।

ভীষণ ঝটিকা

লোকের শোচনীয় অবস্থা

টোকিওর ১৯শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, গত কল্য ভীষণ ঝটিকায় নাগাসাকী নগর ও জিলার ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। ঝটিকার গতি ছিল ঘণ্টায় ১১২ মাইল। আশঙ্কা হইতেছে, শতাধিক লোক সমুদ্রে জলমগ্ন হইয়াছে। ৮০ খানি ক্ষুদ্র জাহাজ ও ৮২ খানি মোটর বোট ঝড়ে চুর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সমুদ্রকূলেও শতাধিক মোটর-বোট নষ্ট হইয়াছে। প্রায় ১৬'শত গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং সহস্রাধিক গৃহ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। প্রায় ২ কোটি ইয়েন মুল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। টোকিওর ২০শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, ঝটিকার ক্ষতির বিবরণ প্রথমে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা বহু গুণে অধিক ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় ১০ কোটি ইয়েন মুল্যের সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, চারি সহস্র গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং ৩৩ হাজার গৃহ নানারূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কোরিয়াতে সম্প্রতি বন্যায় যে শত শত লোক মারা গিয়াছে, তাহাদিগের শোক বিস্মৃত হইতে না হইতে ২০ হাজার লোক গৃহহীন ও নিরাশ্রয় হইয়াছে।

মুসলিম প্রতিষ্ঠান

(সৈয়দ খলিলুর রহমান,—রামপুরী)

(১)

বিংশশতাব্দির ভারতীয় রাজনৈতিক আকাশে যে ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যাইতেছে তাহার ফলাফল যদিও একমাত্র অন্তর্যামী খোদাতায়ালা ব্যতীত অপর কেহই জ্ঞাত নহেন, তবুও প্রত্যেক মুসলিমের ভিতর যে ক্ষণিক ভাব ও চিন্তার সমাবেশ হইতেছে না তাহা বলা যায় না। তবে উক্ত ভাব ও চিন্তার ধারাকে প্রকাশ্য উক্তি দ্বারা জনমতের প্রাধান্য দেখাইবার মত সুযোগ, উপযুক্ত স্থান প্রতিষ্ঠান মুসলিমের নাই বলিয়াই চিন্তার ধারা চিন্তাতেই মিশিয়া যাইয়া মুসলিম জাতিটাকে একটা অসার, নিষ্প্রাণ, নির্ব্বাক অস্তিমত শূন্য মূক জাতিতে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, জাতির অস্তিমত শূন্য জ্ঞাপক—প্রতিনিধিত্ব মূলক স্থায়ী কেন্দ্রীভূত বৃহত্তর একটী সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান নাই। কর্ণধার বিহীন নৌকা যেরূপ দিগ্বিদিকে যাইয়া বিধ্বস্ত হয়, সেনাপতি বিহীন সৈন্য বাহিনী যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হয়, অধ্যক্ষ বিহীন বিদ্যালয় যেরূপ বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়, লক্ষ্য বিহীন কার্য্য যেরূপ নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ অধিষ্ঠান বিহীন জাতির অচিরে কাল গ্রাসে পতিত হওয়াই স্বাভাবিক। মুসলমান জাতীর নির্জ্জীবতা, মোহ, ঔদাসীন্য, মতভেদ ও সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ, অধোগতি ও ধ্বংসের রাস্তা উন্মুক্ত। এ হেন সঙ্কট সময়ে জাতীয় সমস্যা সমাধান কালে রাজনৈতিক ব্যবহারে সামাজিক বিধি বিধানে মুসলমানের এরূপ একটী কেন্দ্রীভূত মত জ্ঞাপক প্রবল প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘ নাই—যাহার মতবাদ বা প্রতিনিধিত্ব দ্বারা মুসলিম ভারতের অভিমত ব্যক্ত করিয়া অধিনায়কগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। নিজস্ব স্বার্থ বজায় রাখিতে অকপট অভিমত দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা যায় এবং সম্যকরূপে দুঃখ দৈন্যের প্রতিকার লাভ করা যায়। সত্য বটে মধ্যে মধ্যে মুসলিম লীগ, মুসলিম কন্‌ফারেন্স ও মুসলিম সম্মিলন ইত্যাদির নাম শুনিতে পাওয়া যায় কিন্তু ঐগুলির Voice কতদূর, সজীবতা কিরূপ, ও কর্ম্মতৎপরতাই বা কতদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে বা হইতেছে, স্থায়ী কি অস্থায়ী তাহা বুঝা কষ্টসাধ্য। কেন ভারতের ৮।৯ কোটী মুসলমান বর্ত্তমান থাকিতে তাহা হইতে ৮০০ শত প্রতিনিধি দ্বারা কি একটী জাতীয় শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে না এবং এই আট কোটী হইতে ৮ কোটী পাই চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কি উহাকে সজীব করিয়া রাখা যাইতে পারে না? অন্য কাজে লিপ্ত না হইলেও অন্ততঃ সামাজিক অনুশাসনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করিলেও ঐ প্রতিষ্ঠান দ্বারা বহুতর উপকার লাভ করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক জাতি বা জাতির মধ্যগত বিভিন্ন মতাবলম্বী বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের অভিমত ব্যক্তকারী প্রতিনিধিত্ব মূলক সঙ্ঘ আছে। ইহাতে আইন কানুন Pact এবং Disciplinary rules ইত্যাদি কতই না আছে এবং তদ্দ্বারা ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত ও জাতিগত কত স্বার্থ যে রক্ষা পাইতেছে তাহা একটু চক্ষু মেলিয়া অপর দিকে চাহিলেই দেখা যাইতে পারে। বিলাতে কনসারভেটিভ, লিবারেল, লেবার ও ভারতে হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস ইত্যাদি আজ কার্য্যে কত তৎপর এবং তাহাদের Voiceই বা কত প্রবল তাহা স্থিরচিত্তে ভাবিলেই বেশ বোধগম্য হইবে। তবে জিজ্ঞাসা করি ভারতীয় মুসলমানের ঐরূপ একটা কিছু আছে কিনা? আজ স্বার্থ সমন্বয়ের সন্ধিক্ষণে এ জাতির জনমতের প্রাবল্য কোথায়? অন্যান্য পারিপার্শ্বিক প্রতিষ্ঠান গুলির জনমতাধিক্যে জনমত প্রাবাল্য 'স্বাধীন ভীতিপ্রদ বাক্যে, অসার বা সার সম্পদ তর্জ্জন গর্জ্জন আজ যে ভারতকে কাঁপাইয়া তোলা হইতেছে। যাহার তোলপাড়ে আজ নানা ভাবের সঞ্চার হইতেছে। যাহার কণ্ঠ নিঃসৃত বাক্যাবলী আজ সুদূর ইংলণ্ড রাষ্ট্রীয় মহলে, পার্লিয়ামেণ্টে, হাউস অব কমন্সে বা লর্ড সভা ইত্যাদিতে আলোচনার পুঞ্জীভূত সমালোচনার স্থান লাভ করিয়াছে। যাহার ফলে আজ রাজনৈতিক গগনেও মেঘের সঞ্চার হইয়াছে। যাহার একমাত্র সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া আজ

বহু ব্যক্তি বিশেষ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে দ্বিধা বোধ করিতেছে না। দ্বিমত হওয়া ইত্যাদি নানামত পার্থক্য পোষণ করিয়া ঐ প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশে গন্তব্য পথে ধাবিত হইতেছে। ঐরূপ শক্তিশালী জনমত প্রাধান্য সূচক কোনও প্রতিষ্ঠান কি আজ বঙ্গীয় মুসলমানের আছে? উত্তরে বলিব নাই। তবে আছে কি সাময়িক কতকগুলি অধিষ্ঠান। প্রয়োজন মত তাহাদের উদ্ভব হয় আবার প্রয়োজন শেষে জলের বুদ্বুদের ন্যায় নিমিষে মিলিয়া যায়। স্বার্থীয় নেতৃত্ব যেন এক জায়গায়ী তমসারই মত। আবার আত্ম-কলহ উপস্থিত হইবামাত্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া নেতা উপনেতা কতই না সৃষ্টি হয় কিন্তু আফসোস! দুঃখ রাখিবার স্থান নাই, মনোকষ্টের অবধি নাই, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে ঐ সমস্ত বাধি দুর করিয়া খণ্ড খণ্ড সঙ্ঘগুলিকে একত্রীভূত করিয়া একটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গঠন করার চেষ্টা করা হইতেছে না। ইহার অভাবে আজ মুসলিম জাতি নিরীহ, নির্জ্জীব, নিষ্প্রাণ, বাকশূন্য, জনমতহীন, প্রতিনিধিত্বহীন ভারতের কোণে কোণে থাকিয়া অন্য সম্প্রদায়ের মারফতে রুটী পাওয়ার জন্য কাতর নয়নে উঁকি মারিতেছে। কথায় বলে "কচু শাকে বিড়াল তুষ্ট" তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছে আজ মুসলিম সমাজ সামান্য লাভে পরিতুষ্ট হইয়া বৃহত্তর দাবীর মস্তকে পদাঘাত করিতেছে। আপন মাথায় কুঠার মারিয়া পরের পরিত্যক্ত অন্নে উদর তুষ্টি করিয়া পরের সাহায্যে গৌরবান্বিত হইতে লজ্জাবোধ করিতেছে না। কেন, এখনও কি মুসলমানের কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হইবে না? আপন-ভালমন্দ চিনিয়া লইবার মত কর্ত্তব্য বোধ হইবে না? হাঁ হইবে, সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত হইলে পর হারানিধির মত ছেলে অন্বেষণ করিতে হইবে।

যে মুসলিম জাতি শৌর্য্যে বীর্য্যে উদ্যমে আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া ও আফ্রিকা ইত্যাদি ভূভাগেও ইসলামের সত্য সনাতন বিজয় নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন, যে জাতি প্রায় সুদীর্ঘ ৮০০ শত বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন আজ সেই জাতির মধ্যে আপন ন্যায় সঙ্গত দাবী টুকু চিনিয়া লইবার মত কর্ত্তব্য বোধও নাই অথবা করার ক্ষমতা হইতেছে না। আত্মকলহ, দ্বিমত, মত-প্রাধান্য, পরশ্রীকাতরতা ও হজুগপ্রিয়তা ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন হীনবল হইয়া পড়িতেছে। ইহা যে কত পরিতাপের বিষয়। যাহাই হউক যাহা গিয়াছে তাহার জন্য কাঁদিয়া ফল নাই। অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া হীনবল হইতে আরও হীনবল হওয়ার প্রয়োজন নাই। এখনও মুসলিম সমাজ অবহিত হউন, সতর্ক হউন হজুগে মাতিয়া কোন কাজে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিজকে গড়িয়া তুলিতে মনোযোগী হউন। নৈতিক ঐহিক উন্নতি কল্পে চেষ্টিত হউন তবেই দেখা যাইবে মরণোন্মুখ মুসলমান জাতি আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে।

পরিশেষে ইহাই আমার বক্তব্য যে, আত্ম-কলহ ও মত-বৈষম্য বিস্মৃত হইয়া মুসলিম ভারতের সর্ব্বদল সম্মিলিত হইয়া সাময়িক ও বিভক্ত সঙ্ঘগুলিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া একটী বৃহৎ শক্তিশালী মুসলিম জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করুন, এবং প্রত্যেক প্রদেশে জিলায় ও মহকুমায় তাহার শাখা বিস্তার করুন। স্থায়িত্বের জন্য আর্থিক পন্থা উদ্ভাবন করিয়া ইহার সজীবতা ও স্থায়িত্ব রক্ষা করুন। প্রতি বৎসরে স্থান বিশেষে উক্ত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অধিবেশন করিয়া ঐহিক ও নৈতিক উন্নতি কল্পে সামাজিক অনুশাসনের ব্যবস্থা করুন। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য শাসক সম্প্রদায়ের নিকট—আবেদন নিবেদন করুন। এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অধীনে ও নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলিমবৃন্দকে চালিত করিতে প্রয়াসী হউন।

অসাধু ভাইস-চেয়ারম্যান

২ বৎসর সশ্রম দণ্ড

গয়ার ১৭ই জুলাইর খবরে প্রকাশ, দাউদনগর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান মিঃ ধরমদাস গয়ার দায়রা জজের এজলাসে ২টী অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে, তিনি ষ্ট্যাম্প্ পোষ্টের জন্য খরচ হইয়াছে এই অজুহাতে ১২৭৲ টাকার জাল রসিদ কাটিয়া ঐ অর্থ আত্মসাৎ করেন। এই অপরাধে তাঁহার ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। অপর অভিযোগের মর্ম্ম এই যে তিনি কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী হিসাবে একজন এসামীর অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই অপরাধেও তাঁহার ২ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়। উভয় দণ্ডই এক সঙ্গে চলিবে।

৩ শতের ও অধিক মেয়ে-দন্তচিকিৎসক ইংলণ্ডে আছে। ৫০ বৎসর আগে ছিল মাত্র ১টি।

সম্প্রতি ডাসেলডর্ফে হাউই-এরোপ্লেনের পরীক্ষা হইয়াছিল। ইহারা ঘণ্টায় ১৩৩ মাইল হিসাবে গিয়াছিল।

* * *

ফ্রেঞ্চের Deauville নামক শহরে কোনরূপ উচ্চ শব্দ করা আইন বিরুদ্ধ। বিশেষতঃ মোটর-গাড়ীর হর্ণের আওয়াজ, কুকুরের চীৎকার, ঢাক ঢোল বা বাঁশির বাজনা তথায় বিশেষরূপে নিষিদ্ধ।

* * *

Jane Austen এর Pride And Prejudice নামক উপন্যাসখানি এতদিন পর পৃথিবীর উৎকৃষ্ট উপন্যাসের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। মাত্র ১১০ পাউণ্ড মূল্যে উপন্যাসখানির গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় হইয়াছিল।

* * *

মিসরের মৃত্তিকা গর্ভে ৭ হাজার বৎসরের পুরাতন একটী পাথরের নারী মূর্ত্তি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই মূর্ত্তিটীর পরিধানে হাল ফ্যাসানের একটি খাটো ঘাগরা রহিয়াছে।

* * *

৮০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে নিউইয়র্কে সম্প্রতি ২৫ হাজার কুঠরী বিশিষ্ট ৪৬ তলা একটা হোটেল নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক কামরায় বেতারযন্ত্র ও টেলিফোন বসান হইয়াছে। পৃথিবীর আর কোথাও এত বড় হোটেল নাই।

* * *

পাশ্চাত্য সুন্দরীদের প্রতিযোগিতায় সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যিনি সম্প্রতি শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন সেই মিসেস মার্গেট নটন প্রত্যহ তাহার স্বামীর সঙ্গে কামারশালে হাতুড়ি পিটিয়া থাকেন। উলভারহাম্পটনে এই দরিদ্র কর্ম্মকার পরিবার বাস করেন।

* * *

ফরাসী চেম্বার অব ডেপুটী (পার্লামেণ্ট) তে ডিপুটীরা (সভ্যরা) যাহাতে নীরবে কাহারও মুখ-না-চেয়ে স্বাধীন ভাবে ভোট দিতে পারেন সম্প্রতি তাহার এক অভিনব ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক ডিপুটীর সম্মুখস্থ ডেস্কের মধ্যে দুই তরফের দুইটী ইলেক্‌ট্রিক সুইচ্ আছে। ভোট দিবার সময় যে দিকে ভোট দিবার ইচ্ছা হয় সেই দিকের সুইচটা টিপিলেই তাহাদের পক্ষের ভোটটী সভাপতির পিছনের একটী কাল রঙের বোর্ডের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর রেখা দ্বারা চিহ্নিত হইয়া যায়।

বিমান বিহারীর দুরাবস্থা

৬ জনের মৃত্যু

লণ্ডনের ২১ জুলাইয় খবরে প্রকাশ, কেণ্টের মিওফাম নামক স্থানে বিকলাঙ্গ হইয়া একখানি বিমানপোত এক বাগানের মধ্যে পতিত হয়। ইহাতে চারিজন পুরুষ এবং দুইজন মহিলার মৃত্যু হয়। "ওয়ালকট" বিমানপোত খানি লা টাকেট হইতে ক্রয়ডন অভিমুখে যাইতেছিল। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেন—সামান্য একটু বিস্ফোরণ হইয়াছিল ইহাতে বিমানপোতের মধ্যভাগ আন্দোলিত হয়। ইহাতে পরিচালকের দেহ মেসিনের সঙ্গে আটকাইয়া যায়। অপর আরোহীরা নিয়ে দূরে দূরে নিক্ষিপ্ত হন। বিমানপোতের একখানি ডানা প্রায় দুই মাইল দূরে পাওয়া গিয়াছে। যাঁহারা নিহত হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মারকুইস অব ডাফরিন ভাই কাউণ্টেস অব এডনাম, স্যার এডওয়ার্ড সাইমন ওয়ার্ড, লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল জর্জ্জ লকার্ট হেণ্ডারসন প্রভৃতি আছেন। কর্ণেল হেণ্ডারসনের বয়স ৫২ বৎসর হইয়াছিল। সুদক্ষ বিমানচালক বলিয়া ইহার যথেষ্ট সুনাম ছিল। চেথ্যামের নিকটবর্ত্তী ডেল্টিং বিমানপোত কেন্দ্রের নিকটে মিস মেডি প্রেস ও তাহার সঙ্গী লেফ্টেনাণ্ট স্পেনসার বিমানপোত দুর্ঘটনায় দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। মিস্ প্রেস কোনও বন্ধুর সহিত জলযোগ সারিয়া বাড়ী ফিরিতে ছিলেন। এমন সময় বিকলাঙ্গ হইয়া তাঁহার বিমানপোত অমনি ভূপতিত হয়। তৎক্ষণাৎ তাহাতে আগুন ধরিয়া যায়। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী অগ্রসর হইয়া বিপন্ন বিমানপোতে আরোহীদিগকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু জ্বলন্ত বিমানপোতের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই।

মুল্‌কী

বাঙ্গালায় সংক্রামক ব্যাধি

বিভিন্ন জেলার মৃত্যুর হার

কলিকাতার ১২ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, ৫ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ৪টি জেলায় কলেরায় মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া হাওড়ায় ১৯ হইতে ২২, ২৪ পরগণায় ২১ হইতে ৩০, দিনাজপুরে ২২ হইতে ১৩ ও চট্টগ্রামে ৯ হইতে ১৩ হইয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা কমিয়া বর্দ্ধমানে ১৭ ও কলিকাতায় ৫৪ হইয়াছে। বসন্তে বর্দ্ধমানে ২১, কলিকাতায় ১৭, ময়মনসিংহে ১৩, বাঁকুড়ায় ৮, হাওড়ায় ৭, হুগলী ও ২৪ পরগণায় ৬ জন করিয়া মারা গিয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় কলিকাতায় ৭ ও হুগলীতে ১ জন মারা গিয়াছে।

মহিলার শোচনীয় মৃত্যু

অলঙ্কারাদি অপহৃত

হাওড়া ব্যাঁটরা হইতে একটী হিন্দু মহিলার শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। নিহত মহিলাটী চীনাবাজার ষ্ট্রীটস্থ বলাই চাঁদ শীল এণ্ড ব্রাদার্সের কর্ম্মচারী বাবু নরেন্দ্র নাথ সেনের পত্নী। প্রকাশ, গত শুক্রবার রাত্র অনুমান ৮-৩০ মিনিটের সময় বাড়ীর অন্দর বিক্স্থ বারান্দায় কাজকর্ম্ম সারিয়া শুইয়াছিল। নরেন বাবু তখন কার্য্যোপলক্ষে বাড়ীতে ছিল না। এই সময় কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে আক্রমণ করে। সকলের বিশ্বাস, দুর্ব্বৃত্তেরা প্রাচীর টপকাইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে। মহিলাটির কন্যা পার্শ্বের ঘরেই নিদ্রা যাইতেছিল। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠে, কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে না পৌছিতেই দুর্ব্বৃত্তেরা উধাও হয়। অল্পক্ষণ মধ্যেই মহিলার পুত্র এবং আরও কয়েকজন প্রতিবেশী বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায় যে, মহিলাটি হত হইয়াছে এবং উঠানে একটী কাঠের টবের মধ্যে মাথার দিক নীচু অবস্থায় নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং তাঁহার গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার অপসারিত হইয়াছে। স্থানীয় পুলিস তদন্ত করিতেছে।

পুলিশ বেশে ডাকাত

লোকের চক্ষে ধূলি

রাজশাহীর ২১শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ যে, দীননাথপুর গ্রামের একজন অধিবাসীকে এক দল ডাকাত অদ্ভুত রকমে ঠকাইয়াছে সম্প্রতি একদিন অপরাহ্ণে গোবিন্দ প্রামাণিক নামক এক ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে ৬ জন লোক যাইয়া উপস্থিত হয়। একজনের পরণে দারোগার মত বেশ ছিল। আর তাহার সঙ্গের লোক জনের সঙ্গে চৌকিদারে ইউনিফরম ছিল। উক্ত জাল দারোগা গোবিন্দকে বলে সে নাচোল থানার দারোগা, নাম এম, এস, মুখোপাধ্যায়। গোবিন্দের বন্দুকের পাশ ও বন্দুক পরীক্ষা করিবার জন্য সে তাহা তাহাকে আনিতে বলে। অতঃপর বন্দুক আনা হইলে সে তাহা তাহার চৌকীদারদের নিকট রাখিয়া দেয়। দারোগা আরও সন্দেহ প্রকাশ করে যে, গোবিন্দের নিকট কালীগঞ্জের ডাকাতির চোরাই মাল আছে। এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া সে তাহার বাটী খানাতালাস করে। খানাতালাশ যে সকল গহনাপত্র পাওয়া যায়, তাহা চৌকীদারের জিম্মায় রাখা হয়। ইতোমধ্যে গ্রামের চৌকীদার আসে, কিন্তু দারোগা তাহাকে একখানা জাল চিঠি দিয়া দূরবর্ত্তী এক গ্রামে পাঠাইয়া দেয়। অতঃপর দারোগা গোবিন্দের বাড়ীতে আহার করে। রাত্রি প্রায় দশটার সময় সে প্রাপ্ত জিনিসগুলির তালিকা প্রস্তুত করে। গোবিন্দ খানাতালাশির সাক্ষী উপস্থিত করিতে চাহিলে দারোগা গোবিন্দেরই বন্দুক তুলিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া তাহার চৌকীদার দল গহনাপত্র সহ চলিয়া যায়।

গঙ্গা-গর্ভে মোটর গাড়ী

মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা

সেদিন শিবপুরে একটী শোচনীয় দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। ফলে হাওড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, মৈত্রের মোটরগাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তাঁহার ৫ বৎসর বয়স্ক পুত্র মন্ত্র ও অপর ৩ জন লোক সলিলে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রকাশ, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের জ্যেষ্ঠপুত্র মিঃ অপূর্ব্ব কৃষ্ণ মৈত্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে মোটরগাড়ী পরিচালন শিক্ষা দিতেছিলেন। শিবপুরে বোটানিক্যাল উদ্যানের নিকটে গাড়ীখানি সহসা নদীর মধ্যে প্রবেশ করে। উক্ত শিশু ব্যতীত অপর সকলেই তীরে উঠেন। শিশুটিকে না দেখিয়া মিঃ অপূর্ব্ব অবিলম্বে নদীতে অবতরণ করেন এবং অতি কষ্টে মৃতকল্প ভ্রাতাকে তীরে আনয়ন করেন। শুশ্রূষার ফলে বালকটি আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অবশেষে মোটরগাড়ী খানি উদ্ধার করা হয়।

চট্টগ্রাম লুন্ঠনের আততায়ী

পুলিসের হস্তে মৃত্যু

চট্টগ্রামের ২৮ই জুলাইর খবরে প্রকাশ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের মামলায় যে চার্জ্জসিট দাখিল হইয়াছে, তাহা হইতে এই সর্ব্বপ্রথম আততায়ীদের নামোদ্ধার হইল। ইহারা পুলিসের সহিত সংগ্রাম ও অন্যান্য কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। নিম্নে নাম লিখিত হইল :—

(১) নরেশ রায়, (২) ত্রিপুরা সেন, (৩) বিধু ভট্টাচার্য্য, (৪) হরি বল, (৫) মতি কানুনগো, (৬) প্রভাস বল, (৭) সুধাংশু বসু, (৮) যতীন্দ্র দাসগুপ্ত, (৯) মধু দত্ত, (১০) পুলিন ঘোষ, (১১) অর্দ্ধেন্দু দস্তিদার, (১২) অমরেন্দ্র নন্দী, (১৩) হিমাংশু সেন, (১৪) রজত সেন, (১৫) দেবী গুপ্ত (১৬) মনোরঞ্জন সেন, (১৭) শিবাদেশ রায়, (১৮) অজ্ঞাতনামা। আরও ২৬ জন লোক এখনও পলাতক আছে বলিয়া প্রকাশ। ইহাদের বিরুদ্ধেও চার্জ্জ গঠিত হইয়াছে। এই মামলায় ৩০১ জন সাক্ষীর নামে সমন হইয়াছে। সাক্ষিগণের মধ্যে ২৪ জন য়ুরোপীয়। মিঃ তক্কীব নাগ ও হাবিলদার যোগদান সর্ব্বপ্রথম পুলিসে এই হাঙ্গামার সংবাদ দেয়। তক্কীব একজন রিজার্ভ পুলিস সাব ইনস্পেক্টার ও যোগদান সাহ রেলওয়ে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর একজন সিপাহী।

কলিকাতা এতিমখানা

বার্ষিক অধিবেশন

গত ২১শে জুলাই কলিকাতা ৮নং সৈয়দ আলি লেনে অবস্থিত মুসলমান এতিমখানার রেজেষ্টারীকৃত কার্য্যালয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সার আবদুর রহিম গজনবী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা শহরের বহু গণ্যমান্য মুসলমান অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে এই প্রতিষ্ঠানের মহৎ কার্য্যকলাপের বিবর সবিস্তারে বিবৃত করিবার পর বলেন যে, অতি সামান্য আকারে আরম্ভ হইবার পর গত ৩০ বৎসরকাল অবিরত পরিশ্রম ও সহযোগিতার প্রভাবে এই প্রতিষ্ঠানটী বর্ত্তমান বিরাট আকারে এবং এই প্রদেশের একটী বিশেষ হিতকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানে কেবল বঙ্গদেশের নহে, পরন্তু বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ, এমন কি সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশের এতিম ছাত্রগণ আশ্রয়প্রাপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ৬৫ হাজার টাকা। উক্ত পরিমাণ অর্থে এক্ষণে ২৩৩টী বালক এবং ৩৫টী বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। মোটামুটী দেখিতে গেলে এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক বালক ও বালিকার জন্য গড়ে বার্ষিক ২৪০ টাকা ব্যয় করিতেছেন। ইহার পর প্রেসিডেন্ট বলেন যে বঙ্গের গভর্ণর এবং তৎপত্নী কিছুদিন পূর্ব্বে এই প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া উহার প্রতি তাঁহাদের বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এই প্রতিষ্ঠানের জন্য বেহালায় যে ভূখণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন, পোর্ট কমিশনার-অধিকৃত ডায়মণ্ড হারবার রোডের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত অন্য একখণ্ড ভূখণ্ডের সহিত উহার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই নূতন ভূমিখণ্ডের পরিমাণ সাড়ে আট বিঘা। ঐ পরিমাণ যমি বালকদিগের খেলার পক্ষে প্রভৃত না হওয়ার পোর্ট-কমিশন নামমাত্র ১ টাকা খাজনায় ১০ বিঘা যমি দিয়াছেন। বস্তী প্রস্তুত করিবার জন্য যদি ঐ সাড়ে ৮ বিঘা যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে পোর্ট কমিশনারগণ আরও এক বা দুই বিঘা যমি এককালে বিক্রয় করিবেন বলিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, এই প্রতিষ্ঠানে অনাথ বালক বালিকাদিগের জন্য সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিগত শিক্ষার সহিত যাহাতে ধর্ম্ম সম্পর্কীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্যে তিনি প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সমিতিকে নিয়ম প্রণালী বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন।

রয়াল "এডিসোয়ান" ল্যাম্প

আপনার বাড়ীতে

দীপ্তসূর্য্যের আলোকচ্ছটা প্রদান করিবে

বৈদ্যুতিক আলোক মিতব্যয়িতার

সূর্য্যকিরণে সহিত

পরিণত উজ্জ্বল আলোক প্রাপ্তি

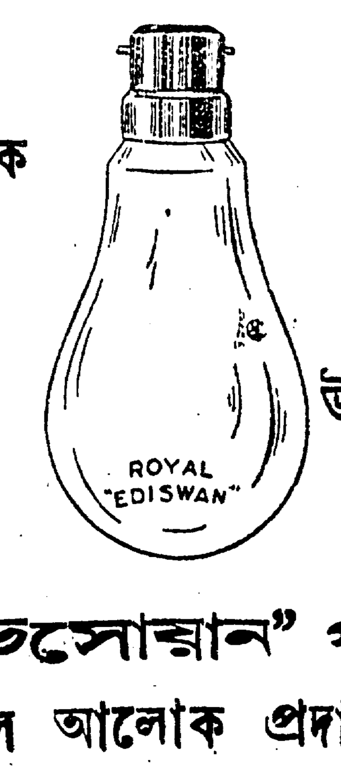

রয়াল "এডিসোয়ান" পার্ল ল্যাম্প

স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক প্রদান করিবে

উত্তর ও পূর্ব্ব ভারতের একমাত্র এজেণ্টস

Balmer Lawrie & Co. Ltd.

১০৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫নং গ্রেহাম রোড, বোম্বে।

13/119

'সুরবালা' ধর্ষিতা
আসামীর চরম শাস্তি

রংপুর জিলার উলিপুর থানার অধীন তাবাকপুর গ্রামে গত ২০শে বৈশাখ তারিখে নিশীথ রাত্রিতে ৬ জন হিন্দু দুর্ব্বৃত্ত বলপূর্ব্বক সুরবালা নাম্নী এক বিবাহিতা নারীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। ঐ সময় সুরবালার স্বামী বাধা দিতে গেলে পাষণ্ডগণ তাহাকে গুলী করে; ফলে তাহার মৃত্যু হয়। সুরবালার চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীরা ছুটিয়া আসিয়া পড়িতেই দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে পথের মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যায়। ৬ জন আসামীর মধ্যে পরেশ কর নামক এক ব্যক্তি ধরা পড়িয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩০৪, ৩৮৬, ১৪৮ এবং ৩৪৮ ধারার অভিযোগ হয়। রংপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজের বিচারে এই আসামীর ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। মিঃ সুনীতিরঞ্জন সেন, যতীন্দ্র মোহন রায় চৌধুরী এবং জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী বিনা পারিশ্রমিকে বাদী পক্ষের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। বাকী আসামী সব পলাতক। আজ ৬ মাস হইল উহাদের নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছে।

বধূর আত্ম-হত্যা
রাক্ষসী শাশুড়ীর দুর্ব্ব্যবহার

গিরিবালা নাম্নী জনৈকা বালবধূ মারা যাইবার পর তাহার পিতা আদালতে এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচারেই তাঁহার কন্যা মারা গিয়াছে। এ সম্পর্কে বালিকাটির শাশুড়ী এবং দেবরকে দোষী করা হইয়াছে—উভয়কেই গত কল্য অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উপস্থিত করা হইয়াছিল। মাত্র ২ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বালিকাটির বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর শ্বশুর বাড়ীতে নাকি তাহাকে উভয় আসামীই অত্যন্ত যন্ত্রণা দিত। বালিকার অঙ্গ পুড়িয়া যাওয়ায় হাসপাতালে গিয়া গত ১লা এপ্রিল তারিখে সে মারা গিয়াছে। করোনার তদন্ত করিয়া যে রায় দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, শরীর খুব বেশী রকম পুড়িবার ফলে বালিকা মারা গিয়াছে। সাক্ষী কয়েকজনের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে। তাহারা বলিয়াছেন যে, শ্বশুর বাড়ীতে বালিকার উপর পীড়ন হইত; একবার দ্বিতীয় আসামী নাকি বালিকাটিকে ছুরি পর্য্যন্ত মারিয়াছিল। আগামী ২৫ জুলাই আবার মামলা হইবে।

'নারী-রক্ষার' দৃষ্টান্ত
দুর্ব্বৃত্তদের পাশবিকতা

নরেন্দ্রনাথ দাস, বিহারী ঘোষ এবং রামকৃষ্ণ ঘোষ নারী লইয়া পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদের নামে অভিযোগ এই ছিল যে, তাহারা এলোকেশী নাম্নী এক বিধবা যুবতীকে তাহার পিতার বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া নারিকেল বাগানে এক বেশ্যার বাড়ীতে তাহাকে রাখিয়াছিল এবং তাহা দ্বারা বেশ্যাবৃত্তি করাইয়া তাহার উপার্জ্জিত অর্থ ভোগ করিত। গত ২রা ফাল্গুন তারিখে কলিকাতার কয়েকজন গ্রামবাসী তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিল। প্রকাশ—নরেন্দ্র ছিল বালিকার দূর সম্পর্কের আত্মীয় এজন্য বালিকার নিকট নরেন্দ্রের অবাধে যাওয়া আসা হইত। এমনি করিয়া উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয় এবং ফলে বালিকা গর্ভবতী হইয়া পড়ে। নরেন্দ্র বিপদ বুঝিয়া গত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে বালিকার পিতার অনুপস্থিতিতে বালিকাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। অপর আসামীদ্বয় বাহিরে তাহাদের সহিত যোগ দেয়। সকলে মিলিয়া নরসিং লেনে একটী বেশ্যাবাড়ীতে যাইয়া উঠে। ওখানে দুইদিন থাকিয়া আসামীরা বালিকাকে নারিকেল বাগানে অপর একটী বেশ্যাবাড়ীতে লইয়া যায় এবং সেইখানেই বালিকা বেশ্যাবৃত্তি শুরু করিয়া দেয়। বারাসতের নিকটে নিবোধাই গ্রামে বালিকার পিতার বাড়ী। একদিন হাটে কথায় কথায় লোকটি জানিতে পারে যে, কাহাদের দ্বারা তাহার কন্যার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। গ্রামের যমিদারকে জানানো হইলে ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে সন্ন্যাসীচরণ ঘোষ দুর্ব্বৃত্তদের নাম বলিয়া দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট সকল আসামীকে দোষী বুঝিতে পারিয়া নরেন্দ্রনাথকে ৪ মাস এবং বাকী দুইজনের প্রত্যেকের ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পায়খানায় গীতা পাঠ
"গেল ধর্ম্ম রসাতলে"

অমৃতসরের গোঁড়া হিন্দুদের পাণ্ডা সনাতনী পণ্ডিত রালিয়ারাম শর্ম্মা জানাইয়াছেন, "মিঃ গান্ধী পায়খানায় যাইয়া আমাদের ধর্ম্মপুস্তক গীতা পাঠ করেন শুনিয়া কতক হিন্দুরা একেবারে ব্যথিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে হিন্দুর ধর্ম্ম পুস্তকের এতখানি অপমান বোধ করি আর কেহই করে নাই। মিঃ গান্ধীর দ্বারা এই কার্য্য হইতেছে, ইহা আরও দুঃখের বিষয়, কেননা—তাহার মতামতে আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধা আছে। রাজনীতির প্রতি অতি আশক্তির ফলে আমাদের নেতাদের কাহারও দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস এই যে প্রথম আহত হইল, এই নয়; বেশী দিনের কথা নয়, লাহোরে কয়েকজন যুবা কমিউনিজমের মোহে লাহোরের বাহিরের বাগানে হিন্দু মুসলমানদের উপাসনায় বাধা দিয়াছিল। তাহারা এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল যে, উপাসনা বিলাসের ব্যাপার। কিন্তু মিঃ গান্ধী দেখিতেছি, উহাদেরও ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। বস্তুতঃ মিঃ গান্ধীর এই কাণ্ড আমাদের ধর্ম্মপুস্তককে উপহাস করারই চেষ্টা বলিয়া বোধ হয়; তাঁহার নিকট হইতে আমরা ইহা আশা করি না।" মহাত্মার কাজই বটে!

সম্পাদকের কারাদণ্ড
হাইকোর্টে আপীলের রায়

১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ কংগ্রেস সংখ্যা 'আনন্দবাজারে' প্রকাশিত তিনটী প্রবন্ধের জন্য উক্ত পত্রের সম্পাদক মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছিল। সম্প্রতি বিচারপতি মিঃ গ্রেহাম্ ও মিঃ এস, কে ঘোষ ইহার রায় প্রদান করিয়াছিলেন। রায়ের মধ্যে একস্থলে বিচারপতিদ্বয় বলিয়াছেন—"আপত্তিজনক প্রবন্ধগুলির বিশেষত্ব এই যে, কেবল এক পক্ষের কথাই যোর দিয়া বলা হইয়াছে এবং যাহা কিছু গবর্ণমেন্টের পক্ষে যায় তৎসমস্তই ইচ্ছাপূর্ব্বক বাদ দেওয়া হইয়াছে।" আর এক স্থলে বলা হইয়াছে—"অপরাধের গুরুত্ব এবং তিনটি প্রবন্ধের মধ্যেই তাহা যে ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার কথা বিবেচনা করিলে মনে হয় না যে, ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড খুব বেশী হইয়াছে।" মোটের উপর, প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট যে দণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন তাহাই বহাল রহিয়াছে।

কলেজ পিকেটার
১৬ জনের কারাদণ্ড

গত পূর্ব্ব সোমবারে প্রেসিডেন্সী কলেজে পিকেটিং করার অপরাধে দুলালচন্দ্র চন্দ্র এবং অপর যে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে মঙ্গলবারে ডেপুটী পুলিস কমিশনারের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। ডেপুটী পুলিস কমিশনার আবার তাঁহাদিগকে জোড়াবাগান পুলিশ কোর্টে বিচারার্থ পাঠাইয়া দেন। পরে জোড়াবাগানের ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, কে, দে'র এজলাসে নিম্নলিখিত ছাত্রগণকে উপস্থিত করা হয়:—দুলালচন্দ্র চন্দ্র, বিনয়কুমার তালুকদার, গুণেন্দ্র লাল মিত্র, বসন্তকুমার ঘোষ, চুণীলাল ঠাকুর, পুলিন বিহারী গিরি, ক্ষীরোদচন্দ্র মাল, হিমাংশু দত্ত, আনন্দ ভট্টাচার্য্য, রাখালচন্দ্র গুহ, বিময়কুমার মজুমদার, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এবং সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ক্লাসে গিয়া পিকেটিং করিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকদের বাধা দেওয়ায় অর্ডিনান্সের ৩ ও ৪ ধারা অনুযায়ী উক্ত আসামীদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক আসামীকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাদের দণ্ডবিধান করিয়াছেন দুলালচন্দ্রের ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা জরিমানা—না দিলে আরও ৪৪ দিন কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। বাকী সকলের প্রত্যেকের ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং উপরন্তু ১ শত টাকা জরিমানা হইয়াছে—জরিমানা না দিলে ইহাদের ও প্রত্যেককে তজ্জন্য ৪৪ দিন করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ
বিভ্রাটের সূচনা

কাঁথির ১৮ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ অভিযানের প্রসার ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে গভর্ণমেন্ট কাঁথি মহকুমার রামনগর, কাঁথি, এবং পটাশপুর থানার এলাকায় পিটুনী পুলিস মোতায়েন করিয়াছেন। ঐ সকল থানায় অনেকে চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করায় অনেকের নামে ক্রোকী পরোয়ানা বাহির করা হইয়াছে এবং অনেকের সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে। ভগবানপুর থানার পঞ্চায়েৎ দুইজন পুলিস কর্ম্মচারী এবং ১২ জন কনেষ্টবলের সাহায্যে ভূপতিনাথ গ্রামের রজনীকান্ত প্রধানের সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছে। পটাশপুর থানার অধীন শচীদাসপুর গ্রামের বাবু শশাঙ্কশেখর মাইতির বাড়ীতে খানাতালাশ হইয়াছে। ভগবানপুর থানার অমরেন্দ্র নাথ মাইতি, শরৎচন্দ্র মাইতি, গোপালচন্দ্র গায়েন ও হৃষিকেশ গায়েনের বাড়ী খানাতালাশ হইয়াছে।

তহশিলদারের চরম শাস্তি
গুপ্তহত্যার অভিনয়

সিরাজগঞ্জের ১৫ই জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, পাবনা জিলার অন্তর্গত বনোয়ারীনগর থানার অন্তঃপাতী কালিয়াকইরের গ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে তাড়াশ এষ্টেটের মহিরুদ্দিন সরকার নামক জনৈক মুসলমান তহশীলদার নিহত হইয়াছে। বিবরণে প্রকাশ যে, হত্যাকারীও একজন মুসলমান এবং মহিরুদ্দিনের সহিত ইহার বিবাদ চলিতেছিল। সম্প্রতি ইহারা উভয়ে যমিদারের 'পুণ্যাহ' উৎসবে বনোয়ারীনগরে গিয়াছিল। উৎসব হইতে উভয়ে স্বতন্ত্র নৌকাযোগে গ্রামে ফিরিতেছিল। মহিরুদ্দিনের নৌকায় তাহার শিশুপুত্র ও মেনাযুদ্দিন সরকার ও দুইজন দাঁড়ি ছিল। রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ নৌকা আক্রান্ত হয়। মেনাযুদ্দিন পানিতে ঝম্পদান করিয়া প্রাণ বাঁচায়। দাঁড়ীরা আতঙ্কে নীরব থাকে। মহীরুদ্দিনকে আততায়ীরা ধরিয়া পার্শ্ববর্ত্তী নৌকায় উঠায় ও তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলে। মেনাযুদ্দিন তীরে উঠিয়া থানায় সংবাদ দেয়। পুলিস এই সম্পর্কে কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। মহিরুদ্দিনের দ্বিখণ্ডিত দেহ পরে পাওয়া গিয়াছে। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে। মহিরুদ্দিনের শিশুপুত্রের কোন অনিষ্ট হয় নাই।

অদ্ভুত চোর
পলাইয়াও বাঁচন নাই!

কিছুদিন আগে ছট্টু কাহার নামক এক ব্যক্তি বেশ সাজিয়া গুজিয়া ওমা দাস লেনে একটা বাড়ীতে গিয়া ঐ বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করিতে চাহে। বাড়ীর কর্ত্তা বাহির হইয়া আসিলে ছোট্টু পরিচয় করিয়া বলে যে, সে তাহার মেয়ে বিবাহ দিবে। কর্ত্তাটীর ছেলের স্ত্রী সম্প্রতি মারা গিয়াছিল, তাহারই সঙ্গে সে তাহার মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব পাড়িয়া বসিল। এই লইয়া উভয়ের অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল, পরে কর্ত্তাটির কাছে বিদায় লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। ঐ সময়ের মধ্যে ছোট্টুর কিন্তু সব সময়ে চোখ ছিল একটি ছোট ছেলের উপর। ছেলেটি নিকটে খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল। ছোট্টু বাহিরে আসিয়া ছেলেটিকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলিল—বলিল কত রকম খেলনা, বল ইত্যাদি সে দিবে। ছোট ছেলের মন, খেলনার লোভে সহজেই ভুলিয়া গেল। ছোট্টুর সঙ্গে ছেলেটী বাহির হইয়া পড়িল। এ গলি সে গলির ভিতর দিয়া আসিয়া শেষে একটা নির্জ্জন স্থানে ছোট্টু ছেলেটির কাণের ২টী সোণার গহনা লইয়া কাজ হাসিল করিয়া সরিয়া পড়িল। খোকা অতঃপর অসহায় হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে ঘুরিতে পুলিশের নযরে পড়িয়া গেল। পুলিশ তাহাকে লইয়া থানায় উপস্থিত করিল। থানায় খোকার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া পুলিশ ছোট্টুকে সন্ধানে বাহির হইল বটে, কিন্তু ছোট্টুকে আর পাওয়া গেল না। খোকাকে তাহাদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ৮।১০ দিন পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছোট্টু ধরা পড়িয়া গেল। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে চুরির অপরাধে তাহার নামে মামলা রুজু হইয়াছে। আগামী ২৪শে তারিখে তাহার দিন পড়িয়াছে।

মফঃস্বল

ইসলাম গ্রহণ
মুক্তিরপথে হিন্দু যুবক

জেলা ঢাকা, মানিকগঞ্জ থানার অন্তঃপাতি দাশরা গ্রাম নিবাসী কেষ্টচন্দ্র ঘোষ নামক এক যুবক গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বাদ জুমা জানাব হযরত পীর শাহ আহসানউল্লা সাহেবের হস্তে তওবা করিয়া স্বেচ্ছায় পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। তাহার ইসলামী নাম মোহাম্মদ আইনুদ্দিন রাখা হইয়াছে। খোদা উক্ত নব-দীক্ষিতের ঈমান কায়েম রাখুন ইহাই প্রার্থনা। —রিপোর্টার

সভা-সমিতি
কাজের কথা

গত ১৪ই জুলাই খুলনা জেলার তালা থানার অন্তর্গত ভাএড়া গ্রামে কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উদ্যমে তেঁতুলিয়ার সুযোগ্য যমিদার মওঃ রেযওয়ান উল্লা খান সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় বহু আলেম উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমান আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করা না-জায়েয এবং মুসলমানগণ কোনক্রমেই উহাতে যোগ দিতে পারেন না—ইহা কোরাণ পাক হইতে প্রমাণ করিয়া সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। অতঃপর রাত্রী ৯।০টার সময় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

—রিপোর্টার।

শোক-সংবাদ
সালেহা বালিকার অন্তর্দ্ধান

জেলা নদীয়ার অন্তর্গত গাঁড়াডোব নিবাসী প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক মুন্শী শেখ যমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ সাহেবের তৃতীয় কন্যা বিবি মণির জান আশরাফুন্নেছা খাতুন আর ইহ জগতে নাই। গত ২৫শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার পৌণে চারিটার সময় টাইফয়েড্ ফিভারে সাত দিন ভুগিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। গত ১৩২৩ সালের ২৪শে পৌষ তাহার জন্ম হয়। মরহুমা সাহেবা রূপে গুণে শিখিতে ও গৃহস্থালির কার্য্যে পটু ছিল। এই সামান্য জীবনে বহুবার কোরান শরীফ খতম, বহুবার বাইবেল ও একবার চারিবেদের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়াছিল। শাস্ত্র পাঠে তাহার এতই আগ্রহ ছিল যে দিবানিশি উহার পাঠেই রত থাকিত। ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠে এত আশক্তি খুব কম লোকেরই দেখা যায় আজ তাহার পিতা মাতা ও ভ্রাতা ভগ্নি শোকাকুল। পাঠক! দোয়া করিবেন যেন আল্লাহ্ তালা মরহুমার বেহেশত নসিব করেন। আমিন!!!

শাহ্ আমিযুদ্দিন—কাব্যবিনোদ
পোঃ গাঁড়াডোব—নদীয়া।

শিক্ষাবিভাগে সাম্প্রদায়িকতা
মুসলমানের উপর অবিচার

খুলনা জেলার বাগেরহাট মহাকুমার অধিবাসিগণের অধিকাংশই মুসলমান; তন্মধ্যে দক্ষিণ বাগেরহাটে মুসলমানদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। এজন্য স্কুলসমূহ পরিদর্শন জন্য বাগেরহাট মহাকুমার দুইজন সাব-ইন্‌স্পেক্টরের মধ্যে বরাবরই একজন মুসলমান সাব-ইনস্পেক্টর ছিলেন। কিন্তু জানি না কেন উক্ত মুসলমান সাব-ইন্‌স্পেক্টরকে স্থানান্তরিত করিয়া তদস্থানে একজন অমুসলমান নিযুক্ত করা হইল। আরও শুনিতে পাই খুলনা জেলার এডিসনাল সাব-ইনস্পেক্টর মওলবী সুবান সাহেবকেও ষড়যন্ত্র করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার নামে এক উৎকোচ গ্রহণের মোকদ্দমাও খাড়া করা হইয়াছে। বেচারাকে এমন ভাবে অপ্রস্তুত ও বিরক্ত করা হইত যে, তিনি বাধ্য হইয়া স্থানান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। মক্তব সমূহ পরিদর্শনের জন্য বাগেরহাটে যে একটি মক্তব ইন্‌স্পেক্টিং মওলবীর পদ আছে ঐ পদ একেবারে তুলিয়া দেবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। খুলনা জেলার মুসলমান সমাজ শিক্ষায় পশ্চাৎপদ তদুপরি কর্ত্তৃপক্ষের ভিতরে এরূপ সাম্প্র-

মার্কোজোন কেন চাই ?

কারণ—

"মার্কোজোন" হাইড্রোজেন পারোক্সাইড (১২ ভাগ) লেবেলের উপর যেমন লিখিত আছে, "মার্ক" ঠিক তেমনই বিশুদ্ধ, স্থায়ী ও শক্তিশালী।

কারণ—

যাহার গুণ ও পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে, এমন কোন নিকৃষ্ট বস্তু দ্বারা আপনাকে যাহাতে প্রতারিত করিতে না পারে, এ জন্য ঐ নামটী ব্যবহার করা হইয়াছে।

সুতরাং

হাইড্রোজেন পারোক্সাইড না চাহিয়া "মার্কোজোন"ই চাহিবেন—এবং তাহাই পাইলেন কিনা দেখিয়া লইবেন।

"মার্কোজোন" না হইলে গৃহস্থালী চলে না

হাজার হাজার কাজে এই জিনিষের ব্যবহার হয়

MERCKOZONE

৪, ১০ ও ২০ আউন্সের পেটেন্ট বোতলে পাওয়া যায়

সর্ব্বত্রই বিক্রয় হয়

কেবল মাত্র ই, মার্ক ডার্মষ্টাড্ট, হেসি, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৪৭।২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা

এখানে জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। ২ বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস এবং তিন বৎসরে এইচ, এম, বি, উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩৲ টাকা।

ইহার সংলগ্ন ডিসপেন্সারিতে ৵৫, ৴১০ দরে ঔষধ এবং বাজার দরে অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। কলেজে নূতন আউট ডোর ডিসপেন্সারী খোলা হইয়াছে ও তাহা কলেজের সিনিয়ার ষ্টুডেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য—ডাক্তার এস খান, এম ডি, (আমেরিকান) ৪৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন। প্রাইভেট পরীক্ষা লওয়া হয়।

এ, হাই, এণ্ড কোং

'ক্রোম' ও উজ্জ্বল 'কীড্' প্রভৃতি উন্নত ধরণের চামড়া ও জুতার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম-বিক্রেতা এবং সাধারণ অর্ডার সরবরাহকারী।—উক্ত বিখ্যাত কোম্পানি মালের আমদানী রপ্তানী যথানিয়মে করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা গুদামে বহু জিনিস-পত্র সঞ্চিত রাখেন।

নিম্নলিখিত মালগুলিও বর্ত্তমানে কোম্পানির ভাণ্ডারে মৌজুদ রহিয়াছেঃ-

১। কাল, কটা ও খয়ের রঙের ক্রোম্ চর্ম্ম।
২। কাল, কটা ও ঘন-কটা রঙের উজ্জ্বল ছাগ-চর্ম্ম
৩। বিভিন্ন বর্ণের মখ্‌মল-চর্ম্ম।
৪। (ক্রোম্ ভেড়ার) 'বাফ্' চর্ম্ম।
৫। বাছুর ও 'হুডে'র বার্ণিশ করা চর্ম্ম।
৬। মাদ্রাজী ও কাবুলী ভেড়ার এবং মাদ্রাজী গরুর চর্ম্ম।
৭। গো-মহিষের ক্রোম্ ও বার্ণিশ করা গোড়ালির চর্ম্ম।
৮। কাল ও কটা বর্ণের নানাবিধ প্যাটেণ্ট-চর্ম্ম
৯। বিভিন্ন রঙের 'সিউড' চর্ম্ম।

হেড্ অফিস :—৩৩।১, বেনেপুকুর রোড
ব্রাঞ্চ :—২৯।১ বেনেপুকুর রোড
কলিকাতা।
টেলি :—"আন্ কোসিন।"

দৈবপ্রাপ্ত
ধবল রোগের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন খোদার ফজলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। বহু পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসা পত্র আছে। মূল্য ২।০ আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি
ম্যানেজার হানাফী
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫ম বর্ষ আরম্ভ হইল

শরিয়তে এস্‌লাম

খৃষ্টানী-তিমির, শুদ্ধির কুহেলিকা, বেদয়াতি-জুলমৎ এবং উচ্ছৃঙ্খল তরুণের ভ্রান্ত-মতবাদ অবসান করিয়া এসলামী জাতীয়তা ও শরিয়তের পূর্ণ প্রতিধ্বনি—"শরিয়তে-এস্‌লাম" গত পাঁচ বৎসর হইতে প্রতিমাসে সুনিয়মিত ভাবে সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতেছে। কোরআন, হাদীছ, তফছীর, ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞান এসলামী রীতি নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রকৃত উন্নতির অক্লান্ত প্রচারক—"শরিয়তে এস্‌লাম" পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ফুরফুরার মহামান্য জনাব পীর সাহেবের "ওছীওৎ-নামা" এবং মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব প্রমুখাৎ দেশমান্য আলেম বৃন্দের লেখনী নিঃসৃত অমৃতময়ী প্রবন্ধ সম্ভারে সজ্জিত হইয়া "শরিয়তে-এস্‌লাম" মোসলেম সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। অসত্যের তমসায় সত্যের চির-দীপ্ত মশাল—"শরিয়তে-এস্‌লামের" সাহায্যে পথ দেখিয়া লউন। বার্ষিক মূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিতে ১।০ সিকা।

ম্যানেজার—শরিয়তে এস্‌লাম,
১৩নং গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট (চাঁদনী), কলিকাতা।

ডাঃ ওয়াই, এ, খাঁর

অমৃত মঞ্জরী

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, পেটের কামড়, পেটে ব্যথা, পেটে বায়ু জমা, বুকজ্বালা করা, অম্লশূল, পিত্তশূল, স্নায়ুশূল, লিভার ফোলা, লিভারে বেদনা, শোথ, সূতিকা, গ্রহণী, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণজনিত মাথাধরা, অনিদ্রা, কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার অমৃত-মঞ্জরী নাম সার্থক কিনা বুঝিতে পারিবেন। বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ডজন ৪॥০ আনা, মাঃ স্বতন্ত্র।

ভিগর

ধাতু-দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, মেহ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগের সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা স্নায়ুমণ্ডলী সুদৃঢ় করিয়া জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্মরণশক্তি ও মেধা বৃদ্ধি করে। বাজীকরণে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। সুস্থ শরীরে নিয়মিত ব্যবহার করিলে শত শত নারী গমনেও দুর্ব্বলতা বোধ হয় না। যাহারা অনিয়মিত বীর্য্যক্ষয় করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন, অথবা মনের শত সহস্র বাসনা কামনা থাকা সত্ত্বেও বার্দ্ধক্য-জনিত তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছেন না তাহাদের নিকট আমাদের অনুরোধ ডাঃ ওয়াই, এ, খাঁর ভিগর ১ শিশি ব্যবহার করিয়া দেখুন। প্রথম দিন ব্যবহারেই ফল বুঝিতে পারিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৸০, ৩ শিশি ৪৸০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

সিফিলিস কিওর

(গর্ম্মিঘায়ের সদ্য ফলপ্রদ মলম)

ইহা ব্যবহারে যে কোন প্রকারের ও যতদিনের পুরাতন দূষিত গর্ম্মি হউক ৪ দিনে আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১।০ আনা ৩ শিশি ৪৲, মাঃ স্বতন্ত্র।

ডেণ্টালীন

দাঁত ফোলা দাঁতে যন্ত্রণা হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্ত-রোগের অব্যর্থ মহৌষধ মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা ডজন ৬।০ মাঃ স্বতন্ত্র।

দদ্রুজয়ী ঃ—ইহাতে সর্ব্ববিধ দাদ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, ৩ কৌটা ॥৵০ আনা ডজন ২।০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

ইচ্ছা ভেদী ঃ—ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিয়া ২।১ বার দাস্ত হয়। ইহাতে শরীরে দুর্ব্বলতা অথবা অন্য কোন প্রকার গ্লানি উৎপন্ন হইতে দেয় না। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা, ডজন ৪॥০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

সোল এজেণ্ট—**এস, ডি, খান এণ্ড ব্রাদার্স**
মেডিসিন ষ্টকিষ্ট এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স
শোভাবাজার ষ্টোর—(আ) ১৫৫ অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমাদের হোমিওপ্যাথিক বিভাগে আমেরিকা হইতে আনীত টাটকা ও খাঁটি ঔষধ ৴৫ ও ৴১০ ড্রাম বিক্রয় হয়। শিশি, কর্ক যাবতীয় ডাক্তারী বই ও যন্ত্র সর্ব্বদা মজুত থাকে। আশা করি মুসলমান ভাইয়েরা আমাদের এই আয়োজন ব্যর্থ হইতে দিবেন না।

ফরিদপুরের কেন্দ্রীয় খাদেমুল-ইন্‌সান্ সমিতির মুখপত্র

মোয়াজ্জিন

বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রাণ তরুণ মোসলেম সমাজের আদর্শ সাহিত্য পত্রিকা। "মোয়াজ্জিন" সাম্য, মৈত্রী ও প্রেম শান্তির সুমহান মিনারে দাঁড়াইয়া সমগ্র মানব জাতিকে মিলন ও মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছে। দেশের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ও কবিবৃন্দ মোয়াজ্জিনের নিয়মিত লেখক। দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ম্যানেজার—"মোয়াজ্জিন"—ফরিদপুর।

প্রাইজ, লাইব্রেরী এবং নভেল বহি

পাক পাঞ্জাতনের জীবনী	৪॥০	কোর-আন-শরীফের উপদেশ	৷৵০
হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) এর বিস্তৃত জীবনী	২৲	খোদা প্রাপ্তি তত্ত্ব	২৲
আদর্শ মানব (হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ	১৲	দরবেশ কাহিনী	১॥০
হজরোত ফাতেমা যোহরার জীবনী	১৲	ভাগ্য লিপি	২৲
হজরত হাসান হোসেনের জীবনী	২৲	মরুর কুসুম	১।০
চারি আস্‌হাবের জীবনী	২॥০	সতী মহিমা	১০
হজরত বড় পীরের জীবনী	১॥০	পরলোক দর্শন	৸৵০
মেপ্তাহল জান্নাত বঙ্গানুবাদ	॥০	স্বর্গীয় আনন্দ	৸৵০
মসায়েলে ইস্‌লাম	১॥০	জরিনা	৸০
ইস্‌লাম ধর্ম্ম ও নামাজ শিক্ষা	৷০	তুর্কী বীর	৸০
মজমুয়ে ওয়াজ শরীফ ১ম	১।০	সংসারে পয়সা সার	৸০
ঐ ঐ ২য়	১।০	খোস গল্প	৸০
		বেহেশ্‌তের অলঙ্কার	৸০

মনিরুদ্দিন আহমদ এণ্ড সন্স
"মোসলেম লাইব্রেরী" ঢাকা

Printed and Published by Fazlul Huq Selbersi at The Islamia Printing House, 47 Ripon Street, Calcutta.

আপনি কি ধাতু-সম্বন্ধীয় রোগে ভুগিতেছেন ?

তবে অবিলম্বে

ডাঃ ডানের সেক্স-ডিলাইট

ব্যবহার করুন

যাঁহাদের শুক্র জলবৎ তরল, ধারণা-শক্তি মাত্রই নাই, এজন্য যাঁহারা সহবাস সুখে বঞ্চিত যাঁহাদের প্রস্রাবের সহিত এমন কি বাহ্যে বসিয়া কোঁথ দিলে সরু সুতার ন্যায় শুক্র নির্গত হয় এবং সামান্য উত্তেজনায় বীর্য্যপাত হয়, যাঁহাদের পুরুষাঙ্গ দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া পড়ায় যাঁহারা স্ত্রীসহবাসে অক্ষম অথবা সহবাসের পূর্ব্বেই যাঁহাদের বীর্য্য-স্খলন হইয়া যায়, এজন্য যাঁহারা সদাই মনমরা, কার্য্যে স্ফূর্ত্তিহীন, তাঁহাদের পক্ষে এই মহৌষধ অমৃততুল্য। বৃথা আড়ম্বর করিতে চাহি না। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার আশ্চর্য্য ফল বুঝিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত ইহা সেবনে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বীর্য্যস্তম্ভন অর্থাৎ এমসাক হইয়া স্ত্রীর মনে আনন্দ দান করে। ইহা বৃদ্ধকেও যুবার ন্যায় ক্ষমতা দান করে। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা, ৩ শিশি ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। অর্ডারকালীন এই কাগজের নাম উল্লেখ করিবেন

প্রাপ্তিস্থান—দি গ্লোব লেবরেটরী

১১নং মার্কেট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিফলে ৫০৲ দণ্ড দিব

এ, বি সাহেবের জগদ্বিখ্যাত ও বহু প্রশংসিত এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী কৃত "ক্রমিকুলারী" ১ মাত্রা সেবনেই ১ ঘণ্টায় সর্ব্ব প্রকার ক্রমি মলের সহিত বহির্গত হয় পৃথক জোলাপের দরকার করে না। প্রতি পুরিয়া।০ আনা ডজন ২৲ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বহু এজেণ্ট আবশ্যক।

এ, বি, সাহেব এণ্ড কোং

হাতিবান্ধা—ময়মনসিংহ।

চিরজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া

গনোরিয়া

সাতদিনে আরোগ্য করা হয়

অনারোগ্যে মূল্য ফেরত

মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা

ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী

৩৩'৯, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, জানবাজার, কলিকাতা

শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক

শিবপুর মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আই-এ বা ম্যাট্রিক পাশ একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং ৪র্থ ৫ম শ্রেণীর বালিকা দিগের আরবী, উর্দ্দু ও বাংলা উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ একজন ২য় শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী। ২৫শে জুলাইয়ের মধ্যে প্রশংসা পত্র সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

মুন্‌শী জামাল উদ্দিন মোল্লা

৪২৭নং জি, টি, রোড, শিবপুর (হাওড়া)।

শিশুদের মোস্তফা

যদি আপনি আপনার ছেলে-মেয়েদিগকে উন্নত করিতে চাহেন, জ্ঞানী, মানী ও বুদ্ধিমান দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের বুকের মধ্যে ধর্ম্মের মহা মানিক স্থাপন করিতে সাধ রাখেন, তবে মানুষের সেরা মানুষ, আল্লাহতায়ালার প্রিয় বন্ধু, পয়গম্বরদিগের মাথার তাজ মহা নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মজতবা (সঃ) এর পুণ্যময় জীবন-কথা "শিশুদের মোস্তফা" পাঠ করিতে দিন। ইহার ভাষা কবিতার চেয়েও মধুর, ঘটনা বিবরণ গল্পের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, ভাবধারা যার পর নাই পবিত্র, করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কেবল ছেলে মেয়ে কেন, ইহা পড়িতে পড়িতে প্রবীণ প্রবীণা ও তন্ময় হইয়া পড়িবেন। হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) এর সাধনা খোদা-প্রেম উন্নত বাৎসল্য দেখিয়া নিজেকে ভুলিয়া যাইবেন। সেই সরওয়ারে কায়েনাতের পূত জীবন-কথা জ্ঞাত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন. তিনি মানুষ ছিলেন কি, ফেরেশ্‌তা ছিলেন. ভাবিয়া দিশা করিতে পারিবেন না। মূল্যবান কাগজে উৎকৃষ্ট ছাপা ও মনোজ্ঞ বাঁধাই। মূল্য ৷৷০ আনা।

মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স

১৩৯ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্লীহারি

সেবনে যেরূপ দুরারোগ্য ও চিকিৎসকের অসাধ্য কঠিন প্লীহা হউক না কেন সারিবেই সারিবে মূল্য ১৲ টাকা বিফলে ফেরৎ দিব। রোগীর বয়স লিখুন মাশুল।৵০ মাহ্‌বুব এণ্ড কোং, (এল) পোঃ শিলগাঁও ঢাকা।

অদ্ভুত [illegible]

ফাকরী দ্রব্যগুণ ও মালিশ

বিফলে মূল্য নিশ্চয় ফেরৎ

চূর্ণ—ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক ইহাতে মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি দূর করিয়া জলের ন্যায় তরল শুক্র গাঢ় করে। এক পেকেট ১।০ আনা।

মালিশ—পুরুষত্বহীনতার অমোঘ অস্ত্র। ইহাতে শিথিল, খর্ব্ব ইন্দ্রিয় সতেজ সুদৃঢ় ও বৃদ্ধি হয়। মালিশ ১ শিশি ১৲ টাকা।

শাহী বটী ১ নং—ইহা মেধা স্মৃতি ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ও ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, অবসাদ প্রভৃতি দূর করিয়া অসীম শক্তি প্রদান করে ও রতি-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করে। ১ কৌটা ২৲।

এমচাক বটি ২ নং—ইহা সেবনে মুহূর্ত্তে শরীর উত্তেজিত হইয়া বহুক্ষণ ব্যাপী বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ১ কৌটা ১৲ টাকা।

হাকিম মৌলবী কাজী আফাজ উল্লা

২৬৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্রাট পয়গম্বর

বঙ্গবিখ্যাত খানবাহাদুর মরহুম মৌঃ তস্‌লিমুদ্দিন আহমদ বি, এল, এর শেষ মহান দান।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারক, ইস্‌লাম সাম্রাজ্য সংস্থাপক এবং আদর্শ মানব হজরত মোহাম্মদের সম্পূর্ণ জীবন চরিত। কোরআন, তফসীর এবং হাদিস অবলম্বনে বহু নূতন বিষয়সহ ৫ খানি মনোমুগ্ধকর হাফটোন সুচিত্রে ভূষিত, উত্তম ছাপা ও বাঁধাই, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

হজরত ওমর (সৈয়দ আব্দুর রউফ)	২৲
সাহাবিয়া (খানবাহাদুর তসলিমুদ্দীন)	১৷৷০
প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা (ঐ ২য় সংস্করণ)	৷৷৵০
সম্রাট ছালাহ উদ্দীন (মৌঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল—সাদত কলেজ)	১৲
বাদশাহ বাবর (ঐ ঐ)	৷৷০
গুল্‌দাস্তা (মিঃ ওয়াজেদ আলী, বার এট-ল)	১৲
তাপসী রাবেয়া (মৌঃ সৈয়দ এমদাদ আলী)	৸০
হাফেজা (ঐ ঐ)	৸০
ইসলাম ও বহুবিবাহ (কিদওয়াই ও আব্দুল কাদেরী)	•
ইস্‌লাম ও পর্দ্দা (ঐ ঐ)	•

মোসলেম-পাকপ্রণালী

১ম ভাগ ১৷৷০ ২য় ভাগ ২৲

মোসলমানদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নত প্রণালীর পোলাও, কোর্ম্মা, কালিয়া, কোফ্‌তা, কাবাব, দো-পেয়াযাঃ, বিরিয়ানী, বরদা, আশ, কবুলী, হরিরা, হরিবা, খিচুড়ি, সিরমল, পারাঠা, বাকেরখানি, ক্ষীর, ফিরনি, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, আচার, চাটনী, মোরব্বা আদি শতশত প্রকার পাকশিক্ষার অদ্বিতীয় ও অমূল্য গ্রন্থ। উত্তম ছাপা ও উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী বাঁধাই

ইস্‌লামিয়া আর্ট প্রেস,

১৩৮ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা

টাকায় টাকা লাভ। রোগীর অশেষ উপকার। ব্যবসায়ীর চূড়ান্ত লাভ।

কেরামতী ঔষধালয়।

তাহিরপুর (বেঙ্গল)

স্থাপিত সন ১৩০০ সাল। ইং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ।

কলিকাতা, ঢাকা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের ন্যায় শুধু বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ও ছবির চাটুকতা নাই। বহু পরীক্ষিত ও সন্তফলপ্রদ ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে প্রস্তুত হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় ও চিঠিপত্রাদি গোপনে রাখা হয়। এজেণ্ট ও পাইকারকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। ঔষধের মূল্য ছাড়াও ডাকমাশুল ও প্যাকিং আদি খরচ গ্রাহকের অতিরিক্ত লাগে। কিন্তু ঔষধের সমস্ত মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে যাবতীয় খরচ আমরাই বহন করি। আমাদের নিকট কোনরূপ প্রতারণা নাই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"আসল আবেহায়াত":—নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক ইউনানী মহৌষধ ১২৫ প্রকার রোগে হাতে হাতে ফল। অনুপানের কোন হাঙ্গামা নাই। 'মকরধ্বজ'ও ইহার নিকট হার মানিয়াছে। সেবনে বাঁধাধরা নিয়ম বা কষ্ট নাই। ইহা দীর্ঘ স্থায়ী ঔষধ। কচি শিশু, গর্ভবতী, বৃদ্ধ দুর্ব্বল সকলেই নিঃসন্দেহে সেবন করিতে পারে। মূল্য বড় শিশি ২৲ টাকা। ১২ শিশি ১৮৲ টাকা। ছোট শিশি ৷৷০ আনা। ১২ শিশি ৪৷৷০ টাকা।

"হোসেন সুধা":—সর্ব্বপ্রকার দাদ, কাউর, চুলকানী, পাঁচড়া, পামা পাকুই, আংচার, যে কোন রকম ঘা, ইত্যাদি সকল রকম চর্ম্মরোগই বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় দুইদিনে নিশ্চয় আরোগ্য। কাপড়ে দাগ লাগেনা বা কোন দুর্গন্ধ হয়না। মূল ১ প্যাক /০ এক আনা। ১২ প্যাক ৷৷০ আনা। ২৫ প্যাক ৸৵০ আনা। ১০০ প্যাক ৩৲ টাকা। এক হাজার ২৫৲ টাকা। উক্ত সমুদয় গুণযুক্ত 'সুধা মলম' ১ কৌটা ৴০ তিন আনা। ১২ কৌটা ১৷৷০ টাকা। ১০০ কৌটা ১০৲ টাকা।

"হব্বে আজম":—সর্ব্বপ্রকার নূতন পুরাতন প্রমেহ, ধাতুদোষ, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, ধ্বজভঙ্গ, বহুমূত্র, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, পুরুষত্বহীনতা বা নামর্দ্দমী প্রভৃতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। তিন দিনেই ফল বুঝা যায়। রোগ খুব কঠিন ও পুরাতন হইলেও তিন সপ্তাহের বেশী ঔষধ সেবন করিতে হয় না। ইহা অধিকন্তু উৎকৃষ্ট বাজীকরণ, রসায়ণ, শুক্রবৃদ্ধিকারকও গাঢ়কারক এবং বীর্য্যস্তম্ভকারক। মূল্য (৩ সপ্তাহের ঔষধ) ১ শিশি ১০৲ টাকা স্থলে ২৷৷০ আড়াই টাকা। ১২ শিশি ২৫৲ টাকা।

"ইউনানী যৌবনবাহার তৈল":—সর্ব্বপ্রকার শিররোগের মহাসুগন্ধি কেশ তৈল ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ, শ্লেষ্মা, সান্নিক, সান্নিপাত ইত্যাদি যে কোন কারণে উৎপন্ন মাথার দোষ অল্প সময়ে আরোগ্য হয়। চুলউঠা; মরামাস, খুস্কী; অকালে চুল পাকা; টাক প্রভৃতি ভাল হয়। বাজারে ইহার মত পরম উপকারী তৈল একটীও নাই বলিলেই হয়। মাথায় লাগান মাত্র আরাম মিলে। ইহা একাধারে ঔষধ ও সৌখীন বিলাস সামগ্রী। মূল্য বড় শিশি ১৲ টাকা। ১২ শিশি ৯৲ টাকা। ছোট শিশি ৷৷০ আনা। ১২ শিশি ৪৲ টাকা।

যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ **'সুরমা মামিরা'** ১ শিশি ৵০ দুই আনা। ১২ শিশি ১৵০ আনা

হোব্বেশ্রাফাঃ—নূতন বা পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ। ১ বড়ীতেই জ্বর যায়। জ্বর খুব কঠিন ও পুরাতন হইলেও ৩ বড়ীর বেশী একটা রোগীর লাগেনা। ইহাতে কুইনাইন নাই। জ্বরে পৃথক জোলাপ দিতে হয়না। এই ঔষধেই দাস্ত খোলাসা হইয়া জ্বর যায়। সেবনে কষ্ট নাই। কারণ, ঔষধের কোনই স্বাদ নাই। মূল্য ১ বড়ী /০ এক আনা। ২৫ বড়ী ৸০ আনা, ১০০ বড়ী ২৷৷০ টাকা। এক হাজার ২০৲ টাকা।

'মহাশক্তি':—নূতন; পুরাতন সর্ব্বপ্রকার বাত ও বেদনার মহৌষধ। একবার লাগান মাত্র আরাম বুঝা যায়। মূল্য ১ শিশি ৷৷৵০ আনা ১২ শিশি ৫৲ টাকা।

কয়েকটী অতুলনীয় মহৌষধ

১। "অর্শহর গুটীকা" অর্শ রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ।
২। "শ্বেতকুষ্ঠ গুটিকা" শ্বেতকুষ্ঠের অদ্বিতীয়—
৩। "বিরেচক বটীকা" মৃদু বিরেচক ঔষধ।
প্রত্যেক কৌটার মূল্য

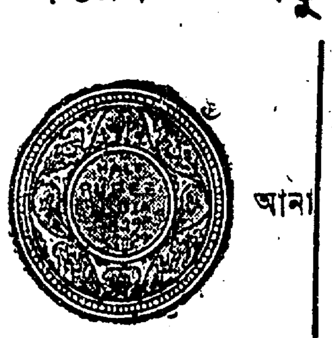

আনা

৪। 'মনিমঞ্জন' দাঁত নিরাপদ রাখিতে ও দাঁতের পীড়া নষ্ট করিতে পরীক্ষিত।
৫। "মনিমলম" সর্ব্বপ্রকার দদ্রু রোগের মহৌষধ।
প্রতি কৌটার মূল্য

আনা

মানবের শরীর নষ্ট হয় কেন ও উহার উন্নতি করিবার উপদেশযুক্ত গ্রন্থ "কামশাস্ত্র" ঠিকানা সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়—২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

[illegible]

যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

প্রাপ্তি স্থান :—

হাকিম মৌলবী মোহাম্মদ আলবাহার হোসায়ন,

ইউনানী মেডিকেল হল, পোঃ আর্ট্টরিয়া, ২৪ পরগণা।

বগুড়া হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ

নামাজগড়—বগুড়া

এখানে জানুয়ারী ও জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। এক বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস, ও এইচ, এম, বি, উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩৲ ও ৪৲ টাকা। বিশেষ বিবরণের জন্য /০ আনা টিকিটসহ প্রিন্সিপাল—"বগুড়া হোমিওপ্যাথিক কলেজ" নামাজ গড়, বগুড়ায় পত্র লিখুন প্রাইভেট পরীক্ষাও লওয়া হয়।

পরিচালক—হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল

Registered No. C-1685

মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ-প্রণীত

রাজর্ষি এবরাহিম

সম্পূর্ণ নূতন—অনাস্বাদিত—অনাঘ্রাত চমকপ্রদ তাপস জীবনী। রাজর্ষি এবরাহিম আদহামের অলৌকিক জীবন-কথা পাঠে পুলকিত ও বিস্ময়াপ্লুত হউন জীবন সার্থক হইবে। স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধা মূল্য ১৷০ টাকা।

ইস্‌লামিক্ পাবলিশিং হাউস—
১৩৯ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অল্প বয়সে চুল উঠা—
অল্প বয়সে চুল পাকা
নিবারণ করিতে কবিরত্নের
দাশরথি কবিরত্নের
কেতকীকুসুম তৈল

মূল্য ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।৵০ আনা, তিন শিশি ২॥০ টাকা মাশুল ৸৵০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন
২ নং হরি লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

আফিস—
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

আল-মুসলিম

'AL-MUSLIM
47, Ripon Street,
CALCUTTA.

বার্ষিক মূল্য
ভারতে ২॥০ ও বিদেশে ৫৲ টাকা

সম্পাদক—ফযলুল হক্ সেলবর্সী

প্রতি সংখ্যা
১৫ তিন পয়সা মাত্র

২য় বর্ষ | ১৬ই শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৭ সাল; ১লা আগষ্ট, ১৯৩০ ইং; ৬ই রবি আউ, ১৩৪৯ হিজরী | ২৭শ সংখ্যা

LIFETIME GUARANTEE
WORLDS' GREATEST

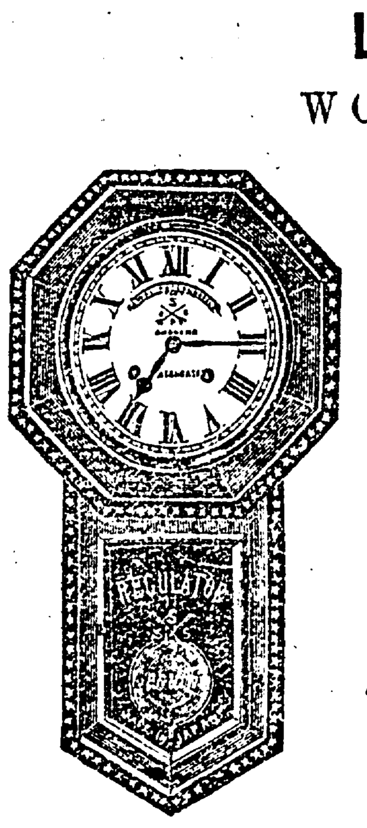

GENUINE
ACCURATE.

৮ ইঞ্চি ডায়েল ১৪৲ ১০ ইঞ্চি ডায়েল ১৭৲

মফঃস্বলের অর্ডারের সহিত অন্ততঃ ৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশন ও নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিবেন।

লিমটন্ ওয়াচ কোং
১৪৩-৪৫ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পোঃ বক্স ২০৭৬।

LIMTON WATCH Co.
148-45 Radhabazar Street, Calcutta.
POST BOX 2076.

তেজ ও শক্তি

কিরূপে এই জীবনের সদ্ব্যবহার করা যায়?

রক্তের ভালমন্দের উপর কি পরিমাণে যে শারীরিক শক্তি ও যুবাজনোচিত কর্ম্মতৎপরতা নির্ভর করে তাহা অতি অল্প লোকেরই জানা আছে।

শারীরিক ও মানসিক শক্তি লাভ করিতে হইলে এবং তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, প্রত্যেক নরনারীরই দেহস্থিত রক্ত মধ্যে পূর্ণমাত্রায় শরীরগঠনোপযোগী লৌহ বিদ্যমান আছে কিনা তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

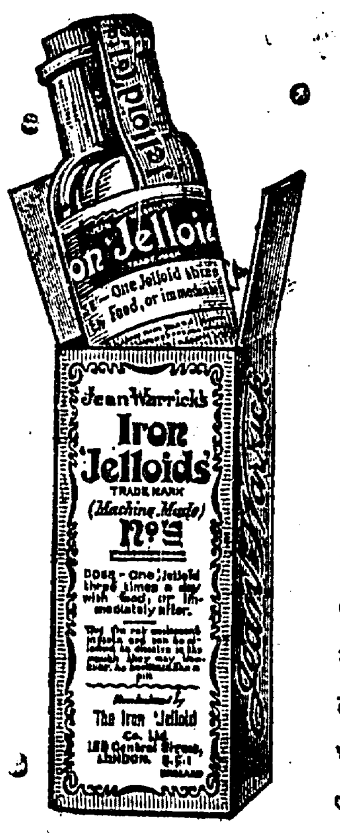

যদি আপনি 'আয়রণ জেলয়েডস্' ব্যবহার করেন তাহা হইলে ইহা অনায়াসে সম্ভবপর হইবে।

ইহার ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও শক্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত লৌহ আপনার দেহস্থিত রক্তমধ্যে সরবরাহ হইবে। লৌহ সংঘটিত অন্য কোনও প্রকার ঔষধই এত শীঘ্র ও সহজে রক্তের সহিত মিশিয়া যায় না।

২নং 'আয়রণ জেলয়েডস্' স্ত্রী ও পুরুষদিগের জন্য, ২এ-নং কেবলমাত্র পুরুষদিগের জন্য।

বাজারে সকল ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। ১৪ দিনের উপযোগী ঔষধ মাত্র ১৲ টাকা এবং ৪০ দিনের ব্যবহারোপযোগী একটি পুরা বোতল ২৸০ মাত্র।

শুভ সংবাদ

সকল প্রকার পেটেন্ট ঔষধ, ট্রেডমার্কা, লেবেল ইত্যাদি গভর্ণমেন্ট হইতে রেজেষ্টারী করিতে হইলে ও নানাবিধ ব্লক, রবার ষ্ট্যাম্প, পিতলের শীল ইত্যাদি আবশ্যক হইলে দি ষ্টার কমার্শিয়াল এজেন্সী ১০ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

যক্ষ্মা ও হাঁপানি—রোগে কেহ হতাশ হইবেন না। রেজেষ্টারীকৃত ভাওয়ালের মৃত রাজকুমারের পুনর্জ্জীবনদাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগা প্রদত্ত "এজমোভাইনা" সেবনে বহু লোক হাঁপানিও যক্ষ্মা (থাইসিস) রোগ আরোগ্য হইতেছে। এক দিনেই উপশম। ফলের জন্য গ্যারাণ্টি। ১ শিশি ২॥০ টাকা।
ডব্লিউ ডাই এণ্ড কোং ৪।। পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

জনাব মওলানা মোয়েজ্জদ্দান হামিদী
প্রণীত গ্রন্থাবলী

৫৫। আনওয়ারাল মাসায়েল:—ইহতে মোছলমানের অবশ্য প্রয়োজনীয়, নিত্য-পালনীয় ঈমান, নামাজ প্রভৃতি বিষয়ের বিষদ মছলাসমূহ আছে। ৸৵০ দশ আনা।

৫৬। ঐ দ্বিতীয় ভাগ:—ইহাতে রোজা, ফেৎরা হজ্জ, জাকাত, কোরবাণী, জবেহ, দুগ্ধ পান ইত্যাদি বহু বিষয়ের মসলা মাসায়েল আছে। ।৵০ ছয় আনা।

৫৭। তাবিজের কেতাব:—অজস্র তাবিজ, দোওয়া, তদবির ইহাতে আছে। ইহা পাঁচ খণ্ডে শেষ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড ।৵০ ছয় আনা।

৫৮। খোৎবাহ:—মূল আরবী, খোৎবাহসমূহ ও তাহার সঠিক বঙ্গানুবাদ। ।৵০ সাত আনা।

৫৯। জাতীয় কল্যাণ:—সুমধুর কবিতা-পুস্তক। জাতির উন্নতি, অবনতি অতীত-স্মৃতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ উদ্দীপনাময়ী কবিতায় লিখিত। মূল্য ।০ চারি আনা।

৬০। ধুমপানের অপকারিতা:—ধূমপান নিষিদ্ধ হইবার শাস্ত্রীয় দলীল ও ডাক্তারী মতসমূহ। ৵০ দুই আনা।

কৃষকের উন্নতি ও দুঃখ দুর্দ্দশার প্রতীকার:—কৃষকের বুক ফাটা দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যদি দুফোটা অশ্রু ফেলিতে চান—তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

হামিদীয়া লাইব্রেরী
হামিদপুর, পোঃ কলারোয়া, খুলনা

পিত্তশূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।

হাজী আহ্‌মদ্ আলী সাহেবের

শূলসুধা

গভর্ণমেন্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত নং ১৪৭০

পিত্তশূল, অম্লশূল, কলিজা দরদ ও কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত পেটের বেদনায় "শূলসুধা" সেবন করিয়া চিরকালের জন্য রোগমুক্ত হউন সপ্তাহ সেবনে বেদনা আরোগ্য হয়। পক্ষকাল সেবনে শরীরে নবশক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। আর পুনরাক্রমণ করে না।

মূল্য বড় কৌটা ৭৸৵০, ছোট ৸০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

জীবন-সুধা

যৌবনোচিত স্বাস্থ্যও শক্তি হারাইয়া যাহারা হতাশে ম্রিয়মান হইয়াছেন, খুজলী, পাঁচড়া, রক্তদুষ্টি ও কুৎসিত রোগে ভুগিয়া যাহারা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তাহারা অবিলম্বে "জীবনসুধা" সেবন করুন। অচিরে রোগমুক্ত হইয়া শরীরে নব রক্তকণার আধিক্যে গণ্ডদেশ লাল আভা ধারণ করিবে। ফলতঃ ইহা অমোঘ শক্তিশালী টনিক ও সর্ব্বোত্তম সালসা। মূল্য বড় বোতল ৫॥০ টাকা ও ছোট বোতল ২৸০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

ডাঃ জে, আহ্‌মদ্ এস, এ, এস

শূলসুধা ঔষধালয়
পোঃ রমনা, ঢাকা।
পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সুন্দর ক্যাটালগ পাঠান হয়

বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে

মোছলমান সমাজে, শিল্প ও ব্যবসার বহুল প্রচার কল্পে "কাজের কথা" নামক অভিনব পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। দুই জন মাছজেদের এমামের নাম গ্রাম, পোষ্টাফিস ও জেলার উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে একখানি পুস্তক পাঠান হয়। আজই পত্র লিখুন।

হামিদীয়া লাইব্রেরী,—
পোঃ কলারোয়া, খুলনা।

The 1930
WILLYS SIX TRUCK
গতির উৎকর্ষতা সতত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে

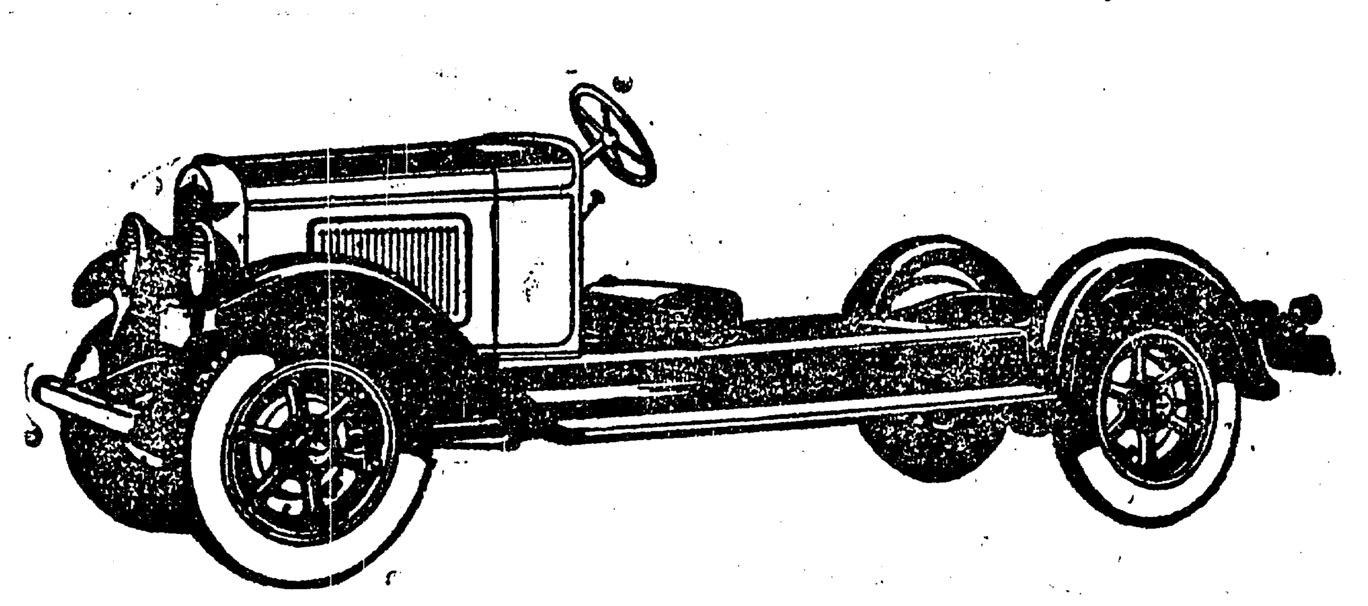

"উইলিজ সিক্স ট্রাকের" এঞ্জিন অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আশাতিরিক্ত কার্য্যক্ষম। ইহা ৪টী "হুইল ব্রেক" ও ৪টী "ফরওয়ার্ড স্পীড ট্রান্সমিশন" যুক্ত বলিয়া এদেশের কাদা, বালি ও কঙ্করময় স্থানে অতি সহজে ও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চালান যায়।

কেবল তাহাই নহে, ইহা এমন সুকৌশলে প্রস্তুত যে, অঙ্গুলীর মৃদু চাপে মুহূর্ত্তে থামান ও চালান যায়।

সমস্ত সাজ সরঞ্জাম ও পৌছান খরচসহ মূল্য ৩০০০৲ টাকা। মাসিক কিস্তিতেও বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হয়।

ক্যাপ্টেন ই, জে হুপার ... শিলং
জি, মোল্লা এণ্ড সন্স ... ... নওগাঁও
যতীন্দ্রনাথ জানা ... কন্‌টাই, মেদিনীপুর
সুখা সিং ... ... গয়ারকাট্টা, জলপাইগুড়ি
নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ এণ্ড সন্স ...... ভোলা
এম, এ, খালেক এণ্ড সন্স ... আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম।
জি, শর্ম্মা ... মৌলবী বাজার দক্ষিণ শ্রীহট্ট।

G. McKENZIE and Company (1919) Ltd.

ডি, সি, মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স ... মালদহ
মৈত্র এণ্ড কোং ... ... রংপুর
ফেভারিট্ মটর হাউস ... ... ফরিদপুর
কমলা মটর ওয়ার্কস্ ... ... কিশোরগঞ্জ
ব্রিটীশ মটর ট্র্যান্সপোর্ট ... দার্জ্জিলিং।
যশোহর মটর ইণ্ডাসটি ওয়ার্কস্ ... যশোহর।

প্রদর্শনী-গৃহ (শো রুম) ১৮এ, পার্ক ষ্ট্রীট,
অফিস ও কারখানা ২০৮ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সৈয়দানী হাফেজা খাতুন ও বঙ্গ-বিখ্যাত সাহিত্যরথী মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রণীত

মোস্‌লেম-পাকপ্রণালী

দ্বিতীয় ভাগ।

সত্বরে গ্রহণ করিয়া রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা করুন।

যে মোস্‌লেম-পাক প্রণালী ২য় ভাগের জন্য গ্রাহক ও পাঠকগণ উৎগ্রীব হইয়া আশা-পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, উহা অতি বৃহৎ—৪২০ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইল। এই খণ্ডে ২য় অধ্যায় হইতে পরিশিষ্ট সহ ২২টি অধ্যায়ে কত অসংখ্য প্রকারের পাক-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপনে পাঠে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থে-লিখিত ২।৩টি উচ্চ শ্রেণীর জিনিষ যথা-নিয়মে পাক করিতে পারিলে পুস্তকের মূল্য উসুল হইয়া যাইবে। ২য় অধ্যায়—খনির প্রকরণ ৫ প্রকার, ৩য় অধ্যায় রুটি, বাকরখানি, শিরমাল ও কুলিচাঃ প্রকরণ ৮৮ প্রকার, ৪র্থ অধ্যায় পরাটা প্রকরণ ১২ প্রকার, ৫ম অধ্যায় ছমুছাঃ প্রকরণ ১৩ প্রকার, ৬ষ্ঠ অধ্যায় পুরি প্রকরণ ২৫ প্রকার, ৭ম অধ্যায় তরকারী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, অষ্টম অধ্যায় ছালন প্রকরণ, ৫০ প্রকার, ৯ম অধ্যায় ভাজা-ভাজি ও পাক প্রকরণ, ১৮ প্রকার, ১০ম অধ্যায় বড়ি-বড়া কুলুরি প্রকরণ, ২৫ প্রকার, একাদশ অধ্যায় এখ্‌নি প্রকরণ, ১১ প্রকার, ১২শ অধ্যায় দাল প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৩শ অধ্যায় ক্ষীর, ফিরনী ও ফালুদা প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৪শ অধ্যায় গুলগুলাঃ প্রকরণ; ১০ প্রকার, ১৫শ অধ্যায় হালুয়া প্রকরণ ৭ প্রকার, ১৬শ অধ্যায় বরদাঃ ও মলিদাঃ প্রকরণ, ৬ প্রকার, ১৭শ অধ্যায় মিঠাই প্রকরণ, ৫৮ প্রকার, ১৮শ অধ্যায় মালাই, দৈ, মাখন, ঘৃত, মালাই প্রকরণ, ৯ প্রকার, ১৯শ অধ্যায় চাটনী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, ২০শ অধ্যায় রোব ও জেলি প্রকরণ, ৬ প্রকার, ২১শ অধ্যায় আচার প্রকরণ ৪৮ প্রকার, ২২শ অধ্যায় বিবিধ প্রকরণ ২৭ প্রকার, পরিশিষ্ট বা ২৩শ অধ্যায় মোরব্বা প্রকরণ, ১৫ প্রকার।

বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রশংসিত ও সাদরে গৃহীত, মূল্য উৎকৃষ্ট কাপড়ে সুন্দর বিলাতি বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ২।৵০।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্‌লামীয় আর্ট প্রেস,
১৩৮ নং করেয়া রোড ও আল্-মুস্‌লিম বুক ডিপো,
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কারী মোহাঃ আবদুল জব্বার প্রণীত

বেহেশ্‌তের সোপান

ইহকালে সুখ-শান্তি এবং পরকালে বেহেশ্‌ত যাহাদের কাম্য এই পুস্তক খানা তাহাদের প্রত্যেকেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কোরান-হাদিছ অবলম্বনে লিখিত এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় আর নাই। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

কারীউল-কোরান

ঘরে বসিয়া নিজে ২ ছহি কোরান পাঠ বা কেরাৎ শিখিয়া কারী হইতে চাহিলে এই পুস্তক খানা পড়ুন। বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরে লিখিত। ডিরেক্টর কর্ত্তৃক প্রাইজ লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ঠিকানা:—
কারী এম, এ, জব্বার,
নুর মঞ্জিল পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।

ইস্‌লামীয়া লোহার আড়ৎ

লোহার গুদাম ৭০ নং হরিমোহন বসু রোড, হাওড়া।

দর

টেলিফোন নং বড়বাজার ২৩৭৩
Tele.—Iron Sarif Cal.

অন্যান্য লৌহ বিক্রেতা অপেক্ষা মফঃস্বলবাসীর সুবিধার জন্য ইমারতের যাবতীয় লৌহ সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। বিলাতী, জার্ম্মাণী ও টাটা হইতে—

লোহার কড়ি, বরগা, এঙ্গেল, ঢেউটিন, প্লেনটিন

পাটি, গারদে, বল্টু ও স্ক্রু আমদানী করিয়া থাকি ঢালাই পিলার, রেলিং ব্রাকেট আর্চ্চ, রেন পাইপ, ফিটিংস ইত্যাদি প্রস্তুত করি। অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে তিন দিনের মধ্যে অতি যত্ন সহকারে জিনিষ সরবরাহ করি

শরীফ এণ্ড ফ্রেণ্ডস—৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

যাবতীয় ধাতু দৌর্ব্বল্য ও অম্ল-অজীর্ণে—

জীবনশক্তি

মূল্য ২৲ টাকা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ইহা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত করে এবং প্রাণে নূতন স্ফূর্ত্তি আনয়ন করতঃ দীর্ঘকাল রতিশক্তি রক্ষায় সহায়তা করে। নিয়মিত ৩ শিশি সেবন করিলে মানুষকে কন্দর্প সদৃশ রূপবান করে। বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠানো হয়।

প্রস্তুতকারক—ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মেসী, ১০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

বঙ্গানুবাদ শরেহ্-বেকায়া ১২ খণ্ড (একত্রে)	৭৲
ঐ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম খণ্ড (একত্রে)	৪।০
বাহরুল ওলুম তরজমা সিদ্দিকল মছায়েল	৬৲
মৌলুদে সিদ্দিকল ওয়ায়েজিন ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড	১৸০
উর্দ্দু হইতে বঙ্গানুবাদ খোলাছাতল মছায়েল	২৲
বাংলা তরজমা আরবি পাঞ্জসুরা ২০৪ পৃষ্ঠা	২৲
কেরায়েতোল্ কোর্‌আন (জিন্নাতলকারি চিত্রসহ)	॥০
বিশুদ্ধ গোলেবকাওলী ॥০ বিশুদ্ধ হাতেম তাই	১।০
মহামান্য মহাবীর হজরত আলির জীবনী ১ম ২য়	২॥০
পঞ্চাশ বালাম চারিয়ারী কাছাছল আম্বিয়াপাক	২॥০
পঞ্চাশ বালাম আলেফ লায়লার কেচ্ছা পাকা	৫॥০
চৌধুরী কন্যা উপন্যাস	১॥০
মহাসমাধির কঠোর শাস্তি	১।০
প্রণয়সিন্ধু বা আম্বাজিবীর	২।০
এসলামী দায় ভাগ	৶০
রদ্দে তাজিয়া	৶০

হাজি আফাজদ্দিন আহমদ।
৩৩৭।২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বেগম বিলাশ মালিশ

ধ্বজভঙ্গ রোগে তীব্র যাতনায় যাহাদের ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল, শিথিল সরু, ও বক্র বা আগা মোটা গোড়া চিকণ হইয়াছে। ইহা তাহাদের পক্ষে সাক্ষাৎ ফলপ্রদ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র। মাশুলাদি ।৵০। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের জন্য পত্র লিখুন।

ঠিকানা:—
বেগম বন্ধু অফিস:—
চাটার্জ্জী ফার্ম্মেসী
১৮নং ওয়াটগঞ্জ ষ্ট্রীট, খিদিরপুর, কলিকাতা

স্বর্ণ ঘটিত

ধাতুপুষ্টি সালসা

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজেষ্টারীকৃত

এই সালসার এত আদর কেন? ইহা সকল সময় এবং সকল ঋতুতে সেবনীয়। অনেক বড় বড় ডাক্তারদের চেষ্টায় এই সালসা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে এক সঙ্গে দুই রকম ঔষধ মিশান হইয়াছে—রক্তপুষ্টি ও ধাতুপুষ্টি। যদি গর্ম্মি, পারা বা পুঁজ ধাতুর বিষ শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া রক্তকে জবাফুলের ন্যায় লাল করিবে। আর যাহাদের কোনরূপ বিষ শরীরের ভিতর নাই অথচ ধাতু দুর্ব্বল ও জলের ন্যায় তরল—কিছুদিন এই সালসা সেবন করিলে তাহা মাখনের মত গাঢ় করিবে। এবং ধাতু-দৌর্ব্বল্য, প্রমেহ, মেহ ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় ধাতু-রোগ আরোগ্য করিয়া মনে এক অভিনব আনন্দ আনিয়া দিবে। মূল্য প্রতি বোতল ২৸০ দুই টাকা বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জীবন-দায়িনী।

ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩৩।৯, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—যদি আপনি ব্যবসায়ী—

হন তাহা হইলে আল-মুসলিমে বিজ্ঞাপন দিয়া একবার ভাগ্য পরীক্ষা করুন। পত্র লিখিলেই দর জানাইয়া থাকি:—

ম্যানেজার—আল্-মুস্‌লিম
৪৭, রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"তিন বড়ীতে জ্বর পালায়" রেজেষ্ট্রী "নূতন বড়ী" করা দেশব্যাপি ম্যালেরিয়ার যম।

পথ্যের বিচার নাই। জ্বর আরাম হইলে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৸০ বার আনা ৩ কৌটা ২৲ ডাকমাশুল ।৵০ আনা।"

ডাঃ এস আহমদ এণ্ড কোং
দি মোসলেম মেডিকেল হল
শালবাড়ী, পোঃ মহেশপুর, রাজসাহী

WANTED Candidates desiring to serve in Government, Railway and Canal Departments. Full particulars and Railway Fare Certificate on 2 annas stamp. Apply to:—Imperial Telegraph College, Nai Sarak, Delhi.

মগরেবী

জনপথে সমুদ্র দৃশ্য
ভীষণ বন্যা

লণ্ডনের ২৪শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, ইয়র্কসায়ারের এক অধিত্যকায় বৃষ্টির পর ভীষণ বন্যা হইয়া গিয়াছে। অনেক বড় বড় রাস্তা নদী নালায় পরিণত হইয়াছে। হুইটবার সমুদ্রকূলের প্রহরিগণ লাইফ বোট ও হাউন্ট লইয়া প্লাবনপীড়িত গৃহহীন লোকদিগের রক্ষার্থ ছুটিয়াছিল। নদীর দুই পারে সিকি মাইল পর্য্যন্ত স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে নগর মধ্যে দুই দিনের পানীয় জল সঞ্চিত আছে। বন্যা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এক স্ত্রীলোক এক দেওয়ালের পার্শ্বে আশ্রয় লইয়াছিল, দেওয়ালটি পড়িয়া যাওয়ায় সে মারা গিয়াছে। বহু গৃহ বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে এবং সেজন্য বহু লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে। রেলওয়ের সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, রেলওয়ে ষ্টেশন বন্ধ হইয়াছে। বহু গ্রাম বাহিরের সহিত সম্বন্ধ শূন্য হইয়াছে।

ভারতবর্ষ ও মিসর
শ্রমিক সদস্যের দুঃখ

লণ্ডনের ২১শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, অদ্য মানচেষ্টারের এক সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ জে, এচ, টমাস বক্তৃতা উপলক্ষে বলেন, "শান্তিস্থাপনের আদর্শের জন্য আমরা সাধ্যমত যুঝিব, কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করা শান্তি-স্থাপনের উদ্দেশ্য নহে।" মিঃ জে, এচ, টমাস স্পষ্টরূপে বলেন, বৃটিশ রাজ্যের কোন সম্প্রদায় ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায় বিচার করিবার জন্য সেরূপ আগ্রহ করেন নাই, যেমন শ্রমিক সম্প্রদায় করিয়াছেন; আর ভারতবর্ষ যাহাতে তাহার অভীষ্ট-সিদ্ধির চরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে জন্য আর কোন সম্প্রদায় ততোধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন যেমন শ্রমিকগণ। কিন্তু ভারতবর্ষ অথবা মিসরের কোন বিপথগামী ব্যক্তিরা যদি এই বন্ধুত্বের সুযোগ লয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা যার-পর-নাই ভ্রমের কাজ করিবেন।

ভারতের ভাবী জঙ্গী লাট
কমন্স সভায় আলোচনা

লণ্ডনের ২৪শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, কমন্স সভায় শ্রমিক সদস্য মিঃ উইলিয়াম ব্রাউন ২০শে জুলাই তারিখের জেনারল স্যর ফিলিপ শেটউডের বক্তৃতা সম্বন্ধে কমন্স সভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যে কর্ত্তৃপক্ষের তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিরূপে ভারতে প্রেরণ করা উচিত কি না? ভারত-সচিব মিঃ ওয়েজউড বেন প্রত্যুত্তরে বলেন, স্যর ফিলিপ শেটউড এখনও ভারত বর্ষের বেতনভুক নহেন, এরূপ অবস্থায় সংবাদপত্রের বিবরণ পাঠে তাহার উপর মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। নীতি সংক্রান্ত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ত সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট ও সকৌন্সিল বড় লাট করিয়াছেন; সার ফিলিপ যখন প্রধান সেনাপতিরূপে তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন তাঁহাদিগের তত্ত্বাবধান নির্দ্দেশে ও কর্ত্তৃত্বাধীনে তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে, যেহেতু তিনি তাঁহাদের তাবেদার হইবেন। সার ফিলিপকে যে নীতি অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা ত গত ৯ই জুলাই তারিখে রাজপ্রতিনিধি স্বকীয় ক্ষমতা অনুসারে ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রমিক সদস্য মিঃ ই, থাওল উত্তেজিতভাবে বলেন, যে ব্যক্তিকে সেই নীতি পরিচালনা করিতে হইবে, তাহার সেই নীতির প্রতি সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন নয় কি? মিঃ বেন বলেন, নীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নের সহিত সৈনিকদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা অসামরিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। রক্ষণশীল দলের বৃগেডিয়ার জেনারল ক্লিফটন বলেন, স্যর ফিলিপ ত নীতির উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে স্পিকার তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলেন এবং উহার সম্বন্ধে অধিক বাদানুবাদ বন্ধ করিয়া দেন।

মহারাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ
কমন্স সভায় আলোচনা

লণ্ডনের ২৪শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, অদ্য কমন্স সভায় মিঃ ওয়েজউড বেন শ্রমিক সদস্য মিঃ জে, মারলিকে বিদিত করেন, পাতিয়ালার মহারাজের বিরুদ্ধে যে কতকগুলি অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার তদন্ত কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে ভারত সরকারের নিকট হইতে তিনি কোন সংবাদ পান নাই। মিঃ মারলি তদন্তটি সত্বর সম্পন্ন করিবার জন্য যেদ করেন, যেহেতু পাতিয়ালার মহারাজ গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত হইবেন। তদ্ব্যতীত তদন্ত কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। মিঃ বেন বলেন, গত ৯ই জুন তারিখে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তৎপরে তিনি ভারত সরকারের নিকট হইতে কোন সংবাদ পান নাই।

উৎসবের পরিণাম
বহু লোকের সলিল সমাধি

কবলেন্সের ২৩শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য কর্ত্তৃক রাইণল্যাণ্ড পরিত্যাগ উপলক্ষে যে উৎসব হইয়াছিল, তাহার পরিণাম বড়ই ভীষণ হইয়াছে। এই উৎসবে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্মানার্থ আতসবাযী হইয়াছিল। বাযী দেখিয়া বহুলোক ভাসমান-সেতু পার হইয়া যখন গৃহাভিমুখে যাইতেছিল, তখন সেতুটি ভাঙ্গিয়া যায় ও শতাধিক লোক নদীগর্ভে পতিত হয়। রাত্রির অন্ধকারে নিমজ্জিত লোক সাঁতরাইয়া প্রাণরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সেতুর ভগ্নকাষ্ঠ ও লৌহাদির আঘাতে তাহাদিগের অনেকেরই প্রাণবিয়োগ হয়। এ পর্য্যন্ত ২৪টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে।

রোমে খোদার গযব
ভূমিকম্পের প্রলয় দৃশ্য

রোমের ২৫শে জুলাইয়ের সংবাদে প্রকাশ, ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে লোকের মৃত্যুসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে এবং গৃহাদি ধ্বংস সম্বন্ধে ঐরূপ শোচনীয় সংবাদ পাওয়া যাইতেছে আগ্নেয়গিরির ধাতুনিঃস্রবে বড় বড় রাস্তায় যাতায়াত বন্ধ হইয়াছে এবং সে জন্য অনিষ্টের সঠিক পরিমাপ করা যাইতেছে না। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে আর্পনো ভিপোলাভা এবং ভেল ব্যাটিষ্টা নামক কয়টি স্থানে যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে সেরূপ আর কোথাও নহে এই কয়টি স্থানে প্রায় সকল গৃহই ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং প্রায় সকল পরিবারেরই কেহ না কেহ মারা গিয়াছে। হতাহতের তালিকায় শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যাই অধিক। রাজা স্বয়ং ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানসকল পরিদর্শন করিতেছেন। আমেরিকার রেড ক্রশ সোসাইটীও সাহায্য করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য সাহায্য দানে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা বিমানে খাদ্য লইয়া উর্দ্ধপথ হইতে স্থানে স্থানে সে সকল নিক্ষেপ করিতেছেন, আর যে সকল স্থানে যাতায়াতের সুবিধা আছে, তথায় মোটরযান সকল খাদ্য-সামগ্রী লইয়া যাইতেছে এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালে গৃহহীন, বস্ত্রহীন লোকদিগকে লইয়া আসিতেছে। পূর্ত্তবিভাগের সেক্রেটারীর হস্তে সাহায্য বণ্টন কার্য্য ন্যস্ত হইয়াছে। আমলফি নামক স্থান হইতে রেলওয়ে ট্রেণে ২০০ মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং তথাকার গৃহ সকল আহত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষার্থ নিয়োগ করা হইয়াছে, কোন কোন গৃহ মড়াখানারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নেপলস্ নগরের অল্প ক্ষতিই হইয়াছে। তথায় ১৩জন মাত্র মারা গিয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে যে একমাত্র এভেলিনা প্রদেশে ২৫৭৩ জন ভূমিকম্পের জন্য মারা গিয়াছে, তদ্ব্যতীত ১৩১৫ জন যখম হইয়াছে। আমলফি নামক স্থানে কতকগুলি সৈন্য বিশেষ দোষের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল, তাহারা ভূমিকম্পের দুর্ঘটনা শুনিয়া সেনানিবাস হইতে বাহির হয় এবং এরূপ যত্নসহকারে আর্ত্ত ব্যক্তি দিগের শুশ্রূষাকার্য্যে নিযুক্ত হয় যে, তাহা দেখিয়া তাহাদিগের সেনাপতি তাহাদিগকে ক্ষমা করিবার জন্য উপরিওয়ালাকে পত্র লিখিয়াছেন যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বলা যায়, প্রায় ২৫টি গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এই সকলের মধ্যে এভেলিন প্রদেশে ৯টি। যে সকল গৃহ ধ্বংস হইয়াছে সেগুলি বিশেষ মূল্যবান নহে।

মশরেকী

ঝড়ের তাণ্ডবলীলা
বহুলোক হতাহত

টকিয়োর ২২শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, বিগত ১৮ই জুলাই তারিখে যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহাতে বহুলোক মারা গিয়াছে। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ—কোরিয়াতে ৩৯৩ জন মারা পড়িয়াছে এবং ১৪৯৩ জনকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। মনে হয়, ইহারাও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ৮৪৭৫ খানা বাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিয়াসু অঞ্চলে মৃত্যু সংখ্যা ৮২ এবং নিরুদ্দিষ্টের সংখ্যা ৭৫ জন। যাহারা আহত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাও ৪২৫ জনের কম নহে। ১৬৮৯০ খানি বাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে। ১৮০৩ খানি নৌকা খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না সম্ভবতঃ অনেক খানিই পানিতে ডুবিয়াছে।

সুয়েজে দাঙ্গা
সংবাদ মিথ্যা

কাইরোর ২২শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, উন্মত্ত জনতা কর্ত্তৃক সুয়েজ অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা সত্য নহে; কর্ত্তৃপক্ষ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। সুয়েজে দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ২১ জন মিসরবাসী এবং ২১ জন পুলিস আহত হইয়াছে। গোলযোগ যাহাতে না বাড়ে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য কাইরো হইতে ৭০ জন সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। সুয়েজ এখন শান্তিপূর্ণ; তথায় ৪০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কাইরোতে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ১০০০ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ওয়াফিদ দলের চারিজন সদস্যও আছেন। গতকল্যকার দাঙ্গার ফলে ৬ জন নিহত এবং ৪১ জন আহত হয়। পোর্ট সৈয়দেও হাঙ্গামা বাধিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ীতে অগ্নি প্রদানের চেষ্টা হইয়াছিল পুলিস গুলী করে ইহাতে একজন নিহত এবং দুইজন আহত হয়।

পুলিস না ফুলিশ?
গুলীতে মানুষ হত্যা

হংকংএর ২২শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ কালুনকোয়ানটাং সীমান্তে অবস্থিত লোকমাচু থানার একজন ভারতীয় কনেষ্টবল অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। সে অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া একটি রাইফেল হস্তগত করে। অতঃপর থানার ভারপ্রাপ্ত সার্জ্জেণ্ট মেডুইকের ঘরে প্রবেশ করিয়া এক গুলীতেই তাহার পত্নীকে হত্যা করে। তথা হইতে বাহির হইয়া এই ক্ষিপ্ত কনেষ্টবল আর একজন প্রহরীকে গুলী করে। ইহাতে সে ব্যক্তি আহত হয়। ব্যাপার দেখিয়া অপর চারিজন ভারতীয় পুলিস পলাইয়া যায়। ইতিমধ্যে ক্ষিপ্ত কনেষ্টবল এক কামান লইয়া গুলী ছাড়িতে আরম্ভ করে। সার্জ্জেণ্ট মেডুইক হংকং হইতে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া অবাক হন। অল্প সময় মধ্যেই আরও ৫০ জন ইউরোপীয় সার্জ্জেণ্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এই অবস্থায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া ক্ষিপ্ত কনেষ্টবল অজস্র গুলী বর্ষণ করে। গুলী বর্ষণ ক্ষান্ত হইলে অপরাপর সকলে থানায় প্রবেশ করিয়া দেখেন—কামানের পশ্চাতে গুলী বিদ্ধ ক্ষিপ্ত কনেষ্টবলটি মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। কামানের নিকটে তখনও প্রচুর গুলী বারুদ সজ্জিত ছিল।

ভিলানোর ২৬শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ ভিলানোভার ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রায় ২৫০টি মৃতদেহ বাহির হইয়াছে, তদ্ব্যতীত ৫০০ জনলোক যখম হইয়াছে। জনৈক সংবাদদাতা ২৫০ মাইল শকটারোহণে ভ্রমণ করিয়া গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস বা আংশিকভাবে ধ্বংস দেখিয়া ছেন। কিন্তু ভিলানোভার দৃশ্য অতীব শোচনীয়! তথায় একটি গৃহ বা দোকান নাই, যাহা ভূমিসাৎ হয় নাই। প্যালে মার্কুইস নামক প্রাসাদ ও ভিলানোভা গির্জ্জা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। বিতরণ করা যাহারা জীবিত আছে, তাহাদগকে খাদ্য-সামাগ্রী হইতেছে এবং উন্মুক্ত স্থানে তাঁবু খাটাইয়া তাহাদিগের বাসের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সৈনিকগণ নগর রক্ষা করিতেছে, কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতেছে না।

সীমান্ত হাঙ্গামা
শান্তি প্রতিষ্ঠিত

পেশোয়ারের ২২শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, গৃহপালিত গবাদি পশু চুরি সম্পর্কে গত ১১ই জুলাই শিয়া-দৌলতজাই সীমান্তে যে, গুলী বর্ষণ করা হয়, দৌলতজাই-শিয়া আফ্রিদীদের জির্গা অর্থাৎ প্রতিনিধি সভা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে, তাহার জন্য কি ভাবে ক্ষতিপূরণ দিবে। সীমান্তের শান্তি নষ্ট করায় সরকার হইতে যে অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, উভয় পক্ষেরই দোষী লোকেরা তাহা প্রদানে সম্মত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দক্ষিণ ওয়াজিরীস্থানে রয়াল এয়ার ফোর্সের বোমা নিক্ষেপে বেশ ফল পাওয়া গিয়াছে। স্কাউট ও খাসাদারদের যুদ্ধও সেই সঙ্গে রয়াল এয়ার ফোর্সের সাহায্য—বিমান হইতে পর্য্যবেক্ষণ ও শত্রুদের উপর বোমা নিক্ষেপে ওয়াজিরীস্থানে অবস্থা অনেকটা সহজ হইয়া আসিয়াছে। শাদি খেল নামক বিশেষ ভাবে বিজড়িত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিমণ্ডলী রাজমাকে আসিয়াছে; ভালভাবে থাকিবার জন্য তাহারা তালরূপ জামীন দিয়াছে। এ বিষয়ে মিটমাটের শর্ত্ত এখনও স্থির হয় নাই। নজর খেল নামক আর একটী বিশেষ ভাবে বিজড়িত সম্প্রদায় প্রতিনিধিমণ্ডলী সংগ্রহের জন্য আরও ৩ দিন সময় লইয়াছে। তাহারাও মিটমাটের জন্য আসিতেছে। বাদিনজাই সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক ও আর কয়েকটি ছোট উপ-সম্প্রদায় এখনও বিরোধী রহিয়াছে। মাল্লা গুলিন শান্ত আছে, তাহার সদ্ভাবে থাকিবার পক্ষে তাহার সম্প্রদায়ের লোকজন জামীন দিয়াছে। কিন্তু মোল্লা কুন্দলাই রামজাক প্রভৃতি বিরোধীদের সহিত এখনও গোলমাল বাধাইতেছে। তাহারা কাবুল খেল ও অন্যান্য ওয়াজিরদের উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। যেখানে সুবিধা পাওয়া যাইতেছে, সেইখানেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে বৈমানিক যুদ্ধ চালান হইতেছে। জালাল খেল খাসাদাররা কাজে ফিরিয়া গিয়াছে। সারারোঘা ও সারওয়েকাইর নিকট অবস্থা আবার স্বাভাবিক হইয়াছে। জাণ্ডোলা ও সারারোঘার মধ্যে খাসাদার প্রথায় আবার পুরাপুরি কাজ চলিতেছে। পেশোয়ার জিলার উত্তর সীমান্তে ইটমান খেল লস্করদের বিরুদ্ধে বৈমানিক যুদ্ধ চালান হয়। আলিনগর ফকিরের উত্তেজনায় উহারা আবার সমবেত হইয়াছিল ও সীমান্ত পার হইয়া সোয়াট নদীর দক্ষিণে আসিয়াছিল। টোটাই অঞ্চলে যুদ্ধের ফলে লস্কররা অতি শীঘ্রই আবার নদীর উত্তরে চলিয়া যায়। গত ১৩ই তারিখে খাইবারের পলিটিক্যাল এজেণ্টের সহিত আফ্রিদীদের মালিক, প্রবীণ লোকজন ও কতিপয় যুবক দ্বারা গঠিত এক দল প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাহাদের ভাবগতি ভালই ছিল, তবে তাহারা নানারূপ অভিযোগ জানায়; তাহাদের কোন কোন অভিযোগ ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের। তাহারা বলে, ঐ সকল অভিযোগের প্রতীকার করা না হইলে তাহারা বন্ধুভাবাপন্ন হইতে পারিবে না। আফ্রিদীদের মধ্যে তথাকথিত খিলাফতী স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা বাড়িতেছে। এখন তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১৬ শত। ওরাকজাই ও কুরাম এজেন্সীর মাসোজাই ও চামকানীদের মধ্যে এই আন্দোলন বিস্তারলাভ করিতেছে। চরসাড্ডা অঞ্চল হইতে যে সব খবর পাওয়া যাইতেছে, গ্রামগুলির ভাবগতিতে স্থায়ী উন্নতি দেখা যাইতেছে। হরিচাঁদ নামক একখানি গ্রামের লোকেরা গোলযোগ করিলেও তাহারা সম্প্রতি এক আবেদনে রাজভক্তি জানাইতেছে এবং সরকারের বিরোধী আন্দোলন থামাইবার জন্য আগ্রহ দেখাইয়াছে। ১৫ই জুলাই প্রত্যুষে পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাকেসন বাগানে অবস্থিত ২টা পুরাতন হাউইজার কামান গানকটন দিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কিশোরগঞ্জ সংবাদ
পুণরাক্রমণ ব্যর্থ

কিশোরগঞ্জের ২১শে জুলাইয়ের খবরে আর একটা নূতন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ প্রায় ৩ শত লোক করাদি থানার এলেকায় পাইকসা গ্রাম গত শনিবারে আক্রমণ করে। তাহারা প্রায় ৫০টি টর্চ্চ লাইট ও ২টা পাম্প লাইট লইয়া আসিয়াছিল। তাহারা যাহাদের আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, তাহারা সকলে জাতিতে নমঃশূদ্র। তাহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া এরূপ বাধা দেয় যে, আক্রমণকারী দল প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৩৭ সাল।

সম্পাদকীয়

সিন্ধু ব্যবচ্ছেদ।—বিগত ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ জাতি কর্তৃক সিন্ধুদেশ অধিকৃত হয়। তৎপর ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা একটী স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে একজন গভর্ণর কর্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুকে বোম্বাই প্রদেশের অন্তভূত করা হয়। কিন্তু সেই সময় হইতেই সিন্ধুবাসী মুস্লিমবৃন্দ নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া আসিতেছেন। সিন্ধুদেশের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান এবং পক্ষান্তরে বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসী সংখ্যা হিন্দুই অধিক। আবার সিন্ধু হইতে বোম্বাই যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর। কাজেই উপরোক্ত কারণ সমূহ বর্ত্তমান থাকায় সিন্ধুর প্রতি গভর্ণমেণ্টের নযর মোটেই না পড়ায় সিন্ধুবাসীবৃন্দ দিন দিন অজ্ঞানতার তিমির অন্ধকারে পতিত হইতেছে এবং বোম্বাইয়ের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় ও হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ থাকায় মুসলমানগণ সকল প্রকার সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্পর্কীয় রীতি-নীতি, আচার, ব্যবহারে হিন্দু-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ার সম্ভাবনা হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া ভারতীয় মুস্লিম নেতৃবৃন্দ সিন্ধুকে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

অমূলক মন্তব্য।—বিগত সাইমন কমিশন কর্তৃক সিন্ধুকে পৃথক করণ সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহার মূলে যে কোনই সত্যতা নিহিত নাই তাহা আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি। সাইমন কমিশন সেই সুদূর মহা-সিন্ধুর পরপার হইতে হঠাৎ আগমন করিয়া সিন্ধুর জনমতের যে আলেখ্য দিয়াছেন, তাহা যে তাঁহারা কোন 'মহাদ্বীপ' হইতে আমদানি করিয়াছেন তাহা আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সিন্ধুবাসীবৃন্দ দেশকে বোম্বাই হইতে ছিন্ন করিতে ইচ্ছুক নয়, তবে ভারতীয় মুস্লিম নেতৃবৃন্দ সিন্ধুকে পৃথক করিতে চেষ্টা করিতেছেন তাহার কারণ সিন্ধু-দেশটী মুসলমান প্রধান। কিন্তু পরোক্ষে কমিশন সিন্ধু-ব্যবচ্ছেদ সমর্থনও করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, রাজ-নীতি, ধর্ম্ম-নীতি ও ভাষার পার্থক্য এবং ভৌগলিক অবস্থাভেদে ইহাকে পৃথক করা বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে আপত্তি উত্থাপন করেন তাহা সিন্ধুবাসী মেম্বর হাজি আবদুল্লাহ হারুণ সাহেব সেদিন বিশদভাবে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে আর্থিক অবস্থার দিক দিয়া চিন্তা করিলে কিছুতেই সিন্ধুকে বোম্বাইর সহিত সংযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য নহে। তার পর গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত তদ্দেশবাসীদিগের শিক্ষার কোন প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই। অতএব সিন্ধুদেশটী যদি বোম্বাই হইতে পৃথক করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত দেশবাসীবৃন্দ চিরকাল অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিবে। আমরা এ সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

স্বাগতম্।—সুদূর সাগর পারে ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ও তদধীন কলেজ সমূহে অধ্যয়নকারী ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের মস্তিষ্ক প্রসূত নব-উদ্যোগ আয়োজনের বিষয় স্মরণ করিয়া আনন্দিত না হইয়া থাকা যায় না। তথাকার National union of students বর্ত্তমানে এক প্রস্তাব করিয়াছে যে আগামী ১৯৩১ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ইংলণ্ড প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রবৃন্দ সারা ইউরোপ পরিভ্রমণ করিবেন। প্রস্তাব করা হইয়াছে এক শত ছাত্র তাঁহাদের অধ্যাপকদিগের সহিত ন্যাসন্যাল ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে ভ্রমণে বহির্গত হইবেন। ইহা যে প্রত্যেকেরই সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করা কর্ত্তব্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কেননা এই ভ্রমণ ব্যপদেশে ছাত্রবৃন্দ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহার শিক্ষা পদ্ধতি এবং Political and cultural History সম্বন্ধে অপর্য্যাপ্ত জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। ইহার জন্য ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ১০০ শত পাউণ্ড বা ১৪০০৲ টাকার অনধিক এবং ভ্রমণ তিন মাস কাল স্থায়ী হইবে। Inter university Board এ সম্বন্ধে অন্যান্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের সহিত পত্রালাপ করিতেছেন। আশা করি, ভারতীয় ছাত্রগণকে নিরুৎসাহ করা হইবে না। এই মহৎ কার্য্যের জন্য আমরা unionকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

মিসরে অশান্তি।—স্বাধীনতার মূর্ত্ত প্রতীক মাননীয় নাহাস পাশা ওয়াফদ-পার্টি তথা জাতীয়দলের নেতারূপে মন্ত্রীসভা গঠন পূর্ব্বক সমগ্র মিসরবাসীর প্রাণে প্রকৃত মুক্ত স্বাধীনতার বিমল উদ্দীপনা জাগাইয়া দিয়া বৃটিশ সরকারের সহিত পুনরায় নূতন সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া জগতে প্রকৃত স্বাধীন জাতিরূপে পরিচিত হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। বিগত ১৯২২ সালে উভয় রাজ্যের ভিতর একটী সন্ধি হয়। তাহাতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মিসরকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু তন্মধ্যে যাহা কিছু প্রতিবন্ধক ছিল তাহা বিদূরিত করিবার জন্যই তিনি পূর্ণোদ্যমে কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিবার পর খেদিব ফওয়াদের সহিত একটী আইন প্রণয়ন লইয়া মতভেদ হওয়াতে নাহাস্ পাশা জাতীয়দল সহ মন্ত্রী-সভা ত্যাগ করেন। তখন আশা করা গিয়াছিল যে, শক্তিশালী ওয়াফদ-পার্টির বিরুদ্ধে কেহই মন্ত্রি-সভা গঠন করিতে সাহস করিবে না। কিন্তু ইস্মাইল সিদ্কি পাশা খেদিব ফওয়াদের সহিত মিলিত হইয়া নব-মন্ত্রি-সভা গঠন পূর্ব্বক বৈধ শাসনের পরিবর্ত্তে স্বেচ্ছাচার মূলক নীতি অবলম্বনে দেশ শাসন করিতে উদ্যত হইয়াছে; ইহাই বর্ত্তমান মিসরের অশান্তির একমাত্র কারণ। আমরা বৃটীশ সরকারকে জানাইতে চাই যে নিরপেক্ষ সুবিচার দ্বারা মিসরের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া অশান্তি দমনে সাহায্য করেন।

সুযোগের প্রতীক্ষা।—সুচতুর বৃটিশ জাতি সর্ব্বদা সুযোগের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে। যখনই তাহাদের সম্মুখে কোন উপলক্ষ উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা তাহা উপেক্ষা না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা গত সপ্তাহে এ সম্বন্ধে যৎসামান্য বিবৃত করিয়াছি। যখন ইঙ্গ-মিসর সন্ধি ব্যর্থ হওয়ায় মিসর অন্তর্বিপ্লবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে বৃটিশ জাতি মুরুব্বিয়ানা দেখাইয়া দুই খানা রণপোত মিসরে প্রেরণ করিয়াছে। কিন্তু মিসরও দমিবার পাত্র নহে। ছিদ্‌কি পাশা ও নাহাস পাশা যদিও পরস্পর বিবাদে লিপ্ত, তথাপি তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিয়াছেন যে, মিসরে রণতরী পাঠাইবার কোন প্রয়োজন নাই। মিসর গভর্ণমেণ্ট অন্তর্বিদ্রোহ দমন করিতে সর্ব্বদা ক্ষমবান। মিসরে বিদেশীর ধন প্রাণ রক্ষা করিবার দায়িত্ব মিসর সরকারের আছে, তজ্জন্য বৃটিশকে এত কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই এবং এই ঘরোয়া বিবাদ উপলক্ষ করিয়া রণতরী প্রেরণ করা বৃটিশের পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রির হুম্‌কি পূর্ণ পত্রের উত্তরেই সিদকি পাশা ও নাহাস পাশা এই প্রকার উত্তর দিয়াছেন। এই নির্ভীক উত্তর প্রাপ্তি মাত্র সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ রাজনীতিক মহলে একটু বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। তাহারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহাতে কেবল বৃটিশ জাতিকে অপমান করা হয় নাই বরং চপেটাঘাত করা হইয়াছে। কিন্তু মিসর এই যুগ সন্ধিক্ষণে যে প্রকার ঘরোয়া বিবাদে লিপ্ত হইয়াছে তাহাতে মিসরের ভবিষ্যৎ যে ঘোর কালিমাময় মেঘাবৃত তাহাতে সন্দেহ নাই।

উদ্দেশ্য কি?—আজ অন্তর্বিদ্রোহের ফলে মিসর গগনে যে ঘোর ঘনঘটা পূর্ণ মেঘলা দেখা দিয়াছে তাহা মিসরের পক্ষে যে কতদূর ক্ষতিজনক, তাহা মিসরবাসীবৃন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু এই অন্তর্বিপ্লবের সময় বিদেশীর ধন-সম্পত্তি রক্ষার অসিলায় বৃটিশ সরকার যে কেন যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ করেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বিগত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে মিসরের সহিত বৃটিশের যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার প্রথম শর্ত্ত দ্বারা বৃটিশ সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন যে,—"It is declared that from this date the British Protectorate over Egypt is terminated and henceforth Egypt should be Considered as an Independent sovereign Kingdom" এই প্রকার ঘোষণার পর বৃটিশ সরকার অযথা 'ছুতা নাতা' করিয়া যে কেন মিসরে রণপোত প্রেরণ করিতে পারে তাহা বোঝা কঠিন। মিসর শাসন বিষয়ে দুর্ব্বল, অন্তর্বিদ্রোহ প্রশমিত করিতে অক্ষম তাই কি বৃটিশ সদাশয়তা (?) প্রদর্শনে রণতরী প্রেরণ করিতেছেন? ইঙ্গ-মিসর সন্ধি ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ লইয়াই যে বৃটিশ সরকার এই প্রকার ধৃষ্টতার পরিচয় দিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। শোচনীয় আত্মবিরোধ ও তজ্জনিত সঙ্ঘ-শক্তিহীনতাই আজ মিসরের এই অবমাননার একমাত্র কারণ। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মিসর যে পর্য্যন্ত সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে শক্তি সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত না হইবে ততদিন তাহারা বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। মিসরের দীপ্ত ভাস্কর স্বাধীনতা মন্ত্রের ঋষি সায়াদ জগলুল পাশার প্রবর্ত্তিত জাতীয় দলের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া আজ নাহাস পাশা সদলবলে যে নব জাগরণের সাড়া প্রদান করিয়াছে তাহাতে স্বৈরাচার যে সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সেই দিনের আশায় রহিলাম, যে সমগ্র মিসরীয় জনগণ মুক্তির বার্ত্তা লইয়া জগতের সম্মুখে বক্ষ-বিস্তার করিয়া দাঁড়াইবে ও জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহাদের স্বাধীনতা বাণী লিপিবদ্ধ করিবে ও জাতি-সঙ্ঘ অম্লান বদনে তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবে।

ইরাকের স্বাধীনতা।—ইঙ্গ-ইরাক-সন্ধি-সম্পর্কীয় ব্যাপারের শেষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। ইরাকের প্রধান সচিব সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। কাগজের পৃষ্ঠায় ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইরাক এখনও বৃটিশের কবল হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। বৃটিশ শক্তির তত্ত্বাবধানে ইরাক ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে। তবে সুখবরের মধ্যে এই যে ইরাক কেবল জাতি-সঙ্ঘে স্থানলাভ করিয়াছে। তাহাতে আশা করা যায় যে, কালে ইরাক প্রকৃত স্বাধীনতার পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও দেশের সুশৃঙ্খলা বিধানার্থ হিয়াতি ও মশুলে দুইদল বৃটিশ সেনা-বাহিনী রক্ষিত হইবে এবং বসরা ও ইউফ্রেটিসের নিকটবর্ত্তী স্থানদ্বয়ে বৃটিশ বিমান বাহিনীর আড্ডা করিবার জন্য বৃটীশকে ইযারা দেওয়া হইয়াছে। এই ব্যবস্থা পাঁচ বৎসরকাল স্থায়ী হইবে। ইতিমধ্যে ইরাক নিজের শক্তি সঞ্চয় ও সুশৃঙ্খলার প্রমাণ দিতে পারিলে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে ও বৃটীশ সৈন্যাদি অপসারিত করা হইবে। অবশ্য বৃটীশ সমর-বাহিনী বৃটীশের অধীনেই থাকিবে।

স্বাধীন ইরাকের ক্ষমতা।—সন্ধির শর্ত্তানুযায়ী ইরাক গভর্ণমেণ্টকে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ইরাককে স্বাধীন বলিব কি চির-পরাধীন বলিব, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কেন-না রাজ্য-শাসনের কোন বিষয়েই ইরাককে স্বাধীনতা প্রদান করা হয় নাই। ইরাক স্বাধীনভাবে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত বা ক্রয় কিম্বা দেশের লোককে সামরিক শিক্ষা প্রদান করিতে পারিবে না। এ সমস্ত বিষয় বৃটীশের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করিতে হইলে বৃটন হইতে এবং সামরিক শিক্ষা প্রদান বৃটনে ছাত্র প্রেরণ ব্যতীত অন্য কোন দেশে পাঠাইতে পারিবে না। রেলওয়ে, জলপথ, বন্দর, বৈমানিক আড্ডা ইত্যাদি বৃটীশ-কর্তৃক রক্ষিত হইবে। ইরাকে যে রেসিডেণ্ট থাকিবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ইরাকে তাঁহার শক্তি পরিচালনা করিতে পারিবে। কস্মিন কালে বর্ত্তমান বাদশাহকে কোনও কারণ বশতঃ অপসারিত করিয়া উপযুক্ত নূতন নির্ব্বাচন দ্বারা বাদশাহ-নিয়োগ করিবার ক্ষমতা ইরাকের নাই, তথাপি বলা হইতেছে যে ইরাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদত্ত হইল। ইহা যে কোন দেশ হইতে আমদানী কৃত কি প্রকার স্বাধীনতা তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। তবে বৃটিশ রাজনীতিতে ইহা নূতন নয়। ইহা নিঃসন্দেহ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে ইরাক যদি স্বাধীনতায় প্রাণপাত করিয়া অন্ততঃ পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বাধীন-জাতির উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষায়, জ্ঞান-গরিমায় জাতি সঙ্ঘকে সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহা হইলে আশা করা যায় যে এমন দিন আসিবে যখন ইরাক স্বাধীনতার পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়া জগতের সম্মুখে বক্ষঃ-বিস্তার করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। আমরাও সেই দিনের আশায় উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

হক্ কথায় আহম্মক রুষ্ট!—মুস্লিম-কুল গৌরব মওলানা শওকত আলির বিদ্যা বুদ্ধি ও নীতি-কুশলতা সম্বন্ধে ভারতবাসীর কাহারো অবিদিত নাই। বেশী দিনের কথা নয়, তাঁহারা ভ্রাতৃদ্বয় মিঃ গান্ধীর দক্ষিণ বাহু রূপে আপনাদের সর্ব্ববিধ সুখ, সুবিধা অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া দেশের কার্য্যে যে আত্ম-বিক্রয় করিয়া সরকারের দণ্ড-নীতি বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতের কোটী কোটী নরনারী এত শীঘ্র তাহা ভুলিতে পারেন নাই। কোন জাতির কোন লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা না করিলে তাহার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। মওলানা শওকত আলি বহুদিন যাবত হিন্দু কংগ্রেসের ছায়ায় থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন—হিন্দুর চুণোপুঁটী হইতে আরম্ভ করিয়া রুই, কাৎলা পর্য্যন্ত মুস্লিম-প্রীতির যে ভাবধারা অন্তরে পোষণ করে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ও সমাজের পক্ষে খোদার আশীবরূপে আজ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। অর্থাৎ কংগ্রেসের বেড়াজালে আবদ্ধ সিংহ শাবক সুযোগ বুঝিয়া মরণ ফাঁদ সজোরে ছিন্ন করতঃ বাহির হইয়া হিন্দুগণের ধোঁকাজাল একে একে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলেন যে, "নানা দিক দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে কোন হিন্দু নেতাই, এমন কি মিঃ গান্ধী পর্য্যন্ত মুসলমান-দিগের সহিত সরল ও অকপট ব্যবহার করেন নাই। তিনি কংগ্রেসকে এই বলিয়া শাসাইয়াছেন যে, কংগ্রেস যেন কোন মুসলমানকে বর্ত্তমান আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানে বাধ্য না করেন।" কথাগুলি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বেশী চিন্তার প্রয়োজন হয় না।

আলি-আতঙ্ক।—আশ্চর্য্যের বিষয় এই সমস্ত জলন্ত সত্য কথার মারপেচ বুঝিতে না পারিয়া সহযোগিনী 'বসুমতী' ভয়ানক চটিয়া গিয়াছে এবং নানাভাবে মাওলানার উপর তীব্র কটাক্ষ করিতে ছাড়িতেছে না, যে শ্রীমতী এবং তাহার স্ব সমাজ মওলানা শওকত আলিকে এক সময় মাথায় তুলিয়া নাচিয়াছে। আজ তাহাদের উপর এইরূপ হীন কটাক্ষ কেন? কথায় বলে উচিত কথায় আহম্মক রুষ্ট!! বাজারী শ্রীমতি সত্যের মস্তক চর্ব্বন করিয়া একস্থানে বলে "আলি ভাইদের বড় ও ছোট মিঞার এখন বিপিনচন্দ্রের মত বানপ্রস্থ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল একদিন আলাময়ী বক্তৃতায় বরফের মত মান্দ্রাজকে আগুন করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার পর বিলাত হইতে বোম্বাই ফিরিয়া তিনি ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছিলেন। তদবধি তাঁহাকে আমরা অনেক মূর্ত্তিতেই দেখিয়াছি। মিঃ মহম্মদ আলিকে 'কমরেডের' মহম্মদ আলিরূপে যে মূর্ত্তিতে দেখা গিয়াছে, খিলাফৎ আন্দোলনে তাঁহার সে মূর্ত্তির কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই না ঘটিয়াছিল। খিলাফৎ উদ্ধারের পর উভয় ভ্রাতাই আর মহাত্মা গন্ধীর দক্ষিণ ও বাম হস্ত রূপে পরিচয় দিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। সম্প্রতি ছোট মিঞা ব্যবস্থা পরিষদে প্রবেশ-লাভের জন্য ব্যগ্র, অথচ তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে কাউন্সিল-প্রবেশকে ঘৃণাকর বলিয়া মনে করিতেন। বড় মিঞা বড় বলিয়া আরও কিছু উপরে চড়িয়াছেন, তিনি মহাত্মা গন্ধীকে অ-সরল (insincere) বলিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এ স্পর্দ্ধার মূল খুজিতে হইলে দুই মিঞার সাম্প্রদায়িকতাকে টানিয়া বাহির করিতে হয়। ছোট মিঞা গোল টেবিলে যাইবার পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য পরিষদ-প্রবেশে ব্যগ্র হইয়াছে, আর বড় মিঞা 'গন্ধী ও হিন্দু নেতা-দিগকে' গালি পাড়িয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থের জাল টানিতে হাত বাড়াইয়াছেন। বলিহারি! তাঁহাদের এখন মকাযাত্রাই ত শ্রেয়ঃ!" পাঠক! দেখুন কি আমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা! হাতের শিকার ছুটিয়া গেলে এইরূপই গাত্রদাহ হইয়া থাকে!

নীতি-ধর্ম্মের মহিমা।—সুকৌশল সম্পন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা এক এক শ্রেণী

মানব মণ্ডলীর উপর এক একটী বিশিষ্ট কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছেন। পুরুষ জাতি আপন আপন যোগ্যতানুসারে, অর্থোপার্জ্জন, সম্পত্তি সংরক্ষণ ও রাষ্ট্রনীতি আলোচনা প্রভৃতি বহিষ্কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া সাংসারিক সুখ সমৃদ্ধি লাভের পথ অন্বেষণ করিবে, পক্ষান্তরে স্ত্রী জাতি 'ঘরকন্না' পতিসেবা, সন্তান পালন প্রভৃতি কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ পূর্ব্বক স্বামীর গৃহখানি শান্তির নীড়রূপে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইবে। পুরুষের আত্ম-তৃপ্তি ও সুখ-সম্ভোগের জন্য যেরূপ স্ত্রী জাতিকে সুকোমল ও রমণীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার পর পুরুষের বিলোল কটাক্ষ এবং কাম-দৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য কঠোর অবরোধ প্রথারও ব্যবস্থা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই পর্দ্দা প্রথার মহিমায় মুস্‌লিমের ঘরে ঘরে পারিবারিক সুখ শান্তি এবং পবিত্রতা পূর্ণভাবে বিরাজ করিয়া আসিতেছে, এবং রাস্তা, ঘাটে, পার্ক, ময়দানে আজিও কোন মুসলিম রমণীকে বুক খুলিয়া, কেশ দুলাইয়া হাওয়া খাইতে দেখা যায় নাই। লজ্জা শরম-ভরে শঙ্কুচিতা অবগুণ্ঠনবতী পুরমহিলাদিগের শ্লীলতা হানি করিয়া তাহাদিগকে ঘরের বাহির করা একেত নীতি-ধর্ম্মের দিক দিয়া ঘোর দোষনীয় তাহাতে আবার পারিবারিক অশান্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং নানা বিভ্রাটেরও আশঙ্কা। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিলাতী আবহাওয়ায় পড়িয়া ব্রীড়ানত বাঙ্গালী মহিলাগণের মধ্যে আজ যে স্ত্রী স্বাধীনতার প্রবল তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া ভাদ্রের ভরা গঙ্গার ন্যায় দুকুল প্লাবিত করিতেছে। ইহার পরিণতি যে নিতান্তই ভয়াবহ তাহা ভাবিবার জন্য বেশীক্ষণ চিন্তার দরকার হয় না।

মায়া-মন্ত্র।—কথায় বলে "যার কাজ তার সাজে, অপরের লাঠি বাজে।" আজকাল আর্য্য সমাজীর মধ্যে স্ত্রী পিকেটারের যে অপূর্ব্ব অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে, স্ত্রী-আচার ও রমণী-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নানা বেশ ভূষায় বিভূষিতা ষোড়শী যুবতী দলে দলে বাজারে বাজারে বিলাতী বস্ত্র পিকেটিং করিয়া বেড়াইতেছে। বিলাতী জিনিষ ক্রেতা ও বিক্রেতার সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিয়া যে হীন রুচির পরিচয় দিতেছে, আপনাদের রূপ ও সৌন্দর্য্যের প্রভায় অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণের কাম-তৃষ্ণা ষোল আনা বাড়াইয়া তুলিয়া তাহাদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটাইতেছে; তাহাতে মনে হয় নীতি-ধর্ম্ম ও মানবতা বলিয়া কোন জিনিষ 'রঘুনন্দন'-গণের নাই। ঘরের বধূদিগকে পথের বাহির করিয়া দিয়া পর পুরুষের বিলোল কটাক্ষ ও উপভোগ্যের সুযোগ করিয়া দেওয়া, কোন্ সনাতন ধর্ম্মের মহিমা, তাহা আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে? পুলিশের লাঠিবাবীর কোমল পরশ তথা কথিত কোমল অঙ্গে বুলাইয়া লইয়া আজ যে দলে দলে পুর-মহিলাগণ রুদ্ধ কারাগারে পচিয়া মরিতেছে, তজ্জন্য দায়ী কাহারা? বিশেষতঃ এই মহিলা পিকেটারের উদ্দেশ্যই বা কি তাহা একবার অনুধাবনের বিষয়। হিন্দুগণ দেখিল ক্ষাত্র-শক্তির প্রভাবে বৃটিশের সুদৃঢ় আসন যখন টলাইতে পারা গেল না—পুরুষ জাতির এত যুদ্ধ-বিপ্লব, চেষ্টা-সাধনায়ও যখন শ্বেত জাতিকে কাবু করা সম্ভবপর হইয়া উঠিল না, তখন এবার রমণিগণের দ্বারাই ভারত উদ্ধার করিতে হইবে। লাবণ্যময়ী সুন্দর মুখের প্রাণ মাতানো চাহনীতে ভুলিয়া সৌন্দর্য্যোপাসক বিলাতী সাহেবেরা যদি ভারতকে স্বাধীনতা দান করে? কিম্বা বিলাতী জিনিষ ক্রেতাগণ এহেন ভুবন-মোহিনিগণের ঐন্দ্রজালিক প্রভায় মুগ্ধ হইয়া বিলাতী জিনিষ ক্রয় করিতে বিরত হয়? আমরা জানি, ভারত ফতেহর রঙ্গিন স্বপ্নে বিমুগ্ধ হইয়া তথাকথিত কোমলাঙ্গিগণ প্রকাশ্য রাস্তায় অনেক দুর্দ্ধর্ষ (?) পুলিশ ও ক্রেতা কর্ত্তৃক যে সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেছে তাহা তাহাদেরই মত সভ্যাভিমানী জাতির চরম পুরস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে। বলিহারি বাহাদুরী!

পাটের চাষ।—সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে পাট একমাত্র বঙ্গদেশেই উৎপন্ন হয়। বাঙ্গালার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এই পাটের চাষ যে কতদূর ব্যয় সাধ্য ও কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের বুঝান সম্ভবপর নহে। চৈত্র, বৈশাখের মাটী ফাটা রৌদ্রে, উন্মুক্ত আকাশের ছায়াহীন তলে বসিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে যখন হতভাগ্য কৃষকগণ পাটের যমি নিংড়াইতে নিংড়াইতে জ্বলিয়া পুড়িয়া 'কয়লা' হইয়া যায়—পিপাসায় ছাতি ফাটিতে থাকে—প্রখর রৌদ্র তাপে মস্তিষ্ক জোশ্ মারিয়া উঠে, তখন তাহারা মনে করে এই প্রাণ-পাত হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর ফল একদিন তারা পাইবে। পাট বেচিয়া যখন 'কচ্ কচ্' টাকা তাহাদের হাতে আসিবে, তখন সকল কষ্ট সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে—সকল পরিশ্রম দূর হইয়া যাইবে। তারপরে বর্ষা আসিল। পাট কাটার সময় হইল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পাট কাটিয়া পানিতে ফেলিয়া পচাইতে দিল। পাট পচিলে সে আরো বিপদ! পাট পচা পানির দুর্গন্ধে পল্লীর 'আব্ হাওয়া' একেবারেই দূষিত হইয়া উঠিল। ম্যালেরিয়া, কালা-জ্বর ও কলেরার আণ্ডব-লীলায় পল্লী-রাজ্য ছারে-খারে যাইতে বসিল। রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়, ঝাম্‌টা সহ্য করিয়া নানা সংক্রামক ব্যাধির রক্ত-চক্ষু হইতে কোন প্রকারে হাত এড়াইয়া কৃষক পাট বাজারে তুলিতেই সর্ব্ববিধ ভাবনা, দুশ্চিন্তার তীক্ষ্ণ-বজ্র তাহাদের মস্তকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। পাটের বাজার-যাহা—সে দরে পাট বেচিলে গলায় দড়ি যে? এদিকে পাট বিক্রয় করিতে শুনিয়া মহাজন, দোকানদার প্রভৃতি পাওনাদার জোঁকের দলের মত কৃষকের বাড়ী ভিল্ ভিল্ করিয়া আসিতে লাগিল, যমিদারের পেয়াদার তাগেদায় বেচারা কৃষকের তিষ্ঠান দায় হইল; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় মহাজন উদর মহাশয়ের হাত এড়ানো অসম্ভব।

কৃষকের সর্ব্বনাশ।—তাই বাধ্য হইয়া কৃষককে সেই স্বল্প মূল্যে মাল বেচিয়া ফেলিতে হইল! সারা বৎসরের মেহনত পরিশ্রম আশা-ভরসা সবই শেষ হইয়া গেল। পাটের চাষ যেরূপ ব্যয়-সাধ্য ও ক্লেশকর, অন্ততঃ প্রতি মণের দাম ১৫৲ পনর টাকায় না বিকাইলে কৃষকের শ্রম একদম পণ্ড হইয়া যায়, সেই স্থানে ৩৲—৫৲ টাকা পাটের মন বিক্রয় হইলে, খরচ তো পোষায় না বরং আকণ্ঠ ঋণ জালে আবদ্ধ হইয়া কৃষক চারিদিকে অন্ধকার দেখে। পল্লী কৃষক সমাজ, জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। শহর, পল্লীর কি রাজা, কি মহারাজকে কৃষকের শোণিত বিনিময়-লব্ধ উৎপন্ন শস্য ভক্ষণ করিয়া তবেই দুনিয়ার বুকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়। জীবন ধারণের জন্য যেরূপ খাদ্যের প্রয়োজন, কৃষক সমাজের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শনও তদ্রূপ কর্ত্তব্য। বড়ই দুঃখের বিষয় মানবের জীবিকা সংগ্রহকারী কৃষক সমাজের প্রতি উপেক্ষা, অনাদর, অবজ্ঞা, নিষ্পেষণ, অধুনা সভ্যাভিমানী একশ্রেণী লোকের ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাট ধান বাঙ্গালার প্রধান ফসল কৃষক সমাজ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া শস্য উৎপাদন করিল, আর তার যত মযা লুটিল যমিদার, মহাজন ও বিদেশী ব্যবসায়ী। ইহা কোন দেশীয় আইন! এবার পাটের বাজার যেরূপ অসম্ভব কমিয়া দাঁড়াইয়াছে—ধানের বাজার যেরূপ মন্দা মারিয়াছে, ইহার আশু প্রতিকার না হইলে, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর নির্ম্মম নিষ্পেষণে পল্লীরাজ্য শ্মশানে পরিণত হইবে, তখন বিজন সাহারায়:—I am the monarch of all that I survey, My right there is none to dispute কথার সত্যতা বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হইবে।

কংগ্রেস বর্জ্জন।—স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মহাসভা তথা কংগ্রেস-পন্থী গান্ধি, মালব্য, নেহরু, মুঞ্জে ইত্যাদির প্রকৃত স্বরূপ ক্রমে ক্রমে হিন্দুয়েতর জাতি ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত হইতেছে। বিগত লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে শিখ ও মুসলমান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাহাদের দাবী সম্বন্ধে একটা শেষ মীমাংসা করিবার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন বিষয়টী ধামা চাপা দেওয়া হইয়াছিল। তাই শিখ-সম্প্রদায়ের আকালী-নেতা সরদার খড়ক সিং 'শ্রোমাণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক' কমিটীর সভাপতি পদ ত্যাগ করিয়াছেন ও কংগ্রেস বর্জ্জন করিবার জন্য সদলবলে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, বিগত লাহোর কংগ্রেসে মিঃ গান্ধি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক সমস্যা ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শিখ ও মুসলমানেরা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তরবারির দ্বারা মীমাংসা করিয়া লইবে। তিনি আরও বলেন যে কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য যে সমগ্র সম্প্রদায় সমবেতভাবে ভারত হইতে বৃটিশকে বিতাড়িত করিবার পর সংখ্যাল্প সম্প্রদায়গুলিকে কাণ ধরিয়া সায়েস্তা করিতে হইবে, কিম্বা তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া হিন্দুস্থানে হিন্দু-রাজ প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া যে কোন বিবেচক অহিন্দু, মুসলমান হউক বা শিখ হউক কখনই কংগ্রেসে যোগদান করতঃ বিলাতী বর্জ্জনে সহায়তা করিবে না।

হক কথা।—আমরা আকালী-নেতা সরদার খড়ক সিং বাহাদুরের হক কথার সম্বর্দ্ধিত তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। শিখ সম্প্রদায় যে হিন্দু জাতির গণ্ডির বাহিরে তাহাও তাহার কথায় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আবহমান কাল পর্য্যন্ত হিন্দু-সম্প্রদায় শিখ সম্প্রদায়কে কখনও হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিত না, কিন্তু এই সবেমাত্র তাহারা যদিও তাহাদিগকে কোলে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছে। আজ সরদার মহাশয় আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের সুরে সুর মিলাইয়া প্রচার করিয়াছেন যে অচিরে কংগ্রেস বর্জ্জন করিতে হইবে কেননা হিন্দুদের শয়তানি চাল্‌বাজীতে ভুলিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করা সমীচিন নহে। তাই আমরা আমাদের মুস্‌লিম সমাজের হিন্দুর আড়কাঠী পুরুষ পুঙ্গবদিগকে বলিতেছি যে তাহাদের সুখ-নিদ্রা কি এখনও ভাঙ্গিবে না? তাহারা কি সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না? কিন্তু তাহারা স্মরণ রাখিবেন যে মুস্‌লিম সমাজে তাহাদের 'কদর' কতটুকু। আজ আর মুসলমান ভুয়া চাল্‌বাজিতে ভুলিয়া স্বার্থান্ধ বেদিনের অন্ন-পুষ্ট সমাজদ্রোহীদের পশ্চাদনুসরন করিবে না। মুসলমান এখন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে এবং আমাদের স্বত্ত্ব বজায় রাখিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। মুস্‌লিম এখন প্রকৃত সত্যের সন্ধানে সৎ পথ অবলম্বন করিতে শিখিয়াছে। তাহারা কিছুতেই ধর্ম্মদ্রোহী সমাজদ্রোহীদের কথায় আস্থা স্থাপন করিবে না। তাহারা বিলাতী বর্জ্জনের কুফল অনুভব করিয়া তাহার প্রতিকারে সচেষ্ট হইয়াছে।

প্রীতির পরাকাষ্ঠা।—মিঃ জয়াকর ও মিঃ সপ্রু ভাইসরয়ের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্তে যারবেদা জেলে মিঃ গান্ধী ও মিসেস নাইডু মিঃ বারকা-দাস ইত্যাদির সহিত সাক্ষাত করতঃ একটা সম্মান জনক আপোষ নিষ্পত্তির জন্য দুইদিন যাবৎ দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে বলিয়া সকলেই আশা করেন। তৎপর তাঁহারা মিঃ গান্ধী লিখিত পত্র লইয়া দূতরূপে মিঃ মতিলাল ও জহরলাল নেহরুর নিকট গিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত আলোচনার পরে ফলাফল প্রকাশিত হইবে। কিন্তু আমরা তাঁহাদের কার্য্যকলাপ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কেননা দ্বিতীয় নম্বর গান্ধী মিঃ তায়েবজী মহাপ্রভুর নাম ত ইহার মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। মিঃ গান্ধির গ্রেপ্তারের সময় মিঃ তায়েবজিকে তাঁহার স্থলাভিসিক্ত করিয়া যান। মিঃ তায়েবজীও সেই সূত্রে কার্য্য করিয়া জেলে গিয়াছেন। তাঁহার ফটো ইত্যাদি ছাপাইয়া বাজারে বেশ একটা হৈ চৈ ব্যাপার রটান হইয়াছিল। কিন্তু গুনতির বেলায় হিন্দু ঠিক আছে। আমরা মিঃ তায়েবজিকে বলিতে চাই যে, তিনি কি স্ত্রীজাতিরও অধম? যেখানে মিসেস নাইডুর পরামর্শ একান্ত কর্ত্তব্যমনে গ্রহণ করা হইল সেখানে তায়েবজী সাহেব বাদ পড়িলেন। বলি এতেও কি হিন্দু-অন্নভোজীদিগের টনক নড়িবে না। এতদূর হীনতা স্বীকার করিয়াও কি কাফেরের সহযোগীতা করিতে হইবে। তায়েবজি সাহেব 'কেবা শুনাইল ঐ নাম উহা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো' সুরে পাগল হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণে'র বামে স্থান লাভ করিলেন এখন যে 'তিনিও' বিরূপ। মিঃ তায়েবজিকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে তিনি ইহার চেয়ে আর বেশী কি আশা করেন! হিন্দু চিরকাল নিমকহারাম, তাহা কি তায়েবজী সাহেব ভুলিয়া গিয়াছেন? তারপর এই আপোষ মীমাংসার সময় যে তাহারা মুসলমানকে একদম বাদ দিয়াছে তাহা দেখিয়া কি কংগ্রেসী মুসলিম মহাপ্রভুদের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলীত হইবে না? বলি! আর কেন? ঘরে ফের!

'বাকী' ও 'কাফী' কোম্পানী।—আবদুল্লাহেল বাকী ও আবদুল্লাহেল কাফী নামক এই দুই তরুণ মওলবী দিনাজপুর জেলার অধিবাসী। ইহাদের পিতা ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা নিবাসী একজন মওলবী। উত্তরকালে তিনি হানাফী মযহাব ত্যাগ করিয়া মোহাম্মদী সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং উত্তরবঙ্গে তাঁহার বহু শিষ্য-সাগ্রেদ ছিল। পুত্রদ্বয় পিতার উত্তরাধিকার-সূত্রে শিষ্যদলের নেতৃত্ব লাভ করেন। ইহাদের অবস্থা স্বচ্ছল। জানিনা, কোন্ কারণে ইহারা কংগ্রেসী বা স্বরাজী-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। হিন্দুদিগের বিশেষতঃ কংগ্রেসী ও স্বরাজী দলের পক্ষে ইহাদের সাহায্য ও সাহচর্য্য বিশেষ লাভ জনক হইয়াছিল। ইহারা বহু সভা-সমিতিতে কংগ্রেস ও স্বরাজী দলের গুণ-কীর্ত্তন করিয়া, তাহাদের মতের সমর্থন করিয়া, বক্তৃতা প্রদান ও গলাবাজী করিয়াছেন। মওলবী আবদুল্লাহেল্ কাফি সাহেব "সত্যাগ্রহ" নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিয়া মফঃস্বলে বহু টাকা চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন। কিছুকাল কংগ্রেসী ও স্বরাজী দলের গুণ-গান করিয়া কৃতার্থও হইয়াছিলেন। সে কাগজখানির অস্তিত্ব অনেকদিন পূর্ব্বেই বিলুপ্ত হইয়াছে। একবার ইনি বঙ্গের খ্যাতনামা আলেম কুল-চূড়ামণি মওলানা কাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেবের সঙ্গে মযহাবী বাহাস করিবার জন্য নানাপ্রকার ফিকির ফন্দী করিয়াছিলেন। আমরা জানি, তিনি মওলানার সম্মুখে বৃন্তচ্যুত শুষ্কপত্রের ন্যায় বাতাসে উড়িয়া যাইতেন। মহা-সমুদ্রের সঙ্গে ক্ষুদ্র তটিনীর তুলনা হয় না।

অদ্ভুত দাগাবাজী।—হিন্দু সংবাদপত্র সমূহে প্রকাশ, সম্প্রতি মওলবী (কংগ্রেসী বা স্বরাজী মওলানা) আবদুল্লাহেল্ বাকী সাহেব দিনাজপুরের এক সভায় বক্তৃতা আওড়াইয়া মুসলমানদিগকে স্বরাজ্যদলে ভিড়িতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই সভায় পাঁচ হাজার মুসলমান নাকি তাঁহার মতে সায় দিয়াছেন। পাঁচ শতর স্থলে পাঁচ হাজার লোকের গাল-গল্প করা হিন্দু বা স্বরাজী কাগজের নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য। ধরিয়াই যদি লওয়া যায়, সভায় ৫০০০ হাজার লোক ছিল; তবেও কি তাহাদের সকলেই এই স্বরাজী মওলানার মতানুবর্ত্তী ছিল? সাধারণ অজ্ঞ লোকদিগকে ধোকা দেওয়া স্বরাজী মওলানাদের চিরন্তন প্রথা। হিন্দু সঙ্ঘ বা স্বরাজী দলে যোগ দিলে মুসলমানদিগের কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা তাহাদের একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। কংগ্রেস ও স্বরাজী দল মুসলমানদিগকে কি প্রকার উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে—তাহাদের দাবী-দাওয়া অগ্রাহ্য করিতেছে, তাহা ত বরাবর দেখিয়া আসিতেছে। তাহারা স্বরাজ লাভ করিয়া তোমাদিগকে কি অশ্ব-ডিম্ব দিবে, তাহা কি এখনও তোমাদের জানিতে বাকী আছে? কলিকাতা কর্পোরেশনে তাহার বিশেষ পরীক্ষাও চলিতেছে। যাহারা স্বরাজী দলের "নেমক খায়"—"ওষিফা খায়" তাহাদের কথায় আস্থা স্থাপন করিলে জাতীয় ধ্বংসের পথই প্রশস্ত করা হইবে। টাকার তোড়ায়—নোটের তাড়ায় বহু মওলানা-মওলবীর মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। রূপার চাক্তির এমনই মোহিনী শক্তি! স্বরাজী দলের মুসলমান পাণ্ডাগণের প্রায় পনর আনাই কংগ্রেসী বা স্বরাজী হিন্দুর অর্থে পরিপুষ্ট। তাহারা স্বার্থের খাতেরে স্বজাতির গলায় ছুরী বসাইতেছে। মুসলমানের গর্দ্দানে হিন্দু-দাসত্বের জিঞ্জির পরাইতে দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছে। মুসলমান সাবধান! দাগাবায ও ফেরেববাযদিগের কুহকে পড়িয়া বিভ্রান্ত হইও না। হিন্দুর প্রাধান্যে ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে মুসলমানদিগের কি দুর্গতি ঘটিয়াছিল, তাহা ভুলিলে চলিবে না। বর্গীর হাঙ্গামার কথা কি মনে পড়ে না? মারাঠী, রাজপুত, শিখ, জাঠ প্রভৃতি হিন্দু জাতিরা মুসলমানদিগের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, একবার নিবিষ্ট মনে তাহা চিন্তা করিয়া দেখ।

অর্ডিনান্সের হিড়িক

গভর্ণরের ঘোষণা

২২শে জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, ১৯৩০ অব্দের বে-আইনী প্ররোচনা অর্ডিনান্সের ২ ধারার (২) উপধারাবলে সপারিষদ গভর্ণর ঘোষণা করিতেছেন যে, বাঁকুড়া জিলায় অতঃপর এই অর্ডিনান্স প্রযুক্ত হইল। উক্ত অর্ডিনান্সের ২ ধারার (৩) উপধারাবলে তিনি আরও ঘোষণা করিতেছেন যে, উক্ত বিঘোষিত অঞ্চলে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইনের ৩৭ ধারা মত যে কর ধার্য্য হইবে, ঐ কর ঐ অঞ্চলে দেয় হইবে।

"মওলুদন্নবী"

—•:•:•—

সুদূর অতীতের এক নবীন উষা। প্রকৃতি তখনো ঘোর ঘুম ঘোরে অচেতন। নিশা-রাণীর রক্ত-রাগ রঞ্জিত সীমান্তে তখনো 'শুকতারা' মিটি মিটি জ্বলিতেছে। পূর্ব্ব আকাশের গায়ে সোনালী মেঘের ঢেউ কি যেন এক অবক্তব্য বেদনা লইয়া একে অপরের গাত্রে আছাড় খাইয়া পড়িতেছে। এমন সময় ভূলোক দ্যুলোক প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল :—

يا نبي سلام عليك – يا رسول سلام عليك
يا حبيب سلام عليك – صلوٰة الله عليك
اظهر يا سيد المرسلين – اظهر يا خاتم النبين
فظهر محمد صلعم كالبدر المنير –

বেহেশ্‌তের গুল বাগিচা হইতে হুর পরী আরবের উষর মরু-প্রান্ত স্থিত পুণ্যবতী আমেনার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীরখানি স্বর্গ সুষমায় ভরপুর করিয়া তুলিল। অসংখ্য ফেরেশ্‌তা আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের পীযূষ ধারা বর্ষণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ ছুটিতেছিল, এমন সময়ে আরবের আঁধার বুক চিরিয়া জগৎবাসীকে সাম্য, মৈত্র, একতা ও ভ্রাতৃত্বের স্বর্ণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তৌহিদের মুক্তিবাণীতে অনুপ্রাণিত ও কুসংস্কারাপন্ন অন্তরের কলুষকালিমা বিধৌত করতঃ নূরে ঈমানে উদ্ভাসিত করিবার জন্য স্বর্গরাজ্য হইতে এক অনুপম জ্যোতিঃমান মহাপুরুষ মর্ত্তে আবির্ভূত হইলেন। তখন আরবের অবস্থা যে কি শোচনীয় ও ভীষণ-রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা ভাবিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তদানীন্তন আরব-বাসীর চরিত্রের এহেন অধঃপতন আর কখনও ঘটে নাই। অনাচার, ব্যভিচার, ভ্রূণ-হত্যা, ভ্রাতৃ-হত্যা মারামারি, কাটাকাটি, তখন তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যে পরিগণিত ছিল। স্নেহ, মমতা, দয়া, ধর্ম্ম তাহাদের অন্তরে লেশ মাত্র ছিল না। সমাজ-নীতি, রাজ-নীতির ধার তখন বড় একটা কেহ ধারিত না। নর-রক্ত লইয়া ক্রীড়া করা তদানীন্তন আরববাসীর একমাত্র পেশারূপেই ছিল। ফলে চতুর্দ্দিকে সতত মহা অরাজকতা এবং ঘোর আশঙ্কা বিরাজ করিত।

হযরত মোহাম্মদের (দঃ) আগমন বার্ত্তা তৎপূর্ব্ব-বর্ত্তী প্রত্যেক নবী যুগে যুগে প্রদান করিয়াছেন—

و اذ قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل
انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدى
من التوراة و مبشرا برسول يا تي من بعدى
اسمه احمد

মরিয়মের পুত্র ইসা যখন কহিলেন হে এস্রাইল বংশীয়গণ! আমি তোমাদিগের দিকে প্রেরিত হইয়াছি, আমি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যতা ঘোষণা করিতেছি এবং আমার পর 'আহমদ' নামে যে রসুল আগমন করিবেন তাঁহার সুসংবাদ প্রদান করিতেছি। ১২ই রবিয়ালআউয়াল মহা-নবী আমেনা-নন্দন হযরত মোহাম্মদ (সঃ)এর জন্মদিন। এই দিনে দুনিয়ায় নানা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়া ইহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঐদিনে কাবা গৃহে রক্ষিত ৩৬০টি প্রতিমা আপনা আপনি পড়িয়া চুর্ণ বিচুর্ণ হয়, পারস্য রাজের আরাধ্য গগনস্পর্শী অগ্নি-শিখা চিরতরে নিভিয়া যায়, নওশেরওয়ানের একটী সুরম্য অট্টালিকা ধ্বসিয়া পড়ে। ফলতঃ এই সমস্ত অপূর্ব্ব 'মোজেযা' বিশ্ব-মানবকুল-মুকুট হযরত রসুলে আকরমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শন!

নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া হযরত মোহাম্মদ (সঃ) কৈশোরে পদার্পণ করিয়াছেন, তিনি আপন আত্মীয়-স্বজন ও স্বজাতিবৃন্দের চরিত্রের ঈদৃশ অধঃ-পতন দেখিয়া মনে ভয়ানক ব্যাথা অনুভব করিলেন এবং একদিন তাহাদিগকে ডাকিয়া ঘোষণা করিলেন "ভ্রাতৃবৃন্দ! আজ আমি তোমাদের নিকট একটী স্বর্গীয় সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছি। জগৎ স্রষ্টা দয়াময় আল্লাহ রব্বিল আলামিনের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব-মনোনীত ধর্ম্ম "এস্লাম" প্রচার কল্পে খোদা আমাকে নবী করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, এসলাম সাম্য মৈত্র ও প্রেমের ধর্ম্ম, ইহাতে উঁচু নিচু ছোট বড় ভেদাভেদ নাই। ইহা মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেয় না বরং সৌভ্রাতৃত্বের স্বর্ণ শৃঙ্খলে পরস্পরকে বাঁধিয়া রাখে। দুর্নীতি, কুসংস্কার ও আত্ম কলহে আজ তোমরা ধ্বংসের পথে যাইতে চলিয়াছ—যে প্রকারে তোমাদের চরিত্রের অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহাতে তোমরা মানুষ নামের অযোগ্য। যে করুণাময় খোদার অফুরন্ত দয়ায় আজ তোমরা বাঁচিয়া আছ। যাঁহার অপরিসীম অনুগ্রহে অনন্ত করুণায় আজ তোমরা দুনিয়ার সর্ব্ববিধ সুখ সুবিধা উপভোগ করিবার সুযোগ পাইতেছ, সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ তায়ালার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তোমরা কতকগুলি অপদার্থ প্রস্তর মূর্ত্তির সম্মুখে সসম্ভ্রমে স্বীয় মস্তক নোওয়াইয়া থাক, ধিক্ তোমাদের বুদ্ধির! তোমরা ঘোর অকৃতজ্ঞ!!

"বন্ধুগণ! এখনো সময় থাকিতে সতর্ক হও, পুত-পবিত্র ইস্‌লামকে বরণ করিয়া লও, দেখিবে অচিরে তোমাদের সকল জ্বালা সকল দুঃখ ঘুচিয়া যাইবে, ইস্‌লামের পরশ মাণিক সংস্পর্শে তোমাদের জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিধ অবিলতা অপসৃত হইয়া তোমাদের ভাগ্য আকাশে সৌভাগ্যের কনক কিরণ ফুটিয়া উঠিবে। আর যদি তোমরা ইস্‌লামকে প্রত্যাখ্যান কর, বিশ্ব-জনীন ইসলামের স্বর্গীয় আহ্বানে তোমরা সাড়া না দাও। পূর্ব্বকৃত নিজ নিজ পাপের জন্য তওবা না কর, তবে আল্লাহর গযবের সুতীক্ষ্ণ বজ্র তোমাদের মস্তকে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। প্রদীপ্ত নরকাগ্নিতে তোমাদের সাধের শরীর জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে এবং অনন্ত কালের জন্য দোযখে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে। মনে করিয়া দেখ প্রাচীন কালের আ'দ সামুদের কথা! খোদার হুকুম না মানিয়া তদানীন্তন পেয়গম্বরের আদেশ অবহেলা করিয়া তাহারা কি ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, হযরত নূহের (দঃ) সময় ধর্ম্মদ্রোহী পাপিষ্ঠগণকে কিরূপ পৈশাচিক ভাবে আল্লাহর গযবের উত্তাল তরঙ্গে গ্রাস করিয়াছিল—লুত পায়গম্বরের দেশবাসী যখন ঘোর পাপ কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিয়া শেরেক, হারামী ব্যাভিচার পুরুষ-মৈথুন প্রভৃতি দুষ্ক্রীয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল; হযরত লুতের আদেশ যখন তাহারা বাতুলতা জ্ঞানে উড়াইয়া দিল, তখন সেই সমস্ত দুরাচার পাপাত্মা গণকে কিভাবে মৃত্তিকার মধ্যে জীবন্ত প্রোথিত করা হইয়াছিল, সেকথা ভাবিতেও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়! আর খোদাদ্রোহী নমরুদ? খোদার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া মশকের তীব্র দংশনে তাহার কিরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছিল—গগন পবন আঁধার করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আসিয়া কিরূপে তাহার সমস্ত অনুচর বর্গকে বিনাশ করিয়াছিল—বিজয় গৌরবমত্ত আবরাহা খোদার ঘরকে বিরান করিতে অগ্রসর হইলে ক্ষুদ্র আবাবিল পক্ষীর হস্তে কেমন করিয়া সসৈন্যে নিহত হইতে হইয়াছিল!! বন্ধুগণ! একবার তাহা স্মরণ কর। ইসলামের যারা শত্রু, ইস্‌লামের প্রতিদ্বন্দ্বী যারা তাদেরই পতন হইয়াছে। ইস্‌লামের প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখা ফুৎকারে নিভাইতে যাইয়া শত্রুরই মুখ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়াছে, অতএব এখনো সাবধান হও।"

*　　　*　　　*

মানবের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আল্লাহর মহানবী বেহেশ্‌ত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, দুনিয়ার কোন নবী, কোন পয়গম্বর কিংবা কোন ধর্ম্ম প্রচারক তাহা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সমাজ-নীতি রাজ নীতি, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি সকল দিক দিয়া মুস্‌লিম জাতির উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি যে অমূল্য উপদেশ ও বিচার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অমূল্য গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের শাশ্বত বাণী ভ্রমানন্ত মানবের হস্তে দান করিয়া তাহাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন—পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা দুনিয়ার বুকে অক্ষুণ্ণ ও অটুট থাকিবে। রসুলাল্লাহ স্বয়ং এক-জন সর্ব্বোৎকৃষ্ট দার্শনিক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ন্যায় নীতিক রাজ-নীতিক এবং বিচক্ষণ রসায়নিক ছিলেন, একাধারে এইরূপ সর্ব্বগুণের সমাবেশ দুনিয়ায় আর হয় নাই, সুতরাং তাঁহার আদেশ নিদেষ যে মানবের মুক্তির একমাত্র পথ তাহা বলাই বাহুল্য, যাঁহার আদেশ নিদেশ বিধি ব্যবস্থা অনুসরণ ও মান্য করিয়া আরবের শতধা-বিচ্ছিন্ন ঘোর উচ্ছৃঙ্খল জাতি দুনিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, আজ তাহা পরিত্যাগ করিয়া অধুনা যুগের মুসলমান ধ্বংসের সর্ব্বনিম্নে পতিত হইয়াছে। আগামী ২৩শে শ্রাবণ শুক্রবার মহানবীর জন্মদিন। গাফেলতের ঘুমে অচেতন মুসলমান! এহেন পুণ্য মুহূর্ত্তকে তোমরা অবহেলায় পরিত্যাগ করিও না। ঐ দিনে সাধ্যমত সৎকার্য্যে আত্ম-নিয়োগ পূর্ব্বক জাতির প্রাণ শক্তিকে বাঁচাইয়া তুলিবে। ঐদিনে গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় মওলুদ মহ্‌ফেল অনুষ্ঠান করিয়া মহানবীর আদর্শ চরিত্র ও জীবনী আলোচনা পূর্ব্বক আপন জাতীয় জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা পাইবে।

بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه و آلـه

"সুবে-সাদেক"

(কাজী কদের নওয়াজ বি-এ)

শিহরণ জাগে সারাটি বিশ্বে
　　আজিকে এসেছে 'সুবে-সাদেক্'
সুপ্তি টুটিয়া মুস্‌লিম ওরে
　　চোখ্ মেলি' চেয়ে দেখ্ বারেক্
ভুলে গেলি কিরে সেদিনের কথা
　　যেদিন নিখিল দুনিয়াময়
ঘোষিল উচ্চে তৌহিদ-গীতি
　　গিরি-দরী আর বন্-নিচয়
উষর মরুভূ উর্ব্বর হ'ল
　　ফুটিল সেথায় বসোরাগুল
ঝিরি ঝিরি ঝিরি সুরভিত হাওয়া
　　চলিল বহিয়া হ'য়ে আকুল
মনে নাই কিরে তোদেরি বংশে
　　জনম্ লভিল বীর 'তারেক'
গিয়েছে সেদিন আবার এসেছে
　　সেদিনের মত 'সুবে-সাদেক্'
নয়ন মেলিয়া চেয়ে দেখ্ ওরে
　　সাফেদ্ হয়েছে পূব্-গগন
সেদিনের মত আজিও ধরায়
　　ঝিরি ঝিরি ঝিরি বয়্ পবন
সাগর ভূ-ধর বন্দনা রচে
　　চন্দনা গাহে যাদের গীতি
সেই মুস্‌লিম তোরা যে সবাই
　　ভুলে যাস্ কেন সেকথা নিতি
বক্ষে কবির হাহাকার জাগে
　　অশ্রু নয়নে শুকায়ে গে'ছে
মুস্‌লিম বৃথা সাগর সেঁচিছে
　　মুক্তা অপরে নিতেছে বেছে'
মউ ল'য়ে তারা চাক্ গড়িতেছে
　　লুটিতেছে মধু অন্য জনে
কল্পতরুর নামেই মালিক
　　ফল লভিতেছে দৈত্যগণে
মেওয়া-মিছ্‌রির স্নিগ্ধ শীতল
　　সরবৎ মধু সঞ্জীবনী
প্রস্তুত করে মুস্‌লিমেরাই
　　পান করে তাহা বনের ফণী
ফুলের আত্মা 'গুলাব' 'আতরে'
　　পরিণত হ'ল যাদের করে
সেই মুস্‌লিম আজিকে কোথায়?
　　দ্বিধাভরে কবি প্রশ্ন করে
জেগে উঠ্ তবে বেঁচে উঠ্ ওরে
　　নেচে চল্ সবে সগৌরবে
ঘন-তম-নিশি পোহায়ে গিয়েছে
　　জাগিতেছে উষা 'প্রাচীর' নভে
মেহেদি এবার আসিতেছে ঐ
　　হাসিছে সূর্য্য সুনীল নভে
বাজিছে বিষাণ সাজিছে ঈষাণ
　　"আল্লাহো আকবরে"র রবে
সারাটি বিশ্বে সোণার বীনায়
　　বাজিয়াছে গীতি যাদের নামে
সেই মুস্‌লিম পিছনে পড়িয়া
　　ভাবিতেও ব্যথা লাগে যে প্রাণে
কে দিল জবাব সহসা গগনে
　　ধ্বনিয়া উঠিল ঐ 'আযান'
"ভয় নাই ওরে ব্যথাহত কবি
　　মুস্‌লিম পুনঃ লভিবে প্রাণ
তামসী যামিনী যাবেই পোহায়ে
　　উষার আভাষ দেখ গগন
তুই চল্ কবি গান গেয়ে
　　আসিবেই ওরে নব চেতন"
মাথা পেতে নি'নু আদেশ কাহার
　　সহসা দেখিনু চতুর্দ্দিক্
স্তম্ভিত হ'ল গম্‌গীন হ'ল
　　চেয়ে র'ল ধরা নির্নিমিখ্

"নারী-নিগ্রহ"

(মওঃ মোঃ আহবাব চৌধুরী বি-এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইন্দোরের মহারাজার মোমতাজ হরণের জের মিটিতে না মিটিতে এখন আবার পাতিয়ালার হিন্দু মহারাজার কাণ্ডকারখানা লইয়া ভারতীয় সংবাদপত্র মহলে তোলপাড় চলিতেছে। পাতিয়ালার প্রজাগণ মহারাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা আর বরদাশ্‌ত করিতে না পারিয়া ১০জন পাতিয়ালাবাসী হিন্দু প্রজা ভারতের বড়লাটের নিকট মহারাজের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছে এবং ইহার নকল নামযাদা পত্রিকা সমূহে প্রেরণ করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে। এক শ্রেণীর হিন্দু সাংবাদিকগণ নারী হরণের দোষটা মুস্‌লিমের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান; কিন্তু আজ সেই মুসলিম-বিদ্বেষী হিন্দু পত্রিকাগুলিই স্বীকার করিতেছে যে এক শ্রেণীর হিন্দু মহারাজাদের গুণ্ডামীতে নিরীহ প্রজাগণের বাস করা কঠিন হইয়া পড়িতেছে। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া গত অক্টোবরের Modern Review—Allegation of wife snatching and murder against a ruling prince নাম দিয়া একটা স্বতন্ত্র সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়াছেন। মিঃ গোখেল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত The Servant of India নামক পত্রিকা সেই দরখাস্তের কথা আলোচনা করিয়া বলেন—The petition by ten citizens of Patiala to which we referred in the first paragraph recites numerous cases of alleged abduction and forcible restraint of women followed by an offer of bribes to their husbands or fathers with a view to buying off claim for their persons."

কেবল দেশীয় সংবাদপত্র নহে, একজন আমে-রিকাবাসী এই শ্রেণীর হিন্দু মহারাজার সম্বন্ধে কি বলেন দেখুন।

মিস মেয়ো Mother India নামক গ্রন্থের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন—"The wives and the concubines, the court officials, the dancing girls and the ambitious relatives at once laid hold on him, plying him with every soft temptations that could disolve his energy and will power, sap his manhood and make him easy to control."

মিস মেয়ো Servant of Indiaর অভিযোগের সমর্থন করিয়া বলেন—"Scandalous tales are told of the cruelties and monstrous deeds of certain princes and a measure of ground work probably underlies many such tales." তিনি যাহা বলিয়াছেন ইহার উপর আমরা আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাই না। আলবার্ট হলের হিন্দু নারীহরণ সভার সভাপতি বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এখন স্বধর্ম্মীয় এই শ্রেণীর নরপতিগণ সম্বন্ধে কি বলিতে চান, তাহাই আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। কালিদাসের মেঘ-দূত, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ, ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর কাহিনী প্রভৃতি আদি-রসপূর্ণ কাব্যগুলি এক সময়ে সমগ্র হিন্দুসমাজকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় গর্ব্বিত শরৎচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, দিলীপকুমার প্রভৃতি নব্যতন্ত্রের ঔপন্যাসিকেরা প্রাচীন হিন্দুয়ানী আদিরসকে আধুনিক ইউরোপীয় ছাঁচে ঢালিয়া, [illegible] ও মনস্তত্বের নাম দিয়া, বঙ্গবাসীকে বিষপান করাইতে-ছেন। ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহা এখনও হিন্দু চিন্তানায়কগণ ভাবিয়া দেখেন নাই। বরং হিন্দু সমাজ এই শ্রেণীর কোন কোন ঔপন্যাসিকের জন্য উৎসব করিয়া তাহাদিগকে আরও উৎসাহিত করিতেছেন। এক শ্রেণীর হিন্দু তরুণীরা উপন্যাস ও নাটকের নায়িকার অনুকরণে কথায় কথায় বিষপান ও কেরোসিন তৈলে যে প্রকার আত্মহত্যা করিতেছেন, ইহাই মনস্তত্ববাদ প্রচারের শোচনীয় পরিণাম। একদিকে যেমন এক শ্রেণীর হিন্দু গুণ্ডারা বিধবা আশ্রম প্রভৃতি খুলিয়া নারী নিগ্রহ করিতেছে, অপরদিকে হিন্দু মাসিক সাপ্তাহিকের গল্প উপন্যাসে এই নারী হরণের চিত্র প্রতিফলিত হইয়া একেবারে অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে! বঙ্কিমচন্দ্রের—নগেন্দ্র ও গোবিন্দলাল, শরৎচন্দ্রের—শ্রীকান্ত, রবীন্দ্রনাথের—মহেন্দ্র প্রভৃতি সর্ব্বজন পরিচিত শিক্ষিত হিন্দুগুণ্ডাদের নারী নিগ্রহের কথা সকলেই অবগত আছেন। তাই ইহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। প্রবাদ বাক্য আছে—'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা'। হিন্দু নারীহরণ আন্দোলনের সর্ব্ব-

প্রধান নেতা বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসীতে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, পাশ করা উচ্চশিক্ষিত যুবক, কল্যাণের পিতৃ বন্ধু কন্যা হরণের চিত্র দেখিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। যে সময় বরিশালের শোভনা হরণ লইয়া সমগ্র বঙ্গ আলোড়িত হইতেছে, সেই অশুভক্ষণে, আমি ১৩৩৭ বাং আষাঢ় সংখ্যায় সরোজেন্দ্র রায় লিখিত "স্মৃতি" নামক গল্পের (পৃষ্ঠা ৩৯৭) এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। ইহা গল্প হইলেও পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন এই তথাকথিত নারীহরণের জন্য দায়ী কে? "স্মৃতি" গল্পের নায়িকা "সিনিয়র কেম্ব্রিজ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়া" উচ্চ শিক্ষিতা হিন্দু ধনী ঘরের মেয়ে মিস অমলা বোস আত্ম-স্মৃতি বর্ণনা করিতেছে—"সুযোগ খুজলে সুযোগ পাওয়া যায়। তার (কল্যাণের) সঙ্গে হঠাৎ আমার একদিন দেখা হয়ে গেল। এবারকার দেখার মধ্যে একটা নূতনত্ব ছিল। দুর্ব্বলতা, চোখের জল, ভয় ও হা-হুতাশ আমাদের শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। মরণযজ্ঞে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছি আমরা, আমাদের কি আর কাঁদবার সময় আছে? সেদিন ঠিক হলো পৃথিবীর আর কোন শক্তিই আর আমাদের দূরে রাখতে পারবে না। এতে আসুক দুঃখ, আসুক লাঞ্ছনা, আসুক, মৃত্যু। সহস্র রকমের অভাব ও দারিদ্র আজ থেকে আমাদের নিত্য সহচর হবে তাতে ক্ষতি নাই।"

"—শনিবার আমাদের জীবনের চিরস্মরণীয় দিন। বাবা মা সিনেমায় গিয়েছিলেন। অনেক দিন পর আজ একটু ফাঁক পেয়েছি। বুক দুরদুর করে কাঁপছিল। আকাশের দিকে চেয়ে আছি। সমস্ত আকাশটা যেন হঠাৎ চোখের সামনে দাউ দাউ করে জলে উঠ্‌ল। ......এ সংসারে যাকে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ মনে করতাম—তাই আমাকে করতে হল! যে ভালবাসে ভগবান কি তাকে এত কঠোর পরীক্ষা করেন। চিরসাধের কলিকাতা সহর—এতদিন তোমার স্নেহ-স্নিগ্ধ কোলে মানুষ হয়েছিলাম—আজ রাত্রির অবসানে আর তোমার প্রভাতের কোমলমূর্ত্তি আমার চোখে পড়বে না। তখন কতদূরে চলে যাব তোমায় ছেড়ে—তোমায় প্রণাম। বাড়ী তোমায় প্রণাম—তোমার এই কক্ষে কক্ষে কত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করেছি। কত স্মৃতি তোমার সঙ্গে জড়িত আছে। আজ চির জন্মের মত তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি—তোমারা সবাই মিলে আমায় অশীর্ব্বাদ ক'রো। বাবা, মা, তোমাদের সঙ্গে দেখা হল' না, করবার সাহসও নাই—যদি পার তোমাদের হতভাগিনী কন্যাকে ক্ষমা ক'রো।"

সে দিন রাত্রির এক্সপ্রেসে আমার বুকের শিরাগুলো ছিড়ে ফেলে আমায় ঠেলে নিয়ে চল্‌লো—পিছনে একটা কলঙ্ক ও অপরাধের ঘন মসী রেখা টেনে। তার কাছে সর্ব্বদা থাকতে পাব এর চেয়ে জীবনে আমার আর কিছু বড় ছিল না। তার জন্যে এমন কাজ ছিল না, যা আমি করতে পারতাম না; এমন দুঃখ ছিল, না যা আমি হাসি মুখে সইতে পারতাম না। বড় লোকের মেয়ে বলে আমার মনে এক সময় একটু গর্ব্ব যে না ছিল, তা নয়; কিন্তু তার সঙ্গে যখন প্রথম সংসার পাতলাম তখন আধ পেটে থাকার দিনগুলোর মধ্যে একটা কেমন অহঙ্কার ও অনুভব করতাম। জগতের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে—তোরা দেখে যা—তোরা দেখে যা—মানুষের সুখের সীমা দেখে যা।"

"সুখে হউক দুঃখে হউক দিন কারুর পড়ে থাকে না। আমাদেরও দিনগুলো ধীরে ধীরে যেতে আরম্ভ করলো। একদিন কলকাতার কাগজ চোখে পড়ল। চোখ বুলতে বুলতে দেখলাম—আমাদের 'গুপ্ত প্রেমের কাহিনী'র দেড় কলম লম্বা বিবরণ। পড়ে মনে হল কোন পরিচিত লোকেরই লেখা। কেননা এক একটা কথা যেন ক্ষুরধার অস্ত্রের মত আমার বুকের পাঁজরগুলো কেটে ফেলছিল। চোখের উপর যেন সমস্ত কলকাতার সমাজটা ভেসে উঠল। মনে হল যেন সহস্র সহস্র তীব্র চক্ষু আমাদের পেছনে ছুটে চলেছে—আমাদের ধ্বংসেই যেন তাহাদের অসীম আনন্দ ও সুখ। সমাজের কুসুম শয্যা আমরা ত স্বেচ্ছায় পাতিত্যের বন্ধুর পথের ধূলিতে আচল বিছিয়ে বসেছি। আমাদের লজ্জা ও অভিমান বলে কিছু ছিল না। কিন্তু একটা ব্যথার স্মৃতি আমাদের উভয়ের জীবনকে অভিশপ্ত করেছিল—সেটা হচ্চে আমাদের উভয়ের বাপ-মার কলঙ্ক ও অপমান। আমাদের আনন্দের উজ্জ্বল দিনগুলো সেই অপরাধের কাল ছায়ায় মলিন করে তুলেছিল।" —ক্রমশঃ

স্বরাজ-পথে

(—আযিয্)

আজ সারা ভারত ব্যাপী যে মুক্তির বাণী নানা ভাবে, নানা ভাষায়, নানা ভঙ্গিতে আকাশ পাতাল মুখরিত করিতেছে; ভারত আজ যে ভাবে পরাধীনতার সুদৃঢ় নিগড় ভাঙ্গিতে অনুপ্রাণিত হইতেছে—তাহা বাস্তবিকই সুখের বিষয়! মানুষ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রত্যেক ভারতবাসীই যে স্বাধীনতার জন্য লালায়িত হইবে, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ভারত ব্যাপী এই আন্দোলনের প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য চুনোপুঁটি পর্য্যন্ত কেহই কায়মনোবাক্যে স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পারেন নাই বা করিবার মত মনোভাব তাহাদের নাই। এই আন্দোলনের ভিতর একটা জিনিষ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে—তাহা স্বার্থপরতা পূর্ণ মোনাফেকী। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের নেতারা প্রকৃত দেশ-প্রেমিক হইতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত যতই হৈ চৈ করুন না কেন দেশের ও দশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। বিগত স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অল্পবিস্তর মুসলমানরা আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিল কিন্তু তাহাতে যেরূপ মোনাফেকী হিন্দুমনোবৃত্তি পরিস্ফুট হইয়াছিল তাহার ফলেই বর্ত্তমান স্বরাজ আন্দোলনে মুসলমানরা যোগ দিতে পারিতেছেন না। যে কতিপয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ আসরে নামিয়াছিলেন তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে সরিয়া পড়িয়াছেন। মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে ও সেদক্ নিয়তে কোন কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়া চলিতে থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত শত বাধা-বিপত্তি আসিয়াও তাহাকে নিস্ক্রীয় করিতে পারে না।

দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে আপামর জনসাধারণ সমস্ত অধিবাসীকে একই প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে এবং ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ যাহাতে সর্ব্ব-জনীন স্বার্থকে পদদলিত করিতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করাই দেশের নেতাদের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যে যাহারা অবহেলা করিবেন তাঁহারা প্রকৃত নেতা বলিয়া অভিহিত হইতে পারেন না—তাঁহাদের ইঙ্গিতে দেশের লোক সাড়া দিতে পারে না। এবম্বিধ নেতায় আজ ভারত ভরপুর, তাই ভারত আজ ক্রমে ক্রমে তার সর্ব্বপ্রকার স্বাধীন ইচ্ছা পর্য্যন্ত হারাইতে চলিয়াছে। প্রজাস্বত্ব আইন ও সর্দ্দা বিবাহ আইন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা বাহুল্য আজ ভারতের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস-পন্থী—তাঁহাদের অনেকের মধ্যে মোনাফেকী ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান! সুতরাং কংগ্রেসকে আর কংগ্রেস না বলিয়া উহাকে হিন্দুদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এহেন কংগ্রেসের বাণী প্রচার দ্বারাই আজ শহরে, গ্রামে, রাস্তায়, ঘাটে সর্ব্বত্র হরতাল, বয়কট, পিকেটিং আইন অমান্য করিবার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিয়া বিপ্লবকে ডাকিয়া আনা হইয়াছে। "লোহার শিকল ভাঙ্গিতে হবে, ট্রেজারী লুটতে হবে, স্বাধীনতা আনতে হবে" ইত্যাদি বাণী আওড়াইয়া রাস্তায় ঘাটে যত্র তত্র বিপ্লবের জয় ধ্বনি করার কি কুফল তাহা দেশের চাঁদগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বর্ত্তমান আন্দোলনে কেবলমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত কুলীন হিন্দুগণই নেতৃত্ব করিতেছেন—তাঁহারা শিক্ষা দীক্ষা গুণ-গরিমায় অগ্রণী, সভ্যতালোকে উদ্ভাসিত। তাই তাহারা আজ দেশের লোকদিগকে নিরুপদ্রব আইন অমান্যের জন্য লেলাইয়া দিতেছেন। কিন্তু দেশের ও জাতির যাহারা মেরুদণ্ড, তাহারা আজও অল্পদূর হইতে এই সব মুক্তির বাণী শুনিতেছে। সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিয়োগ করিতে সাহস পাইতেছে না। আজ দেশ-নেতৃবৃন্দেরা রবিবাবুর সুরে সুর মিলাইয়া বলিতেছেন—"এই সব মূঢ়-ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা"। কিন্তু তাহারা যদি এই ভাবে তাহাদের মুখে বিপ্লবের ভাষা দিতে চান, তবে ইহার পরিণাম কি হইবে তাহা ভাবিতে পারিয়াছেন কি? সমগ্র ভারতের কথা বলিয়া কাজ নাই যে সোনার বাংলা আজ ধনিক ও মহাজন কর্ত্তৃক শোষিত, অত্যাচারিত ও নিষ্পেষিত হইয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া হা অন্ন, হা অন্ন করিতেছে তাহাদের দ্বারা, অন্নসমস্যা বাদ দিয়া, স্বরাজ-সমস্যা চিন্তা করা এবং নিরুপদ্রব আইন অমান্যের অভিযান করান বাতুলতা মাত্র।

দেশের বড় বড় নেতারা তাহাদের উপার্জ্জিত ধন ও সম্পত্তির কতক অংশ বা সম্পূর্ণ স্বরাজ-প্রতিষ্ঠানে উৎসর্গ করিয়া নিজকে ধন্য ও গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন এবং স্বরাজের চাঁইদের নিকট হইতে বাহবা লইতেছেন। কিন্তু আমি বলি এতে গৌরবের কিছুই নাই বরং নিন্দার বিষয়! তাদের অতুল ধন সম্পত্তি আছে বলিয়াই দিতে পারিতেছেন কিন্তু যাদের বলিতে গেলে কিছুই নাই, ঘরে এক মুষ্টি অন্ন নাই—তাহারা কি দিবে? যাহারা আজ বস্ত্রাভাবে অসভ্য বলিয়া আখ্যাত হইতেছে—অনশনে অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া অকালে ব্যাধি-যন্ত্রনা হইতে চির মুক্তি পাইতেছে—তাহাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার না করিয়া স্বরাজ-ভাণ্ডারে দান করা অতি গর্হিত কাজ বলিয়া মনে করি। তাই বলি এই সব মরণ পথের যাত্রী দলকে আর অহিংসার নামে হিংসাবৃত্তি শিখাইয়া কাজ নাই—ইহার পরিণাম অত্যন্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্প্রতি ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে শোষক মহাজনদের বিরুদ্ধে যে অভিযান হইয়া গিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। সংবাদপত্র মহলে বহু চেচামেচি করিয়া উহাকে Communal riot (সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ) রূপে আখ্যা দিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইতেছে। কিশোরগঞ্জে এই অভিযান হইবার আশঙ্কা পূর্ব্ব হইতেই সূচিত হইয়াছিল। স্থানীয় হোসেনপুর বাজারে আঠারবাড়ী যমীদারের এক প্রকাণ্ড কাছারী আছে। এই কাছারীর নায়েব বহুদিন যাবৎ প্রজাবৃন্দের উপর নানাবিধ যুলুম করিয়া আসিতেছে। এই অন্যায় যুলুম, অবৈধ আবওয়াব ও তহরী আদায়ের বিরুদ্ধে কয়েকদিন পূর্ব্বে স্থানীয় প্রজারা হরতাল পালন করে। ফলে হোসেনপুর বাজার ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হয়। যমীদারের নিকট জবাবদিহী হইতে হইবে ভয়ে নায়েব মশাই স্থানীয় ম্যারেজ রেজিষ্টার সাহেবকে লইয়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া প্রজা ও অন্যান্য জনসাধারণের সহিত আপোষ মীমাংসা করে। তখন হইতে সেখানকার আবহাওয়া বদলাইয়া গিয়াছিল। কিশোরগঞ্জের অভিযানকারীদের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল কেবল সুদ-খোর মহাজনদিগকে নিঃস্ব করিয়া দেওয়া। মহাজনেরা বিনা পরিশ্রমে পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া খড়ম জুতা পায় দিয়া পটাপট করিয়া দিব্বি বেড়াইবে, আর যাহারা ভূমি ও চাষের মালিক তাহারা সর্ব্বস্ব এই শোষকদের পায় বিলাইয়া দিয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইবে। তাই তাহারা রক্ত শোষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়াছিল মাত্র। তাহারা হিন্দুও বুঝে নাই মুসলমানও বুঝে নাই! বলা বাহুল্য এই অঞ্চলে দু' একজন মুসলমান সুদ-খোর আছে তাহাদিগকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। সুতরাং বিচক্ষণের চক্ষু ও ন্যায়পরায়ণের হৃদয় লইয়া যদি কেহ এই কিশোরগঞ্জের ব্যাপার অনুসন্ধান করেন তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেহই উহাকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বলিয়া আখ্যা দিতে সাহসী হইবেন না। এই অভিযান এমনি রহস্যাবৃত যে হিন্দুগণ উহাকে সাম্প্রদায়িক গোলযোগের খোলস পরাইয়া জনসাধারণের মনে এক প্রবল ভীতির সৃষ্টি করিয়াছে। এখানকার দরিদ্র কৃষককুল আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত দারুণ দুর্ভিক্ষের সহিত যুঝাপড়া করিয়া আসিতেছে—তদুপরি যমিদারের ও মহাজনদের

নিখিল-বঙ্গীয় মুসলেম কন্‌ফারেন্স

কলিকাতায় বিরাট অধিবেশন

সভাপতি ঃ—স্যার আবদুর রহিম কে, সি, এস, আই ;

তারিখ ঃ—৯ই ও ১০ই আগষ্ট—শনি ও রবিবার

আগামী ৯ই ও ১০ই আগষ্ট মোতাবেক ২৪শে ও ২৫শে শ্রাবণ শনি ও রবিবার কলিকাতায় "নিখিল বঙ্গীয় মুসলেম কন্‌ফারেন্সের" বিরাট অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবে। মুস্‌লেম-ভারতের অন্যতম খ্যাতনামা কৃতীপুরুষ—দেশমান্য স্যার আবদুর রহিম সাহেব এই অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় মুস্‌লেম সমাজের সম্মুখে যে কঠোর রাজনৈতিক সমস্যা-সমূহ উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া সাইমন-রিপোর্ট ও ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে মুসলেম সমাজের প্রকৃত অভিমত প্রকাশ করা এবং বিগত ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাবিত "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী আঞ্জমনে ইস্‌লামিয়াকে" কার্য্যকর ভাবে পুনর্গঠিত করিয়া উহাকে বঙ্গীয় মুস্‌লেম সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাই বর্ত্তমান কন্‌ফারেন্সের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন আবশ্যকানুযায়ী অন্যান্য বিষয়েরও আলোচনা করা হইবে।

অতএব এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করা এবং ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা যে বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রাণ, সমাজ-হিতৈষী মুসলমানগণের পক্ষে কিরূপ অবশ্য কর্ত্তব্য, আশা করি তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। তাই আমরা বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে এই কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিতে এবং শহর ও মফঃস্বলের প্রত্যেক আঞ্জমন ও জাতীয় সভা-সমিতি হইতে উক্ত অধিবেশনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

ফুরফুরার মহামান্য পীর সাহেব কেবলা এবং দেশের অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও সমাজ নেতৃগণ বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে উক্ত কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া এশ্‌তেহার প্রচার করিয়াছেন। অতএব আমরা আশা করি যে, দেশের প্রতি কেন্দ্র হইতে দলে দলে মুসলমান প্রতিনিধি কলিকাতার এই মুসলেম কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়া ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

উক্ত কন্‌ফারেন্সের উদ্যোগ, আয়োজন ও অন্যান্য আবশ্যকীয় এন্তেজাম করিবার জন্য কলিকাতার নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সমাজ-হিতৈষী, উৎসাহী মুসলমান মার্চ্চেণ্টগণের সমবায়ে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। মফঃস্বল হইতে সমাগত "ডেলিগেট" বা প্রতিনিধিগণের আহার ও অবস্থানের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে ৭৮নং কলুটোলা ষ্ট্রীটে একটী সুপ্রশস্ত "গেষ্ট-হাউস" নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

প্রতিনিধিগণ অবিলম্বে স্বীয় আগমন সংবাদ জানাইয়া পত্র লিখিবেন। অন্ততঃ একদিন পূর্ব্বে প্রতিনিধিগণের আগমন সংবাদ এবং শিয়ালদহ পৌঁছিবার সময় জানিতে পারিলেই তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে ভলান্টিয়ার উপস্থিত থাকিবেন।

প্রত্যেক প্রতিনিধিকে মাত্র ২্ দুই টাকা ডেলিগেট ফি প্রদান করিতে হইবে। সমস্ত চিঠিপত্র সেক্রেটারীর নামে—নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে লিখিতে হইবে।

নিবেদক ঃ—

আবদুর রঊফ দানাপুরী
চেয়ারম্যান—অভ্যর্থনা সমিতি।
এ, কে, ফজলুল হক
এইচ, এস, সারওয়ার্দ্দি (বার-এট্-ল)
এম, আবদুল মজিদ
হাজি আবদুর রজ্জাক
মেম্বর, অভ্যর্থনা সমিতি।

নুরুল হক,
আহমদ আবদুস সাত্তার,
সেক্রেটারী, অভ্যর্থনা সমিতি।
অফিস ঃ—২১নং হরিণবাড়ী লেন,
কলিকাতা।

চিচিং ফাঁক

এপ্রুভারের একরার

চট্টগ্রামের ২৫শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার আক্রমণের মামলার আসামী ফকিরচন্দ্র সেন যে এপ্রুভার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ তাহার গ্রেপ্তারের পরই সে নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তি করিয়াছে। সে (ফকিরচন্দ্র সেন ওরফে শম্ভুসেন) গত ৫ই যে গ্রেপ্তার হয় সে সময় সে তাহার মাতুলালয়ে লুকাইয়াছিল। সে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিল। সে যুব সমিতির সদস্য হয় এবং অনন্ত সিংহের অধীনে সম্মিলনের স্বেচ্ছা-সেবকরূপে কাজ করে। যে সময় সে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ শিখিতেছিল, সে সময় বিধু ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তাহার নিকট সশস্ত্র বিদ্রোহের উল্লেখ করে এবং তাহাকে গুপ্ত সমিতির সভ্য করিয়া লয়। তাহাকে মন্ত্র-গুপ্তি ও নেতাদের বশ্যতার শপথ গ্রহণ করিতে হয়। পরে তাহাকে সদরঘাটের ফিজিক্যাল ক্লাবের সদস্য করিয়া লওয়া হয়। তাহাকে বিপ্লবী-ধরণের অনেক পুস্তক পড়িতে দেওয়া হয়। গণেশ ঘোষের সহিত তাহার পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়। সে গুপ্ত সমিতির অনেক সদস্যকে জানিতে পারে। গণেশ ঘোষের বাড়ীতে একটা ঘর আছে। সেখানে সদস্যদের এক একজন করিয়া লইয়া যাইয়া পরামর্শ করা হইত। গণেশ ঘোষের বাড়ী গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সদর ছিল। সূর্য্য সেন ও অম্বিকা, সমিতির মস্তিষ্কস্বরূপ ছিল। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত নেতা ছিল। বিধুভূষণ তাহাকে পিস্তল চালাইতে শিখায়। সে তাহাকে সুরুলডাঙ্গা পাহাড়ে গুলী করা শিখায়। পল্লী-গ্রামের অনেক ছাত্র গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিল। সমিতির ভাণ্ডারে তাহাকে অর্থসাহায্য করিতে বলা হয়। সে অর্থ তাহার পিতার নিকট হইতে চুরি করিয়া আনিতে বলা হয়। সে ২ শত টাকা দেয়, অন্যান্য সদস্যও ঐরূপ অর্থ-সাহায্য করিয়াছিল। পুলিসের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার ভার তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। কিছুদিন যাবৎ তাহাকে হিমাংশু ও মোনা গুপ্তের বাটীতে রাখা হইয়াছিল। ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে সেখানে ছিল। ১৮ই এপ্রিল তারিখে নরেশ রায় মোনা গুপ্তের বাটীতে তাহাকে একটা বোমা দেখায়। নানা সময়ে তাহাকে পুলিস ব্যারাক আক্রমণের বিষয় বলা হয়। ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যার সময় সহায়রাম তাহাকে একটা ইউনিফরম পরিতে দেয়। সে অনন্ত সিংয়ের বেবি অষ্টিন মোটরে করিয়া কংগ্রেস অফিসে যায়। সেখানে ইউনি ফরমের উপর ধুতিপরা আরও ১৫।১৬ জন বালক ছিল। তাহাকে সহায়রামের বাটীতে রাখা হয়। এবং পুলিস লাইনে যাইবার জন্য সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতে বলা হয়। তাহারা নির্দ্দেশমত পুলিস লাইনের নিকট যায়। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উত্থিত হইলে ও টর্চ আলোকমালা আসিতে দেখিলে তাহারা পুলিস লাইনের দিকে দৌড়িয়া যায়। তাহারা একজন প্রহরীকে আহত দেখে ও অনন্ত সিংহকে ইউনিফরম পরা অবস্থায় দেখিতে পায়। তাহারা অস্ত্রাগার হইতে অনেক রাইফেল আনে। তাহার সম্মুখে অস্ত্রাগারের তালা ভাঙ্গা হয়। ৫৬ মিনিট পরে অনন্ত সিংহ বেবি অষ্টিন মোটর, হাতুড়ী, বাটালী প্রভৃতি লইয়া আসে। কিছু পরে ২।৩ খানা মোটর গাড়ী আসে; তাহাতে লোকনাথ বল ও আরও ২০।২৫ জন লোক আসে। ইহার পূর্ব্বে পুলিস লাইনে যাইবার পর বেবি অষ্টিন গাড়ীখানা কতকগুলা লোকের নিকট চলিয়া যায়। সে শুনিয়াছিল, অক্সিলিয়ারী সৈন্যদের আক্রমণ করা হইয়াছিল। গণেশ ঘোষের আদেশে তাহারা সকলে অস্ত্রাগারের সমক্ষে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়ায়। তথা হইতে তাহারা গুলী চালায়। স্বদেশ রায় পরে আসে। তাহার পরে জলের কল হইতে একটা লুইস (কলের) কামানের গুলী চালান হয়। তাহারা গুলীবর্ষণ করিয়া তাহার উত্তর দেয়। হিমাংশু পেট্রলে পুড়িয়া যায়। অনন্ত সিংহ তাহাকে একটা মোটরের মধ্যে লইয়া যায় এবং গণেশ ঘোষ, মাখন ও আনন্দের সহিত সে স্থান ত্যাগ করে। প্রত্যেকের নিকটেই একটা করিয়া রাইফেল ও পিস্তল এবং পুলিস লাইন হইতে গৃহীত টোটায় পূর্ণ থলিয়া ছিল।

রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় তাহারা অধিকার অধীনে পুলিস লাইন হইতে চলিয়া যায়। যাইবার সময় তাহারা একটা ক্ষেত হইতে প্রচুর তরমুজ লয়। তাহারা রেলপথ অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে যায় ও তাহার পর পাহাড়ে আশ্রয় লয়। পরদিন ১৯শে এপ্রিল তাহারা সারাদিন তথায় লুকাইয়াছিল। রাত্রিতে তাহার মারফতে অনেকে লালিয়ার হলে বিস্কুট কিনে। সে স্থানটা তাহার জানা ছিল। ২০শে তারিখে বেলা ১১টা পর্য্যন্ত তাহারা একটা পাহাড়ে নিদ্রা যায়। তাহাকে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পাঠান হয় ও খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া আনিবার জন্য ৫ টাকার নোট দেওয়া হয়। সে একখানা চায়ের দোকানে ঐ নোট ভাঙ্গায়। সে একটা বাড়ীতে যাইয়া শুনে, পুলিশ তাহাকে খুঁজিতেছে। সে আর তাহার দলের লোকের সহিত মিলিত হয় নাই। সে পুলিসে গ্রেপ্তার হয়।

এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে ভয় দেখান। সে ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াছিল। সে কয়েকজন ষড়-যন্ত্রকারীকে সনাক্ত করিয়াছে। তাহার স্বীকারোক্তি সমর্থিত হইয়াছে। সে কতকগুলা অপরাধজনক জিনিষপত্র প্রদান করিয়াছে। সে যে সকল স্থানে গিয়াছিল তাহাও সে দেখাইয়াছে।

সাম্রাজ্য বৈঠক ও জাতি-সঙ্ঘ

ভারতের প্রতিনিধিবর্গ

সিমলার ২১শে জুলাইয়ের সরকারী ইশতাহারে প্রকাশ:—সাম্রাজ্য বৈঠকে ভারত-সচিব, বিকানীরের মহারাজ এবং স্যর মহম্মদ শফী ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ যাইবেন। প্রয়োজন হইলে স্যর জিওফ্রী কর্বেট এবং পেন্ডলজী গিনওয়ালা আর্থিক ব্যাপারের প্রতিনিধির কার্য্য করিবেন। জাতি-সঙ্ঘের সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে বিকানীরের মহারাজ, নবাব স্যর জুলফিকর আলি খাঁ ভারতের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত থাকিবেন। স্যর ইওয়ার্ট গ্রীভস, স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, স্যর ডেনিস ব্রে এবং স্যর জাহাঙ্গীর কাওয়াসজী অতিরিক্ত প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইবেন।

ভীষণ সশস্ত্র ডাকাতি

পাঁচ হাজার টাকা লুট

সিরাজগঞ্জের ২২শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ঘোড়শাল গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী মুকুন্দনাথ সাহার বাড়ীতে গত ১৯শে জুলাই রাত্রি ১ ঘটিকার সময় প্রায় ১০।১২ জন সশস্ত্র ডাকাত প্রবেশ করিয়া গৃহস্বামীকে লৌহদণ্ড দ্বারা ভীষণভাবে প্রহার করিয়াছিল। ফলে তিনি মস্তকে গুরুতরভাবে আহত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। ডাকাতরা তাহার নিকট হইতে চাবি লইয়া লোহার আলমারী খুলিয়া নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৫ হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। দস্যুরা মুকুন্দবাবুর কর্ম্মচারী ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়াছিল। তাহার কর্ম্মচারীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। দস্যুরা বাটীস্থ অন্যান্য লোককেও মৃত্যুর ভয় দেখাইয়াছিল। পুলিস এ বিষয়ে ঘোর তদন্ত করিতেছে।

তাঞ্জিম সঙ্ঘ-গঠিত

নবাবের দান

নারায়নগঞ্জের ২২শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, স্থানীয় মুসলমানগণের উত্তোগে মিউনিসিপ্যাল সাধারণ হলে এক সভা হয়। সেই সভায় একটী তাঞ্জিম-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে। ঢাকার নবাবের সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার কথা ছিল, কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহকুমা হাকিম মিঃ বার্ড, নারায়ণগঞ্জ য়ুরোপীয় বণিক সমিতির সম্পাদক মিঃ ক্রিকল্যাণ্ড এবং আটজন হিন্দু ভদ্রলোক সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঢাকার নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী নবাব সাহেবের অভিভাষণটি সভায় পাঠ করেন। নবাব সাহেব এই নবগঠিত সঙ্ঘের জন্য ১০০ শত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। বাবু বিপিন-বিহারী চৌধুরী উঁহার বক্তৃতার মধ্যে বলেন, এই সময়ে যাহারা সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগাইয়া তুলিতেছেন, উঁহারা আগুন লইয়া খেলা করিতেছেন। তিনি শান্তি স্থাপনের জন্য অনুরোধ করিতেছেন। মৌলবী আহম্মদ, মৌলবী ইদ্রিস এবং মৌলবী শামসুল হুদা যথাক্রমে এই সঙ্ঘের সভাপতি, সহকারী সভাপতি এবং সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

মফঃস্বল

মসজিদ নির্ম্মাণে সাহায্য

আল্লাহর পথে অর্থদান

কৈজুরী জুমা মসজিদ কমিটির খাদেমগণের বিনীত আরয এই যে অত্র কৈজুরী হাটখোলার উপর যে করগেট টীন নির্ম্মিত মসজিদ ছিল তাহাতে জুমার দিন মুসল্লিদিগের স্থান সঙ্কুলান হয় না বলিয়া আমরা স্থানীয় গরীব খাদেমগণ ধর্ম্ম-প্রাণ দাতা মুসলমান জন-সাধারণের চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পাকা মসজিদ নির্ম্মাণের আয়োজন করিয়া গত ১৫ই মহরম হইতে কার্য্যারম্ভ করিয়াছি। মসজিদ নির্ম্মাণে বহু টাকার প্রয়োজন, স্থানীয় মুসলমানদের দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন। বিধায় সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমানগণের খেদমতে বিনীত আরয এই যে, যিনি যাহা পারেন নিম্ন ঠিকানায় ক্যাশিয়ার সাহেবের বরাবর পাঠাইয়া অশেষ সওয়াবের অংশীদার হইবেন, আরয ইতি—

মুন্সী জাকাতুল্লা আহমদ

কৈজুরী হাটখোলা, পোঃ ভেকা গোপালগঞ্জ

জেলা পাবনা।

এসলাম গ্রহণ

(১)

চট্টগ্রাম জিলার বৈলতলী নিবাসী রমেশ চন্দ্র নাথ নামক জনৈক হিন্দু যুবক ইসলামের সাম্যভাব ও শ্রেষ্ঠত্বে বিমুগ্ধ হইয়া গত ১১ই জুলাই শুক্রবার বাদ জুমা মেয়াং মেয়াং বাঙ্গালী মসজিদের পেশ ইমাম জনাব হাকিম মওলানা মির আহমদ সাহেবের নিকট পূর্ণ মজলিসে স্বেচ্ছায় ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন। তাঁহার ইসলামী নাম—রহমাতুল্লাহ রাখা হইয়াছে। নও মুসলিম ভ্রাতাকে দীন ইসলামে, কায়েম রাখার জন্য, আমরা খোদার দরবারে দোয়া প্রার্থনা করিতেছি। আমীন! ছুম্মা আমীন !!

(২)

মং পো নামক জনৈক সুশিক্ষিত বর্ম্মা যুবক সপরিবারে মেয়াংমেয়া শহরে বাস করেন। তিনি আজ অনেক দিন যাবৎ সত্য এ শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মানুসন্ধানে রত ছিলেন। বহু গভীর গবেষণার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,—ইস্লাম ধর্ম্মই সনাতন শ্রেষ্ঠতম এবং মুক্তির একমাত্র উপায়। তাই গত ১৮ই জুলাই শুক্রবার বাদ জুমা উক্ত বাঙ্গালী মসজিদের নব প্রতিষ্ঠিত পেশ ইমাম জনাব হাকিম মওলানা মির আহমদ সাহেবের হস্তে ভরপুর মজলিসে স্বেচ্ছায় উক্ত যুবক সপরিবারে তওবা করতঃ পবিত্র ইসলামের সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই নও মুসলিম ভ্রাতা ভগ্নির ইসলামী নাম যথাক্রমে "মোঃ ইসলাম" ও "হাসিনা" রাখা হইয়াছে।

গত ১১ই জুলাই তারিখের নও মুসলিম ভ্রাতা রহমতুল্লার স্ত্রীও ইসলামের চির শান্তিময় ছায়ায় আশ্রয় লাভ করতঃ "আয়েশা" নাম ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা আজীবন ইসলামের পায়বন্দ থাকিয়া ইসলামের রওনক ও গৌরব বর্দ্ধন করুক, ইহাই আমরা কায়মনে প্রার্থনা করিতেছি। আমীন! ছুম্মা আমীন !!

আমিন।

ষোড়শী যুবতীর আত্মদান

কৌলিন্যের চরম পরিণতি

মুন্সীগঞ্জের ২৩শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, কাপড়ে আগুন ধরাইয়া এক অবিবাহিতা ষোড়শীর হৃদয়বিদারক মৃত্যু সংবাদ পুরাপাড়া হইতে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। শুনা যায় বালিকাটী তাঁহার পিতামহের আর্থিক দুরবস্থায় অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পিতামহ অর্থাভাবে ও দারুণ পণের দায়ে তাহাকে বিবাহ দিতে পারিতেছিল না। এই জন্য সে তাহার কাপড়ে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। পরে সে যখন চীৎকার করিয়া উঠে তখন বাড়ীর সকলের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু কোনরূপ সাহায্য আনিবার পূর্ব্বেই হতভাগিনী মানবলীলা সম্বরণ করে।

আঞ্জামনে খাদেমল এনসান

জয়নগর

বিগত বৈশাখ মাস হইতে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত জয়নগরে উপরোক্ত নামের আঞ্জামন স্থাপিত হইয়াছে, ইহার তত্ত্বাবধানে একটি "বয়তুল মাল" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুষ্টি-ভিক্ষা এক-কালীন দান চাঁদা প্রভৃতি দ্বারা ইহার অর্থাগমের উপায় করা হইতেছে। দেশ বিখ্যাত আলেম ও হাদি জনাব মওলানা মোহাম্মদ এবরাহিম সাহেব ইহার ভাইস্ প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অর্থের অসচ্ছলতা সত্ত্বেও এই আঞ্জামন বহু জন-হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। মামলা-মকদ্দমা আপোষ-নিষ্পত্তি; বিনা-সুদে গরীবদের করযহাসান প্রভৃতি ইহার উল্লেখ-যোগ্য কার্য্য। শিক্ষার দিকেও আঞ্জামন বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছে। স্থানীয় মক্তবকে জুনিয়ার মাদ্রাসায় পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আমরা এই আঞ্জামনের স্থায়িত্ব কামনা করি। —রিপোর্টার

"কামালিয়া মাদ্রাসা"

২৪ পরগণা—জয়নগর

২৪ পরগণা—জয়নগর থানার অন্তর্গত তিলপি গ্রামে একটি জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়া, গত ২ বৎসর যাবত চলিয়া আসিতেছে। ইহার ছাত্র সংখ্যা বর্ত্তমানে ১০০ একশত; সমাজগত প্রাণ হাজী কামালুদ্দিন সাহেব ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া মাদ্রাসার ব্যয় সঙ্কুলান জন্য ১৫/ বিঘা জমী ইহাতে দান করিয়াছেন, সেই কারণে অত্র মাদ্রাসার নাম "কামালিয়া মাদ্রাসা" রাখা হইয়াছে। এতদঞ্চলে কোন মাদ্রাসা নাই। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি অচিরে এদিকে পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মওলানা মোহাম্মদ এবরাহিম সাহেব ইহার প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। —রিপোর্টার

ইসলামিয়া যুবক সমিতি

সামাজিক সংগঠন

শহর মফঃস্বলের বহু স্থানে বহু সময় সাময়িক সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় অনেক সভা সমিতি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কথা শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। কেবল খবরে কাগজে ঢোল পিটানোই একমাত্র সার! নচেৎ প্রত্যেক বাঙ্গালার দশ বিশটা গ্রামের মধ্যে এক একটী করিয়া যদি কোন শক্তিশালী মুসলিম প্রতিষ্ঠান থাকিত তবে কি আজ হতভাগ্য বঙ্গীয় মুসলমান নানা দিক দিয়া অধঃপতনের নিম্ন স্তরে আসিয়া পড়ে? সেরেক বেদাত কুরীতি কুসংস্কারের মসীময় যুগধাতে পড়িয়া দলে দলে মুসলমান জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়? আজ প্রতিযোগিতার দিন। বাঙ্গালার দীন হীন মুসলমানকে দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে কোমর বাঁধিয়া নামিতে হইবে—কুসংস্কারাপন্ন অধঃপতিত ও মুশরিক ভাবাপন্ন মুসলমানকে হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে আলোকের পথে আনিতে হইবে, বেনামাযী বেশরাকে উপদেশ দিয়া নামাযে বাধ্য করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে "বায়তুল মাল" বা সাধারণ তহবিল গঠন প্রতিষ্ঠিত করিয়া কৃষক সমাজকে ঋণের দায় হইতে বাঁচাইতে হইবে।

খুলনা জেলার তালা থানার অধীন ইসলাম কাটী বাউকোলা, মনোহরপুর, বারা ঘোপালী প্রভৃতি বহু গ্রামের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায়ই মুসলমান। তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি শরা-শরিয়তের দিক দিয়া তাহারা এত অনুন্নত যে তাহাদিগকে মুসলমান বলিয়া —অভিহিত করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু যেখানে অন্ধকার সেই খানেই আলো, যেখানেই ফেরাউন, সেইখানেই মুসা। অত্র অঞ্চলের নীরব কর্ম্মী বেদাতী ও জাল পীরের সংহার-বজ্র, অসংখ্য আলেম উলামার শিক্ষা ও দীক্ষা গুরু প্রখ্যাত নামা মোহাদ্দেস মওলানা মুফি মোঃ এলাহি বখস সাহেবের প্রাণস্পর্শী ওয়াজ ও নসিহতের ফলে এবং বাউকোলায় একটী জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ায় এই অঞ্চলের অনুন্নত মুসলমানের মধ্যে কতকটা সংস্কার দেখা দিয়াছে। আরো সুখের বিষয় ইসলাম কাটী ও বাউকোলা গ্রামের কতিপয় উৎসাহী যুবক ইসলামিয়া যুবক সমিতি স্থাপিত করিয়া নানা ভাবে সমাজের উন্নতি কল্পে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন; আমরা এই সমিতির ভবিষ্যত উন্নতি এবং সর্ব্বাঙ্গিক দিয়া সাফল্য কামনা করি।

মোঃ ইস্মাইল হোসেন

ইসলামকাটি (খুলনা)।

মফস্বল

টাঙ্গাইলের ২২শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ এখানে পাট ৩ টাকা হইতে ৫ টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে।

—o—

সিমলার ২১শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ, বর্ত্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল।

—o—

রোমের ২৪শে জুলাইর খবরে আসিয়াছে ভূমিকম্পে ইটালীর ৭টি প্রদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে আভেলিনো প্রদেশে ১ হাজার ৩ শত ৯২ জন হত এবং ২ হাজার ৭২ জন আহত হইয়াছে। ফোগিয়া প্রদেশে ১২৯ জন এবং পোটেঞ্জা প্রদেশে ১৩১ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

—o—

শীলচরের ২৩শে জুলাইর খবরে প্রকাশ, গতকল্য প্রত্যুষে সেনিটারি ইনস্পেক্‌টার মওলবী আরজান আলির গৃহে আগুন লাগিয়াছিল। তাঁহার সমস্ত গৃহসামগ্রী ভস্মীভূত হইয়াছে। অবিলম্বে প্রতিবাসীরা আসিয়া পড়ায় আগুন আর বিস্তার-লাভ করিতে পারে নাই।

—o—

যশোহরের ২০শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ গতকল্য সন্ধ্যাকালে খুলনার বাবু জালালুদ্দিন হাসেমী যখন দেশবন্ধু স্মৃতি-মন্দিরে একটি বিরাট সভায় বক্তৃতা দিতেছিল, তখন তাহাকে ফৌযদারী কার্য্যবিধির ১০৮ ধারায় রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

—o—

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার শতকরা ৪৭·৫ জন ছাত্র পাশ করিয়াছে। গত বৎসর পাশের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫২·৯ এবারে মোট ৩২৯০ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ২৮২ জন 'অনার সহিত, ১৫১ জন ডিষ্ট্রিংশনে এবং ১১০৪ জন পাসকোর্সে' পাশ হইয়াছে।

—o—

শ্রীনগরের ২৪শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, সোনমার্গ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, লাডাক-যাত্রী এক দল লোকের উপর বলটল গিরিপথে বজ্রাঘাত হয়। ৩ জন ইউরোপীয় ও ৩ জন ভারতীয় ঘটনাস্থলেই পুড়িয়া মারা গিয়াছেন। সেই দলের কেবল ২ জন অশ্বতরচালক বাঁচিয়া যায়।

—o—

নেপল্‌সের ২৪শে জুলাইর সংবাদে জানা যায় বিসুবিয়াসের সন্নিকটস্থ পোজুলো আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইয়াছে। বিসুবিয়াস জলন্ত দেখা যাইতেছে, তজ্জন্য লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। শত শত লোক বাহিরে নিদ্রা যাইতেছে। অদ্য প্রবল ঝটিকা হইয়াছে। উহাতে সম্ভবতঃ বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে।

—o—

শিবপুরের পুলিস ইনস্পেক্‌টর ফণীন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের বাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করিবার অভিযোগে মনোমোহন অধিকারী ওরফে নব এবং ভবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দুই ব্যক্তি বিস্ফোরক আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত হইয়াছিল। আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালে ৫ দিন শুনানীর পর বুধবার ঐ মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। আসামীদ্বয়ের প্রত্যেকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

—o—

লণ্ডনের ২৫শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ ভূমধ্য অঞ্চল বাসীরা ভীষণ বাত্যা হইতে গৃহের ছাদের উপরকার টালি সকল রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পাথর চাপা দিতেছে, কিন্তু তাহাতে পাথর চাপা পড়িয়া অনেক লোক হতাহত হইয়াছে। ভূমিকম্পে যখন গৃহ সকল আন্দোলিত হয় তখন ঐ সকল পাথরের চাপে ছাদ ভাঙ্গিয়া যায় এবং পাথর পড়িয়া গৃহবাসীরা হতাহত হয়।

ডাকঘরের অসুবিধা

কর্ত্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি

মুন্সীবাজার ডাকঘরের এলাকায় পঞ্চাশ খানিরও অধিক গ্রাম। অথচ একমাত্র পিয়ন দিয়াই কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বসিয়াছেন। দেশের শিক্ষা ও সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিঠি পত্র ইত্যাদির মাত্রাও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে কর্ত্তৃপক্ষ 'মান্ধাতার' আমলকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন নতুবা এত বড় কেন্দ্রযুক্ত একটী পুরাতন ডাকঘরের জন্মাবধিই একমাত্র পিয়ন রাখিয়া দিতেন না। অত্র ডাকঘরের এলাকায় ২।৩টী দূর স্থানীয় গ্রামবাসী ব্রাঞ্চ অফিস পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া জানি, তন্মধ্যে একটী উপযুক্ত কেন্দ্রলইয়া বৃন্দাবন পুর গ্রামে একটী ব্রাঞ্চ খোলার আশ্বাসও নাকি কর্ত্তৃপক্ষ দিয়াছিলেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। আমরা উপরোক্ত অভিযোগের প্রতি আসামের পোষ্টেল কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—এম, এ, এইচ,

রাজনারায়ণ তেওয়ারী নামক একজন লোক রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বেশে একজন যাত্রীর নিকট হইতে ঠকাইয়া ৮ আনা পয়সা লইয়াছিল। রাজনারায়ণ ধরা পড়ে। হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাহার প্রতি ১ মাসের জন্য কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

—o—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদে বাঙ্গালা হইতে যে সকল সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন, তাহাদিগের নির্ব্বাচনের জন্য আগামী ৭ই আগষ্ট দিন ধার্য্য হইল। এই তারিখের মধ্যে সকল কেন্দ্র হইতেই রিটার্ণিং অফিসের বরাবর মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে। অন্যান্য তারিখ যথাকালে গেজেটে প্রকাশ পাইবে।

—o—

বার্লিনের ২৫শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, বিনা অনুমতিতে কেহ যদি বিশেষ রকম অস্ত্র রাখে, তাহা হইলে তাহাকে এক বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এই মর্ম্মে হুকুম প্রচারিত হইয়াছে। আর যদি কেহ ঐরূপ অস্ত্র লইয়া রাজনৈতিক সভায় গমন করে তাহা হইলে তাহাকে অন্ততঃ ৩ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে।

—o—

লাহোরের ২২শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, উর্দ্দু দৈনিক "নওজোয়ান ভারত" পত্রিকার অফিসে হানা দিয়া পুলিস ঐ পত্রিকার প্রকাশকের উপর প্রেস অর্ডিন্যান্স অনুসারে এই মর্ম্মে নোটীশ দেয় যে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৫০০৲ টাকা আমানত করিতে হইবে। পেশোয়ার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে একখানি পত্র প্রকাশ করাই নাকি ইহার কারণ।

—o—

লণ্ডনের ২৪শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ ফুচু হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে এক বৃটিশ কন্সাল ও এক মার্কিণ কন্সাল ২৩ জন বৃটিশ ও ২১ জন মার্কিণ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারককে উদ্ধার করিয়াছেন। এই প্রচারকগণ একটী চীনা বিদ্রোহী সেনা বেষ্টিত স্থানে আটক পড়িয়াছিলেন গত রাত্রিতে তাঁহারা নিরাপদে ফুচুতে পৌছিয়াছেন।

—o—

রাগবীর ২৩শে জুলাইর খবরে প্রকাশ যে, সম্রাটের অনুমতি অনুসারে সেন্ট জেমস্ প্রাসাদে গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবে। অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছুদিন পূর্ব্বে পঞ্চশক্তি মিলিত হইয়া নৌ-বল হ্রাস সম্বন্ধে যে বৈঠক করিয়াছিলেন, তাহা সেন্ট জেমস প্রাসাদেই হইয়াছিল। সেই বৈঠকের উদ্বোধনসূচক অনুষ্ঠান সম্রাট একটি বক্তৃতা করিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই নবীন গোল টেবিল বৈঠকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান তিনি সম্পন্ন করিতে পারেন।

পাইকারী জুতার বৃহৎ আড়ৎ

আমরা কলিকাতার অন্যান্য দোকানদারের চেয়ে অতি অল্প লাভে, যাবতীয় জাপানী রবারের পামসু, কেম্বিশ. আগ্রা, চিনার জুতা, ঠনঠনের চটী স্যাণ্ডেল ইত্যাদি খুব সস্তাদরে বিক্রয় করি, বেপারীদিগের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সের খান এণ্ড কোং

১৪৬।৭ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

ই, বি, আর, টাইম্ টেবল

কলিকাতা

		ছাড়িবার সময়		পৌছিবার সময়
দার্জ্জিলিং মেল	বিঃ	৮টা ৫৪ মিঃ	সকাল	৭টা ৯মিঃ
আসাম	,, ,,	১,, ৩০ ,,	বিকাল	১টা ১৫মিঃ
চিটাগাং	,, সকাল	৭,, ৩৫ ,,	,,	৭,, ২৪ ,,
ঢাকা	,, বিকাল	১০,, ২৪ ,,	সকাল	৫ ,, ৩৯ ,,
বরিশাল এক্সপ্রেস	,,	২ ,, ৪০ ,,	,,	১০ ,, ৩৪ ,,
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার	,,	৭ ,, ০ ,,	,,	১০ .. ৪৪ ,,
সিরাজগঞ্জ	,,	৮ ,, ১৪ ,,	,,	৭ ,, ২৪ ,,
সান্তাহার	,,	৩ ,, ৩৪ ,,		....
সিলিগুড়ি	,,	৯ ,, ৫৪ ,,	,,	৬ ,, ৯ ,,
পার্ব্বতীপুর	সকাল	১১ ,, ১৪ ,,	,,	৪ ,, ১ ,,
কাটিহার	বিঃ	২ ,, ৫০ ,,	,,	৬ ,, ৫১ ,,
,,	,,	১০ ,, ৫৪ ,,	বিকাল	২ ,, ৫৪ ,,
আমনূরা	,,	১ ,, ৪ ,,	সকাল	৫ ,, ৪ ,,
খুলনা	,,	১ ,, ১৪ ,,	,,	৫ ,, ৪১ ,,
,,	সকাল	৫ ,, ৫ ,,	বিকাল	১০ ,, ৪ ,,
,,	,,	৯ ,, ৩০ ,,	,,	৪ ,, ১৯ ,,
দিল্লী এক্সপ্রেস (ভায়া ই, আই, আর)	বিকাল	১০ ,, ১৪ ,,	সকাল	৬ ,' ১৪ ,,
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল	১ ,, ৫৪ ,,	বিকাল	৬ .. ১ ,,

বিজ্ঞাপন

নূতন বাটী বিক্রয়

ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মওলবী মতলুব আহ্‌মদ চৌধুরী মরহুমের নব-নির্ম্মিত দ্বিতল বাড়ীখানি বিক্রয় হইবে। কড়েয়ায় একটি নূতন রাস্তার উত্তর পার্শ্বে সাহেবী কেতায় এই সুন্দর বাড়ীখানি অবস্থিত। কোনও মোসলমান বড়লোক এই বাড়ীখানি ক্রয় করিলে বড় ভাল হয়। অতি উৎকৃষ্ট হাওয়াদার বাড়ী। "আল্-মুস্‌লিম" আফিসে পত্র লিখুন। মাত্র দুই বৎসর হইল বাড়ীখানি নির্ম্মিত হইয়াছে।

রেজিষ্টার্ড
মদন মঞ্জরী
ফলপ্রদ মহৌষধ ক্ষুধাহীনতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধি করে ৪০বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲
নপুংসকত্বারী ঘৃত
বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব অল্পসময়ে দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা
রমণবিলাসিনী বটিকা
শক্তি ধারণ করিয়া সুখভোগের কাল বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটি কার মূল্য ১৲ একটাকা
রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী
১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

করোগেট ঢেউ টিন

ডবল ক্রাউন মার্কা

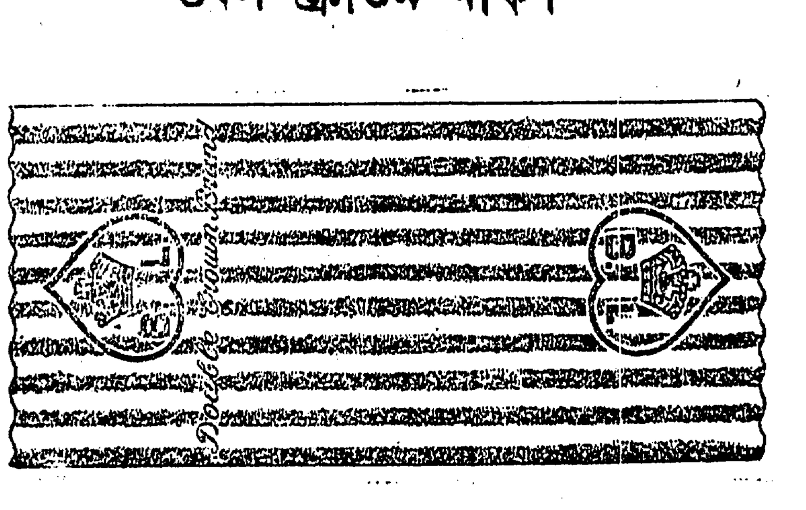

করোগেট ঢেউ টিন দীর্ঘকাল স্থায়ী কিসে? যে টিন উৎকৃষ্ট দস্তা দ্বারা উভয়রূপে হল (কলাই) করা হয় তাহাই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। বি, এল, ডবল ক্রাউন করোগেট টিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ষ্টীলের উপর উৎকৃষ্ট খাটি দস্তা মণ্ডিত (হল) করা হয়। একবার ব্যবহার করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

Balmer Lawrie & Co., Ltd.

১০৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫নং গ্রেহাম রোড, বোম্বে।

13/122

বাজার দর

—:o:—

পাট—

আমদানী ১৭,০০০৲ মণ রপ্তানী ২২,০০০৲ মজুত ২৪৩০০০৲ গত বর্ষে এই সময় মজুত ২৬৮০০০৲ মণ পাটের দর পাঁচ মণ পাকা গাঁইট ৬৸০ ও প্রতিমণ ৪ নং ৭।০, রিজেক্‌সন ৬।০।

সোণা, রূপা—

ইংলিশ বার	প্রতি ভরি	২২৵০
ট্যাকশালের বার	,, ,,	২২৷৵০
বড়ালের বার	,, ,,	২১৸৵০
চাঁনের পাত	,, ,,	২১৷০
গিনি	প্রতি খান্	১৩৸৵১০
চাঁদি	প্রতি ১০০ ভরি	৪৭৵০
ঐ খুচরা		৪৭৵০

ঘৃত—

শ্রী	...	...	৮০৲
মটকা	...	...	৭৬৲
ভারতী	...	...	৭৬৲
খুরজা	...	...	৭৪৲
সিকেন্দ্রাবাদী	...	...	৭৬৲
লক্ষ্মী	...	...	৭২৲
বাঁদা সাগর	...	...	৬৯৷০

তৈল—

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাটী (রাধা-কৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর		২০৷০
ঐ ১ মণের দর		২১৲
বিনোদ মার্কা ঐ		২১৷০
কানপুর টিন সমেত		২১৲—২২৲
ঘানির		২৫৲
নারিকেল তৈল		১৮৲—১৮৷০
রেড়ির তৈল		১৪৲—১৫৲

কেরোসিন তৈল—

আমেরিকান তৈল :—

বানর		৮৵০
ঐ টিন		৮৷৵০
হাতী ১ গ্যালন	দুই টীন	৬৷৵০

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং

২। বর্ম্মা তৈল :—

চক্র	৬৷৵০	দুই টীন
সূর্য্য	৬৷৵০	,,
তারা	৬৷৵০	,,
ভিক্টোরিয়া	৫৸৵০	,,
ছাগল	৫৷।১০	,,
মুর্গী ও চাবি	৫৸৵১০	,,

আটা, ময়দা, সুজী—

সর্ব্বোৎকৃষ্ট	৬৸৵০
গৃহস্থের	৬৵০
বি, আটা	৬৵০
এস নং ,,	৫৸০
২ নং ,,	৫৸৵০
৩ নং ,,	৫৲০
সুজী	৬৷৵০

মসলা—

লবণ ডিউটি সহ	১০০৲ মণ	১২৯৸৵০
হলুদি (মছলি পত্তন)		১০৷০
সুপারি (মাঝারি)		২৯৷০
ঐ বড়দানা (ঐ)		১৮৷০
ঐ ছোট		১৮৲
ঐ (জাহাজী)		১২৲—১৪৲
ধনিয়া		৫৲—৫৷০
গোল মরিচ (কানানোরী)		৩০৷০
লবঙ্গ	সের	১৷০
এলাচি (বড়)	মণ	২১৷০
ঐ (ছোট)	সের	৪৲
সাগুদানা	মণ	৮৷০
এরারুট		৮৷৵০
ধুনা (জাহাজী)		৬৷০—৭৲
ঐ (রেঙ্গুনী)		১২৷০
সুর্ম্মা		১৬৷০
দারুচিনি		১১৷০
কর্পূর		১২৭৲
মিছরি (১—২ নং)		৮৷০—৯৷০

চাউল—

পাটনাই আতপ	৬৷০—৬৷৵০
চিনিশকর	৮৵০—৮৷০
দাউদখানি	৮৲—৮৷০
বাকতুলসা	৬৷৵০—৭৵০
বালাম	৭৲০—৭৲
কাজলা	৪৸০—৫৷০
পাটনাই সিদ্ধ	৫৷।০—৫৸৵০
নাগরা	৪৸৵—৫৵০

সস্তার তিন অবস্থা
যদি জানেন ত

মার্কোজোন

লইবেন

কারণ হাইড্রোজেন পারোক্সাইডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট—মার্কোজোন।

ইহার পরিবর্ত্তে অন্য হাইড্রোজেন পারোক্সাইড লইবেন না দেখিয়া লইবেন উহাতে

MERCKOZONE

লেখা আছে কি না।

মার্কোজোন—সর্ব্বপ্রকার ক্ষত রোগে ব্যবহৃত হয়

মার্কোজোন—কুল্লি করিতে প্রয়োজন হয়

মার্কোজোন—ব্রণ মেছেতার অমোঘ ঔষধ

মার্কোজোন—নখের শুভ্রতা ও ঔজ্জ্বল্যদেয়

মার্কোজোন—জামা কাপড়ের দাগ তুলিতে অদ্বিতীয়

মার্কোজোন—হস্তি দন্তের দ্রব্যাদি পরিস্কার করে

মার্কোজোন পূর্ণ বীর্য ১২ মাত্রাযুক্ত হাইড্রোজেন পারোক্সাইড। ইহার বিশুদ্ধতা ও শক্তির জন্য আমরা দায়ী থাকি।

৪, ১০ ও ২০ আউন্স পেটেণ্ট বোতলে বিক্রয় হয়

সকল ডাক্তারখানায়ই পাওয়া যায়

কেবল মাত্র ই, মার্ক ডার্ম্মষ্টাড্ হেসি, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৪৭।২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা

এখানে জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। ২ বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস এবং তিন বৎসরে এইচ, এম, বি, উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩৲ টাকা।

ইহার সংলগ্ন ডিসপেন্সারিতে ৴৫, ৴১০ দরে ঔষধ এবং বাজার দরে অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। কলেজে নূতন আউট ডোর ডিসপেন্সারী খোলা হইয়াছে ও তাহা কলেজের সিনিয়ার ষ্টুডেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য—ডাক্তার এস খান, এম ডি, (আমেরিকান) ৪৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন। প্রাইভেট পরাক্ষা লওয়া হয়।

এ, হাই, এণ্ড কোং

'ক্রোম' ও উজ্জ্বল 'কীড্' প্রভৃতি উন্নত ধরণের চামড়া ও জুতার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম-বিক্রেতা এবং সাধারণ অর্ডার সরবরাহকারী।—উক্ত বিখ্যাত কোম্পানি মালের আমদানী রপ্তানী যথানিয়মে করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা গুদামে বহু জিনিস-পত্র সঞ্চিত রাখেন।

নিম্নলিখিত মালগুলিও বর্ত্তমানে কোম্পানির ভাণ্ডারে মৌজুদ রহিয়াছেঃ—

১। কাল, কটা ও খয়ের রঙের ক্রোম্ চর্ম্ম।
২। কাল, কটা ও খন-কটা রঙের উজ্জ্বল ছাগ-চর্ম্ম
৩। বিভিন্ন বর্ণের মখমল-চর্ম্ম।
৪। (ক্রোম্ ভেড়ার) 'বাফ্' চর্ম্ম।
৫। বাছুর ও ছুঁচের বার্ণিশ করা চর্ম্ম।
৬। মান্দ্রাজী ও কাবুলী ভেড়ার এবং মান্দ্রাজী গরুর চর্ম্ম।
৭। গো-মহিষের ক্রোম্ ও বার্ণিশ করা গোড়ালির চর্ম্ম।
৮। কাল ও কটা বর্ণের নানাবিধ প্যাটেণ্ট-চর্ম্ম
৯। বিভিন্ন রঙের 'সিউড' চর্ম্ম।

হেড্ অফিস :—৩৩।১, বেনেপুকুর রোড

ব্রাঞ্চ :—২৯।১ বেনেপুকুর রোড

কলিকাতা।

টেলি :—"আল্ কোর্সিন।"

দৈবপ্রাপ্ত
ধবল রোগের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন খোদার মর্জ্জিতে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। বহু পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসা পত্র আছে। মূল্য ২॥০ আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি
ম্যানেজার হানাফী
৫৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫ম বর্ষ আরম্ভ হইল

শরিয়তে এস্লাম

খৃষ্টানী-তিমির, শুভির কুহেলিকা, বেদয়াতি-জুলমৎ এবং উচ্ছৃঙ্খল তরুণের ভ্রান্ত-মতবাদ অবসানে করিয়া এসলামী জাতীয়তা ও শরিয়তের পূর্ণ প্রতিধ্বনি—"শরিয়তে-এস্লাম" গত পাঁচ বৎসর হইতে প্রতিমাসে সুনিয়মিত ভাবে সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতেছে। কোরআন, হাদীছ, তফছীর, ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞান এসলামী রীতি নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রকৃত উন্নতির অত্যন্ত প্রচারক—"শরিয়তে এস্লাম" পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ফুরফুরার মহামান্য জনাব পীর সাহেবের "অছীয়ৎ-নামা" এবং মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেব প্রমুখাৎ দেশমান্য আলেম বৃন্দের লেখনী নিঃসৃত অমৃতময়ী প্রবন্ধ সম্ভারে সজ্জিত হইয়া "শরিয়তে-এস্লাম" মোসলেম সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। অসত্যের তমসায় সত্যের চির-দীপ্ত মশাল—"শরিয়তে-এসলামের" সাহায্যে পথ দেখিয়া লউন। বার্ষিক মূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিতে ১৷৹ সিকা।

ম্যানেজার—শরিয়তে এস্লাম,
১৩নং গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট (চাঁদনী), কলিকাতা।

ডাঃ ওয়াই, এ, খাঁর
অমৃত মঞ্জরী

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, পেটের কামড়, পেটে ব্যথা, পেটে বায়ু জমা, বুকজ্বালা করা, অম্লশূল, পিত্তশূল, বায়ুশূল, লিভার ফোলা, লিভারে বেদনা, জ্বর, সূতিকা, গ্রহণী, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণজনিত মাথাধরা, অনিদ্রা, কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার অমৃত-মঞ্জরী নাম সার্থক কিনা বুঝিতে পারিবেন। বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য প্রতি শিশি ॥৹ আনা, ডজন ৫॥৹ আনা, মাঃ স্বতন্ত্র।

ভিগর

ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, স্বপ্নদোষ, মেহ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগের সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ। ইহা স্নায়ুমণ্ডলী সুদৃঢ় করিয়া জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্মরণশক্তি ও মেধা বৃদ্ধি করে। বাজীকরণে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। সুস্থ শরীরে নিয়মিত ব্যবহার করিলে শত শত নারী গমনেও দুর্ব্বলতা বোধ হয় না। যাহারা অনিয়মিত বীর্য্যক্ষয় করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন, অথবা মনের শত সহস্র বাসনা কামনা থাকা সত্ত্বেও বার্দ্ধক্য-জনিত তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছেন না তাহাদের নিকট আমাদের অনুরোধ ডাঃ ওয়াই, এ, খাঁর ভিগর ১ শিশি ব্যবহার করিয়া দেখুন। প্রথম দিন ব্যবহারেই ফল বুঝিতে পারিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৹, ৩ শিশি ৩৷৹ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

সিফিলিস কিওর

(গর্ম্মিঘায়ের সদ্য ফলপ্রদ মলম)

ইহা ব্যবহারে যে কোন প্রকারের ও বহুদিনের পুরাতন দূষিত গর্ম্মি হউক ৪ দিনে আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৹ আনা ৩ শিশি ৪৲, মাঃ স্বতন্ত্র।

ডেণ্টালীন

দাঁত ফোলা দাঁতে যন্ত্রণা হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্ত-রোগের অব্যর্থ মহৌষধ মূল্য প্রতি শিশি ৵৹ আনা ডজন ৬॥৹ মাঃ স্বতন্ত্র।

দক্রজয়ী ঃ—ইহাতে সর্ব্ববিধ দাদ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি কৌটা।৹ আনা, ৩ কৌটা ॥৵৹ আনা ডজন ২৲ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

ইচ্ছা ভেদী ঃ—ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিয়া ২।১ বার দাস্ত হয়। ইহাতে শরীরে দুর্ব্বলতা অথবা অন্য কোনপ্রকার গ্লানি উপস্থিত হইতে দেয় না। মূল্য প্রতি কৌটা ।৹ আনা। ডজন ৩॥৹ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

সোল এজেণ্ট—এস, ডি, খান এণ্ড ব্রাদার্স
মেডিসিন ষ্টকিষ্ট এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স
শোভাবাজার ষ্টোর—(খা) ১৫৫ অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমাদের হোমিওপ্যাথিক বিভাগে আমেরিকা হইতে আনীত টাট্কা ও খাঁটি ঔষধ ৴৫ ও ৴১০ ড্রাম বিক্রয় হয়। শিশি, কর্ক যাবতীয় ডাক্তারী বই ও যন্ত্র সর্ব্বদা মজুত থাকে। আশা করি মুসলমান ভাইয়েরা আমাদের এই আয়োজন ব্যর্থ হইতে দিবেন না।

ফরিদপুরের কেন্দ্রীয় খাদেমুল-ইন্‌সান্‌ সমিতির মুখপত্র

মোয়াজ্জিন

বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রাণ তরুণ মোসলেম সমাজের আদর্শ সাহিত্য পত্রিকা। "মোয়াজ্জিন" সাম্য, মৈত্রী ও প্রেম শান্তির সুমহান মিনারে দাঁড়াইয়া সমগ্র মানব জাতিকে মিলন ও মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছে। দেশের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ও কবিবৃন্দ মোয়াজ্জিনের নিয়মিত লেখক। দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ম্যানেজার—"মোয়াজ্জিন"—ফরিদপুর।

কয়েকটী অতুলনীয় মহৌষধ

১। "অর্শের গুটীকা" অর্শ রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ।
২। "শ্বেতকুষ্ঠ গুটিকা" শ্বেতকুষ্ঠের অদ্বিতীয়—
৩। "বিরেচক বটিকা" মৃদু বিরেচক ঔষধ।
প্রত্যেক কৌটার মূল্য

আনা

৪। "মনিমঞ্জন" দাঁত নিরাপদ রাখিতে ও দাঁতের পীড়া নষ্ট করিতে পরীক্ষিত।
৫। "মনিমলম" সর্ব্বপ্রকার দদ্রু রোগের মহৌষধ।
প্রতি কৌটার মূল্য

আনা

মানবের শরীর নষ্ট হয় কেন ও উহার উন্নতি করিবার উপদেশযুক্ত গ্রন্থ "কামশাস্ত্র" ঠিকানা সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়—২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শান্তি তৈল

যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

প্রাপ্তি স্থান :—

হাকিম মৌলবী মোহাম্মদ আলবাহার হোসায়ন,
ইউনানী মেডিকেল হল, পোঃ আটুরিয়া, ২৪ পরগণা।

Printed and Published by Fazlul Huq Selbersi at The Islamia Printing House, 47 Ripon Street, Calcutta.

আপনি কি ধাতু-সম্বন্ধীয় রোগে ভুগিতেছেন ?
তবে অবিলম্বে

ডাঃ উীনের সেক্স-ডিলাইট

ব্যবহার করুন

যাঁহাদের শুক্র জলবৎ তরল, ধারণা-শক্তি মাত্রই নাই, এজন্য যাঁহারা সহবাস সুখে বঞ্চিত যাঁহাদের প্রস্রাবের সহিত এমন কি বাহ্যে বসিয়া কোঁথ দিলে সরু সুতার ন্যায় শুক্র নির্গত হয় এবং সামান্য উত্তেজনায় বীর্য্যপাত হয়, যাঁহাদের পুরুষাঙ্গ দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া পড়ায় যাঁহারা স্ত্রীসহবাসে অক্ষম অথবা সহবাসের পুর্ব্বেই যাঁহাদের বীর্য্য-স্খলন হইয়া যায়, এজন্য যাঁহারা সদাই মনমরা, কার্য্যে স্ফূর্ত্তিহীন, তাঁহাদের পক্ষে এই মহৌষধ অমৃততুল্য। বৃথা আড়ম্বর করিতে চাহি না। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার আশ্চর্য্য ফল বুঝিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত ইহা সেবনে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বীর্য্যস্তম্ভন অর্থাৎ এমসাক হইয়া স্ত্রীর মনে আনন্দ দান করে। ইহা বৃদ্ধকেও যুবার ন্যায় ক্ষমতা দান করে। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা, ৩ শিশি ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। অর্ডারকালীন এই কাগজের নাম উল্লেখ করিবেন

প্রাপ্তিস্থান—দি গ্লোব লেবরেটরী
১১নং মার্কেট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিফলে ৫০৲ দণ্ড দিব

এ, বি সাহেবের জগদ্বিখ্যাত ও বহু প্রশংসিত এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী কৃত "কৃমিকুঠারী" ১ মাত্রা সেবনেই ১ ঘণ্টায় সর্ব্ব প্রকার কৃমি মলের সহিত বহির্গত হয় পৃথক জোলাপের দরকার করে না। প্রতি পুরিয়া ।০ আনা ডজন ২৲ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বহু এজেণ্ট আবশ্যক।

এ, বি, সাহেব এণ্ড কোং
হাতিবান্ধা—ময়মনসিংহ।

অদ্ভুত
রতি শক্তি
ফকিরী দ্রব্যগুণ ও মালিশ

বিফলে মূল্য নিশ্চয় ফেরৎ

চূর্ণ—ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক ইহাতে মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি দূর করিয়া জলের ন্যায় তরল শুক্র গাঢ় করে। এক পেকেট ১।০ আনা।

মালিশ—পুরুষত্বহীনতার অমোঘ অস্ত্র। ইহাতে শিথিল, খর্ব্ব ইন্দ্রিয় সতেজ সুদৃঢ় ও বৃদ্ধি হয়। মালিশ ১ শিশি ১৲ টাকা।

শাহী বটী ১ নং—ইহা মেধা স্মৃতি ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ও ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, অবসাদ প্রভৃতি দূর করিয়া অসীম শক্তি প্রদান করে ও রতি-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করে। ১ কৌটা ২৲।

এমচাক বটি ২ নং—ইহা সেবনে মুহূর্ত্তে শরীর উত্তেজিত হইয়া বহুক্ষণ ব্যাপী বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ১ কৌটা ১৲ টাকা।

হাকিম মৌলবী কাজী আফাজ উল্লা
২৬৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চিরজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া
গনোরিয়া
সাতদিনে আরোগ্য করা হয়
অনারোগ্যে মূল্য ফেরত
মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা
ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী
৩৩।৩, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, জানবাজার, কলিকাতা

শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক

শিবপুর মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য আই-এ বা ম্যাট্রিক পাশ একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর বালিকা দিগের আরবী, উর্দ্দু ও বাংলা উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ একজন ২য় শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী। ২৫শে জুলাইয়ের মধ্যে প্রশংসা পত্র সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

মুন্সী জামাল উদ্দিন মোল্লা
৪২১নং জি, টি, রোড, শিবপুর (হাওড়া)।

শিশু-সাহিত্যের ওস্তাদ শিল্পী
কবি শেখ মোঃ ইদ্রিস আলী-প্রণীত

শিশুদের মোস্তফা

যদি আপনি আপনার ছেলে-মেয়েদিগকে উন্নত করিতে চাহেন, জ্ঞানী, মানী ও বুদ্ধিমান দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের বুকের মধ্যে ধর্ম্মের মহা মানিক স্থাপন করিতে সাধ রাখেন, তবে মানুষের সেরা মানুষ, আল্লাহতায়ালার প্রিয় বন্ধু পয়গম্বরদিগের মাথার তাজ মহা নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মজতবা (সঃ) এর পুণ্যময় জীবন-কথা "শিশুদের মোস্তফা" পাঠ করিতে দিন। ইহার ভাষা কবিতার চেয়ে ও মধুর, ঘটনা বিবরণ গল্পের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, ভাবধারা যার-পর নাই পবিত্র, করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কেবল ছেলে-মেয়ে কেন, ইহা পড়িতে পড়িতে প্রবীণ প্রবীণা ও তন্ময় হইয়া পড়িবেন। হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) এর মাখনা খোদা-প্রেম উন্নত বাৎসল্য দেখিয়া নিজেকে ভুলিয়া যাইবেন। সেই সওয়াবে কাবেনাতর পূত জীবন-কথা জ্ঞাত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। মূল্যবান অ্যাণ্টিক পেপারে ছাপা ও সুন্দর বাঁধাই। মূল্য।০ আনা।

মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স
১৩৭ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্লীহারি

সেবনে যেরূপ জ্বররোগ্য ও চিকিৎসকের অসাধ্য কঠিন প্লীহা হউক না কেন, সারিবেই সারিবে মূল্য ২৲ টাকা বিফলে ফেরৎ দিব। রোগীর বয়স লিখুন মাশুল।৵০ মাহবুব এণ্ড কোং, (এস) পোঃ খিলগাঁও ঢাকা।

পয়গম্বর

বঙ্গবিখ্যাত খানবাহাদুর মরহুম মৌঃ তস্‌লিমুদ্দিন আহমদ বি, এল, এর শেষ মহান দান।

ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারক, ইসলাম সাম্রাজ্য সংস্থাপক এবং আদর্শ মানব হজরত মোহাম্মদের সম্পূর্ণ জীবন চরিত। কোরআন, তফসীর এবং হাদিস অবলম্বনে বহু নূতন বিষয়সহ ৫ খানি মনোমুগ্ধকর হাফটোন ছবিতে ভূষিত, উত্তম ছাপা ও বাঁধাই, মূল্য ১৷০ মাত্র।

হজরত ওমর (সৈয়দ আবুর রউফ)	॥০
সাহাবিয়া (খানবাহাদুর তসলিমুদ্দীন)	১৷০
প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা (ঐ ২য় সংস্করণ)	৷৵০
সম্রাট ছালাহ উদ্দীন (মৌঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল—সাদত কলেজ)	॥০
বাদশাহ বাবর (ঐ ঐ)	॥০
গুলদাস্তা (মিঃ ওয়াজেদ আলী, বার এট-ল)	১৲
তাপসী রাবেয়া (মৌঃ সৈয়দ এমদাদ আলী)	৷৵০
হাফেজা (ঐ ঐ)	৷০
ইসলাম ও বহুবিবাহ (কিদওয়াই ও আবুল কাদেরী)	॥০
ইসলাম ও পর্দ্দা (ঐ ঐ)	॥০

মোসলেম-পাকপ্রণালী

১ম ভাগ ১৷০ ২য় ভাগ ২৲

মোসলমানদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নত প্রণালীর পোলাও, কোর্ম্মা, কালিয়া, কোফ্‌তা, কাবাব, দো-পেয়াজা, বিরিয়ানী, হরণা, আশ, কবুলী, হালিম, হরিরা, খিচুড়ি, শিরমল, পারাঠা, বাকেরখানি, ক্ষীর, ফিরনি, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, আচার, চাটনী, মোরব্বা আদি শতশত প্রকার পাকশিক্ষার অদ্বিতীয় ও অমূল্য গ্রন্থ। উত্তম ছাপা ও উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী বাঁধাই

ইস্‌লামিয়া আর্ট প্রেস,
১৩৮ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা

=স্মরণ রাখিবেন=

ষ্টৌভারসোল—রক্তামশায়ের অব্যর্থ মহৌষধ
ষ্টৌভারসোল—সর্ব্বপ্রকার পেটের ব্যারামের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।
ষ্টৌভারসোল—পুনরাক্রমক জ্বরের সঞ্জীবনী সুধা।

অন্যান্য ঔষধের পরিবর্ত্তে এই 'ষ্টৌভারসোলই' কিনিবেন, কারণ ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ।

চিকিৎসকগণ অনুমোদন করেন যে—

"ষ্টৌ ভা র সো ল"———
STOVARSOL

গর্ম্মি (সিফিলিস) বা উপদংশজনিত বিষ দূর করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ।

মূল্য প্রতি বটিকা ৪ গ্রেণ হিসাবে ২৮ বটিকা পূর্ণ শিশি	৩৲
ঐ ১৪ বটিকা পূর্ণ শিশি	১৲
প্রতি বটিকা ½ অর্দ্ধ গ্রেণ হিসাবে ১০০ বটিকা পূর্ণ শিশি	২৲
প্রতি বটিকা ¼ গ্রেণ হিসাবে ২০০ বটিকা পূর্ণ শিশি	১৸০

লণ্ডনের মে, বেকার লিঃর ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত।
ভারতের এজেণ্টগণ:—মে, এণ্ড বেকার (ইণ্ডিয়া) লিঃ;
৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ও শাখাসমূহ।

টাকায় টাকা লাভ। রোগীর অশেষ উপকার। ব্যবসায়ীর চূড়ান্ত লাভ।

কেরামতী ঔষধালয়।

তাহিরপুর (বেঙ্গল)
স্থাপিত সন ১৩০০ সাল। ইং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ।

কলিকাতা, ঢাকা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় সহরের ন্যায় শুধু বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর ও হবির চাতুর্য্য নাই। বহু পরীক্ষিত ও সফলপ্রদ ইউনানী ও আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ বিশুদ্ধ ও শাস্ত্রমতে প্রস্তুত হয়। রোগের বিবরণ জানাইলে যত্নপূর্ব্বক ব্যবস্থা দেওয়া হয় ও চিঠিপত্রাদি গোপনে রাখা হয়। এজেণ্ট ও পাইকারকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়। ঔষধের মূল্য ছাড়াও ডাকমাশুল ও প্যাকিং আদি খরচ গ্রাহকের অতিরিক্ত লাগে। কিন্তু ঔষধের সমস্ত মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে যাবতীয় খরচ আমরাই বহন করি। আমাদের নিকট কোনরূপ প্রতারণা নাই। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

"আসল আবেহায়াত":—নিত্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বরোগনাশক ইউনানী মহৌষধ। ২৫ প্রকার রোগে হাতে হাতে ফল। অনুপানের কোন হাঙ্গামা নাই। 'মকরধ্বজ'ও ইহার নিকট হার মানিয়াছে। সেবনে বাঁধাধরা নিয়ম বা কষ্ট নাই। ইহা দীর্ঘ স্থায়ী ঔষধ। কচি শিশু, গর্ভবতী, বৃদ্ধ দুর্ব্বল সকলেই নিঃসন্দেহে সেবন করিতে পারে। মূল্য বড় শিশি ২৲ টাকা। ১২ শিশি ১৮৲ টাকা। ছোট শিশি ॥০ আনা। ১২ শিশি ৪॥০ টাকা।

"হোসেন সুধা":—সর্ব্বপ্রকার দাদ, কাউর, চুলকানী, পাঁচড়া, পামা পাকুই, আঁচার, যে কোন রকম ঘা, ইত্যাদি সকল রকম চর্ম্ম রোগেই বিনা জ্বালা যন্ত্রণায় দুইদিনে নিশ্চয় আরোগ্য। কাপড়ে দাগ লাগেনা বা কোন দুর্গন্ধ হয়না। মূল ১ প্যাক /০ এক আনা। ১২ প্যাক ॥০ আনা। ২৫ প্যাক ৸০ আনা। ১০০ প্যাক ৩৲ টাকা। এক হাজার ২৫৲ টাকা। উক্ত সমুদয় গুণযুক্ত 'সুধা মলম' ১ কৌটা ৵০ তিন আনা। ১২ কৌটা ১॥০ টাকা। ১০০ কৌটা ১০৲ টাকা।

"হব্বে আজম":—সর্ব্বপ্রকার নূতন, পুরাতন প্রমেহ, ধাতুদোষ, শুক্রক্ষীণতা, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাব, বহুমূত্র, ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রমেহ, পুরুষত্বহীনতা বা নামর্দ্দমী প্রভৃতি শীঘ্র আরোগ্য হয়। তিন দিনেই ফল বুঝা যায়। রোগ খুব কঠিন ও পুরাতন হইলেও তিন সপ্তাহের বেশী ঔষধ সেবন করিতে হয় না। ইহা অধিকন্তু উৎকৃষ্ট বাজীকরণ, রসায়ণ, শুক্রবৃদ্ধিকারক ও গাঢ়কারক এবং বীর্য্যস্তম্ভকারক। মূল্য (৩ সপ্তাহের ঔষধ) ১ শিশি ১০৲ টাকা স্থলে ২॥০ আড়াই টাকা। ১২ শিশি ২৫৲ টাকা।

"ইউনানী যৌবনবাহার তৈল":—সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগের মহাসুগন্ধি কেশ তৈল ইহা দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ, শ্লেষ্মা, সান্নিক, সান্নিপাত ইত্যাদি যে কোন কারণে উৎপন্ন মাথার বোধ অল্প সময়ে আরোগ্য হয়। চুলউঠা, মরামাস, খুস্কী, অকালে চুল পাকা, টাক প্রভৃতি ভাল হয়। বাজারে ইহার মত পরম উপকারী তৈল একটীও নাই বলিলেই হয়। মাথায় লাগান মাত্র আরাম মিলে। ইহা একাধারে ঔষধ ও সৌখীন বিলাস সামগ্রী। মূল্য বড় শিশি ১৲ টাকা। ১২ শিশি ৯৲ টাকা। ছোট শিশি ॥০ আনা। ১২ শিশি ৫৲ টাকা।

যাবতীয় চক্ষুরোগের মহৌষধ 'সুরমা সামিরা' ১ শিশি ৵০ দুই আনা। ১২ শিশি ১৷০ আনা

হোব্বেসাফা:—নূতন বা পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ। ১ বড়ীতেই জ্বর যায়। জ্বর খুব কঠিন ও পুরাতন হইলেও ৩ বড়ীর বেশী একটা রোগীর লাগেনা। ইহাতে কুইনাইন নাই। জ্বরে পৃথক জোলাপ দিতে হয়না। এই ঔষধেই দাস্ত খোলাসা হইয়া জ্বর যায়। সেবনে কষ্ট নাই। কারণ, ঔষধের কোনই স্বাদ নাই। মূল্য ১ বড়ী /০ এক আনা। ২৫ বড়ী ৸০ আনা, ১০০ বড়ী ২॥০ টাকা। এক হাজার ২০৲ টাকা।

'মহাশক্তি':—নূতন, পুরাতন সর্ব্বপ্রকার বাত ও বেদনার মহৌষধ। একবার লাগান মাত্র আরাম বুঝা যায়। মূল্য ১ শিশি ৷৵০ আনা ১২ শিশি ৫৲ টাকা।

TO LET

পরিচালক—হাফেজ মোহাম্মদ ফাজেল

Registered No. C-1685

মৌলবী শেখ ফজলুল করিম সাহিত্যবিশারদ, নীতিভূষণ-প্রণীত

রাজর্ষি এবরাহিম

সম্পূর্ণ নূতন—অনাস্বাদিত—অশ্রুত চমকপ্রদ তাপস জীবনী। রাজর্ষি এবরাহিম আদহমের অলৌকিক জীবন-কথা পাঠে পুলকিত ও বিস্ময়াপ্লুত হউন জীবন সার্থক হইবে। স্বর্ণাঙ্কিত রেশমী বাঁধা মূল্য ১॥০ টাকা।

ইসলামিক পাবলিশিং হাউস—
১৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অল্প বয়সে চুল উঠা,—
অল্প বয়সে চুল পাকা
নিবারণ করিতে কবিরাজ
দাশরথি কবিরত্নের
কেতকীকুসুম তৈল

মূল্য ১ শিশি ১৲ এক টাকা মাশুল ।০ আনা, তিন শিশি ২॥০ টাকা মাশুল ৸০ আনা।

কবিরাজ—শ্রীদাশরথি কবিরত্ন
২ নং হীর লেন, পোঃ হাটখোলা, কলিকাতা।

আফিস—
৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

আল-মুসলিম

'AL-MUSLIM
47, Ripon Street,
CALCUTTA.

জাতীয় সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

বার্ষিক মূল্য ভারতে ২॥০ ও বিদেশে ৫৲ টাকা	সম্পাদক—ফযলুল হক সেলবর্সী	প্রতি সংখ্যা ১৫ তিন পয়সা মাত্র

২য় বর্ষ	২৩শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১৩৩৭ সাল ; ৮ই আগষ্ট, ১৯৩০ ইং ; ১৩ই রবি আউ. ১৩৪৯ হিজরী	২৮শ সংখ্যা

LIFETIME GUARANTEE
WORLDS' GREATEST
GENUINE
ACCURATE

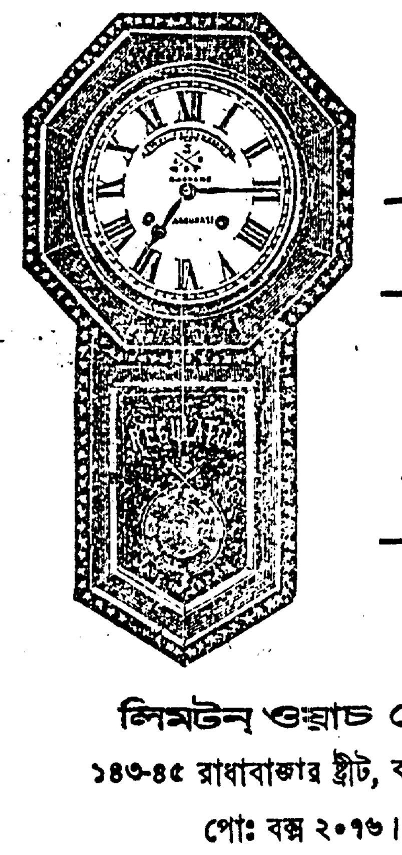

৮ ইঞ্চি ডায়েল ১৪৲ ১০ ইঞ্চি ডায়েল ১৭৲

মফঃস্বলের অর্ডারের সহিত অন্ততঃ ৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইবেন এবং রেলওয়ে ষ্টেশন ও নাম ঠিকানা স্পষ্টভাবে লিখিবেন।

লিমটন ওয়াচ কোং
১৪৩-৪৫ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পোঃ বক্স ২০৭৬।

LIMTON WATCH Co.
143-45 Radhabazar Street, Calcutta.
POST BOX 2076.

পিত্তশূল বেদনার অব্যর্থ মহৌষধ।

হাজী আহ্‌মদ্ আলী সাহেবের

শূলসুধা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রীকৃত নং ১৪৭০

পিত্তশূল, অম্লশূল, কলিজা দরদ ও কোষ্ঠবদ্ধতা জনিত পেটের বেদনায় "শূলসুধা" সেবন করিয়া চিরকালের জন্য রোগমুক্ত হউন সপ্তাহ সেবনে বেদনা আরোগ্য হয়। পক্ষকাল সেবনে শরীরে নবশক্তি ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। আর পুনরাক্রমণ করে না।

মূল্য বড় কৌটা ১৸৶০, ছোট ৸০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

জীবন-সুধা

যৌবনোচিত স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাইয়া যাহারা হতাশে ম্রিয়মান হইয়াছেন, খুজলী, পাঁচড়া, রক্তদুষ্টি ও কুৎসিত রোগে ভুগিয়া যাহারা জীবনের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন তাহারা অবিলম্বে "জীবনসুধা" সেবন করুন। অচিরে রোগমুক্ত হইয়া শরীরে নব রক্তকণার আধিক্যে গণ্ডদেশ লাল আভা ধারণ করিবে। ফলতঃ ইহা অমোঘ শক্তিশালী টনিক ও সর্ব্বোত্তম সালসা। মূল্য বড় বোতল ৸০ টাকা ও ছোট বোতল ২৸০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

ডাঃ জে, আহ্‌মদ্ এস, এ, এস
শূলসুধা ঔষধালয়
পোঃ রমনা, ঢাকা।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে সুন্দর ক্যাটালগ পাঠান হয়

পঞ্চাশ বৎসরেও যুবা!

কেন হইবে না? ইহা কেবলমাত্র স্নায়ু ও শিরার উপর নির্ভর করে। উত্তম লোহিত রক্তবিন্দু পেশীসমূহে আহার সরবরাহ করে অথচ শিরাগুলিকে প্রশস্ত করে না।

যদি আপনি নিজকে বৃদ্ধ মনে করেন বা শীঘ্র ক্লান্তি বোধ করেন ইহার কারণ আছে। আপনার রক্তকে পুনঃ[illegible] করা আবশ্যক।

আপনি দিনকতক 'আয়রণ জেলয়েডস্' ব্যবহার করুন

ইহা আপনার মত অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা ব্যবহার করিলে আপনি সুন্দর স্বাস্থ্যলাভ করিবেন, আপনার গতি সহজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে, আপনার ধমনীতে রক্তকণাগুলি সতেজে প্রবাহিত হইবে। এবং পেশীসমূহ সুদৃঢ় হইবে। ইহা দ্বারা আপনি জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

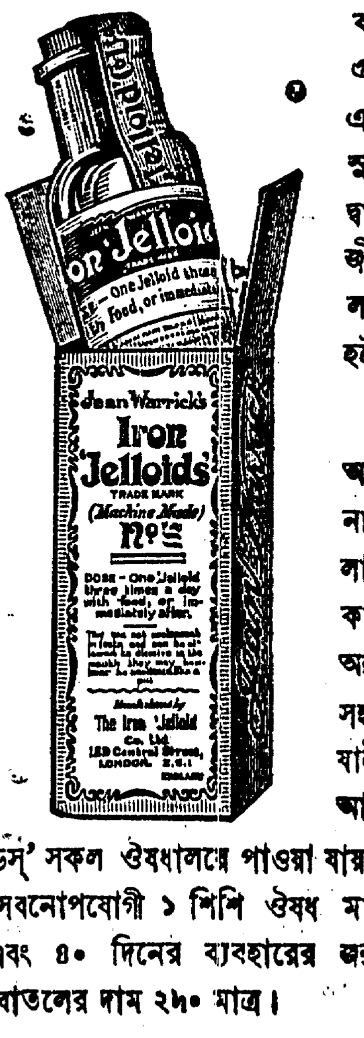

ক্ষীণ রক্তকণা আশাপ্রদ ফলদের না। উত্তম রক্তলাভ করিতে চেষ্টা করুন। ইহা অতি অল্পদামে এবং সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। আয়রণ, জেলয়েডস্ সকল ঔষধালয়ে পাওয়া যায়। ১৪ দিনের সেবনোপযোগী ১ শিশি ঔষধ মাত্র ১৲ টাকা এবং ৪০ দিনের ব্যবহারের জন্য পুরা একটি বোতলের দাম ২৸০ মাত্র।

২এনং 'আয়রণ জেলয়েডস্' লইবেন।

পাইকারী জুতার বৃহৎ আড়ৎ

আমরা কলিকাতার অন্যান্য দোকানদারের চেয়ে অতি অল্প লাভে, যাবতীয় জাপানী রবারের পামসু, কেম্বিশ, আগ্রা, চিনার জুতা, ঠনঠনের চটী প্রভৃতি ইত্যাদি খুব সস্তাদরে বিক্রয় করি, বেপারীদিগের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সের খান এণ্ড কোং
১৪৩৭ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শুভ সংবাদ

সকল প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ, ট্রেডমার্ক, লেবেল ইত্যাদি গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করাতে হইলে ও নানাবিধ ব্লক, রবার ষ্ট্যাম্প, পিতলের শীল ইত্যাদি আবশ্যক হইলে দি ষ্টার কমার্শিয়াল এজেন্সী ১০ নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

যক্ষ্মা ও হাঁপানি—রোগে কেহ হতাশ হইবেন না। রেজেষ্টারীকৃত ডাক্তারের মৃত রাজকুমারের পুনর্জীবনদাতা বাবা ধর্ম্মদাস নাগা প্রদত্ত "ক্রমোত্তাইনা" সেবনে সহস্র সহস্র হাঁপানিও যক্ষ্মা (থাইসিস) রোগী আরোগ্য হইতেছে। এক দিনেই উপশম। ফলের জন্য গ্যারাণ্টি। ১ শিশি ২॥০ টাকা।
ডব্লিউ ডাই এণ্ড কোং। পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

জনাব মওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী প্রণীত গ্রন্থাবলী

৫। আনওয়ারুল মাসায়েল :—ইহাতে মোছলমানের অবশ্য প্রয়োজনীয়, নিত্য-পালনীয় ঈমান, নামাজ প্রভৃতি বিষয়ের বিবিধ মছলাসমূহ আছে। ৸০ দশ আনা।

৬। ঐ দ্বিতীয় ভাগ :—ইহাতে রোজা, হেৎরা হজ্জ, জাকাত, কোরবাণী, জবেহ, দুগ্ধ পান ইত্যাদি বহু বিষয়ের মসলা মাসায়েল আছে। ৷৵০ ছয় আনা।

৭। তাবিজের কেতাব :—অজস্র তাবিজ, দোওয়া, তদবির ইহাতে আছে। ইহা পাঁচ খণ্ডে শেষ হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড ৷৵০ ছয় আনা।

৮। খোৎবাত :—মূল আরবী, খোৎবাসমূহ ও তাহার সঠিক বঙ্গানুবাদ। ৷৵০ সাত আনা।

৯। জাতীয় কল্যাণ :—সুমধুর কবিতা-পুস্তক। জাতির উন্নতি, অবনতি, অতীত-স্মৃতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ উদ্দীপনাময়ী কবিতায় লিখিত। মূল্য ।০ চারি আনা।

১০। ধুমপানের অপকারিতা :—ধুমপান নিষিদ্ধ হইবার শাস্ত্রীয় দলীল ও ডাক্তারী মতসমূহ। ৵০ দুই আনা।

কৃষকের উন্নতি ও দুঃখ দুর্দশার প্রতীকার :—কৃষকের বুক ফাটা দুঃখের কাহিনী শুনিয়া যদি দুফোটা অশ্রু ফেলিতে চান—তবে ইহা পাঠ করুন। মূল্য ৷০ আট আনা মাত্র।

হামিদীয়া লাইব্রেরী
হামিদপুর, পোঃ কলারোয়া, খুলনা

সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যের বিনিময়ে

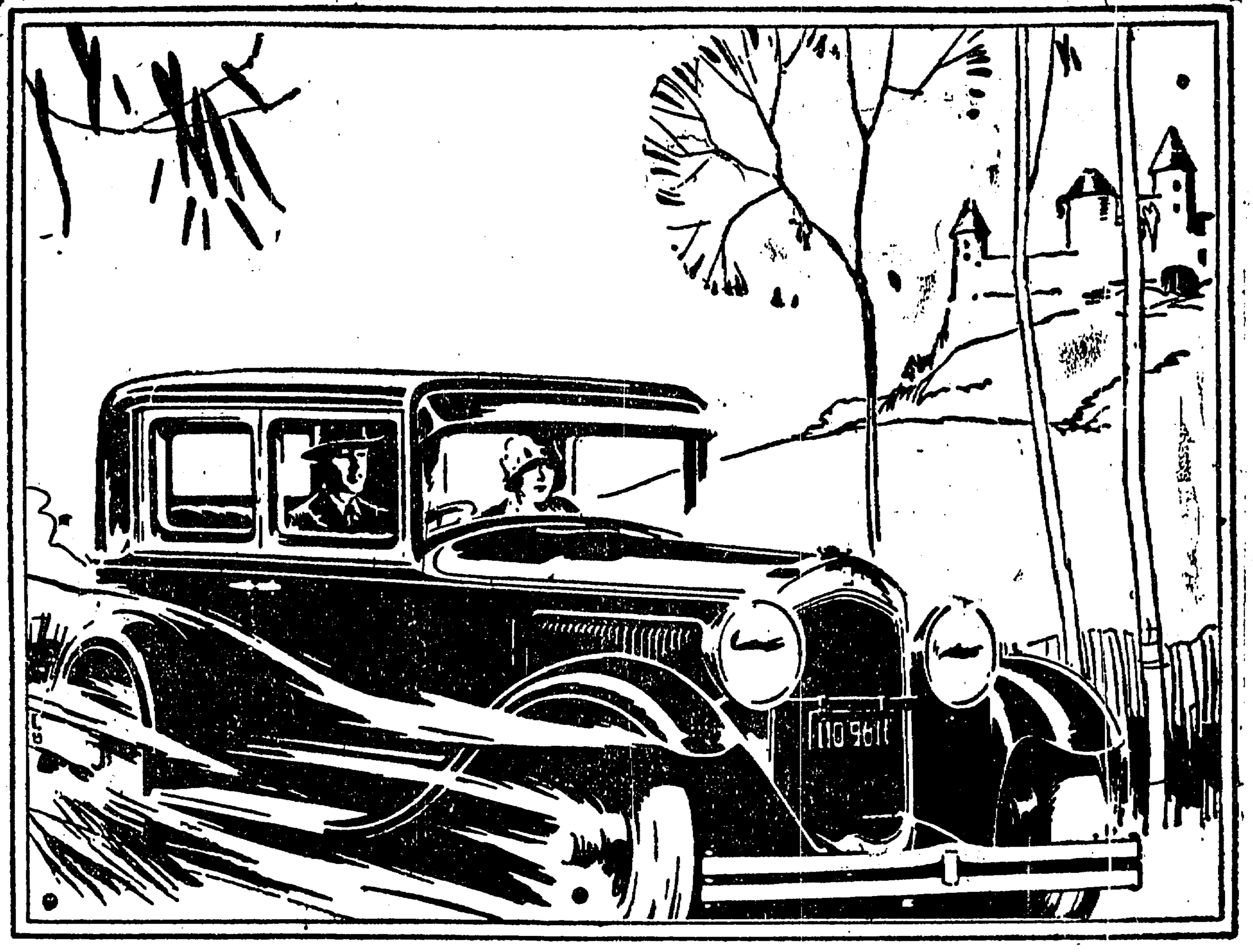

আপনার পুরাণ গাড়ী উপযুক্ত মূল্যে লইয়া নূতন গাড়ী মাসিক কিস্তিতে দেওয়ার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

"হুইপেট" সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ পৌছান মূল্য—টুরিং কার ২,৬৯৫, টাকা, রোডস্টার ২,৮৯৫, সৌডন ৩,৩৫০,

কেবল তাহাই নহে, ইহা এমন সুকৌশলে প্রস্তুত যে, অঙ্গুলীর মৃদু চাপে মুহূর্ত্তে থামান ও চালান যায়।

ক্যাপ্টেন ই, জে হপার ... শিলং
জি, মোল্লা এণ্ড সন্স ... নওগাঁও
যতীন্দ্রনাথ জানা ... কন্টাই, মেদিনীপুর
সুখা সিং ... ... গয়ারকাটা, জলপাইগুড়ি
নির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ এণ্ড সন্স ...... ভোলা
এম, এ, খালেক এণ্ড সন্স ... আন্দরকিল্লা চট্টগ্রাম।
জি, শর্ম্মা ... মৌলবী বাজার দক্ষিণ শ্রীহট্ট।

G. McKENZIE and Company (1919) Ltd.

ডি, সি, মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স ... মালদহ
মৈত্র এণ্ড কোং ... ... রংপুর
ফেভারিট মটর হাউস ... ফরিদপুর
কমলা মটর ওয়ার্কস্ ... কিশোরগঞ্জ
ব্রিটিশ মটর ট্র্যান্সপোর্ট ... দার্জ্জিলিং।
যশোহর মটর ইণ্ডাষ্টি ওয়ার্কস্ ... যশোহর।

প্রদর্শনী-গৃহ (শো রুম) ১৮এ, পার্ক ষ্ট্রীট,
অফিস্ ও কারখানা ২০৮ লে ্রর সার্কুলার রোড্, কলিকাতা।

কারী মোহাঃ আবদুল জব্বার প্রণীত

বেহেশ্‌তের সোপান

ইহকালে সুখ-শান্তি এবং পরকালে বেহেশ্‌ত যাহাদের কাম্য এই পুস্তক খানা তাহাদের প্রত্যেকেরই পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কোরান-হাদিছ অবলম্বনে লিখিত এ ধরণের পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় আর নাই। মূল্য ১, টাকা মাত্র।

কারীউল-কোরান

ঘরে বসিয়া নিজে২ ছহি কোরান পাঠ বা কেরাৎ শিখিয়া কারী হইতে চাহিলে এই পুস্তক খানা পড়ুন। বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তরে লিখিত। ডিরেক্টর কর্ত্তৃক প্রাইজ লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত। মূল্য ।০ আনা মাত্র।

ঠিকানা :—
কারী এম, এ, জব্বার,
নূর মঞ্জিল পোঃ মধ্যনগর, ঢাকা।

ইস্‌লামীয়া লোহার আড়ৎ

লোহার গুদাম ৭০ নং হরিমোহন বসু রোড, হাওড়া। **দর** টেলিফোন নং বড়বাজার ২০৭৩ Tele.—Iron Sarif Cal.

অন্যান্য লৌহ বিক্রেতা অপেক্ষা মফঃস্বলবাসীর সুবিধার জন্য ইমারতের যাবতীয় লৌহ সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকে। বিলাতী, জার্ম্মাণী ও টাটা হইতে—

লোহার কড়ি, বরগা, এঙ্গেল, চেউটিন, প্লেনটিন

পাটি, গায়ে, বল্টু ও স্ক্রু আমদানী করিয়া থাকি ঢালাই পিপার, রেলিং ব্রাকেট আর্ক, রেন পাইপ, ফিটিংস ইত্যাদি প্রস্তুত করি। অর্ডারের সহিত সিকি মূল্য অগ্রিম পাঠাইলে তিন দিনের মধ্যে অতি যত্ন সহকারে জিনিষ সরবরাহ করি

শরীফ এণ্ড ফ্রেণ্ডস—৬৭।৪ নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

যাবতীয় ধাতু দৌর্ব্বল্য ও অম্ল-অজীর্ণে—

জীবনশক্তি

মূল্য ২, টাকা
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

ইহা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে দেহে বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহিত করে এবং প্রাণে নূতন স্ফূর্তি আনয়ন করতঃ দীর্ঘকাল রতিশক্তি রক্ষায় সহায়তা করে। নিয়মিত ৩ শিশি সেবন করিলে মানুষকে কন্দর্প সদৃশ রূপবান করে। বিনামূল্যে ক্যাটালগ পাঠানো হয়।
প্রস্তুতকারক—ইণ্ডিয়ান ফার্ম্মেসী, ১০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ও বিনা মাশুলে

মোছলমান সমাজে শিল্প ও ব্যবসার বহুল প্রচার কল্পে "কাজের কথা" নামক অভিনব পুস্তক বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে। দুই জন মাছল্লেরে এমামের নাম গ্রাম, পোষ্টাফিস ও জেলার উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলেই বিনামূল্যে একখানি পুস্তক পাঠান হয়। আজই পত্র লিখুন।

হামিদীয়া লাইব্রেরী,—
পোঃ কলারোয়া, খুলনা।

স্বর্ণ ঘটিত
ধাতুপুষ্টি সালসা

গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রেজেষ্টারীকৃত

এই সালসার এত আদর কেন? ইহা সকল সময় এবং সকল ঋতুতে সেবনীয়। অনেক বড় বড় ডাক্তারদের চেষ্টায় এই সালসা প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে এক সঙ্গে দুই রকম ঔষধ মিশান হইয়াছে—রক্তপুষ্টি ও ধাতুপুষ্টি। যদি গর্ম্মি, পারা বা পুঞ্জ ধাতুর বিষ শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহা সমূলে ধ্বংস করিয়া রক্তকে জবাফুলের ন্যায় লাল করিবে। আর যাহাদের কোনরূপ বিষ শরীরের ভিতর নাই অথচ ধাতু দুর্ব্বল ও জলের ন্যায় তরল—কিছুদিন এই সালসা সেবন করিলে তাহা মাখনের মত গাঢ় করিবে। এবং ধাতু-দৌর্ব্বল্য, প্রমেহ, মেহ ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় ধাতু-রোগ আরোগ্য করিয়া মনে এক অভিনব আনন্দ আনিয়া দিবে। মূল্য প্রতি বোতল ২৸০ দুই টাকা বার আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা জীবন-দায়িনী।

ঠিকানা—**চৌধুরী ফার্ম্মেসী**
৩৩।২, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"তিন বড়ীতে জ্বর পালায়" রেজেষ্ট্রী "নূতন বড়ী" কর্ম্ম দেশব্যাপি ম্যালেরিয়ার যম।

পথ্যের বিচার নাই। জ্বর-আরাম হইলে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি কৌটা ৮০ বার আনা ৩ কৌটা ২, ডাকমাশুল ।৶০ আনা।

ডাঃ এস আহমদ এণ্ড কোং
দি মোসলেম মেডিকেল হল
শালবাড়ী, পোঃ মহেশপুর, রাজসাহী

সৈয়দানী হাফেজা খাতুন ও বঙ্গ-বিখ্যাত সাহিত্যরথী মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রণীত

মোস্‌লেম-পাকপ্রণালী

দ্বিতীয় ভাগ।

সত্বরে গ্রহণ করিয়া রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা করুন।

যে মোস্‌লেম-পাক প্রণালী ২য় ভাগের জন্য গ্রাহক ও পাঠকগণ উৎগ্রীব হইয়া আশা-পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, উহা অতি বৃহৎ—৪২০ পৃষ্ঠা আকারে বাহির হইল। এই খণ্ডে ২য় অধ্যায় হইতে পরিশিষ্ট সহ ২২টি অধ্যায়ে কত অসংখ্য প্রকারের পাক-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এই সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন পাঠে তাহা অবগত হইতে পারিবেন। এই গ্রন্থোল্লিখিত ২০৩টি উচ্চ শ্রেণীর জিনিষ যথা-নিয়মে পাক করিতে পারিলে পুস্তকের মূল্য উসুল হইয়া যাইবে। ২য় অধ্যায়—খমির প্রকরণ ৫ প্রকার, ৩য় অধ্যায় রুটি, বাকরখানি, শিরমাল ও কুলিচাঃ প্রকরণ ৮৮ প্রকার, ৪র্থ অধ্যায় পরাটা প্রকরণ ১২ প্রকার, ৫ম অধ্যায় ছমুছাঃ প্রকরণ ১৬ প্রকার, ৬ষ্ঠ অধ্যায় পুরি প্রকরণ ২৫ প্রকার, ৭ম অধ্যায় তরকারী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, অষ্টম অধ্যায় ছালন প্রকরণ, ৫০ প্রকার, ৯ম অধ্যায় ভাজা-ভাজি ও পাক প্রকরণ, ১৮ প্রকার, ১০ম অধ্যায় বড়ি-বড়া কুলুরি প্রকরণ, ২২ প্রকার, একাদশ অধ্যায় এর্‌নি প্রকরণ, ১১ প্রকার, ১২শ অধ্যায় দাল প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৩শ অধ্যায় ক্ষীর, ফিরনী ও ফালুদা প্রকরণ, ২৩ প্রকার, ১৪শ অধ্যায় গুলগুলাঃ প্রকরণ; ১০ প্রকার, ১৫শ অধ্যায় হালুয়া প্রকরণ ৭ প্রকার, ১৬শ অধ্যায় মরব্বা ও মলিদাঃ প্রকরণ, ৩ প্রকার, ১৭শ অধ্যায় মিঠাই প্রকরণ, ৫৮ প্রকার, ১৮শ অধ্যায় মালাই, দৈ, মাখন, ঘৃত, মালাই প্রকরণ, ৯ প্রকার, ১৯শ অধ্যায় চাটনী প্রকরণ, ১৭ প্রকার, ২০শ অধ্যায় রোব। জেলি প্রকরণ, ৩ প্রকার, ২১শ অধ্যায় আচার প্রকরণ ৪৮ প্রকার, ২২শ অধ্যায় বিবিধ প্রকরণ ২৭ প্রকার, পরিশিষ্ট বা ২৩শ অধ্যায় মোরব্বা প্রকরণ, ১৫ প্রকার।

বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রশংসিত ও সাদরে গৃহীত, সুন্দর উৎকৃষ্ট কাগজে সুন্দর বিলাতি বাঁধাই মূল্য ২, দুই টাকা মাত্র, ভিঃ পিঃ ডাকে ২।৶০।

প্রাপ্তিস্থান—ইস্‌লামীয় আর্ট প্রেস, ১৩৮ নং করেয়া রোড ও আল্-মুস্‌লিম বুক ডিপো, ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সিদ্দিকিয়া লাইব্রেরীর
কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক

বঙ্গানুবাদ শরহে-বেকায়া ১২ খণ্ড (একত্রে)	৯
ঐ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম খণ্ড (একত্রে)	৪॥০
বাহরুল ওলুম তরজমা সিদ্দিকুল মহারেল	৫
মৌলুদে সিদ্দিকুল ওয়ায়েজিন ১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড	১৸০
উর্দ্দু হইতে বঙ্গানুবাদ খোলাছাতল মছায়েল	৯
বাংলা তরজমা আরবি পাঞ্জসুরা ২০৪ পৃষ্ঠা	১,
কোরাণেতোল্ কোরআন (বিয়াতলকারি চিত্রসহ)	৷০
বিশুদ্ধ গোলেবকাওলী ৷০ বিশুদ্ধহাতেম তাই	৸০
মহামান্য মহাবীর হজরত আলির জীবনী ১ম ২য়	১॥০
পঞ্চাশ বাগাম চারিয়ারী কাছাছল আম্বিয়াপাক	২॥০
পঞ্চাশ বাগাম আলেফ লায়লার কেচ্ছা পাক	২॥০
চৌধুরী কন্যা উপন্যাস	১৷০
মহাসমাধির কঠোর শাস্ত	১৷০
প্রণয়সিন্ধু বা আয়াজবীর	৸০
এসলামী দায় ভাগ	৶০
রদ্দে তাজিয়া	।৶০

হাজি আফাজদ্দিন-আহমদ,
৩৩।২ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিনামূল্যে ও বিনামা .লে

চিঠি লিখিলে "দেহতত্ত্ব" নামক বই পাঠান হয় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ফুরাইয়া গেলে আর পাইবেন না। অদ্যই পত্র লিখুন। **ভারত লেবরেটারী** পোষ্ট বক্স নং ৯০০১ কলিকাতা।

কর্ম্মখালি

আসামের একটী পুরাতন চা বাগানের অংশ বিক্রয় করিবার জন্য কর্ম্মঠ এজেণ্ট আবশ্যক। উচ্চ হারে কমিশন ও বেতন দেওয়া হয়। ইণ্ডিয়ান টী এণ্ড ইন্‌ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড, ১০নং কমিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আল্-মুস্লিম

শুক্রবার, ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৩৭ সাল।

সম্পাদকীয়

বিদায়।—শ্রাবনের এই অবিশ্রান্ত বাদল ধারার মধ্য দিয়া সমগ্র মুস্লিম জাহানে আজ যে ক্ষণিক আনন্দোৎসবের বিজয় বৈজয়ন্তী ও দুর্দ্দম জাতীয় দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে—শেষ-নবী হযরত মোহম্মদের (সঃ) পবিত্র জন্ম দিন উপলক্ষ করিয়া নিখিল বিশ্বে যে মহা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি মৌলুদ মহফেল অনুষ্ঠিত হইয়া যে মহোৎসব সম্পন্ন হইতেছে, তাহারই লক্ষ্য করিয়া 'আল্-মুস্লিম'কে বিশ্রাম দিবার জন্ত আগামী ৩০শে শ্রাবণ 'আল্-মুস্লিমের' সকল বিভাগ বন্ধ থাকিবে। খোদার ফযলে কঠোর সাধনা, নবীন উদ্যম ও প্রাণভরা আবেগ লইয়া আগামী ৬ই ভাদ্র হইতে উহা আবার যথারীতি সমাজের খেদমতে হাযির হইবে।

সিদ্ধির পথে।—এই প্রসঙ্গে আমরা 'আল্-মুসলিমে'র সহৃদয় গ্রাহক অনুগ্রাহক, পাঠক পাঠিকাগণের খেদমতে কয়েকটী কথা বলিয়া রাখা নিতান্তই প্রয়োজন মনে করি। আজ সুদীর্ঘ দুইটী বৎসর নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া সমাজের একনিষ্ঠ খাদেম 'আল্ মুসলিম' যেরূপ ভাবে জাতি ও সমাজের খেদমত করিয়া আসিতেছে—শত্রুর সুতীক্ষ্ণ খাঁড়া অম্লান বদনে অবহেলা করিয়া কংগ্রেসীয় ধোকাজাল হইতে যে প্রকারে 'আল-মুসলিম' সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সত্যের বিমল পথের সন্ধান বাত্লাইয়া দিতেছে এবং ধীরে ধীরে ইহা যেরূপ সমাজের প্রত্যেক শিক্ষিত নর নারীর মধ্যে ক্রমশঃ আদর আপ্যায়ন লাভে সমর্থ হইতেছে, তজ্জন্য পরম সিদ্ধি-দাতা খোদা তায়ালাকে অজস্র সজুদ ও অসংখ্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না।

আত্ম-কথা।—কিন্তু তাহা হইলেও নানা অপ্রতিহত কারণে আমরা 'আল-মুসলিমকে' মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি না বলিয়া অতীব দুঃখিত ও মর্ম্মাহত। আমাদের প্রধান সম্পাদক মওলভী ফযলুল হক সেলবর্সী সাহেব শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আজ কয়েক সপ্তাহ পল্লীর উন্মুক্ত বাতাসে ভ্রমণের জন্য গিয়াছেন, বলিয়া কাগজের সম্পাদনার দিক দিয়া যে নানা ভুল ত্রুটী হইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য, ভরসা করি সহৃদয় পাঠক পাঠিকা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী ক্ষমা করিয়া সমাজের এই একনিষ্ঠ খাদেম "আল্-মুসলিম"কে পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতির চক্ষে দেখিবেন। খোদার মরযী হইলে অবকাশের পর আমরা আত্ম-সংশোধিত বেশে সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইব।

জাতির প্রাণ।—সংবাদ-পত্র জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতির মধ্যে যত অধিক সংখ্যক সংবাদ-পত্রের প্রচলন ও আদর আছে, সে জাতি ততোধিক উন্নত ও শক্তিশালী। বিশেষতঃ আজ এই কূট রাজ-নীতি আন্দোলনের যুগে সংবাদ পত্র ত জাতির জীবন কাঠি ও মরণ কাঠি! সুতীক্ষ্ণ শাণিত কৃপাণ অপেক্ষা লেখনীর শক্তি যে কতদূর বেশী তাহা বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। জাতির জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের অসাড় প্রাণে কর্ত্তব্যের সাড়া জাগাইয়া তুলিতে—নানা কুরীতি কু-সংস্কার দূরীভূত করিয়া সমাজের মলিন মুখে কনক হাসি ফুটাইয়া তুলিতে—শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার পুণ্য-আলোকে, কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন সমাজের ভাগ্য আকাশ-উদ্ভাসিত করিতে—এমন কি জীবন-মরণের ঘোর সন্ধিক্ষণে জাতিকে সঞ্জীবনী সুধায় চাঙ্গা করিতে সংবাদ-পত্রই প্রয়োজন।

মরিয়া ও বাঁচিয়া?—কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় হতভাগ্য মুসলমান সমাজের মধ্যে জাতীয় পত্রিকার কোনই আদর নাই, আজ এই বিশাল বাঙ্গালার শহর ও মফঃস্বলের বুক হইতে আমাদেরই প্রতিবেশী জাতির সহস্র সহস্র মাসিক, দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রাদি বন্যার স্রোতের মত প্রকাশিত হইতেছে, সেইস্থানে কয়খানি মাত্র মুসলমানের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা কালের কত কুটীল আঘাত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছে। বঙ্গ-আসামের কোটী কোটী আল্লাহর বান্দা থাকিতে ২।৫খানি সংবাদ পত্র সুচারুরূপে চালিত হইবার সুযোগ পায় না, ইহাপেক্ষা জাতির পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্ক ও অধঃপতন আর কি হইতে পারে? ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না যে, আজ মুস্লিম জাতির নানা ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের দিনে মাত্র কয়খানি নির্ভীক ও শক্তিশালী সংবাদ পত্রিকা না থাকিলে মুসলমানের যে কি দারুণ দুর্দ্দশা হইত তাহা ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। মুসলমান এখনো কি সাবধান হইবে না?

হরিষে বিষাদ।—কুমিল্লায় (ত্রিপুরায়) একদল মুসলমান হিন্দুর দাসত্বকেই গৌরবজনক মনে করিয়া কংগ্রেস ও স্বরাজ্যদলের আশ্রয় গ্রহণ করে, সম্প্রতি তাহারা এক দল ভাড়াটে মুসলমান জুটাইয়া কলিকাতায় পিকেটিং করিতে আসিয়াছিল। ত্রিপুরা গোপীনাথপুর অঞ্চলের কতিপয় যুবক এই দলভুক্ত। এইদল দুইটী কলিকাতার তালতলায় তাহাদের নির্দ্দিষ্ট আড্ডায় ধৃত হইয়া হাজতে যায়। তন্মধ্যে ৮০।৯০ বৎসরের বৃদ্ধ হইতে তরুণ যুবক পর্য্যন্ত সকল বয়সের লোক ছিল। হিন্দু সংবাদ পত্র এই গান্ধি মার্কা খদ্দরপোষদিগের ছবিও মুদ্রিত করিয়া তাহাদের বাহাদুরী কীর্ত্তন পূর্ব্বক উৎসাহিত করিয়াছিল। এই ভাড়াটেদের অনেকেরই নাকি অনুতাপ উপস্থিত হয়। ফযলল করিম চৌধুরী নামক এক যুবক ইহাদের কাপ্তেন ছিল। এই যুবক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারী হইয়া ধৃত হয়। সম্প্রতি ইহাদের কারাদণ্ড হইয়া গিয়াছে। সামান্য অর্থ লোভে ইহারা জেলে গিয়া বাহাদুরী ফলাইতে চেষ্টা পাইয়াছিল। সে বড় কঠিন ঘাই!

মুসলিম-সম্মিলনী।—আগামী ৯ই ও ১০ই আগষ্ট শনিবার ও রবিবারে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুস্লিম কন্ফারেন্সের অধিবেশন হইবে। সু-প্রসিদ্ধ জন-নায়ক প্রবীন রাজ-নীতিক স্যার আবদুর রহিম কে, সি, আই, ই, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। দেশের এই যুগ-সন্ধিক্ষণে এই প্রকার মহা সম্মিলনীর অবতারণা যে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য কন্ফারেন্সে সাইমন রিপোর্ট, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি বিষয়ের বহু জটিল প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। অধিবেশনের উদ্যোগ আয়োজন ও এন্তেজাম করিবার জন্য স্থানীয় মুস্লিম নেতৃমণ্ডলী ও মার্চেন্টগণের সমবায়ে একটী শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। মফঃস্বলের প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসস্থানের সুখ সুবিধার জন্য সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের অধিবেশনে যোগদান করতঃ ইহাকে সাফল্য-মণ্ডিত করা একান্ত প্রয়োজন।

'কালী' মার্কা দিয়াশলাই।—ইহা একটী মুসলমান পরিচালিত দিয়াশলাইএর কারখানা। সোল এজেন্ট সি, এ, মহম্মদ। ঠিকানা ৫০ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট। মানিকতলার নিকটবর্ত্তী মুরারী পুকুরে এই বৃহৎ দিয়াশলাইএর কলটী স্থাপিত হইয়াছে। ইহা একটী স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠান—আবার মুসলমান পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বলিয়া আমাদের বড় আদরের—গৌরবের জিনিষ। শুনিতে পাই এই দিয়াশলাইএর কলটি খুব ভাল রকম চলিতেছে; এবং ইহাতে খুব ভাল দিয়াশলাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কলের দিয়াশলাইতে কয়েক প্রকার মার্কা আছে, যথা,—হরিণ মার্কা ব্যাঘ্রাদি মার্কা, কালী মার্কা ইত্যাদি। মুসলমান পরিচালকদিগের এমন ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বাতিক কেন উদয় হইল যে, তাহারা হিন্দুর কালিকা দেবীর উলঙ্গ মূর্ত্তি দিয়াশলাইএর বাক্সে ছাপিয়া মুসলমানের গৌরব রক্ষা করিতেছে (?) অবশ্য হিন্দু গ্রাহকের মনস্তুষ্টির জন্যই ইহা করা হইয়াছে। ব্যবসায়ের খাতিরে—অর্থ লাভের কামনায় যাহারা ধর্ম্ম ও জাতীয় গৌরবের মস্তকে পদাঘাত করে, তাহারা কোন শ্রেণীর মুসলমান? বোধ হয় এই কলটীতে হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের পুরা প্রভাব আছে।

মিসরের অশান্তি।—মিসরের অশান্তি সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে আমরা বহুবার উল্লেখ করিয়াছি, নাহাস পাশার নেতৃত্বে জাতীয়দলের গঠনমূলক কার্য্য-কলাপ দর্শনে মনে হয় যে মিসরবাসীর প্রাণের নবীন কর্ম্ম-প্রেরণা, একটা কঠোর উদ্দীপনার সৃষ্টি করতঃ, অসহযোগ তথা নন্-কো-অপারেশন ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক মিসরবাসী-বৃন্দকে মুক্তি-স্বাধীনতার বীজ-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক যুগ-পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করিয়াছে। পার্লামেণ্ট স্পষ্টভাবে হাসান সিদ্কি পাশার প্রবর্ত্তিত গভর্ণমেণ্টের প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কেননা সিদ্কি পাশা গঠনমূলক কার্য্যের মূলে কুঠারাঘাত করতঃ স্বেচ্ছাচার মূলক শাসন-নীতির প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বর্ত্তমান খেদিব ফওয়াদ বৃটিশের ক্রীড়াপুত্তলিবৎ ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু নাহাস্ পাশার নেতৃত্বে জাতীয়দল যে ভাবে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মিসর, বিদেশী প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। পক্ষান্তরে মিসরের ভাগ্যাকাশের পট-পরিবর্ত্তন হয় কিনা তাহাই বিবেচ্য।

সিংহাসনচ্যুত খেদিব।—'ডেলি টেলিগ্রাফ' পত্রের মারফতে জানা যায় যে মিসরের ভূতপূর্ব্ব সিংহাসনচ্যুত খেদিব আব্বাস হিল্মি পাশা পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্তি আশায় প্রলোভিত হইয়া লণ্ডনে প্রপ্যাগেণ্ডা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার নিয়োজিত কতিপয় বিশিষ্ট-ব্যক্তি লণ্ডনে জনমত গঠন-পূর্ব্বক যাহাতে হিল্মি পাশা স্বদেশে প্রত্যাগমন করতঃ সিংহাসন প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আব্বাস হিল্মি পাশা বিগত যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণীর সহিত মিতালী করার অপরাধে রাজ্যহারা হইয়া সিসিলিতে নির্ব্বাসিত হন। তিনি কি লোকহিতকর কার্য্যে, কি জন-প্রিয়তায়, কি রাজ্যশাসনে অন্যান্য খেদিবদের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। তিনি একজন অষ্ট্রীয়ান মহিলার পাণি-পীড়ণ করিয়াছেন। প্রবাদ যে, এই উদ্বাহ বন্ধনই উত্তরকালে তাঁহার সিংহাসনচ্যুতির হেতু হইয়া পড়ে। তাঁহার শাসনকালে মিসর-বাসীবৃন্দ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে মিসরকে বিদেশী প্রভাব হইতে যে কোন প্রকারে মুক্ত করিতে হইবে। যাহা হউক যদি তিনি পুনরায় মিসর সিংহাসনে উপবেশন করিতে পারেন, তাহা হইলে বৃটীশের ভাড়াটীয়া খেদিব ফওয়াদের চেয়ে সহস্র গুণে জন-সাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইবেন এবং দেশের ও জাতির মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন।

হেকিমের "গুরুচরণ"।—এক সময় কলিকাতা শহরে মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীটে হেকিম নাজাত আলী শাহ কাদেরী কতিপয় স্বার্থপর কম্মীবাষ হিন্দু যুবকের প্ররোচনায় একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র বাহির করিয়াছিলেন, উহার নাম ছিল "গুরুচরণ"। সুদূর পশ্চিম দেশীয় মুসলমান হেকিম সাহেব একদল দাগাবায হিন্দুর কুহকে পড়িয়া দশ বার হাজার টাকা ব্যয়ে একটী বৃহৎ ছাপাখানা খুলিয়া উহাদের পরামর্শে এই "গুরুচরণ" নামক অসার সংবাদ পত্রখানি ৩।৪ হাজার করিয়া বিনামূল্যে ৬ মাসকাল বিতরণ করেন। কপট হিন্দুগণ তাহাকে আশা দিয়াছিল যে, এই উপায়ে তাঁহার পেটেন্ট ঔষধগুলি আশাতিরিক্ত-রূপে বিক্রয় হইবে এবং প্রচুর গ্রাহক হওয়ার সম্পূর্ণ আশা। "গুরুচরণ" নাম রাখিলে হিন্দু গ্রাহকও বিস্তর হইবে। ৬ মাস কি তদধিক কাল পরে হেকীম সাহেব দেখিলেন, কাগজ চালাইতে কয়েক হাজার টাকা ক্ষতি হইয়া গেল। তত্ত হিন্দুদল ছাপাখানা ক্রয়ে ও জিনিষপত্র সংগ্রহ এবং বিনামূল্যে কাগজ চালাইবার নামে বহু টাকা আত্ম-সাৎ করিয়া সরিয়া পড়িল। শেষে হেকীম সাহেবকে ছাপাখানার মালপত্র মাটীর দামে বিক্রয় করিয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিতে হইয়াছিল। সেই ছাপাখানার একটী উৎকৃষ্ট সুপার রয়েল প্রেস ১২৯৭ সালে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'সুধাকরের' জন্য নওয়াব সেরাজুল ইসলাম খান বাহাদুর মরহুম খুব সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন। যাহা হউক আমরা মুসলমানের কালী মার্কা দিয়াশলাই দেখিয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি।

পট-পরিবর্ত্তন।—বর্ত্তমান যুগ-সন্ধিক্ষণে যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এভাবে পট-পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি নাই। হিন্দুর এক চেটিয়া আধিপত্য যেখানে আবহমানকাল পর্য্যন্ত সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সেই স্থানে হঠাৎ মুসলমানের পদার্পণ বাস্তবিকই (?) অনাহূত ও আশাতিরিক্ত, সন্দেহ নাই। মিঃ আসাদুল্লা সাহেব এই সে দিন ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর কর্ণধার হওয়াতে কলিকাতার তথা সারা বঙ্গের হিন্দুদের ও হিন্দু পরিচালিত কাগজ ওয়ালাদের প্রাণে বৃশ্চিক দংশন করিতেছে, সেই ক্ষত আরোগ্য না হইতেই আবার ডাঃ হাসান সারওয়ার্দ্দি ভাইস্ চ্যান্সেলার নিয়োজিত হইয়া কাটা-ঘায়ে নূনের ছিটা প্রদান করিয়াছেন। ইহা কি সহ্য করা যায়? যাহা হউক ডাঃ সারওয়ার্দ্দি সাহেবের উক্তি দর্শনে আমরা ভীত হইয়াছি। কেননা যে Political Propaganda তাঁহার Predecessor কর্ত্তৃক পরোক্ষে সমর্থিত হইয়াছে, আজ তিনি তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি বলেন, "It is my desire that the University should be kept seperate and aloof from politics and that there should be absolute peace in educational centres" ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, কেননা ছাত্রজীবন ঘোর তপস্যার ন্যায় বিদ্যার্জ্জন ও জ্ঞানার্জ্জনে ব্যয়িত হইবে। প্রকৃত সৎ-শিক্ষা সমাপনান্তে উপযুক্ত জ্ঞানার্জ্জন পূর্ব্বক রাজ-নীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য ডাঃ সারওয়ার্দ্দি যে আশা হৃদয়ে লইয়া "ভাইস্-চ্যান্সেলার" পদে কার্য্য করিতে যাইতেছেন, তাহা সৎ ও মহৎ হইলেও যে স্বরাজী হিন্দু সেনাদল তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে দিবেন, তাহা আমাদের মনে হয় না।

রাজ-নীতিক কেন্দ্র।—বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় যে রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, 'Unfortunately the University has been made a cock-pit of political turmoil. As politicians, persons are free to have any opinion, but as teachers and University men they must agree that politics should have nothing to do with the activities of the University. The University is above politics" প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয় ভবিষ্যতের আশা ভরসাস্থল সুকুমার-মতি বালক-বালিকাগণকে সৎ-শিক্ষা প্রদান করতঃ দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করিবার জন্য উপযুক্ত ভাবে গঠন করিয়া দিবে। কিন্তু তাহা না করিয়া নানা প্রকার হুজুগের বশবর্ত্তী হইয়া তরুণ সম্প্রদায় জ্ঞানার্জ্জনে জলাঞ্জলী দিয়া অসমাপ্ত জ্ঞান লইয়া ঘরে ফিরিয়া যায়, তাহার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। ডাঃ সারওয়ার্দ্দি বর্ত্তমান সময়ে ই, বি, রেলওয়ের চীফ মেডিক্যাল অফিসার কলিকাতার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ফেলো' এবং ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মেম্বর। তিনি যে এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। আজ সমগ্র বাঙ্গালার মুস্লিম অধিবাসী-বৃন্দ তাঁহার পানে আকুলভাবে চাহিয়া আছে যে তিনি দীন-মুস্লিম ছাত্রদিগের শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়া মুসলমান সমাজের ধন্যবাদার্হ হইবেন। এই সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে:—My appointment is largely due to the demand of the Moslems to have a Vice-Chancellor from their community, and they will naturally expect a lot of things from me for the advancement of higher education among them. As team work is absolutely necessary for the advancement of Bengal at large, where the Mohmmadans form nearly 56 per-cent of the population but are very back-word educatioally, it is fair that they should be given every opportunity for higher education.

আফগানিস্তান।—সে দিন মাত্র আফগানিস্তান নানা বিপদ আপদ পদ-দলিত করতঃ তাহার প্রকৃত গৌরব-দীপ্ত সৌবর্ণ-পতাকা উড্ডীন করিয়া জগতে একটা পট-পরিবর্ত্তন করিয়াছে। রণে ধীর, অক্লান্ত-কর্ম্মী, সু-বিজ্ঞ, সু-চতুর, বিশিষ্ট-রাজনীতি-বিদ, ইস্লামের এক-নিষ্ঠ-সেবক, ধর্ম্ম-ভীরু মহামান্য বাদশাহ গাযী নাদির আফগানিস্তানে

প্রাথমিক শিক্ষা বিল

অধুনা বঙ্গীয় মুস্‌লিম সমাজের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা একটী বিষম সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক দিকে জীবন মরণের ঘোর সমস্যা, অন্য দিকে জাতীয় প্রগতির দুশ্ছেদ্য অন্তরায়। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের মধ্যে যেমন শতকরা ৯৫ জন অশিক্ষিত সেই অনুসারে আবার দরিদ্রের সংখ্যাও তদাপেক্ষা কম নহে। যত বিপদ গরীবের। রোগ, শোক, দুঃখ কষ্ট গরীবের নিত্য সহচর। দেশে 'সেটেলমেন্ট' অর্থাৎ জরিপের কার্য্য আরম্ভ হইল, লোকে বুঝিল এবার দেশীয় গরীব প্রজার কপাল খুলিল—সেটেলমেন্ট হইয়া এবার বুঝি প্রজার দুঃখ কষ্ট চিরতরে মোচন হইতে চলিল—যমিদারী আসন উল্‌টাইয়া যাইবে ভাবিয়া প্রজার ম্রিয়মান প্রাণ ভাবী আশায় নাচিয়া উঠিল। তাহারা মহোল্লাসে 'আমিন' 'কানুনগো'গণের মনস্তুষ্টির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। মাছ, দুধ, কলা, মুরগী, ছাগলের দ্বারা তথা কথিত মহা পুরুষ (?) গণের পেট পূজার ব্যবস্থা হইল। এমন কি অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীয় স্ত্রীর সাধের গাত্রালঙ্কার বন্ধক দিয়া তাহাদের পায়ে "জল তুলসী" দিতে কুণ্ঠিত হইল না! সেটেলমেন্ট পর্ব্ব শেষ হইল। প্রজার ত্রিশ বিঘা যমি পঞ্চাশ বিঘায় পরিণত হইল। যমিদারের ভ্রূকুটির ভয়ে নিজের মৌরশী স্বত্বের যমিগুলি স্থিতিবান স্বত্বে পরিণত করিল—সেটেলমেন্টের খরচা জোগাইবার জন্য গৃহের তৈজস পত্র বিক্রয় করিতে হইল। তার ফল কি দাঁড়াইল? যমিদার সিকি খাজনা বৃদ্ধি করিয়া প্রজার মরা দেহের উপর খাড়ার ঘা' মারিয়া তাহাকে নিঃশেষ করিয়া তুলিল। চৌকিদারী ট্যাক্স সম্বন্ধেও তাই। গ্রামের যমিদার, মহাজন, গাঁতিদারগণ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, মেম্বর, তাহারাই আদায়কারী পঞ্চায়েত। নিজেরা নামে মাত্র ট্যাক্স দিয়া, কিংবা আদৌ না দিয়া গরীব প্রজার উপর ডবল মাত্রায় ট্যাক্স চড়াইয়া দিয়া থাকে। সুতরাং চারিদিক দিয়া দেখিতে গেলে গরীব প্রজার ঘাড় মট্‌কাইয়া রক্ত পানের ব্যবস্থা সুন্দর ভাবে রহিয়াছে।

শিক্ষা-মন্ত্রী খাজা নাজেমুদ্দিন সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা বিল আগামী কাউন্সিলে পাশ করাইয়া লইবার জন্য যেরূপ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে তিনি ধন্যবাদের পাত্র সন্দেহ নাই। শিক্ষা বিল আমরা ষোল আনা ভাবেই সমর্থন করি, কিন্তু তাহাতে যে কতকগুলি ধারা উপধারা আছে, তাহা কিছুতেই মানিয়া লওয়া যায় না। বিলে প্রথমতঃ বলা হইয়াছে, শিক্ষাকর খাজনার টাকা প্রতি সাড়ে তিন পয়সা প্রজার ও দেড় পয়সা যমিদারের দেয়। যে যমিদার-জাতীয় রাক্ষসের দল প্রজার হাড় চিবাইয়া খাইয়া তাহাদিগকে মরণ পথে তুলিয়া দিয়াছে—এক টাকা খাজনা হইলে বে-আইনী ভাবে আর পাঁচ টাকা আদায় করিয়া, আপনাদের ভুঁড়ি মোটা করিতেছে, কোন্ বিচারে সেই নিষ্পেষিত, নির্য্যাতিত, দুস্থ, দরিদ্র প্রজার উপর সাড়ে তিন পয়সা আর চিরদিন সকল সুখ-সুবিধার 'সোল এজেন্ট' বাঙ্গালার মাটির খাঁটি সম্রাট (?) তথা যমিদারের উপর মাত্র দেড় পয়সা! আর এই যে দেড় পয়সা যমিদারের দেয়, তাহাও কি তাহারা নিজে দিবে? তিন ডবল প্রজার নিকট হইতে আদায় করিয়া সুদে আসলে পোষাইয়া লইবে। অতএব দেখিতে গেলে প্রজার খরচেই দেশে বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা ব্যতীত ইহাতে আর কিছুই বুঝা যায় না। যমিদারগণ এত সস্তায় বাঙ্গালার মাটিতে সোনা ফলাইতেছে প্রজার অর্থে দুগ্ধফেন-নিভ শয্যায় পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছে। তাহাদের প্রতি শিক্ষা-মন্ত্রীর এত মায়া প্রীতি এত আদর আব্দার কেন, তাহা কে আমাদিগকে বলিয়া দিবে?

আর গভর্ণমেন্ট? 'পরের ধনে পোদ্দারী' করিয়া রাশি রাশি টাকা শ্বেত দ্বীপে লইয়া যাইবার চেষ্টায়ই মশ্‌গুল! যে দেশে শতকরা ৯৫ জন অজ্ঞানতার ঘোর তিমিরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে শিক্ষার দিক দিয়া তাহাদিগকে উন্নত করিবার জন্য তাঁহাদের কি কোনই কর্ত্তব্য নাই? অর্থাভাব সরকারের মামুলি বুলি। যে গভর্ণমেন্ট, মশার কামড়ে রাত্রিতে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয় ভাবিয়া পুলিশ কোম্পানীর মশারী বাবদ লক্ষ লক্ষ টাকার বরাদ্দ করিতে পারেন, তাহার মুখে অর্থাভাবের বাঁধা বুলি কি সম্ভব? একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলে ইহা যে নিতান্তই অমূলক কথা তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে।

পাটের চাষ এক বাঙ্গালা ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে হয় না। অথচ এই বাবদ বৎসরে পাঁচ কোটী টাকা ভারত গভর্ণমেন্টের হাতে যাইতেছে, পাট তৈয়ার করে কৃষকে, মজা লুটে বিদেশী গভর্ণমেন্ট! গভর্ণমেন্ট একটু উদার নীতি অবলম্বন করতঃ অন্ততঃ পাটের শুল্কটী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলে চলে না কি?

মধ্যাহ্ন ভাস্কর সদৃশ উজ্জ্বল খ্যাতি বিস্তারিত করিয়া দেশের ও দশের এবং জগতের সমগ্র মুস্‌লিমের শীষ-কণা শিরে ধারণ করিয়া সিংহাসনারোহণ রহিয়াছেন। জগত প্রতারণাময়, তাই আজ বাদশাহ নাদির যদিও স্বীয় রাজ্যে সু-শৃঙ্খলাপূর্ণ শান্তি স্থাপন করতঃ তাঁহার সু-শাসনগুণে জাতীয় প্রজা-মণ্ডলীর শ্রদ্ধা-ভাজন হইয়াছেন, এমন কি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সময় হিন্দু-মুসলমান সমগ্র প্রজা-সাধারণ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র-মাধুর্য্যে বিমোহিত হইয়া শত মুখে প্রশংসা করিয়া তাঁহার চরণে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে-নিহিত ভক্তি-অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন; আজ কতকগুলি ভণ্ড, কাপুরুষ, দেশ-দ্রোহী, সমাজ-দ্রোহী প্রতারকের দল তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রবঞ্চনা মূলক ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিয়া মিথ্যা সংবাদ রটনা করিতে চতুর্ম্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। কখনও কোহিদমনে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ, কখনও বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা কখনও আমীরের কলেরা ইত্যাদি মারাত্মক ব্যাধি ও জীবনাশঙ্কার কথা প্রচার করিয়া দেশময় অশান্তি, বিদ্রোহ ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়া আফগানিস্তানকে ধ্বংশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমরা আশা করি সুবিজ্ঞ আমীর, এই মিথ্যা সংবাদ রটনা যাহাতে সমূলে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় ও সংবাদ প্রচার এজেন্সী যাহাতে সেন্সর কৃত সংবাদ ভিন্ন অন্য কোন কিছু প্রচার করিতে না পারে তজ্জন্য সচেষ্ট হইবেন। আমরা খোদাতালার নিকট দোওয়ায়ে খায়ের করিতেছি, খোদাতালা আমীরকে দীর্ঘ-জীবি করুণ ও আফগানিস্তানে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।

"নূরে-তওহীদ"

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে সৃজন করিয়াছেন। হযরত আদম (আঃ) প্রথম মানুষ বা আদি পুরুষ, আর হযরত হাওয়া (আঃ) সর্ব্ব প্রথম নারী বা মানুষের আদিমাতা। এই শ্রেষ্ঠ-জীব মানুষ, যাহাতে মহান সৃষ্টি-কর্ত্তার আদেশ পালন করে, সর্ব্ব-শক্তিমান মহা-প্রভু আল্লাহ জাল্লে শানহুর উপাসনা-আরাধনা করে, সর্ব্বপ্রকার সৎকার্য্য করে, এবং অসৎ কার্য্য হইতে দূরে থাকে, ইহকালে নানা বিধ সৎকার্য্য ও সদনুষ্ঠান দ্বারা পরকালের সম্বল লাভ করিতে পারে যেন অনুষ্ঠিত সৎ কার্য্যাবলীদ্বারা কবরে শান্তির সহিত বাস, কেয়ামতের পরে পুনরুত্থান করিয়া মহা-প্রভুর মহা-বিচারে নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়া বিবিধ সৎকার্য্যের ফলে অনন্ত সুখ-সম্পদের অধিকারী হয়, সর্ব্বশেষ আশা ও আকাঙ্খা "দীদারে এলাহী" লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিতে পারে, সৃষ্টিকর্ত্তার ইহাই কামনা এবং বাসনা। মহান সৃষ্টি-কর্ত্তা স্বীয় প্রিয় সৃজিত মানুষের সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধনের জন্যই এই সকল সু-ব্যবস্থা করিয়াছেন, মানুষ যাহাতে আপনাদের সর্ব্বশক্তিমান এবং পরম দয়ালু সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তালাকে চিনিয়া, তাঁহার আদেশ-নিদেশ পালন করিয়া প্রকৃত ভক্তের ন্যায় আদর্শ মানুষরূপে দুনিয়াতে বাস করিতে পারে, তাহারা পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের আদেশ পালন, তাদের সেবা কার্য্য, আত্মীয় স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার এবং সর্ব্ব-সাধারণ মানুষের প্রতি সদাচার ও মহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদের বিপদ-আপদে সমবেদনা প্রকাশ করে, একতা ও ভ্রাতৃভাবে বসবাস করিয়া ঐহিক এবং পারত্রিক উন্নতি সোপানে আরূঢ় হয়। মনুষ্যগণ উন্নত জীবের ন্যায় দুনিয়াতে বিচরণ ও বসবাস করে, তাহাদের উৎকৃষ্ট কার্য্যফলে ধরাতল স্বর্গধামে পরিণত হয়; হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, পরানিষ্ট সাধণের স্পৃহা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুর বশীভূত হইয়া তাহারা আত্মার বিনাশ সাধন না করে, মহাপ্রভু আল্লাহ তালার শরীক (অংশী) স্থাপন না করে, এই সকল বিষয় শিক্ষা দানের জন্য আল্লাহ জল্লা শানহু দুনিয়াতে অসংখ্য তত্ত্ববাহক (নবী-পয়গম্বর-রসুল) প্রেরণ করিয়াছেন। আদি পুরুষ হযরত আদম (আঃ) সর্ব্বপ্রথম পয়গম্বর, তিনি স্বীয় সন্তান-সন্ততিগণকে তওহীদের পূত বাণী শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার বংশে ক্রমশঃ বহু পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়; তাঁহারা সকলেই তওহীদের পবিত্র বাণী মনুষ্যগণের মধ্যে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের প্ররোচণার বহু মনুষ্য তওহিদ অর্থাৎ একত্ব বাদের বিরুদ্ধাচারী হইয়া, নানা প্রকার কল্পিত দেব-দেবীর, মনুষ্যের, পশু-পক্ষীর, বৃক্ষ এবং প্রস্তরাদির উপাসনায় আত্ম-নিয়োগ করে। পয়গম্বরদিগের শত শত উপদেশ উপেক্ষা করিয়া তাহারা খোদা-দ্রোহিতা করিতে থাকে। হযরত নূহ আলায়হেস্‌সালামের সময় দুনিয়ার লোক একত্ববাদ ভুলিয়া একেবারে গোমরাহ্ (পথ ভ্রষ্ট) হইয়া যায়। এমন কি, নূহ নবী (অঃ) এর নিজ গোষ্টির লোক সকল, পরিবারস্থ লোক সকল, তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পর্য্যন্ত তওহীদের পথ ছাড়িয়া বিপথগামী হয়। খোদাতালার বিদ্রোহাচরণকারীরা নানা অসদাচরণ ও পাপাচার করিতে থাকে। পয়গম্বরের কোনও উপদেশই তাহাদের নিকট কার্য্যকরী হয় না। তাহাদের পাপের ভরা পূর্ণ হওয়াতে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগের ধ্বংশ সাধনের জন্য কৃত সঙ্কল্প হন। তদনুসারে তিনি হযরত নূহ পয়গম্বর (আল্লাহ)কে একখানি বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া তদ্বংশীয় খোদা পরস্ত মুষ্টিমেয় মনুষ্য ও প্রত্যেক পশু-পক্ষী এবং পক্ষীর এক এক জোড়া জাহাজে লইয়া আত্ম-রক্ষা করিতে আদেশ করেন। জাহাজ নির্ম্মিত হইল; আল্লাহ তালার আদেশে তিনি খোদাভীরু কতিপয় নর-নারী এবং জোড়া জোড়া পশু-পক্ষী লইয়া সেই বিরাট জাহাজে আরোহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালার আদেশে প্রকাণ্ড ঝড়-তুফান এবং মুষল ধারে বারিপাত আরম্ভ হইল। সেই প্রবল বারি বর্ষণে সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হইল। উচ্চ পাহাড়গুলি পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। এই মহা জল-প্লাবনের বিবরণ পৃথিবীর সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাসে বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। আমাদের ভারতবর্ষ এবং চীন দেশের প্রধান ইতিহাসেও এই মহা জল-প্লাবনের উল্লেখ আছে। ৪০ দিন পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে পৃথিবীর সমগ্র স্থলভাগ পানিতে ডুবিয়া সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত জীব-জন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বারিবর্ষণ নিবৃত্ত হয়। প্লাবণের পর তুরস্ক দেশের অন্তর্গত আরাবায় পর্ব্বতে এই জাহাজ লাগিয়াছিল। ভূ-পৃষ্ট ধুইয়া পুছিয়া নূতন আকার ধারণ করিল। পাপাচারী মানুষের নাম-নেশান পর্য্যন্ত রহিল না। ইহার পর বহুকাল অতীত হইল, বহু ভাববাদী পয়গম্বর তওহিদের পূতবাণী ঘোষণা করিবার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন। আল্লাহতালা সুদপদেশ দিতে তাহাদিগকে পাঠাইলেন; কিন্তু অতি সংখ্যক লোকই মহাপ্রভু আল্লাহ তালার একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া "তওহীদ-পন্থী" হইল, অধিকাংশ লোকই পৌত্তলিক, গোমরাহ, খোদাদ্রোহী হইয়া নানা অসৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে লাগিল। চুরি-চামারী, ব্যভিচার, আত্মকলহ, খুন খথমী, পরস্বাপহরণ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। পৃথিবীতে আবার প্রবলভাবে পাপ-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। এক একটা জাতি পাপের পূর্ণাবতাররূপে ধরা-পৃষ্ঠ কলঙ্কিত করিতে লাগিল। তন্মধ্যে আদ, সমুদ, লুৎ প্রভৃতি বহু ধ্বংসপ্রাপ্ত খোদাদ্রোহী জাতির উল্লেখ কোরআনে আছে। যখন দুনিয়া পাপে পরিপূর্ণ হইল, তওহীদের পবিত্র বাণী মনুষ্য জাতির মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইল; বাবিলনের পরাক্রান্ত সম্রাটগণ পৌত্তলিকতায় সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিল; মিসর, গ্রীস, পারস্য প্রভৃতি দেশে এবং ভারতবর্ষ ও চীন দেশে পৌত্তলিকতার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃত হইল; ঐ সময় সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা তওহীদের গৌরব রক্ষার্থ একজন মহা-ধী-শক্তিসম্পন্ন খোদাগত-প্রাণ মহা-তেজস্বী পয়গম্বর সৃষ্টি করিলেন, তিনি মহাত্মা হযরত এব্রাহিম (আলাঃ)। তিনি স্বীয় পিতা বা পিতৃব্য আযর নামক প্রতিমা নির্ম্মাণকারী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া কালে পয়গম্বরী লাভ করিলেন। তিনি জলদ-গম্ভীর স্বরে একত্ববাদ ঘোষণা করিলেন; বাবিলনের খোদা-দ্রোহী সম্রাট তাহাকে বধ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়া পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইল, তাহাকে জলন্ত অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিলে, সেই অগ্নিকুণ্ড তাঁহার জন্য কুসুমোদ্যানে পরিণত হইল। মহাপয়গম্বর হযরত এব্রাহিম (আলাঃ) নানাপ্রকার মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি মিসর দেশে গিয়া নানা প্রকার অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করিলেন। তত্রত্য খোদা-দ্রোহী পৌত্তলিক নরপতি তাঁহার প্রতি শত্রুতাচরণে বিরত হইয়া এক রাজকুমারী তাঁহাকে উপঢৌকন স্বরূপ দান করিলেন; তিনিই বনি ইস্রাইলের আদি জননী। বিবি সারা হয্‌রত এব্রাহিমের প্রথমা পত্নী। সারা বিবির বংশে বনি এস্রাইল নামক মহা-জাতির সৃষ্টি হইল। এই জাতি খোদাতালার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। এই বংশে বহু প্রধান প্রধান পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে হয্‌রত এসাহক (আলাঃ) হয্‌রত এয়াকুব (আলাঃ), হয্‌রত ইউসফ (আলাঃ) হয্‌রত মুসা (আলাঃ), হয্‌রত দাউদ (আলাঃ) হয্‌রত সোলায়মান (আলাঃ),—সর্ব্বশেষে হয্‌রত ঈশা মসীহ (আলাঃ) শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর। ইহারা সকলেই তওহীদের মহাবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে হয্‌রত মুসা আলায়হেস্‌সালামের প্রতি "তওরাত" হযরত দাউদ আলায়হেস্‌সালামের প্রতি "জব্বুর" এবং হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামের প্রতি "ইঞ্জিল" (বাইবেল—নূতন নিয়ম গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়) প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, কেন-আন এবং মিসর দেশ এই সকল শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বরগণের লীলা-নিকেতন ছিল। আর বনি-এসমাইলের মধ্যে—অর্থাৎ এসমাইল বংশে কোনও নবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন না। হযরত মুসা আলায়হেস্-সালামের পরে প্রায় ৬ শত বৎসর কাল পৃথিবীতে কোনও পয়গম্বরের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এই সময় মধ্যে পৃথিবী অধর্ম্মের ঘোর তিমিরজালে সম্পূর্ণ রূপে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে পৃথিবীতে পবিত্র তওহিদের ঘোষণাকারী কাহাকেও দৃষ্ট হয় নাই। তৎপরবর্ত্তী ভারতবর্ষে বুদ্ধ দেব, পারস্য দেশে জরদাশ্‌ত (জোরেষ্টার), চীন দেশে কনফুইসিস্ ইত্যাদি সকল নব-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক আবির্ভাব হইয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষায় তওহীদের —অর্থাৎ একত্ববাদিতার কোনও অস্তিত্বই পাওয়া যায় নাই। থাকিলেও এত অস্পষ্ট ও এত জটিল সমস্যায় পূর্ণ যে, তাহা সাধারণের বোধ-গম্য হইবার উপযুক্ত নহে। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে ধর্ম্ম-বিশ্বাস এবং ধর্ম্মভাব কিরূপ ছিল, পবিত্র তওহিদ অর্থাৎ একত্ববাদ ধর্ম্মের কি শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, নিম্নে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

কেতাবী ধর্ম্ম অর্থাৎ পরম করুণাময় আল্লাহ তালার প্রেরিত প্রাচীন তওরাৎ, মধ্যবর্ত্তী জব্বুর, পরবর্ত্তী ইঞ্জিল গ্রন্থের অনুবর্ত্তী ইহুদী এবং খৃষ্টান জাতির ধর্ম্মাচার্য্যগণ এই সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের এমনই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন যে, আসল গ্রন্থের অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাওয়া ভার ছিল। উপরোক্ত বর্ত্তমান পবিত্র গ্রন্থ সমূহের এত পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছিল যে, আসল তওরাৎ, আসল জব্বুর ও আসল ইঞ্জিল কোথাও বিদ্যমান ছিল না। ইহুদী ধর্ম্ম-যাজক এবং খৃষ্টীয়ান পাদরিগণ আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও খেয়াল অনুযায়ী ঐ সকল গ্রন্থের অনেক পুরাতন বিষয় লোপ এবং উহাতে অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়া পবিত্র স্বর্গীয় গ্রন্থের সম্পূর্ণ অঙ্গহানি করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের পরিবর্ত্তনাদি কার্য্য নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, বাইবেলের বড় বড় টীকাকারগণও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

—ক্রমশঃ

যুবক মোস্তফা

(মোযাফ্‌ফর খাকী)

বামানার গান গাহি'
যুগে যুগে তুমি বেঁচে আছ নবী সোনার তরণী বাহি'।
দেবতা বলিয়া পুজি না তোমায় ভাবি নাকো অবতার,
মোদের মতই মাটীর মানুষ, ছিলে গো ধরার পর।
মাটীর ধুলার মমতার রসে জনম লভিয়া নবী,
আমাদেরি মত মানুষের বুকে রেখে গেছ তার ছবি।
পূজিতাম যদি দেবতা বলিয়া থাকিতে মাথার পরে,
সে শুধুই হ'তো বাহ্য ভক্তি!—নহে আমাদের তরে,
তফাতে রাখিয়া তোমারে হে নবী জগতের নর-নারী
অবধুত কোন সন্ন্যাসী ভাবি যাইত বা ঘর ছাড়ি'।
খোদার পুত্র বলিয়া তুমি কর নাই কভু দাবী,
মানুষের বুকে স্নেহ দুঃখ-সুখে, দিয়ে গেছ তার চাবী।
ডাকিয়া ডাকিয়া কহিয়া গিয়াছ শোন শোন নারী-নর
তোমাদেরি মত আমিও মানুষ, মরিব যে অতঃপর।
আজো যাত্রা যায় দূর মদিনায়, তোমার রওজা চুমি
ফিরে এসে বলে, মনের মনুষ রহিয়াছে বুকে ঘুমি।
স্নেহ মমতার টানে
মানুষ তোমারে মানুষ বলিয়া এমনি করিয়া জানে!

মেষ চরাবার মাঠে
খেলিয়া খেলিয়া বালক নবীর, সারা দিনটাই কাটে,—
আহা সে এতিম, মাতা পিতা হীন, মোদের কিশোর নবী,
—পরশ মণির পরশে ধূলার মরমে ফুটিল ছবি ;
মানুষ বলিয়া মানুষের ব্যথা বাজিল আপন বুকে,
তৃণ-তরু হীন আরব মরুর আগুন উঠিল রুখে।
কিশোর নবীর বক্ষে যতই বেদন-বহ্নি জ্বলে,
আপনার পথ আপনি রচিয়া বালক ততই চলে।
জানিতে পারে নি কেউ—
আসিতেছে এক সমতার যুগ বিরাট প্লাবন-ঢেউ !
নব-যৌবন-দীপ্ত-অঙ্গ, ধরিল কনক শোভা,
চারু দরশন প্রিয় বর নবী, ততোধিক মনোলোভা !
পাপের যে সর্ব্বনাশী,
প্রলয়-ঝঞ্ঝা জিঞ্জির তার দ্বারে নাড়া দেয় আসি।
নারীর ব্যথায় নরেরা হর্ষিত, ব্যাভিচার তারে গ্রাসি,
সপ্ত দোযখ ভরাবার তরে, সে পথে চালায় ভাসি।
হাহাকার জাগে পারাবার ছাড়ি সাহারার মরুভূমে,
চোখ ফাটা আঁসু নেমে আসে কার আরবের তরু চুমে !
নবীজি তখন নবীন যুবক চাকুরী লাভের আশে,
আরব-জননী খোদেবার দ্বারে দাঁড়াইল দীন বেশে।
সঘোর দুর্য্যোগ দিনে
খোদেবা তাঁহারে ঠাঁই দিয়া যেন বেহেশ্‌ত লইল কিনে।
আরব-ইরাক শাম ও সিরিয়া ঘুরিয়া নানান দেশে,
উটের কাফেলা খেদায়ে খেদায়ে বাণিজ্য-ব্যপদেশে,
নবীজির দিন বিরাম বিহীন খাটিয়া কাটিয়া যায়,—
মহাসাগরের তলার খবর উপরে কেহ কি পায় ?
আঁধার গুহার মাঝে
নবীজি অটল আপনার ধ্যানে বক্ষে বেদনা বাজে।
কাঁদিতে কাঁদিতে চোখ তুলে চায় দূরে শোনে কোন্
ধ্বনি,
ওঠো ওঠো সখ ! প্রচার ইস্‌লাম নেমে এল বিভু বাণী !
পাক কলেবর কাঁপে থর থর, গুহা হ'তে উঠে এসে,
কহিল নবীজি, আজ একি হ'ল ভেবে নাহি পাই দিশে ;
শুনিয়া সকল জননী খোদেজা যুড়িয়া যুগল পাণি,
কহিল নবীরে, নিলাম তোমায়, রসুল বলিয়া মানি,
পহেলার মুসলমান,
হইলাম আমি পাইনু আরাম, আর যেন পাই ত্রাণ।
সেথায় সে দিন জিব্রাইল এল, জ্যোতির মূরতি খানি,
নিভৃত হেরার গিরি-গহ্বরে আজো বাজে সেই বাণী।
কোরাণের পূত অমৃতের গানে ধূসর আরব-মরু,
ছেয়ে গেল হারে ফল সম্ভারে, উষর মাটীর তরু।
ধূসর উষর আরব-মরুর কুঞ্জে কুঞ্জে আজি ওরে,
গোলশন ফোটে জওশন হেরি বুলবুল গায় জোরে।
দজলা-ফোরাত ছেয়ে গেল তার সুরের মূর্চ্ছনা-তানে
হিমালয় ছাড়ি সীমা'লয় হলো দূর সে চীন-জাপানে।
মশ্‌রেক হ'তে মগরেব তক ঘরে ঘরে বাজে গোন্
ওঠে তকবীর বাণীও শান্তির অপূর্ব্ব সঙ্গীত কোন্ ?
অতীতের সেই মহা সুর আজি ফিরে মরে দ্বারে দ্বারে
সরিৎ-সিন্ধু-সৈকত ছাড়িয়া বনানীর দ্বারে দ্বারে।
আরব-মরুর দুশ্‌মন যারা তারাও গাহিছে জয়,
তারাও রয়েছে স্তম্ভিত হইয়া মানিতেছে বিস্ময় !
তারাও কহে না একথা কখনো তুমি নর অবতার,
মানুষের মত আছিল তোমার লেনা-দেনা কারবার।
এইখানে পাই নবীর মহত্ব মিটে যায় সব ক্ষুধা,
গৃহীর ধরম পালিয়া আমরা কুড়াইয়া লই সুধা।
যুগের ধরম যুগের মহিমা, যুগ মাহাত্ম্যের গান,
নিখিল দুনিয়া ছয়লাব করা এনেছে নূহের বাণ।
পরকে আপন করায় ঢেউরা জগৎ জুড়িয়া বাজে,
ওঠ্‌রে গাফেল বেকুফ মানব আজি এ উৎসব মাঝে।
দূরকে নিকট করিবারে আজি আবাহন আসে তোর,
জগৎ ব্যাপিয়া ধুম প'ড়ে গেছে ভাঙ্গেনা ঘুমের ঘোর ?
প্রলয়ের ভয়ঙ্কর ডাক হায়দরী হাঁক হাঁকে,
মরুর ঝঞ্ঝায় সাইক্লোন তোরে গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ডাকে,
হায়রে অভাগা ! শুধুই কঙ্কাল, বুকের ক'খানা হাড়,
তাই নিয়ে তুই পাড়ি দিতে চাস্ দুস্তর পারাবার ?
নবীর সে নিষ্ঠা ধরি,
যুবকশক্তি জাগে নাকি তোর ? ভাবিয়া ভাবিয়া মরি !
যে বালক বীর আমাদের লাগি আনিল অমৃত ধারা,
তাঁহারি আদর্শ ধরিতে হইবে ওরে রে সর্ব্বহারা !
তাঁহারি বিপুল কর্মশক্তি আনিয়া বুকের মাঝে,
দেখাইতে হবে সে শক্তি সাহস আমাদের সব কাজে।
রে যুবকদল অরুণ তরুণ ! স্বপন বিলাস ছাড়ি,
সম্মুখে চল্—আরো আগে চল, আজ দিতে হবে
পাড়ি !
আজ নাই তোর ভাবনা শঙ্কা নাই নাই কোন ডর,
সকল ছন্দে, সকল কণ্ঠে বল—"আল্লাহো আকবর"।

"নারী-নিগ্রহ"

(মওঃ মোঃ আহবাব চৌধুরী বি-এ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি ছাড়া ও স্কুলের উপন্যাস পাঠক কচি কচি বালকগণের—যাহাদের মুখ হইতে এখনও দুধের গন্ধ যায় নাই—উৎপাতে প্রতিবেশী ভদ্রলোকগণের তিষ্টিয়া থাকা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর হিন্দু বালকগণের চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া ১৩৩৬ বাং আষাঢ় সংখ্যার ভারতবর্ষের "প্রণব কুমার" নামক ধারাবাহিক গল্পে সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গল্পের উপ-নায়ক সরিৎ কুমারের চরিত্র সম্বন্ধে বলেন—(পৃষ্ঠা ২১)—"এমন সময় নীচে একটা গোলমাল উঠিল। ভৃত্য জগা আসিয়া সংবাদ দিল, সামনের বাড়ীর বিরাজ বাবু কি বলতে এসেছেন। কর্ত্তা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নীচের উঠানে দাঁড়াইয়া বিরাজ বাবু কহিলেন—আপনার ছেলে সরিৎকে একটু শাসন করে দেবেন।"

"কেন সে করেছে কি ?"

"আমার মেয়ে তার ঘরে শুতে গিয়েছিল, সরিৎ তার ঘরের জানালা দিয়ে এক খান চিঠি ঢিলে জড়িয়ে তার কাছে ঘরের ভেতরে ছুড়ে দিয়েছে —এই সেই চিঠি।"

"আমি এর ব্যবস্থা কর্‌ছি বিরাজ বাবু, আপনি যান।"

"শুনলাম আপনার ভাইপো ভাল রকমই ব্যবস্থা করেছেন।"

"আচ্ছা আপনি আসুন।"

"এই চিঠি রইল—পড়ে দেখবেন।"

(ভারতবর্ষ আষাঢ়-১৩৩৬ বাং)

এই সকল নারী নিগ্রহ ও অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে একটি নারী-হৃদয় হিন্দু সমাজের এক শ্রেণীর উচ্চ শিক্ষিত গুণ্ডার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ১৩৩৬ বাং মুজঃফরপুর সাহিত্য সম্মিলনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণে মিসেস্ অনুরূপা দেবী সমগ্র হিন্দু সমাজকে তীব্র কষাঘাত করিয়া বজ্র নির্ঘোষ স্বরে ঘোষণা করিলেন —"আজকাল মাসিকের পৃষ্ঠা খুলিলেই এই বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত নূতন ছাঁদায় সেখানের পাতায় পাতায় আমাদের চির পরিচিত বাঙ্গালী সংসারের যে সকল অত্যদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত দেখি, তাহাতে নিজের জীবনটাকে যেন একটা দুঃস্বপ্নলোকে অবস্থিত বলিয়াও আমাদের সন্দেহ জন্মিয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। অন্ততঃ স্থান, কাল, ও পাত্রদের ত' নিঃশেষেই ভুলিয়া যাইতে হয় ! সেখানে আমরা দেখিতে পাই, ভদ্রলোকদিগের গৃহ কন্যা এমন কি কুলবধুগণও লাজ লজ্জায় ধর্ম্মে কর্ম্মে জলাঞ্জলী প্রদানপূর্ব্বক ঘর সংসার, আত্মীয়, বন্ধু সব ভুলিয়া পাশের বাড়ীর জানালায়, দরজায়, ছাতের আনাচে কানাচের দিকে কটাক্ষ-সন্ধানরূপ বিদ্যা-শিক্ষায় ব্যাপৃতা আছে। কদাচিৎ একটি পুরুষের সহিত চোখাচোখি হইলেই তাহাদের "বুকের রক্ত আনন্দের তালে তালে নাচিয়া, দুলিয়া, লাফাইয়া ফেনাইয়া" উঠিতেছে। আর ছেলেদের ত' কথাই নাই। বি, এ, এম, এ ক্লাশেরই হউক, আর এম, বি এস, এস, সিই, হউক, আর সদ্যঃ বিলাত ফেরত ব্যারিষ্টার, ডাক্তার বা যা কিছুই হউক, তা তিনি যেই হউন বা যাই হউন, প্রতিবেশীর গৃহরন্ধ্রে, স্কুলের বাসে, ট্রেণে, ষ্টীমারে, পথে পাথারে, প্রান্তরে পার্টিতে যেখানে যেভাবে, যেমন অবস্থাতেই হউক না কেন, একটা মেয়ের গন্ধ পাইলেই হইল, অমনই নর-রক্ত-লোলুপ বাঘের মতই তাহার নাক, কাণ, চোক সজাগ হইয়া উঠিল, আর রক্ষা নাই। নারী মাংসের লোভে তার সকল শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি রসাতলে চলিয়া গেল—তা হউক সে নারী অনূঢ়া বা বিবাহিতা বিশেষতঃ বিধবা—স্বজাতি বা বিজাতি ! হিংস্র পশু শোণিত পানের জন্য কি তার শিকারের জাতি, নীতি, কুল, গোত্র বিচার করিয়া দেখে ? গায়ে খানিক রক্ত-মাংস থাকিলেই হইল। এও যেন ঠিক তাই। বাস্তবিকই কি নর-নারীর মিলনটা এমনই সামান্য জিনিষ। ক্রমাগত এই চিত্র সর্ব্বত্র দেখিলে সন্দেহ জন্মে যে, গড় পড়তায় শতকরা ৭৬ জনই বুঝি ঐ। এ কথাটা মনে করিতে গেলে আমাদের মায়ের প্রাণ যে ধিক্কারে ও হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে ! প্রতিবেশীর ঘরগুলি নিরাপদ হইতে পারিত, ইহার প্রতিকার হইলে সধবা-বিধবা নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদাই পুরুষের জ্বলন্ত ক্ষুধিত দৃষ্টির শিকার হইয়া ফিরিতে হইত না।"

মিসেস্ অনুরূপা দেবী বঙ্গ-সাহিত্যে একজন সর্ব্বজন পরিচিতা লেখিকা। তিনি মজঃফরপুর অভিভাষণে এই শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু গুণ্ডাদিগকে—"নর রক্ত লোলুপ বাঘ" ও "হিংস্র পশু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। তিনি সন্দেহ করিয়াছেন যে, "গড় পড়তা শতকরা ৭৬ জনই বুঝি এই শ্রেণীর। ইহা হইতে ভয়াবহ চিত্র আর কি হইতে পারে। অনুরূপা দেবী মহাশয়া হিন্দু সমাজের লোক। তিনি ত আর আমেরিকার মিস মেয়োর মত হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করিবার জন্য কিছু লেখেন নাই। আমাদের বক্তব্যগুলি দেবী মহাশয়ার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা খাঁটী সত্য। সুতরাং তাহার লেখার উপর অধিক কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। তা ছাড়া সঞ্জীবনী পত্রিকার হিসাব মত পাঁচ বৎসরে দলবদ্ধ ও এককভাবে হিন্দু গুণ্ডা কর্ত্তৃক ৫৭১টী নারী নিগ্রহ ঘটিয়াছে। কিন্তু হায় তবুও এক শ্রেণীর মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু সাংবাদিকেরা রাজ-নৈতিক মতলব লাভের জন্য সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া মুসলিমের ঘাড়ে নারীহরণ ও নিগ্রহের দোষটা চাপাইয়া দিয়া জগত সম্মুখে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চান। ইহা হইতে অন্যায় ও অবিচার আর কি হইতে পারে ? এখন বিজ্ঞ পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন, নারী নিগ্রহ ও ধর্ষণ কারী কে ?— হিন্দু না মুসলমান ?

এতক্ষণ আমি হিন্দু সাংবাদিক লেখক ও লেখিকাগণের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া নারী নিগ্রহের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। এখন নিরপেক্ষ গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট ও ইউরোপীয় গ্রন্থকারেরা বাঙ্গলার নারী নিগ্রহের জন্য কাহাকে দায়ী করেন দেখা যাউক। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিলাতের সুবিখ্যাত মিঃ সেডলার, ডাঃ জিয়াউদ্দিন প্রমুখ ভারতের ও বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদগণ লইয়া কলিকাতা ইউনিভার্সিটী কমিশন গঠিত। এই Calcutta University Report Vol. II. Part I. Page 9. নারী নিগ্রহের জন্য বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের প্রতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলেন—"The fact has to be faced that until Bengal, men generally learn the rudiments of respect and chivalry toward women who are not living in Zenanas, anything like a service of women teachers will be impossible......Unless women teachers in the mofussil are provided with protected residences, and enabled to have elderty and near relatives living with them, it is more than useless. It is almost cruel to encourage women to become teachers." এখানে বাঙ্গালী অর্থে বাঙ্গালী হিন্দুকেই বুঝান হইয়াছে। হিন্দু সাংবাদিক ও লেখকেরা মুসলিমকে বাঙ্গালী ও ভারতবাসী বলিয়া স্বীকার না করিয়া কিভাবে ভবিষ্যত ভারতীয় নাগরিকের অধিকার হইতে তাড়াইতে চান, তাহা আমি আল্ মুসলিমে প্রকাশিত "ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ" নামক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। প্রায় ৯ শত বৎসর একত্র প্রতিবেশীরূপে বাস করিয়াও হিন্দুরা এখনও মুসলিমকে বিদেশী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, জাতীয়দলের মুখপত্র ১৯২১ ইং ২৮শে আগষ্ট তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকা বলেন— "The audience numbering about 1500 consists of Bengalees, Muhammadans and Marwaris." অর্থাৎ এখানে বাঙ্গালী (অর্থাৎ হিন্দু) মুসলমান ও মাড়োয়ারির কথা আছে। ১৩২৬ বাং ভাদ্র মাসের প্রবাসী ৪৮৬ পৃষ্ঠায় স্যার প্রফুল্লচন্দ্রও একটী প্রবন্ধে বাঙ্গালী অর্থে কেবল হিন্দুকেই সম্বোধন করিয়াছেন। মিস মেয়ো Mother India নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের ১৮৮ পৃষ্ঠায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কমিশনের অভিযোগকে আরও বিস্তৃত করিয়া বলেন—"If the localizing adjective Bengali were withdrawn the commission's statement would it seems, as fairly apply to All India." Mr. Mason Olcott নামক একজন ইংরেজ গ্রন্থকার Village schools in India নামক গ্রন্থের ১৯৬ পৃষ্ঠায় বলেন—"On account of social obstaeles anb dangers, it is practically impossble for women to teach in the Villages, unless they are accompanied by their husbands." মধ্য প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয় The Education of India নামক পুস্তকের ২৬৮ পৃষ্ঠায় বলেন— The general conditions of mofussil (rural) life and the India (in Hindu) attitude toward professional unmarried women are such that life for such as are available is usually intolerable."

আদর্শ ধর্ম্ম-গুরু

(মওঃ রজব আলি বি, এ)

আদি মানব হযরত আদম (আঃ) এর পৃথিবীতে আগমনের পর হইতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে বহু ধর্ম্ম-গুরুর আবির্ভাব হইয়াছে। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হযরতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রথম ও প্রধান কারণ তাঁহার আদর্শ গুণাবলী। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ধর্ম্মগুরুর সমস্ত গুণ লইয়া, তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মানবমাত্রেই গুণের জন্য মানব-সমাজে সমাদৃত ও সম্মানিত হন। গুণের তারতম্যানুসারে মানুষের সমাদর ও সম্মানের তারতম্য ঘটিয়া থাকে, যিনি হযরতের জীবনী মনোযোগ-সহকারে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, মানব-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আর কেহ হযরতের ন্যায় সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণের পূর্ণ বিকাশ-সাধনে সমর্থ হন নাই। তাই আজ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, বর্ত্তমান জগতের মনীষিগণ হযরতের আদর্শপানে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। শত্রু, মিত্র, সবাই তাঁহার গুণরাজি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা'র "কোরআন" (Koran) খৃষ্টান-লেখক লিখিয়াছেন, "Of all the religious personalities of the world, Muhammad was the most successful" অর্থাৎ হযরৎ মোহাম্মদ (দঃ) পৃথিবীর সকল ধর্ম্মগুরুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সফলতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অন্য কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক স্বদেশীয়গণকে আরবগণের ন্যায় হীন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হন নাই। তাহারা সত্য ধর্ম্ম-নীতি, রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ কোন নীতির আদৌ খোঁজ খবর রাখিত না। তাহাদের শিল্প বা বিজ্ঞান লইয়া গর্ব্ব করিবার কিছু ছিল না—পৃথিবীর অন্য দেশের সভ্যতার সহিত তাহাদের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। জাতীয়তা সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান ছিল না। তাহাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় ছিল। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের সহিত সর্ব্বদা সাংঘাতিক রকমের বিবাদে লিপ্ত থাকিত। ইহুদী ধর্ম্মযাজকেরা বহুদিন যাবৎ তাহাদের মধ্যে ইহুদী ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহুদী-ধর্ম্ম, দুর্দ্ধর্ষ আরবগণের অন্তঃকরণে কোনই স্থানলাভ করিতে পারে নাই, কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। খৃষ্টান-ধর্ম্মও তথায় তুল্যরূপে অকৃতকার্য্য হইয়াছিল। এহেন একটা জাতিকে স্বীয় গুণে মুগ্ধ করিয়া ও নূতন জীবন দান করিয়া, এবং তাঁহার উচ্চ ও মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া,—হযরৎ তাঁহার দেশবাসিগণের যুগান্তরব্যাপী, পুঞ্জীভূত, ধর্ম্মবিষয়ক-নৈতিক-সামাজিক দুর্নীতিসমূহ দূরীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে হয়, হযরৎ তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। নিতান্ত নিকৃষ্ট ধরণের পৌত্তলিকতা ও বিরাট কুসংস্কারের স্থলে তিনি তৌহিদের বিজয় বৈজয়ন্তী স্থাপন করেন। বহির্জ্জগতের সহিত সমুদয় সম্বন্ধ-বিচ্যুত, অর্দ্ধ-অসভ্য আরবগণকে তিনি ন্যায় ও সত্যের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ফলে, মরুভূমির ন্যায় অন্তঃকরণবিশিষ্ট মরুভূ-সন্তানগণ সত্য ও সনাতনধর্ম্মের সৌন্দর্য্যে নিজেরা মুগ্ধ হইয়া, পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে ন্যায় ও সত্যের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়। আল্লার মহাবাণী মহাতেজে দিগ দিগন্তে প্রতিফলিত হয়। মহানবীর মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একদা মূর্খ আরবগণ উচ্চতর ও মহত্তর সাধনায় লিপ্ত হইয়া জ্ঞানে ও গুণে সমগ্র জগতের নমস্য ও বরেণ্য জাতিতে পরিণত হয়। খোদা বিশ্বাস ও খোদা ভক্তি প্রত্যেক জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষতা লাভের মূলমন্ত্র তাই চিন্তা জগতের সম্রাট মহামতি টমাস কারলাইল বলিয়াছেন,—Belief is great soul elevating The History of a Nation becomes fruitful, elevating, great, so soon as it belives." আরবগণ হযরতের নিকট হইতে সত্য-বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া মহীয়ান্ ও গরীয়ান্ হইয়াছিল। তাই তখন দেখা যাইত যে, কর্ম্ম-ব্যস্ত আরবগণ মসজিদে আযান ধ্বনি শ্রবণ মাত্র সমস্ত কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জামাতে সামিল হইবার জন্য মসজিদের পানে ধাবমান হইতেন এবং সকলে

"সওগাত"

(গল্প)

[মোসাম্মাৎ বদরুন্নেসা খাতুন]

নুরন্নেসা স্থানীয় বালিকা মক্তবের একটি ছোট্ট ছাত্রী। ছোট্টই বা বলি কি করে। শীত ঋতুর অবসানের পর বসন্তের রোমাঞ্চক আবির্ভাবের মত তার যৌবন-কোরক ফুটি ফুটি করে তখনো ফুটে উঠে নি। ঠিক যেন একটী স্ফুটোন্মুখ বসোরার গোলাপ !

মক্তবের শিক্ষক মুন্সী সফিউল্লাহ সাহেব; সাঁঝের খেয়াতরীতে জীবন সমুদ্র পার হবার জন্য তাঁকে ওপার হইতে কে যেন হাত ছিনি দিয়ে ডাকছে। তাঁকে দেখ্‌লে মনে হয় দুনিয়া হ'তে পেন্সেন নিবার তার আর বেশী দেরী নাই। বৃদ্ধ-পিতার কাজ লঘু করবার জন্য অবসর সময়ে মহবুব মাঝে মাঝে মক্তবে যেয়ে বালিকা দিগকে পড়াতো। যেদিন সে পড়াতে যেতো, সে দিন নুরন, হালিমন, খয়রুন প্রভৃতির আনন্দ দেখে কে? সব চাইতে আনন্দ হ'ত নুরনের! এই তরুণ ওস্তাজীকে ছাত্রীরা প্রায় সকলে ভাই বুলে ডাক্‌তো। মহবুব যে সময়ে সুমধুর কণ্ঠে নুরনকে কোর-আন পড়ায়ে দিত তখন অতটুকু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালিকাবৃন্দ তন্ময় হয়ে তা' শুনত। আর কি যেন এক গভীর সুধা মাখা মায়া পরশ নুরনের কচি বুক খানিকে নাচায়ে তুলতো। পড়া শেষ করে কি এক অবক্তব্য বেদনা নিয়ে তারা পরস্পর বাড়ী ফিরে যেতো। আবার কাল কখন পড়তে আসবে !!

* * * *

হঠাৎ এক দিন নুরনের জ্বর হ'ল। জ্বর সে বিষম জ্বর! একেবারে ডবল নিউমোনিয়া। সাত রাত সাত দিন তার উপর দিয়ে কি ভাবে ব'য়ে গেল, সে খবর সে একটুও রাখে না। সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন ভাবে সে বিছানায় পড়ে ছট্ ফট্ করতো আর প্রলাপ বক্‌তো "মা আমি পড়্‌তে যাবো, ঐ মহবুব ভাই, এসেছে!" আর মাঝে মাঝে বলে উঠতো— "মহবুব ভাই! বল দেকিন কোন সুরায় দুই বিস্‌মিল্লাহ—আর কোন সুরায় নেই বিস্‌মিল্লাহ।" পিতা নুরনের শিয়রে বসে অঝোরে অশ্রুপাত করতেন— স্নেহময়ী মাতা জায়নামাযে মাথা কুটে কুটে খোদাকে জানাতেছেন, খোদা! আমার বাছাকে রক্ষা করো। আমি মৌলুদ পড়াব ছাগল কোরবাণী দেব।" এমন সময়ে নুরন বলে উঠলো! মহবুব! আমার পড়া হয় নি আমাকে…… !"

নুরন কতকটা আরোগ্য পথে। সকালে একদিন ঔষধ ও পথ্য খেয়ে নুরন একটু ঘুমোচ্ছে। তখন তার সংজ্ঞাহীন ভাব অনেকটা কেটে গেছে; কিন্তু জীবনের আশা তখনো কম। গ্রামের বহুদর্শি হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার ও'র চিকিৎসা করেন। তন্দ্রার ঘোরে নুরন স্বপ্নে দেখ্‌ছে! কি এক জ্যোতিষ্মান মহাপুরুষ তার মাথায় হাত বুলাচ্ছে আর বল্‌ছে "কেমন আছো! নুরন?"

…গোলাপ গড়া হাতের কোমল পরশে হঠাৎ নুরনের তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল। সে চোখ মেলিতেই দেখলো সত্যি 'মহবুব' তার মাথার কাছে বসে তার কপালে হাত বুলোচ্ছ। প্রথমে নুরন তার চোখ্‌কে বিশ্বাস করতে পারলো না। তার পর সত্যি যখন দেখ্‌লো মহবুব তার শিয়রে উপবিষ্ট, তখন লজ্জায় তার চোখ্ মুখ নত হয়ে পড়্‌লো এবং কোত্থেকে এক ঝলক রক্ত এসে তার রোগাক্রান্তা পাংশু মুখ-মণ্ডলকে আরক্তিম করে তুললো। ব্রীড়াবনত মুখে বিজড়িত স্বরে সে এই টুকু কেবল বললো মহবুব ভাই! চল্লুম। শেষ দেখা একবার দেখ্‌তে এসেছো ভাই! ভালোই করেছো। একটী আরয, আমার মৃত্যু সংবাদ শুনে দু' ফোঁটা অশ্রু ফেলো আর না ফেলো……কিন্তু একটী খতম পড়ে আমার নাজাতের জন্য বখ্‌শিয়ে দেবে।"

বল্‌তে বল্‌তে নুরনের সর্ব্ব শরীর একবার কেঁপে উঠ্‌লো। সে আবার সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো। বালিকার ঈদৃশ ভাবান্তর দেখে পিতা মাতা কাঁদতে লাগ্‌লেন। আর মহবুব? —তার কলেজা খানি কে যেন অর্দ্ধ-সিদ্ধ শিক্ কাবাবের ন্যায় টেনে ছিঁড়ে বাহির করতে লাগলো।

* * * *

খোদা রাখ্‌লে মারে কে? নুরন্নেসা সেরে উঠলো। পিতা মাতার দেহে প্রাণ ফিরে এলো। নুরন্নেসা আজরাইলের হাত থেকে যে ফিরবে তা' তাঁরা মোটেই আশা করেন নি। মৌলুদ পড়ায়ে খাশী কোরবাণী দিয়ে তাঁরা খোদার শুকুর আদায় করলেন।

গৃহী-সহায়

(সম্মিলনী হইতে উদ্ধৃত)

কাণের বেদনা সারাইতে গ্লিসিরিন খুব উপকারী গরম চামচে অল্প গ্লিসিরিন লইয়া পরে তাহা কাণে ঢালিয়া দিতে হয়।

* * *

কোন চূর্ণদ্রব্য গ্লিসিরিনে শীঘ্র সুন্দররূপে মিশাইতে হইলে চূর্ণটী গ্লিসিরিনে দিয়া অল্পক্ষণ অগ্নির উত্তাপ লাগাইতে হয়। পাত্রটী এনামেলের বা মাটীর হওয়া চাই।

* * *

ছাতার কাপড় ময়লা হইয়া গেলে ছাতাটিকে মেলিয়া তাহার উপর একটি কাপড়ের প্যাড দ্বারা অল্প গ্লিসিরিন ঘষিয়া দিলে উহা আবার পরিষ্কার সুন্দর হয়।

* * *

ক্রাসিন তৈলে আলাকাতরার দাগ ডুবাইয়া সাবান ঘসিয়া ধুইয়া ফেলিলে দাগ উঠিয়া যায়। সরিষার তৈলেও ইহা চলিতে পারে, তবে ক্রাসিন তৈলই প্রশস্ত।

* * *

ফলের দাগ লাগিলে দাগ-লাগা স্থানে একটা গরম কাপড়ের প্যাড বোরাক্স মিশ্রিত পানিতে ভিজাইয়া তাহা দ্বারা ঘষিতে হয়। পরে সমস্ত কাপড়খানি অল্প গরম পাণিতে ধুইয়া ফেলিতে হয়।

* * *

ঘাসের অথবা ছেৎলার দাগ লাগিলে কাপড়টিকে ভিজাইয়া তাহার উপর টারটারিক এসিড ও লবণ মিশ্রিত দ্রাবক দ্বারা ধীরে ধীরে ঘষিয়া দিতে হয় কিছুক্ষণ শুকাইতে দিয়া পরে ব্রাস দ্বারা ঝাড়িয়া ফেলিতে হয়।

* * *

যখন কাপড়ের দাগ উঠান যায় না তখন সময় সময় গ্লিসিরিনে খুব কাজ হয়। দাগ লাগা জায়গায় গ্লিসিরিন এক টুকরা কাপড়ে করিয়া লাগাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিতে হয়। পরে সাধারণ ভাবে ধুইয়া ফেলিতে হয়।

* * *

কোন ফল সিদ্ধ করিবার সময় যদি পানিতে এক চামচ গ্লিসিরিন মিশাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পানির উপর ময়লার পর্দ্দা ভাসিয়া উঠে না ও ফলের সহিত বেশী চিনি যোগ করিতে হয় না দেড় সের পানিতে এক চামচ গ্লিসিরিনই যথেষ্ট।

* * *

আলকাতরার দাগ তুলিতে হইলে প্রথমে দাগ-লাগা জায়গায় একটু মাখন লাগাইয়া ঘষিতে হয়, পরে সোডা মিশ্রিত গরম পানি অল্প অল্প করিয়া উহার উপর ঢালিয়া দিতে হয়। ইহাতেও যদি দাগ সম্পূর্ণ না যায় পুনর্ব্বার ঐ উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

* * *

ফ্লানেল বা সূক্ষ্ম বস্ত্র ধুইবার জন্য বৃষ্টির পানি ভাল, যদি বৃষ্টির পানি না পাওয়া যায় তাহা হইলে পানিতে কিঞ্চিৎ গ্লিসিরিন মিশাইয়া লইতে হয়। ইহাতে কাপড় তো ভাল থাকেই উপরন্তু ময়লা দূর করে। এক গ্যালন পানিতে চা-চামচের এক চামচ গ্লিসিরিন দিলেই হয়।

নুরন্নেসা আবার মক্তবে যেতে শুরু করলো। কিন্তু পড়ায় তার মন বসে না। কি যেন এক মহা শূন্যতা তার মনকে—তার সেই মক্তব গৃহ খানিকে বেষ্টন ক'রে আছে—মহবুব এখন আর মক্তবে পড়া'তে যায় না। বাড়ী হইতে বহু দূরে জিলা স্কুলে পড়ে!……

শ্রাবনের বাদল ধারা ক্ষিপ্ত হয়ে যেন আকাশ হ'তে লাফিয়ে পড়্‌ছে।…মহবুব উদাস নেত্রে জানালা দিয়ে বাহিরের সেই প্রক্ষিপ্ত বারিধারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক একবার পাঁজর ভাঙ্গা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌ছে, আর অস্ফুট স্বরে বল্‌ছে "হায় এমনি দিনে সে যদি থাকিত পাশে!"

…বৈকালে মহবুবের নামে একখানি চিঠি আস্‌লো তার পিতা ফাতেহায়ে দোয়ায দাহামের ছুটিতে বাড়ী আস্‌তে তাকে লিখেছেন।

…মহবুব বাড়ী এসে দেখ্‌লো এক অভাবনীয় কাণ্ড! ফাতেহায়ে দোয়ায দাহামের আনন্দ-উদ্বেল মুহূর্ত্তে তার বিয়ের দামামা বেজে উঠেছে। বিশ্ব নবী রসুলে করিমের পবিত্র জন্ম মুহূর্ত্তে বিবাহের শুভ লগ্ন স্বর্ণে সোহাগা!

* * * *

…সুসজ্জিত বাসরের এক নন্দন কাননে মহবুব কার অপেক্ষায় বসে। সহসা দ্বার উদ্‌ঘাটন করে একটী হুর-বালা গৃহে প্রবেশ করলে বাহির হ'তে কে যেন ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো। নে বাছা নে তোর **ফাতেহায়ে দোয়ায দাহামের সওগাত।** মহবুব দেখ্‌লো বিকম্পিত দু'খানি কোমল হাত তার পায় উপর…..

"জাতীয়তা"

(মোঃ আবদুল হামিদ কাব্য-বিনোদ)

যে জাতি ও সমাজ যখন স্বীয় জাতীয়তা পরিহার করিয়াছে তখনই তাহাদের পতন অবসম্ভাবী হইয়াছে; ইতিহাসই তাহার জলন্ত সাক্ষ্য। বিলাসিতাই সমুদয় অনর্থের মূল। এই বিলাসিতা যখন জাতীয়-তার উপর আধিপত্য বিস্তার করে তখন ধর্ম্মের প্রতি শিথিলতা আসে। আবার যখন ধর্ম্মে শিথিলতা আসে তখন সমাজ ও জাতি উন্নতির উচ্চস্তর হইতে অধঃপতনের নিম্নস্তরে নিপতিত হয়। ইহাই মানব চরিত্র হীনতার প্রধান কারণ, মানব যখন চরিত্র হীন হয় তখন ধর্ম্মের প্রতি তাহার অনাস্থা আসে। ধর্ম্মই যে মানবের একমাত্র ইহ-পরকালের সার সম্বল ইহার কোন দ্বি-মত নাই। অন্ধকারের গভীর গর্ভ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ধর্ম্মই একমাত্র পূত-পবিত্র 'জান্নাতী-নূর'। অত্যাচার, অনাচার, কু-সংস্কারের গাঢ় আঁধারে মুক্তির মশাল ধর্ম্ম। বিষয় বৈভব ঐশ্বর্য্য প্রাচুর্য্য ধর্ম্মে। ধর্ম্মই 'বেহেশ্‌ত' অধর্ম্মই 'দোযখ'। সুখ-শান্তি ধর্ম্মে। সুখ লাভে যাহার লালসা তিনি ধর্ম্মের শান্ত-শীতল-স্নিগ্ধ ছায়াতলের আশ্রিত হইবেন। ধর্ম্মের অমিয় মধুর; কঠোর কঠিন সহজ সরল আদেশ নিদেশ প্রতিপালন করিবেন। কোরআন পাঠে অবগত হওয়া যায়—যাহারা 'নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাৎ, ধর্ম্মের ক্রিয়া-কলাপ সমাধা করিবেন তাঁহারাই 'ঈমানদার'। ধর্ম্ম কি যাহারা জানিতে ইচ্ছুক এই সকল তাহাদের প্রথম সোপান। জগতে যে কোনও প্রকারের উন্নতি করিতে হইলে মানবকে সর্ব্বাগ্রে প্রথম জীবনে নিয়মিত ধারাবাহিক ভাবে প্রথম সোপানের কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। ইহাতেই মানবাত্মার স্ফুরণ হইবে, তদ্ধেতু চরিত্র গঠন করিতে হইলে কোমলমতি শিশুর বিমল চরিত্রে কোরআন নির্দ্দেশিত অনুষ্ঠাদি বিধি-বদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। ইহা মানব জীবনের চির মঙ্গল।

'কোরআন' কি? কোরআন একখানা পবিত্র নির্ভুল মহাগ্রন্থ ব্যতীত কিছুই নহে। ইহা মানব কল্পনা-প্রসূত একখানা সাধারণ গ্রন্থ নহে। মানব বিরচিত গ্রন্থে নানাবিধ ভুল ত্রুটী অসঙ্গতির সমাবেশ পরিলক্ষিত হইবে; কোরআন ঐ সমুদয় হইতে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। কোরআন আল্লাহ তায়ালার 'কালাম'। জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা কর্ত্তৃক আনীত, শেষ প্রেরিত রসুল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) প্রতি প্রত্যা-দিষ্ট মহাবাণী। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে উষর আরবদেশের মক্কা নামক নগরীতে ১২ই রবিয়ল আওল উষার প্রাক্কালে হযরতের জন্ম হয়, ইহার পরে ক্রমে ক্রমে কোরআন তাঁহার প্রতি 'নাযেল' হয়। এ পর্য্যন্ত এমন কোনও আলেম বা পণ্ডিত কোনও একটী 'সুরার' ন্যায় একটী ছুরা বা পদ রচনা করিতে সক্ষম হয় নাই এবং এমন কোনও সুধীজন ভুল প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয় নাই ও ভবিষ্যতে হইবেন। এই হেতু কোরআন আল্লার কালাম, ইহাতে ভুল ভ্রান্তি অসঙ্গতি নাই, কোরআন পাঠে অবগত হওয়া যায়, নামায 'কায়েম' করা প্রত্যেক নর ও নারীর প্রতি 'ফরয'। নামায মানবকে চরিত্রবান করিবার সরল সোপান 'সেরাতল-মোস্তাকীম'।

যাকাত গচ্ছিত সম্পত্তির শতকরা চল্লিশাংশের একাংশ গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করণ প্রথা, তাহাতে গরীবের যথেষ্ট সাহায্য হইবে। দান করিতে মুসলমান যে মুক্ত হস্ত ইহা তাহারই নিদর্শন। যে কোনও অপারগ ব্যক্তি এই অর্থদানে সাহায্য প্রাপ্ত হইলে তিনি বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন এবং মুসলমান সমাজে আত্ম সমর্পণ করিবেন। ভ্রাতৃত্ব একতা সহজে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। এমন কি অপর জাতিও এই ভাব প্রবলতায় মুগ্ধ হইয়া ইসলামের সুখময় সুকোমল কোলে আশ্রয় লইতে আগ্রহান্বিত হইবেন। দরিদ্রতার নিষ্পেষণে নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত জাতির ইহাই মুক্তির উপায়। যে জাতি যে সমাজ বা যে ব্যক্তি আপনার উপর নির্ভরশীল হয় তাহার পতন নাই। "God helps those, Who helps Themselves"। আল্লাহ তাহাকে সাহায্য করিবেন, যিনি নিজকে সাহায্য করেন।" পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তি চিরজীবন অভাব অনাটন দৈন্য উপভোগ করেন। তাহার অভাব মোচন হইলে দাতার প্রতিও আকৃষ্ট হইবেন।

রোযা মানবকে পরদুঃখকাতরতা ও সাধুতা শিক্ষা দেয়। গরীব অনাহারে থাকিয়া যে কি প্রকার কষ্ট পায়, ধনবান তাহা উপলব্ধি করিবার অবসর পায় না বলিয়া রোযা তাহার একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ। রোযা ক্লিষ্টের সম-দুঃখ বেদনা প্রকাশ করে। মানবের গ্লানি অহমিকা পরিহার করে; শান্ত শিষ্টের বিশেষত্ব আনয়ন করে; হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত করে। ময়লাযুক্ত বস্ত্র যে প্রকার ধুপীর পাটের আঁছাড়ে পরিষ্কৃত হয়, রোযা পাপযুক্ত হৃদয়কে তদ্রূপ পরিষ্কার করে। কষ্ট, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় শিক্ষা দেয়। রজনীর মধ্যভাগের 'তারাবীর' মধুর সম্মিলনে অলসের মনপ্রাণ সবল সতেজ করিয়া তোলে। পঙ্গুর চলচ্ছক্তি, বধিরের শ্রবণ শক্তি, নির্জীবের জীবনী শক্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠে। বিশ্ব ভূমণ্ডলের সমুদয় প্রাণ স্তরে স্তরে একতার তারে ঝঙ্কৃত হয়। মুসলমান মাত্রেই যে এক, ইহা তাহার পূর্ণ নিদর্শন। একচ্ছত্র আধিপত্যের বিমল আনন্দ নর ও নারীর হৃদয় রাজ্যের সমাবেশ উপাসনা।

'হজ্ব' তীর্থ পর্য্যটন। ইহা ধনীদিগের উপর 'ফরয'। তীর্থ পর্য্যটনে যে মানব চরিত্রের এক অচিন্ত্যনীয়, অভূতপূর্ব্ব বিমলানন্দের ভাব লহরী ছুটিয়া যায় ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে না। অধুনাতন মুদ্রা যন্ত্রের কল্যাণে ইতিহাস ও সংবাদপত্র পাঠে গৃহে বসিয়া দেশ বিদেশের সংবাদ অবগত হওয়া যায় সত্য কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় জ্ঞান ও তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারা যায় না। যাহারা পর্য্যটন ব্রত-উদ্‌যাপন করিয়াছেন তাহারাই ইহার সত্যাসত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ইহাতে তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর চিন্তার উৎকর্ষ সাধিত হয় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দুনিয়ার সর্ব্ব শ্রেণীর মুসলমানের অপূর্ব্ব সম্মিলন যিনি দেখিয়াছেন, তিনি তাহা ভুলিতে পারেন নাই। বাৎসরিক একবার 'আরফাৎ-ময়দানে' হজ্ব-ব্রত সমাপন করিবার জন্য দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলে একেত আল্লার আদেশ পালন করা হয়। তাহাতে আবার লুপ্ত জ্ঞানের বিকাশ হয়। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম উভয়বিধ বিধিবদ্ধ বিধান পরস্পর সমন্বিত। ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের যেরূপ সম্বন্ধ কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের তদ্রূপ সম্বন্ধ। পরিবারবর্গ পরিত্যাগ করিয়া গহন কান্তারে নির্জ্জন প্রান্তরে বিশ্বপাতা মহান আল্লার আরাধনা ইস্‌লাম অনুমোদন করেন না। ব্রহ্মচর্য্য ইস্‌লামী আকিদার বহির্ভুত। পোষাক পরিচ্ছদে মুসলমানদিগকে যত্ন তৎপর হইতে হইবে। যে কোনও দেশের মুসলমান যে কোনও দেশে যাউন না কেন তাহাকে মুসলমান বলিয়া অবিহিত করিতে পারা যায় এমন চিহ্ন মুসলমানদিগকে বহন করিয়া চলিতে হইবে। মাথায় 'তাজ' বদন মণ্ডলের দাঁড়ি, গোফ ছোট গায়ে পিরহান ও পরনে 'পায়জামা' যে কোনও প্রকারের হউন না কেন থাকিবেই থাকিবে। স্ত্রীলোকদিগকেও তদ্রূপ সম্ভাবিত পোষাকে আচ্ছাদিত রাখিতে হইবে। মুসলমান কখনও 'সের' উলঙ্গ রাখিবে না। দাঁড়ির সঙ্গে আড়ি কখনও করিবে না। বালক বালিকা-গণের প্রতি অভিভাবকগণ এই সমুদয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

'এলম্' শিক্ষা করা, নর ও নারীর প্রতি 'ফরয'। বিদ্যা শিক্ষা করিতে দেশান্তরে যাইতে হইলেও কুণ্ঠিত হইবে না। হযরত রসুলে করিম আরব বাসীদিগকে সুদূর চীন দেশেও যাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছেন। মুসলমান সাহিত্য-সেবী-বৃন্দ তাহাদের প্রবন্ধাবলীর মধ্য দিয়া নিখুঁৎ ইসলামী সাহিত্য গড়িয়া তুলিবেন। সাধারণতঃ ব্যবহার্য্য বাক্যগুলি ইসলামি আকীদা সমন্বিত হইবে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ইসলামিক সাহিত্য পরিস্ফুট হইবে না। সাহিত্যের মধ্য দিয়া ইসলামিক সৌন্দর্য্যের বিমল কিরণ জগৎ সম্মুখে প্রতিফলিত করিতে না পারিলে সমাজ গঠন হইবে না। সমাজ গঠন জাতীয় উন্নতির প্রকৃষ্ট উপায়। একতাই জাতীয় উন্নতি সগর্ব্বে আনয়ন করে। আমাদের মুসলমান সমাজে জাতীয়তা গঠনের যে প্রকার সহজ ও সরল পান্থা রহিয়াছে জগতের অন্য কোনও সমাজে তাহা নাই। নামায দিবারাত্রি পাঁচবার 'মসজিদে' 'বাম্মাসিক শিক্ষাগার 'ঈদ ময়দানে' বাৎসরিক শিক্ষাগার 'আরফাৎ-ময়দানে' পল্লীগ্রাম, জিলা, দেশ, মহাদেশ পর্য্যায়-ক্রমে একত্র হইয়া আল্লাহ তায়ালার আরাধনা করিবে ইহা তাহার মনোনীত বিধান, নামায এ সমুদয় শিক্ষা দেয়। এমনতর শিক্ষা-বিধায়িনী নীতি মুসলমান সমাজ ব্যতীত অন্য কোনও সমাজে নাই। এখানে কোনও জাতির বা কৌলিন্যের ভেদ প্রথা নাই। মক্কার শরীফ, কাবুলের আমীর, তুরস্কের সুলতান, মিসরের খেদীব, পারস্যের শাহ, যে কোনও দেশের যে কোনও অবস্থার এমন কি পথের ভিক্ষুক কড়ার কাঙ্গালের সহিত সম আসনে একত্র

হইয়া আল্লার নামায পাঠের জন্য উৎফুল্লচিত্তে যোগদান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী পরহেযগার আলেম এমামতী করিবেন, আশরাফ, আতরাফ শরাফতির কৌলিণ্যের গর্ব্ব করিতে পারিবে না। যে কোনও জাতি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ মুসলমান সমাজের সমুদয় অধিকারের অধিকারী হইবেন। ইংলণ্ডের লর্ড হেড্‌লী (আবদুল্লা কুইলিয়ম) জনৈক কাফ্রির পার্শ্বে তুরস্কের "মহামান্য সুলতানকে নামায পাঠে নিরত দেখিয়া ইসলাম কবুল করিয়াছেন। ইতিহাস পাঠে এরূপ অগণিত প্রমাণ পাওয়া যায়। সাদরে আহ্বান করি বিশ্ব-ভূমণ্ডলের অধিবাসী যে যেখানে আছ, ছুটিয়া আইস—ইসলাম জননীর সুখ-শান্তিময় সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। বেহেশ্‌তের জন্য পূত-পবিত্র সহজ সরল সুপন্থা একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মেই উন্মুক্ত রহিয়াছে; ইসলাম চিরশান্তির ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে বল প্রয়োগ নাই। "লা-একরাহ ফিদ্দীনে" (কোরআন ৩য় পারা ১ম রুকু)।

ইসলাম তরবারী দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, অনেক অনভিজ্ঞ বিজাতীয় সাহিত্য-সেবী এবং সাধারণ সভ্যবৃন্দ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্তি বিদ্বেষে পতিত হইয়াছে, ইসলাম নীতির গবেষণা আদৌ তাহারা করে নাই। এই শান্তিময় ধর্ম্ম শান্তির সহিত প্রচারিত হইয়াছে। ওৎবা নামক উচ্ছৃঙ্খল যুবক একদিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন নাশ করিবার জন্য কোষ-উন্মুক্ত তরবারী হস্তে হযরতের অনুসন্ধানে ছুটিয়াছে; স্থানান্তরে দেখিল যে হযরত এক 'দরখ্‌ত' মূলে স্নিগ্ধ ছায়ায় গাঢ় নিদ্রাভিভূত, ওৎবা তাহার হস্তস্থিত 'খন্‌জর' হযরতের উপরে মরিতেই তাহা 'দরখ্‌ত' শাখায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়া 'যমীনে' (ভূমি-পর) ঝনাৎ করিয়া পড়িয়া গেল। হযরত জাগরিত হইয়া এই বিকট দৃশ্য অবলোকন করিলেন এবং যমীনে নিপতিত 'খন্‌জর'খানা তুলিয়া বলিলেন—প্রিয় ওৎবা! বল শুনি তোমার 'জান' এখন কাহার হাতে? ওৎবা ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে জবাব দিল "আপনার হাতে"। শান্তির ন্যায়নিষ্ঠ দরবেশ হযরত বলিলেন; না, না ওৎবা, আমার হাতে নয়! বল 'সারা মখলুকাতের' সৃষ্টি কর্ত্তা 'রহমানর রহিম আল্লাহ তালা'র হাতে। এই লও তোমার 'খন্‌জর', তুমি বাড়ী গমন কর'। ওৎবা আর যাইতে পারিল না। "বুঝিলাম তুমি শেষ প্রেরিত শ্রেষ্ঠ সত্য নবী; গুণ-গরিমায়, দয়া দাক্ষিণ্যের ক্ষমাগুণের সাক্ষাৎ মূর্ত্ত আশীষ; তুমিই জগতে ধন্য তোমার প্রচারিত ধর্ম্ম সত্য-সনাতন পূত-পবিত্র। আমি তোমার প্রচারিত ইসলাম 'কবুল' করিলাম। তোমার প্রচারিত ধর্ম্ম ব্যতীত মুক্তির পন্থা নাই। তুমিই 'রহমতুল লেল-আলামীন'। বিশ্ব-মানব এস! মুক্তির স্বরূপ ইসলামের শান্ত-শীতল স্নিগ্ধ-ছায়াতলে।

ইসলাম কাহারও নিরাশ করে নাই। অন্য সমাজে পিতৃধনে নারীর অধিকার নাই। ইসলাম নারীকে সে অধিকার প্রদান করিয়াছে। যাবতীয় মুসলমান পরস্পরের ভ্রাতা। তাহারা যে কোনও দেশীয় হউক না কেন, ভারতীয় কোনও একজন মুসলমান হৃদয়ে ব্যথা পাইলে তুর্কীর মুসলমানের হৃদয়ে সে বেদনার ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিফলিত হইবে। গণতন্ত্র প্রণালীতে ইসলাম সংস্কার করিয়াছে। মুসলমান তুমি জাগরিত হও। তোমার ধর্ম্মের স্বাধীনতা ভূমণ্ডলের স্তরে স্তরে ফুটাইয়া দাও। তুমি শান্তির মূর্ত্ত ছবি, যে দেশে প্রলয় ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হয়, সে দেশ তুমি শান্তিময় করিয়া তুল। তোমার দয়া, দান, করুণা অবিরাম বিলাইয়া দাও। তোমার মহত্ব গুণে জগৎ মুগ্ধ হইবে।

তোমার ধর্ম্মে স্পর্শ দোষ নাই। সকলকেই স্নেহালিঙ্গন কর; জাগ্রতী প্রেমের বাহু পাশে আবদ্ধ কর। বিরাট বিশ্ব তোমার আপনার হইবে। তোমার ধর্ম্মে অগ্রে কাহাকেও বাধা দিতে নাই; আত্ম-রক্ষা ও ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য তোমাকে মাত্র সাবধান হইতে হইবে। এই কঠিন সমস্যাই তোমার মূল মন্ত্র। তোমার এই বিশ্বব্যাপী উদার ভাব সমুদয় জগৎকে মুগ্ধ করিবে এবং কার্য্যে তৎপর হও তোমার "কোরআন" নীতির অমিয় মধুর বিমল আহ্বানে।

ধনী নির্ধন যত লুটিবে চরণ তলে।
গাহিবে কীরিতি গাথা ধরাজন কুতূহলে॥

কর্ত্তব্যের আহ্বান

[শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের সব চেয়ে বেশী অভাব হইয়েছে একমাত্র নেতার। উপযুক্ত নেতার অভাবে আজ আমরা—তথা দশ কোটী ভারতীয় মুসলমান দিবা রাত্রি বিজাতির নির্য্যাতন ভোগ করিতেছি—দুর্দ্দশার অতল পাথারে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছি—মৃত্যুর দ্বার-দেশে উপস্থিত হইয়া কাৎরাইতেছি। আমরা বাদশাহের জাতি, বীরের সন্তান, জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্ম-দাতা, সাম্য সভ্যতার বিঘোষক হইয়া আজ যে পদ-পদে পিষ্ট হইয়া চলিয়াছি—বিধর্ম্মীদিগের শত শ্লেষ ও বিদ্রূপ বিষ-বানে জর্জ্জরিত হইতেছি সে কেবল নেতার অভাবেই বলিতে হইবে। ঐ এক অভাবের ফলে আমরা আজ আমির হইয়াও ফকির, সাহসী হইয়াও ভীরু, বীর্য্যবান হইয়াও শক্তি হীন, জ্ঞানী হইয়াও নির্ব্বোধ। মোট কথা আমাদের বল-বিক্রম, ধন ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান-প্রতিভা সমস্তই শিথিল, মলিন হইয়া রহিয়াছে, কেবল ঐ এক নেতার অভাব নিবন্ধন। আমরা যদি আজ প্রকৃত নেতা পাইতাম তাহা হইলে এই প্রাণান্তকর দুঃখ যাতনা কখনই ভোগ করিতাম না আমাদের জাতীয় চরিত্র এরূপ অন্যায় অপবাদে কলঙ্কিত হইত না—মোগল পাঠানের বংশধর আমরা ভারতের বুকে কি না করিতে পারিতাম!

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, "নেতার অভাব পূরণ হইবার উপায় কি? আমরা কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে প্রকৃত নেতা লাভ করিতে পারি? ইহার উত্তরে হয়ত কেহ বলিতে পারেন,—"আমরা সকলে মিলিয়া কোন এক সজ্জন, শিক্ষিত ধর্ম্ম-প্রাণ ও রাজ-নীতিবিদ্ ব্যক্তিকে নেতা নির্ব্বাচন করিলেই সহজে এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আমরা কিন্তু ঐ মতকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না। কারণ ভোটের কল্যাণে যাঁহারা নেতৃত্বের উচ্চ আসন লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যথার্থ নেতা নহেন—তাঁহাদের স্থান প্রকৃত নেতার নিম্নে অবস্থিত। খোদা তায়ালা যাঁহাকে নেতার যোগ্যতা দান করেন, তিনি কোন দিন, কোন সময় ভোটের তোয়াক্কা রাখেন না। আকাশের চাঁদ যেমন স্বীয় স্নিগ্ধ কর-রাজি বিকাশে হাজার হাজার নক্ষত্রের জ্যোতিকে বিমলিন করিয়া নিজের প্রভাব বিস্তার করে—কাহার মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকে না, সেইরূপ যিনি প্রকৃত নেতা তিনি তাঁহার অসামান্য প্রতিভা প্রভাবে সমাজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া আপনার আসন উচ্চ করিয়া লইয়া থাকেন। তিনি কোন দিন, কোন সময়, কাহারো সাহায্য সহানুভূতি লাভের বাসনায় চুপ করিয়া থাকেন না। পাষাণ পর্ব্বত বক্ষ ভেদ করিয়া যে স্রোতস্বতী নির্গত হয়—শত শত শীলা খণ্ড যেমন তার গতি রোধ করিতে পারে না, তেমন প্রকৃত নেতার কার্য্যে বাধা দিয়া কেহই তাঁহাকে চাপিয়া রাখিতে পারে না। তাহার কারণ হইতেছে সাধারণ নেতার ন্যায় প্রকৃত নেতা খোশ খেয়ালের বশবর্ত্তী বা সুযশ সুনামের কাঙ্গাল হইয়া সমাজ খেদমতে আত্ম-নিয়োগ করেন না, তিনি নিন্দা বা প্রশংসার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই নেতা গিরির মহা দায়িত্ব ভার স্বেচ্ছায় মস্তকে তুলিয়া লইয়া থাকেন এবং স্বজাতি, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ সেবার একটা প্রবল জ্বালাময় আকাঙ্ক্ষা বুকে ধরিয়া জীবনকে উৎসর্গের স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াই কার্য্য ক্ষেত্রে ধাবমান হন। তিনি যে আকাঙ্ক্ষাটীকে বুকে ধরিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন তাহাকে প্রেরণা বা উদ্দীপনা বলা হয়। উদ্দীপনা বা প্রেরণা অন্য কিছু না, উহা হইতেছে সেই জিনিস যে জিনিসটী আমাদের কাজ করিবার আগ্রহটীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলে। সত্যিকারের নেতা ব্যতীত অপর কাহার বুকে সে জিনিসটী থাকিতে পারে না আর নেতা, তাঁহার বুকের সেই পবিত্র উদ্দীপনা সুধা তাঁহার মতানুসরণ কারীদিগের বুকেও ঢালিয়া দিয়া থাকেন, তাহাদের শিরায় শিরায় প্রেরণার তীব্র আগুন জ্বালাইয়া তুলেন। তখন তাঁহার মতই তাঁহার মতানুমোদন কারিগণও কাজ করিবার জন্য ব্যগ্রাকুল হইয়া উঠে—তাহারা পর্ব্বত প্রমান বাধাকে তৃণ-বৎ পদ-বিদলিত করিয়া সঙ্কল্প সাধনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া থাকেন। অপর পক্ষে সাধারণ বা খোশ খেয়ালী নেতার বুকে যে উদ্দীপনা-বহ্নি থাকে না, আর সেই জিনিসটার অভাব তিনি তাঁহার মতাবলম্বীদিগের বুকেও আগুন জ্বালিতে তথা বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে পারেন না। ফলতঃ তাঁহার বা তাঁহার দল বল কাহার দ্বারা তেমন কোন বড় কাজ কোন দিন হয় না, যে কাজের উল্লেখ করিয়া আমরা গর্ব্ব করিতে পারি।

দুনিয়ার দিকে দিকে এমন অনেক লোক বা সম্প্রদায় দেখা যায় যাহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকি। আবার এমনও বহু লোক বা জাতি নযরে পড়িয়া থাকে যাহাদের আলস্য, জড়তা আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত না করিয়া পারে না। ইহার কারণ হইতেছে এই, যাহাদের কার্য্য-কলাপ দেখিয়া আমরা বিস্ময়াপন্ন হই, তাহাদের সেই শক্তি মূলে একটী সজীব পদার্থ থাকেই থাকে। যেটীকে আমরা প্রেরণা বা উদ্দীপনা বলি। আর-যাহাদের আলস্য জড়তায় আমরা আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া পারি না, তাহাদের বুকে ঐ উদ্দীপনা জিনিসটার মোটেই সন্ধান পাওয়া যায় না। ঐ একটী জিনিসের অভাবেই তাহারা জীবন্মৃত অবস্থায় দুর্দ্দশার অন্ধ গহ্বরে পড়িয়া থাকে।

আমাদের একথা গুলির সত্যাসত্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে কাহার কোন কষ্ট নাই। আমরা যদি আমাদের জাতীয় ইতিহাস খানি একটু মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করি তাহা হইলে ইহার সত্যতা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। মহা-নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) যখন ইসলাম প্রচার করিতে নিযুক্ত হইলেন, তখন আরব অধিবাসিগণ তাঁহাকে নেতৃত্ব পদ প্রদান করা দূরে থাকুক তাঁহাকে প্রাণের দুশমন মনে করিয়াই তাহার বিনাশ সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিল। শত বাধা বিঘ্ন ও নির্য্যাতন অগ্রাহ্য করিয়া হযরত তাঁহার প্রাণের উদ্দীপনার সঙ্কল্প সাধনে ব্রতী হইলেন। তাহার ফলে মক্কা মদিনা হইতে পৌত্তলিকতা অদৃশ্য হইয়া গেল। সহায় সম্বলহীন যাযাবর আরব সন্তান বল বীর্য্যের আধার স্বরূপ মহা পরাক্রান্ত এক মহা জাতিতে পরিনত হইল। তাহারা বাহুতে হস্তীর বল, বুকে সিংহের সাহস এবং মাথায় অভ্রান্ত জ্ঞানরাশি লইয়া দেশের পর দেশ, রাজ্যের পর রাজ্য, জয় করিয়া চলিল। অন্যদিকে দিনের পর দিন মুসলমানের সংখ্যা বন্যা-প্রবাহের ন্যায় হু হু করিয়া বাড়িতে লাগিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে ইসলামী রাজ্যের বিস্তৃতি এশিয়ার সীমারেখা অতিক্রম করিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশদ্বয়ের বুকের উপর গিয়া দাঁড়াইল। ঐ যে লক্ষ লক্ষ মুস্‌লিম সৈন্য সেনাপতির পদভরে বিশ্বের বুকে মহাকম্পন জাগিয়া উঠিল—কোটী কণ্ঠের আল্লাহো আক্‌বর ধ্বনিতে জলধির নীল-লবণাম্বু আন্দোলিত হইতে লাগিল তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? অন্য কিছুই নয়, কেবল মহানবীর অদম্য প্রেরণা এবং জলন্ত উদ্দীপনা। তাঁহার হৃদয়ের যে মহা ভাবের উচ্ছ্বাস উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা যখন শতধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া হাজার হাজার হৃদয়কে সঞ্জীবিত করিল তখনই শতধা বিচ্ছিন্ন দরিদ্র আরবজাতি সিংহ বিক্রমে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। তাহার ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ তিনটী মহাদেশ মুসলমানের পদস্পর্শে বিকম্পিত হইতে লাগিল। হযরতের বুকের সেই পবিত্র উদ্দীপনা হৃদয়ে ধারন করিয়া আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী কেবলই উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলাম। দিগ্বিজয়ের সাফল্যে আমাদের প্রভূত ধন-সম্মানলাভ হইল শৌর্য্য-বীর্য্যে দুনিয়ার মধ্যে আমরা অজেয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইলাম —জ্ঞানে-পুণ্যে সাহিত্য-বিজ্ঞানে দুনিয়ায় আমরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া আখ্যা পাইলাম। বিশাল বিশ্বের বুকে আমাদের সমকক্ষ জাতি আর একটীও রহিল না। যখন আমাদের সকল বাসনা, সকল কামনা ও সকল আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন ঘটিল, তখন আমরা হযরতের বুকের উদ্দীপনাটুকু হারাইয়া ফেলিলাম; আর সেই হইতে আমাদের পতন আরম্ভ হইল।

হুগলীর ১লা আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে উত্তরপাড়া ভদ্রকালীর নিকটে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে আরোহীপূর্ণ ২ খানি মোটর বাসের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়। উহার ফলে উভয় বাসের প্রায় ২০ জন আরোহী যখম হইয়াছে। একজন আরোহী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মুলকী

খালসা বোমা মামলা

'অজাগরের' মৃত্যুদণ্ড

অমৃতসরের ২৯শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, অমৃতসরের দায়রা জজের আদালতে অদ্য খালসা কলেজ বোমার মামলা শেষ হইয়া গিয়াছে। জজের বিচারে আসামী অজাগর সিংহের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অপর আসামী নিরঞ্জন সিং ও রাজসাক্ষী মেহার সিংকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সংবাদ-পত্র পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, গত ২২শে ফব্রুয়ারী তারিখে খালসা কলেজে ছাত্রগণের একটি সভায় বোমা ফাটিয়াছিল। এই দুর্ঘটনার ফলে প্রতাপ সিং নামক এই কলেজের এক জন ছাত্রের মৃত্যু ঘটে। কলেজের অধ্যক্ষ দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়া গিয়াছিলেন।

নওজোয়ান সভার পত্রিকা

সম্পাদক প্রভৃতির কারাদণ্ড

বোম্বাইয়ের ৩১ জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, নওজোয়ান ভারত সভা কর্ত্তৃক "রিভোল্ট" নামক একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মিঃ রঞ্জন দালাল ও উক্ত সভার সম্পাদক মিঃ ডি, পি, জৈন ও সহকারী সভাপতি মিঃ এ, কে, হাকিমের প্রতি ভাল ভাবে থাকিবার জন্য ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের ১০৮ ধারামতে জামিন তলব করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ১ বৎসরের জন্য বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আসামীরা কেহই মুচলেকা, জামিন বা যবানবন্দী দিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। মিঃ জি, এ, আচারিয়ার বিরুদ্ধে ও উক্তরূপ চার্জ্জ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত সভার কমিটীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ প্রমাণিত না হওয়ায় ঐ চার্জ্জ উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

সিন্ধুতে ভীষণ প্লাবন

শতাধিক গ্রাম জলমগ্ন

করাচীর ২১শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, বন্যার জন্য শিকারপুরের কারাগার গত রাত্রিতে খালী করিয়া দিয়া ৬ শত কয়েদীকে মধ্য রাত্রিতে ট্রেণে হায়দ্রাবাদ পাঠান হইয়াছে। পানি কোথাও কোথাও ১৫ ফিট গভীর। খালের ভাঙ্গন সারিবার ও বন্যার গতিরোধ করিবার জন্য ৫ হাজার শ্রমিক দিনরাত্রি পরিশ্রম করিতেছে। শিকারপুর মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট আজ মধ্যাহ্নে তার করিয়া জানাইয়াছেন—অবস্থা অত্যন্ত ভীষণ. করাচীর ২০শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ অদ্য প্রাতে শিকারপুর হইতে একজন প্রত্যক্ষদর্শী তারে জানাইয়াছেন:—লোই নামক স্থানের নিকট সিন্ধু নদের বাঁধের প্রায় ২ মাইল পরিমিত স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সিন্ধু নদ হইতে শিকারপুর পর্য্যন্ত প্রায় দেড়শত বর্গ মাইল পরিমিত স্থান এক বিরাট জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শতাধিক গ্রাম জলমগ্ন। একলক্ষ একর জমির ক্ষতি হইয়াছে। শস্য গবাদি পশু ও গৃহাদির ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক কোটি টাকার উপর। শিকারপুরের চতুর্দ্দিক পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এক্ষণে উত্তর ও পশ্চিম দিকে বন্যা প্রবাহিত হইতেছে। শিকারপুর জাকোবাবাদ রোডের দীর্ঘ্বা বাঁধের নিকটে গীরওয়া নামক স্থানে পানির গভীরতা ৫ ফুট পানি এক্ষনে খুমান জাগীর খাঁ ও গারহিয়াসিনের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। বর্ত্তমানে ৩০ হাজার লোক বন্যা-প্লাবিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। ডাকাতীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বহু সংখ্যক লোক সুক্কুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগকে অস্থায়ী কুটীর, স্কুল ও অন্যান্য অট্টালিকায় স্থান দেওয়া হইয়াছে। খানপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, ৩ শত দস্যু ধনী ব্যবসায়ীদের লোকজন শূন্য গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়া নগদ টাকা ও অন্যান্য সম্পত্তিতে ৬০ লক্ষ টাকার জিনিষ স্থানান্তরিত করিয়াছে। শিকারপুর ও সুক্কুরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অদ্য প্রাতে মৌকাযোগে ডাক বিলি হইয়াছে। রেল লাইনের বড় বড় ভাঙ্গনের ফলে কোয়েটার সহিত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে! ৩ সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত ভাঙ্গন মেরামত হইবে না।

মফঃস্বল

রেজিষ্ট্রী অফিসের অসুবিধা

প্রতিকার প্রার্থনা

খুলনা জেলার পাইকগাছা থানার সব-রেজিষ্ট্রী অফিস স্থাপিত হওয়া অবধি বহু কাল পাইকগাছাতেই অবস্থিত ছিল, জানি না কি অজ্ঞাত কারণে উহা পরে বাড়ুলী ডাক্তার পি, সি, রায়ের বাটীতে স্থানান্তরিত হয়। ডাক্তার পি, সি, রায়ের বাড়ীতে আইন অমান্যকারী সত্যাগ্রহী দলের স্থান হইয়াছে বলিয়া—নানা আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রী অফিসটী তুলিয়া পুনরায় পাইকগাছায় লইয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাই উহা আবার স্থানান্তরিত করিয়া চাঁদখালি নামক খাস মহাল স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। কথাটী সত্যে পরিণত হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। কারণ পূর্ব্বে পাইকগাছায় রেজিষ্ট্রী অফিস থাকা কালীন সকল দিক দিয়া সকল লোকের বড়ই সুবিধা হইত। তৎপর বাড়ুলী স্থানান্তরিত হইলে লোকে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে থাকে। যে কোন কারণে হউক অফিসটী পূর্ব্ব স্থানে আসিয়াছে দেখিয়া অত্র অঞ্চলবাসী যাহার পর নাই সুখি হইয়াছেন, কিন্তু আবার উহা চাঁদখালিতে স্থানান্তরিত করিলে লোকের যে কি দারুণ অসুবিধা হইবে, তাহা বুঝাইবার মত ভাষা নাই, কারণ একেত চাঁদখালি এক প্রান্তে অবস্থিত তাহাতে আবার তথায় যাতায়াতের ঘোর অসুবিধা। আশা করি অত্র অঞ্চলবাসীর কাতর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান না করিয়া রেজিষ্ট্রেশন সরকার উক্ত অফিসটী স্থায়ীভাবে পাইকগাছাতেই রাখিয়া দিন। আমরা এ বিষয়ে খুলনার সুযোগ্য ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার সৈয়দ হায়দর আলি সাহেবের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইতি—

দেশবাসীর পক্ষ হইতে—

শেখ সইজুদ্দিন আহমদ

পোষ্ট-মাষ্টার গদাইপুর, খুলনা।

জুমা'-নামাযে নিষেধাজ্ঞা

হিন্দুর মানসিকতা

ময়মনসিংহ জেলার কেন্দুয়ার সাব-পোষ্ট-মাষ্টার বাবু গুরুদয়াল সরকার প্রায় ১০ বৎসর তাহার অধীনস্থ কেরাণী মওলবী আবদুল ওহাব বী, এ প্রায় ৯ মাস যাবত কেন্দুয়া সাব-পোষ্টাফিসে চাকুরী করিয়া আসিতেছেন। উক্ত কেরাণী সাহেব সর্ব্বদাই রীতিমত নামায আদায় করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১১ই তারিখ রোজ শুক্রবার স্থানীয় মসজিদে জুমার নামায আদায় করিয়া ফিরিয়া অফিসে গেলে উক্ত সাব-পোষ্ট-মাষ্টার বাবু বলেন যে, অফিসের সময় বাহিরে যাইয়া জুমার নামায পড়িবার জন্য ডিপার্টমেণ্টের কোন সার্কুলার বা আদেশ নাই। অতএব তিনি কেরাণী সাহেবকে বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত জুমায় যাইতে নিষেধ করিয়া বাহিরের কয়েকজন মুসলমানের মোকাবেলায় হুঁসিয়ার করিয়া দেন। মাষ্টার বাবুর উক্ত ব্যবহারের দরুণ স্থানীয় মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যের ভাব দেখা যাইতেছে। এবং মাষ্টার বাবু এ বিষয় আপোষে মিটমাট করিবার জন্য গতকল্য কয়েকজন উচুদরের হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা প্রসঙ্গে জানা গেল, কেরাণী সাহেব সাব-পোষ্ট-মাষ্টার বাবুর মারফতে বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের নিকট নামায আদায়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার দরুণ এক দরখাস্ত পেশ করিয়া বিচার প্রার্থী হইয়াছেন।

ময়মনসিংহের ৩১শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, রাজা জগৎ কিশোর আচার্য্যের একমাত্র ভগিনীর পৌত্র সুবোধচন্দ্র নান্দাল তাহার মোটর গাড়ীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া গাড়ী মেরামত করাইতেছিল, এমন সময় একখানি মোটরবাস সবেগে আসিয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। পতনের ফলে ২ দিন পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

—০—

মুন্সিগঞ্জের ৩১শে জুলাইয়ের খবরে প্রকাশ, এই মহকুমার বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক যে আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা দমন করিবার জন্য যে পুলিস বাহিনী নিযুক্ত হইবে, তাহার ব্যয় নাকি মুসলমান, নমঃশূদ্র ও অন্যান্য অনুন্নত জাতি ছাড়া এখানকার আর সকলকেই বহন করিতে হইবে। এই জরিমানা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

আমি জানি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট মুসলমান কর্ম্মচারী ও রাজকীয় কাজে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মুসলমানকে জুমার নামায আদায় করিবার জন্য ১২-৩০ মিনিট হইতে ২টা পর্য্যন্ত রাজকীয় কাজে অনুপস্থিত থাকিবার অধিকার দিয়াছেন। পোষ্টেল বিভাগের কাজ দুষ্টে মনে হয়, পোষ্টেল বিভাগের মুসলমান কর্ম্মচারীদেরও জুমার নামাযে যাইবার অধিকার দেওয়া আছে। যদি বাস্তবিকই এই অধিকার থাকিয়া থাকে তবে সাব-পোষ্ট-মাষ্টার বাবুর এই ঘৃণিত আচরণ ক্ষমার অযোগ্য। কিন্তু যদি কোন আদেশই না থাকিয়া থাকে তবে পোষ্টেল ডিপার্টমেণ্টের এই গাফেলতীর দরুণ দুঃখ ও ঘৃণা প্রকাশ করিতেছি। উপসংহারে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমি ভারতীয় ডাক বিভাগের ডিরেক্টর জেনারল ময়মনসিংহের পোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নিবেদক—

আবদুল হাকিম খান

ছিলিমপুর, পোঃ কেন্দুয়া, ময়মনসিংহ।

পোষ্টাফিসের অসুবিধা

ডেলি বিট চাই

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা সাব অফিসের এলেকাধীন কলারোয়া ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিসের অন্তর্গত পরাণপুর গ্রামখানি পোষ্টাফিসের দিক দিয়া বিভিন্ন প্রকারে বিশেষভাবে জড়িত। অত্র গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড ও ব্রাঞ্চ অফিস, কাজীর অফিস, বিখ্যাত হামিদিয়া লাইব্রেরী ও একটি স্কুল অবস্থিত থাকায় দৈনিক চিঠিপত্র এক মাইল দুরবর্ত্তী পোষ্টাফিসের লেটার বক্সে দিতে হয়; তাহাতে অত্র গ্রামের সর্ব্বসাধারণের মহা অসুবিধা ভোগ হইতেছে; এ কারণ প্রার্থনা অত্র গ্রামের হামীদিয়া লাইব্রেরীতে একটী লেটার বক্স স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা হয়। এ গ্রামের চিঠি পত্র বিলি করিবার নিমিত্ত সপ্তাহে মাত্র তিন দিন বিট নির্দ্ধারিত আছে; ইহাতে আমাদের কার্য্যাদি বড়ই অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা হইতেছে এমন কি ডাক আসিবার পূর্ব্বেই উপরোক্ত অফিসগুলির কর্ম্মচারীদিগকে চিঠিপত্রাদি আনিবার নিমিত্ত পোষ্টাফিসে গিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। মফঃস্বল হইতে ক্রেতাগণের বহু অর্ডার ও মণি অর্ডার টেলিগ্রাম প্রভৃতি হামিদীয় লাইব্রেরীতে আসিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রামে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ২০।২২ খানা সংবাদ-পত্র আসিয়া থাকে, আমরা আশা করি কর্ত্তৃপক্ষ এই গ্রামে ডেলী বিটের ব্যবস্থা করিয়া গ্রামবাসীর অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে—

মোহাম্মদ মোয়েজ্জুদ্দিন হামিদী এম, এম, আর

পোঃ কলারোয়া, খুলনা।

ই, বি, আর, টাইম্ টেব্‌ল

কলিকাতা

		ছাড়িবার সময়		পৌছিবার সময়
দার্জ্জিলিং মেল	বিঃ	৮টা ৫৪ মিঃ	সকাল	৭টা ৯মিঃ
আসাম	„ „	১„ ৩০ „	বিকাল	১টা ১৫মিঃ
চিটাগাং	„ সকাল	৭„ ৩৫ „	„	৭„ ২৪ „
ঢাকা	„ বিকাল	১০„ ২৪ „	সকাল	৫„ ৩৯ „
বরিশাল এক্সপ্রেস	„	২„ ৪০ „	„	১০„ ৩৪ „
গোয়ালন্দ প্যাসেঞ্জার	„	৭„ ০ „	„	১০„ ৪৪ „
সিরাজগঞ্জ	„	৮„ ১৪ „	„	৭„ ২৪ „
সান্তাহার	„	৩„ ৩৪ „		....
সিলিগুড়ি	„	৯„ ৫৪ „	„	৬„ ৯ „
পার্ব্বতীপুর	সকাল	১১„ ১৪ „	„	৪„ ৯ „
কাটিহার	বিঃ	২„ ৫০ „	„	৬„ ৫১ „
„	„	১০„ ৫৪ „	বিকাল	২„ ৫৪ „
আমনুরা	„	৯„ ৪ „	সকাল	৫„ ৪ „
খুলনা	„	৯„ ১৪ „	„	৫„ ৪১ „
„	সকাল	৫„ ৫ „	বিকাল	১০„ ৪ „
„	„	৯„ ৩০ „	„	৪„ ১৯ „
দিল্লী এক্সপ্রেস (ভায়া ই, আই, আর)	বিকাল	১০„ ১৪ „	সকাল	৬„ ১৪ „
নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস	সকাল	৯„ ৫৪ „	বিকাল	৬„ ১ „

বিজ্ঞাপন

নূতন বাটী বিক্রয়

ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মওলবী মতলুব আহ্‌মদ চৌধুরী মরহুমের নব-নির্ম্মিত দ্বিতল বাড়ীখানি বিক্রয় হইবে। করেয়ার একটি নূতন রাস্তার উত্তর পার্শ্বে সাহেবী কেতায় এই সুন্দর বাড়ীখানি অবস্থিত। কোনও মোসলমান বড়লোক এই বাড়ীখানি ক্রয় করিলে বড় ভাল হয়। অতি উৎকৃষ্ট হাওয়াদার বাড়ী। "আল-মুস্‌লিম" আফিসে পত্র লিখুন। মাত্র দুই বৎসর হইল বাড়ীখানি নির্ম্মিত হইয়াছে।

রেজিষ্টার্ড

মদন মঞ্জরী

জননেন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় দুর্ব্বলতা দূর করিয়া শক্তি ও সামর্থ বৃদ্ধিকল্পে ৪০টা বটী পূর্ণ কৌটার মূল্য ১৲

নপুংসকত্বারী ঘৃত

বাহ্যিক প্রয়োগে নষ্ট পুরুষত্ব ও অন্যান্য দোষ সমূহ দূর করিতে অদ্বিতীয়। ২ তোলা কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা

রমণবিলাসিনী বটিকা

শক্তিধারণ করিবার ও স্বাভাবিক স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। ১৬ বটী কার মূল্য ১৲ এক টাকা

রাজবৈদ্য নারায়ণজী কেশবজী

১৭৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

রোবি ক্রুড অয়েল ইঞ্জিন

শীতল অবস্থায় চালান যায়

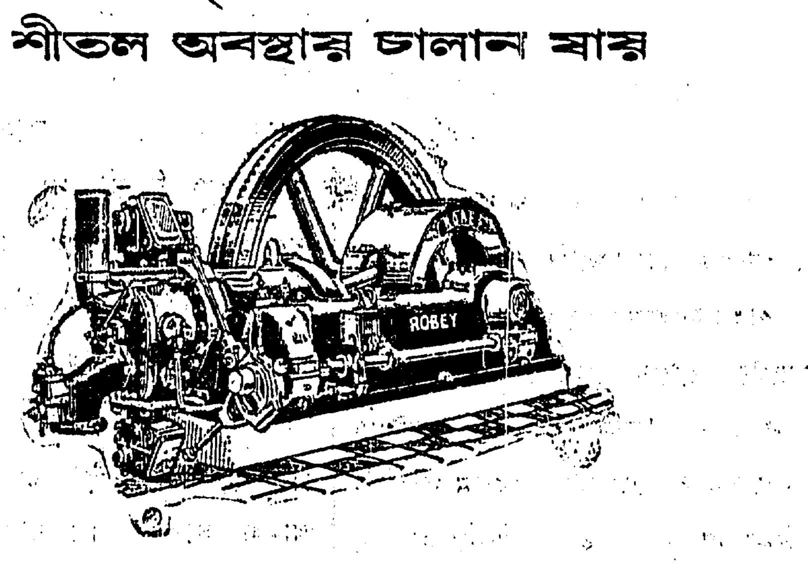

একসেনট্রিক ভালভ গীয়ারসহ তৈল দ্বারা চালিত ইঞ্জিন

২০ হইতে ৫৫ বি, এইস, পি মজুত আছে

ক্যাটালগ ও অন্যান্য বিবরণের জন্য পত্র লিখুন

সোল এজেন্টস্

Balmer Lawrie & Co., Ltd.

১০৩নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৫নং গ্রেহাম রোড, বম্বে।

সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা দরে পাইবার নিমিত্ত এই বিজ্ঞাপনের নাম উল্লেখ করিবেন। 12/133

বাজার দর

—:০:—

পাট—

আমদানী ১৭,০০০/ মণ; রপ্তানী ২২,০০০/ মজুত ২৪৩০০০/ গত বর্ষে এই সময় মজুত ২৬৮০০০/ মণ পাটের দর পাঁচ মণ পাকা গাঁইট ৩৮৷০ ও প্রতিমণ ৪ নং ৭৷০, রিজেক্‌সন ৬৷০।

সোণা, রূপা—

ইংলিশ বার	প্রতি ভরি	২২/০
ট্যাকশালের বার	„ „	২২৷৶০
বড়ালের বার	„ „	২১৷৵০
চীনের পাত	„ „	২১৷০
গিনি	প্রতি খান্	১৩৷৶১০
চাঁদি	প্রতি ১০০ ভরি	৫৭/০
ঐ খুচরা		৫৭/০

ঘৃত—

শ্রী	...	...	৮০৲
মটকা	...	...	৭৫৲
ভারতী	...	...	৭৩৲
খুরজা	...	...	৭৪৲
সিকেন্দ্রাবাদী	...	...	৭১৲
লক্ষ্মী	...	...	৭১৲
বাঁদা সাগর	...	...	৬৯৷০

তৈল—

	পাইকারী	খুচরা
সরিষার তৈল খাটি (রাধা-কৃষ্ণ মার্কা) এক গাড়ীর দর		২.০৷০
ঐ ১ মণের দর		২১৲
বিনোদ মার্কা ঐ		২১৷০
কানপুর টিন সমেত		২১৲—২২৲
ঘানির		২৩৲
নারিকেল তৈল		১৮৲—১৮৷০
রেড়ির তৈল		১৪৲—১৫৲

কেরোসিন তৈল—

আমেরিকান তৈল :—

বানর		৮/০
ঐ টিন		৮৷৵০
হাতী ১ গ্যালন	দুই টীন	[illegible]

ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোং

২। বর্ম্মা তৈল :—

চক্র	৬৷৶০	দুই টিন
সূর্য্য	৬৷৶০	„
তারা	৬৷৶০	„
ভিক্টোরিয়া	৫৸০	„
ছাগল	৫৷৷১০	„
মুর্গী ও চাবি	৫৸৶১০	„

আটা, ময়দা, সুজী—

সর্ব্বোৎকৃষ্ট	৬৷৶০
গৃহস্থের	৬৶০
বি, আটা	৬৶০
এস নং „	৫৸০
২ নং „	৫৸৶০
৩ নং „	৪৲০
সুজী	৬৷৶০

মসলা—

লবণ ডিউটি সহ	১০০/ মণ	১২৯৸০
হলদি (মছলি পত্তন)		১০৷০
সুপারি (মাঝারি)		১৭৷০
ঐ বড়দানা (ঐ)		১৮৷০
ঐ ছোট		১৮৲
ঐ (জাহাজী)		১২৲—১৪৲
ধনিয়া		৫৲—৫৷০
গোল মরিচ (কানানোরী)		৬০৷০
লবঙ্গ	সের	১৷০
এলাচি (বড়)	মণ	২১৷০
ঐ (ছোট)	সের	৪৲
সাগুদানা	মণ	৮৷০
এরারুট		৮৷৶০
ধুনা (জাহাজী)		৬৷০—৭৲
ঐ (রেঙ্গুনী)		১২৷০
সুর্মা		১৩৷০
দারুচিনি		১১৷০
কর্পূর		১২৭৲
মিছরি (১—২ নং)		৮৷০—৯৷০

চাউল—

পাটনাই আতপ	৬৷০—৬৷৶০
চিনিশকর	৮৶০—৮৷০
দাউদখানি	৮৲—৮৷০
বাকতুলসী	৬৷৶০—৭৶০
বালাম	৬৲০—৭৲
কাজলা	৪৸০—৪৷০
পাটনাই সিদ্ধ	৫৷৷০—৫৸৶০
নাগরা	৪৸৶—৫৶০

মার্কোজোন

(হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড ১২ ভাগ মার্ক)

শক্তি স্থায়িত্ব ও বিশুদ্ধতার প্রতিশব্দ

আধুনিক বিজ্ঞানে হাইড্রোজেন প্যারোক্সাইড অতীব প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া পরিচিত। ক্ষত এবং ঘা প্রভৃতি চিকিৎসায় ইহার বিষ প্রতিষেধক ও বীজাণু ধ্বংসকারক ক্ষমতা ইহাকে অমূল্য করিয়াছে। মুখ ধুইবার সময় ব্যবহার করিলে গলঃক্ষত ও ফুসফুসের রোগ হইতে পারে না। ইহাতে দাঁত সাদা ও পরিষ্কার থাকে। ইহা দিয়া কম্প্রেস করিলে ফুস্কুড়ি প্রভৃতি দূর হয়। ইহা নখগুলিকে সাদা করে; দাগ নষ্ট করে ও মলিন স্থানগুলিকে উজ্জ্বল করে। ইহা ছাড়া শত শত কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ, শক্তিশালী ও স্থায়ী না হ'লে না ব্যবহার করার চেয়ে ব্যবহার করাও খারাপ।

মার্কোজোনই চাহিবেন এবং আপনি এমন জিনিষ পাবেন—যাহার উপর সর্ব্বদাই বিশ্বাস করা চলে। বিশুদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার জন্য ২৬০ বৎসরেরও অধিক সুনামযুক্ত খ্যাতনামা ঔষধ প্রস্তুতকারক কর্ত্তৃক ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।

আউন্স, ১০ আউন্স এবং ২০ আউন্স পেটেণ্ট বোতলে

MERCKOZONE

সমস্ত ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

কেবল মাত্র ই, মার্ক ডার্ম্মষ্ট্যাড্ হেসি, জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

= স্মরণ রাখিবেন =

ষ্টোভারসোল—রক্তামশায়ের অব্যর্থ মহৌষধ

ষ্টোভারসোল—সর্ব্বপ্রকার পেটের ব্যারামের অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

ষ্টোভারসোল—পুনরাক্রমক জ্বরের সঞ্জীবনী সুধা।

অন্যান্য ঔষধের পরিবর্ত্তে এই 'ষ্টোভারসোলই' কিনিবেন, কারণ ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ।

চিকিৎসকগণ অনুমোদন করেন যে—

"ষ্টোভারসোল"

STOVARSOL

গর্ম্মি (সিফিলিস) বা উপদংশজনিত বিষ দূর করিতে অদ্বিতীয় ঔষধ।

মূল্য প্রতি বটিকা ৪ গ্রেণ হিসাবে ২৮ বটিকা পূর্ণ শিশি ৩৲

ঐ ১৪ বটিকা পূর্ণ শিশি ২৲

প্রতি বটিকা ½ অর্দ্ধ গ্রেণ হিসাবে ১০০ বটিকা পূর্ণ শিশি ২৲

প্রতি বটিকা ¼ গ্রেণ হিসাবে ২০০ বটিকা পূর্ণ শিশি ১।৵৹

লণ্ডনের মে, বেকার লিঃর ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত।

ভারতের ষ্টকিষ্টগণ :—মে, এণ্ড বেকার (ইণ্ডিয়া) লিঃ।

৩নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ও শাখাসমূহ।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড হোমিওপ্যাথিক কলেজ

৪৭।২, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্ট্রী করা

এখানে জুন মাস হইতে ভর্ত্তি করা হয়। ২ বৎসর পড়িলে এইচ, এল, এম, এস এবং তিন বৎসরে এইচ, এম, বি, উপাধি দেওয়া হয়। কলেজের মাসিক বেতন ৩৲ টাকা।

ইহার সংলগ্ন ডিসপেন্সারিতে /৫, /১০ দরে ঔষধ এবং বাজার দরে অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। কলেজে নূতন আউট ডোর ডিসপেন্সারী খোলা হইয়াছে ও তাহা কলেজের সিনিয়ার ষ্টুডেণ্ট দ্বারা পরিচালিত হয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য—ডাক্তার এস খান, এম ডি, (আমেরিকান) ৪৭।২ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে পত্র লিখুন। প্রাইভেট পরীক্ষা লওয়া হয়।

ডাঃ ওয়াই, এ, খাঁর

অমৃত মঞ্জরী

অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, পেটের কামড়, পেটে ব্যথা, পেটে বায়ু জমা, বুকজ্বালা করা, অম্লশূল, পিত্তশূল, বায়ুশূল, লিভার ফোলা, লিভারে বেদনা, ন্যাবা, সূতিকা, গ্রহণী, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণজনিত মাথাধরা, অনিদ্রা, কলেরা প্রভৃতি যাবতীয় পীড়ার অব্যর্থ মহৌষধ। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার অমৃত-মঞ্জরী নাম সার্থক কিনা বুঝিতে পারিবেন। বহু খ্যাতনামা চিকিৎসক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, ডজন ৪॥০ আনা, মাঃ স্বতন্ত্র।

ভিগর

ধাতুদৌর্ব্বল্য ... [illegible] স্নায়ুমণ্ডলী সুদৃঢ় করিয়া জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন করে; মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্মরণশক্তি ও মেধা বৃদ্ধি করে। বাজীকরণে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। সুস্থ শরীরে নিয়মিত ব্যবহার করিলে শত শত নারী গমনেও দুর্ব্বলতা বোধ হয় না। যাহারা অনিয়মিত বীর্য্যক্ষয় করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছেন, অথবা মনের শত সহস্র বাসনা কামনা থাকা সত্বেও বার্দ্ধক্যজনিত তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছেন না তাহাদের নিকট আমাদের অনুরোধ ডাঃ ওয়াই, এ, খাঁর ভিগর ১ শিশি ব্যবহার করিয়া দেখুন। প্রথম দিন ব্যবহারেই ফল বুঝিতে পারিবেন। মূল্য প্রতি শিশি ১৸০, ৩ শিশি ৪৸০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

সিফিলিস কিওর

(গর্ম্মিঘায়ের সদ্য ফলপ্রদ মলম)

ইহা ব্যবহারে যে কোন প্রকারের ও যতদিনের পুরাতন দূষিত গর্ম্মি হউক ৪ দিনে আরোগ্য হইবে। মূল্য প্রতি শিশি ১।০ আনা ৩ শিশি ৪৲, মাঃ স্বতন্ত্র।

ডেণ্টালীন

দাঁত ফোলা দাঁতে যন্ত্রনা হওয়া প্রভৃতি যাবতীয় দন্ত-রোগের অব্যর্থ মহৌষধ মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা ডজন ৬॥০ মাঃ স্বতন্ত্র।

দদ্রুজয়ী ঃ—ইহাতে সর্ব্ববিধ দাদ আরোগ্য হয়। মূল্য প্রতি কৌটা।০ আনা, ৩ কৌটা ॥৵০ আনা ডজন ২।০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

ইচ্ছা ভেদী ঃ—ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিয়া ২।১ বার দাস্ত হয়। ইহাতে শরীরে দুর্ব্বলতা অথবা অন্য কোন প্রকার গ্লানি উৎপন্ন হইতে দেয় না। মূল্য প্রতি কৌটা ॥০ আনা. ডজন ৪॥০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।

সোল এজেণ্ট—**এস, ডি, খান এণ্ড ব্রাদার্স**

মেডিসিন ষ্টকিষ্ট এণ্ড জেনারেল অর্ডার সাপ্লায়ার্স

শোভাবাজার ষ্টোর—(আ) ১৫৫ অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আমাদের হোমিওপ্যাথিক বিভাগে আমেরিকা হইতে আনীত টাট্‌কা ও খাঁটি ঔষধ /৫ ও /১০ ড্রাম বিক্রয় হয়। শিশি, কর্ক যাবতীয় ডাক্তারী বই ও যন্ত্র সর্ব্বদা মজুত থাকে। আশা করি মুসলমান ভাইয়েরা আমাদের এই আয়োজন ব্যর্থ হইতে দিবেন না।

এ, হাই, এণ্ড কোং

'ক্রোম' ও উজ্জ্বল 'কীড্' প্রভৃতি উন্নত ধরণের চামড়া ও জুতার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম-বিক্রেতা এবং সাধারণ অর্ডার সরবরাহকারী।—উক্ত বিখ্যাত কোম্পানি মালের আমদানী রপ্তানী যথানিয়মে করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা গুদামে বহু জিনিস-পত্র সঞ্চিত রাখেন।

নিম্নলিখিত মালগুলিও বর্ত্তমানে কোম্পানির ভাণ্ডারে মৌজুদ রহিয়াছেঃ-

১। কাল, কটা ও খয়ের রঙের ক্রোম্ চর্ম্ম।
২। কাল, কটা ও ঘন-কটা রঙের উজ্জ্বল ছাপ-চর্ম্ম
৩। বিভিন্ন বর্ণের মখ্‌মল্-চর্ম্ম।
৪। (ক্রোম্ ভেড়ার) 'বাফ্' চর্ম্ম।
৫। বাছুর ও 'ষ্টুডে'র বার্ণিশ করা চর্ম্ম।
৬। মাদ্রাজী ও কাবুলী ভেড়ার এবং মাদ্রাজী গরুর চর্ম্ম।
৭। গো-মহিষের ক্রোম্ ও বার্ণিশ করা গোড়ালির চর্ম্ম।
৮। কাল ও কটা বর্ণের নানাবিধ প্যাটেণ্ট-চর্ম্ম
৯। বিভিন্ন রঙের 'সিউড' চর্ম্ম।

হেড্ অফিস :—৩৩।১, বেনেপুকুর রোড

ব্রাঞ্চ :—২৯।১ বেনেপুকুর রোড

কলিকাতা।

টেলি :—"আন্ ফোসিন।"

দৈবপ্রাপ্ত

ধবল রোগের মহৌষধ

ধবল বা শ্বেতী রোগ দুরারোগ্য বলিয়া যাঁহারা জানেন, তাঁহারা একবার আমার নিকট আসুন খোদার ফজলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। বহু পরীক্ষিত ও বহু প্রশংসা পত্র আছে। মূল্য ২।০ আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদ শুকুর আলি

ম্যানেজার হানাফী

৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫ম বর্ষ আরম্ভ হইল

শরিয়তে এস্‌লাম

খৃষ্টানী-তিমির, শুদ্ধির কুহেলিকা, বেদয়াতি-জুলমৎ এবং উচ্ছৃঙ্খল তরুণের ভ্রান্ত-মতবাদ অবসান করিয়া এসলামী জাতীয়তা ও শরিয়তের পূর্ণ প্রতিধ্বনি—"শরিয়তে-এস্‌লাম" গত পাঁচ বৎসর হইতে প্রতিমাসে সুনিয়মিত ভাবে সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতেছে। কোরআন, হাদীছ, তফছীর, ইতিহাস, দর্শন বিজ্ঞান এসলামী রীতি নীতি, শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রকৃত উন্নতির অক্লান্ত প্রচারক—"শরিয়তে এস্‌লাম" পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

ফুরফুরার মহামান্য জনাব পীর সাহেবের "ওছীওৎ-নামা" এবং মওলানা হাজী মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব প্রমুখাৎ দেশমান্য আলেম বৃন্দের লেখনী নিঃসৃত অমৃতময়ী প্রবন্ধ সম্ভারে সজ্জিত হইয়া "শরিয়তে-এস্‌লাম" মোসলেম সমাজে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। অসত্যের তমসায় সত্যের চির-দীপ্ত মশাল—"শরিয়তে-এসলামের" সাহায্যে পথ দেখিয়া লউন। বার্ষিক মূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিতে ১।০ সিকা।

ম্যানেজার—শরিয়তে এস্‌লাম,

১৩নং গ্রাণ্ট ষ্ট্রীট (চাঁদনী), কলিকাতা।

বঙ্গের খ্যাতনামা হাকিম মৌঃ শাহ ছৈয়দ আজম উল্লাহ সাহেব প্রণীত—

"ইউনানী তবিব"—

বা বঙ্গ ভাষায় সহজ হাকিমী চিকিৎসা বিজ্ঞান

এই গ্রন্থে রোগ উৎপত্তির কারণ ও লক্ষণ সমূহ বিষদরূপে বর্ণিত আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সহজ নোছখা দ্বারা চিকিৎসা বিধিও ও প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা অতি সরল। ইহা ব্যতীত হাকিমী মতে বহু হেকমত হুনর, ধাতু সমূহ শোধন, জারদ মারণ, ইত্যাদি এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। শিক্ষিত গরীব বেকার ভ্রাতাগণের জন্য ইহা স্বাধীন জীবিকা। চিকিৎসকগণের নিত্য প্রয়োজনীয়। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাশুল স্বতন্ত্র। ইউনানী শাহী দাওয়াখানা, পোঃ জোরারগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

Printed and Published by Fazlul Huq Selbersi at The Islamia Printing House, 47 Ripon Street, Calcutta.

আপনি কি ধাতু-সম্বন্ধীয় রোগে ভুগিতেছেন ?

তবে অবিলম্বে

ডাঃ উীনের সেক্স-ডিলাইট

ব্যবহার করুন

যাঁহাদের শুক্র জলবৎ তরল, ধারণা-শক্তি মাত্রই নাই, এজন্ত যাঁহারা সহবাস সুখে বঞ্চিত যাঁহাদের প্রস্রাবের সহিত এমন কি বাহ্যে বসিয়া কোঁথ দিলে সরু সুতার স্থায় শুক্র নির্গত হয় এবং সামান্ত উত্তেজনায় বীর্য্যপাত হয়, যাঁহাদের পুরুষাঙ্গ দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া পড়ায় যাঁহারা স্ত্রীসহবাসে অক্ষম অথবা সহবাসের পূর্ব্বেই যাঁহাদের বীর্য্য-স্খলন হইয়া যায়, এজন্ত যাঁহারা সদাই মনমরা, কার্য্যে স্ফূর্ত্তিহীন, তাঁহাদের পক্ষে এই মহৌষধ অমৃততুল্য। বৃথা আড়ম্বর করিতে চাহি না। একবার ব্যবহার করিলেই ইহার আশ্চর্য্য ফল বুঝিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত ইহা সেবনে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বীর্য্যস্তম্ভন অর্থাৎ এমসাক হইয়া স্ত্রীর মনে আনন্দ দান করে। ইহা বৃদ্ধকেও যুবার স্থায় ক্ষমতা দান করে। পত্রাদি গোপন রাখা হয়। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা, ৩ শিশি ৫৲ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। অর্ডারকালীন এই কাগজের নাম উল্লেখ করিবেন

প্রাপ্তিস্থান—দি গ্লোব লেবরেটরী

১১নং মার্কেট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শান্তি তৈল

যাবতীয় চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

প্রাপ্তি স্থান :—

হাকিম মৌলবী মোহাম্মদ আলবাহার হোসায়ন,

ইউনানী মেডিকেল হল, পোঃ আটুরিয়া, ২৪ পরগণা।

বিফলে ৫০৲ দণ্ড দিব

এ, বি সাহেবের জগদ্বিখ্যাত ও বহু প্রশংসিত এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী কৃত "কৃমিকুলারী" ১ মাত্রা সেবনেই ১ ঘণ্টায় সর্ব্ব প্রকার কৃমি মলের সহিত বহির্গত হয় পৃথক জোলাপের দরকার করে না। প্রতি পুরিয়া ।০ আনা ডজন ২৲ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র। বহু এজেণ্ট আবশ্যক।

এ, বি, সাহেব এণ্ড কোং

হাতিবান্ধা—ময়মনসিংহ।

কয়েকটী অতুলনীয় মহৌষধ

১। "অর্শহর গুটীকা" অর্শ রোগের অদ্বিতীয় ঔষধ।
২। "শ্বেতকুষ্ঠ গুটিকা" শ্বেতকুষ্ঠের অদ্বিতীয়—
৩। "বিরেচক বটীকা" মৃদু বিরেচক ঔষধ।
প্রত্যেক কৌটার মূল্য

আনা

৪। 'মনিমঞ্জন' দাঁত নিরাপদ রাখিতে ও দাঁতের পীড়া নষ্ট করিতে পরীক্ষিত।
৫। "মনিমলম" সর্ব্বপ্রকার দক্র রোগের মহৌষধ।
প্রতি কৌটার মূল্য

আনা

মানবের শরীর নষ্ট হয় কেন ও উহার উন্নতি করিবার উপদেশযুক্ত গ্রন্থ "কামশাস্ত্র" ঠিকানা সহ পত্র লিখিলেই পাইবেন।

প্রাপ্তিস্থান—আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়—২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

অদ্ভুত রতি শক্তি

ফকিরী দ্রব্যগুণ ও মালিশ

বিফলে মূল্য নিশ্চয় ফেরৎ

চূর্ণ—ইহা রক্ত পরিষ্কারক ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক ইহাতে মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের পীড়া প্রভৃতি দূর করিয়া জলের স্থায় তরল শুক্র গাঢ় করে। এক পেকেট ১।০ আনা।

মালিশ—পুরুষত্বহীনতার অমোঘ অস্ত্র। ইহাতে শিথিল, খর্ব্ব ইন্দ্রিয় সতেজ সুদৃঢ় ও বৃদ্ধি হয়। মালিশ ১ শিশি ১৲ টাকা।

শাহী বটী ১ নং—ইহা মেধা স্মৃতি ও বলবীর্য্য বর্দ্ধক। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা ও ইন্দ্রিয়ের শিথিলতা, অবসাদ প্রভৃতি দূর করিয়া অসীম শক্তি প্রদান করে ও রতি-শক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া ধারণা শক্তি বৃদ্ধি করে। ১ কৌটা ২৲।

এমচাক বটী ২ নং—ইহা সেবনে মুহূর্ত্তে শরীর উত্তেজিত হইয়া বহুক্ষণ ব্যাপী বীর্য্যস্তম্ভন হয়। ১ কৌটা ১৲ টাকা।

হাকিম মৌলবী কাজী আফাজ উল্লা

২৬৩ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ফরিদপুরের কেন্দ্রীয় খাদেমুল-ইন্‌সান্‌ সমিতির মুখপত্র

মোয়াজ্জিন

বাঙ্গালার ধর্ম্মপ্রাণ তরুণ মোসলেম সমাজের আদর্শ সাহিত্য পত্রিকা। "মোয়াজ্জিন" সাম্য, মৈত্রী ও প্রেম শান্তির সুমহান মিনারে দাঁড়াইয়া সমগ্র মানব জাতিকে মিলন ও মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছে। দেশের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিক ও কবিবৃন্দ মোয়াজ্জিনের নিয়মিত লেখক। দ্বিতীয় বর্ষ চলিতেছে। বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ম্যানেজার—"মোয়াজ্জিন"—ফরিদপুর।

চিরজীবনের গ্যারাণ্টি দিয়া

গনোরিয়া

সাতদিনে আরোগ্য করা হয়
অনারোগ্যে মূল্য ফেরত
মূল্য প্রতি শিশি ২৲ টাকা
ঠিকানা—চৌধুরী ফার্ম্মেসী

শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক

শিবপুর মোসলেম বালিকা বিদ্যালয়ের জন্ত আই-এ বা ম্যাট্রিক পাশ একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং ৪র্থ ৫ম শ্রেণীর বালিকা দিগের আরবী, উর্দ্দু ও বাংলা উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ একজন ২য় শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন। বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী। ২৫শে জুলাইয়ের মধ্যে প্রশংসা পত্র সহ নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন।

মুন্‌শী জামাল উদ্দিন মোল্লা

৪২৭নং জি, টি, রোড, শিবপুর (হাওড়া)।

রহমানীয়া ইউনানী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

নুরজাহানী হালওয়া

ইহা বাদাম, পেস্তা, আখরোট ইত্যাদ মেওয়াজাত ও ডিম, জাফরান, মৃগনাভা এবং অন্যান্য বহু বলকর দ্রব্য সহযোগে প্রস্তুত একটী পুষ্টিকর সুস্বাদু হালুয়া। শীঘ্র নষ্ট হয় না। শিশু ও বালককে রোজ অল্প মাত্রায় খাওয়াইলে শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলশালী হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তি সেবনে যৌবনোচিত শক্তি লাভ করে। ইন্দ্রিয়ের অবসাদ দূর করে, পূর্ব্বকালে আমির ওমরাহগণ ইহা সেবনে যুব-শক্তি লাভ করিতেন। মূল্য প্রতি সের ৮৲ আট টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

ব্রাঞ্চ— হেকীম—মোহাম্মাদ আনিছোর রাহমান।

৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পোঃ রঘুরামপুর, জেলা রাজশাহী—

শিশু-সাহিত্যের ওস্তাদ শিল্পী

কবি শেখ মোঃ ইদ্‌রিস আলী-প্রণীত

শিশুদের মোস্তফা

যদি আপনি আপনার ছেলে-মেয়েদিগকে উন্নত করিতে চাহেন, জ্ঞানী, মানী ও বুদ্ধিমান দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের বুকের মধ্যে ধর্ম্মের মহা মানিক স্থাপন করিতে সাধ রাখেন, তবে মানুষের সেরা মানুষ, আল্লাহতায়ালার প্রিয় বন্ধু, পয়গম্বরদিগের মাথার তাজ মহা নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদে মজতবা (সঃ) এর পুণ্যময় জীবন-কথা শিশুদের মোস্তফা" পাঠ করিতে দিন। ইহার ভাষা কবিতার চেয়ে ও মধুর, ঘটনা বিবরণ গল্পের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, ভাবধারা যার পর নাই পবিত্র, করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কেবল ছেলে মেয়ে কেন, ইহা পড়িতে পড়িতে প্রবীণ প্রবীণা ও তন্ময় হইয়া পড়িবেন। হজরত রসুলে মকবুল (সঃ) এর সাধনা খোদা-প্রেম উন্মত বাৎসল্য দেখিয়া নিজেকে ভুলিয়া যাইবেন। সেই সরওয়ারে কায়েনাতের পূত জীবন-কথা জ্ঞাত হইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবেন। মূল্যবান কাগজে সুচারু ছাপা ও মনোজ্ঞ বাঁধাই। মূল্য ॥০ আনা।

মোহাম্মদ ফাজেল এণ্ড সন্স

১৩৯ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পয়গম্বর

বঙ্গবিখ্যাত খানবাহাদুর মরহুম মৌঃ তস্‌লিমুদ্দিন আহমদ বি, এল, এর শেষ মহান দান।

ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারক, ইস্‌লাম সাম্রাজ্য সংস্থাপক এবং আদর্শ মানব হজরত মোহাম্মদের সম্পূর্ণ জীবন চরিত। কোরআন, তফসীর এবং হাদিস অবলম্বনে বহু নূতন বিষয়সহ ৫ খানি মনোমুগ্ধকর হাফটোন সুচিত্রে ভূষিত, উত্তম ছাপা ও বাঁধাই, মূল্য ১৷০ মাত্র।

হজরত ওমর (সৈয়দ আব্দুর রউফ)	২৲
সাহাবিয়া (খানবাহাদুর তসলিমুদ্দীন)	১৷০
প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয়কথা (ঐ ২য় সংস্করণ)	৷৶০
সম্রাট ছালাহ উদ্দীন (মৌঃ ইব্রাহিম খাঁ এম-এ, বি-এল, প্রিন্সিপাল—সাদত কলেজ)	১৲
বাদশাহ বাবর (ঐ ঐ)	॥০
গুল দাস্তা (মিঃ ওয়াজেদ আলী, বার এট-ল)	১৲
তাপসী রাবেয়া (মৌঃ সৈয়দ এমদাদ আলী)	৷০
হাফেজা (ঐ ঐ)	৷০
ইস্‌লাম ও বহুবিবাহ (কিদওয়াই ও আব্দুল কাদেরী)	।০
ইস্‌লাম ও পর্দ্দা (ঐ ঐ)	।০

ষ্টক ক্লিয়ারেন্স সেল !

অর্দ্ধ মূল্য ! অর্দ্ধ মূল্য !! অর্দ্ধ মূল্য !!!

দেশী মিলের রেশমী, পশমী ও সূতি কাপড়ের ও খদ্দরের সকল প্রকার পোষাক অর্থাৎ কোট, প্যাণ্ট, সার্ট, পাঞ্জাবী, সেমিজ, ব্লাউজ ইত্যাদি **সমস্তই** নূতন ধরনের এবং অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে। অধিকন্তু আমাদের বস্ত্র বিভাগের সর্ব্ববিধ আড়ঙ্গের ধূতি ও শাড়ীর মূল্য **শতকরা ২৫৲ কম।** আশা করি জিনিষের সঙ্গে দর মিলাইয়া দেখিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন।

অছেল মোল্লা এণ্ড কোং

১০।১১নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, ফোন—৪০৭২ কলিকাতা।

ব্রাঞ্চ—৩নং চাদনীচক ৫ম গেট।

মোসলেম-পাকপ্রণালী

১ম ভাগ ১॥০ ২য় ভাগ ২৲

মোসলমানদিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নত প্রণালীর পোলাও, কোর্ম্মা, কালিয়া, কোফ্‌তা, কাবাব, দো-পেয়াযাঃ, বিরিয়ানী, যরদা, আশ, কবুলী, হরিরা, হরিষা, খিচুড়ি, সিরমল, পারাঠা, বাকেরখানি, ক্ষীর, ফিরনি, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, আচার, চাটনী, মোরব্বা আদি শতশত প্রকার পাকশিক্ষার অদ্বিতীয় ও অমূল্য গ্রন্থ। উত্তম ছাপা ও উৎকৃষ্ট কাপড়ে বিলাতী বাঁধাই

ইস্‌লামিয়া আর্ট প্রেস,

১৩৮ নং কড়েয়া রোড, কলিকাতা

প্লীহারি

সেবনে যেরূপ দুরারোগ্য ও চিকিৎসকের অসাধ্য কঠিন প্লীহা হউক না কেন সারিবেই সারিবে মূল্য ১৲ টাকা বিফলে ফেরৎ দিব। রোগীর বয়স লিখুন মাশুল ।৶০

মহিবুব এণ্ড কোং, (এল) পোঃ খিলগাও ঢাকা।

থাইসিস্‌ বা যক্ষ্মার দৈব ঔষধ

হিমালয়ে এক সাধু মহাত্মার নিকট প্রাপ্ত। যক্ষা বা রাজ যক্ষার অব্যর্থ মহৌষধ। এক্ষণে আমাদের "ল্যাবরেটরীতে" এই ঔষধ বহু অর্থ ব্যয়ে এবং বহু বৎসরের চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত। এই ঔষধ দ্বারা শত করা ৭৫ জন আরোগ্য লাভ করিতেছেন। যত দিনের পুরাতন রোগ হউক না কেন, এমন কি ডাক্তারী, কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় হতাশ হইলেও ৭ দিনের মধ্যে উপকার পাইবেন। এ পর্য্যন্ত বহু রোগী আরোগ্য হইয়াছে। শীঘ্রই আপনার অসুখের বিবরণ লিখিয়া ঔষধ লউন ও নিয়মাবলীর জন্ত পত্র লিখুন।

ঔষধের মূল্য :—১ মাসের ১৫৲ ও ৭ দিনের ৫৲ টাকা মাত্র প্রাপ্তি স্থান

সুবোধ দাস এণ্ড কোং ৬৩।২ হ্যারিসন রোড কলিকাতা